সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির রাহীম্
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

সূরা ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ, রুকূ ঃ ১, আয়াত ঃ ৭

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾

১। আল্‌হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল্ 'আ-লামীন। ২। আর্‌রাহ্‌মা-নির রাহিম।
(১) সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের মহান পালনকর্তা (২) যিনি পরাম করুণাময় ও অসীম দয়ালু।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾

৩। মা-লিকি ইয়াওমিদ্ দীন। ৪। ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাস্তা'ঈন।
(৩) যিনি কর্মফল দিবসের মালিক। (৪) আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

৫। ইহ্‌দিনাছ্ ছিরা-ত্বাল্ মুস্তাক্বীম। ৬। ছিরা-ত্বাল্ লাযীনা আন্-'আম্‌তা
(৫) আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন (৬) সে সকল লোকের পথে, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান

عَلَيْهِمْ ۙ﴿۶﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

'আলাইহিম। ৭। গাইরিল্ মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়া লাদ্ব দ্বা-ল্লীন।
করেছেন। (৭) তাদের পথে নয়, যারা আপনার গজবে নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।

শানেনুযূল ঃ আবু মাইসারা থেকে বর্ণিত, নবুওয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগে রাসূল (স) যখন উন্মুক্ত ময়দানে যেতেন, তখন হঠাৎ করেই তাঁকে 'হে মুহাম্মদ' বলে কে যেন ডেকে উঠতেন। তখন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল (তাওরাতের বড় আলেম) রাসূল (স)-কে বললেন, এমনটি আরেকবার শুনলে আপনি সেখানে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এরপর রাসূল (স) আরেকদিন এভাবে এক উন্মুক্ত ময়দানে বের হলে তাঁকে 'হে মুহাম্মদ' বলে ডেকে উঠলে তিনি জবাবে বলেন, 'লাব্বাইক'। তখনই এই সূরা নাযিল হয়।- (দালাইনুল বায়হাকী, রুহুল মাআনী)
ফযীলত ঃ একবার হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা) রাসূল (স)-এর কাছে সূরা ফাতিহা পাঠ করলে রাসূল (স) বলেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর এবং স্বয়ং কুরআনেও এই সূরার দ্বিতীয় আরেকটি দৃষ্টান্ত নেই। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সমস্ত কুরআনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূরা হল 'আলহামদু'।- (বুখারী)

বিসমিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির রাহীম্
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

সূরা বাক্বারাহ্

মদীনায় অবতীর্ণ, রুকূ ঃ ৪০, আয়াত ঃ ২৮৬

الٓمّٓ ۚ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۛۚ هُدًى

আলিফ্ লা- ম মী-ম। ২। যা-লিকাল্ কিতা-বু লা-রাইবা ফীহি, হুদাল্
(১) আলিফ্ লা-ম-মী। (২) এটি সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাক্বীদের জন্য রয়েছে (এতে) পথ নির্দেশ।

لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

লিল্‌মুত্তাক্বীন। ৩। আল্লাযীনা ইউ'মিনূনা বিল্‌গাইবি ওয়া ইউক্বীমূনাছ্ ছলা-তা
(৩) (তাদের জন্য পথ প্রদর্শক) যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যে

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ﴿۳﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ

ওয়া মিম্মা-রাযাক্বনা হুম ইউন্‌ফিক্বূন। ৪। ওয়াল্লাযীনা ইউ'মীনূনা বিমা- উন্‌যিলা
রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (৪) আর যারা আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং

اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ﴿۴﴾

ইলাইকা ওয়ামা -উন্‌যিলা মিন ক্বাব্‌লিক, ওয়া বিল্‌আ-খিরাতি হুম ইউক্বিনূন।
পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান রাখে, আর আখেরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

শানেনুযূল ঃ মালিক ইবনে সায়ফী নামক এক ইহুদি মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলত, পূর্ববর্তী কিতাবে যে কিতাবের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে আল কোরআন সেই প্রতিশ্রুত কিতাব নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহতাআলা এই সূরার প্রথম আয়াত নাজিল করে তার দাবি খণ্ডন করেছেন। তার পর চার আয়াতে মুসলমানদের প্রশংসা এবং পরবর্তী আয়াতে মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়েছে। (লুবাব)
আলিফ লাম মীম ঃ পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন সূরার শুরু কতিপয় বর্ণগুচ্ছ দিয়ে করা হয়েছে, যেগুলো স্পষ্ট অর্থপূর্ণ শব্দ নয়। এ ধরণের বর্ণগুচ্ছকে বলা হয়, হুরুফে মুক্বাত্তা আত'। 'হুরুফে মুক্বাত্তা আত'-এর অর্থ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে'তাবেয়ীন ও মুফাসসিরীনদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন, এগুলো কোরআন শরীফের রহস্য, কেউ বলেছেন কোরআন শরীফের নির্যাস। তবে অধিকাংশ আলেম এগুলোর অর্থ অনুসন্ধানে অনুৎসাহিত করেছেন। কারণ, এগুলোর গূঢ় অর্থ শুধু আল্লাহ পাকই সম্যক অবগত। যেহেতু 'আলিফ লাম মীম' এ ধরনের রহস্যপূর্ণ 'হুরুফে মুক্বাত্তা আত' সে জন্য এগুলোর অর্থ অনুসন্ধান না করাই শ্রেয়। (আবুসউদ, সফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৫) اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (৬) اِنَّ الَّذِيْنَ

৫। উলা—ইকা 'আলা- হুদাম্ মির রাব্বিহিম ; ওয়া উলা—ইকা হুমুল মুফ্লিহূন। ৬। ইন্নাল্লাযীনা
(৫) তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত হিদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। (৬) নিশ্চয় যারা

كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (৭) خَتَمَ اللّٰهُ

কাফারূ সাওয়া—উন 'আলাইহিম আআন্যার্তাহুম আম্ লাম তুন্যির্হুম লা-ইয়ু'মিনূন। ৭। খাতামাল্লা-হু
কুফরী করেছে, আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন আর নাই করুন উভয়ই সমান। তারা ঈমান আনবে না। ৭। আল্লাহ তাদের

عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ؗ وَّلَهُمْ عَذَابٌ

'আলা- কুলূবিহিম্; ওয়া 'আলা- সাম্'ইহিম্; ওয়া 'আলা—আব্সা-রিহিম গিশা-ওয়াতুওঁ, ওয়া লাহুম 'আযা-বুন
অন্তর ও কর্ণকুহরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে পর্দা পড়েছে। আর তাদের জন্য মহাশাস্তি

عَظِيْمٌ (৮) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ

'আযীম। ৮। ওয়া মিনান্ না-সি মাই ইয়াকূলু আ-মান্না- বিল্লা-হি ওয়া বিল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়ামা-হুম
রয়েছে। (৮) মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনেছি, অথচ

بِمُؤْمِنِيْنَ (৯) يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ

বিমু'মিনীন। ৯। ইয়ুখা-দি'উনাল্লা-হা ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ, ওয়ামা- ইয়াখ্দা'উনা ইল্লা-
তারা মোটেই ঈমানদার নয়। (৯) তারা আল্লাহ ও মুমিনদের ধোঁকা দিতে চায়, মূলতঃ তারা নিজেদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে,

اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ (১০) فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ

আনফুসাহুম্ ওয়ামা- ইয়াশ'উরূন। ১০। ফী কুলূবিহিম মারাদ্বুন ফাযা-দাহুমুল্লা-হু মারাদ্বান,
অথচ তারা সেটা উপলব্ধি করতে পারে না। (১০) তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিলেন,

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ ۙ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ (১১) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا

ওয়া লাহুম্ 'আযা-বুন 'আলীমুম্ বিমা- কা-নূ ইয়াক্যিবূন। ১১। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুম লা- তুফসিদূ
আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যা বলত। (১১) আর যখন তাদেরকে বলা হত, তোমরা পৃথিবীতে

فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ (১২) اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ

ফিল আর্দ্বি ক্বা-লূ-ইন্নামা- নাহ্নু মুস্বলিহূন। ১২। আলা~ইন্নাহুম হুমুল মুফ্সিদূনা ওয়ালা- কিল্
ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরাতো সংশোধনকারী। (১২) খবরদার! নিশ্চিতভাবে তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু

শানেনুযুল (আঃ ৬) ঃ (ইন্নাল্লাযীনা কাফারু ছাওয়াউন.....) এ আয়াত ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ, ওতবা আবু জাহল ইত্যাদি কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যাদের মৃত্যু আল্লাহর জ্ঞানে কুফরী অবস্থায়ই নির্ধারিত ছিল। (নূরুল কুলুব)

শানেনুযুল (আঃ ৮) ঃ (ওয়ামিনান্ নাসি.....) একবার হযরত আলী (রা) মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাঈ এবং তার বন্ধুদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং মুনাফিক্বী বর্জন কর। প্রকাশ্যে মুসলমান এবং গোপনে কাফির এটা খুবই খারাপ কাজ। তখন তারা বলল, আশ্চর্য! আমরা মুসলমান, আমাদেরকে তুমি কাফির বলছ? তখন তাদের মূল চরিত্র প্রকাশের জন্য এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (নূরুল কুলুব)

لَا يَشْعُرُوْنَ (১৩) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ

লা- ইয়াশ'উরূন। ১৩। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুম আ-মিনূ কামা~আ-মানান্ না-সু ক্বা-লূ~আনু'মিনু
তারা তা বুঝে না। (১৩) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্য লোকদের মত তোমরাও ঈমান আন। তারা বলে, আমরা কি

كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

কামা~আ-মানাস সুফাহা—উ ; আলা~ইন্নাহুম হুমুস্ সুফাহা—উ ওয়ালা-কিল্ লা- ইয়া'লামূন।
ঈমান আনব যেভাবে ঈমান এনেছে নির্বোধরা? জেনে রেখ! তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না।

(১৪) وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا

১৪। ওয়া ইযা- লাকূল্ লাযীনা আ-মানূ ক্বা-লূ~আ-মান্না, ওয়া ইযা- খালাও ইলা-শায়া-ত্বীনিহিম ক্বা-লূ~
(১৪) যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন তারা তাদের শয়তান (কাফির নেতৃবৃন্দ) দের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে,

اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ (১৫) اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ

ইন্না- মা'আকুম ইন্নামা- নাহ্নু মুস্তাহ্যিউন। ১৫। আল্লা-হু ইয়াস্তাহযিউ বিহিম ওয়া ইয়ামুদ্দুহুম
নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি। আমরা কেবল উপহাস করছি। (১৫) আল্লাহও তাদের সাথে উপহাস করছেন এবং তাদের

فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (১৬) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪

ফী তুগইয়া-নিহিম ইয়া'মাহূন। ১৬। উলা—ইকাল্লাযীনাশতারাউদ্ব দ্বালা-লাতা বিলহুদা-
নাফরমানীর কাজে ঢিল দিচ্ছেন যেন তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরপাক খায়। (১৬) তারা সেসব লোক যারা হেদায়াতের বিনিময়ে

فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ (১৭) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى

ফামা- রাবিহ্বাত তিজ্বা-রাতুহুম ওয়ামা- কা-নূ মুহ্তাদীন। ১৭। মাছালুহুম কামাছালিল্ লাযিস্
গোমরাহী ক্রয় করেছে। তাই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং না তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত। (১৭) তাদের দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির মত

اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ

তাওক্বাদা না-রা, ফালাম্মা~আদ্বা—আত মা- হাওলাহূ যাহাবাল্লা-হু বিনূরিহিম ওয়া তারাকাহুম
যে ব্যক্তি আগুন জ্বালাল অতঃপর যখন তা তার চারদিক আলোকিত করল; তখন আল্লাহ তাদের সে আলো তুলে নিলেন এবং তাদেরকে

فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ (১৮) صُمٌّ ۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (১৯) اَوْ كَصَيِّبٍ

ফী য্বুলুমা-তিল লা-ইয়ুবস্বিরূন। ১৮। ছুম্মুম বুকমুন 'উমইয়ুন ফাহুম লা-ইয়ার্জ্বি'ঊন। ১৯। আও কাছাইয়্যিবিম
অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১৮) তারা বধির, বোবা ও অন্ধ; সুতরাং তারা ফিরতেও পারবে না। (১৯) অথবা, তাদের দৃষ্টান্ত যেমন,

○ টীকা (আঃ ১৪) ঃ شَيٰطِيْنِهِمْ (শাইয়া-ত্বীনিহিম)-এর অর্থ, ইয়াহুদী ও মুশরিক সর্দার অথবা, কাফির নেতৃবৃন্দ অথবা, মুনাফিক, মুশরিক সহচর বৃন্দ। (ইব্‌নে কাসীর) ; "হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করার" অর্থ– ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করা।

○ টীকা (আঃ ১৫) ঃ আল্লাহ্ পাকের উপহাস এই যে, তাদেরকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি না দিয়ে সময় প্রদান করেছেন। উদ্দেশ্য, কুফরীর চরম সীমায় পৌছলে অর্থাৎ, অপরাধ গুরুতর হলে অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করবেন ও যথোচিৎ শাস্তি দেবেন। উপহাসের প্রতিবিধান হিসেবেই তাকে উপহাস বলা হয়েছে। অন্যথায় প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তা'আলার এই কার্য উপহাস নয়। (বঃ কোঃ)

مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ

মিনাস্ সামা—ই ফীহি যুলুমা-তুওঁ ওয়া রা'দুওঁ ওয়া বারক্ব, ইয়াজ্'আলূনা আস্বা-বি'আহুম ফী~আ-যা-নিহিম

আকাশের বর্ষণ মুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে অন্ধকার, বজ্র ও বিদ্যুৎ চমক। তারা বজ্রধ্বনির কারণে মৃত্যুর ভয়ে আঙ্গুল

مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ

মিনাস্ব স্বাওয়া-'ইক্বি হ্বাযারাল মাওত ; ওয়াল্লা-হু মুহ্বীতুম বিল কা-ফিরীন। ২০। ইয়াকা-দুল বারক্ব

প্রবেশ করায় তাদের কানে। আল্লাহ কাফেরদের বেষ্টন করে আছেন। (২০) বিদ্যুৎ চমক মনে হয় যেন তাদের

يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ۗ كُلَّمَآ اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۗ

ইয়াখ্ত্বাফু আব্স্বা-রাহুম ; কুল্লামা~আদ্বা—আ লাহুম্ মাশাও ফীহ, ওয়া ইযা~আয্বলামা 'আলাইহিম ক্বা-মূ ;

চোখের জ্যোতি কেড়ে নিয়ে যাবে। যখনই বিদ্যুৎ আলোক তাদের (সামনে) উদ্ভাসিত হয় তখন তারা সে আলোতে চলে। আর যখনই আঁধার হয়ে যায় তখন তারা

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾

ওয়া লাও শা—আল্লা-হু লাযাহাবা বিসাম'ইহিম ওয়া আবস্বা-রিহিম ; ইন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি হরণ করে নিতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

﴿٢١﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

২১। ইয়া আয়্যুহান্ না-সু' বুদূ রাব্বাকুমুল্লাযী খালাক্বাকুম, ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লা'আল্লাকুম

(২১) হে মানবকুল! তোমরা ইবাদত কর তোমাদের প্রতিপালকের যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন, হয়ত তোমরা

تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ

তাত্তাক্বূন। ২২। আল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল আরদ্বা ফিরা-শাওঁ ওয়াস্সামা—আ বিনা—আওঁ ওয়া আন্যালা মিনাস্

মুত্তাকী হতে পারবে। (২২) যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ করেছেন এবং

السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا

সামা—ই মা—আন ফাআখ্রাজ্বা বিহী মিনাছ্ ছামারা-তি রিযক্বাল্লাকুম, ফালা-তাজ্'আলূ লিল্লা-হি আন্দা-দাওঁ

আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন ও তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনে-শুনে কাউকে আল্লাহর

وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ

ওয়া আন্তুম 'তালামূন। ২৩। ওয়া ইন কুন্তুম ফী রাইবিম মিম্ মা-নাযযালনা- 'আলা- 'আব্দিনা- ফা'তূ বিসূরাতিম মিম্

সমকক্ষ দাঁড় করো না। (২৩) আমার বান্দার (মুহাম্মদ সঃ) উপর অবতীর্ণ বিষয়ে তোমাদের যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে উহার অনুরূপ কোন সূরা

مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ لَّمْ

মিছ্লিহ, ওয়াদ'উ শুহাদা—আকুম মিন্ দূনিল্লা-হি ইন কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ২৪। ফাইল্লাম

নিয়ে আস এবং ডাক তোমাদের সহায়তাকারীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (২৪) তারপরও যদি

تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ

তাফ'আলূ ওয়া লান্তাফ'আলূ ফাত্তাক্বুন্ না-রাল্ লাতী ওয়াক্বূদুহান্ না-সু ওয়াল হিজ্বা-রাহ ;

না পার এবং কখনই তা পারবে না, তাহলে সে আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানব ও পাথর। যা কাফিরদের

اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ

উ'ইদ্দাত লিল কা-ফিরীন। ২৫। ওয়া বাশ্শিরিল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি আন্না লাহুম

জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। (২৫) এবং সুসংবাদ দিন যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে

جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ

জ্বান্না-তিন তাজ্বরী মিন তাহ্বতিহাল আনহা-র ; কুল্লামা- রুযিক্বূ মিনহা- মিন ছামারাতির রিযক্বান

জান্নাত; যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান, যখন তাদেরকে খেতে দেয়া হবে ঐ জান্নাত থেকে ফলমূল, তখন তারা

قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۗ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ

ক্বা-লূ হা-যাল্লাযী রুযিক্বনা- মিন ক্বাব্লু ওয়া উতূ বিহী মুতাশা-বিহা ; ওয়া লাহুম ফীহা~আযওয়া-জুম

বলবে, এতো সেই খাদ্য যা পূর্বে আমাদেরকে জীবিকা রূপে দেয়া হয়েছিল, দৃশ্যত তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হবে এবং তাদের জন্য সেখানে রয়েছে

مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا

মুত্বাহ্হারাতুওঁ ওয়া হুম ফীহা- খা-লিদূন। ২৬। ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াস্তাহ্বঈ~আইঁ ইয়াদ্বরিবা মাছালাম্ মা-

পূত-পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। (২৬) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ লজ্জাবোধ করেন না মশা কিংবা

بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ

বা'উদ্বাতান ফামা- ফাওক্বাহা ; ফাআম্মাল্ লাযীনা আ-মানূ ফাইয়া'লামূনা আন্নাহুল হ্বাক্কু মির রাব্বিহিম,

তদূর্ধ কিছু দ্বারা উদাহরণ দিতে। সুতরাং যারা ঈমানদার তারা জানে যে, এটা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য;

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ

ওয়া আম্মাল্লাযীনা কাফারূ ফাইয়াক্বূলূনা মা-যা~আরা-দাল্লা-হু বিহা-যা- মাছালা। ইয়ুদ্বিল্লু বিহী

আর যারা কাফির তারা বলে, এ ধরনের (তুচ্ছতম) উদাহরণ দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ এর দ্বারা অনেককে পথভ্রষ্ট

كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ

কাছীরাওঁ ওয়া ইয়াহ্দী বিহী কাছীরা ; ওয়ামা- ইয়ুদ্বিল্লু বিহী~ইল্লাল ফা-সিক্বীন। ২৭। আল্লাযীনা ইয়ানকুদ্বূনা

করেন এবং অনেককে সৎপথ প্রদর্শন করেন। মূলতঃ ফাসিকগণ ব্যতীত কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না। (২৭) যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে ভংগ

○ টীকা (আঃ ২৫) ঃ واتوابه متشابها (ওয়া উতূবিহী মুতাশাবিহা) জান্নাতীগণকে খাদ্যপূর্ণ আহার্য দান করা হলে তা ভক্ষণ করবে। অতঃপর অন্য আহার্য প্রদান করা হলে তারা বলবে, এ বস্তুই আমাদেরকে পূর্বে দেয়া হয়েছিল। তখন ফিরিশতাগণ বলবেন, আকার আকৃতি একইরূপ হলেও স্বাদ ও প্রকৃতি ভিন্ন। ○ টীকা (আঃ ২৫) ঃ ازواج مطهرة (আয্ওয়াজুম মুত্বাহ্হারাতুন) আয়াতাংশ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বরাত দিয়ে ইব্ন আবূ তালহা বলেন, জান্নাতের দম্পতি সর্বপ্রকার অপবিত্রতা ও কষ্ট হতে মুক্ত থাকবে। মুজাহিদ বলেন- তারা ঋতুস্রাব, মলমূত্র, সর্দি, কাশী, বীর্য ইত্যাকার সকল হতে মুক্ত থাকবেন। (ইবনে কাসীর)

عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ

'আহ্দাল্লা-হি মিম্ বা'দি মীছা-ক্বিহী, ওয়া ইয়াক্বত্বা'উনা মা ~আমারাল্লা-হু বিহী ~আঁই ইয়ূস্বালা ওয়া ইয়ুফসিদূনা
করেছে, দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর এবং আল্লাহ যে (সম্পর্ক) অক্ষুন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি

فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا

ফিল আর্দ্ব ; উলা—ইকা হুমুল খা-সিরূন। ২৮। কাইফা তাক্ফুরূনা বিল্লা-হি ওয়া কুন্তুম আমওয়া-তান্
করে, তারাই নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত। (২৮) তোমরা কিভাবে আল্লাহ্কে অস্বীকার করবে? অথচ তোমরা মৃত ছিলে, তিনি তোমাদেরকে

فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِىْ

ফাআহ্ইয়া-কুম, ছুম্মা ইয়ুমীতুকুম ছুম্মা ইয়ুহ্য়ীকুম ছুম্মা ইলাইহি তুরজ্বা'উন। ২৯। হুওয়াল্লাযী
জীবন দান করেছেন, তিনিই আবার তোমাদেরকে মৃত করবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন, পুনরায় তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। (২৯) তিনিই

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ

খালাক্বা লাকুম মা-ফিল আর্দ্বি জ্বামী'আ, ছুম্মাস্ তাওয়া~ইলাস্ সামা—ই ফাসাওয়্যা-হুন্না সাব'আ
তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাকে সাত

سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى

সামা-ওয়া-ত ; ওয়া হুওয়া বিকুল্লি শাইয়িন 'আলীম। ৩০। ওয়া ইয্ ক্বা-লা রাব্বুকা লিলমালা—ইকাতি ইন্নী জ্বা— 'ইলুন ফিল
আকাশে বিন্যস্ত করেন, এবং তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। (৩০) আর যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি

الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ

আর্দ্বি খালীফাহ, ক্বা-লূ~আতাজ্ব'আলু ফীহা- মাঁই ইয়ুফসিদু ফীহা- ওয়া ইয়াসফিকুদ্ দিমা—আ,
পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, তারা বলল, আপনি কি সৃষ্টি করবেন সেখানে এমন কাউকে, যারা পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

ওয়া নাহ্নু নুসাব্বিহু বিহাম্দিকা ওয়া নুক্বাদ্দিসু লাক ; ক্বা-লা ইন্নী~আ'লামু মা-লা- তা'লামূন।
করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি (আল্লাহ বললেন,) নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না।

﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ

৩১। ওয়া 'আল্লামা আ-দামাল আসমা—আ কুল্লাহা- ছুম্মা 'আরাদ্বাহুম 'আলাল মালা—ইকাতি ফাক্বা-লা আম্বি'উনী বিআসমা—ই
(৩১) এবং তিনি আদমকে সবকিছুর নাম শেখালেন, অতঃপর সেগুলো ফিরিশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, আমাকে এগুলোর নাম বল,

○ টীকা (আঃ ২৭) ঃ الذين ينقضون ...... ميثاقه -কোরআনের বিধি-নিষেধ পাঠ করা এবং তা সত্য বলে জানার পর তাকে অস্বীকার ও অমান্য করাই হচ্ছে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। (ইবনে কাসীর) ○ টীকা (আঃ ২৭) ঃ ويقطعون ...... ان يوصل আয়াতাংশের মর্ম হচ্ছে রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, যা রক্ষা করার নির্দেশ রয়েছে। (ইবনে কাসীর) ○ টীকা (আঃ ২৮) ঃ وكنتم امواتا ...... ثم يميتكم হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন– যখন তোমরা তোমার পিতার পৃষ্ঠদেশে মৃতবৎ ছিলে, তখন তোমরা কোন বস্তুই ছিলে না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সৃষ্টি করলেন, তারপর আবার মৃত করবেন, পুনরায় পুনরুত্থান দিবসে জীবিত করবেন।

هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ

হা~উলা—ই ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ৩২। ক্বা-লূ সুবহ্বা-নাকা লা- 'ইলমা লানা~ইল্লা- মা- 'আল্লাম্তানা; ইন্নাকা
যদি তোমরা সত্যবাদি হও। (৩২) তারা বলল, আপনি পবিত্র; আপনি যতটুকু জ্ঞান দান করেছেন তাছাড়া তো আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই

اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ

আন্তাল 'আলীমুল হ্বাকীম। ৩৩। ক্বা-লা ইয়া~আ-দামু আম্বি'হুম বিআস্মা—ইহিম, ফালাম্মা~আম্বাআহুম
আপনি সর্বজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠতম কুশলী। (৩৩) তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এগুলোর নাম বলে দাও। যখন তিনি তাদেরকে এগুলোর

بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ

বিআস্মা—ইহিম ক্বা-লা আলাম আকুল লাকুম ইন্নী~আ'লামু গাইবাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্দ্ব,
নাম বলে দিলেন, (আল্লাহ) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি আকাশ ও যমীনের সকল অদৃশ্য বস্তুর খবর রাখি।

وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ

ওয়া আ'লামু মা- তুব্দূনা ওয়ামা- কুন্তুম তাক্তুমূন। ৩৪। ওয়া ইয্ কুল্না- লিল মালা—ইকাতিস জুদূ লিআ-দামা
এবং তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর তাও আমি জানি। (৩৪) অতঃপর যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর,

فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ

ফাসাজ্বাদূ~ইল্লা~ইব্লীস ; আবা-ওয়াস্তাক্বারা ওয়া কা-না মিনাল কা-ফিরীন। ৩৫। ওয়া কুল্না- ইয়া~আ-দামুস
তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে দম্ভভরে অস্বীকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল। (৩৫) আমি বললাম, হে আদম!

اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ

কুন আন্তা ওয়াযাওজুকাল জ্বান্নাতা ওয়া কুলা-মিনহা-রাগাদান হ্বাইছু শি'তুমা ওয়ালা-তাক্বরাবা- হা-যিহিশ
তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখান হতে যা ইচ্ছা ভক্ষণ কর। কিন্তু এই গাছটির কাছেও যেও না; অন্যথা

الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا

শাজ্বারাতা ফাতাকূনা- মিনায্ যা-লিমীন। ৩৬। ফাআযাল্লাহুমাশ্ শাইত্বা-নু 'আনহা- ফাআখরাজ্বাহুমা- মিম্মা- কা-না-
তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৩৬) অতঃপর শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে

فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ

ফীহ, ওয়া কুলনাহ্বিত্বূ বা'দ্বুকুম লিবা'দ্বিন আদুব্বু, ওয়া লাকুম ফিল আর্দ্বি মুস্তাক্বাররুওঁ
বের করে দিল। আমি বললাম, তোমরা সকলেই পরস্পর শত্রুরূপে অবতরণ কর। পৃথিবীতে তোমাদের কিছু কালের জন্য অবস্থান ও সম্পদ ভোগ

وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ

ওয়ামাতা- 'উন ইলা-হ্বীন। ৩৭। ফাতালাক্বক্বা~আ-দামু মির রাব্বিহী কালিমা-তিন ফাতা-বা 'আলাইহ ; ইন্নাহূ হুওয়াত্ তাওয়্যা-বুর
নির্ধারিত হল। (৩৭) অতঃপর আদম (আ) তার প্রতিপালকের নিকট হতে কয়েকটি কথা শিখে নিল, তারপর আল্লাহ তার তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত

الرحيم ۝ قلنا اهبطوا منها جميعا ۚ فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع

রাহ্বীম। ৩৮। কুলনাহ্‌বিত্বূ মিনহা-জ্বামী'আ, ফাইম্মা- ইয়া'তিইয়ান্নাকুম মিন্নী হুদান ফামান তাবি'আ
ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৩৮) আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও এখান (বেহেশ্‌ত) হতে সকলেই। অতঃপর তোমাদের কাছে আমার হেদায়াত পৌছবে। অনন্তর

هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۝ والذين كفروا وكذبوا

হুদা-ইয়া ফালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্‌যানূন। ৩৯। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ ওয়াকায্‌যাবূ
যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তা গ্রস্তও হবে না। (৩৯) যারা কুফরী করল এবং আমার

باياتنا اولئك اصحب النار ۚ هم فيها خلدون ۝ يبني اسراءيل اذكروا

বিআ-ইয়া-তিনা~উলা—ইকা আস্বহা-বুন্ না-র, হুম ফীহা- খা-লিদূন। ৪০। ইয়া- বানী~ইস্রা—ঈলায্ কুরূ
বাণীসমূহ মিথ্যা বলল, তারাই জাহান্নামী, তারাই হবে সেখানের চির অধিবাসী। (৪০) হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে যেসব

نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم ۚ واياي

নি'মাতিয়াল্লাতী~আন'আমতু 'আলাইকুম ওয়া আওফূ বি'আহদি~উফি বি'আহ্‌দিকুম, ওয়া ইয়্যা-ইয়া
নিয়ামত প্রদান করেছি তা স্মরণ কর আর পূর্ণ কর আমার সাথে প্রদত্ত অংগীকার, আমিও তোমাদেরকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং তোমরা শুধু আমাকেই

فارهبون ۝ وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول

ফারহাবূন। ৪১। ওয়া আ-মিনূ বিমা~আন্‌যালতু মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- মা'আকুম ওয়ালা- তাকূনূ~আওয়্যালা
ভয় কর। (৪১) আর তোমরা ঈমান আন আমার অবতীর্ণ কিতাবের উপর, যা প্রত্যয়নকারী তোমাদের সাথে যা আছে তার (তাওরাত)। তোমরা এর প্রথম

كافر به ۖ ولا تشتروا بايتي ثمنا قليلا ۖ واياي فاتقون ۝ ولا تلبسوا

কা-ফিরিম্ বিহ, ওয়ালা-তাশতারূ বিআ-ইয়া-তী ছামানান ক্বালীলাওঁ ওয়া ইয়্যা-ইয়া ফাত্তাকূন। ৪২। ওয়ালা- তালবিসুল
অবিশ্বাসী হয়ো না। আর আমার আয়াতকে তোমরা নগণ্যমূল্যে বিক্রি কর না এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর, (৪২) আর তোমরা

الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ۝ واقيموا الصلوة واتوا

হ্বাক্ক্বা বিলবা-ত্বিলি ওয়া তাক্‌তুমুল হ্বাক্ক্বা ওয়া আন্‌তুম তা'লামূন। ৪৩। ওয়া আক্বীমুস্ব স্বালা-তা ওয়া আ-তুয
সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ কর না এবং যেনে শুনে তোমরা সত্য গোপন কর না। (৪৩) তোমরা সালাত কায়েম কর ও

الزكوة واركعوا مع الركعين ۝ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم

যাকা-তা ওয়ারকা'উ মা'আর রা-কি'ঈন। ৪৪। আতা'মুরূনান্ না-সা বিল্‌বির্‌রি ওয়া তান্‌সাওনা আন্‌ফুসাকুম
যাকাত দাও এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর। (৪৪) তোমরা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দিচ্ছে আর ভুলে যাও তোমাদের

✪ টীকা (আঃ ৪০) ঃ বনি-ইসরাঈল হল হযরত ইয়াকুবের বংশধর। তাদেরকে আল্লাহ নবুওয়াত ও পার্থিব ধন-সম্পদ এবং জীবন ধারণের বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা সম্মানিত করেছেন। কিন্তু তারা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের না-শোকরী করেছিল। নবীগণকে হত্যা করেছিল। নানা প্রকার অপরাধমূলক কাজ এবং পাপ ও পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছিল। সুতরাং পরিশেষে তাদের উপর আল্লাহর গজব আপতিত হয়। তারা রাজ্যহারা, গৃহহারা ও কাঙ্গাল অবস্থায় বহুকাল যাবত অধঃপতিতভাবে জীবনযাপন করেছিল। এমন কি কিবৃতী শাসকদের আমলে তারা ক্রীতদাসরূপে বিবেচিত হত। এই বনি-ইসরাইলগণকেই ইহুদী বলা হয়। এই ইহুদী জাতি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী হিংসুক ও ইসলাম বিদ্বেষী। নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিও তারা সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করে নি। এ জন্য আজও তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হচ্ছে। (মাদারিক ও খাজিন)

وانتم تتلون الكتب ۖ افلا تعقلون ۝ واستعينوا بالصبر والصلوة ۖ

ওয়া আন্‌তুম তাতলূনাল কিতা-ব ; আফালা- তা'ক্বিলূন। ৪৫। ওয়াস্‌তা'ঈনূ বিস্বস্বাবরি ওয়াস্ব স্বালা-হ ;
নিজেদেরকে। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করতেছ; তবে তোমরা কি বুঝতেছ না? (৪৫) তোমরা সাহায্য কামনা কর ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে এবং

وانها لكبيرة الا على الخشعين ۝ الذين يظنون انهم ملقوا ربهم وانهم

ওয়া ইন্নাহা- লাকাবীরাতুন ইল্লা- 'আলাল খা-শি'ঈন। ৪৬। আল্লাযীনা ইয়াযুন্নূনা আন্নাহুম মুলা-কূ রাব্বিহিম ওয়া আন্নাহুম
নিশ্চয়ই ইহা খোদাভীরু ছাড়া অন্য সকলের নিকট অবশ্যই কঠিনতম কাজ। (৪৬) যারা মনে করে, নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং

اليه رجعون ۝ يبني اسراءيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني

ইলাইহি রা-জ্বি'উন। ৪৭। ইয়া-বানী~ইস্রা—ঈলায কুরূ নি'মাতিইয়াল্লাতী~আন'আমতু 'আলাইকুম ওয়া আন্নী
তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। (৪৭) হে বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায়! তোমাদের উপর আমার অবতীর্ণ নিয়ামতের কথা স্মরণ কর। আর নিশ্চয়ই আমি

فضلتكم على العلمين ۝ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا

ফাদ্বদ্বাল্‌তুকুম 'আলাল 'আ-লামীন। ৪৮। ওয়াত্তাকূ ইয়াওমাল্ লা-তাজ্‌যী নাফ্‌সুন 'আন্ নাফসিন শাইআওঁ ওয়ালা-
তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি সারা বিশ্বের উপর। (৪৮) আর সেদিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো কাজে আসবে না এবং

يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ۝ واذ نجينكم من

ইয়ুক্ববালু মিনহা- শাফা-'আতুওঁ ওয়ালা-ইয়ু'খাযু মিনহা- 'আদলুওঁ ওয়ালা-হুম ইয়ুনস্বারূন। ৪৯। ওয়া ইয্ নাজ্জ্বাইনা-কুম মিন
কারো কোন সুপারিশ কবুল হবে না ও কারো হতে কোনরূপ বিনিময় গৃহীত হবে না। আর তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না। (৪৯) (স্মরণ কর) যখন আমি

ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون

আ-লি ফির'আওনা ইয়াসূমূনাকুম সূ—আল 'আযা-বি ইয়ুযাব্বিহূনা আবনা—আকুম ওয়াইয়াস্তাহ্‌ইয়ূনা
তোমাদেরকে ফিরাউন সম্প্রদায় হতে মুক্তি দিলাম। যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করতো

نساءكم ۖ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ۝ واذ فرقنا بكم البحر

নিসা—আকুম; ওয়া ফী যা-লিকুম বালা—উম মির্ রাব্বিকুম 'আযীম। ৫০। ওয়া ইয্ ফারাকূনা- বিকুমুল বাহ্বরা
এবং কন্যাদেরকে জীবিত রাখতো। এতে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা ছিল। (৫০) যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে

فانجينكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون ۝ واذ وعدنا موسى

ফাআন্‌জ্বাইনা-কুম ওয়া আগ্‌রাকুনা~আ-লা ফির্'আওনা ওয়া আন্‌তুম তান্‌যুরূন। ৫১। ওয়া ইয্ ওয়া-'আদনা- মূসা~
বিভক্ত করে তোমাদেরকে উদ্ধার করলাম এবং নিমজ্জিত করলাম ফিরাউন গোষ্ঠিকে, তখন তা তোমরা প্রত্যক্ষ করছিলে। (৫১) আর যখন মূসাকে

✪ টীকা (আঃ ৫০) ঃ জ্যোতিষীরা ফেরাউনকে বলল, বনী-ইসরাঈল বংশে এক ছেলে জন্মিবে, যার দ্বারা তোমার রাজ্য ধ্বংস হবে। এ জন্য ফেরাউন বনী-ইসরাঈলদের সমস্ত নবজাত পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলত এবং কন্যা-সন্তানদেরকে জীবিত রাখত।

✪ টীকা (আঃ ৫১) ঃ ফেরাউনের জুলুম হতে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহর আদেশে বনী ইসরাঈলসহ মূসা (আ) গোপনে মিসর হতে রওয়ানা হলেন। পথে সাগর পড়ল। আল্লাহর আদেশে সাগরের পানি ফাঁক হয়ে রাস্তা হয়ে গেল। মূসা (আ) সদলে পার হয়ে গেলেন। তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ফেরাউনও সদলে উক্ত পথে নেমে পড়লে উভয় দিক থেকে পানি এসে তাদের সলিল সমাধি ঘটাল।

اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظلمون ۝ ثم عفونا

আরবা'ঈনা লাইলাতান ছুম্মাত্ তাখায্তুমুল 'ইজ্লা মিম্ বা'দিহী ওয়া আন্তুম য্বা-লিমূন। ৫২। ছুম্মা 'আফাওনা-

চল্লিশ রজনীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রস্থানের পর, গোবৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছিলে বস্তুতঃ তোমরা ছিলে অত্যাচারী। (৫২) এরপরও আমি

عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ۝ واذ اتينا موسى الكتب و

'আনকুম মিম্ বা'দি যা-লিকা লা'আল্লাকুম তাশ্কুরূন। ৫৩। ওয়া ইয্ আ-তাইনা- মূসাল কিতা-বা ওয়াল

তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (৫৩) আর যখন আমি প্রদান করেছি মূসাকে কিতাব ও

الفرقان لعلكم تهتدون ۝ واذ قال موسى لقومه يقوم انكم ظلمتم

ফুরক্বা-না লা'আল্লাকুম তাহ্তাদূন। ৫৪। ওয়া ইয্ ক্বা-লা মূসা- লিক্বাওমিহী ইয়া-ক্বাওমি ইন্নাকুম য্বালাম্তুম

ফুরকান যেন তোমরা পথপ্রাপ্ত হও। (৫৪) আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই তোমরা গোবৎসকে

انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم

আনফুসাকুম বিত্তিখা-যিকুমুল 'ইজ্লা ফাতূবূ~ইলা- বা-রিইকুম ফাক্বতুলূ~আনফুসাকুম ; যা-লিকুম

উপাস্য রূপে গ্রহণ করে নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার কাছে তওবা কর এবং তোমরা পরস্পরকে হত্যা কর। তোমাদের

خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم ۝ واذ قلتم

খাইরুল্ লাকুম 'ইন্দা বা-রিইকুম ; ফাতা-বা 'আলাইকুম ; ইন্নাহূ হুওয়াত তাওয়্যা-বুর রাহ্বীম। ৫৫। ওয়া ইয্ ক্বুল্তুম

স্রষ্টার নিকট এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। অতঃপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বাধিক ক্ষমাশীল ও বড়ই মেহেরবান। (৫৫) আর যখন

يموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصعقة وانتم

ইয়া-মূসা- লান নু'মিনা লাকা হ্বাত্তা- নারাল্লা-হা জ্বাহ্রাতান ফাআখাযাতকুমুস্ব স্বা-ইক্বাতু ওয়া আন্তুম

তোমরা বললে, হে মূসা, আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখে আমরা কিছুতেই ঈমান আনব না; তখন তোমাদের উপর বজ্রপাত হল এবং তোমরা

تنظرون ۝ ثم بعثنكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ۝ وظللنا عليكم

তান্যুরূন। ৫৬। ছুম্মা বা'আছ্না-কুম মিম বা'দি মাওতিকুম লা'আল্লাকুম তাশ্কুরূন। ৫৭। ওয়া য্বাল্লালনা- 'আলাইকুমুল

তা প্রত্যক্ষ করতেছিলে। (৫৬) মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (৫৭) আমি তোমাদের উপর ছায়া প্রদান করেছিলাম

الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبت ما رزقنكم وما

গামা-মা ওয়া আন্যালনা-'আলাইকুমুল মান্না ওয়াস্সালওয়া ; কুলূ মিন ত্বায়্যিবা-তি মা-রাযাক্বনা-কুম ; ওয়া মা-

মেঘ দ্বারা এবং মান্না ও ছালওয়া অবতীর্ণ করেছিলাম। তোমাদেরকে আমি যে পবিত্র রিযিক প্রদান করেছি তা ভক্ষণ কর। তারা আমার প্রতি কোন

○ টীকা (আঃ ৫৭) ঃ المن والسلوى -(মান্না ওয়াছ ছাল্ওয়া) ঃ মান্না কি বস্তু এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আব্বাস (রা) হতে আলী ইবনে আবু তালহা বর্ণনা করেছেন, المن (আল্ মান্না) হচ্ছে এক প্রকার বস্তু যা বনী ইসরাঈলের জন্য রাতে বৃক্ষপত্রে পতিত হত। তারা সকাল বেলায় তার থেকে যতটুকু ইচ্ছা খেয়ে নিত। কেউ বলেন— মান্না হচ্ছে মধুর ন্যায় এক প্রকার পানীয়। السلوى (আছ্ছালওয়া) ঃ হযরত ইবনে আব্বাস হতে আলী ইবনে আবু তালহা বর্ণনা করেছেন— السلوى (আছছালওয়া) হচ্ছে ভরত পক্ষীর (চড়ুই) ন্যায় এক প্রকারের পক্ষী, বনী ইসরাঈলগণ তার গোশ্ত ভক্ষণ করত।

সূরা বাক্বারাহ্ ঃ ২ নূরানী বাংলা উচ্চারণ ক্বোরআন শরীফ আলিফ লা—ম মী—ম ঃ ১

ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ۝ واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها

য্বালামূনা- ওয়ালা-কিন কা-নূ~আনফুসাহুম ইয়ায্বলিমূন। ৫৮। ওয়া ইয্ ক্বুলনাদখুলূ হা-যিহিল ক্বারইয়াতা ফাকুলূ মিনহা-

অত্যাচার করেনি বরং তারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছিল। (৫৮) আর যখন বললাম, এ জনপদে প্রবেশ কর এবং এখান থেকে খাও

حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيكم

হ্বাইছু শি'তুম রাগাদাওঁ ওয়াদখুলুল বা-বা সুজ্জাদাওঁ ওয়া ক্বূলূ হ্বিত্ত্বাতুন্ নাগ্ফির্লাকুম খাত্বা-ইয়া-কুম ;

যা ইচ্ছা। আর সিজদাবনত হয়ে এর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর আর বল, ক্ষমা চাই। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব।

وسنزيد المحسنين ۝ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم

ওয়া সানাযীদুল মুহ্বসিনীন। ৫৯। ফাবাদ্দালাল্ লাযীনা য্বালামূ ক্বাওলান গাইরাল্লাযী ক্বীলা লাহুম

আর অতিসত্তরই বাড়িয়ে দেব (আমার) কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে। (৫৯) তারপর যালিমগণ আদিষ্ট কথাটি পরিবর্তন করল। ফলে

فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ۝ واذ

ফাআন্যাল্না- 'আলাল্ লাযীনা য্বালামূ রিজ্যাম মিনাস্ সামা—ই বিমা- কা-নূ ইয়াফসুক্বূন। ৬০। ওয়া ইযি

আমি অবতীর্ণ করলাম জালিমদের উপর আসমান থেকে শাস্তি, কারণ তারা হুকুম অমান্য করতেছিল। (৬০) আর স্মরণ কর,

استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه

স্তাসক্বা- মূসা- লিকাওমিহী ফাক্বুলনাদ্বরিব বি'আস্বা-কাল হাজ্বার, ফানফাজ্বারাত মিনহুছ

যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, তখন আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা এ পাথরে আঘাত কর। ফলে তা

اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله

নাতা- 'আশ্রাতা 'আইনা ; ক্বাদ 'আলিমা কুল্লু উনা-সিম্ মাশ্রাবাহুম ; কুলূ ওয়াশরাবূ মির রিযক্বিল্লা-হি

থেকে বারটি ফোয়ারা নির্গত হল। চিনে নিল প্রত্যেক গোত্রই তাদের পান করার স্থান। তোমরা আল্লাহর দেয়া রুযী খাও ও পান কর।

ولا تعثوا في الارض مفسدين ۝ واذ قلتم يموسى لن نصبر على طعام

ওয়ালা- তা'ছাও ফিল আর্দ্বি মুফসিদীন। ৬১। ওয়া ইয্ ক্বুল্তুম ইয়া- মূসা- লান্ নাস্ববিরা 'আলা- ত্বা'আ-মিওঁ

আর পৃথিবীতে অনাচার সৃষ্টি করে ফের না। (৬১) আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা, আমরা কিছুতেই একই ধরনের খাদ্য খাওয়ায় ধৈর্য ধরব না।

واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها

ওয়া-হ্বিদিন ফাদ'উ লানা- রাব্বাকা ইয়ুখ্রিজ্ব লানা- মিম্মা- তুম্বিতুল আরদ্বু মিম্ বাক্বলিহা- ওয়াক্বিছ্ ছা—ইহা-

তাই আপনি আপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করুন, আমাদের জন্য তিনি যেন উৎপন্ন করেন মাটি হতে বিভিন্ন তরকারী, শস্য জাতীয়

وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو

ওয়া ফূমিহা- ওয়া'আদাসিহা- ওয়া বাস্বালিহা; ক্বা-লা আতাস্তাব্দিলূনাল্ লাযী হুওয়া আদনা- বিল্লাযী হুওয়া

ফলমূল, গম, ডাল ও পিঁয়াজ। মূসা বললেন, তোমরা কি বদল করতে চাও উৎকৃষ্ট বস্তুকে নিকৃষ্ট বস্তুর সাথে?

خَيْرٌ ۭ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ۭ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ق

খাইর, ইহ্বিতূ মিস্‌রান ফাইন্না লাকুম মা- সাআল্‌তুম; ওয়া দুরিবাত 'আলাইহিমুয্ যিল্লাতু ওয়াল মাস্‌কানাতু

তাহলে কোন শহরে চলে যাও, সেখানে তোমরা যা চাচ্ছ তা নিশ্চয়ই পাবে। আর তাদের জন্য নির্ধারিত হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা এবং

وَبَاۗءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ

ওয়াবা—উ বিগাদ্বাবিম্ মিনাল্লা-হ ; যা-লিকা বিআন্নাহুম ক্বা-নূ ইয়াকফুরূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ওয়া ইয়াক্বতুলূনান্

তারা আল্লাহর গযবের পাত্র হয়ে গেল। তার কারণ এই যে, তারা অস্বীকার করতো আল্লাহর আয়াতকে এবং (তারা) অন্যায়ভাবে

النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

নাবিইয়্যীনা বিগাইরিল হাক্কক্ব ; যা-লিকা বিমা-'আস্বাও ওয়া কা-নূ ইয়া'তাদূন। ৬২। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ

নবীগণকে হত্যা করতো। এটা এ কারণে যে, তারা নাফরমানী ও সীমালংঘনের পথ অনুসরণ করতেছিল। (৬২) নিশ্চয়ই যারা মুমিন,

وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـــِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ

ওয়াল্লাযীনা হা-দূ ওয়ান্নাস্বা-রা- ওয়াস্ব স্বা-বিঈনা মান আ-মানা বিল্লা- হি ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি ওয়া'আমিলা

ইয়াহুদী, নাসারা ও সাবিয়ীন এবং (তাদের মধ্য) হতে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে,

صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ھُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾ وَ

স্বা-লিহান ফালাহুম আজ্‌রুহুম 'ইন্দা রাব্বিহিম ওয়ালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্যানূন। ৬৩। ওয়া

তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (৬৩) আর

اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ۭ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا

ইয্ আখায্‌না- মীছা-ক্বাকুম ওয়া রাফা'না- ফাওক্বাকুমুত্ব তূর ; খুযূ মা~আ-তাইনা-কুম বিকুওয়্যাতিওঁ ওয়াযকুরূ মা-

যখন তোমাদের থেকে অংগীকার নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপর তূর-কে তুলে ধরে (বলেছিলাম) আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে যা কিছু

فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ

ফীহি লা'আল্লাকুম তাত্তাকূন্। ৬৪। ছুম্মা তাওয়াল্লাইতুম মিম্ বা'দি যা-লিক, ফালাও লা-ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকুম ওয়া

আছে তা মনে রেখো, তাহলে হয়ত তোমরা পরিত্রাণ পাবে। অতঃপর তোমরা এ অংগীকার হতে ফিরে গিয়েছ। যদি তোমাদের উপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ

رَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ

রাহ্‌মাতুহূ লাকুন্‌তুম মিনাল খা-সিরীন। ৬৫। ওয়া লাক্বাদ 'আলিমতুমুল্ লাযীনা'তাদাও মিনকুম ফিস্ সাব্‌তি

ও অনুকম্পা না হতো তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। (৬৫) তোমাদের মধ্যে শনিবার সম্পর্কে যারা বাড়াবাড়ি করেছিল তাদেরকে তোমরা অবশ্যই জান।

○ টীকা (আঃ ৬৫) ঃ ইহুদীদের জন্য বরকত ও ইবাদতের দিন হিসেবে শনিবার নির্দিষ্ট ছিল। তৌরাত কিতাবে নির্দেশ ছিল যে, এই দিন কোন শিকার বা অন্য পার্থিব কাজ করা যাবে না। এই শনিবার দিন অসংখ্য মাছ পানির উপর ভেসে উঠত এবং নানা রকম খেলা করত। ইহুদীরা ছিল মৎস্য শিকারী। তারা এই মাছের লোভ সামলাতে পারল না। সুতরাং তারা শুক্রবার দিন নদী সংলগ্ন নহর কেটে জোয়ারের সময় তাতে মাছ ও পানি আটকিয়ে রাখত এবং ভাটার সময় পানি ছেড়ে দিয়ে শনিবার দিন মাছ মারত। তারা বলত যে, এই মাছ শনিবারের নয়; বরং তা শুক্রবারের আটকানো মাছ। বনি-ইসরাঈলের অদৃশ্য আচরণে তাদের উপর আল্লাহর গজব পতিত হল। তারা আল্লাহর নির্দেশে নিকৃষ্ট বানরে পরিণত হল এবং ধ্বংস হয়ে গেল। (মাদারিক)

فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـــِٕيْنَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً

ফাকুলনা-লাহুম কূনূ ক্বিরাদাতান খা-সিঈন। ৬৬। ফাজ্বা'আলনা-হা- নাকা-লাল্ লিমা-বাইনা ইয়াদাইহা- ওয়ামা- খাল্‌ফাহা- ওয়া মাও'ইযাতাল্

আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও। (৬৬) অতঃপর আমি এটাকে সমসাময়িক ও পরবর্তি লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ۭ قَالُوْٓا

লিল মুত্তাক্বীন। ৬৭। ওয়া ইয্ ক্বা-লা মূসা- লিক্বাওমিহী ~ইন্নাল্লা-হা ইয়া'মুরুকুম আন্ তাযবাহূ বাক্বারাহ ; ক্বা-লূ~

উপদেশ স্বরূপ বানিয়েছি। (৬৭) আর মূসা যখন তার সম্প্রদায়কে বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ্ করতে আদেশ করতেছেন। তারা বলল,

اَتَتَّخِذُنَا ھُزُوًا ۭ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

আতাত্তাখিযুনা হুযুওয়া ; ক্বা-লা আ'ঊযুবিল্লা-হি আন আকূনা মিনাল জ্বা-হিলীন। ৬৮। ক্বা-লুদ'উ লানা- রাব্বাকা

তুমি কি আমাদের সাথে তামাশা করতেছ? মূসা বলল, আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। (৬৮) তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার রবের

يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِىَ ۭ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ۭ عَوَانٌۢ بَيْنَ

ইয়ুবায়্যিললানা- মা-হিয় ; ক্বা-লা ইন্নাহূ ইয়াক্বূলু ইন্নাহা- বাক্বারাতুল লা-ফা-রিদ্বুওঁ ওয়ালা-বিক্‌র ; 'আওয়া-নুম্ বাইনা

নিকট প্রার্থনা কর, যেন তিনি জানিয়ে দেন সেটি কিরূপ হবে? সে বলল, নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন, গাভীটি না বৃদ্ধা, না যুবতী বরং তা মধ্য বয়সী। সুতরাং তোমরা

ذٰلِكَ ۭ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۭ قَالَ اِنَّهٗ

যা-লিক ; ফাফ'আলূ মা- তু'মারূন। ৬৯। ক্বালুদ'উ লানা- রাব্বাকা ইয়ুবায়্যিললানা- মা- লাওনুহা ; ক্বা-লা ইন্নাহূ

সম্পন্ন কর যা আদিষ্ট হয়েছ। (৬৯) তারা বলল, তোমার প্রতিপালককে বল, তিনি যেন আমাদেরকে তার (গাভীর) রং বলে দেন। মূসা বললেন, নিশ্চয়ই

يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاۗءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

ইয়াক্বূলু ইন্নাহা- বাক্বারাতুন ছাফরা—উ, ফা-ক্বি'উল্ লাওনুহা- তাসুররুন না-যিরীন। ৭০। ক্বা-লুদ'উ লানা-রাব্বাকা

আল্লাহ বলেছেন, তা হবে হলুদ বর্ণের গাভী। অতি গাঢ় তার বর্ণ, যা দর্শকদের আনন্দ দেয়। (৭০) তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার রবকে বল, তিনি যেন

يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِىَ ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ۭ وَاِنَّآ اِنْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالَ اِنَّهٗ

ইয়ুবায়্যিল্ লানা- মা- হিয়া ইন্নাল বাক্বারা তাশা-বাহা 'আলাইনা; ওয়া ইন্না~ইন শা—আল্লা-হু লামুহ্‌তাদূন। ৭১। ক্বা-লা ইন্নাহূ

গাভীটির (পূর্ণ) পরিচয় প্রদান করেন, নিশ্চয়ই গাভিটি আমাদের কাছে অস্পষ্ট (রয়েছে)। অতঃপর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই আমরা সঠিক পথ পাব। (৭১) মূসা বললেন

يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ

ইয়াক্বূলু ইন্নাহা-বাক্বারাতুল্ লা-যালূলুন তুছীরুল আর্‌দ্বা ওয়ালা- তাস্‌ক্বিল হার্‌ছা ; মুসাল্লামাতুল লা-শিয়াতা

নিশ্চয়ই তিনি বলতেছেন, গাভীটি অবশ্যই কৃষিকাজে এবং সেচ কার্যে ব্যবহৃত নয়, সেটি সুস্থ সবল ও

○ টীকা (আঃ ৬৭) ঃ একবার বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি নিহত হয়, কিন্তু হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে সন্দেহ অপবাদের রূপ ধারণ করল এবং পারস্পরিক অপবাদের দরুন এক ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হলো। ঘটনাটি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট উপস্থাপিত হলে তিনি আল্লাহর নিকট এর মীমাংসার জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বললেন, তাদেরকে একটি গাভী যবেহ করতে বল, অতঃপর যবেহকৃত গাভীর কোন এক অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করলে, সে আল্লাহর নির্দেশে জীবিত হয়ে, তার হত্যাকারীর নাম বলে দিবে। হযরত মূসা (আ) তাদেরকে গাভী যবেহ্ করতে বললে, তারা তাদের স্বভাব অনুযায়ী বিতর্ক আরম্ভ করে বলল, মূসা! তুমি কি আমাদের সাথে বিদ্রূপ করছ? নিহত ব্যক্তির ঘটনার সাথে গাভী যবেহের কি সম্পর্ক? আচ্ছা যদি বাস্তবিকই এটা আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ হয়ে থাকে, তবে বল, সে গাভীটি কিরূপ হতে হবে? কিছু বিস্তারিত বিবরণ জানা আবশ্যক। কেননা, উহা যথাযথ নিরূপণ করণ প্রসঙ্গে অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছি।

فِيهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَاِذْ قَتَلْتُمْ

ফীহা; ক্বা-লুল আ-না জি'তা বিল হাক্বক্ব ; ফাযাবাহুহা- ওয়ামা- কা-দূ ইয়াফ'আলূন । ৭২ । ওয়া ইয ক্বাতালতুম
নির্খুঁত। তারা বলল, এখন তুমি সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা তা যবেহ করল; অথচ তারা তা (যবেহ) করার চিন্তা-ও করছিল না। (৭২) আর যখন তোমরা একটি

نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا ؕ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ؕ

নাফ্সান ফাদ্দা-রা'তুম ফীহা; ওয়াল্লা-হু মুখরিজুম মা-কুনতুম তাকতুমূন । ৭৩ । ফাকুলনাদ্ব রিবূহু বিবা'দিহা;
লোক হত্যা করে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে তা প্রকাশ করাটাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। (৭৩) অতঃপর আমি বললাম, তাকে (মৃতকে)

كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ

কাযা-লিকা ইয়ুহ্‌ইল্লা-হুল মাওতা- ওয়া ইয়ুরীকুম আ-ইয়া-তিহী লা'আল্লাকুম তা'ক্বিলূন । ৭৪ । ছুম্মা ক্বাসাত কুলূবুকুম
এর কোন একটি অংশ দিয়ে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তার নিদর্শন তোমাদের প্রদর্শন করেন, যেন তোমরা বুঝতে পার। (৭৪) এরপরও

مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ

মিম্ বা'দি যা-লিকা ফাহিয়া কাল হিজ্বা-রাতি আও আশাদ্দু ক্বাসওয়াহ্ ; ওয়া ইন্না মিনাল হিজ্বা-রাতি লামা-ইয়াতাফাজ্জারু
তোমাদের অন্তর পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল। অথবা, পাথরের চেয়েও কঠিন। কারণ, কতক পাথর এমনও আছে যে, তা থেকে ঝরণা

مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ

মিনহুল আনহা-র ; ওয়া ইন্না মিনহা- লামা- ইয়াশশাক্কাক্বু ফাইয়াখরুজু মিনহুল মা—উ ; ওয়া ইন্না মিনহা- লামা- ইয়াহ্‌বিতু
ধারা প্রবাহিত হয়, আর কতক এরূপ যে, যা ফেটে পানি বের হয়। আর কতক এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে।

مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾ اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُّؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ

মিন খাশয়াতিল্লা-হ ; ওয়ামাল্লা-হু বিগা-ফিলিন 'আম্মা-তা'মালূন । ৭৫ । আফাতাত্বমা'উনা আঁই ইয়ু'মিনূ লাকুম ওয়া ক্বাদ
আর তোমরা যা করছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ বেখবর নহেন। (৭৫) (হে ঈমানদারগণ) তোমরা কি আশা করছ যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে?

كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ

কা-না ফারীকুম্ মিনহুম ইয়াসমা'উনা কালা-মাল্লা-হি ছুম্মা ইয়ুহাররিফূনাহূ মিম্ বা'দি মা- 'আক্বালূহু ওয়া হুম
অথচ তাদের ভিতরে তো এমনও একদল ছিল যারা আল্লাহর কালাম শ্রবণ করত, অতঃপর বুঝার পর জেনে-শুনে তা বিকৃত

يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَاِذَا لَقُوا الَّذِينَ اٰمَنُوا قَالُوٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ

ইয়া'লামূন । ৭৬ । ওয়া ইযা- লাক্বুল লাযীনা আ-মানূ কা-লূ~আ-মান্না- ওয়া ইযা-খালা- বা'দুহুম ইলা-বা'দ্বিন
করত। (৭৬) আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা নিজেরা একে অন্যের সাথে নিভৃতে মেলামেশা

○ টীকা (আঃ ৭২) ঃ হযরত মূসা (আ)-এর সময়ে ইহুদীগণের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি অপরব্যক্তির কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রস্তাবকারী কন্যার পিতাকে হত্যা করে এবং হযরত মূসার নিকট উক্ত হত্যার সন্ধান দাবী করে। কিন্তু উক্ত নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী যে সে নিজেই, এটা স্বীকার করতে ছিল না। এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিরাট কোন্দলের সৃষ্টি হয়। পরিশেষে জবেহকৃত গরুর মাংসের এক টুকরা নিহত ব্যক্তির শরীরের সাথে লাগালে সে তৎক্ষণাৎ জীবিত হয়ে হত্যাকারীকে সনাক্ত করে। ফলে উক্ত হত্যকারী সে ব্যক্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। (মাওয়াহিব)

قَالُوٓا اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

ক্বা-লূ~আতুহাদ্দিছূনাহুম বিমা- ফাতাহাল্লা-হু 'আলাইকুম লিইয়ুহা—জ্জূকুম বিহী 'ইন্দা রাব্বিকুম ; আফালা- তা'ক্বিলূন।
করে তখন বলে, আল্লাহ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন তা কি তাদেরকে তোমরা বলে দাও? এর দ্বারা তারা তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবে, তোমাদের প্রতিপালকের সামনে। তোমরা কি তা বুঝতেছ না?

﴿٧٦﴾ اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ

৭৭। আওয়ালা- ইয়া'লামূনা আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা- ইয়ুসিররূনা ওয়ামা- ইয়ু'লিনূন। ৭৮। ওয়া মিনহুম উম্মিইয়্যূনা লা-ইয়া'লামূনাল
(৭৭) তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন রাখে বা প্রকাশ করে আল্লাহ তা সবই জানেন (৭৮) তাদের কিছু নিরক্ষর লোক আছে যাদের

الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتٰبَ

কিতা-বা ইল্লা~আমা-নিইয়্যা ওয়া ইনহুম ইল্লা-ইয়াযুন্নূন। ৭৯। ফাওয়াইলুল্ লিল্লাযীনা ইয়াকতুবূনাল কিতা-বা
কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, শুধু কিছু মিথ্যা আশাবাদ ও ভ্রান্ত ধারণায় নিমগ্ন, (৭৯) সুতরাং দুর্ভাগ্য তাদের জন্য, যারা স্বহস্তে কিতাব

بِاَيْدِيهِمْ ۗ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيلًا ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ

বিআইদীহিম ছুম্মা ইয়াকূলূনা হা-যা- মিন 'ইন্দিল্লা-হি লিইয়াশতারূ বিহী ছামানান ক্বালীলা; ফাওয়াইলুল্ লাহুম
লিখে বলে, এটা আল্লাহর কালাম, যাতে বিক্রয় করতে পারে তুচ্ছ মূল্যে। তারা যা স্বহস্তে লিখল

مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ

মিম্মা- কাতাবাত আইদীহিম ওয়া ওয়াইলুল্ লাহুম মিম্মা- ইয়াকসিবূন। ৮০। ওয়াক্বা-লূ লান তামাস্‌সানান্ না-রু ইল্লা~
আর উপার্জন করল, তা তাদের সর্বনাশ ডেকে আনল। (৮০) আর তারা বলে, কখনও অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না,

اَيَّامًا مَّعْدُودَةً ؕ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ

আয়্যা-মাম্ মা'দূদাহ ; কুল আত্তাখাযতুম 'ইন্দাল্লা-হি 'আহ্‌দান ফালাঁই ইয়ুখলিফাল্লা-হু 'আহ্‌দাহূ~আম
নির্দিষ্ট কয়েকদিন ছাড়া। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছ যে, কখনও আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করবে না?

تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيٓـَٔتُهٗ

তাকূলূনা 'আলাল্লা-হি মা-লা-তা'লামূন। ৮১। বালা-মান কাসাবা সায়্যিআতাওঁ ওয়া আহা-ত্বাত বিহী খাত্বী—আতুহূ
বা, তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না? (৮১) হাঁ যে ব্যক্তি পাপ কার্য করে আর তার পাপসমূহ তাকে ঘিরে ফেলে

فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

ফাউলা—ইকা আস্বহা-বুন না-র, হুম ফীহা-খা-লিদূন। ৮২। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি
এরূপ লোকই জাহান্নামবাসী। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (৮২) আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তারাই

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٨٢﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ اِسْرَآءِيلَ لَا

উলা—ইকা আস্বহা-বুল জান্নাহ ; হুম ফীহা- খা-লিদূন। ৮৩। ওয়া ইয আখাযনা-মীছা-ক্বা বানী~ইস্রা—ঈলা লা-
জান্নাতবাসী। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (৮৩) আর যখন আমি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম বনী ঈসরাইল হতে যে, তোমরা

تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

তা'বুদূনা ইল্লাল্লা-হ, ওয়া বিলওয়া-লিদাইনি ইহ্সা-নাওঁ ওয়া যিলকুরবা ওয়াল ইয়াতা-মা- ওয়াল মাসা-কীনি

আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না আর তোমরা সদয় ব্যবহার করবে বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকীনদের প্রতি,

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ

ওয়া ক্বূলূ লিন্না-সি হুস্নাওঁ ওয়া আক্বীমুস্ব স্বালা-তা ওয়া আ-তুয যাকা-হ; ছুম্মা তাওয়াল্লাইতুম ইল্লা- ক্বালীলাম্ মিনকুম

এবং মানুষকে ভাল কথা বলবে, আর সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে। অতঃপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত।

وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٨٣﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ

ওয়া আন্তুম মু'রিদ্বূন। ৮৪। ওয়া ইয্ আখায্না-মীছা-ক্বাকুম লা-তাসফিকূনা দিমা—আকুম ওয়ালা- তুখ্রিজূনা

বস্তুত তোমরাই উপেক্ষাকারী। (৮৪) আর যখন আমি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম যে, তোমরা পরস্পরে রক্তপাত করবে না

اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ

আনফুসাকুম মিন দিয়া-রিকুম ছুম্মা আক্বরার্তুম ওয়া আন্তুম তাশ্হাদূন। ৮৫। ছুম্মা আন্তুম হা~উলা—ই

এবং আপনজনদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করবে না। তোমরা তা স্বীকার করে নিয়েছিলে এবং তোমরাই এর সাক্ষী। (৮৫) অতঃপর তোমরাই

تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُوْنَ

তাক্বতুলূনা আনফুসাকুম ওয়া তুখ্রিজূনা ফারীক্বাম্ মিনকুম মিন দিয়া-রিহিম তাস্বা-হারূনা

পরস্পরকে হত্যা করেছ এবং তোমাদের এক দলকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতেছ এবং তাদের বিরুদ্ধে সহায়তা করতেছ,

عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ

'আলাইহিম বিলইছমি ওয়াল 'উদওয়া-ন ; ওয়া ইইঁয়া'তূকুম উসা-রা- তুফা-দূহুম ওয়া হুওয়া মুহ্বার্রামুন

পাপ ও অন্যায়মূলক। আবার তাদের কেউ যদি বন্দীরূপে তোমাদের নিকট আসে, তাহলে মুক্তিপণ দিয়ে তাদের

عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ

'আলাইকুম ইখ্রা-জুহুম ; আফাতু'মিনূনা বিবা'দ্বিল কিতা-বি ওয়া তাকফুরূনা বিবা'দ্ব, ফামা-জ্বায়া—উ

মুক্ত কর। অথচ তাদের বহিষ্কার করা তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মানতেছ ও কিছু অস্বীকার করতেছ? তোমাদের

مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ

মাইঁ ইয়াফ'আলু যা-লিকা মিন্কুম ইল্লা- খিযইয়ুন ফিল হ্বায়া-তিদ্ দুনইয়া, ওয়া ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ইয়ুরাদ্দূনা

মধ্য থেকে যারা এরূপ করে তার শাস্তি হল ইহকালের লাঞ্ছিত জীবন ও পরকালে তারা কঠিনতম শাস্তির

টীকা (আঃ ৮৫) ঃ মদীনাবাসীদের মধ্যে আওস ও খায্রাজ নামে দুইটি প্রতিমা পূজক এবং কুরায়যা ও বনু নাযীর নামে দুটি ইহুদী সম্প্রদায় ছিল। আওস এবং খায্রাজের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। আওসের সাথে বনু কুরায়যা এবং খায্রাজের সাথে বনু নাযীর গোত্র বন্ধুত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। ইহুদীদের উভয় সম্প্রদায়ই নিজ নিজ বন্ধু সম্প্রদায়কে যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য করত। অতএব, ইহুদীদের লোক এসমস্ত যুদ্ধে নিহত, দেশান্তর বা বন্দী হত। অবশ্য ইহুদীদের মধ্যে কেউ বন্দী হলে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ বন্ধু গোত্রকে অর্থ দ্বারা রাজী করিয়ে উক্ত বন্দীকে মুক্ত করে দিত। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলত, বন্দীকে মুক্ত করা ধর্মীয় কর্তব্য। কিন্তু হত্যা ও দেশান্তর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে বলত, বিপদে বন্ধুর সাহায্য না করে পারি না। এখানে এরই নিন্দা করা হয়েছে। (বঃ কোঃ)

اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا

ইলা~আশাদ্দিল 'আযা-ব ; ওয়ামাল্লা-হু বিগা-ফিলিন 'আম্মা-তা'মালূন। ৮৬। উলা—ইকাল্লাযীনাশ্ তারাউল

দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। আর আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বেখবর নহেন। (৮৬) তারাই পরকালের বিনিময়

১০ ع ১০ রুকূ

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ

হ্বায়া-তাদ্ দুনইয়া- বিল আ-খিরাহ্, ফালা-ইয়ুখাফ্ফাফু 'আন্হুমুল 'আযা-বু ওয়া লা-হুম ইয়ুন্স্বারূন। ৮৭। ওয়ালাক্বাদ

পার্থিব জীবন ক্রয় করল, সুতরাং তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যই পাবে না। (৮৭) নিশ্চয় আমি

اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ

আ-তাইনা-মূসাল কিতা-বা ওয়া ক্বাফ্ফাইনা- মিম্ বা'দিহী বির্রুসুল, ওয়া আ-তাইনা- 'ঈসাব্না মার্ইয়ামাল

মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তারপর পর্যায়ক্রমে রাসূল পাঠিয়েছি। আর ঈসা ইবনে মারইয়ামকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী

الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى

বায়্যিনা-তি ওয়া আইয়্যাদনা-হু বিরূহ্বিল কুদুস ; আফাকুল্লামা- জ্বা—আকুম রাসূলুম্ বিমা- লা-তাহ্ওয়া~

প্রদান করেছি এবং আমি তাঁকে সাহায্য করেছি পবিত্র আত্মা (জিব্রাঈল) দ্বারা। তারপর যখনই কোন রাসূল, তোমাদের মনঃপুত নয়

اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ز وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا

আনফুসুকুমুস তাক্বার্তুম, ফাফারীক্বান কায্যাব্তুম, ওয়া ফারীক্বান তাক্বতুলূন। ৮৮। ওয়া ক্বা-লূ ক্বুলূবুনা-

এমন কোন বস্তু নিয়ে আসল, তখনই দম্ভ ভরে তাদের কতককে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ। (৮৮) আর তারা বলে, আমাদের অন্তরসমূহ

غُلْفٌ ؕ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ

গুলফ; বাল্ লা'আনাহুমুল্লা-হু বিকুফ্রিহিম ফাক্বালীলাম্ মা-ইয়ু'মিনূন। ৮৯। ওয়া লাম্মা- জ্বা—আহুম কিতা-বুম্ মিন

সুরক্ষিত; বরং আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন তাদের কুফরীর জন্য। সুতরাং তাদের কম সংখ্যকই বিশ্বাস করে। (৮৯) আর যখন আল্লাহর তরফ

عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ

'ইন্দিল্লা-হি মুস্বাদ্দিকুল্ লিমা-মা'আহুম ওয়া কা-নূ মিন ক্বাব্লু ইয়াস্তাফ্তিহূনা 'আলাল্লাযীনা কাফারূ

হতে তাদের সামনে সে কিতাব আসল, যা তাদের কিতাবেরও সত্যতা প্রমাণকারী; অথচ পূর্বে সে কিতাবের দ্বারা কাফিরদের উপর জয়ী হওয়ার প্রার্থনা করত।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ز فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ

ফালাম্মা- জ্বা—আহুম্ মা- 'আরাফূ কাফারূ বিহ, ফালা'নাতুল্লা-হি 'আলাল কা-ফিরীন। ৯০। বি'সামাশতারাও বিহী~

যখন তা এসে গেল, যা তাদের পরিচিত; তারা তা অস্বীকার করল। সুতরাং আল্লাহর অভিশাপ কাফিরদের উপর। (৯০) যে বস্তুর বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে

اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى

আন্ফুসাহুম আইঁ ইয়াক্ফুরূ বিমা~আন্যালাল্লা-হু বাগ্ইয়ান আইঁ ইয়ুনায্যিলাল্লা-হু মিন ফাদ্বলিহী 'আলা-

বিক্রয় করল তা কতই খারাপ। তা এই যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অস্বীকার করেছে এ হিংসায় যে, আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে

مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

মাই ইয়াশা—উ মিন 'ইবা-দিহ্, ফাবা—উ বিগাদ্বাবিন 'আলা- গাদ্বাব ; ওয়া লিলকা-ফিরীনা 'আযা-বুম্ মুহীন।
যে বান্দার উপর যা খুশী অবতীর্ণ করেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল। কাফিরদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

﴿٩١﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ

৯১। ওয়া ইযা-ক্বীলা লাহুম আ-মিনূ বিমা~আনযালাল্লা-হু ক্বা-লূ নু'মিনু বিমা~উনযিলা 'আলাইনা- ওয়া ইয়াকফুরূনা
(৯১) আর যখন তাদেরকে বলা হল, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার উপর ঈমান আন। তারা বলল, আমরা ঈমান আনব আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে।

بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ

বিমা- ওয়ারা—আহ্, ওয়া হুওয়াল হ্বাক্বক্বু মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- মা'আহুম ; ক্বুল ফালিমা তাক্বতুলূনা আম্বিয়া—আল্লা-হি মিন
সেটি ছাড়া সবগুলো তারা অবিশ্বাস করে। অথচ তা সত্য এবং তাদের কাছে যা আছে তাকেও সত্যায়িত করে। বল কেন তোমরা পূর্বেকার আল্লাহর নবীগণকে হত্যা

قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ

ক্বাবলু ইন কুন্তুম্ মু'মিনীন। ৯২। ওয়া লাক্বাদ জ্বা—আকুম মূসা- বিল বায়্যিনা-তি ছুম্মাত তাখাযতুমুল
করতে, যদি তোমরা মুমিনই হয়ে থাক? (৯২) নিশ্চয়ই মূসা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছিলেন। তারপরও তোমরা গো বৎসকে উপাস্যরূপে

الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

'ইজ্বলা মিম্ বা'দিহী ওয়া আন্তুম য্বা-লিমূন। ৯৩। ওয়া ইয্ আখাযনা- মীছা-ক্বাকুম ওয়া রাফা'না- ফাওক্বাকুমুত্ব
গ্রহণ করেছিলে। বস্তুতঃ তোমরা ছিলে অত্যাচারী। (৯৩) আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং তোমাদের উপর

الطُّوْرَ ۗ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ۗ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِيْ

তুর ; খুযূ মা~আ-তাইনা-কুম বিক্বুওয়্যাতিওঁ ওয়াস্‌মা'উ ; ক্বা-লূ সামি'না- ওয়া 'আস্বাইনা-, ওয়া উশরিবূ ফী
তুর পাহাড় তুলে ধরে বললাম, আমি যা তোমাদেরকে দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধর ও আমার কথা শোন। তোমরা বলেছিলে, আমরা শোনলাম এবং অমান্য করলাম।

قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۗ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

ক্বুলূবিহিমুল 'ইজ্বলা বিকুফ্‌রিহিম ; ক্বুল বি'সামা- ইয়া'মুরুকুম বিহী~ঈমা-নুকুম ই[illegible] কুন্তুম মু'মিনীন।
আসলে তাদের অন্তরসমূহে কুফরীর কারণে গোবৎস মোহ বিদ্যমান। বলুন, কতইনা খারাপ কাজের নির্দেশ করতেছে তোমাদের ঈমান, যদি তোমরা ঈমানদারই হও।

﴿٩٤﴾ قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ

৯৪। ক্বুল ইন্ কা-নাত লাকুমুদ্ দা-রুল আ-খিরাতু 'ইন্দাল্লা-হি খা-লিস্বাতাম মিন দূনিন্ না-সি
(৯৪) বলুন, আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান অন্যদের বাদ দিয়ে তোমাদের জন্যই যদি শুধু হয়ে থাকে। তবে তোমরা

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٥﴾ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ

ফাতামান্নাউল মাওতা ইন কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ৯৫। ওয়া লাইঁ ইয়াতামান্নাওহু আবাদাম বিমা- ক্বাদ্দামাত আইদীহিম ; ওয়াল্লা-হু
মৃত্যু কামনা করে তার সত্যতা প্রমাণ কর। (৯৫) কিন্তু কখনও তারা কামনা করবে না তাদের কৃতকর্মের কারণে এবং আল্লাহ

عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٦﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ

'আলীমুম্ বিয্ য্বা-লিমীন। ৯৬। ওয়া লাতাজ্বিদান্নাহুম আহ্বরাস্বান না-সি 'আলা- হ্বায়া-হ্, ওয়া মিনাল্ লাযীনা আশরাকূ
জালিমদের ভালভাবেই জানেন। (৯৬) আর আপনি মানুষের মধ্যে তাদেরকেই অধিক লালসা গ্রস্ত পাবেন, দীর্ঘ জীবী হবার।

يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ۗ

ইয়াওয়াদ্দু আহ্বাদুহুম লাও ইয়ু'আম্মারু আলফা সানাহ্, ওয়ামা- হুওয়া বিমুযাহ্বযিহ্বিহী মিনাল 'আযা-বি আইঁ ইয়ু'আম্মার ;
এমনকি মুশরিকের চেয়েও, তারা প্রত্যেকেই চায় যদি হাজার বছর বাঁচত। যতদিনই বাঁচুক শাস্তি হতে তাদেরকে নিস্তার দিতে পারবে না।

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى

ওয়াল্লা-হু বাস্বিরুম্ বিমা- ইয়া'মালূন। ৯৭। ক্বুল মান কা-না 'আদুওয়্যাল লিজ্বিব্‌রীলা ফাইন্নাহূ নাযযালাহূ 'আলা-
তারা যা করতেছে আল্লাহ তা দেখতেছেন। (৯৭) আপনি জিব্রাঈলের শত্রুদেরকে বলুন, সে অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশে আপনার

قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

ক্বাল্‌বিকা বিইযনিল্লা-হি মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইহি ওয়া হুদাওঁ ওয়া বুশ্‌রা- লিল মু'মিনীন।
অন্তরে কোরআন অবতীর্ণ করেছে। যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী। আর মুমিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদ দাতা।

﴿٩٨﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ

৯৮। মান কা-না 'আদুওয়্যাল্ লিল্লা-হি ওয়া মালা—ইকাতিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়া জ্বিব্‌রীলা ওয়ামীকা-লা ফাইন্নাল্লা-হা আদুব্বুল্
(৯৮) যারা আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা ও রাসূল এবং জিব্রাঈল ও মিকাঈলের শত্রু, নিশ্চয়ই আল্লাহতাআলা সে

لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ۝

লিল কা-ফিরীন। ৯৯। ওয়া লাক্বাদ আন্‌যালনা~ইলাইকা আ-ইয়া-তিম বায়্যিনা-ত ; ওয়ামা- ইয়াক্‌ফুরু বিহা~ইল্লাল ফা-সিক্বূন।
কাফিরদের শত্রু। (৯৯) আর আমি আপনার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শন নাযিল করেছি। পাপীরা ব্যতীত কেউই তা অস্বীকার করে না।

﴿١٠٠﴾ اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾ وَلَمَّا

১০০। আওয়া কুল্লামা- 'আ-হাদূ 'আহ্‌দান নাবাযাহূ ফারীক্বুম্ মিন্‌হুম ; বাল আকছারুহুম লা-ইয়ু'মিনূন। ১০১। ওয়া লাম্মা-
(১০০) তারা যখনই কোন ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, তাদের একদল তা ভঙ্গ করেছে; বরং তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না। (১০১) যখন

جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

জ্বা—আহুম রাসূলুম্ মিন 'ইন্দিল্লা-হি মুস্বাদ্দিক্বুল্ লিমা-মা'আহুম নাবাযা ফারীক্বুম্ মিনাল্‌লাযীনা উতুল
তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল আসল, তাদের নিকট যা রয়েছে তার সত্যায়নকারীরূপে, তখন সে কিতাবধারীদের

○ টীকা (আঃ ৯৬) ঃ কেননা, তারা নিশ্চিতরূপেই জানত যে, তারা বাতিল ও কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত, পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুমেনগণ সত্য ও ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, কাজেই ভয়ে তারা মুখটি পর্যন্ত নাড়তে পারল না। নতুবা রাসূল (সা)-এর সাথে তাদের যে শত্রুতা ছিল– যার দরুন রাসূল (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর উত্তেজিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর কামনা করে ফেলত। কিন্তু তারা ভয়ে এরূপ আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়েছিল যে, পাথরের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল ; বস্তুতঃ ইহা হুযুর (সা)-এর একটি অতি বড় মু'জেযা। ○ শানে নুযূল (আঃ ৯৮) ঃ ইহুদীরা বলত যে, জিবরাঈল (আ) হযরত মোহাম্মদ (সা)–এর নিকট কোরআন শরীফ আনয়ন করেন, তিনি আমাদের প্রধান শত্রু। অতএব, জিবরাঈলের পরিবর্তে অপর কোন ফেরেশতা কোরআন নিয়ে আসলে আমরা মোহাম্মদের উপর ঈমান আনতাম। আল্লাহ একে লক্ষ্য করেই আয়াতটি নাযিল করেছেন। (মুঃ কোঃ)

الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا

কিতা-ব, কিতা-বাল্লা-হি ওয়ারা—আ যুহূরিহিম কাআন্নাহুম লা-ইয়া'লামূন। ১০২। ওয়াত্তাবা'উ মা-তাতলুশ

একদল আল্লাহ্র কিতাব এমনভাবে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে দিল যেন তারা কিছুই জানে না। (১০২) এবং তারা অনুসরণ করল

الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ

শাইয়া-ত্বীনু 'আলা-মুলকি সুলাইমা-ন, ওয়ামা-কাফারা সুলাইমা-নু ওয়ালা- কিন্নাশ শায়া-ত্বীনা কাফারূ ইয়ু'আল্লিমূনান্

সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফরী করে নি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে

النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ

না-সাস্ সিহ্র, ওয়ামা~উন্যিলা 'আলাল মালাকাইনি বিবা-বিলা হা-রূতা ওয়া মা-রূত ; ওয়ামা- ইয়ু'আল্লিমা-নি

যাদু শিক্ষা দিত। আর ব্যবিলনে হারুত ও মারুতের উপর অবতীর্ণ বস্তুও শিক্ষা দিত। তারা (ফিরিশতাদ্বয়) কাউকে শিক্ষা দিত না

مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا

মিন আহ্বাদিন হ্বাত্তা- ইয়াকূলা~ইন্নামা- নাহ্বনু ফিত্নাতুন ফালা-তাক্ফুর ; ফাইয়াতা'আল্লামূনা মিনহুমা- মা-

তারা তা শিখাবার পূর্বে প্রত্যেককে বলত, আমরা কিন্তু পরীক্ষা স্বরূপ এসেছি। কাজেই তোমরা কুফরী কর না। অতঃপর তারা তাদের

يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ

ইয়ুফাররিকূনা বিহী বাইনাল মারই ওয়া যাওজিহ ; ওয়ামা-হুম বিদ্বা—ররীনা বিহী মিন আহ্বাদিন ইল্লা- বিইয়্নিল্লা-হ ;

নিকট থেকে শিখত যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। অথচ তারা আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারত না।

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى

ওয়া ইয়াতা'আল্লামূনা মা-ইয়াদ্বুররুহুম ওয়ালা-ইয়ানফা'উহুম; ওয়া লাক্বাদ 'আলিমূ লামানিশ তারা-হু মা-লাহূ ফিল

আর তারা এমন কিছু শিখে, যা তাদের ক্ষতি সাধন ছাড়া কোন উপকারে আসে না। তারা নিশ্চিত জানে যে, যে কেউ সে যাদু অবলম্বন করে,

الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۫ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ

আ-খিরাতি মিন খালা-ক্বি ; ওয়া লাবি'সা মা-শারাও বিহী~আনফুসাহুম ; লাও কা-নূ ইয়া'লামূন। ১০৩। ওয়া লাও আন্নাহুম

আখিরাতে তার কোন হিস্সা নেই। তা অতি নিকৃষ্ট যার বিনিময় তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, যদি তারা বুঝত। (১০৩) যদি তারা

اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٤﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আ-মানূ ওয়াত্তাক্বাও লামাছূবাতুম মিন 'ইন্দিল্লা-হি খাইর ; লাও কা-নূ ইয়া'লামূন। ১০৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ

ঈমান আনত ও মুত্তাকী হত, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহর কাছে পুরস্কার পেত, যদি তারা জানত। (১০৪) হে মুমিনগণ! তোমরা 'রা-ইনা' বল

○ ঘটনা (আঃ ১০২) ঃ হযরত সুলায়মানের রাজত্বকালে জ্বিনেরা যাদুর প্রক্রিয়া সম্বলিত একটি গ্রন্থ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। হযরত সুলায়মান উক্ত কিতাবটি একটি সিন্দুকে আবদ্ধ করতঃ মাটিতে পুঁতে ফেলেন। হযরত সুলায়মানের মৃত্যুর পর জ্বিনেরা তা বের করে লোক সমাজে বলল যে, সুলায়মান এ কিতাবের বলেই রাজত্ব করতেন। আল্লাহ একথারই খণ্ডন করে বলেন যে, সুলায়মান যাদুর আমল করতেন না। (মুঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১০২) ঃ এক সময় বাবেল শহরে যাদু-বিদ্যার খুব প্রচলন ছিল। তার প্রভাবে মূর্খ লোকেরা যাদুকরের যাদু এবং নবীর মু'জেযার পার্থক্য বুঝতে পারত না। কেউ কেউ যাদুকে মু'জেযা মনে করে যাদুকরকে নবীর ন্যায় অনুসরণীয় মনে করত। এই ধাঁধা ও ভ্রান্তি দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা হারূত-মারূত নামক দু'জন ফেরেশতাকে তথায় পাঠিয়ে যাদুবিদ্যার মূলতত্ত্ব মানুষকে বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٥﴾ مَا يَوَدُّ

লা তাক্বূলূ রা-'ইনা- ওয়া ক্বূলুন্ যুরনা- ওয়াস্মা'উ ; ওয়া লিল কা-ফিরীনা 'আযা-বুন আলীম। ১০৫। মা- ইয়াওয়াদ্দুল

না বরং তোমরা 'উনজুরনা' বল। আর তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন। অনন্তর কাফিরদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। (১০৫) আহলে কিতাবদের

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ

লাযীনা কাফারূ মিন আহ্লিল কিতা-বি ওয়া লাল মুশরিকীনা আইঁ ইয়ুনায্যালা 'আলাইকুম্ মিন খাইরিম্

মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কোন

مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

মির্ রাব্বিকুম ; ওয়াল্লা-হু ইয়াখ্তাস্বস্বু বিরাহ্মাতিহী মাইঁ ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু যুল ফাদ্বলিল 'আযীম।

কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তার অনুগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

﴿١٠٦﴾ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ

১০৬। মা-নান্সাখ মিন আ-ইয়াতিন আও নুন্সিহা- না'তি বিখাইরিম মিন্হা~আও মিছলিহা; আলাম তা'লাম আন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি

(১০৬) আমি কোন আয়াতকে রহিত করলে বা বিস্মৃত করে দিলে তদপেক্ষা উত্তম বা তদানুরূপ আনয়ন করি। তুমি কি জান না

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٧﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ

শাইয়িন ক্বাদীর। ১০৭। আলাম তা'লাম আন্নাল্লা-হা লাহূ মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্দ্ব ; ওয়ামা- লাকুম্ মিন দূনি

নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (১০৭) তুমি কি জাননা নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহরই ? আর তোমাদের জন্য

اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٨﴾ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ

ল্লা-হি মিওঁ ওয়ালিইয়্যিওঁ ওয়ালা-নাস্বীর। ১০৮। আম তুরীদূনা আন তাসআলূ রাসূলাকুম কামা-সুইলা মূসা- মিন

আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক এবং সাহায্যকারী নেই। (১০৮) তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও? যেরূপ ইতিপূর্বে মূসাকে প্রশ্ন

قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٩﴾ وَدَّ كَثِيْرٌ

ক্বাবল; ওয়া মাইঁ ইয়াতাবাদ্দালিল কুফরা বিল ঈমা-নি ফাক্বাদ দ্বাল্লা সাওয়া—আস্ সাবীল। ১০৯। ওয়াদ্দা কাছীরুম্

করা হতো? যে ব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে কুফরী গ্রহণ করছে, সে অবশ্যই সঠিক পথ হারিয়েছে। (১০৯) আহলে কিতাবদের

مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ

মিন আহলিল কিতা-বি লাও ইয়ারুদ্দূনাকুম মিম্ বা'দি ঈমা-নিকুম কুফ্ফা-রান হ্বাসাদাম্ মিন 'ইন্দি

অনেকেই তাদের অন্তরে নিহিত হিংসার দরুন চায়, তোমরা ঈমান আনার পর যদি কুফরীতে ফিরে যেতে,

اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ

আনফুসিহিম মিম্বা'দি মা-তাবাইয়্যানা লাহুমুল হ্বাক্কু, ফা'ফূ ওয়াস্বফাহূ হ্বাত্তা- ইয়া'তিয়াল্লা-হু

তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও। তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত;

بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۰۹﴾ وَاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا

বিআম্রিহ্; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। ১১০। ওয়া আক্বীমুস্ব স্বালা-তা ওয়া আ-তুয যাকা-হ ; ওয়ামা-
নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (১১০) আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। আর তোমরা

তিন চতুর্থাংশ

تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ

তুক্বাদ্দিমূ লিআন্ফুসিকুম মিন খাইরিন তাজ্বিদূহু 'ইন্দাল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা বিমা-তা'মালূনা বাস্বীর।
সৎকর্ম যা কিছু নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরণ করবে আল্লাহর নিকট তা পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু কর তা আল্লাহ দেখেন।

﴿۱۱۱﴾ وَقَالُوْا لَنْ یَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰی ؕ تِلْكَ اَمَانِیُّهُمْ ؕ قُلْ

১১১। ওয়া ক্বা-লূ লাইঁ ইয়াদখুলাল জ্বান্নাতা ইল্লা-মান কা-না হূদান আও নাস্বা-রা; তিলকা আমা-নিইয়্যুহুম ; কুল
(১১১) আর তারা বলে, ইয়াহুদী ও নাসারা ছাড়া অন্য কেউ কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না। এটা তাদের কল্পনা বিলাস। আপনি বলুন,

هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۱۱۲﴾ بَلٰی ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

হা-তূ বুরহা-নাকুম ইন কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ১১২। বালা- মান আস্লামা ওয়াজ্বহাহূ লিল্লা-হি ওয়া হুওয়া মুহ্সিনুন
যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ কর। (১১২) হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছে এবং সৎকর্ম পরায়ন হয়েছে,

فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ وَقَالَتِ الْیَهُوْدُ

১৩ ع ১৩ রুকূ

ফালাহূ~আজ্বরুহূ 'ইন্দা রাব্বিহ, ওয়ালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্যানূন। ১১৩। ওয়াক্বা-লাতিল ইয়াহূদু
তাঁর পুরস্কার রয়েছে তার রবের নিকট। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (১১৩) আর ইয়াহূদীরা বলে,

لَیْسَتِ النَّصٰرٰی عَلٰی شَیْءٍ ۪ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰی لَیْسَتِ الْیَهُوْدُ عَلٰی شَیْءٍ ۙ وَّهُمْ یَتْلُوْنَ

লাইসাতিন্ নাস্বা-রা- 'আলা-শাইয়িওঁ ওয়াক্বা-লাতিন্ নাস্বা-রা- লাইসাতিল ইয়াহূদু 'আলা- শাইয়িওঁ ওয়া হুম ইয়াতলূনাল
খ্রিষ্টানদের কোন ভিত্তি নেই। তেমনি খ্রিষ্টানরা বলে, ইয়াহুদীদের কোন ভিত্তি নেই। অথচ তারা (উভয় দল)

الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ

কিতা-ব ; কাযা-লিকা ক্বা-লাল্ লাযীনা লা-ইয়া'লামূনা মিছ্লা ক্বাওলিহিম, ফাল্লা-হু ইয়াহ্কুমু বাইনাহুম
কিতাব পাঠ করে। এমনিভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং আল্লাহ কিয়ামতের দিন

یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فِیْمَا كَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۱۴﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ

ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন। ১১৪। ওয়ামান আয্লামু মিম্মাম্ মানা'আ মাসা-জ্বিদাল্লা-হি আইঁ
মীমাংসা করবেন তাদের মধ্যে, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে। (১১৪) তার চেয়ে অত্যাচারী আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম

✪ শানে নুযূল (আঃ ১১৩) ঃ ইহুদীরা তাওরাত এবং নাছারারা ইঞ্জিল পাঠ করে। উভয় কিতাবের মধ্যেই উভয় কিতাবের এবং উভয় রাসূলের সত্যতামূলক বর্ণনা রয়েছে- ইহুদীরা বলে, নাছারা ধর্ম কোন ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়, অনুরূপভাবে নাছারারাও বলে, ইহুদী ধর্ম কোন ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়- কিতাবীগণের পরস্পর পরস্পরের এরূপ উক্তি শ্রবণ করে আরবের কাফেরেরাও উত্তেজিত হয়ে বলেছে, ইহুদী ও নাছারাদের উভয় ধর্মই ভিত্তিহীন। আমরাই সত্যের উপর আছি। (বঃ কোঃ) ✪ শানে নুযূল (আঃ ১১৪) ঃ ومن اظلم...... কুরায়েশ গোত্রের মুশরিকরা নবী করীমকে (সা) আল্লাহর ঘরের কাছে পৌঁছার পরে মসজিদুল হারামে নামায পড়তে বাধা দিয়েছিল। এ কারণে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ ইবনে কাসীর)

یُّذْكَرَ فِیْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰی فِیْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ یَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا

ইয়ুয্কারা ফীহাসমুহূ ওয়া সা'আ- ফী খারা-বিহা; উলা—ইকা মা-কা-না লাহুম আইঁ ইয়াদখুলূহা~ইল্লা
স্মরণ করতে নিষেধ করে এবং চেষ্টা চালায় তা ধ্বংসের? অথচ এদের পক্ষে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা ছাড়া মসজিদসমূহে প্রবেশ

خَآئِفِیْنَ ؕ لَهُمْ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ وَّلَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ﴿۱۱۴﴾ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ

খা—ইফীন ; লাহুম ফিদ্ দুনইয়া-খিয্ইয়ুওঁ ওয়া লাহুম ফিল আ-খিরাতি 'আযা-বুন 'আযীম। ১১৫। ওয়া লিল্লা- হিল মাশ্রিক্বু
করা সমীচীন ছিল না, তাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে লাঞ্ছনা এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি। (১১৫) আর পূর্ব ও পশ্চিম

وَالْمَغْرِبُ ۗ فَاَیْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ

ওয়াল মাগরিবু ফাআইনামা- তুওয়াল্লূ ফাছাম্মা ওয়াজ্বহুল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা ওয়া-সি'উন 'আলীম। ১১৬। ওয়াক্বা-লুত্ তাখাযা
আল্লাহর জন্যই। সুতরাং যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন সেদিকই আল্লাহর দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ। (১১৬) আর তারা বলে,

اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ

ল্লা-হু ওয়ালাদান সুবহ্বা-নাহ ; বাল্ লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্দ্ব ; কুল্লুল্ লা-হূ ক্বা-নিতূন।
আল্লাহ সন্তানগ্রহণ করেছেন। তিনি তা থেকে পবিত্র; বরং আল্লাহর জন্যই আকাশ ও জমিনের মধ্যকার সবকিছুই। সবই তাঁর একান্ত অনুগত।

﴿۱۱۷﴾ بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ

১১৭। বাদী'উস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্দ্ব ; ওয়া ইযা- ক্বাদ্বা~আম্রান ফাইন্নামা-ইয়াক্বূলু লাহূ কুন ফাইয়াকূন।
(১১৭) তিনি আকাশমন্ডলী ও যমিনের সৃষ্টিকর্তা। যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি শুধু বলেন, হও, অনন্তর তা হয়ে যায়।

﴿۱۱۸﴾ وَقَالَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ لَوْلَا یُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِیْنَاۤ اٰیَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِیْنَ

১১৮। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা লা-ইয়া'লামূনা লাওলা-ইয়ুকাল্লিমুনাল্লা-হু আও তা'তীনা~আ-ইয়াহ; কাযা-লিকা ক্বা-লাল্লাযীনা
(১১৮) আর যারা অজ্ঞ তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? কিংবা আমাদের নিকট কেন কোন নিদর্শন আসে না? অনুরূপ তাদের

مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَیَّنَّا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یُّوْقِنُوْنَ

মিন্ ক্বাবলিহিম মিছ্লা ক্বাওলিহিম ; তাশা-বাহাত ক্বুলূবুহুম; ক্বাদ বাইয়্যান্নাল আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিঁই ইয়ূক্বিনূন।
পূর্ববর্তীগণও তাদের মতই কথা বলত। একই রকম তাদের অন্তর। নিশ্চয়ই আমি নিদর্শনাবলী দৃঢ় প্রত্যয়শীল জাতির জন্য বর্ণনা করে দিয়েছি।

✪ টীকা (আঃ ১১৫) ঃ ...... لله المشرق, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কিবলাকে শ্রেষ্ঠ বলত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- আল্লাহ তো বিশেষ কোনও দিকের নন। বরং তিনি সমগ্র স্থান ও দিক হতে পবিত্র ও মুক্ত। তবে তোমরা তাঁর নির্দেশে যে কোন দিকেই মুখ ফেরাবে, সে দিকেই তাঁর দৃষ্টি আছে। তিনি তোমাদের ইবাদাত কবুল করে নিবেন। কেউ বলেন- এ আয়াত সফরে নফল সালাত আদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ। অথবা, সফরে কিব্‌লা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তাঃ উসমানী)

✪ শানে নুযূল (আঃ ১১৫) ঃ এক সময় কতিপয় মুসাফের রাত্রে মেঘের ঘন অন্ধকারে কেবলা নির্ণয় করতে না পেরে অনুমান দ্বারা বিভিন্ন দিকে নামায পড়েছিল। পরে দেখা গেল, কারো কেবলা ঠিক হয় নাই। মদীনায় এসে তারা হুযুর (সা)-এর নিকট উক্ত নামাযের ক্বাযা পড়বার অনুমতি চাইলে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ১১৮) ঃ لولا يكلمنا একদা রাফে' ইবনে হুরায়মালা নবী করীম (সা)-কে বলল- হে মুহাম্মদ! তুমি যদি সত্যই আল্লাহর রাসূল হয়ে থাক, তবে তাঁকে বল- তিনি যেন আমাদের সাথে কথা বলেন এবং আমরা যেন তাঁর কথা শুনতে পাই। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাঃ ইবনে কাসীর)

إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

১১৯। ইন্না~আর্‌সাল্‌না-কা বিল্‌হ্বাক্বক্বি বাশীরাওঁ ওয়া নাযীরাওঁ ওয়ালা- তুসআলু 'আন আস্বহ্বা-বিল জ্বাহ্বীম।

(১১৯) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। আর আপনাকে জাহান্নামীদের সম্বন্ধে জবাব দিহি করতে হবে না।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ ﴿١٢٠﴾

১২০। ওয়ালান তারদ্বা-'আনকাল ইয়াহূদু ওয়ালান্ নাস্বা-রা- হ্বাত্তা- তাত্তাবি'আ মিল্লাতাহুম ; ক্বুল ইন্না

(১২০) ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানগণ কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসারী হবেন। বলুন,

هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ

হুদাল্লা-হি হুওয়াল হুদা ; ওয়া লাইনিত্‌তাবা'তা আহ্‌ওয়া—আহুম বা'দাললাযী জ্বা—আকা

আল্লাহর পথ প্রদর্শনই একমাত্র পথ নির্দেশ। আর আপনার নিকট অহী আসার পর আপনি যদি তাদের খেয়াল খুশির

مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾ اَلَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ

মিনাল 'ইলমি মা- লাকা মিনাল্লা-হি মিওঁ ওয়ালিইয়্যিওঁ ওয়ালা- নাস্বীর। ১২১। আল্লাযীনা আ-তাইনা- হুমুল কিতা-বা

অনুসরণ করেন, তবে আপনার জন্য আল্লাহর তরফের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবেন না। (১২১) যাদেরকে কিতাব প্রদান

يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ۗ أُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهٖ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ

ইয়াতলূনাহূ হ্বাক্বক্বা তিলা-ওয়াতিহ ; উলা—ইকা ইয়ু'মিনূনা বিহ ; ওয়া মাই ইয়াকফুর বিহী ফাউলা—ইকা হুমুল

করেছি তাদের মধ্যে যারা তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে, তারাই এতে বিশ্বাস করে। আর যারা অবিশ্বাস করে তারাই

الْخٰسِرُونَ ﴿١٢١﴾ يٰبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

খা-সিরূন। ১২২। ইয়া-বানী~ইস্রা—ঈলায কুরূ নি'মাতিইয়াল্ লাতী~আন'আমতু 'আলাইকুম

ক্ষতিগ্রস্ত। (১২২) হে বনী ইসরাঈল! আমি যে সব নিয়ামত (অনুগ্রহ) তোমাদেরকে প্রদান করেছি তা স্মরণ কর।

১৪ ع ১৪ রুকূ

وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿١٢٢﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ

ওয়া আন্নী ফাদ্দ্বালতুকুম 'আলাল 'আ-লামীন। ১২৩। ওয়াত্তাক্বু ইয়াওমাল্ লা-তাজ্বযী নাফসুন 'আন্ নাফসিন

আর নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (১২৩) আর তোমরা সে দিনটিকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না ও কারো

شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذِ ابْتَلٰٓى

শাইআওঁ ওয়ালা- ইয়ুক্ববালু মিনহা- 'আদলুওঁ ওয়ালা- তানফা'উহা- শাফা-'আতুওঁ ওয়ালা-হুম ইয়ুনস্বারূন। ১২৪। ওয়া ইযিবতালা~

নিকট হতে কোন বিনিময় গৃহীত হবে না। আর কোন কাজে আসবে না কারো সুপারিশ এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না। (১২৪) আর ইব্রাহীমকে যখন

○ শানে নুযূল (আঃ ১২০) ঃ জনাব রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম প্রথম কোন কোন জায়েয বিষয়ে তাঁর স্বাভাবিক নম্রতা বশতঃ কিতাবীদের চিত্ত জয়ের উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে রায় দিতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আপনি এরূপ ব্যবহার থেকে ক্ষান্ত হোন, যদিও তারা আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে এরূপ একটি মহান উদ্দেশ্য আপনার অন্তরে নিহিত আছে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১২৪) ঃ হযরত ইবরাহীমের পরীক্ষার বিষয়াবলী ঃ যেমন হজ্জের ক্রিয়াদি, খাতনা, নখচুল কাটা, মিসওয়াক করা প্রভৃতি। ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুসারে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ কাজগুলো পালন করেন। কোনটির মাঝে কোনও প্রকার ত্রুটি রাখেন নি। এর পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে মানব জাতির নেতা বানিয়ে দেয়া হয়। (তাঃ উসমানী)

إِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ

ইব্রা-হীমা রাব্বুহূ বিকালিমা-তিন ফাআতাম্মাহুন্না ; ক্বা-লা ইন্নী জ্বা-'ইলুকা লিন্না-সি ইমা-মা ; ক্বা-লা

তার প্রভু কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করলেন, এবং তিনি তা পূর্ণ করলেন। আল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা বানাব। ইবরাহীম বলল,

وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً

ওয়া মিন যুররিয়্যাতী ; ক্বা-লা লা-ইয়ানা-লু 'আহ্‌দিয্ যা-লিমীন। ১২৫। ওয়াইয্ জ্বা'আলনাল বাইতা মাছা-বাতাল

আমার বংশধরগণের মধ্যে হতেও। তিনি বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না। (১২৫) আর যখন আমি কা'বা গৃহকে

لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۗ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ۗ وَعَهِدْنَآ إِلٰٓى إِبْرٰهٖمَ

লিন্না-সি ওয়া আম্‌না-; ওয়াত্তাখিযূ মিম্ মাক্বা-মি ইব্রা-হীমা মুছাল্লা ; ওয়া 'আহিদনা~ইলা~ইব্রা-হীমা

মানুষের মিলন কেন্দ্র ও নিরাপদাগার বানিয়েছি; আর (নির্দেশ করলাম) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে সালাতের স্থান রূপে নির্ধারণ কর। আর আমি

وَإِسْمٰعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَالْعٰكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ

ওয়া ইসমা-ঈলা আন ত্বাহ্‌হিরা বাইতিয়া লিত্‌ত্বা—ইফীনা ওয়াল 'আ-কিফীনা ওয়ার রুক্কা'ইস সুজূদ। ১২৬। ওয়াইয্

নির্দেশ দিলাম ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে যে, আমার ঘরকে পবিত্র করে রাখ ই'তেকাফ, তাওয়াফ ও রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য। (১২৬) আর যখন

قَالَ إِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ

ক্বা-লা ইব্রা-হীমু রাব্বিজ্ব'আল হা-যা-বালাদান আ-মিনাওঁ ওয়ারযুক্ব আহলাহূ মিনাছ ছামারা-তি মান

ইবরাহীম বলল, হে আমার প্রতিপালক! এটাকে নিরাপদ শহরে পরিণত কর এবং সেসব বাসিন্দাদেরকে ফল-ফসলের রিযিক দান কর, যারা

اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهٗ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهٗٓ إِلٰى

আ-মানা মিনহুম বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল আ-খির ; ক্বা-লা ওয়ামান কাফারা ফাউমাত্তি'উহূ ক্বালীলান ছুম্মা আদ্বত্বাররুহূ~ইলা-

আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী। আল্লাহ বললেন, আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে তাকেও স্বল্পকালীন সময় সুবিধা ভোগ করাব। অবশেষে তাকে নিক্ষেপ করব

عَذَابِ النَّارِ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

'আযা-বিন্ না-র; ওয়া বি'সাল মাস্বীর। ১২৭। ওয়া ইয্ ইয়ারফা'উ ইব্রা-হীমুল ক্বাওয়া-'ঈদা মিনাল বাইতি

জাহান্নামের শাস্তির দিকে এবং তা কতই নিকৃষ্ট ঠিকানা। (১২৭) যখন ইবরাহীম এবং ইসমাঈল কা'বা গৃহের প্রাচীর নির্মাণ করছিলেন

○ টীকা (আঃ ১২৫) ঃ অহংকারী বনী ইসরাঈলরা বলত, আমরা ইবরাহীম (আ)-এর আওলাদ। আল্লাহ তা'আলা নুবুওয়াতের সম্মান ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরগণের মধ্যে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। এ কারণেই সকলে তাঁর ধর্মের অনুসরণ করে থাকে। এখন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ইবরাহীমের নেককার আওলাদের জন্যই আল্লাহর ওয়াদা ছিল। হযরত ইবরাহীমের দুই পুত্র ছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত হযরত ইসহাক (আ)-এর আওলাদের মধ্যে নুবুওয়াত ছিল। এখন ইসমাঈল (আ)-এর আওলাদের মধ্যে এসেছে। হযরত ইবরাহীমের দু'আ উভয় পুত্রের জন্যই ছিল। (মুঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১২৫) ঃ مقام ابراهيم (মাকামে ইবরাহীম) মাকামে ইবরাহীম অর্থ- হযরত ইবরাহীমের (আ) দাঁড়াবার স্থান, এটি সে পাথর, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন। তার উপর ইবরাহীমের (আ) পায়ের চিহ্ন আছে। এ পাথরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি মানুষকে হজ্জের ডাক দিয়েছিলেন। হাজারে আসওয়াদের মতই এটিও জান্নাত হতে আনা হয়েছিল। এখন এ পাথরের পার্শ্বে সালাত আদায়ের বিধান দেয়া হয়েছে। (তাঃ উসমানী)

وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا

ওয়া ইসমা-ঈল ; রাব্বানা-তাক্বাব্বাল মিন্না; ইন্নাকা আন্তাস্ সামী'উল 'আলীম। ১২৮। রাব্বানা- ওয়াজ্'আল্না-

তখন তাঁরা দোয়া করছিলেন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ হতে এটা কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (১২৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে

مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ

মুসলিমাইনি লাকা ওয়ামিন যুররিয়্যাতিনা~উম্মাতাম্ মুসলিমাতাল্ লাক, ওয়া আরিনা-মানা-সিকানা-ওয়াতুব 'আলাইনা,

তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যেও তোমার একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর। আর আমাদেরকে হজ্বের রীতি-নীতি শিখিয়ে দাও এবং আমাদেরকে

اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا

ইন্নাকা আন্তাত্ তাওয়্যা-বুর রাহীম। ১২৯। রাব্বানা- ওয়াব'আছ ফীহিম রাসূলাম্ মিন্হুম ইয়াতলূ

ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (১২৯) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে এমন এক রাসূল প্রেরণ কর,

عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ

'আলাইহিম আ-ইয়া-তিকা ওয়া ইয়ু'আল্লিমুহুমুল কিতা-বা ওয়াল হিক্মাতা ওয়া ইয়ুযাক্কীহিম ; ইন্নাকা আন্তাল 'আযীযুল

যিনি তাদের নিকট তোমার আয়াত পাঠ করবে এবং তাদেরকে শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিকমত। আর তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী,

الْحَكِيْمُ ۞ وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ

হ্বাকীম। ১৩০। ওয়া মাইঁ ইয়ারগাবু 'আম্ মিল্লাতি ইব্রা-হীমা ইল্লা-মান সাফিহা নাফ্সাহ ; ওয়ালাক্বাদিছ ত্বাফাইনা-হু

প্রজ্ঞাময়। (১৩০) ইবরাহীমের ধর্ম হতে কে মুখ ফিরায় সে ছাড়া, যে নিজকে নির্বোধ করেছে? নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে

فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ

ফিদ্ দুনইয়া, ওয়া ইন্নাহূ ফিল আ-খিরাতি লামিনাস্ব স্বা-লিহ্বীন। ১৩১। ইয্ ক্বা-লা লাহূ রাব্বুহূ~আসলিম, ক্বা-লা

মনোনীত করেছি। আর আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই নেককারগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। (১৩১) যখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে বললেন, অনুগত হও। সে বলল,

اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ

আসলামতু লিরাব্বিল 'আ-লামীন। ১৩২। ওয়া ওয়াস্বস্বা-বিহা~ইব্রা-হীমু বানীহি ওয়া ইয়া'কূব ; ইয়া-বানিইয়্যা ইন্নাল্লা-হাস্ব

আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের অনুগত হলাম। (১৩২) আর এজন্য ইবরাহীম তাঁর পুত্রগণকে অসিয়ত করলেন এবং ইয়াকুবও, হে আমার পুত্রগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ

اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۞ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ

ত্বাফা- লাকুমুদ্ দীনা ফালা-তামূতুন্না ইল্লা- ওয়া আন্তুম মুসলিমূন। ১৩৩। আম কুন্তুম শুহাদা—আ ইয্

তোমাদের জন্য দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম না হয়ে মরো না। (১৩৩) তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন

○ টীকা (আঃ ১২৯) ঃ এ রাসূল আমাদের হযরত মোহাম্মদ (সা)-ই। কেননা, এ দু'আ হযরত ইবরাহীম ও তদীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) উভয়েই এক সঙ্গে করেছেন। কাজেই এ সম্প্রদায় তাঁদের উভয়ের বংশধরগণের মধ্য হতে হবে এবং সেই সম্প্রদায় বনী ইসমাঈলই হবেন। বনী ইসমাঈল বংশে হুযূর (সা) ভিন্ন আর কোন পয়গম্বর আসেন নি। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ১৩০) ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইহুদী ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র সালমা ও মুহাজেরকে বললেন– তোমরা তাওরাত হতে অবগত হয়েছ যে, ইসমাঈল বংশে একজন নবী আসবেন। হযরত (সা) সে নবীই। তাঁর প্রতি ঈমান আন। এ শুনে সালমা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং মুহাজের অস্বীকার করল। (বঃ কোঃ)

حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا

হ্বাদ্বারা ইয়া'কূবাল মাওতু ইয্ ক্বা-লা লিবানীহি মা-তা'বুদূনা মিম্ বা'দি; ক্বা-লূ

ইয়াকুবের নিকট মৃত্যু এসেছিল? যখন সে তাঁর পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার পর তোমরা কার ইবাদাত করবে? তখন তারা বলেছিল আমরা

نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ

না'বুদু ইলা-হাকা ওয়া ইলা-হা আ-বা—ইকা ইব্রা-হীমা ওয়া ইসমা-'ঈলা ওয়া ইসহ্বা-ক্বা ইলা-হাওঁ ওয়া-হ্বিদাওঁ,

ইবাদাত করব তোমার প্রতিপালকের এবং পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের প্রতিপালকের। তিনিই একমাত্র মা'বুদ

وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۞ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ

ওয়া নাহ্বনু লাহূ মুসলিমূন। ১৩৪। তিল্কা উম্মাতুন ক্বাদ খালাত, লাহা- মা-কাসাবাত ওয়া লাকুম্ মা- কাসাবতুম,

এবং আমরা সকলেই তাঁর অনুগত। (১৩৪) সে উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে। তাদের উপার্জন তাদের জন্য আর তোমাদের উপার্জন তোমাদের জন্য।

وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ

ওয়ালা- তুস্আলূনা 'আম্মা-কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৩৫। ওয়া ক্বা-লূ কূনূ হূদান আও নাস্বা-রা- তাহ্তাদূ ;

তারা যা করেছে সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। (১৩৫) তারা বলে, তোমরা ইয়াহুদী অথবা খ্রিষ্টান হয়ে যাও, তাহলে ঠিক পথপ্রাপ্ত হবে।

قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا

কুল বাল মিল্লাতা ইব্রা-হীমা হ্বানীফা ; ওয়ামা- কা-না মিনাল মুশ্রিকীন। ১৩৬। কূলূ~আ-মান্না-

(হে রাসূল) আপনি বলুন, বরং ইবরাহীমের ধর্মই সঠিক। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১৩৬) তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি

بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ

বিল্লা-হি ওয়ামা~উন্যিলা ইলাইনা-ওয়ামা~উন্যিলা ইলা~ইব্রা-হীমা ওয়া ইস্মা-'ঈলা ওয়া ইসহ্বা-ক্বা

আল্লাহর প্রতি ও আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর আর যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক,

وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ

ওয়া ইয়া'কূবা ওয়াল আসবাত্বি ওয়ামা~উতিইয়া মূসা- ওয়া 'ঈসা- ওয়ামা~উতিয়ান নাবিয়্যূনা মির

ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি এবং যা মূসা ও ঈসাকে দেয়া হয়েছে এবং যা দেয়া হয়েছে অন্যান্য নবীগণকে, তাঁদের

رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۞ فَاِنْ اٰمَنُوْا

রাব্বিহিম, লা-নুফার্রিকু বাইনা আহ্বাদিম মিন্হুম ওয়া নাহ্বনু লাহূ মুসলিমূন। ১৩৭। ফাইন আ-মানূ

প্রতিপালকের তরফ হতে তার উপর। আমরা পার্থক্য করি না তাঁদের কারও মধ্যে কোন প্রকার, আমরাতো সে প্রতিপালকেরই অনুগত। (১৩৭) যদি তারা

○ টীকা (আঃ ১৩৫) ঃ ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল, মাতা-পিতার পাপের জন্য তাদের সন্তানগণ দায়ী হবেন এবং সন্তানেরা মাতা-পিতার সওয়াবেরও অংশীদার হবেন। এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা। আল্লাহ এ আয়াতে এটাই বর্ণনা করেছেন। (মুঃ কোঃ)

○ শানে নুযূল (আঃ ১৩৬) ঃ প্রচলিত ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মে শিরক থাকায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ তারা মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুষ্ঠিত খৎনা, হজ্জ প্রভৃতি কোন কোন কাজ পালন করার দরুন নিজদিগকে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণকারী বলে মনে করত। তাই ইহুদী ও নাছারাদের সাথে আরব মুশরিকদেরও প্রতিবাদে বলা হল, তোমাদের ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মধ্যে যখন শিরক ও তাওহীদের পার্থক্য রয়েছে, তখন কেবল কোন কোন আনুষ্ঠানিক কার্য পালন করেই তোমরা কি প্রকারে মিল্লাতে ইবরাহীমের দাবী করতে পার? (বঃ কোঃ)

بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ۚ

বিমিছলি মা~আ-মান্তুম বিহী ফাক্বাদিহতাদাও, ওয়া ইন তাওয়াল্লাও ফাইন্নামা-হুম ফী শিক্বা-ক্ব,
তোমাদের মত ঈমান আনে; তবে তারাও হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন।

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ

ফাসাইয়াক্ফীকাহুমুল্লা-হ, ওয়াহুয়াস্ সামী'উল 'আলীম। ১৩৮। স্বিবগাতাল্লা-হ, ওয়ামান আহ্সানু মিনা
অতএব আপনার পক্ষে আল্লাহই তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট। আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (১৩৮) আল্লাহর রং ধর আল্লাহর রং অপেক্ষা উত্তম রং আর কি

اللّٰهِ صِبْغَةً ؗ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا

ল্লা-হি স্বিবগাতাওঁ ওয়া নাহ্নু লাহূ 'আ-বিদূন। ১৩৯। কুল আতুহা—জ্জূনানা- ফিল্লা-হি ওয়া হুওয়া রাব্বুনা-
হতে পারে? আমরা তাঁরই ইবাদাত করি। (১৩৯) আপনি বলুন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করতেছ? অথচ তিনি আমাদের প্রতিপালক

وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۙ

ওয়া রাব্বুকুম, ওয়া লানা~আ'মা-লূনা- ওয়া লাকুম আ'মা-লুকুম, ওয়া নাহ্নু লাহূ মুখলিস্বূন।
এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমরা পাব আমাদের কর্মফল আর তোমরা পাবে তোমাদের কর্মফল। আমরা তাঁর জন্যই নিবেদিত প্রাণ।

﴿١٣٩﴾ اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا

১৪০। আম তাকূলূনা ইন্না ইব্রা-হীমা ওয়া ইসমা'ঈলা ওয়া ইসহ্বা-ক্বা ওয়া ইয়া'কূবা ওয়াল আসবা-ত্বা কা-নূ
(১৪০) তোমরা কি বল যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ ইয়াহূদী অথবা

هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً

হূদান আও নাস্বা-রা-; কুল আআন্তুম আ'লামু আমিল্লা-হ ; ওয়া মান আয্বলামু মিম্মান কাতামা শাহা-দাতান
খ্রিষ্টান ছিল? আপনি বলুন, তোমরা কি বেশী জান না আল্লাহ বেশী জানেন? তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর তরফ হতে আসা সাক্ষ্য

عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ

'ইন্দাহূ মিনাল্লা-হ ; ওয়ামাল্লা-হু বিগা-ফিলিন 'আম্মা-তা'মালূন। ১৪১। তিলকা উম্মাতুন ক্বাদ খালাত,
তার সামনেই গোপন করে? আল্লাহ আমাদের কাজ সম্পর্কে অনবহিত নন। (১৪১) সে উম্মত অতীত হয়ে গেছে।

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۙ

লাহা-মা- কাসাবাত ওয়া লাকুম মা- কাসাবতুম, ওয়ালা- তুসআলূনা 'আম্মা- কা-নূ ইয়া'মালূন।
তারা যা করেছে তা তাদের, তোমরা যা কর তা তোমাদের। তাদের কাজ সম্বন্ধে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।

○ টীকা (আঃ ১৩৮) ঃ ……… صبغة الله (আল্লাহর রং) বিভিন্ন ধর্মে আনুষ্ঠানিক ভাবে রঙিন পানিতে ডুবিয়ে দীক্ষা দানের রীতি প্রচলিত রয়েছে। খ্রিষ্টানের নিয়ম ছিল, যখন কোন শিশুর জন্ম হত, অথবা কেউ তাদের দ্বীনে দীক্ষিত হত, তখন তাকে হলুদ রং-এ ডুব দেয়ান হত। তারপর বলত, এবার সে প্রকৃত খ্রিষ্টান হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– হে মুমিনগণ! তোমরা বলে দাও, আমরা আল্লাহর রং অর্থাৎ দ্বীন গ্রহণ করেছি। এ দ্বীন যে গ্রহণ করে সে পবিত্র হয়ে যায়। ○ শানে নুযূল (আঃ ১৩৯) ঃ আহলে কিতাবীরা (ইহুদী-খৃষ্টানরা) রাসূল (সা) কে উদ্দেশ্যে করে বলত, সকল নবীই আমাদের জাতিভুক্ত। সুতরাং আপনি নবী হলে আপনিও তো আমাদের জাতিভুক্ত বা দল ভুক্ত। তাদের এ উক্তি খণ্ডনেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (আবুসসাউদ)

﴿١٤١﴾ سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا

১৪২। সাইয়াকূলুস্ সুফাহা—উ মিনান্ না-সি মা-ওয়াল্লা-হুম্ 'আন্ ক্বিব্লাতিহিমুল্ লাতী কা-নূ
(১৪২) শীঘ্রই মূর্খ লোকেরা বলবে, তারা এ যাবত যে কিবলার উপর ছিল তা হতে কোন্ বস্তু তাদের ফিরিয়ে

عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

'আলাইহা; কুল্ লিল্লা- হিল্ মাশ্রিকু ওয়াল্ মাগ্রিব ; ইয়াহ্দী মাই ইয়াশা—উ ইলা-স্বিরাত্বিম্ মুসতাক্বীম।
দিল? আপনি বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই; তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান।

﴿١٤٢﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ

১৪৩। ওয়া কাযা-লিকা জ্বা'আল্না- কুম্ উম্মাতাওঁ ওয়াসাত্বাল্ লিতাকূনূ শুহাদা—আ 'আলান্ না-সি ওয়া ইয়াকূনার
(১৪৩) আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি যেন তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও এবং

الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا

রাসূলু 'আলাইকুম্ শাহীদা ; ওয়ামা- জ্বা'আল্নাল্ ক্বিব্লাতাল্ লাতী কুন্তা 'আলাইহা~ইল্লা-
রাসূল তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী হন। আর আমি আপনার জন্য পূর্ববর্তী কিবলা এ জন্য নির্ধারণ করেছিলাম যেন আমি

لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا

লিনা'লামা মাই ইয়াত্তাবি'উর্ রাসূলা মিম্মাই ইয়ানক্বালিবু 'আলা- 'আক্বিবাইহ ; ওয়া ইন্ কা-নাত্ লাকাবীরাতান্ ইল্লা-
জানতে পারি কে রাসূলের অনসূরণ করে চলে, আর কে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে? আল্লাহ যাদের পথ দেখান তারা ব্যতীত

عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

'আলাল্লাযীনা হাদাল্লা-হ ; ওয়ামা- কা-নাল্ লা-হু লিইয়ুদ্বী'আ ঈমা-নাকুম্ ; ইন্নাল্লা-হা
(অন্যদের জন্য) নিশ্চয়ই এটা কঠিন কাজ। আর আল্লাহ এরূপ নন যে তোমাদের ঈমান বরবাদ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ

بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ

বিন্না-সি লারাউফুর্ রাহীম। ১৪৪। ক্বাদ নারা-তাক্বাল্লুবা ওয়াজ্হিকা ফিস্ সামা—ই,
মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (১৪৪) নিশ্চয়ই আমি আকাশের দিকে আপনার মুখমণ্ডল ফিরানো অবলোকন করতেছি।

○ শানে নুযূল (আঃ ১৪২) ঃ سيقول السفهاء - যখন নবী (সা) মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরালেন; তখন কিছু সংখ্যক লোক এতে মতভেদ শুরু করল। আর তারা ছিল কয়েক দলে বিভক্ত। মুনাফিকের দল বলল– তাদের কি হল যে, দীর্ঘ দিন এক কিবলার দিকে অবস্থান করার পর একে পরিত্যাগ করল এবং অন্য দিকে প্রত্যাবর্তিত হল? তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তা ঃ তাবারী)
○ টীকা (আঃ ১৪৩) ঃ لتكونوا شهداء - হযরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, উম্মতে মুহাম্মাদী মানব মণ্ডলীর উপর সাক্ষী হবে যে, রাসূলগণ তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাদেশসমূহ প্রচার করেছেন।
○ টীকা (আঃ ১৪৩) ঃ ويكون الرسول عليكم شهيدا - এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রভুর নিকট হতে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশসমূহ স্বীয় উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। (তা ঃ তাবারী)
○ শানে নুযূল (আঃ ১৪৪) ঃ রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ইয়াহূদী ছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করার নির্দেশ দিলেন। ইয়াহূদীরা এতে খুশী হল। রাসূল (স) উনিশ মাস যাবত সে কিবলায় নামায পড়েন। অথচ তিনি ইবরাহীম (আ)-এর কিবলা পছন্দ করতেন। তাই আল্লাহ তায়ালার কাছে সে জন্য প্রার্থনা করতেন এবং নির্দেশ লাভের আশায় আকাশের দিকে তাকাতেন। তখন আল্লাহ তায়ালা ………قد نرى আয়াতাংশ অবতীর্ণ করেন।

بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ

বিমিছলি মা~আ-মান্তুম বিহী ফাক্বাদিহতাদাও, ওয়া ইন তাওয়াল্লাও ফাইন্নামা-হুম ফী শিক্বা-ক্ব,
তোমাদের মত ঈমান আনে; তবে তারাও হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন।

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ

ফাসাইয়াক্‌ফীকাহুমুল্লা-হ, ওয়াহুয়াস্ সামী'উল 'আলীম। ১৩৮। স্বিবগাতাল্লা-হ, ওয়ামান আহ্‌সানু মিনা
অতএব আপনার পক্ষে আল্লাহই তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট। আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (১৩৮) আল্লাহর রং ধর আল্লাহর রং অপেক্ষা উত্তম রং আর কি

اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا

ল্লা-হি স্বিবগাতাওঁ ওয়া নাহ্‌নু লাহূ 'আ-বিদূন। ১৩৯। কুল আতুহা—জ্জূনানা- ফিল্লা-হি ওয়া হুওয়া রাব্বুনা-
হতে পারে? আমরা তাঁরই ইবাদাত করি। (১৩৯) আপনি বলুন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করতেছ? অথচ তিনি আমাদের প্রতিপালক

وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

ওয়া রাব্বুকুম, ওয়া লানা~আ'মা-লুনা- ওয়া লাকুম আ'মা-লুকুম, ওয়া নাহ্‌নু লাহূ মুখলিস্বুন।
এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমরা পাব আমাদের কর্মফল আর তোমরা পাবে তোমাদের কর্মফল। আমরা তাঁর জন্যই নিবেদিত প্রাণ।

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا

১৪০। আম তাক্বুলূনা ইন্না ইব্রা-হীমা ওয়া ইসমা'ঈলা ওয়া ইসহ্বা-ক্বা ওয়া ইয়া'ক্বুবা ওয়াল আসবা-ত্বা কা-নূ
(১৪০) তোমরা কি বল যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ ইয়াহুদী অথবা

هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً

হূদান আও নাস্বা-রা-; কুল আআন্তুম আ'লামু আমিল্লা-হ ; ওয়া মান আয্‌লামু মিম্মান কাতামা শাহা-দাতান
খ্রিষ্টান ছিল? আপনি বলুন, তোমরা কি বেশী জান না আল্লাহ বেশী জানেন? তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর তরফ হতে আসা সাক্ষ্য

عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ

'ইন্দাহূ মিনাল্লা-হ ; ওয়ামাল্লা-হু বিগা-ফিলিন 'আম্মা-তা'মালূন। ১৪১। তিলকা উম্মাতুন ক্বাদ খালাত,
তার সামনেই গোপন করে? আল্লাহ আমাদের কাজ সম্পর্কে অনবহিত নন। (১৪১) সে উম্মত অতীত হয়ে গেছে।

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

লাহা-মা- কাসাবাত ওয়া লাকুম মা- কাসাব্‌তুম, ওয়ালা- তুসআলূনা 'আম্মা- কা-নূ ইয়া'মালূন।
তারা যা করেছে তা তাদের, তোমরা যা কর তা তোমাদের। তাদের কাজ সম্বন্ধে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।

○ টীকা (আঃ ১৩৮) ঃ .... صبغة الله (আল্লাহর রং) বিভিন্ন ধর্মে আনুষ্ঠানিক ভাবে রঙিন পানিতে ডুবিয়ে দীক্ষা দানের রীতি প্রচলিত রয়েছে। খ্রিষ্টানের নিয়ম ছিল, যখন কোন শিশুর জন্ম হত, অথবা কেউ তাদের দ্বীনে দীক্ষিত হত, তখন তাকে হলুদ রং-এ ডুব দেয়ান হত। তারপর বলত, এবার সে প্রকৃত খ্রিষ্টান হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– হে মুমিনগণ! তোমরা বলে দাও, আমরা আল্লাহর রং অর্থাৎ দ্বীন গ্রহণ করেছি। এ দ্বীন যে গ্রহণ করে সে পবিত্র হয়ে যায়। ○ শানে নুযূল (আঃ ১৩৯) ঃ আহলে কিতাবীরা (ইহুদী-খৃষ্টানরা) রাসূল (সা) কে উদ্দেশ্যে করে বলত, সকল নবীই আমাদের জাতিভুক্ত। সুতরাং আপনি নবী হলে আপনিও তো আমাদের জাতিভুক্ত বা দল ভুক্ত। তাদের এ উক্তি খণ্ডনেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (আবুসসাউদ)

পারা ২

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا

১৪২। সাইয়াকূলুস্ সুফাহা—উ মিনান্ না-সি মা-ওয়াল্লা-হুম্ 'আন্ ক্বিব্‌লাতিহিমুল্ লাতী কা-নূ
(১৪২) শীঘ্রই মূর্খ লোকেরা বলবে, তারা এ যাবত যে কিবলার উপর ছিল তা হতে কোন্ বস্তু তাদের ফিরিয়ে

عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'আলাইহা; কুল্ লিল্লা- হিল্ মাশ্‌রিকু ওয়াল্ মাগ্‌রিব ; ইয়াহ্‌দী মাইঁ ইয়াশা—উ ইলা-স্বিরাত্বিম্ মুসতাক্বীম্।
দিল? আপনি বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই; তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ

১৪৩। ওয়া কাযা-লিকা জ্বা'আল্‌না- কুম্ উম্মাতাওঁ ওয়াসাত্বাল্ লিতাকূনূ শুহাদা—আ 'আলান্ না-সি ওয়া ইয়াকূনার্
(১৪৩) আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি যেন তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও এবং

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا

রাসূলু 'আলাইকুম্ শাহীদা ; ওয়ামা- জ্বা'আল্‌নাল্ ক্বিব্‌লাতাল্ লাতী কুন্‌তা 'আলাইহা~ইল্লা-
রাসূল তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী হন। আর আমি আপনার জন্য পূর্ববর্তী কিবলা এ জন্য নির্ধারণ করেছিলাম যেন আমি

لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا

লিনা'লামা মাইঁ ইয়াত্তাবি'উর্ রাসূলা মিম্‌মাইঁ ইয়ান্‌ক্বালিবু 'আলা- 'আক্বিবাইহ ; ওয়া ইন্ কা-নাত্ লাকাবীরাতান ইল্লা-
জানতে পারি কে রাসূলের অনসুরণ করে চলে, আর কে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে? আল্লাহ যাদের পথ দেখান তারা ব্যতীত

عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

'আলাল্লাযীনা হাদাল্লা-হ ; ওয়ামা- কা-নাল্ লা-হু লিইয়ুদ্বী'আ ঈমা-নাকুম্ ; ইন্নাল্লা-হা
(অন্যদের জন্য) নিশ্চয়ই এটা কঠিন কাজ। আর আল্লাহ্ এরূপ নন যে তোমাদের ঈমান বরবাদ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ

بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ

বিন্না-সি লারাউফুর্ রাহীম। ১৪৪। ক্বাদ নারা-তাক্বাল্‌লুবা ওয়াজ্বহিকা ফিস্ সামা—ই,
মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (১৪৪) নিশ্চয়ই আমি আকাশের দিকে আপনার মুখমন্ডল ফিরানো অবলোকন করতেছি।

○ শানে নুযূল (আঃ ১৪২) ঃ سيقول السفهاء - যখন নবী (সা) মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরালেন; তখন কিছু সংখ্যক লোক এতে মতভেদ শুরু করল। আর তারা ছিল কয়েক দলে বিভক্ত। মুনাফিকের দল বলল– তাদের কি হল যে, দীর্ঘ দিন এক কিবলার দিকে অবস্থান করার পর একে পরিত্যাগ করল এবং অন্য দিকে প্রত্যাবর্তিত হল? তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তা ঃ তাবারী)

○ টীকা (আঃ ১৪৩) ঃ لتكونوا شهداء - হযরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, উম্মতে মুহাম্মাদী মানব মন্ডলীর উপর সাক্ষী হবে যে, রাসূলগণ তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাদেশসমূহ প্রচার করেছেন।

○ টীকা (আঃ ১৪৩) ঃ ويكون الرسول عليكم شهيدا - এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রভুর নিকট হতে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশসমূহ স্বীয় উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। (তা ঃ তাবারী)

○ শানে নুযূল (আঃ ১৪৪) ঃ রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ইয়াহুদী ছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করার নির্দেশ দিলেন। ইয়াহুদীরা এতে খুশী হল। রাসূল (স) উনিশ মাস যাবত সে কিবলায় নামায পড়েন। অথচ তিনি ইবরাহীম (আ)-এর কিবলা পছন্দ করতেন; তাই আল্লাহ তায়ালার কাছে সে জন্য প্রার্থনা করতেন এবং নির্দেশ লাভের আশায় আকাশের দিকে তাকাতেন। তখন আল্লাহ তায়ালা ....قد نرى আয়াতাংশ অবতীর্ণ করেন।

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ

... ানুওয়াল্লিয়ান্নাকা ক্বিব্‌লাতান্ তার্‌দ্বা-হা, ফাওয়াল্লি ওয়াজ্‌হাকা শাত্বরাল্ মাস্‌জিদিল্ হ্বারা-ম ; ওয়া হ্বাইছু

...নিঃসন্দেহে আমি সে কিবলার দিকে আপনাকে ঘুরিয়ে দিব যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব আপনি মসজিদে হারামের দিকে আপনার

مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ

মা- কুন্‌তুম্ ফাওয়াল্‌লূ উজূহাকুম্ শাত্বরাহ ; ওয়া ইন্নাল্ লাযীনা উতুল্ কিতা-বা লাইয়া'লামূনা

মুখমন্ডল ফিরান। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, সে দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও। আহলে কিতাবগণ নিশ্চিত ভাবে জানে যে,

اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ

আন্নাহল্ হ্বাক্কু মির্ রাব্বিহিম ; ওয়ামাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্ 'আম্‌মা- ইয়া'মালূন্। ১৪৫। ওয়ালা ইন্ আতাইতাল্ লাযীনা

এটাই সত্য তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে। আর তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন। (১৪৫) আর আপনি যদি আহলে

اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَ

উতুল্ কিতা-বা বিকুল্লি আ-য়াতিম্ মা-তাবি'উ ক্বিবলাতাকা, ওয়ামা~আন্‌তা বিতা-বি'ইন্ ক্বিব্‌লাতাহুম্, ওয়া

কিতাবগণের নিকট সকল দলীল উপস্থিত করেন তবুও তারা আপনার কিবলা অনুসরণ করবে না। আর আপনিও তো তাদের কিবলার অনুসারী নন। তারাও

مَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ

মা-বা'দ্বুহুম্ বিতা-বি'ইন্ ক্বিব্‌লাতা বা'দ্ব ; ওয়ালাইনিত্ তাবা'তা আহ্‌ওয়া—আহুম্ মিম্ বা'দি মা-জ্বা—আকা

একে অন্যের কিব্‌লার অনুসারী নয়। আপনার কাছে জ্ঞান পৌছার পরও যদি আপনি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসারী

مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٥﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا

মিনাল্ 'ইল্‌মি ইন্নাকা ইযাল্ লামিনায্ যা-লিমীন। ১৪৬। আল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতা-বা ইয়া'রিফূনাহূ কামা-

হন, তবে নিশ্চয়ই আপনি জালিমগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (১৪৬) যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে সেরূপ চিনে, যেমন

يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۘ

ইয়া'রিফূনা আব্‌না—আহুম; ওয়া ইন্না ফারীক্বাম্ মিন্‌হুম্ লাইয়াক্‌তুমূনাল্ হ্বাক্কা ওয়াহুম্ ইয়া'লামূন্।

চিনে নিজের সন্তানদেরকে। নিশ্চয়ই তাঁদের মধ্যে একদল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٧﴾ وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ

১৪৭। আল্‌হ্বাক্কু মির রাব্বিকা ফালা- তাকূনান্না মিনাল্ মুম্‌তারীন্। ১৪৮। ওয়া লিকুল্লিওঁ ওয়িজ্‌হাতুন্ হুওয়া

(১৪৭) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে এটাই প্রকৃত সত্য। কাজেই আপনি কখনো সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (১৪৮) আর প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট দিক (কিবলা)

مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ

মুওয়াল্লীহা- ফাস্‌তাবিকুল্ খাইরা-ত ; আইনা মা-তাকূনূ ইয়া'তি বিকুমুল্লা-হু জ্বামী'আ ; ইন্নাল্লা-হা

আছে, যেদিকে সে মুখ করে। তাই তোমরা সৎ কাজের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন; আল্লাহ তোমাদের সকলকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই

১৭ ৬ ১ রুকূ

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ

'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ১৪৯। ওয়ামিন্ হ্বাইছু খারাজ্‌তা ফাওয়াল্লি ওয়াজ্‌হাকা শাত্বরাল্ মাস্‌জিদিল্ হ্বারা-ম ;

আল্লাহ সব কিছুই করতে সক্ষম। (১৪৯) আর আপনি যেখান হতেই বের হন না কেন আপনার মুখমন্ডল মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাবেন।

وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ

ওয়া ইন্নাহূ লাল্‌হ্বাক্কু মির রাব্বিক ; ওয়ামাল্লা-হু বিগা-ফিলিন 'আম্‌মা-তা'মালূন্। ১৫০। ওয়ামিন্ হ্বাইছু

নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকের তরফ হতে এটাই সত্য। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই বেখবর নন। (১৫০) আর যেখান

خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا

খারাজ্‌তা ফাওয়াল্লি ওয়াজ্‌হাকা শাত্বরাল্ মাস্‌জিদিল হ্বারাম; ওয়া হ্বাইছু মা-কুন্‌তুম্ ফাওয়াল্‌লূ

থেকেই আপনি বের হন না কেন আপনার মুখমন্ডল মসজিদুল হারামের দিকে ফিরান আর তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের মুখমন্ডল

وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۚ

উজূহাকুম্ শাত্বরাহূ লিআল্লা-ইয়াকূনা লিন্না-সি 'আলাইকুম্ হুজ্জ্বাহ, ইল্লাল্লাযীনা যালামূ মিন্‌হুম্

তার দিকে ফেরাও। যাতে তোমাদের ব্যাপারে লোকের জন্য কোন সমালোচনা করার সুযোগ না থাকে। অবশ্য তাদের মধ্যে যারা জালিম তাদের কথা ভিন্ন। কাজেই

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۚ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۙ

ফালা- তাখ্‌শাওহুম্ ওয়াখ্‌শাওনী ; ওয়ালিউতিম্মা নি'মাতী 'আলাইকুম্ ওয়া লা'আল্লাকুম্ তাহ্‌তাদূন।

তোমরা তাদেরকে ভয় কর না, শুধু আমাকেই ভয় কর। তাহলে আমি আমার নেয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করব, আর তোমরা হয়ত পথপ্রাপ্ত হবে।

﴿١٥٠﴾ كَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ

১৫১। কামা~আর্‌সাল্‌না- ফীকুম্ রাসূলাম্ মিন্‌কুম্ ইয়াত্‌লূ 'আলাইকুম্ আ-য়া-তিনা-ওয়া ইয়ুযাক্কীকুম্ ওয়া ইয়ু'আল্লিমুকুমুল

(১৫১) যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াত তিলাওয়াত করেন ও তোমাদেরকে পবিত্র

الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُوْنِيْۤ

কিতা-বা ওয়াল্ হ্বিক্‌মাতা ওয়া ইয়ু'আল্লিমুকুম্ মা-লাম্ তাকূনূ তা'লামূন্। ১৫২। ফায্‌কুরূনী~

করেন এবং তোমাদেরকে শিখায় কিতাব ও হিকমত আর তোমরা যা জানতে না, তা শিক্ষা দেন। (১৫২) অতএব তোমরা আমাকে

اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا

আয্‌কুর্‌কুম্ ওয়াশ্‌কুরূলী ওয়ালা- তাক্‌ফুরূন। ১৫৩। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুস্ তা'ঈনূ

স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (১৫৩) হে মুমিনগণ! তোমরা

✪ টীকা (আঃ ১৫১) ঃ যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্য প্রাচীন কিতাবসমূহ ও বিবেক-বুদ্ধি যথেষ্ট নয়, তা শিখাবার জন্য একজন মহাজ্ঞানী নবী প্রেরণের জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করেছিলেন। দো'আ কবুল করেই আল্লাহ্ রাসূল (সা)-কে প্রেরণ করেন। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ১৫৩) ঃ استعينوا بالصبر والصلوة – রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতেন তখন নামায পড়তেন। সবর দু' প্রকার। (এক) হারাম ও পাপকার্য বর্জনের সবর। (দুই) ইবাদাত ও নৈকট্য লাভের কার্য সম্পাদনের সবর। দ্বিতীয় সবরে সওয়াব বেশী। কারণ এটাই জীবনের উদ্দেশ্য। তৃতীয় সবর হল– বিপদাপদে সবর।–(তা ঃ ইবনে কাছীর)

১৮ ৫ ২ রুকূ

بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ

বিস্বস্বাব্রি ওয়াস্বস্বালা-হ ; ইন্নাল্লা-হা মা'আস্ব স্বা-বিরীন্। ১৫৪। ওয়ালা- তাকূলূ লিমাইঁ ইয়ুক্বতালু ফী
ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (১৫৪) আর যারা আল্লাহর

سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ

সাবীলিল্লা-হি আম্ওয়া-ত ; বাল্ আহ্ইয়া—উওঁ ওয়ালা- কিল্ লা-তাশ্'উরূন্। ১৫৫। ওয়ালা নাব্লুওয়ান্নাকুম্ বিশাইয়িম
রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে মৃত বল না; বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতেছ না। (১৫৫) আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে

مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط

মিনাল্ খাওফি ওয়াল্জূ'ই ওয়ানাক্বস্বিম্ মিনাল্ আম্ওয়া-লি ওয়াল্ আন্ফুসি ওয়াছ ছামারা-ত ;
পরীক্ষা করব ভয়-ভীতি দ্বারা, ক্ষুধা দ্বারা এবং ধন-সম্পদ, জীবন এবং ফল ফসলাদি ক্ষতি সাধান করে আর সুসংবাদ দাও সে সব ধৈর্যশীলগণকে,

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ لا قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ

ওয়া বাশ্শিরিস্ব স্বা-বিরীন্। ১৫৬। আল্লাযীনা ইযা~আস্বা-বাতহুম মুস্বীবাতুন্ ক্বা-লূ~ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না~ইলাইহি
(১৫৬) যাদের উপর কোন প্রকার বিপদ আপতিত হলে তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে

رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَاُولٰٓئِكَ هُمُ

রা-জ্বি'উন। ১৫৭। উলা—ইকা 'আলাইহিম স্বালাওয়া-তুম্ মির রাব্বিহিম্ ওয়ারাহ্মাহ ; ওয়া উলা—ইকা হুমুল্
প্রত্যাবর্তনকারী। (১৫৭) তাদের উপরই রয়েছে তাদের পতিপালকের তরফ থেকে করুণা ও অনুগ্রহ। আর তারাই সঠিক

الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ج فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ

মুহ্তাদূন। ১৫৮। ইন্নাস্ব স্বাফা-ওয়াল্ মার্ওয়াতা মিন্ শা'আ—ইরিল্লা-হ, ফামান্ হাজ্জ্বাল্ বাইতা
পথ প্রাপ্ত। (১৫৮) নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তাই যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর হজ্জ করল অথবা

اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ط وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لا فَاِنَّ اللّٰهَ

আবি' তামারা ফালা-জুনা-হা 'আলাইহি আইঁ ইয়াত্ত্বাওয়্যাফা বিহিমা; ওয়ামান্ তাত্বাওয়্যা'আ খাইরান্ ফাইন্নাল্লা-হা
ওমরা করল তার জন্য এ দুটোর তাওয়াফ করলে কোন গুনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎ কাজ করে নিশ্চয়ই আল্লাহ

شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى

শা-কিরুন্ 'আলীম। ১৫৯। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াক্তুমূনা মা~আন্যাল্না- মিনাল্ বাইয়্যিনা-তি ওয়াল্ হুদা-
তার মূল্যায়ক এবং সর্বজ্ঞ। (১৫৯) যারা আমার অবতারিত দলীলসমূহ ও হিদায়াতকে গোপন করে, আমি তা

○ [illegible].কা (আঃ ১৫৫) ঃ শত্রু-সৈন্যের সাথে মুকাবেলা করার ভয়; দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যজনিত অনাহার; যাকাত, ছদকা প্রভৃতি কার্যে ব্যয় করে মালের হ্রাসকরণ, যুদ্ধে মৃত্যুবরণ; বার্ধক্যের দুর্বলতা ও রোগ; বাগানের ও ক্ষেতের ফল নষ্ট এবং সন্তানের মৃত্যু ইত্যাদি বিপদ দ্বারা আমি তোমাদের খোদাভক্তি ধৈর্যের পরীক্ষা করব। (মুঃ কোঃ) ○ শানে নুযূল (আঃ ১৫৮) ঃ ان الصفا والمروة – সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে বহু মূর্তি ছিল। শয়তানরা সারারাত সেখানে চক্কর দিত। ইসলামের আবির্ভাবের পর রাসূলাল্লাহকে (স) এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে তাওয়াফের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।–(তাঃ ইবনে কাছীর)

مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ لا اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ

মিম্ বা'দি মা-বাইয়ান্না-হু লিন্না-সি ফিল্ কিতা-বি উলা—ইকা ইয়াল্'আনুহুমুল্লা-হু ওয়া ইয়াল্'আনু হুমুল
মানুষের জন্য কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়ার পরও; আল্লাহ তাদের উপর লা'নত করেন এবং লা'নতদাতারাও তাদের উপর

اللّٰعِنُوْنَ ﴿١٥٩﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ج

লা'ইনূন। ১৬০। ইল্লাল লাযীনা তা-বূ ওয়া আস্বলাহূ ওয়া বাইয়্যানূ ফাউলা—ইকা আতূবু 'আলাইহিম্,
লা'নত করেন। (১৬০) কেবল যারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে এবং (সত্যকে) প্রকাশ্যে বর্ণনা করে, আমি তাদের তওবা কবুল করব।

وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ

ওয়া আনাত্ তাওয়্যা-বুর রাহ্বীম। ১৬১। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ ওয়া মা-তূ ওয়াহুম্ কুফ্ফা-রুন্ উলা—ইকা 'আলাইহিম
আমি তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু। (১৬১) নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কাফির অবস্থায়ই মারা গিয়েছে, তাদের উপর

لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٦١﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج لَا يُخَفَّفُ

লা'নাতুল্লা-হি ওয়াল্ মালা—ইকাতি ওয়ান্না-সি আজ্বমা'ঈন্। ১৬২। খা-লিদীনা ফীহা, লা-ইয়ুখাফ্ফাফু
আল্লাহ, ফিরিশতাগণ এবং সকল মানুষের লা'নত। (১৬২) তারা সর্বদা সে লা'নতের মধ্যে থাকবে। তাদের

عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا

'আনহুমুল্ 'আযা-বু ওয়ালা-হুম্ ইয়ুন্যারূন্। ১৬৩। ওয়া ইলা-হুকুম্ ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদ, লা~ইলা-হা ইল্লা-
শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না। (১৬৩) আর তোমাদের মা'বুদ একই আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।

১৯ ع ২১ ৩ রুকূ

هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ

হুওয়ার রাহ্মা-নুর রাহ্বীম। ১৬৪। ইন্না ফী খাল্ক্বিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ওয়াখ্তিলা-ফিল্ লাইলি
তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। (১৬৪) নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে, দিবস

وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ

ওয়ান্নাহা-রি ওয়াল ফুল্কিল্ লাতী তাজ্বরী ফিল বাহ্বরি বিমা- ইয়ানফা'উন্না-সা ওয়ামা~আন্যালাল্
ও রজনীর আবর্তনে এবং সে জলযানে যা মানুষের কল্যাণ সাধনে সমুদ্রে চলাচল করে আর সে

اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ

লা-হু মিনাস্ সামা—ই মিম্ মা—ইন্ ফাআহ্ইয়া-বিহিল আর্দ্বা বা'দা মাওতিহা-ওয়া বাছ্ছা ফীহা-মিন
পানিতে যা আসমান থেকে বর্ষণ করে যমীনকে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করে এবং তাতে বিস্তার করে

○ শানে নুযূল (আঃ ১৬৩) ঃ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মক্কার কাফেররা বলত, আমরা তিনশ ষাটটি দেব-দেবীর উপাসনা করে থাকি। এদের দ্বারা একটি শহরের শৃঙ্খলা বিধানই সুচারুরূপে হয়ে উঠছে না। আর রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন, পৃথিবীর সকলেরই মা'বুদ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, যিনি সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় কার্য নির্বাহ করে থাকেন, এটা কেমন করে সম্ভব? তাঁর এ দাবী সত্য হলে তিনি এর প্রমাণ আনয়ন করুন। অতএব, আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে নিজের অসীম ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছেন। (মুঃ কোঃ)

كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

কুল্লি দা—ব্বাতিওঁ ওয়া তাস্বরীফির রিয়া-হি ওয়াস্সাহা-বিল্ মুসাখ্খারি বাইনাস্ সামা—ই ওয়াল্ আরদ্বি
সব ধরনের জীব জন্তু, বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্য পথে নিয়ন্ত্রিত মেঘ মালাতে

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا

লাআ-য়া-তিল লিক্বাওমিইঁ ইয়া'ক্বিলূন। ১৬৫। ওয়া মিনান্ না-সি মাইঁ ইয়াত্তাখিযু মিন্ দূনিল্লা-হি আন্দা-দাইঁ
অবশ্যই জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (১৬৫) মানুষের মধ্যে এমন কতিপয় লোকও আছে, যারা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে তাঁর

يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ

ইয়ুহিব্বূনাহুম কাহুব্বিল্লা-হ ; ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ~আশাদ্দু হুব্বাল্ লিল্লা-হ ; ওয়া লাও ইয়ারাল্লাযীনা
সমকক্ষ মনে করে তাকে আল্লাহর মতই ভালবাসে। কিন্তু যারা মুমিন তাদের ভালবাসা আল্লাহর প্রতি আরো সুদৃঢ়। হায়!

ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

যালামূ~ইয্ ইয়ারাওনাল্ 'আযা-বা আন্নাল্ কুওয়্যাতা লিল্লা-হি জ্বামী-'আওঁ ওয়া আন্নাল্লা-হা শাদীদুল্
এ জালিমরা যখন কোন শাস্তি দেখতে পায় তখনই যদি এটা বুঝতো যে, সকল শক্তি একমাত্র আল্লাহরই এবং আল্লাহর শাস্তি

الْعَذَابِ ۝ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ

'আযা-ব। ১৬৬। ইয্ তাবার্রাআল লাযীনাত্ তুবি'উ মিনাল্লাযীনাত্তাবা'উ ওয়ারাআউল্ 'আযা-বা
অত্যন্ত কঠিন। (১৬৬) যখন অনুসৃতগণ তাদের অনুসারীদের দায়িত্ব থেকে বিমুখ হয়ে যাবে এবং তারা শাস্তিসমূহ স্বচক্ষে দেখতে

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ

ওয়া তাক্বাত্ত্বা'আত্ বিহিমুল্ আস্বা-ব। ১৬৭। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনাত্তাবা'উ লাও আন্না লানা- কার্রাতান্ ফানাতাবার্রাআ
পাবে এবং তাদের পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে (১৬৭) এবং অনুসারীগণ বলবে; হায়! যদি আমরা দুনিয়ায় আবার ফিরে যেতে পারতাম তা হলে আমরাও

مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ

মিন্হুম্ কামা- তাবার্রাউ মিন্না ; কাযা-লিকা ইয়ুরীহিমুল্লা-হু আ'মা-লাহুম্ হাসারা-তিন্ 'আলাইহিম্ ;
তাদের থেকে বিমুখ হয়ে যেতাম যেভাবে তারা আমাদের থেকে বিমুখ হয়েছে। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের কার্যাবলী তাদেরকে

وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ۝ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ

২০ ع ৪ রুকূ

ওয়ামা-হুম্ বিখা-রিজ্বীনা মিনান্ না-র। ১৬৮। ইয়া~আইয়্যুহান্ না-সু কুলূ মিম্মা-ফিল্ আরদ্বি
তাদের অনুতাপরূপে দেখাবেন, আর তারা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হবে না। (১৬৮) হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা

✪ টীকা (আঃ ১৬৫) ঃ এ সব বিষয় এরূপে চিন্তা করলে কাল্পনিক দেব-দেবীর অক্ষমতা এবং আল্লাহর শক্তি ও মহিমা তাদের হৃদয়ে বিকশিত হত, ফলে একত্ববাদে আস্থা স্থাপন ও ঈমান আনয়ন করত। (বঃ কোঃ)

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৬৮) ঃ কোন কোন মুশরেক, প্রস্তরমূর্তির নামে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু ছেড়ে দিত এবং তার সম্মানার্থে তা থেকে কোন প্রকার স্বার্থ ভোগ করা নিষিদ্ধ বলে মনে করত এবং তাদের এ অপকর্মকে আল্লাহর আদেশ, আল্লাহর সন্তোষ লাভের কারণ এবং মূর্তির সুপারিশের মধ্যস্থতায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করত। এ সম্বন্ধে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেছেন। (বঃ কোঃ)

حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ٘ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

হালা-লান্ ত্বাইয়্যিবাওঁ ওয়ালা- তাত্তাবি'উ খুতুওয়া-তিশ্ শাইত্বা-ন্ ; ইন্নাহূ লাকুম্ 'আদুওউম্ মুবীন।
হালাল ও পবিত্র খাদ্য আছে তা থেকে তোমরা আহার কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

۝ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

১৬৯। ইন্নামা-ইয়া'মুরুকুম বিস্সূ—ই ওয়াল্ ফাহ্শা—ই ওয়া আন্ তাকূলূ 'আলাল্লা-হি মা-লা- তা'লামূন্।
(১৬৯) সে তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজ করার এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন উক্তি করতে বলে যা তোমরা জান না।

۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ

১৭০। ওয়া ইযা-ক্বীলা লাহুমুত্ তাবি'উ মা~আনযালাল্লা-হু ক্বা-লূ বাল্ নাত্তাবি'উ মা~ আল্ফাইনা- 'আলাইহি আ-বা—আনা;
(১৭০) এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, আমরা তো অনুসরণ করব

اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ۝ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

আওয়া লাও কা-না আ-বা—উহুম্ লা-ইয়া'ক্বিলূনা শাইআওঁ ওয়ালা- ইয়াহ্তাদূন্। ১৭১। ওয়া মাছালুল্ লাযীনা কাফারূ
যার উপর আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ দাদা কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও ছিল না। (১৭১) আর কাফিরদের দৃষ্টান্ত

كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ

কামাছালিল্ লাযী ইয়ান্'ইকু বিমা- লা- ইয়াসমা'উ ইল্লা- দু'আ—আওঁ ওয়া নিদা—আ ; ছুম্মুম্ বুকমুন্ 'উমইয়ুন্ ফাহুম
এমন, যেমন কোন ব্যক্তি এমন কোন জন্তুকে ডাকে যে শুধু আহ্বান ও চিৎকার ব্যতীত আর কিছুই শোনতে পায় না। তারা বধির, বোবা, অন্ধ। সুতরাং তারা

لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ

লা-ইয়া'ক্বিলূন। ১৭২। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ কুলূ মিন্ ত্বাইয়্যিবা-তি মা-রাযাক্বনা-কুম্ ওয়াশ্কুরূ লিল্লা-হি
কিছুই বুঝে না। (১৭২) হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র রিযিক দান করেছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর,

اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ

ইন্ কুন্তুম্ ইয়্যা-হু তা'বুদূন্। ১৭৩। ইন্নামা- হার্রামা 'আলাইকুমুল মাইতাতা ওয়াদ্দামা ওয়া লাহ্মাল্ খিন্যীরি
যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করে থাক। (১৭৩) তিনি তো (আল্লাহ) তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং

وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ

ওয়ামা~উহিল্লা বিহী লিগাইরিল্লা-হ, ফামানিদ্বত্বুর্রা গাইরা বা-গিওঁ ওয়ালা- 'আ-দিন্ ফালা~ইছমা 'আলাইহ ;
যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে যে অনন্যোপায় হয়ে যায় অথচ সে নাফরমান নয় এবং সীমালংঘনকারীও নয় তার জন্য কোন পাপ নেই।

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ

ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম। ১৭৪। ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াকতুমূনা মা~আন্যালাল্লা-হু মিনাল্ কিতা-বি ওয়া ইয়াশ্তারূনা
নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (১৭৪) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তায়ালার অবতারিত কিতাব গোপন করে এবং তা বিক্রয়

بِهٖ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ

বিহী ছামানান্ ক্বালীলান্ উলা—ইকা মা-ইয়া'কুলূনা ফী বুতুনিহিম্ ইল্লান্ না-রা ওয়ালা- ইয়ুকাল্লিমুহুমুল্লা-হু
করে সামান্য মূল্যে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই পুরে না। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا

ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ওয়া লা- ইয়ুযাক্কীহিম্, ওয়া লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ১৭৫। উলা—ইকাললাযীনাশ তারাউদ্ব
কিয়ামতের দিন। আর তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (১৭৫) তারাই ক্রয় করেছে গোমরাহীকে

الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذٰلِكَ

দ্বালা-লাতা বিল্ হুদা- ওয়াল্ 'আযা-বা বিল্ মাগ্ফিরাহ্, ফামা~আস্বারাহুম্ 'আলান্ না-র। ১৭৬। যা-লিকা
হিদায়াতের বিনিময়ে এবং শাস্তিকে ক্ষমার বিনিময়ে। জাহান্নামের আগুনে তারা কতইনা ধৈর্যশীল। (১৭৬) এর কারণ এই যে,

بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ

বিআন্নাল্লা-হা নায্যালাল্ কিতা-বা বিল্হাক্ক্ব ; ওয়া ইন্নাল্লাযীনাখতালাফূ ফিল্ কিতা-বি লাফী
আল্লাহ্ সত্যসহকারে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর যারা এ কিতাব সমন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে নিশ্চয়ই তারা সুদূর প্রসারী

شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿١٧٦﴾ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

শিক্বা-ক্বিম্ বা'ঈদ্। ১৭৭। লাইসাল্ বির্রা আন তুওয়াল্লূ উজূহাকুম্ ক্বিবালাল্ মাশ্রিক্বি ওয়াল্ মাগ্রিবি
মতভেদে রয়েছে। (১৭৭) পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোর মধ্যে কোনই পূণ্য নেই বরং

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ

ওয়ালা-কিন্নাল্ বির্রা মান আ-মানা বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল আ-খিরি ওয়াল্ মালা—ইকাতি ওয়াল্ কিতা-বি ওয়ান্নাবিয়্যীন,
প্রকৃত পূণ্য হল, যে ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, আখিরাতের উপর, ফিরিশতাদের উপর, কিতাবসমূহের উপর এবং নবীগণের

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ

ওয়া আ-তাল্ মা-লা 'আলা- হুব্বিহী যাবিল্ কুরবা- ওয়াল্ ইয়াতা-মা- ওয়াল্ মাসা-কীনা ওয়াব্নাস্ সাবীলি
উপর এবং আল্লাহর মহব্বতে যে সম্পদ ব্যয় করে আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত, পথিক, ভিক্ষুকগণ

وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ

ওয়াস্ সা—ইলীনা ওয়াফির রিক্বা-ব, ওয়া আক্বা-মাস্ব স্বালা-তা ওয়া আ-তায যাকা-হ, ওয়াল্ মূফূনা বি'আহ্দিহিম্
এবং দাস মুক্তির জন্য আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে

✪ টীকা (আঃ ১৭৭) ঃ وابن السبيل – অর্থাৎ এমন পথিক যার রাহ্ খরচ নেই। তাকে এ পরিমাণ দান করতে হবে যার সাহায্যে সে নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারে। তেমনি যে ব্যক্তি দ্বীনের কাজে বের হয়, তার রাহ্ খরচ না থাকলেও তার যাতায়াত খরচ দিতে হবে।

✪ টীকা (আঃ ১৭৭) ঃ والسائلين – সাহায্য প্রার্থী– অর্থাৎ যারা নিজের অভাব প্রকাশ করে মানুষের কাছে কিছু চেয়ে বেড়ায়। তাদেরকে ভিক্ষুক বলা হয়, যাকাত ও সদকা তারাও প্রাপ্য। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন– "ভিক্ষুক অশ্বারোহণে আসলেও ভিক্ষা পাবার অধিকারী।

✪ টীকা (আঃ ১৭৭) ঃ وفى الرقاب – অর্থাৎ কারো দাস মুক্তির জন্য দান করা। যেসব ক্রীতদাস এ শর্তে দাসত্ব করতেছে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সে মালিককে দিলে মুক্তি পাবে, অথচ সে তা সংগ্রহ করতে পারতেছে না। তাকে সে পরিমাণ অর্থ দান করা।

اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ

ইযা- 'আ-হাদূ, ওয়াস্বস্বা-বিরীনা ফিল্বা'সা—ই ওয়াদ্বদ্বার্রা—ই ওয়া হ্বীনাল্ বা'স ; উলা—ইকাল্
তা পূর্ণ করে এবং ধৈর্যধারণ করে দুঃখ-কষ্ট ও যুদ্ধের সংকটময় মুহূর্তে। এসব লোকই সত্য

الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ

লাযীনা স্বাদাক্বূ ; ওয়া উলা—ইকা হুমুল মুত্তাকূন্। ১৭৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ কুতিবা
পরায়ন এবং এরাই মুত্তাকী। (১৭৮) হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস

عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ

'আলাইকুমুল্ ক্বিস্বা-স্বু ফিল্ ক্বাত্লা ; আল্ হুর্রু বিলহুর্রি ওয়াল্ 'আব্দু বিল্ 'আব্দি ওয়াল্ উন্ছা- বিল্ উন্ছা-;
ফরয করা হল। আযাদ ব্যক্তির পরিবর্তে আযাদ ব্যক্তি এবং গোলামের পরিবর্তে গোলাম, নারীর পরিবর্তে নারী।

فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۗ

ফামান্ 'উফিয়া লাহূ মিন্ আখীহি শাইউন্ ফাত্তিবা-'উম্ বিল্ মা'রূফি ওয়া আদা—উন ইলাইহি বিইহ্সা-ন
কিন্তু যাকে তার ভাইয়ের তরফ থেকে কিছুটা ক্ষমা করা হয়, তবে বিধি অনুযায়ী তা মেনে নিয়ে সততার সাথে তার প্রাপ্য আদায় করা উচিত।

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

যা-লিকা তাখ্ফীফুম্ মির্ রাব্বিকুম ওয়া রাহ্মাহ্ ; ফামানি' তাদা-বা'দা যা-লিকা ফালাহূ 'আযা-বুন আলীম্।
এটা তোমদের প্রতিপালকের তরফ থেকে লঘু দন্ড ও অনুগ্রহ। যে ব্যক্তি এরপর সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾ كُتِبَ

১৭৯। ওয়ালাকুম্ ফিল ক্বিস্বা-স্বি হায়া-তুঁই ইয়া~উলিল্ আল্বা-বি লা'আল্লাকুম তাত্তাকূন। ১৮০। কুতিবা
(১৭৯) হে জ্ঞানীগণ! কিসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জীবন। যাতে তোমরা (অন্যায়ভাবে হত্যা কার্য থেকে) সাবধান হতে পার। (১৮০) তোমাদের

عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۚ ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

'আলাইকুম্ ইযা-হ্বাদ্বারা আহ্বাদাকুমুল মাওতু ইন্ তারাকা খাইরা- নিল্ ওয়াস্বিয়্যাতু লিল্ ওয়া-লিদাইনি
মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, তখন সে যদি কোন সম্পদ রেখে যায়, (এ ব্যাপারে) তোমাদের উপর ফরয করা হল যে, ওসিয়ত করে

وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَمَا سَمِعَهٗ

ওয়াল্ আক্বরাবীনা বিল্ মা'রূফ, হ্বাক্ক্বান 'আলাল্ মুত্তাক্বীন। ১৮১। ফামাম্ বাদ্দালাহূ বা'দা মা-সামি'আহূ
যাওয়া, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায়ানুগভাবে। মুত্তাকীদের এটা করা অবশ্য কর্তব্য। (১৮১) এ (ওসিয়ত) শোনার পর যে ব্যক্তি এর মধ্যে

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৭৮) ঃ يايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص – জাহেলী যুগে বনু নজীর ও বনু কুরায়জার মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সে যুদ্ধে বনু কুরায়জার পরাজয় ঘটে এবং বনু নজীরগণ তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। অতঃপর বনু নজীরের কেউ যদি বনু কুরায়জার কাউকে হত্যা করত, তাহলে হত্যাকারীকে হত্যা না করে তার বিনিময় একশত ওয়াসাক খেজুর দেয়া হত। অথবা, বনু নজীরের হত্যাকারীর দ্বিগুণ বিনিময় মূল্য দিতে হত। তাই আল্লাহ তায়ালা কিসাসের ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের নির্দেশ দিলেন। (তা ঃ ইবনে কাছীর)

فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨٢﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ

ফাইন্নামা~ইছমুহূ 'আলাল্লাযীনা ইয়ুবাদ্দিলূনাহ ; ইন্নাল্লা-হা সামী'উন্ 'আলীম্ । ১৮২ । ফামান্ খা-ফা মিম্

পরিবর্তন ঘটাবে; তবে যারা পরিবর্তন করবে, এর পাপ তাদেরই হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (১৮২) তবে কেউ যদি ওসিয়তকারীর পক্ষপাতিত্বের

مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২২ ع ৬ ৬ রুকূ

মূস্বিন্ জ্বানাফান আও ইছমান ফাআস্বলাহ্বা বাইনাহুম ফালা~ইছমা 'আলাইহ ; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহ্বীম।

অথবা অন্যায়ের আশংকা করে, তারপর সে তাদের মধ্যে আপোস মিমাংসা করে দেয়, তাতে কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।

﴿١٨٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ

১৮৩। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ কুতিবা 'আলাইকুমুস্ব স্বিয়া-মু কামা- কুতিবা 'আলাল্লাযীনা মিন্

(১৮৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল যেভাবে ফরয করা হয়েছিল, তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর।

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٤﴾ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى

ক্বাব্লিকুম্ লা'আল্লাকুম্ তাত্তাকূন্। ১৮৪। আইয়্যা-মাম মা'দূদা-ত ; ফামান্ কা-না মিন্কুম্ মারীদ্বান্ আও 'আলা-

যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (১৮৪) তা সীমিত কয়েকদিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে অথবা, সফরে থাকলে, অন্য

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ

সাফারিন্ ফা'ইদ্দাতুম্ মিন্ আয়্যা-মিন্ উখার ; ওয়া 'আলাল্লাযীনা ইয়ুত্বীকূনাহূ ফিদ্ইয়াতুন ত্বা'আ-মু মিস্কীন ;

দিনগুলোতে এ রোযা পূরণ করে নিতে হবে। আর যারা রোযা রাখতে অক্ষম তাদের কর্তব্য হল এর পরিবর্তে ফিদিয়া হিসাবে একজন মিসকীনকে

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

ফামান্ তাত্বাওয়্যা'আ খাইরান ফাহুওয়া খাইরুল্লাহ; ওয়া আন্ তাস্বূমূ খাইরুল্লাকুম ইন্ কুনতুম তা'লামূন্।

খাদ্য খাওয়ান। যদি কেউ স্বতঃ স্ফুর্তভাবে ভাল কাজ করে সেটা তার জন্য উত্তম।

﴿١٨٥﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ

১৮৫। শাহ্রু রামাদ্বা-নাল লাযী~উন্যিলা ফীহিল্ কুরআ-নু হুদাল্ লিন্না-সি ওয়া বাইয়্যিনা-তিম্ মিনাল্

(১৮৫) তোমাদের জন্য রোযা রাখাই উত্তম। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে, রমযান মাস হল সে মাস, যাতে কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য

الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا

হুদা- ওয়াল ফুরক্বা-ন, ফামান্ শাহিদা মিন্কুমুশ্ শাহ্রা ফাল্ইয়াস্বুমহু ; ওয়া মান্ কা-না মারীদ্বান্

পথ প্রদর্শক এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন অবশ্যই এর রোযা রাখে। আর কেউ অসুস্থ

✪ টীকা (আঃ ১৮৩) ঃ কেননা, রোযা রাখলে প্রবৃত্তিকে এর বিভিন্ন কামনা হতে বিরত রাখার অভ্যাস হবে। অভ্যাসের দৃঢ়তাই মুত্তাকী হওয়ার ভিত্তি। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ১৮৩) ঃ সক্ষম ব্যক্তিরও রোযা রাখতে মনে না চাইলে ফিদ্য়া দেয়ার বিধান ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। পরে তা রহিত হয়ে গেছে। ✪ টীকা (আঃ ১৮৫) ঃ انزل فيه القران -(যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে) বর্ণিত আছে যে, এ পবিত্র কুরআন মাহে রমযানের লাইলাতুল কদরে লাওহে মাহ্ফুয থেকে দুনিয়ার নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছিল। তারপর এ কুরআন মজীদ হযরত মুহাম্মাদের (সা) উপর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা মাফিক অবতীর্ণ হয়েছে। (তা ঃ তাবারী শরীফ)

اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ

আও 'আলা- সাফারিন্ ফা'ইদ্দাতুম্ মিন্ আইয়্যা-মিন্ উখার ; ইয়ুরীদুল্লা-হু বিকুমুল্ ইয়ুস্রা ওয়ালা- ইয়ুরীদু বিকুমুল

হলে, অথবা, সফর অবস্থায় থাকলে সে তা অন্য দিনগুলোতে পূর্ণ করবে, আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সহজটাই চান এবং তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তিনি তা

الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

'উসর, ওয়া লিতুক্মিলুল্ 'ইদ্দাতা ওয়া লিতুকাব্বিরুল্লা-হা 'আলা-মা- হাদা-কুম্ ওয়া লা'আল্লাকুম্

চান না। এজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে আর তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করার কারণে তোমরা তাঁর (আল্লাহর) শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা

تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٦﴾ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ

তাশকুরূন্। ১৮৬। ওয়া ইযা- সাআলাকা 'ইবা-দী 'আন্নী ফাইন্নী ক্বারীব ; উজ্বীবু দা'ওয়াতাদ্

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৮৬) আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনার কাছে প্রশ্ন করে, (তখন আপনি বলুন) আমি তো খুবই নিকটে। যখন কোন আহ্বানকারী

الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝

দা-'ই ইযা-দা'আ-নি ফাল্ ইয়াস্তাজ্বীবূ লী ওয়াল্ ইয়ু'মিনূ বী লা'আল্লাহুম্ ইয়ারশুদূন্।

আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তাদের উচিত আমার ডাকে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যাতে তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়।

﴿١٨٧﴾ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ

১৮৭। উহ্বিল্লা লাকুম লাইলাতাস্ব স্বিয়া-মির্ রাফাছু ইলা- নিসা—ইকুম; হুন্না লিবা-সুল্ লাকুম্ ওয়া আন্তুম্

(১৮৭) রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা তাদের ভূষণ;

لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ

লিবা-সুল্ লাহুন্না ; 'আলিমাল্লা-হু আন্নাকুম্ কুন্তুম্ তাখ্তা-নূনা আন্ফুসাকুম্ ফাতা-বা

আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি খেয়ানত করতেছিলে। তারপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করলেন এবং তোমাদেরকে

عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص

'আলাইকুম ওয়া 'আফা- 'আন্কুম্, ফাল্আ-না বা-শিরূহুন্না ওয়াব্তাগূ মা- কাতাবাল্লা-হু লাকুম্

ক্ষমা করে দিলেন। এখন তোমরা তাদের (নিজ স্ত্রী) সাথে মেলা মেশা কর এবং সন্ধান কর আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন।

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ

ওয়া কুলূ ওয়াশ্রাবূ হাত্তা- ইয়াতাবাইয়্যানা লাকুমুল্ খাইত্বুল্ আব্ইয়াদ্বু মিনাল্ খাইত্বিল আসওয়াদি

আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা হতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশিত হয়

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৮৬) ঃ واذا سألك عبادى - জনৈক আরব হুজুর (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রভূ কি আমাদের নিকটে আছেন না দূরে আছেন? যদি নিকটে থেকে থাকেন, তবে আমরা তাঁর সাথে গোপনে কথা বলব। আর যদি দূরে থেকে থাকেন তবে আমরা তাঁকে উচ্চঃস্বরে আহ্বান করব। এতদশ্রবণে নবী করীম (সা) চুপ হয়ে রইলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হল। (তাঃ ইবনে কাসীর)

✪ টীকা (আঃ ১৮৭) ঃ وابتغوا ما كتب الله - অর্থাৎ তোমাদের জন্য যে সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তায়ালা লাওহে মাহফুযে স্থিরীকৃত করেছেন স্ত্রী গমন দ্বারা তোমাদের তাই কাম্য হওয়া উচিত। কেবল যৌন চাহিদা পূরণই যেন সার না হয়। (তা ঃ উসমানী)

مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عٰكِفُونَ

মিনাল ফাজ্বর, ছুম্মা আতিমমুস্ব স্বিয়া-মা ইলাল্ লাইল, ওয়ালা- তুবা-শিরূহুন্না ওয়া আন্তুম্ 'আ-কিফূনা
অতঃপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর এবং তোমরা স্ত্রী সংসর্গে যেওনা যখন তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় থাকবে।

فِي الْمَسٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ

ফিল্ মাসা-জ্বিদ ; তিল্কা হুদূদুল্লা-হি ফালা-তাক্বরাবূহা, কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু
এই হল আল্লাহর সীমারেখা, কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তার আয়াতগুলো মানুষদের জন সুস্পষ্টভাবে

اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ

আ-য়া-তিহী লিন্না-সি লা'আল্লাহুম ইয়াত্তাকূন্। ১৮৭। ওয়ালা- তা'কুলূ~আম্ওয়া- লাকুম্ বাইনাকুম্ বিল্ বা-ত্বিলি
বর্ণনা করেন। যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে। (১৮৭) তোমরা একে অপরের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।

وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوٰلِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

ওয়া তুদ্লূ বিহা~ইলাল্ হুক্কা-মি লিতা'কুলূ ফারীক্বাম্ মিন্ আম্ওয়া-লিন্ না-সি বিল্ ইছমি
এবং মানুষের সম্পদের কিয়দাংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের নিকট পেশ করো না। অথচ তোমরা

২৩ ع ৬ ৭ রুকূ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰقِيتُ لِلنَّاسِ

ওয়া আন্তুম তা'লামূন্। ১৮৮। ইয়াস্আলূনাকা 'আনিল আহিল্লাহ ; কুল হিয়া মাওয়া-ক্বীতু লিন্না-সি
তা জান। (১৮৮) (হে নবী)! লোকেরা আপনাকে নূতন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, আপনি বলুন, এটা মানুষের জন্য সময় নির্ণয়

وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ

ওয়ালহাজ্জ্ব ; ওয়া লাইসাল্ বির্রু বিআন্ তা'তুল্ বুয়ূতা মিন্ যুহূরিহা- ওয়ালা- কিন্নাল বির্রা
ও হজ্জের মাস নির্ণয়ের মাধ্যম এবং পেছন দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করার মধ্যে কোনই পুণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ পরহেজগারী

مَنِ اتَّقٰى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوٰبِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

মানিত্তাক্বা, ওয়া'তুল্ বুয়ূতা মিন্ আব্ওয়া-বিহা- ওয়াত্তাকুল্লা-হা লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্।
অবলম্বন করলে। অতএব তোমরা গৃহে সদর দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

﴿١٨٩﴾ وَقٰتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ

১৯০। ওয়া ক্বা-তিলূ ফী সাবীলিল্লা-হিল লাযীনা ইয়ুক্বা-তিলূনাকুম্ ওয়ালা- তা'তাদূ; ইন্নাল্লা-হা
(১৯০) আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু (যুদ্ধে) সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ

✪ **শানে নুযূল (আঃ ১৯০) ঃ** হিজরী ষষ্ঠ সালে রাসূল (সা) সাহাবাগণসহ ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হলেন, কিন্তু কাফেররা রাসূল (সা)-কে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিল। পরিশেষে স্থিরিকৃত হল যে, পরবর্তী বছর তিন দিনের জন্য মক্কাকে রাসূলের জন্য মুক্ত করে দেবে। পরবর্তী বছর যিলকদ মাসে রাসূল সদলবলে মক্কা রওয়ানা হলেন। যিলকদ, যিলহজ্জ, মহররম ও রজব এ চারি মাস সম্মানিত মাস। এ মাসগুলিতে যুদ্ধ করা হারাম। কাজেই মুসলমানরা ইতস্ততঃ করতে লাগল, যদি কাফেররা ওয়াদা ভঙ্গ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে আমরা আত্মরক্ষা করব কিরূপে? তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন। (বঃ কোঃ)

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ

লা-ইয়ুহিব্বুল্ মু'তাদীন্। ১৯১। ওয়াক্বতুলূহুম্ হাইছু ছাক্বিফ্তুমূহুম ওয়া আখরিজূহুম মিন
সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। (১৯১) আর তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান থেকে তারা তোমাদেরকে

حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقٰتِلُوهُمْ عِنْدَ

হাইছু আখরাজূকুম্ ওয়াল্ ফিত্নাতু আশাদ্দু মিনাল্ ক্বাত্ল, ওয়ালা- তুক্বা-তিলূহুম্ 'ইন্দাল
বহিষ্কার করেছে, তোমরাও তাদেরকে সে স্থান হতে বহিষ্কার করবে। আর ফিতনা (বিশৃংখলা) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। আর

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قٰتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ

মাস্জ্বিদিল্ হারা-মি হাত্তা- ইয়ুক্বা-তিলূকুম্ ফীহ, ফাইন্ ক্বা-তালূকুম্ ফাক্বতুলূহুম্ ;
মসজিদুল হারামের নিকটে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর না যতক্ষণ না তারা সেথায় তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে; তবে

كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقٰتِلُوهُمْ

কাযা-লিকা জ্বাযা—উল্ কা-ফিরীন্। ১৯২। ফাইনিন্ তাহাও ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্। ১৯৩। ওয়া ক্বা-তিলূহুম্
তোমরা তাদের হত্যা করবে। এটাই কাফিরদের শাস্তি। (১৯২) তারপর যদি তারা বিরত হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (১৯৩) তাদের সাথে

حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوٰنَ

হাত্তা- লা-তাকূনা ফিত্নাতুওঁ ওয়া ইয়াকূনাদ্ দীনু লিল্লা-হ ; ফাইনিন তাহাও ফালা-'উদ্ওয়া-না
ততক্ষণ যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ ফিৎনা-ফাসাদ দূরীভূত হয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। অতঃপর তারা যদি বিরত হয়, তবে

إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ

ইল্লা- 'আলায্ যা-লিমীন্। ১৯৪। আশ্ শাহ্রুল্ হারা-মু বিশ্ শাহ্রিল্ হারা-মি ওয়াল্ হুরুমা-তু ক্বিস্বা-স্ব ;
জালিমদের ছাড়া আর কারো উপর বাড়াবাড়ি চলবে না। (১৯৪) সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বিনিময়ে। আর সম্মান রক্ষায়ও কিসাস (বদলা) রয়েছে।

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

ফামানি'তাদা- 'আলাইকুম্ ফা'তাদূ 'আলাইহি বিমিছলি মা'তাদা- 'আলাইকুম্, ওয়াত্তাকুল্লা-হা
সুতরাং যে কেউ তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে তোমরাও সমপরিমাণে তার উপর বাড়াবাড়ি করবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর

وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ

ওয়া'লামু~আন্নাল্লা-হা মা'আল মুত্তাক্বীন্। ১৯৫। ওয়া আন্ফিকূ ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়ালা- তুল্কূ বিআইদীকুম
এবং জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। (১৯৫) আর আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের

إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ

ইলাত্ তাহ্লুকাতি ওয়া আহ্সিনূ, ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ মুহ্সিনীন। ১৯৬। ওয়া আতিম্মুল্ হাজ্জ্বা
মুখে নিক্ষেপ কর না। আর তোমরা সৎকর্ম কর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। (১৯৬) তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্

وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۗ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا

ওয়াল্ 'উম্‌রাতা লিল্লা-হ ; ফাইন্ উহ্বস্বির্‌তুম্ ফামাস্‌তাইসারা মিনাল্ হাদ্‌য়ি, ওয়ালা- তাহ্বলিক্বু
ও ওমরা পূর্ণ কর। অতঃপর যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও; তবে সহজলভ্য কুরবানী কর। আর তোমাদের মাথা

رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى

রুঊসাকুম্ হ্বাত্তা-ইয়াব্‌লুগাল হাদইয়ু মাহ্বিল্লা-হ ; ফামান্ কা-না মিন্‌কুম্ মারীদ্বান্ আও বিহী~আযাম্
মুন্ডন করো না যতক্ষণ না কুরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা মাথায় যদি কোন

مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۥ فَمَنْ تَمَتَّعَ

মির্ রা'সিহী ফাফিদ্‌ইয়াতুম্ মিন স্বিয়া-মিন্ আও স্বাদাক্বাতিন আও নুসুক্, ফাইযা~আমিন্‌তুম ফামান তামাত্তা'আ
ব্যাধি থাকে, তবে তার জন্য রোযা, সদকা অথবা, কুরবানী দ্বারা ফেদিয়া দিবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদে থাক, তখন যদি কেউ

بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ

বিল 'উম্‌রাতি ইলাল্ হ্বাজ্বজ্বি ফামাস্ তাইসারা মিনাল্ হাদ্‌য়ি, ফামাল্ লাম ইয়াজ্বিদ্ ফাস্বিয়া-মু ছালা-ছাতি
হজ্ব ও ওমরা একত্রে করে লাভবান হতে চায় তবে সহজসাধ্য কুরবানী করবে। আর যে ব্যক্তি তা (কুরবানী) না পায় সে হজ্জের সময় তিনদিন

اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ

আইয়্যা-মিন্ ফিল্ হ্বাজ্বজ্বি ওয়া সাব্'আতিন ইযা-রাজ্বা'তুম্ ; তিল্‌কা 'আশারাতুন্ কা-মিলাহ ; যা-লিকা লিমাল্
রোযা রাখবে আর প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন এ পূর্ণ দশদিন রোযা রাখবে। এটা তার জন্য যার, পরিজন

لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ

লাম্ ইয়াকুন্ আহ্‌লুহু হ্বা-দ্বিরিল্ মাস্‌জ্বিদিল্ হ্বারা-ম ; ওয়াত্তাক্বুল্লা-হা ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা
মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আর আল্লাহকে ভয়কর এবং জেনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا

শাদীদুল 'ইক্বা-ব্। ১৯৭। আল্‌হ্বাজ্বজ্বু আশ্‌হুরুম্ মা'লূমা-ত, ফামান্ ফারাদ্বা ফীহিন্নাল্ হ্বাজ্বজ্বা ফালা-
শাস্তিদাতা। (১৯৭) হজ্বের মাসগুলো সুবিদিত, অতএব যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্ব করা স্থির করে নেয়, তার জন্য হজ্বের

২৪ ع ৮ রুকূ

رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ

রাফাছা ওয়ালা- ফুসূক্বা ওয়ালা- জ্বিদা-লা ফিল্ হ্বাজ্বজ্ব ; ওয়ামা- তাফ্'আলূ মিন খাইরিঁই ইয়া'লাম্ হুল্লা-হ।
সময় স্ত্রী সম্ভোগ, পাপকার্য, ঝগড়া-বিবাদ করা বৈধ নয়। আর তোমরা যে সকল উত্তম কাজ কর তা আল্লাহ জানেন।

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ۝

ওয়া তাযাওয়্যাদূ ফাইন্না খাইরায যা-দিত্ তাক্বওয়া-, ওয়াত্তাক্বুনি ইয়া~উলিল্ আল্‌বা-ব্।
আর তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর। বস্তুতঃ তাকওয়া হল সর্বোত্তম পাথেয়। হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ ﴿١٩٨﴾

১৯৮। লাইসা 'আলাইকুম্ জুনা-হুন্ আন্ তাব্‌তাগূ ফাদ্বলাম্ মির্ রাব্বিকুম্ ; ফাইযা~আফাদ্বতুম্ মিন্
(১৯৮) তোমাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত অনুগ্রহ অন্বেষণ করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। অতঃপর তোমরা যখন আরাফাত হতে

عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۠ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ

'আরাফা-তিন্ ফায্‌কুরুল্লা-হা 'ইন্‌দাল্ মাশ্'আরিল্ হ্বারা-মি ওয়ায্‌কুরূহু কামা-হাদা-কুম্,
(তাওয়াফের জন্য) প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশআরিল হারামের নিকট পৌছে আল্লাহকে স্মরণ করবে। আর আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ

ওয়া ইন্ কুন্‌তুম্ মিন্ ক্বাব্‌লিহী লামিনাদ্ব দ্বা—ল্লীন্। ১৯৯। ছুম্মা আফীদ্বূ মিন্ হ্বাইছু আফা-দ্বান্
যদিও ইতিপূর্বে তোমরা এ ব্যাপারে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (১৯৯) অতঃপর মানুষ যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান থেকে

النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَا

না-সু ওয়াস্‌তাগ্‌ফিরুল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহ্বীম্। ২০০। ফাইযা-ক্বাদ্বাইতুম্ মানা-
(তাওয়াফের জন্য) প্রত্যাবর্তন কর। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (২০০) অতঃপর যখন তোমরা হজ্বের

سِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ

সিকাকুম ফায্‌কুরুল্লা-হা কাযিক্‌রিকুম্ আ-বা—আকুম্ আও আশাদ্দা যিক্‌রা ; ফামিনান না-সি
অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ করবে তখন আল্লাহকে তোমরা এভাবে স্মরণ করবে যেমনিভাবে তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা, তার চেয়ে বেশী

مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ

মাইঁয়াক্বূলু রাব্বানা~আ-তিনা- ফিদ্ দুন্‌ইঁয়া- ওয়ামা-লাহূ ফিল আ-খিরাতি মিন্ খালা-ক্ব। ২০১। ওয়া মিন্‌হুম্ মাইঁ
আল্লাহকে স্মরণ কর। মানুষের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পৃথিবীতেই দাও। বস্তুত তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। (২০১) আর

يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

ইয়াক্বূলু রাব্বানা~আ-তিনা- ফিদ্ দুন্‌ইয়া- হ্বাসানাতাওঁ ওয়া' ফিল্ আ-খিরাতি হ্বাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা- 'আযা-বান্ না-র।
তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পৃথিবীতে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

﴿٢٠١﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ

২০২। উলা—ইকা লাহুম্ নাস্বীবুম্ মিম্মা- কাসাবূ ; ওয়াল্লা-হু সারী'উল্ হ্বিসা-ব। ২০৩। ওয়ায্ কুরুল্লা-হা
(২০২) তাদের জন্যই রয়েছে প্রাপ্য অংশ যা তারা অর্জন করেছে। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (২০৩) তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে (আইয়ামে তাশরীক)

✪ দোয়া (আঃ ২০০) ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এক রোগাক্রান্ত অসুস্থ মুসলমানকে পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখেন যে, রুগিটি একেবারে হাড্ডিসার হয়ে গেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, তুমি কি আল্লাহর নিকট কোন প্রার্থনা করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। আমি এ প্রার্থনা করেছিলাম, হে আল্লাহ! আপনি পরকালে আমাকে যে শাস্তি দিবেন সে শাস্তি আমাকে দুনিয়াতে ভোগ করিয়ে নিন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! কারো কি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা আছে? এখন তুমি ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار এ দোয়াটি পড়। অতঃপর রুগ্ন ব্যক্তি তখন থেকে এ দোয়াটি পড়তে থাকে এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে আরোগ্য দান করেন। (ইবনে কাছীর)

فِيْ أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ

ফী~আইয়্যা-মিম্ মা'দূদা-ত; ফামান্ তা'আজ্জালা ফী ইয়াওমাইনি ফালা~ইছমা 'আলাইহ, ওয়ামান তাআখ্খারা

আল্লাহ স্মরণ কর, অতঃপর যে ব্যক্তি দু' দিনে সম্পন্ন করে তাড়াতাড়ি চলে আসে, তবে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তাতেও তার কোন

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ০

ফালা~ইছমা 'আলাইহি লিমানিত্তাক্বা ; ওয়াত্তাক্বুল্লা-হা ওয়া'লামূ~আন্নাকুম্ ইলাইহি তুহ্শারূন্।

পাপ নেই। অবশ্য এটা তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তাঁর নিকট সমবেত করা হবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي

২০৪। ওয়া মিনান্ না-সি মাই ইয়ু'জিবুকা ক্বাওলুহূ ফিল্ হায়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ওয়া ইয়ুশ্হিদুল্লা-হা 'আলা- মা- ফী

(২০৪) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা আপনাকে মুগ্ধ করবে। আর তার অন্তরে

قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا

ক্বালবিহী ওয়া হুওয়া আলাদ্দুল্ খিস্বা-ম। ২০৫। ওয়া ইযা- তাওয়াল্লা- সা'আ- ফিল্ আরদ্বি লিইয়ুফ্সিদা ফীহা-

যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষী বানায়। মূলতঃ সে ভীষণ ঝগড়াটে। (২০৫) আর যখন সে ফিরে যায়, তখন সে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করে

وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ

ওয়া ইয়ুহলিকাল হার্ছা ওয়ান্নাসলা ; ওয়াল্লা-হু লা-ইয়ুহিব্বুল্ ফাসা-দ। ২০৬। ওয়াইযা- ক্বীলা লাহুত্

এবং ফসলাদি ও জীব জন্তুর বংশাবলী ধ্বংস করার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না। (২০৬) আর যখন তাকে বলা হয়

اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ

তাক্বিল্লা-হা আখাযাতহুল্ 'ইয্যাতু বিল্ ইছমি ফাহাসবুহু জ্বাহান্নাম ; ওয়ালা বি'সাল মিহা-দ। ২০৭। ওয়া মিনান্

আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্ম অহংকার তাকে পাপকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। আর তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান। (২০৭) মানুষের

النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ০

না-সি মাই ইয়াশ্রী নাফ্সাহুব্তিগা—আ মারদ্বা-তিল্লা-হ ; ওয়াল্লা-হু রাউফুম্ বিল্'ইবা-দ।

মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

২০৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুদ্ খুলূ ফিস্ সিল্মি কা—ফ্ফাহ, ওয়ালা- তাত্তাবি'উ খুত্বুওয়া-তিশ্

(২০৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না।

○ টীকা (আঃ ২০৩) ঃ ایاما معدودت – নির্দিষ্ট দিনগুলোর অর্থ আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলো। কুরবানীর জন্তু যবেহ করার দিন এবং তার পরবর্তী তিন দিনকে আইয়ামে তাশরীক বলে।

○ শানে নুযূল (আঃ ২০৫) ঃ واذا تولى – আখনাস ইবনে শুরাইক নামে এক মুনাফিক অত্যন্ত বাকপটু ও মুখর ছিল। সে যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসত, তখন চরম নিষ্ঠা ও ইসলাম প্রীতি প্রকাশ করত। আর যখন ফিরে যেত তখন কারো ক্ষেতের ফসল জ্বালিয়ে দিত। কারো পশুর পা কেটে ফেলত। এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ উসমানী)

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ

শাইত্বা-ন ; ইন্নাহূ লাকুম্ 'আদুওউম্ মুবীন্। ২০৯। ফাইন্ যালাল্তুম্ মিম্ বা'দি মা- জ্বা—আত্কুমুল্

নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২০৯) তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও যদি তোমরা বিচ্যুত হও;

الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ

বাইয়্যি না-তু ফা'লামূ~আন্নাল্লা-হা 'আযীযন্ হাকীম্। ২১০। হাল ইয়ান্যুরূনা ইল্লা~আইঁয়া'তিয়া হুমুল্লা-হু

তবে জেনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২১০) তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা

فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ০

ফী যুলালিম্ মিনাল্ গামা-মি ওয়াল্ মালা—ইকাতু ওয়া কুদ্বিয়াল্ আমর ; ওয়া ইলাল্লা-হি তুরজ্বা'উল্ উমূর।

ও ফিরিশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের নিকট উপস্থিত হবেন, তৎপর সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে? সকল বিষয় তো আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ

২১১। সাল্ বানী~ইসরা—ঈলা কাম্ আ-তাইনা-হুম মিন্ আ- য়াতিম্ বাইয়্যিনাহ ; ওয়া মাই ইয়ুবাদ্দিল নি'মাতাল্লা-হি

(২১১) বনী ইসরাঈলগণকে জিজ্ঞাসা করুন, তাদেরকে আমি কত সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি। আল্লাহর অনুগ্রহ কারো কাছে

مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

মিম্ বা'দি মা-জ্বা—আতহু ফাইন্নাল্লা-হা শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব। ২১২। যুইয়্যিনা লিল্লাযীনা কাফারুল্

আসার পর যে ব্যক্তি তা পরিবর্তন করবে; (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ অবশ্যই কঠিন শাস্তিদাতা। (২১২) কাফিরদের নিকট এ

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ

হায়া-তুদ্ দুন্ইয়া- ওয়া ইয়াস্খারূনা মিনাল্লাযীনা আমানূ। ওয়াল্লাযীনাত্তাক্বাও ফাওক্বাহুম্

পার্থিব জীবন খুবই সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে; তারা মুমিনদেরকে ঠাট্টা উপহাস করে থাকে। অথচ যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তারা

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً

ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ ; ওয়াল্লা-হু ইয়ারযুকু মাই ইয়াশা—উ বিগাইরি হিসা-ব্। ২১৩। কা-নান্ না-সু উম্মাতাওঁ

কিয়ামতের দিন তাদের চেয়ে উর্ধ্বে থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে অগণিত রিযিক দান করেন। (২১৩) সকল মানুষ ছিল একই জাতিভুক্ত।

وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ

ওয়া-হিদাতান্ ফাবা'আছাল্লা-হুন্ নাবিইয়্যীনা মুবাশ্শিরীনা ওয়া মুন্যিরীনা ওয়া আন্যালা মা'আহুমুল্ কিতা-বা

অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেন সত্যসহ কিতাব।

بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا

বিল্হাক্বক্বি লিইয়াহ্কুমা বাইনান্ না-সি ফীমাখ্তালাফূ ফীহ ; ওয়ামাখ্তালাফা ফীহি ইল্লাল্

যাতে তা দ্বারা মানুষ তাদের পারস্পরিক মতভেদগুলো ফয়সালা করে নেয়। আর যাদেরকে তা (কিতাব)

الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ

লাযীনা উতূহু মিম্ বা'দি মা-জ্বা—আত্হুমুল বাইয়্যিনা-তু বাগ্ইয়াম্ বাইনাহুম্, ফাহাদাল্লা-হুল্

দেয়া হল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও তারা পরস্পরিক বিদ্বেষ ও হিংসা বশতঃ তার বিরোধিতা করে। আল্লাহ তায়ালা

الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

লাযীনা আ-মানূ লিমাখ্তালাফূ ফীহি মিনাল্ হাক্বক্বি বিইয্নিহ ; ওয়াল্লা-হু ইয়াহ্দী মাইঁ ইয়াশা—উ

ঈমানদারগণকে সে সত্য বিষয়ে হেদায়াত দান করেন, যা নিয়ে তারা মতভেদ করতেছিলে। আল্লাহ যাকে চান তাকে সত্য ও সরল পথ প্রদর্শন করেন।

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢١٣) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ

ইলা- স্বিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ২১৪। আম্- হাসিব্তুম্ আন্ তাদ্খুলুল্ জান্নাতা ওয়া লাম্মা- ইয়া'তিকুম্ মাছালুল্

(২১৪) তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমরা (সোজা সুজি) জান্নাতে চলে যাবে? অথচ তোমাদের নিকট এখনও

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ

লাযীনা খালাও মিন্ ক্বাব্লিকুম্ ; মাস্সাত্হুমুল বা'সা—উ ওয়াদ্ব দ্বার্রা—উ ওয়া যুল্যিলূ হাত্তা- ইয়াকূলার

পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি। তাদের উপর অর্থ সংকট, দুঃখ-কষ্ট ও মসিবত এসেছিল, এমনকি

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

রাসূলু ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহু মাতা- নাস্বরুল্লা-হ ; আলা~ইন্না নাস্বরাল্লা-হি ক্বারীব্।

রাসূল ও তাঁর ঈমানদার সাথীরা বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? শোন! আল্লাহর সাহায্য খুবই নিকটে।

(٢١٤) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ

২১৫। ইয়াস্আলূনাকা মা-যা- ইয়ুন্ফিকূন ; কুল্ মা~আন্ফাক্তুম্ মিন্ খাইরিন্ ফালিল্ ওয়া-লিদাইনি

(২১৫) লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলুন, যে মাল তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা,

وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ

ওয়াল্ আক্বরাবীনা ওয়াল্ ইয়াতা-মা- ওয়াল্ মাসা-কীনি ওয়াব্নিস্ সাবীল ; ওয়ামা- তাফ্'আলূ মিন্ খাইরিন্

আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করবে। আর তোমরা কল্যাণমূলক যে কাজই কর না কেন, নিশ্চয়ই

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ

ফাইন্নাল্লা-হা বিহী 'আলীম্। ২১৬। কুতিবা 'আলাইকুমুল্ ক্বিতা-লু ওয়া হুওয়া কুরহুল্লাকুম্, ওয়া 'আসা~

আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (২১৬) তোমাদের উপর জেহাদ ফরয করা হল, যদিও তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়। হয়ত কোন বিষয় তোমরা

أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ

আন্ তাকরাহূ শাইআওঁ ওয়া হুওয়া খাইরুল্লাকুম্, ওয়া 'আসা~আন্ তুহিব্বূ শাইআওঁ ওয়া হুওয়া শার্রুল্লাকুম্ ;

অপছন্দ কর, অথচ সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এটাও হতে পারে, যে বিষয় তোমরা পছন্দ কর সেটা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।

২৬ ع ১০ রুকূ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ

ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু ওয়া আন্তুম্ লা- তা'লামূন। ২১৭। ইয়াস্আলূনাকা 'আনিশ্ শাহ্রিল্ হারা-মি ক্বিতা-লিন্ ফীহ্ ;

মূলতঃ আল্লাহ (যা) জানেন, তোমরা (তা) জান না। (২১৭) লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা সম্পর্কে।

قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

কুল্ ক্বিতা-লুন্ ফীহি কাবীর ; ওয়া স্বাদ্দুন্ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ওয়া কুফরুম্ বিহী ওয়াল্ মাস্জিদিল্ হারা-ম,

আপনি বলুন, এতে যুদ্ধ করা বড় অপরাধ। তবে আল্লাহর পথে বাধা দান আর আল্লাহর সাথে কুফরী করা, মসজিদুল হারামে যেতে বাধা দেয়া

وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ

ওয়া ইখ্রা-জু আহ্লিহী মিন্হু আক্বারু 'ইন্দাল্লা-হ, ওয়াল্ ফিত্নাতু আক্বারু মিনাল্ ক্বাত্ল ; ওয়ালা- ইয়াযা-লূনা

এবং অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও জঘন্য। তারা

يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَنْ يَرْتَدِدْ

ইয়ুক্বা-তিলূনাকুম্ হাত্তা- ইয়ারুদ্দূকুম্ 'আন্ দীনিকুম্ ইনিস্তাত্বা-'উ; ওয়া মাইঁ ইয়ারতাদিদ্

সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়।

مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

মিন্কুম্ 'আন্ দীনিহী ফাইয়ামুত্ ওয়া হুওয়া কা-ফিরুন ফাউলা—ইকা হাবিত্বাত্ আ'মা-লুহুম ফিদ্ দুন্ইয়া-

আর তোমাদের মধ্যে যে লোক তার দ্বীন থেকে ফিরে গেল, অতঃপর সে কুফরী অবস্থায় মারা গেল, তার দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বরবাদ

وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

ওয়াল্ আ-খিরা, ওয়া উলা—ইকা আস্বহা-বুন্ না-রি, হুম্ ফীহা- খা-লিদূন। ২১৮। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ

হয়ে যাবে। আর তারা হবে জাহান্নামী এবং সর্বদা জাহান্নামেই অবস্থান করবে। (২১৮) যারা ঈমান এনেছে

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ

ওয়াল্লাযীনা হা-জ্বারূ ওয়া জ্বা-হাদূ ফী সাবীলিল্লা-হি উলা—ইকা ইয়ারজুনা রাহ্মাতাল্লা-হ ;

এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারাই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে।

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢١٨) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহীম। ২১৯। ইয়াস্আলূনাকা 'আনিল খাম্রি ওয়াল্ মাইসির ; কুল্ ফীহিমা~ইছ্মুন্ কাবীরুওঁ

আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (২১৯) লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়ার বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলুন, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহা পাপ

○ **টীকা (আঃ ২১৭) ঃ** মুরতাদদের পার্থিব কর্মের ব্যর্থতা ঃ মুরতাদ হলে স্ত্রীর সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটবে, তার কোন নিকট-আত্মীয়ের মৃত্যু হলে সে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না, মুসলমান থাকা কালে যত নেক আমল করেছিল সমস্ত বিনষ্ট হবে, মৃত্যু হলে তার জানাযার নামায পড়া যাবে না, মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। ○ **শানে নুযূল (আঃ ২১৭) ঃ** وصد عن سبيل الله ..... اكبر عند الله – মুশরিকরা নিষিদ্ধ মাসেই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মসজিদুল হারামে যেতে বাধা দেয় ও তাঁকে বিরত রাখে। তাই আল্লাহ তায়ালা তার নবীর জন্য পরবর্তী বছর হতে নিষিদ্ধ মাসসমূহকে উন্মুক্ত করে দেন। ফলে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ বলে দোষারোপ করতে লাগল যে, তিনি নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ড বৈধ করেছেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ

ওয়া মানা- ফি'উ লিন্না-সি ওয়া ইছমুহুমা~আক্বারু মিন্ নাফ্'ইহিমা ; ওয়া ইয়াস্আলূনাকা মা-যা-ইয়ুন্ফিকূন ;

এবং মানুষের জন্য (পার্থিব) উপকারও রয়েছে। কিন্তু তাদের পাপ, উপকার হতে অনেক বেশী। লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, তারা আল্লাহর পথে কি ব্যয় করবে?

قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢٠﴾ فِي الدُّنْيَا

কুলিল্ 'আফ্ওয়া ; কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুমুল্ আ-য়া-তি লা'আল্লাকুম্ তাতাফাক্কারূন। ২২০। ফিদ্ দুন্ইয়া-

আপনি বলুন, প্রয়োজনীয় খরচের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তা খরচ করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আহকাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। (২২০) যাতে তোমরা

وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن

ওয়াল্ আ-খিরাহ্; ওয়া ইয়াস্আলূনাকা 'আনিল্ ইয়াতা-মা ; কুল্ ইস্বলা-হুল্ লাহুম্ খাইর ; ওয়া ইন্

ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে চিন্তা করতে পার; আর তারা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলুন, তাদের কল্যাণ করাই উত্তম। যদি তাদের মাল

تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

তুখা-লিত্বুহুম্ ফাইখওয়া-নুকুম্ ; ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামুল্ মুফ্সিদা মিনাল্ মুস্বলিহ্ ; ওয়ালাও শা—আল্লা-হু

তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে দাও, তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন, কে অনিষ্টকারী আর কে কল্যাণকারী। আল্লাহ ইচ্ছা করলে

لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢١﴾ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ

লাআ'নাতাকুম ; ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্ হাকীম্। ২২১। ওয়া লা-তান্কিহুল্ মুশ্রিকা-তি হাত্তা- ইয়ু'মিন্না ;

তোমাদেরকে এ ব্যাপারে কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (২২১) মুশরিক মহিলাদেরকে ঈমান না আনা পর্যন্ত

وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ

ওয়ালাআমাতুম মু'মিনাতুন্ খাইরুম্ মিম্ মুশ্রিকাতিওঁ ওয়ালাও আ'জাবাত্কুম, ওয়ালা-তুন্কিহুল্ মুশ্রিকীনা

বিবাহ কর না। ঈমানদার দাসী মুশরিক নারী হতে উত্তম। যদিও মুশরিক নারী তোমাদের কাছে মনপুতঃ। আর ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক

حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ

হাত্তা- ইয়ু'মিনূ ; ওয়ালা 'আবদুম্ মু'মিনুন্ খাইরুম্ মিম্ মুশ্রিকিওঁ ওয়া লাও আ'জাবাকুম ; উলা—ইকা

পুরুষের সাথে তোমরা বিবাহ দিও না। মুমিন ক্রীতদাস মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, যদিও তোমাদের মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ

ইয়াদ'উনা ইলান্ না-র, ওয়াল্লা-হু ইয়াদ্'উ~ইলাল্ জান্নাতি ওয়াল্ মাগ্ফিরাতি বিইয্নিহ, ওয়া ইয়ুবাইয়্যিনু

জাহান্নামের দিকে ডাকে আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে ডাকেন। আর তিনি মানুষদেরকে

آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى

আ-য়া-তিহী লিন্না-সি লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন। ২২২। ওয়া ইয়াস্আলূনাকা 'আনিল্ মাহ্বীদ্ব ; কুল্ হুওয়া আযান্

তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (২২২) লোকেরা আপনাকে হায়েয (মহিলাদের ঋতু) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন,

২৭ ع ৫ ১১ রুকূ

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

ফা'তাযিলুন্ নিসা—আ ফিল্ মাহীদ্বি ওয়ালা-তাক্বরাবূহুন্না হাত্তা-ইয়াত্বহুর্না, ফাইযা-তাত্বাহ্হার্না-

তা অপবিত্র। সুতরাং তোমরা হায়েয অবস্থায় মহিলাদের থেকে আলাদা থাক এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। যখন তারা পবিত্র হবে

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

ফা'তূহুন্না মিন্ হাইছু আমারাকুমুল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুত্ তাওয়্যা-বীনা ওয়া ইয়ুহিব্বুল

তখন তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে আর পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে

الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ

মুতাত্বাহ্হিরীন্। ২২৩। নিসা—উকুম হারছুল্ লাকুম্ ফা'তূ হারছাকুম আন্না-শি'তুম্

ভালবাসেন। (২২৩) তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন কর। আর

وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

ওয়া ক্বাদ্দিমূ লিআন্ফুসিকুম ; ওয়াত্তাকুল্লা-হা ওয়া'লামূ~আন্নাকুম্ মুলা-কূহ ; ওয়া বাশ্শিরিল্ মু'মিনীন্।

তোমরা নিজেদের জন্য পূর্বেই কিছু কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই তোমরা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে এবং মুমিনগণকে সুসংবাদ দাও।

﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ

২২৪। ওয়ালা- তাজ্'আলুল্লা-হা 'উর্দ্বাতাল লিআইমা-নিকুম্ আন্ তাবাররূ ওয়াতাত্তাকূ ওয়া তুস্বলিহূ বাইনান্

(২২৪) তোমরা শপথের দ্বারা আল্লাহর নামকে প্রতিবন্ধক বানিয়ো না কল্যাণমূলক কাজ, পরহেজগারী ও মানুষের মধ্যে আপোস

النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

না-স ; ওয়াল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্। ২২৫। লা-ইয়ুআ-খিযুকুমুল্লা-হু বিল্লাগ্ওয়ি ফী~আইমা-নিকুম

ব্যাপারে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (২২৫) আল্লাহ তোমাদেরকে অর্থহীন শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না।

وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

ওয়ালা-কিঁই ইয়ুআ-খিযুকুম্ বিমা- কাসাবাত্ কুলূবুকুম্, ওয়াল্লা-হু গাফূরুন্ হালীম্।

কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরের কৃতসংকল্পের জন্য পাকড়াও করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মহা ধৈর্যশীল।

﴿٢٢٦﴾ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ

২২৬। লিল্লাযীনা ইয়ু'লূনা মিন্ নিসা—ইহিম্ তারাব্বুস্বু আরবা'আতি আশ্হুর, ফাইন্ ফা—উ ফাইন্নাল্লা-হা

(২২৬) যারা নিজ স্ত্রীদের কাছে গমন না করার কসম করে বসে, তাদের জন্য চার মাসের সুযোগ রয়েছে। অতঃপর তারা যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ

✪ টীকা (আঃ ২২২) ঃ হায়যের বিধান ঃ যৌবন প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের মাসিক রক্তস্রাবকে হায়েয বলে। এ সময় সহবাস, রোযা, নামায সব কিছু নিষিদ্ধ। সাধারণ নিয়মের বাইরে যে রক্তস্রাব হয়, সেটা রোগ বিশেষ। তখন সহবাস ও নামায, রোযা বৈধ। ইয়াহুদী ও অগ্নিপূজকরা রক্তস্রাবকালে স্ত্রীলোকের সাথে পানাহার ও এক ঘরে বসবাস অবৈধ মনে করত। অপর দিকে খ্রিস্টান সম্প্রদায় সহবাসও পরিহার করত না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলে এ আয়াত নাযিল হয়। তিনি এ সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন– রক্তস্রাবকালে স্ত্রী গমন হারাম। তবে তাদের সাথে পানাহার ও একত্রে বসবাস জায়েয। ইয়াহুদীদের বাড়াবাড়ি ও খ্রিস্টানদের শৈথিল্য উভয় প্রকার প্রান্তিকতা পরিত্যাজ্য। (তা ঃ উসমানী)

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ

গাফূরুর্ রাহ্বীম্ । ২২৭ । ওয়া ইন্ 'আযামুত্ব ত্বালা-ক্বা ফাইন্নাল্লা-হা সামী'উন্ 'আলীম । ২২৮ । ওয়াল্ মুত্বাল্লাক্বা-তু

ক্ষমাশীল ও দয়ালু । (২২৭) আর যদি তালাক দেয়ারই সিদ্ধান্ত নেয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ । (২২৮) তালাক প্রাপ্তা

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ

ইয়াতারাব্বাস্বনা বিআন্ফুসিহিন্না ছালা-ছাতা কুরূ—ই; ওয়ালা- ইয়াহ্বিল্লু লাহুন্না আইঁইয়াক্তুম্না মা- খালাক্বাল্লা-হু

স্ত্রীগণ তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে । আর তাদের জন্য বৈধ হবে না আল্লাহ যা তাদের গর্ভে সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা ।

فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ

ফী~আর্হ্বা-মিহিন্না ইন্ কুন্না ইয়ু'মিন্না বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খির ; ওয়া বু'উলাতুহুন্না আহ্বাক্কু

যদি তারা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে । আর তবে যদি তারা সংশোধনের ইচ্ছা পোষণ করে তাদের স্বামীগণই এ সময়ের মধ্যে তাদের ফিরিয়ে আনার

بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

বিরাদ্দিহিন্না ফী যা-লিকা ইন্ আরা-দূ~ইস্বলা-হ্বা ; ওয়া লাহুন্না মিছ্লুল্লাযী 'আলাইহিন্না

অধিক হকদার । স্ত্রীদের উপর পুরুষের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষের উপর

بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ الطَّلَاقُ

বিল্মা'রূফি ওয়া লিররিজ্বা-লি 'আলাইহিন্না দারাজ্বাহ ; ওয়াল্লা-হু 'আযীযুন্ হ্বাকীম্ । ২২৯ । আত্ত্বালা-ক্বু

ন্যায়সংগত । তবে তাদের (স্ত্রীদের) উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে । আল্লাহ তায়ালা মহা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ । (২২৯) তালাক (রেজঈ)

مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن

মার্রাতা-নি ফাইম্সা-কুম্ বিমা'রূফিন আও তাস্রীহুম্ বি ইহ্বসা-ন ; ওয়ালা- ইয়াহ্বিল্লু লাকুম্ আন্

দু' বার । অতঃপর হয় তাকে ন্যায়সংগতভাবে রেখে দিবে অথবা, সদয়ভাবে বর্জন করবে । আর তোমাদের জন্য বৈধ হবে না তোমরা

تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ

তা'খুযূ মিম্মা~আ-তাইতুমূহুন্না শাইআন্ ইল্লা~আইঁ ইয়াখা-ফা~আল্লা-ইয়ুক্বীমা হুদুদাল্লা-হ ;

যা কিছু স্ত্রীদেরকে দিয়েছ তা থেকে কিছুগ্রহণ করা । হাঁ, তবে যদি তারা উভয় আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে না পারার আশংকা করে ।

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

ফাইন্ খিফ্তুম্ আল্লা- ইয়ুক্বীমা- হুদূদাল্লা-হি ফালা-জুনা-হ্বা 'আলাইহিমা- ফীমাফ্ তাদাত্ বিহ;

অতএব তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা (উভয়) আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না । তাহলে স্ত্রী অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কিছু প্রদান করলে

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

তিল্কা হুদূদুল্লা-হি ফালা-তা'তাদূহা, ওয়া মাইঁ ইয়াতা'আদ্দা হুদূদাল্লা-হি ফাউলা—ইকা হুমুয্

তাতে উভয়ের কোন পাপ হবে না । এটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সীমারেখা । খবরদার! সীমা অতিক্রম কর না । আর যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে, তারাই

২৭
ع ৫
১১
রুকূ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

যা-লিমূন্ । ২৩০ । ফাইন্ ত্বাল্লাক্বাহা- ফালা- তাহ্বিল্লু লাহূ মিম্ বা'দু হ্বাত্তা- তান্কিহ্বা যাওজ্বান্ গাইরাহ ;

জালিম । (২৩০) অতঃপর যদি তাকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ না করা পর্যন্ত তার জন্য হালাল হবে না । অতঃপর যদি

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

ফাইন্ ত্বাল্লাক্বাহা- ফালা- জুনা-হ্বা 'আলাইহিমা~আইঁ ইয়াতারাজ্বা'আ~ইন্ যান্না~আইঁ ইয়ুক্বীমা- হুদূদাল্লা-হ ;

সে স্বামী তাকে তালাক দেয় আর তারা যদি উভয়ে মনে করে যে, আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কোন গুনাহ নেই ।

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ

ওয়া তিল্কা হুদূদুল্লা-হি ইয়ুবাইয়্যিনুহা- লিক্বাওমিঁই ইয়া'লামূন্ । ২৩১ । ওয়া ইযা- ত্বাল্লাক্বতুমুন্ নিসা—আ ফাবালাগ্না

এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সীমারেখা, যা তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করেন । (২৩১) যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও অতঃপর তারা সমাপ্ত

أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ

আজ্বালাহুন্না ফাআম্সিকূহুন্না বিমা'রূফিন আও সার্রিহূহুন্না বিমা'রূফ, ওয়ালা- তুম্সিকূহুন্না

করে নেয় তাদের ইদ্দতকাল । তখন হয় তোমরা ন্যায়সংগতভাবে তাদের রেখে দাও অথবা, শালীনতার সাথে বর্জন কর । আর ক্ষতি

ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ

দ্বিরা-রাল্ লিতা'তাদূ, ওয়া মাইঁ ইয়াফ'আল যা-লিকা ফাক্বাদ্ যালামা নাফ্সাহ ; ওয়ালা- তাত্তাখিযূ~আ- য়া-তিল্লা-হি

করে বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখ না । আর যে এরূপ করবে সে নিজের প্রতিই জুলুম করবে । আর তোমরা বানিয়ো না আল্লাহর নির্দেশকে

هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ

হুযুওয়াওঁ ওয়ায্কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম ওয়ামা~আন্যালা 'আলাইকুম্ মিনাল্ কিতা-বি

তামাশার বস্তু । তোমরা স্মরণ কর, আল্লাহ যে নিয়ামত তোমাদেরকে দান করেছেন সেগুলো । আর তোমাদের উপর যে কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন,

وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

ওয়াল্ হ্বিক্মাতি ইয়া'ইযুকুম্ বিহ ; ওয়াত্তাক্বুল্লা-হা ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাই ইন্ 'আলীম্ ।

যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন । আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর । জেনে রেখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয় ভালভাবে জানেন ।

তিন চতুর্থাংশ
২৯
ع ৩
১৩
রুকূ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ

২৩২ । ওয়া ইযা- ত্বাল্লাক্বতুমুন্ নিসা—আ ফাবালাগ্না আজ্বালাহুন্না ফালা- তা'দ্বুলূহুন্না আইঁ ইয়ান্কিহ্বনা

(২৩২) তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও, অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকাল সমাপ্ত করে, তখন তাদের বাধা দিও না তাদের পূর্ব

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ

আযওয়া-জ্বাহুন্না ইযা-তারা-দ্বাও বাইনাহুম্ বিলমা'রূফ ; যা-লিকা ইয়ু'আযু বিহী মান্ কা-না

স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে । যদি তারা ন্যায়সংগতভাবে উভয়ে রাজী থাকে । এর দ্বারা উপদেশ প্রদান করা হল তাকে, যে

مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ

মিনকুম্ ইয়ু'মিনু বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খির ; যা-লিকুম্ আযকা- লাকুম্ ওয়া আত্বহার ; ওয়াল্লা-হু
তোমাদের মধ্য হতে আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে। এতে রয়েছে তোমাদের জন্য অধিক পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা। আল্লাহ

يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

ইয়া'লামু ওয়া আন্তুম্ লা-তা'লামূন্। ২৩৩। ওয়াল্ ওয়া-লিদা-তু ইয়ুরদ্বি'না আওলা-দাহুন্না হ্বাওলাইনি কা-মিলাইনি
যা জানেন, তোমরা তা জান না। (২৩৩) জননীগণ স্বীয় সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে পূর্ণ দু' বছর,

لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

লিমান্ আরা-দা আই ইয়ুত্বিম্মার্ রাদ্বা-'আহ ; ওয়া 'আলাল মাওলূদি লাহূ রিযকুহুন্না ওয়া কিস্ওয়াতুহুন্না
যে দুধ পান করানোর মুদ্দত পূর্ণ করাতে চায়। আর জনকের উপর দায়িত্ব হলো সে জননীর খোর-পোষের যথাযথ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

বিল্মা'রূফ ; লা-তুকাল্লাফু নাফসুন্ ইল্লা- উস'আহা-, লা- তুদ্বা—ররা ওয়া-লিদাতুম্ বিওয়ালাদিহা-
ব্যবস্থা করবে। কাউকেই সাধ্যাতীত কষ্ট দেয়া যাবে না। মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং

وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا

ওয়ালা- মাওলূদুল্ লাহূ বিওয়ালাদিহী ওয়া 'আলাল্ ওয়া-রিছি মিছ্লু যা-লিক, ফাইন্ আরা-দা- ফিস্বা-লান্
পিতাকেও তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর উত্তরাধিকারীগণের উপরও অনুরূপ দায়িত্ব। যদি পিতা-মাতা

عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا

'আন্ তারা-দ্বিম্ মিন্হুমা- ওয়া তাশা-উরিন্ ফালা-জুনা-হ্বা 'আলাইহিমা; ওয়া ইন্ আরাদ্তুম্ আন্ তাস্তারদ্বি'উ~
উভয় পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দু' বছরের মধ্যেই দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তাতে উভয়ের কোন পাপ হবে না। আর তোমরা যদি চাও যে,

أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ

আওলা-দাকুম্ ফালা- জুনা-হ্বা 'আলাইকুম্ ইযা- সাল্লাম্তুম্ মা~আ-তাইতুম্ বিল্ মা'রূফ ;
তোমাদের সন্তানদেরকে কোন ধাত্রীর দ্বারা দুধ পান করাবে, তাতে কোন দোষ নেই, যদি তোমরা অর্পণ কর চুক্তিকৃত পাওনা বিধি মোতাবেক।

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ

ওয়াত্তাকুল্লা-হা ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা বিমা- তা'মালূনা বাস্বীর। ২৩৪। ওয়াল্লাযীনা ইয়ুতাওয়াফ্ফাওনা
আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করছেন। (২৩৪) তোমাদের মধ্য হতে যারা মৃত্যুবরণ করে

مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ

মিনকুম্ ওয়া ইয়াযারূনা আযওয়া-জাঁই ইয়াতারাব্বাস্না বি আনফুসিহিন্না আরবা'আতা আশ্হুরিঁও ওয়া 'আশ্রা,
এ অবস্থায় যে, তারা স্ত্রী রেখে যায়, সে স্ত্রীগণ নিজেকে বিরত রাখবে চার মাস দশদিন।

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

ফাইযা- বালাগ্না আজ্বালাহুন্না ফালা- জুনা-হ্বা 'আলাইকুম ফীমা- ফা'আল্না ফী~আনফুসিহিন্না বিল্ মা'রূফ ;
যখন তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ হবে তখন তাদের নিজেদের জন্য ন্যায়-নীতি ভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাতে কোন পাপ নেই।

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ

ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা খাবীর। ২৩৫। ওয়ালা- জুনা-হ্বা 'আলাইকুম্ ফীমা- 'আররাদ্বতুম বিহী মিন্ খিত্ববাতিন্
তোমরা যা কর আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে অবহিত। (২৩৫) তোমাদের কোন পাপ নেই, যদি তোমরা ইশারা ইংগিতে সে নারীদের বিবাহের প্রস্তাব দাও

النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ

নিসা—ই আও আকনানতুম ফী~আনফুসিকুম্; 'আলিমাল্লা-হু আন্নাকুম্ সাতায্কুরূনাহুন্না
অথবা নিজের অন্তরে গোপনে বিবাহের ইচ্ছা পোষণ কর। আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয় তোমরা অতিশীঘ্র স্মরণ করবে সে নারীদেরকে।

وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا

ওয়ালা- কিল্ লা-তুওয়া-'ইদূহুন্না সির্রান্ ইল্লা~আন্ তাকূলূ ক্বাওলাম মা'রূফা; ওয়ালা- তা'যিমূ
কিন্তু তোমরা গোপনে তাদের সাথে (বিবাহের) অঙ্গীকার কর না; হাঁ বিধি সম্মত কথাবার্তা বলতে পার। আর ইদ্দত শেষ হয়ে

عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

'উক্বদাতান্ নিকা-হ্বি হ্বাত্তা-ইয়াব্লুগাল্ কিতা-বু আজ্বালাহ ; ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা-ফী~
না যাওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা কর না। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন।

৩০ ع ৪ ১৪ রুকূ

أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن

আনফুসিকুম্ ফাহ্যারূহ, ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা গাফূরুন্ হ্বালীম্। ২৩৬। লা-জুনা-হ্বা 'আলাইকুম ইন
সুতরাং তাঁকে ভয় কর। আর একথাও জেনে রেখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং ধৈর্যশীল। (২৩৬) তোমাদের কোন অপরাধ নেই যদি

طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى

ত্বাল্লাক্বতুমুন্ নিসা—আ মা-লাম্ তামাস্সূহুন্না আও তাফরিদ্বূ লাহুন্না ফারীদ্বাতাওঁ ওয়া মাত্তি'উহুন্না, 'আলাল্
তোমরা তালাক দাও সে সকল স্ত্রীদেরকে যাদের তোমরা স্পর্শ করনি অথবা কোন মহর সাব্যস্ত করনি। আর তাদেরকে কিছু খরচ দিয়ে দিবে

الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

মূসি'ই ক্বাদারুহু ওয়া 'আলাল্ মুক্বতিরি ক্বাদারুহু, মাতা-'আম্ বিল্ মা'রূফ, হ্বাক্বক্বান্ 'আলাল্ মুহ্সিনীন্।
বিত্তবান তার শক্তি অনুযায়ী আর বিত্তহীন তার অবস্থানুযায়ী। আর এ খরচ হবে ন্যায়সংগত। আর এটা সৎকর্মশীলদের জন্য কর্তব্য।

﴿٢٣٦﴾ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

২৩৭। ওয়া ইন্ ত্বাল্লাক্বতুমূহুন্না মিন্ ক্বাবলি আন্ তামাস্সূহুন্না ওয়াক্বাদ্ ফারাদ্বতুম্ লাহুন্না ফারীদ্বাতান্
(২৩৭) আর যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও আর ধার্য করে থাক তাদের মহর। তখন নির্ধারিত মহরের

فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفوا الذي بيده عقدة النكاح

ফানিস্বফু মা-ফারাদ্বতুম্ ইল্লা~আঁই ইয়া'ফুনা আও ইয়া'ফুওয়াল্লাযী বিইয়াদিহী 'উক্বদাতুন নিকা-হ্ ;
অর্ধেক দিয়ে দিবে। হ্যাঁ, তবে যদি স্ত্রী ক্ষমা করে দেয় অথবা, বিবাহ বন্ধন যার হাতে রয়েছে (অর্থাৎ স্বামী) সে যদি ক্ষমা করে দেয়

وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما

ওয়া আন্ তা'ফূ~আক্বরাবু লিত্তাক্বওয়া; ওয়ালা- তানসাউল ফাদ্বলা বাইনাকুম্ ; ইন্নাল্লা-হা বিমা-
তা আলাদা কথা। আর ক্ষমা করে দেয়া হল পরহেজগারীর নিকটবর্তী। আর তোমরা পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুল না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয়

تعملون بصير ﴿٢٣٧﴾ حفظوا على الصلوت والصلوة الوسطى وقوموا لله

তা'মালূনা বাস্বীর। ২৩৮। হা-ফিজূ 'আলাস্ব স্বালাওয়া-তি ওয়াস্ব স্বালা-তিল্ উস্‌ত্বা- ওয়াকূমূ লিল্লা-হি
কাজ কর্ম দেখেন। (২৩৮) তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি এবং আল্লাহর সম্মুখে তোমরা বিনীতভাবে

قنتين ﴿٢٣٨﴾ فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما

ক্বা-নিতীন্। ২৩৯। ফাইন্ খিফ্‌তুম্ ফারিজা-লান্ আও রুক্‌বা-না, ফাইযা~আমিনতুম্ ফাযকুরুল্ লা-হা কামা-
দণ্ডায়মান হও। (২৩৯) আর যদি তোমরা আশংকা বোধ কর, তবে পদচারী অথবা সওয়ারী অবস্থায় (নামায পড়)। যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন স্মরণ কর

علمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴿٢٣٩﴾ والذين يتوفون منكم ويذرون

'আল্লামাকুম মা-লাম্ তাকূনূ তা'লামূন্। ২৪০। ওয়াল্লাযীনা ইয়ুতাওয়াফ্‌ফাওনা মিন্‌কুম্ ওয়া ইয়াযারূনা
আল্লাহকে। যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। (২৪০) তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করবে,

ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن

আযওয়াজাওঁ ওয়াস্বিয়্যাতাল্ লিআযওয়া-জিহিম্ মাতা-'আন্ ইলাল্ হ্বাওলি গাইরা ইখ্‌রা-জ্, ফাইন্ খারাজ্‌না
তারা যেন (মৃত্যু আসন্ন অবস্থায়) অসিয়ত করে যায় স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খোর-পোষের ব্যবস্থা করার জন্য।

فلا جناح عليكم في ما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز

ফালা-জুনা-হ্বা 'আলাইকুম ফী মা- ফা'আলনা ফী~আনফুসিহিন্না মিম্ মা'রূফ ; ওয়াল্লা-হু 'আযীযুন্
তবে যদি তারা (স্ত্রীগণ) নিজে দায়িত্বে বের হয়ে যায়, তবে ন্যায়সংগত ভাবে নিজেদের ব্যাপারে তারা যা ব্যবস্থা নিবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ

حكيم ﴿٢٤٠﴾ وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين ﴿٢٤١﴾ كذلك

হ্বাকীম। ২৪১। ওয়া লিল্ মুত্বাল্লাক্বা-তি মাতা-'উম্ বিল্ মা'রূফ ; হ্বাক্বক্বান্ 'আলাল্ মুত্তাক্বীন্। ২৪২। কাযা-লিকা
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৪১) তালাক প্রাপ্তাদেরকে প্রচলিত বিধি মোতাবেক খরচ দেয়া মুত্তাকীদের দায়িত্ব। (২৪২) এভাবে

يبين الله لكم ايته لعلكم تعقلون ﴿٢٤٢﴾ الم تر الى الذين خرجوا

ইয়ুবাইয়িনুল্লা-হু লাকুম আ-ইয়া-তিহী লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন্। ২৪৩। আলাম্ তারা ইলাল্ লাযীনা খারাজূ
আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তার বিধানসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (২৪৩) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা মৃত্যু ভয়ে

৩১ ১৫ রুকূ

من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم

মিন দিয়া-রিহিম্ ওয়া হুম্ উলূফুন্ হ্বাযারাল্ মাওত, ফাক্বা-লা লাহুমুল্লা-হু মূতূ, ছুম্মা
বেরিয়ে গিয়েছিল তাদের ঘর থেকে অথচ তারা (সংখ্যায় ছিল) হাজার হাজার, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বললেন, মরে যাও। অতঃপর আল্লাহ

احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون

আহ্বইয়া-হুম্ ; ইন্নাল্লা-হা লাযূ ফাদ্বলিন্ 'আলা-ন্ না-সি ওয়ালা-কিন্না আকছারান্ না-সি লা-ইয়াশকুরূন্।
তাদের জীবিত করলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপর অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর আদায় করে না।

﴿٢٤٣﴾ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم ﴿٢٤٤﴾ من ذا الذي

২৪৪। ওয়াক্বা-তিলূ ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা সামী'উন্ 'আলীম্। ২৪৫। মান্ যাল্লাযী
(২৪৪) তোমরা লড়াই কর আল্লাহর পথে এবং জেনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (২৪৫) এমন কে আছে যে

يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض

ইয়ুক্বরিদ্বুল্লা-হা ক্বার্‌দ্বান্ হ্বাসানান্ ফাইয়ুদ্বা-'ইফাহু লাহূ~আদ্ব'আ-ফান্ কাছীরাহ ; ওয়াল্লা-হু ইয়াক্ববিদ্বু
আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তাহলে আল্লাহ তাকে তা বহুগুণে বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহই কমান এবং প্রশস্ত করেন

ويبصط واليه ترجعون ﴿٢٤٥﴾ الم تر الى الملا من بني اسراءيل من

ওয়া ইয়াবস্বুত্বু, ওয়া-ইলাইহি তুরজ্বা'উন্। ২৪৬। আলাম্ তারা ইলাল্ মালাই মিম্ বানী~ইসরা—ঈলা মিম্
এবং (মৃত্যুর পর) তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (২৪৬) আপনি কি মূসার পরবর্তী সময়ে বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখেন নি?

بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

বা'দি মূসা। ইয্ ক্বা-লূ লিনাবিয়্যিল্ লাহুমুব্ 'আছ লানা- মালিকান্ নুক্বা-তিল্ ফী সাবীলিল্লা-হ্ ;
যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করুন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি।

قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما

ক্বা-লা হাল্ 'আসাইতুম্ ইন কুতিবা 'আলাইকুমুল্ ক্বিতা-লু আল্লা-তুক্বা-তিলূ ; ক্বা-লূ ওয়া মা-
তিনি বললেন, তোমাদের থেকে এ সম্ভাবনা আছে কি? যখন তোমাদেরকে হুকুম দেয়া হবে লড়াই করার জন্য; তখন তোমরা লড়াই করবে না? তারা বলল, আমরা

لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما

লানা~আল্লা- নুক্বা-তিলা ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়া ক্বাদ্ উখরিজ্‌না- মিন্ দিয়া-রিনা- ওয়া আব্‌না—ইনা; ফালাম্মা-
কেন আল্লাহর পথে লড়াই করব না? অথচ আমাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে আমাদের আবাসভূমি এবং আমাদের সন্তান সন্ততির কাছ থেকে। অতঃপর যখন

كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظلمين

কুতিবা 'আলাইহিমুল্ ক্বিতা-লু তাওয়াল্লাও ইল্লা- ক্বালীলাম্ মিন্‌হুম্ ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুম্ বিয্‌যা-লিমীন্।
তাদেরকে লড়াই করার হুকুম দেয়া হয়েছিল, তখন তাদের অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। আল্লাহ জালেমদেরকে ভালভাবেই জানেন।

وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ؕ قالوا انى

২৪৭। ওয়া ক্বা-লা লাহুম্ নাবিইয়্যুহুম্ ইন্নাল্লা-হা ক্বাদ্ বা'আছা লাকুম্ ত্বা-লূতা মালিকা ; ক্বা-লূ~আন্না-
(২৪৭) তাদের কাছে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তালূতকে বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল,

يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة

ইয়াকূনু লাহুল্ মুল্কু 'আলাইনা- ওয়া নাহ্নু আহ্বাক্বকু বিল্ মুল্কি মিন্হু ওয়ালাম্ ইয়ু'তা সা'আতাম
তার বাদশাহী আমাদের উপর কিভাবে হবে? বাদশাহ হবার অধিকার তার চেয়ে আমাদের বেশী। তাকে তো আর্থিক সচ্ছলতাও

من المال ؕ قال ان الله اصطفه عليكم وزاده بسطة فى العلم

মিনাল্ মা-ল ; ক্বা-লা ইন্নাল্লা-হাস্বত্বাফা-হু 'আলাইকুম ওয়াযা-দাহূ বাসত্বাতান ফিল্ 'ইল্মি
দেয়া হয়নি; নবী বললেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং আধিক্য দান করেছেন জ্ঞান ও দেহের

والجسم ؕ والله يؤتى ملكه من يشاء ؕ والله واسع عليم ﴿٢٤٨﴾ وقال

ওয়াল্ জিস্ম ; ওয়াল্লা-হু ইয়ু'তী মুল্কাহূ মাইঁ ইয়াশা—উ, ওয়াল্লা-হু ওয়া-সি'উন্ 'আলীম। ২৪৮। ওয়াক্বা-লা
দিক থেকে। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন তাকে বাদশাহী দান করেন। আল্লাহ প্রশস্ততা দানকারী ও সর্বজ্ঞ। (২৪৮) আর তাদের

لهم نبيهم ان اية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من

লাহুম্ নাবিইয়্যুহুম্ ইন্না আ-ইয়াতা মুল্কিহী~আইঁ ইয়া'তিয়াকুমুত্ তা-বূতু ফীহি সাকীনাতুম্ মির
নবী তাদেরকে বললেন, তার বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে একটি সিন্দুক আসবে, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের

ربكم وبقية مما ترك ال موسى وال هرون تحمله الملئكة ؕ ان

রাব্বিকুম্ ওয়া বাক্বিয়্যাতুম্ মিম্মা- তারাকা আ-লু মূসা- ওয়া আ-লু হা-রূনা তাহ্মিলুহুল্ মালা—ইকাহ ; ইন্না
রবের তরফ থেকে প্রশান্তি ; আর মূসা ও হারুনের বংশধরদের পরিত্যক্ত কিছু জিনিস। ফিরিশতারা সেটি বহন করে আনবে। যদি তোমরা মুমিন হও তবে নিশ্চয়ই

৩২ ع ৬ ১৬ রুকূ

فى ذلك لاية لكم ان كنتم مؤمنين ﴿٢٤٩﴾ فلما فصل طالوت بالجنود

ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লাকুম্ ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন্। ২৪৯। ফালাম্মা- ফাস্বালা ত্বা-লূতু বিল্ জুনূদি
এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য নিদর্শন। (২৪৯) অতঃপর যখন তালূত সৈন্যসহ বের হল, তখন সে

قال ان الله مبتليكم بنهر ج فمن شرب منه فليس منى ج ومن لم

ক্বা-লা ইন্নাল্লা-হা মুব্তালীকুম্ বিনাহার, ফামান্ শারিবা মিন্হু ফালাইসা মিন্নী, ওয়া মাল্ লাম্
বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে একটি নহর দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়।

✪ টীকা (আঃ ২৪৮) ঃ তাবূত (সিন্দুক) ঃ বনী ইসরাঈলগণের পুরুষানুক্রমে একটি সিন্দুক চলে আসছিল। তার ভিতর হযরত মূসা (আ) ও অন্যান্য নবীর স্মৃতি চিহ্ন রক্ষিত ছিল। বনী ঈসরাইল যুদ্ধ-বিগ্রহ কালে সিন্দুকটি সামনে রাখত। আল্লাহ তায়ালা তার বরকতে তাদেরকে বিজয় দান করতেন। জালূত যখন তাদের উপর বিজয়ী হয়; তখন সে এ সিন্দুকটিও সাথে নিয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তায়ালা যখন ইচ্ছা করলেন যে, এ সিন্দুকটি বনী ঈসরাইলের নিকট পৌঁছে দিবেন। তখন জালূত সেটি যেখানেই রাখত সেখানেই মহা-মারীসহ বিভিন্ন বিপদ দেখা দিত ; এভাবে পাঁচটি নগর জনশূন্য হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে সে দু'টি গরুর উপর সেটি চাপিয়ে দিল এবং গরু দু'টি হাঁকিয়ে দিল। ফিরিশতারা সে দু'টি হাঁকাতে হাঁকাতে তালুতের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে দিল। বনী ঈসরাইল সেটি দেখে তালুতের রাজত্বে বিশ্বাস স্থাপন করল।

يطعمه فانه منى الا من اغترف غرفة بيده ج فشربوا منه الا

ইয়াত্ব'আম্হু ফাইন্নাহূ মিন্নী~ইল্লা- মানিগ্তারাফা গুরফাতাম বিইয়াদিহ, ফাশারিবূ মিন্হু ইল্লা-
আর যে ব্যক্তি তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত। তবে যে ব্যক্তি তার হাত দ্বারা এক কোষ পান করবে সে অবশ্য দোষী হবে না। অতঃপর

قليلا منهم ؕ فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم

ক্বালীলাম্ মিন্হুম্, ফালাম্মা- জা-ওয়াযাহূ হুওয়া ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ ক্বা-লূ লা- ত্বা-ক্বাতা লানাল ইয়াওমা
অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত সবাই সে পানি পান করল। যখন তালূত এবং তার ঈমানদার সাথিরা নহর অতিক্রম করল, তখন তারা বলল,

بجالوت وجنوده ؕ قال الذين يظنون انهم ملقوا الله لا كم من فئة

বিজ্বা-লূতা ওয়া জুনূদিহ ; ক্বালাল্ লাযীনা ইয়াযুন্নূনা আন্নাহুম্ মুলা-ক্বুল্লা-হি কাম্ মিন্ ফিআতিন্
জালূত ও তার সৈন্য বাহিনীর সাথে লড়াই করার ক্ষমতা আজ আমাদের নেই। কিন্তু যাদের আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দৃঢ় ধারণা রয়েছে

قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ؕ والله مع الصبرين ﴿٢٥٠﴾ ولما

ক্বালীলাতিন গালাবাত্ ফিআতান্ কাছীরাতাম্ বিইয্নিল্লা-হ ; ওয়াল্লা-হু মা'আস্ব স্বা-বিরীন্। ২৫০। ওয়া লাম্মা-
তারা বলল, বহু ছোট ছোট দল বড় বড় দলের উপর আল্লাহর হুকুমে বিজয়ী হয়েছে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (২৫০) যখন তারা জালূত ও তার

برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا

বারাযূ লিজ্বা-লূতা ওয়া জুনূদিহী ক্বা-লূ রাব্বানা~'আফ্রিগ্ 'আলাইনা- স্বাব্রাওঁ ওয়া ছাব্বিত্ আক্বদা-মানা-
সৈন্য বাহিনীর মোকাবেলায় ময়দানে আসল, তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে ধৈর্য ধরার তাওফীক দান কর এবং আমাদের পা দৃঢ় রাখ

وانصرنا على القوم الكفرين ﴿٢٥١﴾ فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت

ওয়ানস্বুরনা- 'আলাল ক্বাওমিল্ কা-ফিরীন্। ২৫১। ফাহাযামূহুম্ বিইয্নিল্লা-হি ওয়া ক্বাতালা দা-উদু জ্বা-লূতা
এবং কাফিরদের মোকাবেলায় আমাদেরকে সাহায্য কর। (২৫১) অতঃপর তারা জালূত বাহিনীকে আল্লাহর হুকুমে পরাভূত করল এবং দাউদ জালূতকে

واته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ؕ ولولا دفع الله الناس

ওয়া আ-তা-হুল্লা-হুল্ মুল্কা ওয়াল্ হিক্মাতা ওয়া 'আল্লামাহূ মিম্মা- ইয়াশা—উ ; ওয়া লাওলা- দাফ'উল্লা-হিন্ না-সা
হত্যা করল। আল্লাহ তাঁকে [দাউদ (আ)-কে] রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং তাকে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষা দিলেন। যদি আল্লাহ মানুষদের

بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العلمين ○

বা'দ্বাহুম্ বিবা'দ্বিল্ লাফাসাদাতিল্ আরদ্বু ওয়া লা-কিন্নাল্লা-হা যূ ফাদ্বলিন্ 'আলাল্ 'আ-লামীন।
একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন; তবে গোটা পৃথিবী অবশ্যই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর উপর অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

﴿٢٥٢﴾ تلك ايت الله نتلوها عليك بالحق ؕ وانك لمن المرسلين ○

২৫২। তিল্কা আ-ইয়া-তুল্লা-হি নাত্লূহা- 'আলাইকা বিল্ হাক্বক্ব ; ওয়া ইন্নাকা লামিনাল মুর্সালীন।
(২৫২) এসমুদয় আল্লাহর নিদর্শন যা আমি যথাযথভাবে আপনার প্রতি পেশ করছি। নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

﴿٢٥٣﴾ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع

২৫৩। তিলকার রুসুলু ফাদ্বদ্বালনা- বা'দ্বাহুম 'আলা-বা'দ্ব। মিন্হুম্ মান্ কাল্লামাল্লা-হু ওয়া রাফা'আ
(২৫৩) এই রাসূলগণ এমন যে, আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যাঁর সাথে আল্লাহ

بعضهم درجت وآتينا عيسى ابن مريم البينت وايدنه بروح

বা'দ্বাহুম দারাজা-ত ; ওয়া আ-তাইনা- 'ঈসাব্না মারইয়ামাল বাইয়্যিনা-তি ওয়া আইয়্যাদ্না-হু বিরূহিল
কথা বলেছেন এবং কাউকে উন্নীত করেছেন সুউচ্চ মর্যাদায়; আমি মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি এবং আমি তাকে

القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم

কুদুস ; ওয়া লাও শা—আল্লা-হু মাক্বতাতা লাল্লাযীনা মিম্ বা'দিহিম্ মিম্ বা'দি মা- জ্বা—আত্ হুমুল
রূহুলকুদুস (জিবরাঈল) দ্বারা সাহায্য করেছি। আল্লাহ তায়ালা যদি ইচ্ছা করতেন তবে এসব নবীর পরবর্তী উম্মতরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার

البينت ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله

বাইয়্যিনা-তু ওয়া লা-কিনিখ্ তালাফূ ফামিন্হুম্ মান আ-মানা ওয়া মিন্হুম্ মান কাফার ; ওয়া লাও শা—আল্লা-হু
পরও পরস্পরে লড়াই করত না; কিন্তু তাদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হল। সুতরাং তাদের মধ্যে কতক ঈমান আনল আর কতক কুফরী করল; আল্লাহ

ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ﴿٢٥٤﴾ يايها الذين امنوا انفقوا مما

মাক্বতাতালূ ; ওয়া লা- কিন্নাল্লা-হা ইয়াফ'আলু মা- ইয়ুরীদ। ২৫৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ~আন্ফিকূ মিম্মা-
যদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা পরস্পরে লড়াই করত না; কিন্তু আল্লাহ তা-ই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। (২৫৪) হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে

رزقنكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة و

রাযাক্বনা-কুম্ মিন ক্বাব্লি আইঁ ইয়া'তিইয়া ইয়াওমুল্ লা-বাই'য়ুন ফীহি ওয়ালা- খুল্লাতুওঁ ওয়ালা- শাফা-'আহ ; ওয়াল
যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ কর সেদিন আসার পূর্বেই, যেদিন কোন বেচা-কেনা চলবেনা, বন্ধুত্ব থাকবে না এবং কোন সুপারিশও চলবে না। আর

الكفرون هم الظلمون ﴿٢٥٥﴾ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة

কা-ফিরূনা হুমুয্ যা-লিমূন। ২৫৫। আল্লা-হু লা~ইলা-হা ইল্লা- হুও, আল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যূম, লা- তা'খুযুহূ সিনাতুওঁ
কাফিররাই হল অত্যাচারী। (২৫৫) আল্লাহ এমন যে, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব এবং সংরক্ষণকারী। তাঁকে স্পর্শ

ولا نوم له ما في السموت وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده

ওয়া লা-নাওম ; লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্ আরদ্ব ; মান্ যাল্লাযী ইয়াশ্ফা'উ 'ইন্দাহূ~
করতে পারে না, তন্দ্রা ও নিদ্রা। আসমানে ও যমিনে যা কিছু রয়েছে সব তাঁরই; এমন কে আছে যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ

✪ টীকা (আঃ ২৫৫) ঃ আয়াতুল কুরছীর ফযীলত ঃ পবিত্র কুরআন মজীদের ৬৬৬৬ আয়াতের মধ্যে এ আয়াতটি (الله لا اله .... وهو العلى العظيم) সর্বাধিক ফযীলতময় ও গুরুত্বপূর্ণ। এ আয়াতটি হল আয়াতুল কুরছী। * যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরছী পাঠ করবে তার জন্য একমাত্র মওত ব্যতীত বেহেশতে প্রবেশ করার অন্য কোন বাধা থাকবে না। যথারীতি আয়াতুল কুরছী সে ব্যক্তিই পাঠ করে থাকে যে ব্যক্তি সৎ ও কল্যাণকামী এবং ইবাদাত গোজার। * যে ব্যক্তি শয়নকালে আয়াতুল কুরছী পাঠ করে আল্লাহ পাক তাকে, তার প্রতিবেশীকে ও তার প্রতিবেশীর প্রতিবেশীকে এবং তাদের আশে-পাশের সকল বসতি লোকদেরকে সহীহ সালামতে ও নিরাপদে রাখেন। * নিয়মিত আয়াতুর কুরছী পাঠ করলে জ্বিন-ভূতের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। (আজিঃ ছালেহীন)

৩ পারা ৯ ৩৩ ع ১ রুকূ

الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من

ইল্লা- বিইয্নিহ ; ইয়া'লামু মা- বাইনা আইদীহিম ওয়ামা- খালফাহুম, ওয়ালা- ইয়ুহীতূনা বিশাইইম মিন
করবে? তাদের সামনে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন এবং তারা তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না,

علمه الا بما شاء وسع كرسيه السموت والارض ولا يئوده

'ইলমিহী~ইল্লা- বিমা- শা—আ, ওয়া সি'আ কুরসিইয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব ; ওয়ালা- ইয়াউদুহূ
কিন্তু যে পরিমাণ তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর আসন গোটা আসমান ও যমিন পরিবেষ্টিত করে আছে। এ দু'টির (আসমান ও যমিন)

حفظهما وهو العلي العظيم ﴿٢٥٦﴾ لا اكراه في الدين قد تبين الرشد

হিফ্যুহুমা, ওয়া হুওয়াল্ 'আলিইয়্যুল 'আযীম। ২৫৬। লা~ইক্রা-হা ফিদ্ দীনি ক্বাত্ তাবাইয়্যানার রুশ্দু
রক্ষণা-বেক্ষণ তাঁর জন্য কষ্টকর নয়। তিনি সর্বোচ্চ ও সুমহান। (২৫৬) দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সঠিক পথ

من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

মিনাল গাইয়্যি, ফামাইঁ ইয়াক্ফুর বিত্ত্বা-গূতি ওয়াইয়ু'মিম বিল্লা-হি ফাক্বাদিস্ তামসাকা বিল 'উরওয়াতিল
ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি শয়তানকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে সে এমন এক শক্ত

الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ﴿٢٥٧﴾ الله ولي الذين امنوا

উছ্ক্বা- লানফিস্বা-মা লাহা-; ওয়াল্লা-হু সামী'উন 'আলীম। ২৫৭। আল্লা-হু ওয়ালিইয়্যুল্লাযীনা আ-মানূ
হাতল ধরল, যা কখনো ভাংগবার নয়; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২৫৭) আল্লাহ মুমিনদের বন্ধু। তিনি তাদেরকে (কুফরীর)

يخرجهم من الظلمت الى النور والذين كفروا اولئهم الطاغوت

ইয়ুখরিজুহুম মিনায্ যুলুমা-তি ইলান্ নূর ; ওয়াল্লাযীনা কাফারূ~আওলিয়া—উহুমুত্ত্বা-গূতু
অন্ধকার হতে বের করে আলোর (ইসলামের) দিকে নিয়ে আসেন। আর যারা কাফির তাদের বন্ধু শয়তান। এরা তাদেরকে

يخرجونهم من النور الى الظلمت اولئك اصحب النار هم فيها

ইয়ুখরিজূনাহুম মিনান নূরি ইলায্যুলুমা-ত; উলা—ইকা আস্হা-বুন্ না-র, হুম ফীহা-
আলো (ইসলাম) থেকে বের করে (কুফরীর) অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে অনন্তকাল

خلدون ﴿٢٥٨﴾ الم تر الى الذي حاج ابرهم في ربه ان اته الله

খা-লিদূন। ২৫৮। আলাম্ তারা ইলাল্লাযী হা—জ্জা ইব্রা-হীমা ফী রাব্বিহী~আন আ-তা-হুল্লা-হুল
থাকবে। (২৫৮) আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেননি, যে হযরত ইব্রাহীমের সাথে তার প্রভু সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল; যেহেতু আল্লাহ

✪ শানে নুযূল (আঃ ২৫৬) ঃ لا اكراه فى الدين - ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বন্ধ্যা স্ত্রীরা সন্তান প্রার্থনা করে বলত যে, যদি ছেলে পেলে হয়; তবে তা ইয়াহুদীদের হাতে সমর্পণ করব। এভাবে ইয়াহুদীদের বনু নযীর গোত্রের নিকট অনেক সন্তান জমা হয়ে যায়। অতঃপর মদীনাবাসীরা মুসলমান হয়ে গেলে বনূ নযীরদের নিকট হতে তাদের সন্তানদেরকে এনে মুসলমান করার ইচ্ছা করে। তখন তাদেরকে এর থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালাও এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাঃ ইবনে কাছীর)

৩৪ ع ৪ ২ রুকূ

الْمُلْكَ ۘ إِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۙ قَالَ أَنَا أُحْيِي

মুল্ক। ইয্ ক্বা-লা ইব্রা-হীমু রাব্বিইয়াল্লাযী ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ক্বা-লা আনা উহ্য়ী

তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। যখন ইবরাহীম বললেন, আমার প্রতিপালক এমন যে, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; সে (নমরূদ) বলল, আমিও

وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرٰهِيمُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا

ওয়া উমীত ; ক্বা-লা ইব্রা-হীমু ফাইন্নাল্লা-হা ইয়া'তী বিশ্ শামসি মিনাল মাশ্রিক্বি ফা'তি বিহা-

জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সূর্যকে (দৈনিক) পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি তাকে

مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ۚ

মিনাল মাগরিবি ফাবুহিতাল্লাযী কাফার ; ওয়াল্লা-হু লা-ইয়াহ্দিল ক্বাওমায্ যা-লিমীন।

পশ্চিম দিক থেকে উদয় কর। তখন সে কাফির হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আর আল্লাহ তায়ালা জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَنّٰى يُحْيِي

২৫৯। আও কাল্লাযী মার্রা 'আলা- ক্বারইয়াতিওঁ ওয়া হিয়া খা-ওয়িয়াতুন 'আলা- 'উরূশিহা, ক্বা-লা আন্না- ইয়ুহ্য়ী

(২৫৯) বা আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেননি, যে ব্যক্তি এমন একটি জনপদ অতিক্রম করছিল যে, সেখানকার বাড়িঘরগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে বলল,

هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ

হা-যিহিল্লা-হু বা'দা মাওতিহা-, ফা আমা-তাহুল্লা-হু মিআতা 'আ-মিন ছুম্মা বা'আছাহ ; ক্বা-লা কাম লাবিছ্তা ;

মৃত্যুর পর কিভাবে আল্লাহ তায়ালা একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাকে একশ' বছর মৃত রাখলেন। অতঃপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন।

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلٰى

ক্বা-লা লাবিছ্তু ইয়াওমান আও বা'দ্বা ইয়াওম ; ক্বা-লা 'বাল্ লাবিছ্তা মিআতা 'আ-মিন ফান্যুর ইলা-

আল্লাহ বললেন, তুমি এ অবস্থায় কতদিন ছিলে? সে বলল, আমি একদিন অথবা তার চেয়ে কিছু কম সময়। তিনি বললেন, না, বরং তুমি একশ' বছর এ অবস্থায়

طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ إِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ

ত্বা'আ-মিকা ওয়াশারা-বিকা লাম ইয়াতাসান্নাহ, ওয়ানযুর ইলা- হ্বিমা-রিকা ওয়া লিনাজ্'আলাকা আ-ইয়াতাল্ লিন্না-সি

কাটিয়েছ। তুমি তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে তাকাও, সেগুলো নষ্ট হয়নি। আর তোমার গাধার প্রতি নজর কর, কারণ, আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য নিদর্শন

وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۙ قَالَ

ওয়ানযুর ইলাল 'ইজ্বা-মি কাইফা নুন্শিযুহা- ছুম্মা নাক্সূহা- লাহ্মা- ; ফালাম্মা- তাবাইয়্যানা লাহূ ক্বা-লা

স্বরূপ বানাব। আর (গাধার) হাড্ডিগুলোর দিকে নজর কর, আমি এগুলোকে কিভাবে সংযোজন করি এবং তার উপর গোশত দিয়ে আবৃত করি। যখন তার নিকট এটা

أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ أَرِنِي

আ'লামু আন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। ২৬০। ওয়া ইয্ ক্বা-লা ইব্রা-হীমু রাব্বি আরিনী

সুস্পষ্ট হল, তখন সে বলল, আমি জানি নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (২৬০) যখন ইবরাহীম (আ) বললেন, হে আমার রব!

كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ

কাইফা তুহ্য়িল মাওতা-; ক্বা-লা আওয়ালাম তু'মিন্ ; ক্বা-লা বালা- ওয়ালা-কিল্ লিইয়াত্বমাইন্না

কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর তা আমাকে দেখাও। আল্লাহ বললেন, তুমি কি এর প্রতি বিশ্বাস কর না? সে বলল, হাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করি– তবে এটা দেখতে

قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ

ক্বালবী ; ক্বা-লা ফাখুয্ আরবা'আতাম মিনাত্বত্বাইরি ফাস্বুর্হুন্না ইলাইকা ছুম্মাজ্'আল 'আলা- কুল্লি

চাই শুধু আমার আত্মার তৃপ্তির জন্য। আল্লাহ বললেন, তুমি চারটি পাখী লও এবং সেগুলো পোষ মানিয়ে নাও। অতঃপর সেগুলোর এক

جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ

জ্বাবালিম্ মিনহুন্না জুয্আন্ ছুম্মাদ'উহুন্না ইয়া'তীনাকা সা'ইয়া- ; ওয়া'লাম আন্নাল্লা-হা 'আযীযুন

একটি টুকরা এক এক পাহাড়ে রেখে আস। অতঃপর সেগুলোকে ডাক, তারা তোমার নিকট ছুটে চলে আসবে। জেনে রাখ আল্লাহ

حَكِيمٌ ۝ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

হাকীম। ২৬১। মাছালুল্ লাযীনা ইয়ুন্ফিক্বূনা আমওয়া-লাহুম ফী সাবীলিল্লা-হি কামাছালি হ্বাব্বাতিন

পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৬১) যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত হল একটি শস্য বীজের মত,

৩৫ ৪৩ ৩ রুকূ

أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ

আম্বাতাত সাব'আ সানা-বিলা ফী কুল্লি সুম্বুলাতিম্ মিআতু হ্বাব্বাহ ; ওয়াল্লা-হু ইয়ুদ্বা-'ইফু লিমাই ইয়াশা—উ;

যা সাতটি শীষ জন্ম দেয়। প্রতিটি শীষে একশটি শস্য দানা হয়। আর আল্লাহ যাকে চান বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ

ওয়াল্লা-হু ওয়া-সি'উন 'আলীম। ২৬২। আল্লাযীনা ইয়ুন্ফিক্বূনা আমওয়া-লাহুম ফী সাবীলিল্লা-হি ছুম্মা লা-ইয়ুত্বি'ঊনা

আল্লাহ প্রশস্ততা দানকারী, সর্বজ্ঞ। (২৬২) যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা বলে

مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

মা~আনফাক্বূ মান্নাওঁ ওয়ালা ~আযাল্ লাহুম আজ্রুহুম 'ইন্দা রাব্বিহিম, ওয়ালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম

বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে প্রতিদান (সওয়াব) এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা

يَحْزَنُونَ ۝ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ

ইয়াহ্যানূন। ২৬৩। ক্বাওলুম মা'রূফুওঁ ওয়া মাগ্ফিরাতুন খাইরুম্ মিন স্বাদাক্বাতিঈঁ ইয়াতবা'উহা~আযা- ;

চিন্তিতও হবে না। (২৬৩) সুন্দর কথা বলে দেয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন সে দান অপেক্ষা উত্তম যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয়।

وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ

ওয়াল্লা-হু গানিইয়্যুন হ্বালীম। ২৬৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা—তুব্ত্বিলূ স্বাদাক্বা-তিকুম্ বিল মান্নি

আল্লাহ মহাবিত্তশালী ও ধৈর্যশীল। (২৬৪) হে মুমিনগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে

وَالْاَذٰى لا كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

ওয়াল আযা- কাল্লাযী ইয়ুন্‌ফিক্ব মা- লাহূ রিআ—আন্ না-সি ওয়ালা- ইয়ু'মিনু বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল

সে ব্যক্তির মত নষ্ট কর না, যে শুধু মানুষদেরকে দেখানোর জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি

الْاٰخِرِ ط فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ط

আ-খির ; ফামাছালুহূ কামাছালি স্বাফ্‌ওয়া-নিন 'আলাইহি তুরা-বুন ফাআস্বা-বাহূ ওয়া-বিলুন্ ফাতারাকাহূ স্বালদা- ;

বিশ্বাস রাখে না, তার দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত, যার উপর কিছু মাটি পড়ে আছে। অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হল,

لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

লা- ইয়াক্বদিরূনা 'আলা- শাইইম মিম্মা- কাসাবূ ; ওয়াল্লা-হু লা- ইয়াহ্‌দিল ক্বাওমাল কা-ফিরীন।

অতঃপর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা যা উপার্জন করেছে কিছুই হস্তগত হবে না। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

۝٢٦٥ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ

২৬৫। ওয়া মাছালুল্ লাযীনা ইয়ুনফিকূনা আমওয়া-লাহুমুব্‌তিগা—আ মারদ্বা-তিল্লা-হি ওয়াতাছ্‌বীতাম্ মিন

(২৬৫) আর যারা স্বীয় সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নিজ আত্মাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যয় করে তাদের উদাহরণ হল,

اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ج فَاِنْ لَّمْ

আন্‌ফুসিহিম কামাছালি জ্বান্নাতিম্ বিরাব্‌ওয়াতিন্ আস্বা-বাহা- ওয়া-বিলুন্ ফাআ-তাত্ উকুলাহা- দ্বি'ফাইন, ফাইল্লাম

কোন উঁচু জায়গায় একটি বাগান, যাতে প্রবল বৃষ্টি হল, ফলে সে বাগান দ্বিগুণ ফলমূল দান করে। আর যদি প্রবল বৃষ্টি নাও

يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٢٦٦ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ

ইয়ুস্বিব্‌হা- ওয়া-বিলুন্ ফাত্বাল্‌ল ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা বাস্বীর। ২৬৬। আইয়াওয়াদ্দু আহাদুকুম আন্ তাকূনা

হয়, তবে হালকা বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ সব কিছু ভালভাবে দেখেন। (২৬৬) তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করে যে,

لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لا لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ

লাহূ জ্বান্নাতুম্ মিন নাখীলিওঁ ওয়া আ'না-বিন তাজ্বরী মিন তাহ্‌তিহাল আনহা-রু লাহূ ফীহা- মিন কুল্লিছ্

তার খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান হবে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত এবং সে বাগানে সব ধরনের ফলমূল থাকবে এবং সে

الثَّمَرٰتِ لا وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ صلے فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيْهِ

ছামারা-তি ওয়া আস্বা-বাহুল কিবারু ওয়া লাহূ যুররিইয়্যাতুন দ্বু'আফা—উ, ফাআস্বা-বাহা~ই'স্বারুন ফীহি

বার্ধক্যে উপনীত হবে এবং তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল (আয় করতে অক্ষম), অতঃপর সে বাগানে একটি ঘূর্ণিঝড় আপতিত হবে যাতে

✪ টীকা (আঃ ২৬৫) ঃ প্রবল বৃষ্টি বলতে প্রচুর দান এবং হাল্কা বৃষ্টি বলতে সামান্য দান বুঝান হয়েছে। ফলকথা, জমি উর্বর হলে যেমন কোন অবস্থাতেই শস্য নষ্ট হয় না তদ্রূপ এখলাছ থাকলে অর্থাৎ, লোক দেখানো উদ্দেশ্য না থাকলে দান নষ্ট হয় না। (মুঃ কোঃ)

✪ শানে নুযূল (আঃ ২৬৬) ঃ যারা লোক দেখানো উদ্দেশ্যে দান করে কিংবা দান করে দানের খোটা বা অনুযোগ দিয়ে প্রার্থীর মনে কষ্ট দেয়, তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি যৌবনকালে বাগান রচনা করেছে বার্ধক্যে ভোগ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ফল খাওয়ার সময় আসলে দেখা গেল, বাগান জ্বলে ভষ্মিভূত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, উপরোক্তরূপ দাতাও দানের ফল আখেরাতে ভোগ করবে বলে আশায় রয়েছে। কিন্তু নিয়ত ভাল না থাকায় তার দানের সওয়াব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আখেরাতে ফল ভোগ করার সময় কিছুই পাবে না। (মুঃ কোঃ)

সূরা বাক্বারাহ্ ঃ ২ নূরানী বাংলা উচ্চারণ ক্বোরআন শরীফ তিলকার রুসুলু ঃ ৩

৩৬ ع ৬ 8 রুকূ

نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

না-রুন ফাহ্‌তারাক্বাত ; কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুমুল আ-ইয়া-তি লা'আল্লাকুম তাতাফাক্কারূন।

আগুন রয়েছে, ফলে বাগানটি জ্বলে যাবে? এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা চিন্তা ভাবনা করতে পার।

۝٢٦٧ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ

২৬৭। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~আন্‌ফিকূ মিন ত্বাইয়্যিবা-তি মা-কাসাবতুম ওয়া মিম্মা~আখ্‌রাজ্বনা- লাকুম

(২৬৭) হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি তোমাদের জন্য যমীন থেকে যা উৎপন্ন করি, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট

مِّنَ الْاَرْضِ ص وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ

মিনাল আরদ্বি, ওয়া লা- তাইয়াম্মামুল খাবীছা মিন্‌হু তুন্‌ফিকূনা ওয়া লাস্‌তুম বিআ-খিযীহি ইল্লা~

তা ব্যয় কর। আর নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয়ের সংকল্প কর না। অথচ তোমরা তা কখনো গ্রহণ করবে না, চোখ বন্ধ করা

اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۝٢٦٨ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

আন তুগমিদ্বূ ফীহ ; ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা গানিইয়্যুন হ্বামীদ। ২৬৮। আশ্ শাইত্বা-নু ইয়া'ইদুকুমুল ফাক্বরা

ব্যতীত। আর জেনে রাখ, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং

وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

ওয়া ইয়া'মুরুকুম বিল ফাহশা—ই, ওয়াল্লা-হু ইয়া'ইদুকুম মাগফিরাতাম্ মিনহু ওয়া ফাদ্বলা- ; ওয়াল্লা-হু ওয়া-সি'উন 'আলীম।

অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

۝٢٦٩ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ ج وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ط

২৬৯। ইয়ু'তিল হ্বিক্‌মাতা মাইঁ ইয়াশা—উ, ওয়া মাইঁ ইয়ু'তাল হ্বিকমাতা ফাক্বাদ উতিয়া খাইরান কাছীরা-;

(২৬৯) আল্লাহ যাকে চান তাকে হিকমত দান করেন আর যাকে হিকমত প্রদান করা হল তাকে অশেষ কল্যাণ দান করা হল।

وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٢٧٠ وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ

ওয়া মা- ইয়ায্‌যাক্‌কারু ইল্লা~উলুল আলবা-ব। ২৭০। ওয়া মা~আন্‌ফাক্বতুম্ মিন্ নাফাক্বাতিন্ আও নাযার্‌তুম্ মিন্

এবং জ্ঞানীগণ ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। (২৭০) আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর অথবা মানত কর

نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝٢٧١ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ

নায্‌রিন্ ফাইন্নাল্লা-হা ইয়া'লামুহ ; ওয়া মা- লিয্ব যা-লিমীনা মিন্ আনস্বা-র। ২৭১। ইন্ তুব্‌দুস্ব স্বাদাক্বা-তি

নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয় অবগত আছেন। আর জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তা উত্তম, আর

فَنِعِمَّا هِىَ ج وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ

ফা নি'ইম্‌মা- হিয়, ওয়া ইন তুখ্‌ফূহা- ওয়া তু'তূহাল ফুক্বারা—আ ফাহুওয়া খাইরুল্‌লাকুম; ওয়া ইয়ুকাফ্‌ফিরু 'আনকুম

যদি তা গোপনে দান কর এবং দরিদ্রদের দাও; তবে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম। আল্লাহ (এর দ্বারা) মিটিয়ে দিবেন তোমাদের

مِنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ

মিন্ সাইয়্যিআ-তিকুম ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা খাবীর। ২৭২। লাইসা 'আলাইকা হুদা-হুম ওয়া লা-কিন্নাল্লা-হা

কিছু গুনাহ। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন। (২৭২) তাদের হিদায়াতের দায়িত্ব আপনার উপর নয় বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন

يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ

ইয়াহ্দী মাইঁ ইয়াশা—উ ; ওয়া মা- তুন্‌ফিক্বূ মিন খাইরিন ফালিআন্‌ফুসিকুম ; ওয়া মা- তুন্‌ফিক্বূনা ইল্লাব্‌তিগা—আ

তাকে হিদায়াত দান করেন। আর তোমরা উত্তম বস্তু থেকে যা কিছু ব্যয় কর তা তোমাদের নিজের জন্যই। আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া ব্যয়

وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٢﴾ لِلْفُقَرَآءِ

ওয়াজ্‌হিল্লা-হ্ ; ওয়া মা- তুন্‌ফিক্বূ মিন খাইরিঁই ইয়ুওয়াফ্‌ফা ইলাইকুম ওয়া আন্তুম লা-তুয্‌লামূন। ২৭৩। লিল্ ফুক্বারা—ইল্

কর না। আর উত্তম বস্তু হতে যা তোমরা ব্যয় করবে তার সওয়াব পুরাপুরি তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (২৭৩) দান প্রকৃত

الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ

লাযীনা উহ্‌স্বিরূ ফী সাবীলিল্লা-হি লা-ইয়াস্তাত্বী'উনা দ্বার্‌বান ফিল্ আরদ্বি ইয়াহ্‌সাবুহুমুল

সে সব অভাবীদের জন্য, যারা নিজেদেরকে আবদ্ধ করেছে আল্লাহর পথে যারা দেশময় (জীবিকা উপার্জনের জন্য) ঘুরাফিরা করতে সক্ষম হয় না, আর কারো কাছে

الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ

জ্বা-হিলু আগ্‌নিইয়া—আ মিনাত্ তা'আফ্‌ফুফ, তা'রিফুহুম বিসীমা-হুম, লা-ইয়াস্‌আলূনান্ না-সা ইলহ্বা-ফা,

কিছু না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে ধনী মনে করে। অবশ্য আপনি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবেন। তারা মানুষদেরকে আকড়িয়ে ধরে কিছু চায় না।

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢٧٣﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ

ওয়া মা- তুন্‌ফিক্বূ মিন খাইরিন ফাইন্নাল্‌লা-হা বিহী 'আলীম। ২৭৪। আল্লাযীনা ইয়ুন্‌ফিক্বূনা আমওয়া-লাহুম বিল্ লাইলি

আর তোমরা উত্তম বস্তু থেকে যা ব্যয় কর, আল্লাহ অবশ্য সে সম্পর্কে অবগত আছেন। (২৭৪) যারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয়

وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

ওয়ান্নাহা-রি সির্‌রাওঁ ওয়া 'আলা-নিইয়াতান ফালাহুম আজ্‌রুহুম 'ইন্দা রাব্বিহিম, ওয়া লা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়া লা-হুম

করে রাতে ও দিনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে, তাদের জন্য রয়েছে সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই

يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٤﴾ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ

ইয়াহ্‌যানূন। ২৭৫। আল্লাযীনা ইয়া'কুলূনার্ রিবা- লা-ইয়াক্বূমূনা ইল্লা- কামা-ইয়াক্বূমুল্ লাযী

এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (২৭৫) যারা সুদ গ্রহণ করে, তারা (কিয়ামতে) সে ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হবে, যাকে

✪ টীকা (আঃ ২৭৩) ঃ রাসূলে কারীম (সা) যখন হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় গেলেন, তখন কতক মুসলমান দ্বীনি তা'লীমের উদ্দেশ্যে আর কতক মুসলমান কাফেরদের ভয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হন। তারা নিঃসম্বল নিরাশ্রয় অবস্থায় "মসজিদে নববী" অর্থাৎ রাসূলের তৈরী মদীনার মসজিদে অবস্থান করতেন এবং মদীনার আনছার সমাজের দান খয়রাতের উপর তাদের দিনগুজরান হত। তারা পরদেশী ছিলেন বলে অন্নবস্ত্রের অসহনীয় কষ্ট ছিল। কিন্তু তারা কারো কাছে মুখ ফুটিয়ে কিছু চাইতেন না। তারাই "আছহাবে ছুফ্‌ফাহ" নামে অভিহিত। ছুফ্‌ফা অর্থ– "চবুতরা" (চাতাল)। তাদের জন্য মসজিদে নববীর একদিকে কাঁচা চবুতরার ন্যায় তৈরী করে খেজুরের পাতা দ্বারা ছায়াযুক্ত করে দেয়া হয়। এতেই তারা উঠা-বসা করতেন।

সূরা বাক্বারাহ্ ঃ ২ নূরানী বাংলা উচ্চারণ ক্বোরআন শরীফ তিলকার্ রুসুলু ঃ ৩

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ

ইয়াতাখাব্বাত্বুহুশ্ শাইত্বা-নু মিনাল মাস্‌স; যা-লিকা বিআন্নাহুম ক্বা-লূ~ইন্নামাল বাই'উ মিছ্‌লুর্ রিবা-,

শয়তান স্পর্শ (আসর) করার দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। কারণ, তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই।

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى

ওয়া আহাল্‌লাল্লা-হুল বাই'আ ওয়া হার্‌রামার্ রিবা; ফামান জ্বা—আহূ মাও'ইযাতুম্ মির্ রাব্বিহী ফান্তাহা-

অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল ও সুদকে হারাম করে দিয়েছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে অনন্তর সে বিরত রয়েছে,

فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا

ফালাহূ মা-সালাফ ; ওয়া আমরুহূ~ইলাল্লা-হ্; ওয়া মান 'আ-দা ফাউলা—ইকা আস্বহা-বুন্ না-র; হুম ফীহা-

তবে পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার, এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহর উপর ন্যস্ত। আর যারা তা পুনরায় করবে, তারাই জাহান্নামী হবে,

خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ

খা-লিদূন। ২৭৬। ইয়াম্‌হাক্বুল্লা-হুর্ রিবা- ওয়া ইয়ুর্‌বিস্ব স্বাদাক্বা-ত ; ওয়াল্লা-হু লা-ইয়ুহ্বিব্বু কুল্লা-

সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (২৭৬) আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সাদকাকে বৃদ্ধি করেন; আর আল্লাহ ভালবাসেন না

كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا

কাফ্‌ফা-রিন আছীম। ২৭৭। ইন্নাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ওয়া আক্বা-মুস্ব স্বালা-তা ওয়া আ-তাউয

কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। (২৭৭) যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, সালাত কায়েম করেছে এবং

الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

যাকা-তা লাহুম আজ্‌রুহুম 'ইন্দা রাব্বিহিম, ওয়ালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্‌যানূন।

যাকাত আদায় করেছে তাদের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে; তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

﴿٢٧٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوۤا اِنْ كُنْتُمْ

২৭৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুত্‌তাক্বুল্লা-হা ওয়া যারূ মা- বাক্বিয়া মিনার রিবা~ইন কুন্তুম

(২৭৮) হে ঈমানদারগণ। আল্লাহকে ভয় কর। আর সুদের যা বকেয়া রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমানদার

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ

মু'মিনীন। ২৭৯। ফাইল্‌লাম তাফ'আলূ ফা'যানূ বিহ্বার্‌বিম্ মিনাল্লা-হি ওয়া রাসূলিহ, ওয়া ইন্ তুব্‌তুম

হও। (২৭৯) যদি তোমরা ছেড়ে না দাও, তবে তোমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে

فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ

ফালাকুম রুউসু আমওয়া-লিকুম, লা- তায্বলিমূনা ওয়ালা-তুয্বলামূন। ২৮০। ওয়া ইন্ কা-না যূ 'উস্‌রাতিন্

তোমাদের মূলধন তোমরা পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি জুলুম কর না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। (২৮০) আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে

فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾ وَاتَّقُوا

ফানাযিরাতুন ইলা- মাইসারাহ ; ওয়া আন্ তাস্বাদ্দাক্বূ খাইরুল্লাকুম ইন কুন্তুম তা'লামূন । ২৮১ । ওয়াত্তাক্বূ
সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সুযোগ দেয়া উচিত। আর যদি তাদের মাফ করে দাও তবে তা তোমার জন্য উত্তম। যদি তোমরা জানতে পারতে। (২৮১) আর সে দিনকে ভয়

৩৮ ع ৮ ৬ রুকূ

يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

ইয়াওমান্ তুরজা'উনা ফীহি ইলাল্লা-হ; ছুম্মা তুওয়াফ্ফা- কুল্লু নাফসিম্ মা- কাসাবাত ওয়া হুম লা- ইয়ুয্বলামূন।
কর যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পুরাপুরি বিনিময় প্রদান করা হবে এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না।

﴿٢٨٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

২৮২। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আমানূ~ইযা- তাদা-ইয়ান্তুম বিদাইনিন ইলা~আজ্বালিম মুসাম্মান্ ফাক্তুবূহ ;
(২৮২) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা একে অপরের সাথে ঋণের নির্ধারিত সময়ের জন্য লেনদেন কর তখন তা লিখে রাখ।

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

ওয়াল্ ইয়াকতুব্ বাইনাকুম কা-তিবুম্ বিল 'আদলি ওয়া লা- ইয়া'বা কা-তিবুন আঁই ইয়াক্তুবা কামা- 'আল্লামাহু ল্লা-হু
তোমাদের মধ্যে লেখক যেন যথাযথভাবে লিখে দেয়। আর লেখক যেন লিখে দিতে অস্বীকার না করে। যেরূপ আল্লাহ তাকে (লিখা) শিক্ষা

فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ

ফালইয়াকতুব্, ওয়াল্ ইয়ুম্লিলিল্লাযী 'আলাইহিল হ্বাক্কু ওয়াল ইয়াত্তাক্বিল্লা-হা রাব্বাহূ ওয়া লা- ইয়াব্খাস
দিয়েছেন, তার উচিত সে যেন লিখে দেয়। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং সে যেন তার প্রভু আল্লাহকে ভয় করে এবং

مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ

মিনহু শাইআ ; ফাইন্ কা-নাল্লাযী 'আলাইহিল হ্বাক্কু সাফীহান আও দ্বা'ঈফান আও লা- ইয়াস্তাত্বী'উ আঁই
সে যেন তা থেকে বিন্দুমাত্রও না কমায়। ঋণগ্রহীতা যদি বোকা অথবা, দুর্বল অথবা, লিখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়,

يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ

ইয়ুমিল্লা হুওয়া ফালইয়ুমলিল্ ওয়া লিইয়্যুহূ বিল 'আদল ; ওয়াস্তাশ্হিদূ শাহীদাইনি মির রিজ্বা-লিকুম,
তখন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে তা লিখাবে। আর পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী রাখবে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়,

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

ফাইল্ লাম ইয়াকূনা- রাজুলাইনি ফারাজুলুঁও ওয়াম্‌রাআতা-নি মিম্মান তারদ্বাওনা মিনাশ্ শুহাদা—ই আন্ তাদ্বিল্লা
তবে একজন পুরুষ এবং দু'জন স্ত্রীলোক। ঐ সাক্ষীদের মধ্য হতে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর। স্ত্রীলোকের মধ্যে

إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ

ইহ্বদা-হুমা ফাতুযাক্কিরা ইহ্বদা-হুমাল উখরা ; ওয়ালা- ইয়া'বাশ্ শুহাদা—উ ইযা- মা- দু'উ ;
কোন একজন ভুলে গেলে; অন্যজন তা স্মরণ করিয়ে দিবে এবং স্বাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে।

সূরা বাক্বারাহ্ ঃ ২ নূরানী বাংলা উচ্চারণ ক্বোরআন শরীফ তিলকার রুসুলু ঃ ৩

وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ

ওয়া লা- তাস্আমূ~আন্ তাক্তুবূহু স্বাগীরান্ আও কাবীরান ইলা~আজ্বালিহ্ ; যা-লিকুম আক্বসাত্বু
(লেনদেন) ছোট হোক বা বড় হোক, তার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তা লিখতে অলসতা কর না। আল্লাহর নিকট এটা অতি ন্যায়

عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

'ইন্দাল্লা-হি ওয়া আক্বওয়ামু লিশ্শাহা-দাতি ওয়া আদনা~আল্লা- তারতাবূ~ইল্লা~আন তাকূনা তিজ্বা-রাতান হ্বা-দ্বিরাতান
সংগত এবং সাক্ষ্যের জন্য দৃঢ়তর এবং পারস্পরিক সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকার এটাই ন্যূনতম পথ। কিন্তু যদি কারবার নগদ

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا

তুদীরূনাহা- বাইনাকুম ফালাইসা 'আলাইকুম জুনা-হুন আল্লা- তাকতুবূহা ; ওয়া আশহিদূ~ইযা-
হয় পরস্পরে হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তোমরা পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখবে

تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ

তাবা-ইয়া'তুম, ওয়া লা- ইয়ুদ্বা—র্রা কা-তিবুঁও ওয়া লা- শাহীদ ; ওয়া ইন্ তাফ'আলূ ফাইন্নাহূ ফুসূকুম্ বিকুম ;
এবং ক্ষতিগ্রস্ত কর না কোন লিখককে এবং সাক্ষীকে। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা তোমাদের জন্য অবশ্যই পাপ হবে।

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ

ওয়াত্তাক্বুল্লা-হ ; ওয়াইয়ু'আল্লিমুকুমুল্লা-হ ; ওয়াল্লা-হু বিকুল্লি শাইইন 'আলীম। ২৮৩। ওয়া ইন কুন্তুম 'আলা- সাফারিওঁ
আর আল্লাহকে ভয় কর। তিনিই তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জানেন। (২৮৩) আর যদি তোমরা সফরে থাক

وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

ওয়া লাম তাজ্বিদূ কা-তিবান্ ফারিহা-নুম্ মাক্ববূদ্বাহ ; ফাইন আমিনা বা'দ্বুকুম বা'দ্বান ফাল্ ইয়ুআদ্দিল্ লাযী'
এবং সেখানে কোন লেখক না পাও; তবে বন্ধকী বস্তু নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত, যদি একে অন্যকে বিশ্বাস কর। তবে যাকে বিশ্বাস করা হয় তার

اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

তুমিনা আমা-নাতাহূ ওয়াল্ ইয়াত্তাক্বিল্লা-হা রাব্বাহ ; ওয়া লা-তাক্তুমুশ্ শাহা-দাহ ; ওয়া মাইঁ ইয়াক্তুম্হা-
উচিত, সে যেন আমানত ফেরৎ দেয় এবং স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন কর না। যে ব্যক্তি তা

৩৯ ع ২ ৭ রুকূ

فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٤﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

ফাইন্নাহূ~আ-ছিমুন ক্বালবুহ ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা 'আলীম। ২৮৪। লিল্লা-হি মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা-ফিল
গোপন করবে তার অন্তর হবে পাপপূর্ণ। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। (২৮৪) আসমানে এবং যমিনে যা কিছু

✪ **টীকা (আঃ ২৮৩) ঃ** এ আয়াত থেকে এ বিধান নির্গত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হবে তাকে ঋণ আদায়ের জন্যে যথেষ্ট সময় দেয়ার জন্যে ইসলামী আদালত ঋণ দাতাকে বাধ্য করবে। কোন কোন অবস্থায় আদালত সম্পূর্ণ ঋণ কিংবা তার অংশবিশেষ একেবারে মাফ করে দেয়ারও অধিকারী হবে। ফিকহবিদগণ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন- ব্যক্তির থাকার ঘর, খাবারের পাত্র, পরণের কাপড় এবং যেসব হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি দ্বারা সে জীবিকা উপার্জন করে, কোন অবস্থাতেই তা ক্রোক করা যাবে না। ✪ **টীকা (আঃ ২৮৩) ঃ** এ প্রকারের কর্জকে কর্জদাতার 'আমানত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কর্জদাতা কর্জ গ্রহীতার প্রতি আস্থা স্থাপন করেই যখন কর্জ দিয়েছে, তদবস্থায় তা যেন তার কাছে আমানতই রাখা হয়েছে।

الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

আরদ্ব ; ওয়া ইন তুব্দূ মা-ফী~আন্ফুসিকুম আও তুখ্ফূহু ইয়ুহা-সিব্কুম বিহিল্লা-হ ;

আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা যদি প্রকাশ কর অথবা তা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে তার

فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ۝

ফাইয়াগ্ফিরু লিমাইঁ ইয়াশা—উ ওয়া ইয়ু'আয্যিবু মাইঁ ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।

হিসাব নিবেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

۝٢٨٥ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله

২৮৫। আ-মানার্ রাসূলু বিমা~উন্যিলা ইলাইহি মির্ রাব্বিহী ওয়াল্ মু'মিনূন ; কুল্লুন আ-মানা বিল্লা-হি

(২৮৫) রাসূল বিশ্বাস রাখেন তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর। আর মুমিনগণও সকলেই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি এবং

وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا

ওয়া মালা—ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহ; লা-নুফার্রিকু বাইনা আহ্বাদিম্ মির রুসুলিহ ; ওয়া ক্বা-লূ

তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। এ মর্মে যে, আমরা রাসূলগণের মধ্যে কাউকে পার্থক্য করি না এবং তারা বলে

سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ۝٢٨٦ لا يكلف الله نفسا

সামি'না- ওয়া আত্বা'না, গুফ্রা-নাকা রাব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাস্বীর। ২৮৬। লা-ইয়ুকাল্লিফুল্লা-হু নাফ্সান

আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৮৬) আল্লাহ কাউকে

إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا

ইল্লা- উস'আহা-; লাহা- মা- কাসাবাত ওয়া 'আলাইহা- মাকতাসাবাত ; রাব্বানা- লা-তুআ-খিয্না~ইন্ নাসীনা~

তার সাধ্যাতীত আদেশ চাপিয়ে দেন না। সে যা কিছুই উপার্জন করবে তা তারই; এবং সে যা কিছু মন্দ উপার্জন করবে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের প্রতিপালক!

أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا

আও আখ্ত্বা'না- রাব্বানা- ওয়ালা- তাহ্মিল 'আলাইনা~ইস্বরান কামা- হ্বামাল্তাহূ 'আলাল্ লাযীনা মিন ক্বাব্লিনা-,

যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি, তুমি আমাদেরকে পাকড়াও কর না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন বোঝা অর্পণ কর না যেমন অর্পণ করেছিলে

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا

রাব্বানা- ওয়া লা- তুহ্বাম্মিলনা- মা-লা- ত্বা-ক্বাতা লানা- বিহ্, ওয়া'ফু 'আন্না-; ওয়াগ্ফিরলানা-;

আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব ভার দিও না, যে ভার বইতে শক্তি আমাদের নেই। আমাদের অপরাধ মার্জনা

وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ۝

ওয়ার্হামনা-; আন্তা মাওলা-না- ফানস্বুর্না- 'আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন।

কর এবং আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের বন্ধু। সুতরাং তুমি আমাদের কাফির সম্প্রদায়ের উপর জয়যুক্ত কর।

৪০ ع ৮ রুকূ

সূরা আ-লে 'ইমরান
মাদানী

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২০০
রুকূ ঃ ২০

۝١ الم ۝٢ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ۝٣ نزل عليك الكتاب

১। আলিফ লা—ম মী—ম। ২। আল্লা-হু লা ~ ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হ্বাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম। ৩। নায্যালা 'আলাইকাল কিতা-বা

(১) আলিফ, লা-ম, মী-ম। (২) আল্লাহ তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। (৩) তিনি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব (কুরআন)

بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل ۝٤ من قبل

বিল হ্বাক্বক্বি মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইহি ওয়া আন্যালাত তাওরা-তা ওয়াল ইনজ্বীল। ৪। মিন ক্বাবলু

অবতীর্ণ করেছেন যা সত্যায়নকারী তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের এবং তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত এবং ইনজীল, (৪) এ কিতাবের পূর্বে

هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم

হুদাল্ লিন্না-সি ওয়া আন্যালাল ফুরক্বা-ন ; ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি লাহুম

মানব জাতির হিদায়াতের জন্য; তিনি ফোরকান (সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ

عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ۝٥ إن الله لا يخفى عليه شيء

'আযা-বুন শাদীদ ; ওয়াল্লা-হু 'আযীযুন্ যুন্তিক্বা-ম। ৫। ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়াখ্ফা- 'আলাইহি শাইউন

অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৫) নিশ্চয় আসমান ও

في الأرض ولا في السماء ۝٦ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء

ফিল আরদ্বি ওয়া লা- ফিস সামা—ই। ৬। হুওয়াল্ লাযী ইয়ুস্বাওয়িরুকুম ফিল আর্হ্বা-মি কাইফা ইয়াশা—উ ;

যমিনের কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়। (৬) তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।

لا إله إلا هو العزيز الحكيم ۝٧ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল 'আযীযুল হ্বাকীম। ৭। হুওয়াল্লাযী~আন্যালা 'আলাইকাল কিতা-বা মিন্হু

তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (৭) তিনিই আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم

আ-ইয়া-তুম্ মুহ্বকামা-তুন হুন্না উম্মুল কিতা-বি ওয়া উখারু মুতাশা-বিহা-ত ; ফাআম্মাল্ লাযীনা ফী ক্বুলূবিহিম

যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট। সেগুলোই কিতাবের মৌল বিষয়। আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ অর্থাৎ তার অর্থ জ্ঞাত নয়। সুতরাং যাদের অন্তরে

✪ টীকা (আঃ ৭) ঃ ...... ربنا لا تزغ قلوبنا – আসমা বিনতে ইয়াযীদ বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহকে (স) জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্তরে কি পরিবর্তন হয়? তিনি বললেন, হাঁ, প্রত্যেক মানুষের অন্তর আল্লাহ তায়ালার দু'টি কুদরতী অংগুলির মধ্যে বিদ্যমান। তিনি ইচ্ছা করলে উহা স্থির রাখেন আর ইচ্ছা করলে উহা পরিবর্তন করে দেন। আর আমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ! একবার যখন আমাদেরকে হিদায়াতের আলো দান করেছ, এরপর আমাদের অন্তর আর সত্য বিমুখ কর না। আমরা তোমার দয়া প্রার্থনা করি। তুমি যে পরম দাতা। (তাঃ ইবনে কাছীর)

زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ج وما يعلم

যাইগুন্ ফাইয়াত্তাবি'ঊনা মা- তাশা-বাহা মিনহুব্ তিগা—আল ফিত্নাতি ওয়াব্তিগা—আ তা'বীলিহ, ওয়া মা- ইয়া'লামু

বক্রতা আছে তারা বিপর্যয় সৃষ্টি এবং ভুল ব্যাখ্যা সন্ধানের উদ্দেশ্যে অস্পষ্ট আয়াতসমূহের অনুসরণ করে। অথচ তার ব্যাখ্যা

تاويله الا الله م والرسخون في العلم يقولون امنا به لا كل من

তা'বীলাহূ~ইল্লাল্লা-হ। ওয়ার্ রা-সিখূনা ফিল 'ইলমি ইয়াকূলূনা আ-মান্না- বিহী কুল্লুম্ মিন

আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর যারা (ধর্মীয়) জ্ঞানে পরিপক্ক তারা বলে, আমরা এর উপরে ঈমান এনেছি। এসবই আমাদের

عند ربنا ج وما يذكر الا اولوا الالباب ⑦ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد

'ইন্দি রাব্বিনা-, ওয়া মা- ইয়ায্যাক্কারু ইল্লা~উলুল আল্বা-ব। ৮। রাব্বানা- লা- তুযিগ্ কুলূবানা- বা'দা

প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত। আর জ্ঞানীগণ ছাড়া অন্য কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। (৮) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের হিদায়াত দানের পর

اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ج انك انت الوهاب ⑧ ربنا انك

ইয্ হাদাইতানা- ওয়া হাব্লানা- মিল্লাদুনকা রাহ্মাহ, ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হা-ব। ৯। রাব্বানা~ইন্নাকা

আমাদের অন্তরসমূহে বক্রতা সৃষ্টি কর না এবং আমাদের উপর তোমার তরফ থেকে রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমি মহা দাতা। (৯) হে আমাদের প্রতিপালক!

جامع الناس ليوم لا ريب فيه ط ان الله لا يخلف الميعاد ⑨ ان الذين

জ্বা-মি'উন্ না-সি লিইয়াওমিল লা-রাইবা ফীহ ; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুখ্লিফুল মী'আ-দ। ১০। ইন্নাল্ লাযীনা

নিশ্চয়ই তুমি সকল মানুষকে একদিন একত্রিত করবে, যাতে কোন সন্দেহ নেই (হাশরের দিন)। নিশ্চয় আল্লাহ ভংগ করেন না অঙ্গীকার, (১০) যারা কুফরী

كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا ط واولئك هم

কাফারূ লান্ তুগ্নিয়া 'আনহুম আম্ওয়া-লুহুম ওয়া লা~আওলা-দুহুম্ মিনাল্লা-হি শাইআ- ; ওয়া উলা—ইকা হুম

করে তাদের ধন-সম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই উপকারে আসবে না আল্লাহর নিকট এবং তারাই হবে

وقود النار ⑩ كداب ال فرعون لا والذين من قبلهم ط كذبوا باياتنا ج

ওয়া কূদুন্ না-র। ১১। কাদা'বি আ-লি ফির'আওনা ওয়াল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম ; কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-,

জাহান্নামের ইন্ধন। (১১) এদের স্বভাব ফেরআউন বংশধর এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায়। তারা আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

فاخذهم الله بذنوبهم ط والله شديد العقاب ⑪ قل للذين كفروا

ফাআখাযাহুমুল্লা-হু বিযুনূবিহিম ; ওয়াল্লা-হু শাদীদুল 'ইক্বা-ব। ১২। কুল্ লিল্লাযীনা কাফারূ

অতঃপর আল্লাহ তাদের গুনাহের কারণে তাদের পাকড়াও করলেন। আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা। (১২) হে নবী! আপনি কাফিরদেরকে বলে দিন, অতিশীঘ্র তোমরা

ستغلبون وتحشرون الى جهنم ط وبئس المهاد ⑫ قد كان لكم اية

সাতুগ্লাবূনা ওয়া তুহ্শারূনা ইলা- জ্বাহান্নাম ; ওয়া বি'সাল মিহা-দ। ১৩। ক্বাদ কা-না লাকুম আ-ইয়াতুন্

(মুসলমানদের হাতে) পরাভূত হবে এবং জাহান্নামে তোমাদেরকে একত্র করা হবে, আর সেটি (জাহান্নাম) কতই নিকৃষ্ট স্থান। (১৩) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য

في فئتين التقتا ط فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم

ফী ফিআতাইনিল তাক্বাতা-; ফিআতুন্ তুক্বা-তিলু ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়া উখ্রা- কা-ফিরাতুই ইয়ারাওনাহুম

নিদর্শন রয়েছে সে দু'টি দলের মধ্যে, যারা পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল, একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল (মুসলমান), আর অন্য দল ছিল কাফির। তারা

مثليهم راي العين ط والله يؤيد بنصره من يشاء ط ان في ذلك لعبرة

মিছ্লাইহিম রা'ইয়াল 'আইন ; ওয়াল্লা-হু ইয়ুআইয়্যিদু বিনাস্বরিহী মাইঁ ইয়াশা—উ ; ইন্না ফী যা-লিকা লা'ইব্রাতাল

তাদেরকে চাক্ষুষ দৃষ্টিতে নিজেদের দ্বিগুণ দেখতে ছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এতে

لاولي الابصار ⑬ زين للناس حب الشهوت من النساء والبنين

লিউলিল আব্স্বা-র। ১৪। যুইয়্যিনা লিন্না-সি হুব্বুশ্ শাহাওয়া-তি মিনান্ নিসা—ই ওয়াল্ বানীনা

চক্ষুষ্মানদের জন্য রয়েছে উপদেশ। (১৪) মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির কাম্য বস্তুসামগ্রী। যেমন– নারী, সন্তানাদী,

والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام

ওয়াল্ ক্বানা-ত্বীরিল মুক্বান্ত্বারাতি মিনায্ যাহাবি ওয়াল্ ফিদ্বদ্বাতি ওয়াল খাইলিল মুসাওয়্যামাতি ওয়াল আন'আ-মি

রাশিকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামার।

والحرث ط ذلك متاع الحيوة الدنيا ج والله عنده حسن الماب ○

ওয়াল হ্বার্ছ ; যা-লিকা মাতা-'উল হ্বায়া-তিদ্ দুন্ইয়া, ওয়াল্লা-হু 'ইন্দাহূ হুস্নুল মাআ-ব।

এগুলো পার্থিব জীবনের ভোগ্য সামগ্রী এবং আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।

⑭ قل اؤنبئكم بخير من ذلكم ط للذين اتقوا عند ربهم جنت تجري

১৫। কুল আউনাব্বিউকুম বিখাইরিম্ মিন্ যা-লিকুম ; লিল্লাযীনাত্ তাক্বাও 'ইন্দা রাব্বিহিম জ্বান্না-তুন তাজ্বরী

(১৫) হে নবী! আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব এগুলোর চেয়েও উত্তম বস্তুর? (তবে শুন) যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের

من تحتها الانهر خلدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله ط

মিন্ তাহ্তিহাল আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা- ওয়া আয্ওয়া-জুম মুত্বাহ্হারাতুওঁ ওয়া রিদ্বওয়া-নুম্ মিনাল্লা-হ ;

প্রতিপালকের নিকট জান্নাত, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। সেখানে তারা সর্বদা থাকবে। আর তাদের জন্য রয়েছে পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।

والله بصير بالعباد ⑮ الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا

ওয়াল্লা-হু বাস্বীরুম্ বিল'ইবা-দ। ১৬। আল্লাযীনা ইয়াকূলূনা রাব্বানা~ইন্নানা~আ-মান্না- ফাগ্ফিরলানা- যুনূবানা-

আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। (১৬) যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা কর

وقنا عذاب النار ⑯ الصبرين والصدقين والقنتين والمنفقين

ওয়া ক্বিনা- 'আযা-বান্ না-র। ১৭। আস্বস্বা-বিরীনা ওয়াস্বস্বা-দিক্বীনা ওয়াল্ ক্বা-নিতীনা ওয়াল মুন্ফিক্বীনা

এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। (১৭) তারাই ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, (আল্লাহর পথে) ব্যয়কারী এবং

والمستغفرين بالاسحار ﴿١٨﴾ شهد الله انه لا اله الا هو والملئكة واولوا

ওয়াল মুস্তাগ্‌ফিরীনা বিল আসহ্বা-র। ১৮। শাহিদাল্লা-হু আন্নাহূ লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ওয়াল মালা—ইকাতু ওয়া উলুল

শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (১৮) আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। ফিরিশতাগণও এবং ন্যায়-নিষ্ঠ

العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ﴿١٩﴾ ان الدين عند الله

'ইলমি ক্বা—ইমাম্ বিল ক্বিস্‌ত্ব ; লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল 'আযীযুল হ্বাকীম। ১৯। ইন্নাদ্ দীনা 'ইন্দাল্লা-হিল

জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৯) নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত

الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتب الا من بعد ما جاءهم

ইসলা-ম ; ওয়া মাখ্‌তালাফাল্ লাযীনা উতুল কিতা-বা ইল্লা- মিম্ বা'দি মা- জ্বা—আহুমুল

দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। আহলে কিতাবগণ তাদের নিকট প্রমাণ আসার পরও ইসলাম সম্পর্কে মতভেদ করেছে। আর এটা শুধু

العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايت الله فان الله سريع الحساب

'ইল্‌মু বাগ্‌ইয়াম্ বাইনাহুম; ওয়া মাইঁ ইয়াক্‌ফুর বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ফাইন্নাল্লা-হা সারী'উল হ্বিসা-ব।

(মুসলমানদের প্রতি) তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ বশতঃ। আর যে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا ﴿٢٠﴾

২০। ফাইন হ্বা—জ্জূকা ফাক্বুল আস্‌লামতু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লা-হি ওয়া মানিত্ তাবা'আন ; ওয়া ক্বুল্ লিল্লাযীনা উতুল

(২০) এরপরও যদি তারা আপনার সাথে বিতর্ক করে; তবে আপনি বলে দিন, আমি এবং আমার অনুসারীগণ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। আর যাদের

الكتب والاميين ءاسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما

কিতা-বা ওয়াল্ উম্মিইয়্যীনা আআস্‌লামতুম ; ফাইন আস্‌লামূ ফাক্বাদিহ্ তাদাও, ওয়া ইন তাওয়াল্লাও ফাইন্নামা-

কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং নিরক্ষরদেরকে বলে দিন, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে তারা হিদায়াতের পথ পাবে;

عليك البلغ والله بصير بالعباد ﴿٢١﴾ ان الذين يكفرون بايت الله

'আলাইকাল বালা-গ ; ওয়াল্লা-হু বাস্বীরুম বিল 'ইবা-দ। ২১। ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াক্‌ফুরূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি

আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার দায়িত্ব শুধু (আল্লাহর বাণী সকলের কাছে) পৌছে দেয়া। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। (২১) নিশ্চয়ই যারা

ويقتلون النبين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس

ওয়া ইয়াক্বতুলূনান্ নাবিইয়্যনা বিগাইরি হ্বাক্বক্বিওঁ ওয়া ইয়াক্বতুলূনাল্‌লাযীনা ইয়া'মুরূনা বিল্ ক্বিসত্বি মিনান্ না-সি

আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে, এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করে এবং এমন মানুষদেরকে হত্যা করে, যারা ন্যায় পরায়ণতার নির্দেশ দেয়

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৯) ঃ কালবী (র) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) যখন মদীনায় গিয়ে স্থায়ী হন, তখন শাম দেশ থেকে দুজন পন্ডিত ব্যক্তি মদীনায় আগমন করে। তারা মদীনায় এসে রাসূল (স)-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সম্পর্কে অবগত হয়ে রাসূল (স)-এর কাছে এসে প্রশ্ন করে, 'আপনি কি মুহাম্মাদ (স)! রাসূল (স) বলেন, হ্যাঁ। তারা আবার জিজ্ঞেস করে, আপনিই কি আহমদ? রাসূল (স) বলেন, হ্যাঁ, তারপর তারা বলে. আমরা আপনাকে 'সাক্ষ্য' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব।' আপনি আমাদেরকে সে সম্পর্কে অবগত করতে পরলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনে আপনাকে সত্যায়ন করব। রাসূল (স) বলেন, তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস কর। তারা বলল, বলূন দেখি সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য কি? তখনই এ আয়াত নাযিল হলে তারা মুসলমান হয়ে যায়। (কুরতুবী)

فبشرهم بعذاب اليم ﴿٢١﴾ اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا

ফাবাশ্‌শিরহুম্ বি'আযা-বিন আলীম। ২২। উলা—ইকাল্ লাযীনা হ্বাবিত্বাত্ আ'মা-লুহুম ফিদ্ দুনইয়া-

আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২২) এসব লোক (এমন যে), তাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হবে ইহ ও পরকালে

والاخرة وما لهم من نصرين ﴿٢٢﴾ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من

ওয়াল আ-খিরাহ; ওয়া মা- লাহুম মিন্ না-স্বিরীন। ২৩। আলাম্ তারা ইলাল লাযীনা উতূ নাস্বীবাম্ মিনাল্

এবং তাদের কোন সাহায্যকারী হবে না। (২৩) [হে মুহাম্মদ (স)] আপনি কি দেখেননি, এসব লোকদেরকে? যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিল

الكتب يدعون الى كتب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم

কিতা-বি ইয়ুদ'আওনা ইলা- কিতা-বিল্লা-হি লিয়াহ্বকুমা বাইনাহুম ছুম্মা ইয়াতাওয়াল্লা- ফারীকুম্ মিনহুম

এবং তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল, যাতে কিতাব তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়। অতঃপর তাদের মধ্যে একটি দল তা অস্বীকার করে মুখ

وهم معرضون ﴿٢٣﴾ ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودت

ওয়া হুম্ মু'রিদ্বূন। ২৪। যা-লিকা বিআন্নাহুম ক্বা-লূ লান্ তামাস্‌সানান্ না-রু ইল্লা~আইঁ ইয়্যা-মাম্ মা'দূদা-ত,

ফিরিয়ে নেয়। (২৪) তা এ কারণে যে, তারা বলে, জাহান্নামের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না, তবে হাতে গোণা কয়েকটি দিন (স্পর্শ করতে পারে)। তাদের মনগড়া

وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ﴿٢٤﴾ فكيف اذا جمعنهم ليوم لا ريب

ওয়া গার্‌রাহুম্ ফী দীনিহিম্ মা- কা-নূ ইয়াফ্‌তারূন। ২৫। ফাকাইফা ইযা- জ্বামা'না-হুম লিইয়াওমিল্ লা-রাইবা

ধারণা দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে ধোকায় ফেলেছে। (২৫) তাদের অবস্থা কেমন হবে? যেদিন আমি তাদেরকে একত্রিত করব, যে দিনের ব্যাপারে কোন

فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴿٢٥﴾ قل اللهم ملك

ফীহ, ওয়া উফ্‌ফিয়াত কুল্লু নাফ্‌সিম্ মা- কাসাবাত ওয়া হুম লা- ইয়ুয্বলামূন। ২৬। কুলিল্লা-হুম্মা মা-লিকাল

প্রকার সন্দেহ নেই এবং (সেদিন) প্রত্যেককে তাদের (পার্থিব জীবনের) কৃত কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। (২৬) [হে মুহাম্মদ (স)]

الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء

মুল্‌কি তু'তিল মুলকা মান তাশা—উ ওয়া তান্‌যি'উল মুলকা মিম্ মান্ তাশা—উ, ওয়া তু'ইযযু মান্ তাশা—উ

আপনি বলুন, হে আল্লাহ! তুমিই সমগ্র জগতের মালিক। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর। আর যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও।

وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ﴿٢٦﴾ تولج اليل

ওয়া তুযিল্‌লু মান্ তাশা—উ ; বিইয়াদিকাল খাইর ; ইন্নাকা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ২৭। তূলিজুল্ লাইলা

যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মান দাও, যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর। তোমার (কুদরতী) হাতেই কল্যাণ, নিশ্চয়ই তুমি সকল ব্যাপারে সর্ব ক্ষমতার অধিকারী। (২৭) এবং রাতকে

✪ শানে নুযূল (আঃ ২৩) ঃ একদা হুযূর (সা) ইহুদীদিগকে বললেন, তোমরা ঈমান আন। ইহুদীরা বলল, আমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের আলেমদেরকে নিয়ে ধর্ম সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে বাহাছ করব। হুযূর (সা) বললেন, তাহলে সে আয়াতগুলোও নিয়ে এসো যাতে আমার সম্বন্ধে বিবরণ রয়েছে। কিন্তু তারা সেই আয়াতগুলোও আনল না এবং ঈমানও আনল না। এ সম্বন্ধেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। (মুঃ কোঃ)

✪ শানে নুযূল (আঃ ২৫) ঃ ইহুদীরা তওরাত অনুযায়ী আমল করত না এবং নির্ভয়ে গুনাহের কাজ করত। কেননা, তাদের পূর্ব-পুরুষগণ বলে গেছে যে, 'আমরা শত দিনের বেশী দোযখের শাস্তি ভোগ করব না। আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব (আ), তাঁর পিতা ও দাদা আমাদিগকে দোযখ হতে মুক্ত করে নিবেন,' এরা তাই বিশ্বাস করত। আল্লাহ তা'আলা এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

ফিন্ নাহা-রি ওয়া তূলিজুন্নাহা-রা ফিল্লাইল, ওয়া তুখ্রিজুল হ্বাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি
প্রবিষ্ট কর দিনের মাঝে এবং দিনকে প্রবিষ্ট করাও রাতের মাঝে। তুমি মৃত হতে বের কর জীবিতকে (যেমন ডিম থেকে বাচ্চা)

وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لَا يَتَّخِذِ

ওয়া তুখ্রিজুল মাইয়্যিতা মিনাল হ্বাইয়্যি, ওয়া তার্যুকু মান্ তাশা—উ বিগাইরি হ্বিসা-ব। ২৮। লা ইয়াত্তাখিযিল্
মৃতকে বের কর জীবিত থেকে। (যেমন পাখী থেকে ডিম)। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান কর। (২৮) মুমিনগণ যেন গ্রহণ

الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ

মু'মিনূনাল কা-ফিরীনা আওলিয়া—আ মিন দূনিল মু'মিনীন, ওয়া মাইঁ ইয়াফ'আল যা-লিকা ফালাইসা
না করে মুমিনদের ব্যতীত কাফিদেরকে বন্ধু হিসেবে। আর যে এরূপ করবে, তাদের সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু

مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ

মিনাল্লা-হি ফী শাইইন ইল্লা~আন্ তাত্তাক্বু মিনহুম তুক্বা-হ্ ; ওয়া ইয়ুহ্বায্যিরুকুমুল্লাহু নাফসাহ ;
যদি তোমরা তাদের অনিষ্টতা হতে বাঁচতে চাও তবে তা ভিন্ন কথা; এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিজের সম্পর্কে সাবধান করছেন

وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ

ওয়া ইলাল্লা-হিল মাস্বীর। ২৯। কুল ইন তুখ্ফূ মা ফী স্বুদূরিকুম আও তুব্দূহু ইয়া'লাম হুল্লা-হ ;
এবং আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। (২৯) আপনি বলুন, তোমাদের অন্তরে যা আছে যদি তা তোমরা গোপন কর অথবা, প্রকাশ কর আল্লাহ তা

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ

ওয়া ইয়া'লামু মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল আরদ্ব ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। ৩০। ইয়াওমা
(সর্ব অবস্থায়) অবগত আছেন এবং তিনি আসমান ও যমিনের সব কিছুই জানেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (৩০) যেদিন

تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ

তাজ্বিদু কুল্লু নাফসিম মা- 'আমিলাত মিন খাইরিম মুহ্দ্বারা- ; ওয়ামা- 'আমিলাত মিন সু—ই, তাওয়াদ্দু লাও
প্রত্যেকটি লোক তার ভাল আমলগুলো এবং মন্দ আমলগুলো সামনে উপস্থিত (সেদনি) সে কামনা করবে হায়! তার ও

أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

আন্না বাইনাহা- ওয়াবাইনাহূ~আমাদাম্ বা'ঈদা ; ওয়া ইয়ুহ্বায্যিরুকুমুল্লা-হু নাফ্সাহ ; ওয়াল্লা-হু রাঊফুম্ বিল 'ইবা-দ।
এ মন্দ কাজগুলোর মধ্যে যদি বিরাট ব্যবধান থাকত। আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি পরম দয়ালু।

﴿٣٠﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

৩১। কুল ইন্ কুন্তুম তুহ্বিব্বূনাল্লা-হা ফাত্তাবি'উনী ইয়ুহ্বিব্কুমুল্লা-হু ওয়া ইয়াগ্ফির লাকুম
(৩১) (হে নবী!) আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের

ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا

যুনূবাকুম; ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহ্বীম। ৩২। কুল আত্বী'উল্লা-হা ওয়ার্ রাসূল, ফাইন্ তাওয়াল্লাও
গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৩২) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর। অতঃপর যদি তারা

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ

ফাইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুহ্বিব্বুল কা-ফিরীন। ৩৩। ইন্নাল্লা-হাস্ব ত্বাফা~আ-দামা ওয়ানূহ্বাওঁ ওয়া আ-লা ইবরা-হীমা
উপেক্ষা করে, তবে জেনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না। (৩৩) নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের জন্য আদম, নূহ, ইব্রাহীমের পরিবার

وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ওয়া আ-লা 'ইম্‌রা-না 'আলাল 'আ-লামীন। ৩৪। যুর্‌রিইয়্যাতাম্ বা'দ্বুহা- মিম্ বা'দ্ব ; ওয়াল্লা-হু সামী'উন 'আলীম।
ও ইমরানের পরিবারকে মনোনীত করেছেন। (৩৪) তাঁরা একে অন্যের বংশধর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي

৩৫। ইয্ ক্বা-লাতিমরাআতু 'ইমরা-না রাব্বি ইন্নী নাযার্‌তু লাকা মা ফী বাত্বনী
(৩৫) ইমরানের স্ত্রী যখন বলল, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য আমার গর্ভস্থিত সন্তানকে মানত করেছি, তাকে স্বাধীন রাখা হবে।

مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ

মুহ্বার্‌রারান্ ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী, ইন্নাকা আন্তাস্ সামী'উল 'আলীম। ৩৬। ফালাম্মা- ওয়াদ্বা'আত্‌হা- ক্বা-লাত্
সুতরাং তুমি আমার এ মানত কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৩৬) অতঃপর সে যখন কন্যা সন্তান প্রসব করল, তখন (সে আক্ষেপে) বলল,

رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ

রাব্বি ইন্নী ওয়াদ্বা'তুহা~উন্‌ছা; ওয়াল্লা-হু আ'লামু বিমা- ওয়াদ্বা'আত; ওয়া লাইসায্ যাকারু কাল উন্‌ছা,
হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমি কন্যাসন্তান প্রসব করেছি। সে যা প্রসব করেছে সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালরূপেই জানেন। আর ছেলে (যা তার কামনা ছিল)

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

ওয়া ইন্নী সাম্মাইতুহা- মারইয়ামা ওয়া ইন্নী~উ'ঈযুহা- বিকা ওয়া যুর্‌রিয়্যাতাহা- মিনাশ্ শাইত্বা-নির রাজ্বীম।
মেয়ের মত নয়। আর আমি তার নাম রেখেছি মারইয়াম। আমি তাঁকে এবং তাঁর সন্তানদেরকে অভিশপ্ত শয়তান হতে তোমার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম।

﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا

৩৭। ফাতাক্বাব্বালাহা- রাব্বুহা- বিক্বাবূলিন হ্বাসানিওঁ ওয়া আম্বাতাহা- নাবা-তান হ্বাসানাওঁ ওয়া কাফ্ফালাহা- যাকারিইয়্যা ; কুল্লামা-
(৩৭) অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে উত্তমভাবে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করলেন আর যাকারিয়াকে (আ) তাঁর অভিভাবক বানিয়েদিলেন।

✪ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ সেকালে পুত্র সন্তানকে পার্থিব কাজ হতে মুক্ত রেখে বায়তুল মুকাদ্দাসের জন্য মান্নত করা জায়েয ছিল। হান্নাও তার গর্ভস্থ শিশুকে তদ্রূপ মান্নত করলেন। আশা ছিল– এ উসীলায় আল্লাহ পুত্র সন্তান দান করবেন। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৩৬) ঃ মারইয়াম ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর মা ধারণা করলেন, তাঁর মান্নত কবুল হয় নি। কেননা, বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য মেয়ে সন্তান কবুল করা হত না। অবশেষে বিবি হান্না স্বপ্নযোগে অবগত হলেন, মারইয়ামকে কবুল করা হয়েছে। তাই তিনি মারইয়ামকে মসজিদে উপস্থিত করে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানালেন। এতে সকলে তাঁকে মসজিদে রাখতে সম্মত হলেন। তাঁর খালু হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁকে লালন-পালন করতে লাগলেন। (বঃ কোঃ)

دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ أَنّٰى

দাখালা 'আলাইহা- যাকারিইয়্যাল মিহ্বরা-বা ওয়াজ্বাদা 'ইন্দাহা- রিয্ক্বা, ক্বা-লা ইয়া-মারইয়ামু আন্না-
যখনই যাকারিয়া (আ) তাঁর নিকট তার কক্ষে প্রবেশ করতেন, তখনই তার কাছে খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেতেন। (তা দেখে) বললেন, হে মারইয়াম! এগুলো

لَكِ هٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۖ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

লাকি হা-যা; ক্বা-লাত হুওয়া মিন 'ইন্দিল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা ইয়ার্যুক্বু মাইঁ ইয়াশা—উ বিগাইরি হ্বিসা-ব।
তোমার কাছে কোথা থেকে এসেছে? সে বলল, এগুলো (আসছে) আল্লাহর তরফ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে অগণিত রিয্‌ক দান করেন।

﴿٣٨﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ

৩৮। হুনা-লিকা দা'আ- যাকারিইয়্যা- রাব্বাহু, ক্বা-লা রাব্বি হাব্লী মিল্ লাদুন্কা যুর্‌রিইয়্যাতান্ ত্বাইয়্যিবাহ্,
(৩৮) সেখানেই যাকারিয়া (আ) তার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করলেন। তিনি (দুয়ায়) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার তরফ থেকে আমাকে একটি

إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ۙ

ইন্নাকা সামী'উদ্ দু'আ—ই। ৩৯। ফানা-দাত্হুল মালা—ইকাতু ওয়াহু ওয়া ক্বা—ইমুঁই ইয়ুস্বাল্লী ফিল মিহ্বরা-বি
পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দু'আ কবুলকারী। (৩৯) অতঃপর যখন তিনি তাঁর কক্ষে নামাযে রত ছিলেন, ফিরিশতাগণ তাঁকে ডেকে বললেন,

أَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا

আন্নাল্লা-হা ইয়ুবাশ্‌শিরুকা বিইয়াহ্বইয়া- মুস্বাদ্দিক্বাম্ বিকালিমাতিম্ মিনাল্লা-হি ওয়াসাইয়্যিদাওঁ ওয়া হ্বাস্বূরাওঁ ওয়া নাবিইয়্যাম
নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। তিনি হবেন আল্লাহর কালামের সত্যায়নকারী। তিনি হবেন নেতা এবং স্বীয় প্রবৃত্তির দমনকারী ও

مِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ أَنّٰى يَكُونُ لِي غُلٰمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ

মিনাস্ব স্বা-লিহ্বীন। ৪০। ক্বা-লা রাব্বি আন্না- ইয়াকূনু লী গুলা-মুওঁ ওয়াক্বাদ্ বালাগানিয়াল্ কিবারু ওয়া
সৎকর্মশীল একজন নবী। (৪০) যাকারিয়া (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে হবে আমার পুত্র সন্তান? অথচ আমার বার্ধক্য পৌঁছে গেছে এবং

امْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤١﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ

ম্‌রাআতী 'আ-ক্বির ; ক্বা-লা কাযা-লিকাল্লা-হু ইয়াফ'আলু মা-ইয়াশা—উ। ৪১। ক্বা-লা রাব্বিজ্ব 'আল্লী~আ-ইয়াহ ;
আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। আল্লাহ বললেন, এভাবেই আল্লাহ যা চান তা করেন। (৪১) যাকারিয়া বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কিছু নিদর্শন দান করুন।

قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا

ক্বা-লা আ-ইয়াতুকা আল্লা- তুকাল্লিমান্ না-সা ছালা-ছাতা আইয়্যা-মিন ইল্লা- রামযা; ওয়ায্‌কুর রাব্বাকা কাছীরাওঁ
আল্লাহ বললেন, তোমার নিদর্শন হল, তুমি তিনদিন মানুষের সাথে ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলতে পারবে না। আর তুমি তোমার প্রতিপালককে অধিক পরিমাণে

وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤٢﴾ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ

ওয়া সাব্বিহ্ব বিল 'আশিইয়্যি ওয়াল ইব্কা-র। ৪২। ওয়া ইয্ ক্বা-লাতিল মালা—ইকাতু ইয়া-মারইয়ামু ইন্নাল্লা-হাস্বত্বাফা-কি
স্মরণ করতে থাক এবং সকাল-সন্ধ্যা তার পবিত্রতা ঘোষণা কর। (৪২) স্মরণ কর, যখন ফিরিশতারা বলেছিল, হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন

৪ ১২ রুকু

وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِينَ ﴿٤٣﴾ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي

ওয়া ত্বাহ্হারাকি ওয়াস্বত্বাফা-কি 'আলা- নিসা—ইল 'আ-লামীন। ৪৩। ইয়া-মারইয়ামুক্বনুত্বী লিরাব্বিকি ওয়াস্‌জুদী
এবং পবিত্র করেছেন এবং সারা বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। (৪৩) হে মারইয়াম! আপনার প্রভুর আনুগত্য করুন এবং আমাকে সিজদা

وَارْكَعِي مَعَ الرّٰكِعِينَ ﴿٤٤﴾ ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ

ওয়ারকা'ঈ মা'আর রা-কি'ঈন। ৪৪। যা-লিকা মিন্ আম্‌বা—ইল গাইবি নূহ্বীহি ইলাইক ; ওয়ামা- কুন্তা
করুন। আর রুকূকারীগণের সাথে রুকূ করুন। (৪৪) এ অদৃশ্য সংবাদ যা আমি আপনার নিকট প্রেরণ করছি এবং আপনি ছিলেন না সে সময় তাদের নিকট,

لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۖ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

লাদাইহিম ইয্ ইয়ুল্‌ক্বূনা আক্বলা-মাহুম আইয়্যুহুম ইয়াক্‌ফুলু মারইয়াম, ওয়ামা- কুন্তা লাদাইহিম
যখন মারইয়ামকে (আ) লালন-পালনের দায়িত্ব কে নিবে এর জন্য কলমগুলো নিক্ষেপ করেছিল। আর যখন তারা ঝগড়া করতেছিল তখনও আপনি তাদের

إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ق

ইয্ ইয়াখ্‌তাস্বিমূন। ৪৫। ইয্ ক্বা-লাতিল মালা—ইকাতু ইয়া-মারইয়ামু ইন্নাল্লা-হা ইয়ুবাশ্‌শিরুকি বিকালিমাতিম্ মিন্হুস্
নিকট ছিলেন না (৪৫) স্মরণ করুন! যখন ফিরিশতাগণ বলল, হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে তার পক্ষ থেকে একটি "কালেমার" সুসংবাদ দিচ্ছেন

اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ

মুহুল মাসীহু 'ঈসাবনু মারইয়ামা ওয়াজ্বীহান ফিদ্‌দুন্‌ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাতি ওয়া মিনাল
তার নাম হচ্ছে মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম। তিনি হবেন ইহকাল ও পরকালে অত্যন্ত সম্মানিত এবং নৈকট্য প্রাপ্তগণের

الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٦﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِينَ ۝

মুক্বাররাবীন। ৪৬। ওয়া ইয়ুকাল্লিমুন্ না-সা ফিল মাহ্‌দি ওয়া কাহলাওঁ ওয়া মিনাস্ব স্বা-লিহ্বীন।
অন্তর্ভুক্ত। (৪৬) তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে এবং তিনি হবেন পুণ্যবানগণের একজন।

﴿٤٧﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنّٰى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ

৪৭। ক্বা-লাত রাব্বি আন্না- ইয়াকূনু লী ওয়ালাদুওঁ ওয়া লাম ইয়াম্‌সাস্‌নী বাশার ; ক্বা-লা কাযা-লিকিল্লা-হু
(৪৭) মারইয়াম (আ) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার কিভাবে পুত্র হবে অথচ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি? আল্লাহ বললেন, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٨﴾ وَيُعَلِّمُهُ

ইয়াখ্‌লুক্বু মা- ইয়াশা—উ ; ইযা- ক্বাদ্বা~আমরান ফাইন্নামা- ইয়াক্বূলু লাহূ কুন ফাইয়াকূন। ৪৮। ওয়া ইয়ু'আল্লিমুহুল
তা এভাবেই সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন, হয়ে যাও ফলে তা হয়ে যায়। (৪৮) এবং আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিবেন,

الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٩﴾ وَرَسُولًا إِلٰى بَنِي إِسْرَائِيلَ ۙ

কিতা-বা ওয়াল হ্বিকমাতা ওয়াত্ তাওরা-তা ওয়াল ইনজ্বীল। ৪৯। ওয়া রাসূলান ইলা- বানী ~ইস্‌রা—ঈলা
কিতাব, হিকমত, তাওরাত এবং ইঞ্জিল (৪৯) এবং তাকে বনী ইসরাঈলদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের কাছে তোমাদের

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

আন্নী ক্বাদ জ্বি'তুকুম বিআ-ইয়াতিম মির রাব্বিকুম আন্নী~আখ্লুক্ব লাকুম মিনাত্ব ত্বীনি কাহাইআতিত্ব ত্বাইরি

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আমার নবুওয়াতের) নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সেগুলো হল, আমি তোমাদের জন্য কাদা মাটি দিয়ে একটি পাখীর আকৃতি বানিয়ে দিব,

فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي

ফাআন্ফুখু ফীহি ফাইয়াকূনু ত্বাইরাম্ বিইয্নিল্লা-হ, ওয়া উব্রিউল আক্মাহা ওয়াল্ আব্রাস্বা ওয়া উহ্য়িল

অতঃপর তাতে ফুঁক দিব, ফলে আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখী হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করব এবং মৃতকে জীবিত

الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ

মাওতা- বিইয্নিল্লা-হ, ওয়া উনাব্বিউকুম বিমা- তা'কুলূনা ওয়া মা-তাদ্দাখিরূনা ফী বুয়ূতিকুম;

করব আল্লাহর হুকুমে। আর তোমরা নিজগৃহে যা খাও এবং মওজুদ রাখ তা তোমাদেরকে বলে দিব। নিশ্চয়ই এগুলোর মধ্যে নিদর্শন

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ

ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল লাকুম ইন্ কুন্তুম মু'মিনীন। ৫০। ওয়া মুস্বাদ্দিক্বাল লিমা- বাইনা ইয়াদাইয়্যা

রয়েছে তোমাদের জন্য; যদি তোমরা মুমিন হও। (৫০) আর আমি এজন্য এসেছি যে, আমি সত্যায়ন করব আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে এবং

مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ

মিনাত্ তাওরা-তি ওয়া লিউহিল্লা লাকুম বা'দ্বাল্ লাযী হুর্রিমা 'আলাইকুম ওয়া জ্বি'তুকুম্ বিআ-ইয়াতিম

কতগুলো বস্তু হালাল করে দেব যা তোমাদের উপর হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং

مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٥٠﴾ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ

মির্ রাব্বিকুম ; ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ৫১। ইন্নাল্লা-হা রাব্বী ওয়া রাব্বুকুম ফা'বুদূহ ;

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। (৫১) নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।

هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي

হা-যা- স্বিরা-তুম্ মুস্তাক্বীম। ৫২। ফালাম্মা~আহাস্সা 'ঈসা- মিনহুমুল কুফ্রা ক্বা-লা মান্ আন্স্বা-রী~

এটাই হচ্ছে সহজ সরল পথ। (৫৮) অতঃপর যখন ঈসা (আ) তাদের থেকে কুফরী উপলব্ধি করলেন, তখন বললেন, আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী

إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا

ইলাল্লা-হ ; ক্বা-লাল হাওয়া-রিইয়্যূনা নাহ্নু আন্স্বা-রুল্লা-হ, আ-মান্না বিল্লা-হ, ওয়াশ্হাদ বিআন্না-

কে আছ? তখন হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর পথের সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা

مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ

মুসলিমূন। ৫৩। রাব্বানা~আ-মান্না- বিমা~আন্যালতা ওয়াত্তাবা'নার রাসূলা ফাক্তুবনা- মা'আশ্

মুসলমান। (৫৩) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে, আর আমরা আপনার রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে

الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ

শা-হিদীন। ৫৪। ওয়া মাকারূ ওয়া মাকারাল্লা-হ, ওয়াল্লা-হ খাইরুল মা-কিরীন। ৫৫। ইয্ ক্বা-লাল্লা-হু

লিখে রাখুন সাক্ষ্যদাতাদের সাথে। (৫৪) আর তারা চক্রান্ত করল, আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করলেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী। (৫৫) যখন আল্লাহ

يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ

ইয়া-'ঈসা~ইন্নী মুতাওয়াফ্ফীকা ওয়ারা-ফি'উকা ইলাইয়্যা- ওয়া মুত্বাহ্হিরুকা মিনাল্ লাযীনা কাফারূ ওয়া জ্বা-'ইলুল

বললেন, হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমার সময়কাল পূর্ণ করব এবং (বর্তমানে) আমার কাছে উঠিয়ে নিব এবং তোমাকে কাফিরদের থেকে পবিত্র করব; এবং

الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ

লাযীনাত তাবা'উকা ফাওক্বাল্লাযীনা কাফারূ~ইলা- ইয়াওমিল ক্বিয়া-মাহ, ছুম্মা ইলাইয়্যা মারজ্বি'উকুম

তোমার অনুসরণকারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর বিজয়ী করব। অতঃপর আমার দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন হবে। সুতরাং তোমরা যে সব

فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ

ফাআহ্কুমু বাইনাকুম্ ফীমা- কুন্তুম ফীহি তাখ্তালিফূন। ৫৬। ফাআম্মাল্ লাযীনা কাফারূ ফাউ'আয্যিবুহুম

বিষয়ে মতভেদ করছিলে আমি তোমাদের মাঝে মীমাংসা করে দিব। (৫৬) সুতরাং যারা কাফির তাদেরকে আমি

عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ

'আযা-বান শাদীদান ফিদ্ দুনইয়া- ওয়াল আ-খিরাহ, ওয়া মা- লাহুম মিন্ না-স্বিরীন। ৫৭। ওয়া আম্মাল্লাযীনা

ইহকালে ও পরকালে কঠিন শাস্তি দিব। আর তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না। (৫৭) আর যারা ঈমান এনেছে

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ফাইয়ুওয়াফ্ফীহিম উজূরাহুম; ওয়াল্লা-হু লা- ইয়ুহিব্বুয যা-লিমীন।

এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে পূর্ণ প্রতিফল (সওয়াব) দান করবেন। আর আল্লাহ জালিমদেরকে ভালবাসেন না।

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ

৫৮। যা-লিকা নাতলূহু 'আলাইকা মিনাল্ আ-ইয়া-তি ওয়ায্ যিক্রিল হাকীম। ৫৯। ইন্না মাছালা 'ঈসা-

(৫৮) উহা আমি আপনাকে পাঠ করে শোনাচ্ছি যা (নবুওয়াতের) নিদর্শন এবং কৌশলপূর্ণ উপদেশের অন্তর্ভুক্ত। (৫৯) নিশ্চয়ই ঈসার (আ) দৃষ্টান্ত আল্লাহর নিকট

عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ

'ইন্দাল্লা-হি কামাছালি আ-দাম ; খালাক্বাহূ মিন তুরা-বিন ছুম্মা ক্বা-লা লাহূ কুন ফাইয়াকূন। ৬০। আল্হাক্কু

আদমের (আ) মতই। তিনি তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন (সজীব) হয়ে যাও, ফলে সে (সজীব) হয়ে গেল। (৬০) এ বাস্তব কথা, আপনার

✪ টীকা (আঃ ৫৪) ঃ ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ)-কে গ্রেফতার করে একটি গৃহে আবদ্ধ করে রাখল। পরদিন ভোরে তাঁকে ঘর হতে বের করে আনার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠান হল। অবশ্য পূর্ব-রাত্রিতেই আল্লাহ ঈসা (আ)-কে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। সুতরাং প্রেরিত লোকটি ঈসা (আ)-কে না পেয়ে সংবাদ দিতে আসল 'ঈসা নেই'। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার আকৃতি অবিকল ঈসা (আ)-এর আকৃতি করে দিলেন; সে বের হয়ে আসতেই সকলে তাকে ধরল। অবশেষে তাকে শূলে চড়িয়ে ও পাথর মেরে হত্যা করে ফেলল। এ হল তাদের ষড়যন্ত্রের শাস্তি। (মুঃ কোঃ)

مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦١﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ

মির্ রাব্বিকা ফালা-তাকুম্ মিনাল্ মুম্তারীন। ৬১। ফামান হ্বা—জ্জাকা ফীহি মিম্ বা'দি মা- জ্বা—আকা

প্রতিপালকের পক্ষ হতে (বর্ণিত)। অতএব আপনি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৬১) অতএব যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে আপনার সাথে বিতর্ক করে আপনার নিকট (সুস্পষ্ট)

مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا

মিনাল 'ইলমি ফাকুল তা'আ-লাও নাদ'উ আবনা—আনা- ওয়া আবনা—আকুম ওয়া নিসা—আনা- ওয়া নিসা—আকুম ওয়া আনফুসানা-

জ্ঞান আসার পরও। আপনি তাকে বলে দিন, এসো, আমরা ডেকে লই আমাদের সন্তানগণকে ও তোমাদের সন্তানগণকে এবং আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে

وَاَنْفُسَكُمْ قف ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٢﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ

ওয়া আন্ফুসাকুম ; ছুম্মা নাব্তাহিল ফানাজ্ব'আল লা'নাতাল্লা-হি 'আলাল কা-যিবীন। ৬২। ইন্না হা-যা- লাহুওয়াল

এবং আমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের নিজদেরকে। অতঃপর আমরা (সবে মিলে) বিনীতভাবে দোয়া করি যে, মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত হোক। (৬২) নিশ্চয়ই

الْقَصَصُ الْحَقُّ ج وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

ক্বাস্বাস্বুল হ্বাক্বকু, ওয়া মা- মিন্ ইলা-হিন ইল্লাল্লা-হ ; ওয়া ইন্নাল্লা-হা লাহুওয়াল 'আযীযুল হ্বাকীম।

উল্লেখিত ঘটনাগুলো পরম সত্য। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٣﴾ قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا

ع ৬ ৯ ১৪ রুকূ

৬৩। ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাইন্নাল্লা- হা 'আলীমুম্ বিল মুফ্সিদীন। ৬৪। কুল ইয়া~আহ্লাল কিতা-বি তা'আ-লাও

(৬৩) এরপরও যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে, তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ্ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে ভালভাবেই জানেন। (৬৪) আপনি বলুন, হে কিতাবীগণ! তোমরা এমন

اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا

ইলা- কালিমাতিন সাওয়া—ইম্ বাইনানা- ওয়া বাইনাকুম আল্লা- না'বুদা ইল্লাল্লা-হা ওয়া লা- নুশ্রিকা বিহী শাইআওঁ

একটি বিষয়ের দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। তাহল, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করব না এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক

وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا

ওয়া লা- ইয়াত্তাখিযা বা'দ্বুনা- বা'দ্বান আরবা-বাম মিন্ দূনিল্লা-হ ; ফাইন তাওয়াল্লাও ফাকূলুশহাদূ

করব না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিপালক সাব্যস্ত করবে না। যদি তারা ফিরে যায় তবে বলে দাও, তোমরা

بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَمَا اُنْزِلَتِ

বিআন্না- মুসলিমূন। ৬৫। ইয়া~আহ্লাল কিতা-বি লিমা তুহ্বা—জ্জূনা ফী~ইব্রা-হীমা ওয়া মা~উন্যিলাতিত

সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলমান। (৬৫) হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন ইব্রাহীম (আ) সম্পর্কে বাদানুবাদ করছ? অথচ

○ শানে নুযুল (আঃ ৬১) ঃ হুযূর (সা) নাজরানের খ্রিস্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বলে পাঠালেন যে, হয় ইসলাম গ্রহণ কর, নতুবা জিযিয়া কর দাও, অন্যথায় যুদ্ধ কর। কিন্তু তারা ধর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করার জন্য শুরাহবীলের নেতৃত্বে তিন জন আলেমকে পাঠাল। হযরত ঈসা (আ) সম্বন্ধেও আলোচনা হল। তারা রাসূল (সা)-এর কোন দলীল প্রমাণই মানল না। এ সম্বন্ধে আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করলেন। রাসূল (সা) তাদেরকে বললেন, তোমরা যখন আমার কোন কথাই বিশ্বাস করলে না, অতএব, চল আয়াতের মর্মানুসারে আমরা উভয় পক্ষ সপরিবারে মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর অভিসম্পাতের প্রার্থনা করি। রাসূল (সা) কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে মোবাহালার জন্য প্রস্তুত হলেন। শুরাহবীল এটা দেখে সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা জান ইনি সত্য নবী। নবীর সঙ্গে মোবাহালা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। অতএব, আমরা তাঁর সঙ্গে আপোষ করি। পরিশেষে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়ে তারা সন্ধি করল। (মুঃ কোঃ)

التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهٖ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾ هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ

তাওরা-তু ওয়াল ইনজীলু ইল্লা- মিম বা'দিহ ; আফালা- তা'ক্বিলূন। ৬৬। হা~আন্তুম হা~উলা—ই

তাওরাত ও ইঞ্জিল তো তার পরেই নাযিল হয়েছে। তোমরা কি বুঝ না? (৬৬) শোন! তোমরা পূর্বে তর্ক করেছ সে বিষয়ে,

حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ط

হ্বা-জ্বাজ্বতুম ফীমা- লাকুম্ বিহী 'ইলমুন ফালিমা তুহ্বা—জ্বূনা ফীমা- লাইসা লাকুম্ বিহী 'ইলম ;

যে ব্যাপারে তোমাদের সামান্য জ্ঞান ছিল, এখন যে বিষয় তোমাদের আদৌ জ্ঞান নেই সে বিষয় তোমরা কেন তর্ক করতেছ।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ

ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু ওয়া আনতুম লা-তা'লামূন। ৬৭। মা- কা-না ইব্রা-হীমু ইয়াহূদিয়্যাওঁ ওয়া লা- নাস্বরা-নিয়্যাওঁ ওয়া লা-কিন্

আল্লাহ জানেন অথচ তোমরা জান না। (৬৭) ইব্রাহীম ইয়াহুদীও ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন

كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ

কা-না হ্বানীফাম্ মুসলিমা ; ওয়া মা- কা-না মিনাল মুশ্রিকীন। ৬৮। ইন্না আওলান্ না-সি বিইব্রা-হীমা

পাক্কা মুসলমান এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (৬৮) নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম ছিল তারা,

لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

লাল্লাযীনাত্ তাবা'উহু ওয়া হা-যান্ নাবিইয়্যু ওয়াল্ লাযীনা আ-মানূ ; ওয়াল্লা-হু ওয়ালিইয়্যুল মু'মিনীন।

যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল, আর এই নবী এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ মুমিনগণের অভিভাবক।

﴿٦٩﴾ وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ط وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ

৬৯। ওয়াদ্দাত্ব ত্বা—ইফাতুম্ মিন্ আহ্লিল কিতা-বি লাও ইয়ুদ্বিল্লূনাকুম ; ওয়া মা- ইয়ুদ্বিল্লূনা ইল্লা~আন্ফুসাহুম

(৬৯) কিতাবীদের একদল আন্তরিকভাবে কামনা করছিল যে, তোমাদেরকে (সত্য) পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে, অথচ তারা নিজেদের ছাড়া কাউকে বিভ্রান্ত

وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

ওয়ামা- ইয়াশ্'উরূন। ৭০। ইয়া~আহলাল কিতা-বি লিমা তাক্ফুরূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ওয়া আন্তুম তাশ্হাদূন।

করে না। কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না। (৭০) হে কিতাবীগণ! কেন তোমরা অস্বীকার কর আল্লাহর আয়াতকে অথচ তোমরাই এর সাক্ষ্যবাহী।

ع ৭ ৮ ১৫ রুকূ

﴿٧١﴾ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ع ○

৭১। ইয়া~আহ্লাল-কিতা-বি লিমা তাল্বিসূনাল হ্বাক্ক্বা বিল্ বা-ত্বিলি ওয়া তাক্তুমূনাল হ্বাক্ক্বা ওয়া আন্তুম তা'লামূন।

(৭১) হে কিতাবীগণ! কেন তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যা মিশ্রিত কর এবং গোপন কর সত্যকে? অথচ তোমরা তা জান।

﴿٧٢﴾ وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ

৭২। ওয়া ক্বা-লাত্ব ত্বা—ইফাতুম্ মিন্ আহ্লিল কিতা-বি আ-মিনূ বিল্লাযী~উন্যিলা 'আলাল্ লাযীনা

(৭২) কিতাবীদের একদল বলে, তোমরা ঈমান নিয়ে আস তার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে মুসলমানদের প্রতি (অর্থাৎ কুরআন)

أمنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ﴿٧٣﴾ ولا تؤمنوا الا

আ-মানূ ওয়াজ্হান্ নাহা-রি ওয়াকফুরূ~আ-খিরাহূ লা'আল্লাহুম ইয়ারজ্বি'ঊন। ৭৩। ওয়া লা- তু'মিনূ~ইল্লা-

দিনের প্রারম্ভে এবং তা প্রত্যাখ্যান কর দিনের শেষভাগে। হয়ত তারা ফিরে আসবে। (৭৩) আর তোমরা বিশ্বাস কর না তাদেরকে ব্যতীত, যারা তোমাদের

لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل

লিমান্ তাবি'আ দীনাকুম ; ক্বুল ইন্নাল হুদা- হুদাল্লা-হি আইঁ ইয়ু'তা~আহ্বাদুম্ মিছ্লা

দ্বীনের অনুসরণ করে। আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই আল্লাহর হিদায়াতই একমাত্র হিদায়াত। এসব কিছু এ কারণে যে, তোমরা যা লাভ করেছ তা অন্য কেউ

ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه

মা~উতীতুম আও ইয়ুহা—জ্জু জুকুম 'ইন্দা রাব্বিকুম ; ক্বুল ইন্নাল ফাদ্বলা বিইয়াদিল্লা-হ, ইয়ু'তীহি

কেন লাভ করবে? অথবা, কেন তারা তোমাদের উপর বিজয়ী হবে, তোমাদের প্রতিপালকের সামনে? আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে।

من يشاء والله واسع عليم ﴿٧٤﴾ يختص برحمته من يشاء والله ذو

মাই ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু ওয়া-সি'উন 'আলীম। ৭৪। ইয়াখ্তাস্বস্বু বিরাহ্মাতিহী মাইঁ ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু যুল্

তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (৭৪) আল্লাহ যাকে চান তাকে স্বীয় বিশেষ অনুগ্রহ দানের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন। আল্লাহ মহা

الفضل العظيم ﴿٧٥﴾ ومن اهل الكتب من ان تامنه بقنطار يؤده اليك

ফাদ্বলিল 'আযীম। ৭৫। ওয়া মিন্ আহ্লিল কিতা-বি মান ইন তা'মানহু বিক্বিন্ত্বা-রিইঁ ইয়ুআদ্দিহী~ইলাইক,

অনুগ্রহশীল। (৭৫) কিতাবীগণের মধ্যে কতিপয় লোক এমনও আছে যদি তাদের কাছে বিপুল সম্পদও আমানত রাখা হয়, তবে তা (চাওয়ার সাথে সাথেই)

ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك

ওয়া মিন্হুম্ মান্ ইন্ তা'মানহু বিদীনা-রিল লা-ইয়ুআদ্দিহী~ইলাইকা ইল্লা- মা- দুম্তা 'আলাইহি ক্বা—ইমা ; যা-লিকা

তোমাদের আদায় করে দিবে এবং কতিপয় লোক এমনও আছে তাদের কাছে যদি একটি দীনারও আমানত রাখা হয় তা তোমাদের ফেরৎ দিবে না, যে পর্যন্ত না

بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب

বিআন্নাহুম ক্বা-লূ লাইসা 'আলাইনা- ফিল উম্মিইয়্যীনা সাবীল, ওয়া ইয়াক্বূলূনা 'আলাল্লা-হিল কাযিবা

তুমি তাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাক। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, নিরক্ষরদের হকের ব্যাপারে আমাদের উপর কোন বাধ্য বাধকতা নেই; এবং তারা জেনে-

وهم يعلمون ﴿٧٦﴾ بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين

ওয়া হুম ইয়া'লামূন। ৭৬। বালা- মান্ আওফা- বি'আহ্দিহী ওয়াত্তাক্বা- ফাইন্নাল্লা- হা ইয়ুহ্বিব্বুল মুত্তাক্বীন।

শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। (৭৬) তবে হ্যাঁ, যে লোক নিজ অংগীকার পূর্ণ করে এবং পরহেজগারী অবলম্বন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

﴿٧٧﴾ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق

৭৭। ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াশ্তারূনা বি'আহদিল্লা-হি ওয়া আইমা-নিহিম ছামানান ক্বালীলান উলা—ইকা লা- খালা-ক্বা

(৭৭) নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার এবং নিজেদের শপথকে অতি নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের (সেখানকার নেয়ামতের)

لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيمة ولا يزكيهم

লাহুম ফিল আ-খিরাতি ওয়ালা- ইয়ুকাল্লিমুহুমুল্লা-হু ওয়ালা-ইয়ানযুরু ইলাইহিম ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ওয়া লা-ইয়ুযাক্কীহিম

কোন অংশ মিলবে না এবং কিয়ামতে তাদের সাথে আল্লাহ কোন কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না

ولهم عذاب اليم ﴿٧٨﴾ وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتب لتحسبوه

ওয়া লাহুম 'আযা-বুন আলীম। ৭৮। ওয়া ইন্না মিন্হুম লাফারীক্বাইঁ ইয়াল্উনা আল্সিনাতাহুম্ বিল্ কিতা-বি লিতাহ্সাবূহু

আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (৭৮) আর তাদের মধ্যে এমন একদল আছে, যারা তাদের কিতাব পাঠের সময় জিহ্বা বিকৃত করে। যাতে তোমরা

من الكتب وما هو من الكتب ويقولون هو من عند الله وما هو من

মিনাল কিতা-বি ওয়া মা- হুওয়া মিনাল কিতা-ব, ওয়া ইয়াক্বূলূনা হুওয়া মিন 'ইন্দিল্লা-হি ওয়া মা- হুওয়া মিন

ধারণা কর যে, উহাও কিতাবের অংশ। অথচ উহা কিতাবের অংশ নয়, এবং তারা বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। অথচ তা

عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴿٧٩﴾ ما كان لبشر

'ইন্দিল্লা-হ; ওয়া ইয়াক্বূলূনা 'আলাল্লা-হিল কাযিবা ওয়া হুম ইয়া'লামূন। ৭৯। মা- কা-না লিবাশারিন্

আল্লাহর পক্ষ হতে আসেনি। এবং তারা জেনে-শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে। (৭৯) কোন মানুষের জন্য এটা শোভনীয়

ان يؤتيه الله الكتب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي

আইঁ ইয়ু'তিইয়াহুল্লা-হুল কিতা-বা ওয়াল্ হুক্মা ওয়ান্ নুবুওয়্যাতা ছুম্মা ইয়াক্বূলা লিন্না-সি কূনূ 'ইবা-দাল্লী

নয় যে, আল্লাহ তাঁকে কিতাব, হিকমত এবং নবুওয়াত দান করেছেন, অতঃপর সে মানুষের কাছে বলবে, তোমরা আল্লাহকে

من دون الله ولكن كونوا ربنيين بما كنتم تعلمون الكتب وبما كنتم

মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়া লা-কিন্ কূনূ রাব্বানিয়্যীনা বিমা- কুন্তুম তু'আল্লিমূনাল কিতা-বা ওয়া বিমা- কুন্তুম

ছেড়ে দিয়ে আমার বান্দা হয়ে যাও, বরং সে বলবে, তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও। কারণ তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং নিজেরা

تدرسون ﴿٨٠﴾ ولا يامركم ان تتخذوا الملئكة والنبين اربابا

তাদ্রুসূন। ৮০। ওয়া লা- ইয়া'মুরাকুম আন্ তাত্তাখিযুল মালা—ইকাতা ওয়ান্ নাবিইয়্যীনা আরবা-বা ;

তা পাঠ করতে। (৮০) আর তিনি তোমাদেরকে এ নির্দেশও দিবেন না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে প্রতিপালক রূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলিম

৮ ع ৯ ১৬ রুকূ

ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون ﴿٨١﴾ واذ اخذ الله ميثاق النبين

আইয়া'মুরুকুম বিলকুফ্রি বা'দা ইয্ আন্তুম মুস্লিমূন। ৮১। ওয়া ইয্ আখাযাল্লা-হু মীছা-ক্বান্ নাবিইয়্যীনা

হওয়া সত্ত্বেও কি তিনি তোমাদেরকে কুফরীর হুকুম দিবেন? (৮১) স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তায়ালা নবীদের থেকে অংগীকার নিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে

لما اتيتكم من كتب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم

লামা~আ-তাইতুকুম্ মিন কিতা-বিওঁ ওয়া হিক্মাতিন ছুম্মা জ্বা—আকুম রাসূলুম্ মুস্বাদ্দিকুল্ লিমা- মা'আকুম

কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি এরপর যখন একজন রাসূল তোমাদের কাছে আসবে, যিনি সমর্থনকারী তোমাদের কাছে যা আছে তার, তখন অবশ্যই

لتؤمنن به ولتنصرنه قال ءاقررتم واخذتم على ذلكم اصري

লাতু'মিনুন্না বিহী ওয়া লাতানস্বরুন্নাহ; ক্বা-লা আ আক্বরার্তুম ওয়া আখায্তুম 'আলা- যা-লিকুম ইস্বরী ;
তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর সাহায্য করবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এর উপর আমার অংগীকার গ্রহণ করলে?

قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشهدين ﴿٨٢﴾ فمن تولى بعد

ক্বালূ~আক্বরার্না ; ক্বা-লা ফাশ্হাদূ ওয়া আনা মা'আকুম্ মিনাশ্ শা-হিদীন। ৮২। ফামান তাওয়াল্লা- বা'দা
তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। (৮২) এরপর যারা ফিরে যাবে

ذلك فاولئك هم الفسقون ﴿٨٣﴾ افغير دين الله يبغون وله اسلم

যা-লিকা ফাউলা—ইকা হুমুল ফা-সিক্বূন। ৮৩। আফাগাইরা দীনিল্লা-হি ইয়াবগূনা ওয়া লাহূ~আস্লামা
তারা সত্যত্যাগী। (৮৩) তারা কি আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন পথ কামনা করছে? অথচ আসমান ও যমিনে যা কিছু আছে সবকিছুই তাঁর কাছে স্বেচ্ছায়

من في السموت والارض طوعا وكرها واليه يرجعون ﴿٨٤﴾ قل امنا بالله

মান ফিস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ত্বাও'আওঁ ওয়া কার্হাওঁ ওয়া ইলাইহি ইয়ুরজ্বা'ঊন। ৮৪। ক্বুল আ-মান্না- বিল্লা-হি
বা অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে সব ফিরে যাবে। (৮৪) আপনি বলে দিন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর

وما انزل علينا وما انزل على ابرهيم واسمعيل واسحق ويعقوب

ওয়ামা~উন্যিলা 'আলাইনা- ওয়ামা~উন্যিলা 'আলা~ইবরা-হীমা ওয়া ইসমা-'ঈলা ওয়া ইসহ্বা-ক্বা ওয়া ইয়া'ক্বূবা
এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইছহাক ও ইয়াকুব (আ) এবং তাঁর বংশধরগণের উপর এবং

والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين

ওয়াল্ আস্বা-ত্বি ওয়া মা~ঊতিইয়া মূসা- ওয়া 'ঈসা- ওয়ান্ নাবিয়্যূনা মির রাব্বিহিম, লা- নুফার্রিক্বু বাইনা
ঈমান এনেছি তার উপরও যা প্রদান করা হয়েছে মূসা ও ঈসা (আ) এবং অন্যান্য নবী রাসূলগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

احد منهم ونحن له مسلمون ﴿٨٥﴾ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن

আহ্বাদিম্ মিন্হুম, ওয়া নাহ্বনু লাহূ মুস্লিমূন। ৮৫। ওয়া মাইঁ ইয়াব্তাগি গাইরাল ইস্লা-মি দীনান ফালাইঁ
আমরা তাদের মধ্যে কাউকে পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই অনুগত। (৮৫) আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন কামনা করলে তা তার থেকে

يقبل منه وهو في الاخرة من الخسرين ﴿٨٦﴾ كيف يهدي الله قوما

ইয়ুক্ববালা মিন্হ, ওয়া হুওয়া ফিল্ আ-খিরাতি মিনাল খা-সিরীন। ৮৬। কাইফা ইয়াহ্দিল্লা-হু ক্বাওমান্
কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৬) কিভাবে আল্লাহ সে জাতিকে হেদায়াত করবেন?

✪ টীকা (আঃ ৮৩) ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, নবী ও উম্মত সকলের নিকট হতেই প্রতিশ্রুতি লওয়া হয়েছে। অথচ ঐ আয়াতে কেবল উম্মতকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। এর কারণ, কোন পয়গাম্বর কর্তৃক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সম্ভব নয়, সুতরাং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীরা সকলেই উম্মত ছিল। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৮৬) ঃ كيف يهدى الله......غفور رحيم - ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আনসারদের একটি লোক ইসলাম ত্যাগ করে মুশরিকদের সংগে যোগ দেয়। পরে অনুশোচিত হয়ে তার গোত্রের এক লোক পাঠিয়ে হুযুর (সা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করল যে, সে তাওবা করে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে কি? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينت

কাফারূ বা'দা ঈমা-নিহিম ওয়া শাহিদূ~আন্নার্ রাসূলা হ্বাক্কুওঁ ওয়া জ্বা—আহুমুল বাইয়িনা-ত ;
যারা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেল। অথচ তারা এর সাক্ষী ছিল যে, রাসূল সত্য এবং তাদের কাছে এসেছে সুস্পষ্ট নিদর্শন।

والله لا يهدي القوم الظلمين ﴿٨٧﴾ اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله

ওয়াল্লা-হু লা-ইয়াহ্দিল ক্বাওমায য্বা-লিমীন। ৮৭। উলা—ইকা জ্বাযা—উহুম আন্না 'আলাইহিম লা'নাতাল্লা-হি
আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না। (৮৭) এরূপ লোকের প্রতিফল হল– তাদের উপর লা'নত আল্লাহর,

والملئكة والناس اجمعين ﴿٨٨﴾ خلدين فيها لا يخفف عنهم العذاب

ওয়াল মালা—ইকাতি ওয়ান্ না-সি আজ্বমা'ঈন। ৮৮। খা-লিদীনা ফীহা, লা- ইয়ুখাফ্ফাফু 'আনহুমুল 'আযা-বু
ফিরিশতাদের এবং সকল মানুষের। (৮৮) তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে। তাদের থেকে শাস্তি মোটেই হাল্কা করা হবে না এবং

ولا هم ينظرون ﴿٨٩﴾ الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا

ওয়া লা- হুম ইয়ুনযারূন। ৮৯। ইল্লাল্ লাযীনা তা-বূ মিম বা'দি যা-লিকা ওয়া আস্বলাহূ
তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হবে না। (৮৯) তবে যারা এরপর তওবা করে ও নিজদেরকে সংশোধন করে তাদের কথা ভিন্ন।

فان الله غفور رحيم ﴿٩٠﴾ ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا

ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহ্বীম। ৯০। ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ বা'দা ঈমা-নিহিম ছুম্মায্ দা-দূ
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯০) যারা ঈমান আনার পরে কাফির হয়েছে, তারপর

كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ﴿٩١﴾ ان الذين كفروا

কুফরাল্ লান তুক্ববালা তাওবাতুহুম, ওয়া উলা—ইকা হুমুদ্ব দ্বা—ল্লূন। ৯১। ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ
কুফরী কাজে অগ্রসর হতে থাকে, তাদের তওবা কখনই কবুল হবে না। এবং তারাই পথভ্রষ্ট। (৯১) নিশ্চয় যারা কাফির

وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا

ওয়া মা-তূ ওয়া হুম কুফ্ফা-রুন ফালাইঁ ইয়ুক্ববালা মিন্ আহ্বাদিহিম্ মিলউল্ আরদ্বি যাহাবাওঁ
হয়েছে এবং কাফির অবস্থায় মারা গেছে, কখনও গ্রহণ করা হবে না তাদের কারো থেকে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণও।

ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من نصرين

ওয়া লাওয়িফ তাদা- বিহ ; উলা—ইকা লাহুম 'আযা-বুন আলীমুওঁ ওয়া মা- লাহুম মিন্ না-স্বিরীন।
যদিও তা বিনিময় হিসাবে প্রদান করে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও হবে না।

৯ ع ১৭ রুকূ

✪ টীকা (আঃ ৮৮) ঃ লানতের মধ্যে তারা অনন্তকাল থাকবে। অর্থাৎ, পৃথিবীতেও লাঞ্চনা এবং পরকালেও মহান আল্লাহর লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি।

✪ টীকা (আঃ ৮৯) ঃ যারা পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আবার কাফের হয়ে গিয়েছে তাদেরকে 'মুরতাদ' বলে। মুরতাদ ব্যক্তির তওবা করার অর্থ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করা। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৯০) ঃ মুরতাদ ব্যক্তির পুনরায় ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত শুধু পাপ হতে তওবা করলে তা আল্লাহর নিকট কখনো কবুল হবে না। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৯১) ঃ এটা সুবিদিত যে, হাশরের মাঠে কারো নিকট স্বর্ণও থাকবে না। আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে, তার নিকট রাশি রাশি স্বর্ণ থাকবে, তবুও সে তদ্দারা উপকৃত হতে পারবে না। (বঃ কোঃ)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ

৯২। লান্ তানা-লুল বির্‌রা হাত্তা- তুন্‌ফিক্বু মিম্‌মা- তুহিব্‌বূন ; ওয়া মা- তুন্‌ফিক্বু মিন শাইইন ফাইন্নাল্লা-হা
(৯২) তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে ব্যয় করবে। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ তা

بِهٖ عَلِيْمٌ ۞ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ

বিহী 'আলীম। ৯৩। কুল্লুত্ব ত্বা'আ-মি কা-না হিল্লাল লিবানী~ইস্রা—ঈলা ইল্লা- মা- হার্‌রামা ইস্রা—ঈলু
অবশ্যই ভালভাবে জানেন। (৯৩) তাওরাত নাযিলের পূর্বে ইসরাঈল নিজের জন্য যা হারাম করেছিল তা ব্যতীত সকল খাদ্যই

عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۗ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ

'আলা- নাফ্‌সিহী মিন্ ক্বাব্‌লি আন্ তুনায্‌যালাত তাওরা-হ ; কুল ফা'তূ বিত্তাওরা-তি ফাত্‌লূহা~ইন্
বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। আপনি বলে দিন, তাওরাত নিয়ে এস ও পাঠ কর যদি তোমরা

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۞ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ

কুনতুম স্বা-দিক্বীন। ৯৪। ফামানিফ্ তারা- 'আলাল্লা-হিল কাযিবা মিম বা'দি যা-লিকা ফাউলা—ইকা
সত্যবাদী হও। (৯৪) এরপরেও যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তারাই

هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۞ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۗ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ

হুমুয্ যা-লিমূন। ৯৫। কুল স্বাদাক্বাল্লা-হ, ফাত্তাবি'উ মিল্লাতা ইব্রা-হীমা হানীফা- ; ওয়া মা- কা-না
অত্যাচারী। (৯৫) আপনি বলে দিন, আল্লাহ সত্য বলেছেন; সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্ম অনুসরণ কর; এবং তিনি (ইব্রাহীম আ)

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا

মিনাল্ মুশরিকীন। ৯৬। ইন্না আওয়্যালা বাইতিওঁ উদ্বি'আ লিন্না-সি লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবা-রাকাওঁ
মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না। (৯৬) নিশ্চয় সর্ব প্রথম ঘর যা মানুষের জন্য বানানো হয়েছে সেটাই যা মক্কায় অবস্থিত, যা বরকতময়

وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۞ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ

ওয়া হুদাল্ লিল 'আ-লামীন। ৯৭। ফীহি আ-ইয়া-তুম্ বাইয়্যিনা-তুম্ মাক্বা-মু ইব্রা-হীম, ওয়া মান দাখালাহূ কা-না
এবং বিশ্ব জগতের পথ প্রদর্শক। (৯৭) এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে , যেমন মাক্বামে ইব্রাহীম। যে সেখানে প্রবেশ করবে

اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ

আ-মিনা- : ওয়া লিল্লা-হি 'আলান্ না-সি হিজ্‌জুল বাইতি মানিস্ তাত্বা-'আ ইলাইহি সাবীলা- ; ওয়া মান্ কাফারা
সে নিরাপদ থাকবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সে ঘরের হজ্জ করা মানুষের প্রতি অবশ্য কর্তব্য, যার সে পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য আছে। আর কেউ অমান্য করলে

✪ টীকা (আঃ ৯৩) ঃ ইসরাঈল ঃ হযরত ইসহাকের (আ) পুত্র ইয়াকুব (আ)। তাঁর আর এক নাম ইসরাঈল। তাঁরই বংশধর বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত। ✪ শানে নুযূল (আঃ ৯৩) ঃ ইহুদীরা বলত, হে মোহাম্মদ! আপনি উটের গোশত ও দুধ খেয়ে থাকেন আর ইবরাহীমের ধর্মের উপর আছেন বলে দাবী করেন, অথচ এটা হযরত ইবরাহীম (আ) এমনকি হযরত নূহ (আ)-এর সময় হতেই হারাম। ইহুদীদের এই দাবী খন্ডনের জন্য আল্লাহ্ এ আয়াতটি নাযিল করেন। (বঃ কোঃ) ✪ শানে নুযূল (আঃ ৯৬) ঃ ইহুদীরা বায়তুল মুকাদ্দাস কে বায়তুল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম বলে দাবী করত। আর মুসলমানগণ বায়তুল্লাহ্‌কে উত্তম বলত। এ বিতর্কে মুসলমানগণ যে, সত্য পথে রয়েছে এরই উল্লেখ করতঃ এ আয়াতটি আল্লাহ্‌তা'আলা অবতীর্ণ করেন। (বঃ কোঃ)

فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۞ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ

ফাইন্নাল্লা-হা গানিইয়্যুন 'আনিল 'আ-লামীন। ৯৮। কুল ইয়া~আহ্‌লাল কিতা-বি লিমা তাক্‌ফুরূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হ,
(সে জেনে রাখুক) আল্লাহ বিশ্বজগাত হতে অমুখাপেক্ষী। (৯৮) আপনি বলুন, হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করছ?

وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ۞ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ

ওয়াল্লা-হু শাহীদুন 'আলা- মা- তা'মালূন। ৯৯। কূল ইয়া~আহ্‌লাল কিতা-বি লিমা তাস্বুদ্দূনা 'আন
অথচ আল্লাহ তোমাদের সকল কাজের সাক্ষী। (৯৯) বলুন, হে কিতাবীগণ! কেন তোমরা বাধা প্রদান করছ

سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

সাবীলিল্লা-হি মান্ আ-মানা তাব্‌গূনাহা- 'ইওয়াজ্বাওঁ ওয়া আন্‌তুম শুহাদা—উ ; ওয়া মাল্লা-হু বিগা-ফিলিন 'আম্মা-
আল্লাহর পথে এমন ব্যক্তিকে, যে ঈমান এনেছে? এভাবে যে, তাতে বক্রতা অন্বেষণ কর; অথচ তোমরাই সাক্ষী। তোমরা যা করছ তা থেকে আল্লাহ

تَعْمَلُوْنَ ۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

তা'মালূন। ১০০। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইন তুত্বী'উ ফারীক্বাম্ মিনাল্ লাযীনা উতুল কিতা-বা
অনবহিত নন। (১০০) হে ঈমানদারগণ! যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের কোন দলকে যদি তোমরা অনুসরণ কর (তাহলে)

يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ۞ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى

ইয়ারুদ্দূকুম বা'দা ঈমা-নিকুম কা-ফিরীন। ১০১। ওয়া কাইফা তাক্‌ফুরূনা ওয়া আন্‌তুম তুত্‌লা-
তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে দিবে। (১০১) তোমরা কিভাবে কুফরী করতে পার? অথচ তোমাদের

عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى

'আলাইকুম আ-ইয়া-তুল্লা-হি ওয়া ফীকুম রাসূলুহ ; ওয়া মাইঁ ইয়া'তাস্বিম বিল্লা-হি ফাক্বাদ হুদিয়া ইলা-
নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যেই তাঁর রাসূল উপস্থিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে, নিশ্চয়ই সে সরল

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ

স্বিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম। ১০২। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্ তাক্বুল্লা-হা হাক্কা তুক্বা-তিহী ওয়া লা- তামূতুন্না
পথে পরিচালিত হবে। (১০২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভাবে ভয় কর। আর তোমরা প্রকৃত মুসলমান না হয়ে

اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۞ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۠

ইল্লা- ওয়া আন্‌তুম মুসলিমূন। ১০৩। ওয়া'তাস্বিমূ বিহাব্‌লিল্লা-হি জ্বামী'আওঁ ওয়া লা- তাফার্‌রাকু,
মৃত্যুবরণ কর না। (১০৩) তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

✪ শানে নুযূল (আঃ ৯৯) ঃ শাম্মাস ইবনে কায়েস নামক জনৈক ইহুদী মুসলমানদের প্রতি ভীষণ হিংসা পোষণ করত। আওস ও খাযরাজ এতদুভয় সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধভাবে একই মজলিসে সমবেত দেখে সে হিংসায় জ্বলে উঠল। অতএব, এতদুভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে বলল, এ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকা কালের আত্মকলহমূলক বহু গাথা-কবিতা রয়েছে, তুমি তাদের মজলিসে উপস্থিত হয়ে তা হতে কিছু কবিতা গেয়ে আস। সে তাই করল। কবিতা শ্রবণ করা মাত্র উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরাতন হিংসানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, অধিকন্তু যুদ্ধের স্থান ও সময় নির্ধারিত হয়ে গেল। এখান হতে কয়েকটি আয়াত এ ঘটনা সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে। (নূঃ কুরআন)
✪ টীকা (আঃ ১০৩) ঃ بحبل الله অর্থ আল্লাহর রজ্জু। এখানে রজ্জু দ্বারা বুঝানো হয়েছে কুরআন। কেউ কেউ বলেন, حبل - এর অর্থ অংগীকার বা যিম্মাদারী

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ

ওয়ায্কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম ইয্ কুন্তুম আ'দা—আন্ ফাআল্লাফা বাইনা ক্বুলূবিকুম্

আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর দেয়া যে নেয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর। যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, তখন তিনি তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন।

فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ

ফাআস্বাহ্তুম বিনি'মাতিহী~ইখ্ওয়া-না-, ওয়া কুন্তুম 'আলা- শাফা-হুফ্রাতিম্ মিনান্ না-রি ফাআন্ক্বাযাকুম্ মিন্হা ;

ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। অথচ তোমরা ছিলে অগ্নিকুন্ডের এক প্রান্তে। অতঃপর আল্লাহ্ তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ

কাযা-লিকা ইউবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম আ-ইয়া-তিহী লা'আল্লাকুম তাহ্তাদূন। ১০৪। ওয়াল্তাকুম মিন্কুম উম্মাতুই

এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার। (১০৪) আর তোমাদের মধ্যে

يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ

ইয়াদ'উনা ইলাল খাইরি ওয়া ইয়া'মুরূনা বিল মা'রূফি ওয়া ইয়ানহাওনা 'আনিল মুনকার ; ওয়া উলা—ইকা

এমন একটি দল থাকা উচিৎ, যারা কল্যাণের পথে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে;

هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ

হুমুল মুফ্লিহূন। ১০৫। ওয়া লা- তাকূনূ কাল্লাযীনা তাফার্রাক্বূ ওয়াখ্তালাফূ মিম্ বা'দি

আর তারাই হবে সফলকাম। (১০৫) তোমরা তাদের মত হয়োনা, যারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার

مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾ يَّوْمَ تَبْيَضُّ

মা- জ্বা—আহুমুল বাইয়্যিনা-ত ; ওয়া উলা—ইকা লাহুম 'আযা-বুন 'আযীম। ১০৬। ইয়াওমা তাব্ইয়াদ্দ্বু

পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও মতভেদ করেছে। তাদের জন্যই রয়েছে ভীষণ শাস্তি। (১১৬) সেদিন কতিপয় লোকের চেহারা শুভ্র

وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا

উজূহুওঁ ওয়া তাস্ওয়াদ্দু উজূহ ; ফাআম্মাল্ লাযীনাস্ ওয়াদ্দাত উজূহুহুম আকাফারতুম বা'দা ঈমা-নিকুম ফাযূক্বুল

(উজ্জ্বল) হবে এবং কতিপয় লোকের চেহারা কালো হবে। সুতরাং যাদের চেহারা কালো হবে তাদেরকে বলা হবে; তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছ?

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ

'আযা-বা বিমা- কুন্তুম তাক্ফুরূন। ১০৭। ওয়া আম্মাল্ লাযীনাব ইয়াদ্দ্বাত উজূহুহুম ফাফী রাহ্মাতিল্লা-হ ;

সুতরাং এখন তোমরা কুফরী করার কারণে শাস্তি ভোগ কর। (১০৭) আর যাদের চেহারা শুভ্র (উজ্জ্বল) হবে, তাঁরা থাকবে আল্লাহর রহমতের মধ্যে।

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا

হুম ফীহা- খা-লিদূন। ১০৮। তিল্কা আ-ইয়া-তুল্লা-হি নাত্লূহা- 'আলাইকা বিল্ হাক্ব্ক্ব ; ওয়া মাল্লা-হু ইউরীদু যুল্মাল

সেখানে তাঁরা সর্বদা থাকবে। (১০৮) এগুলো হল আল্লাহর বাণী, যা যথাযথ ভাবে আমি আপনার নিকট পাঠ করে শোনাচ্ছি। আল্লাহ্ সৃষ্টি জগতের প্রতি জুলুম

لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

লিল্ 'আ-লামীন। ১০৯। ওয়া লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা- ফিল আরদ্ব ; ওয়া ইলাল লা-হি তুরজ্বা'উল উমূর।

করার ইচ্ছা করেন না। (১০৯) আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর এবং আল্লাহর নিকটই হবে সব কিছুর প্রত্যাবর্তন।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

১১০। কুন্তুম খাইরা উম্মাতিন্ উখ্রিজ্বাত লিন্না-সি তা'মুরূনা বিল্ মা'রূফি ওয়া তান্হাওনা 'আনিল

(১১০) তোমরাই হলে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত

الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ

মুন্কারি ওয়া তু'মিনূনা বিল্লা-হ ; ওয়া লাও আ-মানা আহ্লুল কিতা-বি লাকা-না খাইরাল্লাহুম ; মিন্হুমুল

রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। যদি কিতাবীগণ ঈমান আনত, তবে তাদের জন্য খুবই ভাল হত; তাদের মধ্যে কতিপয় মুমিন

الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾ لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ

মু'মিনূনা ওয়া আক্ছারুহুমুল ফা-সিক্বূন। ১১১। লাইঁ ইয়াদুর্রূ কুম ইল্লা~আযা- ; ওয়া ইইঁউক্বা-তিলূকুম

আর অধিকাংশই নাফরমান। (১১১) তারা তোমাদের সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া আর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে

يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۟ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا

ইউওয়াল্লূ কুমুল আদ্বা-র, ছুম্মা লা- ইয়ুন্স্বারূন। ১১২। দ্বুরিবাত্ 'আলাইহিমুয্ যিল্লাতু আইনা মা- ছুক্বিফূ~

তারা তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ পলায়ন করবে। অতঃপর তাদের কোন সাহায্যও করা হবে না। (১১২) যেখানেই তাদেরকে পাওয়া গেছে সেখানেই

اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ

ইল্লা- বিহাব্লিম্ মিনাল্লা-হি ওয়া হাব্লিম্ মিনান্ না-সি ওয়া বা—উ বিগাদ্বাবিম্ মিনাল্লা-হি ওয়া দ্বুরিবাত্

তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে শুধু তাদের ব্যতীত যারা আল্লাহর আশ্রয় ও মানুষের আশ্রয় প্রাপ্ত। আর তারা আল্লাহর গযবের পাত্র হয়েছে এবং তাদের উপর

عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ

'আলাইহিমুল মাস্কানাহ ; যা-লিকা বিআন্নাহুম কা-নূ ইয়াক্ফুরূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ওয়া ইয়াক্বতুলূনাল

চাপানো হয়েছে দারিদ্র্যতা। এর কারণ হল, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করত

الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾ لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ

আম্বিয়া—আ বিগাইরি হাক্ব্ক্ব ; যা-লিকা বিমা- 'আছাও ওয়া কা-নূ ইয়া'তাদূন। ১১৩। লাইসূ সাওয়া—আ ;

এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালংঘন করেছিল। (১১৩) তারা সকলে সমান নয়।

مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ

মিন্ আহ্লিল কিতা-বি উম্মাতুন ক্বা—ইমাতুইঁ ইয়াত্লূনা আ-ইয়া-তিল্লা-হি আ-না—আল্ লাইলি ওয়া হুম্ ইয়াস্জুদূন।

আহলে কিতাবদের মধ্যে (দ্বীনের উপর) সুপ্রতিষ্ঠিত একদল আছে, তারা রাত্রিকালে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং সিজদা করে।

﴿١١٤﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

১১৪। ইউ'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল আ-খিরি ওয়া ইয়া'মুরূনা বিল্ মা'রূফি ওয়া ইয়ান্হাওনা 'আনিল

(১১৪) তারা আল্লাহ এবং দিনে আখেরাতকে বিশ্বাস করে এবং তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, আর অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে

الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٥﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ

মুন্কারি ওয়া ইউসা-রি'উনা ফিল খাইরা-ত ; ওয়া উলা—ইকা মিনাস্ স্বা-লিহ্বীন। ১১৫। ওয়া মা- ইয়াফ্'আলূ মিন্

এবং কল্যাণকর কাজে তারা প্রতিযোগিতা করে এবং তারাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (১১৫) তারা যা কিছু উত্তম কাজ করবে, তার

خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ

খাইরিন্ ফালাইঁ ইয়ুক্ফারূহ ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুম্ বিল মুত্তাক্বীন। ১১৬। ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ লান্ তুগ্নিয়া

প্রতিদান থেকে তাদেরকে কখনও বঞ্চিত করা হবে না। আল্লাহ মুত্তাকীগণ সম্পর্কে খুব অবহিত। (১১৬) যারা কুফরী করে, তাদের

عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

'আনহুম আমওয়া-লুহুম ওয়া লা~আওলা-দুহুম মিনাল্লা-হি শাইআ- ; ওয়া উলা—ইকা আস্হা-বুন্ না-র ;

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কোন কাজে আসবে না; আর তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٧﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ

হুম ফীহা- খা-লিদূন। ১১৭। মাছালু মা- ইউন্ফিকূনা ফী হা-যিহিল হ্বাইয়া-তিদ্ দুনইয়া- কামাছালি রীহ্বিন্

সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। (১১৭) পার্থিব জীবনে তারা যা কিছু ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হল সে ঝড়ো হাওয়ার মত, যাতে আছে প্রচন্ড ঠাণ্ডা, যা

فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ

ফীহা- স্বিররুন আস্বা-বাত হ্বার্ছা ক্বাওমিন যালামূ~আনফুসাহুম ফাআহ্লাকাত্হ ; ওয়ামা- যালামাহুমুল্লা-হু

আঘাত করে এমন জাতির শস্য ক্ষেত্রকে যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে। অতঃপর (বায়ু) সেগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে। আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেন নি।

وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ

ওয়া লা-কিন্ আনফুসাহুম ইয়াযলিমূন। ১১৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাত্তাখিযূ বিত্বা-নাতাম্ মিন্ দূনিকুম

বরং তারাই তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করে। (১১৮) হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরংগ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

লা-ইয়া'লূনাকুম খাবা-লা- ; ওয়াদ্দূ মা- 'আনিত্তুম, ক্বাদ বাদাতিল বাগদ্বা—উ মিন্ আফ্ওয়া-হিহিম

তারা তোমাদের ক্ষতি করতে মোটেই ত্রুটি করবে না। যা তোমাদের কষ্ট দেয় তাকেই তাদের আনন্দ। বিদ্বেষ তাদের মুখ থেকে প্রকাশ

وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

ওয়া মা- তুখ্ফী স্বুদূরুহুম আকবার ; ক্বাদ্ বাইয়্যান্না লাকুমুল আ-ইয়া-তি ইন কুন্তুম তা'ক্বিলূন।

হয়ে পড়ে; আর তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে আছে তা আরো মারাত্মক। আমি তোমাদের জন্য স্পষ্টরূপে নিদর্শন বলেদিয়েছি, যদি তা তোমরা অনুধাবন কর।

﴿١١٩﴾ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ

১১৯। হা~আন্তুম উলা—ই তুহ্বিব্বূনাহুম ওয়া লা- ইউহ্বিব্বূনাকুম ওয়া তু'মিনূনা বিল্ কিতা-বি কুল্লিহ্,

(১১৯) দেখ, তোমরা তো তাদেরকে ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না। অথচ তোমরা সকল কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখ।

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ

ওয়া ইযা- লাকূকুম ক্বা-লূ আ-মান্না-, ওয়া ইযা- খালাও 'আদ্দু 'আলাইকুমুল আনা-মিলা মিনাল গাইয্ব ;

অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে মিশে, তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা একান্তে মিলিত হয়, তখন তোমাদের প্রতি ক্রোধে নিজেদের

قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٢٠﴾ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ

কুল মূতূ বিগাইযিকুম ; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ স্বুদূর। ১২০। ইন্ তাম্সাস্কুম হ্বাসানাতুন

আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমাদের ক্রোধেই তোমরা মৃত্যু বরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের খবর সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞাত। (১২০) তোমাদের

تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا

তাসু'হুম ; ওয়া ইন্ তুস্বিব্কুম সাইয়্যিআতুইঁ ইয়াফ্রাহূ বিহা-; ওয়া ইন্ তাস্বিবিরূ ওয়া তাত্তাকূ

কল্যাণে তারা বিষণ্ন হয় এবং তোমাদের কোন অকল্যাণ হলে তারা খুশী হয়। যদি তোমরা ধৈর্য ও তাকওয়ার পথে থা'ক, তবে তাদের

لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢١﴾ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ

লা-ইয়াদ্বুররুকুম কাইদুহুম শাইআ-; ইন্নাল্লা-হা বিমা- ইয়া'মালূনা মুহীত্ব। ১২১। ওয়া ইয্ গাদাওতা মিন্

চক্রান্ত তোমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তাদের কার্যাবলী আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে। (১২১) স্মরণ করুন, যখন সকাল বেলা নিজ

أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٢﴾ إِذْ هَمَّتْ

আহ্লিকা তুবাব্বিউল মু'মিনীনা মাক্বা-'ইদা লিল্ কিতা-ল ; ওয়াল্লা-হু সামী'উন 'আলীম। ১২২। ইয্ হাম্মাত্

পরিজনদের থেকে বের হয়ে মুমিনদেরকে যুদ্ধের অবস্থানে সারিবদ্ধ করছিলেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (১২২) তোমাদের

طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

ত্বা—ইফাতা-নি মিন্কুম আন্ তাফ্শালা- ওয়াল্লা-হু ওয়ালি'য়্যুহুমা; ওয়া 'আলাল্লা-হি ফাল্ইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনূন।

থেকে দু'টি দল যখন সাহস হারাবার উপক্রম করেছিল, আর আল্লাহ উভয়ের সাহায্যকারী ছিলেন এবং মুমিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

﴿١٢٣﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

১২৩। ওয়া লাক্বাদ নাস্বারাকুমুল্লা-হু বিবাদ্রিওঁ ওয়া আন্তুম আযিল্লাহ, ফাত্তাকুল্লা-হা লা'আল্লাকুম তাশ্কুরূন।

(১২৩) আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বদরে অবশ্যই সাহায্য করেছিলেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

﴿١٢٤﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ

১২৪। ইয্ তাকূলু লিল্ মু'মিনীনা আলাইঁ ইয়াক্ফিয়াকুম আইঁ ইউমিদ্দাকুম রাব্বুকুম বিছালা-ছাতি আ-লা-ফিম্ মিনাল্

(১২৪) স্মরণ করুন, যখন আপনি মুমিনদেরকে বলছিলেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাহায্য করবেন তিন হাজার

الملئكة منزلين ۝١٢٥ بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا

মালা—ইকাতি মুন্যালীন। ১২৫। বালা~ইন তাস্ববিরূ ওয়া তাত্তাকূ ওয়া ইয়া'তূকুম্ মিন্ ফাওরিহিম হা-যা-

অবতারিত ফিরিশতা দ্বারা। (১২৫) হাঁ অবশ্যই, তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর এবং পরহেজগারী অবলম্বন কর, আর যদি তারা তোমাদের উপর চড়াও হয়

يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملئكة مسومين ۝١٢٦ وما جعله الله

ইউম্‌দিদ্‌কুম রাব্বুকুম বিখাম্‌সাতি আ-লা-ফিম্ মিনাল মালা—ইকাতি মুসাওওইমীন। ১২৬। ওয়ামা- জ্বা'আলাহুল্লা-হু

দ্রুত গতিতে, তবে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফিরিশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। (১২৬) আর আল্লাহ এ বিশেষ সাহায্য

الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز

ইল্লা- বুশ্‌রা- লাকুম ওয়া লিতাত্বমাইন্না ক্বুলূবুকুম বিহ ; ওয়া মান্ নাস্বরু ইল্লা- মিন 'ইন্দিল্লা-হিল 'আযীযিল

করেছেন তোমাদের সুসংবাদ প্রদানের জন্য আর যাতে তোমাদের আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করে। আর সাহায্য শুধু আল্লাহরই পক্ষ থেকে হয়, যিনি পরাক্রান্ত,

الحكيم ۝١٢٧ ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ○

হাকীম। ১২৭। লিইয়াক্বত্বা'আ ত্বারাফাম্ মিনাল্ লাযীনা কাফারূ~আও ইয়াক্‌বিতাহুম ফাইয়ানক্বালিবূ খা—ইবীন।

প্রজ্ঞাময়। (১২৭) যাতে কাফিরদের কতককে ধ্বংস করে দেন অথবা লাঞ্ছিত করে দেন, যেন তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

۝١٢٨ ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظلمون ○

১২৮। লাইসা লাকা মিনাল আম্‌রি শাইউন আও ইয়াতূবা 'আলাইহিম আও ইউ'আয্‌যিবাহুম ফাইন্নাহুম যা-লিমূন।

(১২৮) আল্লাহ হয় তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন, এ ব্যাপারে আপনার কিছুই করণীয় নেই। যেহেতু তারা অত্যাচারী।

۝١٢٩ ولله ما في السموت وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

১২৯। ওয়া লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা- ফিল আরদ্ব ; ইয়াগ্‌ফিরু লিমাই ইয়াশা—উ ওয়া ইউ'আয্‌যিবু মাই ইয়াশা—উ ;

(১২৯) আসমান ও যমিনে যা কিছু আছে সব কিছু আল্লাহরই কর্তৃত্বে। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন।

والله غفور رحيم ۝١٣٠ يايها الذين امنوا لا تاكلوا الربوا اضعافا مضعفة

ওয়াল্লা-হু গা'ফূরুর রাহীম। ১৩০। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তা'কুলুর্ রিবা~আদ্ব'আ-ফাম্ মুদ্বা-'আফাহ,

আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (১৩০) হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না, তোমরা ভয় কর

واتقوا الله لعلكم تفلحون ۝١٣١ واتقوا النار التي اعدت للكفرين ○

ওয়াত্তাকুল লা-হা লা'আল্লাকুম তুফ্‌লিহূন। ১৩১। ওয়াত্তাকুন্ না-রাল্ লাতী~উ'ইদ্দাত লিল কা-ফিরীন।

আল্লাহকে; যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার। (১৩১) তোমরা সে আগুন হতে নিজেকে রক্ষা কর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

۝١٣٢ واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ۝١٣٣ وسارعوا الى مغفرة من

১৩২। ওয়া আত্বী'উল্ লা-হা ওয়ার্ রাসূলা লা'আল্লাকুম তুর্‌হামূন। ১৩৩। ওয়া সা-রি'উ~ইলা- মাগফিরাতিম্ মির্

(১৩২) তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। (১৩৩) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার

ربكم وجنة عرضها السموت والارض اعدت للمتقين ۝١٣٤ الذين

রাব্বিকুম ওয়া জান্নাতিন্ 'আরদ্বুহাস্ সামা-ওয়া-তু ওয়াল আরদ্বু উ'ইদ্দাত লিল্ মুত্তাক্বীন। ১৩৪। আল্লাযীনা

দিকে ধাবিত হও এবং সে জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা, আসমান ও যমিনের ব্যবধানের ন্যায়। যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (১৩৪) যারা

ينفقون في السراء والضراء والكظمين الغيظ والعافين عن الناس

ইউন্‌ফিকূনা ফিস্ সার্‌রা—ই ওয়াদ্ব দ্বার্‌রা—ই ওয়াল্ কা-যিমীনাল গাইযা ওয়াল 'আ-ফীনা 'আনিন্ না-স ;

সচ্ছলতা ও অভাব উভয় সময় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারী ;

والله يحب المحسنين ۝١٣٥ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم

ওয়াল্লা-হু ইউহিব্বুল মুহ্‌সিনীন। ১৩৫। ওয়াল্ লাযীনা ইযা- ফা'আলূ ফা-হিশাতান্ আও যালামূ~আন্‌ফুসাহুম

আর আল্লাহ (এ রূপ) নেককারদেরকে ভালবাসেন। (১৩৫) আর যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে বসে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে বসে, তখন

ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم

যাকারুল্লা-হা ফাস্তাগ্‌ফারূ লিযুনূবিহিম, ওয়া মাইঁ ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লাল্লা-হ, ওয়া লাম

আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর নিজেদের কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ব্যতীত পাপ ক্ষমাকারী কে আছে? আর তারা

يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ۝١٣٦ اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم

ইউস্বিররূ 'আলা- মা-ফা'আলূ ওয়া হুম ইয়া'লামূন। ১৩৬। উলা—ইকা জ্বাযা—উহুম মাগ্‌ফিরাতুম্ মির্ রাব্বিহিম

জেনে-শুনে উক্ত কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটায় না। (১৩৬) এবং এসব লোকদের প্রতিদান হল তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে ক্ষমা

وجنت تجري من تحتها الانهر خلدين فيها ونعم اجر العملين ○

ওয়া জ্বান্না-তুন তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা-; ওয়া নি'মা আজ্‌রুল 'আ-মিলীন।

এবং জান্নাত, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে এবং কতইনা উত্তম নেককারদের প্রতিদান।

۝١٣٧ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان

১৩৭। ক্বাদ্ খালাত মিন ক্বাব্‌লিকুম সুনানুন্ ফাসীরূ ফিল আর্‌দ্বি ফান্‌যুরূ কাইফা কা-না

(১৩৭) তোমাদের পূর্বে বহু জীবন পদ্ধতি অতীত হয়েছে। কাজেই তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের

عاقبة المكذبين ۝١٣٨ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ○

'আ-ক্বিবাতুল মুকায্‌যিবীন। ১৩৮। হা-যা- বাইয়া-নুল লিন্না-সি ওয়া হুদাওঁ ওয়া মাও'ইযাতুল্ লিল্ মুত্তাক্বীন।

পরিণাম কি হয়েছে। (১৩৮) এটা সাধারণ মানুষের জন্য বর্ণনা এবং পরহেজগারদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।

۝١٣٩ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ۝١٤٠ ان يمسسكم

১৩৯। ওয়া লা- তাহিনূ ওয়া লা-তাহ্‌যানূ ওয়া আন্তুমুল আ'লাওনা ইন কুন্তুম্ মু'মিনীন। ১৪০। ই ইঁয়াম্‌সাস্‌কুম

(১৩৯) আর তোমরা সাহস হারিয়ো না এবং দুঃখ কর না তোমরাই হবে বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও। (১৪০) যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে,

قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ

ক্বারহুন্ ফাক্বাদ্ মাস্সাল ক্বাওমা ক্বারহুম্ মিছ্লুহ ; ওয়া তিল্কাল আইয়্যা-মু নুদা-বিলুহা- বাইনান্ না-স,
তবে নিশ্চয়ই অনুরূপ আঘাত সে সম্প্রদায়েরও লেগেছে। আমি এ দিনগুলো পালাক্রমে মানুষের মধ্যে আবর্তন ঘটাই। যাতে

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۙ

ওয়া লিয়া'লামাল্লাহুল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া ইয়াত্তাখিযা মিনকুম শুহাদা—আ ; ওয়াল্লা-হু লা-ইউহ্বিবুয্ যা-লিমীন।
আল্লাহ মুমিনগণকে (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্যে কতককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না।

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ

১৪১। ওয়া লিইউমাহ্হিস্বাল্লা-হুল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া ইয়াম্হাক্বাল কা-ফিরীন। ১৪২। আম্ হাসিব্তুম আন্
(১৪১) আর যাতে পরিশুদ্ধ করতে পারেন মুমিনগণকে এবং নির্মূল করতে পারেন কাফিরদেরকে। (১৪২) তোমরা কি এ ধারণা করেছ যে,

تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾

তাদ্খুলুল জ্বান্নাতা ওয়া লাম্মা- ইয়া'লামিল্লা-হুল্ লাযীনা জ্বা-হাদূ মিন্কুম ওয়া ইয়া'লামাস্ স্বা-বিরীন।
তোমরা জান্নাতে যাবে? অথচ এখন পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল তা জানেন নি।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۠ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ

১৪৩। ওয়া লাক্বাদ কুন্তুম তামান্নাওনাল মাওতা মিন্ ক্বাব্লি আন্ তালক্বাওহ, ফাক্বাদ রাআইতুমূহু ওয়া আন্তুম
(১৪৩) আর তোমরা মৃত্যু কামনা করছিলে তার (মৃত্যুর) সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই। এখন তো তা তোমরা স্বচক্ষে

১৪ ع ৫ রুকূ

تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَائِنْ

তানযুরূন। ১৪৪। ওয়া মা- মুহাম্মাদুন ইল্লা- রাসূল, ক্বাদ্ খালাত মিন্ ক্বাব্লিহির্ রুসুল ; আফাইম্
দেখছ। (১৪৪) মুহাম্মদ (সা) তো একজন রাসূল মাত্র। নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতীত হয়েছেন। অনন্তর যদি তাঁর মৃত্যু হয়

مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ

মা-তা আও কুতিলান্ ক্বালাব্তুম 'আলা~আ'ক্বা-বিকুম ; ওয়া মাইঁ ইয়ান্ক্বালিব্ 'আলা- 'আক্বিবাইহি ফালাইঁ ইয়াদুর্‌রাল্লা-হা
অথবা, তিনি নিহত হন; তবে কি তোমরা পিছপা হয়ে ফিরে যাবে? আর যে পিছপা হয়ে ফিরে যাবে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করতে

شَيْـًٔا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

শাইআ-; ওয়া সাইয়াজ্বযিল্লা-হুশ্ শা-কিরীন। ১৪৫। ওয়া মা- কা-না লিনাফ্সিন আন্ তামূতা ইল্লা- বিইয্নিল্লা-হি
পারবে না এবং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কার দান করবেন। (১৪৫) আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মৃত্যু বরণ করে না।

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৪৩) ঃ এক রেওয়ায়েতে জানা যায় এ আয়াতটি ওহুদের যুদ্ধের ঘটার উপর নাযিল হয়েছে। ঐ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (স) এর পবিত্র দান্দান মুবারক শহীদ হয় ও তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। চতুর্দিকে তখন সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে হুজুর (স) শহীদ হয়ে গেছেন। এ কারনে অনেক দূর্বলমনা ব্যক্তি রনাঙ্গণ থেকে হতাশা বশতঃ সরে দাড়ায়। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। ✪ শানে নুযূল (আঃ ১৪৪) ঃ وما محمد الا رسول – অহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের অনেকে শাহাদাত বরণ করে এবং মুসলমানরা ছত্রভংগ হয়ে পড়ে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা পরাজিত হয়। অপরদিকে শয়তান ঘোষণা করে দেয় যে, মুহাম্মদ নিহত হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে তারা সত্যিই ধারণা করে যে, মুহাম্মদ (সা) শহীদ হয়েছেন। ফলে মুসলমানরা ভীত হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধ বন্ধ করে পশ্চাদপসারণে উদ্যত হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ

কিতা-বাম মুআজ্জ্বালা- ; ওয়া মাইঁ ইউরিদ ছাওয়া-বাদ্ দুন্ইয়া- নু'তিহী মিন্হা, ওয়া মাইঁ ইউরিদ ছাওয়া-বাল আ-খিরাতি
তার জন্য একটি নির্ধারিত সময় লিখিত আছে। কেউ পার্থিব প্রতিদান চাইলে আমি তাকে পার্থিব কিছু অংশ দেই। আর কেউ আখিরাতের প্রতিদান চাইলে

نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِىٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ

নু'তিহী মিন্হা-; 'ওয়া সানাজ্বযিশ্ শা-কিরীন। ১৪৬। ওয়া কাআইয়্যিম্ মিন্ নাবিইয়্যিন্ ক্বা-তালা মা'আহূ রিব্বিইয়্যূনা
আমি তাকে তার থেকে তাই দান করব। আমি অতিশ্রীঘই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কার দান করব (১৪৬) এবং অনেক নবী ছিলেন, যাদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা

كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ؕ

কাছীর, ফামা- ওয়াহানূ লিমা~আস্বা-বাহুম ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়া মা- দ্বা'উফূ ওয়ামাস্ তাকা-নূ ;
লোকও যুদ্ধ করেছে। কিন্তু আল্লাহর পথে লড়তে গিয়ে যে মসিবত হয়েছিল তাতে তারা হীনবল হন নি এবং দুর্বলও হন নি এবং দমেও যান নি।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا

ওয়াল্লা-হু ইউহ্বিবুস্ স্বা-বিরীন। ১৪৭। ওয়া মা- কা-না ক্বাওলাহুম ইল্লা~আন ক্বালূ রাব্বানাগ্ ফির্লানা- যুনূবানা-
আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন। (১৪৭) তাদের কথা এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহসমূহ

وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰتٰىهُمُ

ওয়া ইস্রা-ফানা- ফী~আম্রিনা- ওয়া ছাব্বিত আক্বদা-মানা- ওয়ান্স্বুরনা- 'আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন। ১৪৮। ফাআ-তা-হুমুল
এবং আমাদের কাজ-কর্মে সীমালংঘন ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের পা অবিচল রাখ এবং আমাদেরকে সাহায্য কর কাফির সম্প্রদায়ের উপর। (১৪৮) আল্লাহ

১৫ ع ৬ রুকূ

اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۙ

লা-হু ছাওয়া-বাদ্ দুন্ইয়া- ওয়া হুস্না ছাওয়া-বিল আ-খিরাহ ; ওয়াল্লা-হু ইউহ্বিবুল মুহ্সিনীন।
তাদেরকে পার্থিব পুরস্কারও দান করেছেন এবং আখিরাতেও উত্তম প্রতিদান দান করেছেন। আর আল্লাহ নেককারগণকে ভালবাসেন।

﴿١٤٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ

১৪৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইন্ তুত্বী'উল্ লাযীনা কাফারূ ইয়ারুদ্দূকুম 'আলা~আ'ক্বা-বিকুম
(১৪৯) হে মুমিনগণ! তোমরা যদি কাফিরদের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিবে,

فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾ سَنُلْقِىْ

ফাতান্ক্বালিবূ খা-সিরীন। ১৫০। বালিল্লা-হু মাওলা-কুম, ওয়া হুওয়া খাইরুন্ না-স্বিরীন। ১৫১। সানুল্ক্বী
ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (১৫০) বরং আল্লাহই তোমাদের বন্ধু এবং তিনি সর্বোত্তম সাহায্যকারী। (১৫১) অতিশীঘ্রই আমি

فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ

ফী কুলূবিল্ লাযীনা কাফারুর রু'বা বিমা~আশ্রাকূ বিল্লা-হি মা-লাম ইউনায্যিল বিহী সুলত্বা-না-,
কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব। যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে এমন বিষয়, যার স্বপক্ষে আল্লাহ কোন দলীল অবতীর্ণ করেন নি।

وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥٢﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ

ওয়া মা'ওয়া-হুমুন্ না-র ; ওয়া বি'সা মাছ্ওয়ায্ব য্বা-লিমীন। ১৫২। ওয়া লাক্বাদ স্বাদাক্বাকুমুল্লা-হু
এবং তাদের আবাস জাহান্নাম। আর জালিমদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট। (১৫২) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন,

وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ

ওয়া'দাহূ~ইয্ তাহুস্সূনাহুম্ বিইয্নিহ, হাত্তা~ইযা- ফাশিলতুম ওয়া তানা-যা'তুম ফিল আম্রি
যখন তোমরা তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশে হত্যা করছিলে, শেষ পর্যন্ত তোমরা নিজেরাই দুর্বল হয়ে পড়লে এবং আদেশ পালনে মতবিরোধ

وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ

ওয়া 'আস্বাইতুম্ মিম্ বা'দি মা~আরা-কুম্ মা- তুহ্বিব্বূন ; মিন্কুম্ মাইঁ ইউরীদুদ্ দুন্ইয়া- ওয়া মিন্কুম্
সৃষ্টি করলে, এবং তোমাদের ভালবাসার বস্তু দেখানোর পরও তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের মধ্যে কতিপয় দুনিয়া কামনা করছিলে এবং কতক

مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ

মাইঁ ইউরীদুল আ-খিরাহ, ছুম্মা স্বারাফাকুম 'আনহুম লিইয়াব্তালিয়াকুম, ওয়া লাক্বাদ্ 'আফা- 'আনকুম ;
আখিরাত কামনা করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। আল্লাহ অবশ্য তোমাদেরকে ক্ষমা

وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٣﴾ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ

ওয়াল্লা-হু যূ ফাদ্বলিন 'আলাল মু'মিনীন। ১৫৩। ইয্ তুস্ব'ইদূনা ওয়া লা- তাল্ঊনা 'আলা~আহ্বাদিওঁ
করে দিয়েছেন। আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহশীল। (১৫৩) স্মরণ কর, যখন তোমরা উর্ধ্বপানে আরোহণ করছিলে এবং পিছনে ফিরে কারো দিকে দেখছিলে না।

وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى

ওয়ার্ রাসূলু ইয়াদ'উকুম ফী~উখরা-কুম ফাআছা-বাকুম গাম্মাম্ বিগাম্মিল লিকাইলা- তাহ্যানূ 'আলা-
আর রাসূল তোমাদের পেছন দিক থেকে ডাকছিলেন। তখন তিনি তোমাদের বিপদের পর বিপদ দিলেন, যাতে তোমরা যা হারিয়েছ বা

مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥٤﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ

মা-ফা-তাকুম ওয়া লা- মা~আস্বা-বাকুম ; ওয়াল্লা-হু খাবীরুম্ বিমা- তা'মালূন। ১৫৪। ছুম্মা আন্যালা 'আলাইকুম্
যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে সেজন্য তোমরা দুঃখিত না হও। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত। (১৫৪) অতঃপর তিনি দুঃখের পর

مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ

মিম্ বা'দিল গাম্মি আমানাতান্ নু'আসাইঁ ইয়াগশা- ত্বা—ইফাতাম্ মিন্কুম ওয়া ত্বা—ইফাতুন ক্বাদ্ আহাম্মাত্হুম
তোমাদের প্রশান্তি দান করলেন তন্দ্রাচ্ছন্নতার মাধ্যমে, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর একদল নিজেদের জীবন বিপন্ন ভয়ে

اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ

আন্ফুসুহুম ইয়ায্বুণ্নূনা বিল্লা-হি গাইরাল হাক্কিক্বি য্বান্নাল জ্বা-হিলিইয়্যাহ ; ইয়াকূলূনা হাল্ লানা- মিনাল আম্‌রি
আল্লাহ সম্পর্কে অন্যায়ভাবে মূর্খদের মত অবাস্তব ধারণা করছিল; তারা বলছিল, আমাদের কি এ বিষয়ে কোন কিছু করার অধিকার

مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ

মিন শাই ই ; কুল ইন্নাল আম্‌রা কুল্লাহূ লিল্লা-হ ; ইয়ুখ্ফূনা ফী~আন্‌ফুসিহিম্ মা-লা- ইউব্দূনা লাক ;
আছে? বলুন, সব কিছুর উপর আল্লাহ্‌রই অধিকার। তারা তাদের অন্তরে এমন সব কিছু গোপন রাখে যা আপনার কাছে প্রকাশ করে না;

يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ

ইয়াকূলূনা লাও কা-না লানা- মিনাল্ আম্‌রি শাইউম মা- ক্বুতিল্না- হা-হুনা ; ক্বুল্ লাও কুন্তুম ফী বুইয়ূতিকুম
তারা বলে, যদি এ বিষয় আমাদের কিছু অধিকার থাকত, তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। আপনি বলুন, যদি তোমরা নিজ গৃহেও

لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ

লাবারাযাল্ লাযীনা কুতিবা 'আলাইহিমুল ক্বাত্‌লু ইলা- মাদ্বা-জ্বি'ইহিম, ওয়া লিইয়াব্‌তালিইয়াল্লা-হু
অবস্থান করতে, তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য লিপিবদ্ধ ছিল, তারা অবশ্যই তাদের হত্যার স্থানে বের হয়ে আসত; আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ পরীক্ষা

مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

মা- ফী স্বুদূরিকুম ওয়া লিইউমাহ্বহ্বিস্বা মা- ফী ক্বুলূবিকুম; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ব স্বুদূর।
করতে চান যা তোমাদের অন্তরে আছে এবং যা তোমাদের অন্তরে আছে তা শোধন করতে চান; আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

﴿١٥٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ

১৫৫। ইন্নাল্ লাযীনা তাওয়াল্লাও মিন্‌কুম ইয়াওমাল তাক্বাল জ্বাম'আ-নি ইন্নামাস্ তাযাল্লাহুমুশ্ শাইত্বা-নু
(১৫৫) নিশ্চয়ই যারা সেদিন তোমাদের মধ্য হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, যেদিন দু'দল পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিল, তাদের কিছু কৃতকর্মের কারণে শয়তান

১৬ (৭) ৭ রুকূ

بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٥٦﴾ يٰۤاَيُّهَا

বিবা'দ্বি মা- কাসাবূ, ওয়া লাক্বাদ 'আফাল্লা-হু 'আনহুম; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুন হ্বালীম। ১৫৬। ইয়া~আইয়্যুহাল্
তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম সহিষ্ণু। (১৫৬) হে মুমিনগণ!

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى

লাযীনা আ-মানূ লা-তাকূনূ কাল্‌লাযীনা কাফারূ ওয়া ক্বা-লূ লিইখ্‌ওয়া-নিহিম্ ইযা- দ্বারাবূ ফিল্
তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা কুফরী করে এবং যখন তাদের ভাইয়েরা ভূ-পৃষ্ঠে কোন অভিযানে বের হয় বা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের সম্পর্কে

الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ

আর্‌দ্বি আও কা-নূ গুয্‌যাল লাও কা-নূ 'ইন্দানা- মা- মা-তূ ওয়া মা- ক্বুতিলূ, লিইয়াজ্ব'আলাল্লা-হু
বলে, তারা যদি আমাদের কাছে থাকত; তবে তারা মারা যেত না এবং নিহতও হত না। ফলে আল্লাহ এর মাধ্যমে তাদের অন্তরে

ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

যা-লিকা হ্বাস্‌রাতান্ ফী ক্বুলূবিহিম ; ওয়াল্লা-হু ইউহ্বয়ী ওয়া ইউমীত্ব ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা বাস্বীর।
অনুতাপ সৃষ্টি করে দেন। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই বাঁচান ও মৃত্যু ঘটান, আর তোমাদের যাবতীয় কাজ আল্লাহ দেখেন।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا

১৫৭। ওয়া লাইন্ কুতিলতুম ফী সাবীলিল্লা-হি আও মুত্তুম লামাগ্ফিরাতুম্ মিনাল্লা-হি ওয়া রাহ্মাতুন খাইরুম্ মিম্মা-

(১৫৭) আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ কর, তবে অবশ্যই আল্লাহর মাগফিরাত ও রহমত তদপেক্ষা উত্তম যা তারা সঞ্চয়

يَجْمَعُونَ ۝ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ۝ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ

ইয়াজ্মা'উন। ১৫৮। ওয়া লাইম্ মুত্তুম আও কুতিলতুম্ লা ইলাল্লা-হি তুহ্শারূন। ১৫৯। ফাবিমা- রাহ্মাতিম্ মিনাল্লা-হি

করেছে। (১৫৮) তোমরা যদি মারা যাও বা নিহত হও, তবে আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে। (১৫৯) অতঃপর আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহেই

لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ

লিন্তা লাহুম, ওয়ালাও কুন্তা ফায্যান গালীযাল ক্বালবি লান্ফাদ্দূ মিন হাওলিক, ফা'ফু

আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় হতেন, তবে নিশ্চয়ই তারা আপনার কাছ থেকে সরে যেত; সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ

'আন্হুম ওয়াস্তাগফির লাহুম ওয়া শা-য়িরহুম ফিল আম্র, ফাইযা- 'আযাম্তা ফাতাওয়াক্কাল 'আলাল্লা-হ ;

এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজ কর্মের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সংকল্প করেন তখন আল্লাহর উপর

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ

ইন্নাল্লা-হা ইউহিব্বুল মুতাওয়াক্কিলীন। ১৬০। ই ইঁয়ান্সুর্ কুমুল্লা-হু ফালা- গা-লিবা লাকুম, ওয়া ই

ভরসা করুন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ভরসাকারীগণকে ভালবাসেন। (১৬০) আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর কেউ বিজয় লাভ করতে

يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

ইঁয়াখ্যুল্কুম ফামান্ যাল্লাযী ইয়ান্সুরুকুম্ মিম্ বা'দিহ ; ওয়া 'আলাল্লা-হি ফালইয়া-তাওয়াক্কালিল মু'মিনূন।

পারবে না, আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে তাঁর পর এমন কে আছে যে, তোমাদের সাহায্য করবে? মুমিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

১৬১। ওয়ামা- কা-না লিনাবিয়্যিন আঁই ইয়াগুল্ল ; ওয়া মাঁই ইয়াগ্লুল ইয়া'তি বিমা- গাল্লা ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ,

(১৬১) নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি আত্মসাৎ করবেন; আর যে কেউ আত্মসাৎ করবে, সে কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকৃত

ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ أَفَمَنِ اتَّبَعَ

ছুম্মা তুওয়াফ্ফা- কুল্লু নাফসিম্ মা-কাসাবাত ওয়া হুম লা- ইউয্লামূন। ১৬২। আফামানিত্ তাবা'আ

বস্তু নিয়ে উপস্থিত হবে; অতঃপর প্রত্যেককে কৃতকর্মের ফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে; আর তাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না। (১৬২) যে ব্যক্তি আল্লাহর

رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

রিদ্বওয়া-নাল্লা-হি কামাম্ বা—আ বিসাখাত্বিম্ মিনাল্লা-হি ওয়ামা'ওয়া-হু জ্বাহান্নাম ; ওয়া বি'সাল মাস্বীর।

সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে, সে কি তার মত, যে আল্লাহর আক্রোশে পড়েছে। আর তার বাসস্থান জাহান্নাম এবং তা কতই নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى

১৬৩। হুম দারাজা-তুন 'ইন্দাল্লা-হ ; ওয়াল্লা-হু বাস্বীরুম্ বিমা- ইয়া'মালূন। ১৬৪। লাক্বাদ্ মান্নাল্লা-হু 'আলাল

(১৬৩) তাদের মর্যাদা আল্লাহর নিকট বিভিন্ন স্তরের হবে, তারা যা করে তা আল্লাহ ভালভাবে দেখেন। (১৬৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন।

الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

মু'মিনীনা ইয্ বা'আছা ফীহিম রাসূলাম্ মিন্ আন্ফুসিহিম ইয়াতলূ 'আলাইহিম আ-ইয়া-তিহী ওয়া ইউযাক্কীহিম

তিনি তাদেরই মধ্য হতে এমন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকটে পাঠ করে শুনান, এবং তাদেরকে

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

ওয়া ইউ'আল্লিমুহুমুল কিতা-বা ওয়াল হিকমাহ ; ওয়া ইন কা-নূ মিন ক্বাবলু লাফী দ্বালা-লিম্ মুবীন।

পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন; যদিও তারা ইতিপূর্বে প্রকাশ্য বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ

১৬৫। আওয়া লাম্মা ~আস্বা-বাতকুম্ মুস্বীবাতুন ক্বাদ আস্বাবতুম্ মিছ্লাইহা- কুলতুম আন্না- হা-যা-; কুল হুওয়া মিন

(১৬৫) যখন তোমাদের উপর বিপদ আসল, যার দ্বিগুণ বিপদ তোমরা তাদের উপর ঘটিয়েছিলে; তখন তোমরা বললে, এটা কোথা থেকে আসল? আপনি বলুন,

عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ

'ইন্দি আন্ফুসিকুম ; ইন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইইন্ ক্বাদীর। ১৬৬। ওয়া মা~আস্বা-বাকুম ইয়াওমাল্ তাক্বাল জ্বাম'আ-নি

এ বিপদ তোমাদের নিজেদের কাছ থেকেই হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর পূর্ণ শক্তিমান। (১৬৬) যেদিন উভয় দল পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিল, সেদিন

فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ

ফাবিইয্নিল্লা-হি ওয়া লিইয়া'লামাল মু'মিনীন। ১৬৭। ওয়া লিয়া'লামাল্ লাযীনা না-ফাকু, ওয়া ক্বীলা লাহুম

তোমাদের উপর যে বিপদ ঘটেছিল তা আল্লাহরই ইচ্ছায় হয়েছিল। এর দ্বারা আল্লাহ জেনে নেন মুমিনগণকে, (১৬৭) এবং জেনে নেন মুনাফিকদেরকে এবং

تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ

তা'আ-লাও ক্বা-তিলূ ফী সাবীলিল্লা-হি আওয়িদ ফা'উ ; ক্বা-লূ লাও না'লামু ক্বিতা-লাল্ লাত্তাবা'না-কুম ;

তাদেরকে বলা হয়েছিল এস, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা শত্রুদের প্রতিরোধ কর। তারা বলল, আমরা যদি যুদ্ধ জানতাম তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম।

هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي

হুম লিল কুফ্রি ইয়াওমাইযিন আক্বরাবু মিন্হুম লিল্ ঈমা-ন, ইয়াকূলূনা বিআফ্ওয়া-হিহিম্ মা-লাইসা ফী

তারা সেদিন ঈমানের তুলনায় কুফরীর অধিক নিকটবর্তী ছিল। তারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে

قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ

ক্বুলূবিহিম ; ওয়াল্লা-হু আ'লামু বিমা- ইয়াকতুমূন। ১৬৮। আল্লাযীনা ক্বা-লূ লিইখ্ওয়া-নিহিম ওয়া ক্বা'আদূ লাও

নেই। বস্তুতঃ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন যা তারা গোপন রাখে। (১৬৮) তারা এমন লোক যারা ঘরে বসে থেকে তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলে, যদি তারা আমাদের

أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

আত্বা-'উনা- মা- কুতিলূ; কুল ফাদ্‌রাউ 'আন আনফুসিকুমুল মাওতা ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন।
কথা শোনত তবে কখনো নিহত হত না। আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে নিজেদের থেকে মৃত্যুকে হটিয়ে দাও।

﴿١٦٩﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ

১৬৯। ওয়া লা-তাহ্বসাবান্নাল্ লাযীনা কুতিলূ ফী সাবীলিল্লা-হি আমওয়া-তা ; বাল আহ্বইয়া—উন 'ইন্দা
(১৬৯) আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদের মৃত ভেব না; বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত এবং তারা তাঁর পক্ষ থেকে

رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٧٠﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ

রাব্বিহিম ইউর্‌যাকূন। ১৭০। ফারিহ্বীনা বিমা~আ-তা-হুমুল্লা-হু মিন ফাদ্বলিহী ওয়া ইয়াস্‌তাব্‌শিরূনা বিল্লাযীনা লাম্
জীবিকা প্রাপ্ত। (১৭০) আল্লাহ স্বীয় করুণায় যা তাদেরকে দান করেছেন তাতে তারা খুবই খুশী এবং তারা আনন্দ প্রকাশ করে

يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧١﴾ يَسْتَبْشِرُونَ

ইয়ালহ্বাকু বিহিম্ মিন্ খাল্‌ফিহিম আল্লা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়া লা-হুম ইয়াহ্বযানূন। ১৭১। ইয়াস্‌তাব্‌শিরূনা
তাদের ব্যাপারে, যারা পেছনে রয়ে গেছে এখন পর্যন্ত তাদের সাথে মিলিত হয় নি। এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (১৭১) তারা

بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٢﴾ الَّذِينَ

বিনি'মাতিম্ মিনাল্লা-হি ওয়া ফাদ্বলিওঁ ওয়া আন্নাল্লা-হা লা-ইউদ্বী'উ আজ্‌রাল মু'মিনীন। ১৭২। আল্লাযীনাস্
আনন্দ প্রকাশ করে, আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের কারণে এবং এ জন্যও যে আল্লাহ মুমিনগণের প্রতিদান নষ্ট করেন না। (১৭২) যারা

اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا

তাজ্বা-বূ লিল্লা-হি ওয়ার্ রাসূলি মিম্ বা'দি মা~আস্বা-বাহুমুল ক্বারহ্ব ; লিল্লাযীনা আহ্বসানূ
আঘাত পাবার পরও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা পুণ্যবান ও মুত্তাকী তাদের জন্য রয়েছে

مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٣﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا

মিনহুম ওয়াত্তাক্বাও আজ্‌রুন 'আযীম। ১৭৩। আল্লাযীনা ক্বা-লা লাহুমুন্ না-সু ইন্নান্ না-সা ক্বাদ জ্বামা'উ
মহা-প্রতিদান।। (১৭৩) যাদেরকে মানুষ বলেছিল যে, নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে লোকেরা (যুদ্ধের জন্য) একত্রিত হয়েছে, সুতরাং

لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

লাকুম ফাখ্‌শাওহুম ফাযা-দাহুম ঈমা-না-, ওয়া ক্বা-লূ হ্বাসবুনাল্লা-হু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।
তোমরা তাদেরকে ভয় কর, কিন্তু এতে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল এবং বলল, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনিই আমাদের উত্তম ব্যবস্থাপক।

﴿١٧٤﴾ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ

১৭৪। ফান্‌ক্বালাবূ বিনি'মাতিম্ মিনাল্লা-হি ওয়া ফাদ্বলিল্ লাম্ ইয়াম্‌সাস্‌হুম সূ—উওঁ ওয়াত্তাবা'উ রিদ্বওয়া-নাল্লা-হ ;
(১৭৪) অতঃপর তারা আল্লাহর রহমত ও করুণায় পরিপূর্ণ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে, তাদের কোন ক্ষতিই স্পর্শ করেনি। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অনুসরণ

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٥﴾ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا

ওয়াল্লা-হু যূ ফাদ্বলিন 'আযীম। ১৭৫। ইন্নামা- যা-লিকুমুশ্ শাইত্বা-নু ইউখাওয়্যিফু আওলিয়া—আহ, ফালা-
করেছে, আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। (১৭৫) মূলতঃ এ শয়তানরাই তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়, সুতরাং তোমরা তাদের

تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٦﴾ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ

তাখা-ফূহুম ওয়া খা-ফূনি ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন। ১৭৬। ওয়া লা- ইয়াহ্বযুন্‌কাল্ লাযীনা ইউসা-রি'উনা
ভয় কর না, কেবলমাত্র আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। (১৭৬) আর যারা কুফরীতে দ্রুত ধাবিত হয় তারা

فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي

ফিল্ কুফ্‌র, ইন্নাহুম লাইঁ ইয়াদ্বুর্‌রুল্লা-হা শাইআ- ; ইউরীদুল্লা-হু আল্লা- ইয়াজ্ব'আলা লাহুম হ্বায্বান ফিল
যেন আপনাকে চিন্তায় না ফেলে, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান আখিরাতে তাদেরকে

الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ

আ-খিরাহ, ওয়া লাহুম 'আযা-বুন 'আযীম। ১৭৭। ইন্নাল্ লাযীনাশ্ তারাউল কুফ্‌রা বিল ঈমা-নি
কোন অংশ না দিতে এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (১৭৭) নিশ্চয় যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরী ক্রয় করেছে,

لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا

লাইঁ ইয়াদ্বুর্‌রুল্লা-হা শাইআ, ওয়া লাহুম 'আযা-বুন আলীম। ১৭৮। ওয়া লা- ইয়াহ্বসাবান্নাল্ লাযীনা কাফারূ~আন্নামা-
তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৭৮) কাফিররা যেন কখনো মনে না করে যে,

نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ

নুম্‌লী লাহুম খাইরুল লিআনফুসিহিম ; ইন্নামা- নুম্‌লী লাহুম লিইয়ায্‌দা-দূ~ইছ্‌মা-; ওয়া লাহুম 'আযা-বুম
আমি তাদেরকে যে অবকাশ দেই তা তাদের জন্য কল্যাণকর। মূলতঃ আমি অবকাশ দেই যাতে তাদের অপরাধ আরো বৃদ্ধি পায়। আর তাদের জন্য রয়েছে

مُّهِينٌ ﴿١٧٩﴾ مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ

মুহীন। ১৭৯। মা- কা-নাল্লা-হু লিইয়াযারাল মু'মিনী-না 'আলা- মা~আন্তুম 'আলাইহি হ্বাত্তা- ইয়ামীযাল্
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (১৭৯) আল্লাহ মুসলমানগণকে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে চান না, যতক্ষণ না পৃথক করে দেন

الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ

খাবীছা মিনাত্ব ত্বাইয়্যিব ; ওয়া মা- কা-নাল্লা-হু লিইউত্বলি'আকুম 'আলাল গাইবি ওয়া লা- কিনাল্লা-হা
অপবিত্রকে পবিত্র থেকে, এবং আল্লাহ এমন নন যে, অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবেন। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের

يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا

ইয়াজ্বতাবী মির্ রুসুলিহী মাইঁ ইয়াশা—উ, ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহ, ওয়া ইন্ তু'মিনূ ওয়া তাত্তাক্বূ
মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। যদি তোমরা ঈমান আন এবং পরহেজগারী অবলম্বন কর;

فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝١٨٠ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ

ফালাকুম্ আজ্রুন 'আযীম। ১৮০। ওয়া লা- ইয়াহ্সাবান্নাল্ লাযীনা ইয়াব্খালূনা বিমা~আ-তা-হুমুল্লা-হু মিন্
তবে তোমাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান। (১৮০) আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন, তাতে তারা যে কৃপণতা করে তারা যেন কখনো

فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ

ফাদ্বলিহী হুওয়া খাইরাল্লাহুম ; বাল হুওয়া শার্রুল্ লাহুম; ছাইউত্বাওয়্যাক্বূনা মা- বাখিলূ বিহী ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ ;
মনে না করে, সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে; বরং এটা তাদের জন্য অকল্যাণকর। কিয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলার বেড়ী হবে যাতে তারা কৃপণতা

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝١٨١ لَقَدْ

ওয়া লিল্লা-হি মীরা-ছুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্দ্ব ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা খাবীর। (১৮১) লাক্বাদ্
করেছে; আসমান ও যমিনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তোমাদের সকল কাজের খবর রাখেন। (১৮১) আল্লাহ

১৮ ع ৯ রুকূ

سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘ سَنَكْتُبُ

সামি'আল্লা-হু ক্বাওলাল্ লাযীনা ক্বা-লূ~ইন্নাল্লা-হা ফাক্বীরুঁও ওয়া নাহ্নু আগ্নিয়া—উ। সানাক্তুবু
তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে, আল্লাহ অভাবগ্রস্ত আর আমরা ধনী। আমি শীঘ্রই লিখে রাখব, তাদের কথাগুলো

مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

মা- ক্বা-লূ ওয়া ক্বাত্লাহুমুল আম্বিয়া—আ বিগাইরি হাক্বক্বিঁও ওয়া নাক্বূলু যূক্বূ 'আযা-বাল হারীক্ব।
এবং অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করার বিষয়ও এবং আমি বলব, উপভোগ কর জলন্ত আগুনের শাস্তি।

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۝١٨٣ الَّذِينَ

১৮২। যা-লিকা বিমা- ক্বাদ্দামাত আইদীকুম ওয়া আন্নাল্লা-হা লাইসা বিযাল্লা-মিল্ লিল 'আবীদ। ১৮৩। আল্লাযীনা
(১৮২) আর এটাই হল তোমাদের কর্মফল, যা তোমরা স্বীয় হস্তে ইতিপূর্বে পাঠিয়েছ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন। (১৮৩) যারা বলে,

قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ

ক্বা-লূ~ইন্নাল্লা-হা 'আহিদা ইলাইনা~আল্লা- নু'মিনা লিরাসূলিন হাত্তা- ইয়া'তিইয়ানা- বিক্বুর্বা-নিন্ তা'কুলুহুন্
নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের প্রতি অঙ্গীকার করেছেন, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি ঈমান না আনি, যতক্ষণ না তিনি আমাদের কাছে এমন কোরবানী নিয়ে আসেন, যাকে

النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ

না-র ; ক্বুল ক্বাদ্ জ্বা—আকুম রুসুলুম্ মিন ক্বাবলী বিল্ বাইয়্যিনা-তি ওয়া বিল্লাযী ক্বুলতুম ফালিমা
অগ্নি গ্রাস করবে। বলুন, আমার পূর্বে বহু রাসূল তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছেন এবং তোমরা যা বলছ তাসহ। যদি তোমরা সত্যবাদী হও,

قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝١٨٣ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ

ক্বাতাল্তুমূহুম ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ১৮৪। ফাইন্ কায্যাবূকা ফাক্বাদ্ কুয্যিবা রুসুলুম্ মিন্
তবে এরপরেও কেন তোমরা তাঁদেরকে হত্যা করেছিলে? (১৮৪) অতএব যদি তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে আপনার পূর্বেও বহু রাসূল

قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝١٨٤ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ

ক্বাব্লিকা জ্বা—উ বিল্বাইয়্যিনা-তি ওয়ায্যুবুরি ওয়াল্ কিতা-বিল মুনীর। ১৮৫। কুল্লু নাফ্সিন্ যা—ইক্বাতুল
অতিবাহিত হয়ে গেছেন, যারা স্পষ্ট নিদর্শন, আসমানী সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাবসহ এসেছিলেন, তাদেরকেও তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। (১৮৫) প্রত্যেক প্রাণীর

الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ

মাওত ; ওয়া ইন্নামা- তুওয়াফ্ফাওনা উজূরাকুম্ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ ; ফামান্ যুহ্যিহা 'আনিন্ না-রি ওয়া উদখিলাল
মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। অতএব যাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচান হবে এবং প্রবেশ

الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝١٨٥ لَتُبْلَوُنَّ فِي

জ্বান্নাতা ফাক্বাদ ফা-য ; ওয়া মাল হ্বাইয়া- তুদ্ দুন্ইয়া~ইল্লা- মাতা-'উল গুরূর। ১৮৬। লাতুব্লাউন্না ফী~
করান হবে জান্নাতে, নিশ্চয়ই সে সফলকাম। পার্থিব জীবন তো ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। (১৮৬) অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা

أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

আম্ওয়া-লিকুম ওয়া আন্ফুসিকুম ; ওয়া লাতাস্মা'উন্না মিনাল্ লাযীনা উতুল কিতা-বা মিন্ ক্বাবলিকুম
করা হবে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জন সম্পদে। আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, আর যারা

وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ

ওয়া মিনাল্ লাযীনা আশ্রাকূ~আযান্ কাছীরা- ; ওয়া ইন্ তাস্ববিরূ ওয়া তাত্তাকূ ফাইন্না যা-লিকা
মুশরিক, তাদের থেকে তোমরা অনেক অশোভন কথা শোনবে। আর যদি তোমরা সবর কর এবং পরহেজগারী অবলম্বন কর; তবে অবশ্যই তা হবে

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝١٨٦ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ

মিন 'আয্মিল উমূর। ১৮৭। ওয়া ইয্ আখাযাল্লা-হু মীছা-ক্বাল্ লাযীনা উতুল কিতা-বা লাতুবাইয়্যিনুন্নাহূ
দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (১৮৭) যখন কিতাবীদের থেকে আল্লাহ এমর্মে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, নিশ্চয়ই তোমরা (এ কিতাব) মানুষের নিকট প্রকাশ করবে

لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ

লিন্না-সি ওয়া লা- তাক্তুমূনাহূ ফানাবাযূহু ওয়া রা—আ যুহূরিহিম ওয়াশ্তারাও বিহী ছামানান্ ক্বালীলা- ;
এবং তা গোপন করবে না। অনন্তর তারা এটাকে তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং সামান্য মূল্যে তা বিক্রয় করল।

فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ۝١٨٧ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ

ফাবি'সা মা- ইয়াশ্তারূন। ১৮৮। লা- তাহ্সাবান্নাল্ লাযীনা ইয়াফ্রাহূনা বিমা~আতাও ওয়া ইউহ্বিব্বূনা আঁই
সুতরাং তাদের এ ব্যবসা কতইনা নিকৃষ্ট। (১৮৮) যারা নিজেরা যা করেছে তার উপর আনন্দ প্রকাশ করেছে এবং যা করেনি এমন কাজের

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৮৬) ঃ মুসলমানরা মক্কায় নিজেদের লোকজন ও ধন-সম্পদ রেখে মদীনায় চলে আসলে, মক্কার কাফিররা জুলুমপূর্বক তাদের সম্পত্তি কেড়ে নিত, কোন মুসলমানকে হাতে পেলে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলত। অতএব, আল্লাহ বলেছেন, বিপদ-আপদে অধীর না হয়ে ধৈর্যধারণ করাতেই তোমাদের জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে। (মুঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ১৮৭) ঃ আহলে কিতাবগণ যে সমস্ত বিষয় গোপন করত তন্মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মর্যাদার বিবরণই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেহেতু তাদের নিজেদেরই ঈমান আনয়নের ইচ্ছা ছিল না। কাজেই তারা তা অন্যান্য লোক হতেও গোপন করত। (বঃ কোঃ)

يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب

ইউহ্মাদু বিমা- লাম্ ইয়াফ্'আলূ ফালা- তাহ্সাবান্নাহুম বিমাফা-যাতিম্ মিনাল 'আযা-ব, ওয়া লাহুম 'আযা-বুন

প্রশংসা পেতেও ভালবাসে, এরূপ লোক সম্বন্ধে আপনি কখনো এ ধারণা করবেন না যে, তারা শাস্তি হতে রেহাই পাবে। তাদের জন্য

اليم ﴿١٨٨﴾ ولله ملك السموت والارض والله على كل شيء قدير ﴿١٨٩﴾

আলীম। ১৮৯। ওয়া লিল্লা-হি মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।

রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৮৯) আসমান ও যমিনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহরই। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

১৯ ع ৯ ১০ রুকূ

ان في خلق السموت والارض واختلاف اليل والنهار لايت

১৯০। ইন্না ফী খালক্বিস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ওয়াখ্তিলা-ফিল্ লাইলি ওয়ান্ নাহা-রি লাআ-ইয়া-তিল্

(১৯০) নিশ্চয় আসমান ও যমিনের সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে, জ্ঞানীদের জন্য

لاولي الالباب ﴿١٩٠﴾ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم

লিউলিল্ আল্‌বা-ব। ১৯১। আল্লাযীনা ইয়ায্কুরূনাল্লা-হা ক্বিইয়া-মাওঁ ওয়া কু'উদাওঁ ওয়া 'আলা- জুনূবিহিম

নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১৯১) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমানও যমিন সৃষ্টির

ويتفكرون في خلق السموت والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا

ওয়া ইয়াতাফাক্কারূনা ফী খালক্বিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব, রাব্বানা- মা- খালাক্বতা হা-যা- বা-ত্বিলা,

ব্যাপারে গবেষণা করে আর বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব বৃথা সৃষ্টি কর নি। তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে

سبحنك فقنا عذاب النار ﴿١٩١﴾ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته

সুব্‌হা-নাকা ফাক্বিনা- 'আযা-বান্ না-র। ১৯২। রাব্বানা~ইন্নাকা মান্ তুদ্খিলিন্ না-রা ফাক্বাদ্ আখ্যাইতাহ ;

জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। (১৯২) হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে, তাকে অবশ্যই অপদস্থ করলে এবং জালিমদের

وما للظلمين من انصار ﴿١٩٢﴾ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا

ওয়া মা- লিয্যা-লিমীনা মিন্ আন্‌স্বা-র। ১৯৩। রাব্বানা~ইন্নানা- সামি'না- মুনা-দিআই ইউনা-দী লিল ঈমা-নি আন্ আ-মিনূ

কোনও সাহায্যকারী নেই। (১৯৩) হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমান গ্রহণের আহ্বান করতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের রবের

بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سياتنا وتوفنا مع

বিরাব্বিকুম ফাআ-মান্না-; রাব্বানা- ফাগ্‌ফিরলানা- যুনূবানা- ওয়া কাফফির 'আন্না- সাইয়্যি আ-তিনা- ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা- মা'আল

প্রতি ঈমান আন। সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপসমূহ মাফ করে দাও, আর আমাদের ভুলত্রুটিগুলো আমাদের থেকে দূর করে দাও।

الابرار ﴿١٩٣﴾ ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيمة انك لا

আব্‌রা-র। ১৯৪। রাব্বানা- ওয়া আ-তিনা- মা- ওয়া'আত্তানা- 'আলা- রুসুলিকা ওয়া লা- তুখ্‌যিনা- ইয়াওমাল ক্বিইয়া-মাহ ; ইন্নাকা লা-

এবং নেক বান্দাদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান কর। (১৯৪) হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছ, তা দান কর

تخلف الميعاد ﴿١٩٤﴾ فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم

তুখলিফুল মী'আ-দ। ১৯৫। ফাস্তাজ্বা-বা লাহুম রাব্বুহুম আন্নী লা~উদ্বী'উ 'আমালা 'আ-মিলিম্ মিন্‌কুম

এবং কিয়ামত দিবসে আমাদেরকে অপদস্থ কর না। নিশ্চয়ই তুমি ভংগ কর না অঙ্গীকার। (১৯৫) অনন্তর তাদের প্রতিপালক তাদের আবেদন কবুল করে বলেন যে, আমি

من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم

মিন যাকারিন আও উন্‌ছা, বা'দ্বুকুম মিম্ বা'দ্ব, ফাল্লাযীনা হা-জ্বারূ ওয়া উখ্‌রিজু মিন্ দিইয়া-রিহিম

কোন আমলকারীর আমল নষ্ট করি না, চাই সে পুরুষই হউক বা নারী। তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং নিজ গৃহ হতে বহিষ্কৃত করা হয়েছে

واوذوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سياتهم ولادخلنهم

ওয়া উযূ ফী সাবীলী ওয়া ক্বা-তালূ ওয়া কুতিলূ লাউকাফ্‌ফিরান্না 'আনহুম্ সাইয়্যি আ-তিহিম ওয়া লাউদ্‌খিলান্নাহুম

এবং আমার পথে যারা নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে। আমি অবশ্যই তাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দিব এবং তাদের এমন

جنت تجري من تحتها الانهر ثوابا من عند الله والله عنده حسن

জ্বান্না-তিন তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল আন্‌হা-র, ছাওয়া-বাম মিন 'ইন্দিল্লা-হ ; ওয়াল্লা-হু 'ইন্দাহূ হুসনুছ্

জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান। আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম

الثواب ﴿١٩٥﴾ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ﴿١٩٦﴾ متاع قليل

ছাওয়া-ব। ১৯৬। লা-ইয়াগুর্‌রান্নাকা তাক্বাল্লুবুল্ লাযীনা কাফারূ ফিল্ বিলা-দ। ১৯৭। মাতা-'উন ক্বালীল

প্রতিদান। (১৯৬) যারা কাফির, তাদের দেশে দেশে গমনা গমন যেন আপনাকে বিভ্রান্ত না করে। (১৯৭) এ আনন্দ উল্লাস মাত্র কয়েকদিনের জন্য।

ثم ماوىهم جهنم وبئس المهاد ﴿١٩٧﴾ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنت

ছুম্মা মা'ওয়া-হুম জাহান্নাম ; ওয়া বি'সাল মিহা-দ। ১৯৮। লা-কিনিল্ লাযীনাত্ তাক্বাও রাব্বাহুম্ লাহুম জ্বান্না-তুন্

অতঃপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম; আর সেটা হচ্ছে নিকৃষ্ট আবাসস্থল। (১৯৮) কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে; তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

تجري من تحتها الانهر خلدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير

তাজ্বরী মিন্ তাহ্‌তিহাল আনহা-রু খা-লিদীনা ফীহা- নুযুলাম্ মিন্ 'ইন্দিল্লা-হ ; ওয়া মা- 'ইন্দাল্লা-হি খাইরুল্

যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আতিথেয়তা; আল্লাহর নিকট যা আছে তা নেক বান্দাদের

للابرار ﴿١٩٨﴾ وان من اهل الكتب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم

লিল আব্‌রা-র। ১৯৯। ওয়া ইন্না মিন্ আহ্‌লিল কিতা-বি লামাই ইউ'মিনু বিল্লা-হি ওয়ামা~উন্‌যিলা ইলাইকুম

জন্য অতি উত্তম। (১৯৯) আহলে কিতাবগণের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর উপর এবং তোমাদের উপর ও তাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার

তিন চতুর্থাংশ

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৯৫) ঃ হযরত বিবি উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুহাজের পুরুষদের সম্বন্ধে আল্লাহ অনেক স্থানেই প্রশংসা করেছেন। কিন্তু মুহাজের নারীদের সম্বন্ধে কিছু বলেন নি, আমরা কি হিজরতের কোন সওয়াব পাব না? তখন আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ "কোন আমলকারীর আমলই নষ্ট হবে না চাই সে নারীই হোক আর পুরুষই হোক।" (তাফসীরুল বয়ান)

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৯৮) ঃ কাফেরদের স্বচ্ছল ও মুসলমানদের দারিদ্র্যপূর্ণ অবস্থা দেখে কোন কোন মুসলমানের মনে প্রশ্ন জাগত যে, আল্লাহ তার অনুগত বান্দাদেরকে দরিদ্র এবং তার অবাধ্য কাফেরদেরকে সচ্ছল অবস্থায় রাখার মধ্যে রহস্য কি? তৎসম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا

ওয়ামা~উনযিলা ইলাইহিম খা-শি'ঈনা লিল্লা-হি লা-ইয়াশ্তারূনা বিআ-ইয়া-তিল লা-হি ছামানান্ ক্বালীলা -;
প্রতি ঈমান রাখে, এরূপে যে আল্লাহকে ভয় করে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিনিময় সামান্য মূল্য গ্রহণ করে না;

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝٢٠٠ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

উলা—ইকা লাহুম্ আজ্রুহুম 'ইন্দা রাব্বিহিম ; ইন্নাল্লা-হা সারী'উল হ্বিসা-ব। ২০০। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা
এদের জন্য রয়েছে প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট; নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (২০০) হে মুমিনগণ!

اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

আ-মানুস্ববিরূ ওয়া স্বা-বিরূ ওয়া রা-বিতূ ; ওয়াত্তাক্বুল্লা-হা লা'আল্লাকুম তুফ্লিহূন।
তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং জিহাদে ধৈর্যধারণ কর এবং মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত সদা থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

২০ ع ১১ রুকূ

সূরা আন নিসা মাদানী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১৭৬ রুকূ ঃ ২৪

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا

১। ইয়া~আইয়্যুহান্ না-সুত্তাক্বু রাব্বাকুমুল্ লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ নাফ্সিওঁ ওয়া-হ্বিদাতিওঁ ওয়া খালাক্বা মিন্হা-
(১) হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তারই থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সংগিনী

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ

যাওজ্বাহা- ওয়া বাছ্ছা মিন্হুমা- রিজ্বা-লান কাছীরাওঁ ওয়া নিসা—আ, ওয়াত্তাক্বুল্লা-হাল্ লাযী তাসা—আলূনা বিহী
এবং তাদের দু'জন থেকে অসংখ্য নর-নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচনা করে থাক

وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝٢ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا

ওয়াল আর্হ্বা-ম; ইন্নাল্লাহা কা-না 'আলাইকুম রাক্বীবা-। ২। ওয়া আ-তুল ইয়াতা-মা~আম্ওয়া-লাহুম ওয়া লা-তাতাবাদ্দালুল্
এবং ভয় কর আত্মীয়তার হক সম্পর্কে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকলের প্রতি খুব দৃষ্টি রাখেন। (২) এবং ইয়াতীমদেরকে তাদের প্রাপ্য ধন-সম্পদ দিয়ে দাও এবং

الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا

খাবীছা বিত্ত্বাইয়্যিবি ওয়া লা- তা'কুলূ~আমওয়া-লাহুম ইলা~আমওয়া-লিকুম ; ইন্নাহূ কা-না হূবান
অপবিত্রকে পবিত্র দ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তাদের ধন-সম্পদের সাথে তোমাদের ধন-সম্পদ মিলিয়ে খেয়ো না। নিশ্চয় এটা

✪ টীকা (আঃ ১) ঃ وخلق منها زوجها – তিনি তার থেকে তার সংগিনীকে সৃষ্টি করেছেন। সে সংগিনী হলেন হাওয়া (আ)। যাকে আদমের (আ) বাম পাঁজর হতে উদ্ভূত করা হয়েছে। তখন আদম (আ) ঘুমিয়ে ছিলেন। জেগে তিনি তাঁর সংগে শায়িত এক রমণীকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হন। অতঃপর জৈবিক চাহিদায় স্বাভাবিকভাবে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হন। (তাঃ ইবনে কাছীর)

✪ টীকা (আঃ ১) ঃ অর্থাৎ, হযরত আদম (আ)-এর বাম পাঁজর হতে তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ)-কে পয়দা করেছেন। অতঃপর এ দম্পতিযুগল হতে দুনিয়ার সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

كَبِيْرًا ۝٢ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ

কাবীরা-। ৩। ওয়া ইন্ খিফ্তুম্ আল্লা- তুক্বসিতূ ফিল ইয়াতা-মা- ফান্কিহু মা-ত্বা-বা লাকুম্ মিনান্
বড় পাপ। (৩) আর তোমরা যদি এ ভয় কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্যে বিবাহ কর যাকে তোমার পছন্দ লাগে

النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ

নিসা—ই মাছ্না- ওয়া ছুলা-ছা ওয়া রুবা-'আ, ফাইন্ খিফ্তুম আল্লা- তা'দিলূ ফাওয়া-হ্বিদাতান্ আও মা-মালাকাত
দুই, তিন অথবা চারটি, আর যদি তোমরা এ ভয় কর যে, তাদের মাঝে ন্যায় বিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীই যথেষ্ট;

اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝٣ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ

আইমা-নুকুম ; যা-লিকা আদ্না~আল্লা- তা'উলূ। ৪। ওয়া আ-তুন্ নিসা—আ স্বাদুক্বা-তিহিন্না নিহ্বলাহ ;
এতে অধিকতর সম্ভাবনা এই যে, তাতে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। (৪) আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মহর সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান করবে।

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓــًٔا مَّرِيْٓــًٔا ۝٤ وَلَا تُؤْتُوا

ফাইন ত্বিব্না লাকুম 'আন শাইইম মিনহু নাফ্সান্ ফাকুলূহু হানী—আম মারী—আ-। ৫। ওয়া লা- তু'তুস্
যদি স্ত্রী খুশী মনে তোমাদেরকে কিছু ছেড়ে দেয়, তবে তোমরা তৃপ্তিভরে তা ভোগ করবে। (৫) তোমরা নির্বোধদেরকে আপন করো না

السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ

সুফাহা—আ আম্ওয়া-লাকুমুল্ লাতী জ্বা'আলাল্লা-হু লাকুম ক্বিয়া-মাওঁ ওয়ারযুক্বূহুম ফীহা- ওয়াক্সূহুম
তোমাদের সে সম্পদ, যা আল্লাহ তোমাদের জীবিকার জন্য দিয়েছেন। বরং সে সম্পদ দ্বারা তাদের খাবার ও পরার ব্যবস্থা কর এবং

وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝٥ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ

ওয়া কূলূ লাহুম ক্বাওলাম্ মা'রূফা-। ৬। ওয়াব্তালুল ইয়াতা-মা- হ্বাত্তা~ইযা- বালাগুন্ নিকা-হ্ব,
তাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বল। (৬) আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে বিবাহ যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা করে নাও।

فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا

ফাইন্ আ-নাস্তুম্ মিন্হুম রুশ্দান ফাদফা'উ~ইলাইহিম আমওয়া-লাহুম, ওয়া লা- তা'কুলূহা~ইস্রা-ফাওঁ
অনন্তর যদি তাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি দেখতে পাও, তবে তাদের সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দাও। তাদের ধন-সম্পদ অপব্যয়

وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا

ওয়া বিদা-রান আইঁ ইয়াক্বারূ ; ওয়া মান্ কা-না গানিইয়্যান ফাল্ইয়াসতা'ফিফ, ওয়া মান্ কা-না ফাক্বীরান
ও তাড়াতাড়ি করে খেয়োনা এ ধারণায় যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যে অভিভাবক ধনী, সে যেন তা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে। আর যে অভাবগ্রস্থ সে যেন সঙ্গত

فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفٰى

ফালইয়া'কুল বিল মা'রূফ; ফাইযা- দাফা'তুম ইলাইহিম আম্ওয়া-লাহুম ফাআশ্হিদূ 'আলাইহিম ; ওয়া কাফা-
পরিমাণে ভোগ করে। যখন তাদের সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দিবে; তখন এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখবে। মনে রেখ, হিসাব গ্রহণের

بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٦﴾ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠ وَلِلنِّسَاۤءِ

বিল্লা-হি হাসীবা- । ৭ । লিররিজা-লি নাস্বীবুম মিম্মা- তারাকাল্ ওয়া-লিদা-নি ওয়াল আক্বরাবূন, ওয়া লিন্ নিসা—ই

আল্লাহই যথেষ্ট। (৭) পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদের জন্য যেমন অংশ আছে তেমনি নারীদেরও

نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

নাস্বীবুম মিম্মা-তারাকাল ওয়া-লিদা-নি ওয়াল্ আক্বরাবূনা মিম্মা- ক্বাল্লা মিনহু আও কাছুর ; নাস্বীবাম্ মাফরূদ্বা- ।

অংশ আছে পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে। তা কম হোক আর বেশী হোক, একটি নির্দিষ্ট অংশ।

﴿٨﴾ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ

৮। ওয়া ইযা- হাদ্বারাল ক্বিসমাতা উলুল কুরবা- ওয়াল ইয়াতা-মা- ওয়াল মাসা-কীনু ফারযুক্বূহুম্ মিনহু

(৮) আর সম্পত্তি বণ্টনের সময় যদি নিকটাত্মীয় ও ইয়াতীম এবং গরীব স্বজনরা উপস্থিত হয় তখন তাদেরকেও তা থেকে কিছু দান কর

وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً

ওয়া ক্বূলূ লাহুম ক্বাওলাম্ মা'রূফা- । ৯ । ওয়াল্ ইয়াখ্শাল্ লাযীনা লাও তারাকূ মিন খাল্ফিহিম যুররিইয়্যাতান

এবং তাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বল। (৯) আর তাদের ভয় করা উচিত যে, যদি তারা দুর্বল অসহায় সন্তান পেছনে রেখে (মারা) যায়, তবে

ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۠ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

দ্বি'আ-ফান খা-ফূ 'আলাইহিম, ফাল ইয়াত্তাক্বুল্লা-হা ওয়াল ইয়াক্বূলূ ক্বাওলান সাদীদা- । ১০ । ইন্নাল্ লাযীনা

তাদের জন্য তারা চিন্তিত হবে। সুতরাং তাদের আল্লাহকে ভয় করা এবং সংগত কথা বলা উচিত। (১০) যারা অন্যায়ভাবে

يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَسَيَصْلَوْنَ

ইয়া'কুলূনা আমওয়া-লাল ইয়াতা-মা- যুল্মান্ ইন্নামা- ইয়া'কুলূনা ফী বুতূনিহিম না-রা- ; ওয়া সাইয়াস্বলাওনা

ইয়াতীমদের সম্পদ গ্রাস করে নিশ্চয়ই তারা তাদের পেটে অগ্নিই পূর্তি করছে। অতিশীঘ্রই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ

১ ع ১২ রুকূ

سَعِيْرًا ﴿١٠﴾ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْۤ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ

সা'ঈরা- । ১১ । ইউস্বীকুমুল্লা-হু ফী~আওলা-দিকুম লিয্যাকারি মিছ্লু হাজ্জ্বিল উনছাইয়াইন,

করবে। (১১) আল্লাহ তোমাদেরকে সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দু' কন্যার অংশের সমান। আর

فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

ফাইন্ কুন্না নিসা—আন্ ফাওক্বাছ্ নাতাইনি, ফালাহুন্না ছুলুছা- মা-তারাক, ওয়া ইন কা-নাত ওয়া-হিদাতান ফালাহান্

যদি দু'য়ের অধিক কন্যা হয়, তবে তাদের জন্য রেখে যাওয়া সম্পত্তির দু'-তৃতীয়াংশ। আর যদি মাত্র এক কন্যা হয়, তবে তার

النِّصْفُ ؕ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ

নিছ্ফ ; ওয়া লি আবাওয়াইহি লিকুল্লি ওয়া-হিদিম্ মিনহুমাস্ সুদুসু মিম্মা- তারাকা ইন কা-না লাহূ ওয়ালাদ,

জন্য, অর্ধাংশ। পিতা-মাতা প্রত্যেকেই মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির ষষ্ঠাংশ পাবে, যদি তার সন্তান-সন্তুতি থাকে। আর যদি মৃত ব্যক্তির কোন

فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ

ফাইল্ লাম ইয়াকুল্ লাহূ ওয়ালাদুওঁ ওয়া ওয়ারিছাহূ~আবাওয়া-হু ফালিউম্মিহিছ ছুলুছ, ফাইন্ কা-না লাহূ~ইখ্ওয়াতুন্

সন্তান-সন্তুতি না থাকে আর পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হয়; তখন তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ। আর যদি মৃতের ভাই বোন

فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ

ফালিউম্মিহিস্ সুদুসু মিম্ বা'দি ওয়াস্বিয়্যাতিইঁ ইউস্বী বিহা~আও দাইন ; আ-বা—উকুম ওয়া আব্না—উকুম

থাকে তবে মাতার জন্য এক ষষ্ঠাংশ। এসব পাবে মৃতের ওসীয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানের ব্যাপারে তোমরা অবগত নও

لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

লা-তাদরূনা আইয়্যুহুম আক্বরাবু লাকুম নাফ'আ- ; ফারীদ্বাতাম্ মিনাল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান হাকীমা- ।

যে, কে তোমাদের বেশী উপকারে আসবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ

১২। ওয়া লাকুম নিস্বফু মা- তারাকা আয্ওয়া-জুকুম ইল্ লাম ইয়াকুল্ লাহুন্না ওয়ালাদ, ফাইন্ কা-না লাহুন্না

(১২) আর তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তোমাদের জন্য অর্ধাংশ, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের

وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ

ওয়ালাদুন ফালাকুমুর রুবু'উ মিম্মা- তারাক্না মিম্ বা'দি ওয়াস্বিয়্যাতিইঁ ইয়ূস্বীনা বিহা~আওদাইন ; ওয়া লাহুন্নার

সন্তান থাকে; তবে তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তাদের ওসীয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর, তোমাদের জন্য এক-চতুর্থাংশ। আর তাদের (স্ত্রীর) জন্য

الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

রুবু'উ মিম্মা- তারাকতুম ইল্ লাম ইয়াকুল্ লাকুম ওয়ালাদ, ফাইন্ কা-না লাকুম ওয়ালাদুন ফালাহুন্নাছ্

তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে এক-চতুর্থাংশ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য

الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ

ছুমুনু মিম্মা- তারাকতুম্ মিম্ বা'দি ওয়াস্বিইয়্যাতিন্ তূস্বূনা বিহা~আও দাইন ; ওয়া ইন্ কা-না রাজুলুইঁ

তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তোমাদের কৃত অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর এক-অষ্টমাংশ। আর পিতা-মাতাহীন বা

يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ

ইউরাছু কালা-লাতান আওয়িম্রাআতুওঁ ওয়া লাহূ~আখুন্ আও উখ্তুন্ ফালিকুল্লি ওয়া-হিদিম মিন্হুমাস্ সুদুস,

সন্তানহীন মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক, তার ভাই বা বোন উত্তরাধিকারী থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ।

فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَاۤ

ফাইন্ কা-নূ~আকছারা মিন্ যা-লিকা ফাহুম্ শুরাকা—উ ফিছ্ ছুলুছ, মিম বা'দি ওয়াস্বি ইয়্যাতিইঁ ইউছা- বিহা~

আর তারা এর চেয়ে অধিক হয়, তবে সকলে সমান অংশীদার হবে এক-তৃতীয়াংশের, তার কৃত অসিয়ত ও ঋণ

أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٣﴾ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ

আও দাইনিন্ গাইরা মুদ্বা—র্র, ওয়াস্বি ইয়্যাতাম্ মিনাল্লা-হ ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন হ্বালীম। ১৩। তিল্কা হুদূ দুল্লা-হ ;
পরিশোধের পর। এ শর্তে যে, কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। এটা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহিষ্ণু। (১৩) এ নির্দেশগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ

ওয়া মাইঁ ইউত্বি'ইল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ইউদ্খিল্হু জ্বান্না-তিন তাজ্বরী মিন্ তাহ্বতিহাল আন্হা-রু খা-লিদীনা
যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা অনন্তকাল

فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٤﴾ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ

ফীহা-; ওয়া যা-লিকাল ফাউযুল 'আযীম। ১৪। ওয়া মাইঁ ইয়া'স্বিল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ওয়া ইয়াতা'আদ্দা হুদূদাহূ
থাকবে এবং এটা বিরাট সাফল্য। (১৪) আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তার সীমারেখা লংঘন করবে,

يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٥﴾ وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ

২ ৪ ১৩ রুকূ

ইউদ্খিল্হু না-রান্ খা-লিদান ফীহা-; ওয়া লাহূ 'আযা-বুম্ মুহীন। ১৫। 'ওয়াল্লা-তী ইয়া'তীনাল্ ফা-হ্বিশাতা
তিনি তাকে (জাহান্নামের) অগ্নিতে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১৫) আর তোমাদের নারীদের

مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ

মিন্ নিসা—ইকুম ফাস্তাশ্হিদূ 'আলাইহিন্না আরবা'আতাম্ মিন্কুম ; ফাইন্ শাহিদূ ফাআমসিকূহুন্না
মধ্যে যারা অবৈধ যৌনাচার করে তাদের ব্যাপারে তোমাদের মধ্য হতে চার ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে হাজির কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষী দেয়, তবে

فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ○

ফিল্ বুয়ূতি হ্বাত্তা- ইয়াতাওয়াফ্ফা- হুন্নাল মাওতু আও ইয়াজ্ব'আলাল্লা-হু লাহুন্না সাবীলা-।
তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখ যে পর্যন্ত তাদের মৃত্যু না হয়। অথবা, আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা না করেন।

﴿١٦﴾ وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ

১৬। ওয়াল্লাযা-নি ইয়া'তিয়া-নিহা- মিন্কুম ফাআ-যূহুমা, ফাইন্ তা-বা- ওয়া আস্বলাহ্বা- ফাআ'রিদ্বূ 'আনহুমা;
(১৬) তোমাদের মধ্যে যে দু'জন এ অপকর্মে লিপ্ত হয়, তাদের দু'জনকেই শাস্তি দিবে, যদি তারা তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٧﴾ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ

ইন্নাল্লা-হা কা-না তাওয়্যা-বার্ রাহ্বীমা-। ১৭। ইন্নামাত্ তাওবাতু 'আলাল্লা-হি লিল্লাযীনা ইয়া'মালূনাস্ সূ—আ
তাদেরকে ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও করুণাময়। (১৭) নিশ্চয় আল্লাহ সে সব লোকের তওবা কবুল

بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ

বিজ্বাহা-লাতিন্ ছুম্মা ইয়াতূবূনা মিন্ ক্বারীবিন্ ফাউলা—ইকা ইয়াতূবুল্লা-হু 'আলাইহিম ; ওয়া কা-নাল্লা-হু
করবেন যারা অজ্ঞতা বশতঃ মন্দ কাজ করে অতঃপর খুব তাড়াতাড়ি তওবা করে; আল্লাহ এদেরই তওবা কবুল করবেন। আল্লাহ

عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٨﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ

'আলীমান হ্বাকীমা-। ১৮। ওয়া লাইসাতিত্ তাওবাতু লিল্লাযীনা ইয়া'মালূনাস্ সাইয়্যিআ-তি,
মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। (১৮) আর তাদের তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না, যারা সর্বদা মন্দ কাজ করতে থাকে।

حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ

হ্বাত্তা~ইযা- হ্বাদ্বারা আহ্বাদাহুমুল মাওতু ক্বা-লা ইন্নী তুব্তুল আ-না ওয়া লাল্ লাযীনা
যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, নিশ্চয় আমি এখন তওবা করছি। আর যারা কুফরী

يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

ইয়ামূতূনা ওয়া হুম কুফ্ফা-র ; উলা—ইকা আ'তাদনা- লাহুম 'আযা-বান আলীমা-। ১৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা
অবস্থায় মৃত্যুর সম্মুখিন হয় তাদের তওবাও গ্রহণযোগ্য হবে না। এরাই হচ্ছে তারা যাদের জন্য আমি যন্ত্রণাময় শাস্তি তৈরী করে রেখেছি (১৯) হে মুমিনগণ।

اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا

আ-মানূ লা-ইয়াহ্বিল্লু লাকুম্ আন্ তারিছুন্ নিসা—আ কার্হা-; ওয়া লা- তা'দ্বুলূহুন্না লিতায্হাবূ
তোমাদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও। আর ঐ সমস্ত নারীদের তোমরা আটকে রেখ না

بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ

বিবা'দ্বি মা~আ-তাইতুমূহুন্না ইল্লা~আইঁ ইয়া'তীনা বিফা-হ্বিশাতিম্ মুবাইয়্যিনাহ, ওয়া 'আ-শিরূহুন্না
তোমরা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে, তবে যদি তারা প্রকাশ্যে অবৈধ যৌনাচার করে তাহলে ভিন্ন কথা। তাদের সাথে

بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ

বিল মা'রূফ, ফাইন্ কারিহ্তুমূহুন্না ফা'আসা~আন্ তাকরাহূ শাইআওঁ ওয়া ইয়াজ্ব 'আলাল্লা-হু
সদ্ভাবে বসবাস কর। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে, তোমরা যাকে অপছন্দ কর, আল্লাহ তাতে

فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿٢٠﴾ وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ

ফীহি খাইরান্ কাছীরা-। ২০। ওয়া ইন্ আরাত্তুমুস্তিব্দা-লা যাওজ্বিম মাকা-না যাওজ্বিওঁ
প্রচুর কল্যাণ রেখেছেন। (২০) আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করে থাক এবং

وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ۗ اَتَأْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا

ওয়া আ-তাইতুম ইহ্বদা-হুন্না ক্বিন্ত্বা-রান্ ফালা- তা'খুযূ মিন্হু শাইআ- ; আতা'খুযূনাহূ বুহ্তা-নাওঁ
তাদের কাউকে বিপুল ধন-দৌলত দিয়েও থাক, তবু তার থেকে কিছুই ফেরৎ গ্রহণ কর না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে

✪ টীকা (আঃ ১৮) ঃ অর্থাৎ, যখন মৃত্যু এসে পড়েছে বলে স্থির বিশ্বাস হয়ে যায়, অর্থাৎ পরজগতের অদৃশ্য বিষয়াদি দৃষ্টিগোচর হতে থাকে, সে সময়ের তওবা কবুল হয় না। ✪ টীকা (আঃ ১৯) ঃ প্রাক-ইসলামি যুগে নিয়ম ছিল, পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরা বিমাতাকে গৃহে আবদ্ধ রেখে তার ওয়ারিসী হক ভোগ ও আত্মসাৎ করত ; ছেলে না থাকলে মৃত ব্যক্তির ভাইয়েরা ভাইয়ের স্ত্রীকে নানা উপায়ে কষ্ট দিয়ে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করত। ইসলামের আগমনের পরেও এ নিয়ম প্রচলিত ছিল। ইতিমধ্যে জনৈক আনছারের মৃত্যু হলে তার বিধবা স্ত্রীর সাথে ছেলেরা তদ্রূপ ব্যবহার আরম্ভ করল। সে রাসূল (সা)-এর খেদমতে নালিশ করলে রাসূল (সা) বললেন, ধৈর্য ধর এবং এ সম্বন্ধে ওহী আসার অপেক্ষা কর। অতঃপর এ আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ)

وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢١﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

ওয়া ইছ্মাম্ মুবীনা-। ২১। ওয়া কাইফা তা'খুযূনাহূ ওয়া ক্বাদ্ আফ্দ্বা- বা'দ্বুকুম ইলা- বা'দ্বিওঁ

ও প্রকাশ্য গুনাহ দ্বারা তা গ্রহণ করবে? (২১) আর তোমরা তা কিভাবে গ্রহণ করবে? অথচ তোমরা একে অন্যের সাথে মিলিত হয়েছ

وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ

ওয়া আখায্না মিন্কুম্ মীছা-ক্বান গালীযা-। ২২। ওয়া লা- তান্কিহু মা- নাকাহা আ-বা—উকুম্ মিনান্

এবং এই স্ত্রীগণ তোমাদের থেকে দৃঢ় ওয়াদা নিয়েছে। (২২) তোমরা বিবাহ কর না ঐ সমস্ত নারীদেরকে, যাদেরকে বিবাহ করেছে

ع ৩ ১৪ রুকূ

النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

নিসা—ই ইল্লা- মা- ক্বাদ সালাফ ; ইন্নাহূ কা-না ফা-হিশাতাওঁ ওয়া মাক্বতা- ; ওয়া সা—আ সাবীলা-।

তোমাদের পিতৃ পুরুষগণ। কিন্তু অতীতে যা ঘটেছে তা হয়ে গেছে। নিশ্চয় সেটা ছিল অশ্লীল, অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট রীতি।

﴿٢٣﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَ

২৩। হুর্রিমাত্ 'আলাইকুম উম্মাহা-তুকুম ওয়া বানা-তুকুম্ ওয়া আখাওয়া-তুকুম্ ওয়া 'আম্মা-তুকুম ওয়া খা-লা-তুকুম্ ওয়া

(২৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদের, কন্যাদের, বোনদের, ফুফুদের, খালাদের,

بَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم

বানা-তুল আখি ওয়া বানা-তুল উখ্তি ওয়া উম্মাহা-তুকুমুল্ লা-তী~আরদ্বা'নাকুম ওয়া আখাওয়া-তুকুম্

তোমাদের ভাইয়ের মেয়েদের, বোনের মেয়েদের, তোমাদের দুধমাতাদের, দুধবোনদের,

مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم

মিনার রাদ্বা-'আতি ওয়া উম্মাহা-তু নিসা—ইকুম ওয়া রাবা—ইবুকুমুল্ লা-তী ফী হুজূরিকুম্

তোমাদের স্ত্রীদের মাতাদের (শ্বাশুড়ী), তোমরা যে স্ত্রীর সংগে সহবাস করেছ তার

مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا

মিন্ নিসা—ইকুমুল্ লা-তী দাখাল্তুম বিহিন্না, ফাইল্ লাম্ তাকূনূ দাখাল্তুম্ বিহিন্না ফালা-

কোলের মেয়েদের যারা তোমাদেরই অভিভাবকত্বে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক,

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا

জুনা-হা 'আলাইকুম, ওয়া হালা—ইলু আবনা—ইকুমুল্ লাযীনা মিন আস্বলা-বিকুম ওয়াআন তাজ্মা'উ

তবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, আর তোমাদের পুত্রদের স্ত্রীগণ যারা তোমাদের ঔরস জাত এবং দু'বোনকে

بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

বাইনাল উখতাইনি ইল্লা- মা- ক্বাদ সালাফ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না গাফূরার রাহীমা-।

একত্রে বিবাহ বন্ধনে রাখা বৈধ নয়। অতীতে যা হবার হয়ে গেছে, (তা মাফ) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

﴿٢٤﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ

২৪। ওয়াল্ মুহ্স্বানা-তু মিনান্ নিসা—ই ইল্লা- মা- মালাকাত্ আইমা-নুকুম, কিতা-বাল্লা-হি 'আলাইকুম,

(২৪) আর নারীদের মধ্যে যারা তোমাদের মালিকানাধীন হয়েছে তাদের ব্যতীত সকল সধবা মহিলা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তোমাদের জন্য এটা

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ

ওয়া উহিল্লা লাকুম্ মা-ওয়ারা—আ যা-লিকুম আন্ তাব্তাগূ বিআমওয়া-লিকুম মুহ্স্বিনীনা গাইরা মুসা-ফিহীন ;

আল্লাহর বিধান। আর উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া অন্য সব নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তোমরা অর্থের বিনিময়ে ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ছাড়া তাদেরকে

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا

ফামাস্ তাম্তা'তুম বিহী মিন্হুন্না ফাআ-তূহুন্না উজূরাহুন্না ফারীদ্বাহ; ওয়ালা- জুনা-হা 'আলাইকুম ফীমা-

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাও। অতঃপর যাদেরকে তোমরা ভোগ করেছ, উক্ত নারীদেরকে তাদেরর নির্ধারিত মহর প্রদান কর। আর

تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٥﴾ وَمَن لَّمْ

তারা-দ্বাইতুম্ বিহী মিম্ বা'দিল্ ফারীদ্বাহ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান্ হাকীমা-। ২৫। ওয়া মাল্ লাম

তোমাদের কোন গুনাহ নেই যদি তোমরা মহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হও। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। (২৫) আর তোমাদের

يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ

ইয়াস্তাত্বি' মিন্কুম্ ত্বাওলান্ আইঁ ইয়ান্কিহাল্ মুহ্স্বানা-তিল মু'মিনা-তি ফামিম্ মা- মালাকাত

মধ্যে যদি কারো সামর্থ্য না থাকে যে, স্বাধীনা ঈমানদার স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে তখন তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত

أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن

আইমা-নুকুম্ মিন্ ফাতাইয়া-তিকুমুল্ মু'মিনা-ত ; ওয়াল্লা-হু আ'লামু বিঈমা-নিকুম ; বা'দ্বুকুম্ মিম্

ঈমানদার দাসীদেরকে বিবাহ করবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভাল করে জানেন। তোমরা একে অপরের

بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

বা'দ্ব ; ফান্কিহূহুন্না বিইয্নি আহ্লিহিন্না ওয়া আ-তূহুন্না উজূরাহুন্না বিলমা'রূফি

সমান। সুতরাং তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতি ক্রমে বিবাহ কর এবং তাদেরকে তাদের মহর, ন্যায় সংগতভাবে

مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ

মুহ্স্বানা-তিন্ গাইরা মুসা-ফিহা-তিওঁ ওয়া লা- মুত্তাখিযা-তি আখ্দা-ন ; ফাইযা~উহ্স্বিন্না ফাইন্

প্রদান কর, যারা হবে সচ্চরিত্রা, তারা ব্যভিচারিণী নয় অথবা গোপন অভিসারিণী নয়। যখন তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে

✪ শানে নুযূল (আঃ ২৪) ঃ والمحصنت, – আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, বনু আওতাস গোত্রের এক স্ত্রীলোক দাসী হয়ে আমার অধিকারে আসে। সে মহিলার স্বামী ছিল। তার স্বামী থাকায় তার সাথে সহবাস করতে আমি ইতস্ততঃ করছিলাম। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘটনাটি বললাম, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। (তাঃ ইবনে কাছীর) ✪ শানে নুযূল (আঃ ২৫) ঃ স্বাধীন পুরুষ ও স্ত্রী বিবাহ করে সহবাস সুখ ভোগ করার পর যেনা করলে তাদের শাস্তি প্রস্তর মেরে হত্যা করা, আর অবিবাহিত অবস্থায় যেনা করলে, একশত কোড়া মারতে হবে। ক্রীতদাস, দাসী যেনা করলে তাদের শাস্তি এর অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ কোড়া। (মুঃ কোঃ)

وَاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٢١﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ

ওয়া ইছ্মাম্ মুবীনা-। ২১। ওয়া কাইফা তা'খুযূনাহূ ওয়া ক্বাদ্ আফ্দ্বা- বা'দ্বুকুম ইলা- বা'দ্বিওঁ

ও প্রকাশ্য গুনাহ দ্বারা তা গ্রহণ করবে? (২১) আর তোমরা তা কিভাবে গ্রহণ করবে? অথচ তোমরা একে অন্যের সাথে মিলিত হয়েছ

وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ مِّنَ

ওয়া আখায্না মিন্কুম্ মীছা-ক্বান গালীযা-। ২২। ওয়া লা- তান্কিহূ মা- নাকাহা আ-বা—উকুম্ মিনান্

এবং এই স্ত্রীগণ তোমাদের থেকে দৃঢ় ওয়াদা নিয়েছে। (২২) তোমরা বিবাহ কর না ঐ সমস্ত নারীদেরকে, যাদেরকে বিবাহ করেছে

النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

ع ৩ ১৪ রুকূ

নিসা—ই ইল্লা- মা- ক্বাদ সালাফ ; ইন্নাহূ কা-না ফা-হিশাতাওঁ ওয়া মাক্বতা- ; ওয়া সা—আ সাবীলা-।

তোমাদের পিতৃ পুরুষগণ। কিন্তু অতীতে যা ঘটেছে তা হয়ে গেছে। নিশ্চয় সেটা ছিল অশ্লীল, অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট রীতি।

﴿٢٣﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَ

২৩। হুর্রিমাত্ 'আলাইকুম উম্মাহা-তুকুম ওয়া বানা-তুকুম্ ওয়া আখাওয়া-তুকুম্ ওয়া 'আম্মা-তুকুম ওয়া খা-লা-তুকুম্ ওয়া

(২৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদের, কন্যাদের, বোনদের, ফুফুদের, খালাদের,

بَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ

বানা-তুল আখি ওয়া বানা-তুল উখ্তি ওয়া উম্মাহা-তুকুমুল্ লা-তী~আরদ্বা'নাকুম ওয়া আখাওয়া-তুকুম্

তোমাদের ভাইয়ের মেয়েদের, বোনের মেয়েদের, তোমাদের দুধমাতাদের, দুধবোনদের,

مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤئِكُمْ وَرَبَاۤئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ

মিনার রাদ্বা-'আতি ওয়া উম্মাহা-তু নিসা—ইকুম ওয়া রাবা—ইবুকুমুল্ লা-তী ফী হুজুরিকুম্

তোমাদের স্ত্রীদের মাতাদের (শ্বাশুড়ী), তোমরা যে স্ত্রীর সংগে সহবাস করেছ তার

مِّنْ نِّسَاۤئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ؗ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا

মিন্ নিসা—ইকুমুল্ লা-তী দাখাল্তুম বিহিন্না, ফাইল্ লাম্ তাকূনূ দাখাল্তুম্ বিহিন্না ফালা-

কোলের মেয়েদের যারা তোমাদেরই অভিভাবকত্বে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক,

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ؗ وَحَلَاۤئِلُ اَبْنَاۤئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا

জুনা-হা 'আলাইকুম, ওয়া হালা—ইলু আবনা—ইকুমুল্ লাযীনা মিন আস্বলা-বিকুম ওয়াআন তাজ্মা'উ

তবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, আর তোমাদের পুত্রদের স্ত্রীগণ যারা তোমাদের ঔরস জাত এবং দু'বোনকে

بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

বাইনাল উখতাইনি ইল্লা- মা- ক্বাদ সালাফ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না গাফূরার রাহীমা-।

একত্রে বিবাহ বন্ধনে রাখা বৈধ নয়। অতীতে যা হবার হয়ে গেছে, (তা মাফ) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

﴿٢٤﴾ وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ

২৪। ওয়াল্ মুহ্স্বানা-তু মিনান্ নিসা—ই ইল্লা- মা- মালাকাত্ আইমা-নুকুম, কিতা-বাল্লা-হি 'আলাইকুম,

(২৪) আর নারীদের মধ্যে যারা তোমাদের মালিকানাধীন হয়েছে তাদের ব্যতীত সকল সধবা মহিলা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তোমাদের জন্য এটা

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاۤءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ

ওয়া উহিল্লা লাকুম্ মা-ওয়ারা—আ যা-লিকুম আন্ তাব্তাগূ বিআমওয়া-লিকুম মুহ্স্বিনীনা গাইরা মুসা-ফিহীন ;

আল্লাহর বিধান। আর উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া অন্য সব নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তোমরা অর্থের বিনিময়ে ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ছাড়া তাদেরকে

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا

ফামাস্ তাম্তা'তুম বিহী মিন্হুন্না ফাআ-তূহুন্না উজূরাহুন্না ফারীদ্বাহ; ওয়ালা- জুনা-হা 'আলাইকুম ফীমা-

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাও। অতঃপর যাদেরকে তোমরা ভোগ করেছ, উক্ত নারীদেরকে তাদেরর নির্ধারিত মহর প্রদান কর। আর

تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَّمْ

তারা-দ্বাইতুম্ বিহী মিম্ বা'দিল্ ফারীদ্বাহ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান্ হাকীমা-। ২৫। ওয়া মাল্ লাম

তোমাদের কোন গুনাহ নেই যদি তোমরা মহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হও। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। (২৫) আর তোমাদের

يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ

ইয়াস্তাতি' মিন্কুম্ ত্বাওলান্ আঁই ইয়ান্কিহাল্ মুহ্স্বানা-তিল মু'মিনা-তি ফামিম্ মা- মালাকাত

মধ্যে যদি কারো সামর্থ্য না থাকে যে, স্বাধীনা ঈমানদার স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে তখন তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত

اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْ

আইমা-নুকুম্ মিন্ ফাতাইয়া-তিকুমুল্ মু'মিনা-ত ; ওয়াল্লা-হু আ'লামু বিঈমা-নিকুম ; বা'দ্বুকুম্ মিম্

ঈমানদার দাসীদেরকে বিবাহ করবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভাল করে জানেন। তোমরা একে অপরের

بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

বা'দ্ব ; ফান্কিহূহুন্না বিইয্নি আহ্লিহিন্না ওয়া আ-তূহুন্না উজূরাহুন্না বিলমা'রূফি

সমান। সুতরাং তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতি ক্রমে বিবাহ কর এবং তাদেরকে তাদের মহর, ন্যায় সংগতভাবে

مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ

মুহ্স্বানা-তিন্ গাইরা মুসা-ফিহা-তিওঁ ওয়া লা- মুত্তাখিযা-তি আখ্দা-ন ; ফাইযা~উহ্স্বিন্না ফাইন্

প্রদান কর, যারা হবে সচ্চরিত্রা, তারা ব্যভিচারিণী নয় অথবা গোপন অভিসারিণী নয়। যখন তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে

○ শানে নুযূল (আঃ ২৪) ঃ والمحصنت, – আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, বনু আওতাস গোত্রের এক স্ত্রীলোক দাসী হয়ে আমার অধিকারে আসে। সে মহিলার স্বামী ছিল। তার স্বামী থাকায় তার সাথে সহবাস করতে আমি ইতস্ততঃ করছিলাম। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘটনাটি বললাম, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। (তাঃ ইবনে কাছীর) ○ শানে নুযূল (আঃ ২৫) ঃ স্বাধীন পুরুষ ও স্ত্রী বিবাহ করে সহবাস সুখ ভোগ করার পর যেনা করলে তাদের শাস্তি প্রস্তর মেরে হত্যা করা, আর অবিবাহিত অবস্থায় যেনা করলে, একশত কোড়া মারতে হবে। ক্রীতদাস, দাসী যেনা করলে তাদের শাস্তি এর অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ কোড়া। (মুঃ কোঃ)

أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب ذلك

আতাইনা বিফা-হ্বিশাতিন ফা'আলাইহিন্না নিস্বফু মা- 'আলাল্ মুহ্বস্বানা-তি মিনাল্ 'আযা-ব ; যা-লিকা
বিবাহের পর যদি তারা কোন ব্যভিচার করে, তবে তাদের উপর স্বাধীনা স্ত্রীর অর্ধেক শাস্তি আরোপিত হবে। এটা তাদের জন্য যারা

لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم

লিমান্ খাশিইয়াল্ 'আনাতা মিন্‌কুম ; ওয়া আন্ তাস্বিবিরূ খাইরুল্ লাকুম ; ওয়াল্লা-হু গাফূরুর্ রাহ্বীম।
তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারের আশংকা করে। তবে ধৈর্য ধারণ করাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

﴿٢٦﴾ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

২৬। ইউরীদুল্লা-হু লিইউবাইয়্যিনা লাকুম ওয়া ইয়াহ্‌দিয়াকুম সুনানাল্ লাযীনা মিন ক্বাব্‌লিকুম ওয়া ইয়াতূবা 'আলাইকুম ;
(২৬) আল্লাহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট বর্ণনা করে দিতে চান এবং তোমাদের পূর্ববর্তী (নেক) লোকদের পথ তোমাদেরকে প্রদর্শন করতে এবং তোমাদের

والله عليم حكيم ﴿٢٧﴾ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون

ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন্ হ্বাকীম। ২৭। ওয়াল্লা-হু ইউরীদু আঁই ইয়াতূবা 'আলাইকুম ; ওয়া ইউরীদুল্ লাযীনা ইয়াত্তাবি'উনাশ্
প্রতি কৃপা দৃষ্টি করতে চান, আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। (২৭) আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী তারা চায় যে,

الشهوت أن تميلوا ميلا عظيما ﴿٢٨﴾ يريد الله أن يخفف عنكم

শাহাওয়া-তি আন্ তামীলূ মাইলান্ 'আযীমা-। ২৮। ইউরীদুল্লা-হু আঁই ইউখাফ্‌ফিফা 'আন্‌কুম,
তোমরা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাও। (২৮) আল্লাহ তোমাদের ভার হালকা করতে চান।

وخلق الإنسان ضعيفا ﴿٢٩﴾ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم

ওয়া খুলিক্বাল ইন্‌সা-নু দ্বা'ঈফা-। ২৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তা'কুলূ~আম্‌ওয়া-লাকুম্
এবং মানুষকে মূলত দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। (২৯) হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে

بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا

বাইনাকুম্ বিল বা-ত্বিলি ইল্লা~আন্ তাকূনা তিজ্বা-রাতান্ 'আন্ তারা-দ্বিম্ মিন্‌কুম্ ; ওয়া লা-তাক্বতুলূ~
গ্রাস করনা, কিন্তু তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসা করতে পার। আর তোমরা নিজদেরকে হত্যা কর না।

أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ﴿٣٠﴾ ومن يفعل ذلك عدونا وظلما

আন্‌ফুসাকুম ; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিকুম্ রাহ্বীমা-। ৩০। ওয়া মাঁই ইয়াফ্'আল্ যা-লিকা 'উদ্‌ওয়া-নাওঁ ওয়া যুল্‌মান
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (৩০) আর যে কেউ সীমালংঘন করে ও অন্যায়ভাবে এ কাজ করবে, তাকে

فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ﴿٣١﴾ إن تجتنبوا كبائر ما

ফাসাওফা নুস্বলীহি না-রা- ; ওয়া কা-না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীরা-। ৩১। ইন্ তাজ্বতানিবূ কাবা—ইরা মা-
আমি অতিশীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করব। আর এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (৩১) যদি তোমরা বিরত থাক সে সব কবীরা গুনাহ থেকে যা করতে তোমাদেরকে

تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ﴿٣٢﴾ ولا تتمنوا ما

তুন্‌হাওনা 'আন্‌হু নুকাফ্‌ফির 'আন্‌কুম সাইয়্যিআ-তিকুম্ ওয়া নুদ্‌খিল্‌কুম্ মুদ্‌খালান্ কারীমা-। ৩২। ওয়ালা-তাতামান্নাও মা-
নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমি তোমাদের সগীরা (লঘু) পাপগুলো মিটিয়ে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব। (৩২) আর তোমরা এমন

فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا

ফাদ্‌দ্বালাল্লা-হু বিহী বা'দ্বাকুম্ 'আলা- বা'দ্ব ; লির্‌রিজ্বা-লি নাস্বীবুম্ মিম্মাক্‌তাসাবূ ;
বিষয়ের আকাংঙ্ক্ষা করোনা যে বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের কতকের উপর কতককে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য সে

وللنساء نصيب مما اكتسبن وسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل

ওয়া লিন্নিসা—ই নাস্বীবুম্ মিম্মাক্ তাসাব্‌না ; ওয়াস্ আলুল্লা-হা মিন্ ফাদ্বলিহ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিকুল্লি
অংশ যেটা তারা অর্জন করে এবং নারীদের জন্য সে অংশ যেটা তারা অর্জন করে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ

شيء عليما ﴿٣٣﴾ ولكل جعلنا موالي مما ترك الولدن والأقربون والذين

শাইইন্ 'আলীমা-। ৩৩। ওয়া লিকুল্লিন্ জ্বা'আল্‌না- মাওয়া-লিয়া মিম্মা- তারাকাল্ ওয়া-লিদা-নি ওয়াল্ আক্বরাবূন ; ওয়াল্ লাযীনা
সবকিছুই জানেন (৩৩) পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদের জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেছি। আর

عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا

'আক্বাদাত্ আইমা-নুকুম্ ফাআ-তূহুম্ নাস্বীবাহুম ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলা- কুল্লি শাইইন্ শাহীদা-।
তোমরা যাদের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছ তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ সব ব্যাপারে সাক্ষী রয়েছেন।

﴿٣٤﴾ الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا

৩৪। আর্‌রিজ্বা-লু ক্বাওয়্যা-মূনা 'আলান্ নিসা—ই বিমা- ফাদ্‌দ্বালাল্লা-হু বা'দ্বাহুম্ 'আলা- বা'দ্বিওঁ ওয়া বিমা~আন্‌ফাক্বূ
(৩৪) পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্ববান। কারণ আল্লাহ তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা (পুরুষরা) তাদের ধন-সম্পদ

من أموالهم فالصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله

মিন্ আম্‌ওয়া-লিহিম্ ; ফাস্ব স্বা-লিহ্বা-তু ক্বা-নিতা-তুন্ হ্বা-ফিজ্বা-তুল্ লিল্‌গাইবি বিমা- হ্বাফিজ্বাল্লা-হ ;
ব্যয় করে। সুতরাং পূণ্যবতী নারীরা অনুগত হয় এবং আল্লাহ যা হেফাজত করতে বলেছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তা তারা হেফাজত করে।

○ টীকা (আঃ ৩২) ঃ একদল স্ত্রীলোক মহানবী (সা)-এর নিকট আরয করল যে, আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু স্ত্রীলোকদের কথা উল্লেখ করেন নি; এর কারণ কি? অতঃপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাজিল করেন এবং স্ত্রীলোকদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। (আছবাবি নুযুল) ○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ 'কাওয়্যাম' অথবা 'কাইয়্যিম' সে লোককে বলা হয় যে ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যবস্থাপনার ব্যাপারসমূহ সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনা করার, রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারী করার ও তার সকল প্রয়োজন পূরণ করার জন্য দায়িত্বশীল হয়ে থাকে। তিনটি কাজ একই সময়ে করার কথা বলা হচ্ছে না। বরং এখানে অর্থ হচ্ছে ঃ স্ত্রীর মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দেখা গেলে এই তিনটি পন্থায় চেষ্টা-তদবির করার অনুমতি আছে। অবশ্য এই চেষ্টা-তদবিরের ব্যাপারে অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে আনুপাতিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা আবশ্যক হবে। যেখানে সহজ ও হালকা তদবিরে সংশোধন সম্ভব সেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন উচিৎ হবে না। নবী করীম (সা) স্ত্রীদেরকে প্রহার করার অনুমতি যখনই দিয়েছেন, তা খুবই অনিচ্ছাসত্ত্বে। কিন্তু তবুও তিনি মারধরকে অপছন্দই করেছেন। ○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ واضربوهن – সংশোধনের জন্য প্রথম (ভাল উপদেশ) ও দ্বিতীয় (শয্যা ত্যাগ) অবস্থা ফলপ্রসূ না হলে সর্বশেষ তৃতীয় ব্যবস্থা (প্রহার) গ্রহণ করা যায়। এগুলো তালাকের পূর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ

ওয়াল্‌লা-তী তাখা-ফূনা নুশূযাহুন্না ফা'ইযূহুন্না ওয়াহ্‌জুরূহুন্না ফিল্ মাদ্বা-জ্বি'ই

আর যে সব স্ত্রীদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর, তাদেরকে ভাল উপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা ত্যাগ কর ও তাদেরকে হালকা প্রহার

وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

ওয়াদ্বরিবূ হুন্ন ; ফাইন্ আত্বা'নাকুম ফালা- তাব্‌গূ 'আলাইহিন্না সাবীলা-; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলিইয়্যান্ কাবীরা-।

কর। এতে যদি তোমাদের অনুগত হয়; তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ তালাস করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুমহান, সর্ব শ্রেষ্ঠ।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ

৩৫। ওয়া ইন্ খিফ্‌তুম্ শিক্বা-ক্বা বাইনিহিমা- ফাব্'আছূ হ্বাকামাম্ মিন্ আহ্‌লিহী ওয়া হ্বাকামাম্ মিন্ আহ্‌লিহা -;

(৩৫) যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের আশংকা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক নির্ধারণ কর।

اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

ইঁইউরীদা~ইস্বলা-হ্বাঁই ইউওয়াফ্‌ফিক্বিল্লা-হু বাইনাহুমা-; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান খাবীরা-।

যদি তারা উভয়ে মীমাংসার ইচ্ছা করে, তবে আল্লাহ তাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْــًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى

৩৬। ওয়া'বুদুল্লা-হা ওয়া লা- তুশ্‌রিকূ বিহী শাইআওঁ ওয়া বিল্ ওয়া-লিদাইনি ইহ্‌সানাওঁ ওয়া বিযিল

(৩৬) আর তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর। তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না এবং পিতা-মাতা,

الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ

কুরবা- ওয়াল্ ইয়াতা-মা- ওয়াল্ মাসা-কীনি ওয়াল্‌জ্বারি যিলকুরবা- ওয়াল জ্বারিল জুনুবি

আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অসহায়, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী,

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

ওয়াস্ব স্বা-হ্বিবি বিল্ জ্বাম্বি ওয়াব্‌নিস্ সাবীলি ওয়া মা- মালাকাত্ আইমা-নুকুম্ ; ইন্নাল্লা-হা

সহচর, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারে আছে এমন দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ

লা-ইউহ্বিব্বু মান্ কা-না মুখ্‌তা-লান্ ফাখূরা ৩৭। নিল্ লাযীনা ইয়াব্‌খালূনা ওয়া ইয়া'মুরূনান্ না-সা

অহংকারী ও আত্মগর্বকারীকে ভালবাসেন না। (৩৭) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এর

بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا

বিল্ বুখ্‌লি ওয়া ইয়াক্‌তুমূনা মা~আ-তা-হুমুল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহ ; ওয়া আ'তাদ্‌না- লিল্ কা-ফিরীনা 'আযা-বাম্

গোপন করে, যা আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন। আর আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত

مُّهِيْنًا ۚ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

মুহীনা-। ৩৮। ওয়াল্‌লাযীনা ইউন্‌ফিকূনা আম্‌ওয়া-লাহুম্ রিআ—আন্ না-সি ওয়া লা-ইউ'মিনূনা বিল্লা-হি

করে রেখেছি। (৩৮) আর যারা তাদের ধন-সম্পদ লোকদেরকে দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ

وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ۚ وَمَاذَا

ওয়া লা-বিল্ ইয়াওমিল আ-খির ; ওয়া মাইঁ ইয়াকুনিশ্ শাইত্বা-নু লাহূ ক্বারীনান্ ফাসা—আ ক্বারীনা-। ৩৯। ওয়া মা- যা-

ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে না, আর শয়তান যার সঙ্গী হয়, সে কত নিকৃষ্ট সঙ্গী। (৩৯) তাদের

عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ

'আলাইহিম্ লাও আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়া আন্‌ফাকূ মিম্মা- রাযাক্বাহুমুল্লা-হ ; ওয়া কা-নাল্লা-হ

কি ক্ষতি হত, যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করত এবং আল্লাহ তাদের যা দান করেছেন তার থেকে কিছু ব্যয় করত। আর আল্লাহ তাদেরকে

بِهِمْ عَلِيْمًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ

বিহিম্ 'আলীমা-। ৪০। ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াযলিমু মিছ্‌ক্বা-লা যাররাহ্, ওয়া ইন্ তাকু হ্বাসানাতাঁই ইয়ুদ্বা-'ইফ্‌হা- ওয়া ইউ'তি

ভাল করেই জানেন। (৪০) নিশ্চয় আল্লাহ কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং যদি একটি নেক কাজ হয়, তবে তা তিনি দ্বিগুণ করে দেবেন এবং

مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ۚ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۢ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ

মিল্ লাদুন্‌হু আজ্‌রান্ 'আযীমা-। ৪১। ফাকাইফা ইযা- জ্বি'না- মিন্ কুল্লি উম্মাতিম্ বিশাহীদিওঁ ওয়া জ্বি'না- বিকা

তাঁর পক্ষ হতে মহাপ্রতিদান প্রদান করবেন। (৪১) তখন তাদের কি অবস্থা হবে? যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকেও

عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ۚ يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى

'আলা- হা~উলা—ই শাহীদা-। ৪২। ইয়াওমাইযিঁই ইয়াওয়াদ্দুল্ লাযীনা কাফারূ ওয়া 'আস্বাউর্ রাসূলা লাও তুছাওয়্যা-

তাদের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব। (৪২) যারা কুফরী করেছিল এবং রাসূলের কথা অস্বীকার করেছিল সেদিন তারা কামনা করবে যে, যদি তারা

بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا

বিহিমুল্ আরদ্ব ; ওয়া লা- ইয়াক্‌তুমূনাল্লা-হা হাদীছা-। ৪৩। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাক্বরাবুস্

যমীনের সাথে মিশে যেত! আর আল্লাহ থেকে তারা কোন বিষয়ই গোপন করতে পারবে না। (৪৩) হে মুমিনগণ! তোমরা

الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ

স্বালা-তা ওয়া আনৃতুম্ সুকা-রা- হ্বাত্তা- তা'লামূ মা- তাকূলূনা ওয়া লা- জুনুবান ইল্লা- 'আবিরী সাবীলিন্

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার, মুসাফেরী অবস্থা ব্যতীত অপবিত্র অবস্থায়ও যেওনা-

✪ শানে নুযূল (আঃ ৪৩) ঃ يايها الذين امنوا لاتقربوا الصلوة ঃ একদা হযরত আলী (রা) একদল সাহাবীসহ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের (রা) বাড়ীতে ছিলেন। সকলে সেখানে আহার করলেন। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রা) তাদের জন্য মদ আনলেন। তাঁরা মদ পান করলেন। এটা ছিল মদ পান হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। তখন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। সকলে হযরত আলীকে (রা) ইমাম বানালেন। তিনি নামাযে সূরা কাফিরূন পড়লেন। তবে তা তিনি যথাযথভাবে পড়তে পারলেন না। এতে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। (তাঃ ইবনে কাছীর)

حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ

হাত্তা- তাগ্‌তাসিলূ ; ওয়া ইন্ কুন্‌তুম্ মারদ্বা~আও 'আলা- সাফারিন্ আও জা—আ আহাদুম্ মিন্‌কুম মিনাল্ গা—ইত্বি

যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ প্রস্রাব-পায়খানা

اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ

আও লা-মাস্‌তুমুন্ নিসা—আ ফালাম্ তাজিদূ মা—আন্ ফাতাইয়াম্মামূ স্বা'ঈদান্ ত্বাইয়্যিবান্ ফাম্‌সাহূ বিউজূহিকুম্

থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ করে থাক এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে অর্থাৎ নিজেদের মুখ

وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٤﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا

ওয়া আইদীকুম ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আফুওওয়ান্ গাফূরা-। ৪৪। আলাম্ তারা ইলাল্ লাযীনা উতূ নাস্বীবাম্

ও হাতে তা মুছবে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল। (৪৪) তোমরা কি তাদেরকে দেখনি? যাদেরকে কিতাবের

مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿٤٥﴾ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

মিনাল্ কিতা-বি ইয়াশ্‌তারূনাদ্ব দ্বালা-লাতা ওয়া ইউরীদূনা আন্ তাদ্বিল্লুস্ সাবীল। ৪৫। ওয়াল্লা-হু আ'লামু

কিছু অংশ দেয়া হয়েছিল অথচ তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করে নেয় এবং তারা চায় যে তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাও। (৪৫) আর আল্লাহ

بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿٤٦﴾ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا

বিআ'দা—ইকুম্; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি ওয়ালিইয়্যাওঁ ওয়া কাফা- বিল্লা-হি নাস্বীরা-। ৪৬। মিনাল্ লাযীনা হা-দূ

তোমাদের শত্রুদেরকে ভাল করেই জানেন। আল্লাহ অভিভাবক হিসেবে এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহ যথেষ্ট। (৪৬) ইয়াহূদীদের মধ্যে কতক

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ

ইউহার্‌রিফূনাল্ কালিমা 'আম্ মাওয়া-দ্বি'ইহী ওয়া ইয়াকূলূনা সামি'না- ওয়া 'আস্বাইনা- ওয়াস্‌মা' গাইরা মুস্‌মা'ইওঁ

লোক বাক্যকে যথাস্থান থেকে পরিবর্তন করে দেয় এবং বলে, আমরা "শোনলাম" ও "অমান্য করলাম" এবং আরও বলে, "তোমরা শোন না শোনার মত"।

وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

ওয়া রা-'ইনা- লাইয়্যাম্ বিআল্‌সিনাতিহিম্ ওয়া ত্বা'নান্ ফিদ্ দীন ; ওয়া লাও আন্নাহুম্ ক্বা-লূ সামি'না ওয়া আত্বা'না-

এবং তাদের জিহ্বা বিকৃত করে 'রাইনা' বলে (ডাকে) এবং দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে। আর যদি তারা বলত, আমরা শোনলাম ও মেনে নিলাম এবং

وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ

ওয়াস্‌মা' ওয়ান্‌যুরনা- লাকা-না খাইরাল্ লাহুম্ ওয়া আক্বওয়ামা ওয়ালা-কিল্ লা'আনাহুমুল্লা-হু বিকুফ্‌রিহিম্

শোন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর, তবে তা তাদের জন্য উত্তম এবং সংগত হত। কিন্তু তাদের কুফরীর জন্য তাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন।

০ টীকা (আঃ ৪৬) ঃ এই শব্দগুলি দ্ব্যর্থবোধক। سمعنا وعصينا এর ভাল অর্থ- "আমরা আপনার আদেশ শুনেছি, যারা আপনার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেয় তাদের কথা মানি না।" অসঙ্গতঃ অর্থ- "আমরা আপনার আদেশ শুনেছি, তবে মানব না।" اسمع غير مسمع -এর ভাল অর্থ, "আপনার মতবিরোধী কথা আপনাকে শুনান না হোক। আপনি যা কিছু বলেন, তদুত্তরে সকলেই যেন আপনার সপক্ষে বলে।" কদর্থ, "আপনাকে কোন ভাল কথা শুনান না হোক। আপনার কথার বিরূপ উত্তরই আপনার কর্ণ গোচর হোক। راعنا শব্দের ভাল অর্থ, "আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।" এর কদর্থ, ইহুদীদের ভাষায় একটি গালি। কাফের ও ইহুদীরা এসকল শব্দের কদর্থই গ্রহণ করত।

فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٤٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا

ফালা- ইয়ু'মিনূনা ইল্লা- ক্বালীলা-। ৪৭। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা উতুল্ কিতা-বা আ-মিনূ বিমা- নায্‌যাল্‌না-

অতএব তাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া ঈমান আনবে না। (৪৭) ওহে! যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে। তোমরা ঈমান আন আমি যা কিছু অবতীর্ণ করেছি তার উপর,

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ

মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- মা'আকুম্ মিন্ ক্বাবলি আন্ নাত্বমিসা উজূহান্ ফানারুদ্দাহা- 'আলা~আদ্‌বা-রিহা~আও

যা সত্যায়ন করে তোমাদের নিকট যা আছে তার। ঈমান আন (এ অবস্থা হওয়ার) পূর্বে যে, আমি (তোমাদের) চেহারা মিটিয়ে দিয়ে সেগুলো ঘুরিয়ে দেই পেছনের

نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٨﴾ اِنَّ اللّٰهَ

নাল'আনাহুম্ কামা- লা'আন্না~আস্বহা-বাস্‌সাব্‌ত ; ওয়া কা-না আম্‌রুল্লা-হি মাফ্'উলা-। ৪৮। ইন্নাল্লা-হা

দিকে। অথবা আসহাবুছ ছাবতকে যে ভাবে লা'নত করেছিলাম সেভাবে লা'নত করি। আল্লাহর নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর হয়েই থাকে। (৪৮) নিশ্চয় আল্লাহ

لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ

লা-ইয়াগ্‌ফিরু আঁই ইউশ্‌রাকা বিহী ওয়া ইয়াগ্‌ফিরু মা-দূনা যা-লিকা লিমাই ইয়াশা—উ, ওয়া মাই ইয়ুশ্‌রিক বিল্লা-হি

তার সাথে শরীক করার গোনাহ ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য গোনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক

فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٩﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ

ফাক্বাদিফ্‌তারা~ইছ্‌মান্ 'আযীমা-। ৪৯। আলাম্ তারা ইলাল্ লাযীনা ইউযাক্‌কূনা আন্‌ফুসাহুম্ ; বালিল্লা-হু

করে সে নিঃসন্দেহে গুরুতর পাপ করে। (৪৯) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি? যারা নিজেদেরকে পবিত্র বলে; অথচ আল্লাহ

يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٥٠﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ

ইউযাক্কী মাই ইয়াশা—উ ওয়া লা- ইউযলামূনা ফাতীলা-। ৫০। উন্‌যুর কাইফা ইয়াফ্‌তারূনা 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা,

যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আর তাদের উপর সূতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না। (৫০) দেখুন! তারা কেমনভাবে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ বানিয়ে বলে?

৭ ع ৪ রুকূ

وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥١﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ

ওয়া কাফা- বিহী~ইছ্‌মাম্ মুবীনা-। ৫১। আলাম্ তারা ইলাল্ লাযীনা উতূ নাস্বীবাম্ মিনাল্ কিতা-বি ইউ'মিনূনা

আর তাদের প্রকাশ্য পাপী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। (৫১) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি? যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে, তারা বিশ্বাস করে

بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ

বিল্ জিব্‌তি ওয়াত্ ত্বা-গূতি ওয়া ইয়াকূলূনা লিল্লাযীনা কাফারূ হা~উলা—ই আহ্‌দা- মিনাল্

জিব্‌ত (মূর্তি) ও তাগুত (শয়তান)-কে এবং তারা কাফিরদের সম্পর্কে বলে যে, এরা মুমিনদের চেয়ে অধিকতর

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥٢﴾ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ

লাযীনা আ-মানূ সাবীলা-। ৫২। উলা—ইকাল্ লাযীনা লা'আনাহুমুল্লা-হ ; ওয়া মাই ইয়াল্'আনিল্লা-হু

সঠিক পথে রয়েছে। (৫২) এরাই সে সকল লোক যাদের উপর আল্লাহ লা'নত দিয়েছেন। আর আল্লাহ যাদেরকে লা'নত দেন আপনি তাদের কোন

فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا

ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ নাস্বীরা-। ৫৩। আম্ লাহুম্ নাস্বীবুম্ মিনাল্ মুল্কি ফাইযাল্ লা-ইউ'তূনান্ না-সা নাক্বীরা।
সাহায্যকারী পাবেন না। (৫৩) তবে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ আছে? তবে তো তারা লোকদেরকে তিল পরিমাণও দিবে না।

﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا آتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ

৫৪। আম্ ইয়াহ্‌সুদূনান্ না-সা 'আলা মা~আ-তা- হুমুল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহ, ফাক্বাদ্ আ-তাইনা~আ-লা
(৫৪) অথবা আল্লাহ নিজ কৃপায় মানুষকে যা দান করেছেন, সেজন্য কি তারা তাদেরকে হিংসা করে? নিশ্চয় আমি

إِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ

ইব্রা-হীমাল্ কিতা-বা ওয়াল্ হিক্‌মাতা ওয়া আ-তাইনা-হুম্ মুল্‌কান্ 'আযীমা-। ৫৫। ফামিন্‌হুম্ মান্ আ-মানা বিহী ওয়া মিন্‌হুম্
ইব্রাহীমের বংশধরকেও কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে প্রদান করেছিলাম বিশাল সাম্রাজ্য। (৫৫) এরপর তাদের কতকে তাঁর উপর ঈমান

مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۗ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِنَا سَوْفَ

মান্ স্বাদ্দা 'আনহ ; ওয়া কাফা- বিজ্বাহান্নামা সা'ঈরা-। ৫৬। ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিনা- সাওফা
এনেছিল এবং কতকে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আর জাহান্নামের আগুনই (তাদের শাস্তির জন্য) যথেষ্ট। (৫৬) যারা আমার আয়াতগুলো অবিশ্বাস

نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۗ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا

নুস্বলীহিম্ না-রা ; কুল্লামা- নাদ্বিজ্বাত্ জুলূদুহুম্ বাদ্দাল্‌না-হুম জুলূদান্ গাইরাহা- লিইয়াযূক্বুল্
করেছে, শীঘ্রই আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। যখনই তাদের চামড়াগুলো দগ্ধীভূত হবে, তখনই তাদেরকে নতুন চামড়া বদলিয়ে দেব। যেন তারা

الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

'আযা-ব ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আযীযান হ্বাকীমা-। ৫৭। ওয়াল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি
আযাবের আস্বাদ পায়। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (৫৭) আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে আমি

سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ۗ لَهُمْ فِيْهَا

সানুদ্‌খিলুহুম্ জ্বান্না-তিন তাজ্বরী মিন্ তাহ্বতিহাল্ আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা~আবাদা ; লাহুম্ ফীহা~
শীঘ্রই তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। সেখানে তাদের জন্য

أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۚ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا

আয্‌ওয়া-জুম মুত্বাহ্‌হারাতুঁও ওয়া নুদ্‌খিলুহুম য্বিল্লান্ য্বালীলা-। ৫৮। ইন্নাল্লা-হা ইয়া'মুরুকুম্ আন্ তুআদ্দুল্
রয়েছে পাক-পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং আমি তাদেরকে ঘন ছায়ায় প্রবেশ করাব। (৫৮) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ

✪ টীকা (আঃ ৫৬) ঃ كلما نضجت ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত উমরের (রা) সামনে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন। كلما نضجت جلودهم بدلنهم جلودا غيرها - হযরত উমর (রা) বললেন, উক্ত আয়াত আবার পড়। সে পুনরায় পড়ল। তখন মাআয ইবনে জাবাল (রা) বললেন, এ আয়াতের তাফসীর আমার জানা আছে। প্রতি ঘণ্টায় তাদের চামড়া একশত বার পরিবর্তিত হবে। হযরত উমর (রা) বললেন, নবী করীম (সা)-এর নিকট হতে আমিও এরূপ শুনেছি। (তাঃ ইবনে কাছীর)

✪ টীকা (আঃ ৫৭) ঃ ظلا ظليلا ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে। কোন বাহনের আরোহী উহার ছায়ায় একশত বছর পরিভ্রমণ করলেও সে উহা অতিক্রম করতে পারবে না। উক্ত বৃক্ষের নাম شجرة الخلد অর্থাৎ স্থায়ীত্বের বৃক্ষ।

الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ

আমা-না-তি ইলা~আহ্‌লিহা- ওয়া ইযা- হ্বাকাম্‌তুম্ বাইনান্ না-সি আন্ তাহ্‌কুমূ বিল্ 'আদ্‌ল ;
দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতকে তার প্রাপকের নিকট প্রত্যার্পন কর। যখন তোমরা লোকদের মাঝে বিচার ফয়সালা কর তখন ন্যায়ের সাথে বিচার কর।

إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾ يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا

ইন্নাল্লা-হা নি'ইম্মা-ইয়া'ইযুকুম্ বিহ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না সামী'আম্ বাস্বীরা-। ৫৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (৫৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ

আত্বী'উল্লা-হা ওয়া আত্বী'উর্ রাসূলা ওয়া উলিল্ আম্‌রি মিন্‌কুম্, ফাইন্ তানা-যা'তুম্ ফী
আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার (ন্যায়বান) নেতৃবৃন্দের। যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে

شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

শাইইন্ ফারুদ্দূহু ইলাল্লা-হি ওয়ার্ রাসূলি ইন্ কুন্‌তুম্ তু'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল আ-খির ;
মতভেদ সৃষ্টি হয়; তা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ছেড়ে দাও, যদি তোমরা বিশ্বাস রাখ আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর।

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا

যা-লিকা খাইরুঁও ওয়া আহ্‌সানু তা'ওয়ীলা-। ৬০। আলাম তারা ইলাল্ লাযীনা ইয়ায্‌'উমূনা আন্নাহুম্ আ-মানূ বিমা~
এটাই হচ্ছে উত্তম ও পরিণামের দিক দিয়ে উৎকৃষ্টতম। (৬০) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি! যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে

أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ

উন্‌যিলা ইলাইকা ওয়ামা~উন্‌যিলা মিন্ ক্বাব্‌লিকা ইউরীদূনা আই ইয়াতাহ্বা-কামূ~ইলাত্ত্বা-গূতি
আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর। কিন্তু তারা শয়তানের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়।

وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ۗ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿٦٠﴾

ওয়া ক্বাদ উমিরূ~আই ইয়াক্‌ফুরূ বিহ; ওয়া ইউরীদুশ্ শাইত্বা-নু আই ইউদ্বিল্লাহুম্ দ্বালা-লাম্ বা'ঈদা-।
অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাকে মান্য না করার জন্য। আর শয়তান তাদেরকে চরমভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।

✪ টীকা (আঃ ৫৯) ঃ দু'জন মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হলে যদি একজন বলে, চল শরীঅত অনুযায়ী এর মীমাংসা হোক, তদুত্তরে অপর জন যদি বলে, আমি শরীঅত মানি না, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। (মুঃ কোঃ)

✪ শানে নুযূল (আঃ ৬০) ঃ জনৈক ইহুদীর সাথে জনৈক মুনাফিকের ঝগড়া হলে, ইহুদী মোহাম্মদ (সা)-কে সালিস মানল। সে জানত, ধর্ম বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও তিনি পক্ষপাতিত্ব করেন না। আর মুনাফেকের দাবী মিথ্যা ছিল, সে মনে করল, আমি বাইরে মুসলমান হলেও রাসূলুল্লাহর নিকট বাকচাতুরীতে কাজ হবে না। অপর দিকে কা'ব ইবনে আশরাফ একজন অসৎ ইহুদী সরদার, তাকে পক্ষে আনতে পারব, কাজেই সে কা'বকে সালিস মানল। অবশেষে উভয়েই হুযূর (সা)-এর নিকট বিচার প্রার্থী হল এবং ইহুদীর জয় হল। মুনাফিক ইহাতে সন্তুষ্ট না হয়ে হযরত ওমর (রা)-এর নিকট গেল। সে ধারণা করেছিল ওমর (রা) আমার পক্ষেই রায় দিবেন। ইহুদী মনে করল, ওমর (রা) ন্যায়পরায়ণ। তিনি আমার পক্ষেই রায় দিবেন। কাজেই মুনাফিকের প্রস্তাবে সে সম্মত হয়ে হযরত ওমরের নিকট গেল এবং পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল এবং এটাও বলল যে, হুযূর (সা) এর মীমাংসা করেছিলেন, কিন্তু এ ব্যক্তি মানে না। হযরত ওমর (রা) তৎক্ষণাৎ মুনাফিকের শিরচ্ছেদ করে বললেন, নবীর মীমাংসা অমান্য করার এই শাস্তি। অনন্তর মুনাফিকের ওয়ারিসগণ হুযূর (সা)-এর খেদমতে গিয়ে বলল, এটা আপোষ মীমাংসার জন্যই ওমরের নিকট যাওয়া হয়েছিল, অনর্থক তিনি তাকে হত্যা করেছেন। কাজেই, আমরা হত্যার প্রতিশোধ চাই। এ আয়াতগুলোতে ঘটনার মূল তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। (মুঃ কোঃ)

রুকূ ৮/৯ ৫

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ ﴿٦١﴾

৬১। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুম্ তা'আ-লাও ইলা-মা~আন্যালাল্লা-হু ওয়া ইলার্ রাসূলি রাআইতাল্

(৬১) তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেদিকে ও রাসূলের দিকে ফিরে এসো, তখন আপনি মুনাফিকদেরকে

الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦٢﴾ فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا

মুনা-ফিক্বীনা ইয়াস্বুদ্দূনা 'আন্কা স্বুদূদা-। ৬২। ফাকাইফা ইযা~আস্বা-বাত্হুম্ মুস্বীবাতুম্ বিমা-

দেখবেন যে, ওরা আপনার কাছ থেকে একেবারে ফিরে যাচ্ছে। (৬২) তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের উপর কোন

قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا

ক্বাদ্দামাত্ আইদীহিম্ ছুম্মা জা—উকা ইয়াহ্লিফূনা বিল্লা-হি ইন্ আরাদ্না~ইল্লা~ইহ্সা-নাওঁ

বিপদ এসে পড়বে? তারপর তারা আপনার কাছে এসে, আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, আমাদের কল্যাণ এবং সদ্ভাব ছাড়া অন্য কোন

وَّتَوْفِيْقًا ﴿٦٣﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۖ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ

ওয়া তাওফীক্বা-। ৬৩। উলা—ইকাল্ লাযীনা ইয়া'লামুল্লা-হু মা-ফী কুলূবিহিম্, ফাআ'রিদ্ব 'আন্হুম্

ইচ্ছা ছিল না। (৬৩) এরাই তারা, তাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা বিশেষভাবে জানেন, অতএব আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন ও তাদেরকে

وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا ۢ بَلِيْغًا ﴿٦٤﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ

ওয়া 'ইয্হুম্ ওয়াকুল লাহুম্ ফী~আন্ফুসিহিম্ ক্বাওলাম্ বালীগা-। ৬৪। ওয়া মা~আর্সাল্না- মির্ রাসূলিন্

সৎ উপদেশ দিতে থাকুন আর এমন সব কথা বলুন যা তাদের মনে প্রভাব সৃষ্টি করে। (৬৪) আর আমি রাসূল প্রেরণ করেছি শুধু এ উদ্দেশ্যেই যে,

اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا

ইল্লা- লিইউত্বা-'আ বিইয্নিল্লা-হ ; ওয়া লাও আন্নাহুম্ ইয্ যালামূ~আন্ফুসাহুম্ জা—উকা ফাস্তাগ্ফারু

আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হয়। আর যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল তখন যদি তারা আপনার কাছে আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٥﴾ فَلَا وَرَبِّكَ

ল্লা-হা ওয়াস্তাগ্ফারা লাহুমুর রাসূলু লাওয়াজাদুল্লা-হা তাওয়্যা-বার্ রাহীমা-। ৬৫। ফালা- ওয়া রাব্বিকা

করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু পেত। (৬৫) অতএব, আপনার রবের

لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ

লা-ইউ'মিনূনা হাত্তা- ইউহাক্কিমূকা ফীমা- শাজারা বাইনাহুম্ ছুম্মা লা- ইয়াজিদূ ফী~আন্ফুসিহিম্

শপথ, তারা কখনই মুমিন হবে না, যতক্ষণ না আপনাকে তারা তাদের নিজেদের বিবাদের বিচারকের দায়িত্ব অর্পণ না করবে। তারপর আপনার ফয়সালা সম্বন্ধে

حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٦﴾ وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا

হারাজাম্ মিম্মা- ক্বাদ্বাইতা ওয়া ইউসাল্লিমূ তাস্লীমা-। ৬৬। ওয়া লাও আন্না- কাতাব্না- 'আলাইহিম্ আনিক্বতুলূ~

তাদের অন্তরে কোন সংকীর্ণতা না থাকবে ও তা সর্বান্তকরণে মেনে নিবে। (৬৬) আর যদি আমি তাদেরকে নির্দেশ দিতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর

اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ۗ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا

আন্ফুসাকুম আওয়িখ্রুজূ মিন্ দিয়া-রিকুম্ মা- ফা'আলূহু ইল্লা- ক্বালীলুম্ মিন্হুম ; ওয়া লাও আন্নাহুম ফা'আলূ

বা নিজ ঘর বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও, তবে তাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া কেউ তা পালন করত না। যে বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল যদি তারা তদানুযায়ী

مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿٦٧﴾ وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ

মা- ইউ'আযূনা বিহী লাকা-না খাইরাল্ লাহুম্ ওয়া আশাদ্দা তাছ্বীতা-। ৬৭। ওয়া ইযাল্ লাআ-তাইনা-হুম্ মিল্লাদুন্না~

আমল করত, তবে অবশ্যই তাদের জন্য তা ভাল হত ও ঈমানকে অধিক দৃঢ়কারী হত। (৬৭) এবং এ অবস্থায় আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে মহা প্রতিদান

اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٨﴾ وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٩﴾ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ

আজ্রান্ 'আযীমা-। ৬৮। ওয়া লাহাদাইনা-হুম্ স্বিরা-ত্বাম্ মুস্তাক্বীমা-। ৬৯। ওয়া মাই ইউত্বি'ইল্লা-হা ওয়ার্ রাসূলা

প্রদান করতাম (৬৮) এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালনা করতাম। (৬৯) আর যে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ

ফাউলা—ইকা মা'আল্ লাযীনা আন্'আমাল্লা-হু 'আলাইহিম মিনান্ নাবিয়্যীনা ওয়াস্ব স্বিদ্দীক্বীনা ওয়াশ্ শুহাদা—ই

করে সে সেসব ব্যক্তিদের সংগী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। তারা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ

وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٧٠﴾ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ

ওয়াস্ব স্বা-লিহীন, ওয়া হাসুনা উলা—ইকা রাফীক্বা-। ৭০। যা-লিকাল্ ফাদ্বলু মিনাল্লা-হ ; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি

ও নেককারগণ। আর এরাই হলেন সর্বোত্তম সহচর। (৭০) এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। আর সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই

রুকূ ৯ ৬

عَلِيْمًا ﴿٧١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا

'আলীমা-। ৭১। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ খুযূ হিয্রাকুম ফান্ফিরূ ছুবা-তিন্ আওয়িন্ফিরূ জামী'আ-।

যথেষ্ট। (৭১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা সর্তকতা অবলম্বন কর, অতঃপর (যুদ্ধে) বেরিয়ে পড় বিচ্ছিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অথবা বেরিয়ে পড় এক সংগে।

﴿٧٢﴾ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ

৭২। ওয়া ইন্না মিন্কুম্ লামাল্ লাইউবাত্তিআন্না, ফাইন্ আস্বা-বাত্কুম্ মুস্বীবাতুন্ ক্বা-লা ক্বাদ্ আন্'আমাল্লা-হু

(৭২) তোমাদের মধ্যে কতিপয় এমন লোকও আছে যারা অবশ্যই বিলম্ব করবে। যদি তোমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তবে সে বলে- নিশ্চয় আল্লাহ

عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٣﴾ وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ

'আলাইয়্যা ইয্ লাম আকুম্ মা'আহুম্ শাহীদা-। ৭৩। ওয়া লাইন্ আস্বা-বাকুম্ ফাদ্বলুম্ মিনাল্লা-হি লাইয়াকূলান্না

আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না। (৭৩) আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে অনুগ্রহ হলে, তারা এমনভাবে বলে যেন

كَاَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

কাআল লাম্ তাকুম্ বাইনাকুম্ ওয়া বাইনাহূ মাওয়াদ্দাতুই ইয়া-লাইতানী কুন্তু মা'আহুম্ ফাআফূযা ফাওযান্ 'আযীমা-।

তোমাদের মধ্যে ও তার মধ্যে কোন বন্ধুত্বই ছিল না, (বলবে) হায়! আমিও যদি তাদের সাথে থাকতাম, তবে আমিও বিরাট সফলতা লাভ করতাম।

﴿٧٤﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۭ

৭৪। ফাল্‌ইউক্বা-তিল্ ফী সাবীলিল্লা-হিল্ লাযীনা ইয়াশ্‌রূনাল্ হ্বায়া-তাদ্ দুন্‌ইয়া- বিল্ আ-খিরাহ ;
(৭৪) সুতরাং তাদের উচিত আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা, যারা আখেরাতের বিনিময় দুনিয়ার জীবন ক্রয় করে।

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا ۝

ওয়া মাইঁইউক্বা-তিল্ ফী সাবীলিল্লা-হি ফাইউক্বতাল্ আও ইয়াগ্‌লিব্ ফাসাওফা নু'তীহি আজ্‌রান্ 'আযীমা-।
আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে অতঃপর নিহত হয় অথবা বিজয়ী হয়, তাকে আমি অতিশীঘ্রই মহাপ্রতিদান দান করব।

﴿٧٥﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۤءِ

৭৫। ওয়া মা- লাকুম্ লা-তুক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিল্ লা-হি ওয়াল্ মুস্‌তাদ্ব'আফীনা মিনার্ রিজ্বা-লি ওয়ান্ নিসা—ই
(৭৫) তোমাদের কি হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহর রাস্তায় এবং সেই অসহায় পুরুষ, নারী এবং

وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ

ওয়াল্ ওয়িল্‌দা-নিল্ লাযীনা ইয়াকূলূনা রাব্বানা~আখ্‌রিজ্বনা- মিন্ হা-যিহিল্ ক্বারইয়াতিয্ যা-লিমি
শিশুদের পক্ষে? যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের কর, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী ;

اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

আহ্‌লুহা-, ওয়াজ্ব'আল্ লানা-মিল্ লাদুন্‌কা ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়াজ্ব'আল্ লানা- মিল্ লাদুন্‌কা নাস্বীরা-।
আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক নিযুক্ত কর এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর।

﴿٧٦﴾ اَلَّذِينَ اٰمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

৭৬। আল্‌লাযীনা আ-মানূ ইউক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিল্লা-হ, ওয়াল্ লাযীনা কাফারূ ইউক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিত্ব
(৭৬) যারা মুমিন, তারা তো আল্লাহর পথেই যুদ্ধ করে, আর যারা কাফির তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে। অতএব

الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوۤا اَوْلِيَاۤءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٧﴾ اَلَمْ

১০ ع ৯ রুকূ

ত্বা-গূতি ফাক্বা-তিলূ~আওলিয়া—আশ্ শাইত্বা-ন, ইন্না কাইদাশ্ শাইত্বা-নি কা-না দ্বা'ঈফা-। ৭৭। আলাম্
হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আর শয়তানের ষড়যন্ত্র খুবই দুর্বল। (৭৭) আপনি কি তাদেরকে

تَرَ اِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوۤا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ

তারা ইলাল্ লাযীনা ক্বীলা লাহুম্ কুফ্‌ফূ~আইদিয়াকুম ওয়া আক্বীমুস্ স্বালা-তা ওয়া আ-তুয্ যাকা-হ,
দেখেন নি! যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাতসমূহ সংযত কর এবং সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।

✪ টীকা (আঃ ৭৪) ঃ অর্থাৎ জেহাদে মুসলমানদের পরাজয় ঘটলে মুনাফিকরা বলে, "আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হয়েছে, আমরা তাদের সঙ্গে ছিলাম না।" পক্ষান্তরে যদি মুসলমানগণ বিজয়ী হয়ে গনীমতের মাল প্রাপ্ত হন, তবে জেহাদে অংশ গ্রহণ না করার জন্য আক্ষেপ করে, এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা কেবল স্বার্থের জন্যই নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৭৪) ঃ মক্কায় এরূপ বহু মুসলমান রয়ে গেলেন, যারা দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে হিজরত করতে সক্ষম হন নি। কাফিররা তাদেরকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিত, তারা মুক্তি পাবার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন। আল্লাহ তাদের দো'আ কবুল করলেন, ফলতঃ মক্কা বিজয়ের ফলে তারা সকলেই শান্তি ও সম্মান লাভ করলেন। এ আয়াতে তারই বর্ণনা রয়েছে। (বঃ কোঃ)

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ

ফালাম্মা- কুতিবা 'আলাইহিমুল্ ক্বিতা-লু ইযা- ফারীকুম্ মিন্‌হুম্ ইয়াখ্‌শাওনান্ না-সা কাখাশ্‌ইয়াতিল্লা-হি
অনন্তর যখন তাদের প্রতি জেহাদ ফরয করা হল, তখন তাদের মধ্য হতে একদল, মানুষকে ভয় করতে লাগল, আল্লাহকে ভয় করার মত বরং তার

اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنَاۤ اِلٰى

আও আশাদ্দা খাশ্‌ইয়াহ, ওয়া ক্বা-লূ রাব্বানা- লিমা কাতাব্‌তা 'আলাইনাল ক্বিতা-ল, লাওলা~আখ্‌খার্‌তানা~ইলা~
চেয়েও অধিক ভয়। আর তারা বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের উপর কেন জেহাদ ফরয করে দিলে? কেন আমাদেরকে কিছু দিনের জন্য

اَجَلٍ قَرِيبٍ ۭ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقٰى ۟ وَلَا

আজ্বালিন্ ক্বারীব ; কুল্ মাতা-'উদ্ দুন্‌ইয়া- ক্বালীল, ওয়াল্ আ-খিরাতু খাইরুল্ লিমানিত্তাক্বা-, ওয়া লা-
অবকাশ দিলে না? আপনি বলে দিন, দুনিয়ার ফায়েদা স্বল্পকালের জন্য আর পরকাল ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তম যে পরহেযগার। তোমরা তিল

تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٨﴾ اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ

তুয্‌লামূনা ফাতীলা-। ৭৮। আইনা মা-তাকূনূ ইউদ্‌রিক্‌কুমুল্ মাওতু ওয়া লাও কুন্‌তুম্ ফী বুরূজ্বিম্
পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না। (৭৮) তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের পেয়ে যাবেই। এমন কি তোমরা সুদৃঢ়

مُشَيَّدَةٍ ۭ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ

মুশাইয়্যাদাহ ; ওয়া ইন্ তুস্বিব্‌হুম্ হ্বাসানাতুইঁ ইয়াকূলূ হা-যিহী মিন্ 'ইন্‌দিল্লা-হ, ওয়া ইন্ তুস্বিব্‌হুম
দুর্গের মধ্যেও থাক না কেন। আর যদি তাদের কোন কল্যাণ ঘটে তখন তারা বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর কোন অকল্যাণ ঘটলে তখন

سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۭ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ فَمَالِ هٰۤؤُلَاۤءِ

সাইয়্যিআতুইঁ ইয়াকূলূ হা-যিহী মিন্ 'ইন্‌দিক ; কুল্ কুল্লুম্ মিন 'ইন্‌দিল্লা-হ ; ফামা-লি হা~উলা—ইল্
তারা বলে, এটা আপনার নিকট থেকে হয়েছে। আপনি বলে দিন, সবই আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে। এ সম্প্রদায়ের কি হল যে,

الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٩﴾ مَاۤ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۡ وَمَاۤ

ক্বাওমি লা-ইয়াকা-দূনা ইয়াফ্‌ক্বাহূনা হ্বাদীছা-। ৭৯। মা~আস্বা-বাকা মিন হ্বাসানাতিন্ ফামিনাল্লা-হ; ওয়ামা~
এরা কোন কথা বোঝার কাছেও যায় না। (৭৯) যে কল্যাণ আপনার উপর পৌছে তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আপনার

اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۭ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ

আস্বা-বাকা মিন্ সাইয়্যিআতিন্ ফামিন্ নাফ্‌সিক; ওয়া আরসাল্‌না-কা লিন্না-সি রাসূলা ; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি
উপর যে অকল্যাণ পৌছে তা হয় আপনার নিজের কারণে। আমি আপনাকে মানুষের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে

✪ টীকা (আঃ ৭৮) ঃ কেননা, কেউ কুফরীমূলক বিরোধিতা করলে পারলৌকিক ভোগ-বিলাস তো তার ভাগ্যে বিন্দু মাত্রও হবে না। পক্ষান্তরে, ঈমানদার ব্যক্তি পাপাচারী হলে মাত্র উচ্চস্তরের ভোগ-বিলাস হতে বঞ্চিত হবে। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৭৯) ঃ মুনাফিকরা হুযূর (সা)-এর কোন কৃতীত্ব স্বীকার করত না। হুযূর (সা)-এর পরিচালনার ফলে যুদ্ধে জয়লাভ এবং গনীমতের মাল হস্তগত হলে তারা বলত, এটা আল্লাহর তরফ হতে হয়েছে। আর পরাজয় হলে বলত, হুযূর (সা)-এর ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার জন্য হয়েছে। আল্লাহ বলেন, জয় পরাজয় সবই আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে। পয়গম্বর আল্লাহর তরফ হতে ইঙ্গিত পেয়ে তদবীর করেন। কাজেই, এতে কোন ভুল হয় না। পরাজয়কে পরাজয় মনে করো না। তা তোমাদের কর্মফল। আলোচ্য আয়াতে এটাই বলা হয়েছে। (মুঃ কোঃ)

شَهِيدًا ۝٨٠ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَن تَوَلّٰى فَمَا أَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ

শাহীদা- । ৮০ । মাই ইউত্বি'ইর্ রাসূলা ফাক্বাদ্ আত্বা-'আল্লা-হ, ওয়া মান্ তাওয়াল্লা- ফামা~আরসাল্না-কা 'আলাইহিম্
যথেষ্ট। (৮০) যে কেউ রাসূলের আনুগত্য করল সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি তো তার উপর আপনাকে রক্ষক হিসেবে

حَفِيظًا ۝٨١ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ز فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ

হ্বাফীযা- । ৮১ । ওয়া ইয়াকূলূনা ত্বা'আতুন্ ফাইযা- বারাযূ মিন্ 'ইন্দিকা বাইয়্যাতা ত্বা—ইফাতুম্ মিন্হুম্
প্রেরণ করিনি। (৮১) তারা বলে, আমরা আপনার অনুগত। অনন্তর যখন তারা আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যায়, তখন রাতের বেলা তাদের একদল পরামর্শ করে,

غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ

গাইরাল্লাযী তাকূল ; ওয়াল্লা-হু ইয়াক্তুবু মা-ইউবায়্যিতুন, ফাআ'রিদ্ব্ 'আন্হুম্ ওয়া তাওয়াক্কাল্
যা আপনার সাথে বলেছিল তার বিপরীতে। তারা রাতে যা পরামর্শ করে, আল্লাহ তা লিখে রাখেন। অতএব আপনি তাদের থেকে দূরে থাকুন এবং

عَلَى اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝٨٢ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ

'আলাল্লা-হ ; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি ওয়াকীলা- । ৮২ । আফালা- ইয়াতাদাব্বারূনাল্ কুরআ-ন ; ওয়া লাও কা-না মিন্
আল্লাহর প্রতি ভরসা করুন। আল্লাহই ব্যবস্থাপক হিসেবে যথেষ্ট। (৮২) তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য

عِندِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝٨٣ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ

ইন্দি গাইরিল্লা-হি লাওয়াজাদূ ফীহিখ্ তিলা-ফান্ কাছীরা- । ৮৩ । ওয়া ইযা- জ্বা—আহুম্ আম্রুম্ মিনাল্ আম্নি
কারো হত, তবে অবশ্যই এর মধ্যে তারা বহু পার্থক্য পেতে। (৮৩) যখন শান্তি বা ভয়ের কোন বিষয় তাদের কাছে আসে, তখন

أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلٰى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ

আওয়িল খাওফি আযা-'উ বিহ্ ; ওয়ালাও রাদ্দূহু ইলার্ রাসূলি ওয়া ইলা~উলিল্আম্রি মিন্হুম্
তারা তা প্রচার করে দেয়। আর যদি তারা সেটা রাসূলের বা তাদের মধ্যে যারা সর্দার তাদের কাছে নিয়ে আসত, তবে তাদের

لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ

লা'আলিমাহুল্ লাযীনা ইয়াস্তাম্বিত্বূনাহূ মিন্হুম্ ; ওয়া লাওলা- ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকুম্ ওয়া রাহ্মাতুহূ লাত্তাবা'তুমুশ্
মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা সত্যতা যাচাই করতে পারত। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত, তবে স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা

الشَّيْطٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٨٤ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

শাইত্বা-না ইল্লা- ক্বালীলা- । ৮৪ । ফাক্বা-তিল্ ফী সাবীলিল্লা-হ, লা-তুকাল্লাফু ইল্লা- নাফ্সাকা
সকলে শয়তানের অনুসরণ করতে। (৮৪) অতএব আপনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন, আপনাকে শুধু আপনার নিজের ব্যাপারেই

○ টীকা (আঃ ৮১) ঃ এ আয়াতে মুনাফিকদের আচরণের কথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ কপটাচারীদের কথা ও কাজের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তারা নিজেদের সুবিধা ও সুযোগ বুঝে কাজ করে থাকে। যখনই কোন স্বার্থ রক্ষার জন্য ছলনা বা মিথ্যার আশ্রয় নেয়া দরকার বলে তারা মনে করে, তখনই তারা মিথ্যার আশ্রয়ে আত্মসমর্পণ করে বসে। এই কপটতা তাদেরকে অন্যান্য পাপ কার্যের প্রতিও অনুপ্রাণিত করে। ফলে ছোট হোক বড় হোক, এমন কোন অসৎ কাজ বা আচরণ হতে তারা বিরত থাকে না, যা দ্বারা স্বার্থ রক্ষা করা যায়। এই মুনাফিকদের নমুনা 'কচ্ছপ'-এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। যখন সুযোগ হয়, তখনই এটা মাথার বের করে সদম্ভে চলতে থাকে। আবার বিপদ দেখলে মাথা ভেতরে লুকিয়ে ফেলে।

وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللّٰهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللّٰهُ

ওয়া হ্বাররিদ্বিল্ মু'মিনীন, 'আসাল্লা-হু আইঁইয়াকুফ্ফা বা'সাল্ লাযীনা কাফারূ ; ওয়াল্লা-হু
দায়ী করা হবে। আর মুমিনগণকে উদ্বুদ্ধ করুন। শীঘ্রই আল্লাহ রহিত করে দিবেন কাফিরদের শক্তি। আর আল্লাহ

أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۝٨٥ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ

আশাদ্দু বা'সাওঁ ওয়া আশাদ্দু তান্কীলা- । ৮৫ । মাইঁ ইয়াশ্ফা' শাফা-'আতান্ হ্বাসানাতাইঁ ইয়াকুল্ লাহূ নাছীবুম মিন্হা-,
শক্তিতে সুদৃঢ় ও শাস্তিদানে কঠোর। (৮৫) কেউ ভাল কাজের সুপারিশ করলে সেও তার থেকে একটি অংশ পাবে।

وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى

ওয়া মাইঁ ইয়াশ্ফা' শাফা-'আতান্ সাইয়্যিইঁআতাঁই ইয়াকুল্ লাহূ কিফ্লুম্ মিন্হা-; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলা-
এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তা থেকেও তার জন্য একটি অংশ থাকবে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তি

كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۝٨٦ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللّٰهَ

কুল্লি শাইইম্ মুক্বীতা- । ৮৬ । ওয়া ইযা- হুইয়্যীতুম্ বিতাহ্বিইয়্যাতিন্ ফাহ্বাইয়্যু বিআহ্সানা মিন্হা~আও রুদ্দূহা-; ইন্নাল্লা-হা
রাখেন। (৮৬) আর যখন তোমাদেরকে কেউ সালাম করে, তখন তোমরা তার চেয়েও উত্তম (শব্দ দ্বারা) সালাম কর। অথবা অনুরূপ (শব্দই) উত্তরে বলবে।

◐ অর্ধাংশ

كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝٨٧ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

কা-না 'আলা- কুল্লি শাইইন হ্বাসীবা- । ৮৭ । আল্লা-হু লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ; লাইয়াজ্মা'আন্নাকুম ইলা- ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি
আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (৮৭) আল্লাহ এমন যে, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। নিশ্চয় তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে সমবেত করবেন।

لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا ۝٨٨ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ

লা-রাইবা ফীহ ; ওয়া মান্ আস্বদাক্বু মিনাল্লা-হি হ্বাদীছা- । ৮৮ । ফামা- লাকুম্ ফিল্ মুনা-ফিক্বীনা ফিআতাইনি
এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কে অধিক সত্যবাদী? (৮৮) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু' দল হয়ে গেলে?

১১ ع ৮ রুকূ

وَاللّٰهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللّٰهُ ۖ

ওয়াল্লা-হু আর্কাসাহুম বিমা- কাসাবূ ; আতুরীদূনা আন্ তাহ্দূ মান্ আদ্বাল্লাল্লা-হ ;
অথচ আল্লাহ তাদেরকে পূর্ববস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের কৃতকর্মের কারণে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও?

وَمَن يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝٨٩ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا

ওয়া মাইঁ ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ সাবীলা- । ৮৯ । ওয়াদ্দূ লাও তাক্ফুরূনা কামা- কাফারূ
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনই তার জন্য পথ পাবে না। (৮৯) তারা আন্তরিকভাবে কামনা করে যে, তোমরাও সেরূপ কুফরী কর যেরূপ তারা কুফরী করেছে।

○ শানে নুযূল (আঃ ৮৮) ঃ কতিপয় কাফের মক্কা হতে মদীনায় এসে বলল যে, আমরা মুসলিম মুহাজির। অতঃপর বাণিজ্যের ভান করে মক্কায় ফিরে যায়, পুনঃ আর প্রত্যাবর্তন করে না। মুসলমানদের কেউ তাদেরকে কাফির বলল, আর কেউ মু'মিন বলল। এ আয়াতে তাদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে হত্যার আদেশ হয়েছে। (বঃ কোঃ) ○ শানে নুযূল (আঃ ৮৯) ঃ সুরাকা ইবনে মালেক মুদ্লেজী বদর ওহুদের ঘটনার পর হুযূর (সা)-এর খেদমতে এসে বলল, আমাদের সাথে সন্ধি করুন। হুযূর (সা) সন্ধির উদ্দেশ্যে হযরত খালেদকে তথায় প্রেরণ করলেন। এই শর্তে সন্ধি হল যে, "তারা মুসলমানদের প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে না। কুরাইশ কাফিররা ইসলাম গ্রহণ করলে তারাও ইসলাম গ্রহণ করবে। তাদের সম্মিলিত সমস্ত সম্প্রদায় তাদের এই চুক্তিতে শরীক থাকবে। এ সম্বন্ধে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। (বাঃ কোঃ)

فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ط

ফাতাকূনূনা সাওয়া—আন্ ফালা- তাত্তাখিযূ মিন্‌হুম্ আওলিয়া—আ হাত্তা- ইউহা-জিরূ ফী সাবীলিল্লা-হ ;
যাতে তোমরাও তারা এক সমান হয়ে যাও। সুতরাং তোমরা তাদের মধ্য হতে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত

فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ص ولا تتخذوا

ফাইন্ তাওয়াল্‌লাও ফাখুযূহুম ওয়াক্বতুলূহুম হাইছু ওয়াজাদ্‌তুমূহুম, ওয়া লা- তাত্তাখিযূ
করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং হত্যা কর, যেখানেই পাবে এবং তাদের কাউকেও বন্ধু ও সাহায্যকারী

منهم وليا ولا نصيرا (৯০) الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم

মিন্‌হুম্ ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়া লা-নাস্বীরা- । ৯০ । ইল্‌লাল্ লাযীনা ইয়াস্বিলূনা ইলা- ক্বাওমিম্ বাইনাকুম্ ওয়া বাইনাহুম্
হিসেবে গ্রহণ কর না। (৯০) তবে তারা ব্যতীত, যারা এমন এক কওমের সাথে মিশে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ অথবা যারা তোমাদের কাছে এভাবে

ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا

মীছা-ক্বুন্ আও জা—উকুম্ হাস্বিরাত্ স্বদূরুহুম্ আইঁ ইউক্বা-তিলূকুম, আও ইউক্বাতিলূ
আসে যে, যাদের অন্তর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে অথবা স্বীয় কওমের সাথে যুদ্ধ করতে সংকোচ বোধ করে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের

قومهم ط ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ج فان اعتزلوكم

ক্বাওমাহুম ; ওয়া লাও শা—আল্লা-হু লা সাল্‌লাত্বাহুম্ 'আলাইকুম্ ফালাক্বা-তালূকুম, ফাইনি'তাযালূকুম্
উপর তাদেরকে শক্তিশালী করে দিতেন। অনন্তর তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতএব, তারা যদি তোমাদের থেকে সরে থাকে, তোমাদের

فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم لا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ○

ফালাম্ ইউক্বা-তিলূকুম ওয়া আল্‌ক্বাও ইলাইকুমুস্ সালামা ফামা- জা'আলাল্লা-হু লাকুম্ 'আলাইহিম সাবীলা- ।
সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিপক্ষে কোন ব্যবস্থা নেয়ার পথ (অনুমতি) দেননি।

(৯১) ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم ط

৯১। সাতাজিদূনা আ-খারীনা ইউরীদূনা আইঁ ইয়া'মানূকুম্ ওয়া ইয়া'মানূ ক্বাওমাহুম ;
(৯১) নিশ্চয় তোমরা এমন কতক লোক পাবে, যারা তোমাদের কাছে এবং স্বীয় কওমের কাছে নিরাপদে থাকতে ইচ্ছা করে।

كلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها ج فان لم يعتزلوكم ويلقوا

কুল্লামা- রুদ্দূ~ইলাল্ ফিত্‌নাতি উর্‌কিসূ ফীহা-, ফাইল্‌লাম্ ইয়া'তাযিলূকুম্ ওয়া ইউল্‌ক্বূ~
যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে মনোনিবেশ করানো হয়, তখনই তারা তাতে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং তারা যদি তোমাদের থেকে সরে না যায় এবং তোমাদের

○ টীকা (আঃ ৯১) ঃ অর্থাৎ, বাহ্যিক মেলা-মেশার দরুন তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে রেহাই দিও না। কিন্তু দু'অবস্থায় ঃ (ক) তোমাদের সাথে সন্ধি ভুক্ত লোকদের সাথে যাদের চুক্তি রয়েছে। (খ) যুদ্ধে অপরাগ হয়ে যারা তোমাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করেছে যে, না নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষে তোমাদের সাথে সংগ্রাম করবে; না তোমাদের পক্ষে নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যদি তারা উভয় শর্ত রক্ষা করে, তবে তা খোদার অনুগ্রহ মনে করবে। ○ টীকা (আঃ ৯১) ঃ অর্থাৎ, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে, অতঃপর যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ অবলম্বন করে, তবে তাদেরকে বিনা দ্বিধায় হত্যা কর। কেননা, তারা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছে।

اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث

ইলাইকুমুস্‌সালামা ওয়া ইয়াকুফ্‌ফূ~আইদিয়াহুম্ ফাখুযূহুম্ ওয়াক্বতুলূহুম্ হাইছু
কাছে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ না করে ও তাদের হাত নিবৃত্ত না রাখে, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানেই

১২ ع ৪ ৯ রুকু

ثقفتموهم ط واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطنا مبينا (৯২) وما كان لمؤمن

ছাক্বিফ্‌তুমূহুম ; ওয়া উলা—ইকুম জা'আল্‌না- লাকুম্ 'আলাইহিম সুলত্বা-নাম্ মুবীনা- । ৯২ । ওয়া মা- কা-না লিমু'মিনিন্
পাও তাদেরকে হত্যা কর। আমি তোমাদেরকে তাদের উপর স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি। (৯২) কোন মুমিনের জন্য ঠিক হবে না,

ان يقتل مؤمنا الا خطا ج ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة

আইঁ ইয়াক্বতুলা মু'মিনান্ ইল্লা- খাত্বাআ-, ওয়া মান্ ক্বাতালা মু'মিনান্ খাত্বাআন্ ফাতাহ্‌রীরু রাক্বাবাতিম মু'মিনাতিওঁ
কোন মুমিনকে হত্যা করা, তবে যদি ভুলক্রমে করে সেটা ভিন্ন কথা। যদি কেউ কোন মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে, তবে সে একজন মুসলমান গোলাম

ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ط فان كان من قوم عدو لكم

ওয়া দিয়াতুম্ মুসাল্‌লামাতুন্ ইলা~আহ্‌লিহী~ইল্লা~আইঁ ইয়াস্বস্বাদ্দাক্বূ ; ফাইন্ কা-না মিন্ ক্বাওমিন্ 'আদুওয়িল্ লাকুম
আযাদ করবে এবং তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ দান করবে। তবে যদি তারা ক্ষমা করে দেয়; তা ভিন্ন কথা। আর যদি সে তোমাদের শত্রু দলের হয়

وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ط وان كان من قوم بينكم وبينهم

ওয়া হুওয়া মু'মিনুন্ ফাতাহ্‌রীরু রাক্বাবাতিম্ মু'মিনাহ ; ওয়া ইন্ কা-না মিন্ ক্বাওমিম্ বাইনাকুম্ ওয়া বাইনাহুম্
অথচ সে ঈমানদার। তবে একজন মুসলিম গোলাম আযাদ করে দিবে। আর যদি সে এমন কওমের হয়, যাদের ও তোমাদের

ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة ج فمن لم يجد

মীছা-ক্বুন্ ফাদিয়াতুম্ মুসাল্লামাতুন্ ইলা~আহ্‌লিহী ওয়া তাহ্‌রীরু রাক্বাবাতিম্ মু'মিনাহ, ফামাল্লাম্ ইয়াজিদ্
মাঝে অংগীকারাবদ্ধ, তবে তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ দান করবে ও একটি মুসলিম গোলাম আযাদ করবে। আর সে যদি তা

فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ط وكان الله عليما حكيما ○

ফাস্বিয়া-মু শাহ্‌রাইনি মুতাতা-বি'আইনি তাওবাতাম্ মিনাল্লা-হ ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলীমান হাকীমা- ।
না পায় তবে দু' মাস রোযা রাখবে একই সাথে, আল্লাহর কাছে তওবার জন্য। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(৯৩) ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله

৯৩। ওয়া মাইঁ ইয়াক্বতুল্ মু'মিনাম মুতা'আম্মিদান্ ফাজাযা—উহূ জাহান্নামু খা-লিদান ফীহা- ওয়া গাদ্বিবাল্লা-হু
(৯৩) আর কেউ কোন মুসলমানকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে। তার উপর আল্লাহ

عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما (৯৪) يايها الذين امنوا اذا ضربتم

'আলাইহি ওয়া লা'আনাহূ ওয়া আ'আদ্দা লাহূ 'আযা-বান 'আযীমা- । ৯৪ । ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইযা- দ্বারাব্‌তুম
ক্রুদ্ধ হয়েছেন ও তাকে লা'নত করছেন এবং তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (৯৪) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর

فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

ফী সাবীলিল্লা-হি ফাতাবাইয়্যানূ ওয়া লা- তাকূলূ লিমান্ আল্ক্বা~ইলাইকুমুস্ সালা-মা লাস্তা মু'মিনা-,
রাস্তায় বের হও, তখন তোমরা প্রত্যেক কাজই যাচাই করে নিও এবং যে কেউ তোমাদের সামনে আনুগত্য প্রকাশ করে, তাকে এরূপ বল না যে, তুমি মুমিন নও।

تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ

তাব্‌তাগূনা 'আরাদ্বাল্ হায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া- ফা'ইন্‌দাল্লা-হি মাগা-নিমু কাছীরাহ ; কাযা-লিকা কুন্‌তুম্
এ অবস্থায় যে, তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ খুঁজতেছ। বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে রয়েছে প্রচুর গনীমত। পূর্বে তোমরা তো এরূপই ছিলে, তারপর

مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

মিন্ ক্বাব্‌লু ফামান্নাল্লা-হু 'আলাইকুম্ ফাতাবাইয়্যানূ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা- তা'মালূনা খাবীরা-।
আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা যাচাই-বাছাই করে কাজ কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকল কাজের পূর্ণ খবর রাখেন।

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُونَ

৯৫। লা- ইয়াস্‌তাওয়িল ক্বা-'ইদূনা মিনাল্ মু'মিনীনা গাইরু উলিদ্বদ্বারারি ওয়াল্‌মুজা-হিদূনা
(৯৫) মুমিনদের মধ্যে যারা বিনা ওজরে ঘরে বসে থাকে ও যারা নিজ ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর

فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجٰهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ

ফী সাবীলিল্লা-হি বিআম্‌ওয়া-লিহিম্ ওয়া আন্‌ফুসিহিম্ ; ফাদ্বদ্বালাল্লা-হুল্ মুজা-হিদীনা বিআম্‌ওয়া-লিহিম
রাস্তায় জিহাদ করে তারা উভয় সমান নয়। যারা জেহাদ করে স্বীয় মাল ও জান দিয়ে, আল্লাহ তাদের পদ মর্যাদা দান করেছেন,

وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللهُ

ওয়া আন্‌ফুসিহিম্ 'আলাল্ ক্বা-'ইদীনা দারাজাহ; ওয়া কুল্লাওঁ ওয়া'আদাল্লা-হুল হুস্‌না ; ওয়া ফাদ্বদ্বালাল্লা- হুল্
বসে থাকা লোকদের উপর। আর সকলকেই আল্লাহ উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন

الْمُجٰهِدِينَ عَلَى الْقٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجٰتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً

মুজা-হিদীনা 'আলাল্ ক্বা-'ইদীনা আজ্‌রান্ 'আযীমা-। ৯৬। দারাজা-তিম্ মিন্‌হু ওয়া মাগ্‌ফিরাতাওঁ ওয়া রাহ্‌মাহ ;
মুজাহিদদেরকে গৃহে বসা লোকদের চেয়ে, মহা প্রতিদানের ক্ষেত্রে। (৯৬) এটা হল তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা আর রহমত

وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ

ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহীমা-। ৯৭। ইন্নাল্ লাযীনা তাওয়াফ্‌ফা-হুমুল্ মালা—ইকাতু যা-লিমী~আন্‌ফুসিহিম্
আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৯৭) যারা হিজরত না করে নিজেদের উপর জুলুম করেছে, ফিরিশতাগণ তাদের

১৩ ع ৫ ১০ রুকূ

قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ

ক্বা-লূ ফীমা কুনতুম ; ক্বা-লূ কুন্না- মুস্‌তাদ্ব'আফীনা ফিল্ আরদ্ব ; ক্বা-লূ~আলাম্ তাকুন্
প্রাণ নেয়ার সময় অবশ্যই বলবেন, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে, আমরা পৃথিবীতে অসহায় ছিলাম। তারা বলবে,

أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولٰئِكَ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ

আরদ্বুল্লা-হি ওয়া সি'আতান্ ফাতুহা-জিরূ ফীহা- ; ফাউলা—ইকা মা'ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নাম ; ওয়া সা—আত্
আল্লাহর পৃথিবী কি এমন প্রশস্ত ছিলনা, যে তোমরা সেখানে হিজরত করতে? অতএব তাদের ঠিকানা জাহান্নাম; এবং তা খুবই

مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

মাস্বীরা-। ৯৮। ইল্লাল্ মুস্‌তাদ্ব'আফীনা মিনার্ রিজ্বা-লি ওয়ান্ নিসা—ই ওয়ালওয়িল্‌দা-নি লা-ইয়াস্‌তাত্বী'ঊনা
নিকৃষ্ট আবাসস্থল। (৯৮) কিন্তু পুরুষ ও নারী এবং শিশুদের মধ্য হতে যারা অসহায় এবং তারা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে

حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولٰئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ

হ্বীলাতাওঁ ওয়া লা- ইয়াহ্‌তাদূনা সাবীলা-। ৯৯। ফাউলা—ইকা 'আসাল্লা-হু আঁই ইয়া'ফুওয়া 'আনহুম্ ;
না কোন রাস্তাও পায় না তাদের কথা ভিন্ন। (৯৯) সুতরাং তাদের জন্য আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ

ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আফুওয়্যান্ গাফূরা-। ১০০। ওয়া মাঁই ইউহা-জ্বির্ ফী সাবীলিল্লা-হি ইয়াজ্বিদ্ ফিল্ আরদ্বি
আল্লাহ পাপ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল। (১০০) আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে সে পাবে পৃথিবীতে

مُرٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ

মুরা-গামান্ কাছীরাওঁ ওয়া সা'আহ ; ওয়া মাঁই ইয়াখ্‌রুজ্ব মিম্ বাইতিহী মুহা-জ্বিরান্ ইলাল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী
বহু আশ্রয়স্থল ও স্বচ্ছলতা। আর যে তার নিজ ঘর থেকে আল্লাহ ও রাসূলের জন্য হিজরত করার উদ্দেশ্যে বের হয়

১৪ ع ৪ ১১ রুকূ

ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا

ছুম্মা ইউদ্‌রিকহুল মাওতু ফাক্বাদ্ ওয়াক্বা'আ আজ্বরুহূ 'আলাল্লা-হ ; ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহীমা-।
অতঃপর তার মৃত্যু ঘটে, নিশ্চয় তার সওয়াবের যিম্মা স্বয়ং আল্লাহর উপর রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ

১০১। ওয়া ইযা- দ্বারাব্‌তুম্ ফিল্ আরদ্বি ফালাইসা 'আলাইকুম্ জুনা-হুন্ আন্ তাকস্বুরূ মিনাস্ব স্বালা-হ,
(১০১) আর যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই,

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

ইন্ খিফ্‌তুম্ আঁই ইয়াফ্‌তিনাকুমুল্‌লাযীনা কাফারূ ; ইন্নাল্ কা-ফিরীনা কা-নূ লাকুম্ 'আদুওওয়্যাম্ মুবীনা-।
যদি তোমরা এ আশংকা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে নির্যাতন করবে। নিঃসন্দেহে কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

১০২। ওয়া ইযা- কুন্‌তা ফীহিম্ ফাআক্বাম্‌তা লাহুমুস্ব স্বালা-তা ফাল্‌তাকুম্ ত্বা—ইফাতুম্ মিনহুম্ মা'আকা
(১০২) আর যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন এবং তাদের সাথে সালাতে দাঁড়াবেন তখন যেন তাদের একদল আপনার সাথে

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت

ওয়াল্ ইয়া'খুযূ~আস্‌লিহ্বাতাহুম্ ; ফাইযা- সাজ্বাদূ ফাল্‌ইয়াকূনূ মিওঁ ওয়া রা—ইকুম্, ওয়াল্‌তা'তি

দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের হাতিয়ার সাথে রাখে। তারপর যখন তারা সিজদা করে ফেলবে, তখন তারা যেন আপনার পেছনে চলে আসে এবং অন্য দল

طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

ত্বা—ইফাতুন্ উখ্‌রা- লাম ইউস্বাল্লূ ফাল্ ইউস্বাল্লূ মা'আকা ওয়াল্ ইয়া'খুযূ হ্বিয্‌রাহুম্ ওয়া আস্‌লিহ্বাতাহুম্,

যারা এখনো সালাত আদায় করে নি তারা যেন আপনার সাথে সালাত আদায়ে শরীক হয় এবং আত্মরক্ষার আসবাব ও নিজ হাতিয়ার সাথে রাখবে।

ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم

ওয়াদ্দাল্ লাযীনা কাফারূ লাও তাগ্‌ফুলূনা 'আন্ আস্‌লিহ্বাতিকুম ওয়া আম্‌তি'আতিকুম্ ফাইয়ামীলূনা 'আলাইকুম্

যারা কাফির তারা চায়, তোমরা যেন অসাবধান হও তোমাদের হাতিয়ার ও আসবাব পত্রের ব্যাপারে। যাতে তারা একযোগে

ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم

মাইলাতাওঁ ওয়া-হ্বিদাহ ; ওয়ালা- জুনা-হ্বা 'আলাইকুম্ ইন্ কা-না বিকুম আযাম্ মিম মাত্বারিন্ আও কুন্‌তুম্

তোমাদের উপর হামলা চালাতে পারে। তোমাদের কোন গুনাহ হবে না, যদি তোমাদের বৃষ্টির কারণে কষ্ট হয় অথবা

مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين

মারদ্বা~আন্ তাদ্বা'উ~আস্‌লিহ্বাতাকুম্ ওয়া খুযূ হ্বিয্‌রাকুম্ ; ইন্নাল্লা-হা আ'আদ্দা লিল্‌কা-ফিরীনা

অসুস্থ হও, এক্ষেত্রে হাতিয়ার খুলে রেখে দিলে। তবে অবশ্যই নিজেদের আত্মরক্ষার আসবাব সংগে নিয়ে নিবে; নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি

عذابا مهينا ۝ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى

'আযা-বাম্ মুহীনা- । ১০৩ । ফাইযা- ক্বাদ্বাইতুমুস্ স্বালা-তা ফায্‌কুরুল্লা-হা ক্বিয়া-মাওঁ ওয়া কু'উদাওঁ ওয়া 'আলা-

তৈয়ার করে রেখেছেন। (১০৩) তারপর যখন তোমরা সালাত আদায় শেষ করবে, তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, দাঁড়িয়ে,

جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على

জুনূবিকুম, ফাইযাত্ব মা'নান্‌তুম্ ফাআক্বীমুস্ স্বালা-হ, ইন্নাস্ স্বালা-তা কা-নাত্ 'আলাল্

বসে এবং শায়িত অবস্থায়। তৎপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন যথাযথ নিয়মে সালাত আদায় করবে। নিশ্চয় সালাত কায়েম করা

المؤمنين كتابا موقوتا ۝ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون

মু'মিনীনা কিতা-বাম্ মাওকূতা- । ১০৪ । ওয়া লা- তাহিনূ ফিব্‌তিগা—ইল্ ক্বাওম ; ইন্ তাকূনূ তা'লামূনা

মুমিনদের উপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফরয করা হয়েছে। (১০৪) আর শত্রু সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনে তোমরা হিম্মৎ হারাওনা, যদি তোমরা আঘাত পাও, তবে

فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله

ফাইন্নাহুম্ ইয়া'লামূনা কামা- তা'লামূন, ওয়া তারজূনা মিনাল্লা-হি মা-লা- ইয়ারজূন ; ওয়া কা-নাল্লা-হু

তারাও আঘাত পায়, যেভাবে তোমরা আঘাত পাও এবং তোমরা যেভাবে আল্লাহর থেকে আশা কর তারা তা আশা করে না। আর আল্লাহ

১৫ ع ৪ ১২ রুকূ

عليما حكيما ۝ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما

'আলীমান্ হ্বাকীমা- । ১০৫ । ইন্না~আন্‌যাল্‌না~ইলাইকাল কিতা-বা বিল্ হ্বাক্বক্বি লিতাহ্বকুমা বাইনান্ না-সি বিমা~

মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১০৫) নিশ্চয় আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছি। যাতে আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়ে দিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের

أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ۝ واستغفر الله إن الله كان

আরা-কাল্লা-হ ; ওয়া লা-তাকুল্ লিল্ খা—ইনীনা খাস্বীমা- । ১০৬ । ওয়াস্‌তাগ্‌ফিরিল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না

মাঝে ফয়সালা করতে পারেন। আর আপনি আত্মসাৎকারীদের পক্ষ হয়ে তর্ক করবেন না। (১০৬) এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ

غفورا رحيما ۝ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله

গাফূরার রাহ্বীমা- । ১০৭ । ওয়া লা- তুজ্বা-দিল্ 'আনিল্‌লাযীনা ইয়াখ্‌তা-নূনা আন্‌ফুসাহুম্ ; ইন্নাল্লা-হা

ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (১০৭) আর আপনি তাদের পক্ষে বিতর্ক করবেন না, যারা তাদের নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকা পোষণ করে; নিশ্চয় আল্লাহ

لا يحب من كان خوانا أثيما ۝ يستخفون من الناس ولا يستخفون

লা- ইউহ্বিব্বু মান্ কা-না খাওয়্যা-নান্ আছীমা- । ১০৮ । ইয়াস্‌তাখ্‌ফূনা মিনান্‌না-সি ওয়া লা- ইয়াস্‌তাখ্‌ফূনা

বিশ্বাসঘাতক পাপীদেরকে ভালবাসেন না। (১০৮) তারা মানুষের থেকে আত্মগোপন করে, কিন্তু আল্লাহর থেকে গোপন করে না।

من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما

মিনাল্লা-হি ওয়া হুওয়া মা'আহুম্ ইয্ ইউবাইয়্যিতূনা মা-লা-ইয়ারদ্বা- মিনাল্ ক্বাওল ; ওয়া কা-নাল্লা-হু বিমা-

অথচ আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন, রাতে তারা এমন বিষয়ে পরামর্শ করে, যে কথা আল্লাহ পছন্দ করেন না। আর তারা যা

يعملون محيطا ۝ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا

ইয়া'মালূনা মুহ্বীত্বা- । ১০৯ । হা~আন্‌তুম্ হা~উলা—ই জ্বা-দাল্‌তুম্ 'আন্‌হুম্ ফিল্ হ্বায়া-তিদ দুন্‌ইয়া-,

কিছু করে সবই আল্লাহর জ্ঞানের আয়ত্তে। (১০৯) হাঁ, তোমরাই এ পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছ,

فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ۝

ফামাই ইউজ্বা-দিলুল্লা-হা 'আন্‌হুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি আম্ মাই ইয়াকূনু 'আলাইহিম্ ওয়াকীলা- ।

কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষে আল্লাহর সম্মুখে কে বিতর্ক করবে? অথবা কে হবে তাদের উকীল?

۝ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا

১১০ । ওয়া মাই ইয়া'মাল্ সূ—আন্ আও ইয়াজ্বলিম নাফ্‌সাহূ ছুম্মা ইয়াস্‌তাগ্‌ফিরিল্লা-হা ইয়াজ্বিদিল্লা-হা গাফূরার

(১১০) আর যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল,

رحيما ۝ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما

রাহ্বীমা- । ১১১ । ওয়া মাই ইয়াক্‌সিব্ ইছ্‌মান্ ফাইন্নামা- ইয়াক্‌সিবুহূ 'আলা- নাফ্‌সিহ্; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলীমান

পরম করুণাময় রূপেই পাবে। (১১১) আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে, সে তা নিজের অনিষ্টের জন্যই করে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী,

حكيما ۝ ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل

হাকীমা- । ১১২ । ওয়া মাই ইয়াকসিব্ খাত্বী—আতান্ আও ইছ্‌মান্ ছুম্মা ইয়ার্‌মি বিহী বারী—আন্ ফাক্বাদিহ্‌ তামালা
প্রজ্ঞাময়। (১১২) আর যে ব্যক্তি কোন অপরাধ বা পাপ কাজ করে, অতঃপর তা নিরপরাধ ব্যক্তির উপর আরোপ করে, তবে সে অপবাদ ও প্রকাশ্য

بهتانا واثما مبينا ۝ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم

বুহ্‌তা-নাও ওয়া ইছমাম্ মুবীনা- । ১১৩ । ওয়া লাওলা- ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকা ওয়া রাহ্‌মাতুহূ লাহাম্মাত্ ত্বা—ইফাতুম্ মিনহুম্
পাপের বোঝা নিজে বহন করে। (১১৩) আর যদি আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হত, তবে তাদের মধ্য হতে একদল আপনাকে বিভ্রান্ত করতে

ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله

আই ইউদ্বিল্লূক ; ওয়া মা- ইউদ্বিল্লূনা ইল্লা~আনফুসাহুম্ ওয়া মা- ইয়াদ্বুর্‌রূনাকা মিন্ শাইই ; ওয়া আন্‌যালাল্লা-হু
সংকল্প করেই ফেলেছিল; কিন্তু তারা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না এবং আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না; আল্লাহ

عليك الكتب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك

'আলাইকাল্ কিতা-বা ওয়াল্‌হিক্‌মাতা ওয়া 'আল্লামাকা মা-লাম্ তাকুন তা'লাম ; ওয়া কা-না ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকা
আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

عظيما ۝ لا خير في كثير من نجوىهم الا من امر بصدقة او معروف

'আযীমা । ১১৪ । লা-খাইরা ফী কাছীরিম্ মিন্ নাজ্‌ওয়া-হুম্ ইল্লা- মান্ আমারা বিস্বাদাক্বাতিন্ আও মা'রূফিন্
অসীম। (১১৪) তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, কিন্তু দান সদ্‌কা, সৎকাজ অথবা মানুষের মাঝে আপোস

او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف

আও ইস্বলা-হিম্ বাইনান্ না-স ; ওয়া মাই ইয়াফ্'আল্ যা-লিকাব্‌তিগা—আ মার্‌দ্বা-তিল্লা-হি ফাসাওফা
করার নির্দেশ দেয়ার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এ কাজ করবে আমি তাকে অতি শীঘ্রই

نؤتيه اجرا عظيما ۝ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

নু'তীহি আজ্‌রান্ 'আযীমা- । ১১৫ । ওয়া মাই ইউশা-ক্বিক্বির্ রাসূলা মিম্ বা'দি মা- তাবাইয়্যানা লাহুল্ হুদা-
মহা পুরস্কার দান করব। (১১৫) আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুমিনগণের রাস্তা ব্যতীত অন্য রাস্তার

ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

ওয়া ইয়াত্তাবি' গাইরা সাবীলিল্ মু'মিনীনা নুওয়াল্লিহী মা- তাওয়াল্লা- ওয়া নুস্বলিহী জ্বাহান্নাম ; ওয়া সা—আত্ মাস্বীরা- ।
অনুসরণ করে, তবে আমি তাকে সেদিকে ফিরিয়ে দিব যেদিকে সে ফিরিয়ে যায় এবং আমি তাকে জাহান্নামে ফেলব। আর সেটা হচ্ছে নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তন স্থল।

۝ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن

১১৬। ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াগ্‌ফিরু আঁই ইউশ্‌রাকা বিহী ওয়া ইয়াগ্‌ফিরু মা- দূনা যা-লিকা লিমাই ইয়াশা—উ ; ওয়া মাই
(১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর সাথে শিরিক করাকে ক্ষমা করবেন না এবং এ ছাড়া অন্যসব গুনাহ, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে

১৬ ع ১৩ রুকূ

১৭ ع ১৪ রুকূ

يشرك بالله فقد ضل ضللا بعيدا ۝ ان يدعون من دونه الا اناثا

ইউশ্‌রিক্ বিল্লা-হি ফাক্বাদ্ দ্বাল্লা দ্বালা-লাম্ বা'ঈদা- । ১১৭ । ইয়ঁ ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিহী~ইল্‌লা~ইনা-ছা-,
আল্লাহর সাথে শরীক করে নিশ্চয় যে সুদূর গোমরাহীতে পতিত হয়েছে। (১১৭) তারা আল্লাহকে ছেড়ে নারীজাতীয় প্রতিমাগুলোকে ডাকে (উপাসনা করে)।

وان يدعون الا شيطنا مريدا ۝ لعنه الله وقال لاتخذن من

ওয়া ইয়ঁ ইয়াদ্'উনা ইল্লা- শাইত্বা-নাম্ মারীদা- । ১১৮ । লা'আনাহুল্লা-হ । ওয়া ক্বা-লা লাআত্তাখিযান্না মিন্
আর শুধু অবাধ্য শয়তানের উপাসনা করে। (১১৮) আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করেছেন। আর সে বলেছিল, আমি অবশ্যই নিয়ে নিব তোমার বান্দাদের

عبادك نصيبا مفروضا ۝ ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن

'ইবা-দিকা নাস্বীবাম্ মাফ্‌রূদ্বা- । ১১৯ । ওয়া লাউদ্বিল্লান্নাহুম্ ওয়া লাউমান্নিইয়ান্নাহুম্ ওয়া লাআ-মুরান্নাহুম্ ফালাইউবাত্তিকুন্না
মধ্য হতে নির্দিষ্ট অংশকে (১১৯) এবং আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই এবং অবশ্যই তাদের অন্তরে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই এবং তাদেরকে হুকুম

اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطن

আ-যা-নাল্ আন্'আ-মি ওয়া লাআ-মুরান্নাহুম্ ফালাইউগাইয়িরুন্না খাল্‌ক্বাল্লা-হ ; ওয়া মাই ইয়াত্তাখিযিশ্ শাইত্বা-না
করব তারা যেন পশুর কর্ণচ্ছেদ করে এবং তাদেরকে অবশ্যই হুকুম করব যেন আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে। আর যে আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে

وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ۝ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم

ওয়ালিইইয়্যাম্ মিন্ দূনিল্লা-হি ফাক্বাদ্ খাসিরা খুস্‌রা-নাম্ মুবীনা- । ১২০ । ইয়া'ইদুহুম্ ওয়া ইউমান্নীহিম্ ; ওয়া মা- ইয়া'ইদুহুমুশ্
বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিশ্চয় সে প্রকাশ্য ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হয়। (১২০) সে তাদেরকে ওয়াদা দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। অথচ

الشيطن الا غرورا ۝ اولئك ماوىهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا

শাইত্বা-নু ইল্লা- গুরূরা- । ১২১ । উলা—ইকা মা'ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নামু ওয়া লা- ইয়াজ্বিদূনা 'আন্‌হা- মাহ্বীস্বা- ।
শয়তান তাদেরকে যে ওয়াদা দেয় তা ধোঁকামাত্র। (১২১) তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর সেখান থেকে তারা রক্ষার কোন জায়গা পাবে না।

۝ والذين امنوا وعملوا الصلحت سندخلهم جنت تجري من تحتها

১২২। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব্ স্বা-লিহ্বা-তি সানুদ্‌খিলুহুম জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্বতিহাল্
(১২২) আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আমি অতিসত্বর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। যার তলদেশে

الانهر خلدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا

আনহা-রু খা-লিদীনা ফীহা~আবাদা- ; ওয়া'দাল্ লা-হি হ্বাক্ব্‌ক্বা-; ওয়া মান্ আস্বদাকু মিনাল্লা-হি ক্বীলা- ।
নহরসমূহ প্রবাহিত, সেথায় তারা অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আল্লাহর চেয়ে কে আছে অধিক সত্যবাদী?

○ টীকা (আঃ ১১৯) ঃ আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করার অর্থ এই যে, (কাফিরদের মধ্যে প্রচলন ছিল) গরুর বাছুর ও বকরীর বাচ্চা প্রতিমার নামে উৎসর্গ করে তাদের কান ফুঁড়ে দেয়া, কিংবা ছিদ্র করে কোন চিহ্ন ঝুলায়ে দেয়া অথবা খোঁড়া করে দেয়া অথবা শরীরে সূঁচ বিদ্ধ করে নকশা বা তিলক অঙ্কিত করা, ছেলে-পেলেদের মাথায় টিকি রাখা। (মুঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ১১৯) ঃ শয়তানের ওয়াদা ঃ আদমকে সিজদা না করার কারণে শয়তান যখন অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয় তখনই সে বলেছিল, আমি তো ধ্বংস হয়েছিই। তোমার বান্দা আদম সন্তানদের বড় একটি অংশকেও আমার পথে টেনে নিব। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে আমার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাব। (তাঃ উসমানী)

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ

১২৩। লাইসা বিআমা-নিয়্যিকুম্ ওয়া লা ~আমা-নিয়্যি আহ্‌লিল কিতা-ব; মাই ইয়া'মাল সূ—আই ইউজ্‌যাবিহী
(১২৩) তোমাদের কামনা অনুযায়ী এবং আহ্‌লে কিতাবদের কামনা অনুযায়ী কোন কাজ হবে না। যে মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে।

وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ

ওয়া লা-ইয়াজ্বিদ্ লাহূ মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়া লা- নাস্বীরা-। ১২৪। ওয়া মাই ইয়া'মাল্ মিনাস্ব স্বা-লিহ্বা-তি
আর সে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। (১২৪) আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে

مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ

মিন্ যাকারিন্ আও উন্‌ছা- ওয়া হুওয়া মু'মিনুন্ ফাউলা—ইকা ইয়াদ্‌খুলূনাল্ জ্বান্নাতা ওয়ালা- ইউজ্‌লামূনা
পুরুষ ও নারীদের মধ্য হতে আর সে ঈমানদার হবে; তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং তাদের প্রতি বিন্দু মাত্রও জুলুম করা

نَقِيْرًا ۝ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ

নাক্বীরা-। ১২৫। ওয়া মান্ আহ্‌সানু দীনাম মিম্মান্ আস্‌লামা ওয়াজ্‌হাহূ লিল্লা-হি ওয়া হুওয়া মুহ্‌সিনুঁও ওয়াত্তাবা'আ মিল্লাতা
হবে না। (১২৫) সে ব্যক্তির চেয়ে উত্তম দ্বীন্দার ব্যক্তি হতে পারে? যে আল্লাহর একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও এবং একনিষ্ঠভাবে

اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

ইব্রা-হীমা হ্বানীফা- ; ওয়াত্তাখাযাল্লা-হু ইব্রা-হীমা খালীলা-। ১২৬। ওয়া লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা-ফিল্
ইব্রাহীমের দ্বীন অনুসরণ করে, যাতে কোন বক্রতা নেই? আল্লাহ ইব্রাহীমকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (১২৬) আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব

الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ۝ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ

১৮ ع ১৫ রুকূ

আরদ্ব ; ওয়া কা-নাল্লা-হু বিকুল্‌লি শাইইম্ মুহ্বীত্বা-। ১২৭। ওয়া ইয়াস্‌তাফ্‌তূনাকা ফিন্ নিসা—ই ; কুলি
আল্লাহরই কর্তৃত্ব। আর আল্লাহ সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছেন। (১২৭) লোকেরা আপনার কাছে নারীদের ব্যাপারে হুকুম জানতে চায়। আপনি বলুন,

اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ

ল্লা-হু ইউফ্‌তীকুম্ ফীহিন্না ওয়া মা- ইউত্‌লা- 'আলাইকুম্ ফিল্ কিতা-বি ফী ইয়াতা-মান্ নিসা—ইল্
আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন, আর কুরআনে তোমাদেরকে পড়ে শোনান হয়েছে, এতিম মেয়েদের

الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ

লা-তী লা-তু'তূনাহুন্না মা- কুতিবা লাহুন্না ওয়া তারগাবূনা আন্ তান্‌কিহুহুন্না ওয়াল্ মুস্‌তাদ্ব'আফীনা
ব্যাপারে বিধান, যাদের নির্ধারিত প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ বাসনা কর তাদেরকে বিবাহ করতে এবং (হুকুম দিচ্ছেন)

مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ

মিনাল্ ওয়িল্‌দা-নি ওয়া আন্ তাকূমূ লিল ইয়াতা-মা- বিল্ ক্বিস্‌ত্ব ; ওয়া মা- তাফ্'আলূ মিন্ খাইরিন্ ফাইন্নাল্লা-হা
অসহায় শিশুদের এবং এতিমদের ব্যাপারে যে, তোমরা তাদের ইনসাফ কায়েম কর। আর তোমরা যে সৎকাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে

كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ۝ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا

কা-না বিহী 'আলীমা-। ১২৮। ওয়া ইনিম্‌রাআতুন্ খা-ফাত্ মিম্ বা'লিহা- নুশূযান্ আও ই'রা-দ্বান্ ফালা-
বিষয়ে খুব জানেন। (১২৮) আর যদি কোন নারী আশংকা করে তার স্বামীর অসদাচরণ অথবা উপেক্ষার, তবে তারা পরস্পর

جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ

জ্বুনা-হ্বা 'আলাইহিমা~আই ইউস্বলিহ্বা- বাইনাহুমা- স্বুল্‌হ্বা -; ওয়াস্ব স্বুল্‌হু খাইর ; ওয়া উহ্বদ্বিরাতিল্ আন্‌ফুসুশ্
মীমাংসা করে নিলে তাতে কোন দোষ নেই। আর মীমাংসাই সর্বোত্তম। আর মানুষের লোভ আত্মার সাথে সম্পর্কিত।

الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝ وَلَنْ

শুহ্বহ্ব ; ওয়া ইন্ তুহ্বসিনূ ওয়া তাত্তাকূ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা- তা'মালূনা খাবীরা-। ১২৯। ওয়া লান্
আর যদি তোমরা সদ্ব্যবহার কর ও পরহেজগারী কর, তবে তোমরা যা করছ সে বিষয় আল্লাহ খবর রাখেন। (১২৯) তোমরা কখনই

تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ

তাস্‌তাত্বী'উ~আন্ তা'দিলূ বাইনান্ নিসা—ই ওয়া লাও হ্বারাস্বতুম্ ফালা- তামীলূ কুল্লাল্ মাইলি
স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা করতে পারবে না যদিও এ ব্যাপারে তোমরা আগ্রহী হও। তবে তোমরা এক জনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না।

فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

ফাতাযারূহা- কাল্ মু'আল্লাক্বাহ ; ওয়া ইন্ তুস্বলিহ্ব ওয়া তাত্তাকূ ফাইন্নাল্লা-হা- কা-না গাফূরার্ রাহ্বীমা-।
আর অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখনা। যদি আপোস কর ও পরহেজগারী অবলম্বন কর; তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ۝

১৩০। ওয়া ইঁইয়াতাফাররাক্বা- ইয়ুগ্‌নিল্ লা-হু কুল্‌লাম্ মিন্ সা'আতিহ ; ওয়া কা-নাল্লা-হু ওয়া-সি'আন্ হ্বাকীমা-।
(১৩০) আর যদি তারা উভয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ প্রত্যেককে তাঁর প্রশস্ততা দ্বারা অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত ও প্রজ্ঞাময়।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ

১৩১। ওয়া লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা- ফিল্ আরদ্ব ; ওয়া লাক্বাদ্ ওয়াস্বস্বাইনাল্ লাযীনা উতুল্ কিতা-বা মিন্
(১৩১) আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। বস্তুতঃ আমি উপদেশ দিয়েছিলাম তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব

قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

ক্বাব্‌লিকুম্ ওয়া ইয়্যা-কুম্ আনিত্তাকুল্লা-হ ; ওয়া ইন্ তাক্‌ফুরূ ফাইন্না লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়া মা-ফিল্
দেয়া হয়েছে তাদেরকে ও তোমাদেরকে যে, আল্লাহকে ভয় কর। আর যদি অস্বীকার কর, তবে আসমান ও যমীনে যা কিছু

الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ

আরদ্ব ; ওয়া কা-নাল্লা-হু গানিইয়্যান্ হ্বামীদা-। ১৩২। ওয়া লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা-ফিল্ আরদ্ব ;
আছে সব আল্লাহরই। আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং নিজ সত্তায় প্রশংসিত। (১৩২) আসমানে ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহরই জন্য

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ

ওয়া কাফা- বিল্লা-হি ওয়াকীলা-। ১৩৩। ইঈইয়াশা' ইউয্হিব্কুম্ আইয়্যুহান্ না-সু ওয়া ইয়া'তি বিআ-খারীন ;

এবং ব্যবস্থাপক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (১৩৩) হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সরিয়ে অন্য জাতিকে এনে

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۝ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ

ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলা- যা-লিকা ক্বাদীরা-। ১৩৪। মান্ কা-না ইউরীদু ছাওয়া-বাদ্ দুন্ইয়া- ফা'ইন্দাল্লা-হি

প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। আল্লাহ্ এ বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (১৩৪) কেউ দুনিয়ার পুরস্কার চাইলে, তবে আল্লাহর কাছেই

ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

ছাওয়া-বুদ্ দুন্ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাহ্ ; ওয়া কা-নাল্লা-হু সামী'আম বাস্বীরা-। ১৩৫। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ

দুনিয়া ও আখিরাতের পুরস্কার রয়েছে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (১৩৫) হে ঈমানদারগণ!

১৯ ع ১৬ রুকূ

كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ

কূনূ ক্বাওওয়া-মীনা বিল্ ক্বিস্তি শুহাদা—আ লিল্লা-হি ওয়া লাও 'আলা~আন্ফুসিকুম্ আওয়িল্ ওয়া-লিদাইনি

তোমরা ন্যায় নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদানকারী হও, যদিও তা নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের

وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى

ওয়াল্ আক্বরাবীন, ইঈইয়াকুন্ গানিইয়্যান্ আও ফাক্বীরান্ ফাল্লা-হু আওলা- বিহিমা, ফালা- তাত্তাবি'উল্ হাওয়া~

বিরুদ্ধে হয়, সে ধনী হোক অথবা দরিদ্র হোক। তবে আল্লাহ্ উভয়ের সাথে অধিক সম্পৃক্ত। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির

اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

আন্ তা'দিলূ, ওয়া ইন্ তাল্উ~আও তু'রিদ্বূ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা- তা'মালূনা খাবীরা-।

অনুসরণ কর না। আর যদি তোমরা পেঁচিয়ে কথা বল বা এড়িয়ে যাও; তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى

১৩৬। ইয়া~আইয়্যুহাল লাযীনা আ-মানূ~আ-মিনূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়াল্ কিতা-বিল্লাযী নায্যালা 'আলা-

(১৩৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন

رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ

রাসূলিহী ওয়াল্ কিতাবিল্ লাযী~আন্যালা মিন্ ক্বাব্ল ; ওয়া মাইঁয়াক্ফুর্ বিল্লা-হি ওয়া মালা~ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী

তাঁর উপর এবং সে কিতাবের উপর যা তাঁর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। আর যে অস্বীকার করবে আল্লাহকে, ফিরিশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর

وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا

ওয়া রুসুলিহী ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি ফাক্বাদ দ্বাল্লা দ্বালা-লাম্ বা'ঈদা-। ১৩৭। ইন্নাল্ লাযীনা আ-মানূ ছুম্মা কাফারূ

রাসূলগণকে এবং কিয়ামত দিবসকে, তবে সে নিশ্চয়ই পতিত হবে ভীষণ বিভ্রান্তিতে। (১৩৭) আর যারা ঈমান এনেছে অতঃপর কুফরী করেছে

ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ

ছুম্মা আ-মানূ ছুম্মা কাফারূ ছুম্মায্ দা-দূ কুফ্রাল্ লাম্ ইয়াকুনিল্লা-হু লিইয়াগ্ফিরা লাহুম্ ওয়া লা-লিইয়াহ্দিয়াহুম্

অতঃপর পুনরায় ঈমান এনেছে তারপর কুফরী করেছে এরপর কুফরীতে বেড়ে চলেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে (বেহেশতের) পথ

سَبِيْلًا ۝ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ۝ نِ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ

সাবীলা-। ১৩৮। বাশ্শিরিল্ মুনা-ফিক্বীনা বিআন্না লাহুম্ 'আযা-বান্ আলীমা। ১৩৯। নিল্লাযীনা ইয়াত্তাখিযূনাল্ কা-ফিরীনা

দেখাবেন না। (১৩৮) মুনাফিকদেরকে এ মর্মে সু-সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৩৯) যারা মুমিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে

اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝

আওলিয়া—আ মিন্ দূনিল্ মু'মিনীন ; আইয়াব্তাগূনা 'ইন্দা হুমুল্ ইয্যাতা ফাইন্নাল্ ইয্যাতা লিল্লা-হি জ্বামী'আ।

বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের কাছে সম্মানের আশা করে? অথচ সকল সম্মান একমাত্র আল্লাহরই অধিকারে।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا

১৪০। ওয়া ক্বাদ্ নায্যালা 'আলাইকুম্ ফিল্ কিতা-বি আন্ ইযা- সামি'তুম্ আ-ইয়া-তিল্লা-হি ইউক্ফারু বিহা- ওয়া ইউস্তাহ্যাউ বিহা-

(১৪০) আর আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদের উপর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনতে পাবে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে বা

فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ

ফালা- তাক্ব'উদূ মা'আহুম্ হাত্তা- ইয়াখূদ্বূ ফী হাদীছিন্ গাইরিহী~ইন্নাকুম্ ইযাম্মিছ্লুহুম্ ;

তা নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে- তখন তাদের নিকট বসনা যে পর্যন্ত তারা অন্য কথা আলোচনা শুরু না করে। অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে।

اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝ نِ الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ

ইন্নাল্লা-হা জ্বা-মি'উল্ মুনা-ফিক্বীনা ওয়াল্ কা-ফিরীনা ফী জ্বাহান্নামা জ্বামী'আ- ১৪১। আল্লাযীনা ইয়াতারাব্বাস্বূনা বিকুম,

নিশ্চয় আল্লাহ্ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে সমবেত করবেন। (১৪১) তারা (মুনাফিকরা) তোমাদের (অকল্যাণের) প্রতিক্ষায় থাকে।

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ

ফাইন কা-না লাকুম ফাত্হুম মিনাল্লা-হি ক্বা-লূ~আলাম নাকুম মা'আকুম্, ওয়া ইন্ কা-না লিল্ কা-ফিরীনা নাস্বীবুন্

অনন্তর আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের বিজয় হলে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যদি হয় সেটা (বিজয়) কাফিরদের ভাগ্যে,

قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

ক্বা-লূ~আলাম্ নাস্তাহ্ওয়িয্ 'আলাইকুম ওয়া নাম্না'কুম্ মিনাল্ মু'মিনীন ; ফাল্লা-হু ইয়াহ্কুমু বাইনাকুম্

তখন তারা বলে, আমরা কি তোমাদের উপর বিজয়ের নায়ক ছিলাম না? এবং ঈমানদারদের থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন

○ টীকা (আঃ ১৩৮) ঃ যে একবার 'মুরতাদ' হয় তারও বিধান এই যে, কাফির অবস্থায় মরলে মাগফেরাত ও বেহেশত হতে বঞ্চিত থাকবে। এখানে দ্বিতীয়বার মুরতাদ হওয়ার বর্ণনা শর্ত হিসেবে নয় ; বরং কেউ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় এরূপ করেছিল, তাই এ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১৪০) ঃ এ সমস্ত লোকের সঙ্গে (ক) কুফরীকর্মের প্রতি সন্তুষ্টির সাথে উঠাবসা করা কুফরমূলক কাজ। (খ) কুফরী কথাবার্তা এবং ইসলামের বিরূপ সমালোচনার সময় কিছু না বলে ঘৃণার সাথে তথায় বসে থাকা ফাসেকী। (গ) কোন পার্থিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বসলে জায়েয হবে। (ঘ) হেদায়াতের উদ্দেশ্যে বসলে এবাদতে গণ্য হবে। (ঙ) অপরাগ হয়ে অনিচ্ছায় বসলে ওযর গ্রহণীয় হবে। (বঃ কোঃ)

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴿١٤١﴾ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ

ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ ; ওয়ালাই ইয়াজ্‘আলাল্লা-হু লিল্ কা-ফিরীনা ‘আলাল্ মু’মিনীনা সাবীলা-। ১৪২। ইন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা

তোমাদের মাঝে মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ কখনো মুমিনদের মোকাবিলায় কাফিরদের জয়ী করবেন না। (১৪২) মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ

ইউখা-দি‘উনাল্লা-হা ওয়া হুওয়া খা-দি‘উহুম, ওয়া ইযা- ক্বা-মূ~ইলাস্ব স্বালা-তি ক্বা-মূ কুসা-লা- ইউরা—উনান্

প্রতারণা করে। বস্তুতঃ তিনিই তাদেরকে (পাপাচারের অবকাশ দিয়ে) প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন অমনোযোগিতার সাথে

النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ

না-সা ওয়া লা- ইয়ায্‌কুরূনাল্লা-হা ইল্লা- ক্বালীলা-। ১৪৩। মুযাব্‌যাবীনা বাইনা যা-লিকা লা~ইলা- হা~উলা—ই

কেবল লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা খুব সামান্যই স্মরণ করে। (১৪৩) যারা উভয়ের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে

وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

ওয়া লা~ইলা- হা~উলা—ই; ওয়া মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ সাবীলা-। ১৪৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা

তারা এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি তার জন্য কোন রাস্তা পাবেন না। (১৪৪) হে ঈমানদারগণ!

اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا

আ-মানূ লা-তাত্তাখিযুল কা-ফিরীনা আওলিয়া—আ মিন দূনিল্ মু’মিনীন; আতুরীদূনা আন্ তাজ্‘আলূ

মুমিনগণকে ত্যাগ করে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তোমরা কি চাও; নিজেদের দোষী হওয়ার উপর

لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ

লিল্লা-হি ‘আলাইকুম সুল্‌ত্বা-নাম মুবীনা-। ১৪৫। ইন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা ফিদ্ দারকিল্ আস্‌ফালি মিনান না-রি, ওয়া লান্

আল্লাহর স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে? (১৪৫) নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে থাকবে এবং আপনি তাদের জন্য কোন

تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ

তাজ্বিদা লাহুম নাস্বীরা-। ১৪৬। ইল্লাল্ লাযীনা তা-বূ ওয়া আস্বলাহূ ওয়া’তাস্বামূ বিল্লা-হি ওয়া আখ্‌লাস্বূ দীনাহুম

সাহায্যকারী পাবেন না। (১৪৬) কিন্তু যারা তওবা করে ও সংশোধিত হয় এবং আল্লাহকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য

لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

লিল্লা-হি ফাউলা—ইকা মা‘আল মু’মিনীন ; ওয়া সাওফা ইউ’তিল্লা-হুল্ মু’মিনীনা আজ্‌রান ‘আযীমা-।

একনিষ্ঠভাবে স্বীয় দ্বীনকে পালন করে, তারা হবে মুমিনদের সাথী। আর আল্লাহ মুমিনগণকে মহা প্রতিদান দান করবেন।

﴿١٤٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○

১৪৭। মা- ইয়াফ্‘আলুল্লা-হু বি‘আযা-বিকুম ইন্ শাকারতুম ওয়া আ-মানতুম ; ওয়া কা-নাল্লা-হু শা-কিরান ‘আলীমা-

(১৪৭) (হে মুনাফিকগণ!), যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কি করবেন? আল্লাহ হচ্ছেন অত্যন্ত গুণগ্রাহী ও সর্বজ্ঞ।

২০ ع ৯ ১৭ রুকূ

পারা ৬

﴿١٤٧﴾ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا

১৪৮। লা- ইউহিব্বুল্লা-হুল্ জ্বাহ্‌রা বিস্‌সূ—ই মিনাল্ ক্বাওলি ইল্লা- মান্ যুলিম ; ওয়া কা-নাল্লা-হু সামী‘আন

(১৪৮) আল্লাহ মন্দ কথা প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। কিন্তু যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা ভিন্ন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা,

عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا

‘আলীমা-। ১৪৯। ইন্ তুব্‌দূ খাইরান আও তুখ্‌ফূহু আও তা’ফূ ‘আন সূ—ইন্ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না ‘আফুউওয়্যান্

মহাজ্ঞানী। (১৪৯) যদি তোমরা নেক কাজ প্রকাশ্যে কর অথবা তা গোপনে কর অথবা তোমরা কারো অপরাধ মার্জনা করে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ (অপরাধ)

قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا

ক্বাদীরা-। ১৫০। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াক্‌ফুরূনা বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহী ওয়া ইউরীদূনা আই ইউফার্‌রিক্বূ

মার্জনাকারী, সর্ব শক্তিমান। (১৫০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহর ও

بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ

বাইনাল্লা-হি ওয়া রুসুলিহী ওয়া ইয়াকূলূনা নু’মিনু বিবা’দ্বিওঁ ওয়া নাক্‌ফুরু বিবা’দ্বিওঁ ওয়া ইউরীদূনা

তাঁর রাসূলগণের মধ্যে (ঈমান আনয়নের ব্যাপারে) পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় এবং বলে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অস্বীকার করি,

اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥٠﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا

আই ইয়াত্তাখিযূ বাইনা যা-লিকা সাবীলা-। ১৫১। উলা—ইকা হুমুল কা-ফিরূনা হাক্ব্‌ক্বা-, ওয়া আ’তাদ্‌না-

আর তারা চায় এর মধ্যবর্তী একটি পথ অবলম্বন করতে। (১৫১) প্রকৃতপক্ষে এরাই কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য তৈরী

لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا

লিল্ কা-ফিরীনা ‘আযা-বাম্ মুহীনা-। ১৫২। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহী ওয়া লাম্ ইউফার্‌রিক্বূ

করে রেখেছি অপমানজনক শাস্তি। (১৫২) আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর এবং (ঈমান আনয়নে)

بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

বাইনা আহ্বাদিম্ মিন্‌হুম উলা—ইকা সাওফা ইউ’তীহিম উজূরাহুম ; ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহ্বীমা-।

তাদের মধ্যে একের সাথে অপরের কোন পার্থক্য করে না, আল্লাহ তাদেরকে শীঘ্রই তাদের প্রতিদান দিবেন। আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

২১ ع ১ রুকূ

﴿١٥٢﴾ يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا

১৫৩। ইয়াস্‌আলুকা আহ্‌লুল কিতা-বি আন্ তুনায্‌যিলা ‘আলাইহিম কিতা-বাম মিনাস্ সামা—ই ফাক্বাদ সাআলূ

(১৫৩) হে মুহাম্মদ (সা)! আহলে কিতাব আপনার নিকট দাবী করে, তাদের জন্য আসমান থেকে একটি বিশেষ কিতাব অবতীর্ণ করতে। আসলে তারা

○ টীকা (আঃ ১৪৮) ঃ মন্দ কথা প্রকাশ করা ঃ কারো পার্থিব বা ধর্মীয় কোন দোষ জানতে পারলে তা প্রচার করা উচিত নয়। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের কথা শোনেন ও সকলের কাজ-কর্মের খবর রাখেন। তিনি প্রত্যেককে তার কার্যানুপাতে প্রতিদান দিবেন। এরূপ দোষ চর্চাকেই গীবত বলে। তবে কেউ নির্যাতিত হলে তার জন্য এ অনুমতি আছে যে, সে জালিমদের জুলুমের কথা মানুষকে জানিয়ে দিবে। (তাঃ উসমানী)

○ শানে নুযূল (আঃ ১৫৩) ঃ يسئلك اهل الكتب কয়েকজন ইয়াহুদী নেতা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে আসমান থেকে একখানি লিখিত কিতাব একই সাথে নিয়ে আসুন, যেমন হযরত মূসা (আ) নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ উসমানী)

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴿١٤٢﴾ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ

ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ ; ওয়ালাই ইয়াজ্'আলাল্লা-হু লিল্ কা-ফিরীনা 'আলাল্ মু'মিনীনা সাবীলা- । ১৪২ । ইননাল্ মুনা-ফিক্বীনা

তোমাদের মাঝে মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ কখনো মুমিনদের মোকাবিলায় কাফিরদের জয়ী করবেন না । (১৪২) মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে

২০ ع ৯ ১৭ রুকূ

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ

ইউখা-দি'উনাল্লা-হা ওয়া হুওয়া খা-দি'উহুম, ওয়া ইযা- ক্বা-মূ~ইলাস্ব স্বালা-তি ক্বা-মূ কুসা-লা- ইউরা—উনান্

প্রতারণা করে । বস্তুতঃ তিনিই তাদেরকে (পাপাচারের অবকাশ দিয়ে) প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন অমনোযোগিতার সাথে

النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٣﴾ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ

না-স্া ওয়া লা- ইয়ায্কুরূনাল্লা-হা ইল্লা- ক্বালীলা- । ১৪৩ । মুযাব্যাবীনা বাইনা যা-লিকা লা~ইলা- হা~উলা—ই

কেবল লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা খুব সামান্যই স্মরণ করে । (১৪৩) যারা উভয়ের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে

وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٤﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

ওয়া লা~ইলা- হা~উলা—ই; ওয়া মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ সাবীলা- । ১৪৪ । ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা

তারা এদিকেও নয় ওদিকেও নয় । আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি তার জন্য কোন রাস্তা পাবেন না । (১৪৪) হে ঈমানদারগণ!

اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا

আ-মানূ লা-তাত্তাখিযুল কা-ফিরীনা আওলিয়া—আ মিন দূনিল্ মু'মিনীন; আতুরীদূনা আন্ তাজ্'আলূ

মুমিনগণকে ত্যাগ করে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না । তোমরা কি চাও; নিজেদের দোষী হওয়ার উপর

لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٥﴾ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ

লিল্লা-হি 'আলাইকুম সুলত্বা-নাম মুবীনা- । ১৪৫ । ইন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা ফিদ্ দারকিল্ আস্ফালি মিনান্ না-রি, ওয়া লান্

আল্লাহর স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে? (১৪৫) নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে থাকবে এবং আপনি তাদের জন্য কোন

تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٦﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ

তাজ্বিদা লাহুম নাস্বীরা- । ১৪৬ । ইল্লাল্ লাযীনা তা-বূ ওয়া আস্বলাহূ ওয়া'তাস্বামূ বিল্লা-হি ওয়া আখ্লাস্বূ দীনাহুম্

সাহায্যকারী পাবেন না । (১৪৬) কিন্তু যারা তওবা করে ও সংশোধিত হয় এবং আল্লাহকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য

لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

লিল্লা-হি ফাউলা—ইকা মা'আল মু'মিনীন ; ওয়া সাওফা ইউ'তিল্লা-হুল্ মু'মিনীনা আজ্রান 'আযীমা- ।

একনিষ্ঠভাবে স্বীয় দ্বীনকে পালন করে, তারা হবে মুমিনদের সাথী । আর আল্লাহ মুমিনগণকে মহা প্রতিদান দান করবেন ।

﴿١٤٧﴾ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○

১৪৭ । মা- ইয়াফ্'আলুল্লা-হু বি'আযা-বিকুম ইন্ শাকারতুম্ ওয়া আ-মান্তুম ; ওয়া কা-নাল্লা-হু শা-কিরান 'আলীমা- ।

(১৪৭) (হে মুনাফিকগণ!), যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কি করবেন? আল্লাহ হচ্ছেন অত্যন্ত গুণগ্রাহী ও সর্বজ্ঞ ।

পারা ৬

﴿١٤٨﴾ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا

১৪৮ । লা- ইউহিব্বুল্লা-হুল্ জ্বাহ্‌রা বিস্সূ—ই মিনাল্ ক্বাওলি ইল্লা- মান্ যুলিম ; ওয়া কা-নাল্লা-হু সামী'আন

(১৪৮) আল্লাহ মন্দ কথা প্রকাশ করা পছন্দ করেন না । কিন্তু যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা ভিন্ন । আল্লাহ সর্বশ্রোতা,

عَلِيْمًا ﴿١٤٩﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا

'আলীমা- । ১৪৯ । ইন্ তুব্‌দূ খাইরান আও তুখ্‌ফূহু আও তা'ফূ 'আন সূ—ইন্ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না 'আফুউওয়্যান্

মহাজ্ঞানী । (১৪৯) যদি তোমরা নেক কাজ প্রকাশ্যে কর অথবা তা গোপনে কর অথবা তোমরা কারো অপরাধ মার্জনা করে দাও । নিশ্চয়ই আল্লাহ (অপরাধ)

قَدِيْرًا ﴿١٥٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا

ক্বাদীরা- । ১৫০ । ইন্নাল্লাযীনা ইয়াক্‌ফুরূনা বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহী ওয়া ইউরীদূনা আইঁ ইউফার্‌রিক্বূ

মার্জনাকারী, সর্ব শক্তিমান । (১৫০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহর ও

بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ

বাইনাল্লা-হি ওয়া রুসুলিহী ওয়া ইয়াক্বূলূনা নু'মিনু বিবা'দ্বিওঁ ওয়া নাক্‌ফুরু বিবা'দ্বিওঁ ওয়া ইউরীদূনা

তাঁর রাসূলগণের মধ্যে (ঈমান আনয়নের ব্যাপারে) পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় এবং বলে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অস্বীকার করি,

اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥١﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا

আইঁ ইয়াত্তাখিযূ বাইনা যা-লিকা সাবীলা- । ১৫১ । উলা—ইকা হুমুল কা-ফিরূনা হাক্ক্বা-, ওয়া আ'তাদ্‌না-

আর তারা চায় এর মধ্যবর্তী একটি পথ অবলম্বন করতে । (১৫১) প্রকৃতপক্ষে এরাই কাফির । আর আমি কাফিরদের জন্য তৈরী

لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا

লিল্ কা-ফিরীনা 'আযা-বাম্ মুহীনা- । ১৫২ । ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহী ওয়া লাম্ ইউফার্‌রিক্বূ

করে রেখেছি অপমানজনক শাস্তি । (১৫২) আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর এবং (ঈমান আনয়নে)

২১ ع ১ রুকূ

بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

বাইনা আহ্বাদিম্ মিন্‌হুম উলা—ইকা সাওফা ইউ'তীহিম উজূরাহুম ; ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহ্বীমা- ।

তাদের মধ্যে একের সাথে অপরের কোন পার্থক্য করে না, আল্লাহ তাদেরকে শীঘ্রই তাদের প্রতিদান দিবেন । আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াময় ।

﴿١٥٣﴾ يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا

১৫৩ । ইয়াস্‌আলুকা আহ্‌লুল কিতা-বি আন্ তুনায্‌যিলা 'আলাইহিম কিতা-বাম মিনাস্ সামা—ই ফাক্বাদ সাআলূ

(১৫৩) হে মুহাম্মদ (সা)! আহলে কিতাব আপনার নিকট দাবী করে, তাদের জন্য আসমান থেকে একটি বিশেষ কিতাব অবতীর্ণ করতে । আসলে তারা

○ টীকা (আঃ ১৪৮) ঃ মন্দ কথা প্রকাশ করা ঃ কারো পার্থিব বা ধর্মীয় কোন দোষ জানতে পারলে তা প্রচার করা উচিত নয় । আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের কথা শোনেন ও সকলের কাজ-কর্মের খবর রাখেন । তিনি প্রত্যেককে তার কার্যানুপাতে প্রতিদান দিবেন । এরূপ দোষ চর্চাকেই গীবত বলে । তবে কেউ নির্যাতিত হলে তার জন্য এ অনুমতি আছে যে, সে জালিমদের জুলুমের কথা মানুষকে জানিয়ে দিবে । (তাঃ উসমানী)

○ শানে নুযূল (আঃ ১৫৩) ঃ يسئلك اهل الكتب কয়েকজন ইয়াহুদী নেতা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে আসমান থেকে একখানি লিখিত কিতাব একই সাথে নিয়ে আসুন, যেমন হযরত মূসা (আ) নিয়ে এসেছিলেন । তাঁরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় । (তাঃ উসমানী)

مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ

মূসা~আক্‌বারা মিন যা-লিকা ফাক্বা-লূ~আরিনাল্লা-হা জাহ্‌রাতান ফাআখাযাত্‌ হুমুস্‌ স্বা-'ইক্বাতু বিযুল্‌মিহিম,

মূসার কাছে এর চেয়েও বড় কিছু দাবী করেছিল। তারা বলেছিল যে, আমাদেরকে সরাসরি আল্লাহকে দেখাও। ফলে তাদের ঔদ্ধত্যের কারণে বজ্র তাদের

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ

ছুম্মাত্‌ তাখাযুল 'ইজ্‌লা মিম্‌ বা'দি মা- জা—আত্‌হুমুল বাইয়্যিনা-তু ফা'আফাওনা-'আন্‌ যা-লিক,

উপর আঘাত করেছিল। অতঃপর তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা গো-বৎসকে (উপাস্য হিসেবে) গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাও আমি তাদেরকে ক্ষমা করে

وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٤﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا

ওয়া আ-তাইনা- মূসা- সুলত্বা-নাম্‌ মুবীনা-। ১৫৪। ওয়া রাফা'না- ফাওক্বাহুমুত্‌ তূরা বিমীছা-ক্বিহিম ওয়া ক্বুলনা-

দিয়েছিলাম এবং মূসাকে স্পষ্ট প্রভাব দান করেছিলাম। (১৫৪) আর উত্তোলন করেছিলাম তাদের উপর তূর (পাহাড়)-কে তাদের কাছ থেকে অংগীকার নেয়ার জন্য এবং

لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم

লাহুমুদ্‌ খুলুল বা-বা সুজ্জাদাওঁ ওয়া ক্বুলনা- লাহুম লা- তা'দূ ফিস্‌সাব্‌তি ওয়া আখায্‌না- মিন্‌হুম্‌

তাদেরকে বলেছিলাম যে, মাথা নত অবস্থায় নগর দ্বারে প্রবেশ কর এবং তাদেরকে এও বলেছিলাম যে, শনিবারের ব্যাপারে তোমরা সীমালংঘন কর না। আর তাদের কাছ

مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٥﴾ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ

মীছা-ক্বান গালীযা-। ১৫৫। ফাবিমা- নাক্বদ্বিহিম্‌ মীছা-ক্বাহুম ওয়া কুফ্‌রিহিম্‌ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ওয়া ক্বাতলিহিমুল

থেকে এভাবে দৃঢ় অংগীকার নিয়েছিলাম। (১৫৫) সুতরাং (তাদের এ শাস্তি) তাদের অংগীকার ভংগের কারণে এবং আল্লাহর আয়াতকে অমান্য করার ও অন্যায়ভাবে

الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

আম্বিইয়া—আ বিগাইরি হাক্বক্বিওঁ ওয়া ক্বাওলিহিম ক্বুলূবুনা- গুল্‌ফ ; বাল্‌ ত্বাবা'আল্লা-হু 'আলাইহা- বিকুফ্‌রিহিম

নবীগণকে হত্যা করার কারণে এবং তাদের এ উক্তির কারণে যে, "আমাদের অন্তরগুলো আচ্ছাদিত"। বরং তাদের কুফরীর কারণে, আল্লাহ তা (অন্তরসমূহ) মোহরাংকিত

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٦﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا

ফালা- ইউ'মিনূনা ইল্লা- ক্বালীলা-। ১৫৬। ওয়া বিকুফ্‌রিহিম ওয়া ক্বাওলিহিম 'আলা- মারইয়ামা বুহ্‌তা-নান 'আযীমা-।

করেছেন। সুতরাং অল্প কয়েকজন ছাড়া তারা ঈমান আনে নি (১৫৬) আর তারা (শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল) তাদের কুফরী ও মারইয়ামের উপর গুরুতর অপবাদ আরোপের জন্য।

﴿١٥٧﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ

১৫৭। ওয়া ক্বাওলিহিম ইন্না- ক্বাতাল্‌নাল মাসীহা 'ঈসাব্‌না মারইয়ামা রাসূলাল্লা-হ, ওয়া মা- ক্বাতালূহু

(১৫৭) আর তাদের এ উক্তির জন্য যে, নিশ্চয় আমরা হত্যা করেছি মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহকে যিনি আল্লাহর রাসূল। অথচ তারা তাঁকে হত্যা করে নি

✪ **টীকা (আঃ ১৫৪) ঃ** ادخلو الباب سجدا ঃ ইয়াহূদীদের প্রতি আদেশ হয়েছিল ইলইয়া শহরের ফটক দিয়ে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ অবনত মস্তকে নগরে প্রবেশ কর। তারা তার পরিবর্তে পাছা ঘেঁষে ঘেঁষে ঢুকতে লাগল। এভাবে তারা নগরে পৌঁছতেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দুপুরের মধ্যেই তাদের প্রায় সত্তর হাজার খতম হয়ে যায়। ✪ **টীকা (আঃ ১৫৪) ঃ** لاتعدو فى السبت ঃ ইয়াহূদীদের জন্য শনিবার মাছ শিকার নিষিদ্ধ ছিল। অন্যান্য দিন অপেক্ষা এ দিনই মাছ বেশী দেখা দিত। তারা এ কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল যে, নদীর তীরে একটি হাউজ তৈরী করল, শনিবার সে হাউজে মাছ আসলে মুখ বন্ধ করে দিত। পরদিন তারা তা শিকার করত। (তাঃ উসমানী)

وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ

ওয়া মা- স্বালাবূহু ওয়া লা-কিন্‌ শুব্বিহা লাহুম ; ওয়া ইন্নাল্‌ লাযীনাখ্‌তালাফূ ফীহি লাফী শাক্কিম্‌ মিন্‌হ ;

এবং তাকে ক্রুশেও চড়ায় নি। কিন্তু তারা সন্দেহে পতিত হয়েছিল, আর যারা তাঁর ব্যাপারে মতবিরোধ করেছিল, নিশ্চয় তারা অবশ্যই সন্দেহের মধ্যে ছিল।

مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٨﴾ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ

মা- লাহুম্‌ বিহী মিন্‌ 'ইল্‌মিন ইল্লাত্‌ তিবা-'আয্‌ যান্নিন, ওয়ামা- ক্বাতালূহু ইয়াক্বীনা-। ১৫৮। বার রাফা'আহুল্লা-হু

এবং এ ব্যাপারে ধারণার অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনেই জ্ঞান ছিল না এবং এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। (১৫৮) বরং আল্লাহ

إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٩﴾ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ

ইলাইহ ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আযীযান হাকীমা-। ১৫৯। ওয়াইম্‌ মিন্‌ আহ্‌লিল কিতা-বি ইল্লা- লাইউ'মিনান্না

তাঁকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (১৫৯) আর কিতাবীগণের মধ্যে সকলেই স্বীয় মৃত্যুর

بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٦٠﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ

বিহী ক্বাবলা মাওতিহ, ওয়া ইয়াওমাল ক্বিইয়া-মাতি ইয়াকূনু 'আলাইহিম শাহীদা-। ১৬০। ফাবিযুলমিম্‌ মিনাল্‌ লাযীনা

আগে তাঁর (ঈসার) প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিপক্ষে সাক্ষী দিবেন। (১৬০) অনন্তর ইয়াহুদীদের ঔদ্ধত্যের কারণে,

هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

হা-দূ হার্‌রাম্‌না- 'আলাইহিম ত্বাইয়্যিবা-তিন উহিল্লাত লাহুম ওয়া বিস্বাদ্দিহিম 'আন সাবীলিল্লা-হি কাছীরা-।

আমি হারাম করে দিয়েছি তাদের উপর এমন কিছু ভাল জিনিস যা তাদের জন্য হালাল ছিল। আর এ কারণে যে, তারা আল্লাহর রাস্তা থেকে বহু লোককে বাধা দিত।

﴿١٦١﴾ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ

১৬১। ওয়া আখ্‌যিহিমুর্‌ রিবা- ওয়া ক্বাদ্‌ নুহূ 'আন্‌হু ওয়া আক্‌লিহিম আম্‌ওয়া-লান্‌ না-সি বিল্‌ বা-ত্বিল ;

(১৬১) আর তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তাদেরকে তা গ্রহণ থেকে নিষেধ করা হয়েছিল। আর অন্যায়ভাবে মানুষের মাল ভক্ষণ করার কারণে।

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦٢﴾ لَّٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ

ওয়া আ'তাদ্‌না- লিল্‌ কা-ফিরীনা মিন্‌হুম্‌ 'আযা-বান আলীমা-। ১৬২। লা-কিনির্‌ রা-সিখূনা ফিল্‌ 'ইলমি মিন্‌হুম

তাদের মধ্যে যারা কাফির আমি তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি। (১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ইলমে (দ্বীনী জ্ঞানে) পরিপক্ক

وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَالْمُقِيمِينَ

ওয়াল্‌ মু'মিনূনা ইউ'মিনূনা বিমা~উন্‌যিলা ইলাইকা ওয়ামা~উন্‌যিলা মিন্‌ ক্বাব্‌লিকা ওয়াল মুক্বীমীনাস্‌

এবং ঈমানদার এবং ঈমান আনে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতিও এবং

الصَّلَاةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ أُولَٰئِكَ

স্বালা-তা ওয়াল মু'তূনায্‌ যাকা-তা ওয়াল্‌ মু'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল আ-খির ; উলা—ইকা

যারা নিয়মিত সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে; আমি তাদেরকেই দান করব

سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ

সানু'তীহিম আজ্‌রান 'আযীমা- । ১৬৩। ইন্না~ আওহাইনা~ইলাইকা কামা~আওহাইনা~ ইলা- নূহিঁও ওয়ান্নাবিইয়্যীনা
মহা প্রতিদান। (১৬৩) নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেছি। যেমনিভাবে অবতীর্ণ করেছিলাম নূহের উপর এবং তাঁর

مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

মিম্ বা'দিহ্, ওয়া আওহাইনা~ইলা~ইব্রা-হীমা ওয়া ইস্‌মা-'ঈলা ওয়া ইস্‌হা-ক্বা ওয়া ইয়া'ক্বূবা
পরবর্তী নবীগণের উপর। আর ওহী অবতীর্ণ করেছিলাম ইব্রাহীম, ঈসমাঈল, ইসহাক এবং ইয়াকুব ও

وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

ওয়াল আস্‌বা-ত্বি ওয়া 'ঈসা- ওয়া আইয়্যূবা ওয়া ইউনুসা ওয়া হা-রূনা ওয়া সুলাইমা-ন, ওয়া আ-তাইনা- দা-উদা যাবূরা-।
তাঁর বংশধর ঈসা, আইয়্যুব, ইউনুস, হারুন, সুলাইমানের উপর এবং আমি দাউদকে যাবুর প্রদান করেছিলাম।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

১৬৪। ওয়া রুসুলান্ ক্বাদ্ ক্বাসাস্‌না-হুম 'আলাইকা মিন্ ক্বাব্‌লু ওয়া রুসুলাল্ লাম নাক্‌সুস্‌হুম 'আলাইক ;
(১৬৪) এবং আমি বহু রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, যাদের কথা পূর্বে আপনাকে আমি বর্ণনা করেছি এবং বহু রাসূলের কথা আপনাকে আমি বর্ণনা করি নি

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۝ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ

ওয়া কাল্লামাল্লা-হু মূসা- তাক্‌লীমা-। ১৬৫। রুসুলাম্ মুবাশ্‌শিরীনা ওয়া মুনযিরীনা লিআল্লা- ইয়াকূনা লিন্না-সি
এবং আল্লাহ মূসার সাথে স্পষ্টভাবে কথা বলেছেন। (১৬৫) আমি তাদেরকে সুসংবাদবাহী ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি; যাতে রাসূল আগমনের

عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ

'আলাল্লা-হি হুজ্জাতুম্ বা'দার্ রুসুল ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আযীযান হাকীমা-। ১৬৬। লা-কিনিল্লা-হু ইয়াশ্‌হাদু
পর আল্লাহর সম্মুখে মানুষের কোন অভিযোগ পেশ করার সুযোগ না থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৬৬) কিন্তু আল্লাহ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন

بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

বিমা~আন্‌যালা ইলাইকা আন্‌যালাহূ বি'ইলমিহ্, ওয়াল মালা—ইকাতু ইয়াশ্‌হাদূন ; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি শাহীদা-।
সে ব্যাপারে তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি তা অবতীর্ণ করেছেন স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা। আর ফিরিশতাগণও সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا

১৬৭। ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ ওয়া স্বাদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ক্বাদ্ দ্বাল্লূ দ্বালা-লাম্ বা'ঈদা-।
(১৬৭) নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করে, তারা ভীষণ গোমরাহীতে নিপতিত হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا

১৬৮। ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ ওয়া যালামূ লাম ইয়াকুনিল্লা-হু লিইয়াগফিরা লাহুম ওয়ালা- লিইয়াহ্ দিইয়াহুম ত্বারীক্বা-।
(১৬৮) নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং জুলুম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথ প্রদর্শন করবেন না।

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا

১৬৯। ইল্লা- ত্বারীক্বা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা~আবাদা- ; ওয়া কা-না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীরা-। ১৭০। ইয়া~আইয়্যুহান
(১৬৯) জাহান্নামের পথ ছাড়া। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আর এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (১৭০) হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের

النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن

না-সু ক্বাদ্ জ্বা—আকুমুর্ রাসূলু বিল্ হাক্ব্কি মির্ রাব্বিকুম ফাআ-মিনূ খাইরাল্‌লাকুম ; ওয়া ইন্
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য (পয়গাম) সহ রাসূল এসেছেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আন। তোমাদের কল্যাণ কর হবে; আর যদি

تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ يَا أَهْلَ

তাক্‌ফুরূ ফাইন্না লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলীমান হাকীমা-। ১৭১। ইয়া~আহ্‌লাল
তোমরা অমান্য কর (তবে জেনে রেখ) আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর (মালিকত্বে) আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১৭১) হে আহলে

الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ

কিতা-বি লা- তাগ্‌লূ ফী দীনিকুম ওয়ালা- তাক্বূলূ 'আলাল্লা-হি ইল্লাল হাক্ব্ক্ব ; ইন্নামাল মাসীহু
কিতাব! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না এবং সত্য ছাড়া আল্লাহ সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত কথা বল না। মসীহ ঈসা

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ

'ঈসাবনু মারইয়ামা রাসূলুল্লা-হি ওয়া কালিমাতুহ, আলক্বা-হা~ইলা- মারইয়ামা ওয়া রূহুম্ মিন্‌হ,
ইবনে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, এবং তাঁরই তরফ থেকেই একটি রূহ (আত্মা)। সুতরাং তোমরা

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ

ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহ, ওয়ালা- তাক্বূলূ ছালা-ছাহ ; ইন্‌তাহূ খাইরাল্ লাকুম ; ইন্নামাল্লা-হু ইলা-হুঁও
ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং একথা বল না যে, (আল্লাহ) তিনের এক। (এর থেকে) বিরত হও, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, প্রকৃত পক্ষে

وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ

ওয়া-হিদ ; সুব্‌হা-নাহূ~আইঁ ইয়াকূনা লাহূ ওয়ালাদ। লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা- ফিল আরদ্ব ;
আল্লাহই তো একমাত্র মা'বুদ। তিনি সন্তান হওয়া থেকে পূতঃ পবিত্র। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর।

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ

ওয়া কাফা- বিল্লা-হি ওয়াকীলা-। ১৭২। লাইঁ ইয়াস্ তান্‌কিফাল মাসীহু আইঁ ইয়াকূনা 'আব্‌দাল লিল্লা-হি ওয়ালাল মালা—ইকাতুল
আল্লাহই ব্যবস্থাপক হিসেবে যথেষ্ট। (১৭২) কখনও সঙ্কোচবোধ করেন না মসীহ, আল্লাহর বান্দা হওয়াকে এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ফিরিশতাগণও না।

✪ টীকা (আঃ ১৭১) ঃ অর্থাৎ, এমন বলো না যে, তিনি সন্তানের পিতা, নাউযুবিল্লাহ! যেমন নাছারাদের কেউ কেউ বলে, আল্লাহ্ তিন খোদার মধ্যে এক খোদা। অপর দুই খোদা ঈসা ও জিবরায়ীল। কেউ কেউ জিবরায়ীলের স্থলে হযরত মারইয়ামকে এক খোদা বলত। কেউ কেউ বলত, মারইয়াম-এর পুত্র ঈসা-ই স্বয়ং আল্লাহ। মোটকথা, এ সমস্ত আক্বীদাই বাতিল। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ১৭১) ঃ كلمته ঃ হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর কালিমা। অর্থাৎ আদেশ মূলক বাণী "হও" দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন। তাই তিনি "কালিমাতুল্লাহ" নামে আখ্যায়িত হয়েছেন।
✪ টীকা (আঃ ১৭১) ঃ روح منه ঃ তিনি আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট রূহ বলেই রূহুল্লাহ নামে আখ্যায়িত হয়েছেন। (তাঃ ইবনে কাছীর)

المقربون ۚ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا

মুক্বাররাবূন ; ওয়া মাই ইয়াস্তান্‌কিফ্ 'আন্ 'ইবা-দাতিহী ওয়া ইয়াস্তাক্‌বির ফাসাইয়াহ্‌শুরুহুম ইলাইহি জ্বামী'আ।
আর যে তার বান্দাহ হওয়াতে সঙ্কোচ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সকলকে তাঁর নিকট সমবেত করবেন।

١٧٣ فاما الذين امنوا وعملوا الصلحت فيوفيهم اجورهم ويزيدهم

১৭৩। ফাআম্মাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ স্বা-লিহা-তি ফাইউওয়াফ্‌ফীহিম উজূরাহুম ওয়া ইয়াযীদুহুম্
(১৭৩) অনন্তর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তিনি তাদেরকে পুরোপুরি প্রতিদান দিবেন। আর তাদেরকে

من فضله ۚ واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا

মিন্ ফাদ্বলিহ, ওয়া আম্মাল্ লাযীনাস্ তান্‌কাফূ ওয়াস্ তাক্‌বারূ ফাইউ'আয্‌যিবুহুম 'আযা-বান
নিজ অনুগ্রহ থেকে আরো বাড়িয়ে দিবেন। আর যারা সঙ্কোচবোধ করে ও অহংকার করে থাকে, তাদেরকে তিনি কষ্টদায়ক

اليما ۙ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ١٧٤ يايها

আলীমাওঁ ওয়ালা- ইয়াজ্বিদূনা লাহুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়ালিইয়্যাওঁ ওয়ালা- নাস্বীরা-। ১৭৪। ইয়া~আইয়্যুহান্
শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের জন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না। (১৭৪) হে মানব জাতি! নিশ্চয়

الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا

না-সু ক্বাদ জ্বা—আকুম বুরহা-নুম মির রাব্বিকুম ওয়া আনযাল্‌না~ইলাইকুম নূরাম্ মুবীনা-।
তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে দলীল এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নূর অবতীর্ণ করেছি।

١٧٥ فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه

১৭৫। ফাআম্মাল্ লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়া'তাস্বামূ বিহী ফাসাইয়ুদ্‌খিলুহুম ফী রাহ্‌মাতিম্ মিন্‌হু
(১৭৫) সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে ও তাঁকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে, তাদেরকে তিনি শীঘ্রই তাঁর রহমত ও করুণার মধ্যে

وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما ١٧٦ يستفتونك ۗ قل الله

ওয়া ফাদ্বলিওঁ ওয়া ইয়াহ্‌দীহিম ইলাইহি স্বিরা-ত্বাম মুস্তাক্বীমা-। ১৭৬। ইয়াস্তাফ্‌তূনাক ; কুলিল্লা-হু
প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে সরল পথ দেখাবেন। (১৭৬) তারা আপনার কাছে (ফরায়েযের) বিধান জানতে চায়। বলুন, আল্লাহ

يفتيكم في الكللة ۚ ان امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها

ইউফ্‌তীকুম ফিল্ কালা-লাহ ; ইনিম্‌রুউন্ হালাকা লাইসা লাহূ ওয়ালাদুওঁ ওয়া লাহূ~উখ্‌তুন ফালাহা-
তোমাদেরকে "কালালার" ব্যাপারে বিধান দিচ্ছেন- যদি কোন লোক মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে এবং তার একটি বোন থাকে, তবে সে তার

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৭৬) ঃ يستفتونك ঃ হযরত জাবির (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমার নিকট আগমন করলেন। আমি তখন রোগে বেহুঁশ ছিলাম। তিনি ওযু করে আমার গায়ে পানি ছিটিয়ে দিলেন, অপরকেও ছিটিয়ে দিতে বললেন। এতে আমার হুঁশ ফিরে আসল। আমি আরয করলাম, আমি নিঃসন্তান ও মাতৃ-পিতৃহীন অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করছি। আমার সম্পত্তি কোন নিয়মে বন্টন হবে? এ প্রেক্ষিতে ফরায়েযের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ✪ টীকা (আঃ ১৭৬) ঃ الكلالة ঃ "কালালাহ" كلالة (কালালাহ) শব্দের অর্থ সম্পর্কে অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন, নিঃসন্তান ও মাতৃ-পিতৃহীন ব্যক্তি। কেউ কেউ বলেন- এর অর্থ নিঃসন্তান ব্যক্তি। (তাঃ ইবনে কাছীর)

نصف ما ترك ۚ وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ۚ فان كانتا اثنتين

নিস্‌ফু মা- তারাক, ওয়া হুওয়া ইয়ারিছুহা~ইল্ লাম ইয়াকুল্লাহা- ওয়ালাদ ; ফাইন্ কা-নাতাছ্ নাতাইনি
পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে এবং যদি সে বোনের কোন সন্তান না থাকে তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। আর দু' বোন

فلهما الثلثن مما ترك ۚ وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل

ফালাহুমাছ্ ছুলুছা-নি মিম্মা- তারাক ; ওয়া ইন্ কা-নূ~ইখ্‌ওয়াতার্ রিজ্বা-লাওঁ ওয়া নিসা—আন্ ফালিয্ যাকারি মিছ্লু
থাকলে তাদের দু'জনার জন্য তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিনভাগের দু' ভাগ। আর যদি তারা বহু ভাই বোন পুরুষ নারী থাকে, তবে এক পুরুষ দু' নারীর সমান

حظ الانثيين ۗ يبين الله لكم ان تضلوا ۗ والله بكل شيء عليم

হ্বায্‌যিল উন্‌ছাইয়াইন ; ইউবাইয়িনুল্লা-হু লাকুম আন্ তাদ্বিল্লূ ; ওয়াল্লা-হু বিকুল্লি শাইইন 'আলীম।
অংশ পাবে। আল্লাহ তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে (দ্বীনের বিধান) বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও। আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত।

সূরা মা-য়িদাহ
মাদানী

بسم الله الرحمن الرحيم
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১২০
রুকূ ঃ ১৬

١ يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ احلت لكم بهيمة الانعام الا

১। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~আওফূ বিল 'উকূদ ; উহ্বিল্লাত্ লাকুম্ বাহীমাতুল আন্'আ-মি ইল্লা-
(১) হে মুমিনগণ! তোমরা অংগীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া যা পরে,

ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وانتم حرم ۗ ان الله يحكم ما يريد

মা- ইউত্‌লা- 'আলাইকুম গাইরা মুহ্বিল্লিস্ব স্বাইদি ওয়া আন্তুম হুরুম ; ইন্নাল্লা-হা ইয়াহ্‌কুমু মা- ইউরীদ।
তোমাদের জন্য বর্ণিত হচ্ছে। তবে ইহরাম থাকা অবস্থায় শিকার করাকে হালাল মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ যা চান তাই হুকুম করেন।

٢ يايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا

২। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তুহ্বিল্লূ শা'আ—ইরাল্লা-হি ওয়ালাশ্ শাহ্‌রাল হ্বারা-মা ওয়ালাল
(২) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে অসম্মান কর না এবং পবিত্র মাসসমূহেরও না এবং কুরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশুরও না, আর

الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من

হাদ্‌ইয়া ওয়ালাল ক্বালা—ইদা ওয়ালা~আ—ম্মীনাল বাইতাল্ হ্বারা-মা ইয়াব্‌তাগূনা ফাদ্বলাম মির্
গলায় চিহ্ন দেয়া পশুরও না এবং তাদেরও না, যারা পবিত্র ঘরে যাবার ইচ্ছা করে, স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষের উদ্দেশ্যে।

✪ টীকা (আঃ ১) ঃ মর্ম এই যে, মানুষ যখন ইসলামে দীক্ষিত হল, তখন সাধারণতঃ সে আল্লাহ এবং রাসূলের সমুদয় হুকুম স্বীকার করে নিল। এক্ষণে অত্র স্থলে বিশেষ বিশেষ হুকুম প্রদান পূর্বক সম্পূর্ণ অঙ্গীকার পূরণের তাকীদ হচ্ছে। ✪ টীকা (আঃ ২) ঃ الشهر الحرام ঃ সম্মানিত মাস চারটি- যুলকাদা, যুলহিজ্জা, মুহররম ও রজব। এর সম্মান রক্ষার অর্থ এ সময় অন্যান্য মাস অপেক্ষা বেশী সৎ কাজ ও তাকওয়া অবলম্বন করা এবং অন্যায় অপকর্ম হতে বিরত থাকার চেষ্টা করা। ✪ টীকা (আঃ ২) ঃ القلائد ঃ এ শব্দটি قلادة-এর বহুবচন। অর্থ হার বা পট্টি, যা কুরবানীর জন্য প্রেরিত পশুর গলার চিহ্ন স্বরূপ বেঁধে দেয়া হত। যাতে কুরবানীর পশু রূপে সবাই চিনতে পারে এবং তার ক্ষতি সাধন হতে বিরত থাকে। (তাঃ উসমানী)

ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن

রাব্বিহিম ওয়া রিদ্বওয়া-না-; ওয়া ইযা- হ্বালাল্তুম ফাস্বত্বা-দূ ; ওয়ালা-ইয়াজ্বরিমান্নাকুম শানাআ-নু ক্বাওমিন্ আন্

আর যখন তোমরা ইহ্রাম খুলে ফেল তখন শিকার কর। আর যারা তোমাদেরকে মসজিদে হারামে আসতে বাধা দিয়েছিল সে সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন

صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى

স্বাদ্দূকুম 'আনিল্ মাস্জ্বিদিল হ্বারা-মি আন্ তা'তাদূ। ওয়া তা'আ-ওয়ানূ 'আলাল্ বির্‌রি ওয়াত্তাক্বওয়া-,

তোমাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে যেতে প্ররোচিত না করে। আর তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর নেক কাজে ও পরহেজগারীতে।

ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب

ওয়ালা- তা'আ-ওয়ানূ 'আলাল্ ইছ্মি ওয়াল 'উদ্ওয়া-ন, ওয়াত্তাকুল্লা-হ ; ইন্নাল লা-হা শাদীদুল 'ইক্বা-ব।

আর তোমরা পাপ কাজে ও সীমাতিক্রমে একে অপরকে সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به

৩। হুর্‌রিমাত্ 'আলাইকুমুল মাইতাতু ওয়াদ্দামু ওয়া লাহ্মুল খিন্‌যীরি ওয়ামা~উহিল্লা লিগাইরিল্লা-হি বিহী

(৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা যবেহ্ করা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে। আর শ্বাসরুদ্ধ

والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا

ওয়াল্ মুন্‌খানিক্বাতু ওয়াল্ মাওক্বূযাতু ওয়াল্ মুতারাদ্দিইয়াতু ওয়ান্নাত্বীহ্বাতু ওয়া মা~আকালাস্ সাবু'উ ইল্লা-

করে মারা পশু, আর আঘাতে মৃত পশু বা বা উঁচু স্থান হতে পতনে মৃত পশু, অথবা অন্যের শিং এর আঘাতে মৃত পশু এবং যাকে ভক্ষণ করেছে হিংস্র প্রাণী,

ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم

মা- যাক্কাইতুম, ওয়া মা- যুবিহ্বা 'আলান্ নুস্বুবি ওয়া আন্ তাস্তাক্বসিমূ বিল আয্‌লা-ম ; যা-লিকুম

তবে যে গুলোকে তোমরা যবেহ করতে পেরেছ তা ছাড়া এবং যে পশু বলি দেয়া হয় দেবতার বেদির উপর এবং জুয়ার তীরের দ্বারা ভাগ নির্ধারণ করা হয়। এগুলো

فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون

ফিস্‌ক্ব ; আলইয়াওমা ইয়াইসাল্ লাযীনা কাফারূ মিন্ দীনিকুম ফালা- তাখ্‌শাওহুম ওয়াখ্‌শাওন ;

পাপ কার্য। আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীন হতে নিরাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তাদেরকে তোমরা ভয় পেয়ো না শুধু আমাকে ভয় কর।

○ টীকা (আঃ ৩) ঃ এই আয়াত হাজ্জাতুল বেদা (হযরতের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী হজ্জ) দিবসে আরাফাতে অবতীর্ণ। হাজীদেরকে শিকার করতে এবং গাছ-পালা ভাঙ্গতে ও উপড়াতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য এটাই মনে হয় যে, দেশ গাছ-পালা ও লতা-পাতা এবং হালাল জীব-জন্তু দ্বারা সুশোভিত ও আবাদ হয়; আরবের ন্যায় বিশুষ্ক মরুদেশে এর আবশ্যকতা চিরকালই রয়েছে। পক্ষান্তরে হজ্জ একটি উন্নতশ্রেণীর এবাদত। সুতরাং এবাদত অবস্থায় কোন জীবকে শিকার করা নিষিদ্ধও বটে।

بالأزلام – আরবের অধিবাসীগণ কোনও কার্যোপলক্ষে প্রবাস-গমনেচ্ছু হলে তৎপূর্বে তিনটি তীর তিন প্রকার মননে তীর-দানীতে রেখে দিত। প্রথম তীরে "অমুক কার্যস্থ করব" এই মনন করা হত। দ্বিতীয় তীরে "অমুক কার্য করব না" এটা মনন করা হত। তৃতীয় তীরে "মনকার্যে ভুল হওয়া সম্ভব" এই মনন করা হত। তারপর যদি প্রথম তীর হিস্যায় আসত, তবে সন্তুষ্ট মনে সেই কার্যে গমন করত। আর যদি দ্বিতীয় তীর হিস্যায় আসত; তবে কখনই সে কার্যে গমন করত না। আর যদি তৃতীয় তীর হাতে উঠত তবে পুনর্বার সেই কার্য করত। তাদের জবেহ্‌কৃত উষ্ট্র মাংস বন্টনেও এই ভাবের তীরের জুয়া চলত। জুয়া যে প্রকারের হোক আর যে উদ্দেশ্যে হোক, আল্লাহ্ তা সুস্পষ্ট হারাম করে দিয়েছেন। এ প্রকার "ফাল" ইত্যাদিও জুয়ার অন্তর্গত বিধায় হারাম।

على النصب – পূজাদির জন্য (দেবতার বেদি) প্রতিষ্ঠিত উচ্চভূমি, যেখানে মুশরিকরা মূর্তি পূজার উদ্দেশ্যে পশু বলি দিত।

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم

আল্ ইয়াওমা আক্‌মাল্‌তু লাকুম দীনাকুম ওয়া আত্‌মাম্‌তু 'আলাইকুম নি'মাতী ওয়া রাদ্বীতু লাকুমুল

আজ তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করেদিলাম এবং আমার নেয়ামত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য

الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله

ইস্‌লা-মা দীনা- ; ফামানিদ্বত্বুর্‌রা ফী মাখ্‌মাছাতিন্ গাইরা মুতাজ্বা-নিফিল লিইছ্‌মিন্ ফাইন্নাল্লা-হা

ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। তবে কেউ পাপের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে, তখন নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম

غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما

গাফূরুর রাহ্বীম। ৪। ইয়াস্‌আলূনাকা মা-যা~উহ্বিল্‌লা লাহুম ; কুল উহ্বিল্‌লা লাকুমুত্ত্ব ত্বাইয়ি বা-তু ওয়ামা-

দয়ালু। (৪) লোকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? আপনি বলুন, তোমাদের জন্য সকল পবিত্র বস্তুই হালাল করা হয়েছে এবং

علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما

'আল্‌লামতুম্ মিনাল জ্বাওয়া-রিহ্বি মুকাল্লিবীনা তু'আল্লিমূনাহুন্না মিম্মা- 'আল্লামাকুমুল্লা-হ্ ফাকুলূ মিম্মা~

যে সব শিকারী জন্তুকে শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্য তোমরা শিক্ষা দান করেছ, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন সে

أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع

আম্‌সাক্‌না 'আলাইকুম ওয়ায্‌কুরুস্ মাল্লা-হি 'আলাইহ, ওয়াত্তাকুল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা সারী'উল

পদ্ধতিতে, এরূপ জানোয়ার যা তোমাদের জন্য ধরে নিয়ে আসে তা খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম লও। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর

الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا

হ্বিসা-ব। ৫। আল ইয়াওমা উহ্বিল্‌লা লাকুমুত্ত্ব ত্বাইয়্যিবা-ত ; ওয়া ত্বা'আ-মুল্ লাযীনা উতুল

হিসাব গ্রহণকারী। (৫) আজ তোমাদের জন্য পবিত্র সকল বস্তু হালাল করা হল। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে

الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات

কিতা-বা হ্বিল্লুল লাকুম, ওয়া ত্বা'আ-মুকুম হ্বিল্‌লুল লাহুম, ওয়াল্ মুহ্বস্বানা-তু মিনাল্ মু'মিনা-তি

সেসব লোকের যবেহ্‌কৃত খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল। আর তোমাদের যবেহ্‌কৃত খাদ্যও তাদের জন্য হালাল, আর মুসলমান সতীসাধ্বী নারী এবং তোমাদের

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن

ওয়াল্ মুহ্বস্বানা-তু মিনাল্ লাযীনা উতুল্ কিতা-বা মিন্ ক্বাব্‌লিকুম ইযা~আ-তাইতুমূহুন্না

পূর্বে যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্য হতে সতীসাধ্বী নারী তোমাদের জন্য হালাল করা হল, যদি

أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن

উজূরাহুন্না মুহ্বস্বিনীনা গাইরা মুসা-ফিহ্বীনা ওয়ালা- মুত্তাখিযী~আখ্‌দা-ন ; ওয়া মাই

তোমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধের জন্য তাদের মহর আদায় করে থাক। কার্য চরিতার্থ বা গোপন প্রণয়ের জন্য নয়। আর যে

يَكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

ইয়াক্‌ফুর বিল ঈমা-নি ফাক্বাদ্ হ্বাবিত্বা 'আমালুহূ ওয়া হুওয়া ফিল আ-খিরাতি মিনাল্ খা-সিরীন।
ঈমানকে অস্বীকার করবে, নিশ্চয় তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে পরকালেও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হবে।

ع ১ ৫ রুকূ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ

৬। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইযা- কুম্‌তুম ইলাস্ব্ স্বালা-তি ফাগ্‌সিলূ উজূহাকুম
(৬) হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে ইচ্ছা কর, তখন তোমাদের মুখমন্ডল

وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى

ওয়া আইদিইয়াকুম ইলাল্ মারা-ফিক্বি ওয়াম্‌সাহূ বিরুউসিকুম ওয়া আর্‌জুলাকুম ইলাল
ও তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মোসেহ্ কর এবং তোমাদের পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত

الْكَعْبَيْنِ ط وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ

কা'বাইন ; ওয়া ইন্ কুন্‌তুম যুনুবান্ ফাত্ত্বাহ্‌হারূ ; ওয়া ইন্ কুন্‌তুম্ মারদ্বা~আও 'আলা- সাফারিন
কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাক, তবে (সমস্ত শরীর) পবিত্র করে নাও। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা

اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا

আও জ্বা—আ আহ্বাদুম্ মিনকুম মিনাল গা—ইত্বি আও লা-মাস্‌তুমুন্ নিসা—আ ফালাম তাজ্বিদূ মা—আন্ ফাতাইয়াম্মামূ
তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর, অনন্তর তোমরা যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম

صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ط مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ

স্বা'ঈদান ত্বাইয়্যিবান ফাম্‌সাহূ বিউজূহিকুম ওয়া আইদীকুম্ মিন্‌হু ; মা- ইউরীদুল্লা-হু
কর, তা দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল এবং তোমাদের হাতসমূহ মসেহ কর। আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন কঠোরতা

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ

লিইয়াজ্‌'আলা 'আলাইকুম মিন্ হ্বারাজ্বিওঁ ওয়ালা-কিঁই ইউরীদু লিইউত্বাহ্‌হিরাকুম ওয়া লিইউতিম্মা নি'মাতাহূ 'আলাইকুম
আরোপ করতে চান না। বরং আল্লাহ্ তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত সম্পূর্ণ করতে চান,

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ

লা'আল্লাকুম তাশ্‌কুরূন। ৭। ওয়ায্‌কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম ওয়া মীছা-ক্বাহুল্ লাযী ওয়া ছাক্বাকুম্
যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (৭) আর তোমরা স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে এবং সে অঙ্গীকারকে যা তিনি তোমাদের কাছ

بِهٖۤ لا اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

বিহী~ইয্ কুলতুম সামি'না-ওয়া আত্বা'না, ওয়াত্তাকুল্লা-হ- ; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ব স্বুদূর।
থেকে গ্রহণ করেছেন, যখন তোমরা বলেছিলে- আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ কূনূ ক্বাওয়্যা-মীনা লিল্লা-হি শুহাদা—আ বিল্ ক্বিস্‌ত্বি ওয়ালা- ইয়াজ্বরিমান্নাকুম
(৮) হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা দৃঢ় থাক। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে

شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط

শানাআ-নু ক্বাওমিন 'আলা~আল্লা- তা'দিলূ ; ই'দিলূ হুওয়া আক্বরাবু লিত্তাক্বওয়া-, ওয়াত্তাকুল্ লা-হ ;
যেন কখনো সুবিচার না করার জন্য প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায় বিচার কর, সেটা পরহেজগারীর অতি নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا

ইন্নাল্লা-হা খাবীরুম্ বিমা- তা'মালূন। ৯। ওয়া'আদাল্লা-হুল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি
নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সকল কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত। (৯) যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাঁদের জন্য

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ

লাহুম্ মাগ্‌ফিরাতুওঁ ওয়া আজ্বরুন 'আযীম। ১০। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ ওয়া কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা~উলা—ইকা
আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের। (১০) আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা

اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

আস্বহ্বা-বুল্ জ্বাহ্বীম। ১১। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুয্ কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম
বলেছে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। (১১) হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ কর।

اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط

ইয্ হাম্মা ক্বাওমুন আই ইয়াব্‌সুত্বূ~ইলাইকুম আইদিইয়াহুম ফাকাফ্‌ফা আইদিইয়াহুম 'আন্‌কুম, ওয়াত্তাকুল্লা-হ ;
যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের হস্ত প্রসারিত করতে চেয়েছিল, তখন তিনি তোমাদের থেকে তাদের হস্তগুলো প্রতিহত করলেন।

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ ج

ع ২ ৬ রুকূ

ওয়া 'আলাল্লা-হি ফাল্‌ইয়া তাওয়াক্‌কালিল্ মু'মিনূন। ১২। ওয়া লাক্বাদ্ আখাযাল্লা-হু মীছা-ক্বা বানী ~ইস্‌রা—ঈল,
তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর মুমিনগণের আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত। (১২) আর নিশ্চয় আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন।

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ط وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ

ওয়া বা'আছ্‌না- মিনহুমুছ্‌নাই 'আশারা নাক্বীবা- ; ওয়া ক্বা-লাল্লা-হু ইন্নী মা'আকুম ; লাইন্ আক্বাম্‌তুমুস্ব
আর আমি তাদের মধ্য হতে বারজন নেতা নিযুক্ত করেছিলাম। আর আল্লাহ্ বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা যদি

০ টীকা (আঃ ১১) ঃ এখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণিত একটি ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। ইহুদীদের একটি দল, রাসূল (সা) ও তাঁর বিশেষ বিশেষ সাহাবীদের এক ভোজের আমন্ত্রণ করেছিল এবং গুপ্তভাবে এই ষড়যন্ত্র করেছিল যে, আকস্মিকভাবে তাদেরকে আক্রমণ করে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু যথাসময়ে খোদার অনুগ্রহে এই ষড়যন্ত্রের কথা রাসূলে করীম (সা) জানতে পেরেছিলেন ও নিমন্ত্রণে তারা উপস্থিত হন নি। ০ টীকা (আঃ ১২) ঃ اثنى عشر ঃ (বারজন নেতা) বনী ইসরাঈলের ১২টি গোত্র ছিল। হযরত মূসা (আ) ১২ গোত্রের জন্য ১২জন নেতা মনোনীত করেছিলেন। (কুঃ কারীম)

الصلوة واتيتم الزكوة وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله

স্বালা-তা ওয়া আ-তাইতুমুয্ যাকা-তা ওয়া আ-মান্তুম্ বিরুসুলী ওয়া 'আয্যারতুমূহুম ওয়া আক্বরাদ্বতুমুল্লা-হা
সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আমার রাসূলগণের উপর ঈমান আন ও তাদেরকে সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম কর্জ দাও,

قرضا حسنا لاكفرن عنكم سياتكم ولادخلنكم جنت تجري

ক্বারদ্বান হ্বাসানাল্ লাউকাফ্ফিরান্না 'আন্কুম সাইয়্যিআ-তিকুম ওয়া লাউদ্খিলান্নাকুম জ্বান্না-তিন তাজ্বরী
তবে অবশ্যই আমি তোমাদের গুনাহ তোমাদের থেকে দূর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব এমন জান্নাতে,

من تحتها الانهر ۚ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ○

মিন্ তাহ্বতিহাল আনহা-র, ফামান্ কাফারা বা'দা-যা-লিকা মিন্কুম ফাক্বাদ্ দ্বাল্লা সাওয়া—আস সাবীল।
যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এরপরেও যে তোমাদের মধ্য হতে কুফরী করবে, সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে।

﴿١٢﴾ فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قسية ۚ يحرفون

১৩। ফাবিমা- নাক্বদ্বিহিম্ মীছা-ক্বাহুম লা'আন্না-হুম ওয়া জ্বা'আল্না- কুলূবাহুম ক্বা-সিইয়াহ, ইয়ুহ্বাররিফূনাল
(১৩) অতঃপর তাদের অংগীকার ভংগের কারণে আমি তাদেরকে অভিশপ্ত করেছি এবং তাদের অন্তরসমূহ কঠিন করে দিয়েছি। তারা

الكلم عن مواضعه ۙ ونسوا حظا مما ذكروا به ۚ ولا تزال تطلع على

কালিমা 'আম্ মাওয়া-দ্বি'ঈহী ওয়া নাসূ হ্বায্যাম মিম্মা- যুক্কিরূ বিহ, ওয়ালা- তাযা-লু তাত্ত্বালি'উ 'আলা-
বাক্যের অর্থ যথাস্থান থেকে বদলিয়ে দেয়। এবং তাদেরকে যে বিষয় উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার থেকে কিছু অংশ ভুলে গিয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের

خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ۗ ان الله يحب

খা—ইনাতিম্ মিন্হুম ইল্লা- ক্বালীলাম্ মিন্হুম ফা'ফু 'আন্হুম ওয়াস্বফাহ্ব ; ইন্নাল্লা-হা ইউহ্বিব্বুল
বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অবহিত হবেন, তাদের স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন ও ছেড়ে দিন, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের

المحسنين ﴿١٣﴾ ومن الذين قالوا انا نصرى اخذنا ميثاقهم فنسوا

মুহ্বসিনীন। ১৪। ওয়া মিনাল্ লাযীনা ক্বা-লূ~ইন্না- নাস্বা-রা~আখায্না- মীছা-ক্বাহুম ফানাসূ
ভালবাসেন। (১৪) আর যারা বলে, আমরা 'খ্রিষ্টান', আমি তাদের থেকেও অংগীকার নিয়েছিলাম। কিন্তু তাদেরকে যে বিষয়

حظا مما ذكروا به ۖ فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيمة ۗ

হ্বায্যাম্ মিম্মা- যুক্কিরূ বিহ, ফাআগরাইনা- বাইনাহুমুল 'আদা-ওয়াতা ওয়াল্ বাগ্দ্বা—আ ইলা- ইয়াওমিল ক্বিইয়া-মাহ ;
উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তার এক অংশ ভুলে গিয়েছিল। অতঃপর আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে স্থায়ী শত্রুতা ও হিংসা কিয়ামত পর্যন্ত লাগিয়ে রেখেছি।

وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ﴿١٤﴾ يا هل الكتب قد جاءكم

ওয়া সাওফা ইউনাব্বিউহুমুল্লা-হু বিমা- কা-নূ ইয়াস্বনা'উন। ১৫। ইয়া~আহ্লাল কিতা-বি ক্বাদ্ জ্বা—আকুম
আর তারা যা কিছু করত, তা আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। (১৫) হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে

رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتب ويعفوا عن

রাসূলুনা–ইউবাইয়্যিনু লাকুম কাছীরাম মিম্মা- কুন্তুম তুখ্ফূনা মিনাল কিতা-বি ওয়া ইয়া'ফূ 'আন্
আমার রাসূল এসেছেন। তিনি তোমাদের কাছে অনেক বিষয় বর্ণনা করেন, যা তোমরা কিতাব থেকে গোপন করছিলে। আর অনেক বিষয় ছেড়ে

كثير ۚ قد جاءكم من الله نور وكتب مبين ﴿١٥﴾ يهدي به الله من

কাছীর ; ক্বাদ জ্বা—আকুম্ মিনাল্লা-হি নূরুওঁ ওয়া কিতা-বুম্ মুবীন। ১৬। ইয়াহ্দী বিহিল্লা-হু মানি
দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের নিকট নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। (১৬) যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে

اتبع رضوانه سبل السلم ويخرجهم من الظلمت الى النور باذنه

ত্তাবা'আ রিদ্বওয়া-নাহূ সুবুলাস্ সালা-মি ওয়া ইউখ্রিজুহুম্ মিনায্ যুলুমা-তি ইলান্ নূরি বিইয্নিহী
তাদেরকে আল্লাহ এর দ্বারা শান্তির পথ প্রদর্শন করেন এবং তাঁদেরকে স্বীয় ইচ্ছায় আঁধার থেকে বের করে আলোর দিকে

ويهديهم الى صراط مستقيم ﴿١٦﴾ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن

ওয়া ইয়াহ্দীহিম ইলা- স্বিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম। ১৭। লাক্বাদ্ কাফারাল্ লাযীনা ক্বা-লূ~ইন্নাল্লা-হা হুওয়াল মাসীহুব্নু
আনয়ন করেন এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (১৭) নিশ্চয় যারা কুফরী করল, তারা বলে, মসীহ

مريم ۚ قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن

মারইয়াম ; ক্বুল ফামাইঁ ইয়াম্লিকু মিনাল্লা-হি শাইআন্ ইন্ আরা-দা আইঁ ইউহ্লিকাল্ মাসীহাব্না
ইবনে মারইয়াম আল্লাহ। আপনি বলুন, যদি আল্লাহ, মসীহ ইবনে মারইয়াম, তাঁর মাতাকে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব ধ্বংস

مريم وامه ومن في الارض جميعا ۗ ولله ملك السموت والارض

মার্ইয়ামা ওয়া উম্মাহূ ওয়া মান্ ফিল আর্দ্বি জ্বামী'আ- ; ওয়া লিল্লা-হি মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি
করতে ইচ্ছা করেন, তবে তাকে বাধা দেয়ার অধিকার কার আছে? আসমান ও যমীনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যা কিছু

وما بينهما ۚ يخلق ما يشاء ۚ والله على كل شيء قدير ﴿١٧﴾ وقالت اليهود

ওয়ামা- বাইনাহুমা- ; ইয়াখ্লুক্ব মা- ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ১৮। ওয়া ক্বা-লাতিল ইয়াহূদু
আছে তার উপর একমাত্র আল্লাহরই আধিপত্য। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (১৮) ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা বলে,

والنصرى نحن ابنؤا الله واحباؤه ۚ قل فلم يعذبكم بذنوبكم ۚ

ওয়ান্নাস্বা-রা- নাহ্বনু আবনা—উল্লা-হি ওয়া আহ্বিব্বা—উহ ; ক্বুল ফালিমা ইউ'আয্যিবুকুম্ বিযুনূবিকুম ;
আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয় পাত্র। আপনি বলুন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের গুনাহের জন্য শাস্তি দেবেন কেন?

بل انتم بشر ممن خلق ۚ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ۚ ولله

বাল্ আন্তুম্ বাশারুম্ মিম্মান খালাক্ব ; ইয়াগ্ফিরু লিমাইঁ ইয়াশা—উ ওয়া ইউ'আয্যিবু মাইঁ ইয়াশা—উ ; ওয়া লিল্লা-হি
বরং তোমরাও তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন আর যাকে চান শাস্তি দেন। আল্লাহরই

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۫ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۸﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ

মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়ামা- বাইনাহুমা, ওয়া ইলাইহিল মাস্বীর। ১৯। ইয়া~আহ্‌লাল কিতা-বি

কর্তৃত্ব আসমান, যমীনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তাতে। আর তাঁর দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন। (১৯) হে আহলে কিতাব!

قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا

ক্বাদ্ জ্বা—আকুম রাসূলুনা- ইউবাইয়্যিনু লাকুম 'আলা- ফাত্‌রাতিম্ মিনার্ রুসুলি আন্ তাকূলূ মা-

রাসূলগণের আগমন ধারা মুলতবি হওয়ার পর মুহূর্তে তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা বলতে

جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۫ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ

জ্বা—আনা- মিম্ বাশীরিওঁ ওয়ালা- নাযীর, ফাক্বাদ্ জ্বা—আকুম্ বাশীরুওঁ ওয়া নাযীর ; ওয়াল্লা-হু 'আলা-কুল্লি

না পার যে, আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী আসেনি। (এখন তো) তোমাদের কাছে সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী এসেছেন। আর আল্লাহ সব

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۹﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ

শাইয়িন ক্বাদীর। ২০। ওয়া ইয্ ক্বা-লা মূসা- লিক্বাওমিহী ইয়া-ক্বাওমিযকুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম ইয্

কিছুর উপর পূর্ণক্ষমতাবান। (২০) আর স্মরণ করুন! যখন মূসা তার কওমকে বললেন, হে আমার কওম! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর।

جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ

জ্বা'আলা ফীকুম আম্বিইয়া—আ ওয়া জ্বা'আলাকুম্ মুলূকাওঁ ওয়া আ-তা-কুম্ মা- লাম ইউ'তি আহ্বাদাম্ মিনাল

যখন তিনি তোমাদের ভেতর থেকে বহু নবী নির্বাচন করলেন এবং তোমাদেরকে রাজ্যেশ্বর করলেন এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন, যা বিশ্বের বুকে

الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۰﴾ يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا

'আ-লামীন। ২১। ইয়া-ক্বাওমিদ্ খুলুল্ আর্‌দ্বাল মুক্বাদ্দাসাতাল্ লাতী কাতাবাল্লা-হু লাকুম ওয়ালা-

অন্য কাউকে দেননি (২১) হে আমার কওম! তোমরা সে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। আর তোমরা

تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۲۱﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا

তারতাদ্দূ 'আলা~আদ্‌বা-রিকুম ফাতান্‌ক্বালিবূ খা-সিরীন। ২২। ক্বা-লূ ইয়া-মূসা~ইন্না ফীহা- ক্বাওমান্

পশ্চাতের দিকে ফিরে যেও না, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (২২) তারা বলল, হে মূসা! সেখানে তো এক শক্তিশালী

جَبَّارِيْنَ ۖۗ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا

জ্বাব্বা-রীন, ওয়া ইন্না- লান্‌নাদ্‌খুলাহা- হ্বাত্তা- ইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হা-, ফাইঁই ইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হা- ফাইন্না-

জাতি রয়েছে। তারা সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করব না। তবে তারা সেখান থেকে বের হলে, আমরা অবশ্যই

○ টীকা (আঃ ১৯) ঃ অর্থাৎ যদি তোমরা এই সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীর কথা না মানো তবে মনে রেখো আল্লাহ তা'আলা সর্বক্ষম ও সর্বশক্তিমান। তিনি বিনা বাধায় যে কোন শাস্তি ইচ্ছা করেন তোমাদের দান করতে পারেন। ○ টীকা (আঃ ১৯) ঃ على فترة من الرسل ঃ সুদীর্ঘ বিরতির পর রাসূলের আগমন ঘটেছে। অর্থাৎ ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের মাঝখানে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ দু' নবীর আগমনের মধ্যে কতকাল অতিবাহিত হয়েছে সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ঈসা (আ)-এর পর ছয়শ বছর নবুওয়াতের ধারা বন্ধ ছিল। কেউ বলেন, পাঁচশত ষাট বছর, কেউ বলেন, পাঁচশত চল্লিশ বছর, কেউ বলেন, চারশ ত্রিশ বছর। (তাঃ ইবনে কাছীর)

دٰخِلُوْنَ ﴿۲۲﴾ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا

দা-খিলূন। ২৩। ক্বা-লা রাজুলা-নি মিনাল্ লাযীনা ইয়াখা-ফূনা আন্'আমাল্লা-হু 'আলাইহিমাদ্‌খুলূ

সেখানে প্রবেশ করতে প্রস্তুত। (২৩) (আল্লাহ) ভীরুদের মধ্য হতে দু' ব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করছিলেন। তোমরা

عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۬ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْۤا

'আলাইহিমুল বা-ব, ফাইযা- দাখাল্‌তুমূহু ফাইন্নাকুম গা-লিবূন, ওয়া 'আলাল্লা-হি ফাতাওয়াক্কালূ~

তাদের ওপর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। অনন্তর যখন তোমরা দরজায় প্রবেশ করবে, নিশ্চয়ই তোমরা বিজয়ী হবে। আর তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর,

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۳﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا

ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন। ২৪। ক্বা-লূ ইয়া-মূসা~ইন্না- লান্ নাদ্‌খুলাহা~আবাদাম্ মা-দা-মূ ফীহা-

যদি তোমরা মুমিন হও, (২৪) তারা বলল, হে মূসা! আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না যে পর্যন্ত তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿۲۴﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ

ফায্‌হাব্ আন্‌তা ওয়া রাব্বুকা ফাক্বা-তিলা~ইন্না- হা-হুনা- ক্বা-'ইদূন। ২৫। ক্বা-লা রাব্বি ইন্নী লা~আম্‌লিকু

আপনার প্রতিপালক সেখানে যান এবং উভয়ে লড়াই করুন। আমরা এখানেই বসে রলাম। (২৫) (মূসা আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার নিজসত্ত্বা ও

اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۵﴾ قَالَ فَاِنَّهَا

ইল্লা- নাফসী ওয়া আখী ফাফ্‌রুক্ব বাইনানা- ওয়া বাইনাল ক্বাওমিল ফা-সিক্বীন। ২৬। ক্বা-লা ফাইন্নাহা-

আমার ভাইয়ের উপর ছাড়া অন্য কারো উপরই ক্ষমতা রাখি না। সুতরাং আপনি আমাদের ও অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন। (২৬) আল্লাহ বললেন,

مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ فَلَا تَاْسَ عَلَى

মুহ্বার্‌রামাতুন 'আলাইহিম আরবা'ঈনা সানাহ্, ইয়াতীহূনা ফিল আর্‌দ্বি ; ফালা- তা'সা 'আলাল্

তাদের জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ ভূ-খণ্ড নিষিদ্ধ করা হলো। তারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং আপনি এ পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের

الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۶﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

ক্বাওমিল ফা-সিক্বীন। ২৭। ওয়াত্‌লু 'আলাইহিম নাবাআব্ নাই আ-দামা বিল্ হ্বাক্ক্ব। ইয্ ক্বার্‌রাবা- ক্বুরবা-নান্

জন্য দুঃখ করবেন না। (২৭) আর আপনি আদমের দু'পুত্রের বিবরণ যথাযথভাবে তাদেরকে শোনিয়ে দিন। যখন তারা উভয়ে এক একটি কুরবানী

فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ

ফাতুক্বুব্বিলা মিন্ আহ্বাদিহিমা- ওয়া লাম ইয়ুতাক্বাব্বাল মিনাল আ-খার ; ক্বা-লা লাআক্বতুলান্নাক ; ক্বা-লা

করল, এবং তন্মধ্য হতে একজনার কুরবানী কবুল হল আর দ্বিতীয় জনেরটি কবুল হল না। সে বলতে লাগল, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। সে বলল,

○ টীকা (আঃ ২৫) ঃ فانها محرمة ঃ মূসা (আ) যখন বনী ঈসরাঈলদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করেছিলেন তখন তারা তাঁর আহ্বান উপেক্ষা করার ফলে তীহ ময়দানে তাদেরকে প্রায় বন্দী করে রাখা হয় এবং চল্লিশ বছরের মধ্যে অন্য কোথাও বের হওয়া তাঁদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। সে উন্মুক্ত প্রান্তরে তারা উদভ্রান্তের মত ঘুরতে থাকে। সীমানা পার হয়ে বের হওয়া তাদের জন্য নিষিদ্ধ ও অসাধ্য ছিল। (তাঃ ইবনে কাছীর)

○ টীকা (আঃ ২৭) ঃ হাবীল একটি সুন্দর দুম্বা আনয়ন করেছিল এবং কাবীল আনয়ন করেছিল কতগুলো শস্যের খোসা। তা এনে একস্থানে রেখে দিল। আকাশ হতে অগ্নিশিখা এসে হাবীলের মান্নত সেই দুম্বাটি পুড়ায়ে দিল। সে সময় এটাই কবুল হওয়ার আলামত ছিল। (তাঃ আশরাফী)

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي

ইন্নামা- ইয়াতাক্বাব্বালুল্লা-হু মিনাল মুত্তাক্বীন। ২৮। লাইম্ বাসাত্বতা ইলাইয়্যা ইয়াদাকা লিতাক্বতুলানী
আল্লাহ শুধু পরহেজগারদের থেকেই (কুরবানী) কবুল করেন। (২৮) তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য, আমার দিকে

مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

মা~আনা বিবা-সিত্বিই ইয়াদিইয়া ইলাইকা লিআক্বতুলাক, ইন্নী~আখা-ফুল্লা-হা রাব্বাল্ 'আ-লামীন।
হাত বাড়াও, তথাপি তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার দিকে হাত বাড়াব না। নিশ্চয় আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ

২৯। ইন্নী~উরীদু আন্ তাবূ—আ বিইছমী ওয়া ইছমিকা ফাতাকূনা মিন্ আস্বহা-বিন্ নার, ওয়া যা-লিকা
(২৯) আমি তো চাই যে, আমার গুনাহ ও তোমার গুনাহ তুমিই বহন করে নাও, অতঃপর তুমি জাহান্নামের অধিবাসী হও। আর এটাই জালিমদের প্রতিফল

جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

জাযা—উয্ যা-লিমীন। ৩০। ফাত্বাওয়া'আত্ লাহূ নাফ্সুহূ ক্বাতলা আখীহি ফাক্বাতালাহূ ফাআস্বাহা মিনাল খা-সিরীন।
হয়ে থাকে। (৩০) অতঃপর তার অন্তর তাকে নিজ ভাইকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করল। অতএব সে তাকে হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতি গ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল।

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ

৩১। ফাবা'আছাল্লা-হু গুরা-বাই ইয়াব্হাছু ফিল আরদ্বি লিইউরিইয়াহূ কাইফা ইউওয়া-রী সাওআতা আখীহ ;
(৩১) অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। সে মাটি খনন করতে লাগল, ভাই-এর মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করতে হয় তা শেখাবার জন্য।

قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي

ক্বা-লা ইয়া- ওয়াইলাতা~আ'আজাযতু আন্ আকূনা মিছ্লা হা-যাল গুরা-বি ফাউওয়া-রিইয়া সাওআতা আখী,
সে বলল, হায় আফসোস! আমি কি এই কাকের মতও হতে অক্ষম হলাম যে, আমার ভাইয়ের মৃতদেহ আবৃত করতে পারি।

فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ

ফাআস্বাহা মিনান্ না-দিমীন। ৩২। মিন আজ্লি যা-লিক, কাতাব্না- 'আলা- বানী~ইস্রা—ঈলা আন্নাহূ
ফলে সে অনুতপ্ত হলো। (৩২) এ কারণেই আমি বনী ঈসরাঈলদের প্রতি এ বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছি যে, যদি কেউ

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ

মান্ ক্বাতালা নাফ্সাম বিগাইরি নাফসিন্ আও ফাসা-দিন্ ফিল আরদ্বি ফাকাআন্নামা- ক্বাতালান্ না-সা
কাউকে হত্যা করে, অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত, অথবা পৃথিবীতে অনিষ্টকর কার্য করা ব্যতীত, তবে সে যেন সকল লোকেরই হত্যা করল।

০ টীকা (আঃ ৩০) ঃ কাবীল ও হাবীলের ঘটনা ঃ কাবীল তার ভাই হাবীলকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজতে ছিল। একদিন হাবীল পাহাড়ের উপর পশু চরাতে চরাতে ঘুমিয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে কাবীল এসে তাকে ঘুমন্ত দেখে একটি পাথর উঠিয়ে তার মাথায় নিক্ষেপ করল। তৎক্ষণাৎ তিনি সে স্থানে মারা যান। সে তাকে হত্যা করে খোলা আকাশের নীচে রেখে আসছিল। কারণ সমাধিস্থ করার নিয়ম তার জানা ছিল না। এ সময় আল্লাহ তায়ালা দু'টি কাক প্রেরণ করেন, যারা পরস্পরে সম্পর্কীয়। কাক দুটির একটি অপরটিকে মেরে ফেলল। অতঃপর জীবিত কাকটি একটি গর্ত খনন করে তার মধ্যে মৃত কাকটিকে রেখে মাটি দিয়ে চাপা দিল। অতঃপর সে (কাবিল) কাকের কাছে শিখে তার ভায়ের মৃত দেহ অনুরূপ ভাবে রাখল। (তাঃ ইবনে কাছীর)

جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا

জামী'আ-; ওয়া মান্ আহ্ইয়া-হা- ফাকাআন্নামা~আহ্ইয়ান্ না-সা জামী'আ-; ওয়া লাক্বাদ জা—আত্হুম রুসুলুনা-
আর যে ব্যক্তি কারো প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করে। আর বনী ঈসরাঈলদের প্রতি আমার রাসূলগণ

بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

বিল বাইয়্যিনা-তি ছুম্মা ইন্না ক্বাছীরাম মিনহুম বা'দা যা-লিকা ফিল্ আরদ্বি লামুস্রিফূন।
স্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিলেন। তারপরও তাদের মধ্যে অনেকেই পৃথিবীতে সীমালংঘনকারী রয়ে গেল।

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

৩৩। ইন্নামা- জ্বাযা—উল্ লাযীনা ইউহ্বা-রিবূনাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ওয়া ইয়াস্'আওনা ফিল্ আরদ্বি
(৩৩) নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি

فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ

ফাসা-দান আঁই ইউক্বাত্তালূ~আও ইউস্বাল্লাবূ~আও তুক্বাত্ত্বা'আ আইদীহিম ওয়া আরজুলুহুম মিন খিলা-ফিন্
এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা তাদেরকে শূলবিদ্ধ করানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে

أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

আও ইউন্ফাও মিনাল্ আরদ্ব ; যা-লিকা লাহুম খিয্ইউন্ ফিদ্ দুন্ইয়া- ওয়া লাহুম ফিল্ আ-খিরাতি
ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হবে। আর এটা তো তাদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা, আর পরকালে

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ

'আযা-বুন্ 'আযীম। ৩৪। ইল্লাল্ লাযীনা তা-বূ মিন্ ক্বাবলি আন্ তাক্বদিরূ 'আলাইহিম,
তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (৩৪) কিন্তু তারা ব্যতীত, তোমাদের আয়ত্বে আসার পূর্বে যারা তওবা করবে।

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا

ফা'লামূ~আন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম। ৩৫। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্তাকুল্লা-হা ওয়াব্তাগূ~
জেনে রেখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৫) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং তাঁর সান্নিধ্য

إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

ইলাইহিল ওয়াসীলাতা ওয়া জ্বা-হিদূ ফী সাবীলিহী লা'আল্লাকুম তুফ্লিহূন। ৩৬। ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ
লাভের উপায় অন্বেষণ কর। আর তাঁর রাস্তায় জেহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৩৬) যারা কুফরী করেছে

০ শানে নুযূল (আঃ ৩৩) ঃ হিজরী ষষ্ঠ বর্ষে উরাইনার কতিপয় লোক এসে ইসলাম গ্রহণপূর্বক মদীনায় বাস করছিল। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া সহ্য না হওয়ায় তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। হুযূর (সা)-এর নিজস্ব পনরটি উট শহরের বাইরে এক বাগানে গোলাম ইয়াসার (রা)-এর রক্ষণাধীনে ছিল। এদেরকে তথায় পাঠিয়ে দেয়া হল, যেন উটের দুগ্ধ ও মূত্র খেয়ে রোগমুক্ত হয়। এরা কিছুদিনের মধ্যেই রোগমুক্ত হয়ে উটগুলি নিয়ে পলায়ন করতে লাগল। ইয়াসার (রা) পশ্চাদ্ধাবন করলে তারা তাঁকে ধরে হাত পা কেটে এবং চক্ষু ও জিহ্বায় কাঁটা বেঁধে শহীদ করল। সংবাদ পেয়ে হুযূর (সা) ইবনে জাবেরের নেতৃত্বে বিশ জন অশ্বারোহী পাঠালেন। তাঁরা তাদেরকে ধরে হুযূরের দরবারে হাযির করলেন, এই ডাকাতদের শাস্তি বিধানের জন্য এই আয়াতগুলি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ)

لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ

লাও আন্না লাহুম্ মা- ফিল্ আরদ্বি জ্বামী'আওঁ ওয়া মিছ্লাহূ মা'আহূ লিইয়াফতাদূ বিহী মিন্ 'আযা-বি ইয়াওমিল্

তাদের জন্য যদি পৃথিবীর ভেতরে যা কিছু আছে তা এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো জিনিস থাকে, আর তা কিয়ামতের শাস্তি হতে মুক্তি পণ

الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٣٧ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا

ক্বিইয়া-মাতি মা- তুক্বুব্বিলা মিন্হুম, ওয়া লাহুম 'আযা-বুন আলীম। ৩৭। ইউরীদূনা আই ইয়াখ্রুজু

হিসেবে প্রদান করে, তবুও তা তাদের থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৩৭) তারা দোযখের

مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝٣٨ وَالسَّارِقُ

মিনান্ না-রি ওয়া মা-হুম বিখা-রিজ্বীনা মিন্হা, ওয়া লাহুম 'আযা-বুম্ মুক্বীম। ৩৮। ওয়াস্ সা-রিক্বু

আগুন থেকে বের হবার কামনা করবে, কিন্তু তারা সেখান থেকে কখনো বের হতে পারবে না। তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। (৩৮) পুরুষ চোর

وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ

ওয়াস্ সা-রিক্বাতু ফাক্বত্বা'উ~আইদিইয়াহুমা- জ্বাযা—আম্ বিমা- কাসাবা- নাকা-লাম্ মিনাল্লা-হ ; ওয়াল্লা-হু

ও মহিলা চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, তাদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ। এটা আল্লাহর তরফ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আর আল্লাহ

عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٣٩ فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ

'আযীযুন হ্বাকীম। ৩৯। ফামান্ তা-বা মিম্ বা'দি যুল্মিহী ওয়া আস্বলাহ্বা ফাইন্নাল্লা-হা ইয়াতূবু 'আলাইহ ;

অতিশয় ক্ষমতাশীল, মহাবিজ্ঞ। (৩৯) কিন্তু অপরাধের পরে কেউ তওবা করলে এবং নিজেকে সংশোধন করলে, নিশ্চয় আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হবেন।

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٤٠ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহ্বীম। ৪০। আলাম তা'লাম আন্নাল্লা-হা লাহূ মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব ;

নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৪০) আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই।

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝٤١ يٰٓاَيُّهَا

ইউ'আয্যিবু মাই ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াগ্ফিরু লিমাই ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ৪১। ইয়া~আইয়্যুহার্

তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (৪১) হে রাসূল!

الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا

রাসূলু লা- ইয়াহ্বযুনকাল্ লাযীনা ইউসা-রি'উনা ফিল কুফ্রি মিনাল্ লাযীনা ক্বা-লূ~আ-মান্না-

আপনাকে যেন চিন্তিত না করে (তাদের ব্যাপারে) যারা কুফরীতে দ্রুত ধাবিত হয়, যারা মুখে তো বলে আমরা ঈমান এনেছি,

○ শানে নুযূল (আঃ ৪১) ঃ খায়বারের কোন ইয়াহুদী পরিবারের দুইজন বিবাহিত পুরুষ ও নারী যিনা করল। তাওরাতে এর শাস্তি হল 'সঙ্গেসার'। তারা মদীনায় এসে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনার নিকট এর বিধান কি? তিনি বললেন, "সঙ্গেসার'। তারা বলল, তাওরাতের বিধান তো এরূপ নয়, বরং ৪০ বেত এবং মুখে কালি মেখে গাধার পীঠে চড়ায়ে শহরে ঘুরানো। জিবরাঈল (আ) এসে হুযুর (সা)-কে বললেন, এরা মিথ্যা বলছে। আপনি ইয়াহুদী আলেম ইবনে সূরিয়াকে জিজ্ঞাসা করুন। জিজ্ঞাসা করলে ইবনে সূরিয়া বলল, তাওরাতেও সঙ্গেসারেরই বিধান। অতঃপর হুযুর (সা) রায় দিলেন, উভয়কে মসজিদের দরজার পার্শ্বে পাথর মেরে হত্যা করা হোক। এ সম্বন্ধে এ আয়াতগুলি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ)

بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ

বিআফ্ওয়া-হিহিম ওয়া লাম তু'মিন্ কুলূবুহুম ; ওয়া মিনাল্ লাযীনা হা-দূ সাম্মা-'উনা লিল কাযিবি

অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে নি। আর ইয়াহুদীদের মধ্যে কতক এমন রয়েছে যারা অসত্য শ্রবণে অভ্যস্ত। তারা এমন এক

سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ

সাম্মা-'উনা লিক্বাওমিন আ-খারীনা লাম ইয়া'তূক ; ইউহ্বার্রিফূনাল কালিমা মিম্ বা'দি মাওয়া-দ্বি'ইহ,

সম্প্রদায়ের জন্য তারা কান পেতে শ্রবণ করে যারা আপনার কাছে আসে না। তারা শব্দগুলো সঠিকভাবে সাজানো থাকা সত্ত্বেও

يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ

ইয়াক্বূলূনা ইন্ উতীতুম হা-যা- ফাখুযূহু ওয়াইল্লাম তু'তাওহু ফাহ্বযারূ ; ওয়া মাই ইউরিদি

সেগুলোর অর্থে বিকৃত রূপ দেয়। তারা বলে, তোমরা যদি এ রূপ বিধান পাও, তবে তা গ্রহণ কর। আর যদি না পাও, তবে বর্জন

اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ

ল্লা-হু ফিত্নাতাহূ ফালান্ তাম্লিকা লাহূ মিনাল্লা-হি শাইআ- ; উলা—ইকাল্ লাযীনা লাম্ ইউরিদিল্লা-হু

করবে। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্য আল্লাহর কাছে আপনার কোন কিছুই করার নেই। আল্লাহ চান না

اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ۚ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

আই ইউত্বাহ্হিরা কুলূবাহুম ; লাহুম ফিদ্ দুন্ইয়া- খিয্ইউওঁ ওয়া লাহুম ফিল আ-খিরাতি 'আযা-বুন 'আযীম।

তাদের অন্তরকে পবিত্র করতে। ইহকালে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ

৪২। সাম্মা-'উনা লিল্ কাযিবি আক্কা-লূনা লিস্ সুহ্বত ; ফাইন্ জ্বা—উকা ফাহ্বকুম্ বাইনাহুম

(৪২) তারা মিথ্যা শ্রবণে খুব আগ্রহী এবং হারাম খাদ্যে অতিশয় আসক্ত। অতএব তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন

اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ

আও আ'রিদ্ব 'আন্হুম, ওয়া ইন্ তু'রিদ্ব 'আন্হুম ফালাই ইয়াদ্বুর্রূকা শাইআ- ; ওয়া ইন্

অথবা তাদের থেকে ফিরে থাকুন। যদি আপনি তাদের থেকে ফিরে থাকেন, তবে তারা আপনার বিন্দু মাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি আপনি

حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٤٢ وَكَيْفَ

হ্বাকাম্তা ফাহ্বকুম্ বাইনাহুম বিল ক্বিস্ত্ব ; ইন্নাল্লা-হা ইউহ্বিব্বুল মুক্বসিত্বীন। ৪৩। ওয়া কাইফা

তাদের মধ্যে ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করবেন। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকেই ভালবাসেন। (৪৩) আর তারা

يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ

ইউহ্বাক্কিমূনাকা ওয়া 'ইন্দাহুমুত্ তাওরা-তু ফীহা- হুকমুল্লা-হি ছুম্মা ইয়াতাওয়াল্লাওনা মিম বা'দি যা-লিক ;

কিভাবে আপনার উপর ফয়সালার দায়িত্ব অর্পণ করবে? অথচ তাদের কাছে রয়েছে তাওরাত যাতে আল্লাহর হুকুম রয়েছে।

ع ৬ ১০ রুকূ

وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ

ওয়ামা~উলা~ইকা বিল মু'মিনীন। ৪৪। ইন্না~আন্‌যাল্‌নাত্ তাওরা-তা ফীহা- হুদাওঁ ওয়া নূর, ইয়াহ্কুমু

এর পরেও তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে, তারা কখনই ঈমানদার নয়। (৪৪) নিশ্চয় আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম যার ভেতর হেদায়াত ও নূর ছিল।

بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا

বিহান্ নাবিয়্যূনাল্ লাযীনা আস্‌লামূ লিল্লাযীনা হা-দূ ওয়ার্ রাব্বা-নিইয়্যূনা ওয়াল্ আহ্বা-রু বিমাস্

আল্লাহর অনুগত নবীগণ, তদনুযায়ী ইয়াহুদীদের হুকুম দিতেন। আর আল্লাহভক্তগণ ও জ্ঞানীগণও। এ কারণে যে, তাদেরকে

اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ

তুহ্ফিযূ মিন্ কিতা-বিল্লা-হি ওয়া কা-নূ 'আলাইহি শুহাদা—আ, ফালা- তাখ্‌শাউন্ না-সা

আল্লাহর কিতাবের সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় কর না বরং আমাকেই ভয় কর।

وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

ওয়াখ্‌শাওনি ওয়ালা- তাশ্‌তারূ বিআ-ইয়া-তী ছামানান্ ক্বালীলা- ; ওয়ামাল্ লাম ইয়াহ্কুম্ বিমা~আন্‌যালাল্লা-হু

আর আমার আয়াতগুলোর বিনিময় তুচ্ছ বস্তু গ্রহণ করো না। আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٥﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

ফাউলা—ইকা হুমুল কা-ফিরূন। ৪৫। ওয়া কাতাব্‌না- 'আলাইহিম ফীহা~আন্নান্ নাফ্‌সা বিন্ নাফ্‌সি

না দিবে, তারাই পূর্ণ কাফির (৪৫) আর আমি তাদের জন্য তাতে (তাওরাতে) এ বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ,

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ

ওয়াল 'আইনা বিল 'আইনি ওয়াল্ আন্‌ফা বিল আন্‌ফি ওয়াল্ উযুনা বিল্ উযুনি ওয়াস্‌সিন্না বিস্‌সিন্নি

চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم

ওয়াল জুরূহা ক্বিস্বা-স্ব ; ফামান তাস্বাদ্দাক্বা বিহী ফাহুওয়া কাফ্‌ফা-রাতুল্ লাহ ; ওয়ামাল্ লাম ইয়াহ্কুম

এবং বিশেষ যখমের বদলে অনুরূপ যখম। কিন্তু যে তা ক্ষমা করবে, তবে সে গুনাহ্ হতে পবিত্র হয়ে যাবে। আর আল্লাহ যা

بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ

বিমা~আন্‌যালাল্লা-হু ফাউলা—ইকা হুমুয্ যা-লিমূন। ৪৬। ওয়া ক্বাফ্‌ফাইনা- 'আলা~আ-ছা-রিহিম্ বি'ঈসাব্‌নি

অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যে ফয়সালা না করে, তবে তারাই তো যালিম (৪৬) এবং আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছিলাম

○ টীকা (আঃ ৪৫) ঃ কয়েকটি জরুরী মাসআলা ঃ অন্যায়ভাবে হত্যা করার শাস্তি, হত্যা। ন্যায়ের জন্য করা জায়েয, ভুল-বশতঃ বা অনিচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি কেছাছ নয় বরং দিয়ত অর্থাৎ খুনের জরিমানা। নিজের পুত্র, কন্যা ও গোলাম ব্যতীত ইতর ভদ্র নির্বিশেষে যাদেরকেই হত্যা করুক না কেন, খুনের শাস্তি কেছাছ হবে। পুত্র, কন্যা ও গোলামের ব্যবস্থা অনুরূপ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্তন ও যখম করার ক্ষেত্রে এবং নিজের সন্তান ও গোলামের বেলায় কেছাছ নেই। যে সকল যখমে ও অঙ্গচ্ছেদে তুল্য বদলা গ্রহণ সম্ভব নয়, তাতে ন্যায়বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী মীমাংসা হবে। হত্যার বিনিময় সম্বন্ধে নিহত ব্যক্তির ওলীর এবং যখমের বিনিময় সম্বন্ধে স্বয়ং আহত ব্যক্তির ক্ষমা করবার অধিকার আছে। (বঃ কোঃ)

مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى

মারইয়ামা মুস্বাদ্দিক্বাল লিমা- বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত্ তাওরা-হ, ওয়া আ-তাইনা-হুল ইন্‌জ্বীলা ফীহি হুদাওঁ

মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে তার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থক রূপে এবং আমি তাঁকে ইঞ্জিল দান করেছিলাম। যাতে হেদায়াত

وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ○

ওয়া নূরুওঁ ওয়া মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত্ তাওরা-তি ওয়া হুদাওঁ ওয়া মাও'ইযাতাল্ লিল মুত্তাক্বীন।

ও নূর ছিল, এবং এটা তার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সত্যতার সমর্থক ছিল। আর মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ ছিল।

﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا

৪৭। ওয়াল্ ইয়াহ্কুম আহ্‌লুল ইনজ্বীলি বিমা~আন্‌যালাল্লা-হু ফীহ ; ওয়া মাল্ লাম ইয়াহ্কুম্ বিমা~

(৪৭) আর ইনজীল মতাবলম্বীদের উচিৎ যে, তার মধ্যে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী হুকুম প্রদান করা। আর আল্লাহ্ যা

أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

আন্‌যালাল্লা-হু ফাউলা—ইকা হুমুল ফা-সিকূন। ৪৮। ওয়া আন্‌যাল্‌না~ইলাইকাল কিতা-বা বিল হাক্বক্বি

অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা হুকুম করে না তারাই পাপাচারী। (৪৮) আর আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি,

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا

মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইহি মিনাল্ কিতা-বি ওয়া মুহাইমিনান্ 'আলাইহি ফাহ্কুম বাইনাহুম বিমা~

যা পূর্বের কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী এবং তার সংরক্ষকও। তাই আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী তাদের মাঝে

أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ

আন্‌যালাল্লা-হু ওয়ালা- তাত্তাবি' আহ্‌ওয়া—আহুম 'আম্মা- জ্বা—আকা মিনাল হাক্বক্ব ; লিকুল্লিন জ্বা'আলনা- মিন্‌কুম

ফয়সালা করুন; আর যে সত্য আপনার নিকট এসেছে তা ছেড়ে তাদের কামনার অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট বিধান ও সুস্পষ্ট পথ নির্ধারণ

شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ

শির্'আতাওঁ ওয়া মিন্‌হা-জ্বা- ; ওয়া লাও শা—আল্লা-হু লাজ্বা'আলাকুম উম্মাতাওঁ ওয়া-হিদাতাওঁ ওয়ালা-কিল লিইয়াব্‌লুওয়াকুম

করেছি। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে জাতি হিসেবে এক (জাতি) করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্ যা তোমাদেরকে দান করেছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে

فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم

ফী মা~আ-তা-কুম্ ফাস্‌তাবিক্বুল খাইরা-ত ; ইলাল্লা-হি মারজ্বি'উকুম জ্বামী'আন্ ফাইউনাব্বিউকুম্

পরীক্ষা করতে চান; সুতরাং তোমরা নেক কাজে ধাবিত হও; অতঃপর তোমাদের সকলকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতএব যে ব্যাপারে তোমরা

بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ

বিমা- কুন্‌তুম ফীহি তাখ্‌তালিফূন। ৪৯। ওয়া আনিহ্‌কুম্ বাইনাহুম্ বিমা~আন্‌যালাল্লা-হু ওয়ালা- তাত্তাবি'

মতভেদ করছিলে তিনি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন। (৪৯) আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করুন। আর

أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ

আহ্ওয়া—আহুম ওয়াহ্যারহুম আই ইয়াফ্তিনূকা 'আম বা'দ্বি মা~আন্যালাল্লা-হু ইলাইক ; ফাইন্

তাদের কামনার অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন যাতে আপনার উপর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার কোন বিধান থেকে আপনাকে

تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ

তাওয়াল্লাও ফা'লাম আন্নামা- ইউরীদুল্লা-হু আই ইউস্বীবাহুম্ বিবা'দ্বি যুনূবিহিম ; ওয়া ইন্না

বিচ্যুত না করতে পারে। অনন্তর যদি তারা ফিরে যায়, তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ তো তাদের কোন কোন পাপের জন্য তাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে চান। আর

كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۞ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ

কাছীরাম্ মিনান্ না-সি লাফা-সিকূন। ৫০। আফাহুক্মাল জ্বা-হিলিইয়্যাতি ইয়াব্গূন ; ওয়া মান্ আহ্সানু

মানুষের মধ্যে অনেকেই তো পাপিষ্ঠ। (৫০) তবে কি তারা জাহেলী যুগের ফয়সালা কামনা করে? দৃঢ় প্রত্যয়ী সম্প্রদায়ের

مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ

মিনাল্লা-হি হুক্মাল্ লিক্বাওমিই ইউক্বিনূন। ৫১। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাত্তাখিযুল ইয়াহূদা

জন্য ফয়সালা দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে উত্তম আর কে আছে? (৫১) হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী

وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ

ওয়ান্নাস্বা-রা~আওলিয়া—আ। বা'দ্বুহুম আওলিইয়া—উ বা'দ্ব ; ওয়া মাই ইয়াতাওয়াল্লাহুম্ মিন্কুম ফাইন্নাহু

ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর না? তারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। আর যে তোমাদের মধ্যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই মধ্যে

مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۞ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

মিন্হুম ; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দিল ক্বাওমায্ যা-লিমীন। ৫২। ফাতারাল্ লাযীনা ফী ক্বুলূবিহিম

গণ্য হবে, নিশ্চয় আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না। (৫২) যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে দেখবেন,

مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ

মারাদ্বুই ইউসা-রি'উনা ফীহিম ইয়াকূলূনা নাখ্শা~আন্ তুস্বীবানা- দা—ইরাহ ; ফা'আসাল্লা-হু

তারা তাদের সাথে দ্রুত গিয়ে মিশতেছে। তারা বলে, আমাদের আশংকা হয় যে, কালের বিবর্তনে আমরা বিপদে পড়ে যাব। হয়তো অতিশীঘ্র আল্লাহ

أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ

আঁই ইয়া'তিইয়া বিল্ ফাত্হি আও আম্‌রিম্ মিন্ 'ইন্দিহী ফাইউস্ববিহূ 'আলা- মা~আসার্রূ ফী~আনফুসিহিম

বিজয় অথবা তাঁর পক্ষ হতে এমন কোন কিছু দিবেন, যাতে তারা নিজ অন্তরে যা গোপন করছিল তার জন্য লজ্জিত

○ শানে নুযূল (আঃ ৫১) ঃ ....يايها الذين امنوا لاتتخذوا اليهود ঃ এ আয়াত আবদুল্লাহ ইবন উবাই সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আতীয়া ইবন সাআদ বলেন, উবাদা ইবনে সামিত বনী হারিছ ইবনে খাযরাজ গোত্র হতে প্রস্থান করে সোজা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বহু ইয়াহুদী বন্ধু রয়েছে, কিন্তু আমি তাদের সাথে বন্ধুত্ব ভেংগে দিলাম। কেননা, তাদের বন্ধুত্বের চেয়ে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বন্ধুত্ব শ্রেষ্ঠ মনে করি। এর প্রেক্ষিতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বলেন, আমি অবশ্য দূর-ভবিষ্যত চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তাই আমি আমার পূর্বের বন্ধুদেরকে ত্যাগ করতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবুল হাব্বাব! তুমি এ ব্যাপারে উবাদা ইবনে সামিত হতে কেন পিছপা হচ্ছে? অথচ তোমারও এটা করা উচিত। অতঃপর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (তাঃ ইবনে কাছীর)

نَادِمِينَ ۞ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ

না-দিমীন। ৫৩। ওয়া ইয়াকূলুল্ লাযীনা আ-মানূ~আহা~উলা—ইল্ লাযীনা আক্সামূ বিল্লা-হি জ্বাহ্দা আইমা-নিহিম

হতে থাকবে (৫৩) আর মুমিনগণ বলবে, এরাই কি তারা যারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করেছিল যে, তারা তোমাদেরই সাথে

إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ইন্নাহুম লামা'আকুম ; হ্বাবিত্বাত্ আ'মা-লুহুম ফাআস্ববাহূ খা-সিরীন। ৫৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ

আছে? ব্যর্থ হয়ে গেছে তাদের সব আমল। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। (৫৪) হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে

مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

মাই ইয়ার্তাদ্দা মিন্কুম 'আন্ দীনিহী ফাসাওফা ইয়া'তিল্লা-হু বিক্বাওমিই ইউহিব্বুহুম ওয়া ইউহিব্বূনাহূ~

কেউ নিজ ধর্ম হতে ফিরে গেলে অতিশীঘ্রই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে তদস্থলে সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

আযিল্লাতিন 'আলাল মু'মিনীনা আ'ইয্যাতিন 'আলাল্ কা-ফিরীন, ইয়ুজ্বা-হিদূনা ফী সাবীলিল্লা-হি

এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনগণের প্রতি সহনশীল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবেন, তারা আল্লাহর পথে

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ

ওয়ালা- ইয়াখা-ফূনা লাওমাতা লা—ইম ; যা-লিকা ফাদ্বলুল্লা-হি ইউ'তীহি মাই ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু

যুদ্ধ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভয় করবে না; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

ওয়া-সি'উন 'আলীম। ৫৫। ইন্নামা-ওয়ালিইয়্যুকুমুল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ ওয়াল্লাযীনা আ-মানুল্ লাযীনা ইউক্বীমূনাস্ব

প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী। (৫৫) তোমাদের বন্ধু তো একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আর মুমিনগণ যারা

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۞ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

স্বালা-তা ওয়া ইউ'তূনায্ যাকা-তা ওয়া হুম্ রা-কি'উন। ৫৬। ওয়া মাই ইয়াতাওয়াল্লাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ

সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে এবং তারা বিনম্র। (৫৬) আর যারা বন্ধুত্ব করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং

وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ফাইন্না হিয্বাল্লা-হি হুমুল গা-লিবূন। ৫৭। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ

মুমিনদের সাথে (তারাই আল্লাহপন্থী) আল্লাহর দল অবশ্যই বিজয়ী হবে। (৫৭) হে মুমিনগণ! তোমরা তাদেরকে

لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

লা- তাত্তাখিযুল্ লাযীনাত্তাখাযূ দীনাকুম হুযুওয়াওঁ ওয়া লা'ইবাম মিনাল্ লাযীনা উতূল

বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের দ্বীনকে উপহাস ও খেলার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে

الكتب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين

কিতা-বা মিন্ ক্বাবলিকুম ওয়াল কুফ্ফা-রা আওলিইয়া—আ, ওয়াত্তাকুল্লা-হা ইন্ কুনতুম মু'মিনীন।
কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্য হতে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা এবং আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও।

واذا ناديتم الى الصلوة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم

৫৮। ওয়া ইযা- না-দাইতুম ইলাস্ব স্বালা-তিত্ তাখাযূহা- হুযুওয়াওঁ ওয়া লা'ইবা- ; যা-লিকা বিআন্নাহুম ক্বাওমুল
(৫৮) আর যখন তোমরা সালাতের (নামায) জন্য ডাক, তারা সেটাকে, খেলার বস্তু হিসেবে গণ্য করে উপহাস করে, এর কারণ এই যে, তারা নির্বোধ

لا يعقلون ۝ قل يا هل الكتب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله

লা- ইয়া'ক্বিলূন। ৫৯। কুল্ ইয়া~আহ্লাল কিতা-বি হাল তান্ক্বিমূনা মিন্না~ইল্লা~আন্ আ-মান্না- বিল্লা-হি
সম্প্রদায়। (৫৯) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাবগণ! আমাদের প্রতি তোমাদের বিরোধ শুধু এ কারণ ছাড়া আর কি যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং ঐ

وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فسقون ۝ قل هل

ওয়ামা~উন্যিলা ইলাইনা- ওয়ামা~উন্যিলা মিন ক্বাব্লু ওয়া আন্না আকছারাকুম ফা-সিকূন। ৬০। কুল হাল্
কিতাবের প্রতি যা আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা আমাদের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই পাপিষ্ঠ। (৬০) আপনি বলুন,

انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل

উনাব্বিউকুম বিশার্রিম মিন যা-লিকা মাছূবাতান 'ইন্দাল্লা-হ ; মাল লা'আনাহুল্লা-হু ওয়া গাদ্বিবা 'আলাইহি ওয়া জ্বা'আলা
আমি কি তোমাদের এর চেয়েও নিকৃষ্ট বিষয়ের সংবাদ দিব, যা আল্লাহর নিকট আছে? আল্লাহ যাকে অভিশাপ দিয়েছেন ও যার উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। আর

منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل

মিনহুমুল ক্বিরাদাতা ওয়াল্ খানা-যীরা ওয়া 'আবাদাত্ব ত্বা-গূত ; উলা—ইকা শার্রুম্ মাকা-নাওঁ ওয়া আদ্বাল্লু
যাদের কতককে বানর ও কতককে শুকর বানিয়ে দিয়েছেন। আর যারা তাগুতের (শয়তান) ইবাদত করেছে, এরূপ লোকেরাই মর্যাদার দিক দিয়ে খুবই নিকৃষ্ট

عن سواء السبيل ۝ واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر

'আন্ সাওয়া—ইস্ সাবীল। ৬১। ওয়া ইযা- জ্বা—উকুম ক্বা-লূ~আ-মান্না- ওয়া ক্বাদ্ দাখালূ বিল কুফ্রি
আর তারাই সরল পথ থেকে অনেক দূরে। (৬১) আর তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি; অথচ তারা কুফর অবস্থায়ই প্রবেশ করে,

وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون ۝ وترى كثيرا

ওয়া হুম ক্বাদ্ খারাজু বিহ ; ওয়াল্লা-হু আ'লামু বিমা- কা-নূ ইয়াক্তুমূন। ৬২। ওয়া তারা- কাছীরাম্
এবং তারা কুফরী সহই বের হয়ে গেছে। আর আল্লাহ তো ভালভাবেই জানেন তারা যা গোপন করে। (৬২) আর আপনি

منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس

মিন্হুম ইউসা-রি'উনা ফিল্ ইছ্মি ওয়াল 'উদ্ওয়া-নি ওয়া আক্লিহিমুস্ সুহ্ত ; লাবি'সা
তাদের অধিকাংশকেই গুনাহে সীমালংঘনে ও হারাম ভক্ষণে উৎসাহী দেখবেন। তারা যা করছে

ما كانوا يعملون ۝ لولا ينههم الربنيون والاحبار عن قولهم الاثم

মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ৬৩। লাওলা- ইয়ান্হা-হুমুর্ রাব্বা-নিইয়্যূনা ওয়াল আহ্বা-রু 'আন্ ক্বাওলিহিমুল ইছ্মা
তা কতই নিকৃষ্ট। (৬৩) তাদের ধর্মীয়-নেতাগণ ও আলেমগণ কেন তাদেরকে গুনাহের কথা বলতে ও হারাম খাওয়ার

واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ۝ وقالت اليهود يد الله

ওয়া আক্লিহিমুস্ সুহ্ত ; লাবি'সা মা- কা-নূ ইয়াস্বনা'ঊন। ৬৪। ওয়াক্বা-লাতিল ইয়াহূদু ইয়াদুল্লা-হি
ব্যাপারে নিষেধ করে না? তারা যা করে তা কতইনা নিকৃষ্ট। (৬৪) ইয়াহূদীরা বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে বরং তাদের

مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتن ينفق

মাগলূলাহ ; গুল্লাত আইদীহিম ওয়া লু'ইনূ বিমা- ক্বা-লূ। বাল ইয়াদা-হু মাব্সূত্বাতা-নি ইউনফিক্বু
হাতই বন্ধ হয়ে গেছে এবং তারা যা বলেছে সে জন্য তারা অভিশপ্ত হয়েছে। বরং তাঁর উভয় হাতই প্রসারিত। যেভাবে ইচ্ছা

كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا

কাইফা ইয়াশা—উ ; ওয়ালাইয়াযীদান্না কাছীরাম্ মিন্হুম্ মা~উন্যিলা ইলাইকা মির্ রাব্বিকা ত্বুগ্ইয়া-নাওঁ
তিনি সেভাবে ব্যয় করেন। আর আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের অনেকেরই

وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيمة كلما

ওয়া কুফ্রা- ; ওয়া আল্ক্বাইনা-বাইনাহুমুল 'আদা-ওয়াতা ওয়াল্ বাগ্দ্বা—আ ইলা- ইয়াওমিল্ ক্বিইয়া-মাহ ; কুল্লামা~
বিদ্রোহ ও কুফরী বৃদ্ধি পাবে এবং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে দিয়েছি। যখনই তারা যুদ্ধের জন্য

اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله

আওক্বাদূ না-রাল্ লিল্হার্বি আত্বফাআহাল্লা-হু ওয়া ইয়াস্'আওনা ফিল আর্দ্বি ফাসা-দা- ; ওয়াল্লা-হু
আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে চায়, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। আর তারাই ভূ-পৃষ্ঠে গোলযোগ সৃষ্টি করে বেড়ায়। আর আল্লাহ গোলযোগ

لا يحب المفسدين ۝ ولو ان اهل الكتب امنوا واتقوا لكفرنا

লা- ইউহিব্বুল মুফ্সিদীন। ৬৫। ওয়া লাও আন্না আহ্লাল কিতা-বি আ-মানূ ওয়াত্তাক্বাও লাকাফ্ফার্না-
সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না। (৬৫) কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত ও তাক্ওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আমি তাদের

عنهم سياتهم ولادخلنهم جنت النعيم ۝ ولو انهم اقاموا التورىة

'আন্হুম সাইয়্যিআ-তিহিম ওয়া লাআদ্খাল্না-হুম জ্বান্না-তিন না'ঈম। ৬৬। ওয়া লাও আন্নাহুম আক্বা-মুত্ তাওরা-তা
সকল গুনাহ মাফ করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে প্রশান্তিময় জান্নাতে প্রবেশ করাতাম। (৬৬) আর যদি তারা তাওরাত ও

○ টীকা (আঃ ৬৩) ঃ ......لولا ينهاهم ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কোন কওমের কোন লোক যদি পাপাচারে লিপ্ত থাকে এবং সে কওমের অন্য লোক তা থেকে তাকে বিরত রাখার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি তারা তাকে বিরত না রাখে, তা হলে, মৃত্যুর পূর্বে তাদের উপর আল্লাহ তায়ালা আযাব অবতীর্ণ করবেন। (তাঃ ইবনে কাছীর) ○ শানে নুযূল (আঃ ৬৪) ঃ وقالت اليهود يد الله مغلولة ঃ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, শাম ইবনে কাইস নামক এক ইয়াহূদী (মুসলমানদেরকে) বলেছিল যে, তোমাদের প্রভু কৃপণ। তিনি কখনো ব্যয় করেন না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। (তাঃ ইবনে কাছীর)

وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ

ওয়াল ইন্‌জীলা ওয়া মা~উন্‌যিলা ইলাইহিম মির্‌ রাব্বিহিম লাআকালূ মিন্‌ ফাওক্বিহিম ওয়া মিন্‌ তাহ্‌তি

ইনজীল এবং তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বাস্তবায়ন করত, তবে অবশ্যই তারা তাদের উপরিভাগ হতে এবং

اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ يٰٓاَيُّهَا

আর্‌জুলিহিম ; মিন্‌হুম উম্মাতুম্‌ মুক্বতাস্বিদাহ ; ওয়া কাছীরুম্‌ মিন্‌হুম সা—আ মা- ইয়া'মালূন। ৬৭। ইয়া~আইয়্যুহার্‌

তাদের পদতল হতে আহার লাভ করত। তাদের মধ্যে একদল আছে মধ্যপন্থী। আর তাদের অধিকাংশই যা করে তা অতি জঘন্য। (৬৭) হে রাসূল!

৯ ع ১৩ রুকূ

الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ؕ

রাসূলু বাল্লিগ্‌ মা~উন্‌যিলা ইলাইকা মির্‌ রাব্বিক ; ওয়া ইল্লাম তাফ্‌'আল ফামা- বাল্লাগতা রিসা-লাতাহ ;

আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আপনি তা প্রচার করুন। আর যদি না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম প্রচার করলেন না।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾ قُلْ

ওয়াল্লা-হু ইয়া'স্বিমুকা মিনান্‌ না-স ; ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়াহ্‌দিল ক্বাওমাল কা-ফিরীন। ৬৮। ক্বুল

আল্লাহ আপনাকে মানুষের (কাফির) অনিষ্ট থেকে হেফাজত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না। (৬৮) আপনি বলে দিন,

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ

ইয়া~আহ্‌লাল্‌ কিতা-বি লাস্‌তুম 'আলা- শাইয়িন হাত্তা- তুক্বীমুত্‌ তাওরা-তা ওয়াল ইন্‌জীলা ওয়া মা~

হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা কোন কিছুর উপর (প্রতিষ্ঠিত) নও যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত, ইনজীল এবং তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে

اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ

উন্‌যিলা ইলাইকুম্‌ মির্‌ রাব্বিকুম ; ওয়া লাইয়াযীদান্না কাছীরাম্‌ মিনহুম্‌ মা~উন্‌যিলা ইলাইকা মির্‌

তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা (আমল) না করবে। তাদের অধিকাংশের বিদ্রোহ ও কুফরী অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে, যা আপনার

رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

রাব্বিকা তুগ্‌ইয়া-নাওঁ ওয়া কুফ্‌রা-, ফালা- তা'সা 'আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন। ৬৯। ইন্নাল্‌ লাযীনা আ-মানূ

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে। সুতরাং আপনি কাফির সম্প্রদায়ের উপর আফসোস করবেন না। (৬৯) নিশ্চয় মুমিনগণ,

وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

ওয়াল্লাযীনা হা-দূ ওয়াস্‌স্বা-বিউনা ওয়ান্নাস্বা-রা- মান আ-মানা বিল্লা-হি ওয়াল্‌ ইয়াওমিল আ-খিরি

ইয়াহুদীগণ, সাবীগণ ও খ্রিষ্টানগণের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে এবং

○ টীকা (আঃ ৬৭) ঃ والله يعصمك من الناس ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) প্রহরী বেষ্টিত থাকা অবস্থায় والله يعصمك من الناس, আয়াতটি নাযিল হয়। ফলে তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁবু থেকে মাথা বের করে বলেন, হে লোক সকল! তোমরা চলে যাও। আল্লাহ স্বয়ং আমাকে তাঁর আশ্রয়ে নিয়েছেন। (তাঃ ইবনে কাছীর)

○ টীকা (আঃ ৬৮) ঃ এই আয়াতটির সারমর্ম এই যে, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা যে পন্থায় রয়েছ, আল্লাহর নিকট এটা কোন পন্থাই নয়। এই পথে থেকে কখনো তোমরা নাজাত পাবে না। একমাত্র ইসলাম গ্রহণের উপরই মুক্তি নির্ভর করে। (বঃ কোঃ)

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ اَخَذْنَا

ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহান্‌ ফালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা- হুম ইয়াহ্‌যানূন। ৭০। লাক্বাদ্‌ আখাযনা-

নেক আমল করবে, তাদের (শেষ দিবসে) কোন ভয় নেই এবং তাঁরা বিষণ্ণও হবে না। (৭০) নিশ্চয় আমি বনী ইসরাঈলের

مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ

মীছা-ক্বা বানী~ইস্‌রা—ঈলা ওয়া আর্‌সাল্‌না~ইলাইহিম রুসুলা- ; কুল্লামা- জ্বা—আহুম রাসূলুম্‌

কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের নিকট বহু রাসূল পাঠিয়েছিলাম। যখনই তাদের নিকট কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে আসতেন যা

بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوْٓا اَلَّا

বিমা- লা- তাহ্‌ওয়া~আনফুসুহুম ফারীক্বান্‌ কায্‌যাবূ ওয়া ফারীক্বাই ইয়াক্বতুলূন।৭১। ওয়া হ্বাসিবূ~আল্লা-

তাদের মনঃপূত হতো না তখনই তারা কতিপয়কে মিথ্যাবাদী বলত এবং অন্য কতিপয়কে হত্যা করত। (৭১) তারা এ ধারণা করেছিল যে,

تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ

তাকূনা ফিত্‌নাতুন্‌ ফা'আমূ ওয়া স্বাম্মূ ছুম্মা তা-বাল্লা-হু 'আলাইহিম ছুম্মা 'আমূ ওয়া স্বাম্মূ কাছীরুম্‌

তাদের কোন ক্ষতি হবে না। ফলে তারা আরো অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ পুনরায় তাদের তওবা কবুল করলেন, তারপর তাদের অনেকেই অন্ধ

مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧١﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ

মিন্‌হুম ; ওয়াল্লা-হু বাস্বীরুম্‌ বিমা- ইয়া'মালূন। ৭২। লাক্বাদ কাফারাল্‌ লাযীনা ক্বা-লূ~ইন্নাল্লা-হা হুওয়াল

ও বধির হয়ে রইল। বস্তুত তাদের সকল কার্যক্রম আল্লাহ দেখেন। (৭২) নিশ্চয় কাফির হয়েছে সে সব লোক যারা বলেছে,

الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ

মাসীহুব্‌নু মারইয়াম ; ওয়া ক্বা-লাল্‌ মাসীহু ইয়া-বানী~ইস্‌রা—ঈলা' বুদুল্লা-হা

মারইয়াম পুত্র মসীহই আল্লাহ। অথচ মসীহ বলেছিল, হে বনী ঈসরাইল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার ও তোমাদের

رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ

রাব্বী ওয়া রাব্বাকুম ; ইন্নাহূ মাই ইউশ্‌রিক বিল্লা-হি ফাক্বাদ্‌ হ্বার্‌রামাল্লা-হু 'আলাইহিল জান্নাতা ওয়া মা'ওয়া-হুন্‌

প্রতিপালক। নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার উপর অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তাঁর বাসস্থান

النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ

না-র ; ওয়া মা-লিয্‌যা-লিমীনা মিন্‌ আন্‌স্বা-র। ৭৩। লাক্বাদ কাফারাল্‌ লাযীনা ক্বা-লূ~ইন্নাল্লা-হা

হবে জাহান্নাম। এবং যালেমদের কোনই সাহায্যকারী হবে না। (৭৩) সেসব লোক অবশ্যই কাফির হয়েছে, যারা বলে, আল্লাহ

○ টীকা (আঃ ৭১) ঃ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের নিকট হতে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবীর প্রতি ঈমান আনবে ও তাঁদের আনুগত্য করবে। কিন্তু তারা মানল না। ফলে আল্লাহ বোখত্ নাছার নামক এক জালিম বাদশাহকে তাদের উপর চড়াও করে দিলেন। এর হাতে তারা নানা প্রকার অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে লাগল। আবার আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করে তওবা করল। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন এবং এই লাঞ্ছনা ও অপমান হতে মুক্তি দিলেন। আবার তারা হযরত ইয়াহ্ইয়াকে হত্যা করল এবং হযরত ঈসাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। অর্থাৎ তারা পুনরায় আল্লাহর হুকুম-আহ্কাম হতে অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। মোটকথা, তাদের অভ্যাসের পরিবর্তন হল না। (ফতহুল বায়ান)

ثالث ثلثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون

ছা-লিছু ছালা-ছাহ্। ওয়ামা- মিন ইলা-হিন ইল্লা~ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদ ; ওয়াইল্ লাম ইয়ান্তাহূ 'আম্মা- ইয়াক্বূলূনা

তিনজনার মধ্যে একজন। অথচ এক মা'বুদ (আল্লাহ) ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আর তারা যা বলে তার থেকে যদি তারা বিরত না হয়, তবে

ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم ﴿٧٤﴾ افلا يتوبون الى الله

লাইয়ামাস্সান্নাল্ লাযীনা কাফারূ মিন্হুম 'আযা-বুন আলীম। ৭৪। আফালা- ইয়াতূবূনা ইলাল্লা-হি

তাদের মধ্যে যারা কাফির হয়েছে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবেই। (৭৪) (এরপরেও) কেন তারা আল্লাহর নিকট

ويستغفرونه والله غفور رحيم ﴿٧٥﴾ ما المسيح ابن مريم الا رسول

ওয়া ইয়াস্তাগ্ফিরূনাহ ; ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহীম। ৭৫। মাল্ মাসীহুব্নু মার্ইয়ামা ইল্লা- রাসূল,

তওবা করছে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছে না? অথচ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (৭৫) মারইয়াম পুত্র মাসীহ একজন রাসূল

قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا ياكلن الطعام انظر

ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাব্লিহির্ রুসূল ; ওয়া উম্মুহূ স্বিদ্দীক্বাহ ; কা-না- ইয়া'কুলা-নিত্ব ত্বা'আ-ম ; উন্যুর্

ছাড়া আর কেউ নন। নিশ্চয় তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। আর তাঁর মাতা একজন সত্যবাদিনী ছিলেন। তাঁরা উভয়েই খাবার খেতেন। দেখুন, তাদের জন্য আমি

كيف نبين لهم الايت ثم انظر انى يؤفكون ﴿٧٦﴾ قل اتعبدون

কাইফা নুবাইয়্যিনু লাহুমুল আ-ইয়া-তি ছুম্মান্যুর আন্না- ইউ'ফাকূন। ৭৬। কুল আতা'বুদূনা

কেমনভাবে আয়াতগুলো বর্ণনা করি। আর দেখুন, তারা কিভাবে উল্টো দিকে ফিরে যাচ্ছে। (৭৬) বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে

من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم

মিন্ দূনিল্লা-হি মা-লা- ইয়াম্লিকু লাকুম দ্বার্রাওঁ ওয়ালা- নাফ্'আ ; ওয়াল্লা-হু হুওয়াস্ সামী'উল 'আলীম।

এমন কারো ইবাদত কর, যে তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার কোনই ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

﴿٧٧﴾ قل ياهل الكتب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء

৭৭। কুল ইয়া~আহ্লাল কিতা-বি লা-তাগ্লূ ফী দীনিকুম গাইরাল্ হাক্কি ওয়ালা- তাত্তাবি'উ~আহ্ওয়া—আ

(৭৭) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের ধর্মে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি কর না এবং তোমরা সে সম্প্রদায়ের

قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل

ক্বাওমিন্ ক্বাদ দ্বাল্লূ মিন ক্বাব্লু ওয়া আদ্বাল্লূ কাছীরাওঁ ওয়া দ্বাল্লূ 'আন্ সাওয়া—ইস্ সাবীল।

খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না যারা অতীতে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, বস্তুত তারা সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে।

১০ ع ১৪ রুকূ

﴿٧٨﴾ لعن الذين كفروا من بني اسراءيل على لسان داود وعيسى ابن

৭৮। লু'ইনাল্ লাযীনা কাফারূ মিম্ বানী~ইস্রা—ঈলা 'আলা- লিসা-নি দা-উদা ওয়া 'ঈসাব্নি

(৭৮) বনী ঈসরাইলদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা দাউদ এবং মারইয়াম-পুত্র ঈসার ভাষায় অভিশপ্ত হয়েছিল।

مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ﴿٧٨﴾ كانوا لا يتناهون عن منكر

মারইয়াম ; যা-লিকা বিমা- 'আস্বাও ওয়া কা-নূ ইয়া'তাদূন। ৭৯। কা-নূ লা- ইয়াতানা-হাওনা 'আম্ মুন্কারিন্

এর কারণ ছিল যে, তারা ছিল নাফরমান ও সীমা অতিক্রমকারী। (৭৯) তারা যে (অন্যায়) কাজ করতো একে অপরকে সে অন্যায়

فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ﴿٧٩﴾ ترى كثيرا منهم يتولون الذين

ফা'আলূহ ; লাবি'সা মা- কা-নূ ইয়াফ্'আলূন। ৮০। তারা- কাছীরাম্ মিন্হুম ইয়াতাওয়াল্লাওনাল্ লাযীনা

কাজ থেকে বাঁধা প্রদান করত না। তারা যা করত তা কতইনা নিন্দিত। (৮০) আপনি তাদের অনেককে দেখতে পাবেন যারা

كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي

কাফারূ ; লাবি'সা মা- ক্বাদ্দামাত লাহুম আনফুসুহুম আন সাখিত্বাল্লা-হু 'আলাইহিম ওয়া ফিল

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা তাদের ভবিষ্যতের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই নিকৃষ্ট। যেহেতু আল্লাহ তাদের উপর নারাজ হয়েছেন, ফলতঃ তারা

العذاب هم خلدون ﴿٨٠﴾ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما

'আযা-বি হুম খা-লিদূন। ৮১। ওয়া লাও কা-নূ ইউ'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়ান্নাবিয়্যি ওয়ামা~

সর্বদা শাস্তির মধ্যে থাকবে। (৮১) আর যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও নবী এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে

انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فسقون

উন্যিলা ইলাইহি মাত্তাখাযূহুম আওলিইয়া—আ ওয়ালা-কিন্না কাছীরাম মিনহুম ফা-সিকূন।

ঈমান আনত, তবে তারা কখনো তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

﴿٨٢﴾ لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين

৮২। লাতাজ্বিদান্না আশাদ্দান্ না-সি 'আদা-ওয়াতাল্ লিল্লাযীনা আ-মানুল ইয়াহূদা ওয়াল্ লাযীনা

(৮২) মানুষদের মধ্যে অবশ্য আপনি মুসলমানদের সাথে শত্রুতায় বেশী উগ্র পাবেন ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে।

اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا

আশ্রাকূ, ওয়া লাতাজ্বিদান্না আক্বরাবাহুম্ মাওয়াদ্দাতাল্ লিল্ লাযীনা আ-মানুল্ লাযীনা ক্বা-লূ~ইন্না-

আর তাদেরকে যারা নিজেদেরকে বলে, আমরা নাসারা, মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অতি নিকটতম পাবেন।

نصرى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون

নাস্বা-রা-; যা-লিকা বিআন্না মিন্হুম ক্বিস্সীসীনা ওয়া রুহ্বা-নাও ওয়া আন্নাহুম লা- ইয়াস্তাক্বিরূন।

এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে বহু জ্ঞানী এবং দুনিয়া ত্যাগী বহু দরবেশ। আর এ কারণে যে, তারা অহংকারও করে না।

○ শানে নুযূল (আঃ ৮১) ঃ মদীনায় হিজরতের পূর্বে হযরত জা'ফর ছাদেক তাইয়ার সহ কতিপয় মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। হাবশীরা তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় নি। হাবশী খ্রিষ্টানগণ সত্যিকারে ইঞ্জীলের অনুসারী এবং খুবই উদার-হৃদয় ছিল। বিশেষ করে আবিসিনিয়ার তদানিন্তন বাদশাহ্ এবং তাঁর বন্ধুগণ, ইসলামের সত্যকে কবুল করে ছিলেন। তাঁরা নিজেদের স্থানে থেকেও হযরত জা'ফরের মুখে কোরআন শুনে ক্রন্দন করেছিলেন এবং মুসলমান হয়েছিলেন। আবার ত্রিশজন আলেম তাঁদের মধ্য হতে হুযুর (সা)-এর দরবারে এসে কোরআন শুনে কাঁদছিলেন এবং মুসলমান হয়েছিলেন। বিশেষ করে এই বিষয় নাজ্জাশীদের বর্ণনাই এই আয়াতগুলিতে করা হয়েছে। (বঃ কোঃ)

۞ وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا

৮৩। ওয়া ইযা- সামি'উ মা~উন্‌যিলা ইলার্‌ রাসূলি তারা~আ'ইউনাহুম তাফীদ্বু মিনাদ্‌ দাম্‌'ই মিম্মা-
(৮৩) আর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে যখন তারা তা শোনে, তখন আপনি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবেন। এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে।

عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝ وَمَا لَنَا

'আরাফূ মিনাল্‌ হাক্কি, ইয়াকূলূনা রাব্বানা~আ-মান্না- ফাক্‌তুবনা- মা'আশ্‌ শা-হিদীন। ৮৪। ওয়ামা- লানা-
তারা বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে সত্যায়নকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও। (৮৪) আর আমাদের

لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ

লা-নু'মিনু বিল্লা-হি ওয়ামা- জ্বা—আনা- মিনাল্‌ হাক্কি ওয়া নাত্বমা'উ আই ইউদ্‌খিলানা- রাব্বুনা- মা'আল্‌
কি আপত্তি থাকতে পারে যে, আমরা ঈমান আনব না আল্লাহর প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে পৌঁছেছে তার প্রতি, অথচ আমরা আশা করব যে, আমাদের প্রতিপালক

الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ۝ فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

ক্বাওমিস্‌ স্বা-লিহীন। ৮৫। ফাআছা-বাহুমুল্লা-হু বিমা- ক্বা-লূ জান্না-তিন্‌ তাজ্‌রী মিন্‌ তাহ্‌তিহাল
আমাদেরকে নেককার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেবে? (৮৫) আল্লাহ তাদের এ কথার জন্য তাদেরকে প্রতিদান দিবেন এমন জান্নাত, যার তলদেশে

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ

আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা-; ওয়া যা-লিকা জ্বাযা—উল মুহ্‌সিনীন। ৮৬। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ ওয়া
নহরসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আর নেককারদের প্রতিদান এটাই। (৮৬) আর যারা কুফরী করেছে এবং

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা~উলা—ইকা আস্‌হা-বুল জ্বাহীম। ৮৭। ইয়া~আইয়্যুহাল্‌ লাযীনা আ-মানূ
আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী। (৮৭) হে মুমিনগণ! তোমরা হারাম কর না সেসব

لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ

লা-তুহার্‌রিমূ ত্বাইয়্যিবা-তি মা~আহাল্লাল্লা-হু লাকুম ওয়ালা- তা'তাদূ ; ইন্নাল্লা-হা লা- ইউহিব্বুল
উৎকৃষ্ট বস্তু যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন। আর তোমরা সীমালংঘন কর না; নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে

الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ

মু'তাদীন। ৮৮। ওয়াকুলূ মিম্মা- রাযাক্বাকুমুল্লা-হু হ্বালা-লান ত্বাইয়্যিবাওঁ ওয়াত্তাক্বুল্লা-হাল্‌ লাযী~
ভালবাসেন না। (৮৮) আর তোমরা খাও সেসব বস্তু থেকে যা আল্লাহ তোমাদেরকে হালাল ও উৎকৃষ্ট রিযিক দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর

○ শানে নুযূল (আঃ ৮৩) ঃ ......واذا سمعوا ঃ এ আয়াতগুলো নাজ্জাশীর সে প্রতিনিধি দলের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল, যাদেরকে নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহর (স) বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তাঁর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। যখন তাঁরা এসে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করল এবং তাঁর পবিত্র কণ্ঠে কুরআন শুনল, তখন তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করল এবং অঝোরে কাঁদতে লাগল। অতঃপর তারা নাজ্জাশীর কাছে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে সকল তথ্য খুলে বলল। (তাঃ ইবনে কাছীর) ○ টীকা (আঃ ৮৭) ঃ তিরমিযী শরীফে ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি হুজুরের খেদমতে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি গোশত আহার করলে নারীদের প্রতি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ি এবং আমার মধ্যে যৌন লিপসার আকাঙ্খাটি খুব প্রকট রূপ ধারণ করে, এ কারণে আমি গোশত ভক্ষণ করা নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছি, তখন আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

সূরা মা-য়িদাহ্‌ ঃ ৫ নূরানী বাংলা উচ্চারণ কোরআন শরীফ ওয়া ইযা- সামি'উ ঃ ৭

اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ

আনতুম বিহী মু'মিনূন। ৮৯। লা-ইউআ-খিযুকুমুল্লা-হু বিল্‌ লাগ্‌ওয়ি ফী~আইমা-নিকুম ওয়ালা-কিঈ
যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (৮৯) আল্লাহ তোমাদেরকে অনর্থক কসমের জন্য দায়ী করবেন না। কিন্তু দায়ী করবেন সে

يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ

ইউআ-খিযুকুম্‌ বিমা- 'আক্বক্বাত্‌তুমুল্‌ আইমা-ন, ফাকাফ্‌ফা-রাতুহূ~ইত্ব্‌'আ-মু 'আশারাতি মাসা-কীনা
কসমের জন্য যা তোমরা দৃঢ়ভাবে কর। অতএব এর কাফ্‌ফারা– দশজন মিসকীনকে খাদ্য দেয়া মধ্যম ধরনের, যা তোমরা নিজ

مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ

মিন্‌ আওসাত্বি মা- তুত্ব্‌'ইমূনা আহলীকুম আও কিস্‌ওয়াতুহুম আও তাহ্‌রীরু রাক্বাবাহ ; ফামাল্‌ লাম
পরিবারের লোকদের খেতে দাও। অথবা, তাদেরকে কাপড় প্রদান অথবা একজন গোলাম আজাদ করা। আর যার সামর্থ্য হবে না

يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوْٓا

ইয়াজ্বিদ্‌ ফাস্বিয়া-মু ছালা-ছাতি আইয়্যা-ম ; যা-লিকা কাফ্‌ফা-রাতু আইমা-নিকুম ইযা- হালাফ্‌তুম ; ওয়াহ্‌ফাযূ~
তার জন্য তিনদিন রোজা রাখা। এটাই তোমাদের কসমের কাফ্‌ফারা, যখন তোমরা কসম করে বসবে। আর তোমরা তোমাদের কসম রক্ষা করবে।

اَيْمَانَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

আইমা-নাকুম ; কাযা-লিকা ইউবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম আ-ইয়া-তিহী লা'আল্লাকুম তাশ্‌কুরূন। ৯০। ইয়া~আইয়্যুহাল্‌ লাযীনা
এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৯০) হে

اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ

আ-মানূ~ইন্নামাল্‌ খাম্‌রু ওয়াল্‌ মাইসিরু ওয়াল্‌ আন্‌স্বা-বু ওয়াল্‌ আয্‌লা-মু রিজ্‌সুম্‌ মিন 'আমালিশ্‌ শাইত্বা-নি
মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারক তীর এগুলো অপবিত্র শয়তানী কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো বর্জন কর।

فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ

ফাজ্‌তানিবূহু লা'আল্লাকুম তুফ্‌লিহূন। ৯১। ইন্নামা- ইউরীদুশ্‌ শাইত্বা-নু আই ইউক্বি'আ বাইনাকুমুল
যাতে তোমরা সফল হতে পার। (৯১) শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ

'আদা-ওয়াতা ওয়াল্‌ বাগ্‌দ্বা—আ ফিল্‌ খাম্‌রি ওয়াল মাইসিরি ওয়া ইয়াস্বুদ্দাকুম 'আন্‌ যিক্‌রিল্লা-হি ওয়া 'আনিস্‌ স্বালা-হ্‌,
বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির এবং নামায থেকে বিরত রাখতে। অতএব এখনো

○ শানে নুযূল (আঃ ৯০) ঃ ......انما الخمر والميسر ঃ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, দু' দল আনসারের মধ্যে হাতাহাতির কারণে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয়। তারা উভয় দল একত্রে অতিরিক্ত মদপান করে হুঁশ হারিয়ে ফেলে এবং উত্তেজিত হয়ে উঠে। ফলে এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই আঘাত প্রাপ্ত হয়। তারা প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর এ ঘটনা নিয়ে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ ইবনে কাছীর) ○ টীকা (আঃ ৯০) ঃ খেজুর বা আঙ্গুর ইত্যাদি ফলের রসকে পচায়ে 'নেশাদার' করলে তা নাপাক এবং হারাম। আর যাকে না পচায়ে 'নেশাদার' করা হয় তা হারাম; কিন্তু নাপাক নয়। জুয়া সর্বাবস্থায়ই হারাম। (মুঃ কোঃ)

فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن

ফাহাল্ আন্‌তুম্ মুন্‌তাহূন। ৯২। ওয়া আত্বী'উল্লা-হা ওয়া আত্বী'উর্ রাসূলা ওয়াহ্‌যারূ, ফাইন্
কি তোমরা বিরত হবে না? (৯২) আর তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং সাবধান হও। এরপর যদি ফিরে

تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا

তাওয়াল্লাইতুম ফা'লামূ~আন্নামা- 'আলা- রাসূলিনাল বালা-গুল মুবীন। ৯৩। লাইসা 'আলাল্ লাযীনা আ-মানূ
যাও তবে জেনে রেখ যে, আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেয়া। (৯৩) যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে তারা যা

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি জুনা-হুন্ ফীমা- ত্বা'ইমূ~ইযা- মাত্‌তাক্বাও ওয়া আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি
(পূর্বে) আহার করেছে সে ব্যাপারে তাদের কোন পাপ নেই, যখন তারা সাবধান হয়েছে এবং ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে।

ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا

১২ ع ৯ ২ রুকূ

ছুম্মাত্তাক্বাও ওয়া আ-মানূ ছুম্মাত্তাক্বাও ওয়া আহ্বসানূ ; ওয়াল্লা-হু ইউহিব্বুল মুহ্বসিনীন। ৯৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্
অতঃপর সাবধান হয় এবং ঈমান আনে, আবার সাবধান হয় এবং নেক কাজ করে। আল্লাহ পূন্যবানদের ভালবাসেন। (৯৪) হে

الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ

লাযীনা আ-মানূ লাইয়াব্‌লুওয়ান্নাকুমুল্লা-হু বিশাইইম্ মিনাস্বস্বাইদি তানা-লুহূ~আইদীকুম
মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে এমন শিকার দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবেন যে পর্যন্ত তোমাদের হাত ও তোমাদের বর্শা

وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ

ওয়া রিমা-হুকুম লিইয়া'লামাল্লা-হু মাইঁ ইয়াখা-ফুহূ বিল্‌গাইব, ফামানি'তাদা- বা'দা যা-লিকা
পৌছতে পারবে। যাতে আল্লাহ জানতে পারেন, কে অদৃশ্যভাবে তাঁকে ভয় করে। সুতরাং যে এরপরও সীমালংঘন করবে

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ

ফালাহূ 'আযা-বুন আলীম। ৯৫। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাক্বতুলুস্বস্বাইদা ওয়া আন্তুম হুরুম ;
তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৯৫) হে মুমিনগণ! তোমরা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকারী (জন্তু) হত্যা করো না।

وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ

ওয়া মান্ ক্বাতালাহূ মিন্‌কুম্ মুতা'আম্মিদান্ ফাজ্বাযা—উম্ মিছ্‌লু মা-ক্বাতালা মিনান্ না'আমি ইয়াহ্বকুমু বিহী
আর তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছাপূর্বক তা হত্যা করবে, তার বিনিময় হচ্ছে, অনুরূপ জন্তু যেরূপ সে হত্যা করেছে। যা তোমাদের

○ শানে নুযূল (আঃ ৯৩) ঃ পূর্বোক্ত আয়াত দ্বারা মদ্যপান ও জুয়া হারাম হয়ে গেলে কোন কোন সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে অনেক লোকই মদ্যপায়ী ছিলেন, জুয়ালব্ধ মালও ভক্ষণ করতেন। এই হারাম মাল পেটে থাকা অবস্থায়ই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। অতঃপর এইগুলি হারাম হয়েছে। তাদের কি অবস্থা হবে? এ সম্বন্ধে এই আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াতটির সারমর্ম এই যে, হারাম হওয়ার পূর্বে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের কোন পাপ নেই। (বঃ কোঃ) ○ শানে নুযূল (আঃ ৯৫) ঃ হোদায়বিয়ার বছর হুযূর (সা) ওমরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে তাঁর ও সাথী সাহাবায়ে কেরামের এহ্‌রামের অবস্থায় পথিমধ্যে দলে দলে শিকারের জন্তু এসে তাদের পাশ ঘেঁসিয়ে চলত। এহ্‌রামের অবস্থায় থাকাবশতঃ তারা শিকার করতে পারতেন না। এ সম্বন্ধে এ আয়াত নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ)

ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ

যাওয়া- 'আদ্‌লিম মিন্‌কুম হাদ্‌ইয়াম্ বা-লিগাল কা'বাতি আও কাফ্‌ফা-রাতুন্ ত্বা'আ-মু মাসা-কীনা আও 'আদ্‌লু যা-লিকা
মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ন লোক ফয়সালা করবে। যা কুরবানী স্বরূপ কা'বাতে পৌছিয়ে দিবে বা তার কাফ্‌ফারা হবে মিসকীনকে খাদ্য দান বা সমসংখ্যক রোযা

صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ

স্বিয়া-মাল্ লিয়াযূক্বা ওয়া বা-লা আম্‌রিহ্ ; 'আফাল্লা-হু 'আম্মা- সালাফ ; ওয়ামান 'আ-দা ফাইয়ান্‌তাক্বিমুল্লা-হু মিন্‌হ ;
রাখা। যেন সে নিজ কৃতকর্মের পরিণামে স্বাদ ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর যে কেউ তা পুনরায় করবে, আল্লাহ তার প্রতিশোধ নিবেন।

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ

ওয়াল্লা-হু 'আযীযুন্ যুন্‌তিক্বা-ম। ৯৬। উহ্বিল্লা লাকুম স্বাইদুল বাহ্বরি ওয়া ত্বা'আ-মুহূ মাতা-'আল লাকুম
আর আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৯৬) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের এবং ভ্রমণকারীদের

وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

ওয়া লিস্‌সাইয়া-রাহ্, ওয়া হুর্‌রিমা 'আলাইকুম স্বাইদুল বার্‌রি মা- দুমতুম হুরুমা- ; ওয়াত্তাকুল্লা-হাল্লাযী~
উপভোগের জন্য। আর যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক ততক্ষণ স্থলভাগের শিকার ধরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর

إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ

ইলাইহি তুহ্বশারূন। ৯৭। জ্বা'আলাল্লা-হুল কা'বাতাল্ বাইতাল হ্বারা-মা ক্বিয়া-মাল লিন্না-সি ওয়াশ্ শাহ্‌রাল
যার কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (৯৭) পবিত্র গৃহ কা'বাকে আল্লাহ মানুষের জন্য নিরাপদস্থল বানিয়েছেন এবং অনুরূপ সম্মানিত মাসগুলো এবং কা'বায়

الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

হ্বারা-মা ওয়াল হাদ্‌ইয়া ওয়াল ক্বালা—ইদ; যা-লিকা লিতা'লামূ~আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা-ফিস সামা-ওয়া-তি
প্রেরিত জীবগুলো এবং গলায় মালা দেয়া পশুগুলোকেও মানুষের কল্যাণের জন্য সু-প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা এ কারণে যে, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আসমান

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

ওয়ামা- ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়া আন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইইন 'আলীম। ৯৮। ই'লামূ~আন্নাল্লা-হা শাদীদুল
ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহ অবগত এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৯৮) তোমরা জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ

الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

'ইক্বা-বি ওয়া আন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহ্বীম। ৯৯। মা- 'আলার্ রাসূলি ইল্লাল বালা-গ ; ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু
কঠিন শাস্তি দাতা এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৯৯) রাসূলের কর্তব্য শুধু পৌছিয়ে দেয়া। আর যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা

مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾ قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

মা- তুব্‌দূনা ওয়ামা- তাক্‌তুমূন। ১০০। কুল্ লা- ইয়াসতাবীল খাবীছু ওয়াত্ত্বাইয়্যিবু ওয়ালাও আ'জ্বাবাকা
তোমরা গোপন কর সবই আল্লাহ জানেন। (১০০) আপনি বলুন, অপবিত্র ও পবিত্র এক নয়। যদিও অপবিত্রের আধিক্য আপনাকে

كثرة الخبيث فاتقوا الله يا ولي الالباب لعلكم تفلحون ۝ يا ايها

কাছ্রাতুল খাবীছ্, ফাত্তাকুল্লা-হা ইয়া~উলিল আল্বা-বি লা'আল্লাকুম তুফ্লিহূন। ১০১। ইয়া~আইয়্যুহাল্
অবাক করে। অতএব হে জ্ঞানীগণ! আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (১০১) হে মুমিনগণ!

১৩ ع ৭ ৩ রুকূ

الذين امنوا لا تسئلوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسئلوا

লাযীনা আ-মানূ লা-তাস্আলূ 'আন্ আশইয়া—আ ইন তুব্দা লাকুম তাসু'কুম, ওয়া ইন্ তাসআলূ
তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যদি তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়; তবে তোমাদের দুঃখের কারণ হবে। আর যদি তোমরা

عنها حين ينزل القران تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم ۝

'আনহা- হ্বীনা ইউনায্যালুল কুরআ-নু তুব্দা লাকুম ; আফাল্লা-হু 'আন্হা-; ওয়াল্লা-হু গাফূরুন হ্বালীম।
কুরআন অবতীর্ণের সময় সে সব বিষয় প্রশ্ন কর, তবে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ অতীতের সবপ্রশ্ন ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كفرين ۝ ما جعل الله

১০২। ক্বাদ্ সাআলাহা- ক্বাওমুম্ মিন্ ক্বাব্লিকুম ছুম্মা আস্বাহূ বিহা- কা-ফিরীন। ১০৩। মা- জ্বা'আলাল্লা-হু
(১০২) তোমাদের পূর্বেও এক সম্প্রদায় এ ধরনের প্রশ্ন করেছিল। অতঃপর তারা তা প্রত্যাখ্যানকারী হয়ে গিয়েছিল। (১০৩) আল্লাহ

من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا

মিম্ বাহীরাতিওঁ ওয়ালা- সা—ইবাতিওঁ ওয়ালা- ওয়াস্বীলাতিওঁ ওয়ালা- হ্বা-মিওঁ ওয়ালা-কিন্নাল্ লাযীনা কাফারূ
বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হামকে বৈধ করেন নি। কিন্তু যারা কাফির তারা

يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون ۝ واذا قيل لهم تعالوا

ইয়াফ্তারূনা 'আলাল্লা-হিল কাযিব ; ওয়া আক্ছারুহুম লা-ইয়া'ক্বিলূন। ১০৪। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুম তা'আ-লাও
আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং তারা অধিকাংশই নির্বোধ। (১০৪) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ

الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا

ইলা- মা~আন্যালাল্লা-হু ওয়া ইলার্ রাসূলি ক্বা-লূ হ্বাস্বুনা- মা-ওয়াজ্বাদ্না- 'আলাইহি আ-বা—আনা-;
যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার দিকে আস এবং রাসূলের দিকে। তারা বলে, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট যাতে আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পেয়েছি।

اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ۝ يا ايها الذين امنوا

আওয়ালাও কা-না আ-বা—উহুম লা-ইয়া'লামূনা শাইআওঁ ওয়ালা- ইয়াহ্তাদূন। ১০৫। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ
তবুও কি যথেষ্ট হবে, যদিও তাদের পিতৃপুরুষদের কোনই জ্ঞান না থাকে এবং তারা হেদায়াত প্রাপ্তও না হয়? (১০৫) হে মুমিনগণ!

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০৩) ঃ ......بحيرة ولا سائبة - 'বাহীরা' সাইবা, ওসীলা ও হাম ঃ বাহীরা ঃ 'বাহীরা' সে গৃহপালিত জন্তুকে বলা হয়- দেবতা ভেবে যার দুধ দোহন করা হয় না এবং যার দুধ কেউ পান করে না। সায়ীবা ঃ 'সায়ীবা' বলা হয় সে গৃহপালিত জন্তুকে যাকে দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হয় এবং যার পিঠে মালা-মাল বহন করা হয় না। পরন্তু যাকে সওয়ারী হিসেবেও ব্যবহার করা হয় না। ওসীলা ঃ 'ওসীলা' বলে সে উষ্ট্রিকে যে উষ্ট্রী প্রথমবার একটি বলদ বাচ্চা প্রসব করার পর, পরপর দু'বার গাভী বাচ্চা প্রসব করে। অতঃপর তাকেও দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হয়। হাম ঃ 'হাম' বলা হয় সে পুরুষ উষ্ট্রকে, যার ঔরসে বহু বাচ্চা প্রসব করবার পর যখন ঔরসজাত উষ্ট্রী সংখ্যায় বহু হয়ে যায় তখন তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়, তা দ্বারা কোন প্রকার কাজ করানো হয় না। অবশেষে তাকে দেবতার নামে উৎসর্গ করে দেয়া হয়। (তাঃ ইবনে কাছীর)

সূরা মা-য়িদাহ্ ঃ ৫ | নূরানী বাংলা উচ্চারণ কোরআন শরীফ | ওয়া ইযা- সামি'উ ঃ ৭

عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم

'আলাইকুম আন্ফুসাকুম, লা-ইয়াদ্বুর্রুকুম মান্ দ্বাল্লা ইযাহ্তাদাইতুম ; ইলাল্লা-হি মারজ্বি'উকুম
তোমাদের আত্মসংশোধনের দায়িত্ব তোমাদের ওপর। যখন তোমরা সঠিক পথে চলছ তখন যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকে

جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ۝ يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم

জ্বামী'আন্ ফাইউনাব্বিউকুম্ বিমা- কুন্তুম তা'মালূন। ১০৬। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ শাহা-দাতু বাইনিকুম
তোমাদের সকলের ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তোমরা করতে। (১০৬) হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের কারো

اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنن ذوا عدل منكم او اخرن

ইযা- হ্বাদ্বারা আহ্বাদাকুমুল মাওতু হ্বীনাল ওয়াস্বিইয়্যাতিছ্ না-নি যাওয়া- 'আদ্লিম্ মিন্কুম আও আ-খারা-নি
মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন ওসীয়ত করার সময় তোমাদের রাখ দু'জন ন্যায় পরায়ন লোককে থেকে সাক্ষী। অথবা তোমাদের

من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت

মিন্ গাইরিকুম ইন্ আন্তুম দ্বারাব্তুম ফিল্ আর্দ্বি ফাআস্বা-বাত্কুম্ মুস্বীবাতুল মাওত ;
ছাড়া অন্যদের থেকে দু'জন সাক্ষী রাখবে, যদি তোমরা সফরে থাক এবং সে অবস্থায় মৃত্যুরূপে কোন বিপদ এসে উপস্থিত হয়।

تحبسونهما من بعد الصلوة فيقسمن بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا

তাহ্বিসূনাহুমা- মিম্ বা'দিস্ব স্বালা-তি ফাইউক্বসিমা-নি বিল্লা-হি ইনির তাব্তুম লা-নাশ্তারী বিহী ছামানাওঁ
যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে সালাতের পর পর্যন্ত তাদের দু'জনকে অপেক্ষমান রাখবে। অতঃপর তারা দু'জন আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, "আমরা এ শপথের

ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين ۝ فان عثر

ওয়ালাও কা-না যা- ক্বুরবা- ওয়ালা-নাক্তুমু শাহা-দাতাল্লা-হি ইন্না~ইযাল্ লামিনাল আ-ছিমীন। ১০৭। ফাইন্ 'উছিরা
বিনিময় কোন মূল্য গ্রহণ করব না, যদিও সে নিকট আত্মীয় হয় এবং আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না। করলে আমরা অবশ্যই গুনাহগারের অন্তর্ভুক্ত হব। (১০৭) অতঃপর

على انهما استحقا اثما فاخرن يقومن مقامهما من الذين استحق

'আলা~আন্নাহুমাস্ তাহ্বাক্বক্বা~ইছ্মান্ ফাআ-খারা-নি ইয়াক্বূমা-নি মাক্বা-মাহুমা-মিনাল্লাযীনাস্ তাহ্বাক্বক্বা
যদি প্রকাশ পায় যে, তারা উভয়েই অপরাধে লিপ্ত রয়েছে। তবে যাদের সাথে অপরাধ করেছে তাদের নিকটতম আত্মীয় থেকে দু'জন তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে,

عليهم الاوليان فيقسمن بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا

'আলাইহিমুল আওলাইয়া-নি ফাইউক্বসিমা-নি বিল্লা-হি লাশাহা-দাতুনা~আহ্বাক্বক্বু মিন্ শাহা-দাতিহিমা- ওয়া মা'তাদাইনা~
তারা আল্লাহর শপথ করে বলবে, অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের চেয়ে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি; যদি করি তবে,

○ শানে নুযূল (আঃ ১০৬) ঃ বনী সহ্ম গোত্রের একজন মুসলমান তামীম দারী ও আদী ইবনে বারা (পরে মুসলমান হয়)-এর সাথে সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে গেল। পথিমধ্যে সহ্মী মুসলমানটি পীড়িত হয়ে মৃত্যুর নিকটবর্তী হলে সঙ্গী খ্রিষ্টানদ্বয়কে ওছিয়ত করে গেল যে, আমার পরিত্যক্ত বস্তুগুলি আমার ওয়ারিসদের নিকট পৌছিয়ে দিও। পরিত্যক্ত বস্তুগুলির মধ্যে একটি স্বর্ণখচিত রৌপ্য পাত্রই ছিল মূল্যবান। তারা দেশে এসে উক্ত পাত্রটি ভিন্ন আর সমস্ত দ্রব্যই ওয়ারিসদের নিকট পৌছিয়ে দিল। ওয়ারিসরা এই পেয়ালাটির সংবাদ জানত। তফসীরে মাদারেকে আছে, মৃত ব্যক্তির মালের সাথে একটি তালিকা ছিল। তারা তা মিলিয়ে পেয়ালা পেল না। জিজ্ঞাসা করা হলে বলল, অন্য কোন দ্রব্যই সে দেয় নি। পরিশেষে হুযূর(সাঃ)-এর সমীপে মোকদ্দমা পেশ করা হল। তখনই এই আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

انا اذا لمن الظلمين ۞ ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها

ইন্না~ইযাল্ লামিনায্ যা-লিমীন। ১০৮। যা-লিকা আদ্না~আঁই ইয়া'তূ বিশ্ শাহা-দাতি 'আলা- ওয়াজ্হিহা~

নিশ্চয়ই আমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হব। (১০৮) এটাই এ বিষয়ের নিকটতম পদ্ধতি যে, তারা সঠিকভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله

আও ইয়াখা-ফূ~আন্ তুরাদ্দা আইমা-নুম্ বা'দা আইমা-নিহিম; ওয়াত্তাকুল্লা-হা ওয়াস্মা'উ ; ওয়াল্লা-হু

বা ভয় করবে যে, শপথের পর আবার তাদেরকে শপথ করানো হবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং শোন, আল্লাহ পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়কে

لا يهدى القوم الفسقين ۞ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم

লা-ইয়াহ্দিল ক্বাওমাল ফা-সিক্বীন। ১০৯। ইয়াওমা ইয়াজ্মা'উল্লা-হুর্ রুসুলা ফাইয়াকূলু মা-যা~উজিব্তুম ;

সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। (১০৯) যেদিন আল্লাহ রাসূলগণকে একত্রিত করবেন অতঃপর বলবেন, তোমরা (উম্মতের থেকে) কি জবাব পেয়েছিলে?

১৪ ع ৪ রুকূ

قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب ۞ اذ قال الله يعيسى ابن

ক্বা-লূ লা-'ইল্মা লানা-; ইন্নাকা আন্তা 'আল্লা-মুল গুয়ূব্। ১১০। ইয্ ক্বা-লাল্লা-হু ইয়া-'ঈসাব্না

তাঁরা বলবেন, আমাদের তো এ বিষয় কোনই জ্ঞান নেই, নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। (১১০) যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! আমার

مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس

মারইয়ামায্কুর নি'মাতী 'আলাইকা ওয়া 'আলা- ওয়া-লিদাতিক। ইয্ আইইয়াদ্তুকা বিরূহিল কুদুস,

অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর- যা তোমাকে এবং তোমার মাতাকে প্রদান করা হয়েছে। যখন আমি পবিত্র আত্মা দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছিলাম এবং তুমি

تكلم الناس فى المهد وكهلا واذ علمتك الكتب والحكمة والتورة

তুকাল্লিমুন্ না-সা ফিল্ মাহ্দি ওয়া কাহ্লা-, ওয়া ইয্ 'আল্লাম্তুকাল কিতা-বা ওয়াল হিক্‌মাতা ওয়াত্তাওরা-তা

দোলনায় (শিশু) থাকা অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলেছিলে এবং পরিণত বয়সেও। (স্মরণ কর) যখন আমি তোমাকে শিখিয়েছিলাম কিতাব, তত্ত্বজ্ঞান, তাওরাত

والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذنى فتنفخ فيها

ওয়াল্ ইন্জীল, ওয়াইয্ তাখলুক্ব মিনাত্ত্বীনি কাহাইআতিত্ত্ব ত্বাইরি বিইয্নী ফাতান্ফুখু ফীহা-

ও ইনজীল। আর যখন তুমি আমার নির্দেশে কাদা দিয়ে পাখী সদৃশ আকৃতি তৈরী করতে ছিলে। অতঃপর তুমি তাতে ফুঁৎকার দিতে, ফলে আমার

فتكون طيرا باذنى وتبرئ الاكمه والابرص باذنى واذ تخرج

ফাতাকূনু ত্বাইরাম্ বিইয্নী ওয়াতুব্রিউল আক্মাহা ওয়াল্ আব্রাস্বা বিইয্নী, ওয়া ইয্ তুখ্রিজুল

নির্দেশে তা পাখী হয়ে যেত। আর তুমি আমার নির্দেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল করে দিতে। আর তুমি আমার নির্দেশে মৃতদেরকে

○ টীকা (আঃ ১১০) ঃ وعلى والدتك - মায়ের প্রাপ্ত অনুগ্রহ, হযরত ঈসাকে (আ) এ জন্য স্মরণ করায়ে দিয়েছেন যে, মূলের প্রতি প্রদর্শিত অনুগ্রহ প্রকারন্তরে শাখার প্রতিও অনুগ্রহ। অর্থাৎ, তুমি এরূপ মূলের শাখা যা পবিত্র। (তাঃ আশরাফী) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১১০) ঃ روح القدس ঃ পবিত্র আত্মা দ্বারা জীবরাঈলকে (আ) বুঝানো হয়েছে। حوارى ঃ হাওয়ারী অর্থ- ঈসার (আ) অনুসারীগণ। (তাঃ ইবনে কাছীর) ○ টীকা (আঃ ১১০) ঃ "কেতাব" শব্দের অর্থ কোন কোন ভাষ্যকার "লিখন" গ্রহণ করেছেন। তদনুসারেই আমরা অনুবাদ করেছি। আর কোন কোন ভাষ্যকার "কেতাব" অর্থে সমুদয় আসমানী গ্রন্থ বলে মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাওরাত ও ইঞ্জিল সম্বন্ধে লিখেছেন যে, এগুলোর বিশেষ করে নাম নেয়া এদের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্যেরই জন্য।

الموتى باذنى واذ كففت بنى اسراءيل عنك اذ جئتهم بالبينت

মাওতা- বিইয্নী, ওয়া ইয্ কাফাফ্তু বানী~ইস্রা—ঈলা 'আন্কা ইয্ জি'তাহুম্ বিল বাইয়্যিনা-তি

জীবিত করতে। আর (স্মরণ কর) যখন আমি বনী ঈসরাইলদেরকে তোমার (হত্যা) থেকে বিরত রেখেছিলাম। যখন তুমি তাদের কাছে সু-স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে

فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين ۞ واذ اوحيت الى

ফাক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ মিন্হুম ইন্ হা-যা~ইল্লা- সিহ্রুম্ মুবীন। ১১১। ওয়া ইয্ আওহাইতু ইলাল

উপস্থিত হয়েছিলে, তখন তাদের মধ্যে যারা কাফির তারা বলেছিল যে, এসব সু-স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। (১১১) আর যখন আমি হাওয়ারিদের প্রতি প্রত্যাদেশ

الحواريين ان امنوا بى وبرسولى قالوا امنا واشهد باننا مسلمون

হাওয়া-রিইয়্যীনা আন্ আ-মিনূ বী ওয়া বিরাসূলী, ক্বা-লূ~আ-মান্না- ওয়াশ্হাদ্ বিআন্নানা- মুস্লিমূন।

করলাম যে, তোমরা তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।

۞ اذ قال الحواريون يعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل

১১২। ইয্ ক্বা-লাল হাওয়া-রিয়্যূনা ইয়া-'ঈসাব্না মারইয়ামা হাল্ ইয়াস্তাত্বী'উ রাব্বুকা আইঁ ইউনায্যিলা

(১১২) স্মরণ কর, যখন হাওয়ারীগণ বলেছিল, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি সামর্থ্য রাখেন যে, আমাদের জন্য

علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين ۞ قالوا

'আলাইনা- মা—ইদাতাম্ মিনাস্ সামা—ই ; ক্বা-লাত্তাকুল্লা-হা ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন। ১১৩। ক্বা-লূ

খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা আসমান থেকে অবতীর্ণ করবেন? তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও। (১১৩) তারা বলল,

نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون

নুরীদু আন্ না'কুলা মিন্হা- ওয়া তাত্বমাইন্না কুলূবুনা- ওয়া না'লামা আন্ ক্বাদ্ স্বাদাক্বতানা- ওয়া নাকূনা

আমরা ইচ্ছা করি যে, তা থেকে কিছু আহার করব এবং আমাদের আত্মা তৃপ্তি লাভ করবে। আর আমরা জানতে পারব যে, তুমি আমাদেরকে সত্য বলেছ এবং আমরা

عليها من الشهدين ۞ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا

'আলাইহা- মিনাশ্ শা-হিদীন। ১১৪। ক্বা-লা 'ঈসাব্নু মার্ইয়ামাল্ লা-হুম্মা রাব্বানা~আন্যিল্ 'আলাইনা-

এর উপর সাক্ষ্য প্রদানকারী হয়ে যাব। (১১৪) মরইয়াম পুত্র ঈসা বললেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ

مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا واية منك وارزقنا

মা—ইদাতাম্ মিনাস্ সামা—ই তাকূনু লানা- 'ঈদাল লিআওয়্যালিনা- ওয়া আ-খিরিনা- ওয়া আ-ইয়াতাম্ মিন্ক, ওয়ার্‌যুক্বনা-

কর। যেন এটা আমাদের ও আমাদের পূর্বের ও পরবর্তী সকলের জন্য খুশীর বিষয় হবে এবং এটা আপনার তরফ থেকে নিদর্শন হবে। আর আমাদেরকে রিযিক

وانت خير الرزقين ۞ قال الله انى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم

ওয়া আন্তা খাইরুর রা-যিক্বীন। ১১৫। ক্বা-লাল্লা-হু ইন্নী মুনায্যিলুহা- 'আলাইকুম, ফামাইঁ ইয়াক্ফুর বা'দু মিন্কুম

দান করুন আপনি তো সর্বোত্তম রিযিক দাতা। (১১৫) আল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে তা অবতীর্ণ করব। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে

فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العلمين ﴿١١٥﴾ واذ قال الله يعيسى ابن

ফাইন্নী~উ'আয্যিবুহূ 'আযা-বাল্ লা~উ 'আয্যিবুহূ~আহাদাম্ মিনাল 'আ-লামীন। ১১৬। ওয়া ইয্ ক্বা-লাল্লা-হু ইয়া-'ঈসাব্‌না
কুফরী করবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি এ বিশ্বজগতে আর কাউকে দিব না। (১১৬) আর স্মরণ কর! যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়াম

مريم ءانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله

মারইয়ামা আআন্‌তা ক্বুল্‌তা লিন্না-সিত্‌তাখিযূনী ওয়া উম্মিয়া ইলা-হাইনি মিন্ দূনিল্লা-হ্ ;
পুত্র ঈসা! তুমি কি মানুষদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহ ব্যতীত তোমরা আমাকে ও আমার মাতাকে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ কর ?

قال سبحنك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت

ক্বা-লা সুব্‌হা-নাকা মা-ইয়াকূনু লী~আন্ আক্বূলা মা- লাইসা লী বিহাক্ক্বি ; ইন্ কুন্‌তু
ঈসা বলবেন, আপনি তো (শিরক হতে) পবিত্র। এমন কথা বলা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়, যা বলার অধিকার আমার নেই। যদি আমি সেগুলো বলতাম,

قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك

ক্বুল্‌তুহূ ফাক্বাদ্ 'আলিম্‌তাহ্ ; তা'লামু মা- ফী নাফ্‌সী ওয়ালা~আ'লামু মা-ফী নাফ্‌সিক ; ইন্নাকা
তবে নিশ্চয়ই তা আপনি জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন। কিন্তু আপনার অন্তরে (জ্ঞানে) যা আছে তা আমি জানি না। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য

انت علام الغيوب ﴿١١٦﴾ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله

আন্‌তা 'আল্লা-মুলগুয়ূব্। ১১৭। মা- ক্বুল্‌তু লাহুম ইল্লা- মা~আমার্‌তানী বিহী~আনি'বুদুল্লা-হা
বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। (১১৭) আপনি আমাকে যে বিষয় বলতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু আমি তাদেরকে বলিনি। তা হল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত

ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت

রাব্বী ওয়া রাব্বাকুম, ওয়া কুন্‌তু 'আলাইহিম শাহীদাম্ মা- দুম্‌তু ফীহিম, ফালাম্মা- তাওয়াফ্‌ফাইতানী কুন্‌তা
কর যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক এবং আর যতদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম ততদিন আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে

انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ﴿١١٧﴾ ان تعذبهم فانهم

আন্‌তার্ রাক্বীবা 'আলাইহিম ; ওয়া আন্‌তা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ। ১১৮। ইন্ তু'আয্যিব্‌হুম ফাইন্নাহুম
উঠিয়ে নিলেন, তখন আপনি ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষক এবং আপনি তো সব বিষয়ে সাক্ষী। (১১৮) আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দান করেন; তবে তারা

عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ﴿١١٨﴾ قال الله

'ইবা-দুক, ওয়া ইন্ তাগ্‌ফির লাহুম ফাইন্নাকা আন্‌তাল 'আযীযুল হাকীম। ১১৯। ক্বা-লাল্লা-হু
আপনারই তো বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে নিশ্চয় আপনি মহা শক্তিধর ও প্রজ্ঞাময়। (১১৯) আল্লাহ বলবেন,

○ টীকা (আঃ ১১৬) ঃ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শুধু মসীহ ও 'পবিত্র আত্মা'কেই খোদা বানিয়ে খ্রিষ্টানগণ ক্ষান্ত হয়নি, এছাড়া তারা মসীহর সম্মানীয়া জননী মারইয়ামকেও এক স্থায়ী উপাস্যরূপে গণ্য করে বসে। মসীহ (আ)-এর ঊর্ধারোহণের পর প্রথম তিনশ' বছর পর্যন্ত খ্রিষ্টান জগত এ ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তৃতীয় খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর শেষাংশে আলেকজান্দ্রিয়ার কয়েকজন ধর্মীয় পণ্ডিত প্রথম বারের মত হযরত মারইয়ামকে 'খোদার মাতা' এই আখ্যায় আখ্যায়িত করে এবং তারপর ধীরে ধীরে গীর্জাতে মারইয়াম পূজা বিস্তার লাভ করতে শুরু করে।

هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم لهم جنت تجري من تحتها الانهر

হা-যা- ইয়াওমু ইয়ান্‌ফা'উস্ স্বা-দিক্বীনা স্বিদ্‌ক্বুহুম ; লাহুম জান্না-তুন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল আন্‌হা-রু
এটা সেদিন, যেদিন সত্যবাদীগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।

خلدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ○

খা-লিদীনা ফীহা~আবাদা-; রাদ্বিয়াল্লা-হু 'আন্‌হুম ওয়া রাদ্বূ 'আন্‌হ ; যা-লিকাল ফাওযুল 'আযীম।
তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা।

﴿١١٩﴾ لله ملك السموت والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ○

১২০। লিল্লা-হি মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়ামা-ফীহিন্ন ; ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।
(১২০) আল্লাহরই একমাত্র রাজত্ব আসমান ও যমীনে এবং এর মধ্যে যা বিদ্যমান সব কিছুর। তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

সূরা আন্'আম
মক্কী

بسم الله الرحمن الرحيم ○
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১৬৫
রুকূ ঃ ২০

﴿١﴾ الحمد لله الذي خلق السموت والارض وجعل الظلمت والنور

১। আলহাম্‌দু লিল্লা-হিল্ লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বা ওয়া জা'আলায্ যুলুমা-তি ওয়ান্ নূর ;
(১) সকল প্রশংসা সে মহান আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর অন্ধকার ও আলোর আবির্ভাব ঘটায়েছেন। এর পরও

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴿٢﴾ هو الذي خلقكم من طين

ছুম্মাল্‌লাযীনা কাফারূ বিরাব্বিহিম ইয়া'দিলূন। ২। হুওয়াল্ লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ ত্বীনিন্
কাফিরেরা তাদের প্রতিপালকের সমতুল্য সাব্যস্ত করে। (২) তিনি এমন মহান সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন।

ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون ﴿٣﴾ وهو الله في

ছুম্মা ক্বাদ্বা~আজালা- ; ওয়া আজালুম্ মুসাম্মান 'ইন্দাহূ ছুম্মা আন্তুম তাম্‌তারূন। ৩। ওয়া হুওয়াল্লা-হু ফিস্
অতঃপর একটি সময় (মৃত্যুর জন্য) নির্দিষ্ট করেছেন। আর একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমা আল্লাহরই কাছে রয়েছে। এরপরও তোমরা সন্দেহ কর? (৩) তিনিই একমাত্র

السموت وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ○

সামা-ওয়া-তি ওয়া ফিল্ আর্‌দ্বি ; ইয়া'লামু সির্‌রাকুম ওয়া জাহ্‌রাকুম ওয়া ইয়া'লামু মা-তাক্‌সিবূন।
মা'বুদ আসমান ও যমীনে। তিনি জানেন তোমাদের সব গোপন ও বাহ্যিক বিষয় এবং তিনি জানেন যা তোমরা অর্জন কর।

○ টীকা (আঃ ১) ঃ নামকরণ ঃ সূরা আনআম মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সূরায়ে আনআম মক্কায় একরাতে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তার চারদিকে সত্তর হাজার ফিরিশতা ঘিরেছিলেন এবং তারা তাসবীহ পাঠ করছিলেন।
○ টীকা (আঃ ২) ঃ قضى اجلا و اجل مسمى ঃ ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, قضى اجلا দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে এবং اجل مسمى দ্বারা পরকালকে বুঝানো হয়েছে। হাসান বলেন, قضى اجلا দ্বারা ভূমিষ্ঠ হওয়া হতে মৃত্যু অবধি পূর্ণ আয়ুষ্কাল বুঝানো হয়েছে এবং اجل مسمى দ্বারা মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুজ্জীবনকে বুঝানো হয়েছে। (তাঃ ইবনে কাছীর)

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ④

৪। ওয়ামা- তা'তীহিম্ মিন্ আ-ইয়াতিম্ মিন আ-ইয়া-তি রাব্বিহিম ইল্লা- কা-নূ 'আন্‌হা- মু'রিদ্বীন।
(৪) তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী থেকে এমন কোন নিদর্শন তাদের কাছে আসেনি যা থেকে তারা উপেক্ষা করিনি।

⑤ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ

৫। ফাক্বাদ কায্‌যাবূ বিল্ হাক্বক্বি লাম্মা- জ্বা—আহুম ; ফাসাওফা ইয়া'তীহিম আম্‌বা—উ মা- কা-নূ বিহী
(৫) অবশ্য তারা সত্যকে অবিশ্বাস করেছে যখনই তা তাদের কাছে এসেছে। সুতরাং খুব শীঘ্রই তাদের কাছে খবর পৌছবে, যে বিষয়ে তারা

يَسْتَهْزِئُونَ ⑥ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ

ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন। ৬। আলাম ইয়ারাও কাম্ আহ্‌লাক্‌না- মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ মিন্ ক্বারনিম্ মাক্কান্না-হুম ফিল্ আর্‌দ্বি
ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। (৬) তারা কি দেখেনি যে, তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি? যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম

مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ

মা-লাম নুমাক্কিল্ লাকুম ওয়া আরসালনাস্ সামা—আ 'আলাইহিম মিদ্‌রা-রা-, ওয়া জ্বা'আলনাল আঁন্‌হা-রা
যেরূপ তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিনি এবং তাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। আর আমি তাদের তলদেশে নহরসমূহ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

তাজ্বরী মিন্ তাহ্‌তিহিম ফাআহ্‌লাকনা-হুম্ বিযুনূবিহিম ওয়া আন্‌শা'না- মিম্ বা'দিহিম ক্বার্‌নান আ-খারীন।
প্রবাহিত করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি।

⑦ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ

৭। ওয়ালাও নায্‌যালনা- 'আলাইকা কিতা-বান্ ফী ক্বির্‌ত্বা-সিন্ ফালামাসূহ বিআইদীহিম লাক্বা-লাল্ লাযীনা
(৭) আর যদি আমি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কোন বাণী অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তারা যদি তাদের হাত দ্বারা তা স্পর্শও করতো তথাপিও কাফিররা

كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ⑧ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ

কাফারূ~ইন্ হা-যা~ইল্লা- সিহ্‌রুম্ মুবীন। ৮। ওয়া ক্বা-লূ লাওলা~উন্‌যিলা 'আলাইহি মালাক ; ওয়ালাও
বলত যে, এটা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর অন্য কিছুই নয়। (৮) এবং তারা বলে যে, তাঁর নিকট কেন ফিরিশতা প্রেরণ করা হয়নি? যদি আমি কোন ফিরিশতা প্রেরণ

أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ⑨ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا

আন্‌যাল্‌না- মালাকাল্ লাক্বুদ্বিয়াল আম্‌রু ছুম্মা লা-ইউন্‌যারূন। ৯। ওয়া লাও জ্বা'আল্‌না-হু মালাকাল্ লাজ্বা'আলনা-হু রাজুলাওঁ
করতাম, তবে সকল কাজেরই ফয়সালা হয়ে যেত ; অতঃপর তাদেরকে কোনই সুযোগ দেয়া হত না। (৯) আর যদি আমি তাকে ফিরিশতা হিসেবে নির্ধারণ করতাম, তবে

وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ⑩ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ

ওয়া লালাবাস্‌না- 'আলাইহিম্ মা- ইয়াল্‌বিসূন। ১০। ওয়া লাক্বাদিস্ তুহ্‌যিয়া বিরুসুলিম্ মিন্ ক্বাব্‌লিকা ফাহ্বা-ক্বা
আমি তাকে মানুষ রূপেই প্রেরণ করতাম এবং তাদেরকে সে সন্দেহে ফেলতাম, যে সন্দেহ তারা এখন করছে (১০) নিশ্চয় উপহাস করা হতো আপনার পূর্বে রাসূলদের

১ / ৪০ / ৭ রুকূ

بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑪ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

বিল্ লাযীনা সাখিরূ মিন্‌হুম্ মা- কানূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন। ১১। কুল্ সীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি
সাথেও। অবশেষে যা নিয়ে তারা উপহাস করেছিল, সেটাই উপহাসকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছে। (১১) আপনি বলুন, পৃথিবীতে তোমরা ভ্রমণ কর।

ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ⑫ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

ছুম্‌মান্‌যুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ মুকায্‌যিবীন। ১২। কুল্ লিমাম্ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি
অতঃপর দেখ, মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। (১২) আপনি বলুন, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা কার (অধিকারে)?

وَالْأَرْضِ ۖ قُلْ لِلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ওয়াল্ আরদ্ব ; কুল্ লিল্লা-হ ; কাতাবা 'আলা- নাফ্‌সিহির রাহ্‌মাহ্ ; লাইয়াজ্‌মা'আন্নাকুম ইলা- ইয়াওমিল ক্বিয়া-মাতি
আপনি বলুন, সব কিছু একমাত্র আল্লাহরই (অধিকারে)। তিনি অনুগ্রহ করাকে নিজ কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন

لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑬ وَلَهُ مَا سَكَنَ

লা-রাইবা ফীহ ; আল্‌লাযীনা খাসিরূ~আন্‌ফুসাহুম ফাহুম লা-ইউ'মিনূন। ১৩। ওয়া লাহূ মা-সাকানা
একত্রিত করবেন, যেদিন সংঘটিত হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না। (১৩) এবং যা

فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑭ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ

ফিল্ লাইলি ওয়ান্‌নাহা-র ; ওয়া হুওয়াস্ সামী'উল 'আলীম। ১৪। কুল্ আগাইরাল্লা-হি আত্তাখিযু ওয়ালিইয়ান ফা-ত্বিরিস্
রাত ও দিনে যা ঘটে তা আল্লাহরই জন্য এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (১৪) আপনি বলুন, আমি কি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়া হুওয়া ইউত্ব'ইমু ওয়ালা-ইউত্ব'আম ; কুল ইন্নী~উমির্‌তু আন্ আকূনা
অভিভাবক (মা'বুদ) হিসেবে গ্রহণ করব? তিনিই আহার দান করেন অথচ তাঁকে কেউ আহার করায় না। আপনি বলে দিন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন সর্বাগ্রে

أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑮ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ

আওয়্যালা মান্ আস্‌লামা ওয়া লা- তাকূনান্না মিনাল্ মুশ্‌রিকীন। ১৫। কুল ইন্নী~আখা-ফু ইন্
আমিই ইসলাম গ্রহণ করি এবং (আরও বলা হয়েছে যে,) আপনি কখনো মুশরীকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (১৫) আপনি বলুন, যদি আমি আমার

عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑯ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ

'আস্বাইতু রাব্বী 'আযা-বা ইয়াওমিন 'আযীম। ১৬। মাই ইউস্বরাফ্ 'আন্‌হু ইয়াওমাইযিন্ ফাক্বাদ্ রাহিমাহ ;
প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি এক মহাদিনের শাস্তির ভয় করি। (১৬) সেদিন যাকে শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়া হবে, তার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করলেন,

وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ⑰ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ

ওয়া যা-লিকাল ফাওযুল মুবীন। ১৭। ওয়া ইঁইয়াম্‌সাস্ কাল্লা-হু বিদ্বুর্‌রিন্ ফালা- কা-শিফা লাহূ~ইল্লা- হু ;
আর এটাই সু-স্পষ্ট সফলতা। (১৭) আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন দুঃখ-কষ্ট দেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেউ নেই।

وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ۝ وهو القاهر فوق عباده ط

ওয়া ইঁইয়াম্‌সাস্‌কা বিখাইরিন্‌ ফাহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্‌ ক্বাদীর। ১৮। ওয়া হুয়াল্‌ ক্বা-হিরু ফাওক্বা 'ইবা-দিহ্‌ ;
আর যদি তিনি তোমাকে কোন কল্যাণ দান করেন, তবে তিনিই সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (১৮) আর তিনি তাঁর বান্দাদের উপর প্রভাবশালী,

وهو الحكيم الخبير ۝ قل اى شيء اكبر شهادة ط قل الله قف شهيد بيني

ওয়া হুয়াল হাকীমুল খাবীর। ১৯। কুল আইয়্যু শাইয়িন্‌ আক্‌বারু শাহা-দাহ্‌ ; কুলিল্লা-হু শাহীদুম্‌ বাইনী
তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (১৯) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, কোন বস্তু সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ? আপনি বলুন, আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ সাক্ষী

وبينكم قف واوحى الى هذا القران لانذركم به ومن بلغ ط ائنكم

ওয়া বাইনাকুম, ওয়া উহিইয়া ইলাইইয়া হা-যাল্‌ কুরআ-নু লিউন্‌যিরাকুম্‌ বিহী ওয়া মাম্‌ বালাগ ; আইন্নাকুম
এবং আমার প্রতি এ কুরআন ওহী হিসেবে প্রেরিত হয়েছে যেন এ কুরআন দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট তা পৌঁছবে সকলকে আমি সাবধান করি। তোমরা কি

لتشهدون ان مع الله الهة اخرى ط قل لا اشهد ج قل انما هو اله واحد

লাতাশ্‌হাদূনা আন্না মা'আল্লা-হি আ-লিহাতান উখ্‌রা-; কুল লা~আশ্‌হাদ, কুল ইন্নামা- হুওয়া ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদুওঁ
এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদও আছে? আপনি বলে দিন, আমি সে সাক্ষ্য দেইনা। আপনি বলুন, তিনি তো একক মা'বুদ,

وانني بريء مما تشركون ۝ الذين اتينهم الكتب يعرفونه

ওয়া ইন্নানী বারী—উম্‌ মিম্মা- তুশ্‌রিকূন। ২০। আল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল কিতা-বা ইয়া'রিফূনাহু
এবং আমি তোমাদের শরীক সাব্যস্ত করা হতে মুক্ত। (২০) যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি, তারা রাসূলকে এমনিভাবে চেনে

كما يعرفون ابناءهم م الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ۝

কামা- ইয়া'রিফূনা আব্‌না—আহুম। আল্‌লাযীনা খাসিরূ~আন্‌ফুসাহুম ফাহুম লা-ইউ'মিনূন।
যেমনিভাবে চেনে তাদের সন্তানদেরকে। যারা নিজদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তারা ঈমান আনবে না।

۝ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته ط انه لا يفلح الظلمون

২১। ওয়া মান্‌ আয্‌লামু মিম্‌ মানিফ্‌তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান আও কায্‌যাবা বিআ-ইয়া-তিহ্‌ ; ইন্নাহূ লা-ইউফ্‌লিহুয্‌ যা-লিমূন।
(২১) আর তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে আছে? যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে। অত্যাচারীগণ কখনই সফলকাম হবে না।

۝ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم

২২। ওয়া ইয়াওমা নাহ্‌শুরুহুম জ্বামী'আন্‌ ছুম্মা নাকূলু লিল্‌ লাযীনা আশ্‌রাকূ~আইনা শুরাকা—উকুমুল্‌
(২২) আর যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা শিরক করেছে তাদেরকে বলব- কোথায় তোমাদের সে শরীকগণ,

الذين كنتم تزعمون ۝ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا

লাযীনা কুন্‌তুম তায্‌'উমূন। ২৩। ছুম্মা লাম্‌ তাকুন্‌ ফিত্‌নাতুহুম ইল্লা~আন্‌ ক্বা-লূ ওয়াল্লা-হি রাব্বিনা-
যাদেরকে তোমরা মা'বুদ বলে ধারণা করতে? (২৩) অতঃপর তাদের কাছে এ ছাড়া আর কোন অজুহাত থাকবে না যে, তারা বলবে- আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ!

ما كنا مشركين ۝ انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا

মা- কুন্না- মুশ্‌রিকীন। ২৪। উন্‌যুর্‌ কাইফা কাযাবূ 'আলা~আন্‌ফুসিহিম ওয়া দ্বাল্লা 'আন্‌হুম্‌ মা- কা-নূ
আমরা তো মুশরিক ছিলাম না। (২৪) দেখ, কিভাবে তারা নিজেদের উপর নিজেরা মিথ্যা আরোপ করেছে, আর তারা যে মিথ্যা রচনা করত তা তাদের থেকে উধাও

يفترون ۝ ومنهم من يستمع اليك ج وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه

ইয়াফ্‌তারূন। ২৫। ওয়া মিন্‌হুম মাইঁ ইয়াস্‌তামি'উ ইলাইক, ওয়া জ্বা'আল্‌না- 'আলা- কুলূবিহিম আকিন্নাতান আইঁ ইয়াফকাহুহু
হয়ে গেছে। (২৫) তাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যারা আপনার দিকে কান লাগিয়ে থাকে। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ লাগিয়ে দিয়েছি যেন তারা তা

وفي اذانهم وقرا ط وان يروا كل اية لا يؤمنوا بها ط حتى اذا جاءوك

ওয়া ফী~আ-যা-নিহিম ওয়াক্বরা -; ওয়া ইঁইয়ারাও কুল্লা আ-ইয়াতিল্‌ লা-ইউ'মিনূ বিহা-; হাত্তা~ইযা- জ্বা—উকা
বুঝতে না পারে এবং তাদের কর্ণ ভার করে দিয়েছি। আর যদি তারা সকল নিদর্শনাবলীও প্রত্যক্ষ করে, তবুও তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين ۝

ইউজ্বা-দিলূনাকা ইয়াকূলুল্‌ লাযীনা কাফারূ~ইন্‌ হা-যা~ইল্লা~আসা-ত্বীরুল আওয়্যালীন।
এমনকি তারা যখন আপনার কাছে এসে আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তখন এ কাফিরগণ বলে যে, এটাতো সেকালের রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

۝ وهم ينهون عنه وينئون عنه ج وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ۝

২৬। ওয়া হুম ইয়ান্‌হাওনা 'আন্‌হু ওয়া ইয়ান্‌আওনা 'আন্‌হু, ওয়া ইঁই ইউহ্‌লিকূনা ইল্লা~আন্‌ফুসাহুম ওয়ামা- ইয়াশ্‌'উরূন।
(২৬) তারা এর থেকে অন্যকে নিষেধ করে এবং নিজেরাও এর থেকে দূরে থাকে এবং তারা নিজেরাই কেবল নিজদেরকে ধ্বংস করে। অথচ তারা তা কিছুই বুঝে না।

۝ ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يليتنا نرد ولا نكذب بايت ربنا

২৭। ওয়ালাও তারা~ইয্‌ উক্বিফূ 'আলান্‌ না-রি ফাক্বা-লূ ইয়া-লাইতানা- নুরাদ্দু ওয়ালা- নুকায্‌যিবা বিআ-ইয়া-তি রাব্বিনা-
(২৭) আর যদি আপনি দেখতে পেতেন, যখন তাদেরকে দোযখের কাছে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা বলবে- 'হায়! যদি আমাদেরকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করা হতো, তবে স্বীয় প্রতিপালকের

ونكون من المؤمنين ۝ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ط ولو

ওয়া নাকূনা মিনাল্‌ মু'মিনীন। ২৮। বাল্‌ বাদা-লাহুম্‌ মা- কা-নূ ইউখ্‌ফূনা মিন্‌ ক্বাব্‌ল ; ওয়া লাও
আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলতাম না এবং আমরা মুমিনগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।' (২৮) বরং তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে গেছে যেসব বিষয় পূর্বে তারা গোপন করতো। যদি তাদেরকে

ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكذبون ۝ وقالوا ان هي الا حياتنا

রুদ্দূ লা'আ-দূ লিমা- নুহূ 'আন্‌হু ওয়া ইন্নাহুম লাকা-যিবূন। ২৯। ওয়া ক্বা-লূ~ইন্‌ হিয়া ইল্লা- হ্বাইয়া-তুনাদ্‌
পুনরায় প্রত্যাবর্তন করাও হত, তবুও তারা সে কাজই করত যা তাদেরকে করতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (২৯) আর তারা বলে-আমাদের এ পার্থিব জীবন ছাড়া

الدنيا وما نحن بمبعوثين ۝ ولو ترى اذ وقفوا على ربهم ط قال

দুন্‌ইয়া- ওয়া মা- নাহ্‌নু বিমাব্‌'উছীন। ৩০। ওয়া লাও তারা~ইয্‌ উক্বিফূ 'আলা- রাব্বিহিম ; ক্বা-লা
আর অন্য কোন জীবন নেই এবং আমরা পুনরুজ্জীবিতও হব না। (৩০) আর আপনি যদি তাদের দেখতে পেতেন যখন তাদেরকে দাঁড় করানো হবে তাদের প্রতিপালকের সামনে

اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ

আলাইসা হা-যা- বিল্‌হাক্কু ; ক্বা-লূ বালা- ওয়া রাব্বিনা ; ক্বা-লা ফাযূকুল আযা-বা বিমা- কুনতুম

এবং তিনি বলবেন, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, হাঁ এটা সত্য। আল্লাহ বলবেন, তোমরা শাস্তির স্বাদ উপভোগ কর, তোমরা যে

تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَتْهُمُ

তাক্‌ফুরূন। ৩১। ক্বাদ্ খাসিরাল্ লাযীনা কায্‌যাবূ বিলিক্বা—ইল্লা-হ ; হাত্তা~ইযা- জ্বা—আত্‌হুমুস্

কুফরী করতে তার জন্য। (৩১) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা আল্লাহর দর্শন লাভকে মিথ্যা বলেছে। অবশেষে যখন তাদের কাছে কিয়ামত

السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ

সা-'আতু বাগ্‌তাতান্ ক্বা-লূ ইয়া-হাস্‌রাতানা- 'আলা- মা- ফাররাত্বনা- ফীহা- ওয়া হুম ইয়াহ্‌মিলূনা আওযা-রাহুম

আকস্মিকভাবে উপস্থিত হবে, তখন তারা বলবে, হায় আফসোস! আমরা যে, এর প্রতি অবহেলা করেছি। আর তারা তাদের পিঠে তাদের গুনাহের বোঝা

عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ

'আলা- যুহূরিহিম ; আলা- সা—আ মা-ইয়াযিরূন। ৩২। ওয়া মাল্ হায়িয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া~ইল্লা- লা'ইবুও ওয়া লাহ্‌উ ;

বহন করবে। জেনে রেখ, তারা যা বহন করবে তা অতি মন্দ। (৩২) আর পার্থিব জীবন তো খেলাধুলা ও কৌতুকানন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ

ওয়া লাদ্দা-রুল আ-খিরাতু খাইরুল লিল্‌লাযীনা ইয়াত্তাকূন ; আফালা- তা'ক্বিলূন। ৩৩। ক্বাদ না'লামু ইন্নাহূ

আর পরহেযগারদের জন্য পরকালের বাসস্থানই উত্তম। তোমরা কি বুঝনা? (৩৩) অবশ্যই আমি জানি যে, তাদের কথা

لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ

লাইয়াহ্‌যুনুকাল্ লাযী ইয়াকূলূনা ফাইন্নাহুম লা- ইউকায্‌যিবূনাকা ওয়ালা-কিন্নায্ যা-লিমীনা বিআ-ইয়া-তি

আপনাকে বিষণ্ণকরে। বস্তুতঃ তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এ অত্যাচারীরা আল্লাহর আয়াতগুলোকেই

اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا

ল্লা-হি ইয়াজ্‌হাদূন। ৩৪। ওয়া লাক্বাদ্ কুয্‌যিবাত রুসুলুম্ মিন্ ক্বাব্‌লিকা ফাস্বাবারূ 'আলা- মা- কুয্‌যিবূ

অস্বীকার করছে। (৩৪) এবং আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে যে মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তাদের

○ টীকা (আঃ ৩১) ঃ ......وهم يحملون اوزارهم ঃ (তারা তাদের পিঠে তাদের গুনাহের বোঝা বহন করবে) যখন কোন পাপিষ্ঠ জালিম কবরে প্রবেশ করে তখন তার নিকট অত্যন্ত বিশ্রী একটি অবয়ব উপস্থিত হয়। তার গায়ের রং কালো, শরীর দুর্গন্ধযুক্ত এবং পরিধেয় বস্ত্র পূঁতি গন্ধযুক্ত। সে যখন প্রকাশিত হয়ে তার নিকট অবস্থান নিতে থাকবে তখন তাকে দেখে লোকটি জিজ্ঞাসা করবে, তোমার চেহারা এত বিশ্রী কেন? সে বলবে আমার চেহারা তোমার পার্থিব কর্মকান্ডের প্রতিকৃতি। লোকটি জিজ্ঞাসা করবে, তোমার শরীরে এত দুর্গন্ধ কেন? সে বলবে, এটা তোমার পার্থিব কর্মকান্ডের দুর্গন্ধ। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করবে, তোমার পরিধেয় বস্ত্র এত নোংড়া কেন? সে বলবে, আমি তোমার পার্থিব আমলের প্রতিকৃতি। অতঃপর সে বলবে, আমি তোমার সাথে তোমার কবরে অবস্থান করব। অতঃপর কিয়ামতের দিন যখন তাকে উত্থাপিত করা হবে, তখন সে বলবে, পৃথিবীতে তোমাকে আমি স্বাদ ও সম্ভোগরূপে দীর্ঘদিন বহন করেছি। আজ তুমি আমাকে বহন করে চল। পরিশেষে তার বদ আমলের অস্তিত্ব তার পিঠের উপর সওয়ার হয়ে তাকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। (তাঃ ইবনে কাছীর) ○ টীকা (আঃ ৩২) ঃ পার্থিব জীবনকেই খেলাধুলার বস্তু বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং যে সমস্ত কার্যকলাপ পরকালের উদ্দেশ্যে নয় এবং সহায়কও নয়, শুধু সেগুলোকেই খেলাধুলার বস্তু বলা হয়েছে।

○ শানে নুযূল (আঃ ৩৩) ঃ এক দিন আবু জাহ্‌ল হুযূর (সা)-কে বলল, আমরা অবশ্য আপনাকে অবিশ্বাস করি না, কিন্তু আপনি যে ধর্ম ও কিতাব এনেছেন, তা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। এ সম্বন্ধে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (আস্‌বাবুন্নুযূল)

وَاُوْذُوْا حَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ

ওয়া উযূ হাত্তা~আতা-হুম নাস্বরুনা-, ওয়ালা- মুবাদ্দিলা লিকালিমা-তিল্লা-হ, ওয়া লাক্বাদ জ্বা—আকা

প্রতি আমার সাহায্য না আসা পর্যন্ত তার উপর তাঁরা ধৈর্যধারণ করছিল। বস্তুতঃ আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আর আপনার নিকট

مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٤﴾ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ

মিন্ নাবাইল মুরসালীন। ৩৫। ওয়া ইন্ কা-না কাবুরা 'আলাইকা ই'রা-দ্বুহুম ফাইনিস্ তাত্বা'তা

রাসূলগণের কিছু কাহিনী অবশ্যই এসেছে। (৩৫) যদি তাদের বিমুখতা আপনার জন্য কষ্টকর হয়, তবে যদি আপনার সামর্থ্য থাকে

اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ

আন্ তাব্‌তাগিয়া নাফাক্বান্ ফিল্ আরদ্বি আও সুল্লামান্ ফিস্ সামা—ই ফাতা'তিয়াহুম্ বিআ-ইয়াহ্ ; ওয়ালাও শা—আল্ লা-হু

যমীনে প্রবেশের কোন সুড়ংগ অথবা আসমানে কোন সিঁড়ি তালাস করতে, অতঃপর তাদের জন্য কোন নিদর্শন নিয়ে আসতে পারেন, তবে নিয়ে আসুন। আর যদি

لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٥﴾ اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ

লাজ্বামা'আহুম 'আলাল্ হুদা- ফালা- তাকূনান্না মিনাল জ্বা-হিলীন। ৩৬। ইন্নামা- ইয়াস্‌তাজ্বীবুল্ লাযীনা

আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের সকলকে সরল পথে একত্রিত করতে পারতেন। সুতরাং আপনি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৩৬) তারাই সাড়া দেয় যারা

يَسْمَعُوْنَ ؕ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ

ইয়াস্‌মা'উন ; ওয়াল্ মাওতা- ইয়াব্‌'আছুহুমুল্লা-হু ছুম্মা ইলাইহি ইউরজ্বা'উন। ৩৭। ওয়া ক্বা-লূ লাওলা- নুয্‌যিলা

শ্রবণ করে। আর মৃতদিগকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন, অতঃপর তাঁর কাছেই সকলকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। (৩৭) আর তারা বলে, তাঁর উপর তার

عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ

'আলাইহি আ-য়াতুম্ মির্ রাব্বিহ্ ; কুল ইন্নাল্লা-হা ক্বা-দিরুন 'আলা~আঁই ইউনায্‌যিলা আ-ইয়াতাওঁ ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারাহুম

প্রতিপালকের তরফ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হয় না? বলুন, আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ করতে খুবই সক্ষম, কিন্তু তাদের

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّاۤ اُمَمٌ

লা-ইয়া'লামূন। ৩৮। ওয়া মা- মিন্ দা—ব্বাতিন্ ফিল্ আরদ্বি ওয়ালা- ত্বা—ইরিই ইয়াত্বীরু বিজ্বানা-হাইহি ইল্লা~উমামুন্

অধিকাংশই তা জানে না। (৩৮) পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রতিটি জীব এবং প্রতিটি পাখী যারা নিজ দু' ডানা দ্বারা উড়ে, তারা

اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

আম্‌ছা-লুকুম ; মা- ফাররাত্বনা- ফিল কিতা-বি মিন্ শাইয়িন ছুম্মা ইলা- রাব্বিহিম ইউহ্‌শারূন।

তোমাদের মতই এককেটি দল। আমি কিতাবে কোন কিছুই লিখতে ত্রুটি করিনি। অতঃপর তাদের সকলকেই স্বীয় প্রতিপালকের নিকট একত্রিত করা হবে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ

৩৯। ওয়াল্‌লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- ছুম্মুওঁ ওয়া বুক্‌মুন্ ফিয্ যুলুমা-ত ; মাঁই ইয়াশা ইল্লা-হু ইউদ্বলিলহ ;

(৩৯) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারা তো অন্ধকারের মধ্যে বধির ও বোবা; আল্লাহ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন,

ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ﴿٤٠﴾ قل ارءيتكم ان اتىكم عذاب

ওয়া মাই ইয়াশা' ইয়াজ্'আল্হু 'আলা- স্বিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম। ৪০। কুল আরাআইতাকুম ইন্ আতা-কুম 'আযা-বুল্

এবং যাকে চান তাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (৪০) আপনি বলুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ? যদি তোমাদের উপর আল্লাহর কোন শাস্তি এসে পড়ে

الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ۚ ان كنتم صدقين ﴿٤١﴾ بل

লা-হি আও আতাত্কুমুস্ সা-'আতু আগাইরাল্লা-হি তাদ্'উন, ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ৪১। বাল্

অথবা যদি তোমাদের উপর কিয়ামত এসে পৌছে, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৪১) বরং

اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ۝

ইয়্যা-হু তাদ্'উনা ফাইয়াক্শিফু মা-তাদ্'উনা ইলাইহি ইন্ শা—আ ওয়া তান্সাওনা মা-তুশ্রিকূন।

শুধু তাকেই ডাকবে। অতঃপর যে উদ্দেশ্যে তাঁকে ডাকবে, ইচ্ছা করলে তিনি তা দূর করবেন এবং যাদেরকে তোমরা শরীক করতে তাদেরকে ভুলে যাবে।

৪ ع ১০ রুকূ

﴿٤٢﴾ ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذنهم بالباساء والضراء لعلهم

৪২। ওয়া লাক্বাদ আর্সাল্না~ইলা~উমামিম্ মিন্ ক্বাব্লিকা ফাআখায্না-হুম্ বিলবা'সা—ই ওয়াদ্ব দ্বার্রা—ই লা'আল্লাহুম

(৪২) আর আমি আপনার পূর্বেও বহু উম্মতের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। অনন্তর আমি তাদেরকে অভাব অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করেছিলাম,

يتضرعون ﴿٤٣﴾ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم

ইয়াতাদ্বার্রা'উন। ৪৩। ফালাওলা~ইয্ জ্বা—আহুম্ বা'সুনা- তাদ্বার্রা'উ ওয়া লা-কিন্ ক্বাসাত্ কুলূবুহুম

যাতে তারা বিনীত হয়। (৪৩) সুতরাং যখন তাদের উপর আমার শাস্তি এসে গেল, তখনো কেন তারা বিনম্র হল না? বরং তাদের হৃদয়গুলো কঠিন হয়ে থাকল,

وزين لهم الشيطن ما كانوا يعملون ﴿٤٤﴾ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا

ওয়া যাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বা-নু মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ৪৪। ফালাম্মা- নাসূ মা-যুক্কিরূ বিহী ফাতাহ্না-

এবং শয়তান তাদের কাজগুলো তাদের সামনে সুশোভিত করে দেখাল। (৪৪) অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যখন ভুলে গেল তখন তাদের জন্য

عليهم ابواب كل شيء ۭ حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذنهم بغتة

'আলাইহিম আব্ওয়া-বা কুল্লি শাইয় ; হাত্তা~ইযা- ফারিহূ বিমা~উতূ~আখায্না-হুম্ বাগ্তাতান

সব বিষয়ের দ্বার খুলে দিলাম। অবশেষে তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়ের উপর যখন তারা খুব খুশী হয়ে পড়ল, তখন আমি তাদেরকে অকস্মাৎ পাকড়াও করলাম।

فاذا هم مبلسون ﴿٤٥﴾ فقطع دابر القوم الذين ظلموا ۭ والحمد لله رب

ফাইযা-হুম্ মুব্লিসূন। ৪৫। ফাকুত্বি'আ দা-বিরুল ক্বাওমিল্ লাযীনা যালামূ ; ওয়াল হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল

অতঃপর তারা নিরাশ হয়ে পড়ল। (৪৫) অতঃপর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের শিকড় কর্তন করা হলো। আর সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের

العلمين ﴿٤٦﴾ قل ارءيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم

'আ-লামীন। ৪৬। কুল আরাআইতুম্ ইন্ আখাযাল্লা-হু সাম্'আকুম ওয়া আব্স্বা-রাকুম ওয়া খাতামা

প্রতিপালক। (৪৬) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ? যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তিগুলো ছিনিয়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহে

على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به ۭ انظر كيف نصرف الايت

'আলা- কুলূবিকুম মান্ ইলা-হুন গাইরুল্লা-হি ইয়া'তীকুম্ বিহ্ ; উন্যুর কাইফা নুস্বার্রিফুল আ-ইয়া-তি

মোহর মেরে দেন, তবে কি আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মা'বুদ আছে, যে এগুলো ফিরিয়ে দিবে? দেখুন, আমি কিরূপে বিভিন্নভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি।

ثم هم يصدفون ﴿٤٧﴾ قل ارءيتكم ان اتىكم عذاب الله بغتة

ছুম্মা হুম ইয়াস্বদিফূন। ৪৭। কুল আরাআইতাকুম ইন্ আতা-কুম 'আযা-বুল্লা-হি বাগ্তাতান

এরপরও তারা এড়িয়ে চলে। (৪৭) আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখনি? যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে

او جهرة هل يهلك الا القوم الظلمون ﴿٤٨﴾ وما نرسل المرسلين الا

আও জ্বাহ্রাতান হাল্ ইয়ুহ্লাকু ইল্লাল্ ক্বাওমুয্ যা-লিমূন। ৪৮। ওয়া মা- নুরসিলুল মুর্সালীনা ইল্লা-

আকস্মিকভাবে বা প্রকাশ্যভাবে, তবে অত্যাচারী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ কি ধ্বংস হবে? (৪৮) আর আমি রাসূলগণকে শুধু সুসংবাদ প্রদানকারী

مبشرين ومنذرين ۚ فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

মুবাশ্শিরীনা ওয়া মুন্যিরীন, ফামান্ আ-মানা ওয়া আস্বলাহা ফালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্যানূন।

ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করি। সুতরাং যে ঈমান আনবে ও নিজকে সংশোধন করে নিবে তার জন্য কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না।

﴿٤٩﴾ والذين كذبوا بايتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ﴿٥٠﴾ قل

৪৯। ওয়াল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- ইয়ামাস্সুহুমুল 'আযা-বু বিমা- কা-নূ ইয়াফ্সুকূন। ৫০। কুল্

(৪৯) আর যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি স্পর্শ করবে এ কারণে যে, তারা দুষ্কর্ম করতো। (৫০) আপনি বলুন,

لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم

লা~আকূলু লাকুম 'ইন্দী খাযা—ইনুল্লা-হি ওয়ালা~আ'লামুল গাইবা ওয়ালা~আকূলু লাকুম

আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে। আর না আমি অদৃশ্য বিষয় জানি এবং আমি তোমাদের কাছে একথাও বলিনা যে,

اني ملك ۚ ان اتبع الا ما يوحى الي ۭ قل هل يستوي الاعمى

ইন্নী মালাক, ইন্ আত্তাবি'উ ইল্লা- মা- ইউহা~ইলাইয়্য ; কুল হাল ইয়াস্তাওয়িল আ'মা-

আমি ফিরিশতা। আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি ওহী আসে। আপনি বলুন, দৃষ্টিশক্তিহীন ও দৃষ্টিশক্তিমান ব্যক্তিদ্বয়

والبصير ۭ افلا تتفكرون ﴿٥١﴾ وانذر به الذين يخافون ان يحشروا

ওয়াল্ বাস্বীর ; আফালা- তাতাফাক্কারূন। ৫১। ওয়া আন্যির বিহিল্লাযীনা ইয়াখা-ফূনা আই ইউহ্শারূ~

কি সমান হতে পারে? তবুও কি তোমরা চিন্তা করবে না? (৫১) আর এ (কুরআন) দ্বারা এমন লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন, যারা এর ভয় করে যে,

৫ ع ১১ রুকূ

الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ۝

ইলা- রাব্বিহিম লাইসা লাহুম্ মিন্ দূনিহী ওয়ালিয়্যুঁও ওয়ালা-শাফী'উল্ লা'আল্লাহুম ইয়াত্তাকূন।

তাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে এমন অবস্থায় একত্রিত করা হবে যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তাদের বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবে না। হয়তো তারা সংযমী হবে।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوٰةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ

৫২। ওয়ালা-তাত্বরুদিল্ লাযীনা ইয়াদ্'উনা রাব্বাহুম বিল গাদা-তি ওয়াল 'আশিয়্যি ইয়ুরীদূনা ওয়াজ্হাহ ;

(৫২) আর তাদেরকে তাড়িয়ে দিবেন না, যারা সকাল ও সন্ধ্যা স্বীয় প্রতিপালককে শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি কামনায় ডাকে।

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ

মা- 'আলাইকা মিন্ হ্বিসা-বিহিম্ মিন্ শাইয়িওঁ ওয়া মা- মিন হ্বিসা-বিকা 'আলাইহিম মিন্ শাইয়িন ফাতাত্বরুদাহুম

তাদের হিসাবের (কর্মের) কোন দায়িত্ব আপনার নয় এবং আপনার হিসাবের (কর্মের) কোন দায়িত্ব তাদের নয় যে, তাদেরকে আপনি তাড়িয়ে দিবেন। তা করলে

فَتَكُونَ مِنَ الظَّٰلِمِينَ ۞ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ

ফাতাকূনা মিনায্ যা-লিমীন। ৫৩। ওয়া কাযা-লিকা ফাতান্না- বা'দ্বাহুম্ বিবা'দ্বিল্ লিইয়াকূলূ~আহা~উলা—ই

আপনি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (৫৩) আর এভাবেই আমি তাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা করেছি। যেন তারা বলে,

مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّٰكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَآءَكَ

মান্নাল্লা-হু 'আলাইহিম্ মিম্ বাইনিনা-; আলাইসাল্লা-হু বিআ'লামা বিশ্ শা-কিরীন। ৫৪। ওয়া ইযা- জা—আকাল্

আমাদের মধ্য হতে তাদেরই উপর কি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে খুব অবগত নন? (৫৪) যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান এনেছে

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ

লাযীনা ইউ'মিনূনা বিআ-ইয়া-তিনা- ফাকুল সালা-মুন 'আলাইকুম কাতাবা রাব্বুকুম 'আলা-নাফ্সিহির রাহ্বমাতা

তারা যখন আপনার কাছে আসে তখন আপনি বলুন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক রহমত করাকে তাঁর নিজ কর্তব্য বলে নির্ধারণ করে

أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ

আন্নাহূ মান 'আমিলা মিন্কুম সূ—আম্ বিজ্বাহা-লাতিন্ ছুম্মা তা-বা মিম্ বা'দিহী ওয়া আস্বলাহ্বা ফাআন্নাহূ গাফূরুর

নিয়েছেন। তোমাদের মধ্য হতে যে অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও

رَّحِيمٌ ۞ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْءَايَٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۞ قُلْ

রাহ্বীম। ৫৫। ওয়া কাযা-লিকা নুফাস্স্বিলুল আ-ইয়া-তি ওয়া লিতাস্তাবীনা সাবীলুল্ মুজ্বরিমীন। ৫৬। কুল

পরম দয়ালু। (৫৫) আর এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদের পথ প্রকাশ হয়ে যায়। (৫৬) আপনি বলুন,

إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ قُل لَّآ أَتَّبِعُ

ইন্নী নুহীতু আন্ আ'বুদাল্লাযীনা তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হ ; কুল্ লা~আত্তাবি'উ

আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তোমরা ডাক তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলুন, আমি তোমাদের ইচ্ছার

أَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۞ قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ

আহ্ওয়া—আকুম ক্বাদ্ দ্বালাল্তু ইযাওঁ ওয়া মা~আনা মিনাল্ মুহ্তাদীন। ৫৭। কুল ইন্নী 'আলা- বাইয়্যিনাতিম্

অনুসরণ করি না, করলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারব না। (৫৭) আপনি বলুন, নিশ্চয় আমি সু-স্পষ্ট প্রমাণের উপর আছি

مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ

মির্ রাব্বী ওয়া কায্যাবতুম্ বিহ ; মা- 'ইন্দী মা-তাস্তা'জ্বিলূনা বিহ ; ইনিল্ হুকমু ইল্লা-লিল্লা-হ ;

আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে। অথচ তোমরা তা মিথ্যা বলছ। তোমরা যা দ্রুত চাচ্ছ তা আমার কাছে নেই। নির্দেশ তো একমাত্র আল্লাহরই।

يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَٰصِلِينَ ۞ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦ

ইয়াকুস্স্বুল হ্বাক্ক্বা ওয়া হুওয়া খাইরুল ফা-স্বিলীন। ৫৮। কুল্ লাও আন্না 'ইন্দী মা- তাস্তা'জ্বিলূনা বিহী

তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনি উত্তম ফয়সালাকারী। (৫৮) আপনি বলুন, তোমরা যা দ্রুত চাচ্ছ তা যদি আমার কাছে থাকতো তবে অবশ্যই

لَقُضِىَ الْأَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّٰلِمِينَ ۞ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ

লাক্বুদ্বিয়াল্ আমরু বাইনী ওয়া বাইনাকুম ; ওয়াল্লা-হু আ'লামু বিয্ যা-লিমীন। ৫৯। ওয়া 'ইন্দাহূ মাফা-তিহুল

আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয়টির ফয়সালাই হয়ে যেত। আল্লাহ অত্যাচারীদের খুব জানেন। (৫৯) আল্লাহর কাছেই রয়েছে

الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن

গাইবি লা-ইয়া'লামুহা~ইল্লা- হুওয় ; ওয়া ইয়া'লামু মা- ফিল্ বার্রি ওয়াল্ বাহ্বর ; ওয়া মা- তাস্কুতু মিওঁ

অদৃশ্যের চাবিসমূহ। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা কেউ জানে না এবং তিনি অবহিত, যা কিছু আছে স্থলে ও সমুদ্রে এবং তাঁর অজান্তে

وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ

ওয়ারাক্বাতিন্ ইল্লা- ইয়া'লামুহা- ওয়ালা- হ্বাব্বাতিন্ ফী যুলুমা-তিল আরদ্বি ওয়ালা-রাত্ববিওঁ ওয়ালা-ইয়া-বিসিন

একটি পাতাও পড়ে না। কোন শস্য কণাও যমীনের অন্ধকারাংশে পতিত হয় না এবং তাজা বা শুকনো এমন কোন বস্তুও নেই, যা সুস্পষ্ট

إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ۞ وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم

ইল্লা-ফী কিতা-বিম্ মুবীন। ৬০। ওয়া হুওয়াল্ লাযী ইয়াতাওয়াফ্ ফা-কুম্ বিল্ লাইলি ওয়াইয়া'লামু মা-জ্বারাহ্বতুম্

কিতাবে নেই। (৬০) আর তিনিই (আল্লাহ) যিনি রাতে তোমাদেরকে (নিদ্রার মাধ্যমে) মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে যা কিছু কর তা তিনি

بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ

বিন্নাহা-রি ছুম্মা ইয়াব্'আছুকুম ফীহি লিইউক্বদ্বা~আজ্বালুম্ মুসাম্মা, ছুম্মা ইলাইহি মার্জ্বি'উকুম ছুম্মা

জানেন। অতঃপর দিবসে তোমাদেরকে তিনি জাগ্রত করেন, যাতে নির্ধারিত সময় কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন হবে। অতঃপর

يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ

ইউনাব্বিউকুম্ বিমা- কুন্তুম তা'মালূন। ৬১। ওয়া হুওয়াল্ ক্বা-হিরু ফাওক্বা 'ইবা-দিহী ওয়া ইউর্সিলু 'আলাইকুম

তোমরা যা কিছু করছিলে তা জানিয়ে দিবেন। (৬১) আর তিনি বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের উপর সংরক্ষক প্রেরণ করেন।

৭ ع ১৩ রুকূ

○ টীকা (আঃ ৫৯) ঃ রাসূল (সা) "সমস্ত গুপ্ত বিষয়ের ভাণ্ডার" শব্দের ব্যাখ্যায় পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। কিয়ামত কখন হবে, বৃষ্টি কখন বর্ষিবে, গর্ভিণীর পেটে কি সন্তান আছে, মানুষ আগামী কল্য কি করবে এবং কে কোথায় মরবে। হাদীসে এসেছে যে, গায়েবী ইলমের কোন কোন বিষয় আল্লাহ নবীগণকে ওহী দ্বারা এবং ওলীগণকে এলহাম ও স্বপ্ন দ্বারা জানিয়ে দেন। যেমন, নবীগণ কবরের আযাব, হাশরের আযাব, দোযখের ভয়াবহ অবস্থা এবং বেহেশতের শান্তির বিষয় যা গায়েবী ইলমের অন্তর্ভুক্ত, পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত ঈসা (আ) মানুষের ঘরে রক্ষিত দ্রব্যসমূহের কথা বলে দিতেন। হযরত ইউসুফ (আ) একজন কয়েদীর মুক্তি পাওয়ার এবং অপরজনের শূলী হওয়ার কথা পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন। কোন কোন ওলীরও এরূপ কারামত ছিল যে, ভবিষ্যতের কথা বলে দিতেন। (ইঃ কোঃ)

حَفَظَةً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ

হাফাযাহ ; হাত্তা~ইযা- জা—আ আহাদাকুমুল মাওতু তাওয়াফফাতহু রুসুলুনা- ওয়া হুম লা-ইউফাররিতূন।

অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে যায় তখন আমার প্রেরিত (ফিরিশতা)গণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করে না।

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

৬২। ছুম্মা রুদ্দূ~ইলাল্লা-হি মাওলা-হুমুল হাক্কি ; আলা- লাহুল হুকমু, ওয়া হুওয়া আসরা'উল হা-সিবীন।

(৬২) অতঃপর তাদেরকে প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছান হবে। জেনে রেখো, নির্দেশ একমাত্র তাঁরই। আর তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

৬৩। কুল্ মাই ইউনাজ্জীকুম মিন্ যুলুমা-তিল বাররি ওয়াল্ বাহ্রি তাদ'উনাহূ তাদ্বাররু'আওঁ ওয়া খুফ্ইয়াহ,

(৬৩) আপনি বলুন, কে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন স্থলভাগের এবং সমুদ্রের অন্ধকার থেকে? যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে গোপনে ডাকতে থাক,

لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ

লাইন্ আন্জা-না- মিন্ হা-যিহী লানাকূনান্না মিনাশ্ শা-কিরীন। ৬৪। কুলিল্লা-হু ইউনাজ্জীকুম

(এ বলে যে,) যদি আমাদেরকে এর থেকে উদ্ধার করে নেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। (৬৪) আপনি বলে দিন, আল্লাহই তোমাদেরকে উদ্ধার

مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۝ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ

মিন্হা- ওয়া মিন্ কুল্লি কার্বিন্ ছুম্মা আন্তুম তুশ্রিকূন। ৬৫। কুল্ হুওয়াল ক্বা-দিরু 'আলা~আই ইয়াব্'আছা

করেন তা থেকে এবং সকল প্রকার বিপদ থেকে। এরপরও তোমরা শরীক কর। (৬৫) আপনি বলে দিন, তিনি (আল্লাহ) সক্ষম তোমাদের উর্ধদেশ

عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا

'আলাইকুম আযা-বাম্ মিন্ ফাওক্বিকুম আও মিন্ তাহ্তি আরজুলিকুম আও ইয়াল্বিসাকুম শিয়া'আওঁ

অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করতে অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত

وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ

ওয়া ইউযীক্বা বা'দ্বাকুম্ বা'সা বা'দ্ব ; উন্যুর কাইফা নুসার্রিফুল আ-ইয়া-তি লা'আল্লাহুম

করাতে এবং তোমাদের এক দলকে অপর দলের আক্রমণের স্বাদ গ্রহণ করাতে। আপনি দেখুন, আমি কিভাবে বিভিন্নরূপে আয়াতগুলো বর্ণনা করি।

يَفْقَهُونَ ۝ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

ইয়াফ্ক্বাহূন। ৬৬। ওয়া কায্যাবা বিহী ক্বাওমুকা ওয়া হুওয়াল হাক্কু ; কুল্ লাসতু 'আলাইকুম বিওয়াকীল।

যাতে তারা বুঝতে পারে। (৬৬) আর আপনার সম্প্রদায় তো তা মিথ্যা বলেছে, অথচ এটাই সত্য। আপনি বলুন, আমি তোমাদের ব্যবস্থাপক নই।

لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ

৬৭। লিকুল্লি নাবাইম্ মুসতাক্বাররুওঁ ওয়াসাওফা তা'লামূন। ৬৮। ওয়া ইযা- রাআইতাল্ লাযীনা ইয়াখূদ্বূনা

(৬৭) প্রত্যেকটি সংবাদের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তো জানতে পারবে। (৬৮) যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা আমার

فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ

ফী~আ-ইয়া-তিনা- ফাআ'রিদ্ব 'আনহুম হাত্তা- ইয়াখূদ্বূ ফী হাদীছিন গাইরিহ ; ওয়াইম্মা- ইউন্সিইয়ান্নাকাশ্

আয়াত সম্পর্কে অনর্থক আলোচনা করছে, তখন তাদের থেকে আপনি এড়িয়ে থাকুন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়।

الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَا عَلَى الَّذِينَ

শাইত্বা-নু ফালা- তাক্'উদ্ বা'দায্ যিক্রা- মা'আল ক্বাওমিয্ যা-লিমীন। ৬৯। ওয়া মা- 'আলাল্লাযীনা

আর যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর পুনরায় অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না। (৬৯) আর মুত্তাকীদের উপর ওদের

يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَذَرِ الَّذِينَ

ইয়াত্তাকূনা মিন্ হিসা-বিহিম্ মিন্ শাইয়িওঁ ওয়ালা-কিন্ যিক্রা- লা'আল্লাহুম ইয়াত্তাকূন। ৭০। ওয়া যারিল্ লাযীনাত্

জবাবদিহিতার কোন দায়িত্ব নেই। কিন্তু তাদের দায়িত্ব উপদেশ দেয়া। যাতে ওরাও পরহেযগার হতে পারে। (৭০) আর তাদেরকে বর্জন করুন

اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ

তাখাযূ দীনাহুম লা'ইবাওঁ ওয়া লাহ্ওয়াওঁ ওয়া গাররাত্ হুমুল হাইয়া-তুদ্ দুন্ইয়া-ওয়া যাক্কির বিহী~আন তুবসালা

যারা তাদের দ্বীনকে খেল তামাশারূপে গ্রহণ করেছে এবং যাদেরকে পার্থিব জীবনে ধোঁকায় ফেলেছে, এবং এ (কুরআন) দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন,

نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ

নাফসুম্ বিমা- কাসাবাত, লাইসা লাহা- মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়ালিয়্যুওঁ ওয়ালা- শাফী'য়, ওয়া ইন্ তা'দিল

যাতে নিজ কৃতকর্মের কারণে কেউ ফেঁসে না যায়, যখন আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কেউ তাদের বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং তারা যদি সব

كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ

কুল্লা 'আদলিল লা-ইউ'খায্ মিন্হা-; উলা—ইকাল্ লাযীনা উব্সিলূ বিমা- কাসাবূ, লাহুম শারা-বুম্

কিছুও বিনিময় প্রদান করে তা গ্রহণ করা হবে না। তারা তাদের কৃতকর্মের দরুন ফেঁসে গেছে। কুফরী করার কারণে, তাদের

مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ

মিন্ হামীমিওঁ ওয়া 'আযা-বুন্ আলীমুম্ বিমা- কা-নূ ইয়াকফুরূন। ৭১। কুল্ আনাদ্'উ মিন্ দূনিল্লা-হি

পান করার জন্য রয়েছে তীব্র গরম পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৭১) আপনি বলুন, আমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকব

مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي

মা-লা- ইয়ানফা'উনা- ওয়ালা- ইয়াদ্বুররুনা- ওয়া নুরাদ্দু 'আলা~আ'ক্বা-বিনা- বা'দা ইয্ হাদা-নাল্লা-হু কাল্লাযিস্

যে আমাদেরকে কোন উপকার বা অপকার করতে পারবে না? এবং আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি উল্টো ফিরে যাব সে ব্যক্তির ন্যায়,

اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى

তাহ্ওয়াত্হুশ্ শাইয়া-ত্বীনু ফিল আরদ্বি হাইরা-ন, লাহূ~আস্হা-বুই ইয়াদ্'উনাহূ~ইলাল

যাকে শয়তান পৃথিবীতে পথ ভুলিয়ে দিশেহারা করে দিয়েছে? অথচ তার কিছু সাথী আছে যারা তাকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করে বলে,

৮ ১৪ রুকূ

الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ

হুদা'তিনা-; কুল ইন্না হুদাল্লা-হি হুওয়াল হুদা-; ওয়া উমিরনা- লিনুসলিমা লিরাব্বিল

এস আমাদের দিকে। আপনি বলে দিন, নিশ্চয় আল্লাহর পথই সঠিক পথ। আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি, জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করার

الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ

'আ-লামীন। ৭২। ওয়া আন্ আক্বীমুস্ স্বালা-তা ওয়াত্তাকূহ ; ওয়া হুওয়াল্লাযী~ইলাইহি তুহ্শারূন। ৭৩। ওয়া হুওয়া

জন্য, (৭২) এবং সালাত কায়েম করতে এবং তাঁকে ভয় করতে। তিনিই সে মহান আল্লাহ যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (৭৩) এবং

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ

ল্লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা বিলহাক্বক্ব ; ওয়া ইয়াওমা ইয়াকুলু কুন্ ফাইয়াকূন; ক্বাওলুহুল

তিনিই যথাবিধি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর যেদিন তিনি বলবেন (যে) হয়ে যাও, অমনি হয়ে যাবে। তার কথাই

الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ

হাক্বক্ব ; ওয়া লাহুল্ মুলকু ইয়াওমা ইউন্ফাখু ফিস্ব স্বূর ; 'আ-লিমুল গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাহ ; ওয়া হুওয়াল্

সত্য; যেদিন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে সেদিন সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই হবে এবং তিনি অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ বিষয় সবকিছু জানেন এবং তিনি

الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ

হাকীমুল খাবীর। ৭৪। ওয়া ইয্ ক্বা-লা ইব্রা-হীমু লিআবীহি আ-যারা আতাত্তাখিযু আস্বনা-মান আ-লিহাহ্ ;

প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। (৭৪) স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম তাঁর পিতা আযরকে বললেন, 'আপনি কি মূর্তিগুলোকে মা'বুদ হিসেবে স্বীকার করেন?

إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ

ইন্নী~আরা-কা ওয়া ক্বাওমাকা ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৭৫। ওয়া কাযা-লিকা নুরী~ইব্রা-হীমা মালাকূতাস্

আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যেই দেখছি।' (৭৫) এমনিভাবে ইব্রাহীমকে আসমান ও

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ওয়া লিয়াকূনা মিনাল মূক্বিনীন। ৭৬। ফালাম্মা- জান্না 'আলাইহিল্ লাইলু

যমীনের সৃষ্টি রহস্য দেখাই, আর যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়। (৭৬) যখন রাতের অন্ধকার তাঁর উপর ছেয়ে গেল,

رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى

রাআ- কাওকাবা-, ক্বা-লা হা-যা- রাব্বী, ফালাম্মা~আফালা ক্বা-লা লা~উহিব্বুল আ-ফিলীন। ৭৭। ফালাম্মা-রাআল

তখন সে একটি তারা দেখে বললেন, এটিই আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন সেটা অস্ত গেল তখন তিনি বললেন, আমি অস্তগামীদের পছন্দ করি না। (৭৭) অতঃপর যখন

الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي

ক্বামারা বা-যিগান্ ক্বা-লা হা-যা- রাব্বী, ফালাম্মা~আফালা ক্বা-লা লাইল্ লাম ইয়াহ্দিনী রাব্বী

চন্দ্রকে ঝলমল অবস্থায় দেখলেন, তখন তিনি বললেন, এটিই আমার প্রতিপালক! অতঃপর যখন সেটিও ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন, আমার প্রতিপালক যদি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন না

لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي

লাআকূনান্না মিনাল্ ক্বাওমিদ্ব দ্বা—ল্লীন। ৭৮। ফালাম্মা- রাআশ্ শাম্সা বা-যিগাতান্ ক্বা-লা হা-যা- রাব্বী

করেন তবে আমি অবশ্যই পথহারা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৭৮) অতঃপর যখন তিনি সূর্যকে চমকানো অবস্থায় দেখলেন, তখন তিনি বললেন, এটিই আমার প্রতিপালক।

هَٰذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي

হা-যা~আক্বার, ফালাম্মা~আফালাত্ ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি ইন্নী বারী—উম্ মিম্মা- তুশ্রিকূন। ৭৯। ইন্নী

এটা সবচেয়ে বড়। অনন্তর যখন সেটাও অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে শরীক করো তার থেকে আমি মুক্ত। (৭৯) নিশ্চয়

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ

ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজ্হিয়া লিল্ লাযী ফাত্বারাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা হানীফাওঁ ওয়ামা~আনা মিনাল

আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখমন্ডল তাঁর দিকে ফিরিয়েছি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত

الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۚ

মুশ্রিকীন। ৮০। ওয়াহা—জ্জাহূ ক্বাওমুহ ; ক্বা-লা আতুহা—জ্জু—ন্নী ফিল্লা-হি ওয়াক্বাদ্ হাদা-ন ;

নই। (৮০) এবং তাঁর কওম তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমার সাথে বিতর্ক করছো? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।

وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ

ওয়ালা~আখা-ফু মা- তুশ্রিকূনা বিহী~ইল্লা~আঁই ইয়াশা—আ রাব্বী শাইআ-; ওয়া সি'আ রাব্বী কুল্লা শাইয়িন 'ইল্মা-;

আর তোমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক কর তাদেরকে আমি ভয় করি না, তবে আমার প্রতিপালক যদি অন্য কিছু চান তা ভিন্ন কথা। সবকিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানের

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم

আফালা- তাতাযাক্কারূন। ৮১। ওয়া কাইফা আখা-ফু মা~আশ্রাক্তুম ওয়ালা- তাখা-ফূনা আন্নাকুম আশ্রাক্তুম্

আয়ত্বে। তবুও তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? (৮১) তোমরা যাদেরকে শরীক করো তাদেরকে আমি কিভাবে ভয় করবো? অথচ

بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۚ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۖ

বিল্লা-হি মা-লাম ইউনায্যিল বিহী 'আলাইকুম সুলত্বা-না- ; ফাআইয়্যুল ফারীক্বাইনি আহাক্বক্বু বিল্ আম্‌ন,

তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করতে ভয় করছ না, যে বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতারণ করেন নি। সুতরাং এ দু'দলের মধ্যে নিরাপত্তা

إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ

ইন্ কুন্তুম তা'লামূন। ৮২। আল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া লাম ইয়াল্‌বিসূ~ঈমা-নাহুম্ বিযুল্‌মিন্ উলা—ইকা

লাভের অধিক হকদার কে? (বল) যদি তোমরা জান। (৮২) যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে নি, তাদের জনাই

○ টীকা (আঃ ৮১) ঃ মুশরিকরা দেবতাদের ভয় দেখালে ইবরাহীম (আ) বললেন, এরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে বলে আমি ভয় করি না। কেননা, এদের কোন ক্ষমতাই নেই। কোন কোনটির কিছু কিছু ক্ষমতা থাকলেও তা নিজস্ব নয়, বরং খোদার দেয়া। হ্যাঁ, তবে যদি আমার প্রভুই কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন, তা তো হয়েই যাবে। এতে তো তোমাদের বাতেল মা'বুদের ক্ষমতা প্রমাণিত হয় না। অতএব, তাদেরকে ভয় করার আবশ্যকতাও নেই। বরং দু' কারণে তোমাদেরই তো ভীত হওয়া উচিত। প্রথমতঃ ভয়ের প্রধান কারণ, তোমরা শিরক করেছ। এর জন্য ভীষণ শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তোমরা জানতে পেরেছ যে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্বক্ষম। মোটকথা, ভয় করা উচিত ছিল তোমাদের। তা না করে উল্টা আমাকে ভয় দেখাচ্ছ। (বঃ কোঃ) ○ بظلم - এস্থলে জুলুমের অর্থ, শিরক। (কুঃ কারীম)

لهم الامن وهم مهتدون ۝ وتلك حجتنا اتينها ابرهيم على قومه ط

লাহুমুল আমনু ওয়া হুম্ মুহ্তাদূন। ৮৩। ওয়া তিল্কা হুজ্জাতুনা~আ-তাইনা-হা~ইব্রা-হীমা 'আলা- ক্বাওমিহ ;
নিরাপত্তা রয়েছে এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত। (৮৩) আর এটাই আমার দলীল- প্রমাণ, যা আমি ইব্রাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের মোকাবিলায় দিয়েছিলাম।

৯ ع ১৫ রুকূ

نرفع درجت من نشاء ط ان ربك حكيم عليم ۝ ووهبنا له اسحق

নার্‌ফা'উ দারাজা-তিম্ মান্ নাশা—উ ; ইন্না রাব্বাকা হ্বাকীমুন 'আলীম। ৮৪। ওয়া ওয়াহাব্‌না- লাহূ~ইস্‌হ্বা-ক্ব
আমি যাকে চাই তাকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে উঠাই। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক মহা বিজ্ঞানময় ও মহাজ্ঞানী। (৮৪) আর আমি তাঁকে দান করেছিলাম ইসহাক

ويعقوب ط كلا هدينا ج ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمن

ওয়া ইয়া'কূব ; কুল্লান হাদাইনা, ওয়া নূহ্বান্ হাদাইনা- মিন্ ক্বাবলু ওয়া মিন্ যুর্‌রিইয়্যাতিহী দা-উদা ওয়া সুলাইমা-না
ও ইয়াকুবকে এবং তাদের প্রত্যেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলাম এবং নূহকেও আমি সঠিক পথ দিয়েছিলাম (তার) পূর্বে এবং তাঁর বংশধরগণের মধ্যে দাউদ, সুলাইমান,

وايوب ويوسف وموسى وهرون ط وكذلك نجزي المحسنين ۝

ওয়া আইয়্যূবা ওয়া ইউসুফা ওয়া মূসা- ওয়া হা-রূন ; ওয়া কাযা-লিকা নাজ্‌যিল মুহ্বসিনীন।
আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও এবং এভাবে আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি পূণ্যবানদেরকে।

۝ وزكريا ويحيى وعيسى والياس ط كل من الصلحين ۝ واسمعيل

৮৫। ওয়া যাকারিইয়্যা- ওয়া ইয়াহ্বইয়া- ওয়া 'ঈসা-ওয়া ইল্‌ইয়া-স ; কুল্লুম মিনাস্ব স্বা-লিহ্বীন। ৮৬। ওয়া ইস্‌মা-'ঈলা
(৮৫) এবং (সৎপথ প্রদর্শন করেছিলাম) যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও। তাঁরা সকলেই সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (৮৬) এবং

واليسع ويونس ولوطا ط وكلا فضلنا على العلمين ۝ ومن ابائهم

ওয়াল ইয়াসা'আ ওয়া ইউনুসা ওয়া লূত্বা- ; ওয়া কুল্লান্ ফাদ্বদ্বাল্‌না- 'আলাল 'আ-লামীন। ৮৭। ওয়া মিন আ-বা—ইহিম
(সৎপথ প্রদর্শন করেছিলাম) ইসমাঈল, ইয়াসা', ইউনুস ও লূতকে এবং তাদের প্রত্যেককে আমি মর্যাদা দিয়েছি বিশ্বজগতের উপর। (৮৭) এবং তাঁদের পিতৃপুরুষ ও তাঁদের

وذريتهم واخوانهم ج واجتبينهم وهدينهم الى صراط مستقيم ۝

ওয়া যুর্‌রিইইয়া-তিহিম ওয়া ইখ্‌ওয়া-নিহিম, ওয়াজ্‌তাবাইনা-হুম ওয়া হাদাইনা-হুম ইলা- স্বিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম।
বংশধর এবং তাদের ভাইদের থেকেও কতককে, আর আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছি।

۝ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ط ولو اشركوا لحبط عنهم

৮৮। যা-লিকা হুদাল্লা-হি ইয়াহ্‌দী বিহী মাই ইয়াশা—উ মিন 'ইবা-দিহ ; ওয়া লাও আশ্‌রাকূ লাহ্বাবিত্বা 'আনহুম
(৮৮) এটাই আল্লাহর হিদায়াত, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা এর দ্বারা সৎপথ প্রদর্শন করেন। আর তারাও যদি শিরক করতো;

ما كانوا يعملون ۝ اولئك الذين اتينهم الكتب والحكم والنبوة ج

মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ৮৯। উলা—ইকাল্ লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল কিতা-বা ওয়াল হুক্‌মা ওয়ান্ নুবুওয়্যাতা,
তবে তাদের আমলও বাতিল হয়ে যেত। (৮৯) তারা এমন ছিলেন যে, যাদেরকে আমি কিতাব, শরয়ী জ্ঞান এবং নবুওয়াত দান করেছি।

فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكفرين ۝ اولئك

ফাইঁইয়াক্‌ফুর বিহা- হা~উলা—ই ফাক্বাদ্ ওয়াক্কাল্‌না- বিহা- ক্বাওমাল্ লাইসূ বিহা- বিকা-ফিরীন। ৯০। উলা—ইকাল্
সুতরাং তারা যদি এগুলো প্রত্যাখ্যান করে, তবে আমি এজন্য এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করে রেখেছি যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে না। (৯০) এরা হলেন তাঁরা যাদেরকে

الذين هدى الله فبهدىهم اقتده ط قل لا اسئلكم عليه اجرا ط ان

লাযীনা হাদাল্লা-হু ফাবিহুদা-হুমুক্ব তাদিহ ; কুল্‌লা~আস্‌আলুকুম 'আলাইহি আজ্‌রা-; ইন্
আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং আপনিও তাদেরই পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন, এজন্য আমি তোমাদের থেকে কোন বিনিময় চাই

১০ ع ১৬ রুকূ

هو الا ذكرى للعلمين ۝ وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله

হুওয়া ইল্লা- যিক্‌রালিল 'আ-লামীন। ৯১। ওয়া মা- ক্বাদারুল্লা-হা হ্বাক্ক্বা ক্বাদ্‌রিহী~ইয্ ক্বা-লূ মা~আন্‌যালাল্লা-হু
না। এ (কুরআন) তো শুধু বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ। (৯১) আর তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি, যখন তারা এরূপ বলল যে, আল্লাহ কোন মানুষের উপর

على بشر من شيء ط قل من انزل الكتب الذي جاء به موسى نورا

'আলা- বাশারিম মিন্ শাইয় ; ক্বুল্ মান্ আন্‌যালাল্ কিতা-বাল্ লাযী জ্বা—আ বিহী মূসা- নূরাওঁ
কিছুই অবতীর্ণ করেন নি। আপনি বলুন, কে অবতীর্ণ করেছেন সে কিতাবটি, যা মূসা নিয়ে এসেছিলেন? যা ছিল মানুষের জন্য নূর

وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ج

ওয়া হুদাল্ লিন্না-সি তাজ্‌'আলূনাহূ ক্বারা-ত্বীসা তুব্‌দূনাহা- ওয়া তুখ্‌ফূনা কাছীরা-,
ও হিদায়াত। যা তোমরা বিভিন্ন কাগজে লিখে তার কিছু প্রকাশ করে থাক এবং অনেকগুলোই গোপন রাখ এবং তোমাদেরকে এমন বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে

وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم ط قل الله لا ثم ذرهم في خوضهم

ওয়া 'উল্লিমতুম্ মা-লাম তা'লামূ~আন্‌তুম ওয়ালা~আ-বা—উকুম; ক্বুলিল্লা-হু ছুম্মা যারহুম ফী খাওদ্বিহিম
যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃ পুরুষগণও জানতে না। বলুন, একমাত্র আল্লাহই (অবতীর্ণ করেছেন)। অতঃপর তাদেরকে তাদের অনর্থক আলোচনায় লিপ্ত

يلعبون ۝ وهذا كتب انزلنه مبرك مصدق الذي بين يديه ولتنذر

ইয়াল'আবূন। ৯২। ওয়া হা-যা- কিতা-বুন আন্‌যাল্‌না-হু মুবা-রাকুম্ মুস্বাদ্দিকুল্ লাযী বাইনা ইয়াদাইহি ওয়ালি তুন্‌যিরা
থাকতে ছেড়ে দিন। (৯২) আমি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা কল্যাণময় এবং তার পূর্বের কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। যাতে আপনি সতর্ক করেন

ام القرى ومن حولها ط والذين يؤمنون بالاخرة يؤمنون به وهم

উম্মাল কুরা- ওয়া মান্ হ্বাওলাহা-; ওয়াল্লাযীনা ইউ'মিনূনা বিল আ-খিরাতি ইউ'মিনূনা বিহী ওয়া হুম
মক্কাবাসী এবং তার আশেপাশের লোকদেরকে। আর যারা পরকালের বিশ্বাস রাখে তারাই এর উপর ঈমান আনে এবং তারা

على صلاتهم يحافظون ۝ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال

'আলা- স্বালা-তিহিম ইউহ্বা-ফিযূন। ৯৩। ওয়া মান্ আয্‌লামু মিম্ মানিফ্ তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান্ আও ক্বা-লা
তাদের সালাতের সংরক্ষণ করে। (৯৩) আর সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে হবে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় অথবা বলে যে,

أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ط

উহিয়া ইলাইয়্যা ওয়া লাম্ ইউহ্বা ইলাইহি শাইয়ুওঁ ওয়া মান্ ক্বা-লা সাউন্‌যিলু মিছ্‌লা মা~আন্‌যালাল্লা-হ ;
আমার প্রতি ওহী আসে। অথচ তার প্রতি কোন প্রকার ওহী আসে না, আর যে বলে, আল্লাহ যেরূপ অবতীর্ণ করেছেন আমিও তদ্রূপ অতিশীঘ্রই অবতীর্ণ করব।

ولو ترى إذ الظلمون فى غمرت الموت والملئكة باسطوا أيديهم ج

ওয়া লাও তারা~ইযিয্ব্ য্বা-লিমূনা ফী গামারা-তিল মাওতি ওয়াল্ মালা—ইকাতু বা-সিতূ~আইদীহিম,
আর যদি আপনি দেখতে পেতেন যখন এ অত্যাচারীগণ মৃত্যুর কঠিন কষ্টে থাকবে এবং ফিরিশতাগণ স্বীয় হাত বাড়িয়ে দিয়ে,

أخرجوا أنفسكم ط اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله

আখ্‌রিজূ~আন্‌ফুসাকুম ; আল ইয়াওমা তুজ্‌যাওনা 'আযা-বাল হূনি বিমা- কুন্‌তুম তাক্বূলূনা 'আলাল্লা-হি
বলবেন, তোমাদের নিজ প্রাণ বের কর। আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য কথা বলতে

غير الحق وكنتم عن ايته تستكبرون ﴿٩٤﴾ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنكم

গাইরাল হ্বাক্বক্বি ওয়া কুন্‌তুম 'আন আ-ইয়া-তিহী তাস্‌তাকবিরূন। ৯৪। ওয়া লাক্বাদ জ্বি'তুমূনা-ফুরা-দা- কামা- খালাক্বনা-কুম
এবং তাঁর আয়াত সম্পর্কে অহমিকা প্রকাশ করতে। (৯৪) তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ, যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম।

أول مرة وتركتم ما خولنكم وراء ظهوركم ج وما نرى معكم شفعاءكم

আওয়ালা মার্‌রাতিওঁ ওয়া তারাক্‌তুম্ মা-খাওয়্যাল্‌না-কুম ওয়ারা—আ য্বুহূরিকুম, ওয়া মা- নারা-মা'আকুম শুফা'আ—আকুমুল্
আর তোমাদেরকে আমি যা কিছু দিয়েছিলাম তা তোমরা পশ্চাতে রেখে এসেছ। আর আমিতো তোমাদের সাথে তোমাদের সে সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না,

الذين زعمتم أنهم فيكم شركؤا ط لقد تقطع بينكم وضل عنكم

লাযীনা যা'আম্‌তুম আন্নাহুম ফীকুম শুরাকা—উ ; লাক্বাদ্ তাক্বাত্ত্বা'আ বাইনাকুম ওয়া দ্বাল্লা 'আন্‌কুম্
যাদের সম্পর্কে তোমরা ধারণা করতে যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে শরীক। অবশ্যই তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যে ধারণা

ما كنتم تزعمون ﴿٩٥﴾ إن الله فالق الحب والنوى ط يخرج الحى من

১১ ع ৪ ১৭ রুকু

মা- কুন্‌তুম তায'উমূন। ৯৫। ইন্নাল্লা-হা ফা-লিক্বুল হ্বাব্বি ওয়ান্নাওয়া-; ইউখ্‌রিজুল হ্বাইয়্যা মিনাল
করছিলে তা তোমাদের থেকে দূর হয়ে গেছে। (৯৫) নিশ্চয় আল্লাহ শস্য ও বীজগুলোকে বিদীর্ণ করে অঙ্কুরে পরিণতকারী (সৃষ্টিকারী)। তিনিই

الميت ومخرج الميت من الحى ط ذلكم الله فأنى تؤفكون ۝

মাইয়্যিতি ওয়া মুখ্‌রিজুল মাইয়্যিতি মিনাল্ হ্বাইয়্যি ; যা-লিকুমুল্‌লা-হু ফাআন্না- তু'ফাকূন।
প্রাণময়কে প্রাণহীন হতে বের করেন এবং প্রাণহীনকে প্রাণময় থেকে বের করেন। তিনিই তো আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

﴿٩٦﴾ فالق الإصباح ج وجعل اليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ط ذلك

৯৬। ফা-লিক্বুল ইস্ববা-হ্বি, ওয়া জ্বা'আলাল্ লাইলা সাকানাওঁ ওয়াশ্ শাম্‌সা ওয়াল্ ক্বামারা হুস্‌বা-না-; যা-লিকা
(৯৬) তিনিই প্রভাতের আবির্ভাব ঘটান এবং রাতকে বানিয়েছেন প্রশান্তির জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্র (বানিয়েছেন) গণনার জন্য। এসব

تقدير العزيز العليم ﴿٩٧﴾ وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى

তাক্বদীরুল 'আযীযিল 'আলীম। ৯৭। ওয়া হুওয়াল্ লাযী জ্বা'আলা লাকুমুন্ নুজূমা লিতাহ্‌তাদূ বিহা- ফী
পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী কর্তৃক নির্ধারিত। (৯৭) আর তিনিই এমন যে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য নক্ষত্রগুলো– যাতে তা দ্বারা তোমরা অন্ধকারে স্থল ও

ظلمت البر والبحر ط قد فصلنا الايت لقوم يعلمون ﴿٩٨﴾ وهو الذى

য্বুলুমা-তিল বার্‌রি ওয়াল্ বাহ্বর ; ক্বাদ্ ফাস্‌স্বালনাল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিই ইয়া'লামূন। ৯৮। ওয়া হুওয়াল্লাযী~
সমুদ্রের পথ ঠিক করতে পার। নিশ্চয় আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। (৯৮) আর তিনিই (আল্লাহ) তোমাদেরকে

أنشأكم من نفس وحدة فمستقر ومستودع ط قد فصلنا الايت لقوم

আন্‌শাআকুম্ মিন্ নাফ্‌সিওঁ ওয়া-হ্বিদাতিন্ ফামুস্‌তাক্বার্‌রুওঁ ওয়া মুস্‌তাওদা'য় ; ক্বাদ ফাস্‌স্বালনাল আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিই
একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও ক্ষণস্থায়ী ঠিকানা রয়েছে। নিশ্চয় আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি অনুভূতিশীল

يفقهون ﴿٩٩﴾ وهو الذى أنزل من السماء ماء ج فأخرجنا به نبات كل شىء

ইয়াফ্‌ক্বাহূন। ৯৯। ওয়া হুওয়াল্‌লাযী~আন্‌যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আ, ফাআখ্‌রাজ্বনা- বিহী নাবা-তা কুল্লি শাইয়িন্
সম্প্রদায়ের জন্য। (৯৯) আর তিনিই (আল্লাহ) আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। অনন্তর আমি এর মাধ্যমে সব ধরনের উদ্ভিদ উদ্গত করি।

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ج ومن النخل من طلعها

ফাআখ্‌রাজ্বনা- মিন্‌হু খাদ্বিরান্ নুখ্‌রিজু মিন্‌হু হ্বাব্বাম্ মুতারা-কিবা- ; ওয়া মিনান্ নাখ্‌লি মিন্ ত্বাল'ইহা-
এরপর আমি তার থেকে উদগত করি সবুজ পাতা, পরে তা থেকে উৎপন্ন করি বিন্যস্ত শস্য দানা এবং আমি খেজুর গাছের মাথি হতে

قنوان دانية وجنت من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير

ক্বিন্‌ওয়া-নুন্ দা-নিয়াতুওঁ ওয়া জ্বান্না-তিম্ মিন আ'না-বিওঁ ওয়ায্‌যাইতূনা ওয়ার্ রুম্মা-না মুশ্‌তাবিহাওঁ ওয়া গাইরা
বের করি ঝুলন্ত গুচ্ছ এবং (উৎপন্ন করি) আংগুরের বাগান এবং যায়তুন ও আনারও, যা (রং ও আকারে) একে অন্যের সদৃশ এবং

متشابه ط أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ط إن فى ذلكم لايت لقوم

মুতাশা-বিহ ; উন্‌য্বুরূ~ইলা- ছামারিহী~ইযা~আছ্‌মারা ওয়া ইয়ান্'ইহ ; ইন্না ফী যা-লিকুম লাআ-ইয়া-তিল লিক্বাওমিই
বিসদৃশ। তোমরা লক্ষ্য কর, তার (গাছের) ফলের প্রতি, যখন ফল ধরে ও পাকে। নিশ্চয় নিদর্শন রয়েছে এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের

✪ টীকা (আঃ ৯৭) ঃ অর্থাৎ, চন্দ্র-সূর্যের গতিবিধি সর্বব্যাপী ক্ষমতাবান মহান সত্ত্বার নির্ধারণ। কাজেই তিনি তাদেরকে এরূপ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম এবং তিনি মহাজ্ঞানী। সুতরাং তিনি এ ধরনের গতির উপকারিতা ও রহস্য অবগত আছেন। তাই তাদের গতির এই নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৯৭) ঃ তিনটি উদ্দেশ্যে তারকারাজিকে অবলম্বন করা যায় (ক) আসমানের সৌন্দর্য স্বরূপ, (খ) শয়তানের জন্য ঢিল স্বরূপ, (গ) পথের দিশারীস্বরূপ। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৯৮) ঃ 'মারফূ' হাদীছে আছে, আল্লাহ আদমকে নিজের সামনে দাঁড় করে তাঁর বাম বাহুর উপর আঘাত করলেন। তাতে তার ঔরষ হতে সন্তান বের হয়ে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ভরে গেল। (ফত্‌হুল বয়ান)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৯৮) ঃ ....فمستقر و مستودع ঃ (দীর্ঘ ও ক্ষণস্থায়ী ঠিকানা) এ আয়াতাংশের অর্থের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যা নিম্নরূপ ঃ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস প্রমুখ বলেন, مستقر অর্থ মায়ের গর্ভ, مستودع অর্থ পিতার ঔরস। ইবনে মাসউদ থেকে আর এক বর্ণনায় مستقر অর্থ ইহকালীন জীবন, مستودع অর্থ পরকালীন জীবন। (তাঃ ইবনে কাছীর)

يؤمنون ۝١٠٠ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنت

ইউ'মিনূন। ১০০। ওয়া জ্বা'আলূ লিল্লা-হি শুরাকা—আল জ্বিন্না ওয়া খালাক্বাহুম ওয়া খারাক্বু লাহূ বানীনা ওয়া বানা-তিম্
জন্য। (১০০) আর লোকেরা জ্বীনদেরকে আল্লাহর শরীক (মনোনীত) করে। অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা অজ্ঞতাবশতঃ তাঁর

بغير علم ط سبحنه وتعلى عما يصفون ۝١٠١ بديع السموت والارض ط

বিগাইরি 'ইল্‌ম ; সুব্‌হ্বা-নাহূ ওয়া তা'আ-লা- 'আম্মা- ইয়াস্বিফূন। ১০১। বাদী'উস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব ;
জন্য পুত্র ও কন্যা স্থির করে নিয়েছে। তারা যা বলে তা হতে তিনি পবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে। (১০১) তিনিই আসমান ও যমীনের (বিনা নমুনায়) সৃষ্টিকারী।

১২ ع ৬ ১৮ রুকূ

انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ط وخلق كل شيء ج وهو بكل

আন্না- ইয়াকূনু লাহূ ওয়ালাদুঁও ওয়ালাম তাকুল্ লাহূ স্বা-হিবাহ, ওয়া খালাক্বা কুল্লা শাইয়, ওয়া হুওয়া বিকুল্লি
তাঁর জন্য সন্তান হওয়া কিভাবে সম্ভব? অথচ তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই এবং তিনি তা সৃষ্টি করেছেন সব কিছু এবং তিনি

شيء عليم ۝١٠٢ ذلكم الله ربكم ج لا اله الا هو ج خالق كل شيء فاعبدوه ج

শাইয়িন 'আলীম। ১০২। যা-লিকুমুল্লা-হু রাব্বুকুম, লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়, খা-লিকু কুল্লি শাইয়িন ফা'বুদূহ,
সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। (১০২) তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। যিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা তাঁরই

وهو على كل شيء وكيل ۝١٠٣ لا تدركه الابصار ز وهو يدرك الابصار ج وهو

ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িঁও ওয়াকীল। ১০৩। লা- তুদ্‌রিকুহুল আব্‌স্বা-রু ওয়া হুওয়া ইউদ্‌রিকুল আব্‌স্বা-র, ওয়াহুওয়াল্
ইবাদাত কর। তিনি সব বিষয়ের ব্যবস্থাপক। (১০৩) তাঁকে তো দৃষ্টিশক্তি আয়ত্বে আনতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁরই আয়ত্বে। তিনি অতিসূক্ষ্মদর্শী,

اللطيف الخبير ۝١٠٤ قد جاءكم بصائر من ربكم ج فمن ابصر فلنفسه ج

লাত্বীফুল খাবীর। ১০৪। ক্বাদ জ্বা—আকুম্ বাস্বা—ইরু মির্ রাব্বিকুম ; ফামান্ আব্‌স্বারা ফালি নাফসিহ্‌,
সর্বজ্ঞ। (১০৪) (বলুন) নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে। অতএব যে তা লক্ষ্য করবে তা তার নিজের জন্য

ومن عمي فعليها ط وما انا عليكم بحفيظ ۝١٠٥ وكذلك نصرف الايت

ওয়া মান্ 'আমিয়া ফা'আলাইহা- ; ওয়া মা~আনা 'আলাইকুম্ বিহ্বাফীয। ১০৫। ওয়া কাযা-লিকা নুস্বাররিফুল আ-ইয়া-তি
(উপকারে আসবে)। আর যে লক্ষ্য করবে না সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই। (১০৫) এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি।

وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ۝١٠٦ اتبع ما اوحي اليك من ربك ج

ওয়া লিইয়াকূলূ দারাস্‌তা ওয়া লিনুবাইয়্যিনাহূ লিক্বাওমিইঁ ইয়া'লামূন। ১০৬। ইত্তাবি' মা~উহ্বিয়া ইলাইকা মির্ রাব্বিক,
ফলে তারা বলে, আপনি পূর্বেই এটা পড়ে নিয়েছেন। কিন্তু তা আমি জ্ঞানীদের জন্য সম্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারি। (১০৬) আপনি স্বয়ং
ঐ পথের অনুসরণ করতে থাকুন, আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে

○ টীকা (আঃ ১০১) ঃ এই আয়াতে শিরকের খণ্ডন করা হয়েছে। মানুষ আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্যকে ও জ্বীনকে এবাদতে শরীক করত। আল্লাহ্ তাদের এই কুফর ও শিরক হতে বহু উর্ধ্বে। কেউ যদি বলে যে, কাফিররা তো জ্বিনকে পূজা করে নি, তারা আম্বিয়া ও আউলিয়াদের পূজা করত। এর উত্তরে বলা হবে যে, জ্বীন জাতি তাদেরকে এরূপ নির্দেশ দিত বলেই তারা নবী ও ওলীদের পূজা করত। সুতরাং জ্বিনের পূজাই করা হল। (ইঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১০৬) ঃ অর্থাৎ, কোরআন নাযিল করার উপকারিতা তিনটি। (ক) আপনি তবলীগের সওয়াব পাবেন, (খ) প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর সমধিক অপরাধ সাব্যস্ত হয়। (গ) বুদ্ধিমান ও সত্যান্বেষীদের জন্য সত্য প্রকাশিত হয়ে যায়। অতএব, কে মানল, কে মানল না, আপনি সে দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।

لا اله الا هو ج واعرض عن المشركين ۝١٠٧ ولو شاء الله ما اشركوا ط وما جعلنك

লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয় ; ওয়া আ'রিদ্ব 'আনিল মুশরিকীন। ১০৭। ওয়া লাও শা—আল্লা-হু মা~আশ্‌রাকূ ; ওয়ামা-জ্বা'আলনা-কা
প্রদত্ত ওহীর অনুসরণ করুন। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুশরিকদেরকে এড়িয়ে চলুন। (১০৭) আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা শিরক করতো না।

عليهم حفيظا ج وما انت عليهم بوكيل ۝١٠٨ ولا تسبوا الذين يدعون من

'আলাইহিম হ্বাফীযা-, ওয়ামা~আন্‌তা 'আলাইহিম্ বিওয়াকীল। ১০৮। ওয়ালা-তাসুব্বুল্ লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন্
আর আমি আপনাকে তাদের উপর তত্ত্বাধায়ক নিযুক্ত করি নি। আর আপনি তাদের ব্যবস্থাপকও নন। (১০৮) আর তোমরা তাদেরকে মন্দ বলোনা, যাদেরকে তারা ডাকে

دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ط كذلك زينا لكل امة عملهم ص

দূনিল্লা-হি ফাইয়াসুব্বুল্লা-হা 'আদ্‌ওয়াম্ বিগাইরি 'ইল্‌ম ; কাযা-লিকা যাইয়্যান্না- লিকুল্লি উম্মাতিন্ 'আমালাহুম,
আল্লাহকে ছেড়ে। তারা জ্ঞান না থাকার কারণে সীমালংঘন করে আল্লাহকেও মন্দ বলবে। এভাবে আমি প্রত্যেক দলের কাছেই তাদের কাজগুলো আনন্দদায়ক করে

ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ۝١٠٩ واقسموا بالله

ছুম্মা ইলা- রাব্বিহিম মার্‌জ্বি'উহুম ফাইউনাব্বিউহুম্ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১০৯। ওয়া আক্বসামূ বিল্লা-হি
রেখেছি। অতঃপর তাদের প্রতিপালকের কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন। (১০৯) এবং তারা আল্লাহর

جهد ايمانهم لئن جاءتهم اية ليؤمنن بها ط قل انما الايت عند الله

জ্বাহ্‌দা আইমা-নিহিম লাইন্ জ্বা—আত্‌হুম আ-ইয়াতুল্ লাইউ'মিনুন্না বিহা-; কুল ইন্নামাল আ-ইয়া-তু 'ইনদাল্লা-হি
নামে দৃঢ় শপথ করে বলে যে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে তবে অবশ্যই তারা তাতে ঈমান আনবে। আপনি বলুন, নিদর্শন তো সবই আল্লাহর অধিকারে রয়েছে।

وما يشعركم لا انها اذا جاءت لا يؤمنون ۝١١٠ ونقلب افئدتهم وابصارهم

ওয়া মা- ইউশ্'ইরুকুম আন্নাহা~ইযা-জ্বা—আত্ লা-ইউ'মিনূন। ১১০। ওয়া নুক্বাল্লিবু আফ্‌ইদাতাহুম ওয়া আব্‌স্বা-রাহুম
তোমাদেরকে একথা কিভাবে বুঝানো যাবে যে, যদি তাদের কাছে (নিদর্শন) আসেও তবুও তারা ঈমান আনবে না? (১১০) আর আমি তাদের

১৩ ع ৫০ ১৯ রুকূ

كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ۝

কামা- লাম ইউ'মিনূ বিহী~আওওয়ালা মাররাতিওঁ ওয়া নাযারুহুম ফী তুগ্‌ইয়া-নিহিম ইয়া'মাহূন।
অন্তর এবং চক্ষুকে পরিবর্তন করে দিব, যেরূপ তারা প্রথমবারেও তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় হতবাক অবস্থায় ছেড়ে দিব।

○ শানে নুযূল (আঃ ১০৮) ঃ রেওয়ায়েতে আছে, মুসলমানগণ কাফিরদের সম্মুখে তাদের দেবতাকে গালি দিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যারা গালির যোগ্য তাদেরকেও গালি দিও না। অন্যথায় যিনি গালির যোগ্য নয়, এরা তাঁকেও গালি দিবে। (মুঃ কোঃ)

○ শানে নুযূল (আঃ ১০৯) ঃ ইবনে জারীর (র) বর্ণনা করেন, একবার কুরাইশ সরদাররা রাসূল (স) এর কাছে এসে দাবী উত্থাপন করে, আপনি যদি সাফা পাহাড়টি স্বর্ণে পরিণত করে আমাদের মু'জিযা দেখাতে পারেন, তবে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। রাসূল (স) তাদের থেকে শপথ নেন যে, তিনি এই মু'জিযা দেখালে তারা মুসলমান হয়ে যাবে। এরপর রাসূল (স) যখন দুআ করার জন্য দাঁড়ান, তখন জিবরাঈল (আ) এসে বলেন, আপনি চাইলে সাফা পাহাড় স্বর্ণে পরিণত করে দেব। কিন্তু এরপর যদি তারা ঈমান না আনে, তবে আল্লাহ তাআলা সকলকে ধ্বংস করে দেবেন। রাহমাতুললিল আলামীন (স) তখন তাদেরকে বলেন, আমি এখন এই মুজিযার জন্য দুআ করতে চাইনা। তোমরা চলে যাও। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (মাঃ কুঃ)

○ শানে নুযূল (আঃ ১১০) ঃ কাফিররা বলল, হে মোহাম্মদ (সা)! তুমি বলে থাক, মূসা লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করলে বারটি ঝরণা প্রবাহিত হত। ঈসা ফুঁক দিয়ে মুর্দাকে যিন্দা করতেন। তুমিও অনুরূপ কোন মু'জেযা দেখালে আমরা ঈমান আনব। হুযূর বললেন, কি মু'জেযা চাও? তারা বলল, ছাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত কর। হুযূর বললেন, তা হলে ঈমান আনবে তো? তারা কসম করে প্রতিশ্রুতি দিল। হুযূর (সা) দো'আ করতে উদ্যত হলে, জিবরাঈল (আ) বললেন, এই মু'জেযা না মানলে তারা সমূলে ধ্বংস হবে। (মুঃ কোঃ)

(১১১) وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا

১১১। ওয়া লাও আন্নানা- নাযযাল্না~ইলাইহিমুল মালা—ইকাতা ওয়া কাল্লামাহুমুল মাওতা- ওয়া হ্বাশার্না-
(১১১) যদি আমি তাদের নিকট ফিরিশতা প্রেরণ করতাম এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বলতো এবং সকল (অদৃশ্য) বস্তুকে

عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ

'আলাইহিম কুল্লা শাইয়িন্ ক্বুবুলাম্ মা- কা-নূ লিইয়ু'মিনূ~ইল্লা~আই ইয়াশা—আল্লা-হু ওয়া লা-কিন্না
তাদের সামনে একত্রিত করতাম (তবুও) তারা ঈমান আনত না। কিন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন (তা ভিন্ন কথা)। তাদের

اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ (১১২) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ

আক্‌ছারাহুম ইয়াজ্বহালূন। ১১২। ওয়া কাযা-লিকা জ্বা'আল্না- লিকুল্লি নাবিইয়্যিন 'আদুওওয়ান্ শাইয়া-ত্বীনাল্
অধিকাংশই অশিক্ষিত। (১১২) এমনিভাবে আমি সৃষ্টি করেছি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু হিসেবে, কতক খবিস মানুষ

الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ط

ইন্‌সি ওয়াল্ জ্বিন্নি ইউহ্বী বা'দ্বুহুম ইলা- বা'দ্বিন্ যুখ্‌রুফাল্ ক্বাওলি গুরূরা- ;
ও জ্বিনকে। তারা প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চমকদার কথা দ্বারা কুমন্ত্রণা দেয়। যদি আপনার প্রতিপালক চাইতেন ; তবে তারা এ কাজ করতো না।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ (১১৩) وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ

ওয়া লাও শা—আ রাব্বুকা মা- ফা'আলূহু ফাযার্হুম ওয়া মা- ইয়াফ্‌তারূন। ১১৩। ওয়া লিতাস্বগা~ইলাইহি আফ্‌ইদাতুল্
সুতরাং আপনি তাদেরকে এবং তাদের বানানো মিথ্যাগুলো বর্জন করুন। (১১৩) আর (তাদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য) যাতে এর প্রতি আকৃষ্ট হয় তাদের অন্তর,

الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ○

লাযীনা লা- ইয়ু'মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি ওয়ালিইয়ার্দ্বাওহু ওয়ালিইয়াক্বতারিফূ মা- হুম্ মুক্বতারিফূন।
যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং যাতে তারা তা পছন্দ করে নেয়। আর তারাও যেন সে কাজে লিপ্ত থাকে যা তারা করছে।

(১১৪) اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ط

১১৪। আফা গাইরাল্লা-হি আব্‌তাগী হ্বাকামাওঁ ওয়া হুওয়াল্ লাযী~আন্‌যালা ইলাইকুমুল কিতা-বা মুফাস্বস্বালা -;
(১১৪) তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ফয়সালাকারী হিসেবে তালাস করব? অথচ তিনিই তোমাদের কাছে সু-স্পষ্ট কিতাব প্রেরণ

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا

ওয়াল্ লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল কিতা-বা ইয়া'লামূনা আন্নাহু মুনায্‌যালুম মির রাব্বিকা বিল্‌হ্বাক্কি ফালা-
করেছেন। আর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, নিশ্চয়ই তা আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১১২) ঃ ولو شاء ربك مافعلوه (যদি তোমার প্রতিপালক চাইতেন তবে তারা এ কাজ করতো না)। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা শয়তানের কুমন্ত্রণা, প্রতারণা ও সকল প্রকার কার্যক্রম ব্যর্থ করে দিতে ক্ষমতাবান। কিন্তু তা করবেন না। কেননা, এ রকম করা তাঁর নিয়ম-নীতির বহির্ভূত কাজ। এটা তিনি তাঁর নিজ ইচ্ছার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। এর হিকমত তিনিই ভাল জানেন। ○ টীকা (আঃ ১১২) ঃ অর্থাৎ শয়তানেরা একে অন্যকে অলীক ও মিথ্যা সাজান কথা শিখায়ে থাকে। দুনিয়ার প্রতি আশক্ত নাফরমান লোকেরা তা শুনে শয়তানের এ সাজান কথার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তা-ই তাদের ভাল লাগে। অতঃপর আর তারা কুফর ও ফিস্‌ক হতে বিরত হয় না। (ফাওয়ায়েদে ওসমানী)

تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ (১১৫) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ط لَا مُبَدِّلَ

তাকূনান্না মিনাল্ মুম্‌তারীন। ১১৫। ওয়া তাম্‌মাত্ কালিমাতু রাব্বিকা স্বিদ্‌ক্বাওঁ ওয়া 'আদলা- ; লা-মুবাদ্দিলা
সুতরাং আপনি সন্দেহকারীদের মধ্যে হবেন না (১১৫) আপনার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে পূর্ণাংগ। তাঁর বাণীর

لِكَلِمٰتِهٖ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (১১৬) وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ

লিকালিমা-তিহ্, ওয়া হুওয়াস্ সামী'উল 'আলীম। ১১৬। ওয়াইন্ তুত্বি' আক্‌ছারা মান্ ফিল আর্‌দ্বি
কেউ পরিবর্তনকারী নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী (১১৬) যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চলেন তবে

يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○

ইউদ্বিল্লূকা 'আন্ সাবীলিল্লা-হ ; ইঁই ইয়াত্তাবি'উনা ইল্লায্‌যান্না ওয়া ইন্‌হুম ইল্লা- ইয়াখ্‌রুস্বূন।
তারা আপনাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিভ্রান্ত করবে। তারাতো শুধু নিজ ধারণার উপর চলে এবং তারা শুধু ধারণা ভিত্তিক কথা বলে।

(১১৭) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ج وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

১১৭। ইন্না রাব্বাকা হুওয়া আ'লামু মাই ইয়াদ্বিল্লু 'আন্ সাবিলিহ্, ওয়া হুওয়া আ'লামু বিল্ মুহ্‌তাদীন।
(১১৭) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তা ভালভাবেই জানেন কে তাঁর রাস্তা থেকে পথভ্রষ্ট হয় এবং তিনি তাও ভালভাবে জানেন কে তার পথে চলে।

(১১৮) فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ (১১৯) وَمَا

১১৮। ফাকুলূ মিম্মা-যুকিরাস্ মুল্লা-হি 'আলাইহি ইন্ কুন্‌তুম্ বিআ-ইয়া-তিহী মু'মিনীন। ১১৯। ওয়া মা-
(১১৮) যে পশুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা থেকে খাও, যদি তোমরা তাঁর নির্দেশসমূহে বিশ্বাসী হয়ে থাক। (১১৯) তোমাদের

لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ

লাকুম আল্লা- তা'কুলূ মিম্ মা- যুকিরাস্ মুল্লা-হি 'আলাইহি ওয়া ক্বাদ্ ফাস্বস্বালা লাকুম্ মা- হ্বাররামা
কি হলো যে, যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাবে না? অথচ আল্লাহ বিস্তারিতভাবে বিবৃত করেছেন যা তোমাদের প্রতি হারাম

عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ

'আলাইকুম ইল্লা- মাদ্বত্বুরিরতুম ইলাইহ ; ওয়া ইন্না কাছীরাল লাইউদ্বিল্লূনা বিআহ্‌ওয়া—ইহিম
করা হয়েছে। কিন্তু সে সময়ের কথা ভিন্ন যখন তোমরা উপায়হীন হয়ে যাবে। আর অনেক লোক মূর্খতাবশতঃ অন্যকে পথভ্রষ্ট

بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ (১২০) وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ

বিগাইরি 'ইল্‌ম ; ইন্না রাব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিল মু'তাদীন। ১২০। ওয়া যারূ যা-হিরাল ইছ্‌মি
করে নিজ ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা দ্বারা। নিশ্চয় আপনার প্রভু সীমালংঘনকারীদেরকে ভালভাবে জানেন। (১২০) তোমরা প্রকাশ্য

○ শানে নুযূল (আঃ ১১৯) ঃ পারস্য দেশীয় অগ্নি-পূজক কাফিরদের সাথে মক্কার কাফিরদের বন্ধুত্ব ছিল। তারা মক্কায় লিখে পাঠাল, তোমাদের সে নিরক্ষর নবীকে জিজ্ঞাসা কর "এটা কেমন ধর্ম। নিজেদের যবেহ্‌কৃত জীব খেতেছ, আর আল্লাহ্ তা'আলা যে জীবকে মারেন, তা খাও না।" এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতসমূহ নাযিল করেন। আল্লাহ্ তা'আলার নামে যবেহ্‌কৃত জীব তাঁর নামের বরকতে ও প্রবাহিত রক্ত নিঃসরণে পাক ও হালাল। স্বাভাবিক মৃত্যুতে রক্ত নিঃসরণ হয় না, আর দেবদেবীর নামে বলী দেয়া জীবে আল্লাহ্ তা'আলার নাম থাকে না, সুতরাং এটা হারাম। (মুঃ কোঃ)

وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون

ওয়া বা-তিনাহ ; ইন্নাল্লাযীনা ইয়াক্‌সিবূনাল ইছমা সাইউজ্‌যাওনা বিমা- কা-নূ ইয়াক্বতারিফূন।
ও অপ্রকাশ্য গুনাহ্ বর্জন কর। নিশ্চয় যারা গুনাহ্ করে তাদেরকে অতিশীঘ্রই তাদের কৃত গুনাহের শাস্তি দেয়া হবে।

ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشيطين

১২১। ওয়ালা- তা'কুলূ মিম্মা- লাম ইউয্‌কারিস্‌মুল্লা-হি 'আলাইহি ওয়া ইন্নাহূ লাফিস্‌ক্ব ; ওয়া ইন্নাশ্ শাইয়া-ত্বীনা
(১২১) আর তোমরা তা খেয়োনা যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি। আর তা অবশ্যই পাপ। আর নিশ্চয় শয়তান তার বন্ধুদেরকে

ليوحون الى اوليئهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم

লাইয়ূহূনা ইলা~আওলিয়া—ইহিম লিইয়ুজ্বা-দিলূকুম, ওয়া ইন্ আত্বা'তুমূহুম ইন্নাকুম
প্ররোচনা দেয় যেন তারা তোমাদের সাথে বিবাদ করে। যদি তোমরা তাদের কথামত চল, তবে অবশ্যই তোমরা মুশরিক

لمشركون اومن كان ميتا فاحيينه وجعلنا له نورا يمشي به

লামুশ্‌রিকূন। ১২২। আওয়া মান্ কা-না মাইতান্ ফাআহ্ইয়াইনা-হু ওয়া জ্বা'আল্‌না- লাহূ নূরাই ইয়াম্‌শী বিহী
হয়ে যাবে। (১২২) যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং আমি তাকে এক আলো দিয়েছি যা দ্বারা সে

১৪ ع ১ রুকূ

في الناس كمن مثله في الظلمت ليس بخارج منها كذلك زين

ফিন্ না-সি কামাম্ মাছালুহূ ফিয্‌যুলুমা-তি লাইসা বিখা-রিজ্বিম্ মিন্‌হা-; কাযা-লিকা যুইয়্যিনা
মানুষের মাঝে চলা-ফেরা করছে, সে ব্যক্তি কি তার ন্যায়, যে আঁধারের মাঝে রয়েছে এবং যে তা থেকে বের হতে পারছেনা? এরূপে

للكفرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية اكبر

লিল কা-ফিরীনা মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১২৩। ওয়া কাযা-লিকা জ্বা'আল্‌না- ফী কুল্লি ক্বার্‌ইয়াতিন আকা-বিরা
কাফিরদের নিকট তাদের কাজগুলো শোভন করে দেখানো হয়েছে। (১২৩) এরূপে আমি প্রতিটি জনপদে সেখানের শীর্ষস্থানীয় অপরাধীদেরকে

مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون

মুজ্বরিমীহা- লিয়াম্‌কুরূ ফীহা; ওয়া মা- ইয়ামকুরূনা ইল্লা- বিআন্‌ফুসিহিম ওয়া মা- ইয়াশ্'উরূন।
নেতা বানিয়েছি যাতে তারা সেখানে চক্রান্ত করে। কিন্তু তারা শুধু তাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, অথচ তারা বুঝতে পারে না।

واذا جاءتهم اية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي

১২৪। ওয়া ইযা- জ্বা—আত্‌হুম আ-ইয়াতুন্ ক্বা-লূ লান্ নু'মিনা হাত্তা- নু'তা-মিছ্‌লা- মা~উতিয়া
(১২৪) যখন তাদের কাছে কোন আয়াত আসে, তখন তারা বলে, আমরা কখনো ঈমান আনব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে তা না দেয়া হবে যা

○ মাসআলা (আঃ ১২১) ঃ (যার উপর আল্লাহর নাম না নেয়া হয়েছে তা খেয়োনা) যে জানোয়ার বা পাখী কিংবা অন্য কোন হালাল জন্তু জবেহ করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর নাম লওয়া হয় না, উক্ত জানোয়ার খাওয়া হালাল হবে না; বরং তা হারাম। তবে যদি কোন মুসলমান ভুলক্রমে বিস্‌মিল্লাহ ছেড়ে দেয়, তবে জবেহকৃত বস্তু খাওয়া হালাল হবে। আর বাকী সর্ব অবস্থায় হারাম হবে। (ইবনে কাছীর)

○ শানে নুযূল (আঃ ১২৩) ঃ একদিন আবু জাহাল রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ঔদ্ধত্য আচরণ করেছিল। হামযা (রা) শিকারে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে এই ঔদ্ধত্য আচরণের কথা শুনলেন। তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে তৎক্ষণাৎ আবু জাহালের নিকট গেলেন এবং ধনুক দ্বারা তাঁর মাথায় জোরে আঘাত করলেন ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। এ সম্বন্ধে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (তাঃ কাদেরী)

رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا

রুসুলুল্লা-হ ; আল্লা-হু আ'লামু হাইছু ইয়াজ্ব'আলু রিসা-লাতাহ ; সাইউস্বীবুল্ লাযীনা আজ্বরামূ
আল্লাহর রাসূলগণকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব কোথায় রাখবেন তা তিনি ভালভাবেই জানেন। যারা চক্রান্তের

صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله

স্বাগা-রুন 'ইনদাল্লা-হি ওয়া 'আযা-বুন্ শাদীদুম্ বিমা- কা-নূ ইয়াম্‌কুরূন। ১২৫। ফামাই ইয়ুরিদিল্লা-হু
জন্য গুনাহ করেছে অতিশীঘ্র তাদের ওপর আল্লাহর তরফ হতে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি পৌঁছবে। (১২৫) যাকে আল্লাহ সঠিক পথ

ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره

আই ইয়াহ্‌দিয়াহূ ইয়াশ্‌রাহ্ স্বাদ্‌রাহূ লিল্ ইস্‌লা-ম, ওয়া মাই ইউরিদ্ আই ইয়ুদ্বিল্লাহূ ইয়াজ্ব'আল্ স্বাদ্‌রাহূ
প্রদর্শন করতে চান তার অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার অন্তরকে অত্যন্ত

ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على

দ্বাইয়্যিক্বান হারাজ্বান্ কাআন্নামা- ইয়াস্বস্বা'য়্যাদু ফিস্ সামা—ই ; কাযা-লিকা ইয়াজ্ব'আলুল্লা-হুর্ রিজ্বসা 'আলাল
সংকীর্ণ করে দেন। মনে হয় যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। এরূপে আল্লাহ শাস্তি প্রদান করেন

الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايت لقوم

লাযীনা লা- ইয়ু'মিনূন। ১২৬। ওয়া হা-যা- স্বিরাত্বু রাব্বিকা মুস্‌তাক্বীমা ; ক্বাদ্ ফাস্বস্বাল্‌নাল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিই
অবিশ্বাসীদের উপর। (১২৬) এটাই তোমার প্রতিপালকের সরল পথ। নিশ্চয়ই আমি স্পষ্টভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেছি, উপদেশ

يذكرون لهم دار السلم عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون

ইয়ায্‌যাক্কারূন। ১২৭। লাহুম দা-রুস্ সালা-মি 'ইন্দা রাব্বিহিম ওয়া হুওয়া ওয়ালিয়্যুহুম্ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন।
গ্রহণকারীদের জন্য। (১২৭) তাঁদের জন্য তাঁদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে শান্তির ঘর। তিনিই তাঁদের অভিভাবক, তাঁদের আমলের কারণে।

ويوم يحشرهم جميعا يمعشر الجن قد استكثرتم من الانس

১২৮। ওয়া ইয়াওমা ইয়াহ্‌শুরুহুম জ্বামী'আ, ইয়া-মা'শারাল জ্বিন্নি ক্বাদিস্ তাক্‌ছার্‌তুম্ মিনাল ইন্‌স,
(২৮) যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং বলবেন, হে জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষের মধ্য হতে অনেককেই তোমাদের দলে নিয়েছিলে

وقال اولیئهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا

ওয়া ক্বা-লা আওলিয়া—উহুম্ মিনাল ইন্‌সি রাব্বানাস্ তামতা'আ বা'দ্বুনা- বিবা'দ্বিঁও ওয়া বালাগ্‌না~আজ্বালানাল
এবং তাদের বন্ধুরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একে অপরের থেকে লাভবান হয়েছি এবং এখন আমরা এসে পৌঁছেছি সে নির্ধারিত

○ টীকা (আঃ ১২৫) ঃ সাহাবাদের মধ্যে কেউ হুযূর (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "বুদ্ধিমান মুমেন কে?" তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি মৃত্যুকে খুব বেশী স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তীকালের জন্য খুব প্রস্তুতি নেয়।" আবার জিজ্ঞাসা করা হল, "বক্ষ প্রশস্ত হয় কিরূপে?" বললেন, "সীনার মধ্যে এক নূরের উদ্ভব হয়, তাতে সীনা প্রশস্ত ও মুক্ত হয়ে যায়।" আবার কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, "এর কোন লক্ষণ আছে কি? যদ্দ্বারা সেই নূরের উৎপত্তি বুঝা যায়।" বললেন, "আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ, দুনিয়া হতে বিকর্ষণ এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি, এটার লক্ষণ।" আর "বক্ষ সঙ্কীর্ণ হওয়ার" অর্থ হেদায়াতের প্রতি সীনা মুক্ত না হওয়া আর ঈমান উহার মধ্যে না যাওয়া।-(ইঃ কাঃ)

الَّذِىْ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ

লাযী~আজ্জাল্‌তা লানা-; ক্বা-লান্ না-রু মাছ্‌ওয়া-কুম খা-লিদীনা ফীহা~ইল্লা- মা- শা—আল্লা-হ ;
সময়ে, যা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলে। আল্লাহ বলবেন, তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম- সেখানে চিরকাল থাকবে। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ভিন্ন।

اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّىْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًاۢ بِمَا كَانُوْا

ইন্না রাব্বাকা হ্বাকীমুন 'আলীম। ১২৯। ওয়া কাযা-লিকা নুওয়াল্লী বা'দ্বায্ য্বা-লিমীনা বা'দ্বাম্ বিমা- কা-নূ
নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (১২৯) এরূপে আমি অত্যাচারীদের কতককে কতকের নিকটে রাখব, তাদের

يَكْسِبُوْنَ ۝ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ

ইয়াক্‌সিবূন। ১৩০। ইয়া- মা'শারাল জ্বিন্নি ওয়াল্ ইন্‌সি আলাম্ ইয়া'তিকুম রুসুলুম্ মিন্‌কুম ইয়াক্বুস্‌সূনা
কৃতকর্মের কারণে। (১৩০) হে জ্বীন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য হতে কি রাসূল আসেনি যাঁরা তোমাদের

১৫ ع ৮ ২ রুকূ

عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰۤى اَنْفُسِنَا

'আলাইকুম আ-ইয়া-তী ওয়া ইউন্‌যিরূনাকুম লিক্বা—আ ইয়াওমিকুম হা-যা-; ক্বা-লূ শাহিদ্‌না- 'আলা~আন্‌ফুসিনা-
কাছে আমার আয়াত বর্ণনা করতেন ও তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবে, আমরা আমাদের নিজেদের

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝

ওয়া গার্‌রাত্‌হুমুল হ্বাইয়া-তুদ্ দুনইয়া- ওয়া শাহিদূ 'আলা~আন্‌ফুসিহিম আন্নাহুম কা-নূ কা-ফিরীন।
(অপরাধের) সাক্ষ্য দিচ্ছি। আর তাদেরকে পার্থিব জীবন ধোঁকায় ফেলেছিল এবং তারা তাদের নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফির ছিল।

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ۝ وَلِكُلٍّ

১৩১। যা-লিকা আল্‌লাম ইয়াকুর্ রাব্বুকা মুহ্‌লিকাল কুরা- বিযুল্‌মিওঁ ওয়া আহ্‌লুহা- গা-ফিলূন। ১৩২। ওয়া লিকুল্লিন্
(১৩১) তা এ কারণে যে, আপনার প্রতিপালক কোন জনপদের অধিবাসীকে অত্যাচারের কারণে এমতাবস্থায় ধ্বংস করেন না যখন তারা এ ব্যাপারে অনবহিত থাকে। (১৩২) প্রত্যেকেরই

دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَرَبُّكَ الْغَنِىُّ

দারাজ্বা-তুম মিম্মা- 'আমিলূ ; ওয়ামা- রাব্বুকা বিগা-ফিলিন 'আম্মা ইয়া'মালূন। ১৩৩। ওয়া রাব্বুকাল্ গানিইয়্যু
তার কর্ম অনুযায়ী মর্যাদা রয়েছে। তোমার প্রতিপালক তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অনবহিত নন। (১৩৩) তোমার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী,

ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَاۤ

যুর্ রাহ্‌মাহ ; ইইঁ ইয়াশা' ইউয্‌হিব্‌কুম ওয়া ইয়াস্‌তাখ্‌লিফ্ মিম্ বা'দিকুম্ মা- ইয়াশা—উ কামা~
দয়াময়। তিনি যদি চান, তবে তোমাদেরকে সরিয়ে তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের জায়গায় বসিয়ে দিতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে

اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۝ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَاۤ اَنْتُمْ

আন্‌শাআকুম্ মিন্ যুর্‌রিইয়্যাতি ক্বাওমিন্ আ-খারীন। ১৩৪। ইন্না মা- তূ'আদূনা লাআ-তিওঁ ওয়া মা~আন্তুম্
সৃষ্টি করেছেন অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে। (১৩৪) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা করা হয়, তা অবশ্যই আসবে এবং তা তোমরা ব্যর্থ

بِمُعْجِزِيْنَ ۝ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ

বিমু'জ্বিযীন। ১৩৫। কুল্ ইয়া- ক্বাওমি'মালূ 'আলা- মাকা-নাতিকুম ইন্নী 'আ-মিল, ফাসাওফা
করতে পারবে না। (১৩৫) বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অবস্থার উপর কাজ করতে থাক। আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা

تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ وَجَعَلُوْا

তা'লামূনা মান্ তাকূনু লাহূ 'আ-ক্বিবাতুদ্ দা-র ; ইন্নাহূ লা-ইউফলিহুয্ য্বা-লিমূন। ১৩৬। ওয়া জ্বা'আলূ
অচিরেই জানতে পারবে, কার শেষফল কল্যাণময় হবে। নিশ্চয়ই অত্যাচারীরা কখনই সফলকাম হবে না। (১৩৬) আর আল্লাহ যে

لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا

লিল্লা-হি মিম্মা- যারাআ মিনাল্ হ্বারছি ওয়াল্ আন্'আ-মি নাস্বীবান্ ফাক্বা-লূ হা-যা- লিল্লা-হি বিযা'মিহিম ওয়া হা-যা-
ক্ষেত ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তারা তার থেকে এক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহর

لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى

লিশুরাকা—ইনা, ফামা-কা-না লিশুরাকা—ইহিম ফালা- ইয়াস্বিলু ইলাল্লা-হ, ওয়া মা- কা-না লিল্লা-হি ফাহুওয়া ইয়াস্বিলু ইলা-
জন্য এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্য। যা তাদের দেবতাদের অংশ, তা আল্লাহর নিকট পৌছায় না আর যা আল্লাহর অংশ তা

شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ

শুরাকা—ইহিম ; সা—আ মা-ইয়াহ্বকুমূন। ১৩৭। ওয়া কাযা-লিকা যাইয়্যানা লিকাছীরিম্ মিনাল মুশ্‌রিকীনা ক্বাত্‌লা
দেবতাদের নিকট পৌছায়। তাদের রায় কতইনা নিকৃষ্ট। (১৩৭) এরূপে বহু মুশরিকদের দৃষ্টিতে তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা সুশোভিত করেছে

اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ

আওলা-দিহিম শুরাকা—উহুম লিইউর্‌দূহুম ওয়া লিইয়াল্‌বিসূ 'আলাইহিম দীনাহুম ; ওয়ালাও শা—আল্লা-হ
তাদের দেবতারা। যাতে তাদের পতন ঘটাতে পারে এবং তাদের ধর্মকে তাদের কাছে সন্দেহ যুক্ত করে দিতে পারে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা এসব করত না।

مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۝ وَقَالُوْا هٰذِهٖۤ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ

মা- ফা'আলূহু ফাযার্‌হুম ওয়ামা- ইয়াফ্‌তারূন। ১৩৮। ওয়া ক্বা-লূ হা-যিহী~আন্'আ-মুওঁ ওয়া হ্বারছুন হ্বিজ্‌রুল্
সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যাকথাগুলো নিয়ে থাকতে দিন। (১৩৮) তারা তাদের ধারণা মতে বলে, এসব চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত নিষিদ্ধ। আমরা যাকে

لَّا يَطْعَمُهَاۤ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ

লা-ইয়াত্ব'আমুহা~ইল্লা- মান্ নাশা—উ বিযা'মিহিম ওয়া আন্'আ-মুন হুর্‌রিমাত যুহূরুহা- ওয়া আন্'আ-মুল লা-ইয়ায্‌কুরূনাস্
ইচ্ছা করি সে ছাড়া অন্য কেউ এসব খেতে পারবে না এবং কতক চতুষ্পদ জন্তুর পৃষ্ঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কতক চতুষ্পদ জন্তু, যার উপর

o শানে নুযূল (আঃ ১৩৬) ঃ আরবের মুশরেকরা উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক আল্লাহর জন্য এবং অপর অর্ধাংশ দেবতার জন্য নির্ধারণ করত। এরূপে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুও ভাগ করে কতক আল্লাহর জন্য এবং কতক দেবতার জন্য নির্ধারণ করত। আল্লাহর অংশ মেহমান এবং গরীবদেরকে দান করত। আর দেবতার অংশ প্রতিবেশী ও চারক-নকরদেরকে দিত। আল্লাহর অংশ উত্তম হলে দেবতার অংশের সাথে বদল করত। আর দেবতার অংশ উত্তম হলে তদবস্থায়ই রাখত এবং বলত, আল্লাহ ধনী, তাঁর অংশ নিকৃষ্ট হলে ক্ষতি নাই। আর আল্লাহর অংশ হতে কিছু জিনিস দেবতার অংশের সাথে মিলে গেলে সবটুকু দেবতার জন্য রাখত এবং বলত, এরা অভাবী। তাদের এই আচরণই আল্লাহ এই আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। (বঃ কোঃ)

اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٩﴾ وَقَالُوا

মাল্লা-হি 'আলাইহাফ্ তিরা—আন্ 'আলাইহ ; সাইয়াজ্যীহিম্ বিমা- কা-নূ ইয়াফ্তারূন। ১৩৯। ওয়া ক্বা-লূ

(যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয় না। এরা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ উদ্দেশ্যে। আল্লাহ শীঘ্রই তাদেরকে এ মিথ্যারোপের প্রতিফল দিবেন। (১৩৯) এবং তারা

مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ

মা-ফী বুত্বূনি হা-যিহিল আন্'আ-মি খা-লিস্বাতুল্ লিযুকূরিনা- ওয়া মুহ্বাররামুন 'আলা~আয্ওয়া-জ্বিনা,

একথাও বলে, এসব চতুষ্পদ জন্তুর গর্ভে যা আছে তা (খাওয়া) আমাদের পুরুষের জন্য হালাল এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম। আর যদি তা মৃত হয়, তবে

وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

ওয়া ইঁই ইয়াকুম্ মাইতাতান্ ফাহুম ফীহি শুরাকা—উ ; সাইয়াজ্যীহিম ওয়াস্বফাহুম; ইন্নাহূ হ্বাকীমুন 'আলীম।

তাতে সকলে অংশীদার। তাদের এরূপ ভ্রান্ত উক্তির প্রতিফল আল্লাহ শীঘ্রই তাদেরকে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময় ও মহাজ্ঞানী।

﴿١٤٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ

১৪০। ক্বাদ্ খাসিরাল্লাযীনা ক্বাতালূ~আওলা-দাহুম সাফাহাম্ বিগাইরি 'ইলমিওঁ ওয়া হ্বাররামূ মা- রাযাক্বাহুমুল্লা-হুফ্

(১৪০) নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা তাদের সন্তানদেরকে কোন যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই মূর্খতা বশতঃ হত্যা করেছে এবং হারাম করে নিয়েছে, সেসব খাদ্য যা

افْتِرَاءً عَلَى اللّٰهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤١﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ

তিরা—আন্ 'আলাল্লা-হ ; ক্বাদ্ দ্বাল্লূ ওয়ামা- কা-নূ মুহ্তাদীন। ১৪১। ওয়া হুওয়াল্লাযী~আন্শাআ জান্না-তিম্

তাদেরকে আল্লাহ দান করেছেন, শুধু আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপের জন্য; নিশ্চয়ই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা সঠিক পথ প্রাপ্তও ছিল না। (১৪১) তিনিই (আল্লাহ)

مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ

মা'রূশা-তিওঁ ওয়া গাইরা মা'রূশা-তিওঁ ওয়ান্ নাখ্লা ওয়ায্ যার'আ মুখ্তালিফান উকুলুহূ ওয়ায্ যাইতূনা

যিনি সৃষ্টি করেছেন বাগানসমূহ মাচার উপর বিস্তৃত এবং মাচার উপর বিস্তৃত নয় এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ যুক্ত খাদ্য শস্য, যয়তুন

وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ

ওয়ার্ রুম্মা-না মুতাশা-বিহাওঁ ওয়া গাইরা মুতাশা-বিহ ; কুলূ মিন্ ছামারিহী~ইযা~আছ্মারা ওয়া আ-তূ হ্বাক্কাহূ

এবং আনার। এগুলো একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও ; যখন তা ফলদার হয় তখন তার ফল খাও এবং ফল তোলার দিন তার হক দিয়ে দাও

يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤٢﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ

ইয়াওমা হ্বাস্বা-দিহ, ওয়ালা- তুস্‌রিফূ ; ইন্নাহূ লা-ইয়ুহ্বিব্বুল মুস্‌রিফীন। ১৪২। ওয়া মিনাল আন্'আ-মি

এবং তোমরা অপচয় করোনা। আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না। (১৪২) এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য হতে

حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ

হ্বামূলাতাওঁ ওয়া ফার্শা ; কুলূ মিম্মা- রাযাক্বাকুমুল্লা-হু ওয়ালা- তাত্তাবি'উ খুত্বুওয়া-তিশ্ শাইত্বা-ন ; ইন্নাহূ

কতক ভারবাহী বিশিষ্ট এবং কতক ক্ষুদ্র দেহ বিশিষ্ট। আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছেন তা খাও। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।

১৬ ع ৩ রুকূ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٣﴾ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ

লাকুম 'আদুওউম্ মুবীন। ১৪৩। ছামা-নিয়াতা আয্ওয়া-জ্ব, মিনাদ দ্বা'নিছ্ নাইনি ওয়া মিনাল মা'যিছ্

নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৪৩) (সৃষ্টি করেছেন) আটটি জোড়া (নর ও মাদী)। ভেড়া থেকে দুটি ও ছাগল থেকে

اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ

নাইন ; ক্বুল আ—য্ যাকারাইনি হ্বাররামা আমিল্ উন্‌ছাইয়াইনি আম্মাশ্ তামালাত্ 'আলাইহি আর্হ্বা-মুল

দুটি। বলুন, আল্লাহ কি নিষিদ্ধ করেছেন নর দুটি বা মাদী দুটি, অথবা মাদী দুটির পেটে যে বাচ্চা

الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٤﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ

উন্‌ছাইয়াইন ; নাব্বিউনী বি'ইল্‌মিন্ ইন্ কুন্‌তুম স্বা-দিক্বীন। ১৪৪। ওয়া মিনাল ইবিলিছ্‌নাইনি

আছে তা? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ জানাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৪৪) আর (সৃষ্টি করেছেন) উটের মধ্যে দু'প্রকার

وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ

ওয়া মিনাল বাক্বারিছ্‌নাইন ; ক্বুল আ—য্ যাকারাইনি হ্বাররামা আমিল উন্‌ছাইয়াইনি আম্মাশ তামালাত 'আলাইহি

এবং গরুর মধ্যে দু'প্রকার। বলুন, তিনি কি নিষিদ্ধ করেছেন নর দুটি বা মাদী দুটি অথবা যা আছে মাদী দুটির গর্ভে? তোমরা

أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللّٰهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ

আর্হ্বা-মুল উন্‌ছাইয়াইন ; আম কুন্তুম শুহাদা—আ ইয্ ওয়াস্ব স্বা-কুমুল্লা-হু বিহা-যা, ফামান আয্‌লামু মিম্ মানিফ্

কি তখন উপস্থিত ছিলে? যখন আল্লাহ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দান করেন, তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে,

افْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবাল্ লিইয়ুদ্বিল্লান্ না-সা বিগাইরি 'ইল্‌ম ; ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়াহ্‌দিল ক্বাওমায্

যে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বিনা প্রমাণে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন না

الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا

যা-লিমীন। ১৪৫। কুল্‌লা~আজ্বিদু ফী মা~উহ্বিইয়া ইলাইয়া মুহ্বাররামান 'আলা- ত্বা-'ইমিই ইয়াত্ব'আমুহূ~ইল্লা~

অত্যাচারী সম্প্রদায়কে। (১৪৫) বলুন, আমার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যে নির্দেশাবলী পৌছেছে তাতে লোকে যা খায় তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাইনি, কিন্তু তা

১৭ ع ৪ রুকূ

أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا

আঁই ইয়াকূনা মাইতাতান আও দামাম্ মাস্‌ফূহ্বান আও লাহ্বমা খিন্‌যীরিন্ ফাইন্নাহূ রিজ্বসুন আও ফিস্‌ক্বান

ব্যতীত, যেগুলো হবে মৃত বা প্রবাহমান রক্ত, অথবা শূকরের মাংস। কেননা, নিশ্চয়ই তা অপবিত্র অথবা অবৈধ যবেহ, যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম

أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

উহিল্লা লিগাইরিল্লা-হি বিহ্, ফামানিদ্ব তুর্‌রা গাইরা বা-গিওঁ ওয়ালা 'আ-দিন্ ফাইন্না রাব্বাকা গাফূরুর্ রাহ্বীম।

উচ্চারণ করা হয়। তবে কেউ যদি উপায়হীন হয়ে, অবাধ্য ও সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হয়, তবে আপনার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

۝١٤٦ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا

১৪৬। ওয়া 'আলাল্লাযীনা হা-দূ হার্‌রামনা- কুল্লা যী যুফুর, ওয়া মিনাল বাক্বারি ওয়াল গানামি হার্‌রামনা-

(১৪৬) এবং ইয়াহুদীদের উপর আমি নিষিদ্ধ করেছিলাম সকল নখবিশিষ্ট জন্তু এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও নিষিদ্ধ

عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ

'আলাইহিম শুহুমাহুমা~ইল্লা- মা-হামালাত যুহূরুহুমা~আবিল হাওয়া-ইয়া~আও মাখতালাত্বা বি'আযম ;

করেছিলাম। তবে এগুলোর পৃষ্ঠে বা নাড়ি ভুঁড়িতে অথবা হাড্ডিতে যে চর্বি মিলিত আছে তা ব্যতীত। তাদেরকে

ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝١٤٦ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ

যা-লিকা জাযাইনা-হুম বিবাগ্‌ইহিম ওয়া ইন্না- লাস্বা-দিকূন। ১৪৭। ফাইন্ কায্‌যাবূকা ফাকুর রাব্বুকুম

আমি এ শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার জন্য। আমি অবশ্যই সত্যবাদী। (১৪৭) অতঃপর যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে; তবে বলুন, তোমাদের

ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝١٤٧ سَيَقُولُ

যুরাহ্‌মাতিওঁ ওয়া-সি'আহ, ওয়ালা-ইউরাদ্দু বা'সুহূ 'আনিল ক্বাওমিল মুজ্‌রিমীন। ১৪৮। সাইয়াকূলুল্

প্রতিপালক বিশাল রহমতের মালিক। অপরাধী লোকদের হতে তাঁর শাস্তি সরানো হয় না। (১৪৮) যারা শিরক করেছে

الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ

লাযীনা আশ্‌রাকূ লাও শা—আল্লা-হু মা~আশ্‌রাক্‌না- ওয়ালা ~আ-বা—উনা-ওয়ালা- হার্‌রামনা-মিন্ শাইয়;

তারা অচিরেই বলবে, আল্লাহর যদি ইচ্ছা হতো তবে আমরা শিরক করতাম না, আর আমাদের পিতৃ পুরুষগণও করতো না এবং কোন কিছুই হারাম

كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ

কাযা-লিকা কায্‌যাবাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম হাত্তা- যা-কূ বা'সানা ; কুল হাল 'ইন্‌দাকুম্

করতাম না। এরূপে তাদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করে। আপনি বলুন, তোমাদের কাছে কি কোন

مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۝

মিন 'ইল্‌মিন্ ফাতুখ্‌রিজূহ লানা-; ইন্ তাত্তাবি'ঊনা ইল্লায্ যান্‌না ওয়া ইন্ আনতুম ইল্লা- তাখ্‌রুস্বূন।

প্রমাণ আছে? (যদি থাকে) তা আমার সামনে প্রকাশ কর। তোমরা শুধু নিজ ধারণারই অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু আনুমানিক কথা বল।

۝١٤٨ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝١٤٩ قُلْ هَلُمَّ

১৪৯। কুল্ ফালিল্লা-হিল হুজ্জাতুল্ বা-লিগাহ, ফালাও শা—আ লাহাদা-কুম আজ্‌মা'ঈন। ১৫০। কুল হালুম্মা

(১৪৯) আপনি বলুন, পরিপূর্ণ প্রমাণ তো আল্লাহরই; আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে হিদায়াত করতেন। (১৫০) বলুন, তোমাদের

شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا

শুহাদা—আকুমুল্ লাযীনা ইয়াশ্‌হাদূনা আন্নাল্লা-হা হার্‌রামা হা-যা-, ফাইন্ শাহিদূ ফালা-

সাক্ষীগণকে উপস্থিত কর, যারা এই সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়ও তবু আপনি তাদের

تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

তাশ্‌হাদ্ মা'আহুম, ওয়ালা- তাত্তাবি' আহ্‌ওয়া—আললাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-য়া-তিনা- ওয়াললাযীনা লা-ইয়ু'মিনূনা

সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। আর আপনি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবেন না। যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে এবং পরকালে বিশ্বাস করে না এবং

১৮ ع ৫ রুকূ

بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝١٥٠ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

বিল আ-খিরাতি ওয়া হুম বিরাব্বিহিম ইয়া'দিলূন। ১৫১। কুল তা'আ-লাও আত্‌লু মা-হার্‌রামা রাব্বুকুম 'আলাইকুম

তাদের প্রতিপালকের সাথে সমকক্ষ স্থির করে। (১৫১) বলুন, তোমরা আস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদেরকে

أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

আল্লা- তুশ্‌রিকূ বিহী শাইআওঁ ওয়া বিল্ ওয়া-লিদাইনি ইহ্‌সা-না-, ওয়ালা- তাক্বতুলূ~আওলা-দাকুম্

পাঠ করে শুনাই। তা হলো- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আর তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না

مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ

মিন্ ইম্‌লা-ক্ব ; নাহ্‌নু নার্‌যুক্বুকুম ওয়া ইয়্যা-হুম, ওয়ালা- তাক্বরাবুল্ ফাওয়া-হিশা মা-যাহারা

দারিদ্রতার ভয়ে। আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকেও রিযক দিয়ে থাকি। আর কোন অশ্লীল কাজের কাছেও যাবে না, চাই তা প্রকাশ্য হোক বা

مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ

মিন্‌হা- ওয়া মা- বাত্বান, ওয়ালা-তাক্বতুলুন্ নাফ্‌সাললাতী হার্‌রামাল্লা-হু ইল্লা-বিল হাক্বক্ব ; যা-লিকুম

গোপনই হোক। আর আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করো না, কিন্তু ন্যায়ভাবে হলে ভিন্ন কথা। তিনি

وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝١٥١ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي

ওয়াস্ব স্বা-কুম্ বিহী লা'আল্লাকুম তা'ক্বিলূন। ১৫২। ওয়ালা- তাক্বরাবূ মা-লাল ইয়াতীমি ইল্লা- বিল্লাতী

তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা বুঝতে পার। (১৫২) আর তোমরা সদুদ্দেশ্য ছাড়া, এতীমদের সম্পত্তির

هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ

হিয়া আহ্‌সানু হাত্তা- ইয়াব্‌লুগা আশুদ্দাহ, ওয়া আওফুল্ কাইলা ওয়াল্ মীযা-না বিল্ ক্বিস্‌ত্বু,

নিকটবর্তী হয়ো না যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, এবং পরিমাপ ও ওযন ন্যায়ভাবে পূর্ণ করবে। আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ

লা-নুকাল্লিফু নাফ্‌সান ইল্লা- উস্'আহা, ওয়া ইযা- ক্বুল্‌তুম ফা'দিলূ ওয়া লাও কা-না যা-ক্বুরবা-,

কষ্ট দেইনা। যখন তোমরা (মীমাংসা বা সাক্ষ্যের ব্যাপারে) কথা বল; তখন ন্যায্য কথা বল যদিও সে হয় তোমার আত্মীয়, এবং

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝١٥٢ وَأَنَّ هَٰذَا

ওয়া বি'আহ্‌দিল্লা-হি আওফূ ; যা-লিকুম ওয়াস্বস্বা-কুম্ বিহী লা'আল্লাকুম তাযাক্কারূন। ১৫৩। ওয়া আন্না হা-যা-

আল্লাহর কাছে যে অঙ্গীকার করেছ তা পূর্ণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে এসব নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (১৫৩) এটাই হল আমার

صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ

স্বিরা-ত্বী মুস্তাক্বীমান্ ফাত্তাবি'উহ, ওয়ালা- তাত্তাবি'উস্ সুবুলা ফাতাফার্‌রাক্বা বিকুম 'আন্ সাবীলিহ ;

সরল পথ। সুতরাং তোমরা এ পথের অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথে চলো না, তবে তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।

ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى

যা-লিকুম ওয়াস্বস্বা-কুম্ বিহী লা'আল্লাকুম তাত্তাকুন। ১৫৪। ছুম্মা আ-তাইনা- মূসাল কিতা-বা তামা-মান্ 'আলাল

এরূপে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও। (১৫৪) অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, পুণ্যবানদের প্রতি (অনুগ্রহ)

الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ

লাযী~আহ্সানা ওয়া তাফ্স্বীলাল্ লিকুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহ্মাতাল্ লা'আল্লাহুম বিলিক্বা—ই রাব্বিহিম

পরিপূর্ণ করার জন্য, প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত নির্দেশ বর্ণনা করার জন্য এবং হিদায়াত ও রহমতের জন্য। যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত বিষয়ে বিশ্বাস

يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

ইউ'মিনূন। ১৫৫। ওয়া হা-যা- কিতা-বুন আন্‌যালনা-হু মুবা-রাকুন্ ফাত্তাবি'উহু ওয়াত্তাকূ লা'আল্লাকুম তুর্‌হামূন।

করে। (১৫৫) এ কিতাব (কুরআন) আমি কল্যাণময় করে অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সংযমী হও। যাতে তোমারা দয়া প্রাপ্ত হতে পার।

﴿١٥٥﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا

১৫৬। আন্ তাকূলূ~ইন্নামা~উন্‌যিলাল্ কিতা-বু 'আলা-ত্বা—ইফাতাইনি মিন্ ক্বাব্‌লিনা-, ওয়া ইন্ কুন্না-

(১৫৬) হয়তো তোমরা বলতে পার যে, কিতাবতো শুধু আমাদের পূর্বের দু'দলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আমরা তার পঠন-পাঠন সম্পর্কে

عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ

'আন্ দিরা-সাতিহিম লাগা-ফিলীন। ১৫৭। আও তাকূলূ লাও আন্না~উন্‌যিলা 'আলাইনাল্ কিতা-বু লাকুন্না~আহ্‌দা-

অনবহিত ছিলাম। (১৫৭) অথবা বলে বস যে, যদি আমাদের প্রতি কোন কিতাব অবতীর্ণ হতো, তবে অবশ্যই আমরা তাদের চেয়ে অধিক সঠিক পথে

مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ

মিন্‌হুম, ফাক্বাদ্ জ্বা—আকুম্ বাইয়্যিনাতুম্ মির্ রাব্বিকুম ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহ্মাহ. ফামান্ আয্‌লামু মিম্ মান

থাকতাম। সুতরাং এখনতো তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, হিদায়াত ও দয়া এসেছে। সুতরাং সে ব্যক্তির চেয়ে বড় অত্যাচারী

كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا

কায্‌যাবা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ওয়া স্বাদাফা 'আন্‌হা- ; সানাজ্যিল্‌লাযীনা ইয়াস্বদিফূনা 'আন্ আ-ইয়া-তিনা-

আর কে আছে, যে আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে এবং তা থেকে ফিরে থাকে? অতিশীঘ্র আমি তাদেরকে জঘন্য শাস্তি দিব, যারা

سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ

সূ—আল্ 'আযা-বি বিমা- কা-নূ ইয়াস্বদিফূন। ১৫৮। হাল্ ইয়ান্‌যুরূনা ইল্লা~আন্ তা'তিয়াহুমুল্

আমার আয়াত থেকে ফিরে থাকবে, তাদের এ ফিরে থাকার কারণে। (১৫৮) তারা কি শুধু এ প্রতীক্ষায়ই আছে যে, তাদের কাছে

الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ

মালা—ইকাতু আও ইয়া'তিয়া রাব্বুকা আও ইয়া'তিয়া বা'দ্বু আ-য়া-তি রাব্বিক ; ইয়াওমা ইয়া'তী বা'দ্বু

আসবে ফিরিশতা অথবা স্বয়ং আপনার প্রতিপালক বা আপনার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন? যেদিন আপনার

آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ

আ-ইয়া-তি রাব্বিকা লা-ইয়ানফা'উ নাফ্সান ঈমা-নুহা- লাম্ তাকুন্ আ-মানাত্ মিন্ ক্বাব্‌লু আও কাসাবাত্

প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি বা যে তার ঈমানের মধ্যে

فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ

ফী~ঈমা-নিহা- খাইরা- ; কুলিন্ তাযিরূ~ইন্না- মুন্‌তাযিরূন। ১৫৯। ইন্নাল্‌লাযীনা ফার্‌রাকূ দীনাহুম

নেক আমল অর্জন করেনি। বলুন, তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও অপেক্ষা করছি। (১৫৯) নিশ্চয়ই যারা তাদের দ্বীনকে

وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ

ওয়া কা-নূ শিয়া'আল্ লাস্‌তা মিন্‌হুম ফী শাইয় ; ইন্নামা~আম্‌রুহুম ইলাল্লা-হি ছুম্মা

আলাদা করেছে এবং নানা দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহর দায়িত্বে।

يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ

ইউনাব্বিউহুম্ বিমা- কা-নূ ইয়াফ্'আলূন। ১৬০। মান্ জ্বা—আ বিল্‌হ্বাসানাতি ফালাহূ 'আশ্‌রু আম্‌ছা-লিহা-,

অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন। (১৬০) কেউ কোন পুণ্য কাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ قُلْ إِنَّنِي

ওয়া মান্ জ্বা—আ বিস্ সাইয়্যিআতি ফালা- ইউজ্বযা~ইল্লা- মিছ্‌লাহা- ওয়া হুম লা-ইউয্‌লামূন। ১৬১। কুল ইন্নানী

এবং কেউ কোন মন্দ কাজ করলে সে ততটুকুই শাস্তি পাবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না। (১৬১) আপনি বলুন,

هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ

হাদা-নী রাব্বী~ইলা- স্বিরা-ত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম, দীনান্ ক্বিয়ামাম্ মিল্লাতা ইব্রা-হীমা হ্বানীফা-,

আমাকে আমার প্রতিপালক সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, যা সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ।

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ

ওয়া মা- কা-না মিনাল মুশ্‌রিকীন। ১৬২। কুল ইন্না স্বালা-তী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্বইয়া-ইয়া

আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন না। (১৬২) আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার ইবাদাত, আমার জীবন,

وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا

ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। ১৬৩। লা- শারীকা লাহ ; ওয়া বিযা-লিকা উমির্‌তু ওয়া আনা-

আমার মৃত্যু সব আল্লাহর জন্যই, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (১৬৩) তাঁর কোন শরীক নেই। আমাকে এ আদেশই করা হয়েছে এবং আমিই সর্বপ্রথম

أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝١٦٣ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا

আওওয়ালুল্ মুস্লিমীন। ১৬৪। কুল আগাইরাল্লা-হি আব্গী রাব্বাওঁ ওয়া হুওয়া রাব্বু কুল্লি শাইয় ; ওয়ালা-

মান্যকারী। (১৬৪) আপনি বলুন, আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিপালক হিসেবে তালাস করব? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক। আর

تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ

তাক্সিবু কুল্লু নাফ্সিন ইল্লা- 'আলাইহা-, ওয়ালা- তাযিরু ওয়া-যিরাতুওঁ ওয়িয্রা উখ্রা-; ছুম্মা ইলা-

প্রত্যেকেই যা আমল করবে তা তারই দায়িত্বে এবং কেউ অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমরা সকলে তোমাদের

رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝١٦٤ وَهُوَ الَّذِي

রাব্বিকুম মার্জ্বি'উকুম ফাইউনাব্বিউকুম্ বিমা- কুন্তুম ফীহি তাখ্তালিফূন। ১৬৫। ওয়া হুওয়াল্লাযী

প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করেছিলে। (১৬৫) তিনিই

جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ

জ্বা'আলাকুম খালা—ইফাল্ আর্দ্বি ওয়া রাফা'আ বা'দ্বাকুম ফাওক্বা বা'দ্বিন্ দ্বারাজ্বা-তিল্ লিইয়াব্লুওয়াকুম

তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন,

فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ফী মা~আ-তা-কুম ; ইন্না রাব্বাকা সারী'উল 'ইক্বা-বি ওয়া ইন্নাহূ লাগাফূরুর্ রাহীম।

ঐ সকল বিষয়ে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

সূরা আ'রা-ফ
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২০৬
রুকূ ঃ ২৪

الٓمٓصٓ ۝١ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ

১। আলিফ লা-ম্—মী—ম্ স্বোয়া—দ। ২। কিতা-বুন উন্যিলা ইলাইকা ফালা- ইয়াকুন্ ফী স্বাদ্রিকা হ্বারাজ্বুম্ মিন্হু

(১) আলিফ লা-ম-মীম স্বাদ (২) এটি একটি কিতাব যা আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। যেন আপনার অন্তরে এ সম্পর্কে কোন সংকীর্ণতা না থাকে এর দ্বারা ভীতি

لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝٢ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

লিতুন্যিরা বিহী ওয়া যিক্রা- লিল্ মু'মিনীন। ৩। ইত্তাবি'উ মা~উন্যিলা ইলাইকুম্ মির রাব্বিকুম

প্রদর্শনের ব্যাপারে। আর ঈমানদারদের জন্য এটি উপদেশ। (৩) তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তোমরা অনুসরণ কর।

○ শানে নুযূল (আঃ ১৬৪) ঃ কাফিররা রাসূল (সা)-কে এবং মুসলমানদেরকে নিজেদের ভ্রান্ত মতের দিকে আহ্বান করত। তারা বলত, আমাদের ধর্ম ও মতবাদ গ্রহণ করলে যদি তোমাদের পাপ হয় বলে মনে কর, তবে আমরা তোমাদের সে পাপের ভার গ্রহণ করতে রাযী আছি।
○ টীকা (আঃ ১৬৫) ঃ পরীক্ষার উপায় এই যে, কারা আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করে, আর কারা এর বিপরীত চলে, দেখা যাবে। ফলতঃ এক শ্রেণীর লোক অনুগত এবং অপর এক শ্রেণী অবাধ্য হলো। উভয় শ্রেণীর প্রতি তাদের কাজের অনুরূপ যথাযোগ্য ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ, অবাধ্যদেরকে শাস্তি এবং অনুগতদেরকে শান্তি প্রদান করবেন।

রুকূ ৭ ২০ ৲২১

وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ۝٣ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا

ওয়ালা-তাত্তাবি'উ মিন্ দূনিহী~আওলিয়া—আ ; ক্বালীলাম্ মা-তায্যাক্কারূন। ৪। ওয়াকাম্ মিন্ ক্বার্ইয়াতিন আহ্লাক্না-হা-

আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য বন্ধুদের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ মেনে থাক। (৪) বহু জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের

فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ۝٤ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ

ফাজ্বা—আহা- বা'সুনা- বাইয়া-তান্ আও হুম ক্বা—ইলূন। ৫। ফামা- কা-না দা'ওয়া-হুম ইয্ জ্বা—আহুম্

উপর আমার শাস্তি এসেছিল রাতের বেলা, অথবা দুপুরে বিশ্রামের সময়। (৫) যখন তাদের উপর আমার শাস্তি এসেছিল তখন তাদের মুখ হতে শুধু একথাই বের

بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝٥ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ

বা'সুনা~ইল্লা~আন্ ক্বা-লূ~ইন্না- কুন্না- য্বা-লিমীন। ৬। ফালানাস্আলান্নাল্ লাযীনা উর্সিলা ইলাইহিম

হয়েছিল, নিশ্চয়ই আমরা অত্যাচারী। (৬) অতঃপর যাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল আমি তাদের কাছে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব এবং রাসূলগণকেও

وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۝٦ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ ۖ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝

ওয়া লানাস্আলান্নাল মুর্সালীন। ৭। ফালানাকুস্স্বান্না 'আলাইহিম্ বি'ইলমিওঁ ওয়ামা- কুন্না- গা—ইবীন।

জিজ্ঞাসা করব। (৭) তারপর আমি স্বজ্ঞানে বর্ণনা করব, তাদের নিকট (তাদের আমলসমূহ)। আর আমিতো অবিদিত ছিলাম না।

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

৮। ওয়াল্ ওয়ায্নু ইয়াওমাইযিনিল্ হ্বাক্কু, ফামান্ ছাকুলাত্ মাওয়া-যীনুহূ ফাউলা—ইকা হুমুল মুফ্লিহূন।

(৮) এবং সেদিন ওজন সঠিকভাবেই হবে। সেদিন যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا

৯। ওয়া মান্ খাফ্ফাত্ মাওয়া-যীনুহূ ফাউলা—ইকাল্ লাযীনা খাসিরূ~আন্ফুসাহুম্ বিমা- কা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা-

(৯) আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, কারণ তারা আমার আয়াতের হক নষ্ট

يَظْلِمُونَ ۝٩ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ

ইয়াযলিমূন। ১০। ওয়া লাক্বাদ্ মাক্কান্না-কুম ফিল্ আর্দ্বি ওয়া জ্বা'আল্না- লাকুম ফীহা- মা'আ-ইশ ;

করতো। (১০) নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাসের ব্যবস্থা করেছি এবং সেথায় তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি।

قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ۝١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ

ক্বালীলাম্ মা-তাশ্কুরূন। ১১। ওয়ালাক্বাদ্ খালাক্না-কুম ছুম্মা ছাওওয়ার্না-কুম ছুম্মা কুল্না- লিল্ মালা—ইকাতিস্

তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (১১) আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি অতঃপর তোমাদের আকৃতি দিয়েছি এরপরে আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছি,

اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝

জুদূ লিআ-দামা ফাসাজ্বাদূ~ইল্লা~ইব্লীস ; লাম ইয়াকুম্ মিনাস্ সা-জ্বিদীন।

তোমরা আদমকে সিজদা কর। তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করেছে। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

রুকূ ৮ ১

(১২) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِي

১২। ক্বা-লা মা- মানা'আকা আল্লা- তাস্‌জুদা ইয্‌ আমারতুক ; ক্বা-লা আনা খাইরুম্‌ মিনহু, খালাক্বতানী

(১২) আল্লাহ বললেন, যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিলাম, তখন কিসে তোমাকে সিজদা থেকে বিরত রাখল? সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি

مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (১৩) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ

মিন্‌ না-রিওঁ ওয়া খালাক্বতাহূ মিন্‌ ত্বীন। ১৩। ক্বা-লা ফাহ্‌বিত্ব মিন্‌হা- ফামা- ইয়াকূনু লাকা আন্‌ তাতাকাব্বারা

আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।" (১৩) আল্লাহ বললেন, তুমি এখান থেকে নেমে যাও। এখানে বসে তোমার অহমিকা

فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (১৪) قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○

ফীহা- ফাখ্‌রুজ্‌ ইন্নাকা মিনাস্ব স্বা-গিরীন। ১৪। ক্বা-লা আন্‌যিরনী~ইলা-ইয়াওমি ইয়ুব্‌'আছূন।

করার কোন অধিকার নেই। সুতরাং বের হও, নিশ্চয়ই তুমি নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। (১৪) সে বলল, আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সুযোগ দিন।

(১৫) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (১৬) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ

১৫। ক্বা-লা ইন্নাকা মিনাল মুন্‌যারীন। ১৬। ক্বা-লা ফাবিমা~আগ্‌ওয়াইতানী লাআক্ব'উদান্না লাহুম

(১৫) আল্লাহ বললেন, যাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছে নিশ্চয়ই তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে। (১৬) সে বলল, আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, এ কারণে আমি ও আপনার

صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (১৭) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

স্বিরা-ত্বাকাল মুস্‌তাক্বীম। ১৭। ছুম্মা লাআ-তিইয়ান্নাহুম মিম্‌ বাইনি আইদীহিম ওয়া মিন্‌ খাল্‌ফিহিম

বান্দাদের (পথভ্রষ্ট করার) জন্য সরল পথে বসে থাকব। (১৭) অতঃপর আমি তাদের নিকট তাদের সামনে থেকে, পিছন থেকে, ডান

وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (১৮) قَالَ اخْرُجْ

ওয়া 'আন্‌ আইমা-নিহিম ওয়া 'আন্‌ শামা—ইলিহিম ; ওয়ালা-তাজ্বিদু আক্‌ছারাহুম শা-কিরীন। ১৮। ক্বা-লাখ্‌ রুজ্ব

দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে আসব আর আপনি তাদের অনেককেই কৃতজ্ঞ পাবেন না। (১৮) আল্লাহ বললেন, তুমি এখান থেকে

مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ○

মিন্‌হা- মায্‌উমাম্‌ মাদ্‌হূরা- ; লামান্‌ তাবি'আকা মিন্‌হুম লাআমলাআন্না জ্বাহান্নামা মিন্‌কুম আজ্‌মা'ঈন।

লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও। তাদের মধ্য হতে যে কেউ তোমার অনুসরণ করবে আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করব।

(১৯) وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

১৯। ওয়া ইয়া~আ-দামুস্‌ কুন্‌ আন্তা ওয়া যাওজুকাল জ্বান্নাতা ফাকুলা- মিন্‌ হাইছু শি'তুমা- ওয়ালা- তাক্বরাবা-

(১৯) আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তোমরা উভয়ে খাও, যেখান থেকে ইচ্ছা কর এবং এ বৃক্ষের নিকটেও যাবে না,

هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (২০) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ

হা-যিহিশ্‌ শাজ্বারাতা ফাতাকূনা- মিনায্ব যা-লিমীন। ২০। ফাওয়াস্‌ ওয়াসা লাহুমাশ্‌ শাইত্বা-নু লিইয়ুব্‌দিয়া

(যদি যাও) তবে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (২০) অতঃপর শয়তান তাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল, যাতে প্রকাশ করে দেয় তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের উভয়ের

لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ

লাহুমা- মা- উরিয়া 'আন্‌হুমা- মিন্‌ সাওআ-তিহিমা- ওয়া ক্বা-লা মা- নাহা-কুমা- রাব্বুকুমা- 'আন্‌ হা-যিহিশ্‌ শাজ্বারাতি

হতে গোপন রাখা হয়েছিল। আর বলল, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উভয়কে এ বৃক্ষের (কাছে যাওয়ার) ব্যাপারে শুধু এজন্য নিষেধ করেছেন, যাতে

إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (২১) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ

ইল্লা~আন্‌ তাকূনা- মালাকাইনি আও তাকূনা- মিনাল খা-লিদীন। ২১। ওয়া ক্বা-সামাহুমা~ইন্নী লাকুমা- লামিনান্‌

তোমরা উভয়ই আবার না ফিরিশতা হয়ে যাও অথবা তোমরা স্থায়ী হয়ে যাও। (২১) আর সে তাদের উভয়ের কাছে কসম খেয়ে বলল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের

النَّاصِحِينَ (২২) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا

না-স্বিহীন। ২২। ফাদাল্লা-হুমা- বিগুরূর, ফালাম্মা- যা-ক্বাশ্‌ শাজ্বারাতা বাদাত্‌ লাহুমা- সাওআ-তুহুমা-

হিতাকাঙ্ক্ষী। (২২) এভাবে সে তাদেরকে ধোঁকার দ্বারা নীচে নিয়ে আসল। অতঃপর যখন উভয়েই বৃক্ষ (ফলের) স্বাদ গ্রহণ করল, তখন প্রকাশ হয়ে গেল,

وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن

ওয়া ত্বাফিক্বা- ইয়াখ্‌স্বিফা-নি 'আলাইহিমা- মিওঁ ওয়ারাক্বিল জ্বান্নাহ ; ওয়া না-দা-হুমা- রাব্বুহুমা~আলাম্‌ আন্‌হাকুমা- 'আন্‌

তাদের লজ্জাস্থান এবং তারা বেহেশতের পাতা দ্বারা (তাদের লজ্জাস্থান) ঢাকতে লাগল। আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে

تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (২৩) قَالَا رَبَّنَا

তিলকুমাশ্‌ শাজ্বারাতি ওয়া আকুল্‌ লাকুমা~ইন্নাশ্‌ শাইত্বা-না লাকুমা- 'আদুওউম্‌ মুবীন। ২৩। ক্বা-লা- রাব্বানা-

এ বৃক্ষ সম্পর্কে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি, নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (২৩) তারা উভয়েই বলল, হে আমাদের প্রতিপালক!

ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

য্বালাম্‌না~আন্‌ফুসানা-, ওয়া ইল্‌লাম তাগ্‌ফির্‌লানা- ওয়া তার্‌হাম্‌না- লানাকূনান্না মিনাল খা-সিরীন।

আমরা আমাদের আত্মার উপর জুলুম করেছি, তুমি যদি ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হয়ে যাব।

(২৪) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ

২৪। ক্বা-লাহ্‌ বিত্বূ বা'দ্বুকুম লিবা'দ্বিন 'আদুওউ, ওয়া লাকুম্‌ ফিল্‌ আরদ্বি মুস্‌তাক্বাররুওঁ ওয়া মাতা-'উন

(২৪) আল্লাহ বললেন, তোমরা নেমে যাও একে অন্যের শত্রুরূপে এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান এবং ভোগের সামগ্রী রয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের

إِلَىٰ حِينٍ (২৫) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (২৬) يَا بَنِي

ইলা- হ্বীন। ২৫। ক্বা-লা ফীহা- তাহ্বইয়াওনা ওয়া ফীহা- তামূতূনা ওয়া মিন্‌হা- তুখ্‌রাজূন। ২৬। ইয়া-বানী~

জন্য। (২৫) তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন অতিবাহন করবে এবং সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের পুনরুত্থান হবে। (২৬) হে

○ টীকা (আঃ ২১) ঃ অর্থাৎ, ধূর্ত শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিল যে, আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতে স্থায়ীভাবে রাখতে চান না। একারণে এ বৃক্ষফল থেকে নিষেধ করেছেন। কারণ এ বৃক্ষফল যে ভক্ষণ করে সে ফিরিশতা হয়ে যায় অথবা জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে থেকে যায়। এভাবে তাদেরকে প্রভাবিত করলো। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৬) ঃ وريشا ঃ (শোভাময় পোশাক) সাজ-সজ্জার জন্য মানুষ যে পোশাক পরিধান করে তাকে ريش বলে। আল্লাহ মানুষদেরকে দু' প্রকারের পোশাক দিয়েছেন। (১) লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য পোশাক। (২) শরীরের শোভা বৃদ্ধির জন্য এক প্রকার পোশাক।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ

আ-দামা ক্বাদ্ আন্‌যাল্‌না- 'আলাইকুম লিবা-সাইঁ ইউওয়া-রী সাওআ-তিকুম ওয়া রীশা- ; ওয়া লিবা-সুত্
বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য প্রেরণ করেছি পোশাক, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে। আর প্রেরণ করেছি শোভাময় পোশাক।

التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰبَنِيْٓ

তাক্বওয়া- যা-লিকা খাইর ; যা-লিকা মিন্ আ-ইয়া-তিল্লা-হি লা'আল্লাহুম ইয়ায্‌যাক্‌কারূন। ২৭। ইয়া-বানী~
পরহেজগারী পোশাকই সর্বোত্তম। এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (২৭) হে বনী আদম!

اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا

আ-দামা লা-ইয়াফ্‌তিনান্‌নাকুমুশ্ শাইত্বা-নু কামা~আখ্‌রাজ্বা আবাওয়াইকুম্ মিনাল জ্বান্নাতি ইয়ান্‌যি'উ 'আন্‌হুমা-
শয়তান যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে, যেভাবে সে বের করে দিয়েছিল তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে, (এমন অবস্থায়) যে তাদের পোশাক পর্যন্ত

لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ

লিবা-সাহুমা- লিউরিয়াহুমা- সাওআ- তিহিমা-; ইন্নাহূ ইয়ারা-কুম হুওয়া ওয়া ক্বাবীলুহূ মিন্ হ্বাইছু লা-তারাওনাহুম ;
তাদের থেকে নামিয়ে দিয়েছিল, যাতে তাদের লজ্জাস্থান তাদেরকে দেখিয়ে দেয়। নিশ্চয়ই সে এবং তার দল তোমাদেরকে দেখে এমন স্থান থেকে যে স্থান থেকে

اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً

ইন্না- জ্বা'আলনাশ্ শাইয়া-ত্বীনা আওলিয়া—আ লিল্লাযীনা লা-ইয়ু'মিনূন। ২৮। ওয়া ইযা- ফা'আলূ ফা-হ্বিশাতান্
তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু নির্ধারণ করেছি যারা ঈমান আনে না। (২৮) যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে,

قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ

ক্বা-লূ ওয়াজ্বাদনা-'আলাইহা~আ-বা—আনা-ওয়াল্লা-হু আমারানা-বিহা-; ক্বুল ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়া'মুরু
তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এর উপর পেয়েছি। আর আল্লাহও আমাদেরকে এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি বলুন, আল্লাহ কখনই

بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۟

বিল্ ফাহ্বশা—ই ; আতাক্বূলূনা 'আলাল্লা-হি মা-লা- তা'লামূন। ২৯। ক্বুল আমারা রাব্বী বিল্ ক্বিস্‌ত্বি
অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছো, যে সম্পর্কে তোমরা জান না? (২৯) বলুন, আমার প্রতিপালক ন্যায় বিচারের নির্দেশ

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۬ؕ

ওয়া আক্বীমূ উজূহাকুম 'ইন্‌দা কুল্লি মাস্‌জ্বিদিঁও ওয়াদ্'উহু মুখ্‌লিস্বীনা লাহুদ্ দীন ;
দিয়েছেন এবং প্রত্যেক সিজদার সময় তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল সোজা রাখবে এবং তাঁরই ইবাদতের জন্য একাগ্রতার সাথে তাঁকে ডাকবে। আল্লাহ

كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ

কামা- বাদাআকুম তা'উদূন। ৩০। ফারীক্বান্ হাদা- ওয়া ফারীক্বান্ হাক্বক্বা 'আলাইহিমুদ্দ্বালা-লাহ ; ইন্নাহুমুত্
তোমাদেরকে প্রথমে যে ভাবে সৃষ্টি করেছেন সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করবে। (৩০) একদলকে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন আর অন্যদলের উপর পথভ্রষ্টতা

اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

তাখাযুশ্ শাইয়া-ত্বীনা আওলিয়া—আ মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়া ইয়াহ্বসাবূনা আন্নাহুম মুহ্‌তাদূন।
অবধারিত করা হয়েছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তারা ধারণা করতো যে, নিশ্চয়ই তারা সঠিক পথে রয়েছে।

﴿٣٠﴾ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ

৩১। ইয়া-বানী~আ-দামা খুযূ যীনাতাকুম 'ইন্‌দা- কুল্লি মাস্‌জ্বিদিঁও ওয়া কুলূ ওয়াশ্‌রাবূ ওয়ালা- তুস্‌রিফূ,
(৩১) হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় তোমাদের সুন্দর পোশাক পরিধান কর এবং খাও ও পান কর কিন্তু তোমরা অপচয় করো না।

৩ রুকূ ১০ ১৬

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ

ইন্নাহূ লা-ইয়ুহ্বিব্বুল মুস্‌রিফীন। ৩২। ক্বুল মান্ হ্বাররামা যীনাতাল্লা-হিল লাতী~আখ্‌রাজ্বা লি'ইবা-দিহী
নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালবাসেন না। (৩২) আপনি বলুন, কে নিষিদ্ধ করেছে, আল্লাহর সেই শোভনীয় বস্তু এবং

وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً

ওয়াত্ত্বাইয়্যিবা-তি মিনার্ রিযক্ব ; ক্বুল হিয়া লিল্লাযীনা আ-মানূ ফিল্ হ্বাইয়া-তিদ্ দুনইয়া-খা-লিস্বাতাইঁ
খাদ্য দ্রব্যের পবিত্র বস্তু যা তিনি তাঁর বান্দার জন্য সৃষ্টি করেছেন? বলুন, এসব মু'মিনদের জন্য পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে

يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ

ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ, কাযা-লিকা নুফাস্বস্বিলুল আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়া'লামূন। ৩৩। ক্বুল ইন্নামা- হ্বাররামা রাব্বি
কিয়ামতের দিনে। এভাবে আমি জ্ঞানীদের জন্য আয়াতকে বিস্তারিত বর্ণনা করি। (৩৩) বলুন, আমার প্রতিপালক

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ

য়াল্ ফাওয়া-হ্বিশা মা-স্বাহারা মিন্‌হা- ওয়া মা- বাত্বানা ওয়াল্ ইছ্‌মা ওয়াল্ বাগ্‌ইয়া বিগাইরিল হ্বাক্বক্বি ওয়া আন
নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অপকর্ম, গুনাহ এবং অন্যায়ভাবে অত্যাচার এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে

تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

তুশ্‌রিকূ বিল্লা-হি মা-লাম ইউনায্‌যিল বিহী সুল্‌ত্বা-নাওঁ ওয়া আন্ তাক্বূলূ 'আলাল্লা-হি মা-লা- তা'লামূন।
শরীক করা, যার কোন প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেন নি এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব কথা বলা, যে ব্যাপারে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।

﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

৩৪। ওয়া লিকুল্লি উম্মাতিন্ আজ্বাল, ফাইযা- জ্বা—আ আজ্বালুহুম লা-ইয়াস্‌তা'খিরূনা সা-'আতাওঁ ওয়ালা- ইয়াস্ তাক্বদিমূন।
(৩৪) প্রত্যেক জাতির জন্যই একটি নির্ধারিত সময় আছে। যখন তাদের সে নির্ধারিত সময় এসে যাবে তখন মুহূর্তকালও পিছে হটতে পারবে না এবং সামনে অগ্রসরও হতে পারবে না।

✪ শানে নুযূল (আঃ ৩১) ঃ বনী ছক্বীফ এবং কোন কোন মুশরিক সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘরের তওয়াফ করত, আর বনী আমের গোত্রের লোকের ইহরামের অবস্থায় ঘৃত ও মাংস আহার করত না এবং এটিকে ইবাদত ও তা'যীম বলে মনে করতো,, মুসলমানগণ হুযূর (স)-কে বললেন, এই তা'যীম করা আমাদের জন্যই তো অধিক সঙ্গত। আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করলেন। (বঃ কোঃ) ✪ শানে নুযূল (আঃ ৩২) ঃ قل من حرم...... ঃ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, জাহেলগণ (অশিক্ষিতরা) কতিপয় হালাল বস্তু নিজেদের উপর হারাম করেছিল এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يٰبَنِىٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى

৩৫। ইয়া-বানী~আ-দামা ইম্মা- ইয়া'তিইয়ান্নাকুম রুসুলুম্ মিন্‌কুম ইয়াক্বুস্বসূনা 'আলাইকুম আ-ইয়া-তী ফামানিত্তাক্বা
(৩৫) হে বনী আদম! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল এসে তোমাদের কাছে আমার আয়াত বর্ণনা করেন, তখন যে পরহেজগারী

وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

ওয়া আস্বলাহ্বা ফালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্বযানূন। ৩৬। ওয়াল্‌লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-
অবলম্বন করবে এবং নিজকে সংশোধন করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা। (৩৬) আর যারা আমার আয়াতকে

وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ

ওয়াস্ তাকবারূ 'আন্‌হা~উলা—ইকা আস্বহা-বুন্ না-র, হুম ফীহা- খা-লিদূন। ৩৭। ফামান্
মিথ্যা বলে এবং অহমিকার সাথে অমান্য করে, তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (৩৭) সে ব্যক্তির চেয়ে বড়

اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ

আয্বলামু মিম্ মানিফ্ তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান আও কায্‌যাবা বিআ-ইয়া-তিহ্ব ; উলা—ইকা ইয়ানা-লুহুম
অত্যাচারী আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে বা তাঁর আয়াতকে মিথ্যা বলে? তাদের ভাগ্যে যা কিছু লিখা আছে

نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ

নাস্বীবুহুম্ মিনাল কিতা-ব ; হাত্তা~ইযা- জ্বা—আত্‌হুম রুসুলুনা- ইয়াতাওয়াফ্‌ফাওনাহুম ক্বা-লূ~আইনা
তা তাদের কাছে পৌছবে। এমনকি তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ যখন তাদের আত্মা বের করে নেয়ার জন্য আসবে, তখন তারা বলবে, তারা

مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

মা- কুন্‌তুম তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হ ; ক্বা-লূ দ্বাল্‌লূ 'আন্না- ওয়াশাহিদূ 'আলা~আন্‌ফুসিহিম
এখন কোথায় যাদেরকে তোমরা ডাকতে আল্লাহকে ছেড়ে? তারা বলবে, আমাদের থেকে তারা উধাও হয়ে গেছে এবং তারা নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য

اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾ قَالَ ادْخُلُوْا فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ

আন্নাহুম কা-নূ কা-ফিরীন। ৩৮। ক্বা-লাদ্‌খুলূ ফী~উমামিন্ ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাবলিকুম্ মিনাল
দিবে যে, নিশ্চয়ই তারা কাফির ছিল। (৩৮) আল্লাহ বলবেন, জ্বীন ও মানুষের মধ্য হতে যে দল তোমাদের পূর্বে (জাহান্নামে) চলে গেছে,

الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا

জ্বিন্নি ওয়াল্ ইন্‌সি ফিন্ না-র ; কুল্লামা- দাখালাত্ উম্মাতুল লা'আনাত উখ্‌তাহা-; হাত্তা~ইযাদ্
তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর। যখনই কোন (কাফির) দল (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে, তখনই অন্য (কাফির) দলকে তারা অভিসম্পাত কর। এমনকি যখন

ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ

দা-রাকূ ফীহা- জ্বামী'আন ক্বা-লাত্ উখ্‌রা-হুম লিউলা-হুম রাব্বানা- হা~উলা—ই আদ্বাল্‌লূনা- ফাআ-তিহিম
সবাই সেখানে মিলিত হবে, তখন তাদের পিছনের লোকেরা আগের লোকগুলো সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ লোকগুলোই পথভ্রষ্ট করেছিল।

عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ

'আযা-বান্ দ্বি'ফাম্ মিনান্ না-র ; ক্বা-লা লিকুল্লিন্ দ্বি'ফুওঁ ওয়ালা-কিল্ লা-তা'লামূন। ৩৯। ওয়া ক্বা-লাত
সুতরাং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। আল্লাহ বলবেন, সকলের জন্যই দ্বিগুণ (শাস্তি) রয়েছে। কিন্তু তোমরা তো জান না। (৩৯) এবং তাদের আগের

اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ

উলা-হুম লিউখ্‌রা-হুম ফামা- কা-না লাকুম 'আলাইনা- মিন্ ফাদ্বলিন্ ফাযূক্বুল 'আযা-বা
লোকগুলো পিছনের লোকদেরকে বলবে, আমাদের উপর তোমাদের কোন প্রাধান্য নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের

৪ ع ১১ রুকূ

بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا

বিমা-কুন্‌তুম তাক্‌সিবূন। ৪০। ইন্নাল্‌লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- ওয়াস্‌তাক্‌বারূ 'আন্‌হা-
শাস্তি উপভোগ কর। (৪০) নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে এবং অহংকারে থেকে মুখ ফিরায়,

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ

লা-তুফাত্তাহু লাহুম আবওয়া-বুস্ সামা—ই ওয়ালা- ইয়াদ্‌খুলূনাল জ্বান্নাতা হাত্তা- ইয়ালিজ্বাল জ্বামালু ফী
তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না উট প্রবেশ করে

سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ

সাম্মিল্ খিয়া-ত্ব ; ওয়া কাযা-লিকা নাজ্বযিল মুজ্বরিমীন। ৪১। লাহুম্ মিন্ জ্বাহান্নামা মিহা-দুওঁ
সূঁচের ছিদ্র দিয়ে। এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদানকরব। (৪১) তাদের জন্য হবে জাহান্নামের (অগ্নির) শয্যা,

وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

ওয়ামিন্ ফাওক্বিহিম গাওয়া-শ ; ওয়া কাযা-লিকা নাজ্বযিয্ য্বা-লিমীন। ৪২। ওয়াল্‌লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব
এবং তার উপরে হবে (জাহান্নামের) চাদর। আর আমি এভাবেই অত্যাচারীদের শাস্তি দিব। (৪২) যারা ঈমান আনে এবং নেক

الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ۫ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ

স্বা-লিহা-তি লা- নুকাল্লিফু নাফ্‌সান ইল্লা উস্'আহা~উলা—ইকা আস্বহা-বুল জ্বান্নাহ, হুম
আমল করে, কারো উপর আমি তার সাধ্যের বহির্ভূত কোন কাজ দেই না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা

فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ

ফীহা- খা-লিদূন। ৪৩। ওয়া নাযা'না- মা-ফী স্বুদূরিহিম্ মিন্ গিল্‌লিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্বতিহিমুল
চিরদিন থাকবে। (৪৩) আমি তাদের অন্তর হতে সে বিদ্বেষ দূর করে দিব। তাদের তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে,

○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ এর মর্ম এই যে, সূচের ছিদ্র দিয়ে বহির্গমন, উটের পক্ষে যদ্রূপ অসম্ভব কাফিরদের পক্ষে বেহেশতে প্রবেশ তদ্রূপ অসম্ভব।

○ টীকা (আঃ ৪৩) ঃ ونزعنا.......من غل – (অন্তর হতে বিদ্বেষ দূর করব) বিদ্বেষ যা অন্তরে বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীগণকে জান্নাতে এ নেয়ামতও দান করবেন যে, তাঁদের অন্তর থেকে বিদ্বেষ দূর করে দিবেন। ফলে জান্নাতীদের একে অপরের প্রতি কোন হিংসা ও বিদ্বেষ থাকবেনা। তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ থাকবে। অথবা– জান্নাতীদের মধ্যে যে পদ-মর্যাদায় পার্থক্য হবে, সে ব্যাপারে কারো কোন বিদ্বেষ থাকবে না। (কুঃ কারীম)

الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ

আন্‌হা-র, ওয়া ক্বা-লুল্ হ্বাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী হাদা-না- লিহা-যা-, ওয়া মা- কুন্না-লিনাহ্‌তাদিয়া

তারা বলবে, প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। আমরা কখনো সঠিক পথ পেতাম না যদি আল্লাহ আমাদেরকে

لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۗ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ

লাওলা~আন্ হাদা-নাল্লা-হ, লাক্বাদ্ জ্বা—আত্ রুসুলু রাব্বিনা-বিল্ হ্বাক্ক্ব ; ওয়া নূদূ~আন্ তিলকুমুল

সঠিক পথ প্রদর্শন না করতেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল সত্য বাণীসহ এসেছিলেন, এবং তাদেরকে ডেকে বলা হবে

الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿৪৪﴾ وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ

জ্বান্নাতু উরিছ্‌তুমূহা- বিমা- কুন্‌তুম তা'মালূন। ৪৪। ওয়া না-দা~আস্বহ্বা-বুল্ জ্বান্নাতি

তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হলো, তোমাদের আমলের কারণে। (৪৪) আর জান্নাতীগণ

اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا

আস্বহ্বা-বান্ না-রি আন্ ক্বাদ্ ওয়াজ্বাদ্‌না- মা-ওয়া'আদানা- রাব্বুনা- হ্বাক্ক্বান্ ফাহাল্ ওয়াজ্বাদ্‌তুম্ মা-

জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা আমরা যথাযথভাবেই পেয়েছি, তোমরা কি যথাযথভাবে

وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۗ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ

ওয়া'আদা রাব্বুকুম হ্বাক্ক্বা- ; ক্বা-লূ না'আম, ফাআয্‌যানা মুআয্‌যিনুম্ বাইনাহুম আল্ লা'নাতুল্লা-হি

পেয়েছ, তোমাদের প্রতিপালক যার ওয়াদা দিয়েছিলেন? তারা বলবে, হ্যাঁ; অতঃপর একজন ঘোষণাকারী তাদের মাঝে ঘোষণা করবে, আল্লাহর অভিশাপ

عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿৪৫﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ

'আলায্ যা-লিমীন। ৪৫। আল্‌লাযীনা ইয়াস্বুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ওয়া ইয়াব্‌গূনাহা- 'ইওয়াজ্বা-

অত্যাচারীদের উপর। (৪৫) যারা আল্লাহর রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করতো এবং তাতে কুটিলতা অন্বেষণ করতো এবং তারা

وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿৪৬﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ

ওয়া হুম্ বিল আ-খিরাতি কা-ফিরূন। ৪৬। ওয়া বাইনাহুমা- হ্বিজ্বা-ব, ওয়া 'আলাল্ আ'রা-ফি রিজ্বা-লুঁই

পরকালেও অবিশ্বাসী ছিল। (৪৬) তাদের (দু' দলের) মাঝে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আ'রাফে অনেক লোক থাকবে,

يَّعْرِفُوْنَ كُلًّاۢ بِسِيْمٰىهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۟

ইয়া'রিফূনা কুল্লাম বিসীমা-হুম, ওয়া না-দাও আস্বহ্বা-বাল জ্বান্নাতি আন্ সালা-মুন 'আলাইকুম,

তারা তাদের প্রত্যেককে তার লক্ষণ দেখে চিনবে এবং জান্নাতীগণকে ডেকে বলবে, "তোমাদের উপর শান্তি হোক।"

○ টীকা (আঃ ৪৪) ঃ 'তোমাদের আমলের কারণে' বাক্য হতে বুঝা যায়, মানুষের আমলই বেহেশত প্রাপ্তির কারণ। অথচ হাদীসে দেখা যায়, খোদার রহমতেই মানুষ বেহেশত পাবে। এর অর্থ এই যে, আয়াতটিতে বাহ্যিক কারণের কথা বলা হয়েছে। আর হাদীসে মূল কারণের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আমল বেহেশত লাভের বাহ্যিক কারণ, আর খোদার রহমত তার মূল কারণ। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৬) ঃ اعراف -এর অর্থ উচ্চস্থান। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীর 'আরাফ' নামে অভিহিত। ○ টীকা (আঃ ৪৬) ঃ বেহেশত ও দোযখের মধ্যস্থল তাদের ব্যবধান নির্ধারক একটি টিলাকে আ'রাফ বলে। এটা সাদা মেশকের চেয়েও উচ্চ। এখানে অনেক লোক অবস্থানরত থাকবে। বিশুদ্ধ মত এই যে, যাদের নেকী ও বদীর পাল্লা সমান হবে তারা এখানে অবস্থান করবে। এখান হতে তারা বেহেশতীদের ও দোযখীদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে।

لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿৪৭﴾ وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ

লাম্ ইয়াদ্‌খুলূহা- ওয়াহুম ইয়াত্বমা'ঊন। ৪৭। ওয়া ইযা- স্বুরিফাত্ আব্‌স্বা-রুহুম তিল্‌ক্বা—আ আস্বহ্বা-বিন্

তারা (আ'রাফ বাসীগণ) এখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি কিন্তু কামনা করছে। (৪৭) যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের উপর পড়বে,

النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿৪৮﴾ وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ

না-রি ক্বা-লূ রাব্বানা- লা-তাজ্ব'আলনা- মা'আল্ ক্বাওমিয্ যা-লিমীন। ৪৮। ওয়ানা-দা~আস্বহ্বা-বুল্

তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত করবেন না। (৪৮) আ'রাফবাসীগণ

الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰىهُمْ قَالُوْا مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ

আ'রা-ফি রিজ্বা-লাই ইয়া'রিফূনাহুম্ বিসীমা-হুম ক্বা-লূ মা~আগ্‌না- 'আন্‌কুম জ্বাম্'উকুম

যাদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনবে, তাদেরকে ডেকে বলবে, "তোমাদের দলবল এবং অহমিকা তোমাদের

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿৪৯﴾ اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ

ওয়ামা-কুন্‌তুম তাস্‌তাকবিরূন। ৪৯। আহা~উলা—ইল্ লাযীনা আক্বসাম্‌তুম লা-ইয়ানা-লুহুমুল্লা-হু

কোন কাজে আসেনি। (৪৯) এরা কি সেসব লোক যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি

بِرَحْمَةٍ ۗ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿৫০﴾ وَنَادٰٓى

বিরাহ্বমাহ ; উদ্‌খুলুল জ্বান্নাতা লা- খাওফুন 'আলাইকুম ওয়ালা~আন্‌তুম তাহ্বযানূন। ৫০। ওয়া না-দা~

রহমত করবেন না। (এদেরকেই বলা হবে) জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা বিষণ্ণও হবে না। (৫০) এবং জাহান্নামবাসীরা

اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا

আস্বহ্বা-বুন্ না-রি আস্বহ্বা-বাল জ্বান্নাতি আন্ আফীদ্বূ 'আলাইনা- মিনাল মা—ই আও মিম্মা-

জান্নাতবাসীগণকে ডেকে বলবে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা তোমাদেরকে আল্লাহ যে খাদ্য

رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۗ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿৫১﴾ الَّذِيْنَ

রাযাক্বাকুমুল্লা-হ ; ক্বা-লূ~ইন্নাল্লা-হা হ্বার্‌রামাহুমা- 'আলাল্ কা-ফিরীন। ৫১। আল্‌লাযীনাত্

বস্তু দিয়েছেন তার থেকে কিছু দাও। তারা বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দুটি কাফিরদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, (৫১) যারা তাদের

اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ

তাখাযূ দীনাহুম লাহ্‌ওয়াওঁ ওয়া লা'ইবাওঁ ওয়া গাররাত্ হুমুল হ্বাইয়া-তুদ্ দুনইয়া, ফাল্ ইয়াওমা নান্‌সা-হুম

দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তু বানিয়েছিল এবং এ পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল আজ আমি তাদেরকে ভুলে যাব,

كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿৫২﴾ وَلَقَدْ

কামা-নাসূ লিক্বা—আ ইয়াওমিহিম হা-যা- ওয়া মা- কা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা-ইয়াজ্বহ্বাদূন। ৫২। ওয়া লাক্বাদ্

যেভাবে তারা ভুলে গিয়েছিল এ দিনের সম্মুখীন হওয়াকে এবং যেভাবে তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। (৫২) নিশ্চয় আমি তাদের কাছে

৫ ع ১২ রুকূ

جئنهم بكتب فصلنه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ۝

জ্বি'না-হুম্ বিকিতা-বিন ফাস্বস্বালনা-হু 'আলা- 'ইলমিন হুদাওঁ ওয়া রাহ্মাতাল্ লিক্বাওমিইঁ ইয়্যু'মিনূন।
এমন এক কিতাব পৌঁছিয়েছি যা আমি পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। যা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

۝ هل ينظرون إلا تأويله ۚ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من

৫৩। হাল্ ইয়ানযুরূনা ইল্লা- তা'বীলাহ ; ইয়াওমা ইয়া'তী তা'বীলুহূ ইয়াক্বূলুল্লাযীনা নাসূহু মিন্
(৫৩) তারা কি এখন শুধু পরিণাম প্রকাশের অপেক্ষা করছে? যেদিন তার শেষ পরিণাম প্রকাশ হবে, সেদিন যারা পূর্বে একে ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে,

قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ۚ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا

ক্বাব্লু ক্বাদ্ জা—আত্ রুসুলু রাব্বিনা- বিল্হাক্বক্বি, ফাহাল্ লানা-মিন্ শুফা'আ—আ ফাইয়াশ্ফা'উ লানা~
নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্যবাণীসহ এসেছিলেন। হায়! এখন কি আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী আছে, যিনি আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন।

أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ۚ قد خسروا أنفسهم وضل

আও নুরাদ্দু ফানা'মালা গাইরাল্লাযী কুন্না- না'মাল ; ক্বাদ্ খাসিরূ~আন্ফুসাহুম ওয়া দ্বাল্লা
অথবা আমাদেরকে পুনর্বার পৃথিবীতে ফিরে যেতে দেয়া হবে, যেন আমরা পূর্বে যে কাজ করতাম তার বিপরীত কাজ করতে পারি! নিশ্চয়ই তারা নিজদেরকে

عنهم ما كانوا يفترون ۝ إن ربكم الله الذي خلق السموت

'আন্হুম্ মা- কা-নূ ইয়াফ্তারূন। ৫৪। ইন্না রাব্বাকুমুল্লা-হুল্লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি
ধ্বংস করেছে এবং যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করছিল তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (৫৪) আপনার প্রতিপালক এমন, যিনি আকাশ

৬ ع ১৩ রুকূ

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ۖ يغشي اليل

ওয়াল্ আর্দ্বা ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্ তাওয়া- 'আলাল্ 'আর্শ, ইয়ুগ্শিল্ লাইলান্
ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন

النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرت بأمره ۗ

নাহা-রা ইয়াত্লুবুহূ হাছীছাওঁ ওয়াশ্ শাম্সা ওয়াল্ ক্বামারা ওয়ান্ নুজূমা মুসাখ্খারা-তিম্ বিআমরিহ ;
করেন, যেন রাত দিনকে দ্রুতগতিতে অনুসন্ধান করে। তিনিই সূর্য, চন্দ্র এবং তারকাসমূহ সৃষ্টি করেছেন এমনভাবে যে, সবই তাঁর নির্দেশের অনুগত।

ألا له الخلق والأمر ۗ تبرك الله رب العلمين ۝ ادعوا ربكم تضرعا

আলা- লাহুল খাল্ক্বু ওয়াল্ আম্র ; তাবা-রাকাল্লা-হু রাব্বুল 'আ-লামীন। ৫৫। উদ্'উ রাব্বাকুম তাদ্বাররু'আওঁ
মনে রেখ, সৃষ্টি এবং নির্দেশ শুধু তাঁর জন্যই। বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ, খুবই বরকতময়। (৫৫) তোমরা অনুনয়ের সাথে এবং গোপনে তোমাদের

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৪) ঃ في ستة ايام ঃ সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী, ছয়দিনে জগত সৃষ্টি হয়েছে এবং তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবারে শেষ হয়। শনিবারে সৃষ্টির কাজ হয়নি। কোন আলিম বলেন, سبت অর্থ কর্তন করা। এ দিনে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে এ দিনকে يوم السبت (শনিবার) বলা হয়। (তাঃ মাঃ কুরআন) ○ টীকা (আঃ ৫৪) ঃ على العرش - আর্‌শ শব্দের আভিধানিক অর্থ, ছাদ বিশিষ্ট কিছু, আরবদেশে ছাদ বিশিষ্ট হাওদাকে "আর্‌শ" বলে। রাজার আসন বুঝাতেও আর্‌শ শব্দটি ব্যবহার হয়। আল্লাহর আর্‌শ বলতে সৃষ্টির ব্যাপার বিষয়াদির পরিচালনা কেন্দ্র বুঝায়।– মুফতী আবদুহ

وخفية ۚ إنه لا يحب المعتدين ۝ ولا تفسدوا في الأرض بعد

ওয়া খুফ্ইয়াহ ; ইন্নাহূ লা-ইয়ুহিব্বুল মু'তাদীন। ৫৬। ওয়ালা- তুফ্সিদূ ফিল্ আরদ্বি বা'দা
প্রতিপালককে ডাক, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। (৫৬) আর তোমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরে

إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ۚ إن رحمت الله قريب من المحسنين

ইস্বলা-হিহা-ওয়াদ্'উহু খাওফাওঁ ওয়া তামা'আ; ইন্না রাহ্মাতাল্লা-হি ক্বারীবুম্ মিনাল মুহ্সিনীন।
সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না এবং তোমরা আল্লাহকে ডাক ভয় ও আশার সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহর করুনা পূন্যবানদের নিকটবর্তী।

۝ وهو الذي يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته ۖ حتى إذا أقلت

৫৭। ওয়া হুওয়াল্ লাযী ইউর্সিলুর্ রিয়া-হা বুশ্রাম্ বাইনা ইয়াদাই রাহ্মাতিহ ; হাত্তা~ইযা~আক্বাল্লাত্
(৫৭) তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রহমতের (বৃষ্টির) পূর্বে সুসংবাদবাহী হিসেবে বায়ু প্রেরণ করেন। যখন সে বায়ু ঘন মেঘ

سحابا ثقالا سقنه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل

সাহ্বা-বান্ ছিক্বা-লান্ সুক্বনা-হু লিবালাদিম্ মাইয়্যিতিন ফাআন্যাল্না- বিহিল্ মা—আ ফাআখ্রাজ্না- বিহী মিন্ কুল্লিছ্
বয়ে আনে তখন তা আমি কোন শুষ্ক ভূমির দিকে চালিত করি, পরে এ (মেঘ) দ্বারা পানি বর্ষণ করি। অতঃপর সে (পানি) দ্বারা সব ধরনের ফল-ফলাদি

الثمرت ۚ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ۝ والبلد الطيب

ছামারা-ত ; কাযা-লিকা নুখ্রিজুল মাওতা- লা'আল্লাকুম তাযাক্কারূন। ৫৮। ওয়াল্ বালাদুত্ব ত্বাইয়্যিবু
উৎপন্ন করি। এভাবে আমি জীবিত করব মৃতদেরকে, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার। (৫৮) এবং যে ভূমি উৎকৃষ্ট

يخرج نباته بإذن ربه ۚ والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ۚ كذلك

ইয়াখ্রুজু নাবা-তুহূ বিইয্নি রাব্বিহ, ওয়াল্লাযী খাবুছা লা- ইয়াখ্রুজু ইল্লা- নাকিদা- ; কাযা-লিকা
তার ফসল তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তার ফসল সামান্যই উৎপন্ন হয়। এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ কৃতজ্ঞ

৭ ع ১৪ রুকূ

نصرف الأيت لقوم يشكرون ۝ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يقوم

নুস্বার্রিফুল আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়াশ্কুরূন। ৫৯। লাক্বাদ্ আর্সাল্না- নূহান ইলা- ক্বাওমিহী ফাক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি'
সম্প্রদায়ের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করি। (৫৯) আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সুতরাং সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়!

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৫) ঃ لا يحب المعتدين - এখানে সীমালংঘন দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এমন লোকের জন্য বদ-দোয়া করা, যে বদ-দোয়ার যোগ্য নয়। অথবা এমন জোরে দোয়া করা, যাতে "রীয়া" (প্রদর্শন) প্রকাশ পায়। অথবা এমন কিছু আল্লাহর কাছে চাওয়া, যা পাওয়ার সে যোগ্য নয়। যেমন– নবীদের মর্যাদা এবং আকাশে আরোহণ করা। (তাঃ কাদেরী)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৭) ঃ رحمته - (রহমত) দ্বারা বৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বৃষ্টির শীতল বায়ু পরিচালিত করেন, যা বৃষ্টির জন্য সহায়ক। سحابا ثقالا (ঘনমেঘ) দ্বারা, পানি পূর্ণ মেঘকে বুঝানো হয়েছে। كل الثمرات - (সব ধরনের ফল-ফলাদি) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা এমন সব ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেন, যার রং, স্বাদ, ঘ্রান ও গঠন বিভিন্ন ধরনের। কোনটির সাথে কোনটির মিল নেই।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৮) ঃ والبلد الطيب - (উৎকৃষ্ট ভূমি) দ্বারা অতীব মেধাবী এবং "নিকৃষ্ট ভূমি" দ্বারা মেধাহীনকে বুঝানো হয়েছে। বা নসীহত কবুলকারী অন্তর এবং এর বিপরীত অন্তর বা মু'মিনের অন্তর এবং মুনাফিকের অন্তর। বা পবিত্র (নেক) মানুষ এবং অপবিত্র (পাপী) মানুষ।
মু'মিন, নেক ব্যক্তি অথবা নসীহত কবুলকারীর অন্তর বৃষ্টি গ্রহণকারী ভূমির ন্যায়; আল্লাহর আয়াত শুনে, ঈমান ও আমলের ব্যাপারে আরও দৃঢ় হয়। আর এর বিপরীত অন্তর (অর্থাৎ, মুনাফিকের অন্তর) শুষ্ক ভূমির ন্যায়। যে ভূমি পানিই গ্রহণ করে না, গ্রহণ যা করে তা নামে মাত্র। যাতে কিছু উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ, মুনাফিকের অন্তরে, নসীহত প্রবেশ করে না। ফলে তারা তা থেকে কোন উপকৃত হয় না। (কুঃ কারীম)

اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ۥ انى اخاف عليكم عذاب يوم

বুদুল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন গাইরুহ ; ইন্নী~আখা-ফু 'আলাইকুম 'আযা-বা ইয়াওমিন

তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বুদ নেই। আমি ভয় করতেছি তোমাদের জন্য মহা

عظيم ﴿٦٠﴾ قال الملا من قومه انا لنرىك فى ضلل مبين ﴿٦١﴾ قال يقوم

'আযীম। ৬০। ক্বা-লাল্ মালাউ মিন্ ক্বাওমিহী~ইন্না- লানারা-কা ফী দ্বালা-লিম মুবীন। ৬১। ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি

দিনের শাস্তির। (৬০) তাদের সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বলল, আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যেই দেখছি। (৬১) তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়!

ليس بى ضللة ولكنى رسول من رب العلمين ﴿٦٢﴾ ابلغكم رسلت

লাইসা বী দ্বালা-লাতুওঁ ওয়া লা-কিন্নী রাসূলুম্ মির রাব্বিল 'আ-লামীন। ৬২। উবাল্লিগুকুম রিসা-লা-তি

আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই। আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসূল। (৬২) আমি তোমাদের কাছে প্রচার করছি আমার প্রতিপালকের বাণী এবং

ربى وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون ﴿٦٣﴾ اوعجبتم ان

রাব্বী ওয়া আন্‌স্বাহু লাকুম ওয়া আ'লামু মিনাল্লা-হি মা- লা-তা'লামূন। ৬৩। আওয়া 'আজিবতুম আন্

তোমাদেরকে আমি উপদেশ দিচ্ছি আর তোমরা যা জান না আমি সেগুলো আল্লাহর তরফ থেকে জানি। (৬৩) তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছে যে, তোমাদের নিকট উপদেশ

جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم

জ্বা—আকুম যিকরুম্ মির রাব্বিকুম 'আলা- রাজুলিম্ মিন্‌কুম লিইয়ুন্‌যিরাকুম ওয়া লিতাত্তাকূ ওয়া লা'আল্লাকুম

এসেছে তোমাদের রবের থেকে এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে, যিনি তোমাদেরই মধ্য হতে একজন; যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে এবং যেন তোমরা সংযত হও এবং

ترحمون ﴿٦٤﴾ فكذبوه فانجينه والذين معه فى الفلك واغرقنا الذين

তুরহামূন। ৬৪। ফাকায্‌যাবূহু ফাআন্‌জ্বাইনা-হু ওয়াল্লাযীনা মা'আহূ ফিল্ ফুল্‌কি ওয়া আগ্‌রাক্বনাল্ লাযীনা

তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (৬৪) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল। আমি উদ্ধার করলাম তাঁকে এবং তার সাথীবর্গকে যারা তার সাথে নৌকার মধ্যে ছিল এবং ডুবিয়ে দিলাম

كذبوا بايتنا انهم كانوا قوما عمين ﴿٦٥﴾ والى عاد اخاهم هودا قال

কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা ; ইন্নাহুম কা-নূ ক্বাওমান 'আমীন। ৬৫। ওয়া ইলা- 'আ-দিন আখা-হুম হূদা- ; ক্বা-লা

তাদেরকে যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে। নিশ্চয়ই তারা ছিল এক অন্ধ কওম। (৬৫) আর আমি আ'দ কওমের কাছে তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলল,

يقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون ﴿٦٦﴾ قال الملا الذين

ইয়া-ক্বাওমি'বুদুল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন গাইরুহ ; আফালা- তাত্তাকূন। ৬৬। ক্বা-লাল্ মালাউল্লাযীনা

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই। তবুও তোমরা কি সতর্ক হবে না? (৬৬) তাদের সম্প্রদায়ের

كفروا من قومه انا لنرىك فى سفاهة وانا لنظنك من الكذبين ﴿٦٧﴾ قال

কাফারূ মিন্ ক্বাওমিহী ~ইন্না- লানারা-কা ফী সাফা-হাতিওঁ ওয়া ইন্না-লানাযুন্নুনুকা মিনাল কা-যিবীন। ৬৭। ক্বা-লা

কাফির নেতৃবৃন্দ বলল, আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখছি এবং তোমাকে আমরা একজন মিথ্যাবাদী বলে ধারণা করি। (৬৭) তিনি বললেন,

يقوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العلمين ﴿٦٨﴾ ابلغكم

ইয়া-ক্বাওমি লাইসা বী সাফা-হাতুওঁ ওয়া লা-কিন্নী রাসূলুম্ মির রাব্বিল 'আ-লামীন। ৬৮। উবাল্লিগুকুম

হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসূল। (৬৮) আমি আমার প্রতিপালকের বাণী

رسلت ربى وانا لكم ناصح امين ﴿٦٩﴾ اوعجبتم ان جاءكم ذكر من

রিসা-লা-তি রাব্বী ওয়া আনা-লাকুম না-স্বিহুন আমীন। ৬৯। আওয়া 'আজিবতুম আন্ জ্বা—আকুম যিক্‌রুম্ মির্

তোমাদের কাছে প্রচার করছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত উপদেশদাতা। (৬৯) তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এমন একজনের

ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم

রাব্বিকুম 'আলা- রাজুলিম্ মিন্‌কুম লিইউন্‌যিরাকুম ; ওয়ায্‌কুরূ~ইয্ জ্বা'আলাকুম খুলাফা—আ মিম বা'দি ক্বাওমি

মাধ্যমে উপদেশবাণী এসেছে, যিনি তোমাদেরই একজন, যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। তোমরা স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন নূহের

نوح وزادكم فى الخلق بصطة فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون ○

নূহিওঁ ওয়া যা-দাকুম ফিল্ খাল্‌ক্বি বাস্বত্বাহ, ফায্‌কুরূ~আ-লা—আল্লা-হি লা'আল্লাকুম তুফ্‌লিহুন।

সম্প্রদায়ের পর এবং সৃষ্টির মধ্যে (বিস্তৃতি ও শক্তিতে) তোমাদেরকে অধিক সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সে অনুগ্রহসমূহ স্মরণ কর যাতে সফলকাম হতে পার।

﴿٧٠﴾ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا

৭০। ক্বা-লূ~আজি'তানা- লিনা'বুদাল্লা-হা ওয়াহ্‌দাহূ ওয়া নাযারা মা- কা-না ইয়া'বুদু আ-বা—উনা-, ফা'তিনা-

(৭০) তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা যেন শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করি এবং আমাদের পিতৃপুরুষ যার উপাসনা করতো তাকে বর্জন করি?

بما تعدنا ان كنت من الصدقين ﴿٧١﴾ قال قد وقع عليكم من ربكم

বিমা- তা'ইদুনা~ইন্ কুনতা মিনস্ব স্বা-দিক্বীন। ৭১। ক্বা-লা ক্বাদ্ ওয়াক্বা'আ 'আলাইকুম্ মির্ রাব্বিকুম

অতএব তুমি আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আমাদের সামনে উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৭১) বললেন, তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের

رجس وغضب اتجادلوننى فى اسماء سميتموها انتم واباؤكم

রিজ্‌সুওঁ ওয়া গাদ্বাব ; আ তুজ্বা-দিলূনানী ফী~আস্‌মা—ইন্ ছাম্মাইতুমূহা~আন্‌তুম্ ওয়া আ-বা—উকুম্

থেকে শাস্তি ও ক্রোধ নির্ধারিত হয়ে আছে, তোমরা কি আমার সাথে এমন কতগুলো নামের ব্যাপারে বিতর্ক করতে চাও যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষ স্থির করেছ

ما نزل الله بها من سلطن فانتظروا انى معكم من المنتظرين ○

মা- নায্‌যালাল্লা-হু বিহা- মিন্ সুল্‌ত্বান ; ফান্‌তাযিরূ~ইন্নী মা'আকুম্ মিনাল্ মুন্‌তাযিরীন।

এবং যে ব্যাপারে আল্লাহ কোনই প্রমাণ প্রেরণ করেন নি। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করতে থাক আর আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

○ টীকা (আঃ ৭১) ঃ হুদ (আ) নিজ সম্প্রদায়কে আযাবের ভয় দেখালে তারা আযাবের দাবী করল। তিন বছর যাবত বৃষ্টি বন্ধ হয়ে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তৎকালে বিপদের সময় মুসলমান ও কাফির সকলে বর্তমান কা'বা ঘরে যেয়ে দো'আ করত। আ'দ সরদারগণ তথায় গিয়ে দো'আ করল। সঙ্গে সঙ্গে সাদা, কাল ও লাল তিন খণ্ড মেঘ দেখা দিল এবং আওয়াজ আসল, যেটি ইচ্ছা পছন্দ কর। তারা অধিক বৃষ্টির আশায় কাল মেঘ পছন্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে তা তাদের কাওমের দিকে চলল, আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা দেশের দিকে দৌড়িয়ে গেল। এই মেঘ হতে প্রচণ্ডবেগে ঝড় আরম্ভ হয়ে সাত দিন আট রাত্রিতে সমগ্র কাওমকে ধ্বংস করে দিল। কেবল হুদ (আ) ও মুমেনগণ নিরাপদে রইলেন। (মুঃ কোঃ)

﴿٧٢﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

৭২। ফাআন্জাইনা-হু ওয়াল্লাযীনা মা'আহূ বিরাহ্মাতিম্ মিন্না- ওয়া ক্বাত্বা'না- দা-বিরাল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-
(৭২) অতঃপর আমি তাকে এবং তার সাথীদেরকে স্বীয় রহমত দ্বারা উদ্ধার করেছিলাম। আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল এবং ঈমানদার

وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا

ওয়ামা-কা-নূ মু'মিনীন। ৭৩। ওয়া ইলা-ছামূদা আখা-হুম্ স্বা-লিহ্বা-, ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি' বুদুল্
ছিল না তাদের নির্মূল করে দিলাম। (৭৩) এবং আমি সামূদের নিকট তাদের ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়!

اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ

লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গাইরুহু ; ক্বাদ্ জ্বা—আত্কুম্ বাইয়্যিনাতুম্ মির রাব্বিকুম ; হা-যিহী না-ক্বাতু
আল্লাহর ইবাদাত কর তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ

ল্লা-হি লাকুম আ-ইয়াতান ফাযারূহা-তা'কুল ফী~আরদ্বিল্লা-হি ওয়ালা- তামাস্সূহা-বিসূ—ইন্
এ আল্লাহর উষ্ট্রীটা- তোমাদের জন্য প্রমাণ। আল্লাহর যমীনে চরে খাওয়ার জন্য একে ছেড়ে দাও এবং একে মন্দভাবে স্পর্শ করো না।

فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٤﴾ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ

ফাইয়া'খুযাকুম 'আযা-বুন আলীম। ৭৪। ওয়ায্কুরূ~ইয্ জ্বা'আলাকুম খুলাফা—আ মিম্ বা'দি 'আ-দিওঁ
করলে, তোমাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। (৭৪) আর স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত

وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ

ওয়া বাওওয়াআকুম ফিল আরদ্বি তাত্তাখিযূনা মিন্ সুহূলিহা- কুস্বূরাওঁ ওয়া তান্হিতূনাল্ জ্বিবা-লা
করেছেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাসের ঠিকানা দিয়েছেন যে, তোমরা নরম মাটিতে প্রাসাদ গড়েছ ও পাহাড় কেটে

بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الْمَلَاُ

বুয়ূতা-, ফায্কুরূ~আ-লা—আল্লা-হি ওয়ালা- তা'ছাও ফিল আরদ্বি মুফ্সিদীন। ৭৫। ক্বা-লাল্ মালাউল্
ঘর তৈরী করেছ। সুতরাং আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা বিস্তার করো না। (৭৫) তার সম্প্রদায়ের

الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ

লাযীনাস্তাক্বারূ মিন্ ক্বাওমিহী লিল্লাযীনাস্ তুদ্ব'ইফূ লিমান্ আ-মানা মিন্হুম আতা'লামূনা
অহংকারী নেতারা, সে সম্প্রদায়ের ঈমানদার গরীবদেরকে বলল, তোমরা কি জান যে,

اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٦﴾ قَالَ الَّذِيْنَ

আন্না স্বা-লিহ্বাম্ মুরসালুম মির্ রাব্বিহ ; ক্বা-লূ~ইন্না- বিমা~উর্সিলা বিহী মু'মিনূন। ৭৬। ক্বা-লাল্ লাযীনাস্
সালিহ তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত? তারা বলল, তাকে যা নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাসী। (৭৬) অহংকারীরা বলল,

اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا بِالَّذِيْۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٧﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ

তাকবারূ~ইন্না- বিল্লাযী~আ-মান্তুম্ বিহী কা-ফিরূন। ৭৭। ফা'আক্বারুন্ না-ক্বাতা ওয়া 'আতাও 'আন
তোমরা যা বিশ্বাস করেছ আমরা তা অস্বীকার করি। (৭৭) অতঃপর তারা সে উষ্ট্রীকে মেরে ফেলল এবং অমান্য করল

اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَاَخَذَتْهُمُ

আম্রি রাব্বিহিম ওয়া ক্বা-লূ ইয়া-স্বা-লিহু'তিনা- বিমা- তা'ইদুনা~ইন্ কুন্তা মিনাল্ মুরসালীন। ৭৮। ফাআখাযাত্হুমুর
তাদের প্রতিপালকের নির্দেশের এবং বলল, হে সালিহ! যদি তুমি সত্য রাসূল হয়ে থাক তবে তুমি যার ভয় প্রদর্শন করছ তা নিয়ে এস। (৭৮) অতঃপর তাদেরকে

الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٩﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ

রাজ্বফাতু ফাআস্ববাহূ ফী দা-রিহিম জ্বা-ছিমীন। ৭৯। ফাতাওয়াল্লা- 'আন্হুম ওয়া ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি লাক্বাদ
পাকড়াও করল ভূমিকম্প, ফলে স্বীয় ঘরে তারা উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো। (৭৯) অতঃপর তিনি (সালিহ) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হে আমার সম্প্রদায়!

اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ○

আব্লাগ্তুকুম রিসা-লাতা রাব্বী ওয়া নাস্বাহ্তু লাকুম ওয়ালা-কিল লা-তুহ্বিব্বূনান্ না-স্বিহ্বীন।
আমি তো তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পাঠিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে উপদেশও দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা উপদেশ দাতাদেরকে পছন্দ করনি।

﴿٨٠﴾ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ

৮০। ওয়া লূত্বান ইয্ ক্বা-লা লিক্বাওমিহী~আতা'তূনাল ফা-হ্বিশাতা মা- সাবাক্বাকুম বিহা- মিন আহ্বাদিম
(৮০) আমি লূতকেও প্রেরণ করেছিলাম। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের

مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨١﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ

মিনাল 'আ-লামীন। ৮১। ইন্নাকুম লাতা'তূনার্ রিজ্বা-লা শাহ্ওয়াতাম মিন্ দুনিন্ নিসা—ই ; বাল
পূর্বে জগতে কেউ করেনি। (৮১) তোমরা তো কামভাব পূরণের জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষের কাছে গমন কর। তোমরাতো

اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨٢﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ

আন্তুম ক্বাওমুম্ মুস্রিফূন। ৮২। ওয়ামা-কা-না জ্বাওয়া-বা ক্বাওমিহী~ইল্লা~আন ক্বা-লূ~আখ্রিজূহুম্ মিন্
সীমা অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। (৮২) উত্তরে তাঁর সম্প্রদায় একথা ছাড়া আর কিছুই বলল না যে, "তাদের বের করে দাও তোমাদের

قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٣﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ

ক্বার্ইয়াতিকুম, ইন্নাহুম উনা-সুইঁ ইয়াতাত্বাহ্হারূন। ৮৩। ফাআন্জ্বাইনা-হু ওয়া আহ্লাহূ~ইল্লাম রাআতাহূ
গ্রাম থেকে। এরা এমন লোক যারা খুব পবিত্র থাকতে চায় (৮৩) সুতরাং আমি তাঁকে ও তার পরিবারের লোকদেরকে উদ্ধার করেছিলাম। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ব্যতীত,

○ টীকা (আঃ ৮০) ঃ লূত (আ) সাদূম নামক স্থানের এবং উহার আশেপাশের আরও কয়েকটি জনপদের অধিবাসীদেরকে হেদায়ত করতে থাকেন। তথাকার লোকেরা মূর্তিপূজা তো করতই উপরি সেওয়াতাত করত। এই শিরক এবং ঘৃনিত কাজ হতে নিবৃত্ত থাকার জন্য লূত (আ) তাদেরকে উপদেশ দিলেন। তারা তাঁর উপদেশে কর্ণপাত করল না। অধিকন্তু তাঁকে দেশ হতে বিতাড়িত করার জন্য উদ্যত হল। সুতরাং আল্লাহ জিবরাইল (আ)-কে পাঠালেন, তিনি এসে গোটা জনপদটিকে আসমানের দিকে উঠিয়ে তথা হতে উল্টায়ে যমীনে ফেললেন, তার উপর আবার প্রস্তর বর্ষিত হল। লূতের (আ) এক স্ত্রী গোপনে কাফের ছিল। সে সহ গোটা কাওম ধ্বংস হল। লূত (আ) খোদার আদেশে আগেই মুমেনগণকে নিয়ে সরে পড়েছিলেন। (মুঃ কোঃ)

كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

কা-নাত মিনাল গা-বিরীন। ৮৪। ওয়া আম্ত্বারনা- 'আলাইহিম্ মাত্বারা- ; ফান্যুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল
সে ছিল ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৪) আমি তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, সুতরাং অপরাধীদের শেষফল কি হয়েছিল

১০ রুকূ ১৭

الْمُجْرِمِيْنَ ۝ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ

মুজ্রিমীন। ৮৫। ওয়া ইলা- মাদ্ইয়ানা আখা-হুম শু'আইবা- ; ক্বা-লা ইয়া- ক্বাওমি'বুদুল্লা-হা মা- লাকুম্
তা দেখ। (৮৫) আর মাদায়েনবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর,

مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ

মিন্ ইলা-হিন গাইরুহ ; ক্বাদ্ জা—আত্কুম্ বাইয়্যিনাতুম্ মির্ রাব্বিকুম ফাআওফুল্ কাইলা ওয়াল্ মীযা-না
তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই। নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এসেছে, সুতরাং তোমরা মাপ ও

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ

ওয়ালা- তাব্খাসুন্ না-সা আশ্ইয়া-আহুম ওয়ালা- তুফ্সিদূ ফিল আরদ্বি বা'দা ইস্বলা-হিহা;
ওজন পূর্ণ করে দাও এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে না।

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ

যা-লিকুম খাইরুল্ লাকুম ইন কুনতুম্ মু'মিনীন। ৮৬। ওয়ালা- তাক্ব'উদূ বিকুল্লি স্বিরা-ত্বিন্ তূ'ইদূনা
এটা তোমাদের জন্য কল্যাণময়- যদি তোমরা মুমিন হও। (৮৬) তোমরা এ উদ্দেশ্যে পথে বসে থাকবে না যে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে

وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ

ওয়া তাস্বুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি মান্ আ-মানা বিহী ওয়া তাব্গূনাহা-'ইওয়াজ্বা-, ওয়ায্কুরূ~ইয্
ধমক দিবে এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে তাদেরকে বাধা দিবে এবং তাতে দোষত্রুটি অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা (সংখ্যায়)

كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

কুন্তুম ক্বালীলান ফাকাছ্ছারাকুম, ওয়ান্যুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল মুফ্সিদীন।
অল্প ছিলে, তখন আল্লাহ তোমাদেরকে (সংখ্যায়) বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবং লক্ষ্য কর, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল?

۝ وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِىْۤ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ

৮৭। ওয়া ইন্ কা-না ত্বা—ইফাতুম্ মিন্কুম্ আ-মানূ বিল্ লাযী~উর্সিলতু বিহী ওয়া ত্বা—ইফাতুল্ লাম
(৮৭) আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তা যদি তোমাদের মধ্যে এক দল বিশ্বাস করে এবং অপর দল

يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

ইয়ু'মিনূ ফাস্বিরূ হাত্তা- ইয়াহ্কুমাল্লা-হু বাইনানা, ওয়া হুওয়া খাইরুল হা-কিমীন।
বিশ্বাস না করে তবে ধৈর্য ধর, যে পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের মাঝে ফয়সালা না করে দেন। তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

۝ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ

৮৮। ক্বা-লাল্ মালাউল্ লাযীনাস্ তাক্বারূ মিন্ ক্বাওমিহী লানুখ্রিজ্বান্নাকা ইয়া-শু'আইবু ওয়াল্ লাযীনা
(৮৮) তার সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতৃবৃন্দ বলল, হে শোয়ায়েব! তোমাকে এবং যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকে,

اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ○

আ-মানূ মা'আকা মিন্ ক্বারইয়াতিনা~আও লাতা'উদুন্না ফী মিল্লাতিনা- ; ক্বা-লা আওয়ালাও কুন্না- কা-রিহীন।
আমাদের জনপদ থেকে বের করবই। অন্যথা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। সে বলল, আমরা তা ঘৃণা করলেও তোমাদের ধর্মে কি ফিরে আসব?

۝ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ

৮৯। ক্বাদিফ্ তারাইনা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান ইন্ 'উদ্না-ফী মিল্লাতিকুম্ বা'দা ইয্ নাজ্জা-নাল্লা-হু মিন্হা- ;
(৮৯) নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপকারী হব, যদি তোমাদের ধর্মে আমরা ফিরে যাই, আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে উদ্ধার

وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ

ওয়া মা- ইয়াকূনু লানা~আন্ না'উদা ফীহা~ইল্লা~আই ইয়াশা—আল্লা-হু রাব্বুনা -; ওয়াসি'আ রাব্বুনা- কুল্লা
করার পর আর আমাদের জন্য সম্ভব নয় যে, এ ধর্মে ফিরে যাব, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত,

شَىْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ

শাইয়িন্ 'ইল্মা- ; 'আলাল্লা-হি তাওয়াক্কালনা-; রাব্বানাফ্তাহ্ বাইনানা- ওয়া বাইনা ক্বাওমিনা- বিলহাক্কি ওয়া আন্তা
আমরা ভরসা করি একমাত্র আল্লাহরই উপর, হে আমাদের প্রতিপালক! ফয়সালা করে দিন আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে ন্যায়ভাবে এবং আপনি

خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ۝ وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ

খাইরুল্ ফা-তিহীন। ৯০। ওয়া ক্বা-লাল্ মালাউল্ লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বাওমিহী লাইনিত্ তাবা'তুম
উত্তম ফয়সালাকারী। (৯০) তার সম্প্রদায়ের কাফির নেতৃবৃন্দ বলল, তোমরা যদি শোয়ায়েবের পথে চল, তবে

شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ

শু'আইবান ইন্নাকুম ইযাল্ লাখা-সিরূন। ৯১। ফাআখাযাত্ হুমুর্ রাজ্ফাতু ফাআস্বাহূ ফী দা-রিহিম
তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৯১) অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে ধরল, সুতরাং সকালবেলা পড়ে রইল তারা নিজ গৃহে উপুড়

جٰثِمِيْنَ ۝ ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

জ্বা-ছিমীন। ৯২। আল্লাযীনা কায্যাবূ শু'আইবান্ কাআল্লাম ইয়াগ্নাও ফীহা-, আল্লাযীনা কায্যাবূ
অবস্থায়। (৯২) যারা শোয়ায়েবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল মনে হলো যেন সেখানে তারা কোন দিনই বসবাস করেনি। আর যারা মিথ্যাবাদী

○ টীকা (আঃ ৮৮) ঃ শোয়ায়েব (আ)-এর গোত্রও ঈমান আনয়নের পূর্বে কাফিরদের ধর্মই পালন করত। কিন্তু হযরত শোয়ায়েব (আ) কখনো কুফরী করেন নি। নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে শোয়ায়েব (আ)কাফিরদের বিধর্মাচরণে বাধাও দেন নি, এ কারণে কাফিররা মনে করত, শোয়ায়েব (আ)-ও তাদের ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। এ ধারণার বশেই কাফিররা তাঁকে বলেছিল, "তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে না আসলে তোমাদেরকে দেশ হতে বের করে দিব।" (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৯০) ঃ শোয়ায়েব (আ)-এর কথা অনুযায়ী নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করলে সত্য ধর্মই ত্যাগ করা হবে। কেননা, আমাদের ধর্মই সত্য, এতদ্ব্যতীত তাঁর ধর্ম মানতে গেলে মাপে কম দেয়া ও বেশী নেয়া চলবে না। এতে আমাদের আর্থিক ক্ষতিও হবে। ফলকথা, শোয়ায়েব (আ)-এর ধর্ম গ্রহণ করলে, আমাদের ধর্মীয় ও আর্থিক উভয় দিকের ক্ষতিই হবে। (বঃ কোঃ)

كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

কা-নাত মিনাল গা-বিরীন। ৮৪। ওয়া আম্ত্বার্না- 'আলাইহিম্ মাত্বারা- ; ফান্যুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল

সে ছিল ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৪) আমি তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, সুতরাং অপরাধীদের শেষফল কি হয়েছিল

الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ

মুজ্বরিমীন। ৮৫। ওয়া ইলা- মাদ্ইয়ানা আখা-হুম শু'আইবা- ; ক্বা-লা ইয়া- ক্বাওমি'বুদুল্লা-হা মা- লাকুম্

তা দেখ। (৮৫) আর মাদায়েনবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর,

مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ

মিন্ ইলা-হিন গাইরুহ ; ক্বাদ্ জ্বা—আত্কুম্ বাইয়্যিনাতুম্ মির্ রাব্বিকুম ফাআওফুল্ কাইলা ওয়াল্ মীযা-না

তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই। নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এসেছে, সুতরাং তোমরা মাপ ও

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ

ওয়ালা- তাব্খাসুন্ না-সা আশ্ইয়া-আহুম ওয়ালা- তুফ্সিদূ ফিল আরদ্বি বা'দা ইস্বলা-হ্বিহা;

ওজন পূর্ণ করে দাও এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে না।

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ

যা-লিকুম খাইরুল্ লাকুম ইন কুনতুম্ মু'মিনীন। ৮৬। ওয়ালা- তাক্ব'উদূ বিকুল্লি স্বিরা-ত্বিন্ তূ'ইদূনা

এটা তোমাদের জন্য কল্যাণময়- যদি তোমরা মুমিন হও। (৮৬) তোমরা এ উদ্দেশ্যে পথে বসে থাকবে না যে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে

وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ

ওয়া তাস্বুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি মান্ আ-মানা বিহী ওয়া তাব্গূনাহা-'ইওয়াজ্বা-, ওয়ায্কুরূ~ইয্

ধমক দিবে এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে তাদেরকে বাধা দিবে এবং তাতে দোষক্রটি অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা (সংখ্যায়)

كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۠ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

কুন্তুম ক্বালীলান ফাকাছ্ছারাকুম, ওয়ান্যুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল মুফ্সিদীন।

অল্প ছিলে, তখন আল্লাহ তোমাদেরকে (সংখ্যায়) বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবং লক্ষ্য কর, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল?

﴿٨٧﴾ وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِىْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ

৮৭। ওয়া ইন্ কা-না ত্বা—ইফাতুম্ মিন্কুম্ আ-মানূ বিল্ লাযী~উর্সিলতু বিহী ওয়া ত্বা—ইফাতুল্ লাম

(৮৭) আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তা যদি তোমাদের মধ্যে এক দল বিশ্বাস করে এবং অপর দল

يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

ইয়ু'মিনূ ফাস্বিরূ হ্বাত্তা- ইয়াহ্কুমাল্লা-হু বাইনানা, ওয়া হুওয়া খাইরুল হ্বা-কিমীন।

বিশ্বাস না করে তবে ধৈর্য ধর, যে পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের মাঝে ফয়সালা না করে দেন। তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

১০ ع ১৭ রুকূ

পারা ৮

﴿٨٨﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ

৮৮। ক্বা-লাল্ মালাউল্ লাযীনাস্ তাক্বারূ মিন্ ক্বাওমিহী লানুখ্রিজ্বান্নাকা ইয়া-শু'আইবু ওয়াল্ লাযীনা

(৮৮) তার সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতৃবৃন্দ বলল, হে শোয়ায়েব! তোমাকে এবং যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকে,

اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ○

আ-মানূ মা'আকা মিন্ ক্বার্ইয়াতিনা~আও লাতা'উদুন্না ফী মিল্লাতিনা- ; ক্বা-লা আওয়ালাও কুন্না- কা-রিহীন।

আমাদের জনপদ থেকে বের করবই। অন্যথা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। সে বলল, আমরা তা ঘৃণা করলেও তোমাদের ধর্মে কি ফিরে আসব?

﴿٨٩﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ

৮৯। ক্বাদিফ্ তারাইনা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান ইন্ 'উদ্না-ফী মিল্লাতিকুম্ বা'দা ইয্ নাজ্জ্বা-নাল্লা-হু মিন্হা- ;

(৮৯) নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপকারী হব, যদি তোমাদের ধর্মে আমরা ফিরে যাই, আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে উদ্ধার

وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ

ওয়া মা- ইয়াকূনু লানা~আন্ না'উদা ফীহা~ইল্লা~আঁই ইয়াশা—আল্লা-হু রাব্বুনা -; ওয়াসি'আ রাব্বুনা- কুল্লা

করার পর আর আমাদের জন্য সম্ভব নয় যে, এ ধর্মে ফিরে যাব, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত্ব,

شَىْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ

শাইয়িন্ 'ইল্মা- ; 'আলাল্লা-হি তাওয়াক্কালনা-; রাব্বানাফ্তাহ্ বাইনানা- ওয়া বাইনা ক্বাওমিনা- বিলহ্বাক্বক্বি ওয়া আন্তা

আমরা ভরসা করি একমাত্র আল্লাহরই উপর, হে আমাদের প্রতিপালক! ফয়সালা করে দিন আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে ন্যায়ভাবে এবং আপনি

خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ

খাইরুল্ ফা-তিহ্বীন। ৯০। ওয়া ক্বা-লাল্ মালাউল্ লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বাওমিহী লাইনিত্ তাবা'তুম

উত্তম ফয়সালাকারী। (৯০) তার সম্প্রদায়ের কাফির নেতৃবৃন্দ বলল, তোমরা যদি শোয়ায়েবের পথে চল, তবে

شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٩٠﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ

শু'আইবান ইন্নাকুম ইযাল্ লাখা-সিরূন। ৯১। ফাআখাযাত্ হুমুর্ রাজ্বফাতু ফাআস্বাহ্ব ফী দা-রিহিম

তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৯১) অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে ধরল, সুতরাং সকালবেলা পড়ে রইল তারা নিজ গৃহে উপুড়

جٰثِمِيْنَ ﴿٩١﴾ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

জ্বা-ছিমীন। ৯২। আল্লাযীনা কায্যাবূ শু'আইবান্ কাআল্লাম ইয়াগ্নাও ফীহা-, আল্লাযীনা কায্যাবূ

অবস্থায়। (৯২) যারা শোয়ায়েবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল মনে হলো যেন সেখানে তারা কোন দিনই বসবাস করেনি। আর যারা মিথ্যাবাদী

○ টীকা (আঃ ৮৮) ঃ শোয়ায়েব (আ)-এর গোত্রও ঈমান আনয়নের পূর্বে কাফিরদের ধর্মই পালন করত। কিন্তু হযরত শোয়ায়েব (আ) কখনো কুফরী করেন নি। নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে শোয়ায়েব (আ)কাফিরদের বিধর্মাচরণে বাধাও দেন নি, এ কারণে কাফিররা মনে করত, শোয়ায়েব (আ)-ও তাদের ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। এ ধারণার বশেই কাফিররা তাঁকে বলেছিল, "তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে না আসলে তোমাদেরকে দেশ হতে বের করে দিব।" (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৯০) ঃ শোয়ায়েব (আ)-এর কথা অনুযায়ী নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করলে সত্য ধর্মই ত্যাগ করা হবে। কেননা, আমাদের ধর্মই সত্য, এতদ্ব্যতীত তাঁর ধর্ম মানতে গেলে মাপে কম দেয়া ও বেশী নেয়া চলবে না। এতে আমাদের আর্থিক ক্ষতিও হবে। ফলকথা, শোয়ায়েব (আ)-এর ধর্ম গ্রহণ করলে, আমাদের ধর্মীয় ও আর্থিক উভয় দিকের ক্ষতিই হবে। (বঃ কোঃ)

شعيبا كانوا هم الخسرين ۝ فتولى عنهم وقال يقوم لقد ابلغتكم

শু'আইবান্ কা-নূ হুমুল খা-সিরীন। ৯৩। ফাতাওয়াল্লা- 'আন্‌হুম ওয়া ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি লাক্বাদ্ আব্‌লাগ্‌তুকুম

বলেছিল শোয়ায়েবকে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। (৯৩) তখন শোয়ায়েব তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে

১১ ع ১ রুকূ'

رسلت ربي ونصحت لكم فكيف اسى على قوم كفرين ۝ وما ارسلنا

রিসা-লা-তি রাব্বী ওয়া নাস্বাহ্‌তু লাকুম, ফাকাইফা আ-সা- 'আলা- ক্বাওমিন্ কা-ফিরীন। ৯৪। ওয়ামা~আর্‌সাল্‌না-

পৌঁছিয়ে দিয়েছি আমার প্রতিপালকের বাণী এবং আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি, এরপর আমি সে কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কি করে দুঃখ করবো? (৯৪) আমি কোন

في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ○

ফী ক্বার্‌ইয়াতিম্ মিন্ নাবিইয়্যিন ইল্লা~আখায্‌না~আহ্‌লাহা- বিল্ বা'সা—ই ওয়াদ্ব দ্বার্‌রা—ই লা'আল্লাহুম ইয়াদ্ব্ দ্বার্‌রা'উন।

জনপদে কোন নবী (এমনাবস্থায়) প্রেরণ করিনি যে, সেখানকার অধিবাসীগণকে আমি দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র তার মধ্যে পাকড়াও করিনি। যাতে তারা অনুনয় করে।

۝ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء

৯৫। ছুম্মা বাদ্দাল্‌না- মাকা-নাস্ সাইয়্যিআতিল হাসানাতা হাত্তা- 'আফাও ওয়া ক্বা-লূ ক্বাদ্ মাস্‌সা আ-বা—আনাদ্ব দ্বার্‌রা—উ

(৯৫) অতঃপর আমি পরিবর্তন করেছি খারাপ অবস্থাটাকে ভাল অবস্থা দ্বারা। এমনকি তারা অনেক প্রাচুর্যময় হলো এবং বলতে লাগল, আমাদের পিতৃ পুরুষেরাও তো কষ্ট

والسراء فاخذنهم بغتة وهم لا يشعرون ۝ ولو ان اهل القرى امنوا

ওয়াস্ সার্‌রা—উ ফাআখায্‌না-হুম্ বাগ্‌তাতাওঁ ওয়াহুম লা-ইয়াশ্‌'উরূন। ৯৬। ওয়া লাও আন্না আহ্‌লাল কুরা~আ-মানূ

ও আনন্দের সম্মুখীন হয়েছিল। তখন আমি তাদেরকে অকস্মাৎ পাকড়াও করি, যে, তাদের কোন খবরই ছিল না। (৯৬) যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং

واتقوا لفتحنا عليهم بركت من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذنهم

ওয়াত্তাক্বাও লাফাতাহ্‌না- 'আলাইহিম্ বারাকা-তিম্ মিনাস্ সামা—ই ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়ালা-কিন্ কায্‌যাবূ ফাআখায্‌না-হুম্

পরহেজগারী অবলম্বন করত, তবে তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতাম আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ। কিন্তু তারা মিথ্যা বলেছিল, তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি

بما كانوا يكسبون ۝ افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم

বিমা- কা-নূ ইয়াক্‌সিবূন। ৯৭। আফা আমিনা আহ্‌লুল কুরা~আইঁ ইয়া'তিইয়াহুম্ বা'সুনা- বাইয়া-তাওঁ ওয়া হুম

তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছি। (৯৭) তবে কি সে জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে চিন্তামুক্ত যে, আমার শাস্তি রাতের বেলা তাদের উপর এসে পড়বে, যখন তারা নিদ্রায় বিভোর

نائمون ۝ اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون ○

না—ইমূন। ৯৮। আওয়া আমিনা আহ্‌লুল কুরা~আইঁ ইয়া'তিইয়াহুম্ বা'সুনা-দ্বুহাওঁ ওয়া হুম ইয়াল্'আবূন।

থাকবে। (৯৮) বা সে জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে চিন্তামুক্ত হয়ে গেছে যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে দিবসের প্রথমভাগে যখন তারা খেলাধুলায় লিপ্ত থাকবে।

১২ ع ২ রুকূ'

۝ افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخسرون ۝ اولم يهد

৯৯। আফাআমিনূ মাক্‌রাল্লা-হ্, ফালা- ইয়া'মানু মাক্‌রাল্লা-হি ইল্লাল ক্বাওমুল্ খা-সিরূন। ১০০। আওয়া লাম ইয়াহ্‌দি

(৯৯) তারা কি আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারে না আল্লাহর কৌশল হতে, ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত। (১০০) যারা পৃথিবীর

للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبنهم بذنوبهم

লিল্লাযীনা ইয়ারিছূনাল্ আর্‌দ্বা মিম্ বা'দি আহ্‌লিহা~আল্ লাও নাশা—উ আস্বাব্‌না-হুম বিযুনূবিহিম,

উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করেছে এ অধিবাসীদের পর, (উক্ত ঘটনা) তাদেরকে কি (এ) শিক্ষা দেয় নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন, তাদের

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ۝ تلك القرى نقص عليك من

ওয়া নাত্ববা'উ 'আলা- কুলূবিহিম ফাহুম লা ইয়াস্‌মা'উন। ১০১। তিল্‌কাল্ কুরা- নাকুস্ব্‌স্বু 'আলাইকা মিন

পাপের কারণে। তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেব, ফলে তারা শুনতে পাবে না। (১০১) সেসব জনপদের কিছু কিছু কাহিনী আপনার নিকট

انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينت فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا

আম্‌বা—ইহা-, ওয়া লাক্বাদ্ জ্বা—আত্‌হুম রুসুলুহুম্ বিল্ বাইয়্যিনা-ত, ফামা- কা-নূ লিইউ'মিনূ বিমা- কায্‌যাবূ

বর্ণনা করছি, আর তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলেন, কিন্তু যেগুলোকে তারা প্রথমে মিথ্যা বলেছিল, (পরে) তাতে ঈমান আনার লোক

من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكفرين ۝ وما وجدنا لاكثرهم

মিন্ ক্বাবল ; কাযা-লিকা ইয়াত্ববা'উল্লা-হু 'আলা- কুলূবিল কা-ফিরীন। ১০২। ওয়ামা- ওয়াজ্বাদ্‌না- লিআক্‌ছারিহিম্

ছিল না। এরূপে আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। (১০২) আর আমি তাদের অনেককেই প্রতিশ্রুতি

من عهد وان وجدنا اكثرهم لفسقين ۝ ثم بعثنا من بعدهم موسى

মিন্ 'আহ্‌দ, ওয়া ইওঁ ওয়া জ্বাদ্‌না~আক্‌ছারাহুম লাফা-সিক্বীন। ১০৩। ছুম্মা বা'আছ্‌না- মিম্ বা'দিহিম্ মূসা-

রক্ষাকারীরূপে পাইনি, বরং তাদের অনেককেই পাপাচারী পেয়েছি। (১০৩) অতঃপর তাদের পর আমি মূসাকে আমার

بايتنا الى فرعون وملائه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة

বি-আ-ইয়া-তিনা~ইলা- ফির'আওনা ওয়া মালা-ইহী ফাযালামূ বিহা-, ফান্‌যুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল

নিদর্শনসহ ফিরআউন ও তার পরিষদ নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরণ করলাম। কিন্তু তারা তার প্রতি অবিচার করেছে। সুতরাং দেখুন পাপিষ্ঠদের

المفسدين ۝ وقال موسى يفرعون اني رسول من رب العلمين ○

মুফ্‌সিদীন। ১০৪। ওয়া ক্বা-লা মূসা ইয়া-ফির'আওনু ইন্নী রাসূলুম্ মির্ রাব্বিল 'আ-লামীন।

পরিণাম কি হয়েছে? (১০৪) আর মূসা বললেন, হে ফিরআউন! নিশ্চয়ই আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত।

۝ حقيق على ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من

১০৫। হাক্বীকুন 'আলা~আল্ লা~আকূলা 'আলাল্লা-হি ইল্লাল হাক্ব্‌ক্ব, ক্বাদ্ জ্বি'তুকুম্ বিবাইয়্যিনাতিম্ মির্

(১০৫) আমি এর উপর সুদৃঢ় যে, আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছুই বলব না। আমি তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি তোমাদের

○ টীকা (আঃ ১০২) ঃ 'অঙ্গীকার' বলতে এ উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্ আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠ হতে তাঁর সমস্ত সন্তানগণকে বের করে তাদের হতে ওয়াদা নিয়েছেন, "আমি কি তোমাদের রব্ নই?" সকলে সমস্বরে উত্তর করেছিল, 'হ্যাঁ'। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এই ওয়াদা পূর্ণ করে নেই। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১০৩) ঃ 'ফিরাউন' শব্দের অর্থ হচ্ছে ঃ সৌর বংশ-সূর্যদেবের বংশধর। প্রাচীন মিশরবাসীদের কাছে সূর্য ছিল 'রকোঃ আ'লা' বা মহাদেবতা, আর তারা সূর্যকে 'রা' বলতো। এই 'রা' থেকে 'ফিরাউন' শব্দ উদ্ভূত। 'ফিরাউন' কোন এক ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না। মিশরের বাদশাহদের উপাধি ছিল ফিরাউন। যেমন রুশ সম্রাটগণের উপাধি ছিল 'যার' ও পারস্য সম্রাটদের উপাধি ছিল 'খসরু'।

رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِـَٔايَةٍ فَأْتِ

রাব্বিকুম ফাআর্‌সিল মা'ইয়া বানী~ইস্‌রা—ঈল। ১০৬। ক্বা-লা ইন্ কুন্‌তা জ্বি'তা বিআ-ইয়াতিন্ ফা'তি
প্রতিপালকের তরফ থেকে। সুতরাং আমার সাথে বনী ইসরাইলকে প্রেরণ কর। (১০৬) ফিরআউন বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক তবে তা

بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾

বিহা~ইন্ কুন্তা মিনাস্ব স্বা-দ্বিক্বীন। ১০৭। ফাআল্‌ক্বা- 'আস্বা-হু ফাইযা- হিয়া ছু'বা-নুম্ মুবীন।
উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (১০৭) অতঃপর তিনি তাঁর লাঠি খানা ফেলে দিলেন, সাথে সাথে সেটি একটি প্রকাশ্য অজগর হয়ে গেল।

১৩ ع রুকূ

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّٰظِرِينَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ

১০৮। ওয়া নাযা'আ ইয়াদাহূ ফাইযা- হিয়া বাইদ্বা—উ লিন্না-যিরীন। ১০৯। ক্বা-লাল্ মালাউ মিন্ ক্বাওমি ফির'আওনা
(১০৮) আর তিনি তাঁর হাত বের করলেন, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের সামনে সাদা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হল। (১০৯) ফিরআউন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বলল,

إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾

ইন্না হা-যা- লাসা-হিরুন্ 'আলীম। ১১০। ইউরীদু আই ইউখ্‌রিজাকুম্ মিন্ আর্‌দ্বিকুম, ফামা- যা- তা'মুরূন।
নিশ্চয়ই এ লোকটি পটু যাদুকর। (১১০) সে চায়, তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বের করে দিতে, সুতরাং তোমরা এখন কি পরামর্শ দাও?

قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿١١١﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ

১১১। ক্বা-লূ~আর্‌জিহ্ ওয়া আখা-হু ওয়া আর্‌সিল্ ফিল্ মাদা—ইনি হা-শিরীন। ১১২। ইয়া'তূকা বিকুল্লি
(১১১) তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু সুযোগ দাও এবং শহরে হরকরাদেরকে প্রেরণ কর। (১১২) যেন তারা সকল পটু যাদুকরদেরকে

سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا۟ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ

সা-হিরীন 'আলীম। ১১৩। ওয়া জ্বা—আস্ সাহ্বারাতু ফির'আওনা ক্বা-লূ~ইন্না লানা- লাআজ্বরান ইন্ কুন্না- নাহ্নুল
তোমার কাছে উপস্থিত করে। (১১৩) যাদুকরেরা ফিরআউনের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমাদের কি উপহার

ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾ قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن

গা-লিবীন। ১১৪। ক্বা-লা না'আম ওয়া ইন্নাকুম লামিনাল মুক্বার্‌রাবীন্। ১১৫। ক্বা-লূ ইয়া-মূসা~ইম্মা~আন্
মিলবে? (১১৪) ফিরআউন বলল, হাঁ (মিলবে) তোমরা নিকটতম লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (১১৫) তারা বলল, হে মূসা! তুমি কি

تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ أَلْقُوا۟ ۖ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ سَحَرُوٓا۟

তুল্‌ক্বিয়া ওয়া ইম্মা~আন্ নাকূনা নাহ্নুল মুল্‌ক্বীন্। ১১৬। ক্বা-লা আল্‌ক্বূ, ফালাম্মা~আল্‌ক্বাও সাহ্বারূ~
নিক্ষেপ করবে, না আমরা নিক্ষেপ করব? (১১৬) মূসা বলল, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা (রশি ও লাঠি) নিক্ষেপ করল, তখন তারা লোকের

أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ

আ'ইয়ুনান্ না-সি ওয়াস্‌তার্‌হাবূহুম ওয়া জ্বা—উ বিসিহ্বরিন 'আযীম। ১১৭। ওয়া আওহাইনা~ইলা-
চোখে যাদু লাগিয়ে দিল এবং তাদেরকে আতংকগ্রস্ত করে তুলল এবং এক বড় ধরনের যাদু প্রদর্শন করল। (১১৭) এবং মূসাকে ওহীর মাধ্যমে আমি নির্দেশ দিলাম

مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ

মূসা~আন্ আল্‌ক্বি 'আস্বা-ক, ফাইযা- হিয়া তাল্‌ক্বাফু মা-ইয়া'ফিকূন। ১১৮। ফাওয়াক্বা'আল্ হাক্বক্বু
যে, তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর, (নিক্ষেপ করার সাথে সাথে) তা (ভয়ানক সাপের রূপ ধরে) তাদের কৃত্রিম বানানো যাদুগুলো খেতে শুরু করল। (১১৮) ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত

وَبَطَلَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا۟ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟ صَٰغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأُلْقِىَ

ওয়া বাত্বালা মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১১৯। ফাগুলিবূ হুনা-লিকা ওয়ান্‌ক্বালাবূ স্বা-গিরীন। ১২০। ওয়া উল্‌ক্বিয়াস্
হল এবং তারা যা করছিল তা বাতিল প্রমাণিত হল। (১১৯) তারা তথায় পরাজিত হল এবং খুবই অপমানিত হয়ে ফিরে গেল। (১২০) এবং যাদুকরগণ

ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١٢٢﴾

সাহ্বারাতু সা-জ্বিদীন। ১২১। ক্বা-লূ~আ-মান্না- বিরাব্বিল 'আ-লামীন। ১২২। রাব্বি মূসা- ওয়া হা-রূন।
সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। (১২১) তারা বলতে লাগল, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের উপর আমরা ঈমান আনলাম। (১২২) যিনি মূসা ও হারুনেরও প্রতিপালক,

قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِۦ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ

১২৩। ক্বা-লা ফির'আওনু আ-মান্তুম্ বিহী ক্বাব্‌লা আন্ আ-যানা লাকুম, ইন্না হা-যা- লামাক্‌রুম্ মাকার্‌তুমূহু
(১২৩) ফিরআউন বলল, তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনলে আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই? নিশ্চয়ই এটা ছিল তোমাদের চক্রান্ত। যে চক্রান্ত তোমরা করেছ

فِى ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا۟ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ

ফিল্ মাদীনাতি লিতুখ্‌রিজু মিন্‌হা~আহ্‌লাহা-, ফাসাওফা তা'লামূন। ১২৪। লাউক্বাত্তি'আন্না আইদিয়াকুম
শহরের মধ্যে, যাতে এ শহরের অধিবাসীগণকে এ শহর থেকে বের করে দিতে পার। অতিশীঘ্রই (এর পরিণতি) তোমরা জানবে। (১২৪) আমি অবশ্যই কর্তন করব তোমাদের

وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَٰفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوٓا۟ إِنَّآ إِلَىٰ

ওয়া আর্‌জুলাকুম্ মিন্ খিলা-ফিন্ ছুম্মা লাউস্বাল্লিবান্নাকুম আজ্‌মা'ঈন। ১২৫। ক্বা-লূ~ইন্না~ইলা-
হাত ও তোমাদের পা, বিপরীত দিক থেকে। অতঃপর তোমাদের সকলকে অবশ্যই শূলিতে লটকাব। (১২৫) তারা বলল, আমরা (মৃত্যুর পর) আমাদের প্রতিপালকের

رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ

রাব্বিনা-মুনক্বালিবূন। ১২৬। ওয়ামা- তান্‌ক্বিমু মিন্না~ইল্লা~আন্ আ-মান্না- বিআ-ইয়া-তি রাব্বিনা- লাম্মা- জ্বা—আত্‌না-;
নিকটই প্রত্যাবর্তন করব। (১২৬) তুমি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হচ্ছ শুধু এজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে ঈমান এনেছি যখন তা আমাদের কাছে এসেছে।

১৪ ع ৪ রুকূ

رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ

রাব্বানা~আফ্‌রিগ্ 'আলাইনা- স্বাব্‌রাওঁ ওয়াতাওয়াফ্‌ফানা- মুস্‌লিমীন। ১২৭। ওয়া ক্বা-লাল্ মালাউ মিন্ ক্বাওমি ফির'আওনা
হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দিন এবং আমাদের মৃত্যু ঘটান মুসলমান অবস্থায়। (১২৭) ফিরআউনের সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বলল, আপনি কি

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১২৭) ঃ ويذرك و الهتك ঃ তোমাকে ও তোমার উপাস্যকদেরকে (মূসা) বর্জন করবে। অর্থাৎ ফিরআউন নিজেকে বড়খোদা দাবী করত। সে বলত انا ربكم الاعلى (আমি তোমাদের বড় রব)। এছাড়াও তার আরো কিছু ছোট ছোট উপাস্য ছিল। যাদের (পূজার) মাধ্যমে ফিরআউনের নৈকট্য অর্জন করা হতো। এখানে الهتك দ্বারা সে উপাস্য গুলোকেই বুঝানো হয়েছে। ○ টীকা (আঃ ১২৭) ঃ "ছেলেদেরকে হত্যা করা এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখার" কু-প্রথা একেবারে হযরত মূসার জন্মগ্রহণ কালে চলেছিল। তারপর কিছুদিন যাবৎ পাষণ্ড ফেরাউন এই মর্মন্তুদ প্রথা বন্ধ রাখে। এক্ষণে যাদুকরগণ ঈমান আনায় ফেরাউন পুনর্বার সেই পাষণ্ডতা শুরু করে। প্রথমবারের পাষণ্ডতা ছিল বানী-ইসরাইলের শক্তি হ্রাসের উদ্দেশ্যে।

أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ

আতাযারু মূসা- ওয়া ক্বাওমাহূ লিইউফ্‌সিদূ ফিল্ আরদ্বি ওয়া ইয়াযারাকা ওয়া আ-লিহাতাক ; ক্বা-লা
মূসা ও তার সম্প্রদায়কে এমন অবস্থায় ছেড়ে দিবেন যে, তারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যকদেরকে পরিত্যাগ করবে? সে বলল,

سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾ قَالَ

সানুক্বাত্তিলু আব্‌না—আহুম ওয়া নাস্‌তাহ্‌য়ী নিসা—আহুম, ওয়া ইন্না- ফাওক্বাহুম ক্বা-হিরূন। ১২৮। ক্বা-লা
আমরা শীঘ্রই তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখব আর নিশ্চয়ই আমরা তাদের উপর প্রভাবশালী। (১২৮) মূসা তাঁর

مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا

মূসা- লিক্বাওমিহিস্‌ তা'ঈনূ বিল্লা-হি ওয়াস্‌বিরূ, ইন্নাল আর্‌দ্বা লিল্লা-হি ইউরিছুহা-
সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। এ পৃথিবী একমাত্র আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ

মাই ইয়াশা—উ মিন্ 'ইবা-দিহ ; ওয়াল্ 'আ-ক্বিবাতু লিল মুত্তাক্বীন। ১২৯। ক্বা-লূ~উযীনা-মিন্ ক্বাব্‌লি
যাকে ইচ্ছা তাকে তার উত্তরাধিকারী করেন। শুভ পরিণতি তো খোদা-ভীরুদের জন্য (১২৯) তারা বলল, আমরাতো তোমার আসার পূর্বেও

أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ

আন্ তা'তিইয়ানা- ওয়া মিম্ বা'দি মা-জি'তানা- ; ক্বা-লা 'আসা- রাব্বুকুম আই ইউহ্‌লিকা 'আদুওওয়াকুম
নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও; মূসা বললেন, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন

وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ

১৫ ع ৫ রুকূ

ওয়া ইয়াস্‌ তাখ্‌লিফাকুম ফিল আরদ্বি ফাইয়ানয়ুরা কাইফা তা'মালূন। ১৩০। ওয়া লাক্বাদ আখায্‌না~আ-লা
এবং তাদের স্থলে তোমাদেরকে এ পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তোমাদের আমলসমূহ দেখবেন। (১৩০) আমি পাকড়াও করেছি

فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ

ফির'আওনা বিস্ সিনীনা ওয়া নাক্বস্বিম্ মিনাছ্ ছামারা-তি লা'আল্লাহুম ইয়ায্‌যাক্কারূন। ১৩১। ফাইযা- জ্বা—আত্‌হুমুল
ফিরআউনের লোকদেরকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে ও ফল-ফসলাদীর উৎপাদন হ্রাস করে, যাতে তারা বুঝতে পারে। (১৩১) যখন তারা সম্মুখীন হতো কোন

الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ

হ্বাসানাতু ক্বা-লূ লানা- হা-যিহ, ওয়া ইন্ তুস্বিব্‌হুম সাইয়্যিআতুই ইয়াত্ত্বাইয়্যারূ বিমূসা- ওয়া মাম্ মা'আহ ;
ভাল অবস্থার, তখন তারা বলতো, এতো আমাদের জন্যই। আর যখন খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হতো, তখন তা মূসা ও তার সাথীদের দুর্ভাগ্য বলত।

أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ

আলা~ইন্নামা- ত্বা—ইরুহুম 'ইন্দাল্লা-হি ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারাহুম লা- ইয়া'লামূন। ১৩২। ওয়া ক্বা-লূ মাহ্‌মা- তা'তিনা- বিহী
জেনে রেখ, তাদের দুর্ভাগ্য আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানেনা। (১৩২) এবং তারা বলেছিল, তুমি যতই নিদর্শন আমাদের সামনে

مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ

মিন্ আ-ইয়াতিল্ লিতাস্‌হ্বারানা- বিহা- ফামা- নাহ্‌নু লাকা বিমু'মিনীন। ১৩৩। ফাআর্‌সাল্‌না- 'আলাইহিমুত্ব তূফা-না
উপস্থিত কর না কেন আমাদেরকে যাদু করার জন্য, আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাস করব না। (১৩৩) অতঃপর আমি তাদের উপর

وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا

ওয়াল্ জ্বারা-দা ওয়াল্ কুম্মালা ওয়াদ্ব দ্বাফা-দি'আ ওয়াদ্ দামা আ-ইয়া-তিম্ মুফাস্বস্বালা-ত, ফাস্‌তাক্‌বারূ
প্রেরণ করেছি প্লাবন, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত এগুলো ছিল স্পষ্ট নিদর্শন। এরপরেও তারা অহংকার করেছিল আর

وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا

ওয়া কা-নূ ক্বাওমাম্ মুজ্বরিমীন। ১৩৪। ওয়া লাম্মা- ওয়াক্বা'আ 'আলাইহিমুর্ রিজ্বযু ক্বা-লূ ইয়া-মুসাদ্'উ লানা-
তারা ছিল পাপী সম্প্রদায়। (১৩৪) যখন তাদের উপর কোন শাস্তি পতিত হতো, তখন তারা বলত, হে মূসা! তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে এ দোয়া কর,

رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۖ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ

রাব্বাকা বিমা- 'আহিদা 'ইন্দাক, লাইন্ কাশাফ্‌তা 'আন্নার রিজ্বযা লানু'মিনান্না লাকা ওয়া লানুর্‌সিলান্না
যে ব্যাপারে তিনি তোমার সাথে অংগীকার করেছেন। যদি তুমি এ শাস্তিসমূহ আমাদের থেকে দূর করে দাও তবে অবশ্যই আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করব এবং আমরা

مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ

মা'আকা বানী~ইস্‌রা—ঈল। ১৩৫। ফালাম্মা- কাশাফ্‌না- 'আন্‌হুমুর্ রিজ্বযা ইলা~আজ্বালিন্ হুম্ বা-লিগূহু
বনী ইসরাইলকেও তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব। (১৩৫) যখনই আমি দূর করে দেই তাদের থেকে শাস্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে পর্যন্ত তাদের পৌঁছার ছিল।

إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا

ইযা-হুম ইয়ান্‌কুছূন। ১৩৬। ফান্তাক্বাম্‌না- মিন্‌হুম ফাআগ্‌রাক্বনা-হুম ফিল্ ইয়াম্মি বিআন্নাহুম কায্‌যাবূ
তখন তারা অংগীকার ভংগ করত। (১৩৬) সুতরাং আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। আর তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম, আমার আয়াতকে অস্বীকার করার

بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ

বিআ-ইয়া-তিনা- ওয়া কা-নূ 'আন্‌হা- গা-ফিলীন। ১৩৭। ওয়া আওরাছ্‌নাল্ ক্বাওমাল্ লাযীনা কা-নূ ইউস্‌তাদ্ব'আফূনা
কারণে। আর তারা এগুলোর প্রতি ছিল উদাসীন। (১৩৭) আমি সে সম্প্রদায়কে বরকতময় পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের

مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

মাশা-রিক্বাল্ আর্‌দ্বি ওয়া মাগা-রিবাহাল্ লাতী বা-রাক্‌না- ফীহা- ; ওয়া তাম্মাত্ কালিমাতু রাব্বিকাল
উত্তরাধিকারী বানিয়েছি, যাদেরকে তারা দুর্বল বলে মনে করত এবং আপনার প্রতিপালকের শুভ ওয়াদা পূর্ণ হল

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৩৩) ঃ وارسلنا عليهم الطوفان ঃ (আমি তাদের উপর অবতীর্ণ করেছি তুফান ......)

* طوفان ঃ অর্থ প্লাবন বা অধিক বৃষ্টি, যাতে সব কিছু ডুবে গেছে। * الجراد ঃ অর্থ- ফড়িং, যা ফল-ফসলাদি খেয়ে সেখান থেকে দ্রুত চলে যেত।

* القمل ঃ অর্থ উকুন, যা মানুষের শরীরে, কাপড়ে এবং চুলের মধ্যে সৃষ্টি হতো এবং এগুলো এত বেড়ে গেল যে, সকলে পেরেশান হয়ে পড়ল।

* والضفادع ঃ অর্থ- ব্যাঙ, যা খাদ্যে, বিছানায় অর্থাৎ সর্বত্রই ছড়িয়ে থাকার কারণে নিদ্রা, খাওয়া-দাওয়া, আরাম সব কিছু হারাম হয়ে গেল।

* الدم ঃ রক্ত, পানি রক্ত হয়ে গেল। এ কারণে তাদের জন্য পানি পান করাও অসম্ভব হয়ে পড়ল।

الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ

হুসনা- 'আলা- বানী~ইস্রা—ঈল, বিমা- স্বাবারূ ; ওয়া দাম্মারনা- মা- কা-না ইয়াস্বনা'উ ফির'আওনু ওয়া ক্বাওমুহূ

বনী ইসরাঈলদের উপর, তাদের ধৈর্য ধারণের কারণে; আর আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের কারুকার্য এবং সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ

وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٨﴾ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ

ওয়া মা- কা-নূ ইয়া'রিশূন। ১৩৮। ওয়া জ্বা-ওয়ায্না- বিবানী~ইস্রা—ঈলাল্ বাহ্রা ফাআতাও 'আলা- ক্বাওমিই

যা তারা নির্মাণ করেছিল। (১৩৮) আর আমি বনী ইসরাঈলদেরকে সমুদ্র পার করে দিয়েছি। অতঃপর তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে এসে উপস্থিত হল,

يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ

ইয়া'কুফূনা 'আলা~আছ্না-মিল্ লাহুম, ক্বা-লূ ইয়া-মূসাজ্'আল্ লানা~ইলা-হান্ কামা-লাহুম আ-লিহাহ ; ক্বা-লা

যারা তাদের মূর্তিগুলোর পাশে আসীন রয়েছে। তারা বলল, হে মূসা! আমাদের জন্যও তাদের প্রতিমার ন্যায় একটি প্রতিমা তৈরী কর। তিনি বললেন,

إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٩﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ইন্নাকুম্ ক্বাওমুন্ তাজ্হালূন। ১৩৯। ইন্না হা—উলা—ই মুতাব্বারুম্ মা- হুম ফীহি ওয়া বা-ত্বিলুম্ মা- কা-নূ ইয়া'মালূন।

নিশ্চয়ই তোমরা নির্বোধ সম্প্রদায়। (১৩৯) তারা যে কাজে লিপ্ত আছে এগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এবং তাদের এ কাজগুলো অমূলক।

﴿١٤٠﴾ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤١﴾ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم

১৪০। ক্বা-লা আগাইরাল্লা-হি আবগীকুম ইলা-হাও ওয়া হুওয়া ফাদ্বালাকুম 'আলাল 'আ-লামীন। ১৪১। ওয়া ইয্ আন্জ্বাইনা-কুম্

(১৪০) তিনি আরো বললেন, তোমাদের জন্য কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ খোঁজ করব? অথচ তিনি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (১৪১) স্মরণ কর,

مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ

মিন আ-লি ফির'আওনা ইয়াসূমূনাকুম সূ—আল্ 'আযা-ব, ইউক্বাত্তিলূনা আব্না—আকুম

যখন আমি তোমাদেরকে মুক্ত করেছি ফিরআউন বাহিনীর হাত থেকে, যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত, তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত

وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤٢﴾ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ

ওয়া ইয়াস্তাহ্ইয়ূনা নিসা—আকুম; ওয়া ফী যা-লিকুম্ বালা—উম্ মির্ রাব্বিকুম 'আযীম। ১৪২। ওয়া ওয়া-'আদনা- মূসা-

এবং জীবিত রাখত তোমাদের কন্যা সন্তানদেরকে, এতে ছিল বড় পরীক্ষা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। (১৪২) আমি মূসাকে

ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ

ছালা-ছীনা লাইলাতাও ওয়া আত্মাম্না-হা- বি'আশ্রিন্ ফাতাম্মা মীক্বা-তু রাব্বিহী~আরবা'ঈনা লাইলাহ ; ওয়া ক্বা-লা মূসা-

ত্রিশ রাতের অঙ্গীকার করেছি এবং তা পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা। এভাবে তাঁর প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত পূর্ণ হল এবং মূসা তাঁর

لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

লিআখীহি হা-রূনাখ্ লুফ্নী ফী ক্বাওমী ওয়া আস্বলিহ্ ওয়ালা- তাত্তাবি' সাবীলাল্ মুফ্সিদীন।

ভাই হারুনকে বললেন, তুমি আমার (অনুপস্থিতে) আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করবে এবং সংশোধন করবে এবং বিশৃঙ্খলাকারীদের পথ অনুসরণ করবে না।

﴿١٤٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ

১৪৩। ওয়া লাম্মা- জ্বা—আ মূসা- লিমীক্বা-তিনা- ওয়া কাল্লামাহূ রাব্বুহূ ক্বা-লা রাব্বি আরিনী~আন্যুর ইলাইক ;

(১৪৩) যখন মূসা আমার দেয়া নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দাও

قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ

ক্বা-লা লান্ তারা-নী ওয়ালা-কিনিন্ যুর ইলাল্ জ্বাবালি ফাইনিস্ তাক্বাররা মাকা-নাহূ ফাসাওফা তারা-নী,

তোমাকে আমি এক নজর দেখে নিব। আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবে না। তবে তুমি দৃষ্টি কর পাহাড়ের প্রতি। যদি তা স্বস্থানে বহাল থাকে, তবে তুমি

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ

ফালাম্মা- তাজ্বাল্লা- রাব্বুহূ লিল্ জ্বাবালি জ্বা'আলাহূ দাক্কাও ওয়া খাররা মূসা- স্বা'ইক্বা-, ফালাম্মা~আফা-ক্বা ক্বা-লা

আমাকে দেখতে পাবে। যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন জ্যোতি পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। যখন

سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٤﴾ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ

সুবহা-নাকা তুব্তু ইলাইকা ওয়া আনা আওওয়ালুল্ মু'মিনীন। ১৪৪। ক্বা-লা ইয়া-মূসা~ইন্নিস্ ত্বাফাইতুকা

অনুভূতি ফিরে আসল তখন বললেন, হে প্রভু! তুমি পবিত্র। তোমার কাছে তাওবা করছি এবং আমিই মুমিনদের মধ্যে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হলাম। (১৪৪) আল্লাহ বললেন, হে মূসা!

عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ

'আলান্ না-সি বিরিসা-লা-তী ওয়া বিকালা-মী ফাখুয্ মা~আ-তাইতুকা ওয়া কুম মিনাশ্ শা-কিরীন।

আমার রিসালাত ও কথোপকথন দ্বারা আমি তোমাকে মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। সুতরাং তুমি গ্রহণ কর যা তোমাকে আমি দান করেছি এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।

﴿١٤٥﴾ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

১৪৫। ওয়া কাতাব্না-লাহূ ফিল আলওয়া-হ্বি মিন কুল্লি শাইয়িম্ মাও'ইযাতাও ওয়া তাফ্স্বীলাল্ লিকুল্লি শাইয়,

(১৪৫) আমি কতিপয় পাতের উপর তাদের জন্য লিখে দিয়েছি সর্ব বিষয়ের উপদেশ এবং সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ। সুতরাং এগুলো দৃঢ়ভাবে ধর এবং

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

ফাখুয্হা- বিক্বুওওয়াতিওঁ ওয়া'মুর ক্বাওমাকা ইয়া'খুযূ বিআহ্সানিহা-; সাউরীকুম দা-রাল ফা-সিক্বীন।

তোমার সম্প্রদায়কে এর কল্যাণকর নির্দেশগুলো আমল করার জন্য নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্রই তোমাদেরকে দেখাব পাপীদের বাসস্থান।

﴿١٤٦﴾ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا

১৪৬। সাআস্বরিফু 'আন্ আ-ইয়া-তিয়াল্ লাযীনা ইয়াতাকাব্বারূনা ফিল্ আরদ্বি বিগাইরিল হাক্ব্ক্ব ; ওয়া ইঁয় ইয়ারাও

(১৪৬) পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে তাদেরকে আমি ফিরিয়ে রাখব আমার নিদর্শন হতে। যদি তারা আমার

كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا

কুল্লা আ-ইয়াতিল্ লা-ইউ'মিনূ বিহা, ওয়া ইঁয় ইয়ারাও সাবীলার রুশ্দি লা- ইয়াত্তাখিযূহু সাবীলা-,

প্রত্যেকটি নিদর্শনও দেখে, তবুও তারা তা বিশ্বাস করবে না আর যদি তারা সঠিক পথও দেখে তবুও তারা সে পথ গ্রহণ করবে না।

وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

ওয়া ইঁয় ইয়ারাও সাবীলাল্ গাইয়্যি ইয়াত্তাখিযূহু সাবীলা- ; যা-লিকা বিআন্নাহুম কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-
আর যদি তারা ভ্রান্ত পথ দেখে তবে তা (চলার পথ হিসেবে) গ্রহণ করবে। এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে

وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٧﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ

ওয়া কা-নূ 'আন্হা- গা-ফিলীন। ১৪৭। ওয়াল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- ওয়া লিক্বা—ইল আ-খিরাতি হ্বাবিত্বাত্
এবং তারা ছিল তা থেকে উদাসীন। (১৪৭) যারা মিথ্যা বলেছে, আমার নিদর্শনগুলোকে এবং পরকালের উপস্থিতিকে;

১৭ ع ৬ ৭ রুকূ

أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٨﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ

আ'মা-লুহুম ; হাল্ ইউজ্যাওনা ইল্লা- মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৪৮। ওয়াত্তাখাযা ক্বাওমু মূসা- মিম্
তাদের আমলগুলো ব্যর্থ হয়েছে। তারা যেরূপ করবে, সেরূপই প্রতিফল পাবে। (১৪৮) মূসার সম্প্রদায় তাঁর উপস্থিতিতে

بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ

বা'দিহী মিন্ হুলিয়্যিহিম 'ইজ্লান্ জ্বাসাদাল্ লাহূ খুওয়া-র ; আলাম্ ইয়ারাও আন্নাহূ লা-ইউকাল্লিমুহুম
তাদের গহনা দ্বারা এক গোবৎস তৈরী করল, যা ছিল এক কায়া বিশিষ্ট। যার মধ্য হতে "হাম্বারব" বের হত। তারা কি দেখল না যে, সেটি তাদের সাথে কথা বলে না

وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٩﴾ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ

ওয়ালা- ইয়াহ্দীহিম সাবীলা-। ইত্তাখাযূহু ওয়া কা-নূ যা-লিমীন। ১৪৯। ওয়া লাম্মা- সুক্বিত্বা ফী~আইদীহিম
এবং তাদেরকে কোন পথও প্রদর্শন করে না। তারা সেটিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করল। বস্তুতঃ তারা ছিল অত্যাচারী। (১৪৯) আর যখন তারা অনুতপ্ত হল আর দেখল যে,

وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

ওয়া রাআও আন্নাহুম ক্বাদ্ দ্বাল্লূ ক্বা-লূ লাইল্লাম ইয়ার্হামনা- রাব্বুনা- ওয়া ইয়াগফির্ লানা- লানাকূনান্না মিনাল্
তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের উপর রহম না করেন এবং ক্ষমা না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত

الْخَاسِرِينَ ﴿١٥٠﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي

খা-সিরীন। ১৫০। ওয়া লাম্মা- রাজ্বা'আ মূসা~ইলা- ক্বাওমিহী গাদ্ববা-না আসিফান্ ক্বা-লা বি'সামা- খালাফ্তুমূনী
হব। (১৫০) যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট ক্রোধ ও মনের বেদনাসহ প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা অত্যন্ত জঘন্যভাবে

مِنْ بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ

মিম্ বা'দী, আ'আজ্বিলতুম আম্রা রাব্বিকুম, ওয়া আল্ক্বাল্ আল্ওয়া-হ্বা ওয়া আখাযা বিরা'সি আখীহি
আমার প্রতিনিধিত্ব করেছ। তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশের পূর্বেই তোমরা তাড়াহুড়া করেছ? এবং তিনি পাতগুলো ফেলে দিয়ে ভাইয়ের মাথা ধরে

○ টীকা (আঃ ১৪৮) ঃ ......حليهم عجلا - মূসা (আ) যখন চল্লিশ রাতের জন্য তূর পাহাড়ে গেলেন, তখন তাঁর যাওয়ার পরে সামেরী নামক এক ব্যক্তি স্বর্ণের অলংকারাদি একত্র করে এক গোবৎস তৈরী করল এবং জিবরাঈলের (আ) ঘোড়ার পদচিহ্ন হতে সংরক্ষিত বালু হতে কিছু বালু তার মধ্যে মিশ্রিত করল। যার কারণে গোবৎসটির মুখ হতে হাম্বারব বের হতেছিল। কিন্তু সেটি কথা বলতে এবং পথ প্রদর্শন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। সামেরী গোবৎসটির এ আওয়াজ শুনায়ে বনী ইসরাইলদেরকে পথভ্রষ্ট করল এবং তাদেরকে বলল, তোমাদের উপাস্য তো এ গোবৎসই। বনী ইসরাইল সামেরীর কথামত গোবৎসটিকে পূজা করতে লাগল।

يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي

ইয়াজুর্রুহূ~ইলাইহ ; ক্বা-লাব্না উম্মা ইন্নাল্ ক্বাওমাস্ তাদ্ব'আফূনী ওয়া কা-দূ ইয়াক্বতুলূনানী
তাঁর দিকে টানলেন। সে বলল, হে আমার সহোদর ভাই, নিশ্চয়ই এ সম্প্রদায় আমাকে অসহায় মনে করেছিল এবং আমাকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিল,

فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾ قَالَ

ফালা-তুশ্মিত্ বিয়াল্ আ'দা—আ ওয়ালা-তাজ্ব'আল্নী মা'আল্ ক্বাওমিয্ যা-লিমীন। ১৫১। ক্বা-লা
সুতরাং তুমি আমার উপর (কঠোরতা করে) শত্রুদেরকে হাসিয়োনা এবং তুমি আমাকে অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত কর না। (১৫১) মূসা বললেন,

১৮ ع ৪ ৮ রুকূ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

রাব্বিগ্ ফির্লী ওয়া লিআখী ওয়া আদ্খিল্না- ফী রাহ্বমাতিকা ওয়া আন্তা আর্হ্বামুর্ রা-হ্বিমীন।
হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, এবং আমার ভাইকেও এবং আমাদের উভয়কে তোমার রহমতের মধ্যে শামিল কর। তুমি বড়ই দয়াশীল।

۝ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ

১৫২। ইন্নাল্লাযীনাত্ তাখাযুল 'ইজ্লা সাইয়ানা-লুহুম গাদ্বাবুম্ মির্ রাব্বিহিম ওয়া যিল্লাতুন
(১৫২) নিশ্চয়ই যারা গোবৎসকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ এবং

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا

ফিল্ হ্বায়া-তিদ্ দুনইয়া-; ওয়া কাযা-লিকা নাজ্যিল মুফ্তারীন। ১৫৩। ওয়াল্লাযীনা 'আমিলুস্
লাঞ্ছনা দ্রুত নেমে আসবে। আমি এভাবেই মিথ্যা আরোপকারীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি। (১৫৩) আর যারা পাপ কাজ করে,

السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ

সাইয়্যিআ-তি ছুম্মা তা-বূ মিম্ বা'দিহা- ওয়া আ-মানূ~ইন্না রাব্বাকা মিম্ বা'দিহা- লাগাফূরুর্
অতঃপর তওবা করে এবং ঈমান আনে, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক এ তওবার পর তাদের জন্য অবশ্যই ক্ষমাশীল ও

رَحِيمٌ ﴿١٥٤﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا

রাহ্বীম। ১৫৪। ওয়া লাম্মা-সাকাতা 'আম্ মূসাল্ গাদ্বাবু আখাযাল্ আল্ওয়া-হ্বা ওয়া ফী নুস্খাতিহা-
দয়াশীল। (১৫৪) যখন মূসার ক্রোধ পড়ে গেল তখন সে পাতগুলো তুলে নিল এবং তার মধ্যে যা লিখিত ছিল, তা ছিল পথ প্রদর্শক

هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٥﴾ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ

হুদাওঁ ওয়া রাহ্বমাতুল্ লিল্লাযীনা হুম লিরাব্বিহিম ইয়ারহাবূন। ১৫৫। ওয়াখ্তা-রা মূসা- ক্বাওমাহূ সাব'ঈনা
ও রহমত, তাদের জন্য যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে। (১৫৫) আর মূসা নির্বাচিত করলেন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সত্তর জন

○ টীকা (আঃ ১৫৫) ঃ اختار موسى سبعين رجلا, (মূসা সত্তর জন লোক নির্ধারিত করলেন) যখন মূসা (আ) তাওরাতের হুকুম বনী ঈসরাইলদেরকে শোনালেন তখন তারা বলল, আমরা কিভাবে বিশ্বাস করব যে, এ হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে? আমরা যতক্ষণ আল্লাহর কালাম নিজ কানে না শোনব ততক্ষণ আমরা এর পতি বিশ্বাস করব না। সুতরাং তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্য হতে বিশিষ্ট সত্তরজন লোককে নির্বাচিত করলেন এবং তাদেরকে তূর পাহাড়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে আল্লাহ তায়ালার সাথে ও মূসার (আ) সাথে পারস্পরিক যে কথোপকথন হল, তা তারাও শোনল। তখন তারা আর এক ফন্দি আটিল এবং বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহকে স্বচক্ষে না দেখব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এর প্রতি বিশ্বাস করব না। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।

رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ

রাজুলাল্ লিমীক্বা-তিনা-, ফালাম্মা~আখাযাত্হুমুর্ রাজ্ফাতু ক্বা-লা রাব্বি লাও শি'তা আহ্লাক্তাহুম্

লোককে আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য। যখন তাদেরকে ভূমিকম্প ধরল তখন মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি যদি ইচ্ছা করতে তবে পূর্বেই

مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ۖ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ

মিন্ ক্বাব্লু ওয়া ইয়্যা-ইয়া ; আতুহ্লিকুনা-বিমা- ফা'আলাস্ সুফাহা—উ মিন্না, ইন্ হিয়া ইল্লা- ফিত্নাতুক ;

তাদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে। তুমি আমাদের মধ্যস্থ কিছু সংখ্যক মূর্খের কর্মের কারণে আমাদেরকে কি ধ্বংস করে দিবে? এতো তোমার একটি পরীক্ষা।

تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ۖ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

তুদ্বিল্লু বিহা- মান্ তাশা—উ ওয়া তাহ্দী মান্ তাশা—উ ; আন্তা ওয়ালিইয়্যুনা- ফাগ্ফির্ লানা- ওয়ার্হাম্না-

এর দ্বারা তুমি যাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট কর এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর।

وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾ وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ

ওয়া আন্তা খাইরুল গা-ফিরীন। ১৫৬। ওয়াক্তুব লানা- ফী হা-যিহিদ্ দুন্ইয়া- হ্বাসানাতাওঁ ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি

তুমিই সর্বোত্তম ক্ষমাশীল। (১৫৬) দুনিয়া এবং আখিরাতে তুমি আমাদের জন্য কল্যাণ নির্ধারিত কর। আমরা তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন

اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ

ইন্না- হুদ্না~ইলাইক ; ক্বা-লা 'আযা-বী~উস্বীবু বিহী মান্ আশা—উ, ওয়া রাহ্বমাতী ওয়াসি'আত্

করেছি। আল্লাহ্ বললেন, আমার শাস্তি তো যাকে ইচ্ছা করি তাকে প্রদান করি এবং আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুতেই পরিব্যাপ্ত।

كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا

কুল্লা শাইয় ; ফাসা আক্তুবুহা- লিল্লাযীনা ইয়াত্তাক্বূনা ওয়া ইউ'তূনায্ যাকা-তা ওয়াল্লাযীনা হুম্ বিআ-ইয়া-তিনা-

তাই আমি সেটা অতিশীঘ্র তাদের জন্য নির্ধারণ করব; যারা পরহেজগারী অবলম্বন করে এবং যাকাত আদায় করে এবং আমার আয়াতসমূহের প্রতি

يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۶﴾ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ

ইউ'মিনূন। ১৫৭। আল্লাযীনা ইয়াত্তাবি'উনার্ রাসূলান্ নাবিইয়্যাল্ উম্মিইয়্যাল্লাযী ইয়াজ্বিদূনাহু

বিশ্বাস রাখে। (১৫৭) যারা অনুসরণ করে এমন রাসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যাঁর সম্পর্কে

مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

মাক্তূবান 'ইন্দাহুম ফিত্তাওরা-তি ওয়াল্ইন্জ্বীলি ইয়া'মুরুহুম বিল্মা'রূফি

তারা তাদের নিকটস্থ তাওরাত ও ইনজীলে লেখা পায় এবং যিনি তাদেরকে নেক কাজের নির্দেশ দেন

وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ

ওয়া ইয়ান্হা-হুম 'আনিল্ মুন্কারি ওয়াইউহ্বিল্লু লাহুমুত্ ত্বাইয়্যিবা-তি ওয়াইউহ্বার্রিমু 'আলাইহিমুল খাবা—ইছা

এবং খারাপ কাজ হতে বিরত রাখেন এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল বলেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম ঘোষণা করেন

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۖ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ

ওয়া ইয়াদ্বা'উ 'আন্হুম ইস্বরাহুম ওয়াল্ আগ্লা-লাল্ লাতী কা-নাত 'আলাইহিম ; ফাল্লাযীনা আ-মানূ বিহী

এবং তাদের উপর যে ভার ও শিকল ছিল, তাদের থেকে তা সরিয়ে দেন। সুতরাং যারা সে নবীর প্রতি ঈমান আনে,

وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ

ওয়া 'আয্যারূহু ওয়া নাস্বারূহু ওয়াত্তাবা'উন্ নূরাল্ লাযী~উন্যিলা মা'আহু~উলা—ইকা হুমুল

তাঁকে সম্মান করে এবং তাঁকে সাহায্য করে এবং সে নূরের অনুসরণ করে যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়েছে, তারাই

১৯ / ع / ৯ রুকূ

الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۷﴾ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا ۨالَّذِيْ

মুফ্লিহূন। ১৫৮। কুল্ ইয়া~আইয়্যুহান্ না-সু ইন্নী রাসূলুল্লা-হি ইলাইকুম জ্বামী'আ নিল্ লাযী

সফলকাম। (১৫৮) আপনি বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, যাঁর জন্যই

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ

লাহূ মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব, লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ইউহ্বয়ী ওয়া ইউমীত, ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি

আসমান ও যমীনের একমাত্র বাদশাহী। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং ঈমান আন সে আল্লাহর প্রতি

وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ

ওয়া রাসূলিহিন্ নাবিইয়্যিল উম্মিয়্যিল্লাযী ইউ'মিনু বিল্লা-হি ওয়া কালিমা-তিহী ওয়াত্তাবি'উহু লা'আল্লাকুম

এবং সে রাসূলের প্রতিও যিনি নিরক্ষর নবী, যিনি ঈমান আনেন আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীর প্রতি; এবং তাঁর অনুসরণ কর। আশা করা যায় তোমরা

تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۸﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿۱۵۹﴾ وَ

তাহ্তাদূন। ১৫৯। ওয়া মিন্ ক্বাওমি মূসা~উম্মাতুঁই ইয়াহ্দূনা বিল্হ্বাক্বক্বি ওয়া বিহী ইয়া'দিলূন। ১৬০। ওয়া

সঠিক পথ পাবে। (১৫৯) এবং মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দল আছে, যারা সঠিকভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায় ইনসাফ করে। (১৬০) এবং

قَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۖ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰهُ

ক্বাত্ত্বা'না-হুমুছ্ নাতাই 'আশ্রাতা আস্বা-ত্বান্ উমামা, ওয়া আওহ্বাইনা~ইলা- মূসা~ইযিস্ তাস্ক্বা-হু

আমি তাদেরকে বারটি গোত্রে আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত করেছিলাম এবং মূসাকে আদেশ করলাম যখন তাঁর

قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ

ক্বাওমুহূ~আনিদ্বরিব্ বি'আস্বা-কাল্ হ্বাজ্বার, ফাম্বাজ্বাসাত্ মিন্হুছ্ নাতা- 'আশ্রাতা 'আইনা- ;

সম্প্রদায় তাঁর কাছে পানি চাইলো, তুমি তোমার লাঠি অমুক পাথরের উপর মার, ফলে তা থেকে বারটি ঝরণা প্রকাশ পেল।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৬০) ঃ المن والسلوى (মান্না ও সালওয়া) ঃ মান্না – হালকা বরফের ন্যায় এক প্রকার বস্তু, যা গাছের পাতার উপর জমত এবং তা ছিল অত্যন্ত মিষ্ট। সালওয়া– এক প্রকার ছোট পাখীর ভুনা গোশত। ○ টীকা (আঃ ১৬০) ঃ এই দলটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সহচরবর্গের। হযরত মূসা (আ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ইউশা' (আ) তাঁর খলীফা হন, তারপর হতে ইসরাঈলীরা ধর্মদ্রোহী হয়ে পড়ে এবং বহু নবীকে হত্যা করে। তখন সত্যপন্থী এই দলটি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেন, তাদেরকে যেন ধর্মদ্রোহী দল হতে পৃথক করে দেন। এরা কোন এক নিভৃত স্থানে গিয়ে বাস করতে থাকেন এবং হুযূর (সা)-এর আবির্ভাব হলে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। (মুঃ কোঃ)

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ

ক্বাদ্ 'আলিমা কুল্লু উনা-সিম্ মাশ্‌রাবাহুম ; ওয়া য্বাল্লাল্‌না- 'আলাইহিমুল গামা-মা ওয়া আন্‌যালনা- 'আলাইহিমুল
প্রত্যেক গোত্রই তাদের পানি পান করার স্থান চিনে নিল এবং আমি তাদের উপর মেঘমালা দ্বারা ছায়া দিয়েছিলাম এবং তাদের উপর অবতীর্ণ করেছিলাম

الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا

মান্না ওয়াস্ সালওয়া ; কুলূ মিন্ ত্বাইয়্যিবা-তি মা- রাযাক্বনা-কুম ; ওয়া মা- য্বালামূনা-ওয়ালা-কিন্ কা-নূ~
মান্না এবং সালওয়া। (এবং বলেছিলাম) তোমাদেরকে যে পবিত্র খাদ্য দিয়েছি তা থেকে খাও। তারা আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেনি,

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا

আন্‌ফুসাহুম ইয়ায্বলিমূন। ১৬১। ওয়া ইয্ ক্বীলা লাহুমুস্ কুনূ হা-যিহিল ক্বারইয়াতা ওয়া কুলূ মিন্‌হা-
ফলতঃ তারা নিজেদের প্রতিই অত্যাচার করছিল। (১৬১) আর যখন তাদেরকে বলা হল, এ জনপদে বসবাস কর এবং সেখান থেকে তোমাদের

حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ۚ

হাইছু শি'তুম ওয়া কূলূ হিত্ত্বাতুওঁ ওয়াদ্‌খুলুল্ বা-বা সুজ্জাদান্ নাগ্‌ফির্ লাকুম খাত্বি—আ-তিকুম ;
ইচ্ছানুযায়ী খাও এবং বল 'গুনাহ থেকে ক্ষমা চাই' এবং মাথা নত অবস্থায় দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিব।

سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ

সানাযীদুল মুহ্‌সিনীন। ১৬২। ফাবাদ্দালাল্ লাযীনা য্বালামূ মিন্‌হুম ক্বাওলান্ গাইরাললাযী ক্বীলা
নেককারগণকে আমি শীঘ্রই (নেয়ামত) বাড়িয়ে দিব। (১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী ছিল, তাদেরকে যা (বলতে) বলা হয়েছিল তা পরিবর্তন

لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ

লাহুম ফাআর্‌সালনা- 'আলাইহিম রিজ্‌যাম্ মিনাস্ সামা—ই বিমা- কা-নূ ইয়ায্বলিমূন। ১৬৩। ওয়াস্‌আল্‌হুম 'আনিল্
করে অন্য শব্দ বলল, সুতরাং আমি তাদের উপর আসমান থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করলাম। যেহেতু তারা আদেশ অমান্য করছিল। (১৬৩) আপনি তাদেরকে সমুদ্রের

الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ

ক্বারইয়াতিল্ লাতী কা-নাত্ হা-দ্বিরাতাল্ বাহ্‌র। ইয্ ইয়া'দূনা ফিস্‌সাব্‌তি ইয্ তা'তীহিম
নিকটবর্তী অধিবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, যখন তারা শনিবার সম্পর্কে সীমালংঘন করতে লাগল, যখন শনিবার দিন তাদের (সমুদ্রের) মাছগুলো

حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ ۚ

হ্বীতা-নুহুম ইয়াওমা সাব্‌তিহিম শুর্‌রা'আওঁ ওয়া ইয়াওমা লা-ইয়াস্‌বিতূনা লা- তা'তীহিম কাযা-লিক,
তাদের সামনে প্রকাশ্যভাবে ভেসে আসত। আর যেদিন শনিবার ছিলনা, সেদিন তাদের সামনে (সেগুলো) আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে

نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا

নাব্‌লূহুম্ বিমা- কা-নূ ইয়াফ্‌সুক্বূন। ১৬৪। ওয়া ইয্ ক্বা-লাত উম্মাতুম্ মিন্‌হুম লিমা তা'ইযূনা ক্বাওমা
পরীক্ষা করছিলাম, কারণ তারা আদেশ অমান্য করছিল। (১৬৪) যখন তাদের মধ্য হতে একদল বলল, তোমরা এমন সম্প্রদায়কে কেন উপদেশ দিচ্ছ?

اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ

নিল্লা-হু মুহ্‌লিকুহুম আও মু'আয্‌যিবুহুম 'আযা-বান্ শাদীদা- ; ক্বা-লূ মা'যিরাতান ইলা-রাব্বিকুম
যাদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন। তারা বলল, তোমাদের প্রতিপালকের সামনে দোষ মুক্তির জন্য

وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ

ওয়া লা'আল্লাহুম ইয়াত্তাক্বূন। ১৬৫। ফালাম্মা-নাসূ মা- যুক্কিরূ বিহী~আন্‌জ্বাইনাল্ লাযীনা ইয়ান্‌হাওনা
এবং যাতে তারা সংযত হয় এজন্য। (১৬৫) তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন যারা মন্দ

عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

'আনিস্ সূ—ই ওয়া আখায্‌নাল্ লাযীনা য্বালামূ বি'আযা-বিম্ বাঈসিম্ বিমা- কা-নূ ইয়াফ্‌সুক্বূন।
কাজগুলো করতে নিষেধ করেছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম এবং ধরলাম অত্যাচারীদেরকে কঠিন শাস্তির মাধ্যমে, তাদের অবাধ্যতার কারণে।

فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝ وَإِذْ تَأَذَّنَ

১৬৬। ফালাম্মা- 'আতাও 'আম্মা-নুহূ 'আন্‌হু ক্বুল্‌না-লাহুম কূনূ ক্বিরাদাতান খা-সিঈন। ১৬৭। ওয়া ইয্ তাআয্‌যানা
(১৬৬) অতঃপর যখন তারা সীমালংঘন করতে লাগল সে কাজে, যা তাদেরকে করতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন তাদেরকে বললাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও। (১৬৭) স্মরণ

رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ

রাব্বুকা লাইয়াব্'আছান্না 'আলাইহিম ইলা-ইয়াওমিল ক্বিয়া-মাতি মাই ইয়াসূমুহুম সূ—আল 'আযা-ব ;
কর, যখন আপনার প্রতিপালক জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন কাউকে শাসক হিসেবে পাঠাবেন, যে তাদেরকে জঘন্যতম শাস্তি দিতে থাকবে।

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي

ইন্না রাব্বাকা লাসারী'উল 'ইক্বা-ব, ওয়া ইন্নাহূ লাগাফূরুর্ রাহ্বীম। ১৬৮। ওয়া ক্বাত্ত্বা'না-হুম ফিল্
নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি দানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (১৬৮) আমি তাদেরকে পৃথিবীতে বিভিন্ন দলে

الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَاهُم

আরদ্বি উমামা-, মিন্‌হুমুস্ব স্বা-লিহূনা ওয়া মিন্‌হুম দূনা যা-লিকা ওয়া বালাওনা-হুম্
বিভক্ত করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কতক নেককার এবং কতক অন্য ধরনের এবং তাদেরকে আমি পরীক্ষা করি, ভাল অবস্থা

بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

বিল হ্বাসানা-তি ওয়াস্ সাইয়্যিআ-তি লা'আল্লাহুম ইয়ারজ্বি'উন। ১৬৯। ফাখালাফা মিম্ বা'দিহিম খাল্‌ফুওঁ
এবং খারাপ অবস্থা দিয়ে যাতে তারা ফিরে আসে। (১৬৯) অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল কিছু অযোগ্য লোক,

وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا

ওয়ারিছুল কিতা-বা ইয়া'খুযূনা 'আরাদ্বা হা-যাল্ আদ্‌না-ওয়া ইয়াক্বূলূনা সাইউগ্‌ফারু লানা-,
তাঁরা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়। তারা এ তুচ্ছ দুনিয়ার আসবাবপত্র গ্রহণ করে এবং বলে আমাদেরকে অচিরেই মা'ফ করা হবে।

وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ

ওয়া ইঁয়্যা'তিহিম 'আরাদুম্‌ মিছ্‌লুহূ ইয়া'খুযূহ ; আলাম ইউ'খায্‌ 'আলাইহিম্‌ মীছা-কুল কিতা-বি

যদি তাদের কাছে অনুরূপ তুচ্ছ আসবাবপত্র আসে, তারা তাও গ্রহণ করে। তাদের থেকে কি কিতাবে সে বিষয়ের অঙ্গীকার নেয়া হয়নি

اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ

আল্‌ লা-ইয়াকূলূ 'আলাল্লা-হি ইল্লাল হাক্কা ওয়া দারাসূ মা-ফীহ ; ওয়াদ্‌ দা-রুল আ-খিরাতু খাইরুল

যে, আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না? এবং তারা তাতে যা আছে তাও পাঠ করে। আখিরাতের আবাসই তাদের জন্য উত্তম যারা

لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا

লিল্‌লাযীনা ইয়াত্তাকূন ; আফালা- তা'ক্বিলূন। ১৭০। ওয়াল্‌লাযীনা ইউমাস্‌সিকূনা বিল্‌ কিতা-বি ওয়া আক্বা-মুস্ব

পরহেজগারী অবলম্বন করে। তোমরা কি বুঝনা? (১৭০) যারা কিতাবকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়িয়ে ধরে ও নামায প্রতিষ্ঠা করে,

الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝ وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ

স্বালা-হ ; ইন্না- লা-নুদ্বী'উ আজ্‌রাল্‌ মুস্বলিহীন। ১৭১। ওয়া ইয্‌ নাতাক্বনাল জ্বাবালা ফাওক্বাহুম

আমি এরূপ নেককারগণের প্রতিদান নষ্ট করব না। (১৭১) স্মরণ কর, যখন আমি পাহাড়কে তাদের উপর উঠিয়ে তুলে ধরলাম ঝুলন্ত তাঁবুর মত

كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْا اَنَّهٗ وَاقِعٌ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا

কাআন্নাহূ যুল্লাতুঁও ওয়া যান্নূ~আন্নাহূ ওয়া-ক্বি'উম্‌ বিহিম, খুযূ মা~আ-তাইনা-কুম্‌ বিকুওয়্যাতিঁও ওয়ায্‌কুরূ

এবং তারা ধারণা করেছিল যে, নিশ্চয়ই তা তাদের উপর পতিত হবে, আমি বললাম, আমি যে কিতাব তোমাদেরকে দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে

مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ

মা-ফিহি লা'আল্লাকুম তাত্তাকূন। ১৭২। ওয়া ইয্‌ আখাযা রাব্বুকা মিম্‌ বানী~আ-দামা মিন্‌ যুহূরিহিম

যা আছে তা স্মরণ রেখ, যাতে তোমরা সংযত হও। (১৭২) স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠ হতে তাদের বংশধরকে

ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۚ شَهِدْنَا ۚ

যুর্‌রিইয়্যাতাহুম ওয়া আশ্‌হাদাহুম 'আলা~আন্‌ফুসিহিম, আলাস্‌তু বিরাব্বিকুম ; ক্বা-লূ বালা- শাহিদ্‌না,

বের করেন এবং তাদের থেকে তার ব্যাপারে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা এর সাক্ষী রইলাম,

اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۝ اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ

আন্‌ তাকূলূ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ইন্না-কুন্না- 'আন্‌ হা-যা- গা-ফিলীন। ১৭৩। আও তাকূলূ~ইন্নামা~আশ্‌রাকা

যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন না বলে বস যে, আমরাতো এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলাম। (১৭৩) অথবা তোমরা যাতে না বল যে, শিরকতো পূর্বে

اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

আ-বা—উনা- মিন্‌ ক্বাব্‌লু ওয়া কুন্না- যুররিইয়্যাতাম্‌ মিম্‌ বা'দিহিম, আফাতুহ্‌লিকুনা-বিমা-ফা'আলাল্‌ মুব্‌ত্বিলূন।

আমাদের পিতৃ পুরুষরা করেছে, আমরাতো তাদেরই পরবর্তী বংশধর। তবে কি পথ ভ্রষ্টদের কর্মের জন্য আমাদের কি ধ্বংস করবেন?

২১ রুকু ১১

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ

১৭৪। ওয়া কাযা-লিকা নুফাস্বস্বিলুল আ-ইয়া-তি ওয়া লা'আল্লাহুম ইয়ারজ্বি'উন। ১৭৫। ওয়াত্‌লু 'আলাইহিম নাবাআল্লাযী~

(১৭৪) এভাবে আমি আয়াতকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি, যাতে তারা ফিরে আসে। (১৭৫) তাদেরকে আপনি সে ব্যক্তির অবস্থা পড়ে শুনান যাকে আমি আমার

اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝

আ-তাইনা-হু আ-ইয়া-তিনা- ফান্‌সালাখা মিন্‌হা-ফাআত্‌বা'আহুশ্‌ শাইত্বা-নু ফাকা-না মিনাল গা-ওয়ীন।

আয়াত দিয়ে ছিলাম, সে তা থেকে একেবারেই সরে পড়ল; অতঃপর শয়তান তার পিছু হল, সুতরাং সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ

১৭৬। ওয়ালাও শি'না- লারাফা'না-হু বিহা-ওয়ালা-কিন্নাহূ~আখ্‌লাদা ইলাল্‌ আর্‌দ্বি ওয়াত্তাবা'আ হাওয়া-হু, ফামাছালুহূ

(১৭৬) আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে এ আয়াতসমূহ দ্বারা তাকে অবশ্যই উচ্চমর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হলো এবং

كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ

কামাছালিল্‌ কাল্‌ব, ইন্‌ তাহ্মিল 'আলাইহি ইয়ালহাছ্‌ আও তাত্‌রুক্‌হু ইয়াল্‌হাছ্‌ ; যা-লিকা মাছালুল

নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে লাগল। তার দৃষ্টান্ত কুকুরের ন্যায়, যদি তুমি তাকে তাড়া কর তবে হাঁপিয়ে উঠে আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে।

الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

ক্বাওমিল্‌ লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা, ফাক্বস্বুস্বিল্‌ ক্বাস্বাস্বা লা'আল্লাহুম ইয়াতাফাক্কারূন।

এ দৃষ্টান্ত সেসব সম্প্রদায়ের যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, সুতরাং আপনি এ কাহিনীগুলো বর্ণনা করুন, যেন তারা চিন্তা করে।

سَآءَ مَثَلَاِ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝

১৭৭। সা—আ মাছালানিল্‌ ক্বাওমুল্‌ লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- ওয়া আন্‌ফুসাহুম কা-নূ ইয়াযলিমূন।

(১৭৭) সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত অতি জঘন্য যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছে এবং নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছে।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

১৭৮। মাইঁ ইয়াহ্‌দিল্লা-হু ফাহুওয়াল মুহ্‌তাদী, ওয়া মাইঁ ইয়ুদ্বলিল ফাউলা—ইকা হুমুল খা-সিরূন।

(১৭৮) আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন সে-ই পথ প্রাপ্ত হয় এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ

১৭৯। ওয়া লাক্বাদ্‌ যারা'না- লিজ্বাহান্নামা কাছীরাম্‌ মিনাল্‌ জ্বিন্নি ওয়াল্‌ ইন্‌সি লাহুম ক্বুলূবুল্‌ লা-ইয়াফ্‌ক্বাহূনা

(১৭৯) আর আমি বহু জ্বিন ও ইনসানকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা

০ টীকা (আঃ ১৭৫) ঃ এখানে বাল্‌'আম বা'উরের কিস্‌সা বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যক্তি কেন্‌আন দেশীয় জাব্বারীন কাওমের লোক। ইবরাহীম(আ)-এর উপর অবতারিত সহীফাসমূহের আলেম ছিল এবং ইসমে আ'যম জানত। হযরত মূসা (আ) জাব্বারীনদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে জাব্বারীনগণ বাল্‌'আমের নিকট গিয়ে বলল, আপনার দো'আ কবুল হয় বলে জানি। আপনি মূসা ও তার কাওমের জন্য বদ্‌দো'আ করুন। প্রথমে সে রাযী হল না; কিন্তু পরে তার স্ত্রীর প্ররোচনায় মুগ্ধ হয়ে, ঘুষ গ্রহণপূর্বক বদদো'আ করল। এতে আল্লাহ্‌ তাকে ইস্‌মে আ'যম ভুলিয়ে দিলেন এবং সে বেঈমান হয়ে গেল। (মুঃ কোঃ)

০ টীকা (আঃ ১৭৬) ঃ বল'আ'ম বা'উরের দৃষ্টান্তও সেই কুকুরের ন্যায় যাকে আক্রমণ করলেও জিভ বের করে এবং না করলেও জিভ বের করে। তদ্রূপ বাল্‌'আম বা'উরও কোন অবস্থাতেই অর্থ লোলুপতা ত্যাগ করত না। (মুঃ কোঃ)

بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط

বিহা-, ওয়া লাহুম আ'ইয়ুনুল্ লা-ইয়ুবৃস্বিরূনা বিহা- ওয়া লাহুম আ-যা-নুল্ লা-ইয়াস্মা'উনা বিহা-;
বুঝে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না, তাদের কর্ণ আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনেনা

اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾ وَلِلّٰهِ

উলা—ইকা কাল আন্'আ-মি বাল্ হুম আদ্বাল্ল ; উলা—ইকা হুমুল গা-ফিলূন। ১৮০। ওয়া লিল্লা-হিল
তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং ওদের চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট, তারাই উদাসীন। (১৮০) সুন্দর নামসমূহ আল্লাহর

الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ص وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ط

আস্মা—উল হুস্না- ফাদ্'উহূ বিহা-, ওয়া যারুল্লাযীনা ইউল্হিদূনা ফী~আস্মা—ইহ্ ;
জন্যই। সুতরাং সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক এবং তাদের বর্জন কর। যারা তাঁর নামসমূহ বিকৃত করে।

سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ

ছাইয়ুজ্যাওনা মা-কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৮১। ওয়া মিমমান্ খালাক্বনা~উম্মাতুই ইয়াহ্দূনা বিলহাক্বক্বি ওয়া বিহী
তার; তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল শীঘ্রই পাবে। (১৮১) আমার সৃষ্টির মধ্যে একদল এমনও আছে যারা সঠিকভাবে পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী বিচারও

يَعْدِلُوْنَ ﴿١٨١﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

২২
ع
১২
রুকূ

ইয়া'দিলূন। ১৮২। ওয়াল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- সানাস্তাদ্রিজুহুম্ মিন্ হাইছু লা-ইয়া'লামূন।
করে। (১৮২) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমি এমনভাবে আস্তে আস্তে টেনে নেই যে তারা খবরই রাখবে না।

وَاُمْلِيْ لَهُمْ ط اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿١٨٣﴾ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا سكتة مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ

১৮৩। ওয়া উম্লী লাহুম ইন্না কাইদী মাতীন। ১৮৪। আওয়া লাম ইয়াতাফাক্কারূ, মা-বিস্বা-হিবিহিম্ মিন্
(১৮৩) আর তাদেরকে আমি অবকাশ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই আমার কৌশল খুবই দৃঢ় (১৮৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের সাথী লোকটির কোন প্রকার মস্তিষ্ক

جِنَّةٍ ط اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨٤﴾ اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ

জ্বিন্নাহ ; ইন্ হুওয়া ইল্লা-নাযীরুম্ মুবীন। ১৮৫। আওয়া লাম ইয়ানযুরূ ফী মালাকুতিস্ সামা-ওয়া-তি
বিকৃতি ঘটেনি, তিনিতো শুধু একজন স্পষ্ট ভীতি প্রদর্শনকারী। (১৮৫) তারা কি চিন্তা করে দেখে না আসমান

وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ لا وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ

ওয়াল্ আরদ্বি ওয়ামা- খালাক্বাল্লা-হু মিন শাইয়িওঁ ওয়া আন্ 'আসা~আই ইয়াকূনা ক্বাদিক্বতারাবা
ও যমীনের কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুসমূহ সম্পর্কে আর এ সম্পর্কে যে, সম্ভবতঃ তাদের মৃত্যুর নির্ধারিত সময় অতি

اَجَلُهُمْ ج فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٥﴾ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ط

আজ্বালুহুম, ফাবিআইয়্যি হ্বাদীছিম্ বা'দাহূ ইউ'মিনূন। ১৮৬। মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফালা- হা-দিইয়া লাহ ;
সন্নিকটে। তবে কুরআনের পর তারা আর কোন কথায় বিশ্বাস করবে? (১৮৬) আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই

وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٨٦﴾ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ط

ওয়া ইয়াযারুহুম ফী তুগ্ইয়া-নিহিম ইয়া'মাহূন। ১৮৭। ইয়াস্আলূনাকা 'আনিস্ সা-'আতি আইয়্যা-না মুরসা-হা-;
আর আল্লাহ তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা অবস্থায় ছেড়ে দেন। (১৮৭) তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, তা কখন

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ج لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ؔ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ

কুল ইন্নামা- 'ইলমুহা- 'ইন্দা রাব্বী, লা-ইউজাল্লীহা- লিওয়াক্তিহা~ইল্লা-হুওয়; ছাকুলাত ফিস্ সামা-ওয়া-তি
সংঘটিত হবে? আপনি বলুন, এ সম্পর্কিত জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকের নিকটেই আছে। তিনিই তা যথাসময়ে প্রকাশ করবেন, যেটা হবে আকাশ

وَالْاَرْضِ ط لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ط يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ط قُلْ

ওয়াল আরদ্ব ; লা- তা'তীকুম ইল্লা- বাগ্তাহ ; ইয়াস্আলূনাকা কাআন্নাকা হাফিয়্যুন 'আন্হা-; কুল
ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। সেটি তোমাদের উপর অকস্মাৎ এসে যাবে, তারা আপনাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করে মনে হয় যেন আপনি এ ব্যাপারে

اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٧﴾ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ

ইন্নামা- 'ইলমুহা- 'ইন্দাল্লা-হি ওয়ালা-কিন্না আক্ছারান্ না-সি লা-ইয়া'লামূন। ১৮৮। কুল্ লা~আম্লিকু
অনুসন্ধান করে রেখেছেন। আপনি বলুন, এ সম্পর্কিত জ্ঞান শুধু আল্লাহরই কাছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (১৮৮) আপনি বলুন, আল্লাহর ইচ্ছা

لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ

লিনাফ্সী নাফ্'আওঁ ওয়ালা- দ্বার্রান ইল্লা-মা-শা—আল্লা-হ ; ওয়া লাও কুন্তু আ'লামুল গাইবা
ব্যতীত আমি আমার নিজের ভাল ও মন্দের উপর কোনই ক্ষমতা রাখি না। আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম তবে আমি

لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ صلے وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ج اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ

লাস্তাক্ছারতু মিনাল খাইর, ওয়ামা- মাস্সানিয়াস্ সূ—উ ইন্ আনা ইল্লা- নাযীরুওঁ ওয়া বাশীরুল্
অনেক কল্যাণই গ্রহণ করতাম এবং অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমিতো মু'মিনদের জন্য শুধু সতর্ককারী

لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا

২৩
ع
১৩
রুকূ

লিক্বাওমিই ইউ'মিনূন। ১৮৯। হুওয়াল্লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ নাফ্সিওঁ ওয়া-হ্বিদাতিওঁ ওয়া জা'আলা মিনহা-
এবং সুসংবাদদাতা। (১৮৯) তিনিই (আল্লাহ) তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তার সহধর্মিনী

زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ج فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ج

যাওজ্বাহা-লিইয়াস্কুনা ইলাইহা-, ফালাম্মা- তাগাশ্শা-হা-হ্বামালাত্ হ্বাম্লান্ খাফীফান্ ফামার্রাত বিহ,
সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে আরাম পায়। অতঃপর যখন সে তার সাথে সহবাস করল তখন সে হালকা ভাবে গর্ভবতী হল অতঃপর সে তা নিয়ে চলাফেরা

○ শানে নুযূল (আঃ ১৮৭) ঃ কুরাইশ সম্প্রদায়ের কিংবা ইহুদী সম্প্রদায়ের কাফিররা হুযুর (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামত কখন হবে? তদুত্তরে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ)

আয়াতটির মর্মার্থে বুঝা যায়, হুযূর (সা) কিয়ামতের বিস্তারিত বিবরণ জানতেন না। বোখারী এবং মুসলিমের হাদীস হতেও এটাই বুঝা যায়, 'একদিন হযরত জিবরাঈল (আ) বেদুইনবেশে হুযূর (সা) সমীপে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জানেন যে, কিয়ামত কখন হবে? হুযূর (স) উত্তর করলেন, 'এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞানী নয়?' (বঃ কোঃ)

فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ

ফালাম্মা~আছ্ক্বালাদ্ দা'আওয়াল্লা-হা রাব্বাহুমা- লাইন আ-তাইতানা- স্বা-লিহ্বাল্ লানাকূনান্না মিনাশ্

করতে লাগল। যখন সে ভারী হয়ে গেল, তখন উভয়েই তাদের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে দোয়া করল যে, যদি তুমি আমাদেরকে একটি সু-সন্তান দাও, তবে অবশ্যই

الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا ۚ

শা-কিরীন। ১৯০। ফালাম্মা~আ-তা-হুমা- স্বা-লিহ্বান জ্বা'আলা- লাহূ শুরাকা—আ ফীমা~আ-তা-হুমা,

আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। (১৯০) অতঃপর যখন উভয়কে আল্লাহ সু-সন্তান দান করলেন, তখন দানকৃত বিষয়ে তাঁর শরীক করে,

فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩٠﴾ اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝

ফাতা'আ-লাল্লা-হু 'আম্মা-ইউশ্রিকূন। ১৯১। আইউশ্রিকূনা মা- লা- ইয়াখ্লুক্বু শাইআওঁ ওয়া হুম ইউখ্লাক্বূন।

অথচ আল্লাহ তাদের শিরক হতে পবিত্র। (১৯১) তারা কি এমন কাউকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না? বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।

﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٢﴾ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ

১৯২। ওয়ালা-ইয়াস্তাত্বী'উনা লাহুম নাস্বরাওঁ ওয়ালা~আন্ফুসাহুম ইয়ান্স্বুরূন। ১৯৩। ওয়া ইন্ তাদ্'উহুম

(১৯২) আর তারা তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেদেরকেও কোন সাহায্য করতে পারে না। (১৯৩) যদি তোমরা তাদেরকে সত্য পথে

اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ۝

ইলাল্ হুদা- লা- ইয়াত্তাবি'উকুম ; সাওয়া—উন 'আলাইকুম আদা'আওতুমূহুম আম্ আন্তুম স্বা-মিতূন।

ডাক, তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তাদেরকে তোমরা ডাক অথবা নীরব থাক তোমাদের জন্য উভয় সমান।

﴿١٩٣﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا

১৯৪। ইন্নাল্লাযীনা তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি 'ইবা-দুন আম্ছা-লুকুম ফাদ্'উহুম ফাল্ইয়াস্তাজ্বীবূ

(১৯৪) আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক, তারাও তো তোমাদের মতই আল্লাহর বান্দা। তোমরা তাদেরকে ডাক, তোমাদের ডাকে

لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٩٤﴾ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ ؗ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ

লাকুম ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ১৯৫। আলাহুম আরজুলুই ইয়ামশূনা বিহা~আম্ লাহুম আইদিই

জওয়াব দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৯৫) তাদের কি পা আছে, যা দিয়ে তারা চলে? তাদের কি হাত আছে,

يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ ؗ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ؗ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ

ইয়াবত্বিশূনা বিহা~আম্ লাহুম আ'ইউনুই ইউব্স্বিরূনা বিহা~আম্ লাহুম আ-যা-নুই ইয়াস্মা'উনা

যা দিয়ে তারা ধরে? তাদের কি চোখ আছে, যা দিয়ে তারা দেখে? তাদের কি কান আছে, যা দিয়ে তারা শোনে?

০ টীকা (আঃ ১৯৩) ঃ অর্থাৎ তাদের কোন বিপদ উপস্থিত হলে যেমন– কেউ তাদেরকে ভাংতে আসলে তারা আত্মরক্ষা করতেও সক্ষম নয়। (বঃ কোঃ)
০ টীকা (আঃ ১৯৩) ঃ এমন অক্ষম, অপদার্থ, পরমুখাপেক্ষী পদার্থগুলি কেমন করে উপাসনার যোগ্য হতে পারে? (বঃ কোঃ)
০ শানে নুযূল (আঃ ১৯৫) ঃ এসমস্ত বস্তুর মধ্যে কোনটিই তাদের নেই, অথচ তোমাদের আছে। কাজেই তোমরা তাদের চেয়ে উত্তম। উত্তম হয়ে অধমের উপাসনা করা চরম বোকামি ছাড়া আর কি হতে পারে? প্রতিমা পূজার অসারতা প্রমাণিত হলে তারা হুযূর (সা)-কে ভয় প্রদর্শনপূর্বক বলতে লাগল, তুমি আমাদের দেবতাদের নিন্দা করতেছ, তারা অবশ্যই তোমার উপর কোন বিপদ আনয়ন করবে। এর প্রতিবাদে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ, বঃ কোঃ)

بِهَا ؕ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿١٩٥﴾ اِنَّ وَلِيِّۦَ اللّٰهُ

বিহা- ; ক্বুলিদ্'উ শুরাকা—আকুম ছুম্মা কীদূনি ফালা-তুন্যিরূন। ১৯৬। ইন্না ওয়ালিয়্যিইয়াল্লা-হুল

আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের সকল শরীকগণকে ডাক, অতঃপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে সুযোগ দিও না। (১৯৬) নিশ্চয়ই আমার রক্ষাকারী

الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩٦﴾ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ

লাযী নায্যালাল কিতা-বা ওয়া হুওয়া ইয়াতাওয়াল্লাস্ব স্বা-লিহ্বীন। ১৯৭। ওয়াল্লাযীনা তাদ্'উনা

আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই পুন্যবানদের রক্ষা করে থাকেন। (১৯৭) আর তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে

مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٧﴾ وَاِنْ

মিন্ দূনিহী লা- ইয়াস্তাত্বী'উনা নাস্বরাকুম ওয়ালা~আন্ফুসাহুম ইয়ানস্বুরূন। ১৯৮। ওয়াইন্

যাদেরকে ডাকতেছ, তারা তোমাদের কোনই সাহায্য করতে পারবেনা এবং তাদের নিজেদেরকেও নয়। (১৯৮) আর তাদেরকে

تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ؕ وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ

তাদ্'উহুম ইলাল্ হুদা- লা-ইয়াস্মা'উ; ওয়া তারা-হুম ইয়ান্যুরূনা ইলাইকা ওয়া হুম

যদি আপনি সত্য পথের দিকে ডাকেন, তারা শোনবে না এবং তাদেরকে আপনি দেখবেন যেন তারা আপনাকে দেখছে, অথচ তারা

لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٩٨﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ۝

লা-ইউব্স্বিরূন। ১৯৯। খুযিল্ 'আফ্ওয়া ওয়া'মুর বিল'উরফি ওয়া আ'রিদ্ব 'আনিল জ্বা-হিলীন।

কিছুই দেখে না। (১৯৯) ক্ষমাশীল হোন, নেক কাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদেরকে পরিহার করুন।

﴿١٩٩﴾ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

২০০। ওয়া ইম্মা- ইয়ান্যাগান্নাকা মিনাশ্ শাইত্বা-নি নায্গুন্ ফাস্তাইয্ বিল্লা-হ ; ইন্নাহূ সামী'উন্ 'আলীম।

(২০০) আর যদি আপনার মনে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয় তবে আল্লাহর কাছে পানা চান, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

﴿٢٠٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ

২০১। ইন্নাল্ লাযীনাত্ তাক্বাও ইযা- মাস্সাহুম ত্বা—ইফুম মিনাশ্ শাইত্বা-নি তাযাক্কারূ ফাইযা- হুম্

(২০১) যারা খোদাভীরুরা যখন শয়তানের থেকে কোন কুমন্ত্রণা অনুভব করে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তক্ষুণি তারা সচেতন

مُّبْصِرُوْنَ ﴿٢٠١﴾ وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾ وَاِذَا لَمْ

মুব্স্বিরূন। ২০২। ওয়া ইখ্ওয়া-নুহুম ইয়ামুদ্দূনাহুম ফিল্ গাইয়্যি ছুম্মা লা-ইউক্বস্বিরূন। ২০৩। ওয়া ইযা- লাম

হয়ে যায়। (২০২) শয়তানের ভাই তাদের সাথীদেরকে বিভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে তারা থেমে থাকে না। (২০৩) যখন আপনি কোন নিদর্শন

০ টীকা (আঃ ১৯৯) ঃ হুযূর (স) জিবরায়ীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, এই আয়াতটির হাক্বীকত কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্ বলেন, "যে ব্যক্তি তোমার সাথে বিচ্ছেদ অবলম্বন করে, তুমি তার সাথে মিলিত হও, আর যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর, আর যে উৎপীড়ন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। এটাই উচ্চ পর্যায়ের স্বভাব।" (মুঃ কোঃ) ০ টীকা (আঃ ২০১) ঃ অর্থাৎ, শয়তানের প্ররোচনায় তাঁদের অন্তরে ক্রোধ অথবা অন্য কোন রিপু উত্তেজিত হলে সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁরা খোদার স্মরণে মগ্ন হন। অর্থাৎ, আউযু ও অন্যান্য দো'আ পড়েন, ফলে অকস্মাৎ তাঁদের অন্তর-চক্ষু খুলে যায় এবং তাঁরা প্রকৃত অবস্থা দর্শন করতঃ সতর্ক হন, কাজেই শয়তানী প্ররোচন ব্যর্থ হয়ে যায়। (বঃ কোঃ)

تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ

তা'তিহিম্ বিআ-ইয়াতিন্ ক্বা-লূ লাওলাজ্‌ তাবাইতাহা-; কুল ইন্নামা~আত্তাবি'উ মা- ইউহ্বা~ইলাইয়্যা মির্ রাব্বী,

তাদের সামনে উপস্থিত না করেন, তখন তারা বলে, তুমি অমুক নিদর্শনটি কেন নিয়ে আসলে না? আপনি বলুন, আমি তো অনুসরণ করি শুধু তারই, যা আমার প্রতি

هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝٢٠٣ وَإِذَا قُرِئَ

হা-যা- বাস্বা—ইরু মির্ রাব্বিকুম ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহ্‌মাতুল লিক্বাওমিঁই ইউ'মিনূন। ২০৪। ওয়া ইযা- কুরিআল্

আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে নির্দেশ করা হয়। এ কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ, আর মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত। (২০৪) আর যখন

الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝٢٠٤ وَاذْكُرْ رَبَّكَ

কুরআ-নু ফাস্‌তামি'উ লাহূ ওয়া আন্‌স্বিতূ লা'আল্লাকুম তুরহ্বামূন। ২০৫। ওয়ায্‌কুর্ রাব্বাকা

কুরআন পাঠ করা হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন ও চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়। (২০৫) আর নিজ

فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ

ফী নাফ্‌সিকা তাদ্বাররু'আওঁ ওয়া খীফাতাওঁ ওয়া দূনাল্ জ্বাহ্‌রি মিনাল ক্বাওলি বিল্ গুদুওওয়ি

প্রতিপালককে স্মরণ কর নিজ মনে সবিনয় ও ভীত অবস্থায় অনুচ্চস্বরে, সকাল

وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝٢٠٥ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ

ওয়াল্ আ-স্বা-লি ওয়ালা- তাকুম্ মিনাল গা-ফিলীন। ২০৬। ইন্নাল্ লাযীনা 'ইন্দা রাব্বিকা

ও সন্ধ্যায়। আর উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (২০৬) নিশ্চয়ই যারা আপনার প্রতিপালকের

সিজদাহ

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۩ ۝

লা-ইয়াস্‌তাকবিরূনা 'আন 'ইবা-দাতিহী ওয়া ইউসাব্বিহূনাহূ ওয়া লাহূ ইয়াসজুদূন।

নিকট রয়েছে, তারা ইবাদাত সম্পর্কে অহংকার করে না এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তাঁকে সিজদা করে।

সূরা আন্‌ফা-ল মাদানী	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৭৫ রুকূ ঃ ১০

۝١ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ

১। ইয়াস্‌আলূনাকা 'আনিল্ আন্‌ফা-ল ; কুলিল্ আন্‌ফা-লু লিল্লা-হি ওয়ার্ রাসূল, ফাত্তাকুল্লা-হা

(১) আপনাকে গনীমতের মালের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। বলুন, গনীমতের মাল আল্লাহ ও রাসূলের। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর,

○ টীকা (আঃ ২০৩) ঃ পক্ষান্তরে শয়তানের অনুগত লোক খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করে না, শয়তানের অনিষ্টতা হতে রক্ষাও পায় না। মক্কার মুশরিকরাও এই শ্রেণীর লোকই বটে; তারাও কিছুতেই আল্লাহর দিকে ফিরবে না। কাজেই তাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হওয়া নিষ্ফল। (বঃ কোঃ)

○ শানে নুযূল (আঃ ২০৪) ঃ জনৈক আনছারী যুবক হুযূর (সা)-এর পিছে নামায পড়াকালে তাঁর পাঠ্যমান ক্বেরাত সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করত, এ সম্বন্ধে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ انفال ঃ نفل-এর বহুবচন। অর্থ- অতিরিক্ত; নফল, সে মাল ও আসবাবকে বলে যা কাফিরদের থেকে যুদ্ধের সময় হাতে আসে। যাকে গনীমতও বলা হয়। নফল (অতিরিক্ত) মাল এজন্য বলা হয় যে, এটি অতিরিক্ত হালাল করা হল।

وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

ওয়া আস্বলিহূ যা-তা বাইনিকুম, ওয়া আত্বী'উল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ~ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন.।

আর সংশোধন কর তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর যদি তোমরা মু'মিন হও।

۝٢ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ

২। ইন্নামাল মু'মিনূনাল্ লাযীনা ইযা- যুকিরাল্লা-হু ওয়াজ্বিলাত কুলূবুহুম ওয়া ইযা- তুলিয়াত

(২) নিশ্চয় মু'মিন তারাই, যখন তাদের সামনে আল্লাহর স্মরণ করা হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে যায় এবং যখন তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে

عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢ الَّذِينَ يُقِيمُونَ

'আলাইহিম আ-ইয়া-তুহূ যা-দাত্‌হুম ঈমা-নাওঁ ওয়া 'আলা- রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালূন। ৩। আল্‌লাযীনা ইউক্বীমূনাস্ব

শুনানো হয়, তখন তা তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে এবং তারা নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। (৩) তারা যথাযথ সালাত

الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝٣ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ

স্বালা-তা ওয়া মিম্মা- রাযাক্বনা-হুম ইউন্‌ফিকূন। ৪। উলা—ইকা হুমুল্ মু'মিনূনা হাক্বক্বা- ; লাহুম দারাজ্বা-তুন

প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদেরকে আমি যা কিছু দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। (৪) তারাই প্রকৃত ঈমানদার, তাদের জন্য তাদের

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝٤ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ

'ইন্দা রাব্বিহিম ওয়া মাগ্‌ফিরাতুওঁ ওয়া রিয্‌কুন কারীম। ৫। কামা~আখ্‌রাজ্বাকা রাব্বুকা মিম্ বাইতিকা বিলহ্বাক্কি,

প্রতিপালকের নিকট রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। (৫) যেরূপ, আপনার প্রতিপালক আপনাকে বের করেছিলেন নিজ গৃহ থেকে যথাযথভাবে

وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ۝٥ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا

ওয়া ইন্না ফারীক্বাম মিনাল মু'মিনীনা লাকা-রিহূন। ৬। ইউজ্বা-দিলূনাকা ফিল হ্বাক্কি বা'দা মা-

এবং মুসলমানদের একদল এটাকে অপছন্দ করেছিল। (৬) তারা আপনার সাথে তর্ক করতেছিল সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ হওয়ার পরেও,

تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝٦ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ

তাবাইয়্যানা কাআন্নামা- ইউসা-কূনা ইলাল্ মাওতি ওয়া হুম্ ইয়ান্‌যুরূন। ৭। ওয়া ইয্ ইয়া'ইদুকুমুল্লা-হু

মনে হয় যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হচ্ছে; আর তারা তা দেখতেছে। (৭) স্মরণ কর, যখন আল্লাহ ওয়াদা করেন

إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ

ইহ্‌দাত্ব ত্বা—ইফাতাইনি আন্নাহা- লাকুম ওয়া তাওয়াদ্দূনা আন্না গাইরা যা-তিশ্ শাওকাতি তাকূনু

দুটি দলের মধ্যে একটি দল সম্পর্কে যে, সেটি তোমাদের আয়ত্তে এসে যাবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যে, অস্ত্রহীন কাফেলাটি তোমাদের

○ টীকা (আঃ ৬) ঃ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কার কাফির বণিকদল দেশে ফিরতে ছিল। হুযূর (সা) ৩১৩ জন সাহাবী নিয়ে ওয়াদী-কোরাতে পৌছলেন। আবু সুফিয়ান এটা টের পেয়ে মক্কায় সাহায্য চেয়ে পাঠাল। আবু জাহাল ৯৫০ জন সৈন্য নিয়ে বদরে পৌছল, হুযূর (সা) সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাফেলা লুণ্ঠন করবে, না যুদ্ধ করবে? কেউ কেউ বলল, যুদ্ধের জন্য আমরা অপ্রস্তুত, কাফেলা লুণ্ঠন করাই ভাল। হুযূর (সা) নারায হলেন। প্রধান সাহাবীগণ যুদ্ধ করাই স্থির করলেন। অতঃপর হুযূর (সা) বদরের দিকে রওয়ানা হলেন। (মুঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৬) ঃ অর্থাৎ, হে মোহাম্মদ (সা)! জেহাদ ফরয বলে প্রকাশিত হওয়ার পর আপনার সঙ্গীরা জেহাদ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে মতভেদ করতেছিল। (মুঃ কোঃ)

لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِينَ ۝

লাকুম ওয়া ইউরীদুল্লা-হু আইঁ ইউহ্বিক্বক্বাল হ্বাক্বক্বা বিকালিমা-তিহী ওয়া ইয়াক্বত্বা'আ দা-বিরাল কা-ফিরীন।
আয়ত্তে আসুক অথচ আল্লাহর এ ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর নির্দেশ দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে এবং কাফিরদের ভিত্তি উৎপাটন করতে।

⑧ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ⑨ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ

৮। লিইউহ্বিক্বক্বাল হ্বাক্বক্বা ওয়া ইউব্‌ত্বিলাল বা-ত্বিলা ওয়ালাও কারিহাল মুজ্‌রিমূন। ৯। ইয্ তাস্‌তাগীছূনা
(৮) যাতে তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীরা এটা অপছন্দ করে। (৯) স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের

رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝

রাব্বাকুম ফাস্‌তাজা-বা লাকুম আন্নী মুমিদ্দুকুম্ বিআল্‌ফিম্ মিনাল মালা—ইকাতি মুরদিফীন।
প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করেছিলে, তিনি তোমাদের কথা শুনলেন, (বললেন) আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করব যারা পরপর আসবে।

⑩ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ

১০। ওয়ামা- জ্বা'আলাহুল্লা-হু ইল্লা-বুশ্‌রা- ওয়া লিতাত্বমাইন্না বিহী ক্বুলূবুকুম, ওয়া মান্ নাস্বরু ইল্লা-মিন্
(১০) আল্লাহ এরূপ করেন কেবল সু-সংবাদ দেয়ার জন্য এবং তোমাদের অন্তরে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য। সাহায্য তো একমাত্র

عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⑪ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ

১ ع ১৫ রুকু

'ইন্দিল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন হ্বাকীম। ১১। ইয্ ইউগাশ্‌শীকুমুন্ নু'আ-সা আমানাতাম্ মিনহু ওয়া ইউনায্‌যিলু
আল্লাহর থেকেই আসে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১১) স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন তাঁর পক্ষ থেকে আরাম দেয়ার

عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ

'আলাইকুম্ মিনাস্ সামা—ই মা—আল্ লিইউত্বাহ্‌হিরাকুম্ বিহী ওয়া ইউয্‌হিবা 'আনকুম রিযজ্বাশ্ শাইত্বা-নি
জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, তোমাদেরকে তার দ্বারা পবিত্র করার জন্য এবং তোমাদের থেকে শয়তানী কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য

وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ⑫ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى

ওয়া লিইয়ার্‌বিত্বা 'আলা-ক্বুলূবিকুম ওয়া ইউছাব্বিতা বিহিল আক্বদা-ম। ১২। ইয্ ইউহী রাব্বুকা ইলাল
ও তোমাদের অন্তর সুদৃঢ় রাখার জন্য এবং তোমাদের দৃঢ়পদ রাখার জন্য। (১২) স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক

الْمَلٰئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ

মালা—ইকাতি আন্নী মা'আকুম ফাছাব্বিতুল লাযীনা আ-মানূ ; সাউলক্বী ফী ক্বুলূবিল্‌লাযীনা
ফিরিশতাগণকে নির্দেশ প্রদান করেন, আমি তোমাদের সাথে আছি, তাই মুমিনদেরকে অবিচল রাখ। আমি শীঘ্রই সৃষ্টি করতেছি

○ টীকা (আঃ ১১) ঃ যুদ্ধের পূর্ব রাত্রিতে সাহাবীগণ আশঙ্কা করেছিলেন, আমাদের দিক বালুময় ভূমি, পা ডেবে যায়, এদিকে পানিও নেই। আল্লাহ্ সাহাবীদেরকে নিদ্রাচ্ছন্ন করে দিলেন। কতিপয় সাহাবীর স্বপ্নদোষ হল, তখনই বৃষ্টি বর্ষিত হল। সকলে পাক হওয়ার জন্য ও খাওয়ার জন্য পানি নিল। যমীনও শক্ত হল, পক্ষান্তরে কাফিরের দিক কর্দমাক্ত হয়ে গেল। (মুঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১২) ঃ অর্থাৎ, আপনার সাহায্যার্থে প্রেরিত ফেরেশতাদেরকে আমি বলেছিলাম, "আমি তোমাদের সঙ্গে আছি", তোমরা মুসলমানদেরকে সাহস দাও। ফলে তারা মানবাকারে ঘুরে ঘুরে বলত, তোমাদের জন্য খোশখবর, তোমাদের জয় হবে, আল্লাহ্ তোমাদের সহায়, তোমরা সাহসের সাথে যুদ্ধ কর, শত্রু তোমাদের তুলনায় খুবই কম, তোমাদের জয় সুনিশ্চিত। (মুঃ কোঃ)

كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝

কাফারুর্ রু'বা ফাদ্বরিবূ ফাওক্বাল আ'না-ক্বি ওয়াদ্বরিবূ মিন্‌হুম কুল্‌লা বানা-ন।
কাফিরদের অন্তরে ভীতি, সুতরাং তোমরা কাফিরদের গর্দানে আঘাত কর, আর আঘাত কর প্রত্যেকটি আঙ্গুলের অগ্রভাগে।

⑬ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ

১৩। যা-লিকা বিআন্নাহুম শা—ক্বক্বুল্লা-হা ওয়া রাসূলাহ, ওয়া মাইঁ ইউশা-ক্বিক্বিল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ফাইন্না
(১৩) এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে এবং যে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করে, নিশ্চয়

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑭ ذٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكٰفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ⑮ يٰأَيُّهَا

ল্লা-হা শাদীদুল 'ইক্বা-ব। ১৪। যা-লিকুম ফাযূক্বূহু ওয়া আন্না লিল্ কা-ফিরীনা 'আযা-বান্ না-র। ১৫। ইয়া~আইয়্যুহাল
আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রদানকারী। (১৪) সুতরাং এ শাস্তি উপভোগ কর এবং জেনে রেখ, কাফিরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি (নির্ধারিত)। (১৫) হে ঈমানদারগণ!

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ⑯ وَمَنْ

লাযীনা আ-মানূ~ইযা- লাক্বীতুমুল্‌লাযীনা কাফারূ যাহ্বফান্ ফালা-তুওয়াল্‌লূ হুমুল আদবা-র। ১৬। ওয়া মাইঁ
যখন তোমরা কাফিরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। (১৬) আর যে

يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ

ইউওয়াল্লিহিম ইয়াওমাইযিন্ দুবুরাহূ~ইল্লা- মুতাহ্বার্‌রিফাল্ লিক্বিতা-লিন আও মুতাহ্বাইয়্যিযান্ ইলা-ফিআতিন্ ফাক্বাদ্ বা—আ
সেদিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন অথবা স্বীয় দলে আশ্রয় নেয়া ব্যতীত, সে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হবে

بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑰ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلٰكِنَّ اللَّهَ

বিগাদ্বাবিম্ মিনাল্লা-হি ওয়া মা'ওয়া-হু জ্বাহান্নাম ; ওয়াবি'সাল মাস্বীর। ১৭। ফালাম তাক্বতুলূহুম ওয়ালা- কিন্নাল্লা-হা
এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম আর তা হচ্ছে কতইনা গন্তব্য। (১৭) তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহ তাদেরকে

قَتَلَهُمْ ۖ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللَّهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ

ক্বাতালাহুম, ওয়ামা- রামাইতা ইয্ রামাইতা ওয়ালা-কিন্নাল্লা-হা রামা-, ওয়ালি ইউব্‌লিয়াল্ মু'মিনীনা মিন্‌হু
হত্যা করেছেন আর যখন আপনি (বালু) নিক্ষেপ করেছিলেন তা আপনি নিক্ষেপ করেন নি, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন, যাতে তিনি মুমিনগণকে তাঁর

بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑱ ذٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِينَ ۝

বালা—আন্ হ্বাসানা- ; ইন্নাল্লা-হা সামী'উন্ 'আলীম। ১৮। যা-লিকুম ওয়া আন্নাল্লা-হা মূহিনু কাইদিল কা-ফিরীন।
থেকে উত্তম বিনিময় দান করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (১৮) এভাবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফিরদের ষড়যন্ত্র ধ্বংসকারী।

○ টীকা (আঃ ১৫) ঃ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নির্দেশ ছিল একজন মুসলমান দশ জন কাফিরের মুকাবেলা করবে। দশগুণের সম্মুখ হতে পলায়ন করা হারাম ছিল। বর্তমানে নির্দেশ এই যে, দ্বিগুণ কাফিরের মুকাবেলা হতে পলায়ন করা হারাম। (মুঃ কোঃ)

○ শানে নুযূল (আঃ ১৬) ঃ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া মাত্র কাফিররা এক সঙ্গে আক্রমণ করল, তখন হুযূর (সা) জিবরায়ীল (আ)-এর নির্দেশে এক মুষ্টি বালু কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করেন, কাফিরদের চোখে মুখে ঐ বালু পড়তেই তারা বেশামাল হয়ে পড়ল। যুদ্ধে কাফিরদের ৭০ ব্যক্তি নিহত ও ৭০ ব্যক্তি বন্দী হল। যুদ্ধশেষে মুসলমানরা পরস্পর মৃত ও মৃতের হত্যা সম্বন্ধে বলাবলি করতে লাগলে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ)

⑲ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَإِنْ

১৯। ইন্ তাস্তাফ্তিহূ ফাক্বাদ্ জা—আকুমুল ফাত্‌হু, ওয়া ইন্ তান্‌তাহূ ফাহুওয়া খাইরুল্ লাকুম, ওয়া ইন্
(১৯) যদি তোমরা ফয়সালা চাও; তবে ফয়সালা তোমাদের কাছে এসে গেছে। আর যদি তোমরা বিরত হও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর যদি

تَعُودُوا نَعُدْ ۖ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ

তা'উদূ না'উদ্, ওয়া লান্ তুগ্‌নিয়া 'আন্‌কুম ফিআতুকুম শাইআওঁ ওয়ালাও কাছুরাত ওয়া আন্নাল্লা-হা মা'আল্
তোমরা পুনরায় তাই কর, তবে আমিও পুনরায় করব। আর তোমাদের দল তোমাদের কোনই কাজে আসবে না যদিও তা সংখ্যায় অধিক হয় এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ

الْمُؤْمِنِينَ ⑳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ

মু'মিনীন। ২০। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~আত্বী'উল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ওয়ালা-তাওয়াল্লাও 'আন্‌হু ওয়া আন্তুম
মুমিনগণের সাথে আছেন। (২০) হে ঈমানদারগণ! অনুসরণ কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং তাদের থেকে মুখ ফিরে থেক না, অথচ

২ ع ১৬ রুকূ

تَسْمَعُونَ ㉑ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ㉒ إِنَّ

তাস্‌মা'উন। ২১। ওয়ালা-তাকূনূ কাল্লাযীনা ক্বা-লূ সামি'না- ওয়া হুম লা-ইয়াস্‌মা'উন। ২২। ইন্না
তোমরা শ্রবণ করছ। (২১) তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বলে; "আমরা শুনেছি" অথচ তারা শোনেনা। (২২) নিশ্চয়

شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ㉓ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ

শার্‌রাদ্ দাওয়া—ব্বি 'ইন্দাল্লা-হিস্ব স্বুম্মুল বুকমুল্ লাযীনা লা-ইয়া'ক্বিলূন। ২৩। ওয়া লাও 'আলিমাল্লা-হু
আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব তারা, যারা (দ্বীনের ব্যাপারে) বধির, বোবা এবং যারা কিছুই বুঝে না। (২৩) যদি আল্লাহ তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ দেখতেন,

فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ㉔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ফীহিম খাইরাল্ লাআস্‌মা'আহুম ; ওয়া লাও আস্‌মা'আহুম লাতাওয়াল্লাও ওয়াহুম্ মু'রিদ্বূন। ২৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা
তবে তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন। যদি তাদেরকে তিনি শোনাতেনও, তবে তারা উপেক্ষা করে ফিরে যেত। (২৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা

آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

আ-মানুস্ তাজ্বীবূ লিল্লা-হি ওয়া লির্‌রাসূলি ইযা- দা'আ-কুম লিমা-ইউহ্য়ীকুম, ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা
আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন রাসূল তোমাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি ডাকে যা তোমাদের জীবন সঞ্চারক। আর তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ

يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ㉕ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ

ইয়াহ্বূলু বাইনাল্ মার্‌ই ওয়া ক্বাল্‌বিহী ওয়া আন্নাহূ~ইলাইহি তুহ্শারূন। ২৫। ওয়াত্তাকু ফিত্‌নাতাল লা-তুস্বীবান্নাল্
মানুষ এবং তার আত্মার মাঝখানে আড়াল হয়ে থাকেন এবং তাঁর নিকটই সকলকে একত্রিত হতে হবে। (২৫) তোমরা এমন বিপদ থেকে বেঁচে থাক যা শুধু

○ শানে নুযূল (আঃ ১৯) ঃ যুদ্ধে যাত্রাকালে আবু জাহাল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কাবাঘরে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল, হে খোদা! সত্যকে জয়ী এবং অসত্যকে পরাজিত করো। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৫) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুম পালনে বিলম্ব করোনা। হয়ত একটু পরে মনের এই অবস্থা থাকবে না। মনের উপর মানুষের কোন হাত নেই, সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তিনি এটাকে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাতে পারেন। অবশ্য প্রথমেই তিনি ফিরান না, কিংবা মনের উপর মোহর মারেন না, তবে মানুষ আল্লাহর আদেশ পালনে শিথিলতা করতে থাকলে উহার প্রতিফলস্বরূপ তিনি মনকে বিপথের দিকে ফিরান এবং নাফরমানীতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তখন মোহরই তিনি মেরে দেন। (মুঃ কোঃ)

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ㉖ وَاذْكُرُوا

লাযীনা যালামূ মিন্‌কুম খা—স্বস্বাহ, ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা শাদীদুল 'ইক্বা-ব্। ২৬। ওয়ায্‌কুরূ~
তাদের উপরই পতিত হবে না, যারা তোমাদের মধ্যে অত্যাচারী। জেনে রাখ, আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা। (২৬) আর স্মরণ কর।

إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ

ইয্ আন্‌তুম ক্বালীলুম্ মুস্‌তাদ্ব'আফূনা ফিল্ আর্‌দ্বি তাখা-ফূনা আঁই ইয়াতাখাত্ত্বাফাকুমুন্ না-সু
যখন পৃথিবীতে তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, তোমাদেরকে দুর্বল হিসেবে গণনা করা হতো, তোমরা এ ভয় করতে যে, তোমাদেরকে লোকেরা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

ফাআ-ওয়া-কুম ওয়া অইয়্যাদাকুম্ বিনাস্বরিহী ওয়া রাযাক্বাকুম্ মিনাত্ব ত্বাইয়্যিবা-তি লা'আল্লাকুম তাশ্‌কুরূন।
অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয় দেন এবং নিজ সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম খাদ্য দান করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

㉗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ

২৭। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাখূনুল্লা-হা ওয়ার্ রাসূলা ওয়া তাখূনূ~আমা-না-তিকুম
(২৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ㉘ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ

ওয়া আন্তুম তা'লামূন। ২৮। ওয়া'লামূ~আন্নামা~আম্‌ওয়া-লুকুম ওয়া আওলা-দুকুম ফিত্‌নাতুওঁ ওয়া আন্নাল্লা-হা
আমানতেরও খেয়ানত করোনা। (২৮) জেনে রাখ যে, তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।

৩ ع ১৭ রুকূ

عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ㉙ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ

'ইন্দাহূ~আজ্‌রুন 'আযীম। ২৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইন্ তাত্তাকুল্লা-হা ইয়াজ্'আল্ লাকুম
মূলতঃ আল্লাহর নিকটে রয়েছে মহা প্রতিদান। (২৯) হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে

فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

ফুরক্বা-নাওঁ ওয়া ইউকাফ্‌ফির 'আন্‌কুম সাইয়্যিআ-তিকুম ওয়া ইয়াগ্‌ফির লাকুম ; ওয়াল্লা-হু যুল্ ফাদ্বলিল্ 'আযীম।
ফয়সালার শক্তি দান করবেন এবং তোমাদের গুনাহ দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ মহা করুণাময়।

㉚ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ

৩০। ওয়া ইয্ ইয়াম্‌কুরু বিকাল্ লাযীনা কাফারূ লিইউছ্‌বিতূকা আও ইয়াক্বতুলূকা আও ইউখ্‌রিজূক ;
(৩০) স্মরণ করুন, যখন কাফিরেরা আপনার ব্যাপারে চক্রান্ত করে যে, আপনাকে বন্দী করবে অথবা আপনাকে হত্যা করবে অথবা আপনাকে নির্বাসিত করবে,

○ শানে নুযূল (আঃ ২৭) ঃ কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারের খবর বাইরে প্রকাশ করত। মুনাফেকরা জানতে পেরে কাফিরদেরকে সাবধান করে দিত। এসম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩০) ঃ والله خير الماكرين ঃ (আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশলী) মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তনুযায়ী একদল যুবক রাসূলুল্লাহর (স) ঘরের বাইরে তাঁকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করছিল। আল্লাহ তায়ালা তা রাসূলকে জানিয়ে দিলেন। তিনি এক মুঠো বালি নিক্ষেপ করতঃ ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। যুবকরা রাসূল (সা)-কে মোটেই দেখতে পেল না। শেষ পর্যন্ত তিনি "সাওর" পাহাড়ে পৌঁছলেন। কাফিরদের মোকাবিলায় এটা ছিল আল্লাহর কৌশল। এর চেয়ে উত্তম কৌশলী আর কে হতে পারে?

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا

ওয়া ইয়াম্‌কুরূনা ওয়া ইয়াম্‌কুরুল্লা-হ ; ওয়াল্লা-হু খাইরুল মা-কিরীন। ৩১। ওয়া ইযা- তুত্‌লা- 'আলাইহিম আ-ইয়া-তুনা-
তারা চক্রান্ত করে আর আল্লাহও কৌশল করেন এবং আল্লাহই সর্বোত্তম কৌশলী। (৩১) যখন তাদের সামনে আমার আয়াত পাঠ করা হয়,

قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا ۙ إِنْ هٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾

ক্বা-লূ ক্বাদ সামি'না- লাও নাশা—উ লাক্বুল্‌না- মিছ্‌লা হা-যা~ইন্ হা-যা~ইল্লা~আসা-ত্বীরুল আওওয়ালীন।
তখন তারা বলে, "নিশ্চয়ই আমরা শুনেছি" যদি আমরা ইচ্ছা করি তবে অনুরূপ আমরাও বলতে পারি। এটাতো শুধু পূর্ববর্তীদের ভিত্তিহীন কাহিনী।

وَإِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً

৩২। ওয়া ইয্ ক্বা-লুল্লা-হুম্মা ইন্ কা-না হা-যা- হুওয়াল হ্বাক্বক্বা মিন্ 'ইন্দিকা ফাআম্‌ত্বির 'আলাইনা- হ্বিজ্বারাতাম্
(৩২) আর যখন তারা বলল, হে আল্লাহ! যদি এগুলো তোমার তরফ থেকে সত্য দ্বীন হয়, তবে আমাদের উপর বর্ষণ কর,

مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ

মিনাস্ সামা—ই আওয়ি'তিনা- বি'আযা-বিন আলীম। ৩৩। ওয়ামা- কা-নাল্লা-হু লিইউ'আয্‌যিবাহুম ওয়া আন্তা ফীহিম ;
আসমান থেকে পাথর অথবা আমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দাও। (৩৩) আল্লাহ এরূপ নন যে, তাদেরকে শাস্তি দিবেন এমনাবস্থায় যে আপনি তাদের মধ্যে বর্তমান

وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ

ওয়ামা-কা-নাল্লা-হু মু'আয্‌যিবাহুম ওয়া হুম ইয়াস্তাগ্‌ফিরূন। ৩৪। ওয়ামা-লাহুম আল্লা-ইউ'আয্‌যিবাহুমুল্লা-হু
এবং আল্লাহ এরূপও নন যে, তাদেরকে শাস্তি দিবেন এমতাবস্থায় যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে (৩৪) তাদের কি দাবী আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না?

وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ

ওয়া হুম ইয়াস্বুদ্দূনা 'আনিল্ মাস্‌জ্বিদিল হ্বারা-মি ওয়ামা- কা-নূ~আওলিয়া—আহ ; ইন্ আওলিয়া—উহূ~
অথচ তারা মসজিদে হারামে যেতে লোকদেরকে বিরত রাখে, কিন্তু তারা এর যিম্মাদার নয়, শুধু পরহেজগারগণই

إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

ইল্লাল্ মুত্তাক্বূনা ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারাহুম লা-ইয়া'লামূন। ৩৫। ওয়ামা- কা-না স্বালা-তুহুম 'ইন্দাল বাইতি
এর যিম্মাদার। কিন্তু তাদের অধিকাংশরাই তা জানে না। (৩৫) কা'বা ঘরের নিকট তাদের সালাত ছিল শুধু শিস দেয়া,

إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ

ইল্লা- মুকা—আওঁ ওয়া তাস্বদিইয়াহ ; ফাযূক্বুল 'আযা-বা বিমা- কুন্তুম তাক্‌ফুরূন। ৩৬। ইন্নাল্ লাযীনা
আর কর তালি দেয়া। সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, তোমাদের কুফরীর কারণে। (৩৬) নিশ্চয় যারা

○ শানে নুযূল (আঃ ৩১) ঃ নাযার ইবনে হারেস বাণিজ্য করবার জন্য পারস্য দেশে গিয়েছিল। তথা হতে রুস্তম ও ইস্কেন্দিয়ারের কিস্‌সার বই খরিদ করে এনে আরবী ভাষায় অনুবাদ করল এবং বলল যে, এই কিস্‌সাটি মোহাম্মদ (সা) কর্তৃক বর্ণিত কিস্‌সাসমূহ হতে অধিক মধুর। এ সম্বন্ধে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ হযরত আলী (রা) বলেছেন, দুনিয়াতে আল্লাহর আযাব নাযিল হওয়ার প্রতিবন্ধক ছিল দু'টি। (১) রাসূলুল্লাহর অস্তিত্ব (২) এস্তেগফার, শেষটি মাত্র এখনো আছে। (মুঃ কোঃ) ○ শানে নুযূল (আঃ ৩৬) ঃ বদরের যুদ্ধে যোগদানের জন্য কাফিররা মক্কা হতে বাহির হলে বারজন নেতৃস্থানীয় কাফির, সৈন্যদলের খাদ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করল। তারা প্রত্যেকে নিজের নির্দিষ্ট দিনে দশটি উট যবেহ্ করে সেনাদলকে খাওয়াত। তৎসম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ)

كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ

কাফারূ ইউন্‌ফিক্বূনা আমওয়া-লাহুম লিয়াস্বুদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হ ; ফাসাইয়ুন্‌ফিক্বূনাহা- ছুম্মা
কাফির তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর রাস্তা থেকে (লোকদেরকে) বিরত রাখার জন্য। তারা আরও সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে, অতঃপর

تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

তাকূনু 'আলাইহিম হ্বাস্‌রাতান ছুম্মা ইউগ্‌লাবূন ; ওয়াল্‌লাযীনা কাফারূ~ইলা- জ্বাহান্নামা ইউহ্‌শারূন।
তা তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। অতঃপর তারা পরাজিত হবে। আর যারা কাফির, তাদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে।

لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ

৩৭। লিয়ামীযাল্লা-হুল খাবীছা মিনাত্ব ত্বাইয়্যিবি ওয়া ইয়াজ্ব'আলাল্ খাবীছা বা'দ্বাহূ 'আলা- বা'দ্বিন্
(৩৭) যাতে আল্লাহ নিকৃষ্টকে ভাল থেকে আলাদা করেন এবং নিকৃষ্টদেরকে একে অপরের সাথে মিলিয়ে দেন।

فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٧﴾ قُلْ

ফাইয়ার্‌কুমাহূ জ্বামী'আন্ ফাইয়াজ্ব'আলাহূ ফী জ্বাহান্নাম ; উলা—ইকা হুমুল খা-সিরূন। ৩৮। ক্বুল্
অতঃপর তাদের সকলকে জড়ো করে জাহান্নামে ফেলে দেন। আর এরাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৩৮) আপনি বলুন,

لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا

লিল্ লাযীনা কাফারূ ইঁইয়ান্‌তাহূ ইউগ্‌ফার্ লাহুম্ মা-ক্বাদ্ সালাফ, ওয়া ইঁয় ইয়া'উদ্
কাফিরদেরকে যদি তারা (কুফরী থেকে) বিরত থাকে, তবে তাদের পূর্বের সকল কিছু ক্ষমা করা হবে। কিন্তু তারা যদি (কুফরী কাজে)

فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

ফাক্বাদ্ মাদ্বাত্ সুন্নাতুল্ আওওয়ালীন। ৩৯। ওয়া ক্বা-তিলূহুম হ্বাত্তা-লা- তাকূনা ফিত্‌নাতুঁও
পুনরাবৃত্তি করে, তবে পূর্ববর্তীগণের রীতি তো নির্ধারিত আছে। (৩৯) এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না ফিতনা

وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

ওয়া ইয়াকূনাদ্‌দীনু কুল্‌লুহূ লিল্লা-হ, ফাইনিন্‌তাহাও ফাইন্নাল্লা-হা বিমা- ইয়া'মালূনা বাস্বীর।
বিদূরীত হয় এবং সর্বত্র আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয়, আর যদি তারা বিরত থাকে তবে নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে আল্লাহ তার সর্বদ্রষ্টা।

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾

৪০। ওয়া ইন্ তাওয়াল্লাও ফা'লামূ~আন্নাল্লা-হা মাওলা-কুম ; নি'মাল্ মাওলা- ওয়া নি'মান নাস্বীর।
(৪০) আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনি অতি উত্তম বন্ধু এবং অতি উত্তম সাহায্যকারী।

○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছে এবং আখেরাতে তারা আযাব ভোগ করবে। তোমাদের বেলায়ও সেই নিয়মই চলবে। বস্তুতঃ আরবের কাফিরদের বেলায় দুনিয়ার শাস্তি শুধু হত্যা, অন্য কোন বিধান নেই। কিন্তু বহিরাগত কাফিরদের বেলায় 'যিম্মী' বানিয়ে রাখারও বিধান আছে। যিম্মীরূপে জীবন-যাপন করাও জাতীয় স্বাধীন সত্তার পক্ষে ধ্বংস প্রাপ্তিই বটে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৩৯) ঃ আজন্ম কাফির এবং মুরতাদ উভয়েরই এই ওয়াদা। এই ওয়াদা কেবল খোদার হক সম্বন্ধেই করা হয়েছে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৯) ঃ فتنة ফিতনা দ্বারা শিরক বুঝানো হয়েছে।

পারা ১০

﴿٤١﴾ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي

৪১। ওয়া'লামূ~আন্নামা- গানিম্তুম্ মিন্ শাইয়িন্ ফাআন্না লিল্লা-হি খুমুসাহূ ওয়া লির্রাসূলি ওয়া লিযিল্

(৪১) আর জেনে রাখো যে, তোমরা যা কিছু গনিমত হিসেবে (কাফির থেকে) অর্জন করবে, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য, আল্লাহর রাসূলের জন্য, তাঁর

الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ

ক্বুর্বা- ওয়াল্ ইয়াতা-মা- ওয়াল্ মাসা-কীনি ওয়াব্নিস্ সাবীলি, ইন্ কুন্তুম্ আ-মান্তুম্ বিল্লা-হি

আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতীমদের জন্য, দরিদ্রদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য, যদি তোমরা বিশ্বাস রাখ আল্লাহর প্রতি এবং সে বিষয়ের প্রতি যা আমি

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ

ওয়ামা~আনযাল্না- 'আলা- 'আব্দিনা- ইয়াওমাল্ ফুর্ক্বা-নি ইয়াওমাল্ তাক্বাল্ জাম্'আ-ন ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি

অবতীর্ণ করেছিলাম আমার বান্দার প্রতি (হক ও বাতিলের) পার্থক্যকরণের দিনে, যেদিন দুটি দল (মুসলমান ও কাফির) পরস্পর মিলিত হয়েছিল এবং আল্লাহই

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٢﴾ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ

শাইয়িন্ ক্বাদীর। ৪২। ইয্ আন্তুম্ বিল্ 'উদ্ওয়াতিদ্ দুন্ইয়া- ওয়া হুম্ বিল'উদ্ওয়াতিল্ কুস্ওয়া- ওয়ার্রাক্বু

সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (৪২) স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তারা ছিল দূর প্রান্তে এবং কাফেলা ছিল

اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ

আসফালা মিন্কুম্; ওয়া লাও তাওয়া-'আদ্তুম্ লাখ্তালাফ্তুম্ ফিল্ মী'আ-দি ওয়ালা-কিল্ লিইয়াক্ব্দ্বিয়া

তোমাদের থেকে নিম্নাঞ্চলে। আর যদি তোমরা পারস্পরিক ওয়াদাবদ্ধ হতে (যুদ্ধ সম্পর্কে) তবে অবশ্যই তোমাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হত।

اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ

ল্লা-হু আমরান্ কা-না মাফ'উ-লাল লিইয়াহ্লিকা মান্ হালাকা 'আম্ বাইয়্যিনাতিওঁ ওয়া ইয়াহ্ইয়া- মান্ হাইয়্যা 'আম্

কিন্তু আল্লাহ সম্পন্ন করতে চান যে কাজটি ঘটার ছিল, অর্থাৎ যে ধ্বংস হবে সে যেন ধ্বংস হয় প্রমাণ ভিত্তিক এবং যে বেঁচে থাকবে সে যেন বেঁচে থাকে প্রমাণ ভিত্তিক।

بَيِّنَةٍ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٤٣﴾ اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا وَلَوْ

বায়্যিনাতিন্; ওয়া ইন্নাল্লা-হা লাসামী'উন্ 'আলীম। ৪৩। ইয্ ইয়ুরীকা হুমু ল্লা-হু ফী-মানা-মিকা ক্বালীলা; ওয়া লাও

নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (৪৩) স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে তাদের সংখ্যা অল্প দেখিয়েছিলেন, যদি তাদের সংখ্যা আপনাকে বেশী দেখাতেন

اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ اِنَّهٗ

আরা- কাহুম্ কাছীরাল্ লাফাশিল্তুম্ ওয়ালাতানা- যা'তুম্ ফিল্ আম্রি ওয়া লা-কিন্নাল্লা-হা সাল্লাম; ইন্নাহূ

তবে অবশ্যই আপনি হতোদ্যম হয়ে পড়তেন এবং তোমরা অবশ্যই পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করতে কর্ম নির্ধারণ ব্যাপারে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন, নিশ্চয়ই

০ টীকা (আঃ ৪১) ঃ ...... فان لله خمسه و (আল্লাহর জন্য পঞ্চমাংশ এবং) এখানে আল্লাহর নাম বরকতের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া মূলতঃ সব কিছুরই আসল মালিক তিনি। বস্তুতঃ গনীমতের মাল পাঁচ ভাগ করে চার ভাগ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদগণের জন্য এবং বাকী এক অংশে (خمس) পুনরায় পাঁচ ভাগ করে এক ভাগ রাসূলের (স), এক ভাগ তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, এক ভাগ ইয়াতীমদের, এক ভাগ মিসকীনদের, আর এক ভাগ মুসাফিরদের জন্য। রাসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পরে এখন তাঁর অংশ মুসলমানদের কল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় হবে অথবা তখনকার ইমাম প্রাপ্ত হবেন অথবা বাকী চার অংশের মধ্যে মিলিয়ে দেয়া হবে। (তাঃ কাদেরী)

عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٤٤﴾ وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا

'আলীমুম্ বিযা-তিস স্বুদূর। ৪৪। ওয়া ইয্ ইয়ুরীকুমূ হুম্ ইযিল্ তাক্বাইতুম্ ফী~আ'ইয়ুনিকুম্ ক্বালীলাওঁ

তিনি অন্তর্যামী। (৪৪) আর যখন তোমরা দু'দল পরস্পর মিলিত হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে দেখিয়েছিলেন তোমাদের দৃষ্টিতে অল্প সংখ্যক করে

وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا وَاِلَى اللّٰهِ

ওয়া ইয়ুক্বাল্লিলুকুম্ ফী~আ'ইয়ুনিহিম্ লিইয়াক্ব্দ্বিয়াল্লা-হু আম্রান্ কা-না মাফ'উলা-; ওয়া ইলাল্লা-হি

এবং তাদের দৃষ্টিতে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলেন স্বল্প সংখ্যক করে, যাতে আল্লাহ সম্পন্ন করতে পারেন যা ঘটার ছিল এবং আল্লাহর দিকেই

রুকূ ৫

تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٤٥﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ

তুর্জা'উল্ উমূর। ৪৫। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইযা- লাক্বীতুম্ ফিআতান্ ফাছবুতূ ওয়াযকুরুল্লা-হা

প্রত্যাবর্তিত হয় সকল ব্যাপার। (৪৫) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন (শত্রু) দলের সাথে (যুদ্ধের ময়দানে) মুখোমুখি হবে তখন তোমরা অবিচল থাকবে এবং অধিক

كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا

কাছীরাল লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্। ৪৬। ওয়া আত্বী'উল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ওয়ালা- তানা-যা'উ- ফাতাফ্শালূ

পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করবে। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে। (৪৬) আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং তোমরা পরস্পর ঝগড়া করবে না।

وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا

ওয়া তায্হাবা রীহুকুম্ ওয়াস্ববিরূ, ইন্নাল্লা-হা মা'আসস্বা-বিরীন। ৪৭। ওয়ালা- তাকূনূ

অন্যথায় তোমরা শক্তিহীন হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি চলে যাবে এবং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (৪৭) তোমরা তাদের

كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ

কাল্লাযীনা খরাজূ মিন্ দিয়া-রিহিম্ বাত্বারাওঁ ওয়া রিআ—আন্না-সি ওয়া ইয়াস্বুদ্দূনা 'আন্ সাবীলি

মত হয়োনা, যারা তাদের ঘর হতে বের হয়েছিল অহংকারী অবস্থায় ও লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করেছিল।

اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٨﴾ وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ

ল্লা-হি, ওয়াল্লা-হু বিমা- ই'য়ামালূনা মুহীত্ব। ৪৮। ওয়া ইয্ যাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বা-নু আ'মা-লাহুম্

আল্লাহ তাদের কার্যসমূহ বেষ্টন করে আছেন। (৪৮) যখন শয়তান শোভনীয় করে তুলল, (তাদের সামনে) তাদের আমলগুলো

وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ

ওয়া ক্বা-লা লা-গা-লিবা লাকুমুল্ ইয়াওমা মিনান্ না-সি ওয়া ইন্নী জ্বা-রুল্লাকুম্, ফালাম্মা- তারা—আতিল্

এবং বলল, লোকদের মধ্য হতে কেউই আজ তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে না এবং আমি তোমাদের সাহায্যকারী। অতঃপর যখন দু'দল পরস্পর

الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ

ফিআতা-নি নাকাস্বা'আলা- 'আক্বিবাইহি ওয়া ক্বা-লা ইন্নী বারী—উম্ মিন্কুম্ ইন্নী~আরা- মা- লা- তারাওনা

মুখোমুখি হল, তখন সে পিছপা হয়ে সরে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম, নিশ্চয়ই আমি যা দেখছি

إِنِّيٓ أَخَافُ اللّٰهَ ۚ وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٩﴾ إِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالَّذِينَ

ইন্নী~আখা-ফুল্লা-হা; ওয়াল্লা-হু শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব্। ৪৯। ইয্ ইয়াক্বূলুল্ মুনা-ফিক্বূনা ওয়াল্লাযীনা

তা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি, আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা। (৪৯) আর যখন মুনাফিক ও যাদের

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ

ফী ক্বুলূবিহিম্ মারাদ্বুন গার্‌রা হা~উলা—য়ি দীনুহুম্; ওয়া মাঁই ইয়াতাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হি ফাইন্নাল্লা-হা

অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা বলল, "এদেরকে তাদের ধর্ম ধোকায় ফেলেছে।" যে কেউই আল্লাহর উপর ভরসা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ تَرٰىٓ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ

'আযীযুন্ হ্বাকীম্। ৫০। ওয়া লাও তারা~ইয্ ইয়াতাওয়াফ্যাল্লাযীনা কাফারুল্ মালা—য়িকাতু ইয়াদ্বরিবূনা

শক্তিশালী ও বিজ্ঞ। (৫০) আর যদি আপনি দেখতেন, যখন ফিরিশতাগণ কাফিরদের জান কবয করে (এমন অবস্থায় যে) তাদের

وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥١﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ

উজুহাহুম্ ওয়া আদবা-রাহুম্, ওয়া যূক্বূ 'আযা-বাল্ হ্বারীক্ব্। ৫১। যা-লিকা বিমা- ক্বাদ্দামাত্

মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠ দেশে আঘাত করে (এবং বলে) জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি উপভোগ কর। (৫১) এ শাস্তি তোমাদের সে সব কর্মের জন্য

أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥٢﴾ كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ

আইদীকুম্ ওয়া আন্নাল্লা-হা লাইসা বিযাল্লা-মিল লিল্'আবীদ। ৫২। কাদা'বি আ-লি ফির্'আওনা ওয়াল্লাযীনা

যা তোমাদের হাত দ্বারা পূর্বে করেছ এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ জুলুমকারী নন তাঁর বান্দাদের উপর। (৫২) ফেরাউনের গোত্রীয় লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তীগণের

مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ

মিন্ ক্বাব্লিহিম্; কাফারূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ফাআখাযাহুমু ল্লা-হু বিযুনূবিহিম, ইন্নাল্লা-হা ক্বাবিয়্যুন

অভ্যাসের ন্যায় তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেন তাদের গুনাহের কারণে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٣﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ

শাদীদুল 'ইক্বা-ব্। ৫৩। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা লাম্ ইয়াকু মুগায়্যিরান নি'মাতান্ আন'আমাহা- 'আলা- ক্বাওমিন্

ক্ষমতাবান, কঠিন শাস্তিদাতা। (৫৩) এটা এ কারণে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন নন যে, পরিবর্তন করেন কোন নিয়ামত (দান) যা তিনি কোন সম্প্রদায়কে দান করেন,

حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ

হ্বাত্তা- ইয়ুগাইয়্যিরূ মা- বিআনফুসিহিম্ ওয়া আন্নাল্লা-হা সামী'উন্ 'আলীম্। ৫৪। কাদা'বি আ-লি ফির্'আওনা

যতক্ষণ না তারা নিজেরা (তাদের কার্যকলাপ দ্বারা) সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (৫৪) ফিরাউনের গোত্রীয় লোকজন ও

○ টীকা (আঃ ৪৯) قلوبهم مرض - (যাদের অন্তরে রোগ আছে) এখানে সে সব মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নতুন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং মুসলমানদের সফলতার ব্যাপারে সন্দেহ করছিল। অথবা, মুশরিকীনদেরকে বুঝানো হয়েছে, অথবা, মদীনায় বসবাসকারী ইয়াহুদীগণকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৫৩) এস্থলে এটাই বর্ণনা করা আল্লাহর উদ্দেশ্য যে, কাফেরদেরকে আযাবে গ্রেফতার করণের কারণ দু'টি। একটি কারণ এই যে, কাফেরগণ নিজেরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহের প্রতি পদাঘাত করেছে এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে, আল্লাহ সকলের কথা শুনেন এবং সকলের অবস্থা জ্ঞাত আছেন। এতদ্ব্যতীত কাফেরদের কথাও তিনি শুনতেছিলেন এবং তাদের মনের গ্লানির বিষয়ও অবগত ছিলেন। এ কারণেই কাফেরদের আযাবের যোগ্যপাত্র বিবেচনায় তাদের প্রতি আযাব নাযিল করেন।

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآ

ওয়াল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্; কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তি রাব্বিহিম্ ফাআহ্লাক্না-হুম্ বিযুনূবিহিম্ ওয়া আগরাক্বনা~

তার পূর্ববর্তী লোকজনের অভ্যাসের ন্যায় তারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে মিথ্যারোপ করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি তাদের গুনাহের

اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظٰلِمِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِينَ

আ-লা ফির্'আওনা; ওয়া কুল্লুন কা-নূ যা-লিমীন্। ৫৫। ইন্না শার্‌রাদ্দাওয়া—ব্বি 'ইন্দাল্লা-হিল লাযীনা

কারণে এবং ফেরাউনের গোত্রীয় লোকজনকে ডুবিয়ে দিয়েছি এবং তারা সকলেই ছিল অত্যাচারী। (৫৫) নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সর্ব নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা

كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾ الَّذِينَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي

কাফারূ ফাহুম্ লা- ইয়ু' মিনূন্। ৫৬। আল্লাযীনা 'আ-হাদ্‌তা মিন্‌হুম্ ছুম্মা ইয়ান্‌ক্বুদ্বূনা 'আহ্‌দাহুম্ ফী

কুফরী করেছে অতঃপর ঈমান আনেনি। (৫৬) তাদের অবস্থা হল যে, তুমি তাদের মধ্য হতে যাদের সাথে চুক্তি করেছিলে তারা প্রত্যেকবারই তাদের চুক্তি ভংগ করে এবং তারা

كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ

কুল্লি মার্‌রাতিওঁ ওয়াহুম্ লা- ইয়াত্তাক্বূন্। ৫৭। ফাইম্মা- তাছক্বাফান্নাহুম্ ফিল্ হ্বারবি ফাশার্‌রিদ্ বিহিম্ মান

(এ ব্যাপারে) ভয়ও করে না। (৫৭) আর যদি তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে (আয়ত্তে) পেয়ে যান; তবে তাদেরকে এমনভাবে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দিন যাতে

خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ

খাল্‌ফাহুম্ লা'আল্লাহুম্ ইয়ায্ যাক্কারূন্। ৫৮। ওয়া ইম্মা- তাখা-ফান্না মিন্ ক্বাওমিন্ খিয়া-নাতান্ ফাম্বিয ইলাইহিম্

তাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তারা (এর দ্বারা) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (৫৮) আর যদি কোন সম্প্রদায়ের থেকে বিশ্বাসঘাতকতার ভয় থাকে তবে তাদের চুক্তি তাদের

عَلٰى سَوَآءٍ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِينَ ﴿٥٩﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

'আলা- সাওয়া—য়িন্; ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়ুহ্বিব্বুল্ খা—য়িনীন্। ৫৯। ওয়া লা- ইয়াহ্বসাবান্নাল্লাযীনা কাফারূ

দিকে নিক্ষেপ করুন, এমন অবস্থায় যে আপনারা (উভয়ই) সমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদেরকে ভালবাসেন না। (৫৯) কাফিররা যেন এ ধারণা না করে যে, তারা

سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ

সাবাক্বূ; ইন্নাহুম লা ইয়ু'জিযূন্। ৬০। ওয়া আ'য়িদ্দূ লাহুম্ মাসতাত্বা'তুম্ মিন্ কুওয়্যাতিওঁ ওয়া মির্‌রিবা-ত্বিল্

বেঁচে গেছে। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে পরাজিত করতে পারবে না। (৬০) এবং তাদের (কাফিরদের) মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুত

الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَهُمْ ۚ

খাইলি তুর্‌হিবূনা বিহী'আদুও ওয়াল্লা-হি ওয়া'আদুওওয়াকুম্ ওয়া আ-খারীনা মিন্ দূনিহিম, লা- তা'লামূনাহুম,

করে রাখবে ও পালিত ঘোড়া-এর দ্বারা তোমরা শঙ্কিত রাখবে আল্লাহর দুশমনদেরকে এবং তাদের ছাড়া অন্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না,

○ টীকা (আঃ ৫৫) ان شر الدواب ঃ (সর্ব নিকৃষ্ট জীব) এখানে কাফিরদেরকে شر الناس (সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ) বলার পরিবর্তে তাদেরকে شر الدواب (সর্ব নিকৃষ্ট জীব) বলা হয়েছে, যা শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদির বেলায় বলা হয়। কিন্তু সাধারণতঃ এর ব্যবহার চতুষ্পদ জন্তুর বেলায় হয়ে থাকে। কাফিরদের সম্পর্ক মানুষের সাথে নয় তারা কুফরী করে জানোয়ার বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৬০) قوة (যুদ্ধের হাতিয়ার) قوة-এর শাব্দিক অর্থ শক্তি। যেহেতু যুদ্ধের হাতিয়ার দ্বারা সৈন্যদের শক্তি অর্জন হয়ে থাকে। তাই এখানে এর দ্বারা যুদ্ধের হাতিয়ার বুঝানো হয়েছে। (তাঃ কাদেরী)

اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ

আল্লা-হু ইয়া'লামুহুম; ওয়া মা- তুন্‌ফিকূ মিন্ শাইয়িন্ ফী সাবীলিল্লা-হি ইয়ুওয়াফ্‌ফা ইলাইকুম্ ওয়া আন্‌তুম্

আল্লাহ তাদেরকে ভালভাবে জানেন। আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে তার প্রতিদান পূর্ণভাবে তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি

لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ

লা-তুজ্বলামূন্। ৬১। ওয়া ইন্‌জ্বানাহু লিস্‌সাল্‌মি ফাজ্বনাহ্ লাহা- ওয়া তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হি; ইন্নাহূ হুওয়াস্

জুলুম করা হবে না। (৬১) তারা যদি সন্ধির প্রতি অগ্রসর হয় তবে আপনিও সন্ধির প্রতি অগ্রসর হোন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন, নিশ্চয়ই তিনি

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٢﴾ وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۚ هُوَ

সামী'উল্ 'আলীম। ৬২। ওয়া ইঈয়ুরীদূ~আঁই ইয়াখ্‌দা'উ-কা ফাইন্না হ্বাস্‌বাকাল্লা-হ্; হুওয়া

সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (৬২) আর যদি তারা আপনাকে ধোঁকা দিতে চায় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই

الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٣﴾ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۚ لَوْ اَنْفَقْتَ

ল্লাযী~আইয়্যাদাকা বিনাস্বরিহী ওয়া বিল্ মু'মিনীন্। ৬৩। ওয়া আল্লাফা বাইনা কুলূবিহিম্; লাও আন্‌ফাক্বতা

(অ,ল্লাহ) তাঁর সাহায্য দ্বারা এবং মু'মিনগণের দ্বারা আপনাকে সাহায্য করেছেন। (৬৩) এবং ঐক্যেপ্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন তাদের অন্তরে। পৃথিবীতে যা কিছু

مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ

মা- ফিল্ আর্‌দ্বি জ্বামী'আম্‌মা~আল্লাফ্‌তা বাইনা কুলূবিহিম্ ওয়া লা-কিন্নাল্লা-হা আল্লাফা বাইনাহুম্;

আছে সবকিছুও যদি আপনি ব্যয় করতেন তথাপিও তাদের অন্তরে ঐক্যেপ্রীতি সৃষ্টি করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তরে পারস্পরিক ঐক্য সৃষ্টি

اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٤﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

ইন্নাহূ 'আযীযুন্ হ্বাকীম্। ৬৪। ইয়া~আইয়্যুহান্নাবিয়্যু হ্বাস্‌বুকাল্লা-হু ওয়া মানিত তাবা'আকা মিনাল্

করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। (৬৪) হে নবী! আপনার জন্য এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের জন্য

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٥﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ

ع ৮ ৬ ৪ রুকূ

মু'মিনীন্। ৬৫। ইয়া~আইয়্যুহান্নাবিয়্যু হ্বাররিদ্বিল্ মু'মিনীনা 'আলাল্ ক্বিতা-লি, ইঈয়্যাকুম মিন্‌কুম্

আল্লাহই যথেষ্ট। (৬৫) হে নবী। মুমিনগণকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করুন, যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি

عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ

'ইশ্‌রূনা স্বা-বিরূনা ইয়াগ্‌লিবূ মিয়াতাইনি; ওয়া ইঈয়্যাকুম্ মিন্‌কুম্ মিয়াতুই ইয়াগ্‌লিবূ~আল্‌ফাম মিনাল

থাকে; তবে তারা দু'শত ব্যক্তির উপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকে তবে তারা বিজয়ী হবে এক হাজার কাফিরের মোকাবিলায়।

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ

লাযীনা কাফারূ বিআন্নাহুম্ ক্বাওমুল্লা- ইয়াফ্‌ক্বাহূন্। ৬৬। আল্‌আ-না খাফ্‌ফাফাল্লা-হু 'আন্‌কুম্ ওয়া 'আলিমা আন্না

কারণ, নিশ্চয়ই তারা নির্বোধ সম্প্রদায়। (৬৬) এখন আল্লাহ তোমাদের থেকে বোঝা হাল্‌কা করে দিয়েছেন এবং তিনি ভালভাবেই

فِيْكُمْ ضَعْفًا ۚ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ

ফীকুম্ দ্বা'ফান ; ফা ইঈয়াকুম্ মিন্‌কুম্ মিয়াতুন্ স্বা-বিরাতুই ইয়াগ্‌লিবূ মিয়াতাইনি, ওয়া ইঈয়াকুম্ মিন্‌কুম

জানেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যদি তোমাদের মধ্যে একশ' ধৈর্যশীল ব্যক্তি থাকে; তবে তারা দু'শ ব্যক্তির উপর জয়ী হবে আর যদি তোমাদের মধ্যে

اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٧﴾ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ

আল্‌ফুই ইয়াগ্‌লিবূ~আল্‌ফাইনি বিইযনিল্লা-হি, ওয়াল্লা-হু মা'আসস্বা-বিরীন্। ৬৭। মা- কা-না লিনাবিয়্যিন্ আঁই

থাকে এক হাজার; তবে তারা জয়ী হবে দু'হাজারের উপর আল্লাহর হুকুমে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন। (৬৭) নবীর জন্য এ কাজ শোভনীয় নয় যে, তাঁর

يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ ۗ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ

ইয়াকূনা লাহূ~আস্‌রা- হ্বাত্তা- ইয়ুছ্‌খিনা ফিল্ আর্‌দ্বি; তুরিদূনা 'আরাদ্বাদ্‌দুন্‌ইয়া, ওয়াল্লা-হু

কাছে বন্দীদেরকে (জীবিত) রেখে দিবে- যতক্ষণ না পৃথিবীতে ব্যাপক হত্যার মাধ্যমে কাফিরদের নিপাত করে দেয়া হয়, তোমরা তো পার্থিব সম্পদ কামনা কর। আর

يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٨﴾ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ

ইয়ুরীদুল্ আ-খিরাতা; ওয়াল্লা-হু 'আযীযুন্ হ্বাকীম্। ৬৮। লাওলা- কিতা-বুম মিনাল্লা-হি সাবাক্বা লামাস্‌সাকুম্

আল্লাহ চান পরকালকে। আল্লাহ মহা শক্তিশালী, মহা বিজ্ঞ। (৬৮) যদি পূর্ব থেকেই আল্লাহর তরফ থেকে বিধান নির্ধারিত না থাকত তবে তোমরা যা গ্রহণ

فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٦٩﴾ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ

ফীমা~আখাযতুম্ 'আযা-বুন্ 'আযীম্। ৬৯। ফাকুলূ মিম্মা- গানিম্‌তুম্ হ্বালা-লান্ ত্বাইয়্যিবাওঁ ওয়াত্তাকুল্লা-হা;

করেছ তাতে অবশ্যই তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি এসে যেত। (৬৯) তোমরা খাও হালাল ও পবিত্র জেনে গনিমতের মাল যা তোমরা অর্জন করেছ এবং আল্লাহকে

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٠﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ

ع ৯ ৫ রুকূ

ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম। ৭০। ইয়া~আইয়্যুহাননাবিইয়্যু কুল লিমান্ ফী~আইদীকুম্ মিনাল্ আস্‌রা~

ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৭০) হে নবী! যে সব বন্দী আপনার হাতে রয়েছে তাদেরকে বলে দিন যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কল্যাণকর কিছু

اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ

ইঁইয়া'লামিল্লা-হু ফী কুলূবিকুম্ খাইরাই ইয়ু'তিকুম্ খাইরাম মিম্মা~উখিযা মিন্‌কুম্ ওয়া ইয়াগ্‌ফির্ লাকুম্,

জানতে পারেন তবে তোমাদের থেকে যা নেয়া হয়েছে তার চেয়েও উত্তম বস্তু তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন,

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧١﴾ وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ

ওয়াল্লা-হু গাফূরুর্ রাহীম। ৭১। ওয়া ইঈয়ুরীদূ খিয়া-নাতাকা ফাক্বাদ্ খা-নুল্লা-হা মিন্ ক্বাব্‌লু

আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৭১) আর যদি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায় তবে নিশ্চয়ই এর পূর্বে তারা আল্লাহর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা

○ শানে নুযূল (আঃ ৬৭) ما كان لنبى বদরের যুদ্ধের দিন সত্তর জন কাফির মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সাহাবাগণকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) পরামর্শে বসলেন। হযরত আবুবকর (রা) পরামর্শ দিলেন, তাদেরকে তাদের প্রত্যেকের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হোক, হতে পারে তারা একদিন না একদিন ইসলাম গ্রহণ করবে এবং মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। *হযরত ওমর (রা) সহ কতিপয় সাহাবী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল। এরা (বন্দীরা) কাফিরদের সর্দার, এদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিন। রাসূল (স) হযরত আবুবকরের (রা) পরামর্শ গ্রহণ করে মুক্তিপণের পরিবর্তে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং মুক্তিপণ নির্ধারণ করেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

ফাআম্‌কানা মিন্‌হুম; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন্ হ্বাকীম্। ৭২। ইন্নাল্‌লাযীনা আ-মানূ ওয়া হা-জ্বারূ

করেছে। অতঃপর তিনি আপনাকে তাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ। (৭২) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে,

وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولٰئِكَ

ওয়া জ্বা-হাদূ বিআম্‌ওয়া-লিহিম্ ওয়া আন্‌ফুসিহিম্ ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়াল্লাযীনা আ-ওয়াও ওয়ানাস্বারূ~উলা—য়িকা

স্বীয় মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا

বা'দ্বুহুম্ আওলিয়া—উ বা'দ্বিন; ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া লাম্ ইয়ুহা-জ্বিরূ মা-লাকুম্ মিওঁ ওয়ালা-

একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে অথচ হিজরত করে নি, হিজরত না করা পর্যন্ত তোমাদের সাথে তাদের

يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ

ইয়াতিহিম্ মিন্ শাইয়িন্ হ্বাত্তা- ইয়ুহা-জ্বিরূ, ওয়া ইনিস্‌তান্‌স্বারূকুম্ ফিদ্দীনি

উত্তরাধিকারীত্বের কোন সংস্রব নেই। আর যদি তারা তোমাদের কাছে দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তোমাদের

فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا

ফা'আলাইকুমুন নাস্বরু ইল্লা- 'আলা- ক্বাওমিম্ বাইনাকুম্ ওয়া বাইনাহুম্ মীছা-কুন ওয়াল্লা-হু বিমা-

কর্তব্য (তাদের) সাহায্য করা। কিন্তু সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের পারস্পরিক চুক্তি হয়েছে। আল্লাহ

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ

তা'মালূনা বাস্বীর্। ৭৩। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ বা'দ্বুহুম্ আওলিয়া—উ বা'দ্বিন, ইল্লা- তাফ্'আলূহু

তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্মের সর্বদ্রষ্টা। (৭৩) আর যারা কাফির তারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু, যদি তোমরা এ নির্দেশ

تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

তাকুন্ ফিত্‌নাতুন্ ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়া ফাসা-দুন্ কাবীর্। ৭৪। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া হা-জ্বারূ

অনুযায়ী কাজ না কর, তবে পৃথিবীতে গোলযোগ ও মহা বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। (৭৪) যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে

وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولٰئِكَ هُمُ

ওয়া জ্বা-হাদূ ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়াল্লাযীনা আ-ওয়াও ওয়া নাস্বারূ- উলা—ইকা হুমুল্

এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তারাই হল

o টীকা (আঃ ৭৩) ان الذين امنوا হতে وفساد كبير পর্যন্ত দুই স্থলে اوليا শব্দ এবং একস্থলে ولايت শব্দ এসেছে। আমি (অর্থাৎ অনুবাদকারী) ولايت শব্দের অর্থ 'উত্তরাধিকারীত্ব' এবং اوليا শব্দের অর্থ 'বন্ধু' গ্রহণ করেছি। অগ্রবর্তী ভাষ্যকারগণও এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। কাজেই الا تفعلو হতে শেষ পর্যন্তকার মর্ম এই দাঁড়াবে যে, হে মুসলমানগণ! তোমরা যদি কাফেরদেরকে একে অন্যের মীরাছ না নিতে দাও এবং আত্মীয়তার ভিত্তিতে নিজেদের দাবী উপস্থিত কর, তা হলে বর্তমানেও দ্বীনের জন্য কাফেরদের সাথে তোমাদের কলহ চলতেছে, পরে তোমাদের মীরাছের দাবীর ফলে আরও একটি কলহ দেখা দিবে এবং কলহ বর্দ্ধিত হতেই চলবে।

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ

মু'মিনূনা হ্বাক্ব্ক্বান; লাহুম্ মাগ্‌ফিরাতুওঁ ওয়া রিয্‌ক্বুন্ কারীম্। ৭৫। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মিম্

প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে। (৭৫) আর যারা (এর) পরবর্তীকালে ঈমান এনেছে,

بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ

বা'দু ওয়া হা- জ্বারূ ওয়া জ্বা-হাদূ মা'আকুম্ ফাউলা—য়িকা মিন্‌কুম্; ওয়া উলুল্ আরহ্বা-মি

হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে মিলে জিহাদ করেছে তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর যারা আত্মীয়, তারা

بَعْضُهُمْ أَوْلٰى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

বা'দ্বুহুম্ আওলা- বিবা'দ্বিন্ ফী কিতা-বিল্লা-হি; ইন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম।

আল্লাহর হুকুমে একে অন্যদের অপেক্ষা (মীরাসের) অধিক হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

সূরা তাওবাহ্ মাদানী | سورة التوبة مدنية | আয়াত ঃ ১২৯ রুকূ ঃ ১৬

بَرَاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾ فَسِيحُوا

১। বারা—আতুমমিনাল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী~ইলাললাযীনা 'আ-হাদতুম মিনাল্ মুশ্‌রিকীন্। ২। ফাসীহূ

(১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া হল, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে। (২) (হে মুশরিকগণ)

فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ

ফিল আর্‌দ্বি আরবা'আতা আশহুরিওঁ ওয়া'লামূ~আন্নাকুম গাইরু মু'জ্বিযিল্লা-হি ওয়া আন্নাল্লা-হা

তোমরা পরিভ্রমণ কর এ যমীনে (মক্কায়) চার মাস এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ

مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴿٢﴾ وَأَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ

মুখ্‌যিল্ কা-ফিরীন্। ৩। ওয়া আযা-নুমমিনাল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী~ইলাননা-সি ইয়াওমাল্ হ্বাজ্জিল্

কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন, (৩) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে বড় হজ্বের দিনে মানুষের প্রতি এ ঘোষণা যে,

o সূরা তাওবার নামকরণ ঃ এ সূরার নামের ব্যাপারে মুফাসসিরগণ অনেক নামের উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ১. তাওবা; কেননা, এ সূরায় কতিপয় মুসলমানের তাওবা কবুলের উল্লেখ রয়েছে। ২. দ্বিতীয় হচ্ছে, বারায়াত (براة) অর্থ- সম্পর্ক বিচ্ছেদ। এ সূরায় মুশরিকীনদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদের ঘোষণা করা হয়েছে। এ সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ না থাকার কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে যুক্তিসম্মত মত হচ্ছে- সূরা তাওবা পূর্ববর্তী সূরা আনফালের অংশ বিশেষ, এটা ভিন্ন কোন সূরা নয়। এ কারণে এর প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ নেই।

o টীকা (আঃ ১) براة (সম্পর্ক বিচ্ছেদ) মক্কা বিজয়ের পরে নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবুবকর (রা), হযরত আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবাগণকে (রা) কুরআন মজীদের এ আয়াত এবং এ নির্দেশ নিয়ে প্রেরণ করেন, যাতে তারা মক্কা শরীফে গিয়ে সর্ব সাধারণের কাছে এ ঘোষণা দেন। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ মোতাবেক ঘোষণা করে দিলেন যে, কোন মানুষ আল্লাহ তা'আলার ঘর উলংগ অবস্থায় তাওয়াফ করতে পারবে না; বরং আগামী বছর থেকে কোন মুশরিককে আল্লাহ তা'আলার ঘরে হজ্ব করার জন্য অনুমতি দেয়া হবে না। (কুঃ কারীম)

الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم

আকবারি আন্নাল্লা-হা বারী—উমমিনাল মুশ্‌রিকীনা ওয়া রাসূলুহূ, ফাইন তুবতুম্ ফাহুওয়া খইরুল্লাকুম্
আল্লাহ সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন মুশরিকদের থেকে এবং তাঁর রাসূলও। যদি (এখনও) তোমরা তাওবা কর, তবে সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

وان توليتم فاعلموا انكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب

ওয়া ইন্ তাওয়াল্লাইতুম্ ফা'লামূ~আন্নাকুম্ গাইরু মু'জ্বিযিল্লা-হি; ওয়া বাশ্‌শিরিল্লাযীনা কাফারূ বি'আযা-বিন্
আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না এবং কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির

اليم ③ الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم

আলীম্। ৪। ইল্লাল্লাযীনা 'আ-হাদতুম মিনাল্‌মুশরিকীনা ছুম্মা লাম ইয়ানকুসূকুম্ শাইয়াওঁ ওয়ালাম্
সু-সংবাদ দাও। (৪) অবশ্য সে সব মুশরিক ব্যতীত যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে, অতঃপর চুক্তি রক্ষায় তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করেনি এবং

يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله

ইয়ুযা-হিরূ 'আলাইকুম্ আহ্বাদান্ ফাআতিম্মূ~ইলাইহিম্ 'আহ্‌দাহুম্ ইলা- মুদ্দাতিহিম্; ইন্নাল্লা-হা
তোমাদের মোকাবিলায় কাউকে সাহায্যও করেনি। তাদের সাথে কৃত চুক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ

يحب المتقين ④ فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث

ইয়ুহিব্বুল্ মুত্তাক্বীন্। ৫। ফাইযান্ সালাখাল্ আশ্‌হুরুল হুরুমু ফাক্বতুলূল্ মুশ্‌রিকীনা হাইছু
পরহেজগারদেরকে ভালবাসেন। (৫) অতঃপর যখন অতিবাহিত হয়ে যাবে নিষিদ্ধ মাসসমূহ তখন মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে

وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا

ওয়াজ্বাদতুমূহুম্ ওয়া খুযূহুম্ ওয়াহ্‌সুরূহুম্ ওয়াক্ব'উদূ লাহুম্ কুল্লা মারসাদ, ফাইন্ তা-বূ
সেখানেই হত্যা করবে। তাদেরকে গ্রেফতার করবে, ঘেরাও করবে এবং প্রত্যেকটি সামরিক ঘাঁটিতে তাদের জন্য বসে থাক। যদি তারা তাওবা করে,

واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم ⑤ وان

ওয়া আক্বা-মুসস্বালা-তা ওয়া আ-তাউয্ যাকা-তা ফাখাল্‌লূ সাবীলাহুম; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্। ৬। ওয়া ইন্
সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তবে ছেড়ে দাও তাদের পথ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৬) আর যদি

احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلم الله ثم ابلغه

আহাদুম মিনাল্ মুশ্‌রিকীনাস্ তাজ্বা-রাকা ফাআজ্বিরহু হাত্তা- ইয়াস্‌মা'আ কালা-মাল্লা-হি ছুম্মা আব্‌লিগ্‌হু
মুশরিকদের থেকে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তুমি তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর বাণী শোনতে পারে।

مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون ⑥ كيف يكون للمشركين عهد عند

মা'মানাহূ; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বাওমুল্লা- ইয়া'লামূন্। ৭। কাইফা ইয়াকূনু লিল্ মুশ্‌রিকীনা 'আহ্‌দুন্ 'ইন্‌দা
অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দাও। এর কারণ হল, তারা অজ্ঞ সম্প্রদায়, (৭) কিভাবে (গ্রহণযোগ্য) হবে মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহ ও

ع ১ ৬ ৭ রুকূ

الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا

ল্লা-হি ওয়া 'ইন্‌দা রাসূলিহী~ইল্লাল্লাযীনা 'আ-হাদতুম্ 'ইন্‌দাল্ মাস্‌জ্বিদিল্ হারা-মি, ফামাস্‌তাক্বা-মূ
তাঁর রাসূলের নিকট? তাদের ভিন্ন, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে মসজিদুল হারামের নিকট, সুতরাং যতক্ষণ তারা তোমাদের চুক্তির উপর কায়েম থাকবে

لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين ⑦ كيف وان يظهروا عليكم

লাকুম্ ফাস্‌তাক্বীমূ লাহুম্; ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ মুত্তাক্বীন্। ৮। কাইফা ওয়া ইঁইয়াযহারূ 'আলাইকুম্
তোমরাও ততক্ষণ তাদের চুক্তির উপর কায়েম থেক। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরহেজগারদেরকে ভালবাসেন। (৮) কেমন করে (তাদের সাথে চুক্তি করবে?) অথচ তোমাদের

لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم

লা- ইয়ারকুবূ ফীকুম্ ইল্‌লাওঁ ওয়ালা- যিম্মাতান ; ইয়ুর্‌দূনাকুম্ বিআফ্‌ওয়া-হিহিম্ ওয়া তা'বা- কুলূবুহুম-;
উপর যদি তারা জয়ী হয়, তখন তারা তোমাদের আত্মীয়তা ও চুক্তির কোনটারই খেয়াল করবে না, তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে তাদের মুখ দ্বারা, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ

واكثرهم فسقون ⑧ اشتروا بايت الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله

ওয়া আকছারুহুম্ ফা-সিকূন্। ৯। ইশ্‌তারাও বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ছামানান্ ক্বালীলান্ ফাস্বাদ্দূ 'আন্ সাবীলিহী;
অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (৯) তারা আল্লাহর আয়াতকে সামান্য মূল্যে বিক্রি করে আর তাঁর রাস্তা থেকে লোকদেরকে

انهم ساء ما كانوا يعملون ⑨ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة

ইন্নাহুম্ সা—আ মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১০। লা- ইয়ারক্বুবূনা ফী মু'মিনিন্ ইল্লাওঁ ওয়ালা- যিম্মাতান ;
বিরত রাখে, নিশ্চয়ই তারা যা করে তা কতইনা নিকৃষ্ট। (১০) তারাতো মুমিনদের ব্যাপারে আত্মীয়তা ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে

واولئك هم المعتدون ⑩ فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة

ওয়া উলা—ইকা হুমুল্ মু'তাদূন্ ১১। ফাইন্ তা-বূ ওয়া আক্বা-মুসস্বালা-তা ওয়া আ-তাউয্‌যাকা-তা
না এবং তারাই সীমা অতিক্রমকারী, (১১) অতঃপর যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তবে তারা

فاخوانكم في الدين ونفصل الايت لقوم يعلمون ⑪ وان نكثوا

ফাইখ্‌ওয়া-নুকুম্ ফিদ্দীন্; ওয়ানুফাস্‌স্বিলুল্ আ-য়া-তি লিক্বাওমিঁই ইয়া'লামূন। ১২। ওয়া ইন্ নাকাছূ~
তোমাদের দ্বীনী ভাই, আর আমি আয়াতসমূহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি। (১২) আর যদি তারা তাদের

○ টীকা (আয়াত-৮) অত্র সূরা হতে ইসলামের রং পরিবর্তন বুঝা যাচ্ছে। ইসলাম শুরুতে ত সম্পূর্ণ দুর্বল, লাচার এবং পরাজয়ের ভাবই ছিল। তা এতদূর যে, তখন মুসলমানগণ নিজেদের দেশভূমি ছেড়ে হাবশে যেয়ে আশ্রয় নেয় এবং হযরত রাসূলে করীম (সা)ও মক্কায় টিকতে পারেন নি– অপারগ হয়ে মদীনায় হিজরত করেন। হিজরতের ৬ষ্ঠ বছরে রাসূলে আকরাম (সা) ওমরার জন্য মক্কা গমনের ইচ্ছা করেন। কিন্তু মক্কার কোরাইশ কাফেরগণ তাঁকে অগ্রসর হতে দেয় নি। রাসূল (সা) সঙ্গীগণসহ 'হুদায়বিয়া' নামক স্থানে বাধাগ্রস্ত হন। তখন রাসূল (সা) মক্কাবাসী কাফেরদের সাথে সন্ধির প্রস্তাব জানান এবং অতিকষ্টে সন্ধি কার্য সম্পাদিত হয়। সন্ধি হল, কিন্তু তা অপদস্থকর পরাজয়ের সন্ধি। রাসূল (সা)-এর মক্কা গমন এবং ওমরাব্রত পালন সম্ভব হল না– হুদায়বিয়া হতে মদীনা ফিরতে হল। এ সন্ধির শর্ত ছিল এই যে, মুসলমানগণ এভাবে পরবর্তী বছর এসে ওমরা করতে পারবে যে, তাদেরকে তরবারি কোষবদ্ধ অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করতে হবে এবং তিন দিবসের বেশী সময় মক্কায় থাকতে পারবে না। এ সন্ধিতে এ শর্তও থাকে যে, দশ বছরকাল যুদ্ধ মওকুফ থাকবে। এ সময়ের মধ্যে মক্কার কোন লোক যেয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হলে, তাকে ফেরত পাঠাতে হবে; পক্ষান্তরে কোন মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করতঃ মুসলমানের দল ছেড়ে মক্কায় চলে গেলে মুসলমানরা তাকে ফেরত পাবার দাবী করতে পারবে না। এবং কোন পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের মিত্রগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারবে না, তাদের শত্রুগণের সাহায্যও করতে পারবে না।

أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ

আইমা-নাহুম মিম বা'দি 'আহদিহিম্ ওয়া ত্বা'আনূ ফী দীনিকুম্ ফাক্বা-তিলূ~আয়িম্মাতাল্ কুফরি

চুক্তির পরেও তাদের শপথ ভংগ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে নিন্দা করে, তবে তোমরা কাফিরদের নেতৃবৃন্দের সাথে যুদ্ধ কর।

إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ

ইন্নাহুম্ লা~আইমা-না লাহুম্ লা'আল্লাহুম্ ইয়ানতাহূন্। ১৩। আলা- তুক্বা-তিলূনা ক্বাওমান্নাকাছূ~আইমা-নাহুম্

কেননা, তাদের শপথ অবশিষ্ট থাকেনি, যাতে তারা বিরত থাকবে। (১৩) তোমরা সে সম্প্রদায়ের সাথে কেন যুদ্ধ কর না? যারা তাদের শপথগুলো ভংগ করেছে

وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ

ওয়া হাম্মূ বিইখ্‌রা-জির্ রাসূলি ওয়া হুম্ বাদাউকুম্ আওওয়ালা মাররাতিন ; আতাখ্‌শাওনাহুম,

এবং তারা মনস্থ করেছে রাসূলকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার, তারাই প্রথম তোমাদের সাথে বিদ্রোহ শুরু করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর?

فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ

ফাল্লা-হু আহাক্কু আন তাখ্‌শাওহু ইনকুনতুম্ মু'মিনীন্। ১৪। ক্বা-তিলূহুম্ ইয়ু'আয্‌যিবহুমুল্লা-হু

বস্তুতঃ আল্লাহই অধিকতর হকদার যে তোমরা তাকে ভয় কর; যদি তোমরা মুমিন হও। (১৪) তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের

بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

বিআইদীকুম্ ওয়া ইয়ুখ্‌যিহিম্ ওয়া ইয়ান্‌সুরকুম্ 'আলাইহিম ওয়া ইয়াশ্‌ফি স্বুদূরা ক্বাওমিম্ মু'মিনীন্।

হাতে শাস্তি দিবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন ও তোমাদেরকে জয়ী করবেন তাদের উপর এবং মুমিনদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

১৫। ওয়া ইয়ুয্‌হিব গাইযা ক্বুলূবিহিম্, ওয়া ইয়াতূবুল লা-হু 'আলা- মাই ইয়াশা—উ, ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্।

(১৫) এবং তাদের অন্তরের রাগ দূর করবেন। আল্লাহ ক্ষমা করেন যাকে ইচ্ছা করেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا ﴿١٦﴾

১৬। আম্ হাসিব্‌তুম্ আন্‌তুত্‌রাকূ ওয়া লাম্মা- ইয়া'লামিল লা-হুল্লাযীনা জা-হাদূ মিনকুম্ ওয়া লাম্ ইয়াত্তাখিযূ

(১৬) তোমরা কি এ ধারণা করছ যে, তোমাদেরকে (বিনা পরীক্ষায়) ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ তখন পর্যন্ত (প্রকাশ্য ভাবে) জেনে নেননি, কারা

مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ

মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়ালা- রাসূলিহী ওয়ালাল্ মু'মিনীনা ওয়ালীজাতান ; ওয়াল্লা-হু খাবীরুম্

তোমাদের মধ্য হতে (আল্লাহর রাস্তায়) যুদ্ধ করেছে এবং কারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নি: তোমরা যা

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ

বিমা- তা'মালূন্। ১৭। মা- কা-না লিলমুশরিকীনা আই ইয়া'মুরূ মাসা-জিদাল লা-হি শা-হিদীনা

কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সর্বজ্ঞাত। (১৭) মুশরিকদের এই যোগ্যতাই নেই যে, তারা আবাদ করবে আল্লাহর মসজিদসমূহ এমন

عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ

'আলা~আনফুসিহিম্ বিল কুফ্‌রি, উলা—ইকা হ্বাবিত্বাত্ আ'মা-লুহুম্, ওয়া ফিন্না-রি হুম্

অবস্থায় যে, তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের সকল আমল ব্যর্থ (মূল্যহীন) এবং তারা জাহান্নামে থাকবে

خَالِدُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ

খা-লিদূন্। ১৮। ইন্নামা- ইয়া'মুরু মাসা-জিদাল্লা-হি মান্ আ-মানা বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়া আক্বা-মাস্

অনন্তকাল। (১৮) আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করবে তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর এবং

الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا

স্বালা-তা ওয়া আ-তায্ যাকা-তা ওয়া লাম্ ইয়াখ্‌শা ইল্লাল্লা-হা; ফা'আসা~উলা—য়িকা আই ইয়াকূনূ

সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করে না, আশা করা যায় এসব লোকেই সঠিক

مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٩﴾ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ

মিনাল্ মুহ্‌তাদীন্। ১৯। আজ্বা'আলতুম্ সিক্বা- ইয়াতাল্‌হা—জ্জি ওয়া 'ইমা-রাতাল্‌মাস্‌জিদিল্ হারা-মি কামান্

পথ প্রাপ্ত হবে। (১৯) যারা হাজীদেরকে পানি পান করান এবং মসজিদুল হারামের আবাদ করে তাদেরকে কি তাদের সমপর্যায়ের মনে করেছ; যারা

آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ

আ-মানা বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি ওয়া জ্বা-হাদা ফী সাবীলিল্লা-হি ; লা- ইয়াস্‌তাউনা 'ইন্দাল্লা-হি, ওয়াল্লা-হু

ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি এবং জিহাদ করেছে আল্লাহর রাস্তায়? আল্লাহর নিকট তারা (কখনই) সমপর্যায়ের

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

লা- ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমায য্বা-লিমীন্ ২০। আল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া হা-জারূ ওয়া জ্বা-হাদূ ফী সাবীলিল্লা-হি

নয়। আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না অত্যাচারী সম্প্রদায়কে। (২০) যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাস্তায়

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

বিআম্‌ওয়া- লিহিম্ ওয়া আনফুসিহিম্ আ'যামু দারাজাতান্ 'ইন্দাল্লা-হি; ওয়া উলা—ইকা হুমুল্ ফা—য়িযূন্।

তাদের মাল ও জান দিয়ে, আল্লাহর নিকট তারা শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী এবং তারাই হচ্ছে সফলকাম।

﴿٢١﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ

২১। ইয়ুবাশ্‌শিরুহুম্ রাব্বুহুম্ বিরাহ্‌মাতিম্‌মিনহু ওয়া রিদ্বওয়া-নিও ওয়া জ্বান্না-তিল্লাহুম্ ফীহা- না'ঈমুম্ মুক্বীম্।

(২১) তাদেরকে তাদের প্রতিপালক সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতসমূহের। তাদের জন্য সেখানে থাকবে স্থায়ী নেয়ামত (সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য)।

○ **টীকা (আয়াত-১৯)** হযরত আব্বাস (রা) রাসূলে পাকের চাচাজান ছিলেন। কিন্তু ইনি মক্কা বিজয়কালে মুসলমান হন। আর হযরত আলী (রা) ছিলেন রাসূলে পাকের চাচাতো ভাই এবং জামাতা। ইনি সকলের আগে মুসলমান হন এবং রাসূলে পাকের সঙ্গী হয়ে হিজরতের জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। কাজেই ইসলামী খেদমত হযরত আলীর বেশী ছিল। নিকট সম্বন্ধের দিক দিয়ে হযরত আব্বাস রাসূলে পাকের নিকটতর। ইনি হাজীদের পানি পান করানো এবং কা'বাগৃহের খেদমত কার্যকে নিজের পক্ষে গর্বের বিষয় মনে করতেন। অত্র আয়াতগুলোতে ইসলামী খেদমতের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

خلدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم ۝٢٢ يايها الذين امنوا لا

২২। খা-লিদীনা ফীহা~আবাদান ; ইন্নাল্লা-হা 'ইন্দাহূ~আজ্‌রুন্ 'আযীম্। ২৩। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-
(২২) সেখানে তারা চিরস্থায়ী ভাবে থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা প্রতিদান। (২৩) হে ঈমানদারগণ!

تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان

তাত্তাখিযূ~আ-বা—আকুম্ ওয়া ইখ্‌ওয়া-নাকুম্ আওলিয়া—আ ইনিস্‌তাহ্বাব্বুল্ কুফ্‌রা 'আলাল্ ঈমা-নি,
তোমাদের পিতা ও ভ্রাতাগণকে তোমরা সুহৃদ হিসেবে গ্রহণ করো না, যদি তারা কুফরীকে ঈমানের চেয়ে অধিক প্রিয় জানে।

ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظلمون ۝٢٣ قل ان كان اباؤكم

ওয়া মাই ইয়াতাওয়াল্লাহুম্ মিন্‌কুম্ ফাউলা—ইকা হুমুয যা-লিমূন্। ২৪। কুল্ ইন্ কা-না আ-বা—উকুম্
তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের সাথে হৃদ্যতা রাখে তারাই অত্যাচারী। (২৪) আপনি বলুন, যদি তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের

وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة

ওয়া আব্‌না—উকুম্ ওয়া ইখ্‌ওয়া-নুকুম্ ওয়া আয্‌ওয়াজুকুম্ ওয়া'আশীরাতুকুম্ ওয়া আম্‌ওয়া-লুনিক্বতারাফ্‌তুমূহা- ওয়া তিজা-রাতুন্
পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা মন্দা হয়ে যাওয়ার

تخشون كسادها ومسكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد

তাখ্‌শাওনা কাসা-দাহা- ওয়া মাসা-কিনু তার্‌দ্বাওনাহা~আহাব্বা ইলাইকুম্ মিনাল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়া জিহা-দিন্
ভয় করছ এবং তোমাদের সে আবাসস্থল যা তোমরা পছন্দ করছ। এ সবগুলো যদি তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর

في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم

ফী সাবীলিহী ফাতারাব্বাস্থ হাত্তা- ইয়া'তিয়াল্লা-হু বিআম্‌রিহী; ওয়াল্লা-হু লা- ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমাল
রাস্তায় জিহাদ করা হতে তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর নির্দেশ (শাস্তি) আসা পর্যন্ত। আল্লাহ পাপী সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন

الفسقين ۝٢٤ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ

ফা-সিক্বীন্। ২৫। লাক্বাদ্ নাস্বারা কুমুল্লা-হু ফী মাওয়া-ত্বিনা কাছীরাতিওঁ ওয়া ইয়াওমা হুনাইনিন্, ইয্
করেন না। (২৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে জয়ী করেছেন বহু (যুদ্ধের) স্থানে এবং (বিশেষ করে) হোনায়েনের (যুদ্ধের) দিনেও, যখন তোমাদের

اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما

আ'জাবাত্‌কুম্ কাছ্‌রাতুকুম্ ফালাম্ তুগনি 'আন্‌কুম্ শাইয়াওঁ ওয়াদ্বা-ক্বাত্ 'আলাইকুমুল্ আরদ্বু বিমা-
সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে গর্বিত করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনই উপকারে আসেনি, বরং যমীন সুপ্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়েছিল

০ টীকা (আয়াত-২৪) ঃ অত্র আয়াতে প্রথম প্রথম মুসলমানদের প্রতি খুবই কঠোরতা রয়েছে। এক হিসেবে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দুনিয়ার সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ত্যাগের নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে। যদি এরূপ না করা হত, তা হলে মুসলমানদের জামায়াতও প্রতিষ্ঠিত হত না। আর অবশেষে এটাই হল যে, মুসলমান আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অটল রইল এবং কাফের ক্রমে ক্রমে মুসলমান হতে লাগল, ফলে মুসলমানদেরকে বহুকাল পর্যন্ত দুনিয়ার সম্বন্ধ ত্যাগের ন্যায় মছীবত সহ্য করতে হল না।

০ শানে নুযূল (আয়াত-২৪) ঃ এ আয়াত সে সকল মুসলমানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা হিজরত না করে বলেছিল, হিজরত করলে আমাদের ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ঘর-বাড়ি ইত্যাদি তো ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সকল আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। (মাঃ কুঃ) লবাবুন্নুকুলে আছে, যারা হিজরত করেনি তাদেরকে হযরত আলী (রা) মক্কায় এসে যখন এর কারণ জিজ্ঞেস করেন তখন তারা এ ওযর পেশ করে। আর এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (লুঃ বাঃ)

رحبت ثم وليتم مدبرين ۝٢٥ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى

রাহুবাত্ ছুম্মা ওয়াল্লাইতুম্ মুদবিরীন। ২৬। ছুম্মা আন্‌যালাল্লা-হু সাকীনাতাহূ 'আলা- রাসূলিহী ওয়া 'আলাল্
অতঃপর তোমরা পশ্চাদ্ভাগ প্রদর্শন করতঃ ফিরে গেলে, (২৬) অতঃপর আল্লাহ অবতীর্ণ করেন তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি, তাঁর রাসূল ও

المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك

মু'মিনীনা ওয়া আন্‌যালা জুনূদাল্লাম্ তারাওহা- ওয়া'আয্‌যাবাল লাযীনা কাফারূ ; ওয়া যা-লিকা
মুমিনগণের উপর এবং এমন এক সেনাদল অবতীর্ণ করেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং শাস্তি প্রদান করেন কাফিরদেরকে, আর

جزاء الكفرين ۝٢٦ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور

জ্বাযা—উল্ কা-ফিরীন্। ২৭। ছুম্মা ইয়াতূবুল্লা-হু মিম্ বা'দি যা-লিকা 'আলা- মাই ইয়াশা—উ, ওয়াল্লা-হু গাফূরুর্
এটা কাফিরদের কর্মফল। (২৭) এরপরেও আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাওবা করার তাওফিক দান করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল,

رحيم ۝٢٧ يايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد

রাহীম্। ২৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ~ইন্নামাল্ মুশ্‌রিকূনা নাজাসুন্ ফালা- ইয়াক্বরাবুল্ মাস্‌জিদাল্
দয়ালু। (২৮) হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র, তাই এ বছরের পর তারা মসজিদুল

الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله

হারা-মা বা'দা'আ-মিহিম্ হা-যা, ওয়া ইন্ খিফ্‌তুম্ 'আইলাতান্ ফাসাওফা ইয়ুগ্‌নীকুমুল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহী~
হারামের নিকটে উপস্থিত হতে পারবে না। যদি তোমরা দারিদ্র্যতার ভয় কর; তবে আল্লাহ যদি চান তবে তোমাদেরকে নিজ

ان شاء ان الله عليم حكيم ۝٢٨ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم

ইন্ শা—আ, ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন্ হাকীম্। ২৯। ক্বা-তিলুল্লাযীনা লা- ইয়ু'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়ালা- বিল্ ইয়াওমিল্
অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করে দিবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ। (২৯) তোমরা যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা ঈমান আনে না আল্লাহর

الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من

আ-খিরি ওয়ালা- ইয়ুহার্‌রিমূনা মা- হার্‌রামাল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ ওয়ালা- ইয়াদীনূনা দীনাল্ হাক্বক্বি মিনা
প্রতি এবং পরকালের প্রতি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হারামকৃত বস্তুকে হারাম জানে না এবং যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্য হতে যারা

الذين اوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون ۝٢٩ وقالت

ল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা হাত্তা- ইয়ু'তুল্ জিয্‌ইয়াতা 'আই ইয়াদিওঁ ওয়াহুম্ স্বা-গিরূন্। ৩০। ওয়া ক্বা-লাতিল্
সত্য দ্বীন কবুল করে না যে পর্যন্ত না তারা অবনত হয়ে জিযিয়া প্রদান করে। (৩০) আর ইয়াহুদীরা বলে,

৪ ع ১০ রুকূ

০ টীকা (আয়াত-২৯) কথায় ত আহলে কিতাব, অর্থাৎ ইহুদী ও নাছারাগণ আল্লাহকেও মান্য করে থাকে এবং পরকাল দিবসেরও মোনকের নয়, কিন্তু যখন তারা "তিন খোদা মান্য করে, কিংবা হযরত ঈসা অথবা হযরত ওযায়েরকে আল্লাহর পুত্র মনে করে, তখন তা খোদাকে মান্য করা নয়। পরকালের মুক্তি আল্লাহর মান্যকারীদেরই জন্য; কিন্তু যার তাওহীদের আকীদার মধ্যেই গোলমাল, সে ব্যক্তি যেন পরকাল দিবসেরও মোনকের। পরকাল দিবসের মোনকের না হলে সে ব্যক্তি 'তিন খোদা' মান্য করবে কেন, এবং কাউকেও খোদার পুত্রই বা স্বীকার করবে কেন?

الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ

ইয়াহূদু 'উযাইরু নিব্‌নুল্লা-হি ওয়া ক্বা-লাতিন্নাস্বা-রাল্ মাসীহুব্‌নুল লা-হি ; যা-লিকা ক্বাওলুহুম্

উযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। এতো তাদের শুধু মুখের কথা। তারা

بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ

বিআফ্‌ওয়া-হিহিম্, ইয়ুদ্বা-হিউনা ক্বাওলাল্লাযীনা কাফারূ মিন ক্বাব্‌লু, ক্বা-তালাহুমুল লা-হু আন্না-

আগেকার কাফিরদের কথার অনুরূপ (কথা) বলছে, আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। কিভাবে তারা (সত্য দ্বীন থেকে) ফিরে

يُؤْفَكُونَ ﴿৩১﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ

ইয়ু'ফাকূন। ৩১ ; ইত্তাখাযূ~আহ্বা-রাহুম্ ওয়া রুহ্‌বা-নাহুম্ আরবা-বাম্মিন দূনিল্লা-হি ওয়াল্ মাসীহাব্

যেতে পারে! (৩১) তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতদেরকে এবং তাদের সন্যাসীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে

ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ

না মারইয়ামা, ওয়ামা~উমিরূ~ইল্লা- লিইয়া'বুদূ~ইলা-হাওঁ ওয়া- হিদান, লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া;

এবং মরইয়ম পুত্র মসীহকেও; অথচ তাদেরকে শুধু এক আল্লাহরই ইবাদাত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যিনি ছাড়া অন্য আর কোন মাবুদ নেই,

سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿৩২﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى

সুব্‌হা-নাহূ 'আম্মা- ইয়ুশ্‌রিকূন। ৩২। ইয়ুরীদূনা আইঁ ইয়ুত্বফিউ নূরাল্লা-হি বিআফওয়া- হিহিম্ ওয়া ইয়া'বা

তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র। (৩২) তারা চায় আল্লাহর নূরকে তাদের মুখের ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিবে, অথচ আল্লাহ্

اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿৩৩﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ

ল্লা-হু ইল্লা~আইঁ ইয়ুতিম্মা নূরাহূ ওয়ালাও কারিহাল্ কা-ফিরূন্। ৩৩। হুওয়াল্লাযী~আর্‌সালা রাসূলাহূ বিলহুদা-

তাঁর নূর দ্বীন ইসলামকে পূর্ণত্ব করে পৌছাবেন, যদিও কাফিররা এটাকে অপছন্দ করে। (৩৩) তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন সত্য পথ

وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿৩৪﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ওয়া দীনিল্ হাক্বক্বি লিইয়ুয্‌হিরাহূ 'আলাদ্দীনি কুল্লিহী; ওয়া লাও কারিহাল্ মুশরিকূন্। ৩৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা

ও সত্য দ্বীনসহ যাতে তিনি তার দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা খারাপ মনে করে। (৩৪) হে

آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

আ-মানূ~ইন্না কাছীরামমিনাল্ আহ্বা-রি ওয়ার্ রুহ্‌বা-নি লাইয়া'কুলূনা আম্‌ওয়া-লা

ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই (তাদের) অধিকাংশ পন্ডিত ও সন্যাসী ভক্ষণ করে লোকদের ধনসম্পদ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ

ন্না-সি বিল্‌বা-ত্বিলি ওয়া ইয়াস্বুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ; ওয়াল্লাযীনা ইয়াক্‌নিযূনা

অন্যায়ভাবে এবং তাদেরকে বিরত রাখে আল্লাহর রাস্তা থেকে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

যযাহাবা ওয়াল্ ফিদ্বদ্বাতা ওয়ালা- ইয়ুন্‌ফিক্বূনাহা- ফী সাবীলিল লা-হি ফাবাশ্‌শির্‌হুম্ বি'আযা-বিন্

এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির সু-সংবাদ

أَلِيمٍ ﴿৩৫﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ

আলীম্। ৩৫। ইয়াওমা ইয়ুহ্‌মা- আলাইহা- ফী না-রি জ্বাহান্নামা ফাতুক্‌ওয়া- বিহা- জ্বিবা-হুহুম্

দিন। (৩৫) যেদিন সে (জমাকৃত স্বর্ণ রৌপ্য)-গুলো জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা দাগ দেয়া হবে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে

وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ

ওয়া জুনূবুহুম্ ওয়া যুহূরুহুম্, হা-যা- মা-কানায্‌তুম্ লিআন্‌ফুসিকুম্ ফাযূক্বূ মা- কুন্‌তুম্

এবং পৃষ্ঠ দেশে, (তাদেরকে সেদিন বলা হবে) এটা তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, এখন উপভোগ কর তা যা তোমরা সঞ্চয় করে

تَكْنِزُونَ ﴿৩৬﴾ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ

তাক্‌নিযূন। ৩৬। ইন্না 'ইদ্দাতাশ্ শুহূরি 'ইন্‌দাল্লা-হিছ্‌না- 'আশারা শাহ্‌রান্ ফী কিতা-বিল্লা-হি

রেখেছিলে। (৩৬) নিশ্চয়ই মাসসমূহের সংখ্যা গণনা আল্লাহর নিকট আল্লাহর কিতাবে (বিধানে) বারটি,

يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ

ইয়াওমা খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা মিন্‌হা~আরবা'আতুন্ হুরুম্, যা-লিকাদ্দীনুল্

আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দিবস হতেই, তার মধ্যে চার মাস সম্মানিত। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। অতএব তোমরা

الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً

ক্বাইয়্যিমু ; ফালা- তায্‌লিমূ ফীহিন্না আন্‌ফুসাকুম্ ওয়া ক্বা-তিলুল্ মুশ্‌রিকীনা কা—ফ্ ফাতান্

(এ মাসগুলোর বিরোধীতা করে নিজেদের উপর) জুলুম কর না। এ মাসসমূহের মধ্যে তোমরা সমষ্টিগতভাবে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে ভাবে তারা তোমাদের সাথে

كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿৩৭﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ

কামা- ইয়ুক্বা-তিলূনাকুম্ কা—ফ্‌ফাহ্; ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা মা'আল্ মুত্তাক্বীন্। ৩৭। ইন্নামান্ নাসী—উ যিইয়া-দাতুন্

সমষ্টিগতভাবে যুদ্ধ করে তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ভয়কারীদের সাথে আছেন। (৩৭) এ মাসগুলো পিছিয়ে দেয়া কুফরীর মধ্যে বাড়তি ছাড়া আর কিছুই নয়, এর

○ টীকা (আয়াত-৩৫) يوم يحمى হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, এ নির্দেশ যাকাতের নির্দেশ আসার আগের। যাকাতের নির্দেশ আসার পরে যাকাতকে আল্লাহ তায়ালা মাল পবিত্র করণের মাধ্যম নির্ধারণ করেন। এ কারণে, আলিমগণ বলেন, যে মালের যাকাত আদায় করা হয় তা كنز (জমা) করার অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে মালের যাকাত আদায় করা না হয় তা كنز (জমা) করার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যাপারে কুরআনের এ কঠিন শাস্তি বর্ণিত। (কুঃ কারীম)

○ টীকা (আয়াত-৩৬) কোরআন "বিশ্লেষণ করে থাকে তার কোন কোন শব্দ দ্বারা কোন কোন শব্দের" এটা সর্বসম্মত মশহুর কথা। এর মর্ম এই যে, কোরআনে একই বিষয় সম্পর্কে একাধিক স্থলে উল্লেখ এসেছে। কিন্তু কোথাও একপ্রকার শব্দের ব্যবহার এসেছে এবং কোথাও অন্য প্রকার শব্দের। এ অবস্থায় সবগুলো মিলালে তবেই সঠিক মর্ম বুঝা যায়। এ স্থলে উল্লেখিত "মুত্তাকীন" শব্দের একাধিক প্রকার অর্থ হতে পারে। এর সাধারণ অর্থ– পরহেজগার, কিন্তু আমি (অর্থাৎ অনুবাদকারী) এর অর্থ গ্রহণ করেছি– (বাড়াবাড়ি হতে) ভয়কারী।" আমার এ অর্থগ্রহণ করার দলীল সূরা বাকারাহ্ দ্বিতীয় পারায় অষ্টম রুকূস্থ নিম্নের আয়াত মওজুদ রয়েছে– অর্থাৎ, "আর যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে তোমাদের উপর তবে তোমরাও বাড়াবাড়ি কর সে ব্যক্তির উপর সেরূপ যেরূপ সে বাড়াবাড়ি করেছে তোমাদের উপর আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখ যে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (বাড়াবাড়ি হতে ভয়কারীগণের সঙ্গী)।"

فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا

ফিল্কুফ্রি ইয়ুদ্বাল্লু বিহিল্লাযীনা কাফারূ ইয়ুহিল্লূনাহূ 'আ-মাওঁ ওয়া ইয়ুহার্‌রিমূনাহূ 'আ-মাল্ লিইয়ুওয়া-ত্বিউ
দ্বারা কাফিরদেরকে পথ ভ্রষ্ট করা হয়; তারা এক বছর সেটা হালাল করে এবং এক বছর সেটা হারাম করে, যাতে আল্লাহ যেগুলোকে হারাম করেছেন সেগুলোর গণনা

عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ

'ইদ্দাতা মা- হার্‌রামাল্লা-হু ফাইউহিল্লূ মা- হার্‌রামাল্লা-হ্; যুয়্যিনা লাহুম্ সূ—উ আ'মা-লিহিম্, ওয়াল্লা-হু
পূর্ণ করতে পারে, অতঃপর সেগুলো হালাল করে নেয়, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। সৌন্দর্যময় করে দেয়া হয়েছে তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের কাছে। আল্লাহ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ

ع ৫ ১১ রুকু'

লা- ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমাল্ কা-ফিরীন। ৩৮। ইয়া~আইয়্যুহাল লাযীনা আ-মানূ মা- লাকুম্ ইযা- ক্বীলা লাকুমুন্
কাফির সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। (৩৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল? যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে,

انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ

ফিরূ ফী সাবীলিল্লা-হিছ্ ছা-ক্বাল্‌তুম্ ইলাল আর্‌দ্বি ; আরাদ্বীতুম্ বিল্ হ্বাইয়া-তিদ্
আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধের জন্য) বের হও, তখন তোমরা অতিশয় ভারী হয়ে যমীনের সাথে লেগে যাও, তোমরা

الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا

দুন্‌ইয়া- মিনাল্ আ-খিরাতি, ফামা- মাতা-'উল্ হ্বায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া- ফিল্ আ-খিরাতি ইল্লা- ক্বালীল্। ৩৯। ইল্লা-
কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছ? (শোন!) পরকালের মোকাবিলায় পার্থিব জীবন কিছুই না। (৩৯) যদি

تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ

তান্‌ফিরূ ইয়ু'আয্‌যিব্‌কুম্ 'আযা-বান্ আলীমাওঁ ওয়া ইয়াস্‌তাব্‌দিল্ ক্বাওমান্ গাইরাকুম্ ওয়ালা- তাদ্বুর্‌রূহু
তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও তবে (আল্লাহ) তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দিবেন এবং স্থলাভিষিক্ত করবেন অন্য সম্প্রদায়কে তোমাদের পরিবর্তে, আর তোমরা

شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ

শাইয়া; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। ৪০। ইল্লা- তানসুরূহু ফাক্বাদ্ নাস্বারাহুল লা-হু ইয্ আখরাজাহুল্
আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (৪০) যদি তোমরা তাঁকে [রাসূল (স)] সাহায্য না কর তবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন

الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ

লাযীনা কাফারূ ছা-নিয়াছ নাইনি ইয্ হুমা- ফিল্‌গা-রি ইয্ ইয়াকূলু লিস্বা-হ্বিবিহী লা- তাহ্‌যান্ ইন্না
আল্লাহ, যখন তাঁকে কাফিরেরা (দেশ থেকে) বের করে দিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন দু'জনার একজন, যখন তারা উভয়ই গুহার মধ্যে ছিল, যখন তিনি তাঁর

○ টীকা (আয়াত-৪০) হযরত রাসূলে আকরাম (সা) পূর্ণ দশ বছর কাল মক্কায় দ্বীন ইসলাম প্রচার করেন এবং বিবিধ প্রকার দুঃখ কষ্ট যা কাফেরগণ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল, তা ধৈর্যসহকারে বরদাশত করতে থাকেন। এমন কি কাফেরগণ তাঁকে মেরে ফেলার জন্যও উদ্যত হয়। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, কাফেরগণের হাত হতে তাঁর জীবন রক্ষা করা অসম্ভব, তখন রাসূল (সা) রাত্রে হযরত আলীকে নিজের বিছানায় শয়ন করায়ে হযরত আবুবকরসহ মক্কা হতে বের হয়ে যান এবং তিন মাইল দূরবর্তী "ছুর" পাহাড়ের গহ্বরে লুকায়িত হন। এদিকে কাফেরগণ সংবাদ পাওয়া মাত্রই কুপরামর্শে লিপ্ত হয়। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ

ল্লা-হা মা'আনা- ফাআন্‌যালাল্লা-হু সাকীনাতাহূ 'আলাইহি ওয়া আইয়্যাদাহূ বিজুনূদিল্‌লাম্ তারাওহা- ওয়া জ্বা'আলা
সঙ্গীকে বলেছিলেন, "চিন্তিত হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন"। অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর স্বীয় শান্তি বর্ষণ করেন এবং (এমন) এক সেনাদল

كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

কালিমাতাল্লাযীনা কাফারুস্ সুফ্‌লা-; ওয়া কালিমাতুল্লা-হি হিয়াল্'উল্‌ইয়া-; ওয়াল্লা-হু 'আযীযুন্ হ্বাকীম্।
দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেন যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তাঁরা কাফিরদের কথা নীচ করে দিলেন এবং আল্লাহর কথাই সমোচ্চ থাকল, আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।

﴿٤٠﴾ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

৪১। ইন্‌ফিরূ খিফা-ফাওঁ ওয়া ছিক্বালাওঁ ওয়া জ্বা-হিদূ বিআম্‌ওয়া-লিকুম্ ওয়া আন্‌ফুসিকুম্ ফী সাবীলিল লা-হি;
(৪১) তোমরা বের হয়ে পড়, স্বল্প সরঞ্জাম বা ভারী সরঞ্জাম নিয়ে হলেও এবং আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় মাল ও জান দ্বারা জিহাদ কর, এটাই তোমাদের জন্য

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا

যা-লিকুম্ খাইরুল্ লাকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্ তা'লামূন। ৪২। লাও কা-না'আরাদ্বান্ ক্বারীবাওঁ ওয়া সাফারান্ ক্বা-স্বিদাল
উত্তম, যদি তোমরা জানতে। (৪২) যদি (পার্থিব) সম্পদ শীঘ্র পাওয়ার সম্ভবনা থাকতো এবং সফর যদি সহজ হতো তবে অবশ্যই তারা আপনার অনুসরণ করত,

لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا

লাত্তাবা'উকা ওয়ালা- কিম্ বা'উদাত্ 'আলাইহিমুশ্ শুক্ক্বাহ্; ওয়া সাইয়াহ্বলিফূনা বিল্লা-হি লাবিস্‌তাত্ব'না- লাখারাজ্‌না-
কিন্তু এ সফর তাদের কাছে দূরবর্তী হওয়ার কারণে কষ্টকর মনে হল এবং তারা অচিরেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, যদি আমাদের সামর্থ্য থাকতো তবে অবশ্যই

مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ۚ

মা'আকুম্; ইয়ুহ্‌লিকূনা আনফুসাহুম্, ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু ইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন। ৪৩। 'আফাল্লা-হু 'আন্‌কা,
তোমাদের সাথে বের হতাম, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধংস করছে, আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। (৪৩) আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেছেন, কোন লোক

لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤٣﴾ لَا

লিমা আযিনতা লাহুম্ হ্বাত্তা- ইয়াতাবাইয়্যানা লাকাল্লাযীনা স্বাদাকূ ওয়া তা'লামাল্ কা-যিবীন্। ৪৪। লা
সত্যবাদী তা আপনার কাছে প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এবং মিথ্যাবাদীদেরকে না জানা পর্যন্ত আপনি কেন তাদেরকে (যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার) অনুমতি দিলেন? (৪৪) তারা

(৪০ নং টীকার বাকী অংশ) হযরত রাসূলে আকরাম (সা) পর্বত গহ্বরে লুকিয়ে রইলেন। কাফেরগণ খুজতে খুজতে সে গহ্বরদ্বারে উপস্থিত হল, কিন্তু আল্লাহ তখন তাদেরকে অন্ধ করে দিলেন,- তারা রাসূল (সা)-কে দেখতে পেল না। ইহা সে সময়ের ঘটনা যখন হযরত আবু বকর গহবরের উপর কাফেরগণের চলা-ফেরা করতে দেখে ভীতবিহ্বল হয়েছিলেন এবং রাসূল আকরাম (সা) তাকে সান্তনা দিয়েছিলেন। পয়গাম্বর ছাড়া 'আল্লাহর প্রতি' এ প্রকার ভরসা, অন্যের দ্বারা সম্ভবপরই নয়। ফলকথা, হযরত মুহাম্মদ (সা) নিশিযোগে মক্কা ত্যাগ এবং তদহেতু কাফেরগণের কুযুক্তির সিদ্ধান্তের কথা যখন চারদিকে প্রচারিত হল, তখন আমাদের প্রিয় রাসূল (সা) মদীনা যাত্রার সাধারণ সোজা পথ না ধরে, কষ্টকর পথের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং অতি কষ্টে একটু একটু পথ অতিক্রম করতে করতে মদীনায় উপনীত হন। এরই নাম হিজরত, ইহা হতেই মুসলমানদের সন-হিজরীর উৎপত্তি। রাসূল (সা) যে সময় পর্যন্ত ছুর গহ্বরে ছিলেন, সে পর্যন্ত হযরত আবু বক্করের গৃহ হতে তথায় তাঁদের খাদ্যের বন্দোবস্ত ছিল। এ ব্যাপারে পয়গাম্বরের প্রতি হযরত আবু বকরের খেদমত অসীম প্রশংসনীয়। এ খেদমতের কথা কখনো কোন মুসলমান ভুলতে পারবে না। ○ টীকা (আয়াত-৪১) انفروا خفافا- এর অর্থ বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- এককভাবে অথবা সংঘবদ্ধভাবে খুশীতে অথবা নাখুশীতে, গরীব অবস্থায় অথবা, বিত্তশালী অবস্থায়, যুবক অবস্থায় অথবা, বৃদ্ধ অবস্থায়, পদাতিক অবস্থায় অথবা, বাহন অবস্থায়। (কুঃ কারীম)

يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ

ইয়াস্তা'যিনুকাল লা-যীনা ইয়ু'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি আইঁয়ুজা- হিদূ বিআম্ওয়া-লিহিম্

যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি, তাদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে; কখনো আপনার কাছে (অব্যাহতি পাওয়ার জন্য)

وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

ওয়া আনফুসিহিম, ওয়াল্লা-হু 'আলীমুম্ বিল্ মুত্তাক্বীন্ । ৪৫ । ইন্নামা- ইয়াস্তা'যিনুকাল্লাযীনা লা- ইয়ু'মিনূনা

অনুমতি প্রার্থনা করবেনা, আল্লাহ পরহেযগারদেরকে ভালভাবেই জানেন। (৪৫) আপনার কাছে (অব্যাহতি পাওয়ার জন্য) অনুমতি প্রার্থনা করে কেবল যারা

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ○

বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়ারতা-বাত্ ক্বুলূবুহুম্ ফাহুম্ ফী রাইবিহিম্ ইয়াতারাদ্দাদূন।

তারাই যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহযুক্ত, সুতরাং তারা তাদের সন্দেহের মধ্যেই দ্বিধান্বিত।

﴿٤٥﴾ وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ

৪৬। ওয়ালাও আরা-দুল্ খুরূজা লাআ'আদ্দূ লাহূ 'উদ্দাতাওঁ ওয়ালা-কিন্ কারিহাল্লা-হুম্ বি'আ-ছাহুম্ ফাছাব্বাত্বাহুম্

(৪৬) যদি তাদের বের হওয়ার ইচ্ছা থাকত তবে অবশ্যই তার জন্য সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করে রাখত, কিন্তু আল্লাহর অপছন্দ ছিল, তাদের যাওয়াটা, সুতরাং

وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾ لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا

ওয়া ক্বীলাক্ব'উদূ মা'আল্ ক্বা-'য়িদীন্। ৪৭। লাও খারাজূ ফীকুম্ মা- যা-দূকুম্ ইল্লা- খাবালাওঁ

তাদেরকে নিবৃত্ত রাখলেন এবং বলা হল, তোমরা বসে থাক উপবিষ্টদের সাথে। (৪৭) যদি তারা তোমাদের সাথে বেরও হত, তবে তোমাদের জন্য বিশৃংখলা ছাড়া আর

وَّلَا۠اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ

ওয়ালা আওদ্বাউ খিলা-লাকুম্ ইয়াব্গূনাকুমুল ফিত্নাতা, ওয়াফীকুম্ সাম্মা-'উনা লাহুম্; ওয়াল্লা-হু

অন্য কিছু বৃদ্ধি পেতনা এবং তোমাদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করত এবং তোমাদের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টি করাত এবং তোমাদের মধ্যে তাদের গুপ্তচর

عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى

'আলীমুম্ বিযযা-লিমীন্। ৪৮। লাক্বাদিব্তাগাউল্ ফিতনাতা মিন্ ক্বাব্লু ওয়া ক্বাল্লাবূ লাকাল্ উমূরা হাত্তা-

রয়েছে। আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালভাবে জানেন। (৪৮) তারাতো পূর্বেও বিশৃংখলা করতে চেয়েছিল (ওহুদের যুদ্ধে) এবং আপনার কর্মপন্থা ওলট পালট করতে

جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا

জ্বা—আল্হাক্বকু ওয়া যাহারা আমরুল্লা-হি ওয়াহুম্ কা-রিহূন্। ৪৯। ওয়া মিন্হুম্ মাই ইয়াকূলু'যাল্লী ওয়ালা-

চেয়েছিল। অবশেষে সত্য (আল্লাহর সাহায্য) আসল এবং আল্লাহর নির্দেশের বিজয় হল এবং তারা অপছন্দ করেছিল। (৪৯) তাদের মধ্যে কতিপয় লোক বলে, আমাকে

تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

তাফ্তিন্নী; আলা- ফিল্ ফিত্নাতি সাক্বাত্বূ; ওয়া ইন্না জ্বাহান্নামা লামুহীত্বাতুম্ বিল্কা-ফিরীন্।

অনুমতি দাও এবং আমাকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলনা, জেনে রেখো তারাই ধ্বংসের মধ্যে পড়ে আছে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে বেষ্টন করে আছে।

﴿٤٩﴾ اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرَنَا

৫০। ইন্ তুস্বিব্কা হ্বাসানাতুন্ তাসু'হুম্, ওয়া ইন্ তুস্বিব্কা মুস্বীবাতুই ইয়াকূলূ ক্বাদ্ আখায্না~আম্রানা-

(৫০) যদি আপনার কোন কল্যাণ (বিজয়) পৌছে তাদের কাছে তা খারাপ লাগে এবং আপনার উপর যদি কোন বিপদ এসে পৌছে তখন তারা বলে, আমরাতো আমাদের

مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾ قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ

মিন্ ক্বাব্লু ওয়া ইয়াতাওয়াল্লাও ওয়াহুম্ ফারিহূন্। ৫১। কুল লাইঁ ইয়ুস্বীবানা~ইল্লা- মা- কাতাবাল্লা-হু লানা-,

ব্যাপারে পূর্বেই সাবধানতা অবলম্বন গ্রহণ করেছিলাম। আর তারা খুশী মনে ফিরে যায়। (৫১) আপনি বলুন, আমাদের উপর কিছুই পৌছবে না তা ব্যতীত যা আল্লাহ

هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَاۤ اِلَّاۤ

হুওয়া মাওলা-না-, ওয়া'আলাল্লা-হি ফাল্ইয়াতাওয়াক্কালিল্ মু'মিনূন। ৫২। কুল্ হাল্ তারাব্বাস্বূনা বিনা~ইল্লা~

আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, তিনিই আমাদের মালিক। আর মুমিনগণের (একমাত্র) আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। (৫২) বলুন, তোমরা

اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ

ইহ্দাল্ হুস্নাইয়াইনি; ওয়া নাহ্নু নাতারাব্বাস্বু বিকুম্ আইঁ ইয়ুস্বীবাকুমুল্লা-হু বি'আযা-বিম্ মিন্

অপেক্ষা করছ আমাদের ব্যাপারে দুটি ভাল বিষয়ের একটির এবং তোমাদের ব্যাপারে আশা করছি যে, আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন তাঁর পক্ষ থেকে অথবা

عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾ قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا

'ইন্দিহী~আওবিআইদীনা- ফাতারব্বাস্বূ- ইন্না- মা'আকুম্ মুতারাব্বিস্বূন। ৫৩। কুল্ আন্ফিকূ ত্বাও'আন্

আমাদের হাত দ্বারা, সুতরাং তোমরা (আমাদের ব্যাপারে) অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করছি। (৫৩) বলুন, তোমরা (চাই) খুশীতে

اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ

আও কার্হাল লাইঁ ইয়ুতাক্বাব্বালা মিন্কুম্; ইন্নাকুম্ কুন্তুম্ ক্বাওমান্ ফা-সিক্বীন্। ৫৪। ওয়ামা- মানা'আহুম্ আন্

ব্যয় কর, অথবা নাখুশীতে ব্যয় কর তা কখনও তোমাদের থেকে কবুল করা হবে না, নিশ্চয়ই তোমরা পাপাচারী সম্প্রদায়। (৫৪) তাদের অর্থ ব্যয় তাদের

تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ

তুক্ববালা মিন্হুম্ নাফাক্বা-তুহুম্ ইল্লা~আন্নাহুম্ কাফারূ বিল্লা-হি ওয়া বিরাসূলিহী ওয়ালা- ইয়া'তূনাস স্বালা-তা

থেকে কবুল না করার বাধা (কারণ) এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে এবং সালাত

اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ

ইল্লা- ওয়া হুম্ কুসা-লা- ওয়া লা- ইয়ুন্ফিকূনা ইল্লা- ওয়া হুম্ কা-রিহূন্। ৫৫। ফালা- তু'জ্বিব্কা আম্ওয়া-লুহুম্

আদায়ের জন্য (জামাতে) আসে অলীহা নিয়ে এবং অসন্তুষ্ট মনে অর্থ ব্যয় করে। (৫৫) সুতরাং আপনাকে যেন আশ্চর্যান্বিত না করে, তাদের ধন-সম্পদ

وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ

ওয়ালা~আওলা-দুহুম্, ইন্নামা- ইয়ুরীদুল্লা-হু লিইয়ু'আয্যিবাহুম্ বিহা- ফিল্ হ্বাইয়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ওয়া তায্হাক্বা

এবং তাদের সন্তান সন্ততি। আল্লাহর ইচ্ছাতো এ সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিবেন এবং কাফির অবস্থায়ই

أنفسهم وهم كفرون ﴿٥٥﴾ ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم

আনফুসুহুম্ ওয়াহুম্ কা-ফিরূন্ । ৫৬ । ওয়া ইয়াহ্বলিফূনা বিল্লা-হি ইন্নাহুম্ লামিন্‌কুম্, ওয়া মা-হুম্ মিন্‌কুম্

তাদের প্রাণ বের হয়ে যায়। (৫৬) তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, নিশ্চয়ই তারা তোমাদেরই দলের লোক; অথচ তারা তোমাদের দলের নয়।

ولكنهم قوم يفرقون ﴿٥٦﴾ لو يجدون ملجا أو مغرت أو مدخلا لولوا

ওয়ালা-কিন্নাহুম্ ক্বাওমুঁই ইয়াফ্‌রাকূন। ৫৭। লাও ইয়াজিদূনা মাল্‌জাআন্ আও মাগা-রা-তিন আও মুদ্দাখালাল্ লাওয়াল্লাও

বরং তারা ভীতু সম্প্রদায়। (৫৭) যদি তারা কোন আশ্রয় কেন্দ্র, কোন গুহা, অথবা কোন প্রবেশ পথ পায় তবে তারা তীব্র বেগে সেদিকে

إليه وهم يجمحون ﴿٥٧﴾ ومنهم من يلمزك في الصدقت فإن أعطوا

ইলাইহি ওয়াহুম্ ইয়াজ্‌মাহূন। ৫৮। ওয়া মিন্‌হুম্ মাইঁ ইয়াল্‌মিযুকা ফিসস্বাদাক্বা-তি, ফাইন্ উ'ত্বূ

পলায়ন করবে। (৫৮) তাদের মধ্যে কতিপয় এমন লোকও আছে যারা সদকার মাল বন্টনের ব্যাপারে আপনার দুর্নাম করে, যদি তার থেকে

منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ﴿٥٨﴾ ولو أنهم رضوا ما

মিন্‌হা- রাদ্বূ ওয়া ইল্‌লাম্ ইয়ু'ত্বাও মিন্‌হা~ইযা- হুম্ ইয়াস্‌খাত্বূন। ৫৯। ওয়ালাও আন্নাহুম্ রাদ্বূ মা~

কিছু দেয়া হয় তবে তারা সন্তুষ্ট হয়। আর যদি তার থেকে কিছু দেয়া না হয়; তবে তারা হঠাৎ অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। (৫৯) কতইনা ভাল হতো, যদি তারা আল্লাহ ও

اتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله

আ-তা-হুমুল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ ওয়া ক্বা-লূ হ্বাস্‌বুনাল্লা-হু সাইয়ু'তীনাল লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহী ওয়া রাসূলুহূ~

তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যেত এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ আমাদেরকে দিবেন তাঁর অনুগ্রহ থেকে এবং তাঁর রাসূলও,

إنا إلى الله رغبون ﴿٥٩﴾ إنما الصدقت للفقراء والمسكين والعملين عليها

ইন্না~ইলাল্লা-হি রা-গিবূন্। ৬০। ইন্নামাসস্বাদাক্বা-তু লিলফুক্বারা—য়ি ওয়াল্ মাসা-কীনি ওয়াল 'আ-মিলীনা 'আলাইহা-

আমরা তো আল্লাহর থেকেই আশাবাদী। (৬০) সদকা (যাকাত) তো কেবল দরিদ্র, নিঃস্ব, যাকাত আদায়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মচারী এবং যাদের মন

والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن

ওয়াল্ মুআল্লাফাতি ক্বুলূবুহুম্ ওয়া ফির্‌রিক্বা-বি ওয়াল্ গা-রিমীনা ওয়া ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়াব্‌নিস্

আকৃষ্ট করা প্রয়োজন তাদের জন্য এবং দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী এবং মুসাফিরদের জন্য।

السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴿٦٠﴾ ومنهم الذين يؤذون

সাবীল্; ফারীদ্বাতাম্ মিনাল্লা-হি ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন্ হ্বাকীম্। ৬১। ওয়া মিন্‌হুমুল লাযীনা ইয়ু'যূনান

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞ। (৬১) আর তাদের মধ্যে কতিপয় এমন লোকও আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয়

০ টীকা (আয়াত-৬০) ঃ للفقراء والمسكين (ফকীর ও মিসকীন) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, ফকীর যে অসহায় অবস্থায়ও কারো কাছে হাত পাতে না এবং মিসকীন যে মানুষের কাছে গিয়ে হাত পাতে ও সওয়াল করে। (ইবনে কাসীর) কারো মতে, ফকীর হল, যার কিছুই নেই এবং মিসকীন হল যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। (মাঃ কুরআন)

০ টীকা (আয়াত-৬০) ঃ وابن السبيل অর্থাৎ, মুসাফির নিজ গৃহে ধনী হলেও সফরের অবস্থায় যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তবে যাকাতের অংশ থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে।

النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

নাবিয়্যা ওয়া ইয়াক্বূলূনা হুওয়া উযুনুন্, ক্বুল্ উযুনু খাইরিল্লাকুম্ ইয়ু'মিনু বিল্লা-হি ওয়াইয়ু'মিনু

এবং বলে, তিনি তো কান দিয়ে সব কথাই শ্রবণ করেন, আপনি বলুন, তোমাদের জন্য যা কল্যাণকর সেটাই তিনি এ কান দিয়ে শ্রবণ করেন। তিনি তো আল্লাহর প্রতি

للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله

লিল্‌মু'মিনীনা ওয়া রাহ্বমাতুললিল্লাযীনা আ-মানূ মিন্‌কুম্, ওয়াল্লাযীনা ইয়ু'যূনা রাসূলাল্লা-হি

ঈমান আনেন, মু'মিনদের কথা বিশ্বাস করেন। তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন তিনি তাদের জন্য রহমত স্বরূপ। আর যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়

لهم عذاب أليم ﴿٦١﴾ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله

লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ৬২। ইয়াহ্বলিফূনা বিল্লা-হি লাকুম্ লিইয়ুরদ্বূকুম্; ওয়াল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ~

তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬২) তারা শুধু তোমাদের খুশী করার জন্যই তোমাদের সামনে আল্লাহর শপথ করে, অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ﴿٦٢﴾ ألم يعلموا أنه من يحادد الله

আহ্বাক্কু আইঁ ইয়ুরদ্বূহু ইন্ কা-নূ মু'মিনীন্। ৬৩। আলাম্ ইয়া'লামূ~আন্নাহূ মাইঁ ইয়ুহ্বা- দিদিল্লা-হা

অধিক হকদার যে, (তারা) তাঁকে খুশী করে, যদি তারা মুমিন হয়। (৬৩) তারা কি জানে না? যে আল্লাহ ও তার

ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ﴿٦٣﴾ يحذر

ওয়া রাসূলাহূ ফাআন্নালাহূ না-রা জ্বাহান্নামা খা-লিদান ফীহা-; যালিকাল্ খিয্‌ইয়ুল্ 'আযীম্ ৬৪। ইয়াহ্বযারুল্

রাসূলের বিরোধিতা করবে, তার জন্য অবশ্যই রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি, যেখানে সে অনন্তকাল থাকবে, এটাই চরম লাঞ্ছনা। (৬৪) মুনাফিকরা সর্বদা এ ভয়

المنفقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزءوا

মুনা-ফিক্বূনা আন্ তুনায্‌যালা 'আলাইহিম্ সূরাতুন্ তুনাব্বিউহুম্ বিমা- ফী ক্বুলূবিহিম্, ক্বুলিস্ তাহ্‌যিউ

করে যে, কখন না অবতীর্ণ হয় মুসলমানের উপর এমন এক সূরা যা তাদের অন্তরের গোপন বিষয় তাদেরকে জানিয়ে দেবে, বলুন, তোমরা ঠাট্টা করতে থাক

إن الله مخرج ما تحذرون ﴿٦٤﴾ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض

ইন্নাল্লা-হা মুখ্‌রিজুম্‌মা- তাহ্বযারূন্। ৬৫। ওয়ালাইন্ সাআল্‌তাহুম্ লাইয়াক্বূলুন্না ইন্নামা- কুন্না- নাখূদ্বু

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন যে সম্বন্ধে তোমরা ভয় করছ। (৬৫) আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তারা স্পষ্ট বলে দিবে যে, আমরাতো শুধু

ونلعب قل أبالله وآيته ورسوله كنتم تستهزءون ﴿٦٥﴾ لا تعتذروا

ওয়া নাল্'আব্; ক্বুল্ আবিল্লা-হি ওয়া আ-ইয়া-তিহী ওয়া রাসূলিহী কুন্‌তুম্ তাস্‌তাহ্‌যিউন্। ৬৬। লা- তা'তাযিরূ

পরস্পরে হাস্যালাপ ও খেল তামাশা করছিলাম, বলুন, তোমরা কি আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি উপহাস করছিলে? (৬৬) তোমরা বাহানা করোনা,

০ টীকা (আয়াত-৬৪) মুনাফিকদের মধ্যে দু' প্রকার মুনাফিক ছিল। তাদের কেউ কেউ ত কু-আকীদা বিশিষ্ট ছিল এবং যে কোন কারণ বশতঃ নিজদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত, আর কেউ কেউ সন্দেহকারী এবং দু-দিলবিশিষ্ট ছিল। অত্র আয়াতে এ শেষোক্ত রকমের মুনাফিকের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এরা কোন কোন সময়ে ভয়ও করত, কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের প্রতি হাসি-ঠাট্টা করতে ছাড়ত না। ০ টীকা (আয়াত-৬৬) যে মুনাফিক আল্লাহর দ্বীনের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, তাদের কেউ কেউ এরূপ যে, কেবল লোকের দেখাদেখি তারা 'হাঁ'র সাথে হাঁ মিলাতে থাকে, এদের দোষ ততোধিক গুরু নয়। আর কেউ কেউ প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে। এ শ্রেণীর মুনাফিকই আল্লাহর নিকট শাস্তির যোগ্যপাত্র গণ্য হবে। আল্লাহ এস্থলে একজন্য কারো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন নি যেন, নিজ নিজ অবস্থার প্রতি সকলেই অবহিত এবং সাবধান হয়ে যায়।

قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً

ক্বাদ্ কাফারতুম্ বা'দা ঈমা-নিকুম; ইননা'ফু'আন ত্বা—য়িফাতিম মিন্কুম্ নু'আযযিব্ ত্বা—য়িফাতাম্

নিশ্চয়ই তোমরা নিজেদেরকে মুমিন প্রকাশ করে কুফরী করেছ। তোমাদের মধ্য হতে কতককে যদি ক্ষমাও করি তবে কতককে তাদের গুনাহের

بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ

বিআন্নাহুম্ কা-নূ মুজ্রিমীন্। ৬৭। আল্ মুনা-ফিকূনা ওয়াল্ মুনা-ফিক্বা-তু বা'দুহুম্ মিম্ বা'দ্ব

কারণে অবশ্যই শাস্তি দেব। (৬৭) সকল মুনাফিক পুরুষ ও মহিলা পরস্পর (চারিত্রিক দিক দিয়ে) একই ধরনের। তারা খারাপ কাজের

يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ

ইয়া'মুরূনা বিল্ মুন্কারি ওয়া ইয়ান্হাওনা 'আনিল্ মা'রূফি ওয়া ইয়াক্ববিদূনা আইদিয়াহুম্, নাসুল্লা-হা

নির্দেশ দেয় এবং ভাল কাজ থেকে (মানুষদেরকে) বিরত রাখে এবং তাদের হাতকে (দান, সদ্কা করা থেকে) বন্ধ করে রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে,

فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ

ফানাসিয়াহুম্, ইন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা হুমুল্ ফা-সিকূন্। ৬৮। ওয়া'আদাল্লা-হুল মুনা-ফিক্বীনা ওয়াল্ মুনা-ফিক্বা-তি ওয়াল কুফ্ফা-রা

ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা পাপাচারী। (৬৮) আল্লাহ ওয়াদা করেছেন মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফিরদের জন্য

نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ

না-রা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা-; হিয়া হ্বাস্বুহুম, ওয়া লা'আনাহুমুল্লা-হু ওয়া লাহুম্ 'আযা-বুম

জাহান্নামের অগ্নির, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সে (অগ্নিই) তাদের (শাস্তির) জন্য যথেষ্ট। তাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন এবং তাদের [illegible] রয়েছে (পরকালে)

مُقِيمٌ ﴿٦٨﴾ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا

মুক্বীম। ৬৯। কাল্লাযীনা মিন ক্বাব্লিকুম্ কা-নূ~আশাদ্দা মিন্কুম্ কুওয়্যাতাওঁ ওয়া আক্ছারা আম্ওয়া-লাওঁ ওয়া আওলা-দা-;

চিরস্থায়ী শাস্তি। (৬৯) (হে মুনাফিকরা!) তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায়, যারা শক্তিতে তোমাদের চেয়ে প্রবল ছিল এবং যারা অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির

فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

ফাস্তাম্তা'উ বিখালা-ক্বিহিম্ ফাস্তাম্তা'তুম্ বিখালা-ক্বিকুম্ কামাস তাম্তা'আল্লায়ীনা মিন্ ক্বাবলিকুম্

মালিক। সুতরাং তারা সুবিধা ভোগ করেছে তাদের (পার্থিব) অংশ দ্বারা তোমরাও সুবিধা ভোগ করলে তোমাদের অংশ দ্বারা যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাদের

بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

বিখালা-ক্বিহিম্ ওয়া খুদ্বতুম্ কাল্লাযী খা-দ্বূ, উলা—ইকা হ্বাবিত্বাত্ আ'মা-লুহুম্ ফিদ্দুন্ইয়া-

অংশ থেকে সুবিধা ভোগ করেছে এবং তোমরাও অনর্থক গল্পে নিমগ্ন হচ্ছে, যেভাবে তারা অনর্থক গল্পে নিমগ্ন হয়েছে। তাদের আমল ইহকাল

وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

ওয়াল্ আ-খিরাতি, ওয়া উলা—ইকা হুমুল্ খা-সিরূন। ৭০। আলাম্ ইয়া'তিহিম্ নাবাউল লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্

ও পরকালে নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৭০) তাদের কাছে কি তাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ পৌঁছেনি?

قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۙ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ۚ

ক্বাওমি নূহ্বিওঁ ওয়া 'আ-দিওঁ ওয়া ছামূদ; ওয়া ক্বাওমি ইব্রা-হীমা ওয়া আস্বহা-বি মাদ্ইয়ানা ওয়াল্ মু'তাফিকা-তি;

যেমন নূহ, আদ, সামূদ সম্প্রদায়ের এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এবং মাদইয়ান ও বিপর্যস্ত জনপদের অধিবাসীদের, তাদের

أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

আতাত্হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্বায়্যিনা-তি, ফামা- কা-নাল্লা-হু লিইয়াজ্বলিমাহুম্ ওয়া লা-কিন্ কা-নূ~আনফুসাহুম্

কাছে তাদের রাসূল স্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছিলেন, আল্লাহএমন নন যে, তাদের উপর অত্যাচার করবেন, কিন্তু তারা নিজেরাই

يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ

ইয়াজ্বলিমূন্। ৭১। ওয়াল্ মু'মিনূনা ওয়াল্ মু'মিনা-তু বা'দুহুম্ আওলিয়া—উ বা'দ্ব্। ইয়া'মুরূনা

নিজেদের উপর অত্যাচার করছিল। (৭১) মুমিন পুরুষ এবং মুমিন মহিলা পরস্পরে একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ

বিল্ মা'রূফি ওয়া ইয়ান্হাওনা 'আনিল্ মুন্কারি ওয়া ইয়ুক্বীমূনাসস্বালা-তা ওয়া ইয়ু'তূনা যাকা-তা ওয়া ইয়ুত্বী'উনা

নির্দেশ দেয় এবং অন্যায় (খারাপ) কাজ থেকে (মানুষদেরকে) বিরত রাখে, তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা

اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَ اللَّهُ

ল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ, উলা—ইকা সাইয়ারহ্বামুহুমুল্লা-হু, ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্ হ্বাকীম। ৭২। ওয়া'আদাল্লা-হুল্

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তাদের উপরই আল্লাহ অতিশীঘ্র অনুগ্রহ দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ। (৭২) আল্লাহ (এসব)

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি জ্বান্নাতিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্বতিহাল্ আনহা-রু খা-লিদীনা ফীহা-

মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাদের জন্য এমন জান্নাতের ওয়াদা করেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরকাল

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

ওয়া মাসা-কিনা ত্বায়্যিবাতান্ ফী জ্বান্নাতি 'আদ্ন্; ওয়া রিদ্বওয়া-নুম মিনাল্লা-হি আক্বার; যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল

থাকবে, (এবং ওয়াদা করেছেন) উৎকৃষ্ট বাসস্থানের যা জান্নাতে চিরস্থায়ী বিদ্যমান এবং এগুলোর মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড় নেয়ামত, এটাই পরম

الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ

'আযীম। ৭৩। ইয়া~আইয়্যুহান্নাবিয়্যু জ্বা-হিদিল্ কুফ্ফা-রা ওয়াল্ মুনা-ফিক্বীনা ওয়াগ্লুয্ব 'আলাইহিম্; ওয়া মা'ওয়া-হুম্

সফলতা। (৭৩) হে নবী! কাফির ও মুনাফিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের উপর কঠোর হোন, তাদের বাসস্থান

جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ

জ্বাহান্নাম; ওয়া বি'সাল্ মাস্বীর। ৭৪। ইয়াহ্বলিফূনা বিল্লা-হি মা- ক্বা-লূ; ওয়া লাক্বাদ্ ক্বা-লূ কালিমাতাল্ কুফ্রি

জাহান্নাম আর তা কতইনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল। (৭৪) তারা আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তারা অমুক কথা বলেনি, অথচ তারা কুফরীর কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর

وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ

ওয়া কাফারু বা'দা ইস্লা-মিহিম্ ওয়া হাম্মূ বিমা- লাম্ ইয়ানা-লূ, ওয়া মা- নাক্বামূ~ইল্লা~আন্ আগ্না-হুমু

কাফির হয়ে গেছে এবং তারা কামনা করেছিল এমন বিষয়ের যা পূর্ণ করতে পারেনি, তারা শুধু এরই প্রতিদান দিয়েছিল যে, তাদেরকে সম্পদশালী করেছিলেন

اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ

ল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ মিন্ ফাদ্বলিহী, ফা ইঁয়ইয়াতূবূ ইয়াকু খাইরাললাহুম্, ওয়া ইঁয় ইয়াতাওয়াল্লাও ইয়ু'আযযিব হুমু

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহ থেকে, যদি তারা এরপরও তওবা করে, তবে এটা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে; আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে

اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

ল্লা-হু 'আযা-বান্ আলীমা-, ফিদ্দুন্ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাহ্, ওয়ামা- লাহুম্ ফিল্ আরদ্বি মিঁও ওয়ালিয়্যিঁও ওয়ালা-

নেয়; তবে আল্লাহ তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে শাস্তি দিবেন যন্ত্রণাময় শাস্তি এবং পৃথিবীতে তাদের কোনই বন্ধু ও সাহায্যকারী

نَصِيرٍ ﴿٧٥﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ

নাস্বীর্। ৭৫। ওয়া মিনহুম্ মান্ 'আ-হাদাল্লা-হা লাইন আ-তা-না- মিন্ ফাদ্বলিহী লানাসস্বাদ্দাক্বান্না ওয়া লানাকূনান্না মিনাস

নেই। (৭৫) তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল, যদি আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহে (অর্থ সম্পদ) দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা সদকা

الصَّالِحِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ

স্বা-লিহ্বীন্। ৭৬। ফালাম্মা~আ-তা-হুম্ মিন্ ফাদ্বলিহী বাখিলূ বিহী ওয়া তাওয়াল্লাও ওয়াহুম্ মু'রিদ্বূ-ন্।

করব এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হব। (৭৬) অতঃপর যখন আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে (সম্পদ) দান করলেন তখন তাতে কারপণ্য শুরু করল এবং উপেক্ষা করে ফিরে গেল।

﴿٧٧﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا

৭৭। ফাআ'ক্বাবাহুম্ নিফা-ক্বান্ ফী কুলূবিহিম্ ইলা- ইয়াওমি ইয়াল্ক্বাওনাহূ বিমা~আখ্লাফুল্লা-হা মা- ওয়া'আদূহু ওয়া বিমা-

(৭৭) অনন্তর আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ তাদের অন্তরে নেফাকী (কপটতা) পয়দা করলেন যা আল্লাহর সাথে মিলনের দিন পর্যন্ত থাকবে, এ কারণে যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত

كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ

কা-নূ ইয়াক্যিবূন্। ৭৮। আলাম্ ইয়া'লামূ~আন্নাল লা-হা ইয়া'লামু সির্‌রাহুম্ ওয়া নাজ্ওয়া-হুম্ ওয়া আন্নাল্লা-হা

ওয়াদা ভংগ করেছে এবং তারা মিথ্যা বলছিল। (৭৮) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের গোপন বিষয় এবং তাদের গোপন পরামর্শ সবকিছুই জানেন, নিশ্চয়ই

عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٩﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ

'আল্লা-মুল্ গুইয়ূব্। ৭৯। আল্লাযীনা ইয়াল্‌মিযূনাল্ মুত্ত্বাওবি'য়ীনা মিনাল্ মু'মিনীনা ফিসস্বাদাক্বা-তি

আল্লাহ সকল গোপন তথ্য সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত আছেন। (৭৯) যারা নিন্দা করে, নফল সদকা প্রদানকারী মুমিনদেরকে এবং তাদেরকে যারা তাদের শ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া অন্য

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ

ওয়াল্লাযীনা লা- ইয়াজ্বিদূনা ইল্লা- জুহ্‌দাহুম্ ফাইয়াস্‌খারূনা মিন্‌হুম্; সাখিরাল্লা-হু মিন্‌হুম্,

আর কিছুই পায় না, তারা তাদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদের এ ঠাট্টার প্রতিফল দিবেন, তাদের জন্য রয়েছে

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٨٠﴾ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ

ওয়ালাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম। ৮০। ইস্তাগ্ফির লাহুম্ আও লা- তাস্তাগ্ফির্ লাহুম্ ইন্ তাস্তাগ্ফির্ লাহুম্ সাব্'ঈনা

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৮০) তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন (উভয়ই সমান) ; যদি আপনি সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা

مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

মার্‌রাতান্ ফালাই ইয়াগ্ফিরাল্লা-হু লাহুম; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ কাফারূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী; ওয়াল্লা-হু লা- ইয়াহ্‌দিল্

করেন আল্লাহ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না, এটা এ কারণে যে, তারা কুফরী করেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে, আল্লাহ ফাসিক (পাপাচারী) সম্প্রদায়কে সঠিক পথ

১০ ع ১৬ রুকু

الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨١﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا

ক্বাওমাল্ ফাসিক্বীন্। ৮১। ফারিহ্বাল্ মুখাল্লাফূনা বিমাক্ব'আদিহিম্ খিলা-ফা রাসূলি ল্লা-হি ওয়া কারিহূ~

প্রদর্শন করেন না। (৮১) (তাবুক যুদ্ধে) পেছনে (গৃহে) থাকা লোকগুলো রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজ গৃহে থাকার কারণে বেশ আনন্দ লাভ করেছে

أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي

আইঁ ইয়ুজ্বা-হিদূ বিআম্‌ওয়া-লিহিম্ ওয়া আন্‌ফুসিহিম্ ফী সাবীলিল লা-হি ওয়া ক্বা-লূ লা- তান্‌ফিরূ ফিল

এবং আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা না পছন্দ করেছে এবং তারা বলল, এ গরমের মধ্যে (যুদ্ধে) বের হয়ো

الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨٢﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا

হ্বার্‌রি; কুল্ না-রু জ্বাহান্নামা আশাদ্দু হ্বার্‌রা-; লাও কা-নূ ইয়াফ্‌ক্বাহূন্। ৮২। ফাল্‌ইয়াদ্বহাকূ ক্বালীলাওঁ

না। তাদেরকে বলুন, জাহান্নামের অগ্নি এর চেয়ে অধিক গরম, যদি তারা বুঝত। (৮২) অতএব (পৃথিবীতে) তারা কম হেসে নিক

وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٣﴾ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ

ওয়াল্ ইয়াবকূ কাছীরা-, জ্বাযা—আম্ বিমা- কা-নূ ইয়াক্‌সিবূন্। ৮৩। ফাইঁর্ রাজ্বা-'আকাল্লা-হু ইলা-

এবং (পরকালে) তারা অনেক বেশী কাঁদবে তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে। (৮৩) এরপর যদি আল্লাহ আপনাকে (মদিনায়) তাদের কোন দলের নিকট ফিরিয়ে আনেন,

✪ টীকা (আয়াত-৮০) 'সত্তর বলতে সত্তর সংখ্যা নয়; বরং উহার মর্ম অধিক। ইহা আরবে প্রচলিত একটি বিশেষ কথা। যদ্রূপ এদেশের লোক কখনও 'পঞ্চাশ', কখনও 'একশত' এবং কখনও 'হাজার'-এর উল্লেখ করে থাকে। যথা– পঞ্চাশবার, একশত বার, হাজার বার এ কথা বলা হয়েছে– এরূপ কথার প্রচলন এদেশে রয়েছে। হাদীসে উক্ত আছে, আব্দুল্লাহ নামক মুনাফিকের মৃত্যু ঘটলে, তদীয় পুত্র হযরত নবী করীম সমীপে উপস্থিত হয়ে পিতার জানাযা নামায পড়ায়ে দেয়ার জন্য আরয করে। রাসূল (সা) সম্মতি জ্ঞাপনান্তে আব্দুল্লাহর জানাযা নামায পড়াতে প্রস্তুত হন। আব্দুল্লাহ পাকা মুনাফিক, ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল এবং আব্দুল্লাহ কর্তৃক হযরত রাসূলুল্লাহ ও মুসলমানদেরকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছিল। আব্দুল্লার জানাযা নামায পড়াতে হযরত ওমর রাসূলুল্লাহকে বাধা প্রদান করেন এবং অত্র আয়াত স্মরণ করিয়ে দেন। তখন রাসূলে আকরাম (সা) ফরমায়েছেন যে, আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করা না করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আপনি সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আমি ক্ষমা করব না। অতএব আমি সত্তর বারেরও অধিক দোয়া করব। এটা বলে হুজুর আব্দুল্লার জানাযা নামায পড়ালেন শুধু এটাই নয়; বরং তার কাফনের জন্য নিজের একটি কোর্তাও দান করলেন। আব্দুল্লার জানাযা নামায পড়ানো শেষ হতেই আয়াত নাযিল হয়, আয়াতটি পরে আসছে। এরপর থেকে তিনি মুনাফিকদের জানাযা ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ত্যাগ করেন। রাসূল (সা)-এর কার্য হতে এটা যেন মনে না করা হয় যে, তিনি 'সত্তর'-এর প্রচলন বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন না, বরং কথা হচ্ছে যে, রাসূল (সা) শারাফাত এবং রহমতের খনি ছিলেন। "দোষ ক্ষমা এবং অনুকম্পা প্রদর্শন" তার নৈতিক জীবনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। আর অন্যদিকে, আল্লাহর করুণা ও দয়া হতেও তাঁর ভরসা ছিল। রাসূল (সা)-এর মন 'সত্তর' শব্দটির একটি উপলক্ষ করে তাঁর "রাহমাতুল্লিল আলামীন" হওয়া সাব্যস্ত করে দেখান। ("হে আল্লাহ) তুমিও করীম, তোমার রাসূলও করীম, আমরা দুই করীমের মধ্যে আছি তজ্জন্য শত শোকর") আর ঐ যে আব্দুল্লাহর কাফনের জন্য নিজের কোর্তা দান করেছিলেন, তার ভেদ তত্ত্ব এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তা আব্দুল্লাহ কর্তৃক একটি উপকারের বিনিময় ছিল। হযরত রাসূলে আকরাম (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস মুসলমান হলে তখনই তার কাপড় বদলাবার আবশ্যক হয়। হযরত আব্বাস হৃষ্টপুষ্ট মোটা সোটা লম্বা-চওড়া লোক থাকায় এক আব্দুল্লার কোর্তা ছাড়া অন্য কোন মুসলমানের কোর্তা তার গায়ে লাগে নি। প্রিয় পাঠক! প্রত্যুপকারের চাক্ষুস দৃশ্য হযরত নবী করীম (সা)-এর নীতি-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অবলোকন করুন। এটা সেই কিছুই যা রাসূল আকরাম (সা)-এর সাথে আমাদের আকীদাকে বৃদ্ধি করে থাকে।

طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا

ত্বা—য়িফাতিম মিন্হুম্ ফাস্তা'যানূকা লিল্খুরূজ্বি ফাক্বুল লান্ তাখরুজু মা'য়িয়া আবাদাওঁ ওয়ালান্ তুক্বা-তিলূ
অতঃপর যদি তারা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য অনুমতি চায়, তবে আপনি বলে দিবেন, তোমরা আমার সাথে কখনও বের হবে না এবং কখনও যুদ্ধ করবে না।

مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَلَا

মা'য়িয়া 'আদুওওয়ান ; ইন্নাকুম্ রাদ্বীতুম্ বিল্কু'উদি আওয়্যালা মার্‌রাতিন্ ফাক্'উদূ মা'আল্ খা-লিফীন্। ৮৪। ওয়ালা-
শত্রুদের সাথে আমার সাথী হয়ে। তোমরাতো প্রথমবারেই (গৃহে) বসে থাকাটাই পছন্দ করেছিলে, সুতরাং তোমরা পিছে বসে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাক। (৮৪) আর

تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

তুস্বাল্লি 'আলা~আহ্বাদিম মিন্হুম মা-তা আবাদাওঁ ওয়ালা- তাকুম 'আলা- ক্বাব্‌রিহী; ইন্নাহুম্ কাফারূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী
যদি তাদের মধ্যে কেউ মারা যায়, তবে আপনি কখনও তাদের জানাযার নামায পড়বেন না এবং তাদের কবরের পার্শ্বেও দাঁড়াবেন না, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

ওয়া মা-তূ ওয়াহুম্ ফা-সিকূন্। ৮৫। ওয়ালা- তু'জ্বিব্‌কা আমওয়া-লুহুম্ ওয়া আওলা-দুহুম্, ইন্নামা- ইয়ুরীদুল্লা-হু
সাথে কুফরী করেছে এবং পাপাচারী অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে। (৮৫) আপনাকে যেন আশ্চর্যান্বিত না করে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই

أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا أُنزِلَتْ

আই ইয়ু'আয্‌যিবাহুম্ বিহা- ফিদ্দুন্‌ইয়া- ওয়া তায্‌হাক্বা আন্‌ফুসুহুম্ ওয়া হুম্ কা-ফিরূন্। ৮৬। ওয়া ইযা~উন্‌যিলাত্
যে, সেসব (সম্পদ, সন্তান-সন্ততি) দ্বারা তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিবেন এবং তাদের আত্মা বের হবে কুফরী অবস্থায়। (৮৬) আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়,

سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ

সূরাতুন্ আন্ আ-মিনূ বিল্লা-হি ওয়া জ্বা-হিদূ মা'আ রাসূলিহিস্ তা'জানাকা উলুত্ব্ ত্বাওলি মিন্হুম্
এ মর্মে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সাথে মিলে জিহাদ কর, তখন তাদের মধ্য হতে সামর্থবান ব্যক্তিরা অনুমতি প্রার্থনা করে

وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ

ওয়া ক্বা-লূ যার্‌না- নাকুম মা'আল্ ক্বা-'য়িদীন্। ৮৭। রাদ্বূ বিআই ইয়াকূনূ মা'আল্ খাওয়া-লিফি ওয়া তুবি'আ
এবং বলে আমাদেরকে রেহাই দিন, আমরা উপবিষ্টকারীদের সাথে থাকব। (৮৭) তারা গৃহে বসা মহিলাদের সাথে থাকাটাই

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا

'আলা- ক্বুলূবিহিম্ ফাহুম্ লা- ইয়াফ্‌ক্বাহূন্। ৮৮। লা-কিনির্ রাসূলু ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ জ্বা-হাদূ
পছন্দ করেছে তাদের অন্তরে মোহর মারা হয়েছে, ফলে তারা কিছুই বুঝে না। (৮৮) কিন্তু রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

বিআম্‌ওয়া- লিহিম্ ওয়া আন্‌ফুসিহিম্, ওয়া উলা—ইকা লাহুমুল্ খাইরা-তু ওয়া উলা—ইকাহুমুল্ মুফ্‌লিহূন্।
এনেছে তারা তাদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়ে যুদ্ধ করেছে তাদের জন্যই কল্যাণ রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

﴿٨٩﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ

৮৯। আ'আদ্দাল্লা-হু লাহুম্ জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্বতিহাল্ আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা-; যা-লিকাল ফাওযুল
(৮৯) তাদের জন্য আল্লাহ এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এটাই বিরাট

১১ ১৭ রুকূ

الْعَظِيمُ ﴿٩٠﴾ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ

'আযীম্। ৯০। ওয়া জ্বা—আল্ মু'আয্‌যিরূনা মিনাল আ'রা-বি লিইয়ু' যানা লাহুম্ ওয়া ক্বা'আদাল্লাযীনা
সফলতা, (৯০) (আরব) বেদুঈনদের মধ্য হতে অজুহাতকারী কিছু লোক উপস্থিত হল, যাতে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় এবং যারা

كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

কাযাবুল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ, সাইয়ুস্বীবুল্লাযীনা কাফারূ মিনহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্।
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা বলেছে তারা একেবারে বসে থাকল। অতিশীঘ্রই তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে,

﴿٩١﴾ لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ

৯১। লাইসা 'আলাদ্ব্ দ্বু'আফা—য়ি ওয়া লা- 'আলাল্ মার্‌দ্বা- ওয়া লা-'আলাল লাযীনা লা- ইয়াজ্বিদূনা মা- ইয়ুন্‌ফিকূনা
(৯১) দুর্বল, পীড়িত এবং যারা ব্যয় করার সামর্থ্য রাখে না, তাদের উপর কোনই গুনাহ নেই যদি তারা

حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ

হ্বারাজুন ইযা নাস্বাহূ লিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী, মা- 'আলাল মুহ্বসিনীনা মিন্ সাবীল্, ওয়াল্লা-হু গাফূরুর্
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর দৃঢ় আস্থা রাখে, এ ধরনের নেককারগণের উপর কোনই অভিযোগ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম

رَّحِيمٌ ﴿٩٢﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ

রাহ্বীম্। ৯২। ওয়ালা- 'আলাল্লাযীনা ইযা- মা~আতাওকা লিতাহ্বমিলাহুম্ কুল্‌তা লা~আজ্বিদু মা~আহ্বমিলুকুম্
দয়ালু। (৯২) তাদের উপরও কোন অভিযোগ নেই, যারা আপনার কাছে আসছিল এজন্য যে তাদেরকে আপনি বাহন (যুদ্ধের সাওয়ারী) সরবরাহ করে দিবেন, তখন আপনি বলেছিলেন,

عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ○

'আলাইহি; তাওয়াল্লাও ওয়া আ'ইয়ুনুহুম্ তাফীদ্বু মিনাদ্দাম্'ই হ্বাযানান্ আল্লা- ইয়াজ্বিদূ মা- ইয়ুন্‌ফিকূন্।
আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন বাহন (সাওয়ারী) নেই, তখন তারা দুঃখ নিয়ে অশ্রু প্রবাহিত নয়নে ফিরে গেল, এজন্য যে তারা (নিজের থেকে) কোন কিছু ব্যয় করার সামর্থ্য রাখে না।

﴿٩٣﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَن

৯৩। ইন্নামাস্ সাবীলু 'আলাল্লাযীনা ইয়াস্‌তা'যিনূনাকা ওয়াহুম্ আগনিইয়া—উ ; রাদ্বূ বি আই
(৯৩) তাদের ব্যাপারেই অভিযোগ যারা অভাবমুক্ত হয়েও আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারা

يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

ইয়াকূনূ মা'আল্ খওয়া-লিফি; ওয়া ত্বাবা'আল্লা-হু 'আলা- কুলূবিহিম্ ফাহুম্ লা- ইয়া'লামূন্।
ঘরে বসা মহিলাদের সাথে থাকাই পছন্দ করেছিল। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। তারা তা জানে না।

﴿٩٤﴾ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ

৯৪। ইয়া'তাযিরূনা ইলাইকুম্ ইযা- রাজা'তুম্ ইলাইহিম, কুল্ লা- তা'যিরূ লান্ নু'মিনা লাকুম

(৯৪) যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের সামনে ওজর পেশ করবে। আপনি বলুন, তোমরা ওজর পেশ কর না; আমরা তোমাদেরকে কখনই

قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ

ক্বাদ নাব্বাআনাল্লা-হু মিন্ আখ্বা-রিকুম; ওয়া সাইয়ারাল্লা-হু 'আমালাকুম্ ওয়া রাসূলুহূ ছুম্মা তুরাদ্দূনা

বিশ্বাস করব না। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের সকল তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন এবং শীঘ্রই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন অতঃপর তোমরা

إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ

ইলা 'আ-লিমিল গাইবি ওয়াশ্শাহা-দাতি ফাইউনাব্বিউকুম বিমা- কুনতুম তা'মালূন। ৯৫। সাইয়াহ্লিফূনা বিল্লা-হি

প্রত্যাবর্তিত হবে এমন সত্তার নিকট যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বিষয় অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তোমরা করতে। (৯৫) তারা তখন তোমাদের

لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ

লাকুম ইযানক্বালাবতুম ইলাইহিম লিতু'রিদ্বূ 'আন্হুম ; ফাআ'রিদ্বূ 'আন্হুম, ইন্নাহুম রিজ্সুঁও

সামনে আল্লাহর শপথ করবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। তাই তোমরা তাদেরকে বর্জন করবে। নিশ্চয়ই

وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا

ওয়া মা'ওয়া-হুম জাহান্নাম, জাযা—আম্ বিমা- কা-নূ ইয়াক্সিবূন। ৯৬। ইয়াহ্লিফূনা লাকুম লিতারদ্বাও

তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বিনিময় তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (৯৬) তারা এজন্য তোমাদের সামনে শপথ করে যে,

عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

'আন্হুম, ফাইন তারদ্বাও 'আন্হুম ফাইন্নাল্লা-হা লা- ইয়ারদ্বা- 'আনিল্ক্বাওমিল্ ফা-সিক্বীন।

তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও, আল্লাহ পাপী লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

﴿٩٧﴾ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ

৯৭। আল্ আ'রা-বু আশাদ্দু কুফ্রাওঁ ওয়া নিফা-ক্বাওঁ ওয়া আজ্দারু আল্লা-ইয়া'লামূ হুদূদা মা~আন্যালাল্লা-হু

(৯৭) বেদুঈন লোকেরা কুফরী ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর এবং আল্লাহ যা তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তার

عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ

'আলা- রাসূলিহি, ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন হাকীম। ৯৮। ওয়া মিনাল্ আ'রা-বি মাই ইয়াত্তাখিযু মা- ইউনফিকু

সীমা জানবার অযোগ্য। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৯৮) এবং বেদুঈনদের মধ্যে কতিপয় এমন আছে যারা যা কিছু ব্যয় করে

○ টীকা (আঃ ৯৫) ঃ কেননা, মুনাফেকী ও বিরোধিতার কারণে তাদের হৃদয় অপবিত্র হয়ে রয়েছে। তাদের আচরণে বাধা দিলে কোন সংশোধনের আশা নেই। অতএব, তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেয়াই সঙ্গত। ○ টীকা (আঃ ৯৭) ঃ উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আলোচ্য মুনাফিকদের সম্বন্ধে তিন প্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে– (ক) তাদের ওযর পেশ করার উত্তরে পরিষ্কার বলে দাও যে, তোমরা ওযর পেশ করো না, আমরা তা বিশ্বাস করি না। (খ) তাদের স্বাধীন আচরণে বাধা না দিয়ে তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও। (গ) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ো না। কেননা, খোদা যখন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়, তখন মু'মিনদের জন্যও তা নিষিদ্ধ। (বঃ কোঃ)

مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

মাগ্রামাওঁ ওয়া ইয়াতারাব্বাসু বিকুমুদ্দাওয়া—য়ির; 'আলাইহিম দা—য়িরাতুস্সাওয়; ওয়াল্লা-হু সামী'উন 'আলীম।

তা জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের জন্য দুর্দিনের অপেক্ষা করছে। দুর্দিনের পালা তাদের উপরই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

﴿٩٩﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ

৯৯। ওয়া মিনাল্ আ'রা-বি মাই ইউ'মিনু বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়াইয়াত্তাখিযু মা ইউন্ফিকু

(৯৯) বেদুঈনদের কেউ কেউ এমনও আছে যে, আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এবং যা কিছু ব্যয় করে

قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ

কুরুবা-তিন 'ইন্দাল্লা-হি ওয়া স্বালাওয়া-তির রাসূল, আলা~ইন্নাহা- কুর্বাতুল্লাহুম, সাই উদখিলুহুমুল্লা-হু

তা আল্লাহর নৈকট্য ও রাসূলের দোয়া লাভের মাধ্যম মনে করে, মনে রেখ, তা তাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভেরই মাধ্যম। তাদেরকে আল্লাহ দাখিল

فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٠﴾ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ

ফী রাহ্মাতিহ, ইন্নাল্লা-হা গাফূরুররাহীম। ১০০। ওয়াস্সা-বিকূনাল আউওয়ালূনা মিনাল মুহা-জিরীনা

করবেন তাঁর রহমতের মধ্যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১০০) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম

وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَ

ওয়াল আন্স্বা-রি ওয়াল্লাযীনাত্তাবা'উহুম বিইহ্সা-নির রাদ্বিঅল্লা-হু 'আনহুম ওয়া-রাদ্বূ 'আনহু ওয়া

অগ্রগামী এবং যারা আন্তরিকতার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট আর

أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আ'আদ্দা লাহুম জান্না-তিন তাজ্রী তাহ্তাহাল আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা~আবাদা, যালিকাল্, ফাওযুল 'আজীম।

তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছেন এমন জান্নাত যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে, এটা বিরাট সফলতা।

﴿١٠١﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا

১০১। ওয়া মিম্মান হাওলাকুম মিনাল আ'রা-বি মুনা-ফিকূনা ওয়া মিন আহ্লিল্ মাদীনাতি মারাদূ

(১০১) তোমাদের চারপাশে বেদুঈনদের মধ্যে কিছু লোক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে কিছু লোক মুনাফিক (রয়েছে)

عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ

'আলান্নিফা-ক্বি লা- তা'লামুহুম, নাহ্নু না'লামুহুম; সানু'আয্যিবুহুম্ মার্রাতাইনি ছুম্মা ইউরাদ্দূনা

যারা মুনাফেকীতে দৃঢ়। আপনি তাদেরকে জানেন না, আমি তাদেরকে জানি, আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিব অতঃপর তারা

○ টীকা (আঃ ১০০) ঃ 'সাবেক এবং অগ্রবর্তী' বলতে সমস্ত মুহাজের ও আনছারকে, আর 'তাদের অনুগামী' বলতে সমস্ত মু'মিনদেরকে বুঝান হয়েছে। অনুগামীদের মধ্যে আনছার ও মুহাজের ব্যতীত অন্যান্য সাহাবীগণও রয়েছেন। তাঁদের স্থান সাধারণ মু'মিনগণের ঊর্ধ্বে। দেখা যায়, ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অগ্রবর্তিতা হিসাবেই ফযীলত ও মর্যাদার তারতম্য হয়েছে। কেননা, পূর্ববর্তী লোকদের ঈমান আনয়ন দেখে পরবর্তী লোকেরা ঈমান এনেছে। কাজেই পূর্ববর্তী লোকগণ পরবর্তীদের পথ প্রদর্শক হলেন। মর্যাদার তারতম্য অনুসারে সওয়াবেরও তারতম্য হবে। অর্থাৎ, অগ্রবর্তীগণ বেহেশতের উচ্চস্তর এবং উত্তম স্থান প্রাপ্ত হবেন এবং খোদার সন্তুষ্টিও অধিক লাভ করবেন। (বঃ কোঃ)

إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٢﴾ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ

ইলা- 'আযাবিন 'আযীম। ১০২। ওয়া আ-খারূনা'তারাফূ বিযুনূবিহিম খালাতূ 'আমালান স্বা-লিহাওঁ ওয়া আ-খারা

ভীষণ শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে (১০২) এবং অপর কতিপয় লোক যারা তাদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশিয়ে ফেলেছে নেক আমল ও খারাপ

سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٣﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

সাইয়্যিআ-; 'আসাল্লা-হু আঁই ইয়াতূবা 'আলাইহিম, ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম। ১০৩। খুয্ মিন্ আমওয়া-লিহিম

আমল, আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১০৩) তাদের মালসমূহ হতে

صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

স্বাদাক্বাতান তুত্বাহ্হিরুহুম ওয়া তুযাক্কীহিম বিহা- ওয়া স্বাল্লি আলাইহিম, ইন্না স্বালা-তাকা সাকানুল্লাহুম;

আপনি সদকা গ্রহণ করবেন, এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র করবেন ও পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদের জন্য দোয়া করবেন। নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তি

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

ওয়াল্লা-হু সামী'উন 'আলীম। ১০৪। আলাম ইয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা হুওয়া ইয়াক্ববালুত তাওবাতা 'আন 'ইবা-দিহী

স্বরূপ। আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (১০৪) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং সদকা গ্রহণ করেন?

وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٥﴾ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى

ওয়া ইয়া'খুযুস্স্বাদাক্বা-তি ওয়া আন্নাল্লা-হা হুয়াত্ তাওয়্যা-বুর রাহীম। ১০৫। ওয়া কুলি'মালূ ফাসাইয়ারা

নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (১০৫) আর আপনি বলুন, তোমরা আমল করতে থাক, আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহ

اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

ল্লা-হু 'আমালাকুম ওয়া রাসূলুহূ ওয়াল্ মু'মিনূন, ওয়া সাতুরাদ্দূনা ইলা- 'আ-লিমিল্ গাইবি ওয়াশ্শাহা-দাতি

দেখবেন, এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও এবং অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٦﴾ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ

ফাইউনাব্বিউকুম বিমা- কুনতুম তা'মালূন। ১০৬। ওয়া আ-খারূনা মুরজ্বাওনা লিআমরিল্লা-হি ইম্মা- ইউ'আয্যিবুহুম

দিবেন যা তোমরা করতে। (১০৬) আর অন্য কতিপয় লোক রয়েছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় সিদ্ধান্ত স্থগিত রয়েছে, তিনি তাদেরকে

وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٧﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا

ওয়া ইম্মা- ইয়াতূবু 'আলাইহিম, ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন হাকীম। ১০৭। ওয়াল্লাযীনাত্ তাখাযূ মাসজ্বিদান দ্বিরা রাওঁ

শাস্তি দিবেন, না তাদের মাফ করবেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ। (১০৭) আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতি সাধন ও

○ শানে নুযূল (আঃ ১০৭) ঃ والذين اتخذوا مسجدا - মদীনার আবু আমের নামের এক ব্যক্তি রাসূলের (সা) বিরোধিতায় সর্বদাই মশগুল থাকত। বদর যুদ্ধের পর মদীনা শরীফ গিয়ে কাফিরদের সাথে একত্রিত হয় এবং অহুদ, হোনাইন যুদ্ধসহ অনেক যুদ্ধেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। পরিশেষে রোমের বাদশাহর কাছে গিয়েও তাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেখান থেকে সে মুনাফিকদের কাছে একটি চিঠি লিখল যে, "তোমরা মসজিদে কোবার সামনে তোমাদের এলাকায় আমার জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ কর। আমি মদীনায় যখন আসব তখন সেখানে বসে সকল কর্মসূচী নির্ধারণ করব। মুনাফিকরা মসজিদ নির্মাণ করল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমনি সময় মসজিদ নির্মাণকারীদের কতিপয় লোক এসে তাঁকে উক্ত মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করার জন্য অনুরোধ জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মসজিদে নামায পড়ার ওয়াদা দিলেন। তখন "মসজিদে যেরার" সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ কাদেরী)

وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ

ওয়া কুফ্রাওঁ ওয়া তাফরীক্বাম্ বাইনাল্ মু'মিনীনা ওয়া ইর্স্বা-দাল্লিমান্ হ্বারাবাল্ লা-হা ওয়া রাসূলাহূ মিন্

কুফরী করার জন্য এবং মুমিনগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য এবং তাদের জন্য ঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যারা এর পূর্বে যুদ্ধ করেছে আল্লাহ ও তাঁর

قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

ক্বাব্ল, ওয়ালা ইয়াহ্লিফুন্না ইন্ আরাদ্না~ইল্লাল্হুসনা-, ওয়াল্লা-হু ইয়াশ্হাদু ইন্নাহুম লাকা-যিবূন।

রাসূলের বিরুদ্ধে, তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা সৎ উদ্দেশ্যেই এ কাজ করেছি অথচ আল্লাহ সাক্ষী, নিশ্চয় তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

﴿١٠٨﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ

১০৮। লা- তাক্বুম ফীহি আবাদান, লামাসজ্বিদুন উস্সিসা 'আলাত্তাক্বাওয়া- মিন্ আউওয়্যালি ইয়াওমিন্ আহ্বাক্কু আন্

(১০৮) আপনি কখনও দাঁড়াবেন না অবশ্য যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর, সেটাই যথাযথস্থান যে আপনি

تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

তাক্বূমা ফীহ; ফীহি রেজ্বালুঁই ইউহ্বিব্বূনা আঁই ইয়াতাত্বাহ্হারূ, ওয়াল্লা-হু ইউহ্বিব্বুল মুত্ত্বাহ্হিরীন।

সেখানে দাঁড়াবেন। সেখানে এমন লোকও আছে যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র অর্জনকারীগণকে ভালবাসেন।

﴿١٠٩﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ

১০৯। আফামান আস্সসা বুনইয়া-নাহূ 'আলা-তাক্বওয়া- মিনাল্লা-হি ওয়া রিদ্বওয়ানিন্ খাইরুন আম্মান আস্সাসা

(১০৯) যে ব্যক্তি তাঁর ভবনের ভিত্তি আল্লাহ ভীতি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্থাপন করে সে উত্তম? না যে তার ভবনের ভিত্তি স্থাপন

بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

বুনইয়া-নাহূ 'আলা শাফা জুরুফিন্ হা-রিন ফান্হা-রা বিহী ফী না-রিজ্বাহান্নাম, ওয়াল্লা-হু লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বা-ওমায

করে এমন গর্তের কিনারায় যা ধ্বংসের মুখোমুখী। ফলে যা তাদেরসহ জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে

الظَّالِمِينَ ﴿١١٠﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ

যা-লেমীন। ১১০। লা ইয়াযা-লু বুন্ইয়া-নু হুমুল্লাযী বানাওরীবাতান ফী কুলূবিহিম ইল্লা~আন্ তাক্বাত্ত্বা'আ

হেদায়াত করেন না। (১১০) তারা যে ভবন নির্মাণ করেছে তা তাদের অন্তরে সর্বদা সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তাদের

১৩ ৪১ ২ রুকূ

قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١١﴾ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ

কুলূবুহুম, ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন হাকীম। ১১১। ইন্নাল্লা-হাশ্তারা- মিনাল্মু'মিনীনা আন্ফুসাহুম

অন্তর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ। (১১১) নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে

وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

ওয়া আমওয়া-লাহুম বিআন্না লাহুমুল্ জান্নাহ, ইউক্বাতিলূনা ফী সাবীলিল্লা-হি ফাইয়াক্বতুলূনা ওয়া ইউক্বতালূন।

নিয়েছেন এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, তারা হত্যা করে ও নিহত হয়।

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ

ওয়া'দান 'আলাইহি হাক্বান ফীত্তাওরা-তি ওয়াল ইনজীলি ওয়াল কুরআন, ওয়া মান আওফা- বি'আহদিহী
এ ব্যাপারে সত্য প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে। আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর

مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

মিনাল্লা-হি ফাস্তাবশিরূ বিবাই'য়িকুমুল্লাযী বা-ইয়া'তুম বিহ, ওয়া যা-লিকা হুওয়াল ফাউযুল
কে আছে? তোমরা খুশী থাক সে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যা তোমরা ক্রয় করেছ। এবং এটাই বিরাট

الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ

'আযীম। ১১২। আত্তা—য়িবূনাল 'আ-বিদূনাল হা-মিদূনাস সা—য়িহূনার রা-কি'উনাস্ সা-জিদূনাল
সাফল্য। (১১২) তারা তওবাকারী, ইবাদাতকারী, প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী, রুকূ ও সিজদাকারী

الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ

আ-মিরূ না বিলমা'রূফি ওয়ান্না-হূনা 'আনিল মুনকারি ওয়াল হা-ফিযূনা লিহুদূদিল্লা-হ,
নেক কাজের নির্দেশদাতা, অসৎ কাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর সীমারেখার হেফাজতকারী। এসব মুমিনগণকে

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ

ওয়া বাশ্শিরিল মুমিনীন। ১১৩। মা-কা-না লিন্নাবিয়্যি ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ~আইঁইয়াস্তাগফিরূ- লিলমুশরিকীনা
আপনি সুসংবাদ জানিয়ে দিন। (১১৩) নবী এবং মুমিনগণের জন্য শোভনীয় নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের

وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

ওয়া লাও কানূ~উলী কুরবা- মিম্ বা'দি মা- তাবাইয়্যানা লাহুম আন্নাহুম আস্হা-বুল্ জাহীম।
জন্য যদিও তারা তাদের অতি নিকটতম আত্মীয় হয়, যখন তাদের ব্যাপারে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী।

﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا

১১৪। ওয়া মা-কা-না-স্তিগ্ফা-রু ইবরা-হীমা লিআবীহি ইল্লা 'আম্মাও'ইদাতিওঁ ওয়া 'আদাহা~ইয়্যাহ,ফালাম্মা-
(১১৪) ইবরাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন প্রতিশ্রুতি দেয়ার কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। যখন তার ব্যাপারে একথা স্পষ্ট

تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ

তাবাইয়্যানা লাহূ আন্নাহু~'আদুওউল লিল্লা-হি তাবাররাআ মিনহ; ইন্না ইবরা-হীমা লাআওওয়াহুন হালীম। ১১৫। ওয়ামা- কা-নাল্লা-হু
হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর দুশমন, তখন তিনি তার থেকে একেবারে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, নিশ্চয় ইবরাহীম নরম দেল ও ধৈর্যশীল। (১১৫) আল্লাহ এমন নন

○ শানে নুযূল (আঃ ১১৩) ঃ ...... ما كان للنبي - রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাঁর চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তার ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন তিনি তাঁর চাচার কাছে ওয়াদা দিলেন যে, "যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে আমাকে নিষেধ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব।" তার মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সাহাবাগণ (রা) যখন এ ঘটনা জানতে পারলেন; তখন তাঁরাও বলতে লাগলেন, আমরা কেন আমাদের পিতৃ পুরুষদের জন্য দোয়া করব না। যেখানে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ) তার পিতার জন্য এবং আমাদের রাসূল (সা) তাঁর চাচার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ কাদেরী)

لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

লিইউদ্বিল্লা ক্বাওমাম্ বা'দা ইয্ হাদা-হুম হাত্তা- ইউবাইয়্যিনা লাহুমমা- ইয়াত্তাকূন, ইন্নাল্লা-হা বিকুল্লি
যে, কোন সম্প্রদায়কে হেদায়াত করার পর গোমরাহ করবেন যে পর্যন্ত না তাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন সেসব বিষয়ে, যা থেকে তাদের

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ

শাইয়িন 'আলীম। ১১৬। ইন্নাল্লা-হা লাহূ মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব, ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীত,
সংযত হতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (১১৬) আসমান ও যমীনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহরই, তিনিই জীবন

وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾ لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ

ওয়ামা- লাকুম মিন দূনিল্লা-হি মিওঁ ওয়ালিয়্যিওঁ ওয়ালা- নাস্বীর। ১১৭। লাক্বাদ তা-বাল্লা-হু 'আলান্নাবিয়্যি ওয়াল
দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (১১৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ করুণা করেছেন নবী,

الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ

মুহাজিরীনা ওয়াল আনস্বারিল লাযীনাত্তাবা'উহু ফী সা-'আতিল 'উসরাতি মিম্বা'দি মা-কা-দা
মুহাজির ও আনসারগণের প্রতি, যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল কঠিন সময়ে, যখন তাদের এক দলের অন্তর বিচ্যুতির

يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

ইয়াযীগু কুলূবু ফারীক্বিম্মিনহুম ছুম্মা তা-বা 'আলাইহিম, ইন্নাহূ বিহিম রাউফুর রাহীম।
উপক্রম হয়েছিল। পরে তিনি তাদের উপর করুনা করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল পরম দয়ালু।

﴿١١٧﴾ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

১১৮। ওয়া 'আলাছ্ছালা-ছাতিল্লাযীনা খুল্লিফূ; হাত্তা~ইয়া- দ্বা-ক্বাত 'আলাইহিমুল আরদু বিমা- রাহুবাত
(১১৮) এবং সে তিন ব্যক্তির উপরেও, যারা পিছনে ছিল, যখন পৃথিবী সু-প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সঙ্কুচিত হয়েছিল

وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ

ওয়া দ্বা-ক্বাত 'আলাইহিম আনফুসুহুম ওয়াযান্নূ~আল্লা- মালজাআ মিনাল্লা-হি ইল্লা~ইলাইহ, ছুম্মা
এবং তাদের জন্য তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়েছিল এবং তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয় স্থল নেই; অতঃপর

تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

তা-বা 'আলাইহিম লিইয়াতূবূ, ইন্নাল্লা-হা হুওয়াত্ তাওওয়া-বুর রাহীম ।১১৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানু
তিনি তাদের প্রতি করুনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন যাতে তারা তওবা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (১১৯) হে ঈমানদারগণ!

اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم

ত্তাকুল্লা-হা ওয়া কূনূ মা'আস্বস্বা-দিক্বীন ১২০। মা- কা-না লিআহলিল মাদীনাতি ওয়া মান্ হাওলাহুম
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথী হও। (১২০) মদীনাবাসীদের এবং তাদের আশেপাশের

مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ

মিনাল্ আ'রা-বি আই ইয়াতাখাল্লাফূ 'আর্রাসূলিল্লা-হি ওয়ালা- ইয়ার্গাবূ বিআন্ফুসিহিম

মরুবাসীদের উচিত ছিল না যে, তাদের পিছনে থেকে যাওয়া আল্লাহর রাসূল থেকে, আর তাদের জীবনকে

عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ

'আন্নাফসিহ্, যা-লিকা বি আন্নাহুম লা- ইউস্বীবুহুম যামাউওঁ ওয়ালা- নাস্বাবুওঁ ওয়ালা- মাখ্মাস্বাতুন্

তাঁর জীবনের চেয়ে প্রিয় মনে করা। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় তাদের

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ

ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়ালা- ইয়াত্বাউনা মাওত্বিআইঁইয়াগীজুল কুফফা-রা ওয়া লা- ইয়ানা-লূনা মিন্

তৃষ্ণা, শ্রান্তি, ক্ষুধায় কষ্ট পাওয়া, আর এমন জায়গায় যাওয়া যা কাফিরদের ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং

عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

'আদুওয়িন্নাইলান ইল্লা- কুতিবা লাহুম বিহী 'আমালুন স্বা-লিহুন্ ইন্নাল্লা-হা লা- ইউদ্বীউ আজ্রাল্

শত্রুদের থেকে কিছু পাওয়া, এসব কিছু নেক আমল হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আল্লাহ নেককারদের প্রতিদান নষ্ট

الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ

মুহ্সিনীন। ১২১। ওয়ালা- ইউন্ফিকূনা নাফাক্বাতান স্বাগীরাতাওঁ ওয়ালা কাবীরাতাওঁ ওয়ালা- ইয়াক্বত্বা'উনা

করেন না। (১২১) তারা যা কিছুই ব্যয় করে ছোট হোক বা বড় হোক এবং যে কোন উপত্যকাই অতিক্রম করে, তা তাদের নামে

وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَمَا كَانَ

ওয়া-দিয়ান ইল্লা- কুতিবা লাহুম লিইয়াজ্যিয়াহুমুল্লা-হু আহ্সানা মা-কা-নূ ইয়া'মালূন। ১২২। ওয়ামা- কা-নাল্

লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যাতে আল্লাহ তাদের কৃত আমলসমূহের অধিক উত্তম প্রতিদান দেন তাদের। (১২২) আর মুমিনগণের

الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا

মু'মিনূনা লিইয়ানফিরূ- কা—ফ্ফাহ্, ফালাও লা- নাফারা মিন্ কুল্লি ফিরক্বাতিমমিনহুম ত্বা—য়িফাতুল লিইয়াতাফাক্কাহূ

এটা উচিৎ নয় যে, তারা (যুদ্ধের জন্য) একই সাথে সকলে বের হয়ে পড়বে। তারা কেন বের হয় না, তাদের প্রত্যেকটি দল হতে একটা ক্ষুদ্রদল যাতে

فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

১৫ ع ৪ রুকূ

ফিদ্দীনি ওয়ালিইয়ুনযিরূ ক্বাওমাহুম ইযা- রাজ্বাউ'~ইলাইহিম লা'আল্লাহুম ইয়াহ্যারূন।

দ্বীন সম্পর্কে চর্চা করতে পারে আর নিজ সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, যাতে তারা সাবধান হয়।

۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ

১২৩। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ক্বা-তিলুল্লাযীনা ইয়ালূনাকুম্ মিনাল্ কুফ্ফা-রি ওয়াল্ ইয়াজিদূ ফীকুম্

(১২৩) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যুদ্ধ কর তোমাদের আশে পাশে অবস্থানরত কাফিরদের সাথে, তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা

এক চতুর্থাংশ

غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ

গিল্জাহ্, ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা মা'আল মুত্তাক্বীন। ১২৪। ওয়া ইযা মা~উনযিলাত্ সূরাতুন ফামিন্হুম

অবলোকন করুক। জেনে রাখ আল্লাহ পরহেজগার লোকদের সাথেই আছেন। (১২৪) যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের

مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ

মাই ইয়াকূলু আইয়্যুকুম যাদাতহু হা-যিহী ঈমা-না-, ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ- ফাযা-দাতহুম ঈমা-নাওঁ ওয়াহুম

কেউ কেউ বলে এ সূরা তোমাদের মধ্যে কারো ঈমানে বাড়িয়ে দিয়েছে? যারা ঈমানদার এ সূরা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা আনন্দ

يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ

ইয়াস্তাব্শিরূন। ১২৫। ওয়া আম্মাল্লাযীনা ফী কুলূবিহিম মারাদ্বুন ফাযা-দাত্হুম রিজ্সান ইলা-

বোধ করছে। (১২৫) যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তাদের খারাপের সাথে আরও

رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ۝ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً

রিজ্সিহিম ওয়া মা-তূ ওয়াহুম কা-ফিরূন। ১২৬। আওয়া লা-ইয়ারাওনা আন্নাহুম ইউফ্তানূনা ফী কুল্লি 'আ-মিম্মার্রাতান

খারাপ বৃদ্ধি করে এবং তারা কাফির অবস্থায়ই মরে। (১২৬) তারা কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর একবার বা দু'বার

أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ

আও মার্রাতাইনি ছুম্মা লা- ইয়াতূবূনা ওয়া লা-হুম ইয়াযযাক্কারূন। ১২৭। ওয়া ইযা মা~উন্যিলাত সূরাতুন্

বিপদগ্রস্ত হয় এরপরেও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না। (১২৭) যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে

نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا ۚ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

নাযারা বা'দ্বুহুম ইলা বা'দ্ব, হাল ইয়ারা-কুম মিন্ আহাদিন্ ছুম্মান্স্বারাফূ, স্বারাফাল্লা-হু কুলূবাহুম

অপরের দিকে নজর করে যে তোমাদেরকে কেউ দেখছে কিনা? অতঃপর তারা প্রস্থান করে, আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে

بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

বি আন্নাহুম ক্বাওমুল্লা- ইয়াফ্ক্বাহূন। ১২৮। লাক্বাদ জ্বা—আকুম রাসূলুম্মিন্ আনফুসিকুম 'আযীযুন্ 'আলাইহি মা-'আনিত্তুম

(সত্য থেকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন, কারণ তারা নির্বোধ সম্প্রদায়। (১২৮) তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, যার কাছে তা খুবই

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ

হ্বারীস্বুন্ 'আলাইকুম বিল্মু'মিনীনা রাউফুর রাহীম। ১২৯। ফাইন তাওয়াল্লাও ফাকুল হাস্বিয়াল্লা-হু

কষ্টকর যা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করে। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনগণের প্রতি স্নেহশীল পরম দয়াময়। (১২৯) যদি তারা মুখ ফিরায়ে নেয়

১৬ ع ৫ রুকূ

لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, 'আলাইহি তাওয়াক্কাল্তু ওয়া হুওয়া রাব্বুল্ 'আরশিল 'আযীম।

আপনি বলে দিন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি, তিনি মহান আরশের মালিক।

সূরা ইয়ূনুছ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১০৯
রুকূ ঃ ১১

۝١ الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝٢ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى

১। আলিফ্ লাম রা—তিল্কা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল হ্বাকীম। ২। আকা-না লিন্না-সি 'আজ্বাবান আন আওহ্বাইনা~ইলা-
(১) আলিফ, লা-ম রা-। এগুলো বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত। (২) মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি ওহী প্রেরণ করেছি

رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ

রাজুলিম মিন্হুম আন আনযিরিন্না-সা ওয়া বাশ্শিরিল্লাযীনা আ-মানূ~আন্না লাহুম ক্বাদামা স্বিদ্ক্বিন্ 'ইন্দা
তাদের মধ্য থেকেই একজনার উপর যে, আপনি মানুষদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন এবং ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দিন যে,

رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ۝٣ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ

রাব্বিহিম্, ক্বা-লাল কা-ফিরূনা ইন্না হা-যা লাসা-হ্বিরুম্মুবীন। ৩। ইন্না রাব্বাকুমুল্লা-হুল্লাযী খালাক্বাস
তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা। কাফিরেরা বলে যে, নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি সুস্পষ্ট যাদুকর। (৩) আপনার প্রতিপালক আল্লাহই

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্তাওয়া- 'আলাল 'আরশি ইউদাব্বিরুল আমর, মা-
আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর উপবিষ্ট হয়ে সব বিষয় পরিচালনা করেন। কোন

مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

মিন শাফী'য়িন ইল্লা- মিম্ বা'দি ইযনিহ্, যা-লিকুমুল্লা-হু রাব্বুকুম ফা'বুদূহ্, আফালা- তাযাক্কারূন।
সুপারিশ করার নেই তাঁর অনুমতি ব্যতীত। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর। এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

۝٤ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ

৪। ইলাইহি মার্জ্বিউকুম জ্বামী'আ-, ওয়া'দাল্লাহি হাক্ক্বা-, ইন্নাহূ ইয়াব্দাউল খালক্বা ছুম্মা ইউ'য়ীদূহূ
(৪) তাঁর নিকটই তোমাদের সকলের ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্ট জীব প্রথম সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি তা

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ

লিইয়াজ্যিয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি বিলকিসত্ব, ওয়াল্লাযীনা কাফারূ লাহুম
পুনর্বার সৃষ্টি করবেন, যাতে ন্যায়ভাবে প্রতিদান দিতে পারেন, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে। আর যারা কাফির তাদের পান

شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝٥ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ

শারা-বুমমিন্ হ্বামীমিওঁ ওয়া 'আযা-বুন 'আলীমুম বিমা- কা-নূ ইয়াক্ফুরূন। ৫। হুওয়াল্লাযী জ্বা'আলাশ্
করার জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা কুফরী করেছে। (৫) তিনিই আল্লাহ এমন যে, যিনি সূর্যকে

الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ

শামসা দ্বিয়া-য়াওঁ ওয়াল্ ক্বামারা নূরাওঁ ওয়া ক্বাদ্দারাহূ মানা-যিলা লিতা'লামু 'আদাদাস্ সিনীনা ওয়াল্ হ্বিসা-ব,
জ্যোতির্ময় এবং চন্দ্রকে আলোকিত বানিয়েছেন এবং তাদের অবস্থান নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা সময়ের গণনা ও হিসাব জানতে পার।

مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٦ اِنَّ فِي اخْتِلَافِ

মা- খালাক্বাল্লা-হু যা-লিকা ইল্লা- বিলহ্বাক্ক্; ইউফাস্বস্বিলুল আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়া'লামূন। ৬। ইন্না ফীখতিলা-ফি
আল্লাহ এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি নিদর্শনগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করেন জ্ঞানীদের জন্য। (৬) নিশ্চয়ই রাত

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝

ল্লাইলি ওয়ান্নাহা-রি ওয়ামা- খালাক্বাল্লা-হু ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি লাআ-ইয়া-তিল্লি ক্বাওমিইঁ ইয়াত্তাকূন।
ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আসমান ও যমীনে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে পরহেজগারদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

۝٧ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ

৭। ইন্নাল্লাযীনা লা- ইয়ারজূনা লিক্বা—আনা- ওয়া রাদ্বূ বিলহ্বায়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ওয়াত্বমা'আন্নূ বিহা- ওয়াল্লাযীনা
(৭) যারা আমার দর্শনের কামনা করে না এবং সন্তুষ্ট রয়েছে পার্থিব জীবন নিয়েই এবং এতেই প্রশান্তি লাভ করে এবং

هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝٨ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٩ اِنَّ

হুম 'আন আ-ইয়া-তিনা- গা-ফিলূন। ৮। উলা—য়িকা মা'ওয়া-হুমুন্না-রু বিমা- কা-নূ ইয়াক্সিবূন। ৯। ইন্না
আমার নিদর্শনাবলী থেকে সম্পূর্ণ অমনোযোগী, (৮) তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তাদের কৃতকর্মের কারণে। (৯) যারা

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ

ল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলূস্বস্বা-লিহ্বা-তি ইয়াহ্দীহিম রাব্বুহুম বিঈমা-নিহিম, তাজ্বরী মিন্
ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তদের প্রতিপালক তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন তাদের ঈমানের জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য

تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝١٠ دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ

তাহ্বতিহিমুল্ আনহা-রু ফী জ্বান্নাতিন না'য়ীম। ১০। দা'ওয়া-হুম ফীহা সুবহ্বানাকাল্লা-হুম্মা ওয়া তাহ্বিয়্যাতুহুম
বেহেস্তের দিকে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। (১০) সেখানে তাদের দোয়া হবে, হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, এবং সেখানে তাদের পরস্পরের অভিবাদন হবে

فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١١ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ

ফীহা- সালাম, ওয়া আ-খিরু দা'ওয়া-হুম আনিল্হ্বাম্দু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। ১১। ওয়া লাও ইউ'আজ্জ্বিলুল্লা-হু
"সালাম" এবং তাদের শেষ দোয়া হবে সারেজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা। (১১) যদি আল্লাহ

○ টীকা (আঃ ৫) ঃ অত্র আয়াতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূর্যের আলো নিজস্ব এবং চন্দ্রের আলো অন্য পদার্থ হতে গৃহীত। কোন নক্ষত্র এক দিবারাত্রে যে গতিপথ অতিক্রম করে, তাকেই মঞ্জিল বলা হয়েছে। সূর্যও গতিশীল, অতএব, তার জন্যও মঞ্জিল রয়েছে কিন্তু চন্দ্রের গতি সূর্যের গতি অপেক্ষা অধিক দ্রুত। অথচ তার গতিপথের পরিবর্তন সহজে বুঝা যায়। এজন্যই এ আয়াতে কেবল চন্দ্রের মঞ্জিল অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে। এ হিসাবে চাঁদ কোন মাসে ২৯ এবং কোন মাসে ৩০ মঞ্জিল অতিক্রম করে। কিন্তু অমাবস্যার সময় ২/১ রাত্রি চাঁদ দেখা যায় না বলে চাঁদের ২৮ মঞ্জিলের কথা লোকমুখে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। ○ টীকা (আঃ ৭) ঃ এটা অন্যান্যদের জন্যও প্রমাণ; কিন্তু মু'মিনরাই এ প্রমাণাদি দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে। অতএব, বিশেষভাবে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (বঃ কোঃ)

لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ

লিন্না-সিশ্ শার্‌রাসতি'জ্বালাহুম বিল্‌খাইরি লাকুদ্বিয়া ইলাইহিম আজ্বালুহুম, ফানাযারুল্লাযীনা

মানুষের অমঙ্গল দ্রুত করতেন, যেমনি তারা তাদের মঙ্গল দ্রুত কামনা করে, তবে অবশ্যই তারা (দ্রুত) ধ্বংস হতো, সুতরাং যারা আমার দর্শনের কামনা

لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑪ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ

লা- ইয়ার্‌জূনা লিক্বা—আনা ফী ত্বুগ্‌ইয়া-নিহিম ইয়া'মাহূন। ১২। ওয়া ইযা- মাস্‌সাল্ ইনসা-নাদ্ব দ্বুররু

করে না, তাদেরকে আমি ছেড়ে দেই তাদের অবাধ্যতার মধ্যে, যাতে তারা বিভ্রান্তির মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। (১২) আর যখন মানুষকে কোন দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে

دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا

দা'আ-না- লিজ্বাম্‌বিহী~আও ক্বা-'য়িদান আও ক্বা—য়িমা-, ফালাম্মা- কাশাফ্‌না- 'আন্‌হু দ্বুর্‌রাহূ মাররা কাআল্লাম ইয়াদ'উনা~

তখন সে আমাকে ডাকে শোয়া অবস্থায় বা বসা অবস্থায় অথবা দাঁড়ানো অবস্থায়। আর যখন আমি তাঁর থেকে তার দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেই, (তখন) সে এমনভাবে

إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑫ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا

ইলা- দ্বুররিম্মাস্‌সাহ, কাযা-লিকা যুইয়্যিনা লিল্ মুস্‌রিফীনা মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৩। ওয়া লাক্বাদ্ আহ্‌লাক্‌নাল্

চলে যেন বিগত দুঃখ-দুর্দশার জন্য আমাকে ডাকেনি। এভাবে শোভনীয় মনে হয়, সীমালংঘনকারীদের নিকট, তাদের কৃত কাজগুলো। (১৩) আমি তোমাদের পূর্বে বহু

الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ

কুরূনা মিন্ ক্বাবলিকুম্ লাম্মা- য্বালামূ ওয়া জ্বা—আত্‌হুম রুসুলুহুম বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ওয়ামা- কা-নূ লিইউ'মিনূ,

দলকে ধ্বংস করেছি যখন তারা অত্যাচার করেছিল। তাদের রাসূল তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল, আর তারা ঈমান আনার মত ছিল না।

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ⑬ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

কাযা-লিকা নাজ্‌যিল্ ক্বাওমাল্ মুজ্বরিমীন। ১৪। ছুম্মা জ্বা'আল্‌না-কুম খালা—য়িফা ফিল আরদ্বি

আমি এভাবে প্রতিফল দিয়ে থাকি অপরাধী সম্প্রদায়কে। (১৪) অতঃপর আমি তাদের পরে পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছি, যাতে

مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ⑭ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ

মিম্ বা'দিহিম লিনান্‌য্বুরা কাইফা তা'মালূন। ১৫। ওয়া ইযা তুত্‌লা- 'আলাইহিম্ আইয়া-তুনা- বাইয়্যিনা-তিন্

দেখতে পারি, কিভাবে তোমরা কাজ কর। (১৫) আর যখন আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন যারা

قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي

ক্বা-লাল্লাযীনা লা- ইয়ারজূনা লিক্বা—আনা-'তি বিকুর্‌আ-নিন গাইরি হা-যা~আও বাদ্দিল্‌হু, কুল্ মা- ইয়াকূনু লী~

আমার দর্শনের কামনা করে না, তারা বলে যে, এ ব্যতীত অন্য এক কুরআন আন অথবা এটাকে পরিবর্তন করে দাও, বলুন, আমার এ অধিকার নেই যে, আমি

✪ শানে নুযূল (আঃ ১১) ঃ কাফিররা আযাব সম্পর্কীয় আয়াতগুলির প্রতি অবিশ্বাসজনিত বিদ্রূপের সাথে বলত যে, দুনিয়াতেই যদি আমাদের উপর আযাব আসত, তবেই আমরা তার প্রতি বিশ্বাস করতে পারতাম। যেমন, তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! হিসাব-দিবসের পূর্বেই আমাদের আযাবের অংশ আমাদেরকে দিয়ে দিন। এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ১৫) ঃ অর্থাৎ, আপনি বলে দিন, একে তো কোরআনে পাকের কোন অংশ বাদ দেয়া যেতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সেই বাদ দেয়ার কাজ ন্যায়ই হোক আর অন্যায়ই হোক, আমার দ্বারা তা সম্ভব নয়। বাদ দেয়া যখন সম্ভব নয়, গোটা কোরআন বদলিয়ে তদস্থলে অন্যকিছু আনয়নের প্রশ্নই অবান্তর। তা আল্লাহ পাকের কালাম, ফেরেশতার মারফতে ওহীরূপে আমি প্রাপ্ত হয়েছি ; অতএব, আমাকে হুবহু এরই অনুগমন করতে হবে। অন্যথায় আমি কিয়ামত-দিবসের ভীষণ আযাবের ভয় করি। (বঃ কোঃ)

أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ

আন্ উবাদ্দিলাহূ মিন্‌তিলক্বা—ই নাফ্‌সী, ইন আত্তাবি'উ ইল্লা- মা- ইউহা~ইলাইয়্য; ইন্নী~আখা-ফু

আমার নিজের পক্ষ হতে এর মধ্যে পরিবর্তন করব। আমি শুধু অনুসরণ করব আমার নিকট যা ওহী আসে তার, যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি,

إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑮ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ

ইন্ 'আস্বাইতু রাব্‌বী 'আযা-বা ইয়াওমিন 'আযীম। ১৬। কুল্ লাও শা—আল্লা-হু মা- তালাওতুহূ 'আলাইকুম

তবে আমি মহা দিবসের শাস্তির ভয় করি। (১৬) বলুন, আল্লাহ যদি চাইতেন তবে আমি এটা তোমাদের নিকট পাঠ করতাম না

وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑯ فَمَنْ

ওয়ালা~আদরা-কুম বিহ, ফাক্বাদ্ লাবিছ্‌তু ফীকুম 'উমুরামমিন ক্বাব্‌লিহ্, আফালা- তা'ক্বিলূন। ১৭। ফামান

এবং তিনিও তোমাদেরকে এ ব্যাপারে অবগত করতেন না। আমি এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে তো বাস করেছি বয়সের বেশীর ভাগ সময়, এরপরেও কি তোমরা বুঝতে পারছনা? (১৭) যে

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ

আয্বলামু মিম্মানিফতারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান আও কায্‌যাবা বিআ-ইয়া-তিহ; ইন্নাহূ লা- ইউফ্‌লিহুল্ মুজ্বরিমূন।

আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে আছে? নিশ্চয়ই পাপীরা সফল হবে না।

⑰ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ

১৮। ওয়া ইয়া'বুদূনা মিন দূনিল্লা-হি মা-লা- ইয়াদ্বুর্‌রুহুম ওয়ালা- ইয়ান্ ফা'উহুম ওয়া ইয়াকূলূনা হা~উলা—য়ি

(১৮) তারা আল্লাহকে ছেড়ে যার ইবাদাত করে সে তাদের অনিষ্টও করতে পারে না এবং তাদের উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট

شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ

শুফা'আ—উনা 'ইনদাল্লাহ, কুল আতুনাব্‌বিউনাল্লা-হা বিমা- লা- ইয়া'লামু ফীস্‌সামা-ওয়া-তি ওয়ালা- ফিল্ আরদ্ব,

আমাদের সুপারিশকারী। বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছুর খবর দিবে, যা তিনি জানেন না, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে?

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑱ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ

সুব্‌হানাহূ ওয়া তা'য়া-লা- 'আম্মা- ইউশ্‌রিকূন। ১৯। ওয়ামা- কা-নান্না-সু ইল্লা~উম্মাতাওঁ ওয়া-হ্বিদাতান ফাখ্‌তালাফূ,

তিনি পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে তার থেকে অনেক উর্ধ্বে। (১৯) আর সকল মানুষ ছিল একই জাতি। পরে তারা

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

ওয়া লাওলা- কালিমাতুন সাবাক্বাত মিররাববিকা লাকুদ্বিয়া বাইনাহুম ফীমা- ফীহি ইয়াখ্‌তালিফূন।

মতানৈক্য সৃষ্টি করে, যদি আপনার প্রতিপালকের বাণী পূর্বে না হত, তবে তার যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করছিল ফয়সালা হয়েই যেত।

⑳ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۚ

২০। ওয়া ইয়াকূলূনা লাওলা~উন্‌যিলা 'আলাইহি আ-য়াতুম মির্‌রাব্‌বিহ, ফাকুল ইন্নামাল্ গাইবু লিল্লা-হি ফান্তাযিরূ,

(২০) তারা বলে, তার প্রতিপালক থেকে তার উপর কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয় না? বলুন, গায়েব একমাত্র আল্লাহই জানেন। তোমরা অপেক্ষা কর,

إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ۝٢٠ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ

ইন্নী মা'আকুম মিনাল মুন্তাযিরীন। ২১। ওয়া ইযা~আযাক্বনান্না-সা রাহ্মাতাম্মিম্ বা'দি দ্বাররা—আ
আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। (২১) যখন আমি মানুষকে রহস্য উপভোগ করাই, তাদের দুঃখ স্পর্শ করার পর, তখনই তারা

২ ৫০ ৭ রুকূ

مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ

মাস্সাতহুম ইযা- লাহুম মাক্রুন ফী ~আ-ইয়া-তিনা, ক্বুলিল্লা-হু আস্রা'উ মাক্রা-, ইন্না রুসুলানা- ইয়াকতুবূনা
আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চক্রান্ত শুরু করে। বলুন, আল্লাহ্ কৌশলে দ্রুততম। নিশ্চয়ই আমার ফিরিশতাগণ লিপিবদ্ধ করছে

مَا تَمْكُرُونَ ۝٢١ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي

মা- তাম্কুরূন। ২২। হুওয়াল্লাযী ইউসাইয়্যিরুকুম ফিল্ বাররি ওয়াল্ বাহ্রি, হাত্তা~ইযা- কুন্তুম্ ফীল্
তোমরা যে চক্রান্ত করছ। (২২) তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে ভ্রমণ করান স্থলে ও সমুদ্রে। এবং যখন তোমরা নৌযানে উঠ এবং তখন সে নৌযান

الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ

ফুল্ক, ওয়া জ্বারাইনা বিহিম বিরীহিন ত্বাইয়্যিবাতিওঁ ওয়া ফারিহূ বিহা- জা—আতহা- রীহুন 'আ-স্বিফুওঁ ওয়া জ্বা—আহুমুল
তাদের নিয়ে অনুকূল বাতাসে চলতে থাকে এবং তারা তাতে সেই আনন্দ উপভোগ করে। আর যখন উক্ত বাতাস প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় আকারে আসে এবং তরঙ্গ

الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

মাওজু মিন কুল্লি মাকা-নিওঁ ওয়া যান্নূ~আন্নাহুম উহীত্বা বিহিম দা'আউল্লা-হা মুখলিস্বীনা লাহুদ্দীন,
আসতে থাকে সব দিক থেকে এবং তারা ধারণা করে যে, নিশ্চয়ই তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডেকে বলে,

لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝٢٢ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ

লাইন্ আন্জ্বাইতানা- মিন্ হা-যিহী লানাকূনান্না মিনাশ্ শা-কিরীন। ২৩। ফালাম্মা~আন্জ্বা-হুম ইযা- হুম
যদি তুমি এ থেকে আমাদেরকে বাঁচাও তবে আমরা অবশ্যই শোকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব। (২৩) যখন তিনি তাদেরকে রক্ষা করেন,

يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ۖ

ইয়াব্গূনা ফিল্ আরদ্বি বিগাইরিল্ হাক্ক্ব, ইয়া~আইয়্যুহান্না-সু ইন্নামা- বাগইউকুম 'আলা~আন্ফুসিকুম;
সে মুহূর্তেই তারা পৃথিবীতে অত্যাচার করতে থাকে অন্যায়ভাবে। হে মানুষ! তোমাদের অত্যাচার তোমাদের নিজেদের উপরই পড়বে। পার্থিব জীবনের

مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

মাতা-'আল্ হায়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ছুম্মা ইলাইনা- মারজ্বি'উকুম ফানুনাব্বিউকুম বিমা- কুনতুম তা'মালূন।
সুখ ভোগ করে নাও অতঃপর আমার নিকটেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন তোমাদেরকে জানিয়ে দিব যা তোমরা করতে।

۝٢٤ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ

২৪। ইন্নামা- মাছালুল্ হাইয়াতিদ্ দুন্ইয়া- কামা—ইন আন্যালনা-হু মিনাস্সামা—য়ি ফাখ্তালাত্বা বিহী নাবা-তুল্
(২৪) পার্থিব জীবনের উপমাতো (বৃষ্টির) পানির ন্যায়, তা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করি, অতঃপর উৎপন্ন হয় তার দ্বারা

الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا

আরদ্বি মিম্মা- ইয়া'কুলুন্না-সু ওয়াল্ আন্'আ-ম, হাত্তা~ইযা~আখাযাতিল্ আরদ্বু যুখ্রুফাহা-
যমীনের উদ্ভিদগুলো যা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খায়। যখন যমীন চাকচিক্য হয়ে উঠে ও শোভা ধারণ করে এবং তার অধিকারীগণ

وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا

ওয়ায্যাইয়ানাত ওয়া যান্না আহ্লুহা~আন্নাহুম ক্বা-দিরূনা 'আলাইহা~আতা-হা~আমরুনা- লাইলান আও নাহা-রান
ধারণা করে, তারাই এগুলোর উপর দখলদার, তখন দিনে অথবা রাতে এগুলোর উপর আমার পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ এসে পড়ে

فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

ফাজ্বা'আল্না-হা- হাস্বীদান কা'আল্লাম তাগ্না বিল্ আমস, কাযা-লিকা নুফাস্বস্বিলুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিঁই
এবং আমি সেগুলো এমনভাবে ধ্বংস করে দেই, মনে হয় যেন বিগত দিনে এখানে কিছুই ছিল না। আমি এরূপে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি চিন্তাশীল

يَتَفَكَّرُونَ ۝٢٤ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ

ইয়াতাফাক্কারূন। ২৫। ওয়াল্লা-হু ইয়াদ'উ~ইলা- দা-রিস্ সালা-ম, ওয়া ইয়াহ্দী মাইঁ ইয়াশা—উ ইলা- স্বিরাত্বিম
সম্প্রদায়ের জন্য। (২৫) আল্লাহ্ শান্তির ঘরের দিকে ডাকেন এবং যাকে চান সরল পথ প্রদর্শন

مُّسْتَقِيمٍ ۝٢٥ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ

মুস্তাক্বীম। ২৬। লিল্লাযীনা আহ্সানুল্ হুস্না- ওয়া যিয়া-দাহ্, ওয়ালা- ইয়ার্হাক্বু উজূহাহুম ক্বাতারুওঁ
করেন। (২৬) যারা নেক আমল করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং এর চেয়েও অতিরিক্ত কিছু। আর তাদের চেহারাকে আচ্ছন্ন

وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝٢٦ وَالَّذِينَ كَسَبُوا

ওয়ালা- যিল্লাহ্, উলা—য়িকা আস্বহ্বাবুল জ্বান্নাহ্, হুম ফীহা- খা-লিদূন। ২৭। ওয়াল্লাযীনা কাসাবুস্
করবে না, মলিনতা ও লাঞ্ছনা। তারা জান্নাতের অধিবাসী তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (২৭) আর যারা মন্দ কাজ করে,

السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ

সাইয়িআ-তি জ্বাযা—উ সাইয়্যিআতিম বিমিছ্লিহা- ওয়া তার্হাক্বুহুম যিল্লাহ্, মা- লাহুম্ মিনাল্লা-হি মিন্ আ-স্বিম,
তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং লাঞ্ছনা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে লাঞ্ছনা। আল্লাহ থেকে তাদের কেউ রক্ষাকারী নেই।

كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ

কাআন্নামা~উগ্শিয়াত্ উজূহুহুম ক্বিত্বা'য়াম মিনাল লাইলি মুজলিমা-, উলা—য়িকা আস্বহ্বাবুন্না-র,
মনে হয় যেন অন্ধকার রাতের এক অংশ দিয়ে, তাদের চেহারা আবৃত করা হয়েছে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। তারা

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝٢٧ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا

হুম ফীহা- খা-লিদূন। ২৮। ওয়া ইয়াওমা নাহ্শুরুহুম জ্বামী'আন ছুম্মা নাকূলু লিল্লাযীনা আশ্রাকূ
সেখানে চিরকাল থাকবে। (২৮) আর সেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব, অতঃপর মুশরিকদেরকে বলব,

مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ

মাকা-নাকুম আনতুম ওয়া শুরাকা—উকুম, ফাযাইয়্যালনা- বাইনাহুম ওয়া ক্বা-লা শুরাকা—উহুম মা- কুনতুম

তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ স্থানে থাক, অতঃপর আমি তাদের পরস্পরকে আলাদা করে দিব এবং তাদের শরীকরা বলবে, তোমরা আমাদের

إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ

ইয়্যা-না- তা'বুদূন। ২৯। ফাকাফা- বিল্লা-হি শাহীদাম বাইনানা- ওয়া বাইনাকুম ইনকুন্না- 'আন 'ইবা-দাতিকুম

উপসনা করতে না। (২৯) আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, আমরা তোমাদের ইবাদাত সম্বন্ধে

لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ

লাগা-ফিলীন। ৩০। হুনা-লিকা তাব্লূ কুল্লু নাফসিম্ মা~আস্‌লাফাত ওয়া রুদ্দূ~ইলাল্লা-হি মাওলা-হুমুল্ হাক্কি

কিছুই জানতাম না। (৩০) সেখানেই প্রত্যেকে তাদের কৃতকার্যগুলো জানতে পারবে এবং তাদেরকে তাদের প্রকৃত মালিক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনা

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ

ওয়া দ্বাল্লা 'আনহুম মা-কা-নূ ইয়াফতারূন। ৩১। কুল মাই ইয়ারযুকুকুম মিনাস্ সামা—য়ি ওয়াল্ আরদ্বি

হবে এবং তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে, যা তারা মিথ্যা রচনা করেছিল। (৩১) বলুন, কে তোমাকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করেন,

أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

আম্মাই ইয়ামলিকুস সাম'আ ওয়াল আবস্বা-রা ওয়ামাই ইউখরিজুল্ হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি ওয়া ইউখরিজুল্

অথবা কে তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টির মালিক এবং কে জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন

الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○

মাইয়্যিতা মিনাল্ হাইয়্যি ওয়া মাই ইউদাব্বিরুল আমর, ফাসাইয়াকূলূনাল্লা-হ, ফাকুল্ আফালা- তাত্তাকূন।

আর কে পরিচালনা করেন যাবতীয় কাজগুলো? তারা এটাই বলবে যে, আল্লাহ। বলুন, এরপরেও কি তোমরা সতর্ক হবে না?

فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ○

৩২। ফাযা-লিকুমুল্লা-হু রাব্বুকুমুল হাক্কু, ফা-মা-যা- বা'দাল হাক্কি ইল্লাদ্ব দ্বালা-ল, ফাআন্না-তুস্বরাফূন।

(৩২) তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক। সত্যের পর ভ্রান্তি ছাড়া আর কি থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

৩৩। কাযা-লিকা হাক্কাত্ কালিমাতু রাব্বিকা 'আলাল্লাযীনা ফাসাকূ~আন্নাহুম লা-ইউ'মিনূন।

(৩৩) এভাবে আপনার প্রতিপালকের বাণী, পাপীদের ব্যাপারে সঠিক হয়েছে। যে, তারা ঈমানই আনবে না।

○ টীকা (আঃ ৩০) ঃ অর্থাৎ, হাশরের দিন সকলে জানতে পারবে যে, পৃথিবীতে যা কিছু তারা করেছে, তা বাস্তবিকপক্ষে উপকারী, না অপকারী। অবশ্য কবরের মধ্যেও সকলে নিজের কর্মফল কতকটা বুঝতে পারবে। তবে হাশরের দিন বিশদভাবে জানতে পারবে। এ জন্যই "হাশরের দিন বুঝতে পারবে" বলা হয়েছে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩১) ঃ অর্থাৎ, আসমান হতে পানি, তদ্দ্বারা যমীন হতে উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন, যাতে তোমাদের রিযকের ব্যবস্থা হয়। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩১) ঃ অর্থাৎ, তিনি এগুলি পয়দা করেছেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন, আবার ইচ্ছা করলে অকেজোও করে দেন। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৩) ঃ অর্থাৎ, একথাই যখন সত্য বলে প্রমাণিত হল যে, তিনিই একমাত্র মা'বূদ, যিনি প্রতিপালক সুতরাং এ সত্যের যা বিপরীত অর্থাৎ, শিরক তা গোমরাহী ছাড়া আর কি হবে?

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ

৩৪। কুল্ হাল্ মিন্ শুরাকা—ইকুম্ মাই ইয়াব্দাউল্ খাল্ক্বা ছুম্মা ইউ'য়ীদুহ্, কুলিল্লা-হু ইয়াব্দাউল্ খালক্বা

(৩৪) বলুন, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেহ আছে, যে সৃষ্টি জগতকে প্রথমবার সৃষ্টি করে দ্বিতীয়বার পুনরায় তা সৃষ্টি করে, বলুন, আল্লাহই সৃষ্টি জগতকে প্রথম

ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ

ছুম্মা ইউ'য়ীদুহূ ফাআন্না- তু'ফাকূন। ৩৫। কুল্ হাল্ মিন্ শুরাকা—ইকুম মাই ইয়াহ্দী~ইলাল্ হাক্ক্ব;

সৃষ্টি করেন এবং দ্বিতীয়বার পুনরায় তা সৃষ্টি করবেন এরপরে তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? (৩৫) বলুন, তোমরা যাকে শরীক কর, তাদের মধ্যে এমন কেহ আছে, যে

قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي

কুলিল্লা-হু ইয়াহ্দী লিলহাক্ক্ব, আফামাই ইয়াহ্দী~ইলাল হাক্কি আহাক্কু আই ইউত্তাবা'আ আম্মাল লা-ইয়াহিদ্দী~

সঠিক পথ প্রদর্শন করে? বলুন, আল্লাহই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। যিনি সঠিক পথ প্রদর্শন, করেন তিনি আনুগত্যের বেশী উপযুক্ত

إِلَّا أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ

ইল্লা~আই ইউহ্দা-, ফামা- লাকুম কাইফা তাহ্কুমূন। ৩৬। ওয়ামা- ইয়াত্তাবি'উ আক্ছারুহুম ইল্লা-যান্না-

না যে, যে অন্যের পথ প্রদর্শন করা ব্যতীত নিজে পথ প্রাপ্ত হয় না? তোমাদের কি হল? তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত নিচ্ছো? (৩৬) তাদের অধিকাংশ লোকই অনুসরণ

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا كَانَ هَٰذَا

ইন্নাযযান্না লা-ইউগ্নী মিনাল হাক্কি শাইয়া-, ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম বিমা- ইয়াফ'আলূন। ৩৭। ওয়ামা- কা-না হা-যাল্

করে অনুমানের, অনুমান সত্যের সম্মুখে কোনই কাজে আসে না। তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আল্লাহ খুবই অবগত। (৩৭) আর এ

الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ

কুরআ-নু আই ইউফ্তারা- মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়া লা-কিন তাস্বদীক্বাল্লাযী বাইনা ইয়াদাইহি ওয়া

কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কর্তৃক রচিত। বরং এ কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রত্যায়নকারী এবং শরীয়তের বিধানসমূহের

تَفْصِيلَ الْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ

তাফ্স্বীলাল্ কিতা-বি লা-রাইবা ফীহি মির্ রাব্বিল 'আ-লামীন। ৩৮। আম্ ইয়াকূলূনাফ্ তারা-হ, কুল

বিস্তারিত বর্ণনাকারী এবং এটি যে জগতসমূহের প্রতিপালকের তরফ থেকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। (৩৮) তারা কি

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ○

ফা'তূ বিসূরাতিম্ মিছ্লিহী ওয়াদ্'উ মানিস্তাত্বা'তুম মিন দূনিল্লা-হি ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন।

বলে যে, এটা সে (রাসূল) বানিয়েছে? বলুন, তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা বানাও এবং আল্লাহকে ছাড়া অন্য যাকে চাও ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ উপরে তাওহীদের বর্ণনা করা হয়েছে, অতঃপর রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা প্রদান করা হচ্ছে যে, এই কাফিরদের পথভ্রষ্টতায় এবং অবাধ্যতায় আপনি চিন্তিত হবেন না। এদের ঈমান আনয়ন না করা কোন অভিনব ব্যাপার নয়। এভাবে ঈমান আনবে না বলে এক শ্রেণীর লোক সম্বন্ধে আদিকাল হতেই আপনার প্রভুর কথা প্রমাণিত হয়ে রয়েছে। তবে আর আপনি ভাবাতুর কেন হবেন? (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ যেমন, তিনি মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, তাদের জন্য পথ প্রদর্শকরূপে পয়গম্বর পাঠিয়েছেন। (বঃ কোঃ)

۝ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ

৩৯। বাল্ কায্যাবূ বিমা- লাম্ ইউহীতূ বি'ইলমিহী ওয়া লাম্মা- ইয়া'তিহিম্ তা'ওয়ীলুহ্, কাযা-লিকা কায্যাবা

(৩৯) এবং তারা সে বিষয় মিথ্যা বলে যে বিষয় তারা জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারেনি এবং এখনও এর তাৎপর্য তাদের কাছে আসেনি। এরূপে তারাও মিথ্যা

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ

ল্লাযীনা মিন্ ক্বাবলিহিম ফান্যুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবা-তুয্ যা-লিমীন। ৪০। ওয়া মিনহুম মাই ইউ'মিনু বিহী-

বলেছে, যারা তাদের পূর্বে চলে গেছে। অতএব দেখুন, অত্যাচারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। (৪০) তাদের মধ্যে কতিপয় এর প্রতি ঈমান আনবে

وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي

ওয়া মিনহুম মাল্লা-ইউ'মিনু বিহ্, ওয়া রাব্বুকা আ'লামু বিল্ মুফসিদীন। ৪১। ওয়া ইন্ কায্যাবূকা ফাকুল্লী

এবং কতিপয় এর প্রতি ঈমান আনবে না। আপনার প্রতিপালক বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে ভালভাবে জানেন। (৪১) যদি তারা আপনাকে মিথ্যা বলে তবে

রুকূ ৪ ৯

عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

আ'মালী ওয়া লাকুম 'আমালুকুম, আনতুম বারী—উনা মিম্মা~আ'মালু ওয়া আনা বারী—উম্ মিম্মা তা'মালূন।

বলুন, আমার জন্য আমার আমল এবং তোমাদের জন্য তোমাদের আমল, আমার আমলের ব্যাপারে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমাদের আমলের ব্যাপারে আমি দায়মুক্ত।

۝ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ

৪২। ওয়া মিন্হুম মাই ইয়াস্তামি'উনা ইলাইক, আফা আনতা তুসমি'উস্সুম্মা ওয়া লাও কা-নূ লা- ইয়া'ক্বিলূন।

(৪২) এবং তাদের মধ্যে কতিপয় আপনার প্রতি কান লাগিয়ে রাখে। আপনি কি বধিরকে শোনাবেন, যদি তারা নাও বুঝে?

۝ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ

৪৩। ওয়া মিনহুম্ মাই ইয়ানযুরু ইলাইক, আফাআনতা তাহদীল 'উমইয়া ওয়ালাও কা-নূ লা- ইউবসিরূন।

(৪৩) তাদের মধ্যে কতিপয় আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে কি আপনি দৃষ্টিহীনকে পথ দেখাবেন, যদি তারা নাও দেখতে পারে?

۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَيَوْمَ

৪৪। ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়াযলিমুন না-সা শাইয়াও ওয়ালা- কিন্নান্না-সা আনফুসাহুম ইয়াযলিমূন। ৪৫। ওয়া ইয়াওমা

(৪৪) আল্লাহ মানুষের উপর কোনই অত্যাচার করেন না, বরং মানুষ নিজেদের প্রতিই অত্যাচার করে থাকে। (৪৫) আর যেদিন তাদেরকে একত্রিত করবেন

○ টীকা (আঃ ৩৯) ঃ এখানে কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, কোন কোন লোকের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য থাকে, যা অন্যের মধ্যে থাকে না। কাজেই কোরআনের ন্যায় রচনা অন্য কেউ করতে না পারলেই তা হযরতের রচনা নয় বলে কেমন করে প্রমাণিত হল? এর উত্তরে বলা যাবে যে, কোরআন তাঁর রচনা হলে কোরআনের বৈশিষ্ট্য তাঁর জীবনের অন্য কোন কথায় তো দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ কোরআন হযরত (সা)-এরই রচনা-বৈশিষ্ট্য হলে সকল সময়েই এই বৈশিষ্ট্য থাকত। চল্লিশ বছরের পর হঠাৎ প্রকাশ পেত না। তৃতীয়তঃ তাঁর রচনায় যত বড় বৈশিষ্ট্যই থাকুক না কেন, ভাষাবিশারদগণ অন্ততঃ পক্ষে তার কিছু অংশের অনুকরণ করতে পারত। এখানে তো শুধু যেকোন একটি সূরার অনুকরণ করতে বলা হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট সূরার অনুকরণ করতে বলা হয় নি। অতএব, যে কোন একটি ক্ষুদ্র ও সহজ সূরার অনুরূপ রচনা করতে পারা তাদের উচিত ছিল; কিন্তু তাও পারে নি। সুতরাং কোরআন খোদারই কালাম, অন্য কারো কালাম নয়। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৪৩) ঃ অর্থাৎ, আপনার কথা শুনার ভান করে; কিন্তু তাদের অন্তরে সত্যান্বেষণ ও ঈমান আনয়নের ইচ্ছা থাকে না। এ হিসাবে তাদের শুনা, না শুনা উভয়ই সমান। অতএব, তাদের অবস্থা প্রকারান্তরে বধিরেরই মত হল। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৪৪) ঃ অন্তর-দৃষ্টি থাকলে অবশ্য বাহ্যিক দৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও কিছু কাজ হত। তাদের জ্ঞান চক্ষু না থাকার মধ্যে আল্লাহর কোন দোষ নেই। কেননা, তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তির ক্ষমতা না দিয়েই কোন মানুষকে বিচারে দোষী করেন না; কিন্তু এ ব্যাপারে মানুষেরই দোষ যে, খোদা প্রদত্ত যোগ্যতা ও বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে না লাগিয়ে অকেজো করে রাখে। (বঃ কোঃ)

يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ

ইয়াহ্শুরুহুম কাআল্লাম ইয়ালবাছূ~ইল্লা সা-'আতাম্মিনান নাহা-রি ইয়াতা'আ-রাফূনা বাইনাহুম, ক্বাদ খাসিরা

(মনে হবে) যেন তাঁরা (পৃথিবীতে) পূর্ব দিনের থেকে মাত্র মুহূর্ত সময় অবস্থান করেছিল এবং তারা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে চিনতে পারবে। নিশ্চই আল্লা

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي

ল্লাযীনা কায্যাবূ বিলিক্বা—ইল্লা-হি ওয়ামা- কা-নূ মুহ্তাদীন। ৪৬। ওয়া ইম্মা- নুরিয়ান্নাকা বা'দ্বাল্লাযী

ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা আল্লাহর দিদার (দর্শন) অবিশ্বাস করেছে এবং তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত ছিল না। (৪৬) আর আমি যে (শাস্তির) ওয়াদা তাদেরকে দিয়েছি তার থেকে

نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ

না'য়িদুহুম আও নাতাওয়াফ্ফাইয়ান্নাকা ফাইলাইনা- মারজি'উহুম ছুম্মাল্লা-হু শাহীদুন 'আলা- মা- ইয়াফ'আলূন।

কিন্তু যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা আপনাকে মৃত্যু দান করি, তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমার দিকেই। আল্লাহ তাদের সব কুকর্মের সাক্ষী।

۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ

৪৭। ওয়া লিকুল্লি উম্মাতির রাসূল, ফাইযা- জ্বা—আ রাসূলুহুম কুদ্বিয়া বাইনাহুম বিলক্বিস্তি ওয়া হুম

(৪৭) প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল, রয়েছে যখন তাদের রাসূল আসেন, তখন তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা হয়েছে এবং তাদের প্রতি অত্যাচার

لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُل لَّا أَمْلِكُ

লা- ইউযলামূন। ৪৮। ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা- হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুনতুম স্বা-দিক্বীন। ৪৯। কুল্লা~আমলিকু

করা হয়নি। (৪৮) তারা বলে (শাস্তির) এ ওয়াদা কখন (পূর্ণ) হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৪৯) বলুন, আমি ক্ষমতা রাখি না আমার নিজের জন্য

لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا

লিনাফ্সী দ্বাররাওঁ ওয়া লা- নাফ'আন ইল্লা- মা- শা—আল্লাহ, লিকুল্লি উম্মাতিন আজ্বাল; ইযা জ্বা- আ আজালুহুম ফালা-

ক্ষতি এবং কল্যাণের, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি নির্ধারিত সময় আছে, যখন সে নির্ধারিত সময় এসে পৌঁছে তখন না তারা

يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا

ইয়াস্তা' খিরূনা সা-আতাওঁ ওয়ালা- ইয়াস্তাক্বদিমূন। ৫০। কুল আরাআইতুম ইন্ আতা-কুম 'আযা-বুহু বায়া-তান

এক মুহূর্তকাল পিছনে যেতে পারবে, না একটুও সামনে অগ্রসর হতে পারবে। (৫০) বলুন, তোমরা কি চিন্তা করেছ, যদি তার শাস্তি তোমাদের উপরে এসে

أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۝ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ

আও নাহা-রাম মা-যা- ইয়াস্তা'জ্বিলু মিন্হুল মুজ্বরিমূন। ৫১। আছুম্মা ইযা- মা- ওয়াক্বা'আ আ-মানতুম বিহ্,

পড়ে, রাতে অথবা দিনে, তবে পাপীরা এর থেকে কোনটি দ্রুত কামনা করছে? (৫১) অতঃপর যখন তা ঘটে যাবে, তখন কি

آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ

আ—লআ-না ওয়াক্বাদ কুনতুম বিহী তাস্তা'জ্বিলূন। ৫২। ছুম্মা ক্বীলা লিল্লাযীনা যালামূ যূক্বূ 'আযা-বাল্ খুলদ,

তোমরা তা বিশ্বাস করবে? এখন বিশ্বাস করলে? তোমরাতো এটাই দ্রুত কামনা করতে? (৫২) অতঃপর বলা হবে অত্যাচারীদেরকে, তোমরা স্থায়ী শাস্তি

هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ۭ قُلْ اِيْ

হাল তুজ্‌যাওনা ইল্লা- বিমা- কুন্‌তুম তাকসিবূন। ৫৩। ওয়া ইয়াস্তামবিউনাকা আহ্বাক্বুন হুওয়া; কুলঈ
উপভোগ কর, তোমার যা করতে তার বিনিময় তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, (৫৩) তারা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, এটা কি ঠিক? বলুন, হ্যা

وَرَبِّيْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥٤﴾ وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي

ওয়া রাব্বী ইন্নাহূ লাহাক্কুন, ওয়ামা~আন্‌তুম বিমু'জিযীন। ৫৪। ওয়া লাও আন্না লিকুল্লি নাফসিন যালামাত মা-ফিল্
আমার প্রতিপালকের শপথ নিশ্চয়ই তা সত্য এবং তোমরা আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না। (৫৪) আর প্রত্যেক অত্যাচারী, যদি তার অধিকারে থাকত

الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ۭ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِيَ

আরদ্বি লাফ্‌তাদাত বিহ, ওয়া আসাররুন্নাদা-মাতা লাম্মা- রাআউল্ 'আযা-ব, ওয়া কুদ্বিয়া
পৃথিবীর সব বস্তু, তবে অবশ্যই তা সব (শাস্তির) বিনিময়ে দিয়ে দিত। আর যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে তখন অনুতাপকে গোপন রাখবে এবং তাদের

بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ

বাইনাহুম বিল্‌ক্বিসত্বি ওয়াহুম লা- ইউযলামূন। ৫৫। আলা~ইন্না লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব,
ফয়সালা ন্যায়ের সাথে করা হবে। তাদের উপর অত্যাচার করা হবে না। (৫৫) জেনে রাখ! আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর অধিকারে।

اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ

আলা~ইন্না ওয়া'দাল্লাহি হাক্কুওঁ ওয়া লা-কিন্না আকছারাহুম লা- ইয়া'লামূন। ৫৬। হুওয়া ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া ইলাইহি
জেনে রাখ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না। (৫৬) তিনিই (আল্লাহ) জীবনদান করেন এবং তিনিই জীবন নিয়ে যান এবং তাঁর দিকেই

تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۗءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاۗءٌ لِّمَا

তুরজাউন। ৫৭। ইয়া~আইয়্যুহান্না-সু ক্বাদ জা—আত্‌কুম মাও'য়িযাতুম্ মির রাব্বিকুম ওয়া শিফা—উললিমা-
তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৫৭) হে মানুষ! নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যে কুফরী ব্যাধি

فِي الصُّدُوْرِ ڏ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ

ফিস্‌সুদূরি ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহমাতুল্ লিলমু'মিনীন। ৫৮। কুল বিফাদ্বলিল্লা-হি ওয়া বিরাহ্‌মাতিহী
আছে তার চিকিৎসা এসেছে আর তা মুমিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহ। (৫৮) বলুন, এটা আল্লাহর দান ও দয়া, সুতরাং এতে তাদের

فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ۭ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

ফাবিযা-লিকা ফাল্ ইয়াফ্‌রাহূ, হুওয়া খাইরুম মিম্মা- ইয়াজ্‌মা'উন। ৫৯। কুল আরাআইতুমমা~আন্‌যালাল্লা-হু
খুশী হওয়া উচিত। তারা যা জমা করছে তার চেয়ে এটা অধিক উত্তম। (৫৯) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে জীবিকা

لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ۭ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ

লাকুম মির্ রিয্‌ক্বিন্ ফাজা'আল্‌তুম মিনহু হ্বারা-মাওঁ ওয়া হ্বালা-লা-, কুল আ—ল্লা-হু আযিনা লাকুম আম্ 'আলাল্লা-হি
প্রেরণ করেছেন, তার থেকে তোমরা কিছু হারাম ও হালাল করেছ? বল, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এ ধরনের করার আদেশ করেছেন না আল্লাহর প্রতি

تَفْتَرُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ

তাফ্‌তারূন। ৬০। ওয়ামা- যান্নুল্লাযীনা ইয়াফ্‌তারূনা 'আলাল্লা-হিল কাযিবা ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ্, ইন্নাল্লা-হা
তোমরা মিথ্যারোপ করছ? (৬০) যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে, তাদের কি ধারণা কিয়ামত সম্পর্কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ

لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦١﴾ وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ

লাযূ ফাদ্বলিন্ 'আলান্না-সি ওয়া লাকিন্না আকছারাহুম লা-ইয়াশকুরূন। ৬১। ওয়ামা- তাকূনু ফী শা'নিওঁ
মানুষের উপর দয়াশীল, কিন্তু তাদের অনেকেই অকৃতজ্ঞ। (৬১) আর আপনি যে অবস্থায়ই থাকুন এবং

وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا

ওয়ামা- তাত্‌লূ মিনহু মিন্ কুরআ-নিওঁ ওয়ালা- তা'মালূনা মিন 'আমালিন ইল্লা- কুন্না- আ'লাইকুম শুহূদান
কুরআনের যে কোন স্থান থেকে পাঠ করুন এবং তোমরা যে কোন কাজই কর, আমি তোমাদের

اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۭ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا

ইয্ তুফীদ্বূনা ফীহ, ওয়ামা- ইয়া'যুবু 'আর্‌রাব্বিকা মিম্মিছ্‌ক্বা-লি যার্‌রাতিন ফিল্ আরদ্বি ওয়ালা-
উপর লক্ষ্য রাখি, যখন তোমরা সে কাজে লিপ্ত হও এবং আপনার প্রতিপালক থেকে অদৃশ্য নয় সে পৃথিবী ও

فِي السَّمَاۗءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦٢﴾ اَلَآ اِنَّ

ফিস্ সামা—ই ওয়ালা~আস্বগারা মিন যা-লিকা ওয়ালা~আকবারা ইল্লা- ফী কিতা-বিম্ মুবীন। ৬২। আলা~ইন্না
আকাশের মধ্য হতে বিন্দু পরিমাণও কিছু। আর এর চেয়ে না ক্ষুদ্রতর কিছু আছে, না অধিকতর বড় কিছু আছে, যা স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। (৬২) জেনে রাখ!

اَوْلِيَاۗءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٣﴾ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا

আওলিয়া—আল্লা-হি লা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা- হুম ইয়াহ্বযানূন। ৬৩। আল্লাযীনা আ-মানূ ওয়াকা-নূ
আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তান্বিতও হবে না। (৬৩) তারা এমন লোক যারা ঈমান এনেছে এবং পরহেজগারী

يَتَّقُوْنَ ﴿٦٤﴾ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ

ইয়াত্তাকূন। ৬৪। লাহুমুল্‌বুশ্‌রা ফিল হ্বাইয়া-তিদ দুন্‌ইয়া ওয়া ফিল আ-খিরাহ, লা- তাবদীলা লিকালিমা-তি
অবলম্বন করে। (৬৪) তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং আখিরাতেও, আল্লাহর বাণী সমূহের কোন

اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٥﴾ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ

ল্লা-হ্, যা-লিকা হুওয়াল ফাউযুল 'আযীম। ৬৫। ওয়ালা- ইয়াহ্বযুন্‌কা ক্বাওলুহুম। 'ইন্নাল 'ইয্‌যাতা লিল্লা-হি
পরিবর্তন নেই। এটাই বিরাট সফলতা। (৬৫) আর তাদের কথা তোমাকে যেন চিন্তান্বিত না করে, সকল সম্মান আল্লাহরই (নিকট),

جَمِيْعًا ۭ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٦﴾ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ۭ

জ্বামী'আ, হুওয়াস্ সামী'উল 'আলীম। ৬৬। আলা~ইন্না লিল্লা-হি মান ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামান্ ফিল্ আরদ্ব,
তিনি সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী। (৬৬) জেনে রাখ! আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই (অধিকারে)।

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

ওয়ামা- ইয়াত্তাবি'উল্লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন দূনিল্লা-হি শুরাকা—আ, ইঁ'ইয়্যাত্তাবি'উনা ইল্লায্‌যান্না
যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য শরীকদেরকে ডাকে তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা তো কেবল ধারণারই অনসুরণ করে

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ

ওয়া ইন্‌হুম ইল্লা- ইয়াখ্‌রুস্বূন ৬৭। হুওয়াল্লাযী জাআ'লা লাকুমুল্লাইলা লিতাস্‌কুনূ ফীহি ওয়ান্নাহা-রা
আর শুধু অনুমান করে কথা বলে। (৬৭) তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাতে আরাম করতে পার এবং দিনকে করেছেন

مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ

মুবছ্বিরা, ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতিল লিক্বাওমিঁই ইয়াস্‌মা'উন। ৬৮। ক্বা-লূত্তাখাযাল্লা-হু ওয়ালাদান সুব্‌হ্বানাহূ,
দেখবার জন্য। নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা শোনে। (৬৮) তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি পবিত্র,

هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَٰذَا ۚ

হুওয়াল্ গানিয়্যু, লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফীল্ আরদ্ব, ইন্ 'ইন্‌দাকুম মিন সুল্‌ত্বা-নিম বিহা-যা,
তিনি অমুখাপেক্ষী, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাঁরই অধিকারে রয়েছে। তোমাদের কাছে এর কোনই দলীল নেই,

أَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ

আতাকূলূনা 'আলাল্লা-হি মা-লা- তা'লামূন। ৬৯। কূল ইন্নাল্লাযীনা ইয়াফ্‌তারূনা 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা
তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না? (৬৯) বলুন, যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে তারা

لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ

লা- ইউফ্‌লিহূন। ৭০। মাতা-'উন ফিদ্দুন্‌ইয়া- ছুম্মা ইলাইনা- মারজি'উহুম ছুম্মা নুযীকুহুমুল্ 'আযা-বাশ
সফল হবে না। (৭০) এটা দুনিয়ায় ক্ষনিকের সুখ, অতঃপর আমার কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করাব,

الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ

শাদীদা বিমা- কা-নূ ইয়াক্‌ফুরূন। ৭১। ওয়াত্‌লু 'আলাইহিম নাবাআ নূহ। ইয্ ক্বা-লা লিক্বাওমিহী ইয়া-ক্বাওমি
তাদের কুফরীর কারণে, (৭১) আপনি তাদের কাছে শুনান নূহের ঘটনা, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি

إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا

ইন্ কা-না কাবুরা 'আলাইকুম্ মাক্বা-মী ওয়া তাযকিরী বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ফা'আলাল্লা-হি তাওয়াক্কালতু ফাআজ্‌মি'উ~
তোমাদের কাছে বোঝা মনে হয়, আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াত দ্বারা আমার উপদেশ দেয়া, তবে ভরসা করি আল্লাহর উপর। তোমরা তোমাদের শরীকদেরসহ

○ টীকা (আঃ ৬৮) ঃ অর্থাৎ দুর্বল হলে সন্তানের কামনা হয়, সন্তানের সাহায্যে সবল হবে। অভাবগ্রস্ত হলে সন্তানের কামনা হয়, সন্তানের উপার্জনে অভাব দূরীভূত হবে। কিংবা হীন ও লাঞ্ছিত হলে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা হয়, সন্তানের উসীলায় সবল ও অভাবহীন হবে। এর সবগুলিই অভাবগ্রস্ত হওয়ার লক্ষণ, অথচ আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অভাবশূন্য। কাজেই তাঁর সন্তান গ্রহণের কোনই প্রয়োজন নেই। (মুঃ কোঃ)
এতদ্ভিন্ন আল্লাহ্ হলেন মালিক, আর যাবতীয় বস্তু তাঁর স্বত্বাধীন। ব্যক্তিত্বে ও গুণাবলীতে কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। অথচ সন্তান হলে অবশ্যই তদনুরূপ হতে হবে; কিন্তু খোদার অনুরূপ কোন কিছুই নেই। অতএব, খোদার সন্তান হওয়া কোনরূপেই সম্ভব নয়। (বঃ কোঃ)

أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾

আমরাকুম ওয়া শুরাকা—আকুম ছুম্মা লা-ইয়াকুন আমরুকুম্ 'আলাইকুম গুম্মাতান ছুম্মাক্বদ্বূ~ইলাইয়্যা ওয়ালা- তুনযিরূন।
তোমাদের কাজ দৃঢ় করে নেও। পরে তোমাদের কাজ যেন উদ্বেগের কারণ না হয়। অতঃপর আমার ব্যাপারে (যা চাও তা) সম্পন্ন কর এবং আমাকে সুযোগ দিও না।

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۖ وَأُمِرْتُ

৭২। ফাইন তাওয়াল্লাইতুম ফা-মা- সাআল্‌তুকুম মিন আজ্‌র, 'ইন্ আজ্‌রিয়া ইল্লা- 'আলাল্লা-হি ওয়া উমিরতু
(৭২) যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তো তোমাদের কাছে কোন (প্রতিদান) চাইনা, আমার প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর নিকট। আমি আত্মসমর্পণকারীদের

أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ

আন্ আকূনা মিনাল্ মুসলিমীন। ৭৩। ফাকায্‌যাবূহু ফানাজ্জাইনা-হু ওয়ামাম মা'আহূ ফিল্ ফুল্‌কি ওয়া জ্বা'আল্‌না-হুম্
অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছি। (৭৩) আর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে অতঃপর তাকেও তার সাথে যারা নৌকায় ছিল, তাদেরকে রক্ষা করেছি, তাদেরকে

خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾

খালা—ইফা ওয়া আগরাক্বনাল্লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-, 'ফানযুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল মুনযারীন।
আমি প্রতিনিধি করেছি, আর যারা আমার নির্দশনাবলীকে মিথ্যা বলেছে তাদেরকে আমি ডুবিয়ে দিয়েছি। দেখুন, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছে।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا

৭৪। ছুম্মা বা'আছ্‌না- মিম্ ব'দিহী রুসুলান ইলা- ক্বাওমিহিম ফাজ্বা~উহুম বিলবাইয়্যিনা-তি ফামা- কা-নূ লিইউ'মিনূ
(৭৪) এরপরে আমি তাদের সম্প্রদায়ের নিকট রাসূলগণকে প্রেরণ করি। তারা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তারা বিশ্বাস আনতে

بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا

বিমা- কায্‌যাবূ বিহী মিন্ ক্বাবল, কাযা-লিকা নাত্ববা'উ 'আলা- কুলূবিল্ মু'তাদীন। ৭৫। ছুম্মা বা'আছ্‌না-
পারছিল না তাতে, প্রথমে তারা যা মিথ্যা বলেছিল। এভাবে আল্লাহ মহর মেরে দেন সীমালংঘনকারীদের অন্তরের উপর। (৭৫) অতঃপর তাদের পরে

مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا

মিম বা'দিহিম মূসা- ওয়া হা-রূনা ইলা- ফির'আওনা ওয়া মালায়িহী বিআ-ইয়া-তিনা- ফাস্তাক্‌বারূ ওয়া কা-নূ
মূসা ও হারুনকে আমি প্রেরণ করি আমার নিদর্শন ফিরআউন ও তাঁর নেতৃবৃন্দের কাছে, তারা বড়াই করল এবং তারা ছিল

قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾

ক্বাওমাম মুজ্‌রিমীন। ৭৬। ফালাম্মা- জ্বা—আহুমুল্ হ্বাক্কু মিন্ 'ইন্‌দিনা- ক্বা-লু~ইন্না হা-যা- লাসিহ্‌রুম মুবীন।
গুনাহগার সম্প্রদায়। (৭৬) যখন তাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে সত্য এল, তখন তারা বলল, এটা স্পষ্টই যাদু।

○ টীকা (আঃ ৭২) ঃ এ আয়াতে তাঁর লালসাহীনতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৭৩) ঃ অর্থাৎ, নূহ (আ)-এর কাওমকে অসাবধান অবস্থায় হঠাৎ ধ্বংস করা হয় নেই; বরং প্রথমে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। যখন তারা সুপথে আসে নি, তখনই তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৭৫) ঃ উক্ত মু'জেযা ছিল, হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি এবং তাঁর জ্যোতি প্রকাশক হাত। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৭৬) ঃ অর্থাৎ, ফেরআউনের কাওম এই মু'জেযাগুলিকে বিশ্বাস করল না; বরং এর প্রতিবাদ করে আত্মম্ভরিতা দেখাল, সত্যোদ্ধারের জন্য তারা মোটেই চেষ্টা করল না। এ লোকগুলি পাপানুষ্ঠানে অভ্যস্ত ছিল, কাজেই তারা পয়গম্বরের অনুগমন করে নি।

قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم ط اسحر هذا ط ولا يفلح

৭৭। ক্বা-লা মূসা~আতাক্বূলূনা লিল্‌হাক্বক্বি লাম্মা- জ্বা—আকুম, আসিহ্‌রুন্ হা-যা- ওয়ালা- ইউফ্‌লিহুস্
(৭৭) মূসা বললেন, যখন তোমাদের কাছে সত্য এল, তখন তোমরা সে সম্বন্ধে এরূপ কথা বলছ? এটা কি যাদু? যাদুকরেরা তো সফল হয়

السحرون ۝ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما

সা-হিরূন। ৭৮। ক্বা-লূ~আজি'তানা- লিতাল্‌ফিতানা- 'আম্মা- ওয়াজ্বাদনা- 'আলাইহি আ-বা—আনা- ওয়াতাকূনা লাকুমাল্
না। (৭৮) তারা বলল, তোমরা কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমাদেরকে ফিরিয়ে দিবে সে পথ থেকে আমরা যে পথের উপর আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে

الكبرياء في الارض ط وما نحن لكما بمؤمنين ۝ وقال فرعون ائتوني

কিব্‌রিয়া—উ ফিল্ আরদ্ব, ওয়ামা- নাহ্‌নু লাকুমা- বিমু'মিনীন। ৭৯। ওয়া ক্বা-লা ফির'আওনু' তূনী
পেয়েছি, আর যাতে তোমাদের দু'জনার পৃথিবীতে কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়? আমরা তোমাদের দু'জনার উপর বিশ্বাসী নই। (৭৯) ফিরআউন বলল, তোমরা আমার

بكل سحر عليم ۝ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ۝

বিকুল্লি সা-হিরিন 'আলীম। ৮০। ফালাম্মা- জ্বা—আস্ সাহারাতু ক্বা-লা লাহুম মূসা~আল্‌ক্বূ মা ~আনতুম মুলকূন।
নিকট সকল অভিজ্ঞ যাদুকরদেরকে নিয়ে এস। (৮০) অতঃপর যখন যাদুকরেরা আসল, তখন মূসা তাদেরকে বললেন, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার, তা নিক্ষেপ কর।

۝ فلما القوا قال موسى ما جئتم به لا السحر ط ان الله سيبطله ط ان الله

৮১। ফালাম্মা~আল্‌ক্বাও ক্বা-লা মূসা- মা- জ্বি'তুম বিহিস্ সিহ্‌র, ইন্নাল্লা-হা সাইউবত্বিলুহূ, ইন্নাল্লা-হা
(৮১) যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বললেন, তোমরা যা কিছু এনেছ, তা যাদু। নিশ্চয়ই আল্লাহ এগুলো অতিদ্রুত অকার্যকর করে দিবেন।

لا يصلح عمل المفسدين ۝ ويحق الله الحق بكلمته ولو كره المجرمون ۝

৮ ع ১৩ রুকূ

লা- ইউস্বলিহু 'আমালাল্ মুফসিদীন ৮২। ওয়া ইউহিক্বক্বুল্লা-হুল হাক্বক্বা বিকালিমা-তিহী ওয়ালাও কারিহাল মুজ্বরিমূন।
আল্লাহ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের কাজ কার্যকর করেন না (৮২) এবং আল্লাহ তার বাণী অনুযায়ী ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অপরাধীরা অপসন্দ করে।

۝ فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم ان يفتنهم ط

৮৩। ফামা~আ-মানা লিমূসা~ইল্লা- যুররিয়্যাতুম মিন ক্বাওমিহী 'আলা- খাওফিম মিন ফির'আওনা ওয়া মালাইহিম আঁই ইয়াফ্‌তিনাহুম
(৮৩) ফেরাউন ও তার নেতাদের ভয়ে, মূসার প্রতি তার সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক ব্যতীত কেউই ঈমান আনেনি।

وان فرعون لعال في الارض ج وانه لمن المسرفين ۝ وقال موسى

ওয়া ইন্না ফির'আওনা লা'আ-লিন ফিল আরদ্ব, ওয়া ইন্নাহূ লামিনাল্ মুস্‌রিফীন। ৮৪। ওয়াক্বা-লা মূসা-
আর ফিরআউন ক্ষমতাবান ছিল দেশের মধ্যে, নিশ্চয়ই সে ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৪) মূসা বললেন,

○ টীকা (আঃ ৭৮) ঃ অর্থাৎ, তোমরা কি বলতে চাও যে, তা যাদু? কখনই তা যাদু নয়। কেননা, কোন যাদুকর নবুওয়াতের দাবী করে তার পোষকতায় ঐন্দ্রজালিক লীলা দেখাতে চাইলে সফলকাম হয় না; কিন্তু আমি নবুওয়াতের দাবী করার পর অলৌকিক ব্যাপার দেখাতে সক্ষম হয়েছি। অতএব, আমার এই কার্যকলাপ যাদু ও আমি যাদুকর হওয়া অসম্ভব। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৭৯) ঃ অর্থাৎ, ফেরআউনের লোক মূসা (আ)-এর এই অকাট্য যুক্তির কোনই উত্তর দিতে পারল না। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৮২) ঃ এখানে 'বাণী' দ্বারা সেই নিদর্শনকে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন। যা তিনি তাঁর নবীগণকে দান করেছেন অথবা সে নিদর্শন, যা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে নবীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অথবা যা আল্লাহ তায়ালার "কুন" শব্দ দ্বারা প্রকাশ পায়। (কুঃ কারীম)

يقوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين ۝ فقالوا

ইয়া-ক্বাওমি ইন্ কুনতুম আ-মানতুম বিল্লা-হি ফা'আলাইহি তাওয়াক্কালূ~ইন কুনতুম মুসলিমীন। ৮৫। ফাক্বা-লূ
হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর তবে তাঁর উপর ভরসা কর যদি তোমরা মুসলমান হয়ে থাক। (৮৫) তারা বলল, আমরা

على الله توكلنا ج ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظلمين ۝ ونجنا برحمتك

'আলাল্লা-হি তাওয়াক্কালনা-, রাব্বানা লা- তাজ্ব'আলনা- ফিতনাতাল লিল ক্বাওমিয্ যা-লিমীন। ৮৬। ওয়া নাজ্জিনা বিরাহ্‌মাতিকা
আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের অত্যাচারের পাত্র করো না। (৮৬) আর আমাদেরকে তোমার রহমত

من القوم الكفرين ۝ واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر

মিনাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন। ৮৭। ওয়া আওহাইনা~ইলা- মূসা- ওয়া আখীহি আন্ তাবাওয়্যাআ- লিক্বাওমিকুমা- বিমিস্বরা
দ্বারা কাফির সম্প্রদায়ের থেকে নাজাত দাও। (৮৭) আমি মূসা এবং তার ভাইয়ের নিকট অহী প্রেরণ করলাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিশরে ঘর তৈয়ার

بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلوة ط وبشر المؤمنين ۝ وقال

বুয়ূতাওঁ ওয়াজ্ব'আলূ বুয়ূতাকুম ক্বিবলাতাওঁ ওয়া আক্বীমুস্ব স্বালা-হ, ওয়া বাশ্‌শিরিল্ মু'মিনীন। ৮৮। ওয়া ক্বা-লা
কর এবং তোমাদের ঘরগুলোকে নামাযের স্থান নির্ণয় কর এবং নামায কায়েম কর এবং মুমিনগণকে সুসংবাদ দাও। (৮৮) মূসা বললেন,

موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينة واموالا في الحيوة الدنيا لا

মূসা- রাব্বানা~ইন্নাকা আ-তাইতা ফির'আওনা ওয়া মালাআহূ যীনাতাওঁ ওয়া আমওয়া-লান ফিল্ হায়াতিদ দুন্‌ইয়া
হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফেরআউন ও তার নেতৃবৃন্দকে পার্থিব জীবনে সৌন্দর্য এবং বহু সম্পদ দিয়েছ।

ربنا ليضلوا عن سبيلك ج ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم

রাব্বানা- লিইউদ্বিল্লূ 'আন্ সাবীলিক, রাব্বানাত্বমিস্ 'আলা~আমওয়া-লিহিম ওয়াশদুদ 'আলা কুলূবিহিম
হে আমাদের প্রতিপালক! যা দিয়ে তারা তোমার রাস্তা থেকে বিভ্রান্ত করে, হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের সম্পদ ধ্বংস কর এবং তাদের হৃদয়গুলো মোহর

فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم ۝ قال قد اجيبت دعوتكما

ফালা- ইউ'মিনূ হাত্তা- ইয়ারাউল্ 'আযা-বাল্ আলীম। ৮৯। ক্বা-লা ক্বাদ্ উজ্বীবাত্ দা'ওয়াতুকুমা-
করে দাও। তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কষ্টদায়ক শাস্তি দেখবে। (৮৯) আল্লাহ বললেন, তোমাদের দু'জনার প্রার্থনা গ্রহণ করা হলো।

فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون ۝ وجوزنا ببني اسراءيل

ফাস্তাক্বীমা- ওয়ালা- তাত্তাবি'আ—ন্নি সাবীলাল্লাযীনা লা-ইয়া'লামূন। ৯০। ওয়া জ্বাওয়ায্‌না- বিবানী~ইসরা—ঈলাল্
সুতরাং তোমরা অটল থাক এবং যারা কিছু জানে না তাদের পথ অনুসরণ কর না। (৯০) আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম।

البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا ط حتى اذا ادركه الغرق لا

বাহ্‌রা ফাআত্‌বা'আহুম ফির'আওনু ওয়া জুনূদুহূ বাগইয়াওঁ ওয়া 'আদ্‌ওয়া-, হাত্তা~ইযা~আদরাকাহুল গারাকু
অতঃপর তাদের অনুসরণ করল ফিরআউন এবং তার সৈন্য বাহিনী, অত্যাচার ও শত্রুতা করার উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন সে ডুবে যাচ্ছিল তখন

قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنوا اسرائيل وانا من المسلمين ۝

ক্বা-লা আ-মানতু আন্নাহূ লা~ইলা-হা ইল্লাল্লাযী~আ-মানাত বিহী বানূ~ইসরা—ঈলা ওয়া আনা- মিনাল্ মুসলিমীন।
বলল, আমি ঈমান এনেছি, ঈমান এনেছে যার উপর বনী ইসরাঈল। নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

الئن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ۝٩١ فاليوم ننجيك ببدنك

৯১। আল—আ-না ওয়াক্বাদ 'আসাইতা ক্বাবলু ওয়া কুনতা মিনাল্ মুফসিদীন। ৯২। ফাল্ইয়াওমা নুনাজ্জীকা বিবাদানিকা
(৯১) এখন ঈমান এনেছ? অথচ এর পূর্বে তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি ছিলে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে। (৯২) আজ আমি তোমার দেহটি উদ্ধার করব,

لتكون لمن خلفك اية ط وان كثيرا من الناس عن ايتنا لغفلون ۝٩٢ ولقد

৯
ع
১৪
রুকূ

লিতাকূনা লিমান খাল্ফাকা আ-ইয়াহ্, ওয়া ইন্না কাছীরাম মিনান্ না-সি 'আন্ আ-ইয়া-তিনা- লাগা-ফিলূন। ৯৩। ওয়া লাক্বাদ
যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাক। আর মানুষের মধ্য হতে, অনেকেই আমার নিদর্শন সম্বন্ধে বেখবর। (৯৩) আমি বনী

بوانا بني اسرائيل مبوا صدق ورزقنهم من الطيبت ج فما اختلفوا حتى

বাওয়া'না বানী~ইসরা—ঈলা মুবাওওয়াআ স্বিদক্বিঁও ওয়া রাযাক্বনা-হুম মিনাত্ব ত্বাইয়্যিবা-ত, ফামাখ্তালাফূ হাত্তা-
ইসরাঈলকে সুন্দর বাসস্থানে অবস্থান করালাম এবং তাদেরকে উত্তম বস্তু হতে খাদ্য দিলাম। অতঃপর তাদের কাছে জ্ঞান আসলে,

جاءهم العلم ط ان ربك يقضي بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون ۝

জা—আহুমুল্ 'ইল্ম, ইন্না রাব্বাকা ইয়াক্বদ্বী বাইনাহুম ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন।
তারা মতভেদ করল। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল।

٩٤ فان كنت في شك مما انزلنا اليك فسئل الذين يقرءون الكتب

৯৪। ফাইন্ কুনতা ফী শাক্কিম মিম্মা~আনযালনা~ইলাইকা ফাস্আলিল্লাযীনা ইয়াক্বরাউনাল্ কিতা-বা
(৯৪) যদি আপনি সন্দেহের মধ্যে থাকেন সে সম্পর্কে যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যারা আপনার পূর্বের কিতাব পাঠ করে।

من قبلك ج لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ۝

মিন্ ক্বাবলিক, লাক্বাদ জা—আকাল হাক্বকু মির রাব্বিকা ফালা- তাকূনান্না মিনাল মুমতারীন।
নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকের থেকে আপনার কাছে সত্য (কিতাব) এসেছে। আপনি কখনই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

٩٥ ولا تكونن من الذين كذبوا بايت الله فتكون من الخسرين ۝

৯৫। ওয়ালা- তাকূনান্না মিনাল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ফাতাকূনা মিনাল খা-সিরীন।
(৯৫) আর যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছে আপনি কখনই তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। তাহলে আপনিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৯২) ঃ যখন ফিরআউন ডুবে গেল, তখন তার মৃত্যু হওয়াটা কিছু লোক বিশ্বাস করছিল না। আল্লাহতায়ালার নির্দেশে সমুদ্র তার মৃত দেহটি উপরে নিক্ষেপ করল এবং তা সকলে দেখে নিল, এখনও তার মৃত দেহটি মিশরের একটি যাদুঘরে রক্ষিত আছে। (কুঃ কারীম)

✪ টীকা (আঃ ৯২) ঃ একদিন জিবরাঈল (আ) ফেরআউনের দরবারে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, যে গোলাম তার প্রভুর নেয়ামত ভোগ করে সমস্ত গোলামের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, অবশেষে অবাধ্য হয়ে প্রভুত্বের দাবী করেছে তার বিধান কি? ফেরাউন নিজ হাতে লিখে দিল, "তাকে ডুবায়ে দিতে হবে।" ফেরাউন যখন সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে ঈমান প্রকাশ করল, তখন জিবরাঈল (আ) তাঁর ফতুয়া দেখায়ে বললেন, তোমার ফতুয়া অনুযায়ীই আমল করা হয়েছে। (মুঃ কোঃ)

٩٦ ان الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون ۝٩٧ ولو جاءتهم كل

৯৬। ইন্নাল্লাযীনা হাক্বক্বাত 'আলাইহিম কালিমাতু রাব্বিকা লা- ইউ'মিনুন। ৯৭। ওয়ালাও জা—আতহুম কুল্লু
(৯৬) নিশ্চয়ই যাদের উপর আপনার প্রতিপালকের বাণী নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে, তারা ঈমান আনবেনা, (৯৭) যদিও তাদের কাছে সব নিদর্শন আসে,

اية حتى يروا العذاب الاليم ۝٩٨ فلولا كانت قرية امنت فنفعها ايمانها

আ-ইয়াতিন হাত্তা- ইয়ারাউল্ 'আযা-বাল্ 'আলীম। ৯৮। ফালাওলা- কা-নাত্ ক্বারইয়াতুন আ-মানাত্ ফানাফা'আহা~ঈমা-নুহা~
যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাময় শাস্তি দেখে নেয়। (৯৮) সুতরাং কোন জনপদ (বাসী) এমন কেন হল না, যারা ঈমান এনেছে যা তাদের জন্য

الا قوم يونس ط لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحيوة الدنيا

ইল্লা- ক্বাওমা ইউনুস, লাম্মা~আ-মানূ কাশাফ্না- 'আন্হুম 'আযা-বাল্ খিয্য়ি ফিল্ হাইয়া-তিদ দুনইয়া-
উপকারে এসেছে? শুধু ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত। যখন তারা ঈমান আনল তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনে অসম্মানজনক শাস্তি দূর করে দিলাম এবং তাদেরকে

ومتعنهم الى حين ۝٩٩ ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا ط

ওয়া মাত্তা'না-হুম ইলা-হ্বীন। ৯৯। ওয়া লাও শা—আ রাব্বুকা লা- আ-মানা মান্ ফিল্ আরদ্বি কুল্লুহুম জ্বামী'আ-,
সুখ উপভোগ করতে দিলাম নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। (৯৯) যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তবে পৃথিবীর সকল

افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ۝١٠٠ وما كان لنفس ان تؤمن

আফাআন্তা তুক্রিহুন্না-সা হাত্তা- ইয়াকূনূ মু'মিনীন। ১০০। ওয়ামা- কা-না লিনাফসিন আন্ তু'মিনা
লোকই ঈমান আনত। তবে আপনি কি মানুষকে বাধ্য করবেন, মুমিন হওয়ার জন্য? (১০০) আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কারও

الا باذن الله ط ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ۝١٠١ قل انظروا ماذا

ইল্লা- বিইযনিল্লা-হ, ওয়া ইয়াজ্ব'আলুর রিজ্সা 'আলাল্লাযীনা লা- ইয়া'ক্বিলূন। ১০১। কুলিন্যুরূ মা-যা-
পক্ষে ঈমান আনা সম্ভব নহে, আর আল্লাহ তাদেরকে কলুষিত করেন, যারা নির্বোধ। (১০১) বলুন, আকাশ ও পৃথিবীতে

في السموت والارض ط وما تغني الايت والنذر عن قوم لا يؤمنون ۝

ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব, ওয়ামা- তুগ্নীল আ-ইয়া-তু ওয়ান্নুযুরু 'আন ক্বাওমিল্ লা- ইউ'মিনূন।
যা কিছু আছে সেগুলো দেখ। নিদর্শন ও ভীতি প্রদর্শন, তাদের কোনই উপকারে আসে না, যারা ঈমান আনে না।

١٠٢ فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم ط قل فانتظروا

১০২। ফাহাল্ ইয়ান্তাজিরূনা ইল্লা- মিছ্লা আইয়্যা-মিল্লাযীনা খালাও মিন্ ক্বাবলিহিম, কুল ফানতাযিরূ~
(১০২) তারা কি অপেক্ষা করছে অনুরূপ ঘটনারই, যা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে? বলুন, তোমরা অপেক্ষা কর

اني معكم من المنتظرين ۝١٠٣ ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك ج

ইন্নী- মা'আকুম মিনাল্ মুনতাযিরীন। ১০৩। ছুম্মা নুনাজ্জী রুসুলানা- ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ কাযা-লিক
আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। (১০৩) অতঃপর আমি আমার রাসূলগণ ও মুমিনগণকে এভাবে রক্ষা করি।

حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ

হ্বাক্বক্বান্ 'আলাইনা নুনজ্বিল্ মু'মিনীন। ১০৪। কুল ইয়া~আইয়্যুহান্না-সু ইন্ কুনতুম ফী শাককিম মিন দীনী
মুমিনগণকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। (১০৪) বলুন, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে থাক, তবে আমি

فَلَاۤ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ

ফালা~আ'বুদুল্লাযীনা তা'বুদূনা মিন দূনিল্লা-হি ওয়ালা-কিন আ'বুদুল্লা- হাল্লাযী ইয়াতাওয়াফ্ফা-কুম
আল্লাহকে ছেড়ে যে মাবুদের ইবাদাত করি না, তোমরা যার ইবাদাত কর। বরং আমি এমন আল্লাহর ইবাদাত করি যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। আর আমি নির্দেশিত

وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا وَلَا

ওয়া উমিরতু আন আকূনা মিনাল্ মু'মিনীন। ১০৫। ওয়া আন্ আক্বিম্ ওয়াজ্বহাকা লিদ্দীনি হ্বানীফা-, ওয়ালা-
হয়েছি যে, আমি যেন মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। (১০৫) আর স্বীয় চেহারাকে একাগ্রতার সাথে (এ) দ্বীনের প্রতি কায়েম রাখবে,

تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ

তাকূনান্না মিনাল্ মুশরিকীন। ১০৬। ওয়ালা- তাদ'উ মিন দূনিল্লা-হি মা-লা- ইয়ানফা'উকা ওয়ালা- ইয়াদ্বুররুক,
এবং কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (১০৬) আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে ডাকবেন না, যারা আপনার উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না।

فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ

ফাইন ফা'আলতা ফাইন্নাকা ইযাম মিনায্ যালিমীন। ১০৭। ওয়া ইঁইয়াম্সাস্কাল্লা-হু বিদ্বুররিন্ ফালা- কা-শিফা লাহূ~
যদি আপনি এরূপ করেন তবে আপনি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। (১০৭) যদি আল্লাহ আপনাকে কোন দুঃখ দুর্দশা দেন তবে তা তিনি ছাড়া দূর করার আর

اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ

ইল্লা- হুওয়া, ওয়া ইঁইউরিদ্কা বিখাইরিন ফালা- রা—দ্দা লিফাদ্বলিহ, ইউস্বীবু বিহী মাইঁ ইয়াশা—উ মিন্ ইবা-দিহ,
কেহই নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তার করুণা রহিত করার কেউই নেই। তিনি তাঁর বান্দার মধ্যে যাকে চান তাকে তার করুণা দান করেন।

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾ قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنِ

ওয়া হুওয়াল গাফূরুর রাহ্বীম। ১০৮। কুল ইয়া~আইয়্যুহান্না-সু ক্বাদ্ জ্বা—আকুমুল্ হ্বাক্বকু মিররাব্বিকুম, ফামানিহ্
তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১০৮) বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে সত্য (কালাম) যে সৎ পথে আসবে সে তো নিজের

اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ

তাদা- ফাইন্নামা- ইয়াহ্তাদী লিনাফ্সিহ্, ওয়া মান দ্বাল্লা ফাইন্নামা- ইয়াদ্বিল্লু 'আলাইহা-, ওয়ামা~আনা 'আলাইকুম
জন্যই সৎ পথে আসবে। আর যে বিপথে থাকবে, তার বিপথে চলার দায় তাদের উপরই পড়বে। আর আমি তোমাদের উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি

بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

বিওয়াকীল। ১০৯। ওয়াত্তাবি' মা-ইউহ্বা~ইলাইকা ওয়াস্বির হ্বাত্তা- ইয়াহ্বকুমাল্লা-হু ওয়া হুওয়া খাইরুল হ্বা-কিমীন।
নই। (১০৯) আর আপনার প্রতি যে ওহী প্রদান করা হয়েছে তার অনুসরণ করুন এবং ধৈর্যধারণ করুন যতক্ষণ না আল্লাহর ফয়সালা আসে এবং তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

১০ ع ১১ ১৫ রুকূ

১১ ع ৬ ১৬ রুকূ

সূরা হূদ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১২৩
রুকূ ঃ ১০

﴿١﴾ الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ

১। আলিফ্ লা—ম, রা-কিতা-বুন উহ্বকিমাত আ-ইয়া-তুহূ ছুম্মা ফুস্বস্বিলাত মিল্লাদুন্ হ্বাকীমিন্ খাবীর।
(১) আলিফ-লাম-রা, এই কিতাব; যার আয়াতগুলো দৃঢ় করা হয়েছে। অতঃপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, বিজ্ঞ সর্বজ্ঞাত (আল্লাহর) নিকট থেকে।

﴿٢﴾ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ﴿٣﴾ وَّاَنِ

২। আল্লা- তা'বুদূ~ইল্লাল্লা-হ, ইন্নানী লাকুম মিন্হু নাযীরুওঁ ওয়া বাশীর। ৩। ওয়া আনি
(২) এজন্য যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবে না। নিশ্চয়ই আমি তাঁর তরফ হতে তোমাদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা। (৩) আর এ

اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰۤى اَجَلٍ

স্তাগ্ফিরূ রাব্বাকুম ছুম্মা তূবূ~ইলাইহি ইউমাত্তি'কুম মাতা-'আন হ্বাসানান্ ইলা~আজ্বালিম
(জন্যই) যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে মাফ চাও। অতঃপর তাঁর প্রতিই প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদেরকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত

مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ

মুসাম্মাওঁ ওয়া ইউ'তি কুল্লা যী ফাদ্বলিন ফাদ্বলাহ, ওয়া ইন্ তাওয়াল্লাও ফাইন্নী~আখা-ফু 'আলাইকুম
সুন্দর উপভোগের বস্তু দান করবেন এবং প্রত্যেক সঠিক আমলদারকে সঠিক অনুগ্রহ দান করবেন। যদি তোমরা ফিরে যাও, তবে আমি তোমাদের জন্য

عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ﴿٤﴾ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

'আযা-বা ইয়াওমিন্ কাবীর। ৪। ইলাল্লা-হি মারজ্বি'উকুম, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।
মহা দিনের শাস্তির ভয় করি। (৪) আল্লাহর নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল, তিনিই সর্ব বিষয়ে শক্তিশালী।

﴿٥﴾ اَلَاۤ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ

৫। আলা~ইন্নাহুম ইয়াছনূনা স্বুদূরাহুম লিইয়াস্তাখ্ফূ মিনহ, আলা- হ্বীনা ইয়াস্তাগশূনা
(৫) জেনে রাখ! নিশ্চয়ই তারা তাদের বক্ষকে সরিয়ে রাখে, আল্লাহ থেকে গোপন রাখার জন্য। খবরদার! তারা যখন তাদের বস্ত্র,

ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

ছিয়া-বাহুম ইয়া'লামু মা- ইউসিররূনা ওয়ামা- ইউ'লিনূন, ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ব্স্বুদূর।
আচ্ছাদিত করে তিনি (আল্লাহ) তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে সবই জানেন। নিশ্চয়ই তিনি হৃদয়ের কথাগুলো জানেন।

✪ শানে নুযূল (আঃ ৫) ঃ الا انهم يثنون صدورهم - এ আয়াতটি সে সব মুসলমানদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা লজ্জার কারণে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়া এবং স্ত্রীসহবাসের সময় বিবস্ত্র হওয়া পছন্দ করতনা। আল্লাহ তায়ালা দেখবেন, এ কারণে এ সময়ে তাঁরা তাদের লজ্জাস্থান গোপন রাখার জন্য নিজ বক্ষকে সরিয়ে নিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, রাতের আঁধারে তারা যা করে তাও আল্লাহ দেখেন এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে যা করে সে কাজগুলোও আল্লাহ দেখেন। (কোঃ কারীম) ✪ শানে নুযূল (আঃ ৫) ঃ আখ্নাস ইবনে শোরাইক নামক জনৈক মুনাফেক অতিশয় মিষ্টভাষী ছিল, হুযুর (সা)-এর দরবারে এসে খুব চাটুকারিতা করত এবং তাঁর প্রতি নিজের অনুরাগ দেখাত; কিন্তু ভিতরে সে হাড়ে হাড়ে বদলোক ছিল। আল্লাহ এ আয়াতে তার কপটতার সংবাদ দিয়ে বলছেন, "কেউ তার বাহ্যিক ব্যবহারে ভুলে যেওনা।" (মুঃ কোঃ)

(৬) وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها و

৬। ওয়ামা- মিন্ দা—ব্বাতিন ফিল্আর্দ্বি ইল্লা- 'আলাল্লা-হি রিয্‌ক্বুহা- ওয়া ইয়া'লামু মুস্তাক্বার্‌রাহা- ওয়া
(৬) পৃথিবীতে বিচরণকারী যত প্রাণী রয়েছে সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই উপর। তিনি তাদের (পার্থিব) বাসস্থান এবং (মৃত্যুর পর) তাদের সমাহিত

مستودعها كل في كتب مبين (৭) وهو الذي خلق السموت والارض في

মুস্তাওদা'আহা-; কুল্লুন্ ফী কিতা-বিম্‌মুবীন। ৭। ওয়া হুওয়াল্লাযী খালাক্বাস্‌সামা- ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বা ফী
করার স্থান সম্পর্কে অবহিত। সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে। (৭) তিনিই (আল্লাহ) ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি

ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت

সিত্তাতি আইয়্যা-মিওঁ ওয়া কা-না 'আর্‌শুহূ 'আলাল্ মা—ই লিইয়াব্‌লুওয়াকুম আইয়্যুকুম আহ্‌সানু 'আমালা-; ওয়া লাইন্ ক্বুল্‌তা
করেছেন, তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলে উত্তম। আর যদি

انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر

ইন্নাকুম মাব্'উছূনা মিম্ বা'দিল্ মাওতি লাইয়াকূলান্নাল্লাযীনা কাফারূ~ইন্ হা-যা~ইল্লা সিহ্‌রুম্
আপনি বলেন, নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবে, তবে কাফিরগণ অবশ্যই বলবে, এটাতো (কুরআন) স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর

مبين (৮) ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة ليقولن ما يحبسه

মুবীন। ৮। ওয়া লাইন্ আখ্‌খার্‌না- 'আন্‌হুমুল্ 'আযা-বা ইলা- উম্মাতিম্ মা'দূদাতিল লাইয়াকুলুন্না মা- ইয়াহ্‌বিসুহ;
কিছু নয়। (৮) আর যদি আমি নির্দিষ্ট দিনের জন্য তাদের থেকে শাস্তি পিছিয়ে দেই,তবে তারা নিশ্চয়ই বলবে, 'কিসে তাকে আসতে বাধা প্রদান করছে?'

الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون

আলা- ইয়াওমা ইয়া'তীহিম্ লাইসা মাস্‌রূফান্ 'আন্‌হুম্ ওয়া হা-ক্বা বিহিম মা- কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্‌যিঊন।
জেনে রাখ! যেদিন তাদের নিকট তা আসবে, সেদিন তাদের থেকে তা সরানো হবে না। আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করতো, তা তাদেরকে বেষ্টন করবে।

(৯) ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعنها منه انه ليئوس كفور

৯। ওয়া লাইন্ আযাক্বনাল্ ইন্‌সা-না মিন্না- রাহ্‌মাতান্ ছুম্মা নাযা'না-হা- মিন্‌হু, ইন্নাহূ লাইয়াঊসুন্ কাফূর।
(৯) যদি আমি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে রহমতের স্বাদ ভোগ করাই, অতঃপর তার থেকে তা ছিনিয়ে নেই, তবে নিশ্চয়ই সে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

(১০) ولئن اذقنه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيات عني

১০। ওয়া লাইন্ আযাক্বনা-হু না'মা—আ বা'দা দ্বার্‌রা—আ মাস্‌সাতহু লাইয়াকূলান্না যাহাবাস্ সাইয়্যিআ-তু 'আন্নী;
(১০) আর যদি তাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর নেয়ামতের স্বাদ উপভোগ করাই, তখন অবশ্যই সে বলবে, আমার থেকে দুঃখ-দুর্দশা চলে গেছে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬) ঃ مستقرها ومستودعها -এর ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, পার্থিব জীবনে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী যেখানে বসবাস করে সে স্থানটিকে مستقر বলে এবং মৃত্যুর পর যেখানে দাফন হবে সে স্থানটিকে مستودع বলে। কারো মতে- মাতৃ গর্ভাশয়কে مستقر এবং পিতার বীর্যকে مستودع বলে। (তাঃ ইবনে কাসীর) ইমাম শাওকানীর মতে, مستقر দ্বারা মাতৃ গর্ভাশয় এবং مستودع দ্বারা যমীনের সে অংশ বুঝানো হয়েছে যেখানে দাফন হয়। (কোঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৭) ঃ كان عرشه على الماء - (আল্লার আরশ পানির উপরে ছিল) ঃ হাদীস শরীফে আছে- "আল্লাহ তায়ালা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঁচিশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টিজীবের তাকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন তাঁর আরশ (সিংহাসন) পানির উপর ছিল। (কোঃ কারীম)

انه لفرح فخور (১১) الا الذين صبروا وعملوا الصلحت اولئك لهم

ইন্নাহূ লাফারিহুন্ ফাখূর। ১১। ইল্লাল্লাযীনা স্বাবারূ ওয়া 'আমিলুস্ স্বা-লিহা-ত, উলা—ইকা লাহুম
এতে নিশ্চয়ই সে আনন্দিত ও গর্বিত হয়। (১১) কিন্তু যারা ধৈর্যশীল এবং নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত

مغفرة واجر كبير (১২) فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به

মাগ্‌ফিরাতুওঁ ওয়া আজ্‌রুন্ কাবীর। ১২। ফালা'আল্লাকা তা-রিকুম বা'দ্বা মা~ইউহ্‌বা- ইলাইকা ওয়া দ্বা—য়িকুম্ বিহী
ও মহা প্রতিদান। (১২) তবে কি আপনার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তার থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দিবেন? আর আপনার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে পড়ে শুধু

صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير

স্বাদরুকা আঁই ইয়াকূলূ লাও লা~উন্‌যিলা 'আলাইহি কান্‌যুন্ আও জ্বা—আ মা'আহূ মালাক ; ইন্নামা~আন্‌তা নাযীর ;
একথার জন্য যে, তারা বলে, তাঁর উপর কেন ধন-ভাণ্ডার প্রেরিত হয় না অথবা তার সাথে কোন ফিরিশতা আসে না কেন? আপনি তো শুধু সতর্ককারী

والله على كل شيء وكيل (১৩) ام يقولون افترىه قل فاتوا بعشر سور

ওয়াল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়াকীল। ১৩। আম্ ইয়াকূলূনাফাতারা-হ; কুল্ ফা'তু বি'আশ্‌রি সুওয়ারিম
আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ের ব্যবস্থাপক। (১৩) তারা কি বলে, এ কুরআন সে (রাসূল) নিজে রচনা করেছে? বলুন, তোমরা অনুরূপ সূরার মত দশটি সূরা

مثله مفتريت وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صدقين

মিছলিহী মুফ্‌তারাইয়া-তিওঁ ওয়াদ্'উ মানিস্তাত্বা'তুম, মিন্ দূনিল্লা-হি ইন্ কুন্‌তুম্ স্বা-দিক্বীন।
বানিয়ে নিয়ে এস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে স্বক্ষম, তোমাদের সাথে ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(১৪) فالم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو

১৪। ফাইল্লাম্ ইয়াস্তাজ্বীবূ লাকুম্ ফা'লামূ আন্নামা~উন্‌যিলা বি'ইল্‌মিল্লাহি ওয়া আল্লা~ইলা-হা ইল্লা- হুও,
(১৪) অতঃপর যদি তারা তোমাদের কথা কবূল না করে, তবে জেনে রেখ, নিশ্চয়ই এ কুরআন আল্লাহরই "ইলম" দ্বারা অবতীর্ণ এবং তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই।

فهل انتم مسلمون (১৫) من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف اليهم

ফাহাল্ আন্‌তুম মুসলিমূন। ১৫। মান্ কা-না ইউরীদুল্ হায়া-তাদ্দুন্‌ইয়া- ওয়া যীনাতাহা- নুওয়াফ্‌ফি ইলাইহিম্
তবুও কি তোমরা মুসলমান হবে? (১৫) যদি কেউ পার্থিব জীবন এবং তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের আমলের

اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون (১৬) اولئك الذين ليس لهم في

আ'মা-লাহুম্ ফীহা- ওয়াহুম ফীহা- লা- ইউব্‌খাসূন। ১৬। উলা—ইকাল্লাযীনা লাইসা লাহুম্ ফিল্
প্রতিদান পৃথিবীতেই পরিপূর্ণ করে দিব এবং এখানে তাদেরকে কোন কম দেয়া হবে না। (১৬) তারা এমনই লোক যে, যাদের জন্য

○ টীকা (আঃ ১২) ঃ মানুষের ফরমাইশ অনুযায়ী মু'জেযা দেখান নবীর ক্ষমতাধীন নয়। সুতরাং আপনি এদের অন্যায় আবদার রক্ষা করার জন্য চিন্তিত হবেন না। যে কোন মু'জেযা দ্বারাই নবীর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। আপনার বড় মু'জেযা কোরআন শরীফ তো তাদের চক্ষুর সামনেই রয়েছে। তবে তাদের মান্য না করার কারণ কি থাকতে পারে? (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১৪) ঃ সূরা-ইউনুস ও সূরা- বাক্বারার ভাষ্যে একটি সূরার সাথে প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হয়েছে। এই দু'টি সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়। বর্তমান আলোচ্য আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ, এতে দশটি সূরার প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। অতএব, বুঝা যায়, প্রথমে মক্কায় দশটি সূরার প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হয়েছিল। অপারগতায় ক্ষেত্রে অন্ততঃ একটি সূরার প্রতিযোগিতার জন্য ডাকা হয়েছে। (বঃ কোঃ)

الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾ اَفَمَنْ

আ-খিরাতি ইল্লান্না-র, ওয়া হ্বাবিত্বা মা- স্বানা'উ ফীহা- ওয়া বা-ত্বিলুম মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৭। আফামান্
পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই এবং এখানে তারা যা কিছু করছে তা নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তারা যে আমল করছে তা বিফল হবে। (১৭) সে কি

كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا

কা-না 'আলা- বাইয়্যিনাতিম মির্‌রাব্বিহী ওয়া ইয়াত্‌লূহু শা-হিদুম্ মিন্‌হু ওয়া মিন্ ক্বাব্‌লিহী কিতা~বু মূসা- ইমা-মাও
তার সমপর্যায়ের হতে পারে? যে তার প্রতিপালকের সুস্পষ্ট দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার কাছে আল্লাহর থেকে সাক্ষীও উপস্থিত এবং তার পূর্ববর্তী মূসার কিতাব,

وَّرَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ

ওয়া রাহ্বমাহ; উলা~ইকা ইউ'মিনূনা বিহ ; ওয়া মাইঁ ইয়াক্‌ফুর্ বিহী মিনাল্ আহ্বযা-বি ফান্না-রু
যা ছিল পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ, এসব লোকেরাই কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে। আর অন্যান্য দলেরা যারা তা অস্বীকার করে, জাহান্নামই

مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۗ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

মাও'ইদুহ, ফালা- তাকু ফী মির্‌ইয়াতিম মিন্‌হু ইন্নাহুল্ হ্বাক্কু মির্‌রাব্বিকা ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারান্না-সি
তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। অতএব আপনি এতে সন্দিহান হবেন না। নিশ্চয়ই এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরীত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক

لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ

লা- ইউ'মিনূন। ১৮। ওয়া মান্ আয্বলামু মিম্মানিফ্‌তারা- 'আলাল্লা-হি কাজিবা-, উলা—য়িকা ইউ'রাদ্বূনা
ঈমান আনে না। (১৮) আর সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে? এসব লোককে তাদের

عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ

'আলা- রাব্বিহিম্ ওয়া ইয়াক্বূলুল্ ~আশ্‌হা-দু হা উলা—ইল্লাযীনা কাজাবূ 'আলা- রাব্বিহিম্, আলা- লা'নাতুল্লাহি
প্রতিপালকের সামনে হাজির করা হবে এবং তাদের সাক্ষীগণ বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালকের সম্পর্কে মিথ্যারোপ করেছে। জেনে রেখ, অত্যাচারীদের

عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٨﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ

'আলায্ য্বা-লিমীন। ১৯। আল্লাযীনা ইয়াস্বুদ্দূনা 'আন সাবীলিল্লা-হি ওয়া ইয়াব্‌গূনাহা- 'ইওয়াজ্বা-; ওয়াহুম্
উপর আল্লাহর অভিশাপ। (১৯) যারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং তাতে দোষ-ত্রুটি তালাস করে,

بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٩﴾ اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانَ

বিল আ-খিরাতি হুম্ কা-ফিরূন। ২০। উলা~য়িকা লাম্ ইয়াকূনূ মু'জ্বিযিনা ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়ামা- কা-না
তারাই পরকালের অস্বীকারকারী। (২০) তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারেনি এবং আল্লাহ ব্যতীত

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৭) ঃ بينة - (দলীল) দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে। شاهد - (সাক্ষী) দ্বারা হযরত মুহাম্মদকে (সা) বুঝানো হয়েছে।

○ টীকা (আঃ ১৭) ঃ অত্র আয়াতের ইশারা সম্ভবতঃ ইয়াহুদীগণের দিকে রয়েছে। আর বর্তমান কালের ইয়াহুদীগণকে সে ইয়াহুদীগণের তুলনা দিয়ে বাধা করান হয়েছে যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তৎকালে যে সকল ইয়াহুদী মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে তিনটি বিষয় ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিল। যথা- (১) ইসলামের নিরাপত্তা, সহজতা ও পরিচ্ছন্নতা। কারণ ইসলামের মধ্যে কোন প্রকারের কুটিলতা নেই। (২) জ্ঞানের সাক্ষ্য এই যে, ইসলাম জ্ঞানের বিপরীত কোন কিছু শিক্ষা দেয় না। (৩) তাওরাত কিতাব ইয়াহুদীগণ যার প্রতি পরিপক্ক বিশ্বাসী ছিল, সেই তাওরাত গ্রন্থে রাসূলে খোদা (সা) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। আল কোরআন এবং তাওরাত উভয়েরই দ্বীন সম্বন্ধীয় মূলনীতি একই, যদি কিছু পার্থক্য থাকে, তবে তা শাখা-প্রশাখা বিষয়ে।

لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ

লাহুম্ মিন দূনিল্লা-হি মিন্ আওলিয়া~আ। ইউদ্বা-'আফু লাহুমুল্ 'আযা-ব; মা- কা-নূ ইয়াস্তাত্বী'উনাস্
তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে, তারা (সত্য কথা) শোনতে পারত না এবং

السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٠﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ

'সাম্'আ ওয়া মা- কা-নূ ইউব্‌স্বিরূন। ২১। উলা—ইকাল্লাযীনা খাসিরূ~আন্‌ফুসাহুম্ ওয়া দ্বাল্লা 'আন্‌হুম্
তারা (সঠিক পথ) দেখতে পেত না। (২১) তারাই নিজেরা নিজদেরই ক্ষতি করেছে। (আল্লাহ ছাড়া) যাদেরকে তারা উপাস্য বানিয়েছিল তারা তাদের

مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿٢٢﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

মা- কা-নূ ইয়াফ্‌তারূন। ২২। লা- জ্বারামা আন্নাহুম ফিল আ-খিরাতি হুমুল্ আখসারূন। ২৩। ইন্নাল্লাযীনা
থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। (২২) অবশ্যই তারা পরকালে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২৩) যারা

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি ওয়া আখ্‌বাতূ~ইলা- রাব্বিহিম উলা—য়িকা আস্বহ্বা-বুল্ জ্বান্নাহ,
ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে এবং নিজ প্রতিপালকের প্রতি নত হয়েছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী,

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ؕ

হুম্ ফীহা- খা-লিদূন। ২৪। মাছালুল্ ফারীক্বাইনি কাল আ'মা- ওয়াল্ আস্বাম্মি ওয়াল্ বাস্বীরি ওয়াস্‌সামী'ই;
তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে। (২৪) উভয় দলের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন- এক ব্যক্তি অন্ধ ও বধির, আর এক ব্যক্তি দৃষ্টিসম্পন্ন ও শ্রবণকারী,

هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ز

হাল্ ইয়াস্তাওয়িআ-নি মাছালা- ; আফালা- তাজাক্‌কারূন। ২৫। ওয়া লাক্বাদ্ আর্‌সাল্‌না- নূহ্বান ইলা- ক্বাওমিহী ~
এ দু'টি ব্যক্তি কি সমকক্ষের দিক দিয়ে সমান? এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (২৫) আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছি, (সে বলেছিল)

اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٥﴾ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ

ইন্নী লাকুম্ নাযীরুম্ মুবীন। ২৬। আল্লা- তা'বুদূ~ইল্লাল্লা-হ ; ইন্নী~আখা-ফু 'আলাইকুম্
নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী। (২৬) যাতে তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না কর, আমি তোমাদের

عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا

'আযা-বা ইয়াওমিন্ আলীমি। ২৭। ফাক্বা-লাল্ মালাউল্লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বাওমিহী মা- নারা-কা ইল্লা- বাশারাম
উপর এক যন্ত্রণাময় দিনের শাস্তির ভয় করছি। (২৭) তার সম্প্রদায়ের কাফির নেতৃবৃন্দ বলল, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ দেখছি।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২০) ঃ يضعف - (দ্বিগুণ শাস্তি) দু'টি কারণে- ১. গোমরাহ হবার কারণে, ২. গোমরাহ করার কারণে। (তাঃ কাদেরী)

○ টীকা (আঃ ২৬) ঃ উপরে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর পরিণামের বিবরণ ছিল। সম্মুখের আয়াতে উভয়ের তুলনা এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি অন্ধ ও বধির; কথাও শুনে না, ইঙ্গিতও দেখে না। স্বভাবতঃ এমন ব্যক্তিকে বুঝাবার কোন উপায়ই নেই। আর এক ব্যক্তি, যে দেখতে ও শুনতে পায়। এমন ব্যক্তির পক্ষে কোন কিছু হৃদয়ঙ্গম করা সহজ কাজ। এ দু'ব্যক্তির অবস্থা কি সমান? কখনই নয়। কাফির এবং মুসলমানের অবস্থাও তদ্রূপ। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ২৬) ঃ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ছাড়া ভুদ্দ, সুওয়া, ইয়াগূছ, নাছর ইত্যাদি যে সমস্ত উপদেবতা নির্ধারণ করে রেখেছে, তাদেরকে বর্জন কর। এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো এবাদত করো না। (বঃ কোঃ)

ওয়াক্বফে লাযেম

২ রুকূ

مثلنا وما نرىك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى

মিছ্‌লানা- ওয়ামা- নারা-কাত তাবা'আকা ইল্লাল্লাযীনা হুম্ আরা-যিলুনা- বা-দিয়ার্‌রা-য়, ওয়া মা- নারা-
আর দেখছি যে, সে লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে নীচ এবং তাও (করছে) স্বল্প বুদ্ধির লোক। আমরা তোমাদেরকে আমাদের

لكم علينا من فضل بل نظنكم كذبين ۝٢٨ قال يقوم ارءيتم ان كنت

লাকুম্ 'আলাইনা- মিন্ ফাদ্বলিম্ বাল্ নায়ুন্নুকুম্ কা-যিবীন। ২৮। ক্বা-লা ইয়া- ক্বাওমি আরাআইতুম্ ইন কুন্‌তু
চেয়ে কোন বিষয় শ্রেষ্ঠ দেখছি না, বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী ধারণা করি। (২৮) নূহ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমাকে বল, আমি যদি আমার

على بينة من ربي واتىني رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمكموها

'আলা- বাইয়্যিনাতিম্ মির্ রাব্বী ওয়া আ-তা-নী রাহ্‌মাতাম্ মিন্ 'ইন্‌দিহী ফা'উম্মিয়াত্ 'আলাইকুম; আনুল্‌যিমুকুমূহা-
প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাকি এবং আমাকে তিনি তাঁর থেকে রহমত দান করেন, অতঃপর তা তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়, তবে কি আমি

وانتم لها كرهون ۝٢٩ ويقوم لا اسـلكم عليه مالا ان اجري الا

ওয়া আন্‌তুম্ লাহা- কা-রিহূন। ২৯। ওয়া ইয়া- কাওমি লা~আস্‌আলুকুম্ 'আলাইহি মা-লা- ; ইন্ আজ্‌রিয়া ইল্লা-
তা তোমাদের উপর চাপিয়ে দিব? অথচ তোমরা তা অপছন্দ কর। (২৯) হে আমার সম্প্রদায়! আমি এ জন্য তোমাদের কাছে কোন সম্পদ চাইনা, আমার প্রতিদান তো

على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملقوا ربهم ولكني

'আলাল্লা-হি ওয়া মা~আনা বিত্বা-রিদিল্লাযীনা আ-মানূ; ইন্নাহুম মুলা-ক্বূ রাব্বিহিম ওয়া লা-কিন্নী~
শুধু আল্লাহরই নিকট। আমি তো মু'মিনদেরকে আমার থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে

ارىكم قوما تجهلون ۝٣٠ ويقوم من ينصرني من الله ان طردتهم

আরা-কুম ক্বাওমান্ তাজ্‌হালূন। ৩০। ওয়া ইয়া- ক্বাওমি মাই ইয়ান্‌সুরুনী মিনাল্লা-হি ইন্ ত্বারাদ্‌তুহুম্
মূর্খ সম্প্রদায় (হিসেবে) দেখছি। (৩০) হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই; তবে আল্লাহর (শাস্তি) থেকে আমাকে কে সাহায্য করবে? তবুও কি

افلا تذكرون ۝٣١ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب

আফালা- তাযাক্কারূন। ৩১। ওয়া লা~আকূলু লাকুম্ 'ইন্‌দী খাযা-য়িনুল্লা-হি ওয়া লা~আ'লামুল্ গাইবা
তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (৩১) আমি তোমাদের কাছে একথা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার রয়েছে; আর আমি অদৃশ্যের খবরও রাখি না।

ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله

ওয়া লা~আকূলু ইন্নী মালাকুঁও ওয়া লা~আকূলু লিল্লাযীনা তাযদারী~আ'ইউনুকুম্ লাঁই ইউ'তিয়াহুমুল্লা-হু
আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফিরিশ্‌তা এবং আমি বলি না যে, যারা তোমাদের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট, কখনও আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন না,

০ বিশ্লেষণ (আঃ ২৮) ঃ بينة - (দলীল) দ্বারা ঈমান এবং رحمت - (রহমত) দ্বারা নবুওয়াত বুঝানো হয়েছে।
০ টীকা (আঃ ৩১) ঃ হযরত নূহ (আ)-এর উপরোক্ত বিবৃতির ফলে কাফিরদের যাবতীয় কূটতর্কের অবসান ঘটল। এখন উত্তরে আরো বলছেন যে, আমার নবুওয়াতের পক্ষে যে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে, তা সাব্যস্ত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা একে অসম্ভব বলাতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, প্রমাণের নিকট সম্ভবতা, অসম্ভবতার কোন স্থান নেই। বস্তুতঃ আমি কোন বিচিত্র বিষয়ের দাবীও করি নি। তেমন হলে অবশ্য অসম্ভব মনে করে তৎপ্রতি অবিশ্বাস করা অশোভনীয় হত না; কিন্তু প্রমাণ স্থাপিত হওয়ার পর সে ওযর-ও অচল। হাঁ, যদি অসম্ভবতার পক্ষে কোন দলীল থাকত, তবে তার অনুসরণ করা কর্তব্য হত; কিন্তু তেমন কোন বিচিত্র অসম্ভব দাবী তো আমি করি নি। (বঃ কোঃ)

خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظلمين ۝٣٢ قالوا

খাইরা-; আল্লা-হু আ'লামু বিমা- ফী~আনফুসিহিম্, ইন্নী~ইযাল্লামিনায যা-লিমীন। ৩২। ক্বা-লূ
আল্লাহ অবগত আছেন তাদের অন্তরের খবর সম্পর্কে। (যদি এরূপ বলি) তবে নিশ্চয়ই অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হব। (৩২) তারা বলল,

ينوح قد جدلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من

ইয়া- নূহু ক্বাদ্ জ্বা-দাল্‌তানা- ফাআক্‌ছার্‌তা জ্বিদা-লানা- ফা'তিনা বিমা- তা'ইদুনা~ইন কুন্‌তা মিনাস্ব
হে নূহ, তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সাথে তর্ক করেছ এবং তুমি আমাদের সাথে অতিমাত্রায় তর্ক করেছ, অতএব তুমি যার ভয় আমাদেরকে দিতেছ তা আমাদের প্রতি আনয়ন

الصدقين ۝٣٣ قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ٥

স্বা-দিক্বীন। ৩৩। ক্বা-লা ইন্নামা- ইয়া'তীকুম্ বিহিল্লা-হু ইন্‌শ~আ ওয়ামা~আন্‌তুম্ বিমু'জ্বিযীন।
কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩৩) সে (নূহ) বলল, আল্লাহ তোমাদের উপর তা আনয়ন করবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন। তোমরা তাঁকে অপারগ করতে পারবে না।

۝٣٤ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان

৩৪। ওয়া লা- ইয়ান্‌ফা'উকুম্ নুস্বহী~ইন্ আরাদ্‌তু আন্ আন্‌স্বাহা লাকুম্ ইন্ কা-নাল্লা-হু ইউরীদু আঁই
(৩৪) আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোন কাজে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চান

يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ۝٣٥ ام يقولون افترىه قل ان

ইউগ্‌ওয়িয়াকুম্; হুওয়া রাব্বুকুম্ ওয়া ইলাইহি তুরজ্বা'উন্। ৩৫। আম্ ইয়াকূলূনাফ্ তারা-হু ; কুল্ ইনিফ্
তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে। (৩৫) তারা কি বলে যে, এটি (কুরআন) সে বানিয়েছে? আপনি বলুন, এটি যদি আমি

افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون ۝٣٦ واوحي الى نوح انه

তারাইতুহূ ফা'আলাইয়্যা ইজ্‌রা-মী উম ওয়া আনা বারী~উম্ মিম্মা- তুজ্‌রিমূন। ৩৬। ওয়া উহিয়া ইলা- নূহিন্ আন্নাহূ
বানিয়ে থাকি, তবে তার গুনাহ আমার উপরই। আর তোমরা যে গুনাহ করছ তা থেকে আমি দায়মুক্ত। (৩৬) নূহের প্রতি এ মর্মে ওহী প্রেরণ করা হল, যারা

রুকূ ৩

لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ٥

লাঁইইউ'মিনা মিন্ ক্বাওমিকা ইল্লা- মান ক্বাদ্ আ-মানা ফালা- তাব্‌তাইস্ বিমা- কা-নূ ইয়াফ'আলূন।
ঈমান এনেছে তারা ছাড়া অন্য কেউ তোমার সম্প্রদায় হতে ঈমান আনবে না। সুতরাং তাদের কার্যকলাপের ব্যাপারে তুমি চিন্তিত হয়ো না।

۝٣٧ واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم

৩৭। ওয়াস্বনা'য়িল্ ফুল্‌কা বিআ'উনিনা- ওয়া ওয়াহ্‌য়িনা- ওয়ালা- তুখা-ত্বিব্‌নী ফিল্লাযীনা যালামূ, ইন্নাহুম্
(৩৭) তুমি আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার ওহী মোতাবেক নৌকা তৈয়ার কর এবং অত্যাচারীদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কোন আবদার করবেন না।

০ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৭) ঃ ...واصنع الفلك - (নৌকা তৈয়ার কর) ঃ হযরত নূহ (আ) ওহীর দ্বারা দু'বছর বসে নৌকা তৈয়ার করলেন। নৌকার দৈর্ঘ্য ৩০০ গজ, কারো মতে ১২০০ গজ এবং প্রস্থ ৫০ গজ, কারো মতে ৬০ গজ। তার উচ্চতা ৩০ গজ, কোন বর্ণনা মতে, ৩৩ গজ। সে নৌকায় দরজা ছিল তিনটি এবং তাতে রং দেয়া হয়েছিল কালো রং যা তিন তলা বিশিষ্ট। (তাঃ কাদেরী) ০ টীকা (আঃ ৩৭) ঃ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নৌকা কিরূপে নির্মাণ করতে হয়, নূহ (আ) তা জানতেন না। ওহী আসল, মুরগীর বুকের ন্যায় করে বানাও। ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণের জন্য একটি শাল বৃক্ষ রোপণ করলে বিশ বছরে তা এত বড় হয়ে গেল যে, তা দ্বারাই পূর্ণ নৌকা নির্মিত হয়ে গেল। এই বিশ বছরের মধ্যে সম্প্রদায়ে কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে নি। পূর্বের শিশুরাই ইতিমধ্যে বালেগ হয়ে নিজ নিজ পিতার অনুগামী হল। নূহ (আ) উক্ত বৃক্ষ দ্বারা যার শত গজ লম্বা, সুগঠিত একটি নৌকা নির্মাণ করে ১ম তলায় পশু, ২য় তলায় জন্তু এবং ৩য় তলায় আসবাবপত্রসহ মানুষের স্থান করে দিলেন। (বঃ কোঃ)

مُغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ

মুগরাকূন। ৩৮। ওয়া ইয়াস্‌না'উল্ ফুল্কা ওয়া কুল্লামা- মার্‌রা 'আলাইহি মালাউম্ মিন্ ক্বাওমিহী সাখিরু মিন্‌হু,
নিশ্চয়ই তারা নিমজ্জিত হবে। (৩৮) তিনি নৌকা তৈয়ার করতে লাগলেন। আর যখন তাঁর সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ তার কাছ দিয়ে যেত, তখন তারা তাকে

قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

ক্বা-লা ইন তাস্‌খারূ মিন্না- ফাইন্না- নাস্‌খারু মিন্‌কুম কামা- তাসখারূন্। ৩৯। ফাসাওফা তা'লামূনা
ঠাট্টা করতো। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাকে ঠাট্টা কর, তবে আমরাও তোমাদেরকে ঠাট্টা করব, যেভাবে তোমরা ঠাট্টা করছ। (৩৯) আর তোমরা

مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ

মাই ইয়া'তীহি 'আযা-বুই ইউখ্‌যীহি ওয়া ইয়াহিল্লু 'আলাইহি 'আযা-বুম্ মুক্বীম। ৪০। হাত্তা- ইযা- জা— আ
শীঘ্রই জানতে পারবে, কার উপর অপমানজনক শাস্তি আসবে এবং কার উপর চিরস্থায়ী শাস্তি আসবে। (৪০) অবশেষে যখন আমার নির্দেশ এসে গেল

أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا

আমরুনা- ওয়া ফা-রাত্তান্নূরু ক্বুল্‌নাহ্‌মিল্ ফীহা- মিন্ কুল্লিন যাওজাইনিছ্‌নাইনি ওয়া আহ্‌লাকা ইল্লা-
এবং চুলা পানি উপচিয়ে ফেলল, আমি নূহকে বললাম, এ নৌকায় প্রত্যেক জাতি হতে দু'টি করে জোড়া (নর ও মাদী) উঠিয়ে নিন, আর যাদের সম্পর্কে পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়ে

مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾ وَقَالَ ارْكَبُوا

মান্ সাবাক্বা 'আলাইহিল ক্বাওলু ওয়া মান আ-মান, ওয়া মা~আ-মানা মা'আহূ ইল্লা- ক্বালীল। ৪১। ওয়া ক্বা-লার্‌কাবূ
গিয়েছে তাদের ছাড়া এবং আপনার পরিবারের লোকজনকে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারী ছিল খুবই নগণ্য। (৪১) নূহ বললেন,

فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾ وَهِيَ تَجْرِي

ফীহা- বিস্‌মিল্লা-হি মাজ্‌রেহা- ওয়া মুরসা-হা-,ইন্না রাব্বী লাগাফূরুর রাহীম। ৪২। ওয়া হিয়া তাজ্‌রী
তোমরা এ নৌকায় আরোহণ কর, আল্লাহর নামেই এর চলা ও অবস্থান। অবশ্যই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু। (৪২) আর সেটি

بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ

বিহিম্ ফী মাওজিন্ কাল্‌জিবা-ল, ওয়া না-দা- নূহুনিব্‌নাহূ ওয়া কা-না ফী মা'যিলিই ইয়া-বুনাইয়্যার্
তাদের নিয়ে পর্বত সমতুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগল। নূহ তাঁর পুত্রকে ডেকে বললেন, সে ছিল এক কিনারায়, হে আমার ছেলে!

ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ

কাম্ মা'আনা- ওয়ালা- তাকুম্ মা আল্ কা-ফিরীন। ৪৩। ক্বা-লা সাআ-ওয়ী ~ইলা- জ্বাবালিঈঁ ইয়া'স্বিমুনী মিনাল্
আমাদের সাথে (নৌকায়) উঠ এবং কাফিরদের সাথী হয়ো না। (৪৩) সে বলল, আমি শীঘ্রই কোন এক পাহাড়ে আশ্রয় নিব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।

○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ নূহ (আ) ময়দানে নৌকা নির্মাণ করা কালে কাফিররা বিদ্রূপ করে বলত, "প্রথম তো নবী সাজলেন, এখন সূতার মিস্ত্রী হলেন, পানি নেই- নৌকা নির্মাণ করছেন ইত্যাদি।" (মুঃ কোঃ)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪১) ঃ بسم الله مجرها হাদীস শরীফে বর্ণিত, যখন নূহ (আ) নৌকা চালাতে ইচ্ছা করতেন তখন 'বিসমিল্লাহ' বলতেন এবং যখন কোথাও নোঙ্গর করতে চাইতেন, তখনও বিসমিল্লাহ বলতেন। তিনি তাঁর সাথীদেরকে এভাবে "বিস্‌মিল্লাহ" বলা শিখালেন। (তাঃ কাদেরী)

○ টীকা (আঃ ৪৩) ঃ নূহ (আ)-এর পুত্র 'কেন্‌আন' তখন নৌকার নিকটেই দণ্ডায়মান ছিল। নূহ (আ) তাকে ঈমানদার বলেই জানতেন, এজন্য বলেছেন, 'বৎস! আমাদের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ কর।' ছেলেটি আসলে মুনাফেকী করত। (মুঃ কোঃ)

সূরা হূদ ঃ ১১ নূরানী বাংলা উচ্চারণ কোরআন শরীফ ওয়ামা- মিন দা—ব্বাতিন ঃ ১২

الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ

মা—ই, ক্বা-লা- লা- 'আ-স্বিমাল্-ইয়াওমা মিন্ আমরিল্লা-হি ইল্লা- মার্ রাহিম, ওয়া হা-লা বাইনাহুমাল্ মাওজু
নূহ বলল, আজ আল্লাহর নির্দেশ থেকে রক্ষাকারী কেউ নেই, শুধু সে ব্যতীত যাকে আল্লাহ রহম করেন। আর তাদের দু'জনার মাঝে তরঙ্গ

فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ

ফাকা-না মিনাল্ মুগ্‌রাক্বীন। ৪৪। ওয়া ক্বীলা ইয়া~আর্‌দুব্‌লা'ঈ মা—আকি ওয়া ইয়া-সামা—উ আক্বলি'ঈ ওয়া গীদ্বাল্
প্রতিবন্ধক হয়ে গেল আর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল। (৪৪) এরপর বলা হল, হে যমীন! তুমি স্বীয় পানি চুষে নাও। আর হে আকাশ! তুমি থেমে যাও।

الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

মা—উ ওয়া কুদ্বিয়াল্ আম্‌রু ওয়াস্তাওয়াত্ 'আলাল্ জূদিয়্যি ওয়া ক্বীলা বু'দাল্লিল্ ক্বাওমিয্ য-লিমীন।
অতঃপর পানি হ্রাস পেল এবং কাজ সমাপ্ত হলো এবং নৌকা "জুদী" পাহাড়ের উপর গিয়ে লাগল, আর বলা হল, অত্যাচারী সম্প্রদায় ধ্বংস হোক।

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ

৪৫। ওয়া না-দা- নূহুর্ রাব্বাহূ ফাক্বা-লা রাব্বি ইন্নাব্‌নী মিন্ আহ্‌লী ওয়া ইন্না ওয়া'দাকাল্ হাক্কু
(৪৫) নূহ তাঁর প্রতিপালককে ডেকে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার ছেলে আমারই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আপনার ওয়াদা সত্য এবং

وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ

ওয়া আন্‌তা আহ্‌কামুল হা-কিমীন। ৪৬। ক্বা-লা ইয়া-নূহু ইন্নাহূ লাইসা মিন্ আহ্‌লিক, 'ইন্নাহূ 'আমালুন্ গাইরু'
আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক। (৪৬) আল্লাহ বললেন, হে নূহ! সে আপনার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে অসৎ

صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

স্বা-লিহু, ফালা- তাস্‌আল্‌নি মা- লাইসা লাকা বিহী 'ইল্‌ম; ইন্নী~আ'য়িযুকা আন্ তাকূনা মিনাল্ জা-হিলীন।
কর্মপরায়ন। সুতরাং যে বিষয় আপনার জানা নেই সে বিষয় আমার কাছে আবদার করবেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

﴿٤٧﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي

৪৭। ক্বা-লা রাব্বি ইন্নী~আ'উযুবিকা আন্ আস্‌আলাকা মা- লাইসা লী বিহী 'ইল্‌ম; ওয়া ইল্লা- তাগ্‌ফির্‌লী
(৪৭) তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার কাছে পানাহ চাই, আমি যেন আপনার কাছে এমন বিষয় আবদার না করি, যে বিষয় আমার জ্ঞান নেই। যদি আপনি

وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٧﴾ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ

ওয়া তারহামনী~আকুম মিনাল্ খা-সিরীন। ৪৮। ক্বীলা ইয়া- নূহুহ্‌বিত্ব বিসালা-মিম মিন্না- ওয়া বারাকা-তিন্ 'আলাইকা
আমাকে মাফ না করেন এবং আমার প্রতি রহম না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৪৮) বলা হল, হে নূহ! নেমে আসুন আমার পক্ষ থেকে শান্তি এবং

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৪) ঃ واستوت على الجودى - মহররমের দশ তারিখ আশুরার দিন নৌকা জুদী পাহাড়ে এসে লাগল এবং তুফানের সময়কাল ছিল ছয় মাস। নূহ (আ) নৌকা থেকে বের হয়ে সেদিন শোকরানা রোযা রাখলেন এবং আশুরার রোযা সুন্নত। (তাঃ কাদেরী)

○ টীকা (আঃ ৪৬) ঃ যদ্রূপ সারা দুনিয়ার পিতৃগণের নিজ নিজ সন্তানের প্রতি অপত্যস্নেহ জাগ্রত থাকে এবং পিতা স্বাভাবিক ভালবাসার জন্য সন্তানের দোষ-ত্রুটি সব সময়েই তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকে, কিংবা তার দোষ-ত্রুটিতে ভ্রূক্ষেপ করে না, অনুরূপই অবস্থা নূহ পয়গাম্বরের নিজের পুত্রের সাথে ছিল। হযরত নূহ নবী শেষ পর্যন্ত পুত্রের পরিত্রাণের জন্য দোআ প্রার্থনা করতে থাকেন। আল্লাহ হযরত নূহকে সাবধান করে দেন যে, হে নূহ! তুমি তোমার পুত্রের কার্যাবলীর বিচারকর্তা হতে পার না। আর তোমার পুত্রের শেষ পরিণতির খবরও তোমার জানা নেই। হে নূহ! যে বস্তু বাহ্যতঃ তোমার উত্তম বোধ হচ্ছে, তার শেষ পরিণতি অতি জঘন্য।

وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

ওয়া 'আলা~উমামিম মিম্মাম মা'আক; ওয়া উমামুন্ সানুমাত্তি'উহুম ছুম্মা ইয়ামাস্সুহুম মিন্না- 'আযা-বুন আলীম।
আপনার ও আপনার সংগীর দলের উপর বরকতসহ এবং অন্যান্য দল, যাদেরকে শীঘ্রই আমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিব, অতঃপর আমার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের স্পর্শ করবে।

۝ تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ

৪৯। তিল্কা মিন্ আম্বা—ইল্ গাইবি নূহীহা~ইলাইকা' মা- কুন্তা তা'লামুহা~আন্তা ওয়ালা- ক্বাওমুকা
(৪৯) এগুলো গায়েবী সংবাদ যা আপনাকে ওহী দ্বারা অবগত করাচ্ছি, যা এর পূর্বে আপনি জানতেন না, এবং আপনার সম্প্রদায়ও

مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛؕ فَاصْبِرْ ؕ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ

মিন্ ক্বাব্লি হাযা-; ফাসবির্; ইন্নাল্ 'আ-ক্বিবাতা লিল্ মুত্তাক্বীন। ৫০। ওয়া ইলা- 'আ-দিন্ আখা-হুম্ হূদা-;
জানত না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ করুন। উত্তম প্রতিদান মুত্তাকীদের জন্যই। (৫০) আমি প্রেরণ করেছিলাম আদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভ্রাতা হূদকে।

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ۝ يٰقَوْمِ

ক্বা-লা ইয়া- ক্বাওমি'বুদুল্লা-হা মা- লাকুম্ মিন ইলা-হিন গাইরুহূ; ইন্ আন্তুম্ ইল্লা- মুফ্তারূন। ৫১। ইয়া- ক্বাওমি
তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। তোমরা তো শুধু অপবাদকারী। (৫১) হে আমার সম্প্রদায়!

لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

লা~আস্আলুকুম্ 'আলাইহি আজ্রা-, ইন্আজ্রিয়া ইল্লা- 'আলাল্লাযী ফাত্বারানী; আফালা- তা'ক্বিলূন।
আমি তোমাদের কাছে এর বিনিময় কোন প্রতিদান চাইনা। আমার প্রতিদান তাঁরই দায়িত্বে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও তোমরা কি বুঝবে না?

۝ وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا

৫২। ওয়া ইয়া- ক্বাওমিস্তাগ্ফিরূ রাব্বাকুম্ ছুম্মা তূবূ~ইলাইহি ইউর্সিলিস সামা—আ 'আলাইকুম মিদরা-রাওঁ
(৫২) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে যাও, তিনি আকাশ হতে তোমাদের উপর পর্যাপ্ত বৃষ্টি বর্ষণ

وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ۝ قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا

ওয়া ইয়াযিদ্কুম্ ক্বুওয়াতান ইলা- ক্বুওয়াতিকুম ওয়ালা- তাতাওয়াল্লাও মুজ্রিমীন। ৫৩। ক্বা-লূ ইয়া-হূদু মা- জি'তানা-
করবেন এবং তিনি তোমাদের ক্ষমতার সাথে আরও ক্ষমতা বাড়িয়ে দিবেন। তোমরা অপরাধী অবস্থায় ফিরে যেয়ো না। (৫৩) তারা বলল, হে হূদ! আপনি আমাদের

بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِىْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ اِنْ

বিবাইয়্যিনাতিওঁ ওয়া মা- নাহ্নু বিতা-রিকী~আ-লিহাতিনা- 'আন্ ক্বাওলিকা ওয়া মা- নাহ্নু লাকা বিমু'মিনীন্। ৫৪। ইন্
কাছে কোন দলীল আনেন নি। শুধু আপনার কথায় আমরা আমাদের মা'বূদকে পরিত্যাগ করতে পারি না এবং আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাসী নই। (৫৪) এবং আমরাতো

○ টীকা (আঃ ৫১) ঃ সকল রাসূলই স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট নিজের নিঃস্বার্থতা এবং নির্লোভ হওয়ার কথা ঘোষণা করে থাকেন, যেন লোকে তাদেরকে কোন অপবাদ দিতে না পারে এবং উপদেশও খাঁটি হয়। কেননা, পার্থিব-স্বার্থ বিজড়িত না হলেই উপদেশ ফলপ্রদ হয়। এ জন্যই হূদ (আ) এ কথা ঘোষণা করেছিলেন। (মুঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫২) ঃ قوة (ক্ষমতা) দ্বারা সম্পদ ও সন্তানাদি বুঝানো হয়েছে। ○ টীকা (আঃ ৫৪) ঃ অর্থাৎ, কাফিরদের ধারণা, যেহেতু আপনি তাদের অবমাননা করেছেন, এজন্য তাদের কেউ আপনার মস্তিষ্ক বিগড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই আপনি এরূপ প্রলাপোক্তি করছেন। (বঃ কোঃ)

نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّىْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا

নাক্বূলু ইল্লা' তারা-কা বা'দ্বু আ-লিহাতিনা- বিসূ~ই ; ক্বা-লা ইন্নী~উশ্হিদুল্লা-হা ওয়াশ্হাদূ~
আপনার ব্যাপারে বলি যে, আমাদের মা'বূদের মধ্য হতে কারো অশুভ আপনার প্রতি চাপিয়ে দিয়েছে। তিনি বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক

اَنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ○

আন্নী বারী—উম্ মিম্মা- তুশরিকূন। ৫৫। মিন্ দূনিহী ফাকীদূনী জ্বামী'আন্ ছুম্মা লা- তুন্যিরূন।
যে, আমি সে সব বিষয় হতে মুক্ত যাদের তোমরা শরীক করছ। (৫৫) আল্লাহকে ছাড়া তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে কোন অবসর দিও না।

۝ اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ

৫৬। ইন্নী তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি রাব্বী ওয়া রাব্বিকুম্'; মা- মিন্ দা—ব্বাতিন্ ইল্লা- হুওয়া আ-খিযুম বিনা-স্বিয়াতিহা-;
(৫৬) আমি আল্লাহর উপরই ভরসা রাখি যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। এমন কোন জীব নেই, যা তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নয়,

اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ

ইন্না রাব্বী 'আলা- স্বিরা-ত্বিম মুস্তাক্বীম। ৫৭। ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাক্বাদ্ আবলাগ্তুকুম মা~উর্সিল্তু বিহী~
নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথেই আছেন। (৫৭) অতঃপর যদি তোমরা ফিরে যাও, তবে আমি তোমাদের কাছে সে সব পৌঁছিয়েছি যা সহ আমি তোমাদের কাছে

اِلَيْكُمْ ؕ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا ؕ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى

ইলাইকুম; ওয়া ইয়াস্তাখ্লিফু রাব্বী ক্বাওমান্ গাইরাকুম, ওয়ালা- তাদ্বুর্রূনাহূ শাইয়া-; ইন্না রাব্বী 'আলা
প্রেরিত হয়েছি। আর আমার প্রতিপালক তোমাদের স্থলে অন্য সম্প্রদায়কে প্রতিনিধি করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক

كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ۝ وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ

কুল্লি শাইয়িন হ্বাফীজ্ব। ৫৮। ওয়া লাম্মা- জ্বা—আ আম্রুনা- নাজ্জাইনা- হূদাওঁ ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ বিরাহ্মাতিম
প্রতিটি জিনিসেরই রক্ষক। (৫৮) আর যখন আমার হুকুম (শাস্তি) এসে পৌঁছল, তখন আমি নিজ অনুগ্রহে নাজাত দিলাম হূদকে এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে

مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝ وَتِلْكَ عَادٌ ۟ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ

মিন্না-; ওয়া নাজ্জাইনাহুম মিন্ 'আযা-বিন্ গালীয্ব। ৫৯। ওয়া তিলকা 'আ-দুন্ জাহ্বাদূ বিআ-ইয়া-তি রাব্বিহিম্
তাদেরকে, কঠিন শাস্তি থেকে নাজাত দিলাম। (৫৯) আর এই আদ জাতি যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত অস্বীকার করেছে

وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۝ وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا

ওয়া 'আস্বাও রুসুলাহূ ওয়াত্তাবাউ'- আম্রা কুল্লি জাব্বা-রিন্ 'আনীদ। ৬০। ওয়া উত্বিউ' ফী হা-যিহিদ্ দুন্ইয়া-
এবং তাঁর রাসূলগণকে অমান্য করেছে এবং তারা প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী অবাধ্যদের নির্দেশ অনুসরণ করেছে। (৬০) এ পার্থিব জীবনে তাদের পেছনে লা'নত

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৬) ঃ اخذ بناصيتها - (শাব্দিক অর্থ- মাথার সম্মুখস্থ চুল ধরা) এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে। তিনিই তার মালিক এবং তার উপর ক্ষমতাশীল। "মাথার সম্মুখস্থ চুল ধরা" মালিকত্বের একটি দৃষ্টান্ত। (তাঃ কাদেরী) ○ টীকা (আঃ ৫৯) ঃ অর্থাৎ, 'আদ সম্প্রদায় যখন হূদ (আ)-এর উপদেশ মানল না, তখন প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু তাদের উপর পতিত হয়। কিংবা এখানে 'কঠোর আযাব' বলতে পারলৌকিক-আযাবও উদ্দেশ্য হতে পারে। এই কাওমের আযাব এরূপ কঠোর হবে যে, দোযখের আগুনের তাপ তাদের গলদেশ দিয়ে প্রবেশ করে মস্তিষ্ক গলিয়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খসে ফেলবে। (মুঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৫৯) ঃ এখানে বলা হয়েছে, "আদ সম্প্রদায় রাসূলগণের কথা মান্য করে নি," অথচ তাদের একমাত্র নবী ছিলেন হূদ (আ)। আসল কথা এই যে, সকল নবীর শিক্ষার মূলগত বিষয় হল তাওহীদ। কাজেই এক রাসূলকে অমান্য করলে সকল রাসূলকে অমান্য করা হয়। (বঃ কোঃ)

لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ۟

লা'নাতাওঁ ওয়া ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ্; আলা~ইন্না 'আ-দান কাফারূ রাব্বাহুম; আলা- বু'দাললি'আ-দিন ক্বাওমি হূদ।

পেছনে রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও থাকবে। জেনে রেখ! আদ (জাতি) নিজ প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে, জেনে রেখ, হূদের সম্প্রদায় আদের উপর লা'নত।

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ (٦١)

৬১। ওয়া ইলা- ছামূদা আখা-হুম্ স্বা-লিহ্বা-। ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি'বুদুল্লা-হা মা- লাকুম্ মিন ইলা-হিন গাইরুহূ;

(৬১) সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালিহকে প্রেরণ করলাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি

هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ

হুওয়া আন্শাআকুম্ মিনাল্ আর্দ্বি ওয়াস্তা'মারাকুম ফীহা- ফাস্তাগ্ফিরূহু ছুম্মা তূবু~ইলাইহ ;

তোমাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তোমাদেরকে বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকেই ফিরে যাও।

اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ (٦٢) قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ

ইন্না রাব্বী ক্বারীবুম্ মুজীব। ৬২। ক্বা-লূ ইয়া-স্বা-লিহু ক্বাদ্ কুন্তা ফীনা- মারজুওওয়ান ক্বাব্লা হা-যা~

নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতি কাছে, তিনি দোয়া কবুলকারী। (৬২) তারা বলল, হে সালিহ, তুমি আমাদের কাছে এর পূর্বে আশা-আকাঙ্ক্ষার পাত্র ছিলে, তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ

اَتَنْهٰىنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۟

আতানহা-না~আন্ না'বুদা মা- ইয়া'বুদু আ-বা—উনা- ওয়া ইন্নানা- লাফী শাক্কিম্ মিম্মা তাদ্উনা~ইলাইহি মুরীব।

করছ তাদের উপাসনা করতে, আমাদের পিতৃ পুরুষেরা যাদের উপাসনা করত? যার প্রতি তুমি আমাদেরকে ডাকছ সে বিষয়ে আমরা গভীর সন্দেহে আছি যে, আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ (٦٣)

৬৩। ক্বা-লা ইয়া ক্বাওমি আরাআইতুম ইন্ কুন্তু 'আলা- বাইয়্যিনাতিম মির্রাব্বী ওয়া আ-তা-নী মিন্হু রাহ্মাতান ফামাঈ

(৬৩) তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা বলতো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট দলীলের উপর স্থির থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দান করেন।

يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ۫ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ (٦٤) وَيٰقَوْمِ

ইয়ানস্বুরুনী মিনাল্ল-হি ইন্ 'আস্বাইতুহু, ফামা- তাযীদূনানী গাইরা তাখ্সীর। ৬৪। ওয়া ইয়া-ক্বাওমি

অতএব আমি যদি তাঁর নাফরমানী করি, তবে আল্লাহর মোকাবিলায় কে আমাকে সাহায্য করবে। তোমরা তো আমার ক্ষতিই বাড়িয়ে দিচ্ছ, (৬৪) হে আমার সম্প্রদায়!

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ

হা-যিহী না-ক্বাতুল্লা-হি লাকুম আ-ইয়াতান ফাযারূহা- তা'কুল ফী~আরদ্বিল্লা-হি ওয়ালা- তামাস্সূহা- বিসূ~ইন্

আল্লাহর এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ, তাকে ছেড়ে দাও, যাতে সে আল্লাহর যমীনে চরে খেতে পারে। তাকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে স্পর্শ করনা, অন্যথায়

○ টীকা (আঃ ৬২) ঃ অর্থাৎ, তুমি শিক্ষা দিচ্ছ, এক খোদার এবাদত করতে; কিন্তু এই তাওহীদের ব্যাপারটি আমাদের ধারণায়ই আসে না। এ এমন একটি ধারণা বহির্ভূত ব্যাপার, যা আমদেরকে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৩) ঃ بينة (দলীল) দ্বারা ঈমান ও ইয়াকীন যা আল্লাহ তায়ালা পয়গম্বরগণকে দান করেন এবং رحمت (রহমত) দ্বারা নবুওয়াত বুঝানো হয়েছে।

○ টীকা (আঃ ৬৪) ঃ কাফিররা হযরত ছালেহ্ (আ)-এর নিকট নবুওয়াত প্রমাণিত করার জন্য মু'জিযা দেখাতে ফরমাইশ করেছিল, তখন তিনি আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করলে প্রস্তর মধ্য হতে একটি উটনী বের হয়ে তৎক্ষণাৎ বাচ্চা প্রসব করল। (মুঃ কোঃ)

فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ (٦٤) فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ

ফাইয়া'খুযাকুম 'আযাবুন ক্বারীব। ৬৫। ফা'আক্বারূহা- ফাক্বা-লা তামাত্তা'উ ফী দা-রিকুম ছালা-ছাতা আইয়্যা-ম;

তোমাদেরকে আকস্মিক শাস্তি পাকড়াও করবে। (৬৫) কিন্তু তারা তার পা কর্তন করল। অতঃপর ছালেহ বলল, তোমরা তোমাদের স্বীয় গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও,

ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ (٦٥) فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

যা-লিকা ওয়া'দুন্ গাইরু মাক্যূব। ৬৬। ফালাম্মা- জ্বা—আ আম্রুনা- নাজ্জাইনা- স্বা-লিহ্বাওঁ ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ

এ ওয়াদা মিথ্যা হওয়ার নয়। (৬৬) অনন্তর যখন আমার নির্দেশ (শাস্তি) এসে পৌছল, আমি স্বীয় করুণায় ছালেহ ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে রক্ষা করলাম,

بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ (٦٦) وَاَخَذَ

বিরাহ্মাতিম মিন্না- ওয়া মিন খিযয়ি ইয়াওমেয়িয, ইন্না রাব্বাকা হুওয়াল্ ক্বাওয়্যিউল 'আযীয্। ৬৭। ওয়া আখাযা

আর বাঁচালাম সে দিনের অপমান হতেও। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (৬৭) আর যারা সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে ভীষণ

الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ (٦٧) كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا

ল্লাযীনা যালামূস্ব্ স্বাইহাতু ফাআস্ববাহূ ফী দিয়া-রিহিম জ্বা-ছিমীন। ৬৮। কা-আল্লাম ইয়াগ্নাও

আওয়াজ পাকড়াও করল। ফলে তারা স্বীয় আবাস স্থলেই উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৬৮) মনে হয় যেন তারা সেখানে কখনো ছিল না। সাবধান! নিশ্চয়ই সামূদ জাতি অস্বীকার

فِيْهَا ؕ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَا۠ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ (٦٨) وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ

ফীহা-; আলা~ইন্না ছামূদা কাফারূ রাব্বাহুম; আলা- বু'দাল্লিছামূদ। ৬৯। ওয়া লাক্বাদ্ জ্বা~আত্ রুসুলুনা~

করেছিল তাদের প্রতিপালককে। জেনে রাখ, ধ্বংসই ছিল সামূদ সম্প্রদায়ের পরিণাম। (৬৯) আর অবশ্যই আমার প্রেরিত (ফিরিশতাগণ) ইব্রাহীমের সন্নিকটে শুভ সংবাদ

اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ۟

ইব্রা-হীমা বিল্ বুশ্রা- ক্বা-লূ সালা-মা-; ক্বা-লা সালা-মুন্ ফামা- লাবিছা আন জ্বা-আ বি'ইজ্বলিন হ্বানীয।

নিয়ে আগমন করেছিল। তারা সালামের দ্বারা অভিবাদন জানাল। তিনিও (প্রতি উত্তরে) "সালাম" বললেন। অতঃপর দ্রুত তিনি ভুনাকৃত গো-বৎস আনয়ন করলেন।

فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ (٦٩)

৭০। ফালাম্মা- রাআ~আইদিয়াহুম লা- তাস্বিলু ইলাইহি নাকিরাহুম ওয়া আওজ্বাসা মিন্হুম খীফাহ; ক্বা-লূ লা- তাখাফ্

(৭০) অনন্তর যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, তাদের হস্তসমূহ সে দিকে প্রসারিত হচ্ছে না (তখন) তিনি তাদের অপরিচিত মনে করলেন এবং তাদের কর্তৃক আশংকা অনুভব করলেন।

اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ (٧٠) وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ

ইন্না~উর্সিল্না~ইলা- ক্বাওমি লূত্ব। ৭১। ওয়ামরাআতুহূ ক্বা—য়িমাতুন ফাদ্বাহিকাত্ ফাবাশ্শারনা-হা- বিইসহ্বা-ক্ব

তারা বললেন- তোমরা শংকিত হয়ো না, আমরা প্রেরিত হয়েছি 'লূত' সম্প্রদায়ের প্রতি। (৭১) তখন তাঁর সহধর্মীনী দণ্ডায়মান ছিল, তিনি হেসে উঠলেন। অতঃপর আমি তাঁকে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৭) ঃ صيحة - (ভীষণ চিৎকার), কারো মতে- এটা হযরত জিবরাঈলের (আ) চিৎকার ছিল। কারো মতে- এ চিৎকার আসমান থেকে এসেছিল। যাতে তাদের মৃত্যু হয়েছিল। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৯) ঃ ان جاء بعجل حنيذ - (ভুনা করা গোবৎস আনলেন) হযরত ইব্রাহীম (আ) অতিথিপরায়ন ছিলেন। তাঁর কাছে যে ফিরিশতাগণ এসেছিলেন তারা মানুষের আকৃতিতে এসেছিলেন। তিনি তাদেরকে মেহমান ধারণা করে ভুনাকৃত গো বৎসের ব্যবস্থা করেছিলেন। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৭০) ঃ منهم خيفة - (তাদের থেকে আশংকার অনুভব করল) সে যুগে যদি কেউ কারো সাথে অসৎ আচরণের নিয়ত করত তবে সে ব্যক্তি খানা খেত না। যখন তারা খানা খেলনা, তখন ইব্রাহীম (আ)-এর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হল। ফিরিশতাগণ তখন বললেন, ভয় কর না আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (তাঃ কাদেরী)

وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧٢﴾ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا

ওয়া মিঁও ওয়ারা— য়ি ইসহ্বা-ক্বা ইয়া'ক্বূব। ৭২। ক্বা-লাত্ ইয়া- ওয়াইলাতা~আ আলিদু ওয়া আনা আজূযুঁও ওয়া হা-যা-
ইসহাক ও ইসহাকের পশ্চাদ্বর্তী ইয়াকুব সম্পর্কে সুসংবাদ জানালাম। (৭২) তিনি বললেন, হায় আফসোস! আমি সন্তান ধারণ করব? আমিতো বৃদ্ধা এবং

بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٣﴾ قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ

বা'লী শাইখা-; ইন্না হা-যা- লাশাইউন 'আজ্বীব। ৭৩। ক্বা-লূ~আতা'জ্বাবীনা মিন্ আম্‌রিল্লা-হি রাহ্বমাতু
আমার এ স্বামীও বৃদ্ধ, নিঃসন্দেহে এ এক বিস্ময়কর বিষয়। (৭৩) তাঁরা বললেন, তুমি কি আল্লাহর কার্য সম্পাদনে আশ্চর্যান্বিত

اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ

ল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ 'আলাইকুম্ আহ্‌লাল্ বাইত; ইন্নাহূ হ্বামীদুম মাজ্বীদ। ৭৪। ফালাম্মা- যাহাবা 'আন
হচ্ছ? হে নবী পরিবার! আল্লাহর রহমত ও বরকত তোমাদের উপর রয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি সর্ব প্রশংসিত ও মহা মহীয়ান। (৭৪) অনন্তর যখন ইব্রাহীমের সে

اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٥﴾ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ

ইব্‌রা-হীমার রাও'উ ওয়া জ্বা—আত্‌হুল্ বুশ্‌রা- ইউজ্বা-দিলুনা- ফী ক্বাওমি লূত্ব। ৭৫। ইন্না ইব্‌রাহীমা
আশংকা দূরীভূত হল এবং তাঁর সুসংবাদ এসে পৌছল (তখন) সে আমার (ফিরিশতাদের) সাথে লূত সম্প্রদায় সম্পর্কে বাদানুবাদে লিপ্ত হল। (৭৫) নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিলেন

لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٦﴾ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ

লাহ্বালীমুন্ আওওয়াহুম মুনীব। ৭৬। ইয়া ~ইব্‌রা-হীমু আ'রিদ্ব 'আন্ হা-যা, ইন্নাহূ ক্বাদ্ জ্বা—আ আমরু রাব্বিক,
ধৈর্যশীল, কোমল হৃদয় এবং আল্লাহমুখী (৭৬) হে ইব্রাহীম! এসব থেকে নিবৃত্ত হও, নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ এসে গেছে। আর অবশ্যই তাদের প্রতি আসছে

وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٧﴾ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِىْٓءَ بِهِمْ

ওয়া ইন্নাহুম আ-তীহিম্ 'আযা-বুন গাইরু মারদূদ। ৭৭। ওয়া লাম্মা—জ্বা- আত্ রুসুলূনা- লূত্বান সী~আ বিহিম্
এমন শাস্তি, যা অপ্রতিরোধ্য। (৭৭) আর যখন আমার ফিরিশতারা লূতের নিকট আসলেন, তখন তাদের আসার কারণে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন

وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ﴿٧٨﴾ وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ

ওয়া দ্বা-ক্বা বিহিম্ যার'আওঁ ওয়া ক্বা-লা হা-যা- ইয়াওমুন্ 'আস্বীব। ৭৮। ওয়াজ্বা— আহূ ক্বাওমুহূ ইউহ্‌রা'উনা ইলাইহ;
এবং তাদের হেফাজতের ব্যাপারে সংকটে পড়ে গেলেন এবং বললেন, এ দিনটি বড়ই কঠিন। (৭৮) তাঁর সম্প্রদায় তাঁর নিকট দ্রুত ছুটে আসল

وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ

ওয়া মিন্ ক্বাব্‌লু কা-নূ ইয়া'মালূনাস্ সাইয়্যিআ-ত; ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি হা~উলা~য়ি বানা-তি হুন্না আত্বহারু লাকুম্
এবং পূর্ব থেকেই তারা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। তিনি বললেন, "হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা। এরাই তোমাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র। অনন্তর

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭২) ঃ انا عجوز - (আমি বৃদ্ধা ..) সে সময়ে ইব্রাহীমের (আ) স্ত্রীর বয়সছিল নিরানব্বই বছর। আর ইব্রাহীমের (আ) বয়স ছিল একশ বিশ বছর, অথবা একশত বার বছর। (তাঃ কাঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৩) ঃ اهل بيت - (আহলে বাইত) দ্বারা ইব্রাহীমের (আ) স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৪) ঃ يجادلنا - আমার সাথে বাদানুবাদ করেছিল) অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আ) ফিরিশতাগণকে বলেছিলেন যে, যে জনপদ ধ্বংস করতে যাচ্ছেন সেখানে লূত (আ)ও বিদ্যমান। তখন ফিরিশতাগণ বললেন, "তা আমরা জানি যে লূত (আ) সেখানে থাকেন। কিন্তু আমরা তাঁকে ও তাঁর লোকজনকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে নিব। (কুঃ কারীম)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৮) ঃ هؤلاء بناتى - (এরা আমার কন্যা) অর্থাৎ, নবী নিজ সম্প্রদায়ের পিতৃতুল্য। তাই তিনি তাদেরকে নিজের কন্যা বলেছেন। (কুঃ কারীম)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ﴿٧٩﴾ قَالُوْا

ফাত্তাক্বুল্লা-হা ওয়া লা- তুখ্‌যূনি ফী দ্বাইফী; আলাইসা মিন্‌কুম রাজুলুর্ রাশীদ। ৭৯। ক্বা-লূ
আল্লাহকে ভয় কর আর আমার মেহমানদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে আমাকে লাঞ্ছিত কর না। কোন সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তি কি তোমাদের মধ্যে নেই? (৭৯) তারা বলল,

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِىْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿٨٠﴾ قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ

লাক্বাদ্ 'আলিম্‌তা মা- লানা- ফী বানা-তিকা মিন্ হ্বাক্ব্ক্ব, ওয়া ইন্নাকা লাতা'লামু মা- নুরীদ। ৮০। ক্বা-লা লাও আন্না লী
আপনি তো ভালভাবেই জানেন যে, আমাদেরতো এই কন্যাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা কি চাই তা আপনি অবশ্যই জানেন। (৮০) তিনি বললেন, তোমাদের উপর

بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ﴿٨١﴾ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا

বিকুম কুওওয়াতান আও আ-ওয়ী- ইলা- রুক্‌নিন শাদীদ্। ৮১। ক্বা-লূ ইয়া- লূত্বু ইন্না- রুসুলু রাব্বিকা লাই ইয়াস্বিলূ~
যদি আমার ক্ষমতা থাকত অথবা যদি আমি কোন সুদৃঢ় স্তম্ভে আশ্রয়স্থল পেতাম! (৮১) ফিরিশতারা বলল, হে লূত! নিঃসন্দেহে আমরা আপনার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত। তারা কখনো

اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ

ইলাইকা ফাআস্‌রি বিআহ্‌লিকা বিক্বিত্ব'ইম্‌মিনাল্লাইলি ওয়ালা- ইয়াল্‌তাফিত্ মিন্‌কুম্ আহ্বাদুন্ ইল্লাম্‌রাআতাক;
আপনার কাছে পৌছতে পারবে না। সুতরাং আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে নিয়ে রাতের কোন এক অংশে বেরিয়ে পড়ুন এবং আপনার মধ্যে কেউ যেন পেছনে না

اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ○

ইন্নাহূ; মুস্বীবুহা- মা- আস্বা-বাহুম্; ইন্না মাও'ইদাহুমু স্ব্‌স্বুব্‌হু ; আলাইসাস্ব্ স্বুব্‌হু বিক্বারীব।
তাকায় আপনার স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার উপরও সে আপদ পৌছবে যা অন্যদের উপর পৌছবে। নিশ্চয়ই তাদের (শাস্তির) প্রতিশ্রুতির সময় সকাল। সকাল কি নিকটবর্তী নয়?

﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ

৮২। ফালাম্মা- জ্বা—আ আম্‌রুনা- জ্বা'আল্‌না- 'আ-লিইয়াহা- সা-ফিলাহা- ওয়া আম্‌ত্বারনা- 'আলাইহা- হ্বিজ্বা-রাতাম্ মিন্ সিজ্জীলিম
(৮২) যখন আমার নির্দেশ আসল, আমি সে ভূ-খণ্ডটি উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর অবিরামভাবে শক্ত প্রস্তর খণ্ড

مَّنْضُوْدٍ ﴿٨٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ﴿٨٤﴾ وَاِلٰى مَدْيَنَ

মান্দ্বুদ। ৮৩। মুসাওওয়ামাতান্ 'ইনদা রাব্বিক; ওয়া মা- হিয়া মিনাম্ব স্বা-লিমীনা বিবা'ঈদ। ৮৪। ওয়া ইলা- মাদইয়ানা
বর্ষণ করলাম। (৮৩) যা আপনার প্রতিপালক কর্তৃক চিহ্নিত করা ছিল এবং সে জনপদ এ অত্যাচারীদের হতে মোটেই দূরে নয়। (৮৪) আমি মাদইয়ান শহরের

৭ রুকূ

اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا

আখা-হুম শু'আইবা-; ক্বা-লা ইয়া- ক্বাওমি'বুদূল্লা-হা মা- লাকুম মিন্ ইলা-হিন্ গাইরুহ; ওয়ালা- তানক্বুস্বুল্
অধিবাসীদের কাছে তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করলাম, তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং

✪ টীকা (আঃ ৮০) ঃ অর্থাৎ, লূত (আ) পরিশেষে নিতান্ত অপরাগ হয়ে বলতে লাগলেন, আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তবে আমি তোমাদের কদাচার দমন করতাম, অথবা কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতাম। অর্থাৎ, আমার স্বগোত্রীয় লোক থাকলে তারা আমার সাহায্য করত। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৮১) ঃ আপনার কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করার সামর্থ্যও তাদের হবে না। আমরা তো এখনই তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এসেছি। (বঃ কোঃ)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৮৩) ঃ مسومة - (চিহ্নিত) পাথরগুলো বিশেষ চিহ্নিত ছিল। কারো মতে, পাথরগুলো সাদা এবং তার উপর কালো ফোঁটা দেয়া ছিল, কারো মতে, সেগুলো কালো এবং তার উপর সাদা ফোঁটা ছিল। অন্য এক মতে, পাথর যে ব্যক্তির উপর আঘাত করবে উহাতে তার নাম লিখা ছিল। (তাঃ কাদেরী)
هى - দ্বারা চিহ্নিত পাথরকে বুঝানো হয়েছে, যা তাদের উপর বর্ষিত হয়েছে। অথবা ধ্বংসকৃত জনপদটিকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম)

الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

মিক্ইয়া-লা ওয়াল্ মীযা-না ইন্নী~আরা-কুম্ বিখাইরিওঁ ওয়া ইন্নী~আখা-ফু 'আলাইকুম্ 'আযা-বা

তোমরা মাপে ও ওজনে কমতি কর না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ঐশ্বর্যশালী অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি এবং আমি তোমাদের বেষ্টনকারী

يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿৮৫﴾ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا

ইয়াওমিম মুহ্বীত্ব। ৮৫। ওয়া ইয়া- ক্বাওমি আওফুল্ মিক্ইয়া-লা ওয়াল্ মীযা-না বিল্ক্বিসত্বি ওয়া লা- তাবখাসু

দিবসের শাস্তির ভয় করছি। (৮৫) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায়ভাবে মাপবে ও ওজন করবে এবং লোকদেরকে তাদের

النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿৮৬﴾ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ

না-সা আশ্ইয়া—আহুম্ ওয়া লা- তা'ছাও ফিল্ আর্দ্বি মুফসিদীন। ৮৬। বাক্বিয়্যাতুল্লা-হি খাইরুল্লাকুম

প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না আর পৃথিবীতে বিশৃংখলা ঘটাবে না। (৮৬) আল্লাহ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি

إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿৮৭﴾ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ

ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন, ওয়া মা আনা 'আলাইকুম বিহ্বাফীয্ব। ৮৭। ক্বা-লূ ইয়া- শু'আইবু আস্বালা-তুকা

তোমরা মুমিন হও। আর আমি তোমাদের হেফাজতকারী নই। (৮৭) তারা বলল, হে শো'আইব! আপনার সালাত (ইবাদাত) আপনাকে কি এ নির্দেশ দেয় যে, আমাদের

تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ

তা'মুরুকা আন্নাত্রুকা মা- ইয়া'বুদু আ-বা— উনা~আও আন্ নফ'আলা ফী~আমওয়া-লিনা- মা- নাশা—উ;

পিতৃপুরুষ যাদের উপাসনা করেছে তাদেরকে আমরা বর্জন করব অথবা আমরা আমাদের ধনসম্পদ নিয়ে ইচ্ছামত যা করছি তাও করা ছেড়ে দেব?

إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿৮৮﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ

ইন্নাকা লাআন্তাল্ হ্বালীমুর রাশীদ। ৮৮। ক্বা-লা ইয়া- ক্বাওমি আরাআইতুম ইন্ কুন্তু 'আলা- বাইয়্যিনাতিম

নিশ্চয় আপনি ধৈর্যশীল, ন্যায় পরায়ন। (৮৮) তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি বল! যদি আমি আমার প্রতিপালক হতে প্রেরিত দলীলের উপর কায়েম থাকি এবং

مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ

মির্ রাব্বী ওয়া রাযাক্বানী মিন্হু রিযক্বান হ্বাসানা-; ওয়া মা~উরীদু আন্ উখা-লিফাকুম্ ইলা- মা~আন্হা-কুম্

তিনি যদি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে উত্তম রিযিক (নবুওয়াত) দান করে থাকেন (তবে এ দায়িত্ব কি পালন করব না?) আর আমি চাইনা যে তোমাদের বিপরীত সে সমস্ত

عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ

'আন্হ ; ইন্ উরীদু ইল্লাল্ ইস্বলা-হ্বা মাসতাত্বা'তু ; ওয়ামা- তাওফীক্বী~ইল্লা- বিল্লা-হ;

কাজ করি যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি। আমার ইচ্ছাতো শুধু তোমাদেরকে আমার সাধ্যানুযায়ী সংশোধন করা। আমার যা তাওফীক হয় তা একমাত্র আল্লাহর সাহায্য

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿৮৯﴾ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم

'আলাইহি তাওক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। ৮৯। ওয়া ইয়া ক্বাওমি লা- ইয়াজ্রিমান্নাকুম্ শিক্বা-ক্বী~আঁই ইউস্বীবাকুম্

দ্বারাই হয়ে থাকে। তাঁরই উপর আমার ভরসা এবং আমি তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (৮৯) হে আমার সম্প্রদায়! এমন যেন না হয় যে, আমার প্রতি তোমাদের শত্রুতা এর কারণ না

مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم

মিছ্লু মা~আস্বা-বা ক্বাওমা নূহ্বিন আও ক্বাওমা হূদিন্ আও ক্বাওমা স্বা-লিহ; ওয়া মা- ক্বাওমু লূত্বিম্ মিন্কুম

হয় পড়ে যাতে তোমাদের উপর (শাস্তি) এসে পৌঁছে, যেমন পৌঁছেছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর বা হূদের সম্প্রদায়ের উপর বা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর। আর লূত সম্প্রদায় তো তোমাদের

بِبَعِيدٍ ﴿৯০﴾ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝

বিবা'ঈদ। ৯০। ওয়াস্তগ্ফিরূ রাব্বাকুম্ ছুম্মা তূবূ~ইলাইহ ; ইন্না রাব্বী রাহ্বীমুওঁ ওয়াদূদ।

থেকে বেশী দূরে নয়। (৯০) আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক দয়ালু, অতি প্রেমময়।

﴿৯১﴾ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا

৯১। ক্বা-লূ ইয়া- শু'আইবু মা- নাফ্ক্বাহু কাছীরাম মিম্মা- তাকূলু ওয়া ইন্না- লানারা-কা ফীনা- দ্বা'ঈফা, ওয়া লাওলা-

(৯১) তারা বলল, হে শো'আইব! আপনার অনেক কথাই আমাদের বুঝে আসেনা এবং আমরাতো আপনাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল দেখছি। যদি আপনার স্বজনবর্গের খেয়াল না

رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿৯২﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ

রাহ্ত্বুকা লারাজাম্না-কা ওয়ামা~আন্তা 'আলাইনা -বি'আযীয। ৯২। ক্বা-লা ইয়া- ক্বাওমি আরাহ্ত্বী~আ 'আয্যু

হত, তবে অবশ্যই আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আর আপনি আমাদের কাছে কোন শ্রদ্ধের ব্যক্তি নন। (৯২) তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের

عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

আ'লাইকুম মিনাল্লা-হ; ওয়াত্তাখাযতুমূহু ওয়ারা—আকুম্ জিহ্রিয়্যা; ইন্না রাব্বী- বিমা- তা'মালূনা

কাছে আমার গোত্রের লোক কি আল্লাহর চেয়েও অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাঁকে একেবারে পেছনে ফেলে রেখেছ। তোমরা যাই কর আমার প্রতিপালক তা বেষ্টন করে

مُحِيطٌ ﴿৯৩﴾ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن

মুহ্বীত্ব। ৯৩। ওয়া ইয়া-ক্বাওমি' মালূ 'আলা- মাকা-নাতিকুম্ ইন্নী-'আ-মিল; সাওফা তা'লামূনা মাইঁ

আছেন। (৯৩) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করতে থাক। আমিও আমার কাজ করছি। অতিশীঘ্রই তোমরা জানতে

يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۝

ইয়া'তীহি 'আযা-বুঁই ইউখ্যীহি ওয়া মান্ হুওয়া কা-যিব ; ওয়ার্তাক্বিবূ~ইন্নী মা'আকুম্ রাক্বীব।

পারবে, কার উপর অপমানজনক শাস্তি আসবে এবং আর কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতিক্ষা করছি।

﴿৯৪﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ

৯৪। ওয়া লাম্মা- জ্বা—আ আম্রুনা- নাজ্জাইনা- শু'আইবাওঁ ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ বিরাহ্বমাতিম্ মিন্না- ও'য়া আখাযাতিল্লাযীনা

(৯৪) যখন আমার নির্দেশ এসে পৌঁছল, (তখন) আমি আমার বিশেষ করুণায় শো'আইবকে এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমার অনুগ্রহে নাজাত দিলাম। আর

ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿৯৫﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ

জ্বালামুস্ব স্বাইহ্বাতু ফাআস্ববাহূ ফী দিয়া-রিহিম্ জ্বা-ছিমীন। ৯৫। কাআল্লাম ইয়াগ্নাও ফীহা-;

যারা অত্যাচার করেছিল, তাদেরকে এক (ভয়ানক) আওয়াজ পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৯৫) মনে হয় যেন তারা সে গৃহে কখনো অবস্থান

৮ ع ৮ রুকূ

أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ

আলা বু'দাল্লিমাদ্ইয়ানা কামা- বা'ইদাত্ ছামূদ। ৯৬। ওয়া লাক্বাদ্ আর্সাল্না- মূসা- বিআ-ইয়াতিনা- ওয়া সুল্ত্বা-নিম্
করেনি। জেনে রেখ! মাদইয়ানবাসীদের জন্য ধ্বংসই পরিণাম, যেমনি ধ্বংস হয়েছিল সামূদ সম্প্রদায়! (৯৬) নিশ্চয়ই আমি মূসাকে আমার আয়াতসমূহ এবং স্পষ্ট প্রমাণ

مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

মুবীন। ৯৭। ইলা- ফির্'আওনা ওয়া মালায়িহী ফাত্তাবা'উ~আম্রা ফির্'আওন, ওয়া মা- আম্রু ফির্'আওনা বিরাশীদ।
সহ প্রেরণ করেছিলাম, (৯৭) ফিরআউন এবং তার পরিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা ফিরাউনের হুকুম অনুসরণ করল, অথচ ফিরাউনের কোন হুকুম সঠিক ছিল না।

﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾ وَأُتْبِعُوا

৯৮। ইয়াক্বদুমু ক্বাওমাহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফাআওরাদাহুমুন্না-র, ওয়া বি'সাল ওয়িরদুল মাওরূদ। ৯৯। ওয়া উত্বি'উ
(৯৮) সে (ফিরাউন) কিয়ামতের দিন তার দলের অগ্রভাবে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে এবং আদের প্রবেশস্থল কতইনা নিকৃষ্ট। (৯৯) এ পৃথিবীতেও তাদের

فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ

ফী হা-যিহী লা'নাতাওঁ ওয়া ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ; বি'সার্ রিফদুল্ মারফূদ। ১০০। যা-লিকা মিন্ আম্বা—ইল
উপর লা'নত লেগে রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও তাদের উপর লা'নত লেগে থাকবে। কতইনা নিকৃষ্ট তাদের পুরস্কার! (১০০) এ ছিল সে জনপদসমূহে কিছু ঘটনাবলী

الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا

ক্বুরা- নাক্বুস্‌সুহূ 'আলাইকা মিন্হা ক্বা—য়িমুঁও ওয়া হ্বাস্বীদ। ১০১। ওয়া মা- যালাম্না-হুম্ ওয়ালা-কিন্ যালামূ~
যা আমি আপনার কাছে বর্ণনা করেছি। তার মধ্যে কিছু এখনো বাকী আছে এবং অন্য সব নির্মূল হয়ে গেছে। (১০১) আমি তাদের উপর কোনই অত্যাচার করিনি, কিন্তু

أَنفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا

আন্ফুসাহুম ফামা~আগ্নাত্ 'আন্হুম আ-লিহাতুহুমুল্লাতী ইয়াদ্'উনা মিন দূনিল্লা-হি মিন্ শাইয়িল্ লাম্মা-
তারাই তাদের নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে, তাদের মা'বুদগুলো তাদেরকে কোনই উপকার করতে পারে নি, আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তারা উপাসনা করেছিল, যখন

جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿١٠١﴾ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا

জ্বা- আ আম্রু রাব্বিক; ওয়া মা- যা-দূহুম গাইরা তাত্বীব। ১০২। ওয়া কাযা-লিকা আখ্যু রাব্বিকা ইযা-
এসে পৌছল আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ। ধ্বংস ব্যতীত তাদের আর কিছুই বৃদ্ধি পেলনা। (১০২) আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও এভাবেই হয়। যখন তিনি জনপদ

أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

আখাযাল্ ক্বুরা- ওয়া হিয়া যা-লিমাহ; ইন্না আখ্যাহূ- আলীমুন শাদীদ। ১০৩। ইন্না ফী যা-লিকা লা- আ-ইয়াতাল
সমূহকে পাকড়াও করেন এমতাবস্থায় যখন তারা অত্যাচারী হয়ে উঠে। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন। (১০৩) নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে পরকালের

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০০) ঃ قائم - অর্থ যার চিহ্ন যখন বাকী আছে এবং দেখা যায়। যেমন আদ ও সামুদের শহরে। حصيد - অর্থ যার চিহ্ন দেখা যায় না, ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন নূহের (আ) শহর। (তাঃ কাদেরী) ○ টীকা (আঃ ১০০) ঃ যেমন মিসর, তথায় ফেরআউনের প্রাসাদসমূহের ধ্বংসাবশেষ এখনো রয়েছে। ○ টীকা (আঃ ১০১) ঃ আল্লাহ বলেন, আমি যে এই জনপদসমূহের বাসিন্দাগণকে দণ্ডিত করেছি, তাতে আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করি নি। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর শাস্তিযোগ্য অত্যাচার করেছে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১০৩) ঃ উপদেশ লাভের সূত্র এই যে, ইহকাল চূড়ান্ত কর্মফল ভোগের স্থান নয়; তথাপি এখানকার শাস্তি যখন এত কঠিন, তখন কর্মফল ভোগের স্থান আখেরাতের শাস্তি যে আরও ভীষণ হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? (বঃ কোঃ)

لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ

লিমান্ খা-ফা 'আযা-বাল্ আ-খিরাহ, যা-লিকা ইয়াওমুম্ মাজ্মূ'উল লাহুন্না-সু ওয়া যা-লিকা
শাস্তিকে যে ভয় করে তার জন্য। এটা সেদিন, যেদিন সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে এবং এটা সেদিন, যেদিন সকলকে উপস্থিত

يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ

ইয়াওমুম মাশহূদ। ১০৪। ওয়ামা- নুওয়াখ্খিরুহূ~ইল্লা-লি আজালিম মা'দূদ। ১০৫। ইয়াওমা ইয়া'তি লা- তাকাল্লামু
করা হবে। (১০৪) আমি উহাতে (কিয়ামত ঘটাতে) নির্দিষ্ট একটি সময় আছে বলেই বিলম্ব করছি। (১০৫) যখন সেদিন এসে যাবে তখন কেউ আল্লাহর

نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ

নাফ্সুন্ ইল্লা- বিইয্নিহ, ফামিন্হুম শাক্বীইইওঁ ওয়া সায়ী'দ। ১০৬। ফাআম্মাল্লাযীনা শাক্বূ ফাফিন্না-রি
অনুমতি ছাড়া কথা বলতে পারবে না, আর তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগা আর কেউ হবেন সৌভাগ্যবান। (১০৬) যারা দুর্ভাগা হবে তারা জাহান্নামে যাবে,

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا

লাহুম্ ফীহা- যাফীরুওঁ ওয়া শাহীক্ব। ১০৭। খা-লিদীনা ফীহা- মা- দা-মাতিস্ সামাওয়া-তু ওয়াল্ আর্দু ইল্লা-
সেখানে তাদের জন্য রয়েছে আর্তনাদ ও চীৎকার। (১০৭) সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, যতক্ষণ আকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু আপনার

مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي

মা- শা— আ রাব্বুক; ইন্না রাব্বাকা ফা'য়্যালুল্লিমা- ইউরীদ। ১০৮। ওয়া আম্মাল্লাযীনা সু'ঈদূ ফাফিল
প্রতিপালক যদি কিছু ইচ্ছা করেন তা ভিন্ন কথা। আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা-ই করেন। (১০৮) আর যারা সৌভাগ্যবান তারা থাকবে

الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ

জ্বান্নাতি খা-লিদীনা ফীহা- মা- দা-মাতিস্‌সামা-ওয়া-তু ওয়াল্ আরদু ইল্লা- মা- শা—আ রাব্বুক;
জান্নাতে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, যতদিন পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী কায়েম থাকবে। কিন্তু আপনার প্রতিপালক যদি অন্য কিছু ইচ্ছা করেন তা ভিন্ন কথা এবং এটা

عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ

'আত্বা-আন্ গাইরা মাজ্যূয। ১০৯। ফালা- তাকু ফী মির্ইয়াতিম মিম্মা- ইয়া'বুদু হা~উলা~ই, মা-ইয়া'বুদূনা
হবে অফুরন্ত দান। (১০৯) অতএব তারা যাদের উপসনা করে তাদের ব্যাপারে আপনি সন্দেহের মধ্যে থাকবেন না। তাদের উপসনা

৯ ع ৯ রুকূ

إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ

ইল্লা- কামা- ইয়া'বুদু আ-বা—উহুম্ মিন্ ক্বাব্ল; ওয়া ইন্না- লামুওয়াফ্ফূহুম নাস্বীবাহুম্ গাইরা মান্কূস্ব।
করা এরূপ, যেরূপ তাদের পিতৃ পুরুষগণ ইতিপূর্বে উপসনা করত। আর আমি অবশ্যই তাদের প্রাপ্য কমতি ছাড়া-ই পূর্ণভাবে দিয়ে দেব।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০৭) ঃ خلدين فيها - আরবে এ বাক্যটি স্থায়ীভাবে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

○ টীকা (আঃ ১০৭) ঃ "যে পর্যন্ত আসমান ও জমীন (ঠিক) থাকে' তা আমাদের প্রচলিত কথারই অনুরূপ ফরমায়েছেন। এর মর্ম হচ্ছে "সর্বদাই"।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০৮) ঃ غير مجذوذ এর অর্থ- অবিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ এমন পুরস্কার যা শেষ হবার নয়।

○ টীকা (আঃ ১০৯) ঃ মানব-স্বভাবের দরুন আপনি সন্দিহান না হন যে, কেন এত অধিক প্রতিমাপূজা হচ্ছে, এত অধিক সংখ্যক লোক এই ভুল কাজে কি প্রকারে একমত হল? আল্লাহ অগ্রে বুঝিয়ে দিয়েছেন– এ সব লোক মেষপালের মত একে অন্যের অন্ধ তক্‌লীদ করে আসছে।

﴿١١٠﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ

১১০। ওয়া লাক্বাদ আ-তাইনা- মূসাল কিতা-বা ফাখ্তুলিফা ফীহ; ওয়া লাওলা- কালিমাতুন সাবাক্বাত মির্রাব্বিকা

(১১০) নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছি। অতঃপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে, যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্বে ঘোষণা (ফয়সালা) না থাকত,

لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١١١﴾ وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ

লাক্বুদ্বিয়া বাইনাহুম; ওয়া ইন্নাহুম লাফী শাক্কিম্ মিন্হু মুরীব। ১১১। ওয়া ইন্না কুল্লাল্লাম্মা- লাইউওয়াফ্ফিয়ান্নাহুম

তবে তাদের মাঝে অবশ্যই মীমাংসা হয়ে যেত। আর তারা এতে দ্বিধাযুক্ত সন্দেহে রয়েছে। ১১১। অবশ্যই আপনার প্রতিপালক প্রত্যেককে তাদের আমলসমূহের পুরোপুরি

رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ۗ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١٢﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ

রাব্বুকা আ'মা-লাহুম্; ইন্নাহূ বিমা- ইয়া'মালূনা খাবীর। ১১২। ফাস্তাক্বিম কামা~উমিরতা ওয়ামান

প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয় তারা যা করে তিনি সে ব্যাপারে পূর্ণ খবর রাখেন। (১১২) অতএব আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে দৃঢ় থাকুন এবং যারা

تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۗ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٣﴾ وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ

তা-বা মা'আকা ওয়ালা- তাত্বগাও; ইন্নাহূ বিমা- তা'মালূনা বাস্বীর। ১১৩। ওয়া লা- তারকানূ~ইলাল্লাযীনা

আপনার সাথে ঈমান এনেছে তারাও (যেন থাকে) আর সীমা অতিক্রম করনা। নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কর সব কিছু দেখেন। (১১৩) আর তোমরা অত্যাচারীদের প্রতি

ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ○

যালামূ ফাতামাস্সাকুমুন্না-রু ওয়ামা- লাকুম্ মিন্ দূনিল্লাহি মিন্ আওলিয়া—আ ছুম্মা লা-তুন্স্বারূন।

ঝুঁকে পড় না। অন্যথায় তোমাদেরকে অগ্নিস্পর্শ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কেউ সাহায্যকারী থাকবে না এবং তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

﴿١١٤﴾ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۗ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ

১১৪। ওয়া আক্বিমিস্ব স্বালা-তা ত্বারাফায়িন্নাহা-রি ওয়া যুলাফাম্ মিনাল্লাইল; ইন্নাল্ হাসানা-তি ইউযহিব্নাস

(১১৪) আর তোমরা যথাযথভাবে সালাত কায়েম করবে দিনের দু'প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথম ভাগে। নিশ্চয় নেক আমল মিটিয়ে দেয়

السَّيِّاٰتِ ۗ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٥﴾ وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ

সাইয়্যিআত; যা-লিকা যিক্রা- লিয্যা-কিরীন। ১১৫। ওয়াস্ববির্ ফাইন্নাল্লা-হা লা- ইউদ্বী'উ আজ্রাল্

খারাপ আমলকে। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এ এক উপদেশ। (১১৫) আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, নিশ্চয় আল্লাহ নেককারদের প্রতিদান মোটেই নষ্ট

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٦﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ

মুহ্সিনীন। ১১৬। ফালাও লা- কা-না মিনাল্ ক্বুরূনি মিন্ ক্বাব্লিকুম উলূ বাক্বীয়্যাতিইঁ ইয়ান্হাওনা 'আনিল্

করবেন না। (১১৬) সুতরাং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এমন ভাল লোক ছিল না– যারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে বাধা

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১১০) ঃ ولولا كلمة - এ আয়াতের অর্থ যদি আল্লাহ তায়ালা প্রথমেই তাদের জন্য শাস্তি দেয়ার একটি সময় নির্ধারিত না করে রাখতেন, তবে ঝটপট তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১১৪) ঃ اقم الصلوة - দিনের প্রথমভাগের সালাত ফজর এবং দিনের শেষ ভাগের সালাত, জোহর ও আসর। রাতের প্রথমভাগের সালাত মাগরিব ও এশা। (তাঃ কাদেরী) ○ টীকা (আঃ ১১৪) ঃ "দিনের দুই প্রান্ত" অর্থে কেউ কেউ ফজরের ও মাগরেব নামায বলেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, "দুই প্রান্ত" বলতে দিনের দু'টি অংশে বুঝায়। প্রথম অংশে ফজরের নামায, আর দ্বিতীয় অংশে যোহর ও আছরের নামায। আর রাত্রির অংশে রয়েছে মাগরেব ও এশার নামায। এই দ্বিতীয় অর্থে আয়াতটিতে পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। আর প্রথম অর্থে যোহর ব্যতীত চার ওয়াক্তের নামাযের উল্লেখ রয়েছে এবং সূরায়ে রূমের ১৮নং আয়াতের 'হীনা তুযহিরূন' শব্দে যোহরের উল্লেখ রয়েছে। (বঃ কোঃ)

الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

ফাসা-দি ফিল্ আর্দ্বি ইল্লা- ক্বালীলাম মিম্মান্ আন্জ্বাইনা- মিন্হুম, ওয়াত্তাবা'আল্লাযীনা য্বালামূ

প্রদান করত, শুধু অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে নাজাত দিয়েছিলাম। আর অত্যাচারীরা তারই অনুসরণ

مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٧﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ

মা~উত্রিফূ ফীহি ওয়া কা-নূ মুজ্বরিমীন। ১১৭। ওয়ামা- কা-না রাব্বুকা লিইউহ্লিকাল ক্বুরা- বিযুল্মিওঁ

করত যার মধ্যে বিলাসিতা পেত এবং তারা ছিল পাপী। (১১৭) আপনার প্রতিপালক এমন নন যে, কোন জনপদকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করবেন, অথচ সেখানকার বাসিন্দারা

وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿١١٨﴾ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ

ওয়া আহ্লুহা- মুস্বলিহূন। ১১৮। ওয়া লাও শা—আ রাব্বুকা লাজ্বা'আলান্ না-সা উম্মাতাওঁ ওয়াহিদাতাওঁ ওয়ালা- ইয়াযা-লূনা

হবে নেককার। (১১৮) যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তবে সব মানুষকে একই দলে শামিল করে দিতে পারতেন। তারাতো সর্বদা পারস্পরিক বিভেদ করতেই

مُخْتَلِفِيْنَ ﴿١١٩﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ

মুখ্তালিফীন। ১১৯। ইল্লা- মার্ রাহ্বিমা রাব্বুক; ওয়া লিযালিকা খালাক্বাহুম; ওয়া তাম্মাত্ কালিমাতু রাব্বিকা

থাকবে। (১১৯) তবে তারা ব্যতীত, যাদের উপর আপনার প্রতিপালক অনুগ্রহ করেছেন, আর তাদেরকেতো সে উদ্দেশ্যেই তিনি সৃষ্টি করেছেন। এবং আপনার প্রতিপালকের

لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٠﴾ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ

লাআম্লাআন্না জ্বাহান্নামা মিনাল্ জ্বিন্নাতি ওয়ান্না-সি আজ্মা'ঈন। ১২০। ওয়া কুল্লান্ নাক্বুস্বু 'আলাইকা মিন্ আম্বা—য়ির্

একথাও পূর্ণ হবে যে, "আমি জ্বীন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম অবশ্যই পূর্ণ করব"। (১২০) আমি রাসূলগণের সকল অবস্থা আপনার

الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى

রুসুলি মা- নুছাব্বিতু বিহী ফুওয়াদাক, ওয়া জ্বা~আকা ফী হা-যিহিল হাক্কু ওয়া মাও'ইজ্বাতুওঁ ওয়া যিক্রা-

কাছে বর্ণনা করি আপনার অন্তরকে দৃঢ় করার জন্য, এবং এর মাধ্যমে আপনার কাছে সত্য বিষয় এসেছে এবং মুমিনদের জন্য এসেছে উপদেশ

لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢١﴾ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ۗ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ○

লিল্মু'মিনীন। ১২১। ওয়া কুল্ লিল্লাযীনা লা- ইউ'মিনূনা'মালূ 'আলা- মাকা-নাতিকুম্; ইন্না- 'আ-মিলূন।

ও সাবধান বাণী। (১২১) আর যারা ঈমান আনেনি তাদেরকে বলুন, তোমরা তোমাদের মতে কাজ করে যাও, আমরাও আমাদের মতে কাজ করছি।

﴿١٢٢﴾ وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ

১২২। ওয়ান্তাজ্বিরূ ইন্না- মুন্তাজ্বিরূন। ১২৩। ওয়ালিল্লা-হি গাইবুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ওয়া ইলাইহি ইউর্জ্বা'উল

(১২২) তোমরা প্রতিক্ষা কর আমরাও প্রতিক্ষা করছি। (১২৩) আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন এবং তাঁর নিকটেই সকল বিষয়ের

○ টীকা (আঃ ১১৭) ঃ সারকথা এই যে, তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে নাফরমানী চলছিল এবং বাধা দানের মত লোকও ছিল না। কাজেই শাস্তিও ব্যাপকভাবে আসল। তারা সকলে কাফির হলেও যদি কিছু সংখ্যক লোক এই অনাচার প্রতিরোধ করত, তবে কুফরীর জন্য শাস্তি ব্যাপকভাবে আসত না। আর যারা অনাচারও করেছে, তাদের জন্য স্বতন্ত্ররূপে আযাব আসত; কিন্তু এখন বাধা না দেয়ায় সকলের প্রতিই সমান আযাব আসছে। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ১২০) ঃ কোরআনের সমস্ত আয়াতেরই অবিচ্ছেদ্য গুণ। তদুপরি এ আয়াতগুলোতে অতিরিক্ত গুণ এই যে, তা শ্রোতামণ্ডলীর জন্য উপদেশ এবং স্মৃতি বিজড়িত। অতএব, এ আয়াতগুলো উপদেশ হিসাবে শ্রোতাদের মনে ভয়ের উদ্রেক করছে এবং স্মারক হিসাবে তাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের কর্ম পন্থা পেশ করছে। (বঃ কোঃ)

الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ۚ وما ربك بغافل عما تعملون ۝

আম্‌রু কুল্লুহূ ফা'বুদ্‌হু ওয়া তাওয়াক্কাল্ 'আলাইহ্; ওয়ামা- রাব্বুকা বিগা-ফিলিন 'আম্মা- তা'মালূন।

প্রত্যাবর্তন। অতএব তাঁরই ইবাদাত কর এবং তাঁর উপরই ভরসা কর। তোমরা যা কিছু কর সে বিষয় আল্লাহ বেখবর নন।

১০ ع ১৪ ১০ রুকূ

সূরা ইয়ূসুফ
মক্কী

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১১১
রুকূ ঃ ১২

الر ۚ تلك آيات الكتاب المبين ۝١ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم

১। আলিফ লা~ম রা- তিলকা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল্ মুবীন। ২। ইন্না~আন্‌যাল্‌না-হু কুরআ-নান 'আরাবিয়্যাল লা'আল্লাকুম

(১) আলিফ লা- ম রা-; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (২) নিশ্চয় আমি এ কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। যাতে

تعقلون ۝٢ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا

তা'ক্বিলূন। ৩। নাহ্‌নু নাকুস্‌সু 'আলাইকা আহ্‌সানাল্ ক্বাস্বাস্বি বিমা-আওহ্বাইনা~ইলাইকা হা-যাল্

তোমরা বুঝতে পার। (৩) ওহীর মাধ্যমে আমি আপনার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি এই কুরআন প্রেরণ করতঃ,

القرآن ۖ وإن كنت من قبله لمن الغافلين ۝٣ إذ قال يوسف لأبيه

কুর্‌আ-ন, ওয়া ইন্ কুন্‌তা মিন্ ক্বাব্‌লিহী লামিনাল্ গা-ফিলীন। ৪। ইয ক্বা-লা ইউসুফু লিআবীহি

এবং এর পূর্বে আপনি এ বিষয় অনবহিত ছিলেন। (৪) যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বললেন,

يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

ইয়া~আ-বাতি ইন্নী রাআইতু আহ্বাদা 'আশারা কাওকাবাওঁ ওয়াশ্ শাম্‌সা ওয়াল্ ক্বামারা রাআইতুহুম্ লী সা-জ্বিদীন।

হে আব্বাজান! নিশ্চয় আমি (স্বপ্নে) এগারটি তারকা এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি, তারা আমাকে সিজদা করছে।

۝٤ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ۖ إن الشيطان

৫। ক্বা-লা ইয়া- বুনাইয়্যা লা- তাক্বস্বুস্ব্ রু'ইয়া-কা 'আলা~ইখ্‌ওয়াতিকা ফাইয়াকীদূ লাকা কাইদা-; ইন্নাশ্ শাইত্বা-না

(৫) তিনি বললেন, হে আমার ছেলে! তোমার এ স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা করনা। হতে পারে, তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে।

للإنسان عدو مبين ۝٥ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل

লিল্ ইন্‌সা-নি 'আদুওওম্ মুবীন। ৬। ওয়া কাযা-লিকা ইয়াজ্‌তাবীকা রাব্বুকা ওয়া ইউ'আল্লিমুকা মিন্ তা'ওয়ীলিল্

নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। (৬) এভাবে তোমাকে তোমার প্রতিপালক মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের তাৎপর্য শিখাবেন এবং নিজ

○ শানে নুযূল (আঃ ১) ঃ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, কতিপয় সাহাবী হুযূর (সা)-এর সমীপে এসে কিচ্ছা শুনতে চাইলে তখন সূরা-ইউসুফ নাযিল হয়। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেছেন, ইহুদীরা পরীক্ষামূলকভাবে হুযূর (সা)-কে ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভাইদের ঘটনা জিজ্ঞাসা করলে এই সূরাটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩) ঃ এতে পরস্পর সম্পর্কবিশিষ্ট কতিপয় বিষয়ের সমাবেশ হচ্ছে। এ জন্য এটাকে 'আহ্‌সানুল কাছাছ' বলা হয়েছে। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ انی رایت - মুফাচ্ছিরগণ বলেন, এগারটি তারকা দ্বারা বুঝানো হয়েছে হযরত ইউসুফের (আ) এগার ভাইকে এবং চন্দ্র ও সূর্য দ্বারা তাঁর পিতা ও মাতাকে বুঝানো হয়েছে এবং স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়েছে চল্লিশ অথবা আশি বছর পর। যখন সে এগার ভাই পিতা-মাতাসহ মিশর গিয়েছিল এবং সেখানে সে ভাইয়েরা ইউসুফের (আ) সামনে সিজদায় পড়েছিল। (কুঃ কারীম)

الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك

আহ্বা-দীছি ওয়া ইউতিম্মু নি'মাতাহূ 'আলাইকা ওয়া 'আলা~আ-লি ইয়া'ক্বূবা কামা~আতাম্মাহা- 'আলা~আবাওয়াইকা

নেয়ামত দ্বারা তোমাকে পরিপূর্ণ করবেন এবং ইয়াকুবের পরিবার পরিজনের প্রতিও তার অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি এর পূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ

من قبل إبراهيم وإسحاق ۚ إن ربك عليم حكيم ۝٦ لقد كان في يوسف

মিন্ ক্বাব্‌লু ইব্‌রা-হীমা ওয়া ইসহ্বা-ক্ব; ইন্না রাব্‌বাকা 'আলীমুন হ্বাকীম। ৭। লাক্বাদ্ কা-না ফী ইউসুফা

ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপরও তা পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। (৭) নিশ্চয় ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের

১ ع ১৬ ১১ রুকূ

وإخوته آيات للسائلين ۝٧ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا

ওয়া ইখওয়াতিহী~আ-ইয়া-তুল্ লিস্ সা~য়িলীন। ৮। ইয ক্বা-লূ লাইউসুফু ওয়া আখূহু আহ্বাব্বু ইলা~আবীনা-

কাহিনীতে প্রশ্নকারীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮) স্মরণ করুন! যখন তারা বলেছিল, ইউসুফ এবং তাঁর (আপন) ভাই আমাদের পিতার কাছে

منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ۝٨ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا

মিন্না- ওয়া নাহ্বনু 'উস্ব্‌বাহ্; ইন্না আবা-না- লাফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৯। উক্‌তুলূ ইউসুফা আওয়িত্বরাহূহু আরদ্বাই

আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়। অথচ আমরা শক্তিশালী দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। (৯) ইউসুফকে মেরে ফেল অথবা তাঁকে কোন

يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ۝٩ قال

ইয়াখ্‌লু লাকুম ওয়াজ্‌হু আবীকুম্ ওয়া তাকূনূ মিম্‌বা'দিহী ক্বাওমান স্বা-লিহ্বীন। ১০। ক্বা-লা

স্থানে ফেলে আস। তবে তোমাদের পিতার মনোযোগ শুধু তোমাদের প্রতিই থাকবে এবং পরে তোমরা সৎ সম্প্রদায় বলে গন্য হবে। (১০) তাদের মধ্যে

قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض

ক্বা-য়িলু মমিন্‌হুম লা- তাক্বতুলূ ইউসুফা ওয়াআল্‌কূহু ফী গায়া-বাতিল্‌জুব্বি ইয়াল্‌তাক্বিত্বহু বা'দ্বুস্

একজন বলল, ইউসুফকে হত্যা কর না, বরং তাঁকে কোন গভীর কূপে ফেলে দাও, যাতায়াতকারী কোন কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যাবে। যদি তোমরা কিছু

السيارة إن كنتم فاعلين ۝١٠ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له

সাইয়্যা-রাতি ইন্ কুন্‌তুম্ ফা-'য়িলীন। ১১। ক্বা-লূ ইয়া~আবা-না- মা- লাকা লা- তা' মান্না- 'আলা- ইউসুফা ওয়া ইন্না- লাহূ

করতেই চাও, তবে এরূপ কর। (১১) তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আপনার কি হল যে, ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না? অথচ আমরা তাঁর

لناصحون ۝١١ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ۝١٢ قال

লানা-স্বিহূন। ১২। আর্‌সিল্‌হু মা'আনা- গাদাই ইয়ার্‌তা' ওয়া ইয়াল্'আব ওয়া ইন্না- লাহূ লাহ্বা-ফিজূন। ১৩। ক্বা-লা

কল্যাণকামী। (১২) আপনি আগামীকাল তাঁকে আমাদের সাথে যেতে দিন। সেখানে সে পরিতৃপ্তভাবে খাবে ও খেলা করবে এবং আমরা তার হেফাজত করবই। (১৩) তিনি

○ টীকা (আঃ ৯) ঃ অর্থাৎ, আমাদের পিতা ইউসূফকে অধিক স্নেহ করেন। কাজেই ইউসূফ থাকতে আমাদের প্রতি পিতার মনোভাবের পরিবর্তনের কোনই আশা নেই। এই কন্টক দূর করতেই হবে, তবে পিতার স্নেহ ও আমাদের মতলব হাসিল হবে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১০) ঃ ভ্রাতাদের মধ্যে একজন বলল, তাকে হত্যা করো না। অবশ্য তাকে দূরদেশে ফেলে আসতে পার। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি তাকে লোক চলাচল পথের ধারে স্বল্প পানি বিশিষ্ট কোন গভীর কূপে ফেলে আস। সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত করে তারা পিতার নিকট গমন করল এবং ইউসূফ (আ)-কে তাদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল। তিনি রাযী হলেন না। অবশেষে তারা ইউসূফ (আ)-কে প্রলুব্ধ করলে তিনি ভাইদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য পিতাকে পীড়াপীড়ি করলেন। অগত্যা ইয়াকূব (আ) ইউসূফ (আ)-কে অনুমতি দিলেন। (বঃ কোঃ)

إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ

ইন্নী লাইয়াহ্‌যুনুনী~আন্ তাযহাবূ বিহী ওয়া আখা-ফু আইঁ ইয়া'কুলাহুয যি'বু ওয়া আন্‌তুম্

বললেন, তাঁকে তোমাদের নিয়ে যাওয়া আমাকে চিন্তান্বিত করবে এবং আমি এ ভয়ও করছি যে, তাঁকে বাঘে খেয়ে ফেলবে, আর তোমরা তার থেকে

عَنْهُ غَافِلُونَ ⑬ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ ⑭

'আন্‌হু গা-ফিলূন। ১৪। ক্বা-লূ লাইন্ আকালাহুযযি'বু ওয়া নাহ্‌নু 'উস্‌বাতুন ইন্না~ইযাল্লাখা-সিরূন।

অমনোযোগী থাকবে। (১৪) তারা বলল, আমাদের মত এতবড় একটি শক্তিশালী দলের উপস্থিতিতেও যদি তাঁকে বাঘ খেয়ে ফেলে, তখন আমরা অনিষ্টকারীই হয়ে যাব।

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَا

১৫। ফালাম্মা- যাহাবূ বিহী ওয়া আজ্‌মা'উ~আইঁ ইয়াজ্‌'আলূহু ফী গায়া-বাতিল্ জুব্বি, ওয়া আওহাইনা~

(১৫) যখন তারা তাঁকে নিয়ে গেল এবং সকলে মিলে সংকল্প করল যে তাঁকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করবে। তখন আমি তাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম,

إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑮ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً

ইলাইহি লাতুনাব্বিআন্নাহুম বিআম্‌রিহিম্ হা-যা- ওয়া হুম্ লা- ইয়াশ'উরূন। ১৬। ওয়া জ্বা—উ আবা~হুম্ 'ইশা-আই

আপনি অবশ্যই তাদের এ বিষয় তাদেরকে অবহিত করবেন যখন তারা আপনাকে চিনবে না। (১৬) অতঃপর তারা সন্ধ্যা রাতে তাদের পিতার কাছে

يَبْكُونَ ⑯ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا

ইয়াব্‌কূন। ১৭। ক্বা-লূ ইয়া~আবা-না-~ইন্না- যা-হাব্‌না- নাস্তাবিক্বু ওয়া তারাক্‌না- ইউসুফা 'ইনদা মাতা-'য়িনা-

কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। (১৭) তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ে প্রতিযোগিতা করেছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে একা রেখে

فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ⑰ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ

ফাআকালাহুয যি'ব, ওয়া মা~আন্‌তা বিমু'মিনিল্ লানা- ওয়া লাওকুন্না স্বা-দিক্বীন। ১৮। ওয়া জা—উ 'আলা- ক্বামীস্বিহী

গিয়েছিলাম। ইত্যবসরে বাঘ তাঁকে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। যদিও আমরা সত্যবাদী হয়ে থাকি। (১৮) এবং তারা ইউসুফের

بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ

বিদামিন কাযিব ; ক্বা-লা বাল্ সাওয়্যালাত্ লাকুম্ আন্‌ফুসুকুম্ আম্‌রা-; ফাস্বাব্‌রুন জ্বামীল ; ওয়াল্লা-হুল্

জামায় কৃত্রিম রক্ত মেখে এনেছিল। তিনি বললেন, না বরং তোমাদের মন থেকে তোমরা একটি কথা বানিয়ে নিয়েছ। ধৈর্যই আমার জন্য উত্তম। তোমাদের বানানো

الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ⑱ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ

মুস্তা'আ-নু 'আলা- মা- তাস্বিফূন। ১৯। ওয়া জ্বা— আত্ সাইয়্যা-রাতুন্ ফাআর্‌সালূ ওয়া-রিদাহুম ফাআদলা-

কথার ব্যাপারে আল্লাহই সাহায্য দাতা। (১৯) আর একটি কাফেলা সেখানে আসল, তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে প্রেরণ করল। সে তার বালতি (কূপে)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৮) ঃ بدم كذب - (কৃত্রিম রক্ত) অর্থাৎ ইউসূফের (আ) ভাইয়েরা একটি বকরী যবেহ করে তার রক্ত ইউসূফের (আ) জামায় মেখে নিয়ে এসেছিল। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৯) ঃ واردهم - অর্থ (তাদের পানি সংগ্রাহক) وارد সে ব্যক্তিকে বলে, যে কাফেলার জন্য পানি ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে সবার আগে চলে। যাতে তারা কাফেলাকে যথাস্থানে থামাতে পারে। এ পানি সংগ্রাহক যখন কুয়ার কাছে পানি নেয়ার উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম আসল এবং বালতি নীচে ফেলল, তখন ইউসূফ (আ) বালতির রশি ধরে ফেলল। ওয়ারেদ (পানি সংগ্রাহক) সুশ্রী বালক দেখে খুব খুশী হল।

دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

দাল্‌ওয়াহ; ক্বা-লা ইয়া- বুশরা- হা-যা- গুলা-মুন; ওয়া আসাররূহু বিদ্বা-আহ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুম্ বিমা- ইয়া'মালূন।

ফেলল। তখন সে বলল, বাঃ! খুশীর বিষয়! এতো একটি উত্তম বালক, তারা তাঁকে (পণ্য দ্রব্য) রূপে গোপন রাখল। তারা যা করছিল সে ব্যাপারে আল্লাহ অবহিত ছিলেন।

ع ২ ২৪ ১২ রুকূ

⑲ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ⑳ وَقَالَ

২০। ওয়া শারাওহু বিছামানিম্ বাখ্‌সিন্ দারা-হিমা মা'দূদাহ; ওয়া কা-নূ ফীহি মিনায যা-হিদীন। ২১। ওয়া ক্বা-লা

(২০) তারা তাঁকে মাত্র কতিপয় দেরহামের বিনিময় সস্তা মূল্যে বিক্রি করল এবং তারা ছিল তাঁর ব্যাপারে অনাগ্রহী। (২১) আর মিশরের যে ব্যক্তি

الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ

ল্লাযীশ তারা-হু মিম্‌মিস্বরা লিম্‌রাআতিহী~আক্‌রিমী মাছ ওয়া-হু 'আসা~আইঁ ইয়ান্‌ফা'আনা~আও নাত্তাখিযাহূ

তাঁকে ক্রয় করেছিল সে তার স্ত্রীকে বলল, একে খুব মর্যাদার সাথে রাখ। হতে পারে, এ আমাদের উপকারে আসবে। অথবা তাঁকে আমরা আমাদের

وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

ওয়ালাদা-; ওয়া কাযা-লিকা মাক্কান্না- লিইউসুফা ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়ালিনু'আল্লিমাহূ মিন্ তা'বীলিল আহ্বা-দীছ;

পুত্র বানিয়ে নেব। এভাবে আমি ইউসুফকে মিশরের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলাম। যাতে আমি তাঁকে স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা শিক্ষা দিতে পারি।

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ㉑ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ

ওয়াল্লা-হু গা-লিবুন 'আলা~আমরিহী ওয়া লা-কিন্না আক্‌ছারান্‌না-সি লা-ইয়া'লামূন। ২২। ওয়া লাম্মা- বালাগা আশুদ্দাহূ~

আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে প্রভাবশালী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (২২) তিনি (ইউসুফ) যখন বয়সের দিক দিয়ে পূর্ণতায় পৌছলেন,

آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ㉒ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ

আ-তাইনা-হু হুক্‌মাওঁ ওয়া 'ইল্‌মা-; ওয়া কাযা-লিকা নাজ্‌যীল্ মুহ্‌সিনীন। ২৩। ওয়া রা-ওদাত্‌হুল্লাতী হুওয়া

তখন আমি তাঁকে হিকমত ও ইলম দান করলাম। আর আমি এভাবে পুণ্যবানদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। (২৩) তিনি যে রমণীর গৃহে ছিলেন সে (রমণী)

فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ

ফী বাইতিহা- 'আন্‌নাফ্‌সিহী ওয়া গাল্লাক্বাতিল্ আব্‌ওয়া-বা ওয়াক্বা-লাত্ হাইতা লাক; ক্বা-লা মা 'আ-যাল্লা-হি

তাঁকে অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্ররোচনা দিতে লাগল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল এবং বলল, এদিকে এসো, ইউসুফ বললেন, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ㉓ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ

ইন্নাহূ রাব্বী~আহ্‌সানা মাছওয়া-ই; ইন্নাহূ লা- ইউফ্‌লিহুয্‌ যা-লিমূন। ২৪। ওয়া লাক্বাদ্ হাম্মাত্ বিহী'

নিশ্চয় তিনি (তোমার স্বামী) আমার মুরব্বী, তিনি আমাকে সসম্মানে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। অন্যায়কারীগণ কখনো সফল হয় না। (২৪) সে (রমণী) তাঁর প্রতি আকৃষ্ট

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২০) ঃ شروه - (তাঁকে তারা বিক্রি করল)– ভাইগণ অথবা কাফের লোকেরা।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২১) ঃ كذالك مكنا - (এমনিভাবে) অর্থাৎ যেভাবে ইউসূফকে (আ) কুয়া থেকে অত্যাচারী ভাইদের থেকে নাজাত দিয়েছি এমনিভাবে আমি ইউসূফকে (আ) মিশরের ভূমিতে সু-প্রতিষ্ঠিত করেছি। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২২) ঃ بلغ اشده - (পূর্ণতায় পৌছল) অর্থাৎ আঠার অথবা বাইশ বছর বয়সে পৌছল। কারো মতে, ত্রিশ অথবা চল্লিশ বছর বয়সের মাঝখানে। (তাঃ কাদেরী)

حكما وعلما – হিকমত দ্বারা "নবুওয়াত" অথবা নবুওয়াতের পূর্বজ্ঞান এবং 'ইলম' দ্বারা দ্বীনি জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম)

وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ

ওয়া হাম্মা বিহা- লাওলা~আর্‌রাআ- বুর্‌হা-না রাব্বিহ্; কাযা-লিকা লিনাস্বরিফা 'আন্‌হুস্ সূ—আ ওয়াল্ ফাহ্‌শা—আ;
হয়েছিল এবং তিনি (ইউসুফ)ও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন, যদি তিনি স্বীয় রবের নিদর্শন না দেখতেন, এটা এজন্য যে, যাতে আমি তাঁকে মন্দ ও অশ্লীল কাজ হতে

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ

ইন্নাহূ মিন্ 'ইবা-দিনাল্ মুখ্‌লাস্বীন। ২৫। ওয়াস্তাবাক্বাল্ বা-বা ওয়া ক্বাদ্দাত্ ক্বামীস্বাহূ মিন্ দুবুরিওঁ
বিরত রাখতে পারি। নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমার খাঁটি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (২৫) তারা উভয়েই দরজার দিকে দৌড়াল এবং সে (রমণী) পেছন দিক থেকে তার

وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا

ওয়া আলফায়া- সাইয়্যিদাহা- লাদাল্ বা-ব; ক্বা-লাত মা- জ্বাযা—উ মান্ আরা-দা বিআহ্‌লিকা সূ—আন্
জামা ছিঁড়ে ফেলল এবং উভয়েই রমণীর স্বামীকে দরজার নিকট পেল। রমণী (তার স্বামীকে) বলল, যে লোক তোমার স্ত্রীর সাথে অশ্লীল আচরণের ইচ্ছা করে তার শাস্তি

اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ

ইল্লা~আইঁ ইউস্‌জ্বানা আও 'আযা-বুন আলীম। ২৬। ক্বা-লা হিয়া রা-ওয়াদাত্‌নী 'আন্‌নাফ্‌সী ওয়া শাহিদা শা-হিদুম
এটাই (হতে পারে) যে তাকে বন্দী করে কারাগারে প্রেরণ অথবা কঠিন শাস্তি ছাড়া আর কি হতে পারে। (২৬) তিনি বললেন, এ রমণীই আমাকে (অন্যায় কাজের জন্য)

مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

মিন আহ্‌লিহা-, ইন কা-না ক্বামীস্বুহূ ক্বুদ্দা মিন্ ক্বুবুলিন ফাস্বাদাক্বাত্ ওয়া হুওয়া মিনাল্ কা-যিবীন।
প্ররোচিত করছিল। (তখন) সে রমণীর পরিবারের একজন সাক্ষ্য দিল যে, যদি তাঁর জামার অগ্রভাগ ছেঁড়া থাকে, তবে রমণী সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী।

﴿٢٦﴾ وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا

২৭। ওয়া ইন্ কা-না ক্বামীস্বুহূ ক্বুদ্দা মিন্ দুবুরিন ফাকাযাবাত্ ওয়া হুওয়া মিনাস্ব্ স্বা-দিক্বীন। ২৮। ফালাম্মা-
(২৭) আর যদি তাঁর জামা পেছন ভাগ থেকে ছেঁড়া থাকে তবে রমণী মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী। (২৮) যখন সে

رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾ يُوْسُفُ

রাআ- ক্বামীস্বাহূ ক্বুদ্দা মিন্ দুবুরিন্ ক্বা-লা ইন্নাহূ মিন্ কাইদিকুন্ন; ইন্না কাইদাকুন্না 'আযীম। ২৯। ইউসুফু
(স্ত্রীর স্বামী) ইউসুফের জামা পেছন থেকে ছেঁড়া দেখল, তখন বলল, এটাতো তোমাদের স্ত্রীদের ছলনা। নিশ্চয় তোমাদের ছলনা খুবই ভয়ানক। (২৯) হে ইউসুফ!

اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ٜ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۚ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ۝ ع

আ'রিদ্ব 'আন হা-যা- 'ওয়াস্তাগ্‌ফিরী লিযাম্‌বিক, ইন্নাকি কুন্‌তি মিনাল্ খা-ত্বিয়ীন।
তুমি এ থেকে বিরত থাক। (হে রমণী) তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তুমি পাপীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩ ১৩ রুকূ

০ টীকা (আঃ ২৫) ঃ অর্থাৎ, ইউসূফকে আমি যেনা হতে দূরে রাখলাম। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসূফ (আ)-এর মনে খোদার ভয় আসা মাত্র তিনি তথা হতে দৌড়িয়ে পালালেন। যুলায়খাও পাছে পাছে দৌড়াল। প্রত্যেকটি দরজার নিকট পৌঁছতেই তার তালা খুলে যেত। অবশেষে সর্বশেষ দ্বারের নিকটে পৌঁছতেই যুলায়খা পাছের দিক হতে তাঁর জামার আঁচল ধরে ফেলল এবং হযরত ইউসূফ (আ) সজোরে নিজেকে মুক্ত করতেই তা ছিঁড়ে গেল। তিনি বের হতেই উভয়েই দ্বারের নিকট আযীযকে দেখতে পেল। আযীয উভয়কে সচকিত দেখে সন্দেহ করল। (মুঃ কোঃ) ০ টীকা (আঃ ২৬) ঃ এই সাক্ষীটি ছিল যুলায়খারই বংশের জনৈক শিশু। সে হযরত ইউসূফ (আ)-এর নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিল। (বঃ কোঃ)

﴿٢٩﴾ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ

৩০। ওয়া ক্বা-লা নিসওয়াতুন ফিল্ মাদীনাতিম্ রাআতুল্ 'আযীযি তুরা-ওয়িদু ফাতা-হা- 'আন্‌নাফ্‌সিহ,
(৩০) সে শহরের একটি মহিলাদল বলতে লাগল, আযীযের স্ত্রী স্বীয় (যুবক) গোলামকে স্বীয় কামনা হাসিলের জন্য প্ররোচিত করছে। নিশ্চয় তাকে প্রেম

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ

ক্বাদ্ শাগাফাহা- হুব্বা-; ইন্না- লানারা-হা- ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৩১। ফালাম্মা- সামি'আত্ বিমাক্‌রিহিন্না আর্‌সালাত
আসক্ত করেছে। আমরা তাকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখছি। (৩১) যখন সে (যোলায়খা) মহিলাদের কুৎসা রটনার কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল

اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ

ইলাইহিন্না ওয়া আ'তাদাত্ লাহুন্না মুত্তাকাআওঁ ওয়া আ-তাত্ কুল্লা ওয়া-হিদাতিম মিন্‌হুন্না সিক্কীনাওঁ ওয়া ক্বা-লাতিখ্
এবং তাদের জন্য (আসন) তৈরী করল। আর তাদের প্রত্যেকের হাতে একখানা ছুড়ি দিল এবং ইউসুফকে বলল, তাদের সামনে বের হও। অনন্তর যখন

اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗٓ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ

রুজ্ 'আলাইহিন্ন, ফালাম্মা- রাআইনাহূ~আক্‌বার্‌নাহূ ওয়া ক্বাত্ত্বা'না আইদিয়াহুন্না ওয়া ক্বুল্‌না হ্বা-শা লিল্লা-হি
তারা তাঁকে দেখল, তখন তাঁকে রূপ ও সৌন্দর্যে মহান (অতুলনীয়) দেখতে পেল এবং তারা নিজেদের হাত কেটে ফেলল এবং বলে উঠল, মহিমা আল্লাহর।

مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ

মা- হা-যা- বাশারা-; ইন্ হা-যা- ইল্লা মালাকুন কারীম। ৩২। ক্বা-লাত্ ফাযা-লিকুন্নাল্লাযী লুম্‌তুন্ননী ফীহ;
এতো মানুষ নয়। এতো সম্মানিত ফিরিশতা। (৩২) সে (যোলায়খা) বলল, এ-ই সে যুবক যার ব্যাপারে তোমরা আমার নিন্দা করেছ। আমি তাঁর

وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ

ওয়া লাক্বাদ্ রা-ওয়াদ্‌তুহূ 'আন্‌নাফ্‌সিহী ফাস্তা'স্বাম; ওয়া লাইল্লাম্ ইয়াফ্'আল্ মা- আ-মুরুহূ লাইউস্‌জ্বানান্না
থেকে আমার কামনা পূরণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যদি সে আমার নির্দেশ পালন না করে, অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত হবে

وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ

ওয়া লাইয়াকূনাম মিনাস্ব্‌স্বা-গিরীন। ৩৩। ক্বা-লা রাব্বিস সিজ্‌নু আহ্বাব্বু ইলাইয়্যা মিম্মা- ইয়াদ'উনানী~
এবং সে নিকৃষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৩৩) ইউসুফ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তারা (মহিলারা) যার প্রতি আমাকে আহ্বান করছে তার চেয়ে

اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

ইলাইহ' ওয়া ইল্লা- তাস্বরিফ 'আন্নী কাইদাহুন্না আস্ববু ইলাইহিন্না ওয়া আকুম মিনাল্ জ্বা-হিলীন।
কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। যদি আপনি তাদের ষড়যন্ত্র হতে আমাকে দূরে না রাখেন; তবে আমি তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ব এবং মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।

০ টীকা (আঃ ৩২) ঃ অর্থাৎ, উপস্থিত মহিলাগণও যুলায়খার পক্ষ হতে ইউসূফ (আ)-কে বুঝাতে লাগল যে, এমন দয়াবতী মনিবের প্রতি এমন অবহেলা করা উচিত নয়। তার কামনা পূরণ করা উচিত। ইউসূফ (আ) তাদের কথা শুনে প্রমাদ গণলেন, অতঃপর খোদার দরবারে এরূপ প্রার্থনা করলেন। (বঃ কোঃ)

০ টীকা (আঃ ৩৩) ঃ হযরত ইউসূফ স্বীয় পবিত্রতার ভবিষ্যত সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন না, তবে তাঁর এরূপ দো'আ করার কারণ এই যে, পয়গম্বরদের চির নিষ্পাপ হওয়া খোদার ইচ্ছা এবং আল্লাহর সাহায্যের উপরই নির্ভর করে। তাঁর অনুগ্রহই ভিত্তিস্থল। এই ভিত্তিস্থলের উপর নির্ভর করেই পয়গম্বরগণ নতমস্তকে থাকেন। কখনও নিজের ক্ষমতাগর্বে গর্বিত হন না। কাজেই তিনি এরূপ দো'আ করেছিলেন।

﴿٣٤﴾ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ۭ انه هو السميع العليم ○

৩৪। ফাস্তাজ্বা-বা লাহূ রাব্বুহূ ফাস্বারাফা 'আনহু কাইদাহুন্ন ; ইন্নাহূ হুওয়াস সামী'উল্ 'আলীম।
(৩৪) অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাঁর দোয়া কবুল করলেন। এবং তাদের ষড়যন্ত্রকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

﴿٣٥﴾ ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايت ليسجننه حتى حين ﴿٣٦﴾ ودخل

৩৫। ছুম্মা বাদা-লাহুম মিম্ বা'দি মা- রাআউল আ-ইয়া-তি লাইয়াস্‌জুনুন্নাহূ হাত্তা- হ্বীন। ৩৬। ওয়া দাখালা
(৩৫) অতঃপর সব নিদর্শন দেখার পর তাদের মতে সাব্যস্ত হল যে, কিছু নির্দিষ্ট দিনের জন্য তাঁকে কারাগারে রাখতে হবে। (৩৬) এবং তাঁর

৪ ع ১৪ রুকূ

معه السجن فتين ۭ قال احدهما اني اريني اعصر خمرا ۚ وقال الاخر

মা'আহুস্‌সিজ্বনা ফাতাইয়া-ন; ক্বা-লা আহ্বাদুহুমা~ইন্নী~আরা-নী~আ'স্বিরু খাম্‌রা-, ওয়া ক্বা-লাল্ আ-খারু
সাথে আরো দু'যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তার মধ্য হতে এক যুবক বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি আংগুরের রস নিংড়াচ্ছি। অন্যজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম,

اني اريني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه ۭ نبئنا بتاويله ۚ

ইন্নী~আরা-নী~আহ্বমিলু ফাওক্বা রা'সী খুব্‌যান তা'কুলুত্ব ত্বাইরু মিন্‌হ, নাব্বি'না- বিতা'বীলিহ,
আমি আমার মাথার উপর রুটি বহন করছি এবং পাখি তা থেকে খাচ্ছে। আমাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। নিশ্চয় আমরা

انا نرىك من المحسنين ﴿٣٧﴾ قال لا ياتيكما طعام ترزقنه الا نبأتكما

ইন্না- নারা-কা মিনাল্ মুহ্বসিনীন। ৩৭। ক্বা-লা লা- ইয়া'তীকুমা- ত্বা'আ-মুন তুরযাক্বা-নিহী~ইল্লা- নাব্বা'তুকুমা-
আপনাকে অনুগ্রহশীল মনে করি। (৩৭) তিনি বললেন, তোমাদেরকে যে খানা দেয়া হয় তা তোমাদের কাছে পৌছার পূর্বেই আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা

بتاويله قبل ان ياتيكما ۭ ذلكما مما علمني ربي ۭ اني تركت ملة

বিতা'বীলিহী ক্বাব্‌লা আঁই ইয়া'তিয়াকুমা-; যা-লিকুমা- মিম্মা- 'আল্লামানী রাব্বী; ইন্নী তারাকতু মিল্লাতা
তোমাদেরকে বলে দেব। তোমাদের দু'জনকে যা বলব, তা সে জ্ঞান দ্বারা বলব যা আমার প্রতিপালক আমাকে শিখিয়েছেন।

قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كفرون ﴿٣٨﴾ واتبعت ملة اباءي

ক্বাওমিল্ লা-ইউ'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়াহুম্ বিল্ আ-খিরাতি হুম্ কা-ফিরূন। ৩৮। ওয়াত্তাবা'তু মিল্লাতা আ-বা—ই~
আমি সে সব সম্প্রদায়ের মতবাদ বর্জন করেছি যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং পরকালকে বিশ্বাস করে না। (৩৮) আমি আমার পিতৃপুরুষ

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৬) ঃ فتين - (দু' যুবক) এ দু' যুবক বাদশাহর দরবারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। একজন শরাব সরবরাহকারী, অপরজন বাবুর্চি।

خمرا - অর্থ শরাব, এখানে আংগুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, আংগুর থেকেই শরাব তৈরী হয়ে থাকে। (তাঃ কাদেরী)

○ টীকা (আঃ ৩৬) ঃ তাদের একজন ছিল সাক্বী, দ্বিতীয়জন ছিল পাচক। তাদের প্রতি এ অভিযোগ ছিল যে, তারা খাদ্যে বিষ মিশিয়ে বাদশাহকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। বিচার সাপেক্ষে তাদেরকে জেলে রাখা হয়েছিল। হযরত ইউসূফ (আ)-এর মধ্যে বুযুর্গীর লক্ষণ দেখে তারা তাঁর নিকট নিজেদের স্বপ্নফল জিজ্ঞাসা করল। (বুঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৩৭) ঃ অর্থাৎ, হযরত ইউসূফ (আ) ভাবলেন, যখন এ লোক দুটি আমার প্রতি ভক্তি রাখে, তখন প্রথমেই তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা উচিত। কাজেই নিজের নবুওয়াত প্রমাণের উদ্দেশ্যে একটি মু'জেযা প্রকাশ করার মানসে বললেন, জেলখানায় তোমাদের খাদ্য আগমনের পূর্বেই আমি বলে দিতে পারব যে, তোমাদের জন্য আজ কি কি খাদ্য আসবে। (বঃ কোঃ)

ابرهيم واسحق ويعقوب ۭ ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ۭ

ইব্‌রা-হীমা ওয়া ইসহ্বাক্বা ওয়া ইয়া'কূব ; মা- কা-না লানা~আন্ নুশ্‌রিকা বিল্লা-হি মিন শাই ;
ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের ধর্মের অনুসারী। আমার জন্য বৈধ নয় যে, আমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করব।

ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ○

যা-লিকা মিন্ ফাদ্বলিল্লা-হি 'আলাইনা- ওয়া 'আলান্‌না-সি ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারান্‌না-সি লা- ইয়াশকুরূন।
এটা আমাদের উপর এবং অন্যান্য সকল মানুষের উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর আদায় করে না।

﴿٣٩﴾ يصاحبي السجن ءارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ○

৩৯। ইয়া-স্বাহ্বিবায়িস সিজ্বনি আআর্‌বাবুম মুতাফাররিক্বূনা খাইরুন আমিল্লা-হুল্ ওয়া-হ্বিদুল ক্বাহ্‌হা-র।
(৩৯) হে আমার কারাগারের সাথীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক উত্তম, না মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ (উত্তম)?

﴿٤٠﴾ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله

৪০। মা- তা'বুদূনা মিন্ দূনিহী~ইল্লা~আসমা— আন্ সাম্মাইতুমূহা~আন্‌তুম ওয়া আ-বা— উকুম মা- আনযালাল্লা-হু
(৪০) তাঁকে ছেড়ে তোমরা যার উপাসনা করছ, সেগুলো শুধু কিছু নাম মাত্র। যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা সাব্যস্ত করেছ।

بها من سلطن ۭ ان الحكم الا لله ۭ امر الا تعبدوا الا اياه ۭ ذلك الدين

বিহা- মিন্ সুল্‌ত্বা-ন; ইনিল্‌হুকমু ইল্লা- লিল্লা-হ; আমারা আল্লা- তা'বুদূ~ইল্লা- ইয়্যা-হ; যা-লিকাদ্দীনুল্
এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ প্রেরণ করেন নি। বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না।

القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ﴿٤١﴾ يصاحبي السجن اما

ক্বাইয়্যিমু ওয়া লা-কিন্না আক্‌ছারান্‌না-সি লা- ইয়া'লামূন। ৪১। ইয়া- স্বা-হ্বিবায়িস্ সিজ্বনি আম্মা~
এটাই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। (৪১) হে কারাগারের সাথীদ্বয়! তোমাদের দু'জনার মধ্য হতে একজনের

احدكما فيسقي ربه خمرا ۚ واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه ۭ

আহ্বাদুকুমা- ফাইয়াসক্বী রাব্‌বাহূ খাম্‌রা-, ওয়া আম্মাল্ আ-খারু ফাইউস্‌লাবু ফাতা'কুলুত্ব ত্বাইরু মির্‌রা'সিহ;
স্বপ্নের তাৎপর্য হল, সে তার মনিবকে পুনরায় শরাব পান করাবে এবং অপরজনকে শূলে লটকান হবে এবং পাখীরা তার মাথা হতে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খাবে।

قضي الامر الذي فيه تستفتين ﴿٤٢﴾ وقال للذي ظن انه ناج منهما

ক্বুদ্বিয়াল্ আমরুল্লাযী ফীহি তাসতাফ্‌তিয়া-ন। ৪২। ওয়া ক্বা-লা লিল্লাযী যান্না আন্নাহূ না-জ্বিম্ মিন্‌হুমায
তোমরা দু'জন যে ব্যাপারে ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছ তার ফয়সালা হয়ে গেছে। (৪২) ইউসূফ, তাদের দু'ব্যক্তির মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে ধারণা করেছিলেন, তাকে বললেন,

○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ অর্থাৎ, এই তওহীদ ও এবাদতের ব্যাপারে কেবলমাত্র খোদার বশ্যতা স্বীকার করাই হল সরল পথ। (বঃ কোঃ)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪২) ঃ بضع سنين - بضع তিন হতে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে বুঝায়। কারো মতে, ইউসূফ (আ) কারাগারে ছিলেন সাত বছর। কারো মতে, বার বছর। কারো মতে, চৌদ্দ বছর। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৪২) ঃ উভয়কে জেলখানা হতে বাইরে আনার সময়, নির্দোষ বলে ধারণাকৃত লোকটিকে হযরত ইউসূফ (আ) বললেন, স্বীয় প্রভুর নিকট আমার কথা উল্লেখ করবে যে, একটি নিরপরাধ লোক জেলখানায় পঁচছে। লোকটি একথায় অঙ্গীকার করল; কিন্তু শয়তান তাকে তা হতে ভুলে রাখল। ফলে বন্দীখানায় তাঁকে আরো কয়েক বছর থাকতে হল। (বঃ কোঃ)

اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ

কুরনী 'ইনদা রাব্বিক ; ফাআনসাহুশ্ শাইত্বানু যিক্রা রাব্বিহী ফালাবিছা ফিস্সিজ্নি বিদ্ব'আ

তোমার মুনিবের কাছে আমার কথা আলোচনা করবে। কিন্তু শয়তান তাকে তার মুনিবের কাছে তার বিষয় আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। সুতরাং ইউসুফ কয়েক বছর

ع ৫ ৭ ১৫ রুকূ

سِنِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْۤ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ

সিনীন। ৪৩। ওয়া ক্বা-লাল্ মালিকু ইন্নী~আরা-সাব্'আ বাক্বারা-তিন সিমা-নিঁই ইয়াকুলুহুন্না সাব'উন

কারাগারেই থাকল। (৪৩) বাদশাহ বলল, আমি (স্বপ্নে) দেখেছি সাতটি মোটা-তাজা গাভী। সেগুলোকে খাচ্ছে সাতটি

عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ؕ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ

'ইজা-ফুঁও ওয়া সাব'আ সুম্বুলা-তিন খুদ্বরিঁও ওয়া উখারা ইয়া-বিসা-ত ; ইয়া~আইয়্যুহাল মালাউ আফ্তুনী

শীর্ণকায় গাভী, এবং দেখেছি সাতটি সবুজ শীষ এবং অন্য সাতটি শুষ্ক শীষ। হে (দরবারের) নেতৃবৃন্দ! আমার এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা

فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ﴿٤٣﴾ قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ

ফী রু'ইয়া-ইয়া ইন্ কুন্তুম্ লিররু'ইয়া- তা'বুরূন। ৪৪। ক্বা-লূ~আদ্বগা-ছু আহ্লা-ম, ওয়ামা- নাহ্নু

বর্ণনা কর, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার। (৪৪) তারা বলল, এটাতো খারাপ স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ দুঃস্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করার ব্যাপারে

بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ

বিতা'ওয়ীলিল্ আহ্লা-মি বি'আ-লিমীন। ৪৫। ওয়া ক্বা-লাল্লাযী নাজা- মিন্হুমা- ওয়াদ্দাকারা বা'দা উম্মাতিন

অনভিজ্ঞ। (৪৫) দু'জন কয়েদীর মধ্য হতে যে মুক্তি পেয়েছিল, তার দীর্ঘকাল পর (ইউসুফের কথা) স্মরণ হল, সে বলল, আমি তোমাদেরকে

اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿٤٥﴾ يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ

আনা উনাব্বিউকুম্ বিতা'ওয়ীলিহী ফাআর্সিলূন। ৪৬। ইউসুফু আইয়্যুহাস্বস্বিদ্দীকু আফ্তিনা-ফী সাব্'ই

এর ব্যাখ্যা বলে দিতে পারি। তোমরা আমাকে কারাগারে পাঠাও। (৪৬) (সে বলল) হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী। আপনি আমাদেরকে

بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ

বাক্বারা-তিন সিমা-নিঁই ইয়া'কুলুহুন্না সাব্'উন 'ইজা-ফুঁও ওয়া সাব্'ই সুম্বুলা-তিন খুদ্বরিঁও ওয়া উখারা ইয়া-বিসা-তিল

এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন যে, সাতটি মোটা-তাজা গাভী, যাদেরকে সাতটি দুর্বল গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্পর্কে। যাতে আমি

لَّعَلِّيْۤ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ

লা'আল্লী~আরজি'উ ইলান্না-সি লা'আল্লাহুম্ ইয়া'লামূন। ৪৭। ক্বা-লা তাযরা'উনা সাব্'আ সিনীনা

এখান থেকে ফিরে গিয়ে তাদের কাছে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে পারি এবং তারা জেনে নিতে পারে। (৪৭) তিনি বললেন, তোমরা একাধারে সাত বছর চাষ করবে,

دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖۤ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ

দাআবা, ফামা- হ্বাস্বাত্তুম ফাযারূহু ফী সুম্বুলিহী~ইল্লা- ক্বালীলাম্ মিম্মা- তা'কুলুন। ৪৮। ছুম্মা

এবং ফসল কেটে নিজেদের খাদ্যের জন্য যা প্রয়োজন তা সংগ্রহ করে বাকীগুলো শীষসহ রেখে দিবে। (৪৮) এরপর

يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا

ইয়া'তী মিম্বা'দি যা-লিকা সাব্'উন শিদা-দুঁই ইয়া'কুল্না মা- ক্বাদ্দাম্তুম্ লাহুন্না ইল্লা- ক্বালীলাম্ মিম্মা-

আসবে দুর্ভিক্ষের সাতটি বছর। তখন তোমরা পূর্বে যা সঞ্চয় করে রাখবে লোকেরা তা খাবে যা কেবল মাত্র সামান্য কিছু ব্যতীত যা তোমরা (বীজের জন্য)

تُحْصِنُوْنَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ

তুহ্বস্বিনূন। ৪৯। ছুম্মা ইয়া'তী মিম্বা'দি যা-লিকা 'আ-মুন ফীহি ইয়ুগা-ছুন্না-সু ওয়া ফীহি

রেখে দেবে (৪৯) এরপরই আসবে এমন এক বছর, যে বছর মানুষের উপর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং এরপর সে বছর মানুষ খুব (আংগুর)

ع ৬ ৭ ১৬ রুকূ

يَعْصِرُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ

ইয়া'স্বিরূন। ৫০। ওয়া ক্বা-লাল্ মালিকু'তূনী বিহ, ফালাম্মা- জ্বা~আহুর রাসূলু ক্বা-লার্জি'

নিংড়াবে। (৫০) বাদশাহ বলল, ইউসূফকে আমার কাছে নিয়ে এস। প্রেরিত ব্যক্তি যখন তার কাছে (বাদশাহর) আসল, তখন তিনি বললেন, তোমরা তোমার বাদশাহর

اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّيْ

ইলা- রাব্বিকা ফাসআল্হু মা- বা-লুন্ নিস্ওয়াতিল্লা-তী ক্বাত্ত্বা'না আইদিয়াহুন্ন ; ইন্না রাব্বী

কাছে ফিরে যাও এবং তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা কর যে, সেসব মহিলাদের অবস্থা কি যারা তাদের হাত কেটে ফেলে ছিল? নিশ্চয় আমার অভিভাবক (বাদশাহ) তাদের চক্রান্ত

بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ

বিকাইদিহিন্না 'আলীম। ৫১। ক্বা-লা মা- খাত্ববুকুন্না ইয্ রা-ওয়াত্তুন্না ইউসুফা 'আন্নাফ্সিহ ; ক্বুল্না

সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। (৫১) বাদশাহ (মহিলাদেরকে) জিজ্ঞাসা করল, যখন তোমরা তোমাদের মনের কামনা মিটানোর জন্য ইউসূফকে প্ররোচিত করেছিলে, তখন অবস্থাটা

حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ

হ্বা-শা লিল্লা-হি মা-'আলিম্না- আলাইহি মিন্ সূ—ই; ক্বা-লাতিম রাআতুল 'আযীযিল্ আ-না হ্বাস্বহ্বাস্বাল্

কিরূপ ছিল? তারা জবাব দিল, আল্লাহর মহিমা! আমরা ইউসুফের মধ্যে কোন প্রকার খারাবি পাইনি। আযীযের স্ত্রী বলল, এতক্ষণে সত্য সাব্যস্ত হল।

الْحَقُّ ۫ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٥١﴾ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ

হ্বাক্বু ; আনা রা-ওয়াত্তুহু 'আন্ নাফ্সিহী ওয়া ইন্নাহূ লামিনাস্ব্ স্বা-দিক্বীন। ৫২। যা-লিকা লিইয়া'লামা

আমি তাঁর থেকে আমার অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের কামনা করেছিলাম। নিশ্চয় তিনি সত্যবাদী। (৫২) ইউসুফ (আ)। বললেন,

اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ۝

আন্নী লাম আখুন্হু বিলগাইবি ওয়া আন্নাল্লা-হা লা- ইয়াহ্দী কাইদাল্ খা—ইনীন।

এটা আমি এজন্য বলেছি, যাতে সে জানতে পারে যে, আমি তাঁর অনুপস্থিতিতে তার বিশ্বাস ঘাতকতা করিনি। আর আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত সফল করেন না।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ يعصرون - (তারা নিংড়াবে) অর্থাৎ প্রচুর ফল উৎপন্ন হবে। যেমন আঙ্গুর, যয়তুন ইত্যাদি এবং মানুষ আঙ্গুর থেকে প্রচুর রস নিংড়াবে। কারো মতে, নিংড়ানো দ্বারা গাভী ও বকরীর স্তন হতে দোহানো বুঝানো হয়েছে। (তাঃ কাদেরী) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫২) ঃ ذلك - (এটা এজন্য বলেছি) বাদশাহ ইউসূফের (আ) কাছে সংবাদ দিলেন যে, মহিলারা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে। তোমার উপস্থিতিতে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করব। তখন ইউসূফ (আ) বলেছেন, আমি মহিলাদের শাস্তি দেয়ার জন্য একথা বলিনি এবং আমি আমার অভিভাবকের (বাদশাহর) অনুপস্থিতিতে যে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি তা বুঝাবার জন্য একথাটা মহিলাদের কাছে বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছি। (তাঃ কাদেরী)

﴿٥٢﴾ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ

৫৩। ওয়ামা~উবাররিউ নাফ্সী, ইন্নান নাফ্সা লাআম্মা-রাতুম বিস্সূ—ই ইল্লা- মা- রাহ্বিমা রাব্বী ;

(৫৩) 'আর আমি আমার নিজেকে নির্দোষ বলছি না। প্রত্যেকের মনই মূলতঃ মন্দকর্মপ্রবণ। তবে যাকে আমার প্রভু দয়া করেন তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক

পারা ১৩

إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ

ইন্না রাব্বী গাফূরুর রাহ্বীম্। ৫৪। ওয়া ক্বা-লাল্ মালিকু'তূনী বিহী~আস্তাখ্লিছ্হু লিনাফ্সী, ফালাম্মা- কাল্লামাহূ

ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।' (৫৪) বাদশাহ বলল, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে আমার বিশ্বস্ত সহচর নিযুক্ত করব।' পরে বাদশাহ তার সাথে আলাপকালে

قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ

ক্বা-লা ইন্নাকাল্ ইয়াওমা লাদাইনা- মাকীনুন্ আমীন্। ৫৫। ক্বা-লাজ্ 'আল্নী 'আলা- খাযা-'ইনিল্ আরদ্বি

বলল, আজ থেকে আপনি আমাদের কাছে একজন মর্যাদাবান ও বিশ্বস্তলোক হিসেবে গণ্য হলেন।' (৫৫) ইউসুফ বললেন, 'আমাকে দেশের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন,

إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ

ইন্নী হ্বাফীজুন্ 'আলীম্। ৫৬। ওয়া কাযা-লিকা মাক্কান্না- লিইউসুফা ফিল্ আরদ্বি, ইয়াতাবাওয়্যাউ মিন্হা- হ্বাইছু

আমি বিশ্বস্ত হেফাজতকারী ও জ্ঞানবান।' (৫৬) এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। তিনি সে-দেশে যেখানে ইচ্ছা সেখানে

يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَأَجْرُ

ইয়াশা—উ ; নুছ্বীবু বিরাহ্বমাতিনা- মান্ নাশা—উ ওয়ালা-নুদ্বী'উ আজ্রাল মুহ্বসিনীন্। ৫৭। ওয়ালাআজ্রুল

বসবাস করতে পারতেন। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি। আর আমি শ্রমফল নষ্ট করি না সৎকর্মপরায়ণদের। (৫৭) যারা ঈমানদার

ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟

আ-খিরাতি খাইরুল লিল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া কা-নূ ইয়াত্তাকূন্। ৫৮। ওয়াজ্বা—আ ইখ্ওয়াতু ইউসুফা ফাদাখালূ

ও মুত্তাকী, তাদের জন্য আখেরাতের পুরস্কারই উত্তম। (৫৮) অতঃপর ইউসুফের ভাইয়েরা (তার কাছে) আসল এবং তার কাছে গিয়ে পৌঁছল। তখন তিনি তাদেরকে চিনতে

عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى

'আলাইহি ফা'আরাফাহুম্ ওয়াহুম্ লাহূ মুন্কিরূন্। ৫৯। ওয়া লাম্মা- জ্বাহ্হাযাহুম্ বিজ্বাহা-যিহিম্ ক্বা-লা'তূনী

পারলেন; কিন্তু তারা তাকে (ইউসুফকে) চিনতে পারল না। (৫৯) আর তিনি যখন তাদের রসদ পত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন, তখন বললেন, 'তোমরা আমার কাছে তোমাদের

بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾

বিআখিল্লাকুম্ মিন্ আবীকুম, আলা- তারাওনা আন্নী~উফিল্ কাইলা ওয়া আনা- খাইরুল্ মুন্যিলীন্।

বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছ না আমি মাপে পূর্ণমাত্রায় দিয়ে থাকি ? এবং আমি উত্তম অতিথি-পরায়ণ লোক ?

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৮) ঃ وجاء اخوة -সে সময়ের ঘটনা। যখন স্বচ্ছলতার সাত বছর শেষ হয়ে দুর্ভিক্ষের সাত বছর শুরু হয়ে গেল; তখন এর প্রভাব মিশর ছাড়া এর বাইরে এমনকি কেনান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। যেখানে হযরত ইয়াকুব (আ) ও ইউসুফ (আ)-এর ভাইগণ বসবাস করছিল। হযরত ইউসুফ (আ) অত্যন্ত কৌশলের সাথে যে ব্যবস্থা নিয়ে ছিলেন তা খুবই উপকারে আসল। বিভিন্ন এলাকা হতে হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট খাদ্যশস্য নিতে আসতে লাগল। পিতার অনুমতি নিয়ে ইউসুফ (আ)-এর ভাইগণও ঘরের পুঁজি নিয়ে খাদ্যশস্য ক্রয়ের জন্য ইউসুফ (আ)-এর কাছে আসল। কিন্তু তাঁকে এ ভাইরা চিনতে পারছিল না। অথচ ইউসুফ (আ) তাদেরকে চিনতে পারছিলেন। (কুঃ কারীম)

﴿٥٩﴾ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾ قَالُوا۟ سَنُرَٰ

৬০। ফাইল্লাম্ তা'তূনী বিহী ফালা- কাইলা লাকুম্ 'ইন্দী ওয়ালা- তাক্বরাবূন্। ৬১। ক্বা-লূ সানুরা-

(৬০) 'কিন্তু তোমরা তাকে আমার কাছে না আনলে কোন খাদ্য-শস্য পাবে না এবং তোমরা আমার কাছে ধারেও আসবে না।' (৬১) তারা বলল, 'তার বিষয়ে আমরা

وِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَٰعِلُونَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ لِفِتْيَٰنِهِ ٱجْعَلُوا۟ بِضَٰعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ

ওয়িদু 'আনহু আবা-হু ওয়া ইন্না- লাফা-'ইলূন্। ৬২। ওয়া ক্বা-লা লিফিত্ইয়া-নিহিজ্'আলূ বিদ্বা-'আতাহুম্ ফী রিহ্বা-লিহিম্

পিতাকে রাজী করানোর চেষ্টা করব এবং আমাদেরকে তা পারতেই হবে।' (৬২) ইউসুফ তার গোলামদেরকে বললেন, 'তারা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে

لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوٓا۟

লা'আল্লাহুম্ ইয়া'রিফূনাহা~ইযান্ক্বালাবূ~ইলা~আহলিহিম্ লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্জ্বি'ঊন্। ৬৩। ফালাম্মা- রাজ্বা'উ~

দাও। তাদের পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে যাতে তারা তা চিনতে পারে। তা হলে তারা পুনরায় ফিরে আসতে পারবে। (৬৩) অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল,

إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُۥ

ইলা~আবীহিম্ ক্বা-লূ ইয়া~আবা-না- মুনি'আ মিন্নাল কাইলু ফাআর্সিল্ মা'আনা~আখা-না- নাক্তাল্ ওয়া ইন্না-লাহূ

তখন বলল, 'হে পিতা ! আমাদের জন্য খাদ্য শস্যের সরবরাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তাই আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা খাদ্য শস্যের বরাদ্দ নিয়ে আসতে পারি।

لَحَٰفِظُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَٱللَّهُ

লাহ্বা-ফিজূন্। ৬৪। ক্বা-লা হাল্ আ-মানুকুম্ 'আলাইহি ইল্লা-কামা~আমিন্তুকুম্ 'আলা~আখীহি মিন্ ক্বাব্লু ; ফাল্লা-হু

নিশ্চয় আমরা তার দেখাশোনা করব।' (৬৪) তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে যেমন বিশ্বাস করেছিলাম তেমন বিশ্বাস করব? সুতরাং

خَيْرٌ حَٰفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا۟ مَتَٰعَهُمْ وَجَدُوا۟ بِضَٰعَتَهُمْ

খাইরুন্ হ্বা-ফিজান, ওয়াহুওয়া আর্হ্বামুর্ রা-হ্বিমীন্। ৬৫। ওয়া লাম্মা- ফাতাহূ মাতা-'আহুম্ ওয়াজ্বাদূ বিদ্বা'আতাহুম্

আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ হেফাজতকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (৬৫) যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল পণ্য-মূল্য তাদেরকে ফিরিয়ে

رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مَا نَبْغِى ۖ هَٰذِهِۦ بِضَٰعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ

রুদ্দাত্ ইলাইহিম্ ; ক্বা-লূ ইয়া~আবা-না- মা- নাব্গী ; হা-যিহী বিদ্বা'আতুনা- রুদ্দাত ইলাইনা-

দেয়া হয়েছে। তারা বলল, 'হে পিতা ! আর কি চাইতে পারি আমরা? আমাদের পণ্য মূল্য ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারের জন্য

وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾

ওয়া নামীরু আহ্লানা- ওয়া নাহ্বফাজু আখা-না- ওয়া নায্দা-দু কাইলা বা'ঈরিন্ ; যা-লিকা কাইলুই ইয়াসীর।

খাদ্য শস্য নিয়ে আসব এবং আমাদের ভাইকে দেখা-শোনা করব এবং এক উটের চেয়ে অধিক উট বোঝাই রসদ নিয়ে আসব। এতো অতি সামান্য খাদ্য-শস্য মাত্র।'

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬২) ঃ لعلهم يرجعون - দ্বিতীয়বার আসতে তাদের কাছে অতিরিক্ত পুঁজি নাও থাকতে পারে। তাই যাতে পুনরায় পুঁজির অভাবে আসতে বাধার সৃষ্টি না হয় সেজন্য ইউসুফ (আ) এ কাজটি করেছেন। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৫) ঃ نزداد كيل - অর্থাৎ প্রত্যেককে একটি উট বোঝাই করে খাদ্য শস্য প্রদান করা হয়। তারা তাদের ভাইয়ের কারণে আরো একটি উট বোঝাই শস্য অতিরিক্ত পাবে। كيل অর্থ মাপ, এখানে অর্থ শস্য। ذالك كيل - এখানে ذالك দ্বারা সে শস্যকে বুঝানো হয়েছে, যা তারা সাথে করে নিয়ে এসেছিল। ذالك-এর আর এক অর্থ বাদশাহর কাছে একটি উট বোঝাই করে শস্য দেয়া খুবই সাধারণ (সহজ) কাজ। (কুঃ কারীম)

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِيْ بِهٖٓ إِلَّآ أَنْ

৬৬। ক্বা-লা লান্ উর্‌সিলাহূ মা'আকুম্ হাত্তা- তু'তূনি মাওছিক্বাম্ মিনাল্লা-হি লাতা'তুন্নানী বিহী~ইল্লা~আই
(৬৬) পিতা বললেন, 'তাকে তোমাদের সাথে সে পর্যন্ত পাঠাব না; যে পর্যন্ত না আমার কাছে তোমরা এমর্মে আল্লাহ্‌র কসম কর যে, তোমরা তাকে আমার কাছে অবশ্যই নিয়ে আসবে। অবশ্য যদি

يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ يٰبَنِيَّ

ইউহ্বা-ত্বা বিকুম, ফালাম্মা~আ-তাওহু মাওছিক্বাহুম ক্বা-লাল্লা-হু 'আলা- মা-নাকূলু ওয়াকীল্। ৬৭। ওয়া ক্বা-লা ইয়া-বানিয়্যা
একান্ত অসহায় হয়ে পড়'– তবে ভিন্ন কথা, এরপর যখন তারা তার কাছে প্রতিজ্ঞা করল, তখন তিনি বললেন, 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্‌র কাছে তা সোপর্দ করা হল।'(৬৭) তিনি বললেন,

لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۗ وَمَآ أُغْنِيْ عَنْكُمْ

লা-তাদখুলূ মিম্ বা-বিওঁ ওয়া-হ্বিদিওঁ ওয়াদখুলূ মিন্ আব্‌ওয়া-বিম্ মুতাফার্‌রিক্বাতিন্ ; ওয়ামা~উগনী 'আনকুম্
'হে আমার পুত্ররা ! তোমরা সকলে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্‌র কোন বিধান থেকে

مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

মিনাল্লা-হি মিন্ শাইয়িন ; ইনিল্ হুকমু ইল্লা- লিল্লা-হি ; 'আলাইহি তাওয়াক্কাল্‌তু, ওয়া 'আলাইহি ফাল্‌ইয়াতাওয়াক্কালিল্
আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারব না। সকল বিধান আল্লাহ্‌রই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করে, তাদের উচিত আল্লাহ্‌র

الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوْهُمْ ۗ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ

মুতাওয়াক্কিলূন্। ৬৮। ওয়া লাম্মা- দাখালূ মিন হ্বাইছু আমারাহুম্ আবূহুম্ ; মা-কা-না ইউগ্‌নী 'আনহুম্ মিনাল্লা-হি
উপরই নির্ভর করা। (৬৮) যখন তারা তাদের পিতার নির্দেশ অনুযায়ী শহরে প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের কোন কাজে আসল না;

مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ۗ وَإِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ

মিন্ শাইয়িন্ ইল্লা- হ্বা-জ্বাতান্ ফী নাফ্‌সি ইয়া'কূবা ক্বাদ্বা-হা-; ওয়া ইন্নাহূ লাযু 'ইল্‌মিল্ লিমা- 'আল্লামনা-হু ওয়ালা-কিন্না
কিন্তু ইয়াকুব যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা ছিল তার মনের ইচ্ছা– তা তিনি পূর্ণ করেছেন এবং তিনি অবশ্যই জ্ঞানী ছিলেন; কারণ, আমি তাকে শিক্ষা

৮
রুকূ'
২

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيْٓ

আকছারান্না-সি লা-ইয়া'লামূন্। ৬৯। ওয়া লাম্মা- দাখালূ 'আলা- ইউসুফা আ-ওয়া~ইলাইহি আখা-হূ ক্বা-লা ইন্নী~
দিয়েছিলাম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না। (৬৯) তারা যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন ইউসুফ তার ভাইকে নিজের কাছে রেখে বললেন,

أَنَا أَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ

আনা- আখূকা ফালা- তাব্‌তাইস্ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৭০। ফালাম্মা- জ্বাহ্‌হাযাহুম্ বিজ্বাহা-যিহিম্
'আমিই তোমার ভাই। তাই তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করো না।' (৭০) তিনি যখন তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিলেন তখন তিনি তার

০ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৯) ঃ فَلَا تَبْتَئِسْ - (দুঃখ কর না) ইউসুফ (আ) তাঁর আপন ভাই বনী ইয়ামীনকে একাকীত্ব তাঁর পরিচয় দিলেন এবং তাঁর ভাইদের কৃতকর্মগুলো বললেন– "তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ কর না।" কেউ বলেন– বনী ইয়ামীনকে তাঁর কাছে রাখার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হবে তা তাঁকে পূর্বেই জানিয়ে দিলেন। যাতে সে পেরেশান না হয়। (ইবনে কাসীর)

جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ أَخِيْهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ﴿٧٠﴾

জ্বা'আলাস্ সিক্বা-ইয়াতা ফী রাহ্বলি আখীহি ছুম্মা আয্‌যানা মুওয়ায্‌যিনুন্ আইয়্যাতুহাল্ 'ঈরু ইন্নাকুম্ লাসা-রিকূন্।
ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে (বাদশার) পানপাত্র রেখে দিলেন। তখন এক আহ্বায়ক ডেকে বলল, 'হে যাত্রীদল ! তোমরা নিশ্চয় চোর।'

قَالُوْا وَأَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ﴿٧١﴾ قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ

৭১। ক্বা-লূ ওয়া আক্ববালূ 'আলাইহিম্ মা-যা- তাফ্‌ক্বিদূন্। ৭২। ক্বা-লূ নাফক্বিদু ছুওয়া-'আল্ মালিকি ওয়া লিমান্
(৭১) তারা তাদের দিকে ফিরে বলল, 'তোমাদের কি হারিয়েছে ?' (৭২) তারা বলল, আমরা বাদশার পানপাত্র হারিয়েছি। যে তা

جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّأَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ

জ্বা—আ বিহী হ্বিম্‌লু বা'ঈরিওঁ ওয়া আনা- বিহী যা'ঈম্। ৭৩। ক্বা-লূ তাল্লা-হি লাক্বাদ্ 'আলিম্‌তুম্ মা- জ্বি'না- লিনুফ্‌সিদা
এনে দেবে সে এক উট– বোঝাই রসদ পাবে এবং আমি এর জামিন হলাম।' (৭৩) তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ ! তোমরা তো জান আমরা এ দেশে ফাসাদ সৃষ্টি

فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾ قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ إِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالُوْا

ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়ামা- কুন্না- সা-রিক্বীন্। ৭৪। ক্বা-লূ ফামা- জ্বাযা—উহূ~ইন কুন্‌তুম কা-যিবীন্। ৭৫। ক্বা-লূ
করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।' (৭৪) তারা বলল, 'তোমরা যদি মিথ্যা বলে থাক, তবে তার শাস্তি কি হবে ?' (৭৫) তারা বলল,

جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٥﴾

জ্বাযা—উহূ মাওঁ উজ্বিদা ফী রাহ্বলিহী ফাহুওয়া জ্বাযা—উহূ ; কাযা-লিকা নাজ্‌যিজ্ জা-লিমীন্।
'যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে তার শাস্তি হবে দাসত্ব।' এভাবেই আমরা জালিমদের শাস্তি দিয়ে থাকি।'

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ أَخِيْهِ ۗ كَذٰلِكَ

৭৬। ফাবাদাআ বিআও'ইয়াতিহিম্ ক্বাব্‌লা ওয়ি'আ—ই ; আখীহি ছুম্মাস্‌তাখ্‌রাজ্বাহা- মিওঁ ওয়ি'আ—ই আখীহি ; কাযা-লিকা
(৭৬) অতঃপর ইউসুফ তার ভাইদের পূর্বে তাদের মালপত্র তল্লাশি করতে শুরু করলেন, এরপর তার ভাইয়ের মাল-পত্রের মধ্য থেকে পাত্রটি বের

كِدْنَا لِيُوْسُفَ ۗ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۗ

কিদ্‌না- লিইউসুফা ; মা-কা-না লিইয়া'খুযা আখা-হু ফী দীনিল্ মালিকি ইল্লা~আঁই ইয়াশা—আল্লা-হু ;
করলেন। এভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। আল্লাহ্ না চাইলে বাদশার আইনে তার ভাইকে তিনি দাসত্বে নিতে পারতেন না।

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٦﴾ قَالُوْٓا إِنْ يَّسْرِقْ

নার্‌ফা'উ দারাজ্বা-তিম্ মান্ নাশা—উ ; ওয়া ফাওক্বা কুল্লি যী 'ইল্‌মিন্ 'আলীম্। ৭৭। ক্বা-লূ~ইঁয় ইয়াস্‌রিক্ব
আমি যাকে ইচ্ছা তাকে মর্যাদায় উন্নত করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছে আরও অধিক জ্ঞানী। (৭৭) তারা বলল, 'সে যদি চুরি করে থাকে, তবে তার ভাইও তো

فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ

ফাক্বাদ্ সারাক্বা আখুল্লাহূ মিন্ ক্বাব্‌লু, ফাআসার্‌রাহা- ইউসুফু ফী নাফ্‌সিহী ওয়ালাম্ ইউব্‌দিহা- লাহুম্
ইতিপূর্বে চুরি করেছিল; 'কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখলেন এবং তাদের কাছে প্রকাশ করলেন না, আর মনে মনে বললেন,

قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴿٧٧﴾ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ

ক্বা-লা আনতুম শাররুম মাকা-নান, ওয়াল্লা-হু আ'লামু বিমা- তাছিফূন্। ৭৮। ক্বা-লূ ইয়া~আয়্যুহাল 'আযীযু ইন্না লাহূ~
'তোমরা মানুষ হিসাবে খুবই মন্দ লোক। আর তোমরা যা বলেছ সে ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।' (৭৮) তারা বলল, 'হে আযীয! তার পিতা আছেন,

اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ

আবান্ শাইখান্ কাবীরান্ ফাখুয্ আহাদানা- মাকা-নাহূ, ইন্না- নারা-কা মিনাল্ মুহ্সিনীন্। ৭৯। ক্বা-লা মা'আযাল্লা-হি
যিনি খুবই বৃদ্ধ, তাই তার স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন। আমরা তো আপনাকে মহানুভব ব্যক্তিদেরই একজন দেখতে পাচ্ছি।' (৭৯) তিনি বললেন, 'যার কাছে

اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا

আন্ না'খুযা ইল্লা- মাও ওয়াজাদ্না- মাতা-'আনা- 'ইন্দাহূ~ইন্না~ইযাল্ লাজা-লিমূন্। ৮০। ফালাম্মাস্ তাইআসূ
এরই রসদপত্র পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে পাকড়াও করার অপরাধ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাচ্ছি; এরূপ করলে তো জালিম হয়ে যাব।' (৮০) এরপর যখন তারা

مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ۗ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ

মিন্হু খালাছূ নাজিয়্যান্; ক্বা-লা কাবীরুহুম্ আলাম্ তা'লামূ~আন্না আবা-কুম্ ক্বাদ্ আখাযা 'আলাইকুম্
তার থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে বসল। তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলল, তোমরা কি জান না- তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র

مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى

মাওছিক্বাম্ মিনাল্লা-হি ওয়া মিন্ ক্বাবলু মা-ফাররাত্বতুম্ ফী ইউসুফা, ফালান্ আবরাহাল্ আরদ্বা হাত্তা-
শপথ নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে অবহেলা করেছিলে; সুতরাং আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে

يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى

ইয়া'যানা লী~আবী~আও ইয়াহ্কুমাল্লা-হু লী, ওয়া হুওয়া খাইরুল্ হা-কিমীন্। ৮১। ইর্জি'উ~ইলা~
অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য কোন ফয়সালা না করে দেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক। (৮১) 'তোমরা তোমাদের পিতার কাছে

اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا

আবীকুম্ ফাকূলূ ইয়া~আবা-না~ইন্নাব্নাকা সারাক্বা, ওয়ামা- শাহিদ্না~ইল্লা- বিমা- 'আলিম্না- ওয়ামা- কুন্না-
ফিরে গিয়ে বল, 'হে পিতা! আপনার ছেলে চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবৃত দিলাম। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা কিছুই

لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿٨١﴾ وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ

লিল্গাইবি হা-ফিজীন্। ৮২। ওয়াস্আলিল্ ক্বারইয়াতাল্লাতী কুন্না- ফীহা- ওয়াল্ 'ঈরাল্লাতী~আক্ববাল্না- ফীহা-;
জানতাম না।' (৮২) 'আমরা যেখানে ছিলাম তার অধিবাসীদেরকে এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮১) ঃ وما شهدنا - অর্থ বনী ইয়ামীনের হেফাজতের ব্যাপারে আমরা যে ওয়াদা করেছিলাম তা আমাদের (বাহ্যিক) জ্ঞান দ্বারাই করেছিলাম। পরবর্তিতে যে যে ঘটনার প্রেক্ষিতে বনী ইয়ামীনকে আটকিয়ে রেখেছে সে বিষয়টি আমাদের ধারণার মধ্যেই ছিল না। অথবা এর অর্থ- চুরির শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে আমরা যে বলেছিলাম "চোরকে চুরির পরিবর্তে রেখে দেয়া" এটাই চুরির শাস্তি। এ কথাটি আমরা আমাদের ইল্‌ম (জানা) থেকে বলেছিলাম; একথা বলার পেছনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু পরবর্তি ঘটনার ব্যাপারে আমরা বে-খবর ছিলাম। (কুঃ কারীম)

وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ

ওয়া ইন্না- লাছা-দিকূন্। ৮৩। ক্বা-লা বাল্ সাওয়্যালাত্ লাকুম্ আন্ফুসুকুম্ আম্রান্; ফাছাব্রুন্ জামীলুন্;
আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।' (৮৩) ইয়াকুব (আ) বললেন, এসব কিছুই না, তোমরা মনগড়া কথা নিয়ে এসেছ। এখন ধৈর্যধারণ করাই উত্তম।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلّٰى

'আসাল, লা-হু আই ইয়া'তিয়ানী বিহিম্ জামী'আন; ইন্নাহূ হুওয়াল্ 'আলীমুল্ হাকীম্। ৮৪। ওয়া তাওয়াল্লা-
হয়তো আল্লাহ্ তাদেরকে এক সঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৮৪) আর তিনি (ইয়াকুব) তাদের

عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ○

'আনহুম্ ওয়া ক্বা-লা ইয়া~আসাফা- 'আলা- ইউসুফা ওয়াব্ইয়াদ্বদ্বাত্ 'আইনা-হু মিনাল্ হুযনি ফাহুওয়া কাজীম্।
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'হায়! ইউসুফের জন্য আক্ষেপ!' আর শোকে তার চোখ দুটি সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।

﴿٨٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ○

৮৫। ক্বা-লূ তাল্লা-হি তাফ্তাউ তায্কুরু ইউসুফা হাত্তা- তাকূনা হারাদ্বান্ আও তাকূনা মিনাল্ হা-লিকীন্।
(৮৫) তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন না- যতক্ষণ না আপনি একেবারে মুমূর্ষ হয়ে যাবেন বা মৃত্যুবরণ করবেন।'

﴿٨٥﴾ قَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৮৬। ক্বা-লা ইন্নামা~আশ্কূ বাছ্ছী ওয়া হুযনী~ইলাল্লা-হি ওয়া আ'লামু মিনাল্লা-হি মা- লা- তা'লামূন্।
(৮৬) ইয়াকুব বললেন, আমার দুঃখ-কষ্ট শুধু আল্লাহ্‌র কাছেই নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা জেনেছি তোমরা তা জান না।'

﴿٨٦﴾ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ

৮৭। ইয়া-বানিয়্যায্ হাবূ ফাতাহাস্সাসূ মিই ইউসুফা ওয়া আখীহি ওয়ালা-তাইআসূ মির্ রাওহিল্লা-হি; ইন্নাহূ
(৮৭) হে পুত্ররা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে খুজে দেখ এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কারণ, কাফেররা

لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا

লা-ইয়াইআসু মির রাওহিল্লা-হি ইল্লাল্ ক্বাওমুল্ কা-ফিরূন্। ৮৮। ফালাম্মা- দাখালূ 'আলাইহি ক্বা-লূ
ব্যতীত আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কেউ নিরাশ হয় না।' (৮৮) অতঃপর যখন তারা তার কাছে পৌছে বলল,

يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ

ইয়া~আয়্যুহাল্ 'আযীযু মাস্সানা- ওয়াআহ্লানাদ্ দ্বুররু ওয়া জি'না-বিবিদ্বা-'আতিম্ মুয্জা-তিন্ ফাআওফি লানাল্ কাইলা
'হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা খুব সামান্য মূল্য নিয়ে এসেছি। সুতরাং আপনি আমাদের রসদপত্রের বরাদ্দ

وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ

ওয়া তাছাদ্দাক্ব 'আলাইনা-; ইন্নাল্লা-হা ইয়াজ্যিল্ মুতাছাদ্দিক্বীন্। ৮৯। ক্বা-লা হাল্ 'আলিম্তুম্ মা-ফা'আল্তুম
পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং দানস্বরূপ আমাদেরকে কিছু দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্ দাতাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন।' (৮৯) তিনি বললেন, 'তোমরা কি জান-

بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ﴿٨٩﴾ قالوا أءنك لأنت يوسف ۖ قال

বিইউসুফা ওয়া আখীহি ইয্ আন্‌তুম্ জ্বা-হিলূন্। ৯০। ক্বা-লূ~আ ইন্নাকা লাআন্‌তা ইউসুফ্ ; ক্বা-লা

ইউসুফ ও তার ভাইয়ের প্রতি কেমন আচরণ করেছিলে– যখন তোমরা জাহেল ছিলে ?' (৯০) তারা বলল, তবে তুমিই কি ইউসুফ ? তিনি বললেন,

أنا يوسف وهذا أخي ۖ قد من الله علينا ۖ إنه من يتق ويصبر فإن الله

আনা ইউসুফু ওয়া হা-যা~আখী, ক্বাদ্ মান্নাল্লা-হু 'আলাইনা-; ইন্নাহূ মাই ইয়াত্তাক্বি ওয়া ইয়াছ্বির ফাইন্নাল্লা-হা

হ্যাঁ, 'আমিই ইউসুফ এবং এ আমার সহদোর ভাই। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে মুত্তাকী এবং ধৈর্যশীল আল্লাহ্ সেই

لا يضيع أجر المحسنين ﴿٩٠﴾ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا

লা-ইউদ্বী'উ আজ্‌রাল্ মুহ্‌সিনীন্। ৯১। ক্বা-লূ তাল্লা-হি লাক্বাদ্ আ-ছারাকাল্লা-হু 'আলাইনা- ওয়া ইন্ কুন্না

সৎকর্মীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।' (৯১) তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ ! আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাকে আমাদের উপর প্রধান্য দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়

لخاطئين ﴿٩١﴾ قال لا تثريب عليكم اليوم ۖ يغفر الله لكم ۖ وهو أرحم

লাখা-ত্বিঈন্। ৯২। ক্বা-লা লা- তাছ্‌রীবা 'আলাইকুমুল ইয়াওমা ; ইয়াগ্‌ফিরুল্লা-হু লাকুম, ওয়া হুওয়া আরহামুর্

অপরাধী ছিলাম।' (৯২) তিনি বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন এবং তিনি সকল দয়ালুর চেয়ে

الراحمين ﴿٩٢﴾ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا

রা-হ্বিমীন্। ৯৩। ইয্‌হাবূ বিক্বামীছ্বী হা-যা- ফাআল্‌কূহু 'আলা- ওয়াজ্‌হি আবী ইয়া'তি বাছ্বীরান,

অধিক দয়ালু।' (৯৩) তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং এ আমার পিতার মুখের উপর রেখে দিও। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন এবং তোমাদের

وأتوني بأهلكم أجمعين ﴿٩٣﴾ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح

ওয়া'তূনী বিআহ্‌লিকুম্ আজ্‌মা'ঈন। ৯৪। ওয়া লাম্মা- ফাছ্বালাতিল্ 'ঈরু ক্বা-লা আবূহুম্ ইন্নী লাআজ্বিদু রীহ্বা

পরিবারের সকলকেই আমার কাছে নিয়ে এসো।' (৯৪) যখন কাফেলা রওয়ানা হল, তখন তাদের পিতা বললেন, 'তোমরা বুড়োর ভিমরতি না ভাবলে

يوسف لولا أن تفندون ﴿٩٤﴾ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ﴿٩٥﴾ فلما

ইউসুফা লাওলা~আন্ তুফান্নিদূন্। ৯৫। ক্বা-লূ তাল্লা-হি ইন্নাকা লাফী দ্বালা-লিকাল্ ক্বাদীম। ৯৬। ফালাম্মা~

আমি বলব, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।' (৯৫) লোকেরা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ ! আপনি তো পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।' (৯৬) এরপর যখন

أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ۖ قال ألم أقل لكم ۖ إني

আন্ জ্বা—আল্ বাশীরু আল্‌ক্বা-হু 'আলা- ওয়াজ্‌হিহী ফার্‌তাদ্দা বাছ্বীরান, ক্বা-লা আলাম্ আক্বুল্ লাকুম, ইন্নী~

সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হল এবং তার চেহারার উপর জামাটি রাখল, তখন তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল। তিনি বললেন, 'আমি কি বলিনি যে,

✪ টীকা (আঃ ৯৩) ঃ হযরত ইয়াকুব (আ) বিন ইয়ামীন সম্পর্কে সব কিছু শোনার পর ছেলেদেরকে একটি পত্র দিয়ে পুনরায় মিসর পাঠান। বিন ইয়ামীনকে ফেরত চেয়ে পত্রটি আযীযে মিসরের উদ্দেশ্যে লিখিত ছিল। মিসরে তাঁর ছেলেরা পৌছে ব্যবহৃত কয়েকটি আসবাবের বিনিময়ে ইউসুফ (আ)-এর কাছে রসদ পত্র তলব করে এবং সেই চিঠিখানা তাঁর হাতে দেয়। তিনি চিঠি খানা পড়ে অত্যন্ত আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েন এবং কয়েকটি কথার পর নিজের পরিচয় তাদের কাছে তুলে ধরেন। এরপর তিনি তাঁর জামা তাদের হাতে দিয়ে বলেন, পিতার চোখ এটির স্পর্শে সুস্থ হয়ে উঠবে, তখন তোমরা তাঁদের সকলকে এখানে নিয়ে আসবে। (কুরতুবী)

১০ রুকূ ৪

أعلم من الله ما لا تعلمون ﴿٩٦﴾ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا

আ'লামু মিনাল্লা-হি মা-লা- তা'লামূন। ৯৭। ক্বা-লূ ইয়া~আবা-নাস্ তাগ্‌ফির্‌লানা- যুনূবানা~ইন্না- কুন্না-

আমি আল্লাহর কাছ থেকে যা জেনেছি তোমরা তা জান না ?' (৯৭) তারা বলল, 'হে পিতা ! আমাদের কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আমরা অবশ্যই

خاطئين ﴿٩٧﴾ قال سوف أستغفر لكم ربي ۖ إنه هو الغفور الرحيم ﴿٩٨﴾ فلما

খা-ত্বিঈন্। ৯৮। ক্বা-লা সাওফা আস্‌তাগ্‌ফিরু লাকুম্ রাব্বী ; ইন্নাহূ হুওয়াল্ গাফূরুর্ রাহ্বীম্। ৯৯। ফালাম্মা-

অপরাধী ছিলাম।' (৯৮) তিনি বললেন, 'আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য অচিরেই ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (৯৯) অতঃপর যখন

دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين

দাখালূ 'আলা- ইউসুফা আ-ওয়া ~ইলাইহি আবাওয়াইহি ওয়া ক্বা-লাদ্ খুলূ মিছ্বরা ইন্ শা—আল্লা-হু আ-মিনীন্।

তারা ইউসুফের কাছে পৌছল, তখন তিনি তার পিতা-মাতাকে নিজের কাছে সসম্মানে স্থান দিলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আপনারা নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন।'

﴿٩٩﴾ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ۖ وقال يا أبت هذا تأويل

১০০। ওয়া রাফা'আ আবাওয়াইহি 'আলাল্ 'আরশি ওয়া খার্‌রূ লাহূ সুজ্জাদান, ওয়া ক্বা-লা ইয়া~আবাতি হা-যা- তা'বীলু

(১০০) তিনি তার মাতা-পিতাকে রাজ সিংহাসনে বসালেন, অতঃপর সকলে তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। আর তিনি বললেন, 'হে পিতা !

رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا ۖ وقد أحسن بي إذ أخرجني من

রু'ইয়া- ইয়া মিন্ ক্বাব্‌লু, ক্বাদ্ জ্বা'আলাহা- রাব্বী হ্বাক্বক্বান্ ; ওয়া ক্বাদ্ আহ্‌সানা বী ~ইয্ আখ্‌রাজ্বানী মিনাস্

এটাই আমার পূর্ব– দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি তখন অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি আমাকে

السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين

সিজ্বনি ওয়া জ্বা—আ বিকুম্ মিনাল্ বাদ্‌ওয়ি মিম্ বা'দি আন্ নাযাগাশ্ শাইত্বা-নু বাইনী ওয়া বাইনা

কারামুক্ত করেছেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করার পর আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে নিয়ে

إخوتي ۚ إن ربي لطيف لما يشاء ۚ إنه هو العليم الحكيم ﴿١٠٠﴾ رب قد

ইখ্‌ওয়াতী ; ইন্না রাব্বী লাত্বীফুল্ লিমা-ইয়াশা—উ ; ইন্নাহূ হুওয়াল্ 'আলীমুল্ হ্বাকীম্। ১০১। রাব্বি ক্বাদ

এসেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তা নিপুণতার সাথে করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (১০১) 'হে আমার প্রতিপালক!

آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ۚ فاطر السماوات

আ-তাইতানী মিনাল্ মুল্‌কি ওয়া 'আল্লাম্‌তানী মিন্ তা'ওয়ীলিল্ আহ্বা-দীছি, ফা-ত্বিরাস্ সামা-ওয়া-তি

আপনি আমাকে রাজ্যদান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা !

والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ۖ توفني مسلما وألحقني

ওয়াল্ আরদ্বি, আন্‌তা ওয়ালিইয়্যী ফিদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়াল্‌আ-খিরাতি, তাওয়াফ্‌ফানী মুস্‌লিমাওঁ ওয়া আল্‌হ্বিক্বনী

আপনিই দুনিয়া ও আখেরাতে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলমানরূপেই মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে অন্তর্ভুক্ত করুন

بِالصّٰلِحِيْنَ ۝١٠١ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

বিছ্ছা-লিহীন্। ১০২। যা-লিকা মিন্ আম্বা—ইল্ গাইবি নূহীহি ইলাইকা, ওয়ামা- কুন্তা লাদাইহিম্

সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যে।' (১০২) এ হলো অদৃশ্য লোকের সংবাদ- যা আপনাকে (রাসূল সঃ) আমি ওহীর মাধ্যমে অবহিত করেছি। আপনি তখন তাদের কাছে

اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝١٠٢ وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ

ইয্ আজ্মা'উ~আম্রাহুম্ ওয়া হুম্ ইয়াম্কুরূন্। ১০৩। ওয়ামা~আক্ছারুন্না-সি ওয়ালাও হারাছ্তা

ছিলেন না যখন তারা সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিল এবং ষড়যন্ত্র করেছিল। (১০৩) আপনি যতই কামনা করুন না কেন, অধিকাংশ লোকই

بِمُؤْمِنِيْنَ ۝١٠٣ وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝١٠٤

বিমু'মিনীন্। ১০৪। ওয়ামা- তাস্আলুহুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্রিন্; ইন্ হুওয়া ইল্লা- যিক্রুল্লিল্'আ-লামীন্।

ঈমানদার নয়। (১০৪) আপনি তাদের কাছে তো কোন পারিশ্রমিক চান না। আর কুরআন তো সারা বিশ্বের জন্য উপদেশ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

১১ / ৫ রুকূ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝١٠٥

১০৫। ওয়া কাআইয়্যিম্ মিন্ আ-য়াতিন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ইয়ামুর্রূনা 'আলাইহা- ওয়াহুম্ 'আন্হা-মু'রিদ্বূন্।

(১০৫) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। তারা এগুলোর উপর দিয়ে পথ চলে; কিন্তু তারা এগুলো থেকে বিমুখ থাকে।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝١٠٦ اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ

১০৬। ওয়ামা- ইউ'মিনু আক্ছারুহুম্ বিল্লা-হি ইল্লা- ওয়াহুম্ মুশ্রিকূন্। ১০৭। আফাআমিনূ~আন্ তা'তিয়াহুম্ গা-শিয়াতুম্

(১০৬) অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে- সাথে সাথে শিরিকও করে। (১০৭) তবে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে

مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝١٠٧ قُلْ هٰذِهٖ

মিন্ 'আযা-বিল্লা-হি আও তা'তিয়াহুমুস্ সা-'আতু বাগ্তাতাওঁ ওয়াহুম্ লা-ইয়াশ্'উরূন্। ১০৮। কুল্ হা-যিহী

অথবা তাদের অজ্ঞতাসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি থেকে তারা নিরাপদ হয়ে গেছে? (১০৮) বলুন, 'এটিই আমার পথ।

سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۗ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ۗ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ

সাবীলী~আদ্'উ~ইলাল্লা-হি, 'আলা- বাছীরাতিন্ আনা ওয়া মানিত্তাবা'আনী ; ওয়া সুব্হা-নাল্লা-হি ওয়ামা~

আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি এভাবে আহ্বান করি যে, আমি এবং আমার অনুসারীরা দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আল্লাহ্ মহিমান্বিত। আর আমি

اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١٠٨ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ

আনা মিনাল্ মুশ্রিকীন্। ১০৯। ওয়ামা~আর্সাল্না- মিন্ ক্বাব্লিকা ইল্লা- রিজা-লান্ নূহী~ইলাইহিম্

মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (১০৯) আপনার পূর্বে জনপদবাসীদের মধ্য থেকে যাদেরকে রাসূল করে প্রেরণ করেছি তাদের সবাই পুরুষ ছিল,

○ টীকা (আঃ ১০২) ঃ ইমাম বগভী (র) বলেন, একবার ইহুদী ও কুরাইশরা সমবেতভাবে রাসূল (স)-কে প্রশ্ন করে, আপনি সত্য নবী হলে, বলুন তো ইউসুফ (আ)-এর ঘটনাটি কি এবং তা কিভাবে ঘটেছিল? রাসূল (স) ওহীর মাধ্যমে জেনে নিয়ে তা বলার পরও যখন তারা কুফরীর উপর অবিচল রইল, তখন তিনি মনে বেশ আঘাত পেলেন। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতে রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। (মাঃ তাঃ)

○ টীকা (আঃ ১০৫) ঃ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তার মধ্যস্থিত অগণিত সৃষ্টবস্তু প্রমাণ করে যে, এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তা একজনই। অথচ লোকেরা এ সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে আদৌ চিন্তা করে না। ফলে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর থেকে তারা থাকে গাফেল। (কুঃ কারীম)

مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۗ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ

মিন্ আহ্লিল্ ক্বুরা- ; আফালাম্ ইয়াসীরূ ফিল আর্দ্বি ফাইয়ান্জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ লাযীনা

তাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। তারা কি পৃথিবী ভ্রমন করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল তা কি তারা

مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝١٠٩ حَتّٰٓى

মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ; ওয়ালাদা-রুল্ আ-খিরাতি খাইরুল্ লিল্লাযী নাত্তাক্বাও ; আফালা- তা'ক্বিলূন্। ১১০। হাত্তা~

দেখেনি ? যারা মুত্তাকী তাদের জন্য আখেরাতের ঘরই শ্রেষ্ঠ। তোমরা কি তা বোঝ না ? (১১০) অবশেষে যখন

اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّىَ

ইযাস্ তাইআসার্ রুসুলু ওয়া জান্নূ~আন্নাহুম্ ক্বাদ কুযিবূ জ্বা—আ হুম্ নাছ্রুনা- ফানুজ্জিয়া

রাসূলগণ নিরাশ হয়ে যেতেন এবং লোকজন ধারণা করত যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য

مَنْ نَّشَآءُ ۗ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝١١٠ لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ

মান্ নাশা—উ ; ওয়ালা- ইউরাদ্দু বা'সুনা- 'আনিল্ ক্বাওমিল মুজ্রিমীন্। ১১১। লাক্বাদ্ কা-না ফী ক্বাছ্বাছিহিম্

এসে যেত। এভাবে আমি যাকে ইচ্ছা তাকে উদ্ধার করেছি। আর অপরাধী সম্প্রদায় থেকে আমার শাস্তি প্রতিহত করা যায় না। (১১১) তাদের কাহিনীতে

عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ

'ইব্রাতুল্ লিউলিল্ আল্বা-বি ; মা-কা-না হাদীছাইঁ ইউফ্তারা- ওয়া লা-কিন্ তাছ্দীক্বাল লাযী

বোধ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিশ্চয় শিক্ষা রয়েছে। এটা এমন এক বাণী যা- মিথ্যা রচনা নয়। বরং পূর্ববর্তী

بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝١١١

বাইনা ইয়াদাইহি ওয়া তাফ্ছীলা কুল্লি শাইয়্যিওঁ ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহ্মাতাল্ লিক্বাওমিঁই ইউ'মিনূন্।

গ্রন্থে যা আছে এটা তার সত্যায়নকারী এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ এবং পথ-নির্দেশ ও রহমতস্বরূপ মুমিনদের জন্য।

১২ / ৬ রুকূ

সূরা রা'দ মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪৩ রুকূ ঃ ৬

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۗ وَالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

১। আলিফ্ লা—ম্ মী—ম্ রা-; তিল্কা আ-য়া-তুল কিতা-বি ; ওয়াল্লাযী ~উন্যিলা ইলাইকা মির্ রাব্বিকাল্

(১) আলিফ্-লা-ম্ মীম্-রা, এগুলি কুরআনের আয়াত, যা আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে-

الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١ اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ

হাক্কু ওয়ালা-কিন্না আক্ছারান্না-সি লা-ইউ'মিনূন্। ২। আল্লা-হুল্লাযী রাফা'আস্ সামা-ওয়া-তি বিগাইরি

তাই সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করে না। (২) তিনি আল্লাহ্, যিনি উর্ধ্বদেশে স্তম্ভ বিহীন আকাশমন্ডলি স্থাপন করেছেন। তোমরা তা দেখছ। অতঃপর তিনি

عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ

'আমাদিন্ তারাওনাহা- ছুম্মাসতাওয়া- 'আলাল্ 'আরশি ওয়া সাখ্খারাশ্ শাম্সা ওয়াল্ ক্বামারা ; কুল্লুই ইয়াজ্রী
আরশে সমাসীন হয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন, প্রত্যেককে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনিই সকল বিষয়ের

لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝

লিআজ্বালিম্ মুসাম্মান্ ; ইউদাব্বিরুল্ আম্রা ইউফাছ্ছিলুল্ আ-য়া-তি লা'আল্লাকুম্ বিলিক্বা—ই রাব্বিকুম্ তূক্বিনূন্।
নিয়ন্ত্রক এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ

৩। ওয়া হুওয়াল্লাযী মাদ্দাল্ আরদ্বা ওয়া জ্বা'আলা ফীহা- রাওয়া-সিয়া ওয়া আন্হা-রান্ ; ওয়া মিন্ কুল্লিছ্ ছামারা-তি
(৩) তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পর্বত ও নদীসমূহ স্থাপন করেছেন এবং প্রতিটি ফল সৃষ্টি

جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

জ্বা'আলা ফীহা- যাওজ্বাইনিছ্ নাইনি ইউগ্শিল্ লাইলান্ নাহা-রা ; ইন্না ফী যা-লিকা লা-আ-য়াতিল্ লিক্বাওমিঁই
করেছেন দুই প্রকার করে। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এতে অবশ্যই চিন্তাশীলদের জন্য

يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ

ইয়াতাফাক্কারূন। ৪। ওয়া ফিল্ আর্দ্বি ক্বিত্বা'উম্ মুতাজ্বা-ওয়িরা-তুওঁ ওয়া জ্বান্না-তুম্ মিন্ আ'না-বিওঁ ওয়া যার্'উওঁ
নিদর্শন রয়েছে। (৪) আর যমীনে পরস্পর সংলগ্ন বিভিন্ন শস্য ক্ষেত রয়েছে। আর আছে আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান-

وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۫ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى

ওয়া নাখীলুন্ ছিন্ওয়া-নুওঁ ওয়া গাইরু ছিন্ওয়া-নিঁই ইউসক্বা- বিমা—ইওঁ ওয়া-হ্বিদিন, ওয়া নুফাদ্দ্বিলু বা'দ্বাহা- 'আলা-
আর তা একাধিক শির-বিশিষ্ট অথবা এক শির-বিশিষ্ট হয়। এগুলোকে একই পানি দ্বারা সিঞ্চন করা হয়। আর আমি স্বাদে একটার চাইতে আরেকটাকে

بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ وَاِنْ تَعْجَبْ

বা'দ্বিন ফিল্ উকুলি ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল লিক্বাওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন্। ৫। ওয়া ইন্ তা'জ্বাব
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। (৫) যদি আপনি বিস্মিত হন-

فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

ফা'আজ্বাবুন্ ক্বাওলুহুম্ আইযা- কুন্না- তুরা-বান্ আইন্না- লাফী খাল্ক্বিন্ জ্বাদীদিন ; উলা—ইকাল্লাযীনা
তবে বিস্ময়ের বিষয় হলো তাদের এই উক্তি- 'মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করব' ? তারাই তাদের

كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ

কাফারূ বিরাব্বিহিম্, ওয়া উলা—ইকাল্ আগ্লা-লু ফী~আ'না-ক্বিহিম, ওয়া উলা—ইকা আছ্হা-বুন না-রি,
প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং তাদেরই গলদেশে থাকবে লৌহ-শৃঙ্খল। আর তারাই জাহান্নামী এবং

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ

হুম্ ফীহা- খা-লিদূন্। ৬। ওয়া ইয়াস্তা'জ্বিলূনাকা বিস্সাইয়্যিআতি ক্বাব্লাল্ হ্বাসানাতি ওয়া ক্বাদ্ খালাত্ মিন্
সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। (৬) মঙ্গলের পরিবর্তে তারা আপনার কাছে অতি দ্রুত অমঙ্গল কামনা করে। যদিও তাদের পূর্বে

قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ

ক্বাব্লিহিমুল মাছুলা-তু ; ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাযূ মাগ্ফিরাতিল্লিন্না-সি 'আলা- জুল্মিহিম্, ওয়া ইন্না রাব্বাকা
শাস্তি প্রাপ্ত অনেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত গত হয়ে গেছে। মানুষের জুলুম সত্ত্বেও আপনার প্রতিপালক মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং নিশ্চয় আপনার প্রভু

لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ

লাশাদীদুল্ 'ইক্বা-ব্। ৭। ওয়া ইয়াকূলুল্লাযীনা কাফারূ লাওলা~উন্যিলা 'আলাইহি আ-য়াতুম্ মির্ রাব্বিহী ;
শাস্তিদানেও কঠোর। (৭) কাফেররা বলে, তার প্রতি কেন তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন নাযিল হয়নি ?'

اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا

ইন্নামা~আন্তা মুন্যিরুওঁ ওয়া লিকুল্লি ক্বাওমিন্ হা-দ্। ৮। আল্লা-হু ইয়া'লামু মা-তাহ্বমিলু কুল্লু উন্ছা- ওয়ামা-
আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। আর প্রত্যেক জাতির জন্য পথ প্রদর্শক রয়েছে। (৮) আল্লাহ জানেন নারীরা তাদের গর্ভে যা ধারণ করে এবং

تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝ عٰلِمُ الْغَيْبِ

তাগীদ্বুল আরহ্বা-মু ওয়ামা- তায্দা-দু ; ওয়া কুল্লু শাইয়িন্ 'ইন্দাহূ বিমিক্বদা-র্। ৯। 'আ-লিমুল্ গাইবি
জরায়ুতে যা সংকুচিত ও বর্ধিত হয়। আর তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। (৯) তিনি সকল অদৃশ্য ও দৃশ্যমান

وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ

ওয়াশ্ শাহা-দাতিল্ কাবীরুল মুতা'আ-ল্। ১০। সাওয়া—উম্ মিন্কুম্ মান্ আসার্রাল্ ক্বাওলা ওয়া মান্ জ্বাহারা বিহী
বিষয়ে অবগত আছেন, তিনি সর্বোচ্চ ও সুমহান। (১০) তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা প্রকাশ্যে কথা বলুক, রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন

وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ۝ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ

ওয়া মান্ হুওয়া মুস্তাখ্ফিম্ বিল্লাইলি ওয়া সা-রিবুম্ বিন্নাহা-র্। ১১। লাহূ মু'আক্কিবা-তুম্ মিম্ বাইনি ইয়াদাইহি
করুক কিংবা দিনে প্রকাশ্যে বিচরণ করুক- তাঁর কাছে সবই সমান ব্যাপার। (১১) মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী রয়েছে।

وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا

ওয়া মিন্ খাল্ফিহী ইয়াহ্ফাজূনাহূ মিন্ আম্রিল্লা-হি ; ইন্নাল্ লা-হা লা-ইউগায়্যিরু মা- বিক্বাওমিন্ হ্বাত্তা- ইউগায়্যিরূ মা-
আল্লাহর নির্দেশে তারা তাদের হেফাজত করে। আল্লাহ্ অবশ্যই কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না- যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন

✪ টীকা (আঃ ৭) ঃ এ আয়াতে 'হাদী' শব্দটি নবী ও নায়েবে নবীর ব্যাপক অর্থে গৃহীত হয়েছে। কাজেই সকল দেশে নবীর আগমণ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় না। সুতরাং উপমহাদেশে কোন পথ প্রদর্শক এসে থাকলে তাঁর নবী হওয়া অনিবার্য নয়। আবার হওয়াও বিচিত্র নয়। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ১১) ঃ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, প্রত্যেকের সাথেই কিছু হেফাজতকারী ফেরেশতা থাকে। কোন প্রাচীর যাতে তার উপর ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে যাতে কোন গর্তে পড়ে না যায়, কোন মানুষ এবং জীব জন্তু দ্বারা যাতে সে আক্রান্ত না হয়- এসকল বিষয়ে ফেরেশতারা তাকে রক্ষা করে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যখন কাউকে বিপদে আক্রান্ত করার হুকুম জারী হয়, তখন ফেরেশতারা সেখানে আর থাকে না।' (আবু দাউদ)

بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ

বিআনফুসিহিম্ ; ওয়া ইযা~আরা-দাল্লা-হু বিক্বাওমিন্ সূ—আন্ ফালা-মারাদ্দা লাহূ, ওয়ামা- লাহুম্ মিন্ দূনিহী মিওঁ

করে। কোন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু কামনা করেন তবে তা প্রতিহত করার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবকও

وَّالٍ ﴿۱۱﴾ هُوَ الَّذِیْ یُرِیْکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّیُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿ۚ۱۲﴾

ওয়া-ল্। ১২। হুওয়াল্লাযী ইউরীকুমুল্ বারক্বা খাওফাওঁ ওয়া ত্বামা'আওঁ ওয়া ইউনশিউস্ সাহ্বা-বাছ ছিক্বা-ল্।

নেই। (১২) তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুতালোক দেখান- যা ভয় ও আশার সঞ্চার করে এবং তিনি ভারী মেঘমালা উত্থিত করেন।

﴿۱۳﴾ وَیُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِکَۃُ مِنْ خِیْفَتِهٖ ۚ وَیُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

১৩। ওয়া ইউসাব্বিহুর্ রা'দু বিহ্বাম্দিহী ওয়াল মালা—ইকাতু মিন্ খীফাতিহী, ওয়া ইউর্সিলুছ্ ছ্বাওয়া-'ইক্বা

(১৩) বজ্র ও ফেরেশতারা তাঁর মহিমা ঘোষণা করে- তাঁর ভয়ে এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে

فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ یَّشَآءُ وَهُمْ یُجَادِلُوْنَ فِی اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِیْدُ الْمِحَالِ ﴿ؕ﴾

ফাইউছ্বীবু বিহা- মাই ইয়াশা—উ ওয়া হুম্ ইউজ্বা-দিলূনা ফিল্লা-হি, ওয়া হুওয়া শাদীদুল্ মিহ্বা-ল্।

তা দিয়ে আঘাত করেন। এরপরও তারা আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে, যদিও তিনি মহাশক্তিমান।

﴿۱۴﴾ لَهٗ دَعْوَۃُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا یَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُمْ بِشَیْءٍ

১৪। লাহূ দা'ওয়াতুল্ হাক্ক্বি ; ওয়াল্লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিহী লা- ইয়াস্তাজ্বীবূনা লাহুম্ বিশাইয়িন্

(১৪) সত্যের আহ্বান শুধু তাঁরই জন্য। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে আহ্বান করে, তারা তাদের আহবানে কোনই সাড়া দেয় না। তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির

اِلَّا کَبَاسِطِ کَفَّیْهِ اِلَی الْمَآءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْکٰفِرِیْنَ

ইল্লা- কাবা-সিত্বি কাফ্ফাইহি ইলাল্ মা—ই লিইয়াব্লুগা- ফা-হু ওয়ামা- হুওয়া বিবা-লিগিহী ; ওয়ামা- দু'আ—উল্ কা-ফিরীনা

মত- যে তার মুখে পানি পৌছানোর জন্য তার উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করে। অথচ পানি তার মুখে পৌছবে না। আর কাফিরদের সকল আহবান

اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ ﴿۱۵﴾ وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّکَرْهًا

ইল্লা- ফী দ্বালা-ল্। ১৫। ওয়া লিল্লা-হি ইয়াস্জুদু মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ত্বাও'আওঁ ওয়াকারহাওঁ

ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই না। (১৫) আল্লাহকে সিজদা করে আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা- ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়

সিজদাহ

وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿۱۶﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ

ওয়া জিলা-লুহুম্ বিল্ গুদুওয়্যি ওয়াল্ আ-ছ্বা-ল্। ১৬। কুল্ মার্ রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ; কুলিল্লা-হু ;

এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে সিজদা করে থাকে। (১৬) বলুন, 'আসমান ও যমীনের পালনকর্তা কে ?' বলুন, আল্লাহ্।'

قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِیَآءَ لَا یَمْلِکُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ

কুল আফাত্তাখাযতুম মিন্ দূনিহী ~আওলিয়া—আ লা-ইয়াম্লিকূনা লিআনফুসিহিম্ নাফ্'আওঁ ওয়ালা- দ্বাররা- ;

জিজ্ঞেস করুন, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহন করেছ- যারা নিজেদেরই উপকার বা অপকার করতে সক্ষম নয় ?'

সিজদাহ্ ৩

قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ ۬ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ

কুল্ হাল্ ইয়াস্তাওয়িল্ আ'মা- ওয়াল্ বাছ্বীরু ; আম্ হাল্ তাস্তাওয়িজ্ জুলুমা-তু ওয়ান্নূরু,

বলুন, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক ?' তবে কি তারা

اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَکَآءَ خَلَقُوْا کَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ

আম জ্বা'আলূ লিল্লা-হি শুরাকা—আ খালাকূ কাখাল্ক্বিহী ফাতাশা-বাহাল্ খাল্কু 'আলাইহিম্ ; কুলিল্লা-হু খা-লিকু

আল্লাহর জন্য এমন অংশীদার সাব্যস্ত করেছে- যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে তাদের সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে ? বলুন, 'আল্লাহই

کُلِّ شَیْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۶﴾ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِیَۃٌۢ

কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া হুওয়াল্ ওয়া-হ্বিদুল্ ক্বাহ্হা-র্। ১৭। আন্‌ঝালা মিনাস্ সামা—ই মা—আন্ ফাসা-লাত আও দিয়াতুম

সকল বস্তুর স্রষ্টা, তিনি এক ও পরাক্রমশালী। (১৭) তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকা সমূহ তার পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয়।

بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا رَّابِیًا ؕ وَمِمَّا یُوْقِدُوْنَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ

বিক্বাদারিহা- ফাহ্বতামালাস সাইলু ঝাবাদার্ রা-বিয়ান ; ওয়া মিম্মা-ইউক্বিদূনা 'আলাইহি ফিন্না-রিব্

তারপর সেই প্লাবন তার ফেনা-রাশি (আবর্জনা) বহন করে। আর যখন অলঙ্কার অথবা তৈজসপত্র তৈরীর জন্য কোন কিছু অগ্নিতে

ابْتِغَآءَ حِلْیَۃٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ کَذٰلِکَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۬ؕ

তিগা—আ হ্বিল্‌ইয়াতিন্ আও মাতা-'ইন্ ঝাবাদুম মিছ্‌লুহূ ; কাযা-লিকা ইয়াদ্বরিবুল্লা-হুল্ হাক্ক্বা ওয়াল বা-ত্বিলা ;

উত্তপ্ত করা হয়, তখন তাতেও অনুরূপে ফেনা-রাশি (আবর্জনা) থাকে। এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন।

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْاَرْضِ ؕ

ফাআম্মায্ ঝাবাদু ফাইয়াযহাবু জুফা—আন্, ওয়া আম্মা- মা-ইয়ান্‌ফা'উন্না-সা ফাইয়াম্কুছু ফিল আর্দ্বি ;

অতঃপর তার ফেনাগুলো (আবর্জনা) ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা যমীনে রয়ে যায়।

کَذٰلِکَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿ؕ۱۷﴾ لِلَّذِیْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰی ؕ

কাযা-লিকা ইয়াদ্বরিবুল্লা-হুল্ আম্‌ছা-ল। ১৮। লিল্লাযীনাস্তাজ্বা-বূ লিরাব্বিহিমুল্ হুস্‌না- ;

এভাবে আল্লাহ্ উপমা প্রদান করেন। (১৮) কল্যাণ তাদের জন্য যারা তাদের প্রভুর নির্দেশ পালন করে। আর যারা তাঁর নির্দেশ পালন করে না,

وَالَّذِیْنَ لَمْ یَسْتَجِیْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ

ওয়াল্লাযীনা লাম্ ইয়াস্তাজ্বীবূ লাহূ লাও আন্না লাহুম্ মা-ফিল্ আরদ্বি জ্বামী'আওঁ ওয়া মিছ্‌লাহূ মা'আহূ

যদি তাদের কাছে পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই থাকত এবং এর সাথে সমপরিমাণ আরও কিছু থাকত, তবে তারা মুক্তিপণ স্বরূপ তা

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৭) ঃ انزل من السماء - এখানে "নুযূলে কুরআন" (কুরআনের অবতীর্ণ)-কে বৃষ্টিপাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বৃষ্টির দ্বারা যেমন সাধারণভাবে সকলে উপকৃত হয়ে থাকে, কুরআনের উপকারিতাও সকলের জন্যই সমান এবং وادی (উপত্যকার) তুলনা অন্তরের সাথে। যেমনিভাবে বৃষ্টির পানি উপত্যকায় গিয়ে পৌছে, তেমনিভাবে কুরআন এবং ঈমান মুমিনের অন্তরে স্থায়িত্ব পায় ও শান্তি অনুভব করে। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৭) ঃ فاما الزبد - বাতিলের (কাফিরদের) উদাহরণও ফেনার ন্যায়। ফেনা যেমনি আস্তে আস্তে পানির সাথে মিশে যায় অথবা বায়ুর সাথে উড়ে যায়। বাতিলও তেমনি স্থায়িত্ব হয় না, আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায়। (কুঃ কারীম)

لا فتدوا به ۖ أولئك لهم سوء الحساب ۙ ومأوىهم جهنم ۖ وبئس

লাফতাদাও বিহী ; উলা—ইকা লাহুম্ সূ—উল্ হ্বিসা-ব্ ওয়ামা'ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নামু ; ওয়া বি'সাল্

দিয়ে দিত। তাদের হিসাব হবে অত্যন্ত কঠোরভাবে এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস। আর তা কতইনা নিকৃষ্টতম

المهاد ⑱ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ۚ

মিহা-দ্। ১৯। আফামাইঁ ইয়া'লামু আন্নামা~উনযিলা ইলাইকা মির্ রাব্বিকাল্ হ্বাক্কু কামান্ হুওয়া আ'মা-;

বাসস্থান ! (১৯) আর যে ব্যক্তি জানে- আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা সত্য, আর যে জ্ঞানান্ধ- তারা কি সমান ?

إنما يتذكر أولوا الألباب ⑲ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون

ইন্নামা- ইয়াতাযাক্কারু উলুল্ আল্বা-ব্। ২০। আল্লাযীনা ইউফূনা বি'আহ্দিল্লা-হি ওয়ালা- ইয়ানকুদ্বূনাল্

তারাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে যারা বোধশক্তি সম্পন্ন, (২০) যারা আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

الميثاق ⑳ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم

মীছা-ক্ব। ২১। ওয়াল্লাযীনা ইয়াছ্বিলূনা মা~আমারাল্লা-হু বিহী~আইঁ ইউছ্বালা ওয়া ইয়াখ্শাওনা রাব্বাহুম্

করে না। (২১) আর আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুন্ন রাখে, তাদের প্রতিপালককে ভয় করে;

ويخافون سوء الحساب ㉑ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا

ওয়া ইয়া খা-ফূনা সূ—আল্ হ্বিসা-ব্। ২২। ওয়াল্লাযীনা ছ্বাবারুব্ তিগা—আ ওয়াজ্বহি রাব্বিহিম ওয়া আক্বা-মুছ্

এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে। (২২) আর যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে, যথাযথভাবে

الصلوة وأنفقوا مما رزقنهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة

ছ্বালা-তা ওয়া আন্ফাকু মিম্মা- রাযাক্বনা-হুম সিররাওঁ ওয়া 'আলা-নিয়াতাওঁ ওয়া ইয়াদ্রাউনা বিলহ্বাসানাতিস্ সায়্যিআতা

নামায পড়ে, আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল কাজ করে-

أولئك لهم عقبى الدار ㉒ جنت عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم

উলা—ইকা লাহুম্ 'উক্ববাদ্ দা-র্। ২৩। জ্বান্না-তু 'আদ্নিইঁ ইয়াদ্খুলূনাহা- ওয়া মান্ ছ্বালাহ্বা মিন্ আ-বা—ইহিম্

এদের জন্যই রয়েছে শেষ দিবসের আবাস-গৃহ (২৩) তা হলো অনন্তকালের জান্নাত, এতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী ও

وأزواجهم وذريتهم والملئكة يدخلون عليهم من كل باب ㉓ سلم

ওয়া আয্ওয়া-জ্বিহিম্ ওয়াযুররিয়্যা-তিহিম্ ওয়াল্ মালা—ইকাতু ইয়াদ্খুলূনা 'আলাইহিম মিন্ কুল্লি বা-ব্। ২৪। সালা-মুন্

সন্তান-সন্তুতিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও তাতে প্রবেশ করবে এবং ফেরেশতারা তাদের কাছে প্রত্যেক দরজা দিয়ে উপস্থিত হবে, (২৪) আর বলবে,

عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ㉔ والذين ينقضون عهد الله

'আলাইকুম্ বিমা- ছ্বাবার্তুম্ ফানি'মা 'উক্ববাদ্ দা-র্। ২৫। ওয়াল্লাযীনা ইয়ান্কুদ্বূনা 'আহ্দাল্লা-হি

তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে, আর তোমাদের এ পরিণাম গৃহ কতই না উত্তম ! (২৫) যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার

من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في

মিম্ বা'দি মীছা-ক্বিহী ওয়া ইয়াক্বত্বা'উনা মা~আমারাল্লা-হু বিহী~আইঁ ইউছ্বালা ওয়া ইউফ্সিদূনা ফিল্

করার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে,

الأرض ۙ أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ㉕ الله يبسط الرزق

আর্দ্বি উলা—ইকা লাহুমুল্ লা'নাতু ওয়া লাহুম্ সূ—উদ্ দা-র্। ২৬। আল্লা-হু ইয়াব্সুত্বুর্ রিয্ক্বা

. তাদের জন্যই রয়েছে অভিশাপ এবং নিকৃষ্টতম আবাস। (২৬) আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক

لمن يشاء ويقدر ۚ وفرحوا بالحيوة الدنيا ۖ وما الحيوة الدنيا في الآخرة

লিমাইঁ ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াক্বদিরু ; ওয়া ফারিহ্বূ বিলহ্বায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-; ওয়ামাল্ হ্বাইয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া- ফিল্ আ-খিরাতি

বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক কমিয়ে দেন; কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত। অথচ পার্থিব জীবন তো পরকালের তুলনায় খুবই

إلا متاع ㉖ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ۚ قل

ইল্লা- মা'তা-উ। ২৭। ওয়া ইয়াক্বূলুল্ লাযীনা কাফারূ লাওলা~উন্‌যিলা 'আলাইহি আ-য়াতুম্ মির্ রাব্বিহী ; কুল্

তুচ্ছ বিষয় ! (২৭) কাফেররা বলে, 'তার প্রতি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন নাযিল হয়নি ?' বলুন,

إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ㉗ الذين آمنوا وتطمئن

ইন্নাল্লা-হা ইউদ্বিল্লু মাইঁ ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াহ্দী~ইলাইহি মান্ আনা-ব্। ২৮। আল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া তাত্বমাইন্নু

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং তিনি তাকে নিজের দিকে পথ প্রদর্শন করেন- যে তাঁর অভিমুখী হয়; (২৮) 'যারা ঈমান আনে এবং

قلوبهم بذكر الله ۗ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ㉘ الذين آمنوا وعملوا

কুলূবুহুম্ বিযিকরিল্লা-হি : 'আলা- বিযিক্‌রিল্লা-হি তাত্বমাইন্‌নুল্ কুলূব্। ২৯। আল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুছ্

আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ- আল্লাহ্‌র স্মরণেই কেবল অন্তর প্রশান্ত হয় ; (২৯) 'যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে,

الصلحت طوبى لهم وحسن مآب ㉙ كذلك أرسلنك في أمة قد خلت

ছ্বা-লিহ্বা-তি ত্বুবা- লাহুম্ ওয়া হ্বুস্‌নু মাআ-ব্। ৩০। কাযা-লিকা আর্সাল্‌না-কা ফী~উম্মাতিন্ ক্বাদ খালাত্

স্বাচ্ছন্দ এবং চমৎকার বাসস্থান তাদের জন্য রয়েছে। (৩০) এভাবেই আপনাকে আমি পাঠিয়েছি এমন এক জাতির প্রতি, যাদের পূর্বে বহু জাতি অতীত

من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن ۚ

মিন্ ক্বাব্‌লিহা~উমামুল্ লিতাত্‌লুওয়া 'আলাইহিমুল্লাযী~আওহ্বাইনা~ইলাইকা ওয়াহুম্ ইয়াক্‌ফুরূনা বিররাহ্বমা-নি ;

হয়ে গেছে- যাতে আপনি তাদেরকে তা শুনিয়ে দেন যা আপনাকে আমি ওহী করেছি। এরপরও তারা করুণাময়কে অস্বীকার করে।

○ টীকা (আঃ ২৬) ঃ উপরে একটি আয়াতে আল্লাহ নেককারদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আর বদ্‌কারদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তাদের বাসস্থান জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন। এস্থলে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, পৃথিবীতে দেখা যায়, অনেক বদলোক সুখে শান্তিতে বসবাস করছে এবং অনেক নেকলোক নানান কষ্টে জীবন যাপন করছে, এর কারণ কি? এ সন্দেহ নিরসন করে আল্লাহ তাআলা এখানে বলেছেন, দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ-কষ্ট নেক আমল ও বদ আমলের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং নেক আমল ও বদ আমলের জন্য পরকালে বিশেষ পুরস্কার এবং শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট, সুখ-স্বাচ্ছন্দাও ক্ষণস্থায়ী। (বঃ কোঃ)

قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا

কুল্ হুওয়া রাব্বী লা~ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া, 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি মাতা-ব্। ৩১ ; ওয়া লাও আন্না কুরআ-নান্

বলুন, 'তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তাঁরই উপরই আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।' (৩১) যদি কুরআন

سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ

সুয়্যিরাত্ বিহিল্ জ্বিবা-লু আও কুত্ত্বি'আত্ বিহিল্ আর্দ্বু আও কুল্লিমা বিহিল্ মাওতা- ; বাল্ লিল্লা-হিল্

এমন হত, যার দ্বারা পাহাড়কে হটানো যেত বা যমীনকে বিদীর্ণ করা যায় অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যায় (তবুও তারা এতে বিশ্বাস করত না); বরং

الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ

আম্রু জ্বামী'আন্ ; আফালাম্ ইয়াইআসিল্ লাযীনা আ-মানূ~আল্লাও ইয়াশা—উল্ লা-হু লাহাদান্না-সা

সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্র এখতিয়ারে। তবে কি ঈমানদারা এব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকলকে তিনি সুপথ দেখাতে

جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ

জ্বামী'আন্ ; ওয়ালা- ইয়াযা-লুল্লাযীনা কাফারূ তুছীবুহুম বিমা- ছানা'উ ক্বা-রি'আতুন্ আও তাহুল্লু

পারতেন। আর কাফেরদের কর্মফলের কারণে তারা সবসময় আঘাত পেতেই থাকবে কিংবা তাদের ঘরের আশেপাশেই বিপর্যয়

قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۠

ক্বারীবাম্ মিন্ দা-রিহিম্ হাত্তা- ইয়া'তিয়া ওয়া'দুল্লা-হি ; ইন্নাল্ লা-হা লা-ইউখলিফুল্ মী'আ-দ্।

আঘাত করবে- যে পর্যন্ত না আল্লাহর ওয়াদা সমাগত হয়। নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

৪ ع ১০ রুকূ

﴿٣١﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ

৩২। ওয়া লাক্বাদিস্ তুহ্যিআ বিরুসুলিম্ মিন্ ক্বাবলিকা ফাআম্লাইতু লিল্লাযীনা কাফারূ ছুম্মা আখায্তুহুম,

(৩২) আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। অতঃপর কাফেরদেরকে আমি কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম;

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾ اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ

ফাকাইফা কা-না 'ইক্বা-ব্। ৩৩। আফামান্ হুওয়া ক্বা—ইমুন্ 'আলা- কুল্লি নাফসিম্ বিমা-কাসাবাত্, ওয়া জ্বা'আলূ লিল্লা-হি

সুতরাং কেমন ভয়ংকর ছিল আমার শাস্তি? (৩৩) আর যিনি প্রত্যেকের কার্যাবলি লক্ষ্য করেন, তিনি কি তাদের সমান যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে

شُرَكَآءَ ؕ قُلْ سَمُّوْهُمْ ؕ اَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ

শুরাকা—আ ; কুল সাম্মূহুম্ ; আম্ তুনাব্বিউনাহূ বিমা- লা-ইয়া'লামু ফিল্ আরদ্বি আম্ বিজা-হিরিম্ মিনাল্

শরীক করে? বলুন, 'তাদের পরিচয় দাও অথবা তোমরা কি পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও যা তিনি জানেন না? না- তোমরা অনর্থক কথা-বার্তা

الْقَوْلِ ؕ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ

ক্বাওলি; বাল্ যুইয়্যিনা লিল্লাযীনা কাফারূ মাক্রুহুম্ ওয়াছুদ্দূ 'আনিস্ সাবীলি ; ওয়া মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু

বলছ'? বরং কাফেরদের প্রতারণা তাদের কাছে শোভনীয় করা হয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন,

فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ

ফামা-লাহূ মিন হা-দ্। ৩৪। লাহুম্ 'আযা-বুন্ ফিল্ হায়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ওয়ালা 'আযা-বুল্ আ-খিরাতি আশাক্কু,

তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। (৩৪) তাদের জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে আযাব এবং পরকালের আযাব তো আরো কঠোর।

وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ تَجْرِيْ

ওয়ামা- লাহুম্ মিনাল্লা-হি মিওঁ ওয়া-ক্ব্। ৩৫। মাছালুল্ জ্বান্নাতিল লাতী উ'ইদাল্ মুত্তাকূনা ; তাজ্বরী

আল্লাহ্র আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই। (৩৫) যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে, তার উপমা হলো, তার

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى

মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু ; উকুলুহা- দা—ইমুঁও ওয়াজিললুহা-; তিল্কা 'উক্ববাল্লাযী নাত্তাক্বাওঁ ওয়া 'উক্ববাল্

পাদদেশে নদী প্রবাহিত হয়, তার ফলসমূহ ও তার ছায়া চিরস্থায়ী। এই জান্নাত তাদের জন্যই যারা মুত্তাকী- তাদের কর্মফলের কারণে এবং কাফিরদের

الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ

কা-ফিরীনান্ না-র্। ৩৬। ওয়াল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতা-বা ইয়াফ্রাহূনা বিমা~উনযিলা ইলাইকা

কর্মফল জাহান্নাম। (৩৬) আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা আপনার প্রতি যা নাযিল হয় তাতে আনন্দিত হয়; কিন্তু কয়েকটি দল তার

وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ

ওয়া মিনাল আহ্যা-বি মাই ইউন্কিরু বা'দ্বাহূ ; কুল্ ইন্নামা~উমির্তু আন আ'বুদাল্লা-হা ওয়ালা~

কিছু অংশ অস্বীকার করে। বলুন, 'আমি আল্লাহ্র ইবাদত করতে এবং তাঁর কোন শিরিক না করতে আদিষ্ট

اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ

উশ্রিকা বিহী ; ইলাইহি আদ্'উ ওয়া ইলাইহি মাআ-ব্। ৩৭। ওয়া কাযা-লিকা আন্যাল্না-হু হুক্মান্ 'আরাবিয়্যান্ ;

হয়েছি। আমি তাঁরই প্রতি সকলকে ডাকি এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন। (৩৭) এভাবে আমি আরবী ভাষায় এই কুরআনকে

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ

ওয়ালাইনিত তাবা'তা আহ্ওয়া—আহুম্ বা'দা মা-জ্বা—আকা মিনাল্ 'ইল্মি মা-লাকা মিনাল্লা-হি মিওঁ

নাযিল করেছি এক নির্দেশ স্বরূপ। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর আপনি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন, তবে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে আপনার কোন

وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا

ওয়ালিয়্যিওঁ ওয়ালা- ওয়া-ক্ব্। ৩৮। ওয়া লাক্বাদ্ আরসাল্না- রুসুলাম্ মিন্ ক্বাব্লিকা ওয়া জ্বা'আল্না- লাহুম্ আয্ওয়া-জ্বাওঁ

সাহায্যকারী ও রক্ষক থাকবে না (৩৮) আপনার পূর্বেও অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম।

○ **টীকা (আঃ ৩৭) ঃ** অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে বলে দিন, আহকাম দ্বিবিধ, মৌলিক ও শাখাগত : মৌলিক বিষয়ে তোমাদের মতভেদ থাকলে তা ভুল। কেননা, সমস্ত শরীআতের মৌলিক বিষয় এক। আমি সে মৌলিক বিষয়ের অনুসরণ করতেই আদিষ্ট হয়েছি। অর্থাৎ, তাওহীদ, রেসালাত ও পুনরুত্থান, এ তিনটি বিষয়ই ধর্মের মৌলিক বিষয়। ইহুদী, নাছারারা অবশ্য মোটামুটিভাবে এ তিনটি বিষয় স্বীকার করে। (বঃ কোঃ) ○ **টীকা (আঃ ৩৭) ঃ** আরবী ভাষায় উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায়, হুযূর (স) আরব দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে কোরআন আরবীতে নাযিল হয়েছে। প্রত্যেক নবীর প্রতি তদীয় ভাষাতেই কিতাব নাযিল হয়েছে। (বঃ কোঃ)

وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝

ওয়া যুররিয়্যাতান্ ; ওয়ামা- কা-না লিরাসূলিন্ আই ইয়া'তিয়া বিআ-য়াতিন ইল্লা- বিইয্নিল্লা-হি ; লিকুল্লি আজ্বালিন কিতা-ব্।

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন আয়াত উপস্থিত করা যে কোন রাসূলের সাধ্যের বাইরে। আর প্রত্যেক কালের জন্য নির্ধারিত বিধান রয়েছে।

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝٣٩ وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي

৩৯। ইয়ামহুল্লা-হু মা- ইয়াশা—উ ওয়া ইউছ্বিতু ওয়া 'ইনদাহূ উম্মুল্ কিতা-ব্। ৪০। ওয়া ইম্মা- নুরিইয়ান্নাকা বা'দ্বাল্লাযী

(৩৯) আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা বাতিল করে দেন এবং যা ইচ্ছা করেন, তা সুদৃঢ় রাখেন এবং তাঁর কাছেই রয়েছে মূল কিতাব। (৪০) তাদের সাথে যে আযাবের ওয়াদা

نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝٤٠ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا

না'ইদুহুম্ আও নাতাওয়াফ্ফাইয়ান্নাকা ফাইন্নামা- 'আলাইকাল্ বালা-গু ওয়া 'আলাইনাল হ্বিসা-ব্। ৪১। আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্না-

করেছি তার কিছু যদি আপনাকে দেখাই বা যদি আপনার মৃত্যু ঘটাই- আপনার কর্তব্য তো প্রচার করা এবং আমার দায়িত্ব হলো হিসাব নেয়া। (৪১) তারা কি দেখে না-

نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ

না'তিল্ আরদ্বা নানকুছুহা- মিন্ আত্বরা-ফিহা-; ওয়াল্লা-হু ইয়াহ্বকুমু লা-মু'আক্বক্বিবা লিহ্বুকমিহী ; ওয়া হুওয়া সারী'উল্

আমি পৃথিবীকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আসছি ? 'আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ পশ্চাদে নিক্ষেপ করার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে

الْحِسَابِ ۝٤١ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ

হ্বিসা-ব। ৪২। ওয়া ক্বাদ্ মাকারাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ফালিল্লা-হিল্ মাক্রু জ্বামী'আন ; ইয়া'লামু মা-তাকসিবু

অত্যন্ত তৎপর। (৪২) তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করেছিল; কিন্তু সমস্ত কৌশল তো আল্লাহর হাতেই আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই

كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۝٤٢ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ

কুল্লু নাফ্সিন্ ; ওয়া সাইয়া'লামুল্ কুফ্ফা-রু লিমান্ 'উক্ববাদ্ দা-র্। ৪৩। ওয়া ইয়াক্বূলুল্লাযীনা কাফারূ লাসতা

যা করে তা তিনি জানেন এবং পরকালের আবাসগৃহ কাদের জন্য তা কাফেররা শীঘ্রই জানতে পারবে। (৪৩) আর কাফেররা বলে, 'আপনি আল্লাহর

مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

মুর্সালান ; কুল্ কাফা-বিল্লা-হি শাহীদাম্ বাইনী ওয়া বাইনাকুম্ ওয়া মান্ 'ইন্দাহূ 'ইল্মুল্ কিতা-ব্।

প্রেরিত নন।' বলুন, 'আল্লাহ্ এবং যাদের নিকট তাঁর কিতাব আছে তারাই আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

৬ রুকূ ১২

সূরা ইবরা-হীম
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫২
রুকূ ঃ ৭

الر ۚ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ

১। আলিফ্ লা—ম্ রা-, কিতা-বুন্ আনযাল্না-হু ইলাইকা লিতুখ্রিজ্বান্না-সা মিনাজ্ জুলুমা-তি ইলান্ নূরি, বিইয্নি

(১) আলিফ লাম্ রা , এটি সেই কিতাব, যা আপনার প্রতি নাযিল করেছি– যাতে আপনি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন–

رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝١ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

রাব্বিহিম্ ইলা- ছিরা-ত্বিল্ 'আযীযিল্ হ্বামীদ। ২। আল্লা-হিল্লাযী লাহূ মা- ফিস সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল

তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে তাঁরই পথের দিকে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসনীয়। (২) তিনি আল্লাহ্, আকাশ মণ্ডলী ও ভূমণ্ডলে যা কিছু

الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝٢ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ

আরদ্বি ; ওয়া ওয়াইলুল্লিল্ কা-ফিরীনা মিন্ 'আযা-বিন শাদীদ। ৩। আল্লাযীনা ইয়াস্তাহ্বিব্বূনাল্

আছে সমস্ত কিছুই তাঁর। আর কাফেরদের দুর্ভোগ হোক, যাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। (৩) যারা পার্থিব জীবনকে

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ

হ্বায়া-তাদ দুন্ইয়া- 'আলাল্ আ-খিরাতি ওয়া ইয়াছুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ওয়া ইয়াব্গূনাহা- 'ইওয়াজ্বান্ ;

পরকালের উপর প্রাধান্য দেয়, (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর (সরল) পথে বক্রতা অনুসন্ধান করে,

أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝٣ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ

উলা—ইকা ফী দ্বালা-লিম্ বা'ঈদ্। ৪। ওয়ামা~আর্সাল্না- মির্ রাসূলিন্ ইল্লা- বিলিসা-নি ক্বাওমিহী লিইউবায়্যিনা লাহুম্ ;

তারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (৪) আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদেরকে পরিষ্কারভাবে যাতে বোঝাতে পারে!

فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٤ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

ফাইউদ্বিল্লুল্লা-হু মাই ইয়াশা—উ ; ওয়া ইয়াহ্দী মাই ইয়াশা—উ ; ওয়াহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হ্বাকীম্। ৫। ওয়া লাক্বাদ আর্সাল্না-

অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (৫) মূসাকে আমি আমার

مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ

মূসা- বিআ-য়া-তিনা~আন্ আখ্রিজ্ব ক্বাওমাকা মিনাজ্ জুলুমা-তি ইলান নূরি ; ওয়া যাক্কির্ হুম্

নিদর্শনসমূহসহ পাঠিয়ে বলেছিলাম, 'আপনার সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে নিয়ে আসুন এবং তাদেরকে আল্লাহর

بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ

বিআইয়্যা-মিল্ লা-হি ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিন লিকুল্লি ছ্বাব্বা-রিন্ শাকূর্। ৬। ওয়া ইয্ ক্বা-লা মূসা-

নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করান।' নিশ্চয় অধিক ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। (৬) স্মরণীয় সে সময় যখন, মূসা তার

لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

লিক্বাওমিহিয্ কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম্ ইয্ আন্জ্বা-কুম্ মিন্ আ-লি ফির্'আওনা ইয়াসূমূনাকুম্

কওমকে বলেছিলেন, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন ফেরাওনের পরিষদবর্গের

سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ

সূ—আল্ 'আযা-বি ওয়া ইউযাব্বিহূনা আব্না—আকুম্ ওয়া ইয়াস্তাহ্ইউনা নিসা—আকুম্ ; ওয়া ফী যা-লিকুম

কবল থেকে, যারা তোমাদেরকে শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। আর এতে ছিল তোমাদের

بلاء من ربكم عظيم ﴿٧﴾ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم

বালা—উম্ মির রাব্বিকুম 'আজীম্। ৭। ওয়া ইয্ তাআয্‌যানা রাব্বুকুম লাইন্ শাকারতুম্ লা-আযীদান্নাকুম্

প্রভুর পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা।' (৭) স্মরণ কর, 'যখন তোমাদের প্রভু ঘোষণা করেন- তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই আরো অধিক দেব,

ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ﴿٨﴾ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن

ওয়ালাইন্ কাফারতুম্ ইন্না 'আযা-বী লাশাদীদ্। ৮। ওয়া ক্বা-লা মূসা~ইন তাকফুরূ~আন্‌তুম্ ওয়া মান্

আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার আযাব হবে কঠোর।' (৮) আর মূসা বলেছিলেন, 'তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও,

في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ﴿٩﴾ ألم يأتكم نبؤا الذين من

ফিল্ আর্‌দ্বি জ্বামী'আন, ফাইন্নাল্লা-হা লাগানিইয়্যুন হ্বামীদ্। ৯। আলাম্ ইয়া'তিকুম্ নাবাউল্লাযীনা মিন্

তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসনীয়।' (৯) 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী

قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

ক্বাব্‌লিকুম্ ক্বাওমি নূহ্বিওঁ ওয়া 'আ-দিওঁ ওয়া ছামূদা ; ওয়াল্লাযীনা মিম্ বা'দিহিম্ লা-ইয়া'লামুহুম্ ইল্লাল্লা-হ্ ;

কওমে নূহ্, কওমে আ'দ ও কওমে সামুদের এবং তাদের পরবর্তীদের সংবাদ পৌঁছেনি ? তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।

جاءتهم رسلهم بالبينت فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا

জ্বা—আত্‌হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ফারাদ্দূ~আইদিইয়াহুম্ ফী~আফওয়া-হিহিম্ ওয়া ক্বা-লূ~ইন্না- কাফারনা-

তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ তাদের রাসূল এসেছিল, তারা তাদের কথায় তাদের হাত তাদের মুখের উপর রাখত এবং বলত, 'যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ-

بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ﴿١٠﴾ قالت رسلهم

বিমা~উরসিল্‌তুম্ বিহী ওয়া ইন্না- লাফী শাক্কিম্ মিম্মা- তাদ্'উনানা~ইলাইহি মুরীব্। ১০। ক্বা-লাত্ রুসুলুহুম্

আমরা তা অবিশ্বাস করি এবং যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ তাতে আমরা অবশ্যই ঘোরতর সন্দেহে রয়েছি। (১০) তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলেছিল,

أفي الله شك فاطر السموت والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم

আফিল্ লা-হি শাক্কুন্ ফা-ত্বিরিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ; ইয়াদ্'উকুম্ লিয়াগ্‌ফিরালাকুম্ মিন্ যুনূবিকুম্

'আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে ? যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা! তিনি তাঁর দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করেন তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করার জন্য

ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن

ওয়া ইউআখ্‌খিরাকুম্ ইলা~আজ্বালিম্ মুসাম্মান্ ; ক্বা-লূ~ইন্ আন্‌তুম্ ইল্লা- বাশারুম্ মিছ্‌লুনা- ; তুরীদূনা আন্

এবং এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্য।' তারা বলত 'তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসনা

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৯) ঃ ……… فردوا ايديهم - মুফাস্সিরগণ এর বিভিন্ন অর্থ বলেছেন- (১) তারা তাদের হাত নিজেদের মুখের উপর রেখে দিয়ে বলত, "আমাদের তো একটিই কথা যে, আমরা তোমার নবুওয়াতের অস্বীকারকারী"। (২) তারা তাদের আংগুলগুলো দ্বারা মুখে দিকে ইংগিত করে বলত, "চুপ থাক, এই যে পয়গাম (দাওয়াত) নিয়ে এসেছে সেদিকে ফিরেও তাকাবে না।" (৩) তারা ঠাট্টা করে তাদের হাত মুখের উপর রাখত। যেমন অনেকে হাসি দাবিয়ে রাখার জন্য এমন করে থাকে। (৪) তারা তাদের হাত রাসলূগণের মুখের উপর রাখত এবং বলত "চুপ থাক"। (৫) অথবা ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের হাত মুখে রাখত। (কুঃ কারীম)

تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطن مبين ﴿١١﴾ قالت لهم رسلهم

তাছুদ্দূনা 'আম্মা- কা-না ইয়া'বুদু আ-বা—উনা- ফা'তূনা বিসুল্‌ত্বা-নিম্ মুবীন্। ১১। ক্বা-লাত্ লাহুম্ রুসুলুহুম্

করত তাদের উপসনা থেকে কি আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। তবে তোমরা কোন প্রমাণ নিয়ে আস।' (১১) তাদের রাসূলরা তাদেরকে বলত,

إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان

ইন্ নাহ্বনু ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্‌লুকুম্ ওয়ালা-কিন্ নাল লা-হা ইয়ামুন্নু 'আলা- মাই ইয়াশা—উ মিন্ 'ইবা-দিহী ; ওয়ামা- কা-না

'আসলে আমরা তো তোমাদেরই মত মানুষ; কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ্‌র অনুমতি

لنا أن نأتيكم بسلطن إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ○

লানা~আন্ না'তিয়াকুম বিসুল্‌ত্বা-নিন্ ইল্লা বিইয্‌নিল্লা-হি ; ওয়া 'আলাল্লা-হি ফালইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনূন্।

ছাড়া তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। আর মুমিনদের আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত।'

﴿١٢﴾ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدنا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا

১২। ওয়ামা- লানা~আল্লা- নাতাওয়াক্কাল 'আলাল্লা-হি ওয়া ক্বাদ হাদা-না- সুবুলানা- ; ওয়া লানাছ্বিরান্না 'আলা- মা~আ-যাইতুমূনা-;

(১২) আমাদের কি হয়েছে যে, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করব না ? অথচ তিনিই তো আমাদের পথ প্রদর্শক। তোমরা যে আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছ আমরা তাতে ধৈর্যধারণ করব

وعلى الله فليتوكل المتوكلون ﴿١٢﴾ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من

ওয়া 'আলাল্লা-হি ফাল্‌ইয়াতাওয়াক্কালিল্ মুতাওয়াক্কিলূন্। ১৩। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ লিরুসুলিহিম্ লানুখ্‌রিজ্বান্নাকুম্ মিন্

এবং যারা ভরসা করতে চায়- তাদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।' (১৩) কাফেররা তাদের রাসূলগণকে বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই

أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظلمين ○

আর্‌দ্বিনা~আও লাতা'উদুন্না ফী মিল্লাতিনা- ; ফাআওহ্বা~ইলাইহিম্ রাব্বুহুম্ লানুহ্‌লিকান্নাজ্ জা-লিমীন্।

বের করে দেব কিংবা আমাদের ধর্মাদর্শে তোমরা ফিরে আসবে।' অতঃপর রাসূলগণকে তাদের প্রতিপালক ওহী করলেন, জালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করে দেব।'

﴿١٣﴾ ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ○

১৪। ওয়া লানুসকিনান্নাকুমুল্ আর্‌দ্বা মিম্ বা'দিহিম্ ; যা-লিকা লিমান্ খা-ফা মাক্বা-মী ওয়া খা-ফা ওয়া'ঈদ্।

(১৪) তাদের পরে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত করব। এটা তাদের জন্য- যারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং আমার শাস্তির ভয় রাখে।

﴿١٤﴾ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ﴿١٥﴾ من ورائه جهنم ويسقى من ماء

১৫। ওয়াস্‌তাফ্‌তাহ্বূ ওয়াখা-বা কুল্লু জ্বাব্বা-রিন্ 'আনীদ্। ১৬। মিওঁ ওয়ারা—ইহী জ্বাহান্নামু ওয়া ইউস্‌ক্বা-মিম্ মা—ইন্

(১৫) আর রাসূলগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন। আর প্রত্যেক দুরাচার ও স্বৈরাচারী ব্যর্থ হয়ে গেল। (১৬) তার সম্মুখে জাহান্নাম রয়েছে, সেখানে গলিত পুঁজ

صديد ﴿١٦﴾ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو

ছ্বাদীদ্। ১৭। ইয়াতাজ্বাররা'উহূ ওয়ালা- ইয়াক্বা-দু ইউসীগুহূ ওয়া ইয়া'তীহিল্ মাওতু মিন্ কুল্লি মাকা-নিওঁ ওয়ামা- হুওয়া

পান করান হবে। (১৭) যা অতি কষ্টে ঢোক গিলে গিলে পান করবে; কিন্তু তা গিলতে পারবে না। সবদিক থেকে তার কাছে মৃত্যুযন্ত্রণা আসবে;

بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ⑱ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ

বিমায়্যিতিন ; ওয়ামিওঁ ওয়ারা—ইহী 'আযা-বুন গালীজ্ । ১৮ । মাছালুল্ লাযীনা কাফারূ বিরাব্বিহিম্ আ'মা-লুহুম্

কিন্তু সে মরবে না এবং তার সম্মুখে থাকবে আরও কঠোর আযাব। (১৮) যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের কর্মের দৃষ্টান্ত হল–

كَرَمَادِ ۣاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ

কারামা-দিনিশ্ তাদ্দাত্ বিহির্ রীহু ফী ইয়াওমিন্ 'আ-ছিফিন্ ; লা-ইয়াক্বদিরূনা মিম্মা- কাসাবূ 'আলা- শাইয়িন্ ;

ছাই ভস্মের মত, যাকে ঝড়ের দিনে প্রবল বাতাস তীব্র বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাদের উপার্জনের কোন কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারে না।

ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ⑲ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ

যা-লিকা হুওয়াদ্ব দ্বালা-লুল্ বা'ঈদ্ । ১৯ । আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা বিল্হাক্বক্বি ;

এটাই ঘোরতর বিভ্রান্তি। (১৯) তুমি কি লক্ষ্য কর নি, আল্লাহ আসমান ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন ? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ⑳ وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝

ই ইয়াশা' ইউয্হিবকুম্ ওয়া ইয়া'তি বিখালক্বিন্ জ্বাদীদ্ । ২০ । ওয়ামা-যা-লিকা 'আলাল্লা-হি বি'আযীয্ ।

অস্তিত্ব বিলুপ্তিতে নিয়ে যাবেন এবং এক নতুন সৃষ্টি উপস্থিত করবেন। (২০) আর এটা আল্লাহ্র জন্য মোটেও কঠিন নয়।

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ

২১ । ওয়া বারাযূ লিল্লা-হি জ্বামী'আন্ ফাক্বা-লাদ্ব দু'আফা—উ লিল্লাযীনাস্ তাক্বারূ~ইন্না- কুন্না- লাকুম্ তাবা'আন্ ফাহাল্

(২১) সকলেই আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হবে। তখন দুর্বলেরা সবলদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; সুতরাং তোমরা কি

اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ

আন্তুম্ মুগনূনা 'আন্না মিন্ 'আযা-বিল্লা-হি মিন শাইয়িন্ ; ক্বা-লূ লাওহাদা-নাল্লা-হু লাহাদাইনা-কুম্;

আল্লাহ্র শাস্তির কোন অংশ আমাদের থেকে হটাতে পারবে ?' তারা বলবে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথ দেখালে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথ

سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ㉒ وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا

সাওয়া—উন্ 'আলাইনা~আজ্বাযি'না~আম ছ্বাবার্না- মা- লানা- মিম্ মাহীছ্ব। ২২ । ওয়া ক্বা-লাশ্ শাইত্বা-নু লাম্মা-

দেখাতাম। এখন আমরা ধৈর্যহারা হই বা ধৈর্যশীল হই সবই সমান। আমাদের আর রেহাই নেই।' (২২) যখন কার্য বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান

৩ ১৫ রুকূ

قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ

ক্বুদ্বিয়াল্ আম্রু ইন্নাল্লা-হা ওয়া'আদাকুম্ ওয়া'দাল্ হাক্বক্বি ওয়া ওয়া'আত্তুকুম্ ফাআখ্লাফ্তুকুম্ ; ওয়ামা- কা-না লিয়া

বলবে, 'আল্লাহ্ তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন। আর আমিও ওয়াদা দিয়েছিলাম; কিন্তু আমি ওয়াদা রক্ষা করিনি। তোমাদের উপর আমার

○ **টীকা (আঃ ২১) ঃ** এক রেওয়ায়েতে আছে, একাধারে পাঁচশত বছর আযাব ভোগ করার পর জাহান্নামীরা ফরিয়াদ করে বিফল হয়ে পরবর্তী পাঁচশত বছর ধৈর্য সহকারে আযাব ভোগ করবে। কিন্তু তাতেও বিন্দুমাত্র আযাবের লাঘবতা না দেখে বলবে, হায়! আমাদের আর রেহাই নেই। (মুঃ কোঃ)

○ **টীকা (আঃ ২২) ঃ** বলপূর্বক কাউকেও পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা শয়তানের নেই। তবে অন্য উপায়ে মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু ফেরেশতার হেফাযতের কারণে তাও তারা সব সময় করতে পারে না। (বঃ কোঃ) ○ **টীকা (আঃ ২২) ঃ** একথা অতি সুস্পষ্ট যে, বিশ্বাসের দিক দিয়ে কেউই শয়তানকে আল্লাহর মর্যাদার অংশীদার মনে করে না বা তার উপাসনা করে না; বরং সকলেই তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে। কিন্তু তার আনুগত্য, দাসত্ব এবং জেনেশুনে বা অন্ধভাবে তার ভ্রান্তপথ অবশ্যই অনুসরণ করে থাকে– এ কাজকেই এখানে 'শিরিক' বলা হয়েছে। (শাঃ হিঃ)

عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا

'আলাইকুম্ মিন্ সুলত্বা-নিন্ ইল্লা~আন দা'আওতুকুম্ ফাস্তাজ্বাবতুম্ লী, ফালা- তালূমূনী ওয়ালূমূ

কোন আধিপত্য ছিল না, তবে আমি তোমাদেরকে ডেকে ছিলাম, তোমরা সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। তাই তোমরা আমাকে গালমন্দ করো না- নিজেদেরকে

اَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ

আনফুসাকুম্ ; মা~আনা বিমুছ্বরিখিকুম্ ওয়ামা~আন্তুম্ বিমুছ্বরিখিয়্যা ; ইন্নী কাফার্তু বিমা~

গালমন্দ কর। আমিও তোমাদের সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার সাহায্যকারী নও। তোমরা যে ইতিপূর্বে আমাকে আল্লাহ্র সাথে শিরিক করেছিলে–

اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ㉓ وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ

আশরাক্তুমূনি মিন্ ক্বাব্লু ; ইন্নাজ্ জা-লিমীনা লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্ । ২৩ । ওয়া উদ্খিলাল্ লাযীনা

আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।' (২৩) যারা ঈমান গ্রহণ করে ও সৎকর্ম করে–

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুছ্ ছ্বা-লিহা-তি জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা-

তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করান হবে- যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, তাদের প্রতিপালকের

بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ㉔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً

বিইযনি রাব্বিহিম্ ; তাহিয়্যাতুহুম্ ফীহা- সালা-ম্ । ২৪ । আলাম্ তারা কাইফা দ্বারাবাল্লা-হু মাছালান্ কালিমাতান্

অনুমতিক্রমে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'। (২৪) তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ কিভাবে পবিত্র বাক্যের উপমা

طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ㉕ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا

ত্বাইয়্যিবাতান্ কাশাজ্বারাতিন্ ত্বাইয়্যিবাতিন্ আছ্লুহা- ছা-বিতুঁও ওয়া ফার'উহা- ফিস্ সামা—ই। ২৫। তু'তী~উকুলাহা-

বর্ণনা করেছেন যা উৎকৃষ্ট বৃক্ষের মত? যার মূল-কান্ড সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বাকাশে বিস্তৃত, (২৫) যে বৃক্ষটি প্রত্যেক মৌসুমে

كُلَّ حِيْنٍ بِۭاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

কুল্লা হীনিম্ বিইয্নি রাব্বিহা-; ওয়া ইয়াদ্বরিবুল্লা-হুল্ আম্ছা-লা লিন্না-সি লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন্।

তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে ফল দান করে। আর আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা বর্ণনা করেন– যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ۣاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا

২৬। ওয়া মাছালু কালিমাতিন খাবীছাতিন কাশাজ্বারাতিন্ খাবীছাতি নিজ্তুছ্ছাত্ মিন্ ফাওক্বিল্ আর্দ্বি মা-লাহা-

(২৬) আর নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো– নোংরা বৃক্ষের মত, যার মূল কান্ড যমীন থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে, যার কোন

مِنْ قَرَارٍ ㉗ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

মিন্ ক্বারা-র্ । ২৭ । ইউছাব্বিতুল্লা-হুল্ লাযীনা আ-মানূ বিল্ক্বাওলিছ্ ছা-বিতি ফিল্ হায়া-তিদ্ দুন্ইয়া-

স্থায়িত্ব নেই। (২৭) আল্লাহ মুমিনদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সুদৃঢ় বাক্য দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

৪ ع ১৬ রুকূ

وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾ اَلَمْ تَرَ

ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি ওয়া ইউদ্বিল্লুল্লা-হুজ্ জা-লিমীনা, ওয়াইয়াফ্'আলুল্লা-হু মা-ইয়াশা—উ । ২৮ । আলাম্ তারা

আর জালিমদেরকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করবেন । আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন । (২৮) আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না–

اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ ۚ

ইলাল্লাযীনা বাদ্দালূ নি'মাতাল্লা-হি কুফ্রাওঁ ওয়া আহাল্লূ ক্বাওমাহুম্ দা-রাল্ বাওয়া-র্ । ২৯ । জ্বাহান্নামা,

যারা আল্লাহর নেয়ামতের বিনিময়ে কুফরী করেছে এবং তারা তাদের স্বজাতিকে পৌছিয়েছে ধ্বংসের অতলে– (২৯) জাহান্নামে,

يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ قُلْ

ইয়াছ্লাওনাহা- ; ওয়াবি'সাল্ ক্বারা-র । ৩০ । ওয়া জ্বা'আলূ লিল্লা-হি আন্দা-দাল্ লিইউদ্বিল্লূ 'আন্ সাবীলিহী ; কুল্

যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, আর তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান ! (৩০) তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করায় । বলুন,

تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

তামাত্তা'উ ফাইন্না মাছীরাকুম্ ইলান্ না-র । ৩১ । কুল লি'ইবা-দিয়াল্লাযীনা আ-মানূ ইউক্বীমুছ্ ছালা-তা

'তোমরা ভোগ করে নাও, অতঃপর তোমাদের জাহান্নামেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে ।' (৩১) আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুমিন– তাদেরকে বলুন, 'তারা

وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ

ওয়া ইউনফিক্ব মিম্মা- রাযাক্বনা-হুম্ সিররাওঁ ওয়া 'আলা-নিয়াতাম্ মিন্ ক্বাব্লি আঁই ইয়া'তিয়া ইয়াওমুল্ লা-বাই'উন্ ফীহি

যথাযথভাবে নামায কায়েম রাখুক এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক- সে দিন আসার পূর্বে, যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয়

وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣١﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

ওয়ালা- খিলা-ল্ । ৩২ । আল্লা-হুল্লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা ওয়া আন্যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আন্

ও বন্ধুত্ব থাকবে না ।'(৩২) তিনিই আল্লাহ্, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন । অতঃপর তা দিয়ে তোমাদেরকে

فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ

ফাআখ্রাজ্বা বিহী মিনাছ ছামারা-তি রিয্ক্বাল্ লাকুম্, ওয়াসাখ্খারা লাকুমুল্ ফুল্কা লিতাজ্বরিয়া ফিল্ বাহ্রি

রিযিক দানের জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন । তিনি জলযানকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন– যাতে তাঁর অনুমতিক্রমে তা সমুদ্রে বিচরণ করে

بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ

বিআম্রিহী, ওয়া সাখ্খারা লাকুমুল্ আন্হা-র্ । ৩৩ । ওয়া সাখ্খারা লাকুমুশ্ শাম্সা ওয়াল্ ক্বামারা দা—ইবাইনি,

এবং তিনি নদ-নদীকেও তোমাদের জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন । (৩৩) আর তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে– যা সর্বদা আবর্তন

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۗ وَاِنْ تَعُدُّوْا

ওয়া সাখ্খারা লাকুমুল্ লাইলা ওয়ান্ নাহা-র্ । ৩৪ । ওয়া আ-তা-কুম্ মিন্ কুল্লি মা-সাআল্তুমূহ্ ; ওয়া ইন্ তা'উদ্দূ

করে এবং তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে । (৩৪) তোমরা তাঁর কাছে যা চেয়েছ তা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন । আর তোমরা

نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ

নি'মাতাল্লা-হি লা- তুহ্ছূহা-; ইন্নাল্ ইন্সা-না লাজালূমুন্ কাফ্ফা-র্ । ৩৫ । ওয়া ইয্ ক্বা-লা ইব্রা-হীমু রাব্বিজ্

আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা গুণে শেষ করতে পারবে না । নিশ্চয় মানুষ অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ । (৩৫) স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, 'ওগো আমার

اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ اِنَّهُنَّ

'আল হা-যাল্ বালাদা আ-মিনাওঁ ওয়াজ্নুবনী ওয়া বানিয়্যা আন্না'বুদাল্ আছ্না-ম্ । ৩৬ । রাব্বি ইন্নাহুন্না

এ নগরীকে আপনি নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে প্রতিমা পুজা থেকে বিরত রাখুন ।' (৩৬) 'হে আমার প্রতিপালক ! এ সব

اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ

আদ্বলাল্না কাছীরাম্ মিনান্না-সি, ফামান্ তাবি'আনী ফাইন্নাহূ মিন্নী, ওয়ামান্ আছা-নী ফাইন্নাকা

প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সেই আমার দলভুক্ত হবে; কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে আপনি তো নিশ্চয়

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ

গাফূরুর রাহীম্ । ৩৭ । রাব্বানা~ইন্নী~আস্কানতু মিন্ যুররিয়্যাতী বিওয়া-দিন্ গাইরি যী যার্'ইন্ 'ইন্দা

ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ।' (৩৭) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানকে আপনার পবিত্র কা'বা গৃহের অতি নিকটে ফসলহীন অনাবাদ স্থানে আবাদ

بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ

বাইতিকাল্ মুহার্রামি রাব্বানা- লিইউক্বীমুছ্ ছালা-তা ফাজ্ব'আল্ আফ্ইদাতাম্ মিনান্ না-সি তাহ্ওয়ী~

করেছি । হে আমাদের প্রতিপালক! যাতে তারা নামায কায়েম রাখে । তাই আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদেরকে ফল-মূল

اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ

ইলাইহিম্ ওয়ার্যুক্বহুম্ মিনাছ্ ছামারা-তি লা'আল্লাহুম্ ইয়াশ্কুরূন । ৩৮ । রাব্বানা~ইন্নাকা তা'লামু

দ্বারা জীবিকা দান করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে ।' (৩৮) 'হে আমাদের প্রতিপালক ! নিশ্চয় আপনি

مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۚ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ○

মা- নুখ্ফী ওয়ামা- নু'লিনু ; ওয়ামা- ইয়াখ্ফা- 'আলাল্লা-হি মিন্ শাইয়িন্ ফিল্ আর্দ্বি ওয়ালা-ফিস্ সামা—ই ।

জানেন যা আমরা গোপন করি এবং যা আমরা প্রকাশ করি । আসমান ও যমীনের কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয় ।'

﴿٣٨﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۗ اِنَّ رَبِّيْ

৩৯ । আল্হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী ওয়াহাবালী 'আলাল্ কিবারি ইস্মা-'ঈলা ওয়া ইস্হা-ক্বা ; ইন্না রাব্বী

(৩৯) 'প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আমাকে আমার বার্ধ্যক্যে ইস্মাঈল ও ইস্হাককে দান করেছেন । নিশ্চয়, আমার প্রতিপালক প্রার্থনা

○ টীকা (আঃ ৩৭) ঃ যেন তারা দূর-দূরান্ত হতে এখানে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে । ফলে এখানকার বসতির জাঁক-জমক বৃদ্ধি পাবে । (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ হযরত ইবরাহীমের দুই বিবি ছিল– ছারাহ্ ও হাজেরাহ্ । এদের উভয়ের মধ্যে মনোমিল ছিল না । তজ্জন্য হযরত ইবরাহীম, হাজেরা ও হাজেরার পুত্র হযরত ইসমাইলকে তথায় নিয়ে আসলেন– যেস্থানে এখন মক্কা শহর প্রতিষ্ঠিত । কাজেই প্রকাশ্য তো হযরত ইবরাহীমের শাম দেশ হতে আগমনের কারণ হচ্ছে তাঁর দুই বিবির মধ্যে মনোমালিন্য বা কলহ-ঝগড়া । কিন্তু আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, পর্বতময় মক্কায় অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনার ব্যবস্থা করা । (কুঃ কারীম)

لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ

লাসামী'উদ্ দু'আ—ই। ৪০। রাব্বিজ্ 'আল্নী মুক্বীমাছ্ ছ্বলা-তি ওয়া মিন্ যুর্‌রিয়্যাতী, রাব্বানা- ওয়া তাক্বাব্বাল্

শুনে থাকেন।' (৪০) 'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে এবং আমার বংশধরদেরকে নামায কায়েমকারী করুন। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের দু'আ'

دُعَاءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾ وَلَا

দু'আ—ই। ৪১। রাব্বানাগ্ ফিরলী ওয়া লিওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিল্ মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্বূমুল্ হ্বিসা-ব্। ৪২। ওয়ালা-

কবুল করুন।' (৪১) 'হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।' (৪২) তোমরা

تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ

তাহ্‌সাবান্নাল্লা-হা গা-ফিলান্ 'আম্মা- ইয়া'মালুজ্ জা-লিমূনা ; ইন্নামা- ইউআখ্‌খিরুহুম্ লিইয়াওমিন্ তাশখাছু ফীহিল্

কখনও মনে করো না যে, জালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফেল। তিনি তাদেরকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দেবেন– যেদিন তাদের চক্ষুসমূহ হয়ে

الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ

আব্‌ছ্বা-র। ৪৩। মুহ্‌ত্বি'ঈনা মুক্বনি'ঈ রুঊসিহিম্ লা-ইয়ারতাদ্দু ইলাইহিম্ ত্বারফুহুম, ওয়া আফ্‌ইদাতুহুম্

যাবে বিস্ফোরিত। (৪৩) তারা মাথা উর্ধ্বমুখী করে ভীত-বিহ্বল হয়ে দৌড়াতে থাকবে, তাদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের মন

هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا

হাওয়া—উন্। ৪৪। ওয়া আন্‌যিরিন্ না-সা ইয়াওমা ইয়া'তীহিমুল্ 'আযা-বু ফাইয়াকুলুল্লাযীনা জালামূ রাব্বানা~

অপ্রকৃতস্থ হয়ে যাবে। (৪৪) যেদিন তাদের কাছে আযাব উপস্থিত হবে আপনি মানুষকে সেদিনের ভয় প্রদর্শন করুন। তখন জালিমরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক !

أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوا

আখ্‌খির্‌না~ইলা~আজালিন্ ক্বারীবিন্ নুজ্বিব দা'ওয়াতাকা ওয়া নাত্তাবি'ইর্ রুসুলা ; আওয়ালাম্ তাকূনূ~

আমাদেরকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দেব এবং রসূলগণকে অনুসরণ করব।' তখন বলা হবে– তোমরা কি ইতিপূর্বে

أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا

আক্বসাম্‌তুম্ মিন্ ক্বাবলু মা-লাকুম্ মিন যাওয়া-ল্। ৪৫। ওয়া সাকান্‌তুম্ ফী মাসা-কিনিল্লাযীনা জালামূ~

শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের কোন পতন নেই ? (৪৫) যদিও তোমরা বসবাস করতে তাদের আবাসভূমিতে– যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল

أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا

আন্‌ফুসাহুম্ ওয়া তাবাইয়্যানা লাকুম্ কাইফা ফা'আল্‌না- বিহিম্ ওয়াদ্বারাব্‌না-লাকুমুল্ আমছা-ল্। ৪৬। ওয়া ক্বাদ মাকারূ

এবং তাদের সাথে আমি কি করেছিলাম তাও তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তোমাদের জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম। (৪৬) তারা ভীষণ

مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ○

মাক্‌রাহুম্ ওয়া 'ইন্‌দাল্লা-হি মাক্‌রুহুম্ ; ওয়া ইন্ কা-না মাক্‌রুহুম্ লিতাযূলা মিন্‌হুল্ জ্বিবা-ল্।

চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র সামনেই ছিল তাদের চক্রান্ত। যদিও তাদের চক্রান্ত এমন ছিল না– যাতে পর্বত টলে যায়।

﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

৪৭। ফালা- তাহ্‌সাবান্নাল্লা-হা মুখ্‌লিফা ওয়া'দিহী রুসুলাহূ ; ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্ যুনতিক্বা-ম্।

(৪৭) সুতরাং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে ধারণা কর না যে– তিনি তার রাসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ পরায়ণ।

﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ

৪৮। ইয়াওমা তুবাদ্দালুল্ আরদ্বু গাইরাল্ আরদ্বি ওয়াস্ সামা-ওয়া-তু ওয়া বারাযূ লিল্লা-হিল্ ওয়া-হ্বিদিল্

(৪৮) আর যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবীতে পরিণত হবে এবং আকাশসমূহও পরিবর্তিত হবে, আর মানুষ পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সম্মুখে

الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُمْ

ক্বাহ্‌হা-র্। ৪৯। ওয়া তারাল্ মুজ্বরিমীনা ইয়াওমাইযিম্ মুক্বার্‌রানীনা ফিল্ আছ্বফা-দ্। ৫০। সারা-বীলুহুম্

উপস্থিত হবে– (৪৯) সেই দিন অপরাধীদের পরস্পরকে দেখবে হস্তপদ-শৃঙ্খলিত অবস্থায়। (৫০) তাদের পোষাক হবে

مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا

মিন্ ক্বাত্বিরা-নিঁও ওয়া তাগ্‌শা- উজূহাহুমুন্ না-র্। ৫১। লিইয়াজ্বযিয়াল্লা-হু কুল্লা নাফ্‌সিম্ মা-

আলকাতরার এবং অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করে ফেলবে, (৫১) যাতে আল্লাহ্ প্রত্যেক অপরাধীর কৃতকর্মের প্রতিফল দিতে

كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هَٰذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا

কাসাবাত্ ; ইন্নাল্লা-হা সারী'উল্ হ্বিসা-ব্। ৫২। হা-যা- বালা-গুল্ লিন্না-সি ওয়ালিইউন্‌যারূ

পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর। (৫২) এটি মানুষের জন্য এক বার্তা– যাতে তারা এর দ্বারা

بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ○

বিহী ওয়া লিইয়া'লামূ~আন্নামা- হুওয়া ইলা-হুঁও ওয়া-হ্বিদুঁও ওয়ালিইয়ায যাক্কারা উলুল্ আল্‌বা-ব্।

সতর্ক হয় এবং জানতে পারে– তিনিই একমাত্র ইলাহ এবং যাতে চিন্তাশীলরা উপদেশ গ্রহণ করে।

৭ ع ১৯ রুকূ

সূরা আল হিজ্‌র
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৯৯
রুকূ ঃ ৬

﴿١﴾ الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ○

১। আলিফ্ লা—ম্ রা-, তিল্‌কা আ-য়া-তুল্ কিতা-বি ওয়া ক্বুর্‌আ-নিম্ মুবীন্।

(১) আলিফ লাম রা, এগুলো পরিপূর্ণ কিতাব ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

○ টীকা (আঃ ৪৮) ঃ এই আয়াত ও কুরআনের অন্যান্য সংকেত থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতে যমীন ও আসমান পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে না; বরং মাত্র বর্তমান প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে ওলট পালট করে দেয়া হবে। তারপর প্রথম ও শেষ ফুৎকারের অন্তর্বর্তী বিশেষ সময়ের মধ্যে, যার ব্যাপ্তির পরিমাণ একমাত্র আল্লাহই জানেন। যমীন ও আসমানের বর্তমান রূপ ও গঠন পরিবর্তিত করে দেয়া হবে এবং অন্য একপ্রকার প্রাকৃতিক বিধান সহকারে গঠন করে দেয়া হবে। এই হবে পরজগত। এপর শিঙ্গায় শেষ ফুঁৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আদমসৃষ্টির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পয়দা হয়েছিল সকলকে নূতন করে জীবিত করা হবে, এবং তারা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। এ ঘটনাকেই কুরআনের ভাষায় 'হাশর' পুনরুত্থান বলা হয়ে থাকে। 'হাশর'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– সংগৃহীত ও একত্রিত করা। (বঃ কোঃ)

﴿٢﴾ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٣﴾ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا

২। রুবামা- ইয়াওয়াদ্দুল্লাযীনা কাফারূ লাও কা-নূ মুস্‌লিমীন্‌। ৩। যারহুম্‌ ইয়া'কুলূ ওয়া ইয়াতামাত্তা'উ
(২) কখনও কখনও কাফেররা কামনা করবে, যদি তারা মুসলমান হত, তবে কত ভাল হত! (৩) তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন, তারা ভাল করে খেতে থাকুক,

وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾ وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ

ওয়া ইউলহিহিমুল আমালু ফাসাওফা ইয়া'লামূন্‌। ৪। ওয়ামা~আহলাক্‌না- মিন্‌ ক্বারইয়াতিন্‌ ইল্লা- ওয়ালাহা- কিতা-বুম্‌
ভোগ করতে থাকুক এবং বিভিন্ন আশায় তারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকুক- অচিরেই তারা জানতে পারবে। (৪) আমি কোন জনপদকে তার নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হলে ধ্বংস

مَّعْلُوْمٌ ﴿٥﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٦﴾ وَقَالُوْا يٰاَيُّهَا الَّذِيْ

মা'লূম্‌। ৫। মা-তাস্‌বিক্বু মিন্‌ উম্মাতিন্‌ আজ্বালাহা- ওয়ামা- ইয়াস্‌তা'খিরূন্‌। ৬। ওয়া ক্বা-লূ ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযী
করি না। (৫) কোন জাতি তার নির্দিষ্ট সময়ের অগ্রে যেতে পারে না এবং পশ্চাতে থাকতে পারে না। (৬) তারা বলে, 'হে সেই ব্যক্তি! যার

نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٧﴾ لَوْمَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ

নুয্‌যিলা 'আলাইহিয যিক্‌রু ইন্নাকা লামাজ্‌নূন্‌। ৭। লাও মা- তা'তীনা- বিল্‌মালা—ইকাতি ইন্‌ কুন্‌তা মিনাছ্‌
প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে- আপনি তো নিশ্চয় একজন উম্মাদ। (৭) অবে আমাদের কাছে ফেরেশ্‌তাদেরকে উপস্থিত করছেন না কেন, যদি আপনি

الصّٰدِقِيْنَ ﴿٨﴾ مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ﴿٩﴾ اِنَّا نَحْنُ

ছ্বা-দিক্বীন্‌। ৮। মা- নুনায্‌যিলুল্‌ মালা—ইকাতা ইল্লা- বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি ওয়ামা- কা-নূ~ইযাম্‌ মুন্‌জারীন্‌। ৯। ইন্না- নাহ্‌নু
সত্যবাদী হন? (৮) আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে ফয়সালা করার জন্যই পাঠাই। আর ফেরেশ্‌তারা উপস্থিত হলে তারা কোন অবকাশ পাবে না। (৯) নিশ্চয় আমিই

نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ

নায্‌যাল্‌নায্‌ যিক্‌রা ওয়া ইন্না- লাহূ লাহা-ফিজূন্‌। ১০। ওয়া লাক্বাদ আর্‌সাল্‌না- মিন্‌ ক্বাব্‌লিকা ফী শিইয়া'ইল আওয়্যালীন্‌।
কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই একে সংরক্ষণ করব। (১০) আপনার পূর্বে নিশ্চয় আমি পূর্ববর্তী অনেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

﴿١١﴾ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٢﴾ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ

১১। ওয়ামা- ইয়া'তীহিম্‌ মির্‌ রাসূলিন্‌ ইল্লা- কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিঊন্‌। ১২। কাযা-লিকা নাসলুকুহূ ফী
(১১) তাদের কাছে এমন কোন রাসূল আসেনি- যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত না। (১২) এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে

قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٣﴾ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ

ক্বুলূবিল মুজ্‌রিমীন্‌। ১৩। লা- ইউ'মিনূনা বিহী ওয়া ক্বাদ্‌ খালাত্‌ সুন্নাতুল্‌ আওয়্যালীন্‌।
বিদ্রূপ-প্রবণতা বদ্ধমূল করে দিই। (১৩) তারা এর প্রতি ঈমান আনবে না- তাদের এই রীতি পূর্ববর্তীদের থেকেই চলে আসছে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২) ঃ ربما يود - এ কামনা কখন করবে? এ নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। মৃত্যুর সময় যখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি দেখাবেন, অথবা জাহান্নামে যাবার মুহূর্তে, অথবা গুনাহগার মুমিনগণকে কিছু দিনের জন্য শাস্তিমূলক জাহান্নামে রেখে, পরে জাহান্নাম হতে বের করে আনার সময়, অথবা হাশরের ময়দানে হিসাবের সময়, যখন কাফিররা দেখবে যে, মুসলমানগণ জান্নাতের দিকে যাচ্ছে। কারো মতে, কাফেরদের থেকে এ কামনা সর্বসময়ের জন্যই হতে পারে। (কুঃ কারীম)

○ টীকা (আঃ ৫) ঃ বরং নির্ধারিত সময়েই ধ্বংস হয়েছে, সুতরাং নির্ধারিত সময় এসে উপস্থিত হলেই তাদেরকেও শাস্তি দেয়া হবে। (বঃ কোঃ)

﴿١٤﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ﴿١٥﴾ لَقَالُوْٓا اِنَّمَا

১৪। ওয়া লাও ফাতাহ্‌না- 'আলাইহিম্‌ বা-বাম্‌ মিনাস্‌ সামা—ই ফাজাল্‌লূ ফীহি ইয়া'রুজূন্‌। ১৫। লাক্বা-লূ~ইন্নামা-
(১৪) যদি তাদের জন্য আকাশের কোন দরজা খুলে দিই এবং তারা সারা দিন তাতে আরোহণ করতে থাকে। (১৫) তবুও তারা বলবে

سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ

সুক্কিরাত্‌ আব্‌ছ্বা-রুনা- বাল্‌ নাহ্‌নু ক্বাওমুম্‌ মাসহূরূন্‌। ১৬। ওয়া লাক্বাদ্‌ জ্বা'আল্‌না- ফিস্‌ সামা—ই
'আমাদের চক্ষু নজরবন্দী করা হয়েছে, নতুবা আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।' (১৬) নিশ্চয় আকাশে আমি বড় বড় নক্ষত্র সৃষ্টি

بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٧﴾ وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿١٨﴾ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ

বুরূজ্বাওঁ ওয়া যাইয়্যান্না-হা- লিন্না-জিরীন্‌। ১৭। ওয়া হাফিজ্‌না-হা- মিন্‌ কুল্লি শাইত্বা-নির রাজ্বীম্‌। ১৮। ইল্লা- মানিসতারাক্বাস্‌
করেছি এবং দর্শকদের জন্য তাকে সুশোভিত করেছি। (১৭) আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি তাকে রক্ষা করে থাকি, (১৮) আর কেউ চুরি করে

السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٩﴾ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ

সাম'আ ফাআত্‌বা'আহূ শিহা-বুম্‌ মুবীন্‌। ১৯। ওয়াল্‌ আর্‌দ্বা মাদাদ্‌না-হা- ওয়া আল্‌ক্বাইনা- ফীহা- রাওয়া-সিয়া
ফেরেশতাদের কথা জানতে চাইলে জ্বলন্ত শিখা তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (১৯) পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি।

وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ﴿٢٠﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ

ওয়া আমবাত্‌না- ফীহা- মিন্‌ কুল্লি শাইয়িম্‌ মাওযূন্‌। ২০। ওয়া জ্বা'আল্‌না- লাকুম্‌ ফীহা- মা'আ-ইশা ওয়ামাল্‌ লাস্‌তুম্‌
আর আমি পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। (২০) এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি। আর তোমরা যাদেরকে

لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ﴿٢١﴾ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ

লাহূ বিরা-যিক্বীন। ২১। ওয়া ইম্‌ মিন্‌ শাইয়িন্‌ ইল্লা- 'ইনদানা- খাযা—ইনুহূ, ওয়ামা- নুনায্‌যিলুহূ~ইল্লা- বিক্বাদারিম্‌
রুযীর ব্যবস্থা না কর তাদের জন্যও। (২১) আর প্রত্যেক বস্তুর পূর্ণ ভান্ডার আমার নিকট রয়েছে। আমি তা প্রয়োজন অনুযায়ীই সরবরাহ

مَّعْلُوْمٍ ﴿٢٢﴾ وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ع

মা'লূম। ২২। ওয়া আর্‌সাল্‌নার রিয়া-হা লাওয়া-ক্বিহা ফাআন্‌যাল্‌না- মিনাস্‌ সামা—ই মা—আন ফাআসক্বাইনা-কুমূহু
করে থাকি। (২২) আমি মেঘমালায় পূর্ণ বায়ু প্রেরণ করে থাকি, অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি। এরপর তা তোমাদেরকে পান করতে দিই।

وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ﴿٢٣﴾ وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ

ওয়ামা~আন্‌তুম্‌ লাহূ বিখা-যিনীন। ২৩। ওয়া ইন্না- লানাহ্‌নু নুহ্‌য়ী ওয়া নুমীতু ওয়া নাহ্‌নুল্‌ ওয়া-রিছূন্‌।
আর তোমরা পানি সংরক্ষণ করতে পারতে না। (২৩) আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই সবশেষে বহাল থাকব।

○ টীকা (আঃ ১৮) ঃ ইবনে কুতাইবা (রহ) বলেন, 'রাসূল (স)-এর আগমণের পূর্বে জীন ও শয়তানরা চুরি করে ফেরেশতাদের কিছু কিছু সংবাদ শুনে ফেলত।' ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ফেরেশতাদের কথা চুরি করার জন্য শয়তানরা একজনের উপর আরেকজন চড়ে চড়ে দুনিয়ার আকাশ সীমায় পৌছে যায়। তখন উল্কা পিন্ড দ্বারা তাদেরকে ধাওয়া করা হয়। (আবুসসাউদ)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২০) ঃ ومن لستم - এর দ্বারা চাকর, গোলাম, জানোয়ারকে বুঝানো হয়েছে। তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা যদিও বাহ্যিকভাবে তোমরা কর। মূলতঃ তাদের 'রিযিক দাতা' আল্লাহ, তোমরা নও। (কুঃ কারীম)

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ

২৪। ওয়া লাক্বাদ্ 'আলিম্‌নাল মুস্‌তাক্বদিমীনা মিন্‌কুম্ ওয়ালাক্বাদ 'আলিম্‌নাল্ মুস্‌তা'খিরীন্। ২৫। ওয়া ইন্না রাব্বাকা
(২৪) তোমাদের মধ্য থেকে ইতিপূর্বে যারা চলে গেছে আমি তাদেরকেও জানি এবং তোমাদের পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি। (২৫) তোমাদের প্রতিপালকই

هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ

হুওয়া ইয়াহ্‌শুরুহুম্ ; ইন্নাহূ হ্বাকীমুন্ 'আলীম্। ২৬। ওয়ালাক্বাদ খালাক্বনাল্ ইন্‌সা-না মিন্ ছ্বালছ্বা-লিম্
তাদেরকে একত্রিত করবেন, নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (২৬) নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি

مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ

মিন্ হ্বামাইম্ মাসনূন্। ২৭। ওয়াল্‌জ্বা—ন্না খালাক্বনা-হু মিন্ ক্বাব্‌লু মিন্ না-রিস্ সামূম্। ২৮। ওয়া ইয্ ক্বা-লা
ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক কাদা মাটি থেকে। (২৭) এবং এর পূর্বে আমি উত্তপ্ত অগ্নি থেকে জ্বিন সৃষ্টি করেছি। (২৮) স্মরণীয় সে সময়, যখন

رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ

রাব্বুকা লিল্‌মালা—ইকাতি ইন্নী খা-লিকুম্ বাশারাম্ মিন্ ছ্বালছ্বা-লিম্ মিন্ হ্বামাইম্ মাস্‌নূন্। ২৯। ফাইযা- সাওয়্যাইতুহূ
আপনার প্রভু ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি নিশ্চয় মানব জাতি সৃষ্টি করেছি, ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক কাদা মাটি থেকে। (২৯) যখন আমি তাকে

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ

ওয়ানাফাখ্‌তু ফীহি মির্ রূহ্বী ফাক্বা'উ লাহূ সা-জ্বিদীন্। ৩০। ফাসাজ্বাদাল্ মালা—ইকাতু কুল্লুহুম্
পূর্ণ সুঠাম করব এবং তাতে আমার রুহ্ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে,'। (৩০) তখন ফেরেশ্‌তারা সকলেই

أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ

আজ্বমা'উন্। ৩১। ইল্লা~ইব্‌লীসা ; আবা~আঁই ইয়াকূনা মা'আস্ সা-জ্বিদীন্। ৩২। ক্বা-লা ইয়া~ইব্‌লীসু
সিজদা করল; (৩১) কিন্তু ইবলীস সিজদা করল না, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। (৩২) আল্লাহ্ বললেন, 'হে ইব্‌লীস!

مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ

মা-লাকা আল্লা- তাকূনা মা'আস্ সা-জ্বিদীন্। ৩৩। ক্বা-লা লাম্ আকুল লিআস্‌জুদা লিবাশারিন খালাক্বতাহূ
তোমার কি হল যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না ?' (৩৩) সে বলল, 'আপনি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক কাদা মাটি থেকে যে মানুষ

مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ

মিন্ ছ্বালছ্বা-লিম্ মিন হ্বামাইম্ মাসনূন। ৩৪। ক্বা-লা ফাখ্‌রুজ্ব মিন্‌হা- ফাইন্নাকা রাজ্বীম্। ৩৫। ওয়াইন্না
সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজদা করার পাত্র নই।' (৩৪) আল্লাহ্ বললেন, 'তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি অভিশপ্ত।' (৩৫) 'এবং

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৬) ঃ من صلصال – মাটির বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মাটির বিভিন্ন নাম হয়ে থাকে। যেমন– শুকনা মাটিকে تراب নরম কাদা মাটিকে طين দুর্গন্ধময় খামীর করা নরম কাদা মাটিকে حما مسنون এবং এই মাটি শুকনা হয়ে যখন ঠন ঠন শব্দ করে তখন তাকে صلصال এবং যখন তা আগুনে পোড়ানো হয়, তখন তাকে فخار (পোড়া মাটি) বলা হয়। (কুঃ কারীম)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ سجدين – সিজদার নির্দেশ ছিল সম্মান প্রদর্শনের জন্য। ইবাদাতের উদ্দেশ্যে নয়। তবে এখন শরীয়তে মুহাম্মাদীর (স) বিধান হল সম্মান প্রদর্শনের জন্যও সিজদা করা নাজায়েয।

عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾

'আলাইকাল্ লা'নাতা ইলা- ইয়াওমিদ্‌দীন। ৩৬। ক্বা-লা রাব্বী ফাআনজিরনী~ইলা- ইয়াওমি ইউব'আছূন।
কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি অভিশাপ রইল।' (৩৬) সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে আপনি অবকাশ দিন।'

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا

৩৭। ক্বা-লা ফাইন্নাকা মিনাল্ মুন্‌জারীন্। ৩৮। ইলা- ইয়াওমিল্ ওয়াক্বতিল্ মা'লূম্। ৩৯। ক্বা-লা রাব্বি বিমা~
(৩৭) আল্লাহ্ বললেন, তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো–(৩৮) নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।' (৩৯) সে বলল, হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে যেহেতু

أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ

আগ্‌ওয়াইতানী লাউযায়্যিনান্না লাহুম্ ফিল্ আরদ্বি ওয়ালা উগ্‌ইয়ান্নাহুম আজ্বমা'ঈন্। ৪০। ইল্লা-ইবা-দাকা
বিপথগামী করেছেন, তাই আমি পৃথিবীতে মানুষের জন্য পাপকর্মকে শোভন করে দেখাব এবং তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করব।' (৪০) 'তবে

مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ

মিন্‌হুমুল মুখ্‌লাছ্বীন্। ৪১। ক্বা-লা হা-যা ছ্বিরা-তুন 'আলাইয়্যা মুস্‌তাক্বীম। ৪২। ইন্না 'ইবা-দী লাইসা
আপনার নির্বাচিত বান্দাদের কথা ভিন্ন।' (৪১) আল্লাহ্ বললেন, 'এটাই আমার কাছে পৌঁছার সরল পথ।' (৪২) পথভ্রষ্টদের মধ্যে যারা তোমার

لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ

লাকা 'আলাইহিম্ সুলত্বা-নুন ইল্লা- মানিত্তাবা'আকা মিনাল্ গা-ওয়ীন্। ৪৩। ওয়া ইন্না জ্বাহান্নামা লামাও'ইদুহুম
অনুসরণ করবে– তারা ছাড়া আমার অন্য বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না। (৪৩) আর নিশ্চয় তোমার সকল অনুসারীদের প্রতিশ্রুত

أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ

আজ্বমা'ঈন। ৪৪। লাহা- সাব্'আতু আব্‌ওয়া- বিন্ ; লিকুল্লি বা-বিম্ মিন্‌হুম জুয্‌উম্ মাক্বসূম্। ৪৫। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা
স্থান হবে জাহান্নাম।' (৪৪) 'এর সাতটি দরজা রয়েছে। আর প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল থাকবে। (৪৫) নিশ্চয় মুত্তাকীরা

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ

ফী জ্বান্না-তিওঁ ওয়া 'উইয়ূন্। ৪৬। উদ্‌খুলূহা- বিসালা-মিন্ আ-মিনীন্। ৪৭। ওয়া নাযা'না- মা- ফী ছুদূরিহিম্
থাকবে প্রস্রবণ-বহুল জান্নাতে। (৪৬) 'তাদেরকে বলা হবে, তোমরা প্রশান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ কর।' (৪৭) আমি তাদের অন্তর

مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ

মিন্ গিল্লিন্ ইখওয়া-নান্ 'আলা- সুরুরিম্ মুতাক্বা-বিলীন্। ৪৮। লা-ইয়ামাস্‌সুহুম্ ফীহা- নাছ্বাবুওঁ ওয়ামা-হুম্
থেকে ঈর্ষা দূর করে দেব, তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে মুখোমুখি আসনে বসবে, (৪৮) সেখানে তাদেরকে ক্লান্তি স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান

مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي

মিন্‌হা- বিমুখ্‌রাজ্বীন্। ৪৯। নাব্বি' 'ইবা-দী~আন্নী~আনাল্ গাফূরুর্ রাহ্বীম্। ৫০। ওয়া আন্না 'আযা-বী
থেকে বহিষ্কৃতও হবে না। (৪৯) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, আমি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (৫০) আর আমার আযাব- সে তো অত্যন্ত

هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا

হুওয়াল্ 'আযা-বুল আলীম্। ৫১। ওয়া নাব্বি'হুম্ 'আন্ দ্বাইফি ইব্রা-হীম্। ৫২। ইয্ দাখালূ 'আলাইহি ফাক্বা-লূ
যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৫১) আর তাদেরকে বলুন, ইব্রাহীমের (আ) অতিথিদের কথা, (৫২) যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল,

سَلٰمًا ۖ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ

সালা-মান্ ; ক্বা-লা ইন্না- মিন্‌কুম্ ওয়াজ্বিলূন্। ৫৩। ক্বা-লূ লা-তাওজ্বাল্ ইন্না- নুবাশ্‌শিরুকা বিগুলা-মিন্ 'আলীম। ৫৪। ক্বা-লা
'সালাম'। তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমরা তোমাদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত।' (৫৩) তারা বলল 'ভয় করবেন না', আমরা আপনাকে এক জ্ঞানবান পুত্রের শুভ সংবাদ দিচ্ছি।' (৫৪) তিনি

أَبَشَّرْتُمُونِي عَلٰى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ

আবাশ্‌শারতুমূনী 'আলা ~আম্ মাস্‌সানিয়াল্ কিবারু ফাবিমা তুবাশ্‌শিরূন। ৫৫। ক্বা-লূ বাশ্‌শারনা-কা বিল্‌হাক্কি
বললেন, 'তোমরা কি আমাকে আমার বার্ধক্য অবস্থায় এ শুভ সংবাদ দিচ্ছ? এ কোন্ বিষয়ের শুভ সংবাদ দিচ্ছ?' (৫৫) তারা বলল, 'আমরা আপনাকে

فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقٰنِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

ফালা- তাকুম্ মিনাল্ ক্বা-নিত্বীন্। ৫৬। ক্বা-লা ওয়া মাই ইয়াক্বনাত্বু মির্ রাহ্‌মাতি রাব্বিহী~ইল্লাদ্ব দ্বা—ল্লূন্।
সত্যসহ সুসংবাদ দিচ্ছি, তাই আপনি হতাশ হবেন না।' (৫৬) তিনি বললেন, পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়?'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلٰى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾

৫৭। ক্বা-লা ফামা- খাত্বুবুকুম্ আইয়্যুহাল্ মুরসালূন্। ৫৮। ক্বা-লূ~ইন্না~উর্‌সিল্‌না- ইলা- ক্বাওমিম্ মুজ্বরিমীন্।
(৫৭) তিনি বললেন, 'হে ফেরেশ্‌তারা ! তোমাদের (আগমনের) উদ্দেশ্য কি ?' (৫৮) তারা বলল, 'আমরা অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছি'।

إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا ۙ إِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِينَ ﴿٦٠﴾

৫৯। ইল্লা ~আ-লা লূত্বিন্ ; ইন্না- লামুনাজ্জূহুম্ আজ্বমা'ঈন্। ৬০। ইল্লাম্ রাআতাহূ ক্বাদ্দারনা~ইন্নাহা- লামিনাল্ গা-বিরীন্।
(৫৯) 'তবে লূতের পরিবারের কথা ভিন্ন, আমরা তাদের সকলকে রক্ষা করব।' (৬০) তবে লূতের স্ত্রী নয়, তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি- সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের দলভুক্ত হবে।'

৪ রুকূ

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ

৬১। ফালাম্মা- জ্বা—আ আ-লা লূত্বি নিল্ মুরসালূন। ৬২। ক্বা-লা ইন্নাকুম্ ক্বাওমুম্ মুন্‌কারূন। ৬৩। ক্বা-লূ বাল্
(৬১) ফেরেশ্‌তারা যখন লূতের পরিবারের নিকট এল, (৬২) তখন লূত বললেন, 'তোমরা তো নিশ্চয় একটি অপরিচিত দল।' (৬৩) তারা বলল, 'না,

جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَأَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَأَسْرِ

জ্বি'না-কা বিমা- কা-নূ ফীহি ইয়াম্‌তারূন্। ৬৪। ওয়া আতাইনা-কা বিল্‌হাক্কি ওয়া ইন্না- লাছ্বা-দিকূন্। ৬৫। ফাআস্‌রি
তারা যে বিষয় সন্দিহান আমরা সে বিষয় নিয়ে এসেছি,' (৬৪) 'আমরা আপনার নিকট সত্য নিয়ে এসেছি। নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী'; (৬৫) 'সুতরাং আপনি

○ টীকা (আঃ ৫৫) ঃ এটা একটি আশ্চর্য ব্যাপার। কাজেই আশ্চর্য বোধ করছি। আল্লাহর অসাধ্য বলে মনে করছি না। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৫৬) ঃ অর্থাৎ, আমরা আপনাকে বাস্তব সত্যের সংবাদই দিচ্ছি। আপনি বার্ধক্যের প্রতি লক্ষ্য করবেন না। এতে নৈরাশ্যের উৎপত্তি হতে পারে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৫৮) ঃ যেহেতু ইবরাহীম (আ) নবীসুলভ জ্ঞান দ্বারা জানতে পেরেছেন যে, এরা এই সুসংবাদ ছাড়া আরো কোন গুরুতর কাজের উদ্দেশ্যেও এসেছে, কাজেই তিনি এই প্রশ্ন করলেন। (বঃ কোঃ)
○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৩) ঃ فيه يمترون – অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তি, যে ব্যাপারে লূতের (আ) সম্প্রদায়গণ সন্দেহ করেছিল।

بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا

বিআহ্‌লিকা বিক্বিত্ব'ইম্ মিনাল্ লাইলি ওয়াত্তাবি' আদ্‌বা-রা হুম্ ওয়ালা- ইয়াল্‌তাফিত্ মিন্‌কুম্ আহ্বাদুওঁ ওয়াম্‌দ্বূ
রাতের কোন এক সময়ে পরিবারবর্গসহ বেরিয়ে পড়ুন। আর চলার সময় আপনি সকলের পেছনে থাকবেন এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়।

حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ

হাইছু তু'মারূন্। ৬৬। ওয়াক্বাদ্বাইনা~ইলাইহি যা-লিকাল আম্‌রা আন্না দা-বিরা হা~উলা—ই মাক্বত্বু'উম্
আপনারা নির্দেশিত স্থানে চলে যান।' (৬৬) আমি লূতকে এ নির্দেশ প্রেরণ করি যে, সকাল বেলাই তাদের শিকড় উপড়ে

مُصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَيْفِي

মুছ্ববিহ্বীন্। ৬৭। ওয়া জ্বা—আ আহ্‌লুল্ মাদীনাতি ইয়াস্‌তাব্‌শিরূন্। ৬৮। ক্বা-লা ইন্না হা~উলা—ই দ্বাইফী
ফেলা হবে। (৬৭) আর নগরবাসীরা উল্লাস করতে করতে উপস্থিত হল। (৬৮) লূত (আ) বললেন, 'তারা আমার অতিথি, তোমরা আমাকে অসম্মান

فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِينَ ﴿٧٠﴾

ফালা- তাফদ্বাহূন ৬৯। ওয়াত্তাক্বুল্লা-হা ওয়ালা- তুখ্‌যূন। ৭০ ক্বা-লূ~আওয়ালাম্ নান্‌হাকা 'আনিল্ 'আ-লামীন।
করো না,' (৬৯) 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর আমাকে লাঞ্ছিত করো না।' (৭০) তারা বলল, আমরা বিশ্ববাসীর সাহায্য নিতে আপনাকে বারণ করিনি ?'

قَالَ هٰؤُلَاءِ بَنٰتِي إِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِينَ ﴿٧١﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾

৭১। ক্বা-লা হা~উলা—ই বানা-তী~ইন্ কুন্‌তুম্ ফা-'ইলীন্। ৭২। লা'আম্‌রুকা ইন্নাহুম্ লাফী সাক্‌রাতিহিম্ ইয়া'মাহূন্।
(৭১) লূত বললেন, 'এই যে আমার কন্যারা রয়েছে, তোমরা যদি কিছু করতেই চাও তবে কর।' (৭২) আপনার প্রাণের কসম! তারা নিজেদের উম্মাদনায় বেহুশ ছিল।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

৭৩। ফাআখাযাত্‌হুমুছ্ ছ্বাইহাতু মুশ্‌রিক্বীন্। ৭৪। ফাজ্বা'আল্‌না- 'আ-লিইয়াহা- সা-ফিলাহা- ওয়া আম্‌ত্বারনা- 'আলাইহিম্
(৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সাথে এক ভয়ংকর আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করল। (৭৪) এরপর আমি নগরগুলিকে উলটিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর

حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ

হিজ্বা-রাতাম্ মিন সিজ্জ্বীল। ৭৫। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিল্ মুতাওয়াস্‌সিমীন্। ৭৬। ওয়া ইন্নাহা- লাবিসাবীলিম্
কংকর-প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (৭৫) অবশ্যই এতে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৭৬) আর ধ্বংসে প্রাপ্ত জনপদটি একটি আবাদ সড়কের

مُقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحٰبُ الْأَيْكَةِ لَظٰلِمِينَ ﴿٧٨﴾

মুক্বীম্। ৭৭। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তাল্ লিল্‌মু'মিনীন্। ৭৮। ওয়া ইন্ কা-না আছ্বহা-বুল্ আইকাতি লাজা-লিমীন্।
উপর অবস্থিত। (৭৭) অবশ্যই এতে মুমিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (৭৮) আর বনের অধিবাসীরাও ছিল জালিম।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ﴿٧٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحٰبُ الْحِجْرِ

৭৯। ফান্‌তাক্বাম্‌না- মিন্‌হুম। ওয়া ইন্নাহুমা- লাবিইমা-মিম্ মুবীন্। ৮০। ওয়া লাক্বাদ্ কায্‌যাবা আছ্বহা-বুল হিজ্বরিল্
(৭৯) তাই আমি তাদের কাছ থেকে বদলা নিয়েছি। এই জনপদ দুটি প্রকাশ্য রাস্তায় অবস্থিত। (৮০) নিশ্চয় হিজরবাসিরাও রাসূলদেরকে মিথ্যা

৫ রুকূ

المرسلين ﴿٨٠﴾ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ﴿٨١﴾ وكانوا ينحتون

মুরসালীন্। ৮১। ওয়া আ-তাইনা-হুম্ আ-য়া-তিনা- ফাকা-নূ 'আন্হা- মু'রিদ্বীন্। ৮২। ওয়া কা-নূ ইয়ান্‌হিতূনা
প্রতিপন্ন করেছিল। (৮১) আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তা উপেক্ষা করেছিল। (৮২) তারা নিশ্চিন্ত মনে

من الجبال بيوتا آمنين ﴿٨٢﴾ فأخذتهم الصيحة مصبحين ﴿٨٣﴾ فما أغنى

মিনাল্ জ্বিবা-লি বুইয়ূতান্ আ-মিনীন্। ৮৩। ফাআখাযাত্‌হুমুছ্ ছ্বাইহাতু মুছ্‌বিহ্বীন। ৮৪। ফামা~আগ্‌না-
পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত। (৮৩) অতঃপর এক সকালে বিকট এক আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করল; (৮৪) সুতরাং তারা যা

عنهم ما كانوا يكسبون ﴿٨٤﴾ وما خلقنا السموت والأرض وما بينهما إلا

'আন্হুম্ মা-কা-নূ ইয়াক্‌সিবূন্। ৮৫। ওয়ামা- খালাক্বনাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা ওয়ামা- বাইনাহুমা~ইল্লা-
করেছিল তা তাদের কোন কাজে আসেনি। (৮৫) আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি।

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ﴿٨٥﴾ إن ربك هو

বিল্‌হাক্বক্বি ; ওয়া ইন্নাস্ সা-'আতা লাআ-তিয়াতুন্ ফাছ্‌ফাহিছ্ ছ্বাফ্‌হাল্ জ্বামীল্। ৮৬। ইন্না রাব্বাকা হুওয়াল্
আর কিয়ামত অবশ্যই আসবে। তাই আপনি অত্যন্ত অনীহা ভরে তাদেরকে উপেক্ষা করুন। (৮৬) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক

الخلق العليم ﴿٨٦﴾ ولقد آتينك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ○

খাল্লা-কুল্ 'আলীম্। ৮৭। ওয়ালাক্বাদ আ-তাইনা-কা সাব্'আম্ মিনাল্ মাছা-নী ওয়াল্ কুরআ-নাল্ 'আজীম্।
মহানস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। (৮৭) আমি আপনাকে সাতটি আয়াত দিয়েছি, যা বার বার পাঠ করা হয়। আর দিয়েছি মহা কুরআন।

﴿٨٧﴾ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن

৮৮। লা তামুদ্দান্না 'আইনাইকা ইলা- মা- মাত্তা'না- বিহী~আয্‌ওয়া-জ্বাম্ মিনহুম্ ওয়ালা- তাহ্‌যান,
(৮৮) আমি কাফেরদের বিভিন্ন প্রকারের লোককে ভোগবিলাসের জন্য যে সব উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি আপনি চোখ তুলে তাকাবেন না।

عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ﴿٨٨﴾ وقل إني أنا النذير المبين ○

'আলাইহিম্ ওয়াখ্‌ফিদ্ব্ জ্বানা-হাকা লিল্‌মু'মিনীন্। ৮৯। ওয়াকুল্ ইন্নী~আনান্ নাযীরুল্ মুবীন্।
আর তাদের জন্য চিন্তিত হবেন না। মুমিনদের প্রতি স্বীয় বাহু নত রাখুন। (৮৯) বলুন, 'আমি এক প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক।'

﴿٨٩﴾ كما أنزلنا على المقتسمين ﴿٩٠﴾ الذين جعلوا القرآن عضين ﴿٩١﴾ فوربك

৯০। কামা~আন্‌যাল্‌না- 'আলাল্ মুক্বতাসিমীন্। ৯১। আল্লাযীনা জ্বা'আলুল্ কুরআ-না 'ইদ্বীন্। ৯২। ফাওয়ারাব্বিকা
(৯০) যেমন আমি তাদের প্রতি কুরআন নাযিল করেছি- যারা বিভক্তকারী ছিল। (৯১) যারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেছিল; (৯২) সুতরাং শপথ আপনার রবের!

○ শানে নুযূল (আঃ ৮৮) ঃ একবার ইহুদী গোত্র বনী নাযীর ও বনী কুরাইযার সাতটি কাফেলা বিরাট শস্যাদি ও স্বর্ণ-রূপাসহ বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য নিয়ে মক্কায় আসে। মুসলমানরা তা দেখে মনে মনে ভাবে- হায়, এগুলো যদি আমাদের হতো, তবে আমরা আল্লাহর পথে দান করতাম। তখন তাদের সান্ত্বনা প্রদানের জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। (আবুস্‌সাউদ) ○ টীকা (আঃ ৮৮) ঃ এতে সন্দেহ নেই যে, "কুফ্‌র" জিনিসটা নিজ স্থলেই অতি কঠিনতর মসীবত। কিন্তু কাফেরগণ এটাকে মসীবতই মনে করে না এবং এটা হতে আত্মরক্ষার চেষ্টাও করে না। এদেরকে বুঝাতে গেলে বুঝ নেয়া তো দূরের কথা, উল্টা খারাপই মনে করে থাকে। কাজেই এদের অবস্থার প্রতি দুঃখ করা তদ্রূপই, অন্ধের সম্মুখে ক্রন্দন যদ্রূপ।

لنسئلنهم أجمعين ﴿٩٢﴾ عما كانوا يعملون ﴿٩٣﴾ فاصدع بما تؤمر

লানাস্‌আলান্নাহুম্ আজ্বমা'ঈন। ৯৩। 'আম্মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৯৪। ফাছ্‌দা' বিমা- তু'মারু
আমি তাদের সকলকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব, (৯৩) তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে; (৯৪) সুতরাং আপনাকে যে আদেশ করা হয়, তা

وأعرض عن المشركين ﴿٩٤﴾ إنا كفينك المستهزءين ﴿٩٥﴾ الذين

ওয়া আ'রিদ্ব্ 'আনিল মুশ্‌রিকীন্। ৯৫। ইন্না- কাফাইনা-কাল্ মুস্‌তাহ্‌যিঈন্। ৯৬। আল্লাযীনা
আপনি প্রচার করুন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন। (৯৫) আমিই আপনার জন্য বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট, (৯৬) যারা

يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ﴿٩٦﴾ ولقد نعلم

ইয়াজ্ব'আলূনা মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খারা, ফাসাওফা ইয়া'লামূন। ৯৭। ওয়া লাক্বাদ্ না'লামু
আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যদের সাব্যস্ত করেছে। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৯৭) আমি অবশ্যই জানি, তারা যা

أنك يضيق صدرك بما يقولون ﴿٩٧﴾ فسبح بحمد ربك و

আন্নাকা ইয়াদ্বীক্বু ছ্বাদ্‌রুকা বিমা- ইয়াকূলূন্। ৯৮। ফাসাব্বিহ্ বিহ্বাম্‌দি রাব্বিকা ওয়া
বলে তাতে আপনার অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে; (৯৮) সুতরাং আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসা দ্বারা তাঁর মহিমা বর্ণনা করুন

كن من السجدين ﴿٩٨﴾ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ○

কুম মিনাস্ সা-জ্বিদীন্। ৯৯। ওয়া'বুদ্ রাব্বাকা হাত্তা- ইয়া'তিইয়াকাল্ ইয়াক্বীন।
এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, (৯৯) আপনার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত আপনি আপনার প্রভুর ইবাদত করুন।

সূরা আন্ নাহল
মক্কী

بسم الله الرحمن الرحيم
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১২৮
রুকূ ঃ ১৬

أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحنه وتعلى عما يشركون ﴿١﴾ ينزل

১। আতা~আম্‌রুল্লা-হি ফালা- তাস্‌তা'জ্বিলূহ ; সুব্‌হা-নাহূ ওয়া তা'আ-লা- 'আম্মা- ইউশ্‌রিকূন্। ২। ইউনায্‌যিলুল্
(১) আল্লাহ্‌র হুকুম এসে গেছে, তাই আপনি এতে তাড়াহুড়া করবেন না। তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যা শিরিক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। (২) তিনি

الملئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا

মালা—ইকাতা বির্‌রূহি মিন্ আমরিহী 'আলা- মাই ইয়াশা—উ মিন্ 'ইবা-দিহী~আন্ আন্‌যিরূ~আন্নাহূ লা~ইলা-হা ইল্লা~
তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহীসহ ফেরেশতাদেরকে এমর্মে প্রেরণ করেন যে, সতর্ক করে দিন 'আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই,

○ শানে নুযূল (আঃ ৯৫) ঃ এ আয়াত মক্কার পাঁচজন কুরাইশ সরদারদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। যারা রাসূল (স)-কে নানাভাবে নির্যাতন করতো। তারা হলো, ওয়ালীদ ইবনে, মুগীরা, 'আস ইবনে ওয়াইল, হারেস ইবনে কায়েস, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস এবং আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে তাদের মৃত্যু হয়। (আবুস্‌সাউদ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ اتى امر الله - নির্দেশ দ্বারা কিয়ামত বুঝানো হয়েছে। ভবিষ্যতের পরিবর্তে অতীতের সিগাহ ব্যবহার করার কারণ এই যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়াটা একেবারেই নিশ্চিত অবশ্যম্ভাবী ঘটবে এমন কাজের জন্য কুরআন মাজীদের অনেক ক্ষেত্রে অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। اتى -এর অর্থ এসেছে। এখানে এর অর্থ, আসবেই। (বঃ কোঃ)

انا فاتقون ۝ خلق السموت والارض بالحق تعلى عما يشركون ۝ خلق

আনা ফাত্তাক্বূন্। ৩। খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা বিল্‌হাক্বক্বি ; তা'আ-লা- 'আম্মা- ইউশ্‌রিকূন্। ৪। খালাক্বাল্
তাই তোমরা আমাকে ভয় কর'। (৩) তিনি যথানিয়মে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারা যা শিরিক করে, তিনি তার বহু উর্ধ্বে। (৪) তিনি শুক্র থেকে

الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين ۝ والانعام خلقها لكم فيها

ইন্‌সা-না মিন্ নুত্বফাতিন্ ফাইযা- হুওয়া খাছীমুম্ মুবীন্। ৫। ওয়াল্ আন'আ-মা খালাক্বাহা-, লাকুম্ ফীহা-
মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ সে প্রকাশ্যে বিতণ্ডা করে। (৫) তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য তাতে শীতবস্ত্র ও অনেক উপকার রয়েছে

دفء ومنافع ومنها تاكلون ۝ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

দিফ্‌উওঁ ওয়া মানা-ফি'উ ওয়া মিনহা- তা'কুলূন্। ৬। ওয়া লাকুম্ ফীহা- জ্বামা-লুন্ হ্বীনা তুরীহূনা ওয়া হ্বীনা
এবং তা থেকে তোমরা কিছু আহারও করে থাক। (৬) তোমাদের জন্য তাতে সম্মানের বিষয় রয়েছে যখন তোমরা সন্ধ্যায় চারণভূমি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আস এবং সকালে

تسرحون ۝ وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بلغيه الا بشق

তাস্‌রাহূন্। ৭। ওয়া তাহ্বমিলু আছক্বা-লাকুম্ ইলা- বালাদিল্ লাম্ তাকূনূ বা-লিগীহি ইল্লা- বিশিক্বক্বিল
সেখানে নিয়ে যাও। (৭) তারা তোমাদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায় এমনদেশে-যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট না সয়ে তোমরা পৌঁছতে

الانفس ان ربكم لرءوف رحيم ۝ والخيل والبغال والحمير

আন্‌ফুসি ; ইন্না রাব্বাকুম্ লারাউফুর্ রাহ্বীম্। ৮। ওয়াল্ খাইলা ওয়াল্ বিগা-লা ওয়াল্ হ্বামীরা
পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু বড় স্নেহময় ও পরম দয়ালু। (৮) আর তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা– তোমাদের আরোহণ ও

لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ۝ وعلى الله قصد السبيل ومنها

লিতার্‌কাবূহা- ওয়াযীনাতান্ ; ওয়া ইয়াখ্‌লুক্বু মা-লা- তা'লামূন্। ৯। ওয়া 'আলাল্লা-হি ক্বাছ্‌দুস্ সাবীলি ওয়া মিন্‌হা-
শোভাবর্ধনের জন্য। আর তিনি এমন বিষয়ও সৃষ্টি করেছেন যা তোমাদের অজানা। (৯) সরল পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে; কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু বক্র

جائر ولو شاء لهدىكم اجمعين ۝ هو الذى انزل من السماء ماء

১ ع ৯ রুকূ

জ্বা—ইরুন্, ওয়া লাও শা—আ লাহাদা-কুম্ আজ্বমা'ঈন্। ১০। হুওয়াল্লাযী~আন্‌যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আল্
পথও রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সুপথে পরিচালিত করতে পারতেন। (১০) তিনিই আকাশ থেকে তোমাদের জন্য

لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ۝ ينبت لكم به الزرع

লাকুম্ মিন্‌হু শারা-বুওঁ ওয়া মিন্‌হু শাজ্বারুন্ ফীহি তুসীমূন্। ১১। ইউম্‌বিতু লাকুম্ বিহিয্ যার্'আ
পানি বর্ষণ করেন, এ থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। যাতে তোমরা পশু বিচরণ করাও। (১১) তিনি তোমাদের জন্য

والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرت ان فى ذلك

ওয়ায্‌যাইতূনা ওয়ান্‌নাখীলা ওয়াল্ আ'না-বা ওয়া মিন্ কুল্লিছ্ ছামারা-তি ; ইন্না ফী যা-লিকা
পানি দ্বারা উৎপন্ন করেন শস্য জয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর এবং সর্ব প্রকার ফল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন

لاية لقوم يتفكرون ۝ وسخر لكم اليل والنهار والشمس والقمر

...লাআ-ইয়াতাল্ লিক্বাওমিই ইয়াতাফাক্কারূন্। ১২। ওয়া সাখ্‌খারা লাকুমুল্ লাইলা ওয়ান্নাহা-রা ওয়াশ্‌শাম্‌সা ওয়াল ক্বামারা ;
রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। (১২) তিনিই তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে

والنجوم مسخرت بامره ان فى ذلك لايت لقوم يعقلون ۝ وم...

...ওয়ান্‌নুজূমু মুসাখ্‌খারা-তুম্ বিআমরিহী ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিক্বাওমিই ইয়া'ক্বিলূন্। ১৩। ওয়ামা-
...এবং নক্ষত্ররাজিও নিয়োজিত রয়েছে তাঁরই বিধানে। নিশ্চয় এতে বোধ শক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (১৩) তিনি

...ذرا لكم فى الارض مختلفا الونه ان فى ذلك لاية لقوم يذكرون

...যারাআ লাকুম্ ফিল্ আর্‌দ্বি মুখ্‌তালিফান্ আল্‌ওয়া-নুহূ ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়াতাল্ লিক্বাওমিই ইয়ায্‌যাক্কারূন্।
...তোমাদের জন্য বিভিন্ন বর্ণের বস্তু পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এতেও নিদর্শন রয়েছে উপদেশ গ্রহণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

۝ وهو الذى سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه...

...১৪। ওয়াহুওয়াল্ লাযী সাখ্‌খারাল বাহ্বরা লিতা'কুলূ মিন্‌হু লাহ্বমান্ ত্বারিয়্যাওঁ ওয়া তাস্‌তাখ্‌রিজ্বূ মিন্‌হু
(১৪) তিনিই সমুদ্রকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন– যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাছ ভক্ষণ করতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার অলংকার-

حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم...

...হ্বিল্‌ইয়াতান্ তাল্‌বাসূনাহা-, ওয়া তারাল্ ফুল্‌কা মাওয়া-খিরা ফীহি ওয়া লিতাবতাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী ওয়া লা'আল্লাকুম্
...যা তোমরা পরিধান করে থাক। আর তাতে তুমি পানি কেটে জলযান চলা-চল করতে দেখবে– যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং কৃতজ্ঞ

تشكرون ۝ والقى فى الارض روسى ان تميد بكم وانهرا وسبلا لعلكم...

...তাশ্‌কুরূন্। ১৫। ওয়া আলক্বা- ফিল্ আর্‌দ্বি রাওয়া-সিয়া আন্ তামীদাবিকুম ওয়া আন্‌হা-রাওঁ ওয়া সুবুলাল লা'আল্লাকুম্
...হতে পার। (১৫) তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে এ যমীন তোমাদেরকে নিয়ে পড়ে না যায় এবং নদ-নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে

تهتدون ۝ وعلمت وبالنجم هم يهتدون ۝ افمن يخلق كمن لا يخلق...

...তাহ্‌তাদূন্। ১৬। ওয়া 'আলা-মা-তিন্ ; ওয়াবিন্‌নাজ্বমি হুম্ ইয়াহ্‌তাদূন্। ১৭। আফামাই ইয়াখ্‌লুক্বু কামাল্ লা- ইয়াখ্‌লুক্বু ;
পৌঁছতে পার। (১৬) তিনি সৃষ্টি করেছেন পথ নির্ণয়ক চিহ্নসমূহ এবং তারকা দ্বারাও তারা পথ নির্দেশ পায়; (১৭) সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মত- যে সৃষ্টি

افلا تذكرون ۝ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم ۝

...আফালা- তাযাক্কারূন্। ১৮। ওয়া ইন্ তা'উদ্দূ নি'মাতাল্লা-হি লা- তুহ্বছূহা- ইন্নাল্লা-হা লাগাফূরুর্ রাহ্বীম।
...করে না? তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (১৮) তোমরা যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা কর তবে তা শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

۝ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ۝ والذين يدعون من دون الله لا...

...১৯। ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু মা-তুসির্‌রূনা ওয়ামা-তু'লিনূন্। ২০। ওয়াল্লাযীনা ইয়াদ্'ঊনা মিন্ দূনিল্লা-হি লা-
(১৯) আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর। (২০) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই

يخلقون شيئا وهم يخلقون ﴿٢٠﴾ اموات غير احياء وما يشعرون ايان

ইয়াখ্‌লুকূনা শাইআওঁ ওয়া হুম্ ইউখলাকূন। ২১। আমওয়া-তুন্ গাইরু আহ্‌ইয়া—ইন্, ওয়ামা- ইয়াশ্‌'উরূনা, আইয়্যা-না

সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (২১) তারা মৃত– নির্জীব এবং তাদের পুনরুত্থান কবে হবে সে বিষয়ে তাদের কোন

يبعثون ﴿٢١﴾ الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخرة قلوبهم

ইউব্‌'আছূন্। ২২। ইলা-হুকুম্ ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদুন, ফাল্লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি কুলূবুহুম্

চেতনা নেই। (২২) তোমাদের মাবূদ মাত্র এক ইলাহ। তাই যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না– তাদের অন্তর সত্যবিমুখ

منكرة وهم مستكبرون ﴿٢٢﴾ لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون

মুন্‌কিরাতুওঁ ওয়াহুম্ মুস্‌তাক্‌বিরূন্। ২৩। লা-জ্বারামা আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা- ইউসিররূনা ওয়ামা- ইউ'লিনূনা ;

এবং তারা অহংকার করে। (২৩) সন্দেহ নেই, আল্লাহ্ জানেন– যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

انه لا يحب المستكبرين ﴿٢٣﴾ واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير

ইন্নাহূ লা- ইউহ্বিব্বুল্ মুস্‌তাক্‌বিরীন্। ২৪। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুম্ মা- যা~আন্‌যালা রাব্বুকুম্, ক্বা-লূ~আসা-ত্বীরুল্

নিশ্চয় তিনি অহংকারকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (২৪) যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কি নাযিল করেছেন ?' তখন তারা বলে,

الاولين ﴿٢٤﴾ ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيمة ومن اوزار الذين

আওয়্যালীন্। ২৫। লিইয়াহ্‌মিলূ~আওযা-রাহুম্ কা-মিলাতাই ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি, ওয়া মিন্ আওযা-রিল্লাযীনা

'সেকালের উপকথা।' (২৫) এ কারণে কেয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের পূর্ণ পাপভার এবং তাদের পাপভারও, যাদেরকে তারা তাদের

يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون ﴿٢٥﴾ قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله

ইউদ্বিল্লূনাহুম্ বিগাইরি 'ইল্‌মিন্ ; আলা- সা—আ মা ইয়াযিরূন্। ২৬। ক্বাদ্ মাকারাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ ফাআতাল্লা-হু

মূর্খতার কারণে পথভ্রষ্ট করেছে। জেনে রাখ, তারা যা বহন করবে তা কতইনা নিকৃষ্ট। (২৬) তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহ্ তাদের

بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتهم العذاب من

বুন্‌ইয়া-নাহুম্ মিনাল্ ক্বাওয়া- 'ইদি ফাখার্‌রা 'আলাইহিমুস্ সাক্বফু মিন্ ফাওক্বিহিম্ ওয়া আতা-হুমুল্ 'আযা-বু মিন্

প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আঘাত করেন, ফলে সেই প্রাসাদের ছাদ তাদের উপর ধসে পড়ল এবং তাদের উপর এমন স্থান থেকে আযাব আসল–

حيث لا يشعرون ﴿٢٦﴾ ثم يوم القيمة يخزيهم ويقول اين شركاءي الذين

হাইছু লা-ইয়াশ্‌'উরূন্। ২৭। ছুম্মা ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইউখ্‌যীহিম্ ওয়া ইয়াকূলু আইনা শুরাকা—ইয়াল্লাযীনা

যা ছিল তাদের ধারণাতীত। (২৭) অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, 'কোথায় আমার সে সমস্ত

كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على

কুন্‌তুম্ তুশা—ক্বকূনা ফীহিম্ ; ক্বা-লাল্লাযীনা উতুল্ 'ইল্‌মা ইন্নাল্ খিয্‌ইয়াল্ ইয়াওমা ওয়াস্ সূ—আ 'আলাল্

অংশীদাররা– যাদের ব্যাপারে তোমরা বিতণ্ডা করতে ?' তখন জ্ঞান প্রাপ্তরা বলবে, 'আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল

الكفرين ﴿٢٧﴾ الذين تتوفهم الملئكة ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا

কা-ফিরীন্। ২৮। আল্লাযীনা তাতাওয়াফ্‌ফা-হুমুল্ মালা—ইকাতু জা-লিমী~আন্‌ফুসিহিম, ফাআল্‌ক্বাউস্ সালামা মা- কুন্না-

কাফেরদের জন্যই। (২৮) ফেরেশতারা যাদের প্রাণ হরণ করে তাদের কুফরী অবস্থায়,' তারা তখন আত্মসমর্পণ করে বলবে, 'আমরা কোন গর্হিত

نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون ﴿٢٨﴾ فادخلوا ابواب

না'মালু মিন্ সূ—ইন্ ; বালা~ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্ বিমা- কুন্‌তুম্ তা'মালূন্। ২৯। ফাদ্‌খুলূ~আব্‌ওয়া-বা

কাজ করতাম না।' হাঁ- তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলাই সবিশেষ অবহিত। (২৯) অতএব তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর,

جهنم خلدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين ﴿٢٩﴾ وقيل للذين اتقوا ماذا

জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা-; ফালাবি'সা মাছ্‌ওয়াল্ মুতাকাব্বিরীন্। ৩০। ওয়া ক্বীলা লিল্লাযীনাত্ তাক্বাও মা-যা~

এতেই অনন্তকাল থাকবে। সুতরাং অহংকারকারীদের বাসস্থান কতইনা নিকৃষ্ট। (৩০) আর মুত্তাকীদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের

انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار

আন্‌যালা রাব্বুকুম্ ; ক্বা-লূ খাইরান্ ; লিল্লাযীনা আহ্‌সানূ ফী হা-যিহিদ্ দুন্‌ইয়া- হাসানাতুন্ ; ওয়া লাদা-রুল্

প্রতিপালক কি নাযিল করেছিলেন ?' তারা বলবে, 'মহাকল্যাণ'। যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য এ পৃথিবীতেও মঙ্গল রয়েছে এবং আখেরাতেও

الاخرة خير ولنعم دار المتقين ﴿٣٠﴾ جنت عدن يدخلونها تجري من

আ-খিরাতি খাইরুন ; ওয়ালানি'মা দা-রুল্ মুত্তাক্বীন্। ৩১। জ্বান্না-তু 'আদ্‌নিই ইয়াদ্‌খুলূনাহা- তাজ্বরী মিন্

আরও উৎকৃষ্ট বাসস্থান রয়েছে। আর মুত্তাকীদের বাসস্থান কতইনা উত্তম। (৩১) তা হলো চিরস্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার পাদদেশে নদী

تحتها الانهر لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين ﴿٣١﴾ الذين

তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু লাহুম্ ফীহা- মা- ইয়াশা—উনা ; কাযা-লিকা ইয়াজ্বযিল্লা-হুল্ মুত্তাক্বীন্। ৩২। আল্লাযীনা

প্রবাহিত হয়। তারা যা কিছু কামনা করবে তাতে তাদের জন্য তাই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ্ পরহেজগারদের পুরস্কৃত করবেন। (৩২) ফেরেশতারা

تتوفهم الملئكة طيبين يقولون سلم عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم

তাতাওয়াফ্‌ফা-হুমুল মালা—ইকাতু ত্বাইয়্যিবীনা, ইয়াক্বূলূনা সালা-মুন্ 'আলাইকুমুদ্‌, খুলুল্ জ্বান্নাতা বিমা- কুন্‌তুম্

তাদের রূহ কব্জা করবে তাদের পূত পবিত্র অবস্থায়। ফেরেশ্‌তারা বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম ! তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে জান্নাতে

تعملون ﴿٣٢﴾ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملئكة او ياتي امر ربك

তা'মালূন্। ৩৩। হাল্ ইয়ান্‌জুরূনা ইল্লা~আন্ তা'তিয়াহুমুল্ মালা—ইকাতু আও ইয়া'তিয়া আম্‌রু রাব্বিকা ;

প্রবেশ কর।' (৩৩) তারা শুধু প্রতীক্ষা করছে তাদের নিকট কোন ফেরেশ্‌তা আসবে অথবা আপনার প্রতিপালকের কোন হুকুম আসবে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ فادخلوا ابواب جهنم – ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, তাদের মৃত্যুর পরে সাথে সাথেই তাদের রূহ (আত্মা) জাহান্নামে চলে যায় এবং তাদের শরীর কবরে থাকে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের দ্বারা রূহ (আত্মা) এবং শরীরের সাথে একটি সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন এবং সকাল-সন্ধ্যা তাদের উপর অগ্নি প্রেরিত হয়। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন তাদের রূহ তাদের শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং চিরদিনের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। (কুঃ কারীম)

○ টীকা (আঃ ৩০) ঃ এখানে কাফেরদের বিপরীতে মুসলমানদের কথা বলা হচ্ছে, তাদেরকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের প্রতি কি নাযিল করা হয়েছিল? তারা অত্যন্ত বিনয়ী হয়ে বলবে 'আমাদেরকে শুধুই কল্যাণ দেয়া হয়েছে। (শাঃ হিঃ)

كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ

কাযা-লিকা ফা'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ ; ওয়ামা- জালামাহুমুল্ লা-হু ওয়ালা-কিন্ কা-নূ~আন্‌ফুসাহুম্
তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন্ জুলুম করেননি, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম

يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٣﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৪ ع ১০ রুকূ

ইয়াজ্‌লিমূন্। ৩৪। ফাআছা-বাহুম্ সাইয়্যিআ-তু মা-'আমিলূ ওয়া হা-ক্বা বিহিম্ মা- কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন্।
করত। (৩৪) তাই তাদের উপরই তাদের মন্দ কর্মের শাস্তি আপতিত হয়েছিল এবং যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত তাই তাদের পরিবেষ্টন করে নিয়েছিল।

﴿٣٤﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ

৩৫। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা আশ্‌রাকূ লাও শা—আল্লা-হু মা- 'আবাদ্‌না- মিন্ দূনিহী মিন্ শাইয়িন্ নাহ্নু ওয়ালা~
(৩৫) মুশরিকরা বলে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষরা ও আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করতাম না

اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۭ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ

আ-বা—উনা- ওয়ালা- হার্‌রাম্‌না- মিন্ দূনিহী মিন্ শাইয়িন্ ; কাযা-লিকা ফা'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্,
এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করতাম না।' তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনই করেছে।

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ

ফাহাল্ 'আলার্ রুসুলি ইল্লাল্ বালা-গুল্ মুবীন্। ৩৬। ওয়ালাক্বাদ্ বা'আছ্‌না- ফী কুল্লি উম্মাতির্ রাসূলান্ আনি'
রাসূলগণের কর্তব্য তো শুধু সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা। (৩৬) প্রত্যেক জাতির কাছেই আমি এমর্মে রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর

اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ

বুদুল্লা-হা ওয়াজ্‌তানিবুত্ব ত্বা-গূতা, ফামিন্‌হুম্ মান্ হাদাল্লা-হু ওয়া মিন্‌হুম্ মান্ হাক্কাত্
ইবাদত কর এবং শয়তানের পথ বর্জন কর। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ হেদায়েত করেন এবং কিছু সংখ্যক

عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ۭ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

'আলাইহিদ্ব দ্বালা-লাতু ; ফাসীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি ফান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ মুকায্‌যিবীন্।
লোকের জন্য পথ ভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই পৃথিবীতে তোমরা ভ্রমণ কর এবং দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে?

﴿٣٦﴾ اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

৩৭। ইন্ তাহ্‌রিছ্ব 'আলা- হুদা-হুম্ ফাইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্‌দী মাই ইউদ্বিল্লু ওয়ামা- লাহুম্ মিন্ না-ছ্বিরীন্।
(৩৭) আপনি তাদের পথ-প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে হেদায়েত করবেন না এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না।

○ টীকা (আঃ ৩৫) ঃ অর্থাৎ, নবীদের সাথে কাফেরদের এমন ব্যবহার ও এধরনের আচরণ সেই প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে এবং হেদায়েত ও ভ্রষ্টতার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নীতিও এমনই। মোটকথা, বাক্-বিতণ্ডা করা কাফেরদের চিরন্তন নীতি। অনুরূপ নবীদের শিক্ষা প্রদানও চিরন্তন নীতি, সকল মানুষের হেদায়েত গ্রহণ না করাও চিরকালীন নিয়ম। সুতরাং হে নবী! আপনি চিন্তিত হবেন কেন? (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৩৬) ঃ কাফেরদের এ উক্তিটি পথভ্রষ্টতাই বটে। এই আয়াতে বলা হয়েছে, "যদি এই উক্তি পথভ্রষ্টতা বলে মনে না কর, তবে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে দেখ, নবীদের অবাধ্য সম্প্রদায়ের কি পরিণতি হয়েছিল? তখন দেখবে, উক্ত সম্প্রদায়গুলোর প্রতি কি ধরনের আযাব এসেছিল? আর বুঝতে পারবে, তা নবীদের ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী এসেছিল। তবুও কি আযাবের ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে?" (বঃ কোঃ)

﴿٣٧﴾ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ۭ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ

৩৮। ওয়া আক্বসামূ বিল্লা-হি জ্বাহ্‌দা আইমা-নিহিম্, লা-ইয়াব্'আছুল্লা-হু মাই ইয়ামূতু ; বালা- ওয়া'দান্ 'আলাইহি
(৩৮) তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে, যে মৃত— তাকে আল্লাহ্ পুনর্জীবিত করবেন না।' এ সত্য নয়। এই ওয়াদা পূরণ আল্লাহ্

حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ

হাক্বক্বাওঁ ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারান্ না-সি লা- ইয়া'লামূন্। ৩৯। লিইউবাইয়্যিনা লাহুমুল্লাযী ইয়াখ্‌তালিফূনা ফীহি
নিজের যিম্মায় অবধারিত করে নিয়েছেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অবগত নয়। (৩৯) যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত তা যাতে তাদের কাছে

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ

ওয়া লিইয়া'লামাল্ লাযীনা কাফারূ~আন্নাহুম্ কা-নূ কা-যিবীন্। ৪০। ইন্নামা- ক্বাওলুনা- লিশাইয়িন্ ইযা~আরাদ্‌না-হু
স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় এবং যাতে কাফেররা জানতে পারে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী। (৪০) আমি কোন কিছু করতে চাইলে তাকে শুধু

اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٠﴾ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا

আন্ নাকূলা লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন্। ৪১। ওয়াল্লাযীনা হা-জ্বারূ ফিল্ লা-হি মিম্ বা'দি মা- জুলিমূ
এতটুকু বলি, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। (৪১) অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় দেশ-ত্যাগ করেছে, আমি তাদেরকে

لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۭ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾ الَّذِيْنَ

লানুবাওয়্যিআন্নাহুম্ ফিদ্ দুন্‌ইয়া- হাসানাতান ; ওয়ালাআজ্‌রুল্ আ-খিরাতি আক্‌বারু। লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্। ৪২। আল্লাযীনা
অবশ্যই দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব এবং আখেরাতে তাদের পুরস্কার হবে আরও বিশাল। যদি তারা তা জানত! (৪২) আল্লাহ্‌র

صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ

ছ্বাবারূ ওয়া'আলা- রাব্বিহিম্ ইয়া তাওয়াক্কালূন্। ৪৩। ওয়ামা~আর্‌সাল্‌না- মিন্ ক্বাব্‌লিকা ইল্লা- রিজ্বা-লান্ নূহী~
পথে দেশ-ত্যাগীরা ধৈর্যশীল ও তাদের রবের প্রতি নির্ভরশীল। (৪৩) আপনার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই প্রেরণ করেছিলাম,

اِلَيْهِمْ فَسْــَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۭ

ইলাইহিম্ ফাস্‌আলূ~আহ্‌লায্ যিক্‌রি ইন্ কুন্‌তুম্ লা-তা'লামূন্। ৪৪। বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ওয়ায্‌যুবুরি ;
সুতরাং তোমরা যদি না জান, তবে ঐশী জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞাসা কর। (৪৪) স্পষ্ট নিদর্শন ও কিতাবসহ তাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম।

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

ওয়া আন্‌যাল্‌না~ইলাইকায্ যিক্‌রা লিতুবাইয়্যিনা লিন্না-সি মা-নুয্‌যিলা ইলাইহিম্ ওয়া লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাফাক্কারূন্।
আপনার প্রতি এই কুরআন নাযিল করেছি মানুষের প্রতি নাযিলকৃত বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার জন্য। যাতে তারা চিন্তা করতে পারে।

﴿٤٤﴾ اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ

৪৫। আফাআমিনাল্লাযীনা মাকারুস্ সাইয়্যিআ-তি আই ইয়াখ্‌সিফাল্লা-হু বিহিমুল্ আর্‌দ্বা আও ইয়া'তিয়াহুমুল্
(৪৫) যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে, তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন না? বা এমন স্থান থেকে

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ

'আযা-বু মিন্ হাইছু লা-ইয়াশ্'উরূন্। ৪৬। আও ইয়া'খুযাহুম্ ফী তাক্বাল্লুবিহিম্ ফামা-হুম্ বিমু'জিযীন্।
আযাব আসবে না যা তাদের ধারণাতীত ? (৪৬) কিংবা চলাফেরার সময় তাদেরকে পাকড়াও করবেন না ? যা তারা ব্যর্থ করতে পারবে না।

﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا

৪৭। আও ইয়া'খুযা হুম্ 'আলা- তাখাওয়্যুফিন্ ; ফাইন্না রাব্বাকুম্ লারাঊফুর্ রাহীম্। ৪৮। আওয়ালাম্ ইয়ারাও
(৪৭) বা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেন না ? আর তোমাদের প্রতিপালক তো স্নেহশীল ও পরম দয়ালু। (৪৮) তারা

إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ

ইলা- মা-খালাক্বাল্লা-হু মিন্ শাইয়িঈ ইয়াতাফাইয়্যাউ জিলা-লুহু 'আনিল্ ইয়ামীনি ওয়াশ্শামা—ইলি সুজ্জাদাল লিল্লা-হি
কি আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে না? যার ছায়া আল্লাহর প্রতি বিনীত হয়ে সিজদাবনত থেকে ডানে ও বামে

وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ

ওয়াহুম্ দা-খিরূন্। ৪৯। ওয়া লিল্লা-হি ইয়াসজুদু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্ আর্দ্বি মিন্ দা—ব্বাতিঁও
ঝুঁকে পড়ে ? (৪৯) আকাশ মন্ডলিতে যা কিছু আছে এবং ভূমন্ডলে যত জীবজন্তু আছে সে সব কিছুই আল্লাহকে সিজদা করে

وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ

ওয়াল্ মালা—ইকাতু ওয়া হুম লা-ইয়াসতাক্বিরূন্। ৫০। ইয়াখা-ফূনা রাব্বাহুম্ মিন্ ফাওক্বিহিম্ ওয়া ইয়াফ্'আলূনা
এবং ফেরেশতারাও সিজদা করে। আর তারা অহংকার করে না। (৫০) তারা ভয় করে তাদের প্রতিপালককে, যিনি তাদের প্রতি দয়াশীল এবং তাদেরকে যা

مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ

মা- ইউ'মারূন্। ৫১। ওয়া ক্বা-লাল্লা-হু লা-তাত্তাখিযূ~ইলা-হাই নিছ্নাইনি, ইন্নামা- হুওয়া ইলা- হুঁও ওয়া-হিদুন,
আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে। (৫১) আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ করো না, ইলাহ তো মাত্র একজনই হয়।

فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ

ফাইয়্যা-ইয়া ফারহাবূন্। ৫২। ওয়া লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্দ্বি ওয়া লাহুদ্দীনু ওয়া-ছিবান্ ; আফাগাইরাল্
তাই তোমরা আমাকেই ভয় কর। (৫২) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং তাঁরই আনুগত্য করা একান্ত কর্তব্য। তোমরা কি তবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ভয়

اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ

লা-হি তাত্তাকূন্। ৫৩। ওয়ামা-বিকুম্ মিন নি'মাতিন্ ফামিনাল্লা-হি ছুম্মা ইযা-মাস্সাকুমুদ্ দুর্রু ফাইলাইহি তাজ্আরূন্।
কর ? (৫৩) তোমাদের কাছে যত নেয়ামত আছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। অতঃপর দুঃখ-দৈন্য যখন তোমাদের স্পর্শ করে তখন তাঁর কাছেই তোমরা ফরিয়াদ কর।

○ টীকা (আঃ ৫২) ঃ অর্থাৎ, উপাস্য যেহেতু একমাত্র আমিই এবং এর আনুষঙ্গিক যাবতীয় গুণাবলী যথা পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া প্রভৃতি একমাত্র আমারই জন্য নির্দিষ্ট। অতএব, প্রতিশোধ গ্রহণের এবং শাস্তির জন্য একমাত্র আমাকেই ভয় কর। আর আমার শরীক সাব্যস্ত করো না; করলে অবশ্যই আমি শাস্তি দিব। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৫৩) ঃ অর্থাৎ, তোমাদেরকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করলে তা দূর করার জন্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই ডাক এবং তাঁরই নিকট আবেদন করতে থাক এবং অপর কোন দেবতার স্মরণ করো না। তোমাদের তখনকার অবস্থা দ্বারা বুঝা যায়, একত্ববাদ সত্য এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই উপাস্য। (বঃ কোঃ)

﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا

৫৪। ছুম্মা ইযা-কাশাফাদ্ব দ্বুর্রা 'আন্কুম্ ইযা- ফারীকুম্ মিন্কুম্ বিরাব্বিহিম্ ইউশ্রিকূন্। ৫৫। লিইয়াকফুরূ
(৫৪) এরপর যখন তিনি তোমাদের থেকে দুঃখ-দৈন্য দূর করে দেন, তখন তোমাদের একদল তাদের প্রভুর সাথে শিরিক করে, (৫৫) তাদেরকে আমি যা

بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا

বিমা~আ-তাইনা-হুম্ ; ফাতামাত্তা'ঊ ফাসাওফা তা'লামূন্। ৫৬। ওয়া ইয়াজ্'আলূনা লিমা- লা- ইয়া'লামূনা নাছীবাম্
দিয়েছি তা যাতে তারা অস্বীকার করতে পারে! সুতরাং তোমরা সুখ ভোগ করে নাও, অচিরেই তা জানতে পারবে। (৫৬) 'ওদের আমি যে জীবিকা দান করি ওরা তার এক অংশ

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ

মিম্মা- রাযাক্না-হুম্ ; তাল্লা-হি লাতুস্আলুন্না 'আম্মা-কুন্তুম্ তাফ্তারূন্। ৫৭। ওয়া ইয়াজ্'আলূনা লিল্লা-হিল্ বানা-তি
নির্ধারিত করে, যাদের সম্বন্ধে তারা অজানা তাদের জন্য ; আল্লাহর শপথ, তোমরা যে মিথ্যা রটনা কর তা প্রশ্ন করা হবে। (৫৭) ওরা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে,

سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ

সুবহা-নাহূ, ওয়া লাহুম্ মা- ইয়াশ্তাহূন্ । ৫৮। ওয়া ইযা- বুশ্শিরা আহাদুহুম্ বিল্উন্ছা- জাল্লা ওয়াজ্হুহূ
তিনি তা হতে পবিত্র, পক্ষান্তরে নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে পছন্দসই বস্তু। (৫৮) তাদের কাউকেও কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হলে তাদের চেহারা

مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ

মুস্ওয়াদ্দাওঁ ওয়া হুওয়া কাজীম্। ৫৯। ইয়াতাওয়া-রা- মিনাল্ ক্বাওমি মিন্ সূ—ই মা-বুশশিরা বিহী ; আইউম্সিকুহূ 'আলা-
কাল হয়ে যায় এবং অসহনীয় মনস্তাপে তারা ক্লিষ্ট হয়। (৫৯) প্রদত্ত সংবাদের লজ্জায় সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে থাকে। সে ভাবতে থাকে লাঞ্ছনা

هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

হূনিন্ আম্ ইয়াদুস্সুহূ ফিত্ তুরা-বি ; আলা- সা—আ মা-ইয়াহ্কুমূন্। ৬০। লিল্লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা
সয়ে সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। জেনে রাখ ! তারা যে ফয়সালা করে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ! (৬০) যারা ঈমান আনে না

بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَوْ

বিল্ আ-খিরাতি মাছালুস্ সাওই, ওয়া লিল্লা-হিল্ মাছালুল্ আ'লা-; ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ৬১। ওয়া লাও
আখেরাতের প্রতি, তাদের অবস্থা খুবই নিকৃষ্ট। আল্লাহর জন্যই মহান গুণাবলি রয়েছে এবং তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (৬১) আল্লাহ্ যদি

يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ

ইউআ-খিযুল্লা-হুন্ না-সা বিজুল্মিহিম্ মা-তারাকা 'আলাইহা- মিন্ দা—ব্বাতিঁও ওয়ালা-কিঁই ইউআখ্খিরুহুম্ ইলা~
মানবজাতিকে তাদের জুলুমের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে পৃথিবীর বিচরণশীল কোন জীব-জন্তুকেই ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল

○ টীকা (আঃ ৫৯) ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অন্য প্রকারের একটি বোকামির উল্লেখ করেছেন, তারা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্ তা'আলার বেটী বলতো। আর নিজেদের কন্যা হলে ছয় বছর উত্তীর্ণ হওয়া মাত্রই জঙ্গলের মধ্যে গর্ত খনন করে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে বলত, এই গর্তের মধ্যে কি আছে দেখ। কন্যা তাতে উঁকি মারতেই ধাক্কা দিয়ে তাতে ফেলে দিত এবং মাটি চাপা দিয়ে তাকে পুঁতে ফেলত। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৬০) ঃ কেননা, প্রথমতঃ খোদার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করাই বড় জঘন্য অপরাধ। আবার সেই সন্তানও কেমন; যাকে তারা লজ্জাকর মনে করতো। (বঃ কোঃ)

أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝

আজ্বালিম্ মুসাম্মান্, ফাইযা- জ্বা—আ আজ্বালুহুম্ লা-ইয়াস্তা'খিরূনা সা-'আতাওঁ ওয়ালা-ইয়াস্তাক্বদিমূন।
পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। তারপর যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় আসবে, তখন তারা মুহূর্তকালের জন্যও বিলম্ব করতে পারবে না বা ত্বরা করতে পারবে না।

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۖ ۝٦٢

৬২। ওয়া ইয়াজ্ব'আলূনা লিল্লা-হি মা- ইয়াক্রাহূনা ওয়া তাছিফু আল্সিনাতুহুমুল কাযিবা আন্না লাহুমুল্ হুস্না ;
(৬২) তারা নিজেরা যা পছন্দ করে না তাই আল্লাহ্র জন্য সাব্যস্ত করে। আর তাদের মুখে তারা মিথ্যা দাবী করে যে, কল্যাণ তাদের জন্যই।

لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ۝٦٣ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن

লা-জ্বারামা আন্না লাহুমুন্ না-রা ওয়া আন্নাহুম্ মুফ্রাত্বূন্। ৬৩। তাল্লা-হি লাক্বাদ্ আরসাল্না~ইলা~উমামিম্ মিন্
সন্দেহ নেই, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাতে তাদেরকেই সর্বাগ্রে পাঠানো হবে। (৬৩) শপথ আল্লাহ্র! নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বেও বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি।

قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ক্বাব্লিকা ফাযাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বা-নু আ'মা-লাহুম্ ফাহুওয়া ওয়ালিয়্যুহুমুল্ ইয়াওমা ওয়া লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্।
এরপর শয়তান তাদের কৃতকর্ম তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছে; সুতরাং শয়তানই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى ۝٦٤

৬৪। ওয়ামা~আন্যাল্না- 'আলাইকাল্ কিতা-বা ইল্লা- লিতুবাইয়্যিনা লাহুমুল্ লাযীখ্ তালাফূ ফীহি, ওয়াহুদাওঁ
(৬৪) আমি তো আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং

وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝٦٥ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ

ওয়া রাহ্মাতাল্ লিক্বাওমিই ইউ'মিনূন্। ৬৫। ওয়াল্লা-হু আন্যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আন্ ফাআহ্ইয়া- বিহিল্ আর্দ্বা
মু'মিনদের জন্য তা পথ নির্দেশ ও রহমত স্বরূপ। (৬৫) আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দিয়ে তিনি যমীনকে

بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝٦٦ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ

৮ ع ১৪ রুকূ

বা'দা মাওতিহা ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লিক্বাওমিই ইয়াস্মা'উন্। ৬৬। ওয়া ইন্না লাকুম্ ফিল্ আন্'আ-মি
তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন, নিশ্চয় এতে শ্রবনকারীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৬৬) নিশ্চয় চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের

لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا

লা'ইব্রাতান্ ; নুস্ক্বীকুম্ মিম্মা- ফী বুত্বূনিহী মিম্ বাইনি ফার্ছিওঁ ওয়া দামিল লাবানান্ খা-লিছান্ সা—ইগাল
জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটে যা আছে তা থেকে গোবর এবং রক্ত মিশ্রিত পরিচ্ছন্ন দুগ্ধ তোমাদেরকে পান করাই। যারা পান করে তাদের

لِّلشَّارِبِينَ ۝٦٧ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا

লিশ্শা-রিবীন্। ৬৭। ওয়া মিন্ ছামারা-তিন্ নাখীলি ওয়াল্ আ'না-বি তাত্তাখিযূনা মিনহু সাকারাওঁ ওয়া রিয্ক্বান্
জন্য তা সুপেয়। (৬৭) আর খেজুর ও আঙ্গুর থেকে তোমরা শরাব ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক।

حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝٦٧ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ

হাসানান্ ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লিক্বাওমিই ইয়া'ক্বিলূন। ৬৮। ওয়া আওহা- রাব্বুকা ইলান্ নাহ্লি আনিত্
এতে অবশ্যই জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৬৮) আপনার প্রতিপালক মৌমাছিকে আদেশ করেছেন যে,

اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝٦٨ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ

তাখিযী মিনাল্ জ্বিবা-লি বুইউতাওঁ ওয়া মিনাশ্ শাজ্বারি ওয়া মিম্মা- ইয়া'রিশূন্। ৬৯। ছুম্মা কুলী মিন্ কুল্লিছ্
'গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যেখানে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। (৬৯) এরপর সব ধরনের ফল থেকে

الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ

ছামারা-তি ফাস্লুকী সুবুলা রাব্বিকি যুলুলান্ ; ইয়াখ্রুজু মিম্ বুতূনিহা- শারা-বুম্ মুখ্তালিফুন্
ভক্ষণ কর। অতঃপর তোমার প্রতিপালক যে পদ্ধতি সহজ করেছেন তার অনুসরণ কর। তার পেট থেকে বের হয় বিভিন্ন বর্ণের

أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝٦٩ وَاللَّهُ

আল্ওয়া-নুহূ ফীহি শিফা—উল লিন্না-সি ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লিক্বাওমিই ইয়াতাফাক্কারূন্। ৭০। ওয়াল্লা-হু
পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৭০) আল্লাহ্ই তোমাদেরকে

خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ

খালাক্বাকুম্ ছুম্মা ইয়াতাওয়াফ্ফা-কুম্, ওয়া মিন্কুম্ মাই ইউরাদ্দু ইলা~আর্যালিল্ 'উমুরি লিকাই লা-ইয়া'লামা
সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং তোমাদের মধ্যে অনেককে জরাগ্রস্ত বয়সে পৌঁছে দেয়া হয়। ফলে তার জানা

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝٧٠ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

বা'দা 'ইল্মিন্ শাইআন ; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন্ ক্বাদীর। ৭১। ওয়াল্লা-হু ফাদ্দ্বালা বা'দ্বাকুম্ 'আলা- বা'দ্বিন্
বিষয়ে সে আর সজ্ঞান থাকে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৭১) আল্লাহ্ জীবিকা দানে তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব

فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ

ফির্ রিয্ক্বি, ফামাল্ লাযীনা ফুদ্দ্বিলূ বিরা—দ্দী রিয্ক্বিহিম্ 'আলা- মা- মালাকাত্ আইমা-নুহুম ফাহুম
দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের রিযিক থেকে এমন কিছু দেয় না- যাতে তারা সবাই সমান

فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝٧١ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

ফীহি সাওয়া—উন্ ; আফাবিনি'মাতিল্লা-হি ইয়াজ্বহাদূন্। ৭২। ওয়াল্লা-হু জ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ আন্ফুসিকুম্ আয্ওয়া-জ্বাওঁ
হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহ্র নেয়ামতকে অস্বীকার করে? (৭২) আল্লাহ্ তোমাদের নিজেদের থেকে তোমাদের সঙ্গীনী সৃষ্টি করেছেন

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ

ওয়া জ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ আয্ওয়া-জ্বিকুম্ বানীনা ওয়া হ্বাফাদাতাওঁ ওয়া রাযাক্বাকুম্ মিনাত্ত্ব ত্বাইয়্যিবা-তি ;
এবং তোমাদের সঙ্গীনী থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছেন।

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আফাবিল্ বা-ত্বিলি ইউ'মিনূনা ওয়া বিনি'মাতিল্লা-হি হুম্ ইয়াক্ফুরূন্ । ৭৩ । ওয়া ইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি
তবুও কি তারা ভিত্তিহীন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ? (৭৩) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন জিনিসের

مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٤﴾ فَلَا

মা- লা- ইয়াম্লিকু লাহুম্ রিয্ক্বাম্ মিনাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি শাইআওঁ ওয়ালা- ইয়াস্তাত্বী'উন্ । ৭৪ । ফালা-
পূজা করে যারা আসমান ও যমীন থেকে সামান্য রিযিক দানেরও অধিকার রাখে না এবং কোন শক্তিও রাখে না । (৭৪) তাই তোমরা

تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا

ত্বাদ্বরিবূ লিল্লা-হিল্ আম্ছা-লা ; ইন্নাল্ লা-হা ইয়া'লামু ওয়া আন্তুম্ লা-তা'লামূন্ । ৭৫ । দ্বারাবাল্লা-হু মাছালান্
আল্লাহ্র কোন সমতুল্য স্থির করো না । নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না । (৭৫) আল্লাহ্ একটি উপমা দিচ্ছেন অপরের

عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ

'আবদাম মাম্লূকাল্ লা- ইয়াক্বদিরু 'আলা- শাইয়িওঁ ওয়া মার্ রাযাক্বনা-হু মিন্না- রিয্কান্ হাসানান্ ফাহুওয়া ইউন্ফিক্বু মিন্হু
অধীকারভুক্ত গোলামের ব্যাপারে, যে কোন বিষয়ের শক্তি রাখে না এবং এমন ব্যক্তির উপমা, যাকে তিনি নিজ থেকে উত্তম রিযিক দিয়েছেন । সে তা

سِرًّا وَّجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٦﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ

সিররাওঁ ওয়া জ্বাহ্রান্ ; হাল্ ইয়াস্তাউনা ; আল্হাম্দু লিল্লা-হি ; বাল্ আক্ছারুহুম্ লা-ইয়া'লামূন্ । ৭৬ । ওয়া দ্বারাবাল্লা-হু
থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে । তারা কি সমান ? সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই । অথচ তাদের অধিকাংশই জানে না । (৭৬) আল্লাহ্ আরো

مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ

মাছালার রাজুলাইনি আহ্বাদুহুমা~আবকামু লা-ইয়াক্বদিরু 'আলা- শাইয়িওঁ ওয়া হুওয়া কাল্লুন্ 'আলা- মাওলা-হু,
দুই ব্যক্তির উপমা দিচ্ছেন, তাদের একজন বোবা– সে কোন কিছুরই শক্তি রাখে না, সে তার মালিকের জন্য বোঝা স্বরূপ, তাকে

اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى

আইনামা- ইউওয়াজ্জিহ্হু লা-ইয়া'তি বিখাইরিন্ ; হাল্ ইয়াস্তাওয়ী হুওয়া, ওয়া মাই ইয়া'মুরু বিল্'আদ্লি, ওয়া হুওয়া 'আলা-
যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে ভাল কিছু করে আসতে পারে না– সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির, যে ইনসাফের নির্দেশ দেয় এবং

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٧﴾ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ

ছিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্ । ৭৭ । ওয়া লিল্লা-হি গাইবুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ; ওয়ামা~আমরুস্ সা-'আতি ইল্লা-কালাম্হিল
যে আছে সরল পথে ? (৭৭) আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই এবং কিয়ামত তো মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র,

১০ ع ১৬ রুকূ

○ টীকা (আঃ ৭৪) ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে দুনিয়ার রাজা-মহারাজার বাদশাহের মত মনে করো না । যেমন মোসাহেব এবং দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যস্থতা ছাড়া দুনিয়ার রাজা-বাদশাহর নিকট কেউ নিজের প্রয়োজন ও প্রার্থনার কথা পৌছাতে পারে না । তেমনি আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে তোমরা এই ধারণা করছ যে, তিনি নিজের শাহী প্রাসাদে ফেরেশতা, আওলিয়া ও তাঁর অন্যান্য নৈকট্য-প্রাপ্ত অনুগৃহীতজনদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বসে আছেন এবং তাদের মধ্যস্থতা ছাড়া কারও কোন কাজই আল্লাহর কাছে পৌছে না । (শাঃ হিঃ)

○ টীকা (আঃ ৭৬) ঃ যখন পৃথিবীর প্রভু এবং ভৃত্য পরস্পর সমান হতে পারে না, তখন প্রকৃত প্রভু এবং সত্যিকারের দাস কিরূপে সমান হবে ।

الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٨﴾ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ

বাছারি আও হুওয়া আক্বরাবু ; ইন্নাল্ লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর । ৭৮ । ওয়াল্লা-হু আখরাজাকুম্ মিম্
যেন তা চক্ষুর পলকের ন্যায় কিংবা আরও নিকটবর্তী । আল্লাহ্ অবশ্যই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । (৭৮) আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ থেকে

بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ

বুত্বুনি উম্মাহা-তিকুম্ লা-তা'লামূনা শাইআও ওয়া জ্বা'আলা লাকুমুস্ সাম্'আ ওয়াল্ আব্ছা-রা ওয়াল্ আফ্ইদাতা,
এমনভাবে বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না । তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি,দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় । যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٩﴾ اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ۗ مَا

লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্ । ৭৯ । আলাম্ ইয়ারাও ইলাত্ব ত্বাইরি মুসাখ্খারা-তিন্ ফী জ্বাওওয়িস্ সামা—ই ; মা-
প্রকাশ করতে পার । (৭৯) তারা কি লক্ষ্য করে না উড়ন্ত পাখির দিকে– যে আকাশের শূণ্যগর্ভে নিয়োজিত রয়েছে ? আল্লাহ্ ছাড়া

يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ

ইউম্সিকুহুন্না ইল্লাল্লা-হু ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিক্বাওমিই ইউ'মিনূন্ । ৮০ । ওয়াল্লা-হু জ্বা'আলা লাকুম্
কেউ তাদেরকে স্থির রাখতে পারে না । নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য । (৮০) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে তোমাদের

مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ

মিম্ বুইউতিকুম্ সাকানাও ওয়া জ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ জুলূদিল্ আন্'আ-মি বুইউতান্ তাস্তাখিফ্ফূনাহা- ইয়াওমা জা'নিকুম্
বাসস্থানের জন্য নির্ধারিত করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্ম দ্বারা তাঁবুর ব্যবস্থা করেছেন । তোমরা ভ্রমণকালে তা সহজে বহন করতে পার

وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى

ওয়া ইয়াওমা ইক্বা-মাতিকুম্, ওয়া মিন্ আছ্ওয়া-ফিহা- ওয়া আওবা-রিহা- ওয়া আশ্'আ-রিহা~আছা-ছাও ওয়া মাতা'আন ইলা-
এবং অবস্থানকালে সহজে স্থাপন করতে পার এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন এগুলোর পশম, লোম ও কেশ থেকে নির্দিষ্ট কিছু কালের জন্য

حِيْنٍ ﴿٨١﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا

হ্বীন । ৮১ । ওয়াল্লা-হু জ্বা'আলা লাকুম্ মিম্মা- খালাক্বা জিলা-লাও ওয়া জ্বা'আলা লাকুম্ মিনাল্ জ্বিবা-লি আক্না-নাওঁ
ব্যবহার্য সামগ্রী । (৮১) আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তোমাদের জন্য ছায়াদার বস্তু এবং আত্মগোপনের জন্য পর্বতমালা তৈরি করেছেন

وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ۗ كَذٰلِكَ

ওয়া জ্বা'আলা লাকুম্ সারা-বীলা তাক্বীকুমুল হ্বাররা ওয়া সারা-বীলা তাক্বীকুম্ বা'সাকুম্ ; কাযা-লিকা
এবং ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্র– যা তোমাদেরকে তাপ থেকে বাঁচায় এবং যুদ্ধে আঘাত থেকে রক্ষা করে । এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর

○ টীকা (আঃ ৮০) ঃ একটি ব্যাপারের মধ্যে কয়েকটি প্রমাণের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, পক্ষীকুলকে এরূপ এক বিশেষ গঠনে সৃষ্টি করা, যার ফলে উড়া সম্ভব হচ্ছে এটা একটি প্রমাণ । (আবার শূন্যমণ্ডলকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে উড়া সম্ভব হচ্ছে, এটা একটি প্রমাণ ।) আবার সেই উড়া কার্যটি বাস্তবরূপ গ্রহণ করা আর একটি প্রমাণ । এতদ্ব্যতীত উড়ার ব্যাপারে যত প্রকার উপাদান রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার মহিমা এসব উপাদানের উপর উড়া কার্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন । অতএব, এই একটি ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার অপার ক্ষমতার বহুবিধ প্রমাণ রয়েছে । (বঃ কোঃ)

يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ

ইউতিম্মু নি'মাতাহূ 'আলাইকুম্ লা'আল্লাকুম্ তুস্লিমূন্ । ৮২ । ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাইন্নামা- 'আলাইকাল্ বালা-গুল্
অনুগ্রহ পূর্ণ করেছেন। যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ করতে পার। (৮২) অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্টভাবে

الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾ وَيَوْمَ

মুবীন্ । ৮৩ । ইয়া'রিফূনা নি'মাতাল্লা-হি ছুম্মা ইউনকিরূনাহা- ওয়া আক্ছারুহুমুল্ কা-ফিরূন্ । ৮৪ । ওয়া ইয়াওমা
প্রচার করা। (৮৩) তারা আল্লাহ্র নেয়ামত চিনে, অতঃপর তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফের। (৮৪) যেদিন আমি প্রত্যেক

نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

নাব্'আছু মিন্ কুল্লি উম্মাতিন্ শাহীদান্ ছুম্মা লা-ইউ'যানু লিল্লাযীনা কাফারূ ওয়ালা- হুম্ ইউস্তা'তাবূন্।
কওম থেকে একজন সাক্ষী উত্থিত করব, সেদিন কাফেরদেরকে কোন কিছুর অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাদের কোন অজুহাতও শোনা হবে না।

﴿٨٤﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

৮৫ । ওয়া ইযা-রাআল্লাযীনা জালামুল্ 'আযা-বা ফালা- ইউখাফফাফু 'আনহুম্ ওয়ালা- হুম্ ইউনজারূন্।
(৮৫) যখন জালিমরা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না।

﴿٨٥﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا

৮৬ । ওয়া ইযা- রাআল্লাযীনা আশরাকূ শুরাকা—আহুম্ ক্বা-লূ রাব্বানা- হা~উলা—ই শুরাকা—উনাল্ লাযীনা কুন্না-
(৮৬) মুশরিকরা যখন তাদের উপাস্যদের দেখবে, তখন বলবে 'হে আমাদের প্রতিপালক ! এরাই তো তারা, যাদেরকে আমরা আপনার শরীক সাব্যস্ত

نَدْعُو مِن دُونِكَ ۖ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ

নাদ্'উ মিন্ দূনিকা, ফাআলক্বাও ইলাইহিমুল্ ক্বাওলা ইন্নাকুম্ লাকা-যিবূন্ । ৮৭ । ওয়া আলক্বাও ইলাল্লা-হি
করেছিলাম, তাদেরকে আপনার পরিবর্তে ডাকতাম।' তখন তারা তার উত্তরে বলবে, 'তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।' (৮৭) সেদিন তারা আল্লাহ্র নিকট

يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن

ইয়াওমাইযিন্ নিস্ সালামা ওয়াদ্বাল্লা 'আনহুম মা- কা-নূ ইয়াফতারূন্ । ৮৮ । আল্লাযীনা কাফারূ ওয়াছাদ্দূ 'আন্
আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে। (৮৮) যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্র পথে

سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ

সাবীলিল্লা-হি যিদ্না-হুম্ 'আযা-বান্ ফাওক্বাল্ 'আযা-বি বিমা- কা-নূ ইউফ্সিদূন্ । ৮৯ । ওয়া ইয়াওমা নাব্'আছু
বাধা প্রদান করেছে আমি তাদের আযাবের পর আযাব বৃদ্ধি করব; কারণ, তারা ফাসাদ সৃষ্টি করত। (৮৯) যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের

فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ

ফী কুল্লি উম্মাতিন্ শাহীদান্ 'আলাইহিম্ মিন্ আনফুসিহিম্ ওয়া জি'না-বিকা শাহীদান্ 'আলা- হা~উলা—ই ;
মধ্য থেকে তাদেরই একজনকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব এবং তাদের বিষয়ে আপনাকে আমি সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত করব।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

ওয়া নায্যাল্না 'আলাইকাল্ কিতা-বা তিব্ইয়া-নাল্ লিকুল্লি শাইইওঁ ওয়া হুদাও ওয়া রাহ্মাতাও ওয়া বুশ্রা- লিল্মুস্লিমীন্।
আর আমি মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক বস্তুর স্পষ্ট ব্যাখ্যা, পথনির্দেশ, রহমত ও সুসংবাদ স্বরূপ আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি।

﴿٨٩﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

৯০। ইন্নাল্লা-হা ইয়া'মুরু বিল্'আদ্লি ওয়াল্ ইহ্সা-নি ওয়া ই-তা—ই- যিল্ কুর্বা- ওয়া ইয়ানহা-
(৯০) নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা,

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ وَأَوْفُوا

'আনিল্ ফাহ্শা—ই ওয়াল্ মুনকারি ওয়াল্ বাগ্ই, ইয়া'ইজুকুম্ লা'আল্লাকুম্ তাযাক্কারূন্ । ৯১ । ওয়া আওফূ
অসৎকর্ম ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৯১) তোমরা কখনও

بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ

বি'আহ্দিল্লা-হি ইযা-'আ-হাত্তুম্ ওয়ালা-তানকুদ্বুল্ আইমা-না বা'দা তাওকীদিহা- ওয়া ক্বাদ্ জা'আল্তুমুল্লা-হা
আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করলে সে অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না- শক্তভাবে অঙ্গীকার করে আল্লাহকে

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ

'আলাইকুম্ কাফীলান্ ; ইন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা-তাফ্'আলূন্ । ৯২ । ওয়ালা-তাকূনূ কাল্লাতী নাক্বাদ্বাত্
জামিন করার পর। তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আল্লাহ অবশ্যই জানেন। (৯২) তোমরা সেই নারীর মতো হয়ো না- যে সুতা পাকিয়ে মজবুত

غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ

গায্লাহা- মিম্ বা'দি কুওয়্যাতিন্ আন্কা-ছান্ ; তাত্তাখিযূনা আইমা-নাকুম্ দাখালাম্ বাইনাকুম্ আন্ তাকূনা
করার পর তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। (তার মতো) তোমরা তো নিজেদের শপথকে বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য ব্যবহার কর, যাতে একদল

أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মাতুন্ হিয়া আরবা-মিন্ উম্মাতিন্ ; ইন্নামা- ইয়াব্লূ কুমুল্লা-হু বিহী ; ওয়ালা ইউবাইয়্যিনান্না লাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি
অন্যদল থেকে অধিক ক্ষমতাবান হয়ে যায়। আল্লাহ্ তো এর দ্বারা কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষাই করেন। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, আল্লাহ্

مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ

মা- কুন্তুম্ ফীহি তাখ্তালিফূন্ । ৯৩ । ওয়া লাও শা—আল্লা-হু লাজা'আলাকুম্ উম্মাতাওঁ ওয়া-হিদাতাওঁ ওয়ালা-কিঁই ইউদ্বিল্লু
কিয়ামতের দিন তা প্রকাশ করে দেবেন। (৯৩) ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন ; কিন্তু তিনি যাকে

مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا

মাই ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াহ্দী মাই ইয়াশা—উ ; ওয়ালা তুস্আলুন্না 'আম্মা- কুন্তুম্ তা'মালূন্ । ৯৪ । ওয়ালা- তাত্তাখিযূ~
ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সুপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (৯৪) পরস্পরকে বিপর্যয়

أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ

আইমা-নাকুম্ দাখালাম্ বাইনাকুম্ ফাতাযিল্লা ক্বাদামুম্ বা'দা ছুবূতিহা- ওয়া তাযূক্বুস্ সূ—আ বিমা- ছ্বাদাত্তুম্
করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না। অন্যথায় তোমরা দৃঢ়পদ হওয়ার পর তোমাদের পা পিছলে যাবে এবং আল্লাহ্র পথে বাধা প্রদানের

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ

'আন্ সাবীলিল্লা-হি, ওয়ালাকুম্ 'আযা-বুন্ 'আজীম্। ৯৫। ওয়ালা- তাশ্তারূ বি'আহদিল্লা-হি ছামানান্ ক্বালীলান্ ;
কারণে শাস্তি ভোগ করবে। তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (৯৫) তোমরা আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করো না।

إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۖ وَمَا عِنْدَ

ইন্নামা- 'ইন্দাল্ লা-হি হুওয়া খাইরুল্লাকুম্ ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন্। ৯৬। মা- 'ইন্দাকুম্ ইয়ান্ফাদু ওয়ামা- 'ইন্দাল্
আল্লাহ্র নিকট যা আছে তাই তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা তা জানতে। (৯৬) তোমাদের নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং

اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

লা-হি বা-ক্বিন্ ; ওয়ালা নাজ্যিয়ান্নাল্ লাযীনা ছ্বাবারূ~আজ্রাহুম্ বিআহ্সানি মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্।
আল্লাহর নিকট যা আছে তা সর্বদাই থাকবে। আর যারা ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদেরকে প্রদান করবেন।

۝ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ

৯৭। মান্ 'আমিলা ছ্বা-লিহাম্ মিন যাকারিন্ আও উন্ছা- ওয়া হুওয়া মু'মিনুন্ ফালা নুহ্য়িয়ান্নাহূ হ্বায়া-তান্ ত্বাইয়্যিবাতান্,
(৯৭) মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয় উত্তম জীবন দান করব এবং প্রতিদানে

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ

ওয়া লানাজ্যিয়ান্নাহুম আজ্রাহুম্ বিআহ্সানি মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৯৮। ফাইযা- ক্বারা'তাল্ কুরআ-না ফাস্তা'ইয্
তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করব। (৯৮) যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন, তখন আল্লাহ্র

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

বিল্লা-হি মিনাশ্ শাইত্বা-নির্ রাজীম্। ৯৯। ইন্নাহূ লাইসা লাহূ সুলত্বা-নুন্ 'আলাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আলা রাব্বিহিম্
স্মরণ নেবেন অভিশপ্ত শয়তান থেকে। (৯৯) শয়তানের কোন আধিপত্য চলে না তাদের উপর যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের প্রতি

يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۝

ইয়াতাওয়াক্কালূন্ ১০০। ইন্নামা- সুল্ত্বা-নুহূ 'আলাল্লাযীনা ইয়াতাওয়াল্লাওনাহূ ওয়াল্লাযীনা হুম্ বিহী মুশ্রিকূন্।
ভরসা রাখে। (১০০) তার আধিপত্য তো কেবল তাদেরই উপর চলে। যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহ্র সাথে শিরিক করে।

১৩ ع ১৯ রুকূ

۝ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ

১০১। ওয়া ইযা- বাদ্দাল্না~আ-ইয়াতাম্ মাকা-না আ-ইয়াতিঁও ওয়াল্লা-হু 'আলামু বিমা- ইউনায্যিলু ক্বা-লূ~ইন্নামা~আন্তা মুফ্তারিন্ ;
(১০১) আমি যখন এক আয়াতকে অন্য আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করি এবং আল্লাহই অধিক জানেন তিনি যা নাযিল করেছেন; তখন তারা বলে, 'আপনি তো কেবল মিথ্যা

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ

বাল্ আক্ছারুহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ১০২। কুল্ নায্যালাহূ রূহুল্ ক্বুদুসি মির্ রাব্বিকা বিল্হাক্কি
উদ্ভাবনকারী'। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (১০২) বলুন, 'আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে একে জিব্রাঈল সত্যসহ নাযিল করেছে-

لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ

লিইউছাব্বিতাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া হুদাঁও ওয়া বুশ্রা- লিল্মুসলিমীন্। ১০৩। ওয়া লাক্বাদ্ না'লামু আন্নাহুম্ ইয়াক্বূলূনা
ঈমানদারদেরকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, আর মুসলমানদের পথনির্দেশ ও সুসংবাদ স্বরূপ। (১০৩) আমি অবশ্যই জানি যে- তারা বলে,

إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ

ইন্নামা- ইউ'আল্লিমুহূ বাশারুন্ ; লিসা-নুল্লাযী ইউল্হিদূনা ইলাইহি আ'জামিয়্যুঁও ওয়া হা-যা- লিসা-নুন্ 'আরাবিয়্যুম্
'তাকে [মুহাম্মদ (স)-কে] শিক্ষা দেয় এক জন মানুষ। তারা যার প্রতি ইংগিত করে তার ভাষা তো আরবী নয়; কিন্তু কুরআন তো সুস্পষ্ট আরবী

مُبِينٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۙ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

মুবীন্। ১০৪। ইন্নাল্লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা বিআ-য়া-তিল্লা-হি, লা-ইয়াহ্দীহিমুল্লা-হু ওয়া লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্।
ভাষায় (বর্ণিত)। (১০৪) যারা আল্লাহ্র আয়াতের প্রতি ঈমান আনে না তাদেরকে আল্লাহ্ পথ নির্দেশ করেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

۝ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝

১০৫। ইন্নামা- ইয়াফ্তারিল্ কাযিবাল্ লাযীনা লা- ইউ'মিনূনা বিআ-য়া-তিল্লা-হি, ওয়া উলা—ইকা হুমুল্ কা-যিবূন্।
(১০৫) যারা আল্লাহ্র আয়াতের প্রতি ঈমান আনে না তারা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।

۝ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

১০৬। মান্ কাফারা বিল্লা-হি মিম্ বা'দি ঈমা-নিহী~ইল্লা- মান্ উক্রিহা ওয়া ক্বাল্বুহূ মুত্বমাইন্নুম্ বিল্ঈমা-নি
(১০৬) কেউ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার পর তাঁকে অস্বীকার করলে এবং অবিশ্বাসের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত করে দিলে তার উপর আল্লাহ্র গজব আপতিত হবে

وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

ওয়ালা-কিম্ মান্ শারাহ্বা বিল্কুফ্রি ছ্বাদ্রান্ ফা'আলাইহিম্ গাদ্বাবুম্ মিনাল্লা-হি ওয়া লাহুম্ 'আযা-বুন্ 'আজীম্।
এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি ; তবে কাউকে কুফরীতে বাধ্য করা হলে এবং তার অন্তর ঈমানের প্রতি অবিচল থাকলে ভিন্ন কথা।

۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

১০৭। যা-লিকা বিআন্নাহুমুস্ তাহ্বাব্বুল্ হ্বায়া-তাদ্ দুন্ইয়া- 'আলাল্ আ-খিরাতি ওয়া আন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দিল্
(১০৭) এটা এ জন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং এজন্য যে, আল্লাহ্ পথনির্দেশ করেন না

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০৩) ঃ انما يعلمه بشر – তাওরাত ও ইঞ্জিল সম্পর্কে অবগত কতিপয় গোলাম (দাস), যারা প্রথমে খৃষ্টান ও ইহুদী ছিল। পরে মুসলমান হয়েছিল, তাদের ভাষাও আরবী ছিল না। মক্কার মুশরিকরা বলত, অমুক গোলাম (দাস) মুহাম্মদ (স)-কে কুরআন শিখায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যাদের ব্যাপারে তারা (কুরাইশরা) একথা বলে, তারা তো আরবী ভাষা সুন্দরভাবে জানে না। অথচ কুরআন তো স্পষ্ট আরবী ভাষা। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ১০৭) ঃ পূর্ব আয়াতটির সারমর্ম এই, যারা ঈমান আনয়নের পর আবার আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে কুফরী করে, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার গযব নাযিল হবে এবং কঠোর শাস্তি হবে। কিন্তু কাফেররা যদি কোন মুমিনের প্রতি বল প্রয়োগ করে অর্থাৎ, হত্যার ভয় দেখায়, তার দ্বারা কুফরী বাক্য উচ্চারণ করায় এবং সে ঈমানের উপর দৃঢ় ও অবিচল থেকে কুফরকে অন্তরের সাথে ঘৃণা করে, তবে এরূপ ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে কুফরী বাক্য মুখে উচ্চারণ করলে তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার গযবও হবে না এবং তার শাস্তিও হবে না। (বঃ কোঃ)

الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝١٠٨ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَ

ক্বাওমাল্ কা-ফিরীন্। ১০৮। উলা—ইকাল্লাযীনা ত্বাবা'আল্লা-হু 'আলা- ক্বুলূবিহিম্ ওয়া সাম্'ইহিম্ ওয়া
কাফের সম্প্রদায়কে। (১০৮) এরাই তো তারা, আল্লাহ্ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং

اَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝١٠٩ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

আব্ছা-রিহিম্, ওয়া উলা—ইকা হুমুল্ গা-ফিলূন্। ১০৯। লা-জ্বারামা আন্নাহুম্ ফিল্ আ-খিরাতি হুমুল্ খা-সিরূন্।
তারাই পরিণাম সম্পর্কে অসচেতন। (১০৯) সন্দেহ নেই, তারা আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেই।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ

১১০। ছুম্মা ইন্না রাব্বাকা লিল্লাযীনা হা-জ্বারূ মিম্ বা'দি মা- ফুতিনূ ছুম্মা জ্বা-হাদূ ওয়া ছাবারূ~, ইন্না
(১১০) আর যারা নির্যাতিত হওয়ার পর দেশত্যাগ করে, অতঃপর জিহাদ করে এবং ধৈর্যধারণ করে– তবে তাদের প্রতি আপনার

رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١١٠ يَوْمَ تَاْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا

রাব্বাকা মিম্ বা'দিহা- লাগাফূরুর্ রাহ্বীম্। ১১১। ইয়াওমা তা'তী কুল্লু নাফ্‌সিন্ তুজ্বা-দিলু 'আন্ নাফ্‌সিহা-
প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১১) যেদিন আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রত্যেক ব্যক্তি সওয়াল-জওয়াব করতে করতে

১৪
ع
২০
রুকূ

وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝١١١ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً

ওয়া তুওয়াফ্‌ফা- কুল্লু নাফ্‌সিম্ মা- 'আমিলাত্ ওয়া হুম্ লা- ইউজ্‌লামূন্। ১১২। ওয়া দ্বারাবাল্লা-হু মাছালান্ ক্বারইয়াতান্
উপস্থিত হবে, সেদিন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (১১২) আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এমন এক জনপদের,

كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ

কা-নাত্ আ-মিনাতাম্ মুত্বমাইন্নাতাই ইয়া'তীহা- রিয্‌ক্বুহা- রাগাদাম্ মিন্ কুল্লি মাকা-নিন্ ফাকাফারাত্ বিআন্'উমিল্লা-হি
যা ছিল অত্যন্ত নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত অবস্থায়। যেখানে সব দিক থেকে প্রচুর রিযিক আসত। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত অনুগ্রহ অস্বীকার করে বসে।

فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝١١٢ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ

ফাআযা-ক্বাহাল লা-হু লিবা-সাল জুই ওয়াল্ খাওফি বিমা- কা-নূ ইয়াছ্‌না'উন। ১১৩। ওয়া লাক্বাদ জ্বা—আহুম্
ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদ করান। (১১৩) তাদের নিকট অবশ্যই তাদেরই মধ্য থেকে একজন

رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝١١٣ فَكُلُوْا مِمَّا

রাসূলুম্ মিন্‌হুম্ ফাকায্‌যাবূহু ফাআখাযাহুমুল 'আযা-বু ওয়া হুম্ জা-লিমূন্। ১১৪। ফাকুলূ মিম্মা-
রাসূল এসেছিলেন। তারা তাকে মিথ্যারোপ করেছিল। তাই আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। আর তারা ছিল জালিম। (১১৪) সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদেরকে

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১১১) ঃ تجادل عن نفسها - অর্থাৎ, গুনাহগার নিজকে নিজে তিরস্কার করবে। গুনাহগাররা বলবে আমরা কেন গুনাহ করেছিলাম। ইবাদাতকারীগণ বলবে আমরা কেন বেশি পরিমাণ ইবাদাত করিনি, অথবা প্রত্যেকে তার নিজকে বাঁচানোর জন্য বাদানুবাদ (ঝগড়া) করবে এবং নফ্‌সী-নফ্‌সী বলবে। (তাঃ কাদেরী) ✪ টীকা (আঃ ১১২) ঃ পূর্বকালের বহু জনপদেরই এ দশা হয়েছিল যে, বাহ্যিক নেয়ামত, নিরাপত্তা এবং জীবিকার সুব্যবস্থা ছিল এবং অভ্যন্তরীণ নেয়ামত তথা রাসূলগণের আগমনও হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা বিধর্মাচরণ করেছিল এবং দণ্ডিত হয়েছিল। সুতরাং মক্কাবাসীগণকে সে জনপদগুলোর অবস্থা শুনাচ্ছে যে, তোমরা যদি সেরূপ কর, তবে তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হবে। (কুঃ কারীম)

رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

রাযাক্বাকুমুল্লা-হু হ্বালা-লান্ ত্বাইয়্যিবাওঁ, ওয়াশ্‌কুরূ নি'মাতাল্লা-হি ইন্ কুন্‌তুম্ ইয়্যা-হু তা'বুদূন।
যে হালাল রিযিক দান করেছেন তা তোমরা ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তোমরা যদি কেবল তাঁরই ইবাদত করতে থাক।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ

১১৫। ইন্নামা- হ্বাররামা 'আলাইকুমুল্ মাইতাতা ওয়াদ্দামা ওয়া লাহ্বমাল্ খিন্‌যীরি ওয়ামা~ উহিল্লা লিগাইরিল্লা-হি বিহী, ফামানিদ্
(১১৫) আল্লাহ্ নিশ্চয় মৃত, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যে জন্তুকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করা হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তবে

اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ

ত্বুররা গাইরা বা-গিওঁ ওয়ালা- 'আ-দিন্ ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহ্বীম্। ১১৬। ওয়ালা- তাক্বূলূ লিমা- তাছিফু আল্‌সিনাতুকুমুল্
কেউ একান্ত বাধ্য হলে অন্যায় ও সীমালংঘন না করে তা গ্রহণ করলে আল্লাহ্ তো নিশ্চয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (১১৬) অন্য সব বিষয়ে তোমরা যেভাবে

الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ

কাযিবা হা-যা- হ্বালা-লুওঁ ওয়া হা-যা- হ্বারামুল্ লিতাফ্‌তারূ 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা ; ইন্নাল্লাযীনা
মিথ্যা বলে থাক– সেভাবে তোমরা বল না যে, এটা হালাল আর এটা হারাম– আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার জন্য।' নিশ্চয় যারা আল্লাহর

يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ۝ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۪ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

ইয়াফ্‌তারূনা 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা লা-ইউফ্‌লিহূন্। ১১৭। মাতা-'উন্ ক্বালীলুওঁ, ওয়া লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্।
ব্যাপারে মিথ্যারোপ করে তারা সফলকাম হয় না। (১১৭) তাদের সুখ সম্ভোগ অল্প কয়েকদিনের মাত্র এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক আযাব রয়েছে।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا

১১৮। ওয়া 'আলাল্লাযীনা হা-দূ হ্বাররাম্‌না- মা-ক্বাছাছ্‌না- 'আলাইকা মিন্ ক্বাব্‌লু, ওয়ামা- জ্বালাম্‌না-হুম্ ওয়ালা-কিন্ কা-নূ~
(১১৮) আপনার নিকট ইতিপূর্বে যা বর্ণনা করেছি, ইহুদীদের জন্য তো কেবল তাই হারাম করেছিলাম এবং আমি তাদের উপর কোন জুলুম করিনি। কিন্তু

اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ

আন্‌ফুসাহুম্ ইয়াজ্‌লিমূন্। ১১৯। ছুম্মা ইন্না রাব্বাকা লিল্লাযীনা 'আমিলুস্ সূ—আ বিজ্বাহা-লাতিন্ ছুম্মা তা-বূ মিম্
তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে। (১১৯) আর যারা না জেনে মন্দ কাজ করে, অতঃপর তারা তাওবা করলে ও নিজেদের সংশোধন

بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ

বা'দি যা-লিকা ওয়া আছ্‌লাহূ~ইন্না রাব্বাকা মিম্ বা'দিহা- লাগাফূরুর্ রাহ্বীম। ১২০। ইন্না ইব্রা-হীমা কা-না
করলে তাদের জন্য আপনার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (১২০) নিশ্চয় ইব্রাহীম (আ) ছিলেন এক জাতির পথিকৃত।

১৫
ع
২১
রুকূ

اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ۗ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ۗ اِجْتَبٰهُ

উম্মাতান্ ক্বা-নিতাল লিল্লা-হি হ্বানীফান্ ; ওয়ালাম্ ইয়াকু মিনাল্ মুশ্‌রিকীন্। ১২১। শা-কিরাল্ লিআন্'উমিহী ; ইজ্‌তাবা-হু
তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ, অনুগত এবং তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, (১২১) তিনি আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নেয়ামতের শোকর গুজার করেছিলেন।

وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٢٢﴾ وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ

ওয়াহাদা-হু ইলা- ছিরা-ত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম্। ১২২। ওয়া আ-তাইনা-হু ফিদ্ দুন্‌ইয়া- হ্বাসানাতান্ ; ওয়া ইন্নাহূ ফিল্ আ-খিরাতি

আল্লাহ্ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরলপথে চালিত করেছিলেন। (১২২) আমি তাকে পৃথিবীতে মঙ্গল দিয়েছিলাম এবং পরকালেও তিনি

لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٢٣﴾ ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۖ وَمَا

লামিনাছ্ ছা-লিহ্বীন্। ১২৩। ছুম্মা আওহ্বাইনা~ইলাইকা আনিত্তাবি' মিল্লাতা ইব্‌রা-হীমা হ্বানীফান্ ; ওয়ামা-

হবেন সৎলোকদের অন্যতম। (১২৩) অতঃপর আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি যে, 'আপনি একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করুন।' তিনি

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٤﴾ اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۖ وَاِنَّ

কা-না মিনাল্ মুশ্‌রিকীন্। ১২৪। ইন্নামা- জু'ইলাস্ সাব্‌তু 'আলাল্লাযীনাখ্ তালাফূ ফীহি ; ওয়া ইন্না

মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১২৪) শনিবার পালন তো কেবল তাদের জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছিল, যারা এতে মতভেদ করত– আপনার

رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٢٥﴾ اُدْعُ

রাব্বাকা লাইয়াহ্বকুমু বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়াখ্‌তালিফূন্। ১২৫। উদ্'উ

প্রতিপালক কিয়ামতের দিন সে বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন– যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত। (১২৫) আপনি মানুষকে

اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ

ইলা- সাবীলি রাব্বিকা বিল্‌হ্বিক্‌মাতি ওয়াল মাও'ইজাতিল্ হ্বাসানাতি ওয়া জ্বা-দিল্‌হুম্ বিল্লাতী হিয়া আহ্বসানু ;

প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আপনার রবের পথে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে আলোচনা করুন।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٢٦﴾ وَاِنْ

ইন্না রাব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিমান্ দ্বাল্লা 'আন্ সাবীলিহী ওয়া হুওয়া আ'লামু বিল্‌মুহ্‌তাদীন্। ১২৬। ওয়া ইন্

নিশ্চয় আপনার প্রভু তার ব্যাপারে ভাল করে জানেন– যে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়। আর যে সৎপথে আছে তার ব্যাপারে তিনি সবিশেষ জানেন। (১২৬) যদি তোমরা শাস্তির

عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ○

'আ-ক্বাব্‌তুম্ ফা'আ-ক্বিবূ বিমিছ্‌লি মা-'উক্বিব্‌তুম্ বিহী ; ওয়া লাইন্ ছাবার্‌তুম্ লাহুওয়া খাইরুল্ লিছ্ছা-বিরীন্।

প্রতিশোধ নাও, তবে ততটুকুই প্রতিশোধ নেবে, যতখানি কষ্ট তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। তবে তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর, তবে ধৈর্যশীলদের জন্য তা খুবই উত্তম ব্যাপার।

﴿١٢٧﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ

১২৭। ওয়াছ্‌বির্ ওয়ামা- ছাব্‌রুকা ইল্লা- বিল্লা-হি ওয়ালা- তাহ্বযান্ 'আলাইহিম্ ওয়ালা-তাকু ফী দ্বাইক্বিম্

(১২৭) আপনি ধৈর্যধারণ করুন, আপনার ধৈর্যধারণ কেবল আল্লাহর তৌফীকেই হয়। আর তাদের আচরণে আপনি দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের

مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٨﴾ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ○ ع

মিম্মা- ইয়াম্‌কুরূন্। ১২৮। ইন্নাল্লা-হা মা'আল্লাযী নাত্তাক্বাওঁ ওয়াল্লাযীনা হুম্ মুহ্বসিনূন্।

কারণে আপনি মনক্ষুণ্ণ হবেন না। (১২৮) যারা মুত্তাকী এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের সঙ্গে আছেন।

১৬ ع ২২ রুকূ

সূরা বনী-ইসরা-ঈল মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

বিসমিল্লা-হির রাহ্বমা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১১১ রুকূ ঃ ১২

﴿١﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ

১। সুব্হ্বা-নাল্লাযী~আস্‌রা- বি'আব্‌দিহী লাইলাম মিনাল মাসজ্বিদিল হ্বারা-মি ইলাল্ মাস্‌জ্বিদিল

(১) সেই পবিত্র ও সুমহান সত্তা তিনি– যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল

الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۖ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢﴾ وَاٰتَيْنَا

আক্বছাল্লাযী বা-রাক্‌না- হ্বাওলাহূ লিনুরিয়াহূ মিন আ-য়া-তিনা- ; ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ বাছীর্। ২। ওয়া আ-তাইনা-

আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (২) আমি

مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ

মূসাল্ কিতা-বা ওয়া জ্বা'আলনা-হু হুদাল্ লিবানী~ইস্‌রা—ঈলা আল্লা- তাত্তাখিযূ মিনদূনী

মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তা বনী ইস্রাঈলদের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম– যাতে তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক

وَكِيْلًا ﴿٣﴾ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۖ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ﴿٤﴾ وَقَضَيْنَآ اِلٰى

ওয়াকীলা-। ৩। যুর্‌রিয়্যাতা মান হ্বামাল্‌না- মা'আ নূহ্বিন ; ইন্নাহূ কা-না 'আব্‌দান শাকূরা-। ৪। ওয়া ক্বাদ্বাইনা~ইলা-

সাব্যস্ত না কর। (৩) তোমরা তো তাদেরই সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন এক কৃতজ্ঞ বান্দা।' (৪) আর আমি

بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا

বানী~ইস্‌রা—ঈলা ফিল্ কিতা-বি লাতুফ্‌সিদুন্না ফিল্ আর্‌দ্বি মার্‌রাতাইনি ওয়া লাতা'লুন্না 'উলুওয়্যান্ কাবীরা-।

তাওরাতে ওহী দ্বারা বনী-ইস্রাঈলদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, 'নিশ্চয় তোমরা পৃথিবীতে দু'বার ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তোমরা চরম অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে।

﴿٥﴾ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ

৫। ফাইযা- জ্বা—আ ওয়া'দু উলা-হুমা- বা'আছ্‌না- 'আলাইকুম্ 'ইবা-দাল্ লানা~উলী বা'সিন্ শাদীদিন্

(৫) অতঃপর এই দুটি সময়ের প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন আসল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার এমন কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে, যারা

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ এ সূরাকে سورة الاسراء (সূরাতুল ইসরা')ও বলা হয়। কারণ, এ সূরায় রাসলুল্লাহ (স) اسراء (রাত্রিকালীন মসজিদে আকসায় গমন)-এর উল্লেখ রয়েছে। اسراء-এর অর্থ রাতে নিয়ে যাওয়া। ليلا এজন্য বলা হয়েছে, যাতে রাতের কম সময় (এক অংশ) বুঝা যায়। ليلا শব্দটি نكرة ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে– রাতের এক অংশ অথবা কিছু অংশ। অর্থাৎ, চল্লিশ রাতের এ দূরত্বের সফর পূর্ণ এক রাতেও নয় বরং এক রাতের কিছু অংশে সফর করানো হয়েছে। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ مسجد الاقصى : اقصى অর্থ দূরবর্তী। বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদটি আলকুদ্‌স শহরের মধ্যে, যা ফিলিস্তিনে অবস্থিত। মক্কা হতে আলকুদস্ পর্যন্ত দূরত্ব ৪০ (চল্লিশ) দিনের। এ কারণে বাইতুল মুকাদ্দাসকে মসজিদে আকসা (দূরের মসজিদ) বলা হয়। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ১) ঃ বায়তুল মুকাদ্দাস হযরত সুলায়মান (আ) নির্মাণ করেন। বহু নবী এর আশেপাশে সমাহিত থাকাকে ধর্মীয় বরকত এবং তথায় বহু ফলবান বৃক্ষ, নহর এবং শস্য-ক্ষেত্রকে পার্থিব বরকত বলা হয়েছে। আর নিমিষের মধ্যে মক্কা হতে বায়তুল মুকাদ্দাসে চলে যাওয়া, সমস্ত নবী ও ফেরেশতাগণকে নিয়ে নামায পড়া এবং আলোচনা করাকে কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন বলা হয়েছে। নবুওয়াত প্রাপ্তির দ্বাদশ বর্ষে, রজব মাসের ২৭ তারিখে মে'রাজ অনুষ্ঠিত হয়। উম্মে হানীর ঘর হতে বোরাক যোগে জিবরাঈল (আ) হুযূর (স)-কে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং তথা হতে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা নিয়ে যান। অতঃপর হুযূর (স) একাকী রফরফ যোগে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হন এবং সেখানেই ৫ ওয়াক্ত নামায এবং রোযা ফরয হয়। ফেরার পথে বেহেশত ও দোযখ ভ্রমণ করেন। (মুঃ কোঃ)

পারা ১৫ মঞ্জিল ৪

وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٢٢﴾ وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ

ওয়াহাদা-হু ইলা- ছিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্ । ১২২ । ওয়া আ-তাইনা-হু ফিদ্ দুন্ইয়া- হ্বাসানাতান্ ; ওয়া ইন্নাহূ ফিল্ আ-খিরাতি
আল্লাহ্ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরলপথে চালিত করেছিলেন। (১২২) আমি তাকে পৃথিবীতে মঙ্গল দিয়েছিলাম এবং পরকালেও তিনি

لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٢٣﴾ ثُمَّ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا

লামিনাছ্ ছা-লিহ্বীন্ । ১২৩ । ছুম্মা আওহ্বাইনা~ইলাইকা আনিত্তাবি' মিল্লাতা ইব্রা-হীমা হ্বানীফান্ ; ওয়ামা-
হবেন সৎলোকদের অন্যতম। (১২৩) অতঃপর আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি যে, 'আপনি একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করুন। তিনি

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٤﴾ اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَاِنَّ

কা-না মিনাল্ মুশ্রিকীন্। ১২৪ । ইন্নামা- জু'ইলাস্ সাব্তু 'আলাল্লাযীনাখ তালাফূ ফীহি ; ওয়া ইন্না
মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১২৪) শনিবার পালন তো কেবল তাদের জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছিল, যারা এতে মতভেদ করত– আপনার

رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٢٥﴾ اُدْعُ

রাব্বাকা লাইয়াহ্বকুমু বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন্ । ১২৫ । উদ্'উ
প্রতিপালক কিয়ামতের দিন সে বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন– যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত। (১২৫) আপনি মানুষকে

اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ

ইলা- সাবীলি রাব্বিকা বিল্হ্বিক্মাতি ওয়াল মাও'ইজাতিল্ হ্বাসানাতি ওয়া জ্বা-দিল্হুম্ বিল্লাতী হিয়া আহ্বসানু ;
প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আপনার রবের পথে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে আলোচনা করুন।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٢٦﴾ وَاِنْ

ইন্না রাব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিমান্ দ্বাল্লা 'আন্ সাবীলিহী ওয়া হুওয়া আ'লামু বিল্মুহ্তাদীন্ । ১২৬ । ওয়া ইন্
নিশ্চয় আপনার প্রভু তার ব্যাপারে ভাল করে জানেন– যে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়। আর যে সৎপথে আছে তার ব্যাপারে তিনি সবিশেষ জানেন। (১২৬) যদি তোমরা শাস্তির

عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ۝

'আ-ক্বাব্তুম্ ফা'আ-ক্বিবূ বিমিছ্লি মা-'উক্বিব্তুম্ বিহী ; ওয়া লাইন্ ছ্বাবার্তুম্ লাহুওয়া খাইরুল্ লিছ্ছ্বা-বিরীন্ ।
প্রতিশোধ নাও, তবে ততটুকুই প্রতিশোধ নেবে, যতখানি কষ্ট তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। তবে তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর, তবে ধৈর্যশীলদের জন্য তা খুবই উত্তম ব্যাপার।

﴿١٢٧﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ

১২৭ । ওয়াছ্বির্ ওয়ামা- ছ্বাব্রুকা ইল্লা- বিল্লা-হি ওয়ালা- তাহ্বযান্ 'আলাইহিম্ ওয়ালা-তাকু ফী দ্বাইক্বিম্
(১২৭) আপনি ধৈর্যধারণ করুন, আপনার ধৈর্যধারণ কেবল আল্লাহর তৌফীকেই হয়। আর তাদের আচরণে আপনি দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের

مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٨﴾ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۝

মিম্মা- ইয়াম্কুরূন্ । ১২৮ । ইন্নাল্লা-হা মা'আল্লাযী নাত্তাক্বাওঁ ওয়াল্লাযীনা হুম্ মুহ্বসিনূন ।
কারণে আপনি মনক্ষুণ্ণ হবেন না। (১২৮) যারা মুত্তাকী এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের সঙ্গে আছেন।

১৬ ع ২২ রুকূ

সূরা বনী-ইসরা-ঈল
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১১১
রুকূ ঃ ১২

﴿١﴾ سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ

১। সুব্হ্বা-নাল্লাযী~আস্রা- বি'আব্দিহী লাইলাম মিনাল মাসজ্বিদিল হ্বারা-মি ইলাল্ মাস্জ্বিদিল
(১) সেই পবিত্র ও সুমহান সত্ত্বা তিনি– যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল

الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢﴾ وَاٰتَيْنَا

আক্বছ্বাল্লাযী বা-রাক্না- হ্বাওলাহূ লিনুরিয়াহূ মিন আ-য়া-তিনা- ; ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ বাছ্বীর্ । ২ । ওয়া আ-তাইনা-
আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (২) আমি

مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِىْ

মূসাল্ কিতা-বা ওয়া জ্বা'আলনা-হু হুদাল্ লিবানী~ইস্রা—ঈলা আল্লা- তাত্তাখিযূ মিনদূনী
মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তা বনী ইস্রাঈলদের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম– যাতে তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক

وَكِيْلًا ﴿٣﴾ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ﴿٤﴾ وَقَضَيْنَآ اِلٰى

ওয়াকীলা- । ৩ । যুর্রিয়্যাতা মান হ্বামাল্না- মা'আ নূহ্বিন ; ইন্নাহূ কা-না 'আব্দান শাকূরা- । ৪ । ওয়া ক্বাদ্বাইনা~ইলা-
সাব্যস্ত না কর। (৩) তোমরা তো তাদেরই সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন এক কৃতজ্ঞ বান্দা।' (৪) আর আমি

بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا

বানী~ইস্রা—ঈলা ফিল্ কিতা-বি লাতুফ্সিদুন্না ফিল্ আর্দ্বি মার্রাতাইনি ওয়া লাতা'লুন্না 'উলুওয়্যান্ কাবীরা- ।
তাওরাতে ওহী দ্বারা বনী-ইস্রাঈলদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, 'নিশ্চয় তোমরা পৃথিবীতে দু'বার ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তোমরা চরম অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে।

﴿٥﴾ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ

৫ । ফাইযা- জ্বা—আ ওয়া'দু উলা-হুমা- বা'আছ্না- 'আলাইকুম্ 'ইবা-দাল্ লানা~উলী বা'সিন্ শাদীদিন্
(৫) অতঃপর এই দুটি সময়ের প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন আসল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার এমন কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে, যারা

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ এ সূরাকে سورة الاسراء (সূরাতুল ইসরা')ও বলা হয়। কারণ, এ সূরায় রাসলুল্লাহ (স) اسراء (রাত্রিকালীন মসজিদে আকসায় গমন)-এর উল্লেখ রয়েছে। اسراء-এর অর্থ রাতে নিয়ে যাওয়া। ليلا এজন্য বলা হয়েছে, যাতে রাতের কম সময় (এক অংশ) বুঝা যায়। ليلا শব্দটি نكرة ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে– রাতের এক অংশ অথবা কিছু অংশ। অর্থাৎ, চল্লিশ রাতের এ দূরত্বের সফর পূর্ণ এক রাতেও নয় বরং এক রাতের কিছু অংশে সফর করানো হয়েছে। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ مسجد الاقصى : اقصى অর্থ দূরবর্তী। বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদটি আলকুদ্স শহরের মধ্যে, যা ফিলিস্তিনে অবস্থিত। মক্কা হতে আলকুদস্ পর্যন্ত দূরত্ব ৪০ (চল্লিশ) দিনের। এ কারণে বাইতুল মুকাদ্দাসকে মসজিদে আকসা (দূরের মসজিদ) বলা হয়। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ১) ঃ বায়তুল মুকাদ্দাস হযরত সুলায়মান (আ) নির্মাণ করেন। বহু নবী এর আশেপাশে সমাহিত থাকাকে ধর্মীয় বরকত এবং তথায় বহু ফলবান বৃক্ষ, নহর এবং শস্য-ক্ষেত্রকে পার্থিব বরকত বলা হয়েছে। আর নিমিষের মধ্যে মক্কা হতে বায়তুল মুকাদ্দাসে চলে যাওয়া, সমস্ত নবী ও ফেরেশতাগণকে নিয়ে নামায পড়া এবং আলোচনা করাকে কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন বলা হয়েছে। নবুওয়াত প্রাপ্তির দ্বাদশ বর্ষে, রজব মাসের ২৭ তারিখে মে'রাজ অনুষ্ঠিত হয়। উম্মে হানীর ঘর হতে বোরাক যোগে জিবরাঈল (আ) হুযুর (স)-কে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং তথা হতে সিদ্রাতুল মুনতাহা নিয়ে যান। অতঃপর হুযুর (স) একাকী রফরফ যোগে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হন এবং সেখানেই ৫ ওয়াক্ত নামায এবং রোযা ফরয হয়। ফেরার পথে বেহেশত ও দোযখ ভ্রমণ করেন। (মুঃ কোঃ)

পারা ১৫
মঞ্জিল ৪

فَجَاسُوا خِلٰلَ الدِّيَارِ ۭ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ

ফাজ্বা-সূ খিলা-লাদ্ দিয়া-রি ; ওয়া কা-না ওয়া'দাম্ মাফ্'উলা- । ৬ । ছুম্মা রাদাদ্না- লাকুমুল্ কার্রাতা 'আলাইহিম
ঘরে ঘরে ঢুকে সবকিছু বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। আর এ ছিল এক প্রতিশ্রুতি, যা কার্যকর হওয়ারই ছিল। (৬) অতঃপর আমি তোমাদেরকে পুনরায় তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত

وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ﴿٦﴾ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ

ওয়া আম্দাদ্না-কুম্ বিআম্ওয়া-লিওঁ ওয়া বানীনা ওয়া জ্বা'আলনা-কুম্ আক্ছারা নাফীরা- । ৭ । ইন্ আহ্সান্তুম আহ্সান্তুম্
করলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা শক্তিশালী করলাম এবং তোমাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম। (৭) তোমরা সৎকাজ করলে নিজেদেরই জন্যই

لِاَنْفُسِكُمْ ۣ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ۭ فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْۗءٗا وُجُوْهَكُمْ

লিআন্ফুসিকুম্, ওয়া ইন্ আসা'তুম্ ফালাহা-; ফাইযা- জ্বা—আ ওয়া'দুল আ-খিরাতি লিইয়াসূ—উ উজূহাকুম্
তা করবে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। অতঃপর যখন দ্বিতীয় সময়টি আসল, আমি তখন আমার অন্য বান্দাদের পাঠাই, যাতে তারা তোমাদের

وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ﴿٧﴾ عَسٰى

ওয়ালিইয়াদ্খুলুন্ মাস্জ্বিদা কামা- দাখালূহ্ আওয়্যালা মার্রাতিওঁ ওয়া লিইউতাব্বিরূ মা- 'আলাও তাত্বীরা- । ৮ । 'আসা-
চেহারা বিকৃত করে দেয়, এবং তাদের মত মসজিদে ঢুকে পড়ে যারা প্রথমবার ঢুকেছিল। আর তারা যা দখল করে নিয়েছিল তা যাতে ধ্বংস করে দেয়। (৮) হয়ত তোমাদের

رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴿٨﴾

রাব্বুকুম্ আইঁ ইয়ারহ্বামাকুম, ওয়া ইন্ 'উত্তুম্ 'উদ্না- । ওয়া জা'আলনা- জ্বাহান্নামা লিল্কা-ফিরীনা হ্বাছীরা- ।
প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন; কিন্তু তোমরা যদি পুনরায় তাই কর তবে আমিও পুনরায় তাই করব। আর জাহান্নামকে আমি কাফেরদের জন্য কারাগার করেছি।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ

৯ । ইন্না হা-যাল্ ক্বুরআ-না ইয়াহ্দী লিল্লাতী হিয়া আক্বওয়ামু ওয়াইউবাশ্শিরুল্ মু'মিনীনাল্লাযীনা ইয়া'মালূনাছ্
(৯) এই কুরআন নিশ্চয় সুদৃঢ় পথের দিকে হেদায়েত করে এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে,

الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ﴿٩﴾ وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا

ছ্বা-লিহ্বা-তি আন্না লাহুম্ আজ্বরান্ কাবীরা- । ১০ । ওয়া আন্নাল্লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা বিল্আ-খিরাতি আ'তাদ্না-
তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। (১০) আর যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য আমি কঠিন আযাব

لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٠﴾ وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاۗءَهٗ بِالْخَيْرِ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ

লাহুম 'আযা-বান্ আলীমা- । ১১ । ওয়া ইয়াদ্'উল্ ইন্সা-নু বিশ্শাররি দু'আ—আহূ বিলখাইরি ; ওয়া কানা—ল ইন্সা-নু
প্রস্তুত করে রেখেছি। (১১) মানুষ যেমন কল্যাণ কামনা করে তেমনি অকল্যাণ কামনা করে। আর মানুষ তো অতি

১ রুকূ

০ বিশ্লেষণ (আঃ ৭) ঃ جاء وعد الاخرة - বনী ইসরাঈল সম্পর্কে তাওরাতে বর্ণিত ছিল– তারা দু'বার পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এবং সেজন্য শাস্তি ভোগ করবে। প্রথমবার অন্যায়ের জন্য ব্যবিলনের অধিপতি 'বুখ্ত নাস্র'-এর হাতে ধ্বংস ও লাঞ্ছিত হয়েছিল। দ্বিতীয়বার পুনরায় যখন তারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করা শুরু করল, হযরত যাকারিয়া (আ)-কে হত্যা করল, হযরত ঈসা (আ)-কেও হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিল, তার পরিণামে আল্লাহ তা'আলা রোমক সম্রাট তাস্তসকে তাদের উপর নিযুক্ত করলেন। সে তাদেরকে হত্যা করল। তাদের ধন-সম্পদ লুট করে নিল। (কুঃ কারীম)

عَجُوْلًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ

'আজ্বূলা- । ১২ । ওয়া জ্বা'আল্নাল্ লাইনা ওয়ান্নাহা-রা আ-য়াতাইনি ফামাহ্বাওনা~আ-য়াতাল্ লাইলি ওয়া জ্বা'আলনা~আ-য়াতান্ না-হারি
তড়িৎ প্রিয়। (১২) আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি। অতঃপর রাতের নিদর্শনকে আমি করেছি আলোকহীন এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়,

مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۭ وَكُلَّ

মুবছ্বিরাতাল্ লিতাব্তাগূ ফাদ্বলাম্ মির্ রাব্বিকুম ওয়ালিতা'লামূ 'আদাদাস্ সিনীনা ওয়াল্ হ্বিসা-বা ; ওয়া কুল্লা
যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশ করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ গণনা ও হিসাব সম্পর্কে জানতে পার। আর আমি

شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿١٢﴾ وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰۗىِٕرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ۭ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ

শাইয়িন্ ফাছ্ছ্বাল্না-হু তাফ্ছ্বীলা- । ১৩ । ওয়া কুল্লা ইন্সা-নিন্ আল্যাম্না-হু ত্বা—ইরাহূ ফী 'উনুক্বিহী ; অনুখরিজু লাহূ ইয়াওমাল্
সকল বিষয়ই বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। (১৩) প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে আমি তার কণ্ঠলগ্ন করে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের সম্মুখে বের

الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ۭ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ

ক্বিয়া-মাতি কিতা-বাইঁ ইয়াল্ক্বা-হু মান্শূরা- । ১৪ । ইক্বরা' কিতা-বাকা ; কাফা- বিনাফ্সিকাল ইয়াওমা 'আলাইকা
করে আনব তার আমলনামা, যা সে পাবে উন্মুক্ত। (১৪) (বলব) পাঠ কর 'তুমি তোমার আমলনামা। আজ তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য

حَسِيْبًا ﴿١٤﴾ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۭ

হ্বাসীবা- । ১৫ । মানিহ্তাদা- ফাইন্নামা- ইয়াহ্তাদী লিনাফসিহী, ওয়ামান্ দ্বাল্লা ফাইন্নামা- ইয়াদ্বিল্লু 'আলাইহা- ;
তুমিই যথেষ্ট।' (১৫) যারা সৎপথে চলে তারা তো নিজেদের মঙ্গলের জন্যই সৎপথে চলে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয় তারা তো পথভ্রষ্ট হয় নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۭ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾ وَاِذَآ

ওয়ালা-তাযিরু ওয়া-যিরাতুওঁ ওয়িয্রা উখ্রা-; ওয়ামা- কুন্না- মু'আয্যিবীনা হ্বাত্তা-নাব্'আছা রাসূলা- । ১৬ । ওয়া ইযা~
আর কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না। আর আমি কোন রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাউকে আযাব দেই না। (১৬) আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন সেখানকার

اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا

আরাদ্না~আন্ নুহ্লিকা ক্বারইয়াতান্ আমার্না- মুত্রাফীহা- ফাফাসাক্ব ফীহা- ফাহ্বাক্ক্বা 'আলাইহাল্ ক্বাওলু ফাদাম্মার্না-হা-
সম্পদে সমৃদ্ধশালীদেরকে আদেশ করি সৎকর্মের; কিন্তু তারা অসৎকর্ম করে। ফলে তার উপর শাস্তির দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়ে যায় এবং আমি তা সমূলে বিধ্বস্ত

تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ۭ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ

তাদ্মীরা- । ১৭ । ওয়া কাম্ আহ্লাক্না- মিনাল ক্বুরূনি মিম্ বা'দি নূহ্বিন ; ওয়া কাফা- বিরাব্বিকা বিযুনূবি
করে দেই। (১৭) আমি নূহের পর কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। আর আপনার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের পাপসমূহের সংবাদ রাখার

০ বিশ্লেষণ (আঃ ১৩) ঃ طائر - طير অর্থ পাখী, عنق অর্থ গর্দান। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, طائر দ্বারা মানুষের আমল বুঝানো হয়েছে। عنقه-এর অর্থ মানুষের ভাল ও মন্দ আমলগুলো গলার হারের ন্যায় তাদের সাথে থাকবে। অর্থাৎ, তাদের প্রতিটি আমল লেখা হবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত থাকবে। কিয়ামতের দিন সে অনুযায়ী ফয়সালা হবে। (কুঃ কারীম) ০ টীকা (আঃ ১৬) ঃ বিশেষ করে বিলাস জীবন-যাপনকারীদের কথা উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, তারা সমাজে প্রতিপত্তিশালী হওয়ার দরুন সমাজের সাধারণ লোকেরা তাদের অনুগত হয়ে পড়ে। এতদ্ব্যতীত এরা সাধারণত অধিকতর অসাবধান, অবাধ্য এবং সাধারণ জ্ঞান বিবর্জিত হয়। (বঃ কোঃ)

عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۞ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ

'ইবা-দিহী খাবীরাম্ বাছীরা-। ১৮। মান্ কা-না ইউরীদুল্ 'আ-জ্বিলাতা 'আজ্জ্বাল্না- লাহূ ফীহা- মা- নাশা—উ লিমান্

ব্যাপারে ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট। (১৮) কেউ পার্থিব সুখ কামনা করলে সে যতই কামনা করবে আমি তাকে দুনিয়াতেই তা দিয়ে দেব।

نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۞ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ

নুরীদু ছুম্মা জ্বা'আল্না- লাহূ জ্বাহান্নামা, ইয়াছ্লা-হা-মায্মূমাম মাদ্হূরা-। ১৯। ওয়া মান্ আরা-দাল্ আ-খিরাতা

অতঃপর তার জন্য আমি জাহান্নাম নির্ধারণ করি। তারা সেখানে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। (১৯) যারা ঈমানদার হয়ে আখেরাত

وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ۞ كُلًّا

ওয়া সা'আ- লাহা-সা'ইয়াহা- ওয়া হুওয়া মু'মিনুন্ ফাউলা—ইকা কা-না সা'ইউহুম্ মাশ্কূরা-। ২০। কুল্লান

কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদের চেষ্টাই গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। (২০) এদের এবং

نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ۞ اُنْظُرْ

নুমিদ্দু হা~উলা—ই ওয়া হা~উলা—ই মিন্ 'আত্বা—ই রাব্বিকা ; ওয়ামা-কা-না 'আত্বা—উ রাব্বিকা মাহ্জূরা-। ২১। উন্জুর

তাদের প্রত্যেককে আমি আপনার প্রতিপালকের দান থেকে সাহায্য করি এবং আপনার পালনকর্তার দান উন্মুক্ত। (২১) লক্ষ্য করুন,

كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ○

কাইফা ফাদ্দ্বালনা-বা'দ্বাহুম 'আলা বা'দ্বিন ; ওয়ালাল আ-খিরাতু আক্বারু দারাজ্বা-তিওঁ ওয়া আকবারু তাফ্দ্বীলা-।

আমি কিভাবে তাদের একদলকে অন্য দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। আর পরকালতো নিশ্চয় মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং ফযীলতে শ্রেষ্ঠতর।

۞ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ۞ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا

২২। লা-তাজ্ব'আল্ মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খারা ফাতাক্ব'উদা মায্মূমাম মাখ্জূলা। ২৩। ওয়া ক্বাদ্বা- রাব্বুকা আল্লা-

(২২) আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ স্থির করো না। করলে নিন্দিত ও সহায়হীন হয়ে পড়বে। (২৩) আপনার প্রভু তাঁকে ছাড়া অন্য কারও

২ ৪২ ২ রুকূ

تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ

তা'বুদূ~ইল্লা~ইয়্যা-হু ওয়াবিল্ওয়া-লিদাইনি ইহ্সা-নান্ ; ইম্মা- ইয়াব্লুগান্না 'ইন্দাকাল কিবারা আহ্বাদুহুমা~

উপাসনা না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। তাদের একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে

اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۞ وَاخْفِضْ

আওকিলা-হুমা-ফালা-তাক্বুল্লাহুমা~উফফিওঁ ওয়ালা- তান্হারহুমা- ওয়া কুল্লাহুমা- ক্বাওলান্ কারীমা-। ২৪। ওয়াখ্ফিদ্ব

তাদেরকে কখনও 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়োনা। আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলিও। (২৪) মমতাভরে তাদের প্রতি বিনয়ের

لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۞ رَبُّكُمْ

লাহুমা- জ্বানা-হ্বায্ যুল্লি মিনার রাহ্মাতি ওয়াকুর্ রাব্বির্ হামহুমা- কামা- রাব্বাইয়া-নী ছাগীরা-। ২৫। রাব্বুকুম

পাখা অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি রহম করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' (২৫) তোমাদের প্রতিপালক

اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ○

আ'লামু বিমা- ফী নুফূসিকুম ; ইন্ তাকূনূ ছা-লিহীনা ফাইননাহূ কা-না লিল্ আওয়্যা-বীনা গাফূরা-।

তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল করেই জানেন। যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হয়ে থাক, তবে তিনি তওবাকারীদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

۞ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ○

২৬। ওয়া আ-তি যাল্ ক্বুর্বা- হাক্বক্বাহূ ওয়াল মিসকীনা ওয়াব্নাস্ সাবীলি ওয়ালা- তুবায্যির তাব্যীরা-।

(২৬) আর আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য আদায় করবে এবং অভাবগ্রস্ত ও পথচারীকেও দিবে। আর কিছুতেই অপব্যয় করবে না।

۞ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۞ وَاِمَّا

২৭। ইন্নাল্ মুবায্যিরীনা কা-নূ~ইখ্ওয়া- নাশ্ শাইয়া-ত্বীনি ; ওয়া কা-নাশ শাইয়া-ত্বীনু লিরাব্বিহী কাফূরা-। ২৮। ওয়া ইম্মা-

(২৭) যারা অপব্যয় করে তারা নিশ্চয় শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। (২৮) যারা আপনার প্রভুর

تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ۞ وَلَا

তু'রিদ্বান্না 'আন্হুমুব্ তিগা—আ রাহ্মাতিম্ মির্ রাব্বিকা তার্জূহা- ফাক্বুল লাহুম্ ক্বাওলাম মাইসূরা-। ২৯। ওয়ালা-

অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশা করে, তাদের নিকট থেকে যদি মুখ ফেরাতে হয়, তবে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলুন। (২৯) আপনি

تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا

তাজ্ব'আল ইয়াদাকা মাগ্লূলাতান্ ইলা- 'উনুক্বিকা ওয়ালা-তাব্সুত্বহা-কুল্লাল্ বাস্ত্বি ফাতাক্ব'উদা মালূমাম

আপনার হাত একেবারে সংকীর্ণ করবেন না এবং আপনি একেবারে মুক্তহস্তও হবেন না, তাহলে আপনি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে

مَّحْسُوْرًا ۞ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ

মাহ্সূরা-। ৩০। ইন্না রাব্বাকা ইয়াবসুত্বুর্ রিয্ক্বা লিমাই ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াক্বদিরু ; ইন্নাহূ কা-না বি'ইবা-দিহী

পড়বেন। (৩০) আপনার প্রভু যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা কমিয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে ভালভাবেই জানেন ও

৩ ৪৮ ৩ রুকূ

خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۞ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ

খাবীরাম্ বাছীরা-। ৩১। ওয়ালা-তাক্বতুলূ~আওলা-দাকুম্ খাশ্ইয়াতা ইম্লা-ক্বি ; নাহ্নু নারযুকুহুম্ ওয়া ইয়্যা-কুম ;

তাদেরকে দেখে থাকেন। (৩১) তোমরা হত্যা করো না তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের ভয়ে। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে তো আমিই রিযিক

اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ۞ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ

ইন্না ক্বাতলাহুম কা-না খিত্বআন কাবীরা-। ৩২। ওয়ালা-তাক্বরাবুয্ যিনা~ইন্নাহূ কা-না- ফা-হিশাতান ; ওয়া সা—আ

দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (৩২) তোমরা ব্যভিচারের কাছে ধারেও যেয়োনা। নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট

سَبِيْلًا ۞ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ

সাবীলা-। ৩৩। ওয়ালা- তাক্বতুলুন্নাফ্সাল্লাতী হার্রামাল্লা-হু ইল্লা- বিলহাক্বক্বি ; ওয়া মান্ ক্বুতিলা মাজ্লূমান্ ফাক্বাদ

পথ। (৩৩) আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন- যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার অভিভাবকদেরকে

جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ﴿٣٣﴾ ولا تقربوا

জ্বা'আল্না- লিওয়ালিয়্যিহী সুলত্বা-নান্ ফালা-ইউসরিফ্ ফিল ক্বাতলি ; ইন্নাহূ কা-না মানছূরা- । ৩৪ । ওয়ালা-তাক্বরাবূ

আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (৩৪) কোন ইয়াতীম

مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد

মা-লাল ইয়াতীমি ইল্লা- বিল্লাতী হিয়া আহ্সানু হাত্তা- ইয়াব্লুগা আশুদ্দাহূ, ওয়া আওফূ বিল'আহ্দি,

প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না– একমাত্র মঙ্গল কামনা ছাড়া। আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো।

ان العهد كان مسئولا ﴿٣٤﴾ واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس

ইন্নাল 'আহ্দা কা-না মাস্উলা। ৩৫। ওয়া আওফুল কাইলা ইযা- কিল্তুম্ ওয়াযিনূ বিল্ক্বিস্ত্বা-সিল

নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (৩৫) মেপে দেয়ার সময় মাপে পূর্ণভাবে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায়

المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ﴿٣٥﴾ ولا تقف ما ليس لك به علم

মুস্তাক্বীমি ; যা-লিকা খাইরুও ওয়া আহ্সানু তা'ওয়ীলা- । ৩৬ । ওয়ালা- তাক্ফু মা-লাইসা লাকা বিহী 'ইল্মুন্ ;

ওজন করবে, এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট। (৩৬) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ের পেছনে পড়ো না।

ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ﴿٣٦﴾ ولا تمش

ইন্নাস্ সাম'আ ওয়াল্ বাছ্বারা ওয়াল্ ফুআ-দা কুল্লু উলা—ইকা কা-না 'আনহু মাসউলা- । ৩৭ । ওয়া লা- তাম্শি

নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়-তাদের প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। (৩৭) আর যমীনে অহংকার প্রদর্শন করে

في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا

ফিল আর্দ্বি মারাহ্বান, ইন্নাকা লান্ তাখ্রিক্বাল আর্দ্বা ওয়া লান তাব্লুগাল্ জ্বিবা-লা তূলা- ।

চলো না। নিশ্চয় তুমি কখনই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনই পর্বতসমান হতে পারবে না।

﴿٣٧﴾ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ﴿٣٨﴾ ذلك مما اوحى اليك ربك

৩৮। কুল্লু যা-লিকা কা-না সাইয়্যিউহূ 'ইন্দা রাব্বিকা মাক্রূহা- । ৩৯। যা-লিকা মিম্মা~আওহা~ইলাইকা রাব্বুকা

(৩৮) সকল মন্দ কাজই আপনার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য। (৩৯) এটা সেই হিকমতের কথা যা আপনার প্রতিপালক ওহীর মাধ্যমে আপনার

من الحكمة ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا

মিনাল্ হিক্মাতি ; ওয়ালা-তাজ্ব'আল্ মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খারা ফাতুল্ক্বা- ফী জ্বাহান্নামা মালূমাম্ মাদ্হূরা- ।

প্রতি দান করেছেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ স্থির করবেন না, করলে আপনি নিন্দিত ও বিতাড়িত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন।

﴿٣٩﴾ افاصفكم ربكم بالبنين واتخذ من الملئكة اناثا انكم لتقولون

৪০। আফাআছ্ফা-কুম্ রাব্বুকুম্ বিলবানীনা ওয়াত্তাখাযা মিনাল মালা—ইকাতি ইনা-ছান ; ইন্নাকুম্ লাতাকূলূনা

(৪০) তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং নিজে ফেরেশ্তাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো অত্যন্ত

৪ ع ৪ রুকূ

قولا عظيما ﴿٤٠﴾ ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا

ক্বাওলান 'আজীমা- । ৪১ । ওয়া লাক্বাদ ছার্রাফনা-ফী হা-যাল কুরআ-নি লিইয়ায্যাক্কারূ ; ওয়ামা- ইয়াযীদুহুম ইল্লা- [illegible]

সাংঘাতিক কথা বলছ। (৪১) এই কুরআনে আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা ভাল করে বুঝতে পারে; কিন্তু এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

﴿٤١﴾ قل لو كان معه الهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا

৪২। কুল্ লাও কা-না মা'আহূ~আ-লিহাতুন্ কামা-ইয়াকূলূনা ইযাল্লাব্তাগাও ইলা- যিল্'আর্শি সাবীলা- ।

(৪২) বলুন, তাদের কথা মত যদি তাঁর সঙ্গে আরও উপাস্য থাকত, তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌঁছার উপায় খুঁজত।

﴿٤٢﴾ سبحنه وتعلى عما يقولون علوا كبيرا ﴿٤٣﴾ تسبح له السموت السبع

৪৩। সুব্হা-নাহূ ওয়া তা'আ-লা- 'আম্মা- ইয়াকূলূনা উলুওয়্যান্ কাবীরা- । ৪৪ । তুসাব্বিহু লাহুস্ সামা-ওয়া-তুস্ সাব্'উ

(৪৩) তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। (৪৪) সপ্তাকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী

والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون

ওয়াল আর্দ্বু ওয়া মান্ ফীহিন্না ; ওয়া ইম্ মিন শাইয়িন ইল্লা- ইউসাব্বিহু বিহাম্দিহী ওয়ালা-কিল্ লাতাফ্ক্বাহূনা

সমস্ত কিছুই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর তাসবীহ পাঠ করে না এবং প্রশংসা করে না; কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ

تسبيحهم انه كان حليما غفورا ﴿٤٤﴾ واذا قرات القران جعلنا بينك وبين

তাস্বীহাহুম্ ; ইন্নাহূ কা-না হালীমান গাফূরা- । ৪৫ । ওয়া ইযা-ক্বারা'তাল কুরআ-না জ্বা'আল্না- বাইনাকা ওয়া বাইনাল্

পাঠ বুঝ না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল ও ক্ষমাশীল। (৪৫) আপনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করেন, তখন যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না

الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورا ﴿٤٥﴾ وجعلنا على قلوبهم اكنة

লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা বিল্আ-খিরাতি হিজ্বা-বাম্ মাস্তূরা- । ৪৬ । ওয়া জ্বা'আলনা- 'আলা- কুলূবিহিম্ আকিন্নাতান্

তাদের মধ্যে ও আপনার মধ্যে একটি গোপন পর্দা রেখে দেই। (৪৬) আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দেই, যেন তারা তা

ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا

আঁই ইয়াফ্ক্বাহূহু ওয়া ফী~আ-যা-নিহিম ওয়াক্বরান ; ওয়া ইযা-যাকার্তা রাব্বাকা ফিল কুরআ-নি ওয়াহ্দাহূ ওয়াল্লাও

উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করে দেই। আপনি যখন আপনার প্রতিপালকের একত্ববাদের কথা পবিত্র কুরআন থেকে পাঠ করেন,

على ادبارهم نفورا ﴿٤٦﴾ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك

'আলা~আদ্বা-রিহিম্ নুফূরা- । ৪৭ । নাহ্নু আ'লামু বিমা-ইয়াসতামি'উনা বিহী ইয্ ইয়াস্তামি'উনা ইলাইকা

তখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সরে পড়ে। (৪৭) যখন তারা কান পেতে আপনার কথা শোনে, তখন তারা কেন কান পেতে শোনে তা আমি ভাল করেই জানি।

واذ هم نجوى اذ يقول الظلمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا ﴿٤٧﴾ انظر

ওয়া ইয্হুম্ নাজ্বওয়া~ইয্ ইয়াকূলুজ্ জা-লিমূনা ইন্ তাত্তাবি'উনা ইল্লা- রাজুলাম্ মাস্হূরা- । ৪৮ । উন্জুর্

আর তাও জানি– যখন তারা গোপনে আলোচনা করে, তখন জালেমরা বলে, 'তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ। (৪৮) লক্ষ্য করুন,

كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ﴿٤٩﴾ وقالوا أإذا كنا

কাইফা দ্বারাবূ লাকাল আম্ছা-লা ফাদ্বাল্লূ ফালা- ইয়াস্তাত্বী'উনা সাবীলা-। ৪৯। ওয়া ক্বা-লূ~আইযা- কুন্না-
তারা আপনার জন্য কি উপমা দেয়; সুতরাং তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা পথ পাবে না। (৪৯) তারা বলে, আমরা যখন

عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ﴿٥٠﴾ قل كونوا حجارة أو حديدا

'ইজা-মাওঁ ওয়া রুফা-তান আইন্না- লামাব্'উছূনা খাল্ক্বান জ্বাদীদা-। ৫০। ক্বুল্ কূনূ হ্বিজ্বা-রাতান্ আও হ্বাদীদা-।
হাড়ে পরিণত হব ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব ?' (৫০) বলুন, 'তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লৌহ,'

﴿٥١﴾ أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي

৫১। আও খাল্ক্বাম মিম্মা- ইয়াক্বুরু ফী ছুদূরিকুম, ফাসাইয়াকূলূনা মাইঁ ইউ'ঈদুনা- ; ক্বুলিল্লাযী
(৫১) কিংবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই গুরুতর ; তখন তারা বলবে, 'কে আমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবে ?' বলুন, 'তিনিই

فطركم أول مرة فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو قل

ফাত্বারাকুম্ আওয়্যালা মার্‌রাতিন্ ; ফাসাইউন্‌গিদ্বূনা ইলাইকা রুঊসাহুম্ ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা- হুওয়া ; ক্বুল
যিনি তোমাদেরকে প্রথমবারে সৃষ্টি করেছেন।' অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নেড়ে বলবে, 'তা কবে হবে ?' বলুন,

عسى أن يكون قريبا ﴿٥١﴾ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون

'আসা~আই ইয়াকূনা ক্বারীবা-। ৫২। ইয়াওমা ইয়াদ্'উকুম্ ফাতাস্তাজ্বীবূনা বিহ্বাম্দিহী ওয়া তাজুন্নূনা
'সম্ভবতঃ শীঘ্রই তা ঘটবে', (৫২) এটা সেদিন হবে, যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন। সেদিন তোমরা তাঁর প্রশংসার সাথে তার আহ্বানে সাড়া দেবে এবং তোমরা ভাববে,

إن لبثتم إلا قليلا ﴿٥٢﴾ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان

ইল্ লাবিছ্তুম্ ইল্লা- ক্বালীলা-। ৫৩। ওয়া কুল্ লি'ইবা-দী ইয়াকূলুল্লাতী হিয়া আহ্বসানু ; ইন্নাশ্ শাইত্বা-না
'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে।' (৫৩) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, যা উত্তম তারা যাতে তাই বলে। নিশ্চয় শয়তান

ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ﴿٥٣﴾ ربكم أعلم بكم

ইয়ানয্বাগু বাইনাহুম্ ; ইন্নাশ শাইত্বা-না কা-না লিল্ইনসা-নি আদুওয়্যাম মুবীনা-। ৫৪। রাব্বুকুম্ আ'লামু বিকুম্ ;
তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্ররোচনা দেয়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৫৪) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের ব্যাপারে ভালভাবেই জানেন।

إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ۝

ইঁইয়াশা' ইয়ার্হ্বামকুম্ আও ইঁইয়াশা' ইউ'আয্যিব্কুম ; ওয়ামা~আরসালনা-কা 'আলাইহিম্ ওয়াকীলা-।
ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন। আমি আপনাকে তাদের অভিভাবক করে পাঠাইনি।

○ টীকা (আঃ ৫০) ঃ অর্থাৎ, তোমরা পাথর, লোহা কিংবা অন্যকিছু হয়ে দেখ জীবিত হও কি-না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাতেও জীবন সঞ্চার করতে পারেন। এমন কঠিন পদার্থে জীবন সঞ্চার করাও যখন আল্লাহর পক্ষে সম্ভব, তখন অপেক্ষাকৃত কম কঠিন পদার্থে প্রাণ সঞ্চার করা তো আরও সহজ। মানবদেহের বিক্ষিপ্ত অংশগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করা যে অপেক্ষাকৃত সহজ তা বলাই বাহুল্য। কেননা, এগুলোর মধ্যে একবার প্রাণ সঞ্চার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে লোহা, পাথর ইত্যাদি কঠিন পদার্থের প্রাণীদের ন্যায় প্রাণ তো কখনও আসে নি। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৩) ঃ هى احسن - দ্বারা ন্যায় (নেক) কাজের নির্দেশ দেয়া ও অন্যায় (গুনাহের) কাজ করতে নিষেধ করাকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যদি কোন মুসলমানের সাথে কেউ কর্কশ ও কঠোর ব্যবহার করে তার বিনিময়ে তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলবে। কারো মতে, এর দ্বারা কালেমায়ে তাওহীদ ও শাহাদতকে বুঝানো হয়েছে। (তাঃ কাদেরী)

﴿٥٥﴾ وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على

৫৫। ওয়া রাব্বুকা আ'লামু বিমান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ; ওয়ালাক্বাদ ফাদ্বদ্বাল্না-বা'দ্বান্ নাবিয়্যীনা 'আলা-
(৫৫) আসমান ও যমীনে যারা আছে তাদেরকে আপনার প্রভু ভালভাবেই জানেন। আমি তো কতক নবীকে কতক নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

بعض وآتينا داوود زبورا ﴿٥٦﴾ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون

বা'দ্বিওঁ ওয়া আ-তাইনা- দা-উদা যাবূরা-। ৫৬। কুলিদ্ 'উল্ লাযীনা যা'আমতুম্ মিন্ দূনিহী ফালা- ইয়ামলিকূনা
আর দাউদকে আমি যাবুর দিয়েছি। (৫৬) বলুন, 'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে উপাস্য মনে কর তাদেরকে তোমরা ডাক; অথচ তারা

كشف الضر عنكم ولا تحويلا ﴿٥٧﴾ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى

কাশফাদ্ দ্বুররি 'আন্‌কুম্ ওয়ালা- তাহ্বওয়ীলা-। ৫৭। উলা—ইকাল্ লাযীনা ইয়াদ্'উনা ইয়াব্তাগূনা ইলা-
তোমাদের কষ্ট দূর করা বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। (৫৭) তারা যাদেরকে ডাকে তারা তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায়

ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن

রাব্বিহিমুল্ ওয়াসীলাতা আইয়্যুহুম্ আক্বরাবু ওয়া ইয়ার্‌জূনা রাহ্বমাতাহূ ও ইয়াখা-ফূনা 'আযা-বাহূ ; ইন্না
সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে তাঁর অধিক নিকটবর্তী হতে পারে। তারা তাঁর রহমতের প্রত্যাশা করে ও তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয়

عذاب ربك كان محذورا ﴿٥٨﴾ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل

আযা-বা রাব্বিকা কা-না মাহ্বযূরা। ৫৮। ওয়া ইম্মিন্ ক্বারইয়াতিন্ ইল্লা- নাহ্বনু মুহ্‌লিকূহা- ক্বাব্‌লা
আপনার প্রতিপালককের আযাব ভয়াবহ। (৫৮) এমন কোন জনপদ নেই যা আমি ক্বিয়ামতের

يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا ۝

ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি আও মু'আয্যিবূহা- 'আযা-বান্ শাদীদান, কা-না যা-লিকা ফিল্ কিতা-বি মাস্ত্বূরা-।
পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না- এ তো কিতাবে (লওহে মাহফুজে) লিখিত আছে।

﴿٥٩﴾ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة

৫৯। ওয়ামা- মানা'আনা~আন্ নুর্‌সিলা বিল্‌আ-য়া-তি ইল্লা~আন্ কায্যাবা বিহাল্ আওয়্যালূনা ; ওয়া আ-তাইনা- ছামূদান না-ক্বাতা
(৫৯) আমি নিদর্শনাবলি প্রেরণ থেকে বিরত থেকেছি তাদের পূর্ববর্তীদের এই নিদর্শন অস্বীকার করার কারণে। আমি স্পষ্ট নিদর্শনরূপে সামুদের নিকট

مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ﴿٦٠﴾ وإذ قلنا لك إن ربك

মুব্‌ছিরাতান্ ফাজালামূ বিহা- ; ওয়ামা- নুরসিলু বিল আ-য়া-তি ইল্লা-তাখওয়ীফা-। ৬০। ওয়া ইয্ কুল্‌না- লাকা ইন্না রাব্বাকা
উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন পাঠাই। (৬০) (স্মরণ করুন,) আমি যখন আপনাকে

○ শানে নুযূল (আঃ ৫৭) ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, জাহেলী যুগে কিছু লোক জ্বিনদের পূজা করতো। ইসলাম আগমনের পর সে সমস্ত জ্বিন মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু তারা তাদের মূর্খতা বশতঃ তাদের পূজা চালিয়ে যেতে থাকে। তাদের ব্যাপারেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, যারা জ্বিন, ফেরেশতা, হযরত উযায়ের (আ)-কে পূজা করে তাদের সকলের উদ্দেশ্যেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা যাদেরকে মাবুদ মনে করছ, তারা নিজেরাই তাদের প্রতিপালকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তাঁর রহমতের প্রত্যাশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। (বুখারী)

أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيٓ أَرَيْنٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ

আহ্বা-ত্বা বিন্না-সি ; ওয়ামা-জ্বা'আলনার রু'ইয়াল্ লাতী~আরাইনা-কা ইল্লা-ফিত্নাতাল্ লিন্না-সি ওয়াশ্শাজ্বারাতাল্

বলেছিলাম, তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আর আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি, তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ-

الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦١﴾ وَإِذْ

মাল্'উনাতা ফিল্ কুর্আ-নি ;ওয়া নুখাওয়্যিফুহুম্ ফামা-ইয়াযীদুহুম্ ইল্লা- তুগ্ইয়া-নান কাবীরা-। ৬১। ওয়া ইয্

এতো কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদের ভীতি প্রদর্শন করি; কিন্তু এতে তাদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে। (৬১) স্মরণীয় সে সময়, যখন

ع ৬ রুকূ

قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۚ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ

কুলনা-লিল্ মালা—ইকাতিস্ জুদূ লিআ-দামা ফাসাজ্বাদূ~ইল্লা~ইব্লীসা ; ক্বা-লা আআস্জুদু লিমান

ফেরেশ্তাদেরকে বলেছিলাম, 'আদমকে সিজদা কর। তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে বলেছিল, আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে আপনি মাটি

خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلٰى

খালাক্তা ত্বীনা-। ৬২। ক্বা-লা আরাআইতাকা হা-যাল্লাযী কাররাম্তা 'আলাইয়্যা লাইন আখ্খারতানি ইলা-

থেকে সৃষ্টি করেছেন ?' (৬২) সে বলেছিল, দেখুন তো, এতো সেই ব্যক্তি- যাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে

يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٣﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ

ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি লাআহ্তানিকান্না যুর্রিয়্যাতাহূ~ইল্লা- ক্বালীলা-। ৬৩। ক্বা-লায্হাব্ ফামান্ তাবি'আকা মিন্হুম

অবকাশ দেন, আমি তাদের সামান্য কিছু লোক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেব।' (৬৩) আল্লাহ বললেন, তুই যা, তাদের মধ্যে যারা

فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٦٤﴾ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

ফাইন্না জ্বাহান্নামা জ্বাযা—উকুম জ্বাযা—আম মাওফূরা-। ৬৪। ওয়াস্তাফ্যিয্ মানিস্তাত্বা'তা মিন্হুম বিছাওতিকা

তোর অনুসরণ করবে জাহান্নামই হবে তাদের পরিপূর্ণ প্রতিফল।' (৬৪) 'তোর আওয়াজে তাদের মধ্যে যাদেরকে সক্ষম তাদেরকে পথভ্রষ্ট কর, তোর

وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

ওয়া আজ্বলিব 'আলাইহিম বিখাইলিকা ওয়া রাজ্বিলিকা ওয়া শা-রিক্হুম ফিল আম্ওয়া-লি ওয়াল্ আওলা-দি

অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে তুই মিশে যা, এবং তাদেরকে

وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٥﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ

ওয়া'ইদ্হুম ; ওয়ামা- ইয়া'ইদুহুমুশ্ শাইত্বা-নু ইল্লা- গুরূরা-। ৬৫। ইন্না 'ইবা-দী লাইসা লাকা 'আলাইহিম্

প্রতিশ্রুতি দে।' আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। (৬৫) 'আমার বিশেষ বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না।'

سُلْطٰنٌ ۚ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٦﴾ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي

সুল্ত্বা-নুন ; ওয়া কাফা- বিরাব্বিকা ওয়াকীলা-। ৬৬। রাব্বুকুমুল্লাযী ইউয্জী লাকুমুল্ ফুলকা ফিল

আর কর্মবিধায়ক হিসাবে আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট। (৬৬) তোমাদের প্রতিপালক তিনিই- যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন,

الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهٖ ۚ إِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٧﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي

বাহ্রি লিতাব্তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী ; ইন্নাহূ কা-না বিকুম রাহীমা-। ৬৭। ওয়া ইযা- মাস্সাকুমুদ্ব দ্বুররু ফিল

যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ (রিযিক) তালাশ করতে পার। নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি দয়ালু। (৬৭) সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন

الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ

বাহ্রি দ্বাল্লা মান্ তাদ'ঊনা ইল্লা~ইয়্যা-হু, ফালাম্মা- নাজ্জ্বা-কুম্ ইলাল্ বার্রি আ'রাদ্বতুম ; ওয়া কা-নাল্

আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাক তারা সকলেই উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তোমরা বিমুখ হয়ে যাও।

الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٨﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ

ইন্সা-নু কাফূরা-। ৬৮। আফাআমিন্তুম্ আঁই ইয়াখ্সিফা বিকুম জ্বা-নিবাল্ বার্রি আও ইউর্সিলা 'আলাইকুম

আর মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে কোথাও যমীনসহ ধসিয়ে দিবেন না বা তোমাদের ওপর শিলা

حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٩﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرٰى

হ্বা-ছিবান ছুম্মা লা-তাজ্বিদূ লাকুম ওয়াকীলা-। ৬৯। আম্ আমিন্তুম্ আঁই ইউ'ঈদাকুম্ ফীহি তা-রাতান্ উখ্রা-

বর্ষণকারী ঝড়ো হাওয়া প্রেরণ করবেন না ? তখন তোমরা তোমাদের কোন অভিভাবক পাবে না। (৬৯) বা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদেরকে

فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ

ফাইউর্সিলা 'আলাইকুম ক্বা-ছিফাম মিনার্ রীহি ফাইউগ্রিক্বাকুম্ বিমা- কাফারতুম্, ছুম্মা লা-তাজ্বিদূ লাকুম্

পুনরায় সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না! অতঃপর প্রচণ্ড তুফান প্রেরণ করে তোমাদেরকে তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য নিমজ্জিত করবেন না ? তখন তোমরা এ বিষয়ে

عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيعًا ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ

'আলাইনা- বিহী তাবী'আ-। ৭০। ওয়ালাক্বাদ কাররাম্না-বানী~আ-দামা ওয়া হ্বামাল্না-হুম ফিল বার্রি ওয়াল বাহ্রি ওয়া

আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না। (৭০) নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদেরকে চলাচলের বাহন

৭ রুকূ

رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧١﴾ يَوْمَ نَدْعُوا

রাযাক্না-হুম মিনাত্ব ত্বাইয়িবা-তি ওয়া ফাদ্দ্বাল্না-হুম্ 'আলা কাছীরিম্ মিম্মান্ খালাক্না-তাফদ্বীলা-। ৭১। ইয়াওমা নাদ্'উ

প্রদান করেছি। আর তাদেরকে উত্তম জীবিকা দান করেছি এবং তাদেরকে অধিকাংশ সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (৭১) যেদিন আমি

كُلَّ أُنَاسٍۢ بِإِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ أُوتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِينِهٖ فَأُولٰٓئِكَ يَقْرَءُونَ كِتٰبَهُمْ

কুল্লা উনা-সিম বিইমা-মিহিম, ফামান উতিয়া কিতা-বাহূ বিইয়ামীনিহী ফাউলা—ইকা ইয়াক্বরাউনা কিতা-বাহুম

প্রত্যেক দলকে তাদের নেতাসহ ডাকব। সেদিন ডান হাতে যাদের আমলনামা দেয়া হবে ; তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٢﴾ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهٖٓ أَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ أَعْمٰى وَأَضَلُّ

ওয়ালা- ইউজ্লামূনা ফাতীলা-। ৭২। ওয়া মান্ কা-না ফী হা-যিহী~'আমা- ফাহুওয়া ফিল আ-খিরাতি 'আমা- ওয়া আদ্বাললু

প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। (৭২) যে দুনিয়াতে (সত্য থেকে) অন্ধ ছিল আখেরাতেও সে অন্ধ থাকবে এবং অধিকতর

سَبِيلًا ۝٧٣ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا

সাবীলা- । ৭৩ । ওয়া ইন্ কা-দূ লাইয়াফতিনূনাকা 'আনিল্লাযী ~আওহ্বাইনা~ইলাইকা লিতাফতারিয়া 'আলাইনা-

পথভ্রষ্ট হবে। (৭৩) তারা তো আপনাকে সে বিষয়ে প্রায় বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল, যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছিলাম। যাতে আপনি আমার ব্যাপারে এর বিপরীত

غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ۝٧٤ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ

গাইরাহু; ওয়া ইযাল্ লাত্তাখাযূকা খালীলা-। ৭৪। ওয়া লাওলা~আন্ ছাব্বাত্না-কা লাক্বাদ্ কিত্তা তার্কানু ইলাইহিম

মিথ্যা উদ্ভাবন করতে পারেন। এরূপ করলে তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহন করত। (৭৪) আমি আপনাকে অবিচলিত না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা

شَيْئًا قَلِيلًا ۝٧٥ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ

শাইআন্ ক্বালীলা- । ৭৫ । ইযাল্ লাআযাক্বনা-কা দ্বি'ফাল হ্বায়া-তি ওয়া দ্বি'ফাল মামা-তি ছুম্মা লা-তাজ্বিদু লাকা

ঝুঁকেই পড়তেন। (৭৫) আপনি ঝুঁকে পড়লে আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির স্বাদ-আস্বাদন করাতাম। তখন আমার বিরুদ্ধে আপনি কোন

عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝٧٦ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا

'আলাইনা- নাছীরা- । ৭৬ । ওয়াইন্ কা-দূ লাইয়াস তাফিয্যূনাকা মিনাল্ আর্দ্বি লিইউখ্রিজূকা মিন্হা- ওয়া ইযাল্

সাহায্যকারী পেতেন না। (৭৬) তারা আপনাকে এ দেশ থেকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছিল- আপনাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করার জন্য। এমন করলে

لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٧٧ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ

লা-ইয়াল্বাছূনা খিলা-ফাকা ইল্লা- ক্বালীলা- । ৭৭ । সুন্নাতা মান্ ক্বাদ আর্সালনা- ক্বাব্লাকা মির রুসুলিনা- ওয়ালা- তাজ্বিদু

তারা আপনার পরে অল্পকালই অবস্থান করতে পারত। (৭৭) আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদের জন্যও ছিল এমন নিয়ম। আর আমার

৮ ع ৯ ৮ রুকূ

لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝٧٨ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ

লিসুন্নাতিনা- তাহ্ওয়ীলা- । ৭৮ । আক্বিমিছ্ ছালা-তা লিদুলূকিশ্ শাম্সি ইলা- গাসাক্বিল্ লাইলি ওয়া কুর্আ-নাল

নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবেন না। (৭৮) সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত আপনি নামায কায়েম রাখুন এবং ফজরের

الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝٧٩ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

ফাজ্বরি ; ইন্না কুর্আ-নাল ফাজ্বরি কা-না মাশ্হূদা- । ৭৯ । ওয়া মিনাল্ লাইলি ফাতাহাজ্জ্বাদ বিহী না-ফিলাতাল্লাকা-;

নামাযও। নিশ্চয় ফজরের নামায (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়। (৭৯) রাতের কিছু অংশে আপনি তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন, এটা আপনার জন্য

عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝٨٠ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ

'আসা~আই ইয়াব্'আছাকা রাববুকা মাক্বা-মাম মাহ্মূদা- । ৮০ । ওয়া কুর্ রাব্বি আদ্খিল্নী মুদ্খালা ছিদ্ক্বিও

অতিরিক্ত। আশা করা যায় আপনার প্রভু আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌছাবেন। (৮০) বলুন, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে দাখিল করুন কল্যাণের সাথে

وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ۝٨١ وَقُلْ

ওয়া আখরিজ্বনী মুখ্রাজ্বা ছিদ্ক্বিও ওয়াজ্ব'আল্লী মিল্লাদুন্কা সুল্তা-নান নাছীরা- । ৮১ । ওয়া কুল

এবং আমাকে বের করুন কল্যাণের সাথে এবং আপনার নিকট থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান করুন।' (৮১) বলুন,

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝٨٢ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا

জ্বা—আল্ হ্বাক্কু ওয়া যাহাক্বাল বা-ত্বিলু ; ইন্নাল বা-ত্বিলা কা-না যাহূক্বা- । ৮২ । ওয়া নুনায্যিলু মিনাল্ কুর্আ-নি মা-

'সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে,' নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হবেই। (৮২) আমি কুরআনে এমন

هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝٨٣ وَإِذَا أَنْعَمْنَا

হুওয়া শিফা—উঁও ওয়া রাহ্মাতুল্ লিলমু'মিনীনা, ওয়ালা- ইয়াযীদুজ্ জা-লিমীনা ইল্লা- খাসা-রা- । ৮৩ । ওয়া ইযা~আন'আম্না-

বিষয় নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য সুচিকিৎসা ও রহমত স্বরূপ। আর তা জালিমদের তো ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৮৩) যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি,

عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝٨٤ قُلْ كُلٌّ

'আলাল্ ইন্সা-নি আ'রাদ্বা ওয়া নাআ-বিজ্বা-নিবিহী, ওয়া ইযা- মাস্সাহুশ্ শাররু কা-না ইয়াউসা- । ৮৪ । কুল্ কুল্লুই

তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে সরে যায়। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ে। (৮৪) বলুন, প্রত্যেকেই

يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝٨٥ وَيَسْأَلُونَكَ

ইয়া'মালু 'আলা- শা-কিলাতিহী ; ফারাব্বুকুম্ আ'লামু বিমান্ হুওয়া আহ্দা- সাবীলা- । ৮৫ । ইয়াস্আলূনাকা

নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে; সুতরাং চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে চলে, আপনার প্রভু তা ভাল করেই জানেন। (৮৫) তারা আপনাকে

عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝٨٦ وَلَئِن

'আনির্ রূহ্বি ; কুলির্ রূহু মিন্ আম্রি রাব্বী ওয়ামা~উতীতুম্ মিনাল্ 'ইল্মি ইল্লা- ক্বালীলা- । ৮৬ । ওয়া লাইন্

রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, রূহ, আমার প্রভুর আদেশে ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে খুব সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে। (৮৬) আমি চাইলে

شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝٨٧ إِلَّا

শি'না- লানায্হাবান্না বিল্লাযী~আওহ্বাইনা~ইলাইকা ছুম্মা লা-তাজ্বিদু লাকা বিহী 'আলাইনা- ওয়াকীলা- । ৮৭ । ইল্লা-

আপনার প্রতি যা ওহী করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করে নিতে পারতাম, তাহলে আমার বিরুদ্ধে আপনি কোন কর্মবিধায়ক পেতেন না। (৮৭) এভাবে

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝٨٨ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ

রাহ্মাতাম্ মির্ রাব্বিকা ; ইন্না ফাদ্বলাহূ কা-না 'আলাইকা কাবীরা- । ৮৮ । কুল লাইনিজ্ব তামা'আতিল্ ইন্সু

প্রত্যাহার না করা আপনার প্রভুর অনুগ্রহ। নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর মহা-অনুগ্রহ রয়েছে। (৮৮) বলুন, যদি সমস্ত মানুষও

وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ

ওয়াল্ জ্বিন্নু 'আলা~আই ইয়া'তূ বিমিছ্লি হা-যাল কুর্আ-নি লা-ইয়া'তূনা বিমিছ্লিহী ওয়ালাও কা-না বা'দ্বুহুম্

জ্বিন সমবেত হয়- এ কুরআনের অনুরূপ আরেকটি কুরআন রচনার জন্য- তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন কখনও রচনা করতে পারবে না,

لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝٨٩ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ

লিবা'দ্বিন্ জাহীরা- । ৮৯ । ওয়া লাক্বাদ্ ছার্রাফ্না- লিন্না-সি ফী হা-যাল্ কুর্আ-নি মিন্ কুল্লি মাছালিন্, ফাআবা~

যদিও তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়। (৮৯) আমি মানুষের জন্য এ-কুরআনে বিভিন্ন উপমা বর্ণনা করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা

أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ

আক্ছারুন্ না-সি ইল্লা- কুফূরা-। ৯০। ওয়া ক্বা-লূ লান্ নু'মিনা লাকা হ্বাত্তা-তাফ্জুরা লানা- মিনাল্ আরদ্বি

অমান্য না করে ক্ষান্ত হল না। (৯০) আর তারা বলে, 'কখনই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ না আপনি আমাদের জন্য যমীন থেকে এক প্রস্রবণ উৎসারিত

يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا

ইয়ামবূ'আ-। ৯১। আও তাকূনা লাকা জ্বান্নাতুম্ মিন্ নাখীলিওঁ ওয়া 'ইনাবিন্ ফাতুফাজ্জিরাল্ আন্হা-রা খিলা-লাহা- তাফ্জ্বীরা-।

করে দেবেন।' (৯১) 'অথবা আপনার জন্য খেজুরের বা আঙ্গুরের এক বাগান হবে। যার ফাকে ফাকে আপনি অজস্রধারায় নদী নালা প্রবাহিত করে দেবেন।

۞ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۝

৯২। আও তুস্ক্বিত্বাস্ সামা—আ কামা- যা'আম্তা 'আলাইনা- কিসাফান্ আও তা'তিয়া বিল্লা-হি ওয়াল্ মালা—ইকাতি ক্বাবীলা-।

(৯২) বা আপনি যেমন বলে থাকেন অনুরূপ আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলে দেবেন, বা আল্লাহ্ও ফেরেশ্তাদেরকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবেন।'

۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ

৯৩। আও ইয়াকূনা লাকা বাইতুম্ মিন্ যুখ্রুফিন্ আও তার্ক্বা- ফিস্ সামা—ই ; ওয়ালান্ নু'মিনা লিরুক্বিয়্যিকা

(৯৩) বা আপনার জন্য একটি স্বর্ণ নির্মিত ঘর হবে, বা' আপনি আকাশে আরোহণ করবেন; কিন্তু আপনার আকাশে আরোহণও আমরা বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আপনি

১০ ع ১০ রুকূ

حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝

হ্বাত্তা- তুনায্যিলা 'আলাইনা- কিতা-বান্ নাক্বরাউহূ ; কুল্ সুব্হ্বা-না রাব্বী হাল্ কুনতু ইল্লা-বাশারার্ রাসূলা-।

আমাদের প্রতি এমন কিতাব নাযিল না করবেন যা আমরা পাঠ করব।' বলুন, 'পবিত্র, মহান আমার প্রতিপালক ! আমি তো কেবল একজন মানুষ- একজন রাসূল মাত্র।'

۞ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ

৯৪। ওয়ামা- মানা'আন্না-সা আইঁ ইউ'মিনূ~ইয্ জ্বা—আহুমুল্ হুদা~ইল্লা~আন্ ক্বা-লূ~আবা'আছাল্লা-হু

(৯৪) 'আল্লাহ্ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন'?– তাদের এ উক্তিই মানুষকে ঈমান গ্রহণ থেকে বিরত রাখে– যখন তাদের নিকট

بَشَرًا رَسُولًا ۞ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا

বাশারার্ রাসূলা-। ৯৫। কুল্ লাও কা-না ফিল্ আর্দ্বি মালা—ইকাতুই ইয়াম্শূনা মুত্বমাইন্নীনা লানায্যাল্না-

হেদায়েত আসে। (৯৫) বলুন, 'ফেরেশ্তারা যদি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত, তবে আমি আকাশ থেকে ফেরেশতাকেই

عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۞ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ

'আলাইহিম্ মিনাস্ সামা—ই মালাকার্ রাসূলা-। ৯৬। কুল্ কাফা-বিল্লা-হি শাহীদাম বাইনী ওয়া বাইনাকুম্ ; ইন্নাহূ

তাদের নিকট রসূল করে পাঠাতাম।' (৯৬) বলুন, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি তাঁর

○ শানে নুযূল (আঃ ৯১) ঃ একদিন আবু জেহেলসহ প্রমুখ কতিপয় কুরাইশ সর্দার হুযূর (স)-এর খেদমতে এসে বলল, যদি টাকা পয়সার লোভে কিংবা সর্দারী লাভের লালসায় এই নূতন ধর্ম আবিষ্কার করে থাক, তবে আমরা চাঁদা আদায় করে টাকা সংগ্রহ করছি এবং তোমাকে কাওমের সর্দারী প্রদান করছি। আর যদি তোমার মস্তিকে কোন দোষ ঘটে থাকে, বল চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেই। হুযূর (স) বললেন, এর কোনটিই নয়; বরং আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তাঁরই আদেশ প্রচার করছি। গ্রহণ করলে তোমাদেরই মঙ্গল, অন্যথায় তোমাদের ভাল-মন্দ তোমরাই জান। তারা জেদ করে বলল, তুমি সত্য নবী হলে এই মক্কা ভূমিতে ফলের বাগান রচনা করে দাও ইত্যাদি। (ইবনে জারীর)

كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ

কা-না বি'ইবা-দিহী খাবীরাম্ বাছীরা-। ৯৭। ওয়া মাইঁ ইয়াহ্দিল্লা-হু ফাহুওয়াল্ মুহ্তাদি, ওয়ামাইঁ ইউদ্বলিল্ ফালান তাজ্বিদা

বান্দাদের ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত ও সম্যক দ্রষ্টা।' (৯৭) আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত করেন সে হেদায়েত প্রাপ্ত এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তাকে ছাড়া অন্য

لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا

লাহুম্ আওলিয়া—আ মিন্ দূনিহী ; ওয়ানাহ্শুরুহুম্ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি 'আলা-উজূহিহিম্ 'উম্ইয়াওঁ ওয়া বুক্মাওঁ

কাউকেও তার জন্য অভিভাবক পাবেন না। কিয়ামতের দিন আমি অন্ধ, মূক, বধির ও মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় তাদেরকে একত্রিত

◐

وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۞ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا

ওয়া ছুম্মা ; মা'ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নামু ; কুল্লামা- খাবাত্ যিদ্না-হুম্ সা'ঈরা-। ৯৮। যা-লিকা জ্বাযা—উহুম্ বিআন্নাহুম্ কাফারূ

করব। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, যখনই তা প্রায় স্তিমিত হয়ে যাবে, তখনই আমি তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দেব। (৯৮) এটিই তাদের প্রতিফল, কারণ, তারা

بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا

বিআ-য়া-তিনা- ওয়াক্বা-লূ~আইযা- কুন্না-'ইজা-মাওঁ ওয়া রুফা-তান্ আইন্না- লামাব্'উছূনা খাল্ক্বান্ জ্বাদীদা-। ৯৯। আওয়া লাম্ ইয়ারাও

আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল, আমরা অস্থিতে পরিণত হলে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব ?' (৯৯) তারা কি লক্ষ্য করে না,

أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ

আন্নাল্লা-হাল্লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা ক্বা-দিরুন্ 'আলা~আইঁ ইয়াখ্লুক্বা মিছ্লাহুম্ ওয়া জ্বা'আলা

যে আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম ? তিনি তাদের জন্য এক নির্দিষ্ট কাল স্থির করেছেন,

لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ

লাহুম্ আজ্বালাল্ লা- রাইবা ফীহি ; ফাআবাজ্ জা-লিমূনা ইল্লা- কুফূরা-। ১০০। কুল্ লাও আন্তুম্ তাম্লিকূনা

যাতে কোন সন্দেহ নেই। এরপরও জালিমরা কুফরী করেই যাচ্ছে। (১০০) বলুন, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের রহমতের

১১ ع ১১ রুকূ

خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝

খাযা—ইনা রাহ্মাতি রাব্বী~ইযাল্ লাআম্সাক্তুম্ খাশ্ইয়াতাল্ ইন্ফা-ক্বি ; ওয়া কা-নাল্ ইন্সা-নু ক্বাতূরা-।

ভাণ্ডারের মালিক হতে, তবুও তোমরা ব্যয় হয়ে যাওয়ার আশংকায় তা ধরে রাখতে।' মানুষ আসলেই কৃপণমনা হয়ে থাকে।

۞ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ

১০১। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসা- তিস'আ আ-য়া-তিম বাইয়িনা-তিন্ ফাস্আল্ বানী~ইস্রা—ঈলা ইয্ জ্বা—আহুম্ ফাক্বা-লা

(১০১) আপনি বনী ইস্রাঈলদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। যখন তিনি তাদের নিকট এসেছিলেন, তখন

لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا ۞ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ

লাহূ ফির্'আওনু ইন্নী লাআজুন্নুকা ইয়া-মূসা- মাস্হূরা-। ১০২। ক্বা-লা লাক্বাদ্ 'আলিমতা মা~আন্যালা হা~উলা—ই

ফেরাউন তাকে বলেছিল, 'হে মূসা। আমি তো মনে করি তুমি জাদুগ্রস্ত।' (১০২) মূসা বলেছিলেন, 'তুমি তো জান, আকাশ ও

إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ ۚ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾ فَأَرَادَ

ইল্লা- রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি বাছা—ইরা, ওয়া ইন্নী লাআজুন্নুকা ইয়া-ফির'আওনু মাছ্‌বূরা-। ১০৩। ফাআরা-দা
পৃথিবীর পালনকর্তাই এ সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফেরাউন ! আমি তো মনে করি তুমি অবশ্যই ধ্বংসে হতে চলেছ।' (১০৩) অতঃপর

أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي

আঁই ইয়াস্‌তাফিয্‌যাহুম্ মিনাল্ আর্‌দ্বি ফাআগ্‌রাক্বনা-হু ওয়া মাম্ মা'আহূ জ্বামী'আ-। ১০৪। ওয়া ক্বুল্‌না- মিম্ বা'দিহী লিবানী~
ফেরাউন তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করতে চাইল, তখন আমি তাকে তার সঙ্গীদেরকে নিমজ্জিত করলাম। (১০৪) এর পর আমি বনীইস্রাঈলদেরকে

إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾ وَبِالْحَقِّ

ইস্‌রা—ঈলাস্ কুনুল্ আর্‌দ্বা ফাইযা- জ্বা—আ ওয়া'দুল্ আ-খিরাতি জ্বি'না- বিকুম্ লাফীফা-। ১০৫। ওয়া বিল্‌হাক্কি
বললাম, 'তোমরা এ দেশে বসবাস কর এবং যখন আখেরাতের ওয়াদা এসে যাবে, তখন তোমাদেরকে একত্রিত করে সমবেত করব।' (১০৫) আমি সত্যসহ

أَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ

আন্‌যাল্‌না-হু ওয়া বিলহাক্কি নায্‌যালা ; ওয়ামা~আর্‌সাল্‌না-কা ইল্লা- মুবাশ্‌শিরাওঁ ওয়া নাযীরা-। ১০৬। ওয়া ক্বুরআ-নান্ ফারাক্বনা-হু
কুরআন নাযিল করেছি এবং তা সত্যসহই নাযিল হয়েছে। আমি তো আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি। (১০৬) আমি খণ্ড খণ্ডভাবে কুরআন নাযিল

لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ اٰمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۗ

লিতাক্বরাআহূ 'আলান্ না-সি 'আলা- মুক্‌ছিওঁ ওয়া নায্‌যাল্‌না-হু তান্‌যীলা-। ১০৭। কুল আ-মিনূ বিহী~আও লা- তু'মিনূ ;
করেছি, যাতে আপনি মানুষের নিকট থেমে থেমে তা পাঠ করতে পারেন এবং আমি তা যথাযথভাবেই নাযিল করেছি। (১০৭) বলুন, 'তোমরা এর প্রতি

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ

ইন্নাল্লাযীনা উতুল 'ইল্‌মা মিন্ ক্বাব্‌লিহী~ইযা- ইউত্‌লা- 'আলাইহিম্ ইয়াখিররূনা লিল্ আয্‌ক্বা-নি
ঈমান আন বা নাই আন, যাদেরকে কুরআনের পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয়, তখন তারা লুটিয়ে পড়ে

سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ

সুজ্জ্বাদা-। ১০৮। ওয়া ইয়াক্বুলূনা সুব্‌হা-না রাব্বিনা~ইন্ কা-না ওয়া'দু রাব্বিনা লামাফ্'উলা-। ১০৯। ওয়া ইয়াখিররূনা
সিজদায়।' (১০৮) আর বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, সুমহান। অবশ্যই আমাদের প্রভুর ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।' (১০৯) তারা বিনয়াবনত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে

সিজদাহ

لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ

লিল্‌আয্‌ক্বা-নি ইয়াব্‌কূনা ওয়া ইয়াযীদুহুম্ খুশূ'আ-। ১১০। ক্বুলিদ্'উল্লা-হা আওয়িদ্'উর রাহ্‌মা-না ;
ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এ কুরআন তাদের বিনয় আরও বৃদ্ধি করে দেয়।' (১১০) বলুন, 'তোমরা 'আল্লাহ্' নামে আহ্বান কর বা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর,

أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا

আ ইয়্যাম্ মা-তাদ্'উ ফালাহুল্ আস্‌মা—উল্ হুস্‌না-, ওয়ালা- তাজ্‌হার্ বিছালা-তিকা ওয়ালা-তুখাফিত্ বিহা-
তোমরা যে নামেই আহ্বান কর না কেন- তাঁর সকল নামই তো সুন্দর। আর নামাযে আপনি উচ্চস্বরে পড়বেন না এবং অতিশয় ক্ষীণ স্বরেও পড়বেন না ;

সিজদাহ্ ঃ ৪

وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ

ওয়াব্‌তাগি বাইনা যা-লিকা সাবীলা-। ১১১। ওয়া ক্বুলিল হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী লাম্ ইয়াত্তাখিয্ ওয়ালাদাওঁ ওয়ালাম্
এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করুন।' (১১১) বলুন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার

يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

ইয়াকুল্ লাহূ শারীকুন্ ফিল্ মুল্‌কি ওয়া লাম ইয়াকুল্ লাহূ ওয়ালিয়্যুম্ মিনায্ যুল্লি ওয়া কাব্বির্‌হু তাক্‌বীরা-।
নেই এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না– যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে; সুতরাং সমহিমায় তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন।'

১২ ع ১২ রুকূ

সূরা কাহফ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১১০
রুকূ ঃ ১২

﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۜ ﴿٢﴾ قَيِّمًا لِيُنْذِرَ

১। আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী~আন্‌যালা 'আলা- 'আবদিহিল কিতা-বা ওয়ালাম্ ইয়াজ্ব'আল লাহূ 'ইওয়াজ্বা-। ২। ক্বাইয়্যিমাল্ লিইউন্‌যিরা
(১) সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এতে তিনি কোন অসঙ্গতি রাখেননি। (২) একে তাঁর ভয়াবহ শাস্তি

بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ

বা'সান্ শাদীদাম্ মিল্লাদুন্‌হু ওয়া ইউবাশ্‌শিরাল্ মু'মিনীনাল্ লাযীনা ইয়া'মালুনাছ্ ছা-লিহা-তি আন্না লাহুম্
সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মুমিনদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে তাদেরকে এ সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের

أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ﴿٤﴾

আজ্বরান্ হাসানা-। ৩। মা-কিছীনা ফীহি আবাদা-। ৪। ওয়া ইউন্‌যিরাল্লাযীনা ক্বা-লুত্তাখাযাল্লা-হু ওয়ালাদা-।
জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। (৩) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে ; (৪) এবং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য, যারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।

﴿٥﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِاٰبَائِهِمْ ۗ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۗ

৫। মা- লাহুম্ বিহী মিন্ 'ইল্‌মিওঁ ওয়ালা- লিআ-বা—ইহিম্, কাবুরাত্ কালিমাতান্ তাখরুজু মিন্ আফওয়া-হিহিম্ ;
(৫) এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও কোন জ্ঞান ছিল না, তাদের মুখনিঃসৃত বাক্য কি সাংঘাতিক !

إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا

ইঁ ইয়াক্বূলূনা ইল্লা-কাযিবা-। ৬। ফালা'আল্লাকা বা-খি'উন্নাফ্‌সাকা 'আলা~আ-ছা-রিহিম্ ইল্ লাম ইউ'মিনূ
তারা কেবল মিথ্যাই বলে। (৬) সম্ভবতঃ আপনি অনুতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ ধ্বংস করে দেবেন– যদি তারা এই কুরআনের বিষয় বস্তুর

بِهٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ

বিহা-যাল্ হাদীছি আসাফা-। ৭। ইন্না- জ্বা'আল্‌না- মা- 'আলাল্ আর্‌দ্বি যীনাতাল্লাহা- লিনাব্‌লুওয়াহুম্ আইয়্যুহুম্
প্রতি ঈমান না আনে। (৭) পৃথিবীতে যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে এর জন্য শোভা করেছি– মানুষকে এমর্মে পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে

أَحْسَنُ عَمَلًا ٨ وَإِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ٩ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ

আহ্সানু 'আমালা-।৮। ওয়া ইন্না- লাজ্বা-'ইলূনা মা-'আলাইহা- ছ্বা'ঈদান্ জুরুযা-।৯। আম্ হাসিব্তা আন্না আছ্হা-বাল
কে বেশি সৎকর্ম করে। (৮) তার উপর যা কিছু আছে, তা আমি অবশ্যই শূন্য এক মাঠে পরিণত করব। (৯) আপনি কি মনে করেন যে,

الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ١٠ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ

কাহ্ফি ওয়ার রাক্বীমি, কা-নূ মিন্ আ-য়া-তিনা- 'আজ্বাবা-।১০। ইয্ আওয়াল্ ফিত্ইয়াতু ইলাল্ কাহ্ফি
গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলির মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? (১০) যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নেয়, তখন তারা বলে,

فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١١ فَضَرَبْنَا عَلٰى

ফাক্বা-লূ রাব্বানা~আ-তিনা- মিল্লাদুন্কা রাহ্মাতাওঁ ওয়া হায়্যি' লানা- মিন্ আম্রিনা- রাশাদা-।১১। ফাদ্বারাব্না- 'আলা~
'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার নিজের পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সহজে পরিপূর্ণ করে দিন। (১১) তখন আমি

اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ١٢ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصٰى

আ-যা-নিহিম্ ফিল্ কাহ্ফি সিনীনা 'আদাদা-।১২। ছুম্মা বা'আছ্না-হুম্ লি'নালামা আইয়্যুল হিযবাইনি আহ্ছ্বা-
গুহায় কয়েক বছরের জন্য তাদের কর্ণে নিদ্রার আচ্ছাদন রেখে দিই। (১২) অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরায় জাগ্রত করি একথা জানার জন্য যে, দু'দলের মধ্যে কোন্টি তাদের

لِمَا لَبِثُوْا أَمَدًا ١٣ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ط إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا

লিমা- লাবিছূ~আমাদা-।১৩। নাহ্নু নাক্বুছ্ছু 'আলাইকা নাবাআহুম্ বিল্হাক্বক্বি ; ইন্নাহুম্ ফিত্ইয়াতুন আ-মানূ
অবস্থানকাল নির্ণয় করতে সক্ষম। (১৩) আমি আপনার নিকট তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল,

১ ع ২ ১৩ রুকূ

بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ١٤ وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ إِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ

বিরাব্বিহিম্ ওয়াযিদ্না-হুম্ হুদা-।১৪। ওয়া রাবাত্বনা- 'আলা- কুলূবিহিম্ ইয্ ক্বা-মূ ফাক্বা-লূ রাব্বুনা- রাব্বুস্
আমি তাদের সঠিক পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। (১৪) এবং আমি তাদের হৃদয় দৃঢ় করে দিয়েছিলাম, তারা যখন দীনের ব্যাপারে দৃঢ়পদ হয়ে বলেছিল, 'আমাদের

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًا شَطَطًا ١٥ هٰٓؤُلَآءِ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি লান্ নাদ্'উ ওয়া মিন্ দূনিহী~ইলা-হাল্ লাক্বাদ্ কুল্না~ইযান্ শাত্বাত্বা-।১৫। হা~উলা—ই
প্রতিপালক যমীন ও আসমানের প্রতিপালক; কখনই তাঁকে ছাড়া অন্য উপাস্যকে আমরা ডাকব না। যদি তা করি, তবে তা অতি গর্হিত কাজ হবে। (১৫) আমাদের

قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ط لَوْلَا يَأْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ ط فَمَنْ

ক্বাওমুনাত্তাখাযূ মিন্ দূনিহী~আ-লিহাতান্ ; লাওলা-ইয়া'তূনা 'আলাইহিম্ বিসুল্ত্বা-নিম্ বাইয়্যিনিন ; ফামান্
এই স্বজাতিরা, তাঁকে ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা তাদের ব্যাপারে কেন স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৯) ঃ اصحب الكهف - (আসহাবুল কাহ্ফ) গুহার অধিবাসী ঃ এক শহরের বাদশাহ্ লোকদেরকে মূর্তি পূজা করার জন্য প্রলুব্ধ করত এবং বিপথে পরিচালনা করত। সে শহরের কতিপয় আল্লাহ্ ওয়ালা যুবক বাদশাহর বিরোধিতা করে আলাদা জায়গায় গিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করত এবং লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিত। বাদশাহ এ সংবাদ পেয়ে তাদেরকে ডেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। যুবকরা নির্ভয়ে তাদের আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের কথা স্বীকার করল। যুবকরা বাদশাহ ও মুশরিকদের নির্যাতনের ভয়ে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন কায়েমের জন্য শহর ছেড়ে দূরবর্তী এক পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেখানে ৩০৯ (তিনশ নয় বছর) নিদ্রাবস্থায় (নিরাপদে) রেখে দিলেন। (কুঃ কারীম)

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ١٦ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللّٰهَ

আজ্লামু মিম্মানিফ্তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবা-।১৬। ওয়া ই'যিতাযালতুমূহুম্ ওয়ামা- ইয়া'বুদূনা ইল্লাল্লা-
উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে? (১৬) তোমরা যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে,

فَأْوٗٓا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ

ফা'উ~ইলাল্ কাহ্ফি ইয়ান্শুর লাকুম্ রাব্বুকুম্ মির রাহ্মাতিহী ওয়া ইউহাইয়্যি লাকুম্ মিন্ আম্রিকুম্
তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় নাও। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ফলপ্রসূ

مِّرْفَقًا ١٧ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا

মিরফাক্বা-।১৭। ওয়া তারাশ্ শাম্সা ইযা- ত্বালা'আত্ তাযা-ওয়ারু 'আন্ কাহ্ফিহিম্ যা-তাল্ ইয়ামীনি ওয়া ইযা-
করে দেবেন। (১৭) আর তুমি সূর্যকে দেখবে উদয়কালে তাদের পাশ কেটে গুহার ডান দিকে সরে যায় এবং অস্তকালে তাদের পাশ

غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ط ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ط

গারাবাত্ তাক্বরিদ্বুহুম্ যা-তাশ শিমা-লি ওয়া হুম্ ফী ফাজ্বওয়াতিম্ মিন্হু ; যা-লিকা মিন্ আ-য়া-তিল্লা-হি ;
কেটে বাম দিকে সরে যায়; অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত ছিল। এগুলো আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ্ যাকে সৎপথ দেখান সে

২ ع ৫ ১৪ রুকূ

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١٨ وَتَحْسَبُهُمْ

মাই ইয়াহ্দিল্লা-হু ফাহুওয়াল্ মুহ্তাদি, ওয়া মাই ইউদ্বলিল্ ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ ওয়ালিয়্যাম্ মুর্শিদা-।১৮। ওয়া তাহ্সাবুহুম্
সৎপথ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনই তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেন না। (১৮) তুমি (দেখলে)

أَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ق وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ق وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ

আইক্বা-জাওঁ ওয়া হুম্ রুকূদুঁও ওয়া নুক্বাল্লিবুহুম্ যা-তাল্ ইয়ামীনি ওয়া যা-তাশ্ শিমা-লি, ওয়াকাল্বুহুম্ বা-সিতুন্
মনে করতে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাই তাদের ডানে ও বামে এবং তাদের কুকুরটি সামনের পা দুটি

ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ط لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ

যিরা-'আইহি বিল্ ওয়াছীদি ; লাওয়িত্ত্বালা'তা 'আলাইহিম্ লাওয়াল্লাইতা মিন্হুম্ ফিরা-রাওঁ ওয়ালামুলি'তা মিনহুম্
গুহা চত্বরে প্রসারিত করে অবস্থান করছিল। তুমি উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখলে পিছন ফিরে পলায়ন করতে ও তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে

○ টীকা (আঃ ১৭) ঃ পাহাড়ে গর্ত হওয়া, শুধু হওয়া নয় প্রশস্ত হওয়া আর এভাবের হওয়া যে, সূর্যোদয়-কালে দক্ষিণ দিকে গর্তে বিছিয়ে থাকে আর মধ্যাহ্নের পর বাম দিকে কেটে কেটে অস্ত যাওয়া এ সমস্ত আল্লাহর অপার মহিমা। ভাষ্যকারগণ গর্তের স্থল স্থিরীকরণার্থে অর্থাৎ তা কি ধরনের ছিল যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উভয় সময়ে এর এটা হতে পৃথক থাকতে ইত্যাদি বহু রকমের গবেষণা করেছেন। আমি (অনুবাদক) সেগুলোকে আবশ্যক বিবেচনা করি নি। আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্বন্ধে অধিক খোঁজ নেয়া আল্লাহ্ আবশ্যক মনে করেন নি এবং অগ্রে গিয়ে পয়গাম্বর (স)-কে বলেছেন যে, এতে অধিক মাথা ঘামালে কোন ফল হবে না। গুহাটির মুখ ছিল উত্তর দিকে এবং অবস্থান ছিল ৩৮ উত্তর অক্ষাংশে। ফলে বছরের কোন সময়েই সূর্য তার সোজা উপরে অথবা উত্তরে আসত না। ফলে সারা বছর তা রৌদ্রমুক্ত থাকত।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৮) ঃ كلبهم - মুমিন যুবকগণ শহর ত্যাগ করে যাবার পথে এক ঈমানদার কৃষক তাদের সাথী হল এবং তাদের সাথে রওয়ানা হল। কৃষকের কুকুরটিও তাদের পেছনে পেছনে চলতে লাগল। তারা কুকুরটিকে তাড়াবার চেষ্টা করেও তাড়াতে পারল না। আল্লাহ কুকুরটিকে কথা বলার শক্তি দিলেন, কুকুরটি বলল, তোমরা আমাকে ভয় করো না। আমি আল্লাহর বন্ধুদেরকে ভালবাসি, আমি তোমাদের পাহারাদার হিসেবে থাকব। (কুঃ কারীম)

رُعْبًا ﴿١٨﴾ وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ

রু'বা-। ১৯। ওয়া কাযা-লিকা বা'আছ্না-হুম্ লিইয়াতাসা—আলূ বাইনাহুম্ ; ক্বা-লা ক্বা—ইলুম্ মিনহুম্ কাম্ লাবিছ্তুম্ ;
পড়তে। (১৯) এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করল, 'কতকাল তোমরা অবস্থান করেছ?'

قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ

ক্বা-লূ লাবিছ্না- ইয়াওমান্ আও বা'দ্বা ইয়াওমিন্ ; ক্বা-লূ রাব্বুকুম্ আ'লামু বিমা-লাবিছ্তুম্ ; ফাব্'আছূ~আহ্বাদাকুম্
তারা বলল, 'একদিন বা একদিনের কিছু অংশ।' অন্যরা বলল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ তোমাদের পালনকর্তাই তা ভাল জানেন; সুতরাং তোমাদের

بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ

বিওয়ারিক্বিকুম হা-যিহী~ইলাল্ মাদীনাতি ফাল্ইয়ান্জুর্ আইয়্যুহা~আয্‌কা- ত্বা'আ-মান্ ফাল্ইয়া'তিকুম্ বিরিয্‌ক্বিম
কাউকে এই মুদ্রাসহ নগরে পাঠাও, সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য পবিত্র ও উত্তম এবং সেখান থেকে তোমাদের জন্য যেন সে কিছু খাদ্য নিয়ে আসে। সে যেন

مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٩﴾ اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ

মিন্হু ওয়াল ইয়াতালাত্বত্বাফ্ ওয়ালা- ইউশ'ইরান্না বিকুম আহ্বাদা-। ২০। ইন্নাহুম্ ইঁ ইয়াজ্হারূ 'আলাইকুম্
কৌশল অবলম্বন করে ও তোমাদের ব্যাপারে যেন কাউকে কিছু জানতে না দেয়।' (২০) 'তারা যদি তোমাদের সন্ধান পায়, তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে

يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْۤا اِذًا اَبَدًا ﴿٢٠﴾ وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا

ইয়ার্জুমূকুম্ আও ইউ'ঈদূকুম্ ফী মিল্লাতিহিম্ ওয়ালান্ তুফলিহূ~ইযান আবাদা। ২১। ওয়া কাযা-লিকা আ'ছারনা-
হত্যা করবে অথবা তাদের ধর্মে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবে। তখন তোমরা কখনও সফল হতে পারবে না। (২১) এভাবেই আমি মানুষকে তাদের সংবাদ

عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ

'আলাইহিম্ লিইয়া'লামূ~আন্না ওয়া'দাল্লা-হি হাক্ব্ক্বুওঁ ওয়া আন্নাস্ সা-'আতা লা- রাইবা ফীহা-, ইয্ ইয়াতানা- যা'উনা
জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জানতে পারে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তারা যখন তাদের মধ্যে নিজেদের কর্তব্য বিষয় নিয়ে বিতর্ক

بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ

বাইনাহুম্ আম্‌রাহুম ফাক্বা-লুব্‌নূ 'আলাইহিম বুন্‌ইয়া-নান্ ; রাব্বুহুম আ'লামু বিহিম্ ; ক্বা-লাল্লাযীনা
করছিল, তখন তারা বলল, 'তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর।' তাদের প্রতিপালকই তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের মধ্যে কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল ছিল তারা বলল,

غَلَبُوْا عَلٰۤى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾ سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ

গালাবূ 'আলা~আম্‌রিহিম্ লানাত্তাখিযান্না 'আলাইহিম মাস্‌জিদা-। ২২। সাইয়াকূলূনা ছালা-ছাতুর্ রা-বি'উহুম্ কালবুহুম,
'আমরা তো অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করব।' (২২) অজানা বিষয়ে তারা অনুমান নির্ভর কথা বলতে লাগল যে, 'তারা ছিল তিনজন, চতুর্থটি ছিল কুকুর

وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًاۢ بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ

ওয়া ইয়াকূলূনা খামসাতুন্ সা-দিসুহুম্ কাল্‌বুহুম্ রাজ্‌মাম্ বিল্‌গাইবি, ওয়া ইয়াকূলূনা সাব্'আতুওঁ ওয়া ছা-মিনুহুম
এবং অন্যরা বলল, 'তারা ছিল পাঁচজন, ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর।' কেউ কেউ বলল, 'তারা ছিল সাতজন, অষ্টমটি ছিল তাদের

ط অক্ষর হিসেবে 'ত্ব' ক্বোরআন শরীফের অর্ধেক - نصف القرآن

كَلْبُهُمْ ؕ قُلْ رَّبِّيْۤ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ

কাল্‌বুহুম ; কুর রাব্বী~আ'লামু বি'ইদ্‌দাতিহিম্ মা- ইয়া'লামুহুম ইল্লা- ক্বালীলুন; ফালা- তুমা-রি ফীহিম্
কুকুর।' বলুন, 'আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যার ব্যাপারে ভাল জানেন ; তাদের সংখ্যা অতি অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি

اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ

ইল্লা- মিরা—আন্ জা-হিরাওঁ, ওয়ালা- তাস্‌তাফ্‌তি ফীহিম্ মিনহুম আহ্বাদা-। ২৩। ওয়ালা- তাকূলান্না লিশাইয়িন ইন্নী
তাদের সাথে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে তাদের কাউকেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। (২৩) আপনি কোন কাজের বিষয়ে কখনও বলবেন না যে,

রুকূ ১৫ / ৩

فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۫ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰۤى

ফা-ইলুন্ যা-লিকা গাদা-। ২৪। ইল্লা~আইঁ ইয়াশা—আল্লা-হু, ওয়ায্‌কুর্ রাব্বাকা ইযা- নাসীতা ওয়াকুল্ 'আসা~
'আমি সেই কাজটি আগামীকাল করব'- (২৪) 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে'- একথা না বলে। যদি ভুলে যান, তবে আপনার প্রতিপালককে স্মরণ করুন এবং বলুন,

اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾ وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ

আইঁইয়াহ্‌দিয়ানি রাব্বী লিআক্‌রাবা মিন্ হা-যা- রাশাদা-। ২৫। ওয়া লাবিছূ ফী কাহ্‌ফিহিম্ ছালা-ছা মিআতিন সিনীনা
আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে এর চেয়ে অধিক নিকটতর সত্যের পথনির্দেশ করবেন।' (২৫) তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশ বছর,

وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

ওয়ায্‌দা-দূ তিস্'আ-। ২৬। কুলিল্লা-হু 'আলামু বিমা- লাবিছূ, লাহূ গাইবুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ;
অতিরিক্ত আরও নয় বছর। (২৬) আপনি বলুন, 'তারা কতকাল (গুহায়) ছিল তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁর নিকটেই আছে।

اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۫ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا ﴿٢٦﴾

আব্‌ছির বিহী ওয়া আস্‌মি'; মা- লাহুম্ মিন দূনিহী মিওঁ ওয়ালিয়্যিওঁ, ওয়ালা- ইউশ্‌রিকু ফী হুক্‌মিহী~আহ্বাদা-।
তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন। তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই। তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বের অংশীদার করেন না।

وَاتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ

২৭। ওয়াত্‌লু মা~উহ্বিয়া ইলাইকা মিন্ কিতা-বি রাব্বিকা; লা-মুবাদ্দিলা লিকালিমা-তিহী; ওয়া লান তাজ্বিদা
(২৭) আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব এসেছে আপনি তা পাঠ করে শুনান। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাকে ছাড়া

مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ

মিন্ দূনিহী মুল্‌তাহ্বাদা-। ২৮। ওয়াছ্‌বির্ নাফ্‌সাকা মা'আল্লাযীনা ইয়াদ্'উনা রাব্বাহুম বিল্‌গাদা-তি ওয়াল্
আপনি কখনও কোন আশ্রয়স্থল পাবেন না। (২৮) আপনি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ডাকে।

○ শানে নুযূল (আঃ ২৪) ঃ একবার ইহুদীরা কুরাইশদেরকে বলে, তোমরা মুহাম্মদ (স)-কে তিনটি প্রশ্ন করবে। যদি তিনি ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারেন। তবে মনে করবে তিনি সত্য নবী। সেগুলো হল, (১) আসহাবে কাহ্ফ কারা ও তাদের ঘটনা কি? (২) যুলকারনাইন কে? (৩) রূহ কি? কুরাইশরা হুযূর (স)-কে এগুলো জিজ্ঞেস করলে হুযূর (স) ওহীর আশায় তাদেরকে বলেন, তোমরা আগামী কাল এসো, উত্তর পেয়ে যাবে। কিন্তু পরের দিন ওহী নাযিল না হলে তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। আর কাফেররাও তাঁকে নানান কথা বলতে শুরু করে। অবশেষে ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এ আয়াতসহ সূরা কাহ্ফ নাযিল হয়। (ইবনে জারীর)

الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا

'আশিয়্যি ইউরীদূনা ওয়াজ্বহাহূ ওয়ালা- তা'দু 'আইনা-কা 'আনহুম্, তুরীদু যীনাতাল হায়া-তিদ্ দুনইয়া-, ওয়ালা-

আর আপনি পার্থিব জীবনের সাজ-সজ্জা কামনা করে তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। আপনি তার অনুসরণ করবেন না, যার মনকে আমি

تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ

তুত্বি' মান আগ্‌ফাল্‌না- ক্বালবাহূ 'আন্ যিক্‌রিনা- ওয়াত্তাবা'আ হাওয়া-হু ওয়া কা-না আমরুহূ ফুরুত্বা-। ২৯। ওয়া ক্বুলিল্ হাক্বক্বু

আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা। (২৯) বলুন, 'সত্য তোমাদের

مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا

মির রাব্বিকুম, ফামান শা—আ ফাল্‌ইউ'মিন ওয়ামান্ শা—আ ফাল্‌ইয়াক্‌ফুর, ইন্না~ 'আতাদনা- লিজজা-লিমীনা না-রান্,

প্রতিপালকের নিকট থেকেই প্রেরিত। তাই যার ইচ্ছা ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা কুফরী করুক।' নিশ্চয় আমি জালিমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী

أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ

আহ্বা-ত্বাবিহিম্ সুরা-দিক্বুহা ; ওয়াইঁ ইয়াসতাগীছূ ইউগা-ছূ বিমা—ইন কাল্‌মুহ্‌লি ইয়াশ্‌ওয়ীল্ উজূহা ;

তাদেরকে ঘিরে থাকবে। তারা যখন পানীয় চাইবে, তখন তাদেরকে দেয়া হবে গলিত পুঁজের ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডলকে দগ্ধ করে দেবে ;

بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا

বি'সাশ্ শারা-বু ; ওয়া সা—আত্ মুরতাফাক্বা-। ৩০। ইন্নাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া'আমিলুছ্ ছা-লিহা-তি ইন্না- লা-

কি নিকৃষ্ট সে পানীয়! আর কি নিকৃষ্ট সেই আশ্রয়স্থল! (৩০) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি, যে সৎকর্ম

نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ

নুদ্বী'উ আজ্বরা মান আহ্‌সানা 'আমালা। ৩১। উলা—ইকা লাহুম জান্না-তু 'আদ্‌নিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্‌তিহিমুল্

করে আমি তার পুরস্কার নষ্ট করি না ; (৩১) তাদেরই জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে

الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ

আন্‌হা-রু ইউহাল্লাওনা ফীহা- মিন্ আসা-ওয়িরা মিন যাহাবিওঁ ওয়া ইয়াল্‌বাসূনা ছিয়াবান্ খুদ্বরাম্ মিন্

নদী প্রবাহিত হয়। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণালংকারে অলঙ্কৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু

سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ

সুনদুসিওঁ ওয়া ইস্‌তাব্‌রাক্বিম্ মুত্তাক্বিঈনা ফীহা- 'আলাল্ আরা—ইকি ; নি'মাছ্ ছাওয়া-বু ; ওয়া হাসুনাত

রেশমের সবুজ বস্ত্র এবং তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। কতইনা সুন্দর পুরস্কার! আর কতইনা চমৎকার বিশ্রামের

مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ

মুর্‌তাফাক্বা- । ৩২। ওয়াদ্বরিব্ লাহুম্ মাছালার্ রাজুলাইনি জ্বা'আল্‌না- লিআহ্বাদিহিমা- জান্নাতাইনি মিন্ 'আনাবিওঁ

স্থান। (৩২) আপনি তাদের কাছে দুই ব্যক্তির উপমা বর্ণনা করুন- তাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত দুটি

৪ ع ১৬ রুকূ

وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ

ওয়া হাফাফ্‌না-হুমা বিনাখ্‌লিওঁ ওয়া'জ্বাআল্‌না- বাইনাহুমা- যার্'আ। ৩৩। কিল্‌তাল্ জান্নাতাইনি আ-তাত উকুলাহা- ওয়ালাম্ তাজ্লিম্

আংগুরের বাগান এবং উভয় বাগানের মাঝখানে শস্যক্ষেত করেছিলাম। (৩৩) উভয় বাগানই ফলদান করত এবং এতে কোন কমতি করত না।

مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

মিনহু শাইআওঁ, ওয়া ফাজ্জ্বারনা- খিলা-লাহুমা- নাহারা-। ৩৪। ওয়া কা-না লাহূ ছামারুন্, ফাক্বা-লা লিছা-হিবিহী ওয়াহুওয়া ইউহা-ওয়িরুহূ~

আর উভয়ের ফাকে ফাকে আমি নহর প্রবাহিত করেছিলাম। (৩৪) এবং তার প্রচুর সম্পদ ছিল। একবার কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল,

أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا

আনা আক্‌ছারু মিন্‌কা মা-লাওঁ ওয়া আ'আযযু নাফারা-। ৩৫। ওয়া দাখালা জান্নাতাহূ ওয়াহুওয়া জ্বা-লিমুল্ লিনাফ্‌সিহী, ক্বা-লা মা~

'ধন-সম্পদে আমি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও জনবলে অধিক শক্তিশালী।' (৩৫) এভাবে সে নিজের প্রতি জুলুম করে তার বাগানে প্রবেশ করল এবং বলল, আমি

أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ

আজুন্‌নু আন্ তাবীদা হা-যিহী~আবাদা-। ৩৬। ওয়ামা~আজুন্‌নুস্ সা-'আতা ক্বা—ইমাতাওঁ, ওয়ালাইর রুদিত্‌তু ইলা-

মনে করি না যে, এ কখনও ধ্বংস হবে! (৩৬) 'আমি মনে করি না, কিয়ামত হবে। একান্তই যদি আমার প্রতিপালকের নিকট আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে

رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ

রাব্বী-লাআজ্বিদান্না খাইরাম্ মিন্‌হা- মুনক্বালাবা-। ৩৭। ক্বা-লা লাহূ ছা-হিবুহূ ওয়া হুওয়া ইউহা-ওয়িরুহূ~আ কাফার্‌তা

যাওয়া হয়, তবে আমি এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান পাব।' (৩৭) তার সঙ্গী তাকে সে প্রসংগে বলল, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ- যিনি তোমাকে মাটি

بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي

বিল্লাযী খালাক্বাকা মিন্ তুরা-বিন্ ছুম্মা মিন্ নুত্বফাতিন্ ছুম্মা সাওয়্যা-কা রাজুলা-। ৩৮। লা-কিন্না হুওয়াল্লা-হু রাব্বী

থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর বীর্য থেকে, তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে? (৩৮) কিন্তু আমি তো এ বিশ্বাসই করি- আল্লাহই আমার প্রতিপালক

وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ

ওয়ালা~উশ্‌রিকু বিরাব্বী~আহ্বাদা-। ৩৯। ওয়ালাওলা~ইয্ দাখাল্‌তা জান্নাতাকা ক্বুল্‌তা মা-শা—আল্লা-হু,

এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের সাথে শরীক করি না।' (৩৯) বাগানে যখন প্রবেশ কর তখন তুমি কেন বললে না যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন;

لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ

লা-ক্বুওয়্যাতা ইল্লা- বিল্লা-হি, ইন্ তারানি আনা আক্বাল্লা মিন্‌কা মা-লাওঁ ওয়া ওয়ালাদা-। ৪০। ফা'আসা- রাব্বী~আই ইউ'তিয়ানি

কারণ, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই- যদিও তুমি আমাকে তোমার চেয়ে ধনে ও সন্তানে হীনতর দেখছ।' (৪০) 'সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে

○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ অর্থাৎ, তুমি আমার পন্থাকে বাতিল বলছ। তোমার পথ সঠিক হলে তোমার অবস্থা বর্তমানের বিপরীত হত অর্থাৎ ধনী হতে। কেননা, শত্রুকে কেউ দান করে না, আর বন্ধুকে কেউ বঞ্চিত করে না। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৫) ঃ অর্থাৎ, সে শিরিকে লিপ্ত ছিল। অহংকারের কারণে তার মাথা-ই বিগড়ে গিয়ে ছিল। সে নিজেকে বড় মনে করে অন্যকে তুচ্ছ মনে করত। আল্লাহর অসীম কুদরতের প্রতি সে ছিল নির্লিপ্ত। (শাঃ হিঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৭) ঃ কেননা, ইহজগতে আমাকে সুখ-শান্তিতে রাখাতেই প্রমাণিত হয়, আমি আল্লাহর প্রিয়। অতএব, কিয়ামত হলেও সেখানে আমি বেহেশত পাব। (বঃ কোঃ)

خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ٥

খাইরাম্ মিন জ্বান্নাতিকা ওয়া ইউর্সিলা 'আলাইহা- হুস্বা-নাম্ মিনাস্ সামা—ই ফাতুছ্বিহ্বা ছ্বা'ঈদান্ য্বালাক্বা-।
তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানে আকাশ থেকে এক অগ্নিকড় পাঠাবেন। ফলে তা উদ্ভিদ-শূন্য মাঠে পরিণত হবে।

او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا ﴿٤١﴾ واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه

৪১। আও ইউছ্বিহ্বা মা—উহা- গাওরান্ ফালান্ তাস্তাত্বী'আ লাহূ ত্বালাবা-। ৪২। ওয়া উহ্বীত্বা বিছামারিহী ফাআছ্বাহ্বা ইউক্বাল্লিবু কাফ্ফাইহি
(৪১) কিংবা তার পানি ভূগর্ভে চলে যাবে। ফলে তুমি কখনও তা খুঁজে আনতে সক্ষম হবে না। (৪২) আর তার ফল-ফলাদি বিপর্যয় পরিবেষ্টন করে নিল এবং যখন তা ধ্বংসে

على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يليتني لم اشرك بربي

'আলা-মা~আনফাক্বা ফীহা- ওয়াহিয়া খা-ওয়িয়াতুন্ 'আলা- উরূশিহা- ওয়া ইয়াকূলু ইয়া- লাইতানী লাম্ উশ্রিক্ বিরাব্বী~
হয়ে গেল, তখন সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। তার বাগানটি কাষ্ঠসহ ভস্ম হয়ে গিয়েছিল।
আর সে বলতে লাগল, হায়! আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের

احدا ﴿٤٢﴾ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ﴿٤٣﴾ هنالك

আহ্বাদা-। ৪৩। ওয়ালাম তাকুন্ লাহূ ফিয়াতুঁই ইয়ানছুরূনাহূ মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়ামা-কা-না মুন্তাছ্বিরা-। ৪৪। হুনা-লিকাল
সাথে শরীক না করতাম।' (৪৩) তখন আল্লাহ্ ছাড়া তাকে সাহায্য করার মত কোন লোকবল ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সক্ষম ছিল না। (৪৪) এ ক্ষেত্রে

الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ﴿٤٤﴾ واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا

ওয়ালা-ইয়াতু লিল্লা-হিল্ হ্বাক্বক্বি ; হুওয়া খাইরুন ছাওয়া-বাওঁ ওয়া খাইরুন্ 'উক্ববা-। ৪৫। ওয়াদ্বরিব্ লাহুম্ মাছালাল্ হ্বায়া-তিদ্ দুন্ইয়া-
যথার্থ সাহায্য করার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ। (৪৫) তাদের নিকট পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করুন,

৫ ১৭ রুকূ

كماء انزلنه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه

কামা—ইন্ আন্যাল্না-হু মিনাস্ সামা—ই ফাখতালাত্বা বিহী নাবা-তুল্ আর্দ্বি ফাআছ্বাহ্বা হাশীমান্ তায্রূহুর্
তা পানির ন্যায়- যা আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে, অতঃপর এর সংমিশ্রণে ভূমিজ উদ্ভিদ উদ্গত হয়। এরপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে

الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا ﴿٤٥﴾ المال والبنون زينة الحيوة الدنيا

রিয়া-হু ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িম্ মুক্তাদিরা-। ৪৬। আল্মা-লু ওয়াল বানূনা যীনাতুল্ হ্বায়া-তিদ্ দুন্ইয়া-,
যায় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৪৬) ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। আর স্থায়ী

والبقيت الصلحت خير عند ربك ثوابا وخير املا ﴿٤٦﴾ ويوم نسير الجبال

ওয়াল্ বা-ক্বিয়া-তুছ্ ছ্বা-লিহ্বা-তু খাইরুন্ 'ইন্দা রাব্বিকা ছাওয়া-বাওঁ ওয়া খাইরুন্ আমালা-। ৪৭। ওয়া ইয়াওমা নুসাইয়্যিরুল্ জ্বিবা-লা
সৎকর্মসমূহ আপনার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রত্যাশার জন্য উৎকৃষ্ট। (৪৭) স্মরণীয় সেদিন, যেদিন আমি পর্বতসমূহকে হটিয়ে নিয়ে যাব, সেদিন আপনি

০ টীকা (আঃ ৪২) ঃ সারমর্ম এই যে, ধনসম্পদ এবং স্বচ্ছল অবস্থাই তোমাকে ধোকায় ফেলেছে। কেননা, ইহকালে এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। তদুপরি একসময় এরা তো ধ্বংস হবেই। কিন্তু পারলৌকিক নেয়ামতের ধ্বংস নেই। অতএব, ইহলোকের প্রতি লক্ষ্য না করে পরলোকের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। (বঃ কোঃ) তাফসীরে খাযেনে আছে, আসমান হতে অগ্নি এসে তার যাবতীয় বাগান ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে ফেলেছিল। অন্য কিছুর জন্য পরিতাপের উল্লেখ না করে শুধু বাগানের জন্য পরিতাপ করার উল্লেখের কারণ এই যে, তাতে সে অধিক মাত্রায় ব্যয় করেছিল এবং বাগানটিই তার অধিকতর প্রিয় ছিল। (বঃ কোঃ)

وترى الارض بارزة وحشرنهم فلم نغادر منهم احدا ﴿٤٧﴾ وعرضوا على ربك

ওয়া তারাল্ আর্দ্বা বা-রিযাতাওঁ ওয়া হ্বাশার্না- হুম্ ফালাম্ নুগা-দির মিনহুম্ আহ্বাদা-। ৪৮। ওয়া 'উরিদ্বূ 'আলা-রাব্বিকা
পৃথিবীকে দেখবেন একটি শূন্য প্রান্তররূপে ; সেদিন আমি সবাইকে একত্রিত করব এবং কাউকেও ছাড়ব না। (৪৮) তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের কাছে সারিবদ্ধভাবে হাযির

صفا لقد جئتمونا كما خلقنكم اول مرة بل زعمتم الن نجعل لكم

ছ্বাফ্ফান ; লাক্বাদ্ জ্বি'তুমূনা- কামা- খালাক্ব্না-কুম্ আওয়্যালা মার্রাতিম, বাল্ য্বা'আমতুম্ আল্লান্ নাজ্ব'আলা লাকুম্
করা হবে। বলা হবে, তোমাদেরকে প্রথমবার যেমন সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে তোমরা আমার কাছে হাযির হয়েছ। অথচ তোমরা মনে করেছিলে, তোমাদের জন্য কোন নির্দিষ্ট

موعدا ﴿٤٨﴾ ووضع الكتب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون

মাও'ইদা-। ৪৯। ওয়া উদ্বি'আল্ কিতা-বু ফাতারাল্ মুজ্বরিমীনা মুশ্ফিক্বীনা মিম্মা-ফীহি ওয়া ইয়াকূলূনা
ওয়াদার সময় স্থির করব না। (৪৯) সেদিন 'আমলনামা' সামনে রাখা হবে। আপনি অপরাধীদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত দেখবেন এবং তারা বলবে,

يويلتنا مال هذا الكتب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصها ووجدوا ما

ইয়া-ওয়াইলাতানা- মা-লি হা-যাল্ কিতা-বি লা-ইউগা-দিরু ছ্বাগীরাতাওঁ ওয়ালা-কাবীরাতান্ ইল্লা~আহ্ছ্বা-হা-, ওয়া ওয়াজ্বাদূ মা-
হায়, দুর্ভোগ আমাদের। এ কেমন আমলনামা! এ তো ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি; বরং এতো সমস্ত হিসাবই রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম তাদের সামনে

عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ﴿٤٩﴾ واذ قلنا للملئكة اسجدوا لادم

'আমিলূ হ্বা-দ্বিরান্ ; ওয়ালা- ইয়াযলিমু রাব্বুকা আহ্বাদা-। ৫০। ওয়া ইয্ কুল্না- লিল্ মালা—ইকাতিস্ জুদূ লিআ-দামা
উপস্থিত পাবে। আপনার প্রভু কারও প্রতি জুলুম করবেন না। (৫০) স্মরণীয় সে সময়, যখন আমি ফেরেশ্তাদেরকে বলেছিলাম, 'আদমকে সিজদা কর ;

فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه

ফাসাজ্বাদূ~ইল্লা~ইব্লীসা ; কা-না মিনাল্ জ্বিন্নি ফাফাসাক্বা 'আন্ আমরি রাব্বিহী ; আফাতাত্তাখিযূনাহূ
তখন ইব্লীস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে ছিল জ্বিনদের একজন। সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমাকে

وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظلمين بدلا ٥

ওয়া যুর্রিয়্যাতাহূ~আওলিয়া—আ মিন্ দূনী ওয়া হুম লাকুম্ 'আদুওয়্যুন ; বি'সা লিজ্জ্বা-লিমীনা বাদালা-।
ছাড়া তাকে ও তার বংশধরদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। জালিমদের জন্য এই বদল কতইনা নিকৃষ্ট।

﴿٥٠﴾ ما اشهدتهم خلق السموت والارض ولا خلق انفسهم وما كنت

৫১। মা~আশ্হাত্তুহুম্ খাল্ক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ওয়ালা-খাল্ক্বা আন্ফুসিহিম্, ওয়ামা- কুন্তু
(৫১) তাদেরকে না আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি ডেকেছি, না তাদেরকে নিজেদের সৃজনকালে ডেকেছি এবং আমি বিভ্রান্তকারীদেরকে

متخذ المضلين عضدا ﴿٥١﴾ ويوم يقول نادوا شركاءي الذين زعمتم فدعوهم

মুত্তাখিযাল্ মুদ্বিল্লীনা 'আদ্বুদা-। ৫২। ওয়া ইয়াওমা ইয়াকূলু না-দূ শুরাকা—ইয়াল্লাযীনা য্বা'আম্তুম্ ফাদা'আওহুম্
সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করি না ; (৫২) সেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক।' তারা তাদেরকে ডাকবে;

فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٣﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا

ফালাম্ ইয়াস্‌তাজ্বীবূ লাহুম্ ওয়া জ্বা'আল্‌না- বাইনাহুম্ মাওবিক্বা-। ৫৩। ওয়া রাআল্ মুজ্বরিমূনান্না-রা ফাজ্বান্নূ~

কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না এবং তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে এক ধ্বংস- গহ্বর স্থাপন করে দেব। (৫৩) অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে যে,

أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٤﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ

আন্নাহুম্ মুওয়া-ক্বি'উহা- ওয়ালাম্ ইয়াজ্বিদূ 'আনহা- মাছ্বরিফা-। ৫৪। ওয়া লাক্বাদ্ ছ্বার্‌রাফ্‌না- ফী হা-যাল্ কুরআ-নি

তারা সেখানে পতিত হবেই এবং তারা তা থেকে পরিত্রাণ পাবে না। (৫৪) নিশ্চয় আমি মানুষের জন্য কুরআনে বিভিন্ন উপমা

৭ ع ১৯ রুকূ

لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ

লিন্না-সি মিন্ কুল্লি মাছালিন্ ; ওয়া কা-নাল্ ইন্‌সা-নু আকছারা শাইয়িন্ জ্বাদালা-। ৫৫। ওয়ামা- মানা'আন্না-সা

দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আর মানুষ সকল বস্তু থেকে অধিক বিতর্ক প্রিয়। (৫৫) হেদায়েত আসার পর লোকজনকে কেবল এ

أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

আই ইউ'মিনূ~ইয জ্বা—আহুমুল্ হুদা- ওয়া ইয়াসতাগফিরূ রাব্বাহুম্ ইল্লা~আন্ তা'তিয়াহুম সুন্নাতুল আওয়্যালীনা

বিষয়েই ঈমান আনতে ও তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে- কখন উপস্থিত হবে তাদের পূর্ববর্তীদের কর্মপদ্ধতি এবং

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٦﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ

আও ইয়া'তিয়াহুমুল্ 'আযা-বু কুবুলা-। ৫৬। ওয়ামা- নুরসিলুল্ মুর্‌সালীনা ইল্লা- মুবাশ্‌শিরীনা ওয়া মুন্‌যিরীনা,

কখন তাদের মুখোমুখি হবে আযাব? (৫৬) আমি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই রাসূলগণকে পাঠিয়ে থাকি; কিন্তু কাফেররাই মিথ্যা দ্বারা বিতর্ক

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا

ওয়া ইউজ্বা-দিলুল্ লাযীনা কাফারূ বিল্‌বা-ত্বিলি লিইউদ্‌হিদ্বূ বিহিল হাক্বক্বা ওয়াত্তাখাযূ~আ-য়া-তী ওয়ামা~

করে- তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এবং আমার আয়াত ও যা দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাকে উপহাসের পাত্রস্বরূপ

أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ

উন্‌যিরূ হুযুওয়া-। ৫৭। ওয়া মান আজ্‌লামু মিম্মান্ যুক্‌কিরা বিআ-য়া-তি রাব্বিহী ফাআ'রাদ্বা 'আনহা- ওয়া নাসিয়া মা-ক্বাদ্দামাত্

গ্রহণ করার জন্য। (৫৭) কাউকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি দ্বারা উপদেশ দেয়ার পর সে যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ব কৃতকর্ম ভুলে যায়, তার

يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ

ইয়াদা-হু ; ইন্না- জ্বা'আল্‌না- 'আলা- কুলূবিহিম্ আকিন্নাতান্ আই ইয়াফ্‌ক্বাহূহু ওয়া ফী~আ-যা-নিহিম্ ওয়াক্বরান্ ; ওয়া ইন্ তাদ্'উহুম্

চেয়ে অধিক জালিম আর কে হতে পারে? আমি তাদের অন্তরে আবরণ রেখে দিয়েছি এবং কানে বধিরতা দিয়েছি- যেন তারা কোরআন বুঝতে না পারে। আর আপনি

إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٨﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم

ইলাল্ হুদা- ফালাই ইয়াহ্‌তাদূ~ইযান্ আবাদা-। ৫৮। ওয়া রাব্বুকাল্ গাফূরু যুর্ রাহ্‌মাতি ; লাও ইউআ-খিযুহুম্

তাদেরকে সুপথে ডাকলেও তারা কখনও সৎপথে আসবে না। (৫৮) আপনার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াবান। তাদের কৃতকর্মের জন্য তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে

بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا

বিমা- কাসাবূ লা'আজ্জ্বালা লাহুমুল্ 'আযা-বা ; বাল্ লাহুম্ মাওইদুল্ লাই ইয়াজ্বিদূ মিন্ দূনিহী মাওইলা-।

চাইলে তিনি তাঁর আযাবকে ত্বরান্বিত করতেন ; কিন্তু তাদের জন্য এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত রয়েছে, যা থেকে তারা সরে গিয়ে কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قَالَ

৫৯। ওয়া তিল্‌কাল্ কুরা~আহ্‌লাক্‌না-হুম্ লাম্মা-জালামূ ওয়া জ্বা'আলনা- লিমাহ্‌লিকিহিম্ মাও'ইদা-। ৬০। ওয়া ইয্ ক্বা-লা

(৫৯) এই জনপদগুলি আমি ধ্বংস করে দিয়েছি- যখন তারা জুলুম করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্য একটি সময় স্থির করেছিলাম। (৬০) স্মরণীয় সে সময়,

مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۞

মূসা- লিফাতা-হু লা~আব্‌রাহু হাত্তা~আব্‌লুগা মাজ্‌মা'আল্ বাহ্‌রাইনি আও আমদ্বিয়া হুকুবা-।

যখন মূসা (আ) তার (যুবক) সঙ্গীকে বলেছিলেন, 'দুই সমুদ্রের মধ্যস্থলে না পৌঁছে আমি কখনও থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।'

﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا

৬১। ফালাম্মা- বালাগা- মাজ্‌মা'আ বাইনিহিমা- নাসিয়া- হূতাহুমা- ফাত্তাখাযা সাবীলাহূ ফিল্ বাহ্‌রি সারাবা-। ৬২। ফালাম্মা-

(৬১) তারা উভয়ে যখন সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছলেন, তখন তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন ; আর মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করে নেমে গেল। (৬২) যখন তারা

جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ

জ্বা-ওয়াযা- ক্বা-লা লিফাতা-হু আ-তিনা- গাদা—আনা-, লাকাদ্ লাক্বীনা মিন্ সাফারিনা- হা-যা- নাছ্বাবা-। ৬৩। ক্বা-লা আরাআইতা

সে স্থানটি অতিক্রম করলেন, তখন মূসা (আ) তার সঙ্গীকে বললেন,'আমাদের নাশতা নিয়ে এসো। আমরা নিশ্চয় আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। (৬৩) সঙ্গী বলল, 'আপনি

إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ

ইয্ আওয়াইনা~ইলাছ্ ছ্বাখ্‌রাতি ফাইন্নী নাসীতুল্ হূতা, ওয়ামা~আনসা-নীহু ইল্লাশ্ শাইত্বা-নু আন্

কি দেখছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই তার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।

أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا

আয্‌কুরাহূ, ওয়াত্তাখাযা সাবীলাহূ ফিল্ বাহ্‌রি; 'আজ্বাবা-। ৬৪। ক্বা-লা যা-লিকা মা-কুন্না- নাব্‌গি, ফার্‌তাদ্দা-

আর মাছটি আশ্চর্য উপায়ে সমুদ্র পথে নেমে গেল।' (৬৪) মূসা বললেন, 'আমরা তো এ স্থানটিই তালাশ করছিলাম।' অতঃপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে

✪ টীকা (আঃ ৬১) ঃ হাদীস শরীফে এরূপ এসেছে- হযরত মূসা (আ) ওয়াজ করছিলেন। শ্রোতাগণের মধ্যেকার এক ব্যক্তি হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করে যে, আপনার অপেক্ষা কেউ বড় বিদ্বান আছে কি? উত্তরে হযরত মূসা (আ) বললেন, আমি অবগত নই। ফলকথা হযরত মূসা (আ)-এর উক্তির ভাবধারা এভাবেরই ছিল যে, তিনি তৎকালের বড় বিদ্বান। হযরত মূসা (আ) নিশ্চয়ই মর্যাদা ও বিদ্যার দিক দিয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু বান্দার বন্দেগীর অলঙ্কারতো এটাই যে, বান্দা কোন অবস্থাতেই নম্রতা ও গরীমাশূন্যতা হতে দূরে না থাকে। পয়গাম্বরগণের দ্বারা এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুলের প্রতিও আল্লাহর নিকট হতে পাকড়াও হয়ে থাকে। কারণ পয়গাম্বরগণ আল্লাহর মনোনীত বান্দা। তাঁদের উচিৎ তাঁদের নৈতিক অলঙ্কারও যেন তদ্রূপ পরিপাটি হয়। হযরত মূসা (আ)-এর দ্বারা সামান্য কিছু ভুল হয়ে যাওয়াতে আল্লাহ তাঁকে ভুলের জন্য এভাবে সাবধান করেন যে, তাঁকে খিজির (আ)-এর নিকট গমন করতে নির্দেশ করেন। আল্লাহ ওহীর দ্বারা হযরত মূসা (আ)-কে সন্ধান জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, খিজিরের সাথে সে স্থানে সাক্ষাৎ হবে যে স্থানে উভয় সমুদ্র মিলিত হয়েছে। এই উভয় সমুদ্র সম্ভবতঃ সমুদ্রের দু'টি শাখা হবে যার মিলিত হওয়ার স্থান হতে হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়েছিলেন। হযরত মূসা (আ)-কে হযরত খিজিরের একটি ঠিকানা এটাও প্রদত্ত হয়েছিল যে, খিজিরের সাথে তোমার যে স্থানে সাক্ষাৎ হবে, তথায় তোমার নাশতার ভাজা মাছ আল্লাহর কুদরতে জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাবে। খিজিরের আবেহায়াত পান, সাগরের অধিপতি হওয়া, তাঁর নামে শিরনি ও বাতি দেয়া প্রভৃতি কুরআন হাদীস অনুযায়ী ভিত্তিহীন। তাঁর নামে দোহাই দেয়া, তাঁর পূজা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (কুঃ কারীম)

عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ

'আলা~আ-ছা-রিহিমা- ক্বাছ্বাছ্বা-। ৬৫। ফাওয়াজাদা- 'আবদাম্ মিন্ ইবা-দিনা~আ-তাইনা-হু রাহ্মাতাম্ মিন্ 'ইনদিনা- ওয়া 'আল্লাম্না-হু

ফিরে চললেন। (৬৫) অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেলেন আমার এমন এক বান্দার, যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং দিয়েছিলাম আমার পক্ষ থেকে এক

مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

মিল্লাদুন্না- 'ইল্মা-। ৬৬। ক্বা-লা লাহূ মূসা- হাল্ আত্তাবি'উকা 'আলা~আন্ তু'আল্লিমানি মিম্মা- 'উল্লিম্তা রুশ্দা-।

বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) মূসা তাকে বললেন, আমি কি এমর্মে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, আপনাকে যে সত্য জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন?

﴿٦٧﴾ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٨﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾

৬৭। ক্বা-লা ইন্নাকা লান্ তাস্তাত্বী'আ মা'ইয়া ছ্বাব্‌রা-। ৬৮। ওয়া কাইফা তাছ্বিরু 'আলা- মা-লাম্ তুহিত্ব বিহী খুব্‌রা-।

(৬৭) তিনি বললেন, আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে আপনি কখনই থাকতে পারবেন না,' (৬৮) 'যে বিষয়ের জ্ঞান আপনার আয়ত্বাধীন নয় সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে?

﴿٦٩﴾ قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿٧٠﴾ قَالَ فَاِنِ

৬৯। ক্বা-লা সাতাজ্বিদুনী~ইন্ শা—আল্লা-হু ছ্বা-বিরাওঁ ওয়ালা~'আছ্বী লাকা আমরা-। ৭০। ক্বা-লা ফাইনিত্

(৬৯) মূসা বললেন, 'আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে নিশ্চয় ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।' (৭০) তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আপনি যদি

اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰىٓ اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧١﴾ فَانْطَلَقَا

তাবা'তানী ফালা- তাস্আল্নী 'আন্ শাইয়িন্ হাত্তা~উহ্দিছা লাকা মিন্হু যিক্‌রা-। ৭১। ফানত্বালাক্বা-;

আমার অনুসরণ করেনই, তবে সে পর্যন্ত কোন ব্যাপারেই প্রশ্ন করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আমি আপনাকে কিছু বলি। (৭১) অতঃপর তারা চলতে শুরু করলেন, অবশেষে তারা

৯ ع ২১ রুকু

حَتّٰىٓ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۗ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ

হাত্তা~ইযা- রাকিবা-ফিস্ সাফীনাতি খারাক্বাহা-; ক্বা-লা আখারাক্বতাহা- লিতুগরিক্বা আহ্লাহা-, লাক্বাদ্ জ্বি'তা

যখন একটি নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন তিনি তা ছিদ্র করে দিলেন। মূসা বললেন, আপনি কি 'এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য একে ছিদ্র করে দিলেন? আপনি তো

شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٣﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ

শাইআন্ ইম্‌রা-। ৭২। ক্বা-লা আলাম্ আক্বুল্ ইন্নাকা লান্ তাস্তাত্বী'আ মা'ইয়া ছ্বাব্‌রা-। ৭৩। ক্বা-লা- লা তুআ-খিয্নী

এক অন্যায় কাজ করলেন।' (৭২) তিনি বললেন, 'আমি কি বলিনি, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না?' (৭৩) মূসা বললেন, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী

بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ﴿٧٤﴾ فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰىٓ اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا

বিমা- নাসীতু ওয়ালা- তুর্হিক্বনী মিন আমরী 'উসরা'। ৭৪। ফানত্বালাক্বা; হাত্তা~ইযা- লাক্বিয়া- গুলা-মান্

মনে করবেন না এবং আমার এই ব্যাপারে আমার প্রতি কঠোর আচরণ করবেন না।' (৭৪) অতঃপর তারা চলতে শুরু করলেন, অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাৎ

فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ۗ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ○

ফাক্বাতালাহূ, ক্বা-লা আক্বাতাল্তা নাফ্সান যাকিয়্যাতাম বিগাইরি নাফসিন ; লাক্বাদ জ্বি'তা শাইয়ান নুক্‌রা-।

পেলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মূসা বললেন, একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়া ? আপনি তো এক গর্হিত কাজ করলেন।'

পারা ১৬

﴿٧٥﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٦﴾ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ

৭৫। ক্বা-লা আলাম্ আক্বুল্লাকা ইন্নাকা লান্ তাস্তাত্বী'আ মা'য়িয়া স্বাব্‌রা-। ৭৬। ক্বা-লা ইন্ সাআল্তুকা 'আন্

(৭৫) তিনি বললেন, আমি কি বলিনি আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না ? (৭৬) মূসা বললেন, এরপরও যদি আমি

شَيْءٍ ۢ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ﴿٧٧﴾ فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰىٓ

শাইইম বা'দাহা- ফালা- তুস্বা-হিব্নী; ক্বাদ্ বালাগ্তা মিল্লাদুন্নী উ'য্‌রা-। ৭৭। ফান্ত্বালাক্বা- হাত্তা-

আপনাকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করি, আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না ; আমার পক্ষ থেকে ওজর- আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।' (৭৭) অতঃপর তাঁরা চলতে

اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ۣ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا

ইযা আতায়া~আহ্লা ক্বার্‌ইয়াতি নিস্তাত্ব'আমা~আহ্লাহা- ফাআবাওঁ আইঁ ইউদ্বাইয়্যিফূ হুমা- ফাওয়াজ্বাদা- ফীহা-

লাগলেন, অবশেষে তাঁরা যখন এক জনপদে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইলেন, তখন তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। এরপর

جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ○

জ্বিদারাইঁ ইউরীদু আইঁইয়ানক্বাদ্দ্বা ফাআক্বা-মাহূ ; ক্বা-লা লাও শি'তা লাত্তাখাযতা 'আলাইহি আজ্‌রা-।

সেখানে তাঁরা একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর পেলেন। খিযির তা সোজা করে দিলেন। মূসা বললেন, 'ইচ্ছা করলে আপনি এর জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।'

﴿٧٨﴾ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

৭৮। ক্বা-লা হা-যা- ফিরা-কু বাইনী ওয়া বাইনিক; সাউনাব্বিউকা বিতা'বীলি মা- লাম্ তাস্তাত্বি' 'আলাইহি স্বাব্‌রা-।

(৭৮) তিনি বললেন, 'এখানেই আমাদের সম্পর্কচ্ছেদ হল। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি, আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি,

﴿٧٩﴾ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ

৭৯। আম্মাস্ সাফীনাতু ফাকা-নাত্ লিমাসাকীনা ইয়া'মালূনা ফিল বাহ্‌রি ফাআরাত্তু আন্ আ'ঈবাহা- ওয়া কা-না

(৭৯) 'নৌকাটির ব্যাপার হলো- এ ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির ; তারা সমুদ্রে এর দ্বারা জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি চেয়েছিলাম নৌকাটি ত্রুটিযুক্ত করে দিতে।

وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٨٠﴾ وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ

ওয়া রা—আহুম মালিকুঁই ইয়া'খুযু কুল্লা সাফীনাতিন গাস্ববা-। ৮০। ওয়া আম্মাল গুলা-মু ফাকা-না আবাওয়া-হু মু'মিনাইনি

কারণ, তাদের সম্মুখে ছিল এক বাদশাহ, সে বলপ্রয়োগে সকল ভালো নৌকা ছিনিয়ে নিত। (৮০) 'আর কিশোরটির পিতা মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা

فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿٨١﴾ فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ

ফাখাশীনা~আইঁ ইউরহিক্বাহুমা- তুগ্‌ইয়া-নাওঁ ওয়া কুফ্‌রা-। ৮১। ফাআরাদনা~আইঁ ইউবদিলাহুমা-রাব্বুহুমা- খাইরাম্মিন্হু

করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফরী দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে।' (৮১) আমি চেয়েছিলাম, তাদের রব তাদেরকে এমন এক সন্তান দান করবেন, যে হবে তার

○ টীকা (আঃ ৭৭) ঃ উক্ত গ্রামবাসীদের নিয়ম ছিল যে, সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই তারা গ্রামের প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে দিত। অতঃপর সারা রাত কারো জন্য খুলত না। হযরত মূসা (আ) ও খিযির (আ) তথায় পৌঁছে দরজা খুলতে বললে কেউই সাড়া দিল না। এমনকি তাঁরা মুসাফির হিসাবে খাদ্য চাইলে তাও দিল না। তাঁরা অনাহারেই গ্রামের বাইরে রাত যাপন করলেন। (মুঃ কোঃ) যদিও খিযির (আ)-এর এলমে আছরার অর্থাৎ জাগতিক কার্যাবলির রহস্য জ্ঞান সাধারণের অনুসরণযোগ্য নয় বলিয়া মূসা (আঃ)-এর এলমে শরীআতের ন্যায় সাধারণের পক্ষে উপকারী নয়, তথাপি কোন কোন গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় বলে ইহা বিশিষ্ট বান্দাগণের পক্ষে নিশ্চয়ই উপকারী। অবশ্য "ঘটনা মাত্রেই রহস্য নিহিত আছে," এতটুকু বিশ্বাসই যথেষ্ট। তাই রহস্য জ্ঞান লাভে লিপ্ত হওয়ার আবশ্যকতা কম। (বঃ কোঃ)

عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ

'আলা~আ-ছা-রিহিমা- ক্বাছ্বাছ্বা-। ৬৫। ফাওয়াজাদা- 'আবদাম্ মিন্ ইবা-দিনা~আ-তাইনা-হু রাহ্‌মাতাম্ মিন্ 'ইনদিনা- ওয়া 'আল্লাম্‌না-হু
ফিরে চললেন। (৬৫) অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেলেন আমার এমন এক বান্দার, যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং দিয়েছিলাম আমার পক্ষ থেকে এক

مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

মিল্লাদুন্না- 'ইল্‌মা-। ৬৬। ক্বা-লা লাহূ মূসা- হাল্ আত্তাবি'উকা 'আলা~আন্ তু'আল্লিমানি মিম্মা- 'উল্লিম্‌তা রুশ্‌দা-।
বিশেষ-জ্ঞান। (৬৬) মূসা তাকে বললেন, আমি কি এমর্মে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, আপনাকে যে সত্য জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন?

﴿٦٦﴾ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا

৬৭। ক্বা-লা ইন্নাকা লান্ তাস্‌তাত্বী'আ মা'ইয়া ছ্বাব্‌রা-। ৬৮। ওয়া কাইফা তাছ্বিরু 'আলা- মা-লাম্ তুহ্বিত্ব্ বিহী খুব্‌রা-।
(৬৭) তিনি বললেন, আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে আপনি কখনই থাকতে পারবেন না,' (৬৮) 'যে বিষয়ের জ্ঞান আপনার আয়ত্বাধীন নয় সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে?

﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَاِنِ

৬৯। ক্বা-লা সাতাজ্বিদুনী~ইন্ শা—আল্লা-হু ছ্বা-বিরাওঁ ওয়ালা~'আছ্বী লাকা আমরা-। ৭০। ক্বা-লা ফাইনিত্
(৬৯) মূসা বললেন, 'আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে নিশ্চয় ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।' (৭০) তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আপনি যদি

اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْـَٔلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَانْطَلَقَا

তাবা'তানী ফালা- তাস্‌আল্‌নী 'আন্ শাইয়িন্ হাত্তা~উহ্দিছা লাকা মিন্‌হু যিক্‌রা-। ৭১। ফানত্বালাক্বা-;
আমার অনুসরণ করেনই, তবে সে পর্যন্ত কোন ব্যাপারেই প্রশ্ন করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আমি আপনাকে কিছু বলি। (৭১) অতঃপর তারা চলতে শুরু করলেন, অবশেষে তারা

حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۗ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ

হাত্তা~ইযা- রাকিবা-ফিস্ সাফীনাতি খারাক্বাহা-; ক্বা-লা আখারাক্বতাহা- লিতুগরিক্বা আহ্‌লাহা-, লাক্বাদ্ জ্বি'তা
যখন একটি নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন তিনি তা ছিদ্র করে দিলেন। মূসা বললেন, আপনি কি 'এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য একে ছিদ্র করে দিলেন? আপনি তো

شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ

শাইআন্ ইম্‌রা-। ৭২। ক্বা-লা আলাম্ আক্বুল্ ইন্নাকা লান্ তাস্‌তাত্বী'আ মা'ইয়া ছ্বাব্‌রা-। ৭৩। ক্বা-লা- লা তুআ-খিয্‌নী
এক অন্যায় কাজ করলেন।' (৭২) তিনি বললেন, 'আমি কি বলিনি, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না?' (৭৩) মূসা বললেন, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী

بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا

বিমা- নাসীতু ওয়ালা- তুর্‌হিক্বনী মিন আমরী 'উসরা'। ৭৪। ফানত্বালাক্বা; হাত্তা~ইযা- লাক্বিয়া- গুলা-মান্
মনে করবেন না এবং আমার এই ব্যাপারে আমার প্রতি কঠোর আচরণ করবেন না।' (৭৪) অতঃপর তারা চলতে শুরু করলেন, অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাৎ

فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ۗ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ۝

ফাক্বাতালাহূ, ক্বা-লা আক্বাতাল্‌তা নাফ্‌সান যাকিয়্যাতাম বিগাইরি নাফসিন ; লাক্বাদ জ্বি'তা শাইয়ান নুক্‌রা-।
পেলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মূসা বললেন, একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়া ? আপনি তো এক গর্হিত কাজ করলেন।'

৯ ع ২১ রুকু

﴿٧٤﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ

৭৫। ক্বা-লা আলাম্ আক্বুল্‌লাকা ইন্নাকা লান্ তাস্‌তাত্বী'আ মা'য়িয়া স্বাব্‌রা-। ৭৬। ক্বা-লা ইন্ সাআল্‌তুকা 'আন
(৭৫) তিনি বললেন, আমি কি 'বলিনি আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না ? (৭৬) মূসা বললেন, এরপরও যদি আমি

شَىْءٍ ۢ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِىْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى

শাইইম বা'দাহা- ফালা- তুস্বা-হ্বিবনী; ক্বাদ্ বালাগ্‌তা মিল্লাদুন্নী উ'য্‌রা-। ৭৭। ফান্‌ত্বালাক্বা- হাত্তা-
আপনাকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করি, আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না ; আমার পক্ষ থেকে ওজর- আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।' (৭৭) অতঃপর তাঁরা চলতে

اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨاسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا

ইযা আতায়া~আহ্‌লা ক্বার্‌ইয়াতি নিস্তাত্ব'আমা~আহ্‌লাহা- ফাআবাওঁ আইঁ ইউদ্বাইয়্যিফূ হুমা- ফাওয়াজ্বাদা- ফীহা-
লাগলেন, অবশেষে তাঁরা যখন এক জনপদে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইলেন, তখন তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। এরপর

جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ۝

জ্বিদারাইঁ ইউরীদু আইঁইয়ানক্বাদ্দা ফাআক্বা-মাহূ ; ক্বা-লা লাও শি'তা লাত্তাখাযতা 'আলাইহি আজ্‌রা-।
সেখানে তাঁরা একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর পেলেন। খিযির তা সোজা করে দিলেন। মূসা বললেন, 'ইচ্ছা করলে আপনি এর জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।'

﴿٧٧﴾ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا

৭৮। ক্বা-লা হা-যা- ফিরা-ক্বু বাইনী ওয়া বাইনিক; সাউনাব্‌বিউকা বিতা'বীলি মা- লাম্ তাস্তাত্বি' 'আলাইহি স্বাব্‌রা-।
(৭৮) তিনি বললেন, 'এখানেই আমাদের সম্পর্কচ্ছেদ হল। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি, আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি',

﴿٧٨﴾ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ

৭৯। আম্মাস্ সাফীনাতু ফাকা-নাত্ লিমাসাকীনা ইয়া'মালূনা ফিল বাহ্‌রি ফাআরাত্‌তু আন্ আ'ঈবাহা- ওয়া কা-না
(৭৯) 'নৌকাটির ব্যাপার হলো– এ ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির ; তারা সমুদ্রে এর দ্বারা জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি চেয়েছিলাম নৌকাটি ক্রটিযুক্ত করে দিতে।

وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ

ওয়া রা—আহুম মালিকুইঁ ইয়া'খুযু কুল্লা সাফীনাতিন গাস্‌বা-। ৮০। ওয়া আম্মাল গুলা-মু ফাকা-না আবাওয়া-হু মু'মিনাইনি
কারণ, তাদের সম্মুখে ছিল এক বাদশাহ, সে বলপ্রয়োগে সকল ভালো নৌকা ছিনিয়ে নিত। (৮০) 'আর কিশোরটির পিতা মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা

فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ

ফাখাশীনা~আইঁ ইউরহিক্বাহুমা- তুগ্‌ইয়া-নাওঁ ওয়া কুফ্‌রা-। ৮১। ফাআরাদনা~আইঁ ইউবদিলাহুমা-রাব্‌বুহুমা- খাইরাম্‌মিন্‌হু
করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফরী দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে।' (৮১) আমি চেয়েছিলাম, তাদের রব তাদেরকে এমন এক সন্তান দান করবেন, যে হবে তার

○ টীকা (আঃ ৭৭) ঃ উক্ত গ্রামবাসীদের নিয়ম ছিল যে, সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই তারা গ্রামের প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে দিত। অতঃপর সারা রাত কারো জন্য খুলত না। হযরত মূসা (আ) ও খিযির (আ) তথায় পৌঁছে দরজা খুলতে বললে কেউই সাড়া দিল না। এমনকি তাঁরা মুসাফির হিসাবে খাদ্য চাইলে তাও দিল না। তাঁরা অনাহারেই গ্রামের বাইরে রাত যাপন করলেন। (মুঃ কোঃ) যদিও খিযির (আ)-এর এলমে আছরার অর্থাৎ জাগতিক কার্যাবলির রহস্য জ্ঞান সাধারণের অনুসরণযোগ্য নয় বলিয়া মূসা (আঃ)-এর এলমে শরীআতের ন্যায় সাধারণের পক্ষে উপকারী নয়, তথাপি কোন কোন গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় বলে ইহা বিশিষ্ট বান্দাগণের পক্ষে নিশ্চয়ই উপকারী। অবশ্য "ঘটনা মাত্রেই রহস্য নিহিত আছে," এতটুকু বিশ্বাসই যথেষ্ট। তাই রহস্য জ্ঞান লাভে লিপ্ত হওয়ার আবশ্যকতা কম। (বঃ কোঃ)

زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ

যাকা-তাওঁ ওয়া আকরাবা রুহ্মা- । ৮২ । ওয়া আম্মাল্ জ্বিদারু ফাকা-না লিগুলা-মাইনি ইয়াতীমাইনি ফিল্ মাদীনাতি
চেয়ে কল্যাণ কামিতায়, পবিত্রতায় ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর ।' (৮২) 'আর ঐ প্রাচীরটি ছিল মূলতঃ নগরের দুজন পিতৃহীন

وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا

ওয়া কা-না তাহ্তাহূ কান্যুল্লাহুমা- ওয়া কা-না আবূহুমা- স্বা-লিহা-, ফাআরা-দা রাব্বুকা আইঁ ইয়াব্লুগা~ আশুদ্দাহুমা-
কিশোরের, এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল নেককার । তাই আপনার প্রভু দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন,

وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ

ওয়া ইয়াস্তাখ্রিজ্বা- কানযাহুমা- রাহ্মাতাম্মিররাব্বিক, ওয়া মা- ফা'আল্তুহূ 'আন্ আমরী; যা-লিকা তা'ওয়ীলু
তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক । আমি নিজ সিদ্ধান্তে এসব কিছু করিনি ; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ

مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ

মা- লাম্ তাস্তাত্বি' 'আলাইহি স্বাব্রা- । ৮৩ । ওয়া ইয়াস্আলূনাকা 'আন্ যিল্ক্বারনাইন; ক্বুল্ সাআত্লূ 'আলাইকুম্
করতে পারেন নি এ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা ।' (৮৩) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে জুলকারনাইন সম্পর্কে । বলুন, আমি তোমাদের নিকট তার বিষয়ে অচিরেই

১০ ع ১ রুকূ

مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَاَتْبَعَ

মিন্হু যিক্রা- । ৮৪ । ইন্না- মাক্কান্না- লাহূ ফিল্ আরদ্বি ওয়া আ-তাইনা-হু মিন্ কুল্লি শাইইন সাবাবা- । ৮৫ । ফাআত্বা'আ
কিছু বর্ণনা করব ।' (৮৪) আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের যথেষ্ট উপায়-উপকরণ দিয়েছিলাম । (৮৫) তাই তিনি একটি উপায়

سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ

সাবাবা- । ৮৬ । হাত্তা- ইযা- বালাগা মাগ্রিবাশ্ শামসি ওয়া জ্বাদাহা- তাগ্রুবু ফী 'আইনিন্ হামিয়াতিওঁ ওয়া ওয়াজ্বাদা
অবলম্বন করলেন । (৮৬) চলতে চলতে যখন তিনি সূর্যের অস্তাচলে পৌছলেন, তখন তিনি সূর্যকে এক কালো জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং সেখানে এক

عِنْدَهَا قَوْمًا ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا

'ইন্দাহা- ক্বাওমা-; কুল্না- ইয়া- যা-ল্ক্বারনাইনি ইম্মা~আন্ তু'আযযিবা ওয়া ইম্মা~আন্ তাত্তাখিযা ফীহিম্ হুস্না ।
সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন । আমি বললাম, 'হে যুলকারনাইন ! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন বা তাদেরকে সদ্ভাবে গ্রহণও করতে পারেন ।'

﴿٨٦﴾ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ○

৮৭ । ক্বা-লা আম্মা- মান্ য্বালামা ফাসাওফা নু'আযযিবুহু ছুম্মা ইউরাদ্দু ইলা- রাব্বিহী ফাইউ'আয্যিবুহূ 'আযা- বান্নুক্রা- ।
(৮৭) তিনি বললেন, 'যে জুলুম করবে, আমি তাকে শাস্তি দেব, অতঃপর সে তার রবের নিকট ফিরে যাবে, তখন তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন ।'

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮৩) ঃ ذى القرنين - (যিলকারনাইন) তিনি পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্তের বাদশাহ ছিলেন । একারণেই তাঁকে যিল্ ক্বারনাইন বলা হয় । অথবা এ কারণে তাঁকে এ নামে অভিহিত করা হয় যে, তিনি পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন । অথবা, তার শাসনামল ছিল দু'যুগ, একারণে এ নামে তাকে অভিহিত করা হয়েছে । অথবা তাঁর মাথায় দু'টি চুলের খোঁপা ছিল । (যেহেতু قرن -এর এক অর্থ খোঁপা) এজন্য তাঁকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে । প্রসিদ্ধ কথা হল, ইনি হচ্ছেন সিকান্দার রুমী এবং তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে । (তাঃ কাদেরী)

﴿٨٧﴾ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا

৮৮ । ওয়া আম্মা— মান্ আ-মানা ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহান্ ফালাহূ জ্বাযা— আনিল্ হুস্না-, ওয়াসানাকুলু লাহূ মিন্ আম্রিনা-
(৮৮) 'তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ রয়েছে কল্যাণ এবং আমি তাকে তার কর্ম বিষয়ে সহজ নির্দেশ দান

يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ

ইউস্রা- । ৮৯ । ছুম্মা আত্বা'আ সাবাবা- । ৯০ । হাত্তা~ইযা- বালাগা মাত্লি'আশ্শাম্সি ওয়াজ্বাদাহা- তাত্লু'উ 'আলা ক্বওমিল
করব ।' (৮৯) অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন, (৯০) চলতে চলতে যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন, তখন তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন,

لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذٰلِكَ ؕ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ○

লাম্ নাজ্'আল্লাহুম্ মিন দূনিহা- সিতরা- । ৯১ । কাযা-লিক; ওয়া ক্বাদ্ আহাত্বনা- বিমা- লাদাইহি খুব্রা- ।
যাদেরকে সূর্য-তাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন উপকরণ আমি দেইনি । (৯১) প্রকৃত ঘটনা এমনিই, আর যুলকারনাইনের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আমি সম্যক অবগত আছি ।

﴿٩١﴾ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ

৯২ । ছুম্মা আত্বা'আ সাবাবা- । ৯৩ । হাত্তা~ইযা-বালাগা বাইনাস্ সাদ্দাইনি ওয়াজ্বাদা মিন্ দূনিহিমা- ক্বাওমাল
(৯২) অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন, (৯৩) চলতে চলতে যখন পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছলেন, তখন সেখানে তিনি এমন এক সম্প্রদায়কে

لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ

লা-ইয়াকা-দূনা ইয়াফকাহূনা ক্বাওলা- ৯৪ । ক্বা-লূ ইয়া- যাল্ক্বারনাইনি ইন্না ইয়া'জূজ্বা ওয়া মা'জূজ্বা
পেলেন, যারা তার কথা মোটেই বুঝতে পারছিল না । (৯৪) তারা বলল, 'হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি

مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ

মুফ্সিদূনা ফিল্ আরদ্বি ফাহাল্ নাজ্'আলু লাকা খারজ্বান্ 'আলা~আন্ তাজ্'আলা বাইনানা- ওয়া বাইনাহুম্
করছে । সুতরাং আমরা কি আপনার জন্য এই শর্তে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর নির্মাণ করে

سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ

সাদ্দা- । ৯৫ । ক্বা-লা মা- মাক্কান্নী ফীহি রাব্বী খাইরুন্ ফাআ'ঈনূনী বিক্বুওওয়াতিন্ আজ্ব'আল্ বাইনাকুম
দেবেন ? (৯৫) তিনি বললেন, আমার প্রভু আমাকে যে সামর্থ দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট; তাই তোমরা আমাকে তোমাদের শ্রম দ্বারা সাহায্য কর । আমি তোমাদের এবং

وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ

ওয়া বাইনাহুম রাদ্মা- । ৯৬ । আ-তূনী যুবারাল্ হাদীদ; হাত্তা~ইযা- সা-ওয়া- বাইনাস্স্বাদাফাইনি
তাদের মাঝে এক শক্ত প্রাচীর নির্মাণ করে দেব ।' (৯৬) 'তোমরা আমাকে লোহার পাতসমূহ এনে দাও । অতঃপর যখন পর্বতের মধ্যবর্তী খালি জায়গাটুকু পূর্ণ হয়ে

○ টীকা (আঃ ৯৪) ঃ ইয়াজুজ মাজুজ হচ্ছে এশিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সেই জাতিগুলো, যারা প্রাচীনকাল থেকে সভ্য দেশগুলোর উপর ধ্বংসাত্মক বর্বর হামলা চালিয়ে এসেছে এবং মাঝে মাঝে প্লাবনের মত উত্থিত হয়ে এশিয়া ও ইউরোপ উভয় দিকেই মোড় নিতে থাকে। হিযকিয়েলের কিতাবে (৩৮-৩৯ অধ্যায়) রুশ ও তোবল (বর্তমান তোবলস্ক) এবং মসককে (বর্তমানে মস্কো) এদের এলাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরাঈলী ঐতিহাসিক ইউসিফুস ইয়াজুজ মাজুজ অর্থে সিথিয়ান কওম বুঝেছেন। যাদের এলাকা ছিল কৃষ্ণসাগরের উত্তর পূর্বে অবস্থিত। জিরুমের বর্ণনা মতে মাজুজ ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের নিকট বসবাস করতো।

قَالَ انْفُخُوْا حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا قَالَ اٰتُوْنِيْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝

ক্বা-লান্ ফুখূ; হাত্তা~ইযা-জ্বা'আলাহূ না-রান্ ক্বা-লা আতূনী~উফরিগ্ 'আলাইহি ক্বিত্বরা-।
গেল, তখন তিনি বললেন, এতে তোমরা ফুক দিতে থাক।' তা উত্তপ্ত হতেই তিনি বললেন, 'তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস। আমি তা এর ওপর ঢেলে দেই।'

﴿٩٧﴾ فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٨﴾ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ

৯৭। ফামাস্ত্বা-'উ~আঁই ইয়াযহারূহু ওয়া মাস্ তাত্বা'উ- লাহূ নাক্ববা-। ৯৮। ক্বা-লা হা-যা- রাহ্মাতুম্
(৯৭) তারা এর উপর আরোহণ করতে পারল না, এবং তা ভেদ করতেও পারল না। (৯৮) তিনি বললেন, 'এ আমার প্রতিপালকের

مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ۝

মির্ রাব্বী, ফাইযা- জ্বা— আ ওয়া'দু রাব্বী জা'আলাহূ দাক্কা— আ, ওয়াকা-না ওয়া'দু রাব্বী হাক্ক্বা-।
অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার ওয়াদা পূর্ণ হবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার ওয়াদা সত্য।'

﴿٩٩﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ

৯৯। ওয়া তারাক্না- বা'দ্বাহুম্ ইয়াওমাইযিঁই ইয়ামূজু ফী বা'দ্বিঁও ওয়া নুফিখা ফী স্সূরি ফাজামা'না-হুম
(৯৯) যেদিন আমি তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গাকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন আমি তাদের সকলকেই একত্রিত

جَمْعًا ﴿١٠٠﴾ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ﴿١٠١﴾ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ

জ্বাম্'আঁও ১০০। ওয়া 'আরাদ্বনা- জ্বাহান্নামা ইয়াওমাইযিল লিল্ কা-ফিরীনা 'আরদ্বা- ১০১। নিল্লাযীনা কা-নাত আ'ইউনুহুম
করব। (১০০) সেদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব কাফেরদের সামনে- (১০১) যাদের চক্ষুর

فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠٢﴾ اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ

ফী গিত্বা—ইন্ 'আন্ যিক্রী ওয়া কা-নূ লা- ইয়াস্তাত্বী'উনা সাম্'আ-। ১০২। আফাহাসিবাল্লাযীনা
উপর আমার স্মরনের ব্যাপারে আবরণ পড়েছিল এবং যারা শুনতেও অপারগ ছিল। (১০২) কাফেররা কি মনে করে,

১১ রুকূ

كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ

কাফারূ~আঁই ইয়াত্তাখিযূ 'ইবা-দী মিন্দূনী- আওলিয়া— আ; ইন্না~আ'তাদনা- জ্বাহান্নামা
তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি কাফেরদের

لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٣﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٤﴾ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ

লিল্ কা-ফিরীনা নুযুলা-। ১০৩। কুল্ হাল্ নুনাব্বিউকুম্ বিল্ আখ্সারীনা আ'মা-লা-। ১০৪। আল্লাযীনা দ্বাল্লা সা'ইউহুম
অভ্যর্থনার জন্য। (১০৩) বলুন, 'তোমাদেরকে কি তাদের সংবাদ দেব যারা কর্মে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত? (১০৪) তারাই সেই লোক,

○ টীকা (আঃ ৯৮) ঃ জুল্কারনাইনের প্রতি আল্লাহর এই অনুগ্রহ ছিল যে, তিনি তাঁকে প্রাচীর তৈরী করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, আর লোকদের প্রতি আল্লাহর এই অনুগ্রহ ছিল যে, ইয়াজুজ মাজুজের জুলুম হতে তাদের আশ্রয় মিলে ছিল।

○ টীকা (আঃ ৯৯) ঃ মর্ম এই যে, বর্তমান সময়ে 'জুলকারনাইনের প্রাচীর আমাদের মত এদিকের বাসিন্দাগণের ইয়াজুজ মাজুজ কওমের মধ্যস্থলে আড় হয়ে রয়েছে কিন্তু কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে ইয়াজুজ-মা-জুজ ঐ প্রাচীরকে ভেঙ্গে এদিকের বাসিন্দাগণের প্রতি আক্রমণ চালাবে,,ফলে সমস্তই বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে।

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

ফিল হায়া-তিদ্দুন্ইয়া- ওয়াহুম্ ইয়াহ্সাবূনা আন্নাহুম ইউহ্সিনূনা- সুন্'আ-। ১০৫। উলা—ইকাল্লাযীনা
পার্থিব জীবনে যাদের সকল প্রচেষ্টা পণ্ড হয়ে যায়,- অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। (১০৫) 'এরাই অস্বীকার করে

كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

কাফারূ বিআ-য়া-তি রাব্বিহিম ওয়া লিক্বা—ইহী ফাহাবিত্বাত্ আ'মা-লুহুম্ ফালা- নুক্বীমু লাহুম ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি
তাদের রবের আয়াতকে ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়কে, ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তাই কিয়ামতের দিন আমি তাদের আমলের কোন তাৎপর্য স্থির

وَزْنًا ﴿١٠٦﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ۝

ওয়ায্না। ১০৬। যা-লিকা জ্বাযা—উহুম জ্বাহান্নামু বিমা- কাফারূ ওয়াত্তাখাযূ~আ-ইয়া-তী ওয়া রুসুলী হুযুওয়া-।
করব না। (১০৬) জাহান্নামই তাদের প্রতিফল তাদের কুফরীর বিনিময়ে এবং আমার নিদর্শনাবলি ও রাসূলগণকে বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছে বলে।

﴿١٠٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝

১০৭। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ স্বা-লিহা-তি কা-নাত্ লাহুম্ জান্না-তুল ফিরদাওসি নুযুলা-।
(১০৭) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস।

﴿١٠٨﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا

১০৮। খা-লিদীনা ফীহা- লা- ইয়াব্গূনা 'আন্হা- হিওয়ালা-। ১০৯। কুল্ লাও কা-নাল্ বাহ্রু মিদা-দাল
(১০৮) সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে; এর পরিবর্তে অন্য কোন স্থান চাইবে না। (১০৯) বলুন, 'আমার রবের কথা লিপিবদ্ধ করার

لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ

লিকালিমা-তি রাব্বী লানাফিদাল্ বাহ্রু ক্বাব্লা আন্ তান্ফাদা কালিমা-তু রাব্বী ওয়ালাও জ্বি'না- বিমিছ্লিহী
জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়ে যায়, তবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে- এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র

مَدَدًا ﴿١١٠﴾ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ

মাদাদা-। ১১০। কুল্ ইন্নামা~আনা বাশারুম মিছ্লুকুম ইউহা~ইলাইয়্যা আন্নামা~ইলা-হুকুম ইলা-হুঁও ওয়া-হিদ্' ফামান
আনলেও।' (১১০) বলুন, 'আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র

كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝

কা-না ইয়ারজূ লিক্বা— আ রাব্বিহী ফাল্ ইয়া'মাল্ 'আমালান্ স্বা-লিহাঁও ওয়ালা- ইউশ্রিক্ বি'ইবা-দাতি রাব্বিহী~ আহাদা-।
ইলাহ। তাই যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার রবের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০৭) ঃ جنت الفردوس - (জান্নাতুল ফেরদাউস) জান্নাতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম স্থান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যখনই তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাতের জন্য দোয়া করবে তখনই 'ফেরদাউস' পাওয়ার জন্য দোয়া কর। কেননা, এটি জান্নাতের শ্রেষ্ঠতম অংশ এবং সেখান থেকেই নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।' (কুঃ করীম) ○ টীকা (আঃ ১০৯) ঃ সূরার প্রথমে বলা হয়েছে, তোমাদের জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র ও সসীম। শেষাংশে বলা হচ্ছে আল্লাহর জ্ঞান ও হেকমত অসীম, অনন্ত। তোমাদের জ্ঞানোপযোগী বিষয় যা আল্লাহ বর্ণনা করে থাকেন, তা আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় সমুদ্রের বারি বিন্দুবতও নয়। যদি কোনও সমুদ্রের সম্পূর্ণ পানি কালি হয়ে যায় এবং আল্লাহর জ্ঞান ও মহিমা লিপিবদ্ধ হতে থাকে, এমনকি যাবতীয় সমুদ্র ও তার সাথে মিলে যায়, তবুও সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু জ্ঞান ও মহিমা বর্ণনা শেষ হবে না। কেননা, সমুদ্রের পানি যতই অধিক হোক না কেন তা সীমাবদ্ধ অথচ আল্লাহর জ্ঞান অসীম। (বঃ কোঃ)

সূরা মারইয়াম
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৯৮
রুকূ ঃ ৬

كٓهٰيٰعٓصٓ ۝١ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۝٢ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً

১। কা— ফ্ হা- ইয়া- 'আই—ন্ স্বা—দ্। ২। যিক্রু রাহ্মাতি রাব্বিকা 'আবদাহূ যাকারিয়্যা-। ৩। ইয্ না-দা- রাব্বাহূ নিদা—আন্
(১) কাফ্-হা- ইয়া-'আঈন ছোয়াদ। (২) এটা আপনার প্রভুর অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি, (৩) যখন তিনি তার রবকে

خَفِيًّا ۝٣ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ

খাফিয়্যা-। ৪। ক্বা-লা রাব্বি ইন্নী ওয়াহানাল্ 'আয্মু মিন্নী ওয়াশ্ তা'আলার রা'সু শাইবাওঁ ওয়া লাম্ আকুম্
নির্জনে ডেকেছিলেন, (৪) তিনি বলেছিলেন, হে আমার রব! আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে, বার্ধক্যে আমার মাথা সাদা হয়ে গেছে।

بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝٤ وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ

বিদু'আ— ইকা রাব্বি শাক্বিয়্যা-। ৫। ওয়া ইন্নী খিফ্তুল্ মাওয়া-লিয়া মিওঁ ওয়ারা— ই ওয়া কা-নাতিম রাআতী
হে আমার রব! আপনাকে ডেকে আমি কখনও ব্যর্থ হইনি।' (৫) আমি আশংকা করছি আমার পর আমার স্বগোত্রকে। আর আমার স্ত্রী

عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۝٥ يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ

'আ-ক্বিরান্ ফাহাব্লী মিল্লাদুন্কা ওয়ালিয়্যা- ৬। ইয়ারিছুনী ওয়া ইয়ারিছু মিন আ-লি ইয়া'কূব ওয়াজ্'আল্হু
বন্ধ্যা, তাই আপনার পক্ষ থেকে আমাকে উত্তরাধিকার দান করুন, (৬) যে আমার এবং ইয়াকুবের বংশের উত্তরসূরী হবে। হে আমার

رَبِّ رَضِيًّا ۝٦ يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۣاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ

রাব্বি রাদ্বিয়্যা-। ৭। ইয়া- যাকারিয়্যা~ইন্না— নুবাশ্শিরুকা বিগুলা-মিনিস্মুহূ ইয়াহ্ইয়া-; লাম্ নাজ্'আল্লাহূ মিন্ ক্বাব্লু
রব! তাকে আপনার সন্তোষভাজন করুন।' (৭) হে যাকারিয়া! আমি আপনাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। পূর্বে আমি কারও জন্য এই

سَمِيًّا ۝٧ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ

সামিয়্যা-। ৮। ক্বা-লা রাব্বি আন্না- ইয়াকূনু লী গুলা-মুওঁ ওয়া কা-নাতিম্ রাআতী 'আ-ক্বিরাওঁ ওয়া ক্বাদ্ বালাগ্তু
নামকরণ করিনি।' (৮) তিনি বললেন, 'হে আমার রব! কেমন করে আমার পুত্র হবে– যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের

مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ

মিনাল্ কিবারি 'ইতিয়্যা। ৯। ক্বা-লা কাযা-লিকা- ক্বা-লা রাব্বুকা হুওয়া 'আলাইয়্যা হাইয়্যিনুওঁ ওয়া ক্বাদ্ খালাক্বতুকা মিন্
শেষ সীমায় উপনীত হয়েছি?' (৯) তিনি বললেন, 'এভাবেই হবে।' আপনার রব বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ; আমি তো আপনাকে সৃষ্টি করেছি যখন

সূরা মারইয়ামের শানে নুযূল ঃ হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী এবং তার সাথীদের সামনে যখন হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রা) সূরা মারইয়ামের প্রথমাংশ পাঠ করে শুনালেন, তখন তাদের দাড়ি অশ্রুতে ভিজে গেল এবং নাজ্জাশী বললেন, এ কুরআন এবং হযরত ঈসা (আ) যা নিয়ে এসেছেন এ উভয়ই একই নূরের রশ্মি। (ফতহুল কাদির) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫) ঃ وَاِنِّىْ خِفْتُ - (আমি আশংকা করি) অর্থাৎ- ভাই, বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের সঠিক (সত্য) পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার এবং তাদের থেকে দ্বীনের খেদমত না হওয়ার আশংকা করা। ✪ টীকা (আঃ ৭) ঃ অর্থাৎ, তোমার প্রার্থিত জ্ঞান ও কর্মশক্তি তো তাকে অবশ্যই দেয়া হবে। এতদুপরি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে বিশেষ শ্রেণীর আন্তরিক কোমলতা ইত্যাদিরূপ কোন কোন বিশেষ গুণাবলীতেও তাকে ভূষিত করা হবে। যা অপর কাকেও দান করা হয় নি। (বঃ কোঃ)

قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ۝٩ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ

ক্বাব্লু ওয়া লাম্ তাকু শাইআ-। ১০। ক্বা-লা রাব্বিজ্'আল্লী- আ-ইয়াহ্; ক্বালা আ-ইয়াতুকা আল্লা- তুকাল্লিমান্না-সা
আপনি কিছুই ছিলেন না।' (১০) তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমার জন্য একটি নিদর্শন নির্ধারণ করে দিন।' তিনি বললেন, 'আপনার নিদর্শন হল আপনি

ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ

ছালা-ছা লায়া-লিন সাওয়িয়্যা-। ১১। ফাখারাজ্বা 'আলা- ক্বাওমিহী মিনাল্ মিহ্রা-বি ফাআওহা~ইলাইহিম আন্
সুস্থাবস্থায় কোন মানুষের সাথে তিনরাত কথা বলবেন না।' (১১) অতঃপর তিনি কক্ষ থেকে বেরিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এসে ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল- সন্ধ্যায়

سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝١١ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝

সাব্বিহূ বুক্রাতাওঁ ওয়া 'আশিয়্যা-। ১২। ইয়া- ইয়াহ্ইয়া- খুযিল্ কিতা-বা বিক্বুওওয়াহ্; ওয়া আ-তাইনা-হুল্ হুক্মা স্বাবিয়্যাওঁ
আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে বললেন। (১২) 'হে ইয়াহ্ইয়া! এ কিতাব দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করুন।' আমি তাকে শৈশবেই দিয়েছিলাম জ্ঞান,

۝١٢ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۗ وَكَانَ تَقِيًّا ۝١٣ وَّبَرًّاۢ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا

১৩। ওয়া হ্বানা-নাম্মিল লাদুন্না- ওয়া যাকা-হ্; ওয়া কা-না তাক্বিয়্যাওঁ ১৪। ওয়া বাররাম্ বিওয়া-লিদাইহি ওয়ালাম্ ইয়াকুন্ জ্বাব্বারান্ 'আস্বীয়া-।
(১৩) এবং আমার পক্ষ থেকে কোমলতা ও পবিত্রতা দিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন তাকওয়া অবলম্বনকারী। (১৪) তিনি পিতামাতার অনুগত ছিলেন এবং তিনি উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না।

۝١٤ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝١٥ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ

১৫। ওয়া সালা-মুন 'আলাইহি ইয়াওমা ওলিদা ওয়া ইয়াওমা ইয়ামূতু ওয়া ইয়াওমা ইউব্'আছু হ্বাইয়্যা। ১৬। ওয়ায্কুর্ ফিল্ কিতা-বি
(১৫) তার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবেন এবং শান্তি থাকবে যেদিন তিনি পুনরুত্থিত হবে জীবিত অবস্থায়। (১৬) এ কিতাবে

مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝١٦ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۗ

মার্ইয়াম। ইযিন্তাবাযাত্ মিন্ আহ্লিহা- মাকা-নান্ শারক্বিয়্যা-। ১৭। ফাত্তাখাযাত্ মিন্ দূনিহিম হ্বিজ্বা-বা-
মরিয়মের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকে একস্থানে আশ্রয় নিয়েছিল, (১৭) অতঃপর তাদের থেকে সে নিজেকে আড়াল করার জন্য পর্দা করল।

فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝١٧ قَالَتْ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ

ফাআরসালনা~ইলাইহা- রূহ্বানা- ফাতামাছ্ছালা লাহা- বাশারান্ সাবিয়্যা-। ১৮। ক্বা-লাত্ ইন্নী আ'উযু বির্রাহ্মা-নি
অতঃপর আমি তার নিকট আমার ফেরেশতা জিব্রাইলকে পাঠালাম। তিনি তার নিকট মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। (১৮) মরিয়ম বলল, আমি তোমার কাছ থেকে

مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝١٨ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ۝

মিন্কা ইন্ কুন্তা তাক্বিয়্যা-। ১৯। ক্বা-লা ইন্নামা~আনা রাসূলু রাব্বিক, লিআহাবা লাকি গুলা-মান্ যাকিয়্যা-।
দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, 'যদি তুমি মুত্তাকী হও।' (১৯) তিনি বললেন, 'আমি তো তোমার প্রভুর প্রেরিত রাসূল। যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যেতে পারি।'

✪ টীকা (আঃ ১২) ঃ অর্থাৎ হে ইয়াহ্ইয়াহ্ তুমি ও তোমার উম্মত, তওরাতের উপর আমল করাকে অবশ্য কর্তব্য মনে করো। আর এটা এ জন্য যে হযরত ইয়াহ্ইয়া নিজে শরিয়াত বিশিষ্ট ছিলেন না। অর্থাৎ, তাঁর নিজের কোন পৃথক শরিয়ত ছিল না। তাঁর আমল হযরত মূসার শরিয়তের উপর ছিল। ✪ টীকা (আঃ ১৭) ঃ হযরত মারইয়ামকে তার মাতা বায়তুল মোকাদ্দাছের সেবার জন্য বিশেষ করে হযরত জাকারিয়াকে সঁপে দিয়েছিলেন। হযরত জাকারিয়া হযরত মারইয়ামের জন্য মসজিদের একদিকে একটি স্থান নির্দিষ্ট করালেন। এখানে সেই স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে।

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ۝٢٠ قَالَ كَذٰلِكِ

২০। ক্বা-লাত্ আন্না- ইয়াকূনু লী গুলামুঁও ওয়া লাম ইয়াম্‌সাস্‌নী বাশারুঁও ওয়া-লাম আকু বাগিয়্যা-। ২১। ক্বা-লা কাযা-লিক,
(২০) মরিয়ম বলল, 'কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে, যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?' (২১) তিনি বললেন, 'এভাবেই হবে।'

قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا

ক্বা-লা রাব্বুকি হুওয়া 'আলাইয়্যা হাইয়্যিনুন ওয়া লিনাজ্'আলাহূ~ আ-য়াতাল্‌লিন্না-সি ওয়া রাহ্‌মাতাম্‌মিন্না, ওয়া ক্বা-না আমরাম মাক্বদ্বিয়্যা-।
তোমার রব বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ, এবং আমি তাকে করব মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার রহমত স্বরূপ। আর এ তো এক ফয়সালাকৃত বিষয়।'

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ۝٢٢ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ

২২। ফাহামালাত্‌হু ফান্‌তাবাযাত্ বিহী মাকা-নান্ ক্বাসিয়্যা-। ২৩। ফাআজা~আহাল্ মাখাদ্বু ইলা- জিয্'ইন নাখ্‌লাহ;
(২২) অতঃপর সে তার গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং গর্ভসহ সে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। (২৩) অতঃপর প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর-বৃক্ষের নিচে

قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ۝٢٣ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَاۤ

ক্বা-লাত্ ইয়া- লাইতানী মিত্তু ক্বাব্‌লা হা-যা- ওয়া কুন্‌তু নাস্‌ইয়াম্‌মান্‌সিয়্যা-। ২৪। ফানা- দা-হা- মিন্ তাহ্‌তিহা~
আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল, 'হায়, এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম এবং মানুষের স্মরণ থেকে মুছে যেতাম।' (২৪) এরপর তার নিম্ন দিক থেকে

اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝٢٤ وَهُزِّىْۤ اِلَيْكِ بِجِذْعِ

আল্লা- তাহ্‌যানী ক্বাদ্ জা'আলা রাব্বুকি তাহ্‌তাকি সারিয়্যা-। ২৫। ওয়া হুয্‌যী~ইলাইকি বিজিয্'ইন
ফেরেশতা তাকে ডাকলেন, 'তুমি দুঃখ করো না। আমার প্রভু তোমার নীচ দিয়ে এক নহর প্রবহমান করে দেবেন। (২৫) 'তুমি নিজের দিকে

النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۝٢٥ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ

নাখ্‌লাতি তুসা-ক্বিত্ব 'আলাইকি রুত্বাবান্ জানিয়্যা-। ২৬। ফাকুলী ওয়াশ্‌রাবী ওয়া ক্বাররী 'আইনা; ফাইম্মা- তারায়িন্না
খেজুর বৃক্ষের কান্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর তর তাজা খেজুর ঝড়ে পড়বে।' (২৬) অতঃপর আহার কর, পান কর ও চক্ষু শীতল কর।

مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْۤ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ۝

মিনাল্ বাশা-রি আহাদান্ ফাকূলী ~ইন্নী নাযার্‌তু লির্‌রাহ্‌মা-নি স্বাওমান্ ফালান্ উকাল্লিমাল্ ইয়াওমা ইন্‌সিয়্যা-।
মানুষের মধ্যে কাউকেও দেখলে বলবে, 'আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। তাই আজ আমি কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলব না।'

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ۝٢٧ يٰۤاُخْتَ

২৭। ফাআতাত্ বিহী ক্বাওমাহা- তাহ্‌মিলুহ; ক্বা-লূ ইয়া- মারইয়ামু লাক্বাদ জি'তি শাইয়্যান ফারিয়্যা-। ২৮। ইয়া~উখ্‌তা
(২৭) অতঃপর সে তার সম্প্রদায়ের কাছে সন্তানকে নিয়ে হাজির হল। তারা বলল, 'হে মরিয়ম! তুমি তো এক সাংঘাতিক কান্ড ঘটিয়েছ।' (২৮) 'হে

هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ۝٢٨ فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ

হা-রূনা মা- কা-না আবূকিমরাআ সাওয়্যিঁও ওয়া মা- কা-নাত্ উম্মুকি বাগিয়্যা-। ২৯। ফাআশা-রাত ইলাইহ;
হারুন- ভগিনী! তোমার পিতা তো অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিলেন না ব্যভিচারিণী। (২৯) তখন মরিয়ম ইঙ্গিতে

قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝٢٩ قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ۗ اٰتٰنِىَ

ক্বা-লূ কাইফা নুকাল্লিমু মান্ কা-না ফিল মাহ্‌দি স্বাবিয়্যা-। ৩০। ক্বা-লা ইন্নী 'আব্‌দুল্লা-হ; আ-তা-নিয়াল্
সন্তানকে দেখাল। তারা বলল, 'যে কোলের শিশু তার সঙ্গে আমরা কি উপায়ে কথা বলব?' (৩০) সন্তান তখন বলে উঠলেন, 'আমি নিশ্চয় এক আল্লাহর বান্দা।

الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ۝٣٠ وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۠ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ

কিতা-বা ওয়া জা'আলানী নাবিয়্যাওঁ ৩১। ওয়া জা'আলানী মুবা-রাকান্ আইনা মা- কুন্‌তু ওয়া আওস্বা-নী বিস্ স্বালা-তি
তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী বানিয়েছেন,' (৩১) 'যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, এবং নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত

وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝٣١ وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِىْ ۫ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ۝

ওয়াযযাকা-তি মা- দুমতু হাইয়্যা- ৩২। ওয়া বাররাম্ বিওয়া-লিদাতী ওয়া লাম্ ইয়াজ্'আল্‌নী জ্বাব্বা-রান্ শাকিয়্যা-।
থাকি ততদিন যেন আমি নামায ও যাকাত আদায় করি।' (৩২) আর আমার মায়ের অনুগত থাকি এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি,

وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ۝٣٣ ذٰلِكَ

৩৩। ওয়াস্‌সালা-মু 'আলাইয়্যা ইয়াওমা উলিত্‌তু ওয়া ইয়াওমা আমূতু ওয়া ইয়াওমা উব্'আছু হাইয়্যা-। ৩৪। যা-লিকা
(৩৩) 'আমার প্রতি শান্তি ছিল যেদিন আমি জন্মিছি ও শান্তি থাকবে আমার মৃত্যুকালে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব।' (৩৪) এ হলো

عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝٣٤ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ

'ঈসাবনু মারইয়াম, ক্বাওলাল্ হাক্কিল লাযী ফীহি ইয়ামতারূন। ৩৫। মা- কা-না লিল্লা-হি আইঁ ইয়াত্তাখিযা
মরিয়ম-তনয় ঈসা। এ সত্য বিষয়, যে বিষয়ে লোকেরা বিতর্ক করে। (৩৫) সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়,

مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝٣٥ وَاِنَّ اللّٰهَ

মিওঁ ওয়ালাদিন সুব্‌হা-নাহ; ইযা- ক্বাদ্বা~আম্‌রান্ ফাইন্নামা- ইয়াকূলু লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন্। ৩৬। ওয়া ইন্নাল্লা-হা
তিনি পবিত্র, মহিমাময়। তিনি যখন কোন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, 'হও', তখন তা হয়ে যায়। (৩৬) আল্লাহই আমার

رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٣٦ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ

রাব্বী ওয়া রাব্বুকুম্ ফা'বুদূহ; হা-যা- স্বিরা-তুম মুস্তাক্বীম। ৩৭। ফাখ্‌তালাফাল্ আহ্‌যা-বু মিম্ বাইনিহিম;
রব ও তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর, এটিই সরল পথ। (৩৭) অতঃপর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝٣٧ اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا

ফাওয়াইলুল লিল্লাযীনা কাফারূ মিম্‌মাশ্‌হাদি ইয়াওমিন 'আযীম। ৩৮। আস্‌মি' বিহিম ওয়া আবস্বির ইয়াওমা ইয়া'তূনানা-
সুতরাং কাফেরদের দুর্ভোগ হোক মহাদিবস আগমনকালে। (৩৮) তারা যেদিন আমার নিকট আসবে, সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে

لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٣٨ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ ۘ

লা-কিনিয্ যালিমূনাল ইয়াওমা ফী দ্বালা-লিমমুবীন। ৩৯। ওয়া আনযির্‌হুম্ ইয়াওমাল্ হাস্‌রাতি ইয্ কুদ্বিয়াল আমর।
ও দেখবে; কিন্তু জালিমরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। (৩৯) তাদেরকে আপনি পরিতাপের দিনের ব্যাপারে সতর্ক করে দিন, যখন সকল ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে

وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا

ওয়াহুম ফী গাফ্লাতিওঁ ওয়া হুম্ লা-ইউ'মিনূন। ৪০। ইন্না- নাহ্নু নারিছুল্ আরদ্বা ওয়া মান 'আলাইহা-
যাবে। অথচ তারা অসচেতন এবং তারা ঈমান আনছে না। (৪০) পৃথিবী এবং এর উপর যা আছে সবকিছুর চূড়ান্ত মালিক হব আমি,

وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

ওয়া ইলাইনা- ইউরজ়া'উন। ৪১। ওয়ায্কুর্ ফিল্ কিতা-বি ইব্রা-হীম; ইন্নাহূ কা-না স্বিদ্দীক্বান্ নাবিয়্যা-।
এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (৪১) আপনি বর্ণনা করুন, এই কিতাবে উল্লিখিত ইব্রাহীমের কথা; তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও একজন নবী।

ع ২ রুকূ ৫

﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا

৪২। ইয্ ক্বা-লা লিআবীহি ইয়া- আবাতি লিমা তা'বুদু মা- লা- ইয়াস্মা'উ ওয়ালা- ইউব্স্বিরু ওয়ালা- ইউগ্নী 'আন্কা শাইআ-।
(৪২) স্মরণীয় সে সময়, যখন ইব্রাহীম তার পিতাকে বললেন, 'হে আমার পিতা! যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না তুমি তার উপাসনা কর কেন?

﴿٤٢﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا

৪৩। ইয়া~আবাতি ইন্নী ক্বাদ্ জ়া— আনী মিনাল্ 'ইলমি মা- লাম্ ইয়া'তিকা ফাত্তাবি'নী~আহ্দিকা স্বিরাত্বান্ সাওয়ীয়্যা-।
(৪৩) 'হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি, তাই তুমি আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করব।'

﴿٤٣﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي

৪৪। ইয়া- আবা-তি লা আ'বুদিশ্ শাইত্বা-না; ইন্নাশ্ শাইত্বা-না কা-না লির্রাহ্মা-নি আ'সীয়্যা-। ৪৫। ইয়া- আবাতি ইন্নী~
(৪৪) 'হে আমার পিতা! শয়তানের উপাসনা করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।'(৪৫) 'হে আমার পিতা! আমি আশংকা

أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ أَرَاغِبٌ

আখা-ফু আই ইয়ামাস্সাকা 'আযা-বুম্ মিনার্ রাহ্মা-নি ফাতাকূনা লিশ্শাইত্বা-নি ওয়ালিয়্যা-। ৪৬। ক্বা-লা আরা-গিবুন্
করি, তোমাকে দয়াময়ের আযাব পাকড়াও করবে এবং তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে।' (৪৬) পিতা বলল, হে ইবরাহীম! 'তুমি

أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا

আন্তা 'আন্ আ-লিহাতী ইয়া~ইব্রা-হীম, লাইললাম তান্তাহি লাআরজুমান্নাকা ওয়াহ্জুরনী মালিয়্যা-।
কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ হচ্ছ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে অবশ্যই হত্যা করব। তুমি চিরকালের জন্য আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও।'

﴿٤٦﴾ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَأَعْتَزِلُكُمْ

৪৭। ক্বালা সালামুন 'আলাইক, সাআস্তাগ্ফিরু লাকা রাব্বী; ইন্নাহূ কা-না বী হ্বাফিয়্যা-। ৪৮। ওয়া আ'তাযিলুকুম
(৪৭) তিনি বললেন, 'তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আমার প্রভুর কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইব, তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।' (৪৮) আমি তোমাদেরকে

وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا

ওয়া মা- তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়া আদ্'উ রাব্বী, 'আসা~আল্লা~আকূনা বিদু'আ-ই রাব্বী শাক্বিয়্যা-।
এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের উপাসনা কর তাদেরকে পরিত্যাগ করছি; আমি আমার রবেরই ইবাদত করব। আশা করি আমার রবের ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না।'

﴿٤٨﴾ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ

৪৯। ফালাম্মা' তাযালাহুম্ ওয়া মা- ইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়াহাব্না- লাহূ~ইসহ্বা-ক্বা ওয়া ইয়া'কূব;
(৪৯) অতঃপর তিনি তাদের ও আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের উপাসনা করত তাদের থেকে যখন পৃথক হয়ে গেলেন তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান

وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

ওয়া কুল্লান্ জ়া'আল্না- নাবিয়্যা-। ৫০। ওয়া ওয়াহাব্না- লাহুম্ মির্রাহ্মাতিনা- ওয়া জ়া'আল্না- লাহুম্ লিসা-না স্বিদ্ক্বিন 'আলিয়্যা-।
করলাম এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। (৫০) আর তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহ দান করলাম এবং তাদের নাম কল্যাণময় ও সুমহান করলাম।

﴿٥٠﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾ وَنَادَيْنَاهُ

৫১। ওয়ায্কুর্ ফিল্ কিতাবি মূসা~ইন্নাহূ কা-না মুখ্লাস্বাওঁ ওয়া কা-না রাসূলান্নাবীয়্যা-। ৫২। ওয়ানা-দাইনা-হু
(৫১) এই কিতাবে মূসার কথা আলোচনা করুন। তিনি ছিলেন মনোনীত এবং তিনি ছিলেন রাসূল ও নবী। (৫২) তাকে আমি তূর

مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ

মিন্ জ়া-নিবিত্ব ত্বূরিল্ আইমানি ওয়া ক্বার্রাব্না-হু নাজ়িয়্যা-। ৫৩। ওয়া ওয়াহাব্না- লাহূ মির্ রাহ্মাতিনা- আখা-হু হা-রূনা
পর্বতের ডান দিক থেকে ডাকলাম এবং গোপনতত্ত্ব বর্ণনার জন্য তাকে নিকটবর্তী করলাম। (৫৩) আমি নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারুনকে নবীরূপে তাকে

نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا

নাবিয়্যা-। ৫৪। ওয়ায্কুর্ ফিল্ কিতা-বি ইস্মা-'ঈলা ইন্নাহূ কা-না স্বা-দিক্বাল্ ওয়া'দি ওয়া কা-না রাসূলান
দান করলাম। (৫৪) এ কিতাবে উল্লিখিত ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি ছিলেন ওয়াদা পালনে বড় সত্যবাদী এবং তিনি ছিলেন রাসূল

نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ وَاذْكُرْ

নাবিয়্যা-। ৫৫। ওয়া কা-না ইয়া'মুরু আহ্লাহূ বিস্স্বালা-তি ওয়ায্ যাকা-তি ওয়া কা-না 'ইন্দা রাব্বিহী মারদ্বিয়্যা-। ৫৬। ওয়ায্কুর্
ও নবী; (৫৫) তিনি তার পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তার পালনকর্তার সন্তোষভাজন। (৫৬) এ কিতাবে

فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾ أُولَٰئِكَ

ফিল্ কিতা-বি ইদ্রীস; ইন্নাহূ কা-না স্বিদ্দীক্বান নাবিয়্যা- ৫৭। ওয়া রাফা'না-হু মাকা-নান্ 'আলিয়্যা-। ৫৮। উলা—ইকাল্
উল্লিখিত ইদ্রীসের কথা বর্ণনা করুন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও একজন নবী; (৫৭) আমি তাকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছিলাম। (৫৮) নবীদের মধ্যে যাদেরকে

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ

লাযীনা আন্ 'আমাল্লা-হু 'আলাইহিম্ মিনান্ নাবিয়্যীনা মিন্ যুর্রিয়্যাতি আ-দামা ওয়া মিম্মান হ্বামাল্না- মা'আ
আল্লাহ্ অনুগৃহ করেছিলেন, তারা আদমেরই বংশধর এবং যাদেরকে তিনি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলেন তাদের

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ وهبنا له اسحق ويعقوب - যখন ইবরাহীম (আ) তাওহীদের স্বার্থে পিতাকে ত্যাগ করে স্বীয় ভূমি ছেড়ে চলে গেলেন, তখন আল্লাহ তাঁকে ইসহাক (আ) ও ইয়াকুব (আ)-কে দান করলেন। যাতে তাদের স্নেহ মমতা, পিতার বিচ্ছিন্নতার বেদনা দূর করে দেয়। ইয়াকুব (আ) ছিলেন ইসহাক (আ)-এর ছেলে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নাতী। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫০) ঃ رحمتنا - নবুওয়াত ব্যতীত আরও রহমত তাঁকে দান করেছেন। যথা- ধনসম্পদ, অধিক সন্তানাদি, যার মাধ্যমে বহু কাল পর্যন্ত নবুওয়াতের পরম্পরা চালু ছিল। এ জন্যই ইবরাহীম (আ)-কে আবুল আম্বীয়া (নবীদের পিতা) বলা হয়। لسان صدق (অর্থ সুখ্যাতি, সুন্দর আলোচনা), মানুষের মুখে যার প্রশংসা থাকে সে প্রকৃতই তার যোগ্য। সুতরাং ধর্ম ও কিতাবের অনুসারীগণ, এমনকি মুশরিকরাও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এবং তাঁর বংশধরদের স্মরণ বা কথা, অতি সুন্দর ভাষায় এবং সম্মানের সাথে করেন। (কুঃ কাঃ)

نُوحٍ ز وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْرٰٓءِيلَ ز وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَآ ط

নূহিঁও ওয়া মিন্ য়ুররিয়্যাতি ইব্রা-হীমা ওয়া ইস্রা-ঈলা ওয়া মিম্মান হাদাইনা- ওয়াজ্তাবাইনা-;
বংশধর, ইব্রাহীম ও ইস্রাঈলের বংশধর এবং যাদেরকে তিনি হেদায়াত দিয়েছিলেন ও মনোনীত করেছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত।

সিজদাহ

إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ

ইযা- তুত্লা- 'আলাইহিম আ-ইয়া-তুর্ রাহ্মা-নি খাররূ সুজ্জাদাওঁ ওয়া বুকিয়্যা-। ৫৯। ফাখালাফা মিম্ বা'দিহিম
তাদের কাছে করুনাময়ের আয়াত আবৃত্ত হলে কাঁদতে কাঁদতে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন। (৫৯) তাদের পরে এল অপদার্থ

خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ

খালফুন্ আদ্বা'উস্ব্স্বালা-তা ওয়াত্তাবা'উশ্ শাহাওয়া-তি ফাসাওফা ইয়াল্ক্বাওনা গাইয়্যা-। ৬০। ইল্লা- মান তা-বা
উত্তরসূরীরা, তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হল। তাই তারা অচিরেই মন্দ পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে। (৬০) কিন্তু তারা

وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْـًٔا ﴿٦٠﴾ جَنّٰتِ

ওয়া আ-মানা ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহান ফাউলা—ইকা ইয়াদ্খুলূনাল্ জান্নাতা ওয়া লা- ইউয্লামূনা শাইয়্যা-। ৬১। জান্না-তি
ব্যতীত, যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি সামান্য জুলুমও করা হবে না। (৬১) তারা

عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهُۥ بِالْغَيْبِ ط إِنَّهُۥ كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾

'আদ্নি নিল্লাতী ওয়া'আদার্ রাহ্মা-নু 'ইবাদাহূ বিল্ গাইব্; ইন্নাহূ কা-না ওয়া'দুহূ মা'তিয়্যা-।
চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে, যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁর বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যই সমাগত হবে।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلٰمًا ط وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٦٢﴾ تِلْكَ

৬২। লা- ইয়াস্মা'উনা ফীহা- লাগ্ওয়ান ইল্লা- সালা-মা-; ওয়ালাহুম্ রিয্কুহুম ফীহা- বুক্রাতাওঁ ওয়া 'আশিয়্যা-। ৬৩। তিল্কাল্
(৬২) সেখানে তারা শান্তি ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ। (৬৩) এটা

الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ج

জান্নাতুললাতী নূরিছু মিন্ 'ইবা-দিনা- মান্ কা-না তাক্বিয়্যা-। ৬৪। ওয়া মা-নাতানায্যালু ইল্লা- বিআমরি রাব্বিক,
সেই জান্নাত, আমার বান্দাদের মধ্যে যার অধিকারী করব মুত্তাকীদেরকে। (৬৪) জিব্রাঈল বললেন, 'আমি আপনার রবের আদেশ ব্যতীত নাযিল হই না; যা

لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ج وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَبُّ

লাহূ মা- বাইনা আইদীনা- ওয়া মা- খাল্ফানা- ওয়া মা- বাইনা যা-লিক' ওয়া মা- কা-না রাব্বুকা নাসিয়্যা-। ৬৫। রাব্বুস্
আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে এবং যা এই দুই-এর মধ্যস্থলে আছে, তার সবই তাঁর এবং আপনার রব কখনো বিস্মৃত হওয়ার নন।' (৬৫) তিনি আকাশ,

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬২) ঃ سلما - ফেরেশতাগণও তাদেরকে সালাম করতে থাকবেন এবং জান্নাতবাসীগণও পরস্পর পরস্পরে অধিক পরিমাণে সালাম দিবেন। بكرة وعشيا - (সকাল-সন্ধ্যা) এখানে সকাল-সন্ধ্যা দ্বারা জান্নাতের সকাল-সন্ধ্যা বুঝানো হয়েছে। সেখানে পৃথিবীর ন্যায় সূর্য উদয়-অস্ত হবে না, যার দ্বারা রাত-দিন নির্ধারণ করা যায়। বরং বিশেষ ধরনের আলো থাকবে, যার দ্বারা সকাল-সন্ধ্যা নির্ধারণ করা হবে। সে অনুযায়ী সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতের খাদ্য পৌঁছবে। (তাঃ উসমানী) ○ শানে নুযূল (আঃ ৬৪) ঃ وما نتنزل - রাসূলুল্লাহ (সা) একবার জিবরাঈল (আ)-এর সাথে বেশি বেশি ও বার বার দেখা পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সে প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (আল কুরআনুল কারীম)

৪ ৫ ৭ রুকূ

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ط هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ওয়া মা- বাইনাহুমা- ফা'বুদ্হু ওয়াস্ত্বাবির লি'ইবা-দাতিহ্; হাল্ তা'লামু লাহূ সামিয়্যা-।
পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুরই পালনকর্তা। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর এবং তার ইবাদতে দৃঢ়পদ হও। তুমি কি তার সমগুণসম্পন্ন কারও ব্যাপারে জান?

وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَءِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ

৬৫। ওয়া ইয়াক্বূলুল্ ইনসা-নু আইযা- মা- মিত্তু লাসাওফা উখ্রাজু হাইয়্যা-। ৬৭। আওয়ালা- ইয়ায্কুরুল্ ইন্সা-নু
(৬৬) লোকে বলে,– 'যখন আমার মৃত্যু হবে, তখন কি আমাকে জীবিত অবস্থায় বের করা হবে?' (৬৭) মানুষ কি স্মরণ করে না যে,

أَنَّا خَلَقْنٰهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِينَ ثُمَّ

আন্না- খালাক্বনা-হু মিন্ ক্বাব্লু ওয়া লাম্ ইয়াকু শাইআ-। ৬৮। ফাওয়া রাব্বিকা লানাহ্শুরান্নাহুম ওয়াশ্ শায়া-ত্বীনা ছুম্মা-
আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি– যখন সে কিছুই ছিল না? (৬৮) তাই আপনার রবের শপথ! তাদেরকে এবং তাদের শয়তানদেরকে সমবেত করবই।

لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى

লানুহ্দ্বিরান্নাহুম হাওলা জাহান্নামা জিছিয়্যা-। ৬৯ ছুম্মা- লানান্যি'আন্না মিন কুল্লি শী'আতিন আইয়্যুহুম আশাদ্দু 'আলার্
অতঃপর নতজানু অবস্থায় তাদেরকে জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি অধিক অবাধ্য আমি

الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَإِن مِّنكُمْ

রাহ্মা-নি 'ইতিয়্যা-। ৭০। ছুম্মা লানাহ্নু আ'লামু বিল্লাযীনা হুম আওলা- বিহা- স্বিলিয়্যা-। ৭১। ওয়া ইম্মিন্কুম
তাকে অবশ্যই টেনে বের করব। (৭০) তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তো তাদের বিষয়ে ভাল করেই জানি। (৭১) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ

إِلَّا وَارِدُهَا ج كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ

ইল্লা- ওয়া-রিদুহা-, কা-না 'আলা- রাব্বিকা হাত্মাম্মাক্বদ্বিয়্যা-। ৭২। ছুম্মা- নুনাজ্জীললাযীনাত্ তাক্বাওঁ ওয়া 'নাযা-রুয্
নেই যে, তার (দোজখের) উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করবে না। এ আপনার রবের সিদ্ধান্ত। (৭২) অতঃপর আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং জালিমদেরকে

الظّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ

য্বা-লিমীনা ফীহা- জিছিয়্যা-। ৭৩। ওয়া ইযা- তুত্লা- 'আলাইহিম আ-ইয়া-তুনা- বাইয়্যিনা-তিন ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ লিল্লাযিনা
সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব। (৭৩) তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত পাঠ করা হয়, তখন কাফেররা মুমিনদেরকে বলে,

اٰمَنُوٓا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ

আ-মানূ~ অইয়্যুল ফারীক্বাইনি খাইরুম্মাক্বা-মাওঁ ওয়া আহ্সানু নাদিয়্যা-। ৭৪। ওয়া কাম্ আহ্লাক্না- ক্বাব্লাহুম্ মিন্ ক্বারনিন হুম
'দু দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর এবং কোন মজলিসটি উত্তম?'(৭৪) তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি– যারা

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৭১) ঃ واردها - হাদীস শরীফে এর ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, জাহান্নামের উপর পুল বানানো হবে, যার উপর থেকে সকল মুমিন ও কাফিরদের অতিক্রম করতে হবে। মুমিনগণ তাঁর আমলের কারণে দ্রুত তা অতিক্রম করে চলে যাবে। কেউ বিজলীর ন্যায়, কেউ বায়ুর বেগে, কেউ পাখির ন্যায়, কেউ সুন্দর ঘোড়া এবং অন্যান্য সওয়ারীর ন্যায় অতিক্রম করবে। কেউ জখমসহ অতিক্রম করবে। কিন্তু কাফির সে পুল অতিক্রম করতে ব্যর্থ হবে এবং জাহান্নামে পতিত হবে। (কুঃ কারীম)

أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا ﴿٧٤﴾ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ

আহ্সানু আছা-ছাওঁ ওয়ারি'ইয়া-। ৭৫। কুল্ মান্ কা-না ফিদ্বদ্বালা-লাতি ফাল্ ইয়াম্দুদ্ লাহুর্ রাহ্মা-নু মাদ্দা-,
তাদের চেয়ে সম্পদে ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। (৭৫) বলুন, 'যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে অনেক অবকাশ দেন,

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ

হাত্তা~ইযা- রাআও মা- ইউ'আদূনা ইম্মাল্ 'আযা-বা ওয়া ইম্মাস্সা-'আহ; ফাসাইয়া'লামূনা মান হুওয়া
যতক্ষণ না তারা সেটি দেখবে– যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা আযাব হোক বা কিয়ামতই হোক। এরপর তারা জানতে

شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَاقِيَاتُ

শার্রুম মাকা-নাওঁ ওয়া আদ্ব'আফু জুন্দা-। ৭৬। ওয়া ইয়াযীদুল্লা-হুল লাযীনাহ্ তাদাওঁ হুদা-; ওয়াল্ বা-ক্বিয়াতুস্ব
পারবে, কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং দলবলে দুর্বল। (৭৬) আর যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদের হেদায়াতপ্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি করে দেন। আর সৎকর্ম আপনার

الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٦﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا

স্বালিহ্বাতু খাইরুন্ 'ইন্দা রাব্বিকা ছাওয়া-বাওঁ ওয়া খাইরুম্ মারাদ্দা-। ৭৭। আফারাআইতাল্ লাযী কাফারা বিআ-ইয়া-তিনা-
রবের কাছে পুরস্কারপ্রাপ্তির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।'(৭৭) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখান করে বলে,

وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا

ওয়া ক্বা-লা লাউতায়ান্না মা-লাওঁ ওয়া ওয়ালাদা-। ৭৮। আত্ত্বালা'আল গাইবা আমিত্তাখাযা 'ইন্দার্ রাহ্মা-নি 'আহ্দা-।
'আমাকে সম্পদ ও সন্তান সন্ততি অবশ্যই দেয়া হবে। (৭৮) সে কি অদৃশ্য বিষয়ে অবহিত হয়ে গেছে কিংবা দয়াময়ের প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?

﴿٧٨﴾ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ

৭৯। কাল্লা; সানাক্তুবু মা-ইয়াকূলু ওয়া নামুদ্দু লাহূ মিনাল্ 'আযা-বি মাদ্দাওঁ ৮০। ওয়া নারিছুহূ মা-ইয়াকূলু
(৭৯) কখনও নয়, তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখছি এবং তার আযাব দীর্ঘায়িত করতে থাকব। (৮০) সে যা বলে তা আমার অধিকারে থাকবে এবং সে

وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۚ

ওয়াইয়া'তীনা- ফার্দা-। ৮১। ওয়াত্তাখাযূ মিন্ দূনিল্লা-হি আ-লিহাতাল লিইয়াকূনূ লাহুম 'ইয্যা-। ৮২। কাল্লা;
আমার কাছে একাকী আসবে। (৮১) তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্য মর্যাদার কারণ হয়। (৮২) কখনও নয়,

سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ

(রুকূ ৫/৭/৮)

সাইয়াক্ফুরূনা বি'ইবা-দাতিহিম ওয়া ইয়াকূনূনা 'আলাইহিম দ্বিদ্দা-। ৮৩। আলাম্ তারা আন্না~আরসাল্নাশ্ শাইয়া-ত্বীনা
তারা তাদের কৃত উপাসনা অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। (৮৩) আপনি কি দেখেন না, আমি কাফেরদের কাছে তাদেরকে মন্দ কাজে উৎসাহিত

عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾ يَوْمَ

'আলাল কা-ফিরীনা তাউয্যুহুম আয্যা-। ৮৪। ফালা- তা'জাল্ 'আলাইহিম; ইন্নামা- নাউদ্দুলাহুম 'আদ্দা-। ৮৫। ইয়াওমা
করার জন্য শয়তান পাঠিয়েছি। (৮৪) সুতরাং তাদের বিষয়ে তাড়া হুড়া করবেন না। আমি তাদের কথা নিশ্চয় গুনে রাখছি। (৮৫) সেদিন দয়াময়ের নিকট

نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا

নাহ্শুরুল্ মুত্তাক্বীনা ইলার রাহ্মা-নি ওয়াফ্দাওঁ ৮৬। ওয়া নাসূকুল্ মুজ্রিমীনা ইলা- জ্বাহান্নামা ওয়্রিদা-।
মুত্তাকীদেরকে মেহমান হিসেবে সমবেত করব, (৮৬) আর অপরাধীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব।

﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ

৮৭। লা- ইয়াম্লিকূনাশ্ শাফা-'আতা ইল্লা- মানিত্তাখাযা 'ইন্দার্ রাহ্মা-নি 'আহ্দা-। ৮৮। ওয়া ক্বা-লূত তযাখাযার
(৮৭) যে দয়াময় থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে সে ছাড়া অন্য কারও সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না। (৮৮) আর তারা বলে, 'আল্লাহ্

الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ

রাহ্মা-নু ওয়ালাদা-। ৮৯। লাক্বাদ্ জ্বি'তুম্ শাইআন ইদ্দা-। ৯০। তাকাদুস্ সামা-ওয়া-তু ইয়াতা ফাতাত্বারনা মিন্হু ওয়া তান্শাক্কুল্
সন্তান গ্রহণ করেছেন।' (৮৯) তোমরা তো মূলতঃ সাংঘাতিক এক উক্তি নিয়ে এসেছ। (৯০) এ কারণেই হয়তো আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী টুকরো টুকরো

الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْبَغِي

আরদ্বু ওয়া তাখির্রুল্ জ্বিবা-লু হাদ্দা-। ৯১। আন দা'আও লির্রাহ্মা-নি ওয়ালাদা-। ৯২। ওয়া মা- ইয়াম্বাগী
হয়ে যাবে এবং পর্বতমালা ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, (৯১) তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ

لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي

লির্রাহ্মা-নি আইঁ ইয়াত্তাখিযা ওয়ালাদা-। ৯৩। ইন্কুল্লু মান ফিসসামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ইল্লা- আ-তির্
করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়! (৯৩) আকাশমন্ডলে ও ভূমন্ডলে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে গোলাম হয়ে

الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

রাহ্মা-নি 'আবদা-। ৯৪। লাক্বাদ্ আহ্স্বা-হুম 'আদ্দা-। ৯৫। ওয়া কুল্লুহুম আ-তীহি ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি
উপস্থিত হবে না। (৯৪) তিনি তাদের সকলকে ঘিরে রেখেছেন এবং সকলকে গণনা করেছেন, (৯৫) কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায়

فَرْدًا ﴿٩٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

ফারদা-। ৯৬। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আ-মিলুস্ব্স্বা-লিহ্বা-তি সাইয়াজ্ব'আলু লাহুমুর্রাহ্মা-নু উদ্দা-।
আসবে। (৯৬) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, দয়াময় তাদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।

﴿٩٦﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ

৯৭। ফাইন্নামা- ইয়াস্সার্না-হু বিলিসা-নিকা লিতুবাশ্শিরা বিহিল্ মুত্তাক্বীনা ওয়া তুন্যিরা বিহী ক্বাওমাল্ লুদ্দা-। ৯৮। ওয়া কাম্
(৯৭) আমি তো আপনার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি তা দ্বারা মুত্তাকীদের সুসংবাদ দিতে পারেন এবং ঝগড়াটে লোকদেরকে সতর্ক করতে পারেন। (৯৮) তাদের

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৯৬) ঃ لهم الرحمن ودا - অর্থাৎ তাঁদেরকে তাঁর ভালবাসা দিবেন। অথবা, নিজে তাঁদেরকে ভালবাসবেন। অথবা সৃষ্টির প্রত্যেকের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত, যখন আল্লাহতায়ালা কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তা হযরত জিবরাঈলকে (আ) জানিয়ে দেন যে, আমি অমুককে ভালবাসি, তুমিও ভালবাস। তিনি আকাশে তা প্রচার করে দেন, আকাশ থেকে প্রেরিত তাঁর ভালবাসা পৃথিবীতে পৌছে যায়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য হন, তারা নিঃস্বার্থভাবে তাঁকে ভালবাসতে থাকেন। (তাঃ উসমানী)

أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝

আহ্লাক্না- ক্বাব্লাহুম মিন্ ক্বারন; হাল তুহিস্সু মিন্হুম্ মিন আহাদিন্ আও তাস্মা'উ লাহুম রিক্যা-।

পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠিকে ধ্বংস করেছি! আপনি কি তাদের মধ্যে কারও সাড়াশব্দ শুনতে পান কিংবা কারও ক্ষীণতম শব্দ শুনতে পান?

সূরা ত্বোহা
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১৩৫
রুকূ ঃ ৮

① طٰهٰ ② مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ③ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۝

১। ত্বা-হা- ২। মা- আন্যালনা- 'আলাইকাল্ কুরআ-না লিতাশ্ক্বা ~ ৩। ইল্লা- তায্কিরাতাললিমাঈ ইয়াখ্শা-।

(১) ত্বা-হা, (২) আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি। (৩) বরং যারা ভয় করে তাদের উপদেশ দেয়ার জন্য।

④ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ⑤ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ

৪। তানযীলাম মিম্মান্ খালাক্বাল্ আরদ্বা ওয়াস্ সামা-ওয়া-তিল্ 'উলা-। ৫। আর্রাহ্মা-নু 'আলাল্ 'আরশিস্

(৪) যিনি সুউচ্চ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন- এটা তার কাছ থেকে নাযিলকৃত। (৫) পরম দয়াময় আরশে সমাসীন

اسْتَوَىٰ ⑥ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ۝

তাওয়া-। ৬। লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা- ফিল্ আর্দ্বি ওয়া মা- বাইনাহুমা- ওয়া মা- তাহ্তাচ্ছারা-।

হয়েছেন। (৬) আকাশমন্ডলিতে, পৃথিবীতে, এর মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে তা তাঁরই।

⑦ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ⑧ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

৭। ওয়া ইন্ তাজ্হার্ বিল্ ক্বাওলি ফাইন্নাহূ ইয়া'লামুস্ সির্রা ওয়া আখ্ফা-। ৮। আল্লা-হু লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া;

(৭) আপনি উচ্চকণ্ঠে যাই বলুন না কেন যা অপ্রকাশ্য এবং যা আরও অধিক গোপনীয় তা তিনি জানেন। (৮) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই,

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ⑨ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ⑩ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ

লাহুল্ আস্মা— উল্ হুস্না-। ৯। ওয়া হাল্ আতা-কা হাদীছু মূসা-। ১০। ইয্ রাআ না-রান ফাক্বা-লা লিআহ্লিহিম্

সমস্ত উত্তম নাম তারই, (৯) মূসার বৃত্তান্ত আপনার নিকট কি পৌছেছে? (১০) তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন তার পরিবারবর্গকে বললেন, 'তোমরা এখানে

امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝

কুছূ~ইন্নী- আ-নাস্তু না-রাল লা'আল্লী~আ-তিকুম্মিন্হা- বিক্বাবাসিন্ আও আজিদু 'আলান্না-রি হুদা-।

অবস্থান কর, আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি। হয়তো তোমাদের জন্য তা থেকে আগুনের অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব বা তার কাছে পৌছে পথের সন্ধান পেয়ে যাব।

○ ঘটনা (আঃ ১০) ঃ إذ رأى نارا - যখন মূসা (আ) মাদইয়ান থেকে নিজ স্ত্রীসহ নিজ মায়ের কাছে যেতেছিলেন, তখন অন্ধকার রাত ছিল এবং রাস্তাও ভুলে গিয়েছিলেন। কোন তফসীরকারের বর্ণনা মতে, স্ত্রীর সন্তান প্রসবের সময় অতি নিকটবর্তী ছিল এবং গরমের প্রয়োজন ছিল, অথবা ঠাণ্ডার কারণে গরমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এর মধ্যে দূর থেকে আগুনের শিখা প্রজ্বলিত হতে দেখলেন। স্ত্রীকে বললেন (কারো মতে, সাথে সেবিকা ও সন্তানও ছিল এজন্য শব্দটি বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে) তুমি এখানে অপেক্ষা কর। সম্ভবতঃ আমি ওখান থেকে আগুনের একটি অংগার নিয়ে আসতে পারব। অথবা তা না হলেও সেখান থেকে রাস্তার তথ্য নিয়ে আসতে পারব। (কুঃ কারীম)

⑪ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ ⑫ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ

১১। ফালাম্মা- আতা-হা- নূদিয়া ইয়া- মূসা-। ১২। ইন্নী~আনা রার্বুকা ফাখ্লা' না'লাইক, ইন্নাকা বিল্ ওয়া-দিল্

(১১) তিনি আগুনের কাছে আসলে আওয়াজ হল, 'হে মূসা! (১২) নিশ্চয় আমি আপনার রব, তাই আপনার জুতো খুলে ফেলুন। কারণ আপনি পবিত্র

الْمُقَدَّسِ طُوًى ⑬ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ⑭ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ

মুক্বাদ্দাসি ত্বুওয়া-। ১৩। ওয়া আনাখ্তার্তুকা ফাস্তামি' লিমা- ইউহ্বা-। ১৪। ইন্নানী~আনাল্লা-হু লা ~ইলা-হা

'তোয়া' উপত্যকায় রয়েছেন।' (১৩) 'আপনাকে আমি মনোনীত করেছি। তাই যা ওহী করছি তা শুনুন।'(১৪) 'আমিই আল্লাহ্। আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ⑮ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا

ইল্লা~আনা ফা'বুদ্নী ওয়া আক্বিমিস্বস্বালা-তা লিযিক্রী। ১৫। ইন্নাস্ সা-'আতা আ-তিয়াতুন্ আকা-দু উখ্ফীহা-

তাই আমার ইবাদত করুন এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায পড়ুন।' (১৫) 'কিয়ামত অবশ্যই আসবে। আমি তা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকেই

لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ⑯ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ

লিতুজ্যা- কুল্লু'নাফ্সিম বিমা- তাস্'আ। ১৬। ফালা- ইয়াস্বুদ্দান্নাকা 'আনহা- মাল্লা- ইউ'মিনু বিহা- ওয়াত তাবা'আ

নিজ কর্মের প্রতিফল পেতে পারে।' (১৬) তাই তাতে যে বিশ্বাস করে না ও স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন আপনাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে, তবে

هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ⑰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ⑱ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا

হাওয়া-হু ফাতারদা-। ১৭। ওয়ামা- তিল্কা বিইয়ামীনিকা ইয়া- মূসা-। ১৮। ক্বা-লা হিয়া 'আস্বা-ইয়া, আতাওয়াক্কাউ 'আলাইহা-

আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।' (১৭) 'হে মূসা! আপনার ডান হাতে এটি কি?' (১৮) তিনি বললেন, 'এটি আমার লাঠি, আমি এতে ভর দেই

وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ⑲ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ ۝

ওয়া আহুশ্শু বিহা- 'আলা- গানামী ওয়া লিয়া ফীহা- মাআ-রিবু উখ্রা-। ১৯। ক্বা-লা আল্ক্বিহা- ইয়া-মূসা-।

এবং আমার মেষপালের জন্য পাতা পেড়ে থাকি এবং এ আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।' (১৯) আল্লাহ্ বললেন, 'হে মূসা! এটা নিক্ষেপ করুন।

⑳ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ㉑ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا

২০। ফাআল্ক্বা-হা- ফাইযা- হিয়া হাইয়্যাতুন্ তাস্'আ- ২১। ক্বা-লা খুয্হা- ওয়ালা- তাখাফ্, সানু'ঈদুহা-

(২০) তিনি সেটি নিক্ষেপ করলেন, তখন তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল, (২১) তিনি বললেন, 'একে আপনি ধরুন, ভয় পাবেন না, আমি

سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ㉒ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً

সীরাতাহাল্ উলা-। ২২। ওয়াদ্বমুম ইয়াদাকা ইলা- জ্বানা-হিকা তাখ্রুজ্ব বাইদ্বা—আ মিন্ গাইরি সূ—ইন্ আ-ইয়াতান

একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।' (২২) আর আপনার হাত আপনার কালে রাখুন, নির্মল উজ্জ্বল আলো হয়ে তা আরেকটি নিদর্শন হয়ে বেরিয়ে

أُخْرَىٰ ㉓ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ㉔ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝

উখ্রা-। ২৩। লিনুরিয়াকা মিন্ আ-ইয়া-তিনাল কুব্রা-। ২৪। ইয্হাব্ ইলা- ফির্আওনা ইন্নাহূ ত্বাগা-।

আসবে। (২৩) এগুলো এজন্য যে, আমার বড় বড় নিদর্শনগুলির কিছু যাতে আপনাকে দেখাতে পারি। (২৪) আপনি ফেরাউনের কাছে যান, সে সীমালংঘন করেছে।

﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٦﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٧﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن

২৫। ক্বা-লা রাব্‌বিশ রাহ্‌লী স্বাদরী। ২৬। ওয়া ইয়াস্‌সির লী~আমরী। ২৭। ওয়াহ্‌লুল্‌ 'উক্বদাতাম মিল্‌
(২৫) মূসা বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন।' (২৬) 'আমার কাজ সহজ করে দিন।' (২৭) 'আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে

لِّسَانِي ﴿٢٨﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٩﴾ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٣٠﴾ هَارُونَ أَخِي ○

লিসা-নী। ২৮। ইয়াফ্‌ক্বাহূ ক্বাওলী। ২৯। ওয়াজ্‌'আল্লী ওয়াযীরাম্‌মিন্‌ আহ্‌লী। ৩০। হা-রূনা আখিশ
দিন।' (২৮) 'যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।' (২৯) 'আমার পরিবারবর্গ থেকে একজন সাহায্যকারী আমাকে প্রদান করুন- (৩০) আমার ভাই হারুণকে।

﴿٣١﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣٢﴾ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٣﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ وَنَذْكُرَكَ

৩১। দুদ্‌ বিহী ~আযরী। ৩২। ওয়া আশ্‌রিক্‌হু ফী~আমরী। ৩৩। কাই নুসাব্‌বিহাকা কাছীরাওঁ ৩৪। ওয়ানায্‌কুরাকা
(৩১) তার দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন।' (৩২) তাকে আমার কাজে শরীক করে দিন।' (৩৩) 'যাতে অধিক পরিমাণে আপনার মহিমা ঘোষণা করতে পারি' (৩৪) এবং আপনাকে

كَثِيرًا ﴿٣٥﴾ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٦﴾ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ

কাছীরা-। ৩৫। ইন্নাকা কুন্‌তা বিনা- বাস্বীরা-। ৩৬। ক্বা-লা ক্বাদ্‌ উতীতা সু'লাকা ইয়া- মূসা-। ৩৭। ওয়া লাক্বাদ্‌
অধিক স্মরণ করতে পারি।'(৩৫) আপনি তো আমাদের সব কিছুই দেখছেন।' (৩৬) তিনি বললেন, 'হে মূসা! আপনি যা চেয়েছেন তা আপনাকে দেয়া হল।' (৩৭) আপনার

مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٩﴾ أَنِ اقْذِفِيهِ

মানান্না- 'আলাইকা মার্‌রাতান উখ্‌রা~। ৩৮। ইয্‌ আওহাইনা~ইলা- উম্মিকা মা- ইউহা~ ।৩৯। আনিক্বযি ফীহি
প্রতি আর একবার আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। (৩৮) তখন আপনার মাতাকে যা নির্দেশ করার ছিল তা করেছিলাম, (৩৯) এ মর্মে যে,

فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي

ফিত্তা-বূতি ফাক্বযি ফীহি ফিল্‌ ইয়াম্মি ফাল্‌ইউল্‌ক্বিহিল্‌ ইয়াম্মু বিসসা-হিলি ইয়া'খুয্‌হু 'আদুওউল্লী
তুমি মূসাকে সিন্দুকে রাখ, তারপর তা সাগরে ভাসিয়ে দাও, অতঃপর সাগর তাকে তীরে ঠেলে নিয়ে যাবে, তাকে আমার এবং তার শত্রু উঠিয়ে নিবে। আমি আপনার

وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٤٠﴾ إِذْ تَمْشِي

ওয়া 'আদুওউল্লাহ; ওয়া আলক্বাইতু 'আলাইকা মাহাব্‌বাতামমিন্নী; ওয়া 'তুস্‌না'আ 'আলা- 'আইনী। ৪০। ইয্‌তাম্‌শী-
প্রতি ভালবাসা সঞ্চারিত করে দিয়েছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে আপনি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হতে পারেন। (৪০) যখন আপনার

أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ

উখ্‌তুকা ফাতাকূলু হাল আদুল্লুকুম 'আলা- মাইঁ ইয়াক্‌ ফুলুহ; ফারাজা'না-কা ইলা~উম্মিকা কাই তাক্বার্‌রা
বোন এসে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে তার সন্ধান দেব যে তাকে লালন -পালন করতে পারবে ?' অতঃপর আপনাকে আপনার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৯) ঃ عليك محبة - অর্থাৎ ফিরআউনের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়া অথবা সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়া।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪০) ঃ على قدر - অর্থাৎ এমন সময় তুমি এসেছ, যখন আমি তোমার নবুওয়াত ও আমার সাথে আলোচনার জন্য ফয়সালা করে রেখেছিলাম। অথবা قدر দ্বারা বয়স বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বয়সের এমন সময়ে এসেছ যে সময়টি নবুওয়াত প্রাপ্তির জন্য উপযোগী। অর্থাৎ চল্লিশ বছর বয়সের সময়। (কুঃ কারীম)

ওয়াক্বফে লাযেম ৭

عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ

'আইনুহা- ওয়ালা- তাহ্‌যান্‌; ওয়া ক্বাতাল্‌তা নাফ্‌সান্‌ ফানাজ্জাইনা-কা মিনাল্‌ গাম্মি ওয়া ফাতান্না-কা ফুতূনা-।
জুড়ায়, সে দুঃখ না পায়। আর আপনি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। অতঃপর আমি আপনাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেই এবং আপনাকে বহু পরীক্ষায় ফেলেছিলাম।

فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ ﴿٤١﴾ وَاصْطَنَعْتُكَ

ফালাবিছ্‌তা সিনীনা ফী ~আহলি মাদ্‌ইয়ানা ছুম্মা- জি'তা 'আলা- ক্বাদারিঁই ইয়া-মূসা-। ৪১। ওয়াস্‌ত্বানা'তুকা
পরে আপনি কয়েক বছর মাদয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন। 'হে মূসা! অতঃপর এক নির্ধারিত সময়ে আপনি এখানে এসেছেন। (৪১) আপনাকে আমার

لِنَفْسِي ﴿٤٢﴾ اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٣﴾ اذْهَبَا إِلَىٰ

লিনাফ্‌সী। ৪২। ইয্‌হাব্‌ আন্‌তা ওয়া আখূকা বিআ-ইয়া-তী ওয়ালা- তানিয়া- ফী যিক্‌রী। ৪৩। ইযহাবা~ইলা-
জন্য মনোনীত করেছি। (৪২) আপনি এবং আপনার ভাই আমার নিদর্শনসহ যান এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করবেন না। (৪৩) আপনারা উভয়ে ফেরাউনের

فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٤﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٥﴾ قَالَا رَبَّنَا

ফির'আওনা ইন্নাহূ ত্বাগা-। ৪৪। ফাকূলা- লাহূ ক্বাওলান লাইয়্যিনাল্‌ লা'আল্লাহ্‌ ইয়াতাযাক্কারু আও ইয়াখ্‌শা-। ৪৫। ক্বা-লা- রাব্‌বানা~
কাছে যান, সে অবাধ্য হয়ে গেছে। (৪৪) তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবেন। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে। (৪৫) তারা বললেন, 'হে আমাদের প্রভূ!

إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٦﴾ قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا

ইন্নানা- নাখা-ফু আইঁ ইয়াফরুত্বা 'আলাইনা~আও আইঁ ইয়াত্বগা-। ৪৬। ক্বা-লা লা তাখা-ফা~ইন্নানী মা'আকুমা-
আমরা আশঙ্কা করছি সে আমাদের প্রতি জোর জবরদস্তি করবে অথবা সীমালংঘন করবে। (৪৬) তিনি বললেন, আপনারা ভয় করবেন না, আমি তো আপনাদের সঙ্গেই

أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٧﴾ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

তাস্‌মা'উ ওয়া আরা-। ৪৭। ফা'তিয়া-হু ফাকূলা~ইন্না রাসূলা- রাব্‌বিকা ফাআর্‌সিল মা'আনা- বানী~ইস্‌রা—ঈলা
আছি এবং আমি শুনছি ও দেখছি।' (৪৭) তাই আপনারা তার কাছে যান এবং বলুন, 'আমরা তোমার রবের প্রেরিত রাসূল, তাই আমাদের সাথে বনী ইস্রাঈলদেরকে

وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ○

ওয়ালা- তু'আযযিব্‌হুম; ক্বাদ্‌ জি'না-কা বিআ-ইয়াতিম মির্‌রাব্বিক; ওয়াস্‌ সালা-মু 'আলা- মানিত্তাবা'আল্‌ হুদা-।
যেতে দাও এবং তাদেরকে শাস্তি দিয়ো না। আমরা নিশ্চয় তোমার রবের কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি এবং সৎপথের অনুসারীদের জন্য এনেছি শান্তি।'

﴿٤٨﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ فَمَن

৪৮। ইন্না- ক্বাদ্‌ উহিয়া ইলাইনা- আন্নাল্‌ 'আযা-বা 'আলা- মান্‌ কায্‌যাবা ওয়া তাওয়াল্লা-। ৪৯। ক্বা-লা ফামার
(৪৮) 'আমাদের প্রতি এমর্মে ওহী হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তার জন্য রয়েছে শাস্তি। (৪৯) ফেরাউন বলল 'হে মূসা!

رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ﴿٥٠﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥١﴾ قَالَ فَمَا

রাব্‌বুকুমা- ইয়া- মূসা-। ৫০। ক্বা-লা রাব্‌বুনাল লাযী~আ'ত্বা-কুল্লা শাইয়িন খাল্‌ক্বাহূ ছুম্মা হাদা-। ৫১। ক্বা-লা ফামা-
কে তোমাদের রব' (৫০) মূসা বললেন, আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুর যোগ্য আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর সুপথ দেখিয়েছেন।' (৫১) ফেরাউন বলল,

بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ﴿٥٢﴾ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ

বা-লুল্ কুরূনিল্ উলা-। ৫২। ক্বা-লা 'ইল্মুহা- 'ইনদা রাব্বী ফী কিতা-ব; লা-ইয়াদ্বিল্লু রাব্বী
'তবে পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা কি ছিল?' (৫২) তিনি বললেন, 'এর খবর আমার রবের কাছে এক কিতাবে সংরক্ষিত আছে, আমার প্রভু ভুল করেন না

وَلَا يَنْسَى ﴿٥٣﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا

ওয়ালা- ইয়ানসাল ৫৩। লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আরদ্বা মাহ্দাওঁ ওয়া সালাকা লাকুম ফীহা- সুবুলাওঁ
এবং বিস্মিত হন না। (৫৩) 'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ করে দিয়েছেন।

وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۭ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٤﴾ كُلُوْا

ওয়া আন্যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আ; ফাআখ্রাজ্না- বিহী~আয্ওয়াজ্বাম মিন্নাবা-তিন্ শাত্তা-। ৫৪। কুলূ
আর তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন এবং তা দিয়ে নানা ধরণের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন।' (৫৪) তোমরা

وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿٥٥﴾ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ

ওয়ার্'আও আন্'আমাকুম; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল লিউলিন্নুহা-। ৫৫। মিন্হা- খালাক্বনা-কুম্
নিজেরা তা আহার কর ও তোমাদের পশু চরাও; নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৫৫) এ মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাতেই

রুকূ ২ / ১১

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿٥٦﴾ وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ

ওয়া ফীহা- নু'ঈদুকুম ওয়া মিন্হা- নুখ্রিজুকুম তা-রাতান্ উখ্রা-। ৫৬। ওয়ালাক্বাদ্ আরাইনা-হু আ-ইয়া-তিনা- কুল্লাহা- ফাকায্যাবা
তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব এবং আবার তা থেকেই পুনরায় বের করব। (৫৬) আমি ফেরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছি। অতঃপর সে মিথ্যাপ্রতিপন্ন

وَاَبٰى ﴿٥٧﴾ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٨﴾ فَلَنَاْتِيَنَّكَ

ওয়া আবা-।৫৭। ক্বা-লা আজ্বি'তানা- লিতুখরিজ্বানা- মিন্ আরদ্বিনা- বিসিহ্রিকা ইয়া-মূসা-।৫৮। ফালানা'তিয়ান্নাকা
করেছে এবং অমান্য করেছে। (৫৭) সে বলল, 'হে মূসা! তুমি কি জাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্য এসেছ?' (৫৮) 'আমরাও তোমার

بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ

বিসিহ্রিম্মিছ্লিহী ফাজ্ব'আল্ বাইনানা- ওয়া বাইনাকা মাও'ইদাল্লা- নুখ্লিফুহূ নাহ্নু ওয়ালা~আন্তা
কাছে অনুরূপ জাদু উপস্থিত করব, তাই আমাদের মধ্যে ও তোমার মধ্যে একটি প্রতিশ্রুতির দিন এবং সমতল ভূমি ঠিক কর। যার খেলাপ আমরাও করব না,

مَكَانًا سُوًى ﴿٥٩﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝

মাকা-নান্ সুওয়া। ৫৯। ক্বা-লা মাও'ই দুকুম ইয়াওমুয যীনাতি ওয়া আইঁ ইউহ্শারান না-সু দুহা।
তুমিও করবে না। (৫৯) মূসা বললেন, 'তোমাদের প্রতিশ্রুত দিন উৎসবের দিন এবং পূর্বাহ্নেই সেদিন জনগণ সমবেত হবে।'

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৮) ঃ مكانا سوى - অর্থ সমান, সমতল স্থান। যেখানে সকলে সকলকে স্পষ্টভাবে দেখতে পারে। অথবা এমন সমতল স্থান যেখানে উভয় দল সহজভাবেই পৌছতে পারে। (কুঃ কারীম)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৯) ঃ يوم الزينة - (আনন্দমেলার দিন)-এর দ্বারা বছরের পয়লা তারিখ, নববর্ষ অথবা কোন বাৎসরিক মেলা অথবা আনন্দমেলা বা কোন উৎসবের দিনকে বুঝানো হয়েছে।

﴿٦٠﴾ فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦١﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ

৬০। ফাতাওয়াল্লা- ফির'আওনু ফাজ্বামা'আ কাইদাহূ ছুম্মা আতা। ৬১। ক্বা-লা লাহুম্মূসা- ওয়াইলাকুম
(৬০) এরপর ফেরাউন উঠে গেল এবং তার জাদু- করদেরকে সমবেত করে তারা সেখানে আসল। (৬১) মূসা তাদেরকে বললেন, 'দুর্ভোগ তোমাদের!

لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ۝

লা- তাফ্তারূ 'আলাল্লা-হি কাযিবান ফাইউস্হিতাকুম বি'আযা-ব; ওয়াক্বাদ খা-বা মানিফ্তারা-।
আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করো না, করলে তিনি তোমাদেরকে তার আযাব দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে পরিণামে ব্যর্থ হয়।'

﴿٦٢﴾ فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٣﴾ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ

৬২। ফাতানা-যা'উ~আমরাহুম বাইনাহুম ওয়া আসাররুন নাজ্বওয়া-। ৬৩। ক্বা-লূ~ইন্ হা-যা-নি লাসা-হ্বিরা-নি
(৬২) অতঃপর তারা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক শুরু করে দিল এবং গোপনে পরামর্শ করল। (৬৩) তারা বলল, ' এ দু'জন নিশ্চিত জাদুকর,

يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ۝

ইউরীদা-নি আইঁ ইউখ্ রিজ্বা-কুম্ মিন্ আরদ্বিকুম বিসিহ্রিহিমা- ওয়া ইয়ায্হাবা- বিত্বারীক্বাতিকুমুল্ মুছ্লা-।
তারা তাদের জাদু দ্বারা তোমাদের দেশ থেকে তোমাদেরকে বের করে দিতে চায় এবং তোমাদের উত্তম জীবনব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে চায়।'

﴿٦٤﴾ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٥﴾ قَالُوْا

৬৪। ফাআজ্বমি'উ কাইদাকুম ছুম্মা'তূ স্বাফ্ফা-; ওয়াক্বাদ্ আফ্লাহ্বাল ইওয়ামা মানিস্তা'লা। ৬৫। ক্বা-লূ
(৬৪) তাই তোমাদের কলাকৌশল সমবেত কর, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে এস। আজ যে জয়ী হবে সে-ই সফলকাম হবে।' (৬৫) তারা বলল,

يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٦﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ

ইয়া-মূসা~ইম্মা~আন তুল্ক্বিয়া ওয়া ইম্মা~আন্নাকূনা- আওওয়ালা মান্ আল্ক্বা-। ৬৬। ক্বা-লা বাল্ আল্কূ;
'হে মূসা,- তুমি নিক্ষেপ করবে, না প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করব।' (৬৬) মূসা বললেন, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।'

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٧﴾ فَاَوْجَسَ

ফাইযা- হ্বিবা-লুহুম ওয়া 'ইস্বিয়্যুহুম ইয়ুখাইয়্যালু ইলাইহি মিন্ সিহ্রিহিম আন্নাহা- তাস্'আ-। ৬৭। ফাআওজ্বাসা
তাদের নজর বন্দীর প্রভাবে হঠাৎ তার মনে হল, তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। (৬৭) অতঃপর মূসা তার

فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٨﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٩﴾ وَاَلْقِ مَا فِيْ

ফী নাফ্সিহী খীফাতাম্মূসা-। ৬৮। কুল্না- লা- তাখাফ্ ইন্নাকা আন্তাল্ আ'লা-। ৬৯। ওয়া আল্ক্বি মা- ফী
মনে খানিকটা ভীতি অনুভব করলেন। (৬৮) আমি বললাম, 'ভয় করবেন না, আপনিই বিজয়ী হবেন।' (৬৯) 'আপনার ডান হাতে

يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۭ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۭ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ۝

ইয়ামীনিকা তাল্ক্বাফ্ মা-স্বানা'উ, ইন্নামা- স্বানা'উ কাইদু সা-হ্বির; ওয়ালা- ইউফ্লিহুস্ব্সা-হ্বিরু হ্বাইছু আতা-।
যা আছে তা নিক্ষেপ করুন, তারা যা করেছে এটা তা গিলে ফেলবে। নিশ্চয় তারা যা করেছে তা জাদুকরের কৌশল মাত্র। জাদুকর যেখানেই থাক, সফল হবে না।'

﴿٦٩﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾ قَالَ آمَنتُمْ

৭০। ফাউলক্বিয়াস্ সাহ্বারাতু সুজ্জাদান ক্বা-লূ~আ-মান্না- বিরাব্বি হা-রূনা ওয়া মূসা-। ৭১। ক্বা-লা আ-মান্তুম
(৭০) অতঃপর জাদুকরেরা সিজদাবনত হয়ে বলল, আমরা 'হারুন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম। (৭১) ফেরাউন বলল, আমি

لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ

লাহূ ক্বাব্লা আন্ আ-যানা লাকুম; ইন্নাহূ লাকাবীরুকুমুল্লাযী 'আল্লামাকুমুস্ সিহ্বর; ফালা উক্বাত্ত্বি'আন্না
তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই মূসার প্রতি ঈমান আনলে? মনে হচ্ছে, সেই তোমাদের প্রধান, সেই তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে।

أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ

আইদিয়াকুম ওয়া আরজুলাকুম্মিন খিলাফিওঁ ওয়া লাউস্বাল্লিবান্নাকুম ফী জুযূইন্ নাখ্লি
তাই তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে আমি অবশ্যই কেটে ফেলব এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের ডালে শূলিবিদ্ধ করব।

وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧١﴾ قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ

ওয়ালা তা'লামুন্না আইয়্যুনা~আশাদ্দু 'আযা-বাওঁ ওয়া আবক্বা-। ৭২। ক্বা-লূ লান্নু' ছিরাকা 'আলা- মা-জ্বা—আনা- মিনাল
তবেই জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোর ও অধিক স্থায়ী।' (৭২) জাদুকরেরা বলল, আমাদের কাছে যে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি

الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ

বাইয়্যিনা-তি ওয়াল্লাযী ফাত্বারানা- ফাক্বদ্বি মা- আন্তা ক্বা-দ্ব; ইন্নামা- তাক্বদ্বী হা-যিহিল্ হ্বায়া-তাদ
আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর আমরা তোমাকে কখনও প্রাধান্য দেব না, তাই যা ফয়সালা করার করে ফেল। তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবনেই ফয়সালা

الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ

দুন্ইয়া-। ৭৩। ইন্না~আ-মান্না- বিরাব্বিনা- লিইয়াগ্ ফিরা লানা- খাত্বা-ইয়া-না- ওয়া মা~আকরাহ্তানা- 'আলাইহি মিনাস্ সিহ্বর;
করতে পারবে। (৭৩) 'আমরা আমাদের রবকে বিশ্বাস করেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ তা ক্ষমা করে দেন।

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ

ওয়াল্লা-হু খাইরুওঁ ওয়া আব্ক্বা-। ৭৪। ইন্নাহূ মাই ইয়া'তি রাব্বাহূ মুজ্বরিমান ফাইন্না লাহূ জ্বাহান্নাম; লা- ইয়ামূতু
আল্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।' (৭৪) যে তার রবের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য নিশ্চয় জাহান্নাম রয়েছে। সেখানে সে না

فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ

ফীহা-ওয়ালা- ইয়াহ্বইয়া-। ৭৫। ওয়া মাই ইয়া'তিহী মু'মিনান ক্বাদ্ 'আমিলাস্স্বা-লিহ্বা-তি ফাউলা—ইকা লাহুমুদ
মরতে পারবে, না বাঁচতে পারবে (৭৫) যারা তাঁর কাছে ঈমানদার হয়ে ও সৎকাজ করে উপস্থিত হবে, তাদের জন্য রয়েছে

الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ

দারাজা-তুল্ 'উলা-। ৭৬। জান্না-তু 'আদনিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্বতিহাল্ আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা-;
সুউচ্চ মর্যাদা, (৭৬) চিরস্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ পুরস্কার তাদেরই

وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي

ওয়া যা-লিকা জ্বাযা—উ মান তাযাক্কা-। ৭৭। ওয়ালাক্বাদ্ আওহ্বাইনা~ইলা- মূসা~আন্ আস্রি বি'ইবা-দী
জন্য যারা পরিশুদ্ধি লাভ করেছে। (৭৭) আমি এমর্মে আদেশ দিলাম মূসাকে যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা চলে যান এবং তাদের জন্য সমুদ্রের

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾ فَأَتْبَعَهُمْ

ফাদ্বরিব্ লাহুম ত্বারীক্বান ফিল্ বাহ্বরি ইয়াবাসাল্লা-তাখা-ফু দারাকাওঁ ওয়ালা- তাখ্শা-। ৭৮। ফাআত্ বা'আহুম
মধ্যে (লাঠি দ্বারা) এক শুষ্ক পথ নির্মাণ করুন। পিছন থেকে এসে আপনাদেরকে কেউ ধরবে এ আশংকা করবেন না এবং ভয়ও করবেন না। (৭৮) অতঃপর

فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ

ফির'আওনু বিজুনূদিহী ফাগাশিয়াহুম্মিনাল্ ইয়াম্মি মা- গাশিয়াহুম। ৭৯। ওয়া আদ্বাল্লা ফির্আওনু ক্বাওমাহূ
ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করে ফেলল। (৭৯) ফেরাউন তার কাওমকে পথভ্রষ্ট করেছিল,

وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ

ওয়া মা- হাদা-। ৮০। ইয়া-বানী~ইস্রা—ঈলা ক্বাদ্ আন্জ্বাইনা-কুম্ মিন 'আদুওয়্যিকুম ওয়া ওয়া-'আদ্না-কুম জ্বা-নিবাত্ব
সৎপথ দেখায়নি। (৮০) হে বনী ইস্রাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুদের থেকে উদ্ধার করেছি, এবং আমি তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে তাওরাত দানের

الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ﴿٨٠﴾ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

তূরিল্ আইমানা ওয়া নায্যাল্না- 'আলাইকুমুল্ মান্না ওয়াস্সাল্ওয়া-। ৮১। কুলূ মিন্ ত্বাইয়্যিবা-তি মা- রাযাক্বনা-কুম
ওয়াদা করেছি এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না ও সালওয়া' প্রেরণ করেছি। (৮১) তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তোমরা

وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ○

ওয়ালা- তাত্বগাও ফীহি ফাইয়াহ্বিল্লা 'আলাইকুম গাদ্বাবী, ওয়া মাই ইয়াহ্বলিল্ 'আলাইহি গাদ্বাবী ফাক্বাদ্ হাওয়া-।
ভক্ষণ কর। এতে সীমালংঘন করো না। করলে তোমাদের উপর আমার গজব আপতিত হবে, যার উপর আমার গজব আসবে সে তো অবশ্যই ধ্বংস হবে।'

﴿٨١﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾ وَمَا أَعْجَلَكَ

৮২। ওয়া ইন্নী লাগাফ্ফা-রুল লিমান্ তা-বা ওয়া আ-মানা ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহ্বান্ ছুম্মাহ্তাদা-। ৮৩। ওয়া মা- আ'জ্বালাকা
(৮২) 'আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল যে তওবা করেছে, ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, অতঃপর সৎপথেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।' (৮৩) 'হে মূসা! আপনার কওমকে

عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ

'আন ক্বাওমিকা ইয়া- মূসা-। ৮৪। ক্বা-লা হুম উলা—ই 'আলা- আছারী ওয়া 'আজ্বিল্তু ইলাইকা রাব্বি
পেছনে ফেলে আপনি তাড়াহুড়া করলেন কেন?' (৮৪) তিনি বললেন, 'ঐ তো তারা আমার পেছনেই আসছে এবং হে আমার রব! আমি তাড়াতাড়ি এসেছি আপনার

لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ○

লিতার্দ্বা-। ৮৫। ক্বা-লা ফাইন্না- ক্বাদ্ ফাতান্না- ক্বাওমাকা মিম্ বা'দিকা ওয়া আদ্বাল্লাহুমুস্ সা-মিরিয়্য।
সন্তুষ্টির জন্য।' (৮৫) তিনি বললেন, আপনার আসার পর আপনার কওমকে পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।'

﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ

৮৬। ফারাজা'আ মূসা~ইলা- ক্বাওমিহী গাদ্বা-না আসিফা-, ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি আলাম্ ইয়া'ইদ্‌কুম রাব্বুকুম

(৮৬) অতঃপর মূসা তার কওমের নিকট ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গেলেন। তিনি বললেন, 'হে আমার কওম! তোমাদের রব কি তোমাদের সাথে এক উত্তম ওয়াদা

وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ

ওয়া'দান হ্বাসানা-; আফাত্বা-লা 'আলাইকুমুল্ 'আহ্‌দু আম আরাত্তুম আইঁ ইয়াহ্বিল্লা 'আলাইকুম গাদ্বাবুম

করেননি? তবে কি ওয়াদার সময়কাল তোমাদের কাছে সুদীর্ঘ মনে হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ, তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের রবের আযাব, যে কারণে

مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴿٨٦﴾ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا

মির্ রাব্বিকুম ফাআখ্‌লাফ্‌তুম্‌মা-ও'ইদী। ৮৭। ক্বা-লূ মা~আখ্‌লাফ্‌না- মাও'ইদাকা বিমাল্‌কিনা- ওয়ালা- কিন্না-

আমার সাথে কৃত ওয়াদা তোমরা ভঙ্গ করেছ?' (৮৭) তারা বলল, আপনার সাথে কৃত ওয়াদা 'আমরা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। বরং আমাদের উপর কিবতী জাতির

حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَأَخْرَجَ

হ্বুম্মিল্‌না~আওযা-রাম্‌মিন্ যীনাতিল্ ক্বাওমি ফাক্বাযাফ্‌না-হা- ফাকাযা- লিকা আলক্বাস্ সা-মিরিয়্যু। ৮৮। ফাআখ্‌রাজা

অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তা আমরা আগুনে নিক্ষেপ করেছি। এভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে। (৮৮) এরপর সামেরী তাদের জন্য

لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ أَفَلَا

লাহুম 'ইজ্‌লান্ জ্বাসাদাল্‌লাহূ খুওয়া-রুন ফাক্বা-লূ হা-যা~ইলাহুকুম ওয়া ইলা-হু মূসা- ফানাসিয়া।৮৯। আফালা-

এক গো-বৎস বানিয়ে বের করে- যা গরুর মত দেহ বিশিষ্ট ছিল ও হাম্বা হাম্বা করত। তারা বলল, 'এ তোমাদের ও মূসার উপাস্য। কিন্তু মূসা তা ভুলে গেছে।' (৮৯) তারা

يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ وَلَقَدْ

৪ ع ১৩ রুকূ

ইয়ারাওনা আল্লা- ইয়ারজ্বি'উ ইলাইহিম ক্বাওলাওঁ ওয়ালা- ইয়ামলিকু লাহুম দ্বাররাওঁ ওয়ালা- নাফ্'আ-। ৯০। ওয়া লাক্বাদ্

কি লক্ষ করল না যে, তা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং ক্ষমতা রাখে না তাদের কোন ক্ষতি বা উপকারের ? (৯০) হারুন

قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ

ক্বা-লা লাহুম হা-রূনু মিন্ ক্বাবলু ইয়া- ক্বাওমি ইন্নামা- ফুতিন্‌তুম বিহ, ওয়াইন্না রাব্বাকুমুর রাহ্বমা-নু

তাদেরকে পূর্বেই বলেছিলেন, 'হে আমার কওম! এর দ্বারা তো তোমরা গোমরাহীতে ফেঁসে গেছ। তোমাদের রব নিশ্চয় দয়াময়, তাই তোমরা আমার অনুসরণ

فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٩٠﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ

ফাত্তাবি'উনী ওয়া আত্বী'উ~আমরী। ৯১। ক্বা-লূ লান্নাব্‌রাহ্বা 'আলাইহি আ-ক্বিফীনা হ্বাত্তা- ইয়ারজ্বি'আ

কর এবং আমার আদেশ মান্য কর।' (৯১) তারা বলল,আমরা এর পূজা থেকে বিরত হব না, মূসা (আ) আমাদের কাছে ফিরে

إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٩٢﴾ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ

ইলাইনা- মূসা-। ৯২। ক্বা-লা ইয়া- হা-রূনু মা- মানা'আকা ইয্ রাআইতাহুম দ্বাল্লূ~ ৯৩। আল্লা- তাত্তাবি'আন;

না আসা পর্যন্ত।' (৯২) মূসা বললেন, 'হে হারুন! তাদের পথভ্রষ্টতা দেখার পর কিসে আপনাকে বারণ করল- (৯৩) আমার অনুসরণ করা থেকে? তবে কি

أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾ قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۖ إِنِّي

আফা'আস্বাইতা আমরী। ৯৪। ক্বা-লা ইয়াব্‌নাউম্মা লা তা'খুয্ বিলিহ্বইয়াতী ওয়ালা- বিরা'সী; ইন্নী

আপনি আমার আদেশ অমান্য করেছেন?' (৯৪) হারুন বললেন, 'হে আমার সহোদর! আমার দাঁড়ি ও চুল ধরে টানবেন না; আমি শঙ্কিত ছিলাম যে, আপনি

خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾ قَالَ

খাশীতু আন তাক্বূলা ফার্‌রাক্বতা বাইনা বানী~ইস্‌রা—ঈলা ওয়ালাম তারক্বুব্ ক্বাওলী। ৯৫। ক্বা-লা

বলবেন, আপনি বনী-ইস্রাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন এবং আপনি আমার নির্দেশের অপেক্ষা করেননি।' (৯৫) মূসা বললেন,

فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ

ফামা- খাত্বুবুকা ইয়া- সা-মিরিয়্যু। ৯৬। ক্বা-লা বাস্বুর্‌তু বিমা- লাম ইয়াবস্বুরূ বিহী ফাক্বাবাদ্বতু ক্বাব্‌দাতাম্‌মিন্

'তোমার ব্যাপার কি হে সামেরী?' (৯৬) সে বলল, 'আমি যা দেখেছি তারা তা দেখেনি। অতঃপর আমি প্রেরিত ব্যক্তির পদচিহ্ন থেকে এক মুষ্টি ধূলো নিয়েছি

أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾ قَالَ فَاذْهَبْ

আছারির রাসূলি ফানাবাযতুহা- ওয়া কাযা-লিকা সাওওয়ালাত্ লী নাফ্‌সী। ৯৭। ক্বা-লা ফায্‌হাব্

এবং তা (গো বৎসের মধ্যে) নিক্ষেপ করেছি। আর আমার মন আমার জন্য এটাই শোভন করে দেখিয়েছে। (৯৭) মূসা বললেন, তুই

فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ۖ

ফাইন্না লাকা ফিল্ হ্বাইয়া-তি আন্ তাক্বূলা লা- মিসা-স, ওয়া ইন্না লাকা মাও'ইদাল্‌লান তুখ্‌লাফাহ,

'দূর হয়ে যা, ইহজীবনে তোর শাস্তি হলো, তুই শুধু বলবি, 'আমাকে কেউ স্পর্শ করো না' এবং তোর জন্য একটি নির্দিষ্ট ওয়াদা আছে, যার বর খেলাপ হবে না।

وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ

ওয়ানযুর ইলা~ইলাহিকাল্‌লাযী যাল্‌তা 'আলাইহি আ-কিফা-; লানুহ্বার্‌রিক্বান্নাহূ ছুম্মা লানান্ সিফান্নাহূ

আর তুই তোর সেই উপাস্যের প্রতি লক্ষ কর, যাকে তোরা পরিবেষ্টন করেছিলি, আমরা তাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছি, অতঃপর তাকে লন্ড-ভন্ড

فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ○

ফিল্ ইয়াম্মি নাস্‌ফা-। ৯৮। ইন্নামা~ইলা-হুকুমুল্লা-হুল্ লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়; ওয়াসি'আ কুল্লা শাইয়িন 'ইল্‌মা-।

করে সাগরে উড়িয়ে দেব।' (৯৮) তোমাদের প্রকৃত ইলাহ একমাত্র আল্লাহ্ই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সর্ববিষয়ে তার জ্ঞানপরিব্যপ্ত।

﴿٩٨﴾ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۚ

৯৯। কাযা-লিকা নাক্বুস্‌সু 'আলাইকা মিন আম্‌বা—ই মা- ক্বাদ্ সাবাক্ব ওয়া ক্বাদ আ-তাইনা-কা মিল্লাদুন্না- যিক্‌রা-।

(৯৯) পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি আপনার কাছে এভাবেই বিবৃত করি এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাকে দান করেছি এক নসীহতনামা।

﴿٩٩﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خَالِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ

১০০। মান আ'রাদ্বা 'আনহু ফাইন্নাহূ ইয়াহ্বমিলু ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ওয়িয্‌রা-। ১০১। খা-লিদীনা ফীহ; ওয়া সা—আ'

(১০০) এ থেকে যে বিমুখ হবে, সে কিয়ামতের দিনে পাপ-ভার বহন করবে। (১০১) তারা তাতে চিরকাল থাকবে এবং কিয়ামতের

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ۝١٠١ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ

লাহুম ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মা-তি হিম্‌লাই ১০২। ইয়াওমা ইউন্‌ফাখু ফিস্‌স্বূরি ওয়া নাহ্‌শুরুল্ মুজ্‌রিমীনা ইয়াওমাইযিন

দিন এই বোঝা তাদের জন্য কতইনা মন্দ হবে! (১০২) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন অপরাধীদেরকে নীলচক্ষু বিশিষ্ট করে সমবেত

زُرْقًا ۝١٠٢ يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ۝١٠٣ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ

যুর্‌ক্বা। ১০৩। ইয়া তাখা-ফাতূনা বাইনাহুম ইল লাবিছ্‌তুম্ ইল্লা- 'আশ্‌রা-। ১০৪। নাহ্‌নু আ'লামু বিমা- ইয়াক্বূলূনা

করব। (১০৩) তারা চুপিচুপি বলাবলি করবে 'তোমরা পৃথিবীতে মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে।' (১০৪) তারা কি বলবে আমি তা ভাল করেই জানি। তাদের

اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ۝١٠٤ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ

ইয্ ইয়াক্বূলু আমছালুহুম ত্বারীক্বাতান ইল্‌লাবিছ্‌তুম ইল্লা- ইয়াওমা-। ১০৫। ওয়া ইয়াস্‌আলূনাকা 'আনিল্ জ্বিবা-লি

মধ্যে যে তাদের চেয়ে কিছুটা সৎপথে ছিল- সে বলবে 'তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।'(১০৫) তারা আপনাকে পর্বত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।

ع ৫ ১৪ রুকূ

فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ۝١٠٥ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝١٠٦ لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا

ফাক্বুল্ ইয়ান্‌সিফুহা- রাব্বী নাসফা-। ১০৬। ফাইয়াযারুহা- ক্বা- 'আন স্বাফ্‌স্বাফা- ১০৭। লা- তারা ফীহা- 'ইওয়াজাওঁ ওয়ালা-

বলুন, 'আমার রব তা বিক্ষিপ্ত করে সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেবেন।' (১০৬) অতঃপর যমীনকে সমতল-মসৃণ ভূমি করে ছাড়বেন। (১০৭) যাতে তুমি বক্রতা এবং

اَمْتًا ۝١٠٧ يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ

আম্‌তা-। ১০৮। ইয়াওমাইযিঁই ইয়াত্তাবি'উনাদ দা-'ইয়া লা-'ইওয়াজা লাহ্, ওয়া খাশা'আতিল আস্‌ওয়া-তু লিররাহ্‌মা-নি

উঁচু-নীচু দেখবে না। (১০৮) সেদিন তারা এক আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এক্ষেত্রে তারা এদিক-ওদিক করতে পারবে না। করুণাময়ের সামনে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে।

فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۝١٠٨ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ

ফালা- তাস্‌মা'উ ইল্লা- হাম্‌সা-। ১০৯। ইয়াওমাইযিল লা-তান্‌ফা'উশ্ শাফা- 'আতু ইল্লা- মান আযিনা লাহুর রাহ্‌মা-নু ওয়া রাদ্বিয়া

মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি তখন কিছুই শুনবে না। (১০৯) দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন সে ব্যতীত কারও সুপারিশ সেদিন কোন কাজে

لَهٗ قَوْلًا ۝١٠٩ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ۝

লাহূ ক্বাওলা-। ১১০। ইয়া'লামু মা- বাইনা- আইদীহিম্ ওয়া মা- খাল্‌ফাহুম ওয়ালা- ইউহীতূনা বিহী 'ইল্‌মা-।

আসবে না। (১১০) তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

۝١١٠ وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝١١١ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ

১১১। ওয়া 'আনাতিল উজুহু লিল্‌হাইয়্যিল্ ক্বাইয়্যূম; ওয়া ক্বাদ্ খা-বা মান হামালা জুল্‌মা-। ১১২। ওয়া মাই ইয়া'মাল্ মিনাস্

(১১১) চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক যিনি, তার সামনে সেদিন সব মুখ মণ্ডল অবনমিত হয়ে যাবে এবং সেই ব্যর্থ হবে যে জুলুমের ভার বহন করবে। (১১২) আর যে

الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ۝١١٢ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا

স্বা-লিহা-তি ওয়া হুওয়া মু'মিনুন ফালা- ইয়াখা-ফু জুল্‌মাওঁ ওয়ালা- হাদ্বমা-। ১১৩। ওয়া কাযা-লিকা আন্‌যাল্‌না-হু কুর্‌আ-নান

ঈমানদার সৎকাজ করে সে কোন অবিচার ও ক্ষতির আশংকা করবে না। (১১৩) এভাবেই আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল

عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝

'আরাবিয়্যাওঁ ওয়া স্বার্‌রাফ্‌না- ফীহি মিনাল্ ওয়া'ঈদি লা'আল্লাহুম ইয়াত্তাকূনা আও ইউহ্‌দিছু লাহুম যিক্‌রা-।

করেছি এবং তাতে বিশদভাবে সতর্কবাণী বিবৃত করেছি। যাতে তারা মুত্তাকী হয় এবং তাদের জন্য কোন উপলব্ধি সৃষ্টি করে দেয়।

۝١١٣ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى

১১৪। ফাতা'আলাল্লা-হুল্ মালিকুল হাক্কু, ওয়ালা-তা'জাল্ বিল্ কুরআ-নি মিন্ ক্বাব্‌লি আঁই ইউক্বদ্বা~

(১১৪) আল্লাহ্ তাআলাই অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। আপনার প্রতি তার ওহী পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরআন পাঠে আপনি তাড়াহুড়া

اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝١١٤ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ

ইলাইকা ওয়াহ্‌ইউহূ ওয়া কুর্‌রাব্বি যিদ্‌নী 'ইলমা-। ১১৫। ওয়ালাক্বাদ্ 'আহিদ্‌না~ইলা~আ-দামা মিন্ ক্বাব্‌লু

করবেন না এবং বলুন, 'হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।' (১১৫) আমি অবশ্যই ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম।

৬ ১৫ রুকূ

فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ۝١١٥ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا

ফানাসিয়া ওয়ালাম্ নাজিদ্ লাহু 'আয্‌মা-। ১১৬। ওয়া ইয্ কুল্‌না- লিল মালা—ইকাতিসজুদূ লিআ-দামা ফাসাজাদূ~

কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি। (১১৬) স্মরণ করুন, যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, 'আদমকে সিজদা কর, তখন ইব্‌লীস ব্যতীত

اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ اَبٰى ۝١١٦ فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا

ইল্লা ইব্‌লীস; আবা-। ১১৭। ফাকুল্‌না- ইয়া~আদাম্ ইন্না হা-যা- 'আদুওওল্‌লাকা ওয়া লিযাওজিকা ফালা- ইয়ুখ্‌রিজান্নাকুমা-

সকলেই সিজদা করল। সে অমান্য করল। (১১৭) আমি বললাম, হে আদম এ আপনার ও আপনার স্ত্রীর শত্রু। তাই সে যেন জান্নাত থেকে আপনাদেরকে বের করে

مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ۝١١٧ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ۝١١٨ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا

মিনাল্ জ্বান্নাতি ফাতাশ্‌ক্বা-। ১১৮। ইন্না লাকা আল্লা- তাজু'আ ফীহা-ওয়ালা- তা'রা-। ১১৯। ওয়া আন্নাকা লা-তাযমাউ

না দেয়। অন্যথায় আপনি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। (১১৮) 'আপনার জন্য এটিই রইল যে, আপনি জান্নাতে ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ হবেন না; (১১৯) এবং সেখানে পিপাসার্ত

فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ۝١١٩ فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ

ফীহা- ওয়ালা- তাদ্বহা-। ১২০। ফাওয়াস্‌ওয়াসা ইলাইহিশ্ শাইত্বা-নু ক্বা-লা ইয়া~আদাম্ হাল্ আদুল্লুকা 'আলা- শাজারাতিল্

ও রৌদ্র ক্লিষ্টও হবেন না। (১২০) অতঃপর তাকে কুমন্ত্রণা দিল শয়তান। সে বলল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে অনন্ত কাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা ও

الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ۝١٢٠ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ

খুল্‌দি ওয়া মুলকিল্‌লা- ইয়াব্‌লা-। ১২১। ফাআকালা- মিনহা- ফাবাদাত্ লাহুমা- সাওআ-তুহমা- ওয়া ত্বাফিক্বা- ইয়াখ্‌স্বিফা-নি

অবিনশ্বর রাজত্বের কথা বলে দেব?' (১২১) অতঃপর তারা উভয়ে তার ফল খেলেন, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে গেল। এতে তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা

✪ শানে নুযূল (আঃ ১১৪) ঃ রাসূল (স)-এর কাছে যখন জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে নাযিল হতেন, তখন তিনি যাতে কুরআনের কোন আয়াত বা শব্দ ভুলে না যান, তাই জিবরাঈল (আ)-এর সাথে সাথে তিনি কুরআন পড়তে শুরু করতেন। তাই আল্লাহ তাআলা প্রথমে সূরা "কিয়ামার" একটি আয়াত নাযিল করে তা নিষেধ করে দেন। এরপর আবার এই আয়াত নাযিল করে এমন তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করে দেন। (আবুসসাউদ) হযরত শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা)-কে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, হযরত আদম (আ) এক ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই আপনি কুরআনের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। (শায়খুল হিন্দ)

عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۫ وَعَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ۝ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ

'আলাইহিমা- মিওঁ ওয়ারাক্বিল জ্বান্নাতি ওয়া 'আস্বা~আ-দামু রাব্বাহূ ফাগাওয়া-। ১২২। ছুম্মাজ্বতাবা-হু রাব্বুহূ ফাতা-বা 'আলাইহি
নিজেদেরকে ঢাকতে লাগলেন। আদম তার রবের হুকুম অমান্য করলেন, ফলে তিনি ভুলের মধ্যে পড়ে গেলেন। (১২২) অতঃপর তার রব তাকে মনোনীত করলেন এবং তার প্রতি

وَهَدٰى ۝ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ

ওয়া হাদা-। ১২৩। ক্বা-লাহ্বিত্বা- মিন্হা- জ্বামী'আম্ বা'দ্বুকুম্ লিবা'দ্বিন্ আদুওউন, ফাইম্মা- ইয়া'তিয়ান্নাকুম মিন্নী
মনোযোগী হলেন ও তাকে পথ দেখালেন। (১২৩) তিনি বললেন ' আপনারা পরস্পরের শত্রুরূপে সকলে জান্নাত থেকে নেমে যান। এরপর আমার পক্ষ থেকে আপনার কাছে

هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ

হুদান ফামানিত্তাবা'আ হুদা-ইয়া ফালা- ইয়াদ্বিলু ওয়ালা- ইয়াশ্ক্বা-। ১২৪। ওয়ামান আ'রাদ্বা 'আন্ যিক্রী
হেদায়েত আসলে যে আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে সে পথ ভ্রষ্ট হবে না এবং দুর্ভাগা হবে না। (১২৪) 'আর যে আমার স্মরণে বিমুখ হবে, তার জীবনযাত্রা

فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ۝ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْۤ

ফাইন্না লাহূ মা'ঈশাতান্ দ্বান্কাওঁ ওয়া নাহ্শুরুহূ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি আ'মা-। ১২৫। ক্বা-লা রাব্বি লিমা হাশার্তানী~
সংকুচিত হয়ে পড়বে এবং কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় তাকে উপস্থিত করব।' (১২৫) সে বলবে, 'হে আমার রব ! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন ?

اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ

আ'মা- ওয়া ক্বাদ্ কুন্তু বাস্বীরা-। ১২৬। ক্বা-লা কাযা-লিকা আতাত্কা আ-ইয়া-তুনা- ফানাসীতাহা-; ওয়া কাযা-লিকাল্
আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম।' (১২৬) তিনি বলবেন 'তুমি এমনই ছিলে। আমার আয়াত তোমার কাছে এসেছিল, তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। এভাবেই আজ তোমাকে

الْيَوْمَ تُنْسٰى ۝ وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ

ইয়াওমা তুন্সা-। ১২৭। ওয়া কাযা-লিকা নাজ্বযী মান্ আসরাফা ওয়ালাম ইউ'মিন বিআ-ইয়া-তি রাব্বিহ্;
আমি ভুলে যাব।' (১২৭) 'এভাবেই তাকে আমি প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করেছে ও তার রবের নিদর্শনে ঈমান আনেনি।

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ۝ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ

ওয়া লা'আযা-বুল আ-খিরাতি আশাদ্দু ওয়া আব্ক্বা-। ১২৮। আফালাম্ ইয়াহ্দি লাহুম কাম আহ্লাক্না- ক্বাবলাহুম্মিনাল্
আর পরকালের আযাব খুবই কঠিন ও অধিক স্থায়ী হবে।' (১২৮) আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠীকে,

الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ۝ ع

কুরূনি ইয়াম্শূনা ফী মাসা-কীনিহিম; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল লিউলিন্নুহা-।
যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে, তা কি তাদের সৎপথ দেখায় না? এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

৭ ১৬ রুকূ

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ۝ فَاصْبِرْ عَلٰى

১২৯। ওয়া লাও লা- কালিমাতুন সাবাক্বাত্ মির্ রাব্বিকা লাকা-না লিযা-মাওঁ ওয়া আজ্বালুম মুসাম্মা-। ১৩০। ফাস্বির 'আলা-
(১২৯) আপনার রবের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে এবং একটি নির্ধারিত কাল না থাকলে আশু শাস্তি অবশ্যই এসে পড়ত। (১৩০) সুতরাং তারা

مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ

মা- ইয়াক্বূলূনা ওয়া সাব্বিহ্ বিহাম্দি রাব্বিকা ক্বাব্লা তুলূ'ইশ্ শাম্সি ওয়া ক্বাব্লা গুরূবিহা,
যা বলে সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন

وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ۝ وَلَا تَمُدَّنَّ

ওয়া মিন্ আ-না—ইল লাইলি ফাসাব্বিহ্ ওয়া আত্বরা-ফান নাহা-রি লা'আল্লাকা তারদ্বা-। ১৩১। ওয়ালা- তামুদ্দান্না
এবং রাত্রিকালে ও দিবাভাগেও তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। সম্ভবতঃ আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। (১৩১) আমি কাফেরদের

عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ

'আইনাইকা ইলা- মা- মাত্তা'না- বিহী~আয্ ওয়াজ্বাম্ মিন্হুম যাহ্রাতাল হ্বা-য়া-তিদদুন্ইয়া- লিনাফ্তিনাহুম
কতককে তাদের পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি আপনি কখনও দৃষ্টি দিবেন না।

فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ

ফীহ; ওয়া রিয্ক্বু রাব্বিকা খাইরুওঁ ওয়া আব্ক্বা-। ১৩২। ওয়া'মুর আহ্লাকা বিস্স্বা-লাতি ওয়াস্বত্বাবির 'আলাইহা-;
আপনার রবের প্রদত্ত রিযিকই উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) আর আপনি আপনার পরিবারবর্গকে নামাযের নির্দেশ দিন এবং আপনিও এতে অবিচলিত থাকুন।

لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ۝ وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا

লা- নাস্আলুকা রিয্ক্বা-; নাহ্নু নারযুক্বুকা; ওয়াল্ আ-ক্বিবাতু লিত্তাক্বওয়া-। ১৩৩। ওয়া ক্বা-লূ লাওলা- ইয়া'তীনা-
আমি আপনার নিকট কোন রিযিক চাই না; আমিই আপনাকে রিযিক দিয়ে থাকি। আর মুত্তাকীদের জন্যই তো শুভ পরিণাম। (১৩৩) তারা বলে, 'সে তার

بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝ وَلَوْ اَنَّاۤ

বিআ-ইয়াতিম মির্ রাব্বিহ্; আওয়ালাম তা'তিহিম বাইয়্যিনাতু মা- ফিস্ব্ স্বুহুফিল উলা-। ১৩৪। ওয়া লাও আন্না~
রবের কোন নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন? তাদের কাছে কি সুস্পষ্ট কোন নিদর্শন আসেনি- যা রয়েছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে? (১৩৪) যদি আমি তাদেরকে ইতিপূর্বে

اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا

আহ্লাক্না-হুম বি'আযা-বিম মিন ক্বাব্লিহী লাক্বা-লূ রাব্বানা লাওলা~আরসাল্তা ইলাইনা- রাসূলান
আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দিতাম তবে তারা বলত, 'হে আমাদের প্রভু ! আপনি আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠাননি কেন?

فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ۝ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ

ফানাত্তাবি'আ আ-ইয়া-তিকা মিন্ ক্বাব্লি আন্নাযিল্লা ওয়া নাখ্যা-। ১৩৫। ক্বুল্ কুল্লুম্মুতারাব্বিস্বুন্ ফাতারাব্বাস্বূ,
পাঠালে আমরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়ার পূর্বে আপনার হুকুমের অনুসরণ করতাম।' (১৩৫) বলুন, প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে,

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِىِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ۝ ع

ফাসাতা'লামূনা মান্ আস্বহা-বুস্ব্ স্বিরা-ত্বিস্ সাওয়িয়ি ওয়া মানিহ্তাদা-।
তাই তোমরাও প্রতীক্ষা কর। অতঃপর তোমরা জানতে পারবে, কারা সরল পথের অধিকারী এবং কারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছে।

সূরা আম্বিয়া
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ১

পারা ১৭

١ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ٢ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ

১। ইক্বতারাবা লিন্‌না-সি হ্বিসা-বুহুম ওয়াহুম ফী গাফ্‌লাতিম্‌মু'রিদ্বূন। ২। মা- ইয়া'তীহিম্‌মিন্‌ যিক্‌রিম্‌
(১) মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় অতি নিকটে এসে গেছে; অথচ তারা অমনোযোগী হয়ে (ঈমান থেকে) মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (২) যখনই তাদের কাছে

مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ٣ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ وَاَسَرُّوا

মির্‌রাব্বিহিম মুহ্বদাছিন ইল্লাস্তামা'উ'-হু ওয়া হুম ইয়াল্‌'আবূন। ৩। লা-হিয়াতান ক্বুলূবুহুম্‌; ওয়া আসার্‌রুন্‌
তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নতুন যে কোন উপদেশ আসে, তা তারা খেল-তামাশা হিসেবে শোনে, (৩) তাদের অন্তর অন্যমনস্ক।

النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ

নাজ্‌ওয়াল্‌ লাযীনা য্বালামূ হাল্‌ হা-যা- ইল্লা- বাশারুম্‌ মিছ্‌লুকুম, আফাতা'তূনাস্‌ সিহ্বরা
জালিমরা চুপে চুপে পরামর্শ করে বলে, এতো তোমাদের মতই একজন মানুষ। এর পরেও কি তোমরা দেখেশুনে যাদুর

وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ٤ قَالَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ

ওয়া আন্‌তুম তুব্‌স্বিরূন। ৪। ক্বা-লা রাব্‌বী ইয়া'লামুল্‌ ক্বাওলা ফিস্‌ সামা—ই ওয়াল্‌ আরদ্বি ওয়া হুওয়াস্‌
মধ্যে ফেঁসে যাবে? (৪) তিনি (রাসূল) বল্‌ল, আমার প্রতিপালক আকাশ ও যমীনের সব কথাই জানেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ بَلْ قَالُوْا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

সামী'উল 'আলীম। ৫। বাল্‌ ক্বা-লূ আদ্বগা-ছু আহ্বলা-মিম্‌ বালিফ্‌তারা-হু বাল্‌ হুওয়া শা-'ইর,
মহাজ্ঞানী। (৫) তারা (আরও) বলে, (এ কুরআন) অলীক স্বপ্ন। বরং হয় তিনি তা মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছেন, না হয় তিনি একজন কাব্য রচয়িতা। নতুবা তিনি আমাদের

فَلْيَأْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ٦ مَا اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا

ফাল্‌ইয়া'তিনা- বিআয়া-তিন কামা~উরসিলাল্‌ আওয়্যালূন। ৬। মা~আ-মানাত্‌ ক্বাব্‌লাহুম্‌মিন ক্বারইয়াতিন আহ্‌লাক্‌না-হা-;
সামনে এমন কোন নিদর্শন নিয়ে আসুক, যেরূপ পূর্বের রাসূলদের উপর প্রেরিত হয়েছিল। (৬) তাদের পূর্বে যত জনপদই আমি ধ্বংস করেছি, তাদের অধিবাসিরা ঈমান আনেনি।

اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ٧ وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ

আফাহুম ইউ'মিনূন। ৭। ওয়া মা~আরসাল্‌না- ক্বাব্‌লাকা ইল্লা- রিজ্বা-লান্‌নূহী~ইলাইহিম ফাস্‌আলূ~আহ্‌লায্‌
তবে কি তারা ঈমান আনবে? (৭) আপনার পূর্বেও যত রাসূল আমি প্রেরণ করেছি সবই ছিল পুরুষ যাদের কাছে আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম।

○ টীকা (আঃ ৩) ঃ কাফিররা রাসূল (সা)-এর নসীহত শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে কয়েকজন মিলে গোপনে পরামর্শ সভায় একত্রিত হয়। সেখানে তারা রাসূল (সা)-এর সম্পর্কে বলে, 'ইনিতো আমাদের মতই একজন মানুষ। এতো কোন ফেরেশতা নয় এবং তার আলাদা কোন বৈশিষ্ট্যও নেই। তবে তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো সে জাদু জানে। তিনি যে কালাম পড়ে শোনান তা তো জাদুরই কালাম। আর তোমাদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই যে, তোমরা তার কাছে যাও? তোমরা তার ধারে কাছেও যাবে না।' তাদের এসব ষড়যন্ত্রের কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। (শাঃ হিঃ)

الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ٨ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا

যিক্‌রি ইন্‌ কুন্‌তুম লা- তা'লামূন। ৮। ওয়া মা- জ্বা'আল্‌না-হুম জ্বাসাদাল লা- ইয়া'কুলূনাত্ব ত্বা'আ-মা ওয়া মা-
তোমরা জ্ঞানবানদের কাছে জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জান। (৮) আমি তাদের এমন দেহবিশিষ্ট করে তৈরি করিনি যে তারা খাদ্য দ্রব্য খেতনা এবং তারা চিরজীবী

كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ٩ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ

কা-নূ খা-লিদীন। ৯। ছুম্মা স্বাদাক্বনা-হুমুল্‌ ওয়া'দা ফাআন্‌ জ্বাইনা-হুম ওয়ামান্‌নাশা—উ
ছিল না। (৯) অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার কৃতপ্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা নাজাত দিয়েছিলাম এবং

وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ١٠ لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا

ওয়া আহ্‌লাক্‌নাল্‌ মুসরিফীন। ১০। লাক্বাদ্‌ আন্‌যাল্‌না~ইলাইকুম্‌ কিতা-বান ফীহি যিক্‌রুকুম; আফালা-
সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (১০) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমাদের জন্য রয়েছে উপদেশ, এর পরেও কি তোমরা

تَعْقِلُوْنَ ١١ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ

তা'ক্বিলূন। ১১। ওয়া কাম্‌ ক্বাস্বাম্‌না- মিন্‌ ক্বারইয়াতিন কা-নাত্‌ জ্বা-লিমাতাও ওয়া আন্‌ শা'না- বা'দাহা- ক্বাওমান আ-খারীন্‌।
বুঝতে পারছনা। (১১) আমি বহু জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। যার অধিবাসীরা ছিল অত্যাচারী এবং তাদের পরে আমি অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি।

١٢ فَلَمَّا اَحَسُّوْا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ١٣ لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْا اِلٰى مَا

১২। ফালাম্মা~আহ্বাস্‌সূ বা'সানা~ইযা- হুম্‌মিন্‌হা- ইয়ারকুদ্বূন। ১৩। লা- তারকুদ্বূ ওয়ারজ্বি'উ~ইলা- মা~
(১২) অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তির কথা উপলব্ধি করল, তখনই তারা জনপদ থেকে পালাতে লাগল। (১৩) তখন বলা হয়েছিল তোমরা পলায়ন কর না এবং তোমরা ফিরে এস সে দিকে; যেখানে তোমরা বিলাস

اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ ١٤ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

উত্‌রিফ্‌তুম ফীহি ওয়া মাসা-কিনিকুম লা'আল্লাকুম তুস্‌আলূন। ১৪। ক্বা-লূ ইয়া ওয়াইলানা~ইন্না কুন্না-জ্বা-লিমীন।
জীবন-যাপন করতে এবং তোমাদের বাসগৃহে, হয়তঃ তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করবে। (১৪) তারা বলতে লাগল, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! নিশ্চই আমরা ছিলাম অত্যাচারী।

١٥ فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ١٦ وَمَا خَلَقْنَا

১৫। ফামা- যা-লাত্‌ তিল্‌কা দা'ওয়া-হুম হ্বাত্তা- জা 'আল্‌না-হুম হ্বাস্বীদান খা-মিদীন। ১৬। ওয়া মা- খালাক্বনাস্‌
(১৫) অতঃপর সর্বদাই চলতে থাকে তাদের সে (আর্তনাদ) কথা, যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য এবং নিভে যাওয়া অগ্নি সদৃশ না করি। (১৬) আমি সৃষ্টি করিনি

السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ١٧ لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ

সামা—আ ওয়াল্‌ আরদ্বা ওয়া মা-বাইনাহুমা- লা-'ইবীন। ১৭। লাও আরাদ্‌না~আনন্‌নাত্তাখিযা লাহওয়াল লাত্তাখায্‌না-হু
আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থিত সব কিছু খেলার ছলে। (১৭) যদি আমি ইচ্ছা করতাম যে, খেল-তামাশার কিছু বস্তু বানাব, তবে তা আমার নিকট থেকেই

○ টীকা (আঃ ১২) ঃ কথিত আছে যে, ইয়ামান দেশের কোন এক শহরে একজন নবী প্রেরিত হয়েছিলেন। তথাকার অধিবাসীরা তাঁকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া পরিশেষে মেরেই ফেলল। এই হত্যার প্রতিশোধের জন্য আল্লাহ্‌ তথায় বিখ্যাত অত্যাচারী রাজা 'বোখতে নাছছার'কে পাঠালেন। সে তাদেরকে একাধারে হত্যা করতে লাগল। গায়েব হতে আওয়ায আসল, হে পয়গম্বরদের হত্যা কারীরা! আস, এখন প্রতিশোধ গ্রহণের সময়, তখন তারা তওবা করতে লাগল, কিন্তু কোনই ফল হল না, সকলকেই ধ্বংস করে দেয়া হল। আয়তগুলোতে আল্লাহ্‌ তাদের বিষয় বর্ণনা করেছেন। (মুঃ কোঃ)

مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٨﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ

মিল্লাদুন্না~ইন্কুন্না- ফা-'ইলীন। ১৮। বাল্ নাক্বযিফু বিল্ হাক্কি 'আলাল্ বা-ত্বিলি ফাইয়াদমাগুহূ

বানিয়ে নিতাম, যদি আমার করার-ই হত। (১৮) বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি। অতঃপর মিথ্যাকে সে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়

فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ

ফাইযা- হুওয়া যা-হিক্ব; ওয়া লাকুমুল্ ওয়াইলু মিম্মা- তাসিফূন। ১৯। ওয়া লাহূ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি

এবং তখনই সে (মিথ্যা) বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর তোমাদের জন্য সর্বনাশ, তোমরা যে কথা (বানিয়ে) বলছ, তার জন্য। (১৯) আকাশ

وَالْاَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۝

ওয়াল আরদ্বি; ওয়া মান 'ইন্দাহূ লা- ইয়াস্তাক্বিরূনা 'আন্ 'ইবা-দাতিহী ওয়ালা- ইয়াস্তাহ্সিরূন।

ও যমীনে যা কিছু আছে তারা সবই আল্লাহর এবং যারা তাঁর নিকটে আছে তারা তাঁর ইবাদাতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তও হয় না।

﴿٢٠﴾ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢١﴾ اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ

২০। ইউসাব্বিহূনাল লাইলা ওয়ান্ নাহা-রা লা- ইয়াফ্তুরূন। ২১। আমিত্তাখাযূ~আ-লিহাতাম্মিনাল্ আর্দ্বি

(২০) তারা দিন রাত (আল্লাহর) তাসবীহ্ বর্ণনা করে এবং তাঁরা অলসতা করে না। (২১) তারা পৃথিবীতে (মাটির তৈরী) যাকে উপাস্য বানিয়েছে, সেগুলো কি

هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿٢٢﴾ لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ

হুম্ ইউন্শিরূন। ২২। লাও কা-না ফীহিমা~আ-লিহাতুন ইল্লাল্লা-হু লাফাসাদাতা-। ফাসুব্হানাল্লা-হি রাব্বিল্

জীবন দান করতে পারে? (২২) যদি আকাশ ও যমীনে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকতো, তবে এ দুটোই ধ্বংস হয়ে যেত। আরশের অধিপতি আল্লাহ্, পবিত্র

الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٣﴾ لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٤﴾ اَمِ اتَّخَذُوْا

'আরশি 'আম্মা- ইয়াসিফূন। ২৩। লা- ইউস্'আলু আম্মা ইয়াফ্'আলু ওয়াহুম ইউস্আলুন। ২৪। আমিত্ তাখাযূ

তার থেকে, যা মুশরিকরা বলে। (২৩) তিনি যা করেন সে বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হবে না, কিন্তু তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে। (২৪) তারা কি আল্লাহ ব্যতীত

مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ۗ

মিন্ দূনিহী~আ-লিহা-হ; কুল্ হা-তূ বুর্হা-নাকুম হা-যা- যিক্রু মাম্মা'ইয়া ওয়া যিক্রু মান্ ক্বাব্লী;

অন্য মাবুদ গ্রহণ করেছে? (তাদেরকে) বলুন, তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এটাই তাদের উপদেশ যারা আমার সাথে আছে এবং এটাই (তাদের) উপদেশ যারা আমার

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

বাল্ আক্ছারুহুম লা- ইয়া'লামূনাল্ হাক্কা ফাহুম্মু'রিদ্বূন। ২৫। ওয়া মা~আরসালনা- মিন্ ক্বাব্লিকা

পূর্বে ছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশেই প্রকৃত সত্য (বিষয়) জানত না, এ কারণে তারা মুখ ফিরিয়ে থাকে। (২৫) আপনার পূর্বে আমি যে রাসূল প্রেরণ করেছি

مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٦﴾ وَقَالُوا

মির রাসূলিন্ ইল্লা- নূহী- ইলাইহি আন্নাহূ লা~ইলা-হা ইল্লা~আনা ফা'বুদূন। ২৬। ওয়া ক্বালুত্

তাঁর প্রতি এই ওহী পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর। (২৬) (মুশরিকরা) বলে,

اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٧﴾ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ

তাখাযার রাহ্মা-নু ওয়ালাদান সুব্হা-নাহ; বাল্ 'ইবা-দুম মুক্রামূন। ২৭। লা-ইয়াস্বিকূনাহূ বিল্ কাওলি

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি (আল্লাহ) এর থেকে পবিত্র। বরং তারা সবই তাঁর সম্মানিত বান্দা। (২৭) তারা কোন কথায় তাঁর

وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ

ওয়াহুম বিআমরিহী ইয়া'মালূন। ২৮। ইয়া'লামু মা- বাইনা আইদীহিম ওয়া মা- খাল্ফাহুম ওয়া লা- ইয়াশ্ফা'উনা

আগে বাড়ে না বরং তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। (২৮) তিনি (আল্লাহ) তাদের আগে-পিছে যা কিছু আছে সব বিষয় সম্পর্কে জানেন। যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট,

اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ

ইল্লা- লিমানির তাদ্বা- ওয়া হুম্মিন খাশ্ইয়াতিহী মুশ্ফিকূন্। ২৯। ওয়া মাই ইয়াকুল্ মিনহুম ইন্নী~

তারা শুধু তাদেরই জন্য সুপারিশ করবে এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত থাকে। (২৯) তাদের মধ্যে যদি কেউ বলে যে, আল্লাহ ব্যতীত

اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٠﴾ اَوَلَمْ

ইলাহুম্ মিন দূনিহী ফাযা-লিকা নাজ্যীহি জ্বাহান্নাম; কাযা-লিকা নাজ্যীয্ যা-লিমীন। ৩০। আওয়া লাম

আমিই ইবাদাতের যোগ্য। আমি তাকে প্রতিফল দিব জাহান্নাম। আমি এভাবেই পাপীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি, (৩০) কাফিররা

يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا

ইয়ারাল্ লাযীনা কাফারূ~আন্নাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা কা-নাতা- রাতক্বান্ ফাফাতাক্ব না-হুমা-; ওয়াজ্বা'আল্না-

কি এটা দেখে না যে, আকাশ ও পৃথিবী পরস্পর মিলিত ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং আমি প্রত্যেক প্রাণী

مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۗ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِيَ

মিনাল্ মা— ই কুল্লা শাইয়িন হাইয়্য; আফালা- ইউ' মিনূন। ৩১। ওয়া জ্বা'আল্না- ফিল্ আরদ্বি রাওয়া-সিয়া

কে পানি দ্বারা সৃষ্টি করলাম। তার পরেও কি তারা ঈমান আনবে না? (৩১) আমি পৃথিবীতে অনড় পাহাড় বানিয়েছি, যাতে সে (পৃথিবী) সৃষ্টিকে

اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَجَعَلْنَا

আন তামীদা বিহিম; ওয়া জ্বা'আলনা- ফীহা- ফিজ্বা-জ্বান সুবুলাল্ লা'আল্লাহুম ইয়াহ্তাদূন। ৩২। ওয়া জ্বা'আল্নাস

হেলাতে না পারে, এবং আমি তার মধ্যে প্রশস্ত রাস্তা বানিয়েছি, যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে। (৩২) এবং আমি

السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ

সামা— আ সাক্বফাম্ মাহ্ফূজ্বাও ওয়াহুম 'আন আ-ইয়া-তিহা- মু'রিদ্বূন। ৩৩। ওয়া হুওয়াল্ লাযী খালাক্বাল লাইলা

আকাশকে নিরাপদ ছাদ রূপে বানিয়েছি, কিন্তু তারা আকাশের নিদর্শনসমূহের (ধ্যান) থেকে বিমুখ হয়ে চলছে। (৩৩) তিনিই এমন, যিনি রাত ও

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩০) ঃ كانتا رتقا..... - رتق অর্থ- বন্ধ। فتق অর্থ- খোলা, পৃথক করে দেয়া। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী সর্ব প্রথমে পরস্পরে মিলিত ছিল। আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম। আকাশকে উপরে নিয়ে গেলাম যার থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং পৃথিবীকে যথাস্থানে রেখে দিলাম। যাতে তাতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

✪ টীকা (আঃ ৩০) ঃ যদিও তওহীদের প্রমাণ সম্বন্ধীয় উপরোক্ত আয়াতসমূহে মুশরিকদের পূজিত মূর্তিসমূহে যে সমস্ত গুণ নেই বলে উল্লেখ হয়েছে, তা মূর্তির মধ্যে আছে বলে মশরিকরাও বিশ্বাস করে না, কিন্তু উদ্দেশ্য এই যে, উপাস্য হতে হলে এসমস্ত গুণ থাকতে হবে। মূর্তিগুলো যেহেতু এসমস্ত গুণের অধিকারী নয়, কাজেই উপাস্য হওয়ার যোগ্যও নয়। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩১) ঃ يهتدون - অর্থাৎ এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার পথ মিলে যায়। যাতায়াতের সুন্দর ব্যবস্থা হয়। আর এক অর্থ হতে পারে, এ কুদরতের মাধ্যমে আল্লাহর নিদর্শন দেখে মানুষ আল্লাহর পথ পেয়ে যেতে পারে। (তাঃ উসমানী)

وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن

ওয়ান্নাহা-রা ওয়াশ্ শাম্সা ওয়াল ক্বামার; কুল্লুন ফী ফালাকিঁই ইয়াস্বাহূন। ৩৪। ওয়া মা- জ্বা'আল্না- লিবাশারিম্মিন

দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতরিয়ে চলছে। (৩৪) আমি আপনার পূর্বে কোন মানুষকেও

قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

ক্বাবলিকাল্ খুলদ; আফাইম্মিত্তা ফাহুমুল খা-লিদূন। ৩৫। কুল্লু নাফ্সিন যা—ইক্বাতুল্ মাওত'

চিরজীবী করি নি। সুতরাং যদি আপনি মৃত্যুবরণ করেন, তবে কি তারা চিরদিন বেঁচে থাকবে? (৩৫) প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদগ্রহণ করবে। আমি তোমাদেরকে

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا رَآكَ

ওয়া নাব্লূকুম বিশ্ শার্‌রি ওয়াল্ খাইরি ফিত্নাহ; ওয়া ইলাইনা- তুরজ্বা'উন। ৩৬। ওয়া ইযা- রাআ-কাল

পরীক্ষা করি আর তোমাদের প্রত্যেককে মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে লিপ্ত করে এবং তোমরা সকলেই আমার কাছে ফিরে আসবে। (৩৬) যখন আপনাকে

الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ

লাযীনা কাফারু~ইঁই ইয়াত্তাখিযূনাকা ইল্লা- হুযুওয়া-; আহা-যাল্লাযী ইয়াযকুরু আ-লিহাতাকুম;

কাফিরেরা, দেখে তখন আপনাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, (আর বলে) এ কি সেই (ব্যক্তি), যে তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে?

وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُورِيكُمْ

ওয়াহুম বিযিক্‌রির্ রাহ্মা-নি হুম কা-ফিরূন। ৩৭। খুলিক্বাল্ ইনসা-নু মিন্ আজ্বাল; সাউরীকুম

অথচ তারাই রহমানের স্মরণকে অস্বীকার করে। (৩৭) মানুষকে ব্যস্ততার চরিত্র দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি তোমাদেরকে নিদর্শনাবলী

آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

আ-ইয়া-তী ফালা- তাস্তা'জ্বিলূন। ৩৮। ওয়া ইয়াক্বূলূনা মাতা- হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন।

অতি শীঘ্রই দেখাব, সুতরাং তোমরা দ্রুত করতে বল না। (৩৮) তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে (বল) এ প্রতিশ্রুতি কবে (বাস্তবায়িত) হবে?

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن

৩৯। লাও ইয়া'লামুল্ লাযীনা কাফারূ হীনা লা- ইয়াকুফ্ফূনা 'আওঁ উজূহিহিমুন্না-রা ওয়ালা- 'আন

(৩৯) হায়! যদি কাফিরেরা জানত যে, সে সময় তারা আগুনকে তাদের সন্মুখ দিক হতেও নিবৃত্ত করতে পারবে না, এবং তাদের

ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

জুহূরিহিম ওয়ালা- হুম ইউন্স্বারূন। ৪০। বাল্ তা'তীহিম বাগ্‌তাতান্ ফাতাব্‌হাতুহুম ফালা- ইয়াস্তাত্বী'উনা

পৃষ্ঠ দেশ হতেও না এবং তাদের সাহায্যও করা হবেনা। (৪০) বরং সে (সময়) টি তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে, অতঃপর তাদেরকে হতভম্ব করে দিবে, তারা তা ফিরাবার

○ টীকা (আঃ ৩৬) ঃ অর্থাৎ তাদের অভিযোগ এই যে, আপনি তাদের দেবতাগণকে অবিশ্বাস করেন, অথচ তারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে। তাদের নিজ অবস্থার প্রতি উপহাস করা উচিত। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৩৭) ঃ আর কাফিররা শাস্তির কথা শ্রবণ করে অবিশ্বাস হেতু এর জন্য তাগাদা করে। এই তাগাদা মানুষের স্বভাবসুলভ বিশেষত্ব এবং এরা এমন ভাবে তাদের স্বভাবজাত হয়েছে যেন মানুষ জলদি স্বভাব দিয়েই সৃষ্ট হয়েছে। (বঃ কোঃ) অর্থাৎ, সে শাস্তি সম্বন্ধে এরা অজ্ঞ বলেই এরূপ নির্বিকার মনের কথা বলেছে। (বঃ কোঃ)।

رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ

রাদ্দাহা- ওয়ালা- হুম ইউনযারূন। ৪১। ওয়ালাক্বাদিস্ তুহ্‌যিয়া বিরুসুলিম্মিন ক্বাব্‌লিকা ফাহ্বা-ক্বা

শক্তি ও রাখবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না। (৪১) আপনার পূর্বেও রাসূলগণের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল,

بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم

বিল্লাযীনা সাখিরূ মিন্‌হুম্মা- কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্‌যিউন। ৪২। কুল্ মাই ইয়াক্‌লাউকুম

অতঃপর ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদেরকে সে বস্তুই ঘিরে নিয়েছিল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল। (৪২) বলুন, রহমান হতে,

بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ

বিল্লাইলি ওয়ান্নাহা-রি মিনার্ রাহ্মা-ন; বাল্ হুম 'আন্ যিক্‌রি রাব্বিহিম্মু'রিদূন। ৪৩। আম লাহুম

দিন ও রাতে তোমাদেরকে কে রক্ষা করতে পারবে? তবুও তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ থাকে। (৪৩) তবে কি আমি ছাড়া তাদের অন্য কোন

آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ

আ-লিহাতুন তাম্না'উ হুম্মিন দূনিনা-; লা- ইয়াস্তাত্বী'উনা নাস্ব্‌রা আনফুসিহিম ওয়া লা- হুম্মিন্না- ইউস্বহাবূন।

উপাস্য আছে, যারা তাদের (বিপদ থেকে) রক্ষা করবে? বরং তারা তো তাদের নিজেদেরই সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না এবং আমার মোকাবিলায় তারা কারো সাহায্য পাবে না।

﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي

৪৪। বাল্ মাত্তা'না- হা~উলা—ই ওয়া আ-বা—আহুম হাত্তা- ত্বা-লা 'আলাইহিমুল 'উমুর; আফালা- ইয়ারাওনা আন্না- না'তিল্

(৪৪) বরং আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পার্থিব সামগ্রী দিয়েছিলাম। এমনকি তাদের বয়স কাল। দীর্ঘ হয়েছিল (বৃদ্ধি-পেয়েছিল) তারা কি দেখে না যে,

الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ ۚ

আরদ্বা নানকুস্বুহা- মিন আত্বরা-ফিহা-; আফাহুমুল গা-লিবূন। ৪৫। কুল ইন্নামা~উনযিরুকুম বিল্ ওয়াহ্য়ি,

আমি তাদের যমীনকে চারদিক থেকে সংকীর্ণ করে আনছি, তবুও কি তারা বিজয়ী হবে? (৪৫) (তাদেরকে) আপনি বলুন, আমি তো শুধু তোমাদেরকে আল্লাহর ওহী দ্বারা

وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ

ওয়ালা- ইয়াস্‌মা'উস্বস্বুম্মুদ্‌দু আ— আ ইযা- মা- ইউন্‌যারূন। ৪৬। ওয়ালাইম্‌মাস্‌সাত্‌হুম নাফ্‌হাতুম্‌মিন

সতর্ক করি, কিন্তু যারা শ্রবণশক্তিহীন (বধির), যখন তাদেরকে সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে আহবান শুনে না। (৪৬) যদি আপনার প্রতিপালকের

عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ

'আযা-বি রাব্বিকা লাইয়াক্বূলুন্না ইয়া- ওয়াইলানা~ইন্না- কুন্না- যা-লিমীন। ৪৭। ওয়া নাদ্বা'উল্ মাওয়া-যীনাল্ ক্বিস্‌ত্বা

শাস্তির বিন্দু বাতাসও তাদের স্পর্শ করে, তবে অবশ্যই বলে উঠবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! নিশ্চয়ই আমরা অত্যাচারী। (৪৭) কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়ের মাপযন্ত্র রাখব;

لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ

লিইয়াওমিল ক্বিয়া-মাতি ফালা- তুয্‌লামু নাফসুন্ শাইআ-; ওয়া ইন্ কা-না মিছক্বা-লা হাব্বাতিম্মিন খারদালিন

অতঃপর কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না এবং দানা পরিমাণও যদি (কারো) আমল হয়, তাও আমি (হিসাবের জন্য)

اٰتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً

আতাইনা- বিহা-; ওয়া কাফা- বিনা- হা-সিবীন। ৪৮। ওয়ালাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসা- ওয়া হা-রূনাল্ ফুরক্বা-না ওয়া দ্বিয়া—আওঁ

উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমি যথেষ্ট। (৪৮) আমি মূসা ও হারুনকে ফুরকান দিয়েছিলাম, যা পরহেজগারদের জন্য- ফয়সালাকারী

وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ

ওয়া যিক্রাল্লিল মুত্তাক্বীনা-। ৪৯। আল্লাযীনা ইয়াখ্শাওনা রাব্বাহুম বিল্ গাইবি ওয়া হুম্মিনাস্সা-'আতি

এবং জ্যোতি ও উপদেশ, (৪৯) যারা তাদের প্রতিপালককে অদৃশ্যভাবে ভয় করে এবং যারা কিয়ামত সম্পর্কেও

مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ

মুশ্ফিকূন। ৫০। ওয়া হা-যা- যিক্রুম মুবা-রাকুন আন্যাল্না-হু; আফা আন্তুম লাহূ মুন্কিরূন। ৫১। ওয়ালাক্বাদ্

ভীত-সন্ত্রস্ত। (৫০) আর এ মঙ্গলময় উপদেশ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা এর অস্বীকারকারী হবে? (৫১) আমি তো

اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ

আ-তাইনা~ইব্রা-হীমা রুশ্দাহূ মিন ক্বাবলু ওয়া কুন্না- বিহী 'আ-লিমীন। ৫২। ইয্ক্বা-লা লিআবীহি ওয়া ক্বাওমিহী

এর পূর্বে ইবরাহীমকে তার সুবুদ্ধি দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে ভালভাবেই জানতাম। (৫২) যখন তিনি তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন,

مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ

মা- হা-যিহিত তামা-ছীলুল্লাতী~ আন্তুম লাহা- 'আকিফূন। ৫৩। ক্বা-লূ ওয়াজ্বাদ্না~ আ-বা~আনা- লাহা- 'আ-বিদীন।

এ মূর্তিগুলো কী, যেগুলোর (পূজার) জন্য তোমরা নিজেকে নিবেদিত করেছ? (৫৩) তারা উত্তর দিল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকেএগুলোর পূজা করতে পেয়েছি (দেখেছি)।

﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ

৫৪। ক্বা-লা লাক্বাদ্ কুন্তুম আন্তুম ওয়া আ-বা—উকুম ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৫৫। কা-লূ~আজ্বি'তানা- বিল্ হাক্ক্বি

(৫৪) তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষ সবাই স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত। (৫৫) তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়ে এসেছ,

اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ

আম আনতা মিনাল্ লা-'ই বীন। ৫৬। ক্বা-লা বার্ রাব্বুকুম রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বিল্লাযী

না তুমি ঠাট্টা-কৌতুক করছ? (৫৬) তিনি বললেন, না, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের প্রতিপালকতো আকাশ ও যমীনের প্রতিপালক।

فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ

ফাত্বারাহুন্না, ওয়া আনা 'আলা- যা-লিকুমমিনাশ্ শা-হিদীন। ৫৭। ওয়া তাল্লা-হি লাআকীদান্না আস্না-মাকুম

যিনি সেগুলো সৃষ্টি করেছেন। আমি তো এ বিষয়েরই সাক্ষী। (৫৭) এবং আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই কৌশল করব তোমাদের মূর্তিগুলোসম্পর্কে।

بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ

বা'দা আন তুওয়াল্লু মুদ্বিরীন। ৫৮। ফাজ্বা 'আলাহুম জুযা-যান ইল্লা- কাবীরাল লাহুম লা'আল্লাহুম ইলাইহি

তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবার পরে। (৫৮) অতঃপর তিনি, সব (মূর্তি) গুলোকে টুকরো টুকরো করেদিলেন, তাদের বড় (মূর্তি)-টি ব্যতীত, যাতে তারা (মূর্তি পূজকরা)

রুকু ৪

يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا سَمِعْنَا

ইয়ারজ্বি'উন। ৫৯। ক্বা-লূ মান ফা'আলা হা-যা- বিআ- লিহাতিনা~ইন্নাহূ লামিনাজ্ জ্বা-লিমীন। ৬০। ক্বা-লূ সামি'না-

তাঁর দিকে ফিরে আসে। (৫৯) তারা বলল, আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ কে করল? এ ব্যক্তি তো অবশ্যই জালিম। (৬০) (তাদের মধ্যে)

فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ

ফাতাই ইয়ায্কুরুহুম ইউক্বা-লু লাহূ~ইব্রা-হীম। ৬১। ক্বা-লূ ফা'তু বিহী 'আলা~আ'ইউনিন্না-সি

কেউ কেউ বলল, আমরা এক যুবকেরে এদের বিষয় আলোচনা করতে শুনেছি তাকে ইবরাহীম বলা হয়। (৬১) তারা বলল, (আচ্ছা) তাকে মানুষের সামনে নিয়ে এস,

لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾ قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ

লা'আল্লাহুম ইয়াশ্হাদূন। ৬২। ক্বা-লূ~আ আনতা ফা'আল্তা হা-যা- বিআ-লিহাতিনা~ইয়া- ইব্রা-হীম। ৬৩। ক্বা-লা

যাতে সব মানুষ তাকে দেখতে পায়। (৬২) তারা বলল, (হে ইবরাহীম)! তুমি কি আমাদের উপাসাদের সাথে এ ধরনের কাজ করেছ? (৬৩) তিনি উত্তর দিলেন

بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى

বাল্ ফা'আলাহূ কাবীরুহুম হা-যা- ফাস্আলূহুম ইন্ কা-নূ ইয়ান্তিক্বূন। ৬৪। ফারাজ্বা'উ ইলা~

(না) বরং এ কাজ তাদের যে প্রধান করেছে। সুতরাং তোমরা এদের কাছেই জিজ্ঞাসা কর, যদি এরা কথা বলতে পারে। (৬৪) অতঃপর তারা নিজ মনে চিন্তা

اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ

আন্ফুসিহিম ফাক্বা-লূ~ইন্নাকুম আন্তুমুয্ য্ব-লিমূন। ৬৫। ছুম্মা নুকিসূ 'আলা- রুঊসিহিম, লাক্বাদ্

করল এবং (একে অপরকে) বলল (প্রকৃত পক্ষে) তোমরাই তো জালিম। (৬৫) অতঃপর লজ্জায় তাদের মাথা উপুড় হয়ে গেল এবং (বলতে লাগল যে) এটাতো তোমার অবশ্যই

عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ

'আলিম্তা মা- হা~উলা—ই ইয়ানত্বিকূন। ৬৬। ক্বা-লা আফাতা'বুদূনা মিন দূনিল্লা-হি মা- লা- ইয়ান্ফা'উকুম

জানা আছে যে, এগুলো কথাবার্তা বলতে পারে না। (৬৬) তিনি (ইবরাহীম) বললেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত এমন কারো ইবাদাত করছ, যে না তোমার কোন উপকার

شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

শাইয়াওঁ ওয়া লা- ইয়াদ্বুর্রুকুম। ৬৭। উফ্ফিল্লাকুম ওয়া লিমা- তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হ; আফালা- তা'ক্বিলুন।

করতে পারবে, না তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে? (৬৭) আক্ষেপ তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা ইবাদাত কর তাদের জন্য তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

﴿٦٧﴾ قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ

৬৮। ক্বা-লূ হার্রিক্বূহু ওয়ান্সুরু~আ-লিহাতাকুম ইন্ কুনতুম ফা-'ইলীন। ৬৯। কুল্না- ইয়া-না-রুকূনী

(৬৮) তারা বলল, তবে তাকে জালিয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যগুলোকে, সাহায্য কর যদি তোমাদের কিছু করাতে চাও। (৬৯) আমি (অগ্নিকে) বললাম, হে অগ্নি!

○ টীকা (আঃ ৬৩) ঃ শব্দগুলি থেকে স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ) এ কথাগুলো এজন্য বলেছিলেন, যাতে তারা এর উত্তরে নিজেরাই একথা স্বীকার করে যে তাদের মা'বুদগুলো একেবারেই শক্তিহীন, তাদের কাছ থেকে কোন কাজেরই আশা করা যেতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে যুক্তির খাতিরে যদি কোন মানুষ প্রকৃত ঘটনার খেলাফ কোন কথা বলে' তবে কথাকে মিথ্যা বলা যেতে পারে না, কেননা, সে ব্যক্তি মিথ্যা বলার সংকল্প নিয়ে এরূপ কথা বলে না; বরং যাকে সম্বোধন করে বলা হয় সেও সে কথাকে মিথ্যা বলে মনে করে না। যে বলে সে নিজের বক্তব্যের যৌক্তিকতা সাব্যস্ত করতেই বলে এবং যে শোনে সেও সেই অর্থে তা গ্রহণ করে।

بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾

বারদাওঁ ওয়া সালা-মান 'আলা~ইবরা-হীম। ৭০। ওয়া আরা-দূ বিহী কাইদান ফাজ্বা'আল্না- হুমুল আখ্সারীনা।

তুমি ইবরাহীমের উপর ঠাণ্ডা এবং আরামদায়ক হয়ে যাও। (৭০) তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে অকৃতকার্য করেছিলাম।

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ

৭১। ওয়া না-জ্জাইনা-হু ওয়া লূত্বান ইলাল্ আরদ্বিল্লাতী বা-রাক্না- ফীহা- লিল্ 'আলামীন। ৭২। ওয়া ওয়াহাব্না- লাহূ~

(৭১) আমি ইবরাহীম ও লূতকে উদ্ধার করে সে যমীনের দিকে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রেখেছি। (৭২) আমি তাঁকে দান করেছিলাম,

اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ

ইস্হা-ক্ব; ওয়া ইয়া'কূবা না-ফিলাহ; ওয়া কুল্লান জ্বা'আলনা- স্বা-লিহীন। ৭৩। ওয়া জ্বা'আল্না-হুম আইম্মাতাই ইয়াহ্দূনা

ইসহাককে এবং পুরস্কার স্বরূপ ইয়াকুবকে দান করেছিলাম এবং প্রত্যেককেই আমি সৎকর্মশীল বানিয়েছি। (৭৩) আমি তাদেরকে বানিয়েছিলাম নেতা; তারা আমার

بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ

বিআমরিনা- ওয়া আওহাইনা~ইলাইহিম্ ফি'লাল্ খাইরা-তি ওয়া ইক্বা-মাস্ স্বালা-তি ওয়া ঈতা—আয্ যাকা-হ,

নির্দেশানুযায়ী মানুষদেরকে পথ প্রদর্শন করতো এবং আমি তাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম- নেক কাজ করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত আদায় করতে।

وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ

ওয়া কা-নূ লানা- 'আ-বিদীন। ৭৪। ওয়া লূত্বান আ-তাইনা-হু হুকমাওঁ ওয়া 'ইলমাওঁ ওয়া নাজ্জাইনা-হু মিনাল্ ক্বারইয়াতিল

তারা ছিল আমারই ইবাদাতকারী। (৭৪) আমি লূতকে হিকমত ও জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাকে সেই জনপদ থেকে রক্ষা

الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَ

লাতী কা-নাত্তা'মালুল্ খাবা— ইছ; ইন্নাহুম কা-নূ ক্বাওমা সাওয়িন ফা-সিক্বীন। ৭৫। ওয়া

করেছি, যেখানের অধিবাসীরা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। তারা ছিল অসৎ সম্প্রদায়, পাপাচারী। (৭৫) এবং আমি

ع ৫ ৫ রুকু

اَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ

আদ্খালনা-হু ফী রাহ্মা-তিনা-; ইন্নাহূ মিনাস্বস্বা-লিহীন। ৭৬। ওয়া নূহান ইয্ না-দা- মিন্ ক্বাব্লু

লূতকে আমার রহমতে প্রবেশ করালাম। নিশ্চয়ই তিনি পুণ্যবানদের হতে ছিলেন। (৭৬) নূহের সে সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন তিনি এর পূর্বে দোয়া করেছিলেন,

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ

ফাস্তাজ্বাব্না- লাহূ ফানাজ্জাইনা-হু ওয়া আহ্লাহূ মিনাল্ কারবিল্ 'আযীম। ৭৭। ওয়া নাস্বারনা-হু মিনাল ক্বাওমিল

আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম। (৭৭) এবং তাঁকে আমি সাহায্য করেছিলাম

○ টীকা (আঃ ৬৯) ঃ অর্থাৎ, তোর দাহিকা শক্তি রহিত থাক্, যেন ইবরাহীম দগ্ধ না হয় এবং ক্ষতিকর ঠাণ্ডাও না হয়, মধ্যম প্রকারের স্নিগ্ধ বায়ু হয়ে যা। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৭০) ঃ ইবরাহীম (আ) অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্র তাঁর বন্ধন-রজ্জু পুড়ে ভষ্ম হয়ে গেল এবং অগ্নিকুণ্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত হল। মিঠা পানির একটি হাউজ তথায় উৎপন্ন হল। তিনি আরামে বসে থাকলেন। (মুঃ কোঃ)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৭২) ঃ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً - نَافِلَةً অতিরিক্ত বিষয়কে বলে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) শুধু পুত্রের জন্য দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে তার আবেদন ব্যতীতই অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকুবকে (আ) দান করেছেন। (কুঃ কারীম)

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٧٧﴾

লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-; ইন্নাহুম কা-নূ ক্বাওমা সাওইন ফাআগ্রাক্বনা-হুম আজ্বমা'ঈন।

এমন সম্প্রদায়ের মোকাবিলায়, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, নিশ্চয়ই তারা ছিল অসৎ সম্প্রদায়, আমি তাদের সবগুলোকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ

৭৮। ওয়া দা-উদা ওয়া সুলাইমা-না ইয্ ইয়াহ্কুমা-নি ফিল্ হ্বারছি ইয্ নাফাশাত্ ফীহি গানামুল্ ক্বাওম,

(৭৮) এবং স্মরণ করুন, দাউদ ও সুলায়মানকে যখন তারা শস্য ক্ষেত্রের ব্যাপারে বিচার করতে ছিলো যে, এক সম্প্রদায়ের বকরী রাতে অন্যের ক্ষেতে প্রবেশ করেছিল,

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّ

ওয়া কুন্না- লিহুক্মিহিম্ শা-হিদীন। ৭৯। ফাফাহ্হাম্না-হা সুলাইমা-না ওয়া কুল্লান আ-তাইনা- হুকমাওঁ ওয়া

এবং আমি তাদের ফয়সালার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। (৭৯) আমি সুলায়মানকে এর সঠিক ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এবং তাঁদের প্রত্যেককে হিকমত ও জ্ঞান দিয়েছিলাম

عِلْمًا ؗ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنٰهُ

'ইল্মাওঁ ওয়া সাখ্খারনা- মা'আ দা-উদাল্ জ্বিবা-লা ইউসাব্বিহ্না ওয়াত্ব ত্বাইর; ওয়া কুন্না- ফা-'ইলীন। ৮০। ওয়া 'আল্লাম্না-হূ

এবং আমি অধীন করেছিলাম পাহাড়কে দাউদের উপর। তারা তার সাথে তাসবীহ পাঠ করত এবং পাখীগুলোও। আর আমিই এসব কিছু করেছি। (৮০) এবং আমি তাকে

صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

স্বান'আতা লাবূসিল্লাকুম লিতুহ্স্বিনাকুম্মিম্বা'সিকুম, ফাহাল্ আন্তুম শা-কিরূন।

বর্ম নির্মাণ (কারিগরি) শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে যুদ্ধের ক্ষতি থেকে তোমাদেরকে হেফাজত করে। তবুও তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ

৮১। ওয়া লিসুলাইমা-নার রীহ্বা 'আ-স্বিফাতান তাজ্বরী বিআমরিহী~ইলাল আরদ্বিল্লাতী বা-রাক্না- ফীহা-;

(৮১) আর আমি প্রবল বায়ুকে সুলায়মানের অনুগত করে দিয়েছিলাম। যে (বায়ু) তার নির্দেশানুযায়ী সে দেশের দিকে প্রবাহিত হত যেখানে আমি কল্যাণ

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ

ওয়া কুন্না- বিকুল্লি শাইইন 'আ-লিমীন। ৮২। ওয়া মিনাশ্ শায়া-ত্বীনি মাইঁইয়াগূস্বূনা লাহূ ওয়া ইয়া'মা-লূনা

দিয়ে রেখেছি। আর আমি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। (৮২) এবং কতক শয়তানকেও তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলাম যারা তাঁর নির্দেশানুযায়ী ডুবুরীর কাজ করত এবং এ

○ টীকা (আঃ ৭৯) ঃ ঘটনা এই ছিল, ছাগীর পাল রাত্রে কারো ক্ষেত্রে যেয়ে পড়ল। কতক শস্য খেল এবং কতক নষ্ট করল। ক্ষেত্র-স্বামী হযরত দাউদের কোর্টে ছাগীর মালিকের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থী হলে হযরত দাউদ তদন্ত করেন। তদন্তের ফলে যত সংখ্যক ছাগী ছিল, তত পরিমাণে শস্যের ক্ষতি হয়েছিল বলে জানা যায়। হযরত দাউদ ছাগীগুলোকে ক্ষেত্রস্বামীকে দেয়ায়ে দেন। বাদী পক্ষের কোর্ট হতে যাত্রাকালে পথে হযরত সোলায়মানের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি সবিশেষ অবগত হয়ে বুঝতে পারেন যে, পিতা সাহেবের দ্বারা এই ভুল হয়েছে। তাঁর এটাই হুকুম দেয়া উচিত ছিল যে, যে পর্যন্ত শস্য ঠিক না হচ্ছে এবং আসল অবস্থায় না আসছে সে সময় পর্যন্ত ছাগীর মালিক ক্ষেত্রস্বামীর খেদমত করবে, অর্থাৎ– সেই ব্যক্তিই ক্ষেত্রে কার্যে লেগে থাকবে, আর সেই সময় পর্যন্ত দুগ্ধ ও ছাগীর পশম ক্ষেত্রস্বামী নিতে থাকবে, এরপর ছাগীর মালিককে ছাগী ফেরৎ দিবে।

এই ঘটনা এই কারণে স্মৃতিযোগ্য যে, পুত্র পিতার ভুল ধরেছিল, আর পিতা নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছিল। এর মর্ম এই যে, বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভুল করলে কনিষ্ঠকে তার অন্ধ অনুসরণ কর্তব্য নয়। আর বয়ঃজ্যেষ্ঠের পক্ষে নিজের ভুল স্বীকার করা উচিত। এই ঘটনার বর্ণনায় মোশরিক ও ভুতপোরস্তগণের চক্ষুদানই উদ্দেশ্য। কারণ তারা পিতা ও পিতামহগণের অতিশয় অন্ধ-অনুসরকরণ করে চলেছে।

عملا دون ذلك وكنا لهم حفظين ﴿٨٣﴾ وايوب اذ نادى ربه انى

'আমালান দূনা যা-লিক, ওয়া কুন্না- লাহুম হা-ফিজ্বীন। ৮৩। ওয়া আইয়ূবা ইয্‌না-দা- রাব্বাহূ~আন্নী

ছাড়া আরও অনেক কাজ করত এবং আমিই ছিলাম তাদের রক্ষক। (৮৩) আর স্মরণ করুন, আইউবের সে অবস্থার কথা যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে ডেকে বলেছিলেন,

مسنى الضر وانت ارحم الرحمين ﴿٨٤﴾ فاستجبنا له فكشفنا ما به

মাস্‌সানিয়াদ্ব দ্বুর্‌রু ওয়া আন্‌তা আর্‌হ্বামুর্‌ রা-হ্বিমীন। ফাস্তাজ্বাবনা- লাহূ ফাকাশাফ্‌না- মা- বিহী

আমি দুঃখ কষ্টে পড়েছি এবং আপনি দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ অধিক দয়ালু। অতঃপর আমি তার প্রার্থনা কবুল করলাম এবং তার যাবতীয় কষ্ট (রোগ) দূর করে দিলাম এবং

من ضر واتينه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعبدين

মিন দ্বুর্‌রিওঁ ওয়া আ-তাইনা-হু আহ্‌লাহূ ওয়া মিছ্‌লাহুম মা'আহুম রাহ্বমাতাম্‌মিন 'ইনদিনা- ওয়া যিক্‌রা- লিল 'আ-বিদীন।

তাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজন দান করলাম বরং তাদের সাথে তাদের অনুরূপ আরও দিয়েছিলাম আমার পক্ষ হতে রহমত স্বরূপ এবং উপদেশ স্বরূপ ইবাদতকারীদের জন্য।

﴿٨٥﴾ واسمعيل وادريس وذا الكفل كل من الصبرين ﴿٨٦﴾ وادخلنهم

৮৫। ওয়া ইস্‌মা-'ঈলা ওয়া ইদ্‌রীসা ওয়া যাল্‌ কিফ্‌লি; কুল্লুমমিনাস্ব্‌ স্বা-বিরীন। ৮৬। ওয়া আদ্‌খালনা-হুম

(৮৫) আর স্মরণ করুন, ইসামাঈল, ইদরীস এবং যুলকিফল-এর কথা তারা প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল। (৮৬) আমি তাদেরকে আমার

فى رحمتنا انهم من الصلحين ﴿٨٧﴾ وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن

ফী রাহ্বমা-তিনা-; ইন্নাহুম্‌মিনাস্ব স্বা-লিহ্বীন। ৮৭। ওয়া যা-ন্‌নূনি ইয্‌যাহাবা মুগা-দ্বিবান ফাযান্না

রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিলেন সৎকর্ম পরায়ন। (৮৭) এবং স্মরণ করুন, মৎসাওয়ালাদের কথা। যখন তিনি রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিলেন এবং সে ধারণা

ان لن نقدر عليه فنادى فى الظلمت ان لا اله الا انت سبحنك

আল্লান্‌নাক্বদিরা 'আলাইহি ফানা-দা- ফিয্‌ যুলুমা-তি আল্লা~ইলা-হা ইল্লা~আন্‌তা সুব্‌হ্বা-নাকা

করেছিল যে, আমি কখনই তাঁর উপর শাস্তি নির্ধারণ করব না। অতঃপর তিনি অন্ধকার হতে ডেকে বলেছিলেন, (হে আল্লাহ) আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। আপনি পবিত্র,

انى كنت من الظلمين ﴿٨٨﴾ فاستجبنا له ونجينه من الغم وكذلك

ইন্নী কুন্‌তু মিনায্‌ যা-লিমীন। ৮৮। ফাস্তাজ্বাব্‌না- লাহূ ওয়া নাজ্জাইনা-হু মিনাল্‌ গাম্‌মি; ওয়া কাযা-লিকা

নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৮) অতঃপর আমি তাঁর প্রার্থনা কবুল করলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা মুক্ত করলাম, আর এভাবেই আমি মুমিনগণকে

ننجى المؤمنين ﴿٨٩﴾ وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرنى فردا وانت

নুন্‌জিল্‌ মু'মিনীন। ৮৯। ওয়া যাকারিয়্যা- ইয্‌ না-দা- রাব্বাহূ রাব্বি লা- তাযার্‌নী ফার্‌দাওঁ ওয়া আন্‌তা

রক্ষা করি। (৮৯) আর স্মরণ করুন, যাকারিয়া (আ)-এর কথা যখন তিনি তার রবের কাছে দোয়া করেছিলেন যে, হে আমার প্রভু! আমাকে একা (নিঃসন্তান) রাখবেন না,

خير الورثين ﴿٩٠﴾ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه

খাইরুল্‌ ওয়া-রিছীন। ৯০। ফাস্তাজ্বাব্‌না-লাহূ ওয়া ওয়াহাব্‌না- লাহূ ইয়াহ্বইয়া- ওয়া আস্বলাহ্বনা- লাহূ যাওজ্বাহ;

আপনি তো সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। (৯০) অতঃপর আমি তাঁর প্রার্থনা কবুল করেছিলাম এবং তাকে ইয়াহইয়া (কে) দান করেছিলাম এবং তার জন্য তাঁর স্ত্রীকে (সন্তান ধারণের)

انهم كانوا يسرعون فى الخيرت ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا

ইন্নাহুম কা-নূ ইউসা-রি'উনা ফিলখাইরা-তি ওয়া ইয়াদ্‌'উনানা- রাগাবাওঁ ওয়া রাহাবা-; ওয়া কা-নূ লানা-

উপযোগী করে দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তাঁরা সৎ কাজের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হতো, তারা আমাকে ডাকতো, প্রত্যাশা ও ভীত অবস্থায় এবং তাঁরা ছিলেন

خشعين ﴿٩١﴾ والتى احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنها

...া-শি'ঈন। ৯১। ওয়াল্‌লাতী~আহ্বস্বানাত্‌ ফারজ্বাহা- ফানাফা'খ্‌না- ফীহা- মির্‌ রূহ্বিনা- ওয়া জ্বা'আলনা-হা-

...নিত। (৯১) এবং স্মরণ করুন সেই (পূতঃপবিত্র) নারীকে, যে তার কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে

وابنها اية للعلمين ﴿٩٢﴾ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم

ওয়াব্‌নাহা- আ-ইয়াতাল লিল্‌ 'আ-লামীন। ৯২। ইন্না হা-যিহী~উম্মাতুকুম উম্মাতাওঁ ওয়া-হ্বিদাতাওঁ ওয়া আনা রাব্বুকুম

...বং তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন করেছিলাম। (৯২) এটাই তোমাদের দ্বীন (প্রকৃতপক্ষে) দ্বীনতো একই। আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমারই

فاعبدون ﴿٩٣﴾ وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا رجعون ﴿٩٤﴾ فمن يعمل

...ফা'বুদূন। ৯৩। ওয়া তাক্বাত্ত্বা'উ~আমরাহুম বাইনাহুম; কুল্লুন ইলাইনা- রা-জ্বি'উন। ৯৪। ফামাই ইয়া'মাল্‌

...ইবাদাত কর। (৯৩) কিন্তু লোকেরা তাদের পরস্পরের মধ্যে তাদের (দ্বীনের) ব্যাপারে মত পার্থক্য করে রেখেছে। সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। (৯৪) অনন্তর

من الصلحت وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كتبون ﴿٩٥﴾ وحرم

...মিনাস্ব স্বা-লিহ্বা-তি ওয়া হুওয়া মু'মিনুন ফালা- কুফ্‌রা-না লিসা'য়িহ্‌, ওয়া ইন্না- লাহূ কা-তিবূন। ৯৫। ওয়া হ্বারা-মুন

...য় কেউ মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করবে তার কর্ম প্রচেষ্টা বিফল হবে না এবং নিশ্চয় আমি তা লিখে রাখি। (৯৫) এবং যে জনপদকে

على قرية اهلكنها انهم لا يرجعون ﴿٩٦﴾ حتى اذا فتحت ياجوج

'আলা- ক্বারইয়াতিন আহ্‌লাক্‌না-হা~আন্নাহুম লা- ইয়ার্‌জ্বি'উন। ৯৬। হ্বা-ত্তা~ইযা- ফুতিহ্বাত্‌ ইয়া'জূজু

আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার উপর এটা অবধারিত যে, তারা (অধিবাসীরা) ফিরে আসবে না। (৯৬) যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে,

وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ﴿٩٧﴾ واقترب الوعد الحق فاذا هى

...ওয়া মা'জূজু ও হুম্‌মিন কুল্লি হ্বাদাবিইঁ ইয়ান্‌সিলূনা। ৯৭। ওয়াক্বতারাবাল ওয়া'দুল্‌ হ্বাক্কু ফাইযা- হিয়া

এবং তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। (৯৭) আর সত্য প্রতিশ্রুত অতি নিকটে এসে পৌঁছলে অকস্মাৎ

شاخصة ابصار الذين كفروا يويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل

...শা-খিস্বাতুন আবস্বা-রুল লাযীনা কাফারূ; ইয়া- ওয়াইলানা- ক্বাদ্‌ কুন্না ফী গাফ্‌লাতিম্‌মিন হা-যা- বাল্‌

...কাফিরদের চক্ষু (উপরের দিকে) বিস্ফোরিত হয়ে যাবে, (তারা বলবে) হায় আফসোস! আমরা এ অবস্থা থেকে উদাসীন ছিলাম, বরং

كنا ظلمين ﴿٩٨﴾ انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم

কুন্না- যা-লিমীন। ৯৮। ইন্নাকুম ওয়া মা-তা'বুদূনা মিন্‌ দূনিল্লা-হি হ্বাস্বাবু জ্বাহান্নাম;

আমরাই ছিলাম অন্যায়কারী। (৯৮) নিশ্চয়, তোমরা এবং যাদের তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহকে ছেড়ে সেগুলো সবই জাহান্নামের জ্বালানী। তোমরা সবই

أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ

আন্তুম লাহা- ওয়া-রিদূন। ৯৯। লাও কা-না হা~উলা—ই আ-লিহাতাম্মা- ওয়ারাদূহা-; ওয়া কুল্লুন ফীহা- খা-লিদূন।
তার মধ্যে প্রবেশ করবে। (৯৯) যদি তারা (সত্য) উপাস্যই হতো, তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না; তারা সবাই তার মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ

১০০। লাহুম ফীহা- যাফীরুওঁ ওয়াহুম ফীহা- লা-ইয়াস্মা'উন। ১০১। ইন্নাললাযীনা সাবাক্বাত্
(১০০) সেখানে থাকবে তাদের চীৎকার এবং সেখানে তারা কিছুই শোনতে পাবে না। (১০১) যাদের জন্য পূর্বেই আমার তরফ

لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ ۙ أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي

লাহুমমিন্নাল্ হুস্না- উলা— ইকা 'আনহা- মুব্'আদূন। ১০২। লা-ইয়াসমা'উনা হ্বাসীসাহা-, ওয়াহুম ফী
থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে। তারা জাহান্নামের মৃদু শব্দও শোনবে না এবং তারা

مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ

মাশ্তাহাত্ আন্ফুসুহুম খা-লিদূন। ১০৩। লা- ইয়াহ্যুনুহুমুল্ ফাযা'উল্ আক্বারু ওয়া তাতালাক্কা-হুমুল
তাদের মন যা চায় সে বস্তুর মধ্যে সর্বদা থাকবে। (১০৩) (পরকালের) মহা আতঙ্ক তাদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না এবং ফিরিশতাগণ তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে

الْمَلَائِكَةُ ۖ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ

মালা—ইকাহ; হা-যা- ইয়াওমুকুমুললাযী কুন্তুম্ তূ'আদূন। ১০৪। ইয়াওমা নাত্বওয়িস্ সামা—আ
(এবং বলবে) এটাই তোমাদের সেদিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (১০৪) সে দিনটি ও স্মরণযোগ্য যেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলব

كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ

কাত্বাইয়্যিস সিজ্বিলিল্ লিল্ কুতুব; কামা- বাদা'না~আওওয়ালা- খালক্বিন্নু'ঈ'দুহ্; ওয়া'দান 'আলাইনা-;
যেভাবে গুটানো হয় লিখিত কাগজ,। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি (বাস্তবায়ন) আমার দায়িত্বে,

إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ

ইন্না- কুন্না- ফা-'ই লীন। ১০৫। ওয়া লাক্বাদ্ কাতাব্না- ফিয্যাবুরি মিমবা'দিয্যিক্রি আন্নাল্ আরদ্বা
আমি এটা বাস্তবায়ন করবই। (১০৫) আমি উপদেশের পরে যাবুরে এ (কথা) লিখে দিয়েছি যে, আমার নেককার বান্দারাই পৃথিবীর

يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

ইয়ারিছুহা- 'ইবা-দিয়াস্ব স্বা-লিহূন। ১০৬। ইন্না ফী হা-যা- লাবালা-গাল লিক্বাওমিন 'আবিদীন। ১০৭। ওয়া মা~আর্সাল্না-কা
উত্তরাধিকারী হবে। (১০৬) নিশ্চয় ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট বস্তু (জান্নাতের ঘোষণা)। (১০৭) (হে নবী) আমি আপনাকে বিশ্ব জগতের জন্য

إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ

ইল্লা- রাহ্মাতাল লিল্ 'আ-লামীন। ১০৮। কুল্ ইন্নামা- ইউহ্বা- ইলাইয়্যা আন্নামা~ইলা-হুকুম ইলা-হুওঁ ওয়া-হ্বিদ, ফাহাল্
রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি। (১০৮) বলুন, আমার কাছে শুধু (এ) ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, তোমাদের মা'বুদ এক মাত্র আল্লাহই। সুতরাং তোমরা

أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي

আন্তুম মুস্লিমূন। ১০৯। ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাকুল্ আ-যান্তুকুম 'আলা- সাওয়া— য়; ওয়া ইন্ আদ্রী~
কি মুসলমান হবেনা। (১০৯) এর পরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে যথাযথ অবহিত করেছি আর আমার জানা নেই যে, যার প্রতিশ্রুতি

أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ

আক্বারীবুন আম্বা'ঈ দুম্মা- তূ'আদূন। ১১০। ইন্নাহূ ইয়া'লামুল্ জ্বাহ্রা মিনাল ক্বাওলি ওয়া ইয়া'লামু
তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, তা অতি নিকটে, না দূরে। (১১০) নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যে কথা তোমরা প্রকাশ্যে বল এবং যে কথা

مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

মা- তাক্তুমূন। ১১১। ওয়া ইন্ আদ্রী লা'আল্লাহূ ফিত্নাতুল্লাকুম ওয়া মাতা-'উন ইলা-হ্বীন।
তোমরা গোপনে বল। (১১১) আমার জানা নেই, সম্ভবত এটা তোমাদের জন্য পরীক্ষা এবং ক্ষণিকের জন্য উপভোগের বস্তু।

﴿١١١﴾ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

১১২। ক্বা-লা রাব্বিহ্কুম বিল্ হ্বাক্ব্ক্ব; ওয়া রাব্বুনার্ রাহ্মা-নুল্ মুস্তা'আ-নু 'আলা- মা- তাস্বিফূন।
(১১২) রাসূল (স) বললেন, হে আমার রব! যথাযথ ফয়সালা করুন। আমাদের রব বড়ই মেহেরবান। তোমরা যা কিছু বলছ তার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা যাইতেছে।

সূরা আল হাজ্জ
মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৭৮
রুকূ ঃ ১০

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ

১। ইয়া- আইয়্যুহাননা-সুত্তাকূ রাব্বাকুম; ইন্না যাল্যালাতাস্সা-'আতি শাইউন 'আযীম। ২। ইয়াওমা
(১) হে মানুষগণ। তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন ভীষণ (ভয়ংকর) ব্যাপার। (২) যেদিন তোমরা

تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

তারাওনাহা- তাযহালু কুল্লু মুরদ্বি'আতিন 'আম্মা~আরদ্বা'আত্ ওয়া তাদ্বা'উ কুল্লু যা-তি হ্বামলিন হ্বামলাহা-
তা দেখবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদায়িনী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে, এবং প্রত্যেক গর্ভবতী সময়ের পূর্বেই নিজের গর্ভপাত করবে

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

ওয়াতারাননা-সা সুকা-রা- ওয়া মা- হুম বিসুকা-রা- ওয়া লা-কিন্না 'আযা-বাল্লা-হি শাদীদ।
এবং তুমি মানুষদেরকে দেখবে মাতাল (জ্ঞানশূন্য) অবস্থায়, অথচ তারা মাতাল নয়। কিন্তু আল্লাহর শাস্তিই বড় কঠিন।

﴿٢﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ

৩। ওয়া মিনাননা-সি মাই ইউজ্বা-দিলু ফিল্লা-হি বিগাইরি 'ইলমিওঁ ওয়া ইয়াত্তাবি'উ কুল্লা শাইত্বা-নিম্মারীদ।
(৩) আর মানুষদের মধ্যে কতিপয় আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতাবসতঃ ঝগড়া করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের।

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ④

৪। কুতিবা 'আলাইহি আন্নাহূ মান্ তাওয়াল্লা-হূ ফাআন্নাহূ ইউদ্বিল্লুহূ ওয়া ইয়াহ্দীহি ইলা- 'আযা-বিস্ সা'ঈর।
(৪) যার ব্যাপারে লিখে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার বন্ধু হবে, সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে আগুনের (জাহান্নামের) শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ⑤

৫। ইয়া~আইয়্যুহান্না-সু ইন্ কুন্তুম ফী রাইবিম্মিনাল বা'ছি ফাইন্না- খালাক্বনাকুম্মিন তুরা-বিন
(৫) হে মানুষগণ! যদি তোমাদের পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ হয়, (তবে শোন) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছি,

ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ

ছুম্মা মিন্নুত্বফাতিন ছুম্মা মিন্ 'আলাক্বাতিন ছুম্মা মিম্মুদ্বগাতিম মুখাল্লাক্বাতিওঁ ওয়া গাইরি মুখাল্লাক্বাতিল লিনুবাইয়্যিনা
অতঃপর বীর্য হতে, এরপর রক্তপিণ্ড হতে, অতঃপর গোস্ত পিণ্ড হতে যা সঠিকভাবে (পূর্ণ আকৃতিতে) সৃষ্ট হয়ে থাকে অথবা, ত্রুটিযুক্ত (অসম্পূর্ণ) ভাবে সৃষ্ট হয়ে

لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ

লাকুম; ওয়া নুক্বিররু ফিল আরহ্বা-মি মা- নাশা—উ ইলা~আজ্বলিম মুসাম্মান ছুম্মা নুখ্রিজুকুম ত্বিফ্লান ছুম্মা
থাকে, তোমাদের নিকট (আমার সৃষ্টি রহস্য) প্রকাশ করার জন্য। আর আমি যাকে ইচ্ছা একটি নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দেই। অতঃপর তোমাদেরকে শিশু অবস্থায়

لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

লিতাব্লুগূ~আশুদ্দাকুম, ওয়া মিন্কুম্ মাইঁ ইউতাওয়াফ্ফা- ওয়া মিন্কুম্মাইঁ ইউরাদ্দু ইলা~আরযালিল্ 'উমুরি
(পৃথিবীতে) বের করি। পরে যাতে তোমরা পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে যাও। তোমাদের মধ্য হতে কারো যৌবনের পূর্বেই প্রাণ নিয়ে যাওয়া হয় এবং তোমাদের মধ্য হতে কাউকে

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

লিকাই লা- ইয়া'লামা মিম বা'দি 'ইল্মিন শাইয়া-; ওয়া তারাল্ আরদ্বা হা-মিদাতান ফাইযা~আন্যাল্না- 'আলাইহাল্
পৌঁছানো হয় নিকৃষ্টতর (অকর্মণ্য) বয়স পর্যন্ত ফলে সে কোন বিষয় জ্ঞাত হওয়ার পরও সে সব ভুলে যায়। আপনি যমীনকে দেখবেন শুষ্ক, যখন আমি বর্ষণ করি তার উপর

الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ⑤ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ

মা- আহ্তায্যাত্ ওয়া রাবাত্ ওয়া আম্বাতাত্ মিন কুল্লি যাওজ্বিম্ বাহীজ্ব। ৬। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা
পানি (বর্ষা), তখন তা বেড়ে উঠে এবং সজীব হয়ে উঠে এবং পুষ্ট হয়ে উৎপন্ন হয় প্রত্যেক ধরনের মনোরম উদ্ভিদ। (৬) এসব কিছু প্রমাণ করে যে, আল্লাহই

هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥ وَأَنَّ السَّاعَةَ

হুওয়াল্ হ্বাক্কু ওয়া আন্নাহূ ইউহ্যিল্ মাওতা- ওয়া আন্নাহূ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর ৭। ওয়া আন্নাস্ সা-'আতা
সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং প্রতিটি বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। (৭) নিশ্চয় কিয়ামত আসবেই,

آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ⑦ وَمِنَ النَّاسِ

আ-তিয়াতুল্ লা- রাইবা ফীহা- ওয়া আন্নাল্লা-হা ইয়াব্'আছু মান্ ফিল ক্বুবূর। ৮। ওয়া মিনান্না-সি
যাতে কোন সন্দেহ নেই এবং আল্লাহ কবরবাসীদেরকে পুনরুত্থান করবেনই। (৮) কতিপয় মানুষ

مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ⑧ ثَانِيَ عِطْفِهِ

মাইঁ ইউজ্বা-দিলু ফিল্লা-হি বিগাইরি 'ইল্মিওঁ ওয়ালা- হুদাওঁ ওয়ালা- কিতা-বিম্ মুনীর। ৯। ছা-নিয়া 'ইত্বফিহী
আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে (তাদের) কোন জ্ঞান ব্যতীত, হেদায়াত ব্যতীত এবং উজ্জ্বল কিতাব ব্যতীত। (৯) সে কাঁধ বাঁকিয়ে দম্ভভরে তর্ক করে।

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ

লিইউদ্বিল্লা 'আন্ সাবীলিল্লা-হ; লাহূ ফিদ্ দুনইয়া- খিয্ইয়ুওঁ ওয়া নুযীক্বুহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি 'আযাবাল্
আল্লাহর পথ হতে (মানুষদেরকে) বিভ্রান্ত করার জন্য। তার জন্য পৃথিবীতে রয়েছে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শাস্তির স্বাদ গ্রহণ

الْحَرِيقِ ⑨ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ⑩

হ্বারীক্ব। ১০। যা-লিকা বিমা- ক্বাদ্দামাত্ ইয়াদা-কা ওয়া আন্নাল্লা-হা লাইসা বিজ্বাল্লা-মিল লিল্'আবীদ।
করাব। (১০) (সেদিন তাদের বলা হবে) এটা তোমার হস্তকৃত কর্মেরই ফল। (জেনে রাখো) আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।

⑪ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ

১১। ওয়া মিনান্না-সি মাইঁ ইয়া'বুদুল্লা-হা 'আলা- হ্বার্ফ, ফাইন্ আস্বা-বাহূ খাইরুনিত্ব্ মাআন্না বিহ,
(১১) কতিপয় মানুষ এমনও আছে, যে আল্লাহর ইবাদাত করে এক কিনারায় (দাঁড়িয়ে), যখন কোন মঙ্গল পৌঁছে তখন তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ

ওয়া ইন্ আস্বাবাত্হু ফিত্নাতু নিন্ক্বালাবা 'আলা- ওয়াজ্বহিহ, খা-সিরাদ্ দুন্ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাহ; যা-লিকা
আর কোন বিপদ এসে পৌঁছলে, তখন সে তার মুখমণ্ডল পরিবর্তন করে (কুফরীর দিকে ফিরে যায়)। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পৃথিবীতে ও আখিরাতে।

هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑫ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ۚ

হুওয়াল্ খুস্রা-নুল্ মুবীন। ১২। ইয়াদ্'উ মিন দূনিল্লা-হি মা- লা- ইয়াদ্বুররুহূ ওয়া মা- লা- ইয়ানফা'উহ;
এটাইতো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (১২) সে আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর উপসনা করে, যে তার ক্ষতিও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না।

ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ⑬ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ

যা-লিকা হুওয়াদ্ব দ্বালা-লুল্ বা'ঈদ। ইয়াদ্'উ লামান দ্বাররুহূ~আক্বরাবু মিন্নাফ্'ইহ; লাবি'সাল্
এটাই তো চরম ভ্রষ্টতা। (১৩) সে এমন বস্তুকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়েও অধিক নিকটতর। কতইনা নিকৃষ্ট

الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ⑭ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

মাওলা- ওয়ালাবি'সাল্ আশীর। ১৪। ইন্নাল্লা-হা ইউদ্খিলুল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব্
তার এই বন্ধু, এবং কতইনা নিকৃষ্ট এই সাথী। (১৪) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১১) ঃ علی حرف - حرف অর্থ কিনারা বা প্রান্ত। কিনারায় দাঁড়ান ব্যক্তি স্থির থাকে না। অর্থাৎ সে মজবুত (দৃঢ়) ভাবে কায়েম থাকে না। তেমনিভাবে যে ব্যক্তির দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তার অবস্থাও এমনিভাবের হয়ে থাকে। তার দ্বীনের উপর দৃঢ়তা বা মজবুতী থাকে না। (নূরুল কারীম)

○ টীকা (আঃ ১১) ঃ অর্থাৎ, কতক লোক এমনও আছে যারা কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং লোক দেখান এবাদত করে। এরা ঈপ্সিত স্বার্থলাভ করতে পারলে তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করে এবং ধর্মের উপর স্থির থাকে। কিন্তু রোগ শোক বা বিপদ আপদ আসলে তারা কাফের হয়ে যায়। ফলকথা, দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোকেরা সুস্থ ও স্বচ্ছল থাকলে বলে, এই ধর্ম আমাদের জন্য মোবারক হয়েছে। আর যদি রোগে, শোকে ও আর্থিক অস্বচ্ছলতায় পতিত হয়, তখন ধর্ম ত্যাগ করে কাফের হয়ে যায়। (মুঃ কোঃ)

الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیْدُ ۝

স্বা-লিহ্বা-তি জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্বতিহাল্ আন্হা-র; ইন্নাল্লা-হা ইয়াফ্ 'আলু মা-ইউরীদ।
এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। আল্লাহ যা চান তাই করেন।

مَنْ كَانَ یَظُنُّ اَنْ لَّنْ یَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ

১৫। মান্ কা-না ইয়াযুন্নু আল্লাই ইয়ান্সুরাহুল্লা-হু ফিদ দুন্ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাতি ফাল্ ইয়ামদুদ্ বিসাবাবিন
(১৫) যে এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ রাসূলকে পৃথিবীতে ও আখিরাতে সাহায্য করবেন না। সে যেন আকাশের দিকে একটি রশি বেঁধে নেয়,

اِلَی السَّمَآءِ ثُمَّ لْیَقْطَعْ فَلْیَنْظُرْ هَلْ یُذْهِبَنَّ كَیْدُهٗ مَا یَغِیْظُ ۝ وَ كَذٰلِكَ

ইলাস্ সামা—ই ছুম্মাল্ ইয়াক্বত্বা' ফাল ইয়ান্যুর হাল্ ইউযহিবান্না কাইদুহূ মা- ইয়াগীয। ১৬। ওয়া কাযা-লিকা
অতঃপর তা (ওহী) বন্ধ করুক; এরপর দেখে নিক যে, সে যাতে ক্রোধান্বিত হয়েছিল তার সে চক্রান্ত দ্বারা তা দূর করতে পারে কিনা? (১৬) আমি এভাবেই

اَنْزَلْنٰهُ اٰیٰتٍۭ بَیِّنٰتٍ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ یَهْدِیْ مَنْ یُّرِیْدُ ۝ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

আনযালনা-হু আ-ইয়া-তিম্ বাইয়্যিনা-তিঁও ওয়া আন্নাল্লা-হা ইয়াহ্দী মাইঁ ইউরীদ। ১৭। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ
এ কুরআনকে সুস্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ অবতীর্ণ করেছি, আল্লাহ যাকে চান হেদায়াত দান করেন। (১৭) যারা মুসলমান হয়েছে

وَ الَّذِیْنَ هَادُوْا وَ الصّٰبِـِٕیْنَ وَ النَّصٰرٰی وَ الْمَجُوْسَ وَ الَّذِیْنَ اَشْرَكُوْۤا ۖۗ

ওয়াল্লাযীনা হা-দূ ওয়াস্ স্বাবিয়ীনা ওয়ান্নাস্বা-রা- ওয়াল্ মাজূসা ওয়াল্লাযীনা আশ্রাকূ~
এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং সাবায়ী এবং নাসারা এবং যারা অগ্নিপূজক এবং মুশরিক

اِنَّ اللّٰهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ۝ اَلَمْ تَرَ

ইন্নাল্লা-হা ইয়াফ্স্বিলু বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ; ইন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ। ১৮। আলাম তারা
কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে আল্লাহ ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহতায়ালা প্রতিটি বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষদর্শী। (১৮) হে মানুষ!

اَنَّ اللّٰهَ یَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِی الْاَرْضِ وَ الشَّمْسُ

আন্নাল্লা-হা ইয়াস্জুদু লাহূ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মান্ ফিল্ আরদ্বি ওয়াশ্ শামসু
তুমি কি দেখনা? আল্লাহকে সিজদা করে আকাশ ও যমীনে যা আছে তা এবং সূর্য,

وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَآبُّ وَ كَثِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ

ওয়াল্ ক্বামারু ওয়াননুজূমু ওয়াল্ জ্বিবা-লু ওয়াশ্ শাজ্বারু ওয়াদ্দাওয়া— ব্বু ওয়া কাছীরুম্ মিনান্না-স,
চন্দ্র, তারকাসমূহ, পাহাড়, বৃক্ষ-লতা, জন্তু এবং মানুষের মধ্যে অধিকাংশে। তবে কতক এমনও আছে

وَ كَثِیْرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذَابُ ؕ وَ مَنْ یُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

ওয়া কাছীরুন্ হাক্বক্বা 'আলাইহিল 'আযা-ব; ওয়া মাইঁ ইউহিনিল্লা-হু ফামা- লাহূ মিম্মুকরিম; ইন্নাল্লা-হা
যার উপর নির্ধারিত হয়েছে শাস্তি। যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেন, তাকে সম্মানদানকারী আর কেউ নেই। আল্লাহ

সিজদাহ্

یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ ۝ هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِیْ رَبِّهِمْ ؗ فَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا

ইয়াফ্'আলু মা- ইয়াশা—উ। ১৯। হা-যা-নি খাস্মা-নিয্ তাস্বামূ ফী রাব্বিহিম, ফাল্লাযীনা কাফারূ
যা চান, তাই করেন। (১৯) এ দু'দলই প্রতিপক্ষ, যারা তাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে বিতর্ক করে; সুতরাং যারা কাফির

قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِیْمُ ۝ یُصْهَرُ بِهٖ

ক্বুত্ত্বি'আত লাহুম ছিয়া-বুম্মিন্না-র; ইউস্বাব্বু মিন ফাওক্বি রুঊসিহিমুল্ হ্বামীম। ২০। ইউস্হারু বিহী
তাদের জন্য আগুনের কাপড় তৈরি করা হয়েছে, আর তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। (২০) এতে তাদের

مَا فِیْ بُطُوْنِهِمْ وَ الْجُلُوْدُ ۝ وَ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِیْدٍ ۝ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ

মা- ফী বুত্বূনিহিম ওয়াল্জুলুদ। ২১। ওয়ালাহুমমা ক্বা-মি'উ মিন্ হ্বাদীদ। ২২। কুল্লামা~আরা-দূ~আইঁ
পেটের মধ্যস্থ সব কিছু এবং চামড়া গলে হবে। (২১) এবং তাদের (শাস্তির) জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি। (২২) যখনই তারা দুঃখ কষ্টে অস্থির হয়ে

یَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِیْدُوْا فِیْهَا ۗ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِیْقِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ

ইয়াখ্রুজূ মিন্হা- মিন্ গাম্মিন্ উ'ঈদূ ফীহা- ওয়া যূক্বূ 'আযা-বাল হ্বারীক্ব। ২৩। ইন্নাল্লা-হা
জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে, এবং (বলা হবে) স্বাদগ্রহণ কর (প্রজ্বলিত) আগুনের শাস্তি। (২৩) যারা

یُدْخِلُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

ইউদ্খিলুল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ স্বালিহ্বা-তি জ্বান্না-তিন তাজ্বরীমিন্ তাহ্বতিহাল্ আন্হা-রু
ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।

یُحَلَّوْنَ فِیْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُؤْلُؤًا ؕ وَ لِبَاسُهُمْ فِیْهَا حَرِیْرٌ ۝

ইউহ্বাল্লাওনা ফীহা- মিন্ আসা-ওয়িরা মিন্ যা-হাবিঁও ওয়া লু'লুআ-; ওয়া লিবা-সুহুম ফীহা- হ্বারীর-
যেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন এবং মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

وَ هُدُوْۤا اِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚۖ وَ هُدُوْۤا اِلٰی صِرَاطِ الْحَمِیْدِ ۝ اِنَّ الَّذِیْنَ

২৪। ওয়াহুদূ~ইলাত্ব ত্বায়্যিবি মিনাল্ ক্বাওল; ওয়া হুদূ~ইলা- স্বিরা-ত্বিল্ হ্বামীদ। ২৫। ইন্নাল্লাযীনা
(২৪) তাদেরকে পবিত্র কালেমার দিকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছিল এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছিল। (২৫) নিশ্চয়ই যারা

كَفَرُوْا وَ یَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِیْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ

কাফারূ ওয়া ইয়াছুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ওয়াল্ মাস্জ্বিদিল হ্বারা-মিল্ লাযী জ্বা'আল্না-হু লিন্না-সি
কুফরী করে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষদেরকে বাধা দেয় এবং মসজিদে হারাম থেকেও, যা আমি সকল মানুষের জন্য

○ টীকা (আঃ ২০) ঃ অর্থাৎ, সেই ফুটন্ত পানির এক অংশ মস্তকের চর্ম ও খুলি ভেদ করে ভিতরে প্রবেশপূর্বক নাড়িভুঁড়ি গলিয়ে ফেলবে। অপর অংশ শরীরের বাইরের চামড়া গলে দিবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২১) ঃ অর্থাৎ, অত্যধিক গভীর হওয়ায় বের হওয়ার পথ না থাকলেও তারা এক পার্শ্বে এগিয়ে যাবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৩) ঃ হাদীসে আছে, দুনিয়াতে যে পুরুষ রেশমী কাপড় পরে, সে বেহেশতে রেশমী কাপড় পাবে না, এর অর্থ সম্ভবতঃ প্রবেশ মাত্র পাবে না, পরে পাবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৫) ঃ কিন্তু হেরেম শরীফের যে অংশে কারও স্বত্বাধীকার রয়েছে, এবং তার দলিল-প্রমাণও আছে, তা ব্যতীত সব সমান। (ব ঃ কোঃ) ধর্ম বিরোধী কাজ সর্বক্ষেত্রেই শাস্তিযোগ্য, কিন্তু হেরেম শরীফের পবিত্রতা ও মর্যাদা স্থাপ্য হয় বলে সেখানে ধর্ম বিরোধী কাজ করা অধিকতর শাস্তির কারণ। (বঃ কোঃ)

سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ

সাওয়া—আনিল্ 'আ-কিফু ফীহি ওয়াল্ বা-দ; ওয়া মাইঁ ইউরিদ্ ফীহি বিইল্‌হা-দিম বিজুল্‌মিন্‌নুযিক্বহু মিন্ 'আযা-বিন

সমভাবে নিযুক্ত করেছি– সেখানকার বাসিন্দা হোক আর বহিরাগত হোক। যে কেউ অন্যায়ভাবে সেখানে পাপ করার ইচ্ছা করবে, আমি তাকে যন্ত্রণাময় শাস্তির স্বাদ গ্রহণ

أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ

আলীম। ২৬। ওয়া ইয্ বাওওয়া'না- লিইব্‌রা-হীমা মাকা-নাল্ বাইতি আল্লা- তুশ্‌রিক্ বী শাইয়াওঁ ওয়া ত্বাহ্‌হির

করাব। (২৬) আর যখন আমি ইবরাহীমের জন্য (কা'বা) গৃহের স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এ শর্তের উপর যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং পবিত্র রাখবে

بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ

বাইতিয়া লিত্ত্বা—য়িফীনা ওয়াল্ ক্বা—য়িমীনা ওয়ার্‌রুক্কা 'ইস্ সুজূদ। ২৭। ওয়া আয্‌যিন ফিন্না-সি

আমার গৃহকে, তাওয়াফ, কিয়াম (সালাত), রুকূ' ও সিজদাকারীদের জন্য। (২৭) এবং মানুষের মধ্যে হজ্বের ঘোষণা করে দাও।

بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا

বিল্‌হাজ্জি ইয়া'তূকা রিজা-লাওঁ ওয়া 'আলা- কুল্লি দ্বা-মিরিই ইয়া'তীনা মিন্ কুল্লি ফাজ্জিন্ 'আমীক্ব। ২৮। লিইয়াশ্‌হাদূ

মানুষেরা আপনার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে এবং হালকা পাতলা উটসমূহে আরোহণ করে, তারা আসবে বহু দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে, (২৮) যাতে তারা কল্যাণময়

مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ

মানা-ফি'আ লাহুম ওয়া ইয়ায্‌কুরুস মাল্লা-হি ফী~আইয়্যামিমমা' লূমা-তিন আ'লা- মা- রাযাক্বাহুম্‌মিম্ বাহীমাতিল্

স্থানে পৌঁছতে পারে এবং যাতে নির্ধারিত দিনগুলোতে (যবেহ করার সময়) সে চতুষ্পদ জন্তুসমূহের উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে, যা তাদেরকে রিযিক হিসেবে

الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

আন্'আ-ম ফাকুলূ মিন্‌হা- ওয়া আত'ইমুল্ বা- ইসাল্ ফাক্বীর। ২৯। ছুম্মা ল্‌ইয়াক্বদ্বূ তাফাছাহুম্

(আল্লাহ) দান করেছেন। সুতরাং তোমরা তার থেকে খাও এবং নিঃস্ব, দরিদ্রদেরকে খাওয়াও। (২৯) অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ

ওয়াল্ ইউফূ নুযূরাহুম ওয়াল্ ইয়াত্ত্বাওওয়া-ফূ বিল বাইতিল 'আতীক্ব। ৩০। যা-লিকা, ওয়া মাইঁ ইউ 'আয্‌যিম্ হুরুমা-তিল্লা-হি

এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং আল্লাহর প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে। (৩০) এটাই (হজ্বের) নিয়ম, যে কেউ আল্লাহর পবিত্র বিষয়গুলোকে সম্মান করবে, সেটাই

فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا

ফাহুওয়া খাইরুল্লাহূ 'ইন্‌দা রাব্বিহ; ওয়াউহিল্লাত্ লাকুমুল্ আন্ 'আ-মু ইল্লা- মা- ইউতলা- 'আলাইকুম্ ফাজ্‌তানিবুর্

তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য উত্তম এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করে দেয়া হয়েছে সেগুলো ব্যতীত, যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব

الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ

রিজ্‌সা মিনাল আওছা-নি ওয়াজ্‌তানিবূ ক্বাওলাযযূর। ৩১। হুনা ফা—আ লিল্লা-হি গাইরা মুশ্‌রিকীনা

তোমরা মূর্তিগুলোর অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাক (৩১) একমাত্র আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক

بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي

বিহ; ওয়ামাইঁ ইউশ্‌রিক্ বিল্লা-হি ফাকাআন্নামা- খার্‌রা মিনাস্ সামা—ইফাতাখ্‌ত্বাফুহুত্ব ত্বাইরু আও তাহ্‌বী

করো না। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ হতে গড়িয়ে পড়ল। অতঃপর তাকে কোন পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, অথবা বায়ু তাকে দূরবর্তী

بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ

বিহির্ রীহু ফী মাকা-নিন সাহ্বীক্ব। ৩২। যা-লিকা ওয়া মাইঁ ইউআয্‌যিম শাআ—য়িরাল্লা-হি ফাইন্নাহা- মিন

কোন স্থানে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করল। (৩২) এটাইতো শুনলে এটা নিয়ম, আর আল্লাহর নিদর্শনাবলীর যে সম্মান করে, তা তার অন্তরের

تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى

তাক্বওয়াল্ কুলূব। ৩৩। লাকুম্ ফীহা- মানা-ফি'উ ইলা~আজ্বালিম্ মুসাম্মান ছুম্মা মাহিল্লুহা~ইলাল্

পরহেযগারীর কারণেই। (৩৩) তোমাদের জন্য এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চতুষ্পদ জন্তুর উপকার নেয়া জায়েয। অতঃপর তা যবেহ করার সিদ্ধ জায়গা হল

৪ ع ১১ রুকূ

الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ

বাইতিল্ 'আত্বীক্ব। ৩৪। ওয়া লি কুল্লি উম্মাতিন্ জ্বা'আল্‌না- মান্‌সাকাল লিয়ায্‌কুরুস্ মাল্লা-হি 'আলা- মা- রাযাক্বাহুম

কা'বা গৃহের নিকট। (৩৪) এবং প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কোরবানীর নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছি, যাতে তারা সে চতুষ্পদ জন্তুর উপর (যবেহ করার সময়)

مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ○

মিম বাহীমা-তিল্ আন্ 'আ-ম; ফাইলা-হুকুম ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদুন্ ফালাহূ~আস্‌লিমূ; ওয়াবাশ্ শিরিল্ মুখ্‌বিতীন।

আল্লাহর নাম নিতে পারে, যা আল্লাহ তাদেরকে রিযিক স্বরূপ দিয়েছেন। তোমাদের মা'বুদ তো একমাত্র আল্লাহ, সুতরাং তাঁরই আনুগত্য কর এবং বিনয়ীদেরকে সুসংবাদ দাও।

﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي

৩৫। আল্লাযীনা ইযা- যুকিরাল্লা-হু ওয়াজ্বিলাত্ কুলূবুহুম ওয়াস্ব্ স্বা-বিরীনা 'আলা- মা~আস্বা-বাহুম্ ওয়াল মুক্বীমীস্

(৩৫) যারা এমন যে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, তাদের অন্তর ভয়ে কম্পিত হয় এবং তারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে এবং নামায কায়েম করে

الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

স্বা-লা-তি ওয়া মিম্মা- রাযাক্বনা-হুম্ ইয়ুন্‌ফিকূন। ৩৬। ওয়াল্ বুদনা জ্বা'আল্‌না-হা- লাকুম মিন্ শাআ—ইরিল্লা-হি

আর আমি যা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। (৩৬) কুরবানীর উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনস্বরূপ নির্ধারণ করেছি। তার মধ্যে রয়েছে

لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا

লাকুম ফীহা- খাইর, ফায্‌কুরুস্‌মাল্লা-হি 'আলাই হা-স্বাওয়া—ফ্‌ফা ফাইযা- ওয়াজ্বাবাত যুনূবুহা-

তোমাদের জন্য কল্যাণ। সুতরাং (যবেহকালে) সারিবদ্ধভাবে (দাঁড়ান অবস্থায়) তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন সেটি কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা (নিজেও)

○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ অর্থাৎ, তা কোরবানীর পশুরূপে নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কাজে লাগাতে পার। নির্দিষ্ট হলে তার দুগ্ধ পান করা, আরোহণ করা কিংবা কোন কাজে লাগানো জায়েয নয়। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৬) ঃ اطعموا القانع, - অভাবী দু' প্রকার। প্রথম প্রকার ঃ যারা ধৈর্যের সাথে বসে থাকে। কারো কাছে কিছু চায় না। বিনা প্রার্থনায় যা পায় তাতেই তৃপ্ত। দ্বিতীয় প্রকার ঃ যারা বিনয়ের সাথে মিনতি পূর্বক পেরেশান হয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করে। (তাঃ উসমানী) ○ টীকা (আঃ ৩৬) ঃ অর্থাৎ, এক পা বেঁধে দাঁড়ান অবস্থা। এই অবস্থায় নির্দেশ শুধু উটের জন্য। এতে যবাহ্ করা সহজ হয়, রক্ত ও আত্মা সহজে বের হয়। (বঃ কোঃ)

عزيز ﴿٤١﴾ الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة

'আযীয। ৪১। আল্লাযীনা ইম্‌মাক্কান্নাহুম ফীল আরদ্বি আক্বামুস্ব স্বালা-তা ওয়া আ-তাউয্‌যাকা-তা

পরাক্রমশালী। (৪১) তাদের বৈশিষ্ট্য হল– আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি, তখন তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে

وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ط ولله عاقبة الامور ﴿٤٢﴾ وان

ওয়া আমারূ বিল্‌মা'রূফি ওয়া নাহাও 'আনিল্ মুন্ কার; ওয়ালিল্লা-হি 'আ- ক্বিবাতুল্ উমূর। ৪২। ওয়া ই

ন্যায় কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় (পাপ) কাজের নিষেধ করবে। সকল কাজের পরিণাম তো আল্লাহর ক্ষমতাধীন। (৪২) যদি লোকেরা

يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ﴿٤٣﴾ وقوم ابرهيم

ইউকায যিবূকা ফাক্বাদ্ ফায্‌যাবাত্ ক্বাব্‌লাহুম ক্বাওমু নূহিঁও ওয়া 'আ-দুঁও ওয়া ছামূদ। ৪৩। ওয়া ক্বাওমু ইব্‌রা-হীমা

আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (তবে তা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়) তার পূর্বে নূহ্ এর সম্প্রদায়, আ'দ ও সামূদ (৪৩) এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং

وقوم لوط ﴿٤٤﴾ واصحب مدين ج وكذب موسى فامليت للكفرين ثم

ওয়া ক্বাওমু লূত্বি। ৪৪। ওয়া আস্বহা-বু মাদ্‌ইয়ানা ওয়া কুয্‌যিবা মূসা- ফাআম্‌লাইতু লিল্ কা-ফিরীনা ছুম্মা

লূতের সম্প্রদায় ও (৪৪) মাদায়েনবাসীও স্ব স্ব নবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। আমি কাফিরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম, অতঃপর

اخذتهم ج فكيف كان نكير ﴿٤٥﴾ فكاين من قرية اهلكنها وهي ظالمة

আখায্‌তুহুম ফাকাইফা কা-না নাকীর। ৪৫। ফাকাআইয়্যিম্‌মিন্ ক্বারইয়াতিন্ আহ্‌লাক্‌না-হা- ওয়া হিয়া যা-লিমাতুন্

পাকড়াও করেছিলাম। তখন আমাকে অস্বীকার করার শাস্তি কেমন ছিল। (৪৫) বহু জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, কারণ সেখানের অধিবাসীরা ছিল জালিম। অতঃপর

فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ﴿٤٦﴾ افلم يسيروا في

ফাহিয়া খা-ওয়াবীয়াতুন 'আলা- 'উরূশিহা- ওয়া বি'রিম্‌মু'আত্বত্বালাতিঁও ওয়া ক্বাস্বরিম মাশীদ। ৪৬। আফালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্

সেটা নিজ ছাদের উপর পতিত হয়েছিল এবং অনেক কূপ ব্যবহারের অযোগ্য হয়েছিল, এবং অনেক পাকা সুউচ্চ প্রাসাদও (বেকার পড়ে রয়েছিল)। (৪৬) তারা কি পৃথিবীতে

الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها ج فانها

আরদ্বি ফাতাকূনা লাহুম কুলূবুঁই ইয়া'ক্বিলূনা বিহা~আও আ-যানুঁই ইয়াস্ মা'উনা বিহা, ফাইন্নাহা-

ভ্রমণ করেনি? তবে তাদের অন্তর এমন হতো, যার দ্বারা তারা বুঝতে পারত, অথবা তাদের শ্রবণ শক্তি এমন হত, যার দ্বারা তারা শোনতে পারত। মূলতঃ

لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴿٤٧﴾ ويستعجلونك

লা-তা'মাল্ আবস্বা-রু ওয়া লা-কিন্ তা'মাল্ কুলূবুল্‌লাতী ফিস্বস্বুদূর। ৪৭। ওয়া ইয়াস্তা'জিলূনাকা

চক্ষুতো অন্ধ থাকে না; বরং অন্ধ থাকে অন্তর যা বক্ষের মধ্যে (অবস্থিত) (৪৭) এবং তারা আপনার কাছে দ্রুত আযাব কামনা করে।

بالعذاب ولن يخلف الله وعده ط وان يوما عند ربك كالف سنة مما

বিল 'আযা-বি ওয়া লাইঁ ইউখ্‌লিফাল্লা-হু ওয়া'দাহ; ওয়া ইন্না ইয়াওমান ইন্‌দা রাব্‌বিকা কাআল্‌ফি সানাতিম্ মিম্মা

অথচ আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভংগ করেন না। তোমার প্রতিপালকের নিকট একদিন, তোমাদের গণনার হিসাবে এক হাজার

فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ط كذلك سخرنها لكم لعلكم تشكرون

ফাকুলূ মিন্‌হা- ওয়া আত'ইমূল্ ক্বা-নি'আ ওয়াল্ মু'তার্‌রা, কাযা-লিকা সাখ্‌খার্‌না-হা- লাকুম লা 'আল্লাকুম তাশ্‌কুরূন।

খাও এবং খাওয়াও ধৈর্যশীল অভাবীকে এবং মিনতিপূর্বক ভিক্ষা প্রার্থীকে। এভাবে আমি চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

﴿٣٧﴾ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ط كذلك

৩৭। লাইঁ ইয়ানা-লাল্ লা-হা লুহূমুহা- ওয়া লা- দিমা—উহা- ওয়া লা-কিইঁ ইয়ানা-লুহুত্ তাক্বওয়া- মিন্‌কুম্; কাযা-লিকা

(৩৭) আল্লাহর কাছে কোরবানীর গোস্ত এবং তার রক্ত পৌছে না বরং তাঁর কাছে পৌছে তোমার (অন্তরের) পরহেজগারী। এভাবে তিনি সে (জন্তু) গুলোকে তোমাদের

سخرها لكم لتكبروا الله على ما هدىكم ط وبشر المحسنين ﴿٣٨﴾ ان الله

সাখ্‌খারাহা- লাকুম্ লিতুকাব্‌বিরুল্ লা-হা 'আলা- মা- হাদা-কুম; ওয়া বাশ্‌শিরিল্ মুহ্‌সিনীন। ৩৮। ইন্নাল্লা-হা

অনুগত করে দিয়েছেন। যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন সুতরাং নেককারগণকে সুসংবাদ দাও। (৩৮) নিশ্চয়ই

يدفع عن الذين امنوا ط ان الله لا يحب كل خوان كفور ﴿٣٩﴾ اذن

ইউদা-ফি'উ 'আনিল্লাযীনা আ-মানূ; ইন্নাল্লা-হা লা- ইউহিব্বু কুল্লা খাওয়্যা-নিন্ কাফূর। ৩৯। উযিনা

আল্লাহ মুমিনদের থেকে (দুশমনদেরকে) প্রতিহত করে দিবেন। আর কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে আল্লাহ ভালবাসেন না। (৩৯) অনুমতি দেয়া হল (মোকাবিলার জন্য)

للذين يقتلون بانهم ظلموا ط وان الله على نصرهم لقدير ﴿٤٠﴾ الذين

লিল্লাযীনা ইউক্বা-তালূনা বিআন্নাহুম যুলিমূ; ওয়া ইন্নাল্লা-হা 'আলা- নাস্বরিহিম্ লাক্বাদীর ৪০। আল্লাযীনা

তাদেরকে, যাদের প্রতি আক্রমণ করা হয়েছে। কেননা, তারা অত্যাচারিত। তাদের বিজয়ী করতে আল্লাহ নিশ্চয় ক্ষমতাবান। (৪০) যাদেরকে

اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ط ولولا دفع الله

উখ্‌রিজূ মিন দিয়া-রিহিম বিগাইরি হাক্কিন ইল্লা- আইঁ ইয়াকূলূ রাব্বুনা-ল লা-হ, ওয়া লাওলা- দাফ্'উল্লা-হিন্

নিজ ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু তাদের এ কথার জন্য যে, তারা বলে আমাদের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। যদি আল্লাহ মানুষদেরকে পরস্পর

الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوت ومسجد

না-সা বা'দ্বাহুম; বিবা'দ্বিল্‌লাহুদ্দিমাত স্বাওয়া-মি'উ ওয়া বিয়া'উওঁ ওয়া স্বালাওয়া-তুওঁ ওয়া মাসা-জিদু

একে অপরের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেত (খৃষ্টানদের) গীর্জা (ইয়াহুদীদের) উপাসনালয়, ইবাদাতখানা এবং মসজিদসমূহ যেখানে

يذكر فيها اسم الله كثيرا ط ولينصرن الله من ينصره ط ان الله لقوي

ইউযকারু ফীহাস্ মুল্লা-হি কাছীরাও; ওয়া লাইয়ান্‌স্বুরান্নাল্লা-হু মাইঁ ইয়ান্‌স্বুরুহ; ইন্নাল্লা-হা লাক্বাও য়িয়্যুন্

অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়। আর যে আল্লাহর সাহায্য করবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ খুবই শক্তিমান,

○ টীকা (আঃ ৩৯) ঃ আল্লাহর পথে যুদ্ধ সম্পর্কে যে সমস্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এটি তার প্রাথমিক আয়াত। এ আয়াতে মাত্র অনুমতি দান করা হয়েছে। পরে সূরা বাকারার ১৯০ থেকে ১৯৩ এবং ২১৬ ও ২২৪ আয়াত অবতীর্ণ হয়; যার মধ্যে যুদ্ধের আদেশ দান করা হয়েছে। এই আহকামগুলোর মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। আমাদের তাহকীক মতে অনুমতি প্রথম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে অবতীর্ণ হয় ও আদেশ বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে অবতীর্ণ হয়। ○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ এ বিষয় কুরআন মজীদের কয়েক স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, যারা খোদার সৃষ্টিকে তৌহিদের দিকে আহ্বান জানায় এবং সত্য দ্বীন কায়েম করার ও মন্দের পরিবর্তে ভালোর বিকাশের জন্য চেষ্টা সাধনা করে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকারী স্বরূপ; কেননা, এ কাজগুলো হচ্ছে আল্লাহরই কাজ যা সম্পাদনে তারা সহযোগী হয়।

১২ রুকূ

تعدون ﴿٤٧﴾ وكاين من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها ج والي

তা'উদ্দূন। ৪৮। ওয়া কাআইয়্যিম মিন্ ক্বারইয়াতিন্ আমলাইতু লাহা- ওয়া হিয়া যা-লিমাতুন ছুম্মা আখাযতুহা- ওয়া ইলাইয়্যাল
বছর। (৪৮) অনেক জনপদবাসী এমনও আছে যাদেরকে আমি অবকাশ দিয়েছি এবং তারা ছিল অত্যাচারী। অবশেষে তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছি এবং আমার কাছেই হবে

المصير ﴿٤٨﴾ قل يايها الناس انما انا لكم نذير مبين ﴿٤٩﴾ فالذين امنوا

মাস্বীর। ৪৯। কুল্ ইয়া~আইয়্যুহান্না-সু ইন্নামা~আনা লাকুম নাযীরুম মুবীন। ৫০। ফাল্লাযীনা আ-মানূ
(সবার) প্রত্যাবর্তন। (৪৯) বলুন, হে মানব সকল! আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী। (৫০) সুতরাং যারা ঈমান আনে

ع ৬ ১৩ রুকূ

وعملوا الصلحت لهم مغفرة ورزق كريم ﴿٥٠﴾ والذين سعوا في ايتنا

ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি লাহুম মাগ্‌ফিরাতুওঁ ওয়া রিয্‌কুন্ কারীম। ৫১। ওয়াল্লাযীনা সা'আও ফী~আ-ইয়া-তিনা-
ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (৫১) আর যারা আমার আয়াতকে

معجزين اولئك اصحب الجحيم ﴿٥١﴾ وما ارسلنا من قبلك من رسول

মু'আ- জিযীনা উলা—ইকা আস্বহ্বাবুল্ জ্বাহ্বীম। ৫২। ওয়া মা~আর্‌সাল্‌না- মিন্ ক্বাব্‌লিকা মির্‌রাসূলিওঁ
পরাভূত করার চেষ্টা করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। (৫২) আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল

ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطن في امنيته ج فينسخ الله ما يلقي

ওয়া লা- নাবিয়্যিন ইল্লা~ইযা-তামান্না~আলক্বাশ্ শাইত্বা-নু ফী~উমনিয়্যাতিহ, ফাইয়ান্‌সাখুল্লা-হু মা- ইউল্‌ক্বিশ্
নবী প্রেরণ করেছি, যখনই তাদের কেউ (ওহীপ্রাপ্ত বাণী) আবৃত্তি করেছে, শয়তান তাঁর আবৃত্তির সাথে কিছু মিলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু শয়তানের মিলানোটুকু

الشيطن ثم يحكم الله ايته ط والله عليم حكيم ﴿٥٢﴾ ليجعل ما يلقي

শাইত্বা-নু ছুম্মা ইউহ্বকিমুল্লা-হু আ-য়া-তিহ; ওয়াল্লা-হু 'আলিমুন হ্বাকীম ৫৩। লিইয়াজ্ব'আলা মা- ইউল্‌ক্বিশ্
আল্লাহ বিদূরীত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করে দেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। (৫৩) এটা এজন্য যে, শয়তানের মিলানো বিষয়কে

الشيطن فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ط وان

শাইত্বা-নু ফিত্‌নাতাল লিল্লাযীনা ফীক্বুলূবিহিম্ মারাদুওঁ ওয়াল্ ক্বা-সিয়াতি ক্বুলূবুহুম; ওয়া ইন্নায্
আল্লাহ তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করেছিলেন, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যাদের অন্তর কঠিন। নিশ্চয় অন্যায়কারীরা

الظلمين لفي شقاق بعيد ﴿٥٣﴾ وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من

জ্বা-লিমীনা লাফী শিক্বা-ক্বিম্ বা'ঈদ। ৫৪। ওয়া লিইয়া'লামাল্ লাযীনা উতুল্ 'ইল্‌মা আন্নাহুল্ হ্বাক্বকু মির্
ভীষণ মতানৈক্যের মধ্যে রয়েছে। (৫৪) আর এ জন্যও যে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা যেন জানতে পারে যে, এটা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ نذير - কাফির ও মুশরিকদের দ্রুত শাস্তি কামনার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, আমার কাজ শুধু ভয় প্রদর্শন করা বা ভয়ের কথা শোনান। কিন্তু শাস্তি প্রেরণ করা একমাত্র আল্লাহর কাজ। তা দ্রুত আসবে না দেরীতে আসবে এসব কিছুর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। (কুঃ কারীম)

○ টীকা (আঃ ৫২) ঃ যখনই কোন নবী বা রাসূল কোন কথা বলেন বা আয়াত পড়ে শুনান, তখনই শয়তান ঐ কথায় বা আয়াতে নানা প্রকারের সন্দেহ উদ্ভব করে, যেমন মৃত ভক্ষণ হারাম" নাযিল হলে শয়তানের ওয়াস্‌ওয়াসায় কাফেররা বলে ছিল, বেশ তো, নিজেরা মেরে খাওয়া যায়, আর আল্লাহ মারলে তা হারাম হল ইত্যাদি। এরকম সন্দেহ ভঞ্জনে আল্লাহ্ মযবুত আয়াত নাযিল করে থাকেন যাতে উক্ত সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। (তাঃ উসমানী)

ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ط وان الله لهاد الذين امنوا

রাব্‌বিকা ফাইউ'মিনূ বিহী ফাতুখ্‌বিতা লাহূ ক্বুলূবুহুম; ওয়া ইন্নাল্ লা-হা লাহা-দিল্‌লাযীনা আ-মানূ~
অতঃপর তারা যেন তাতে ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর যেন তার প্রতি ঝুঁকে যায়। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনগণকে.

الى صراط مستقيم ﴿٥٤﴾ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى

ইলা- স্বিরা-ত্বিম্‌মুস্তাক্বীম। ৫৫। ওয়া লা- ইয়াযা-লু ল্লাযীনা কাফারু ফী মির্‌ইয়াতিম্‌মিন্‌হু হ্বাত্তা-
সরল (সত্য) পথে পরিচালনা করেন। (৫৫) কাফিররা সর্বদাই এর মধ্যে সন্দেহ করবে থাকবে যতক্ষণ না

تاتيهم الساعة بغتة او ياتيهم عذاب يوم عقيم ﴿٥٥﴾ الملك يومئذ لله ط

তা'তিয়াহুমুস্ সা-'আতু বাগ্‌তাতান্ আও ইয়া'তিয়াহুম 'আযা-বু ইয়াওমিন 'আক্বীম। ৫৬। আল্ মুল্‌কু ইয়াওমাইযিল লিল্লা-হ;
তাদের উপর হঠাৎ কিয়ামত এসে পড়বে। অথবা, তাদের কাছে এসে যাবে অশুভ দিনের আযাব। (৫৬) সে দিন কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহরই।

يحكم بينهم ط فالذين امنوا وعملوا الصلحت في جنت النعيم ۝

ইয়াহ্বকুমু বাইনাহুম; ফাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি ফী জ্বান্না-তিন্ না'ঈম।
তিনিই তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান করবে।

৭ ع ১৪ রুকূ

﴿٥٦﴾ والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين ﴿٥٧﴾ والذين

৫৭। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ ওয়া কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- ফাউলা—ইকা লাহুম 'আযা-বুম মুহীন। ৫৮। ওয়াল্লাযীনা
(৫৭) আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অসম্মানজনক শাস্তি। (৫৮) যারা আল্লাহর

هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ط وان الله

হা-জ্বারু ফী সাবীলিল্লা-হি ছুম্মা- ক্বুতিলূ- আও মা-তূ লাইয়ারযুক্বান্নাহুমুল্লা-হু রিয্‌ক্বান হ্বাসানা-; ওয়া ইন্নাল্
পথে দেশ ত্যাগ করেছে অতঃপর নিহত হয়েছে, অথবা মৃত্যুবরণ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে উত্তম রিযিক (খাদ্য) দান করবেন। আল্লাহই সর্বোত্তম

لهو خير الرزقين ﴿٥٨﴾ ليدخلنهم مدخلا يرضونه ط وان الله لعليم حليم ۝

লা-হা লাহুওয়া খাইরুর্ রা-যিক্বীন। ৫৯। লাইউদ্‌খিলান্নাহুম্‌মুদ্‌খালাই ইয়ারদ্বাওনাহ; ওয়া ইন্নাল্লা-হা লা'আলীমুন-হ্বালীম।
রিযিক (খাদ্য) দাতা। (৫৯) আল্লাহ তাঁদেরকে এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন যা তাঁরা পছন্দ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞাত, সহিষ্ণু।

﴿٥٩﴾ ذلك ج ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ط

৬০। যা-লিকা, ওয়া মান 'আ-ক্বাবা বিমিছ্‌লি মা- 'উক্বিবা বিহী ছুম্মা বুগিয়া 'আলাইহি লাইয়ান্‌স্বুরান্নাহু ল্লা-হ;
(৬০) এটাতো গেল; আর যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নিয়েছে এতটুকু পরিমাণ যতটুকু তার সাথে করেছে, অতঃপর যদি তার উপর বাড়াবাড়ি করে, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন।

ان الله لعفو غفور ﴿٦٠﴾ ذلك بان الله يولج اليل في النهار ويولج النهار

ইন্নাল্লা-হা লা 'আফুওউন গাফূর। ৬১। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা ইউলিজুল লাইলা ফিন নাহা-রি ওয়া ইউলিজুন না-হা-রা
নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৬১) এটা এজন্য যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে

فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ

ফিল্লাইলি ওয়া আন্নাল্লা-হা সামী'উম বাস্বীর। ৬২। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ হাক্বক্বু ওয়া আন্না মা- ইয়াদ্'উনা
রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। নিশ্চয় আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, দৃষ্টিসম্পন্ন। (৬২) এজন্যও যে, আল্লাহই সত্য এবং তাঁকে ব্যতীত

مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٣﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

মিন্ দূনিহী হুওয়াল্ বা-ত্বিলু ওয়া আন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ 'আলিয়্যুল্ কাবীর। ৬৩। আলাম তারা আন্নাল্লা-হা
তারা যাকেই ডাকে তা সব বাতিল (মিথ্যা)। নিশ্চয় আল্লাহই সবচেয়ে বড়, সুমহান। (৬৩) আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

আন্‌যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আন; ফাতুস্ববিহুল্ আরদ্বু মুখ্‌দ্বাররাহ; ইন্নাল্লা-হা লাত্বীফুন খাবীর।
আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন, অতঃপর যমীন সবুজ হয়ে উঠে। নিশ্চয়, আল্লাহ অতি দয়ালু, সর্বজ্ঞ।

ع ৮ ১৫ রুকূ

﴿٦٤﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

৬৪। লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা- ফিল্ আরদ্ব; ওয়া ইন্নাল্লা-হা লাহুওয়াল্ গানিয়্যুল হ্বামীদ।
(৬৪) আকাশ ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব তাঁরই এবং নিশ্চয় আল্লাহ, এমনই মহান সত্তা, যিনি অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।

﴿٦٥﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ

৬৫। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা সাখ্‌খারা লাকুম্‌মা ফিল্ আরদ্বি ওয়াল্ ফুল্‌কা তাজ্‌রী ফিল্ বাহ্বরি
(৬৫) হে মানুষ! তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন এবং সমুদ্রে প্রবাহিত জলযানসমূহও তাঁর নির্দেশেই

بِأَمْرِهِ ۗ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ

বিআমরিহ; ওয়া ইউমসিকুস্ সামা—আ আন্ তাক্বা'আ 'আলাল্ আর্‌দ্বি ইল্লা- বিইয্‌নিহ; ইন্নাল্লা-হা বিন্না-সি
প্রবাহিত হচ্ছে। তিনিই আকাশকে স্থীর রেখেছেন, যাতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত পৃথিবীতে (তা) পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের উপর

لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٦﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ

লারাউফুর রাহ্বীম। ৬৬। ওয়া হুওয়াল্লাযী ~আহ্ব ইয়া-কুম ছুম্মা ইউমীতুকুম্ ছুম্মা ইউহ্বঈকুম্; ইন্নাল্ ইনসা-না
মেহেরবান, অতি দয়ালু। (৬৬) তিনিই আল্লাহ তোমাদেরকে জীবন দিয়েছেন। অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর (পুনরায়) তোমাদের জীবিত করবেন; নিশ্চয়

لَكَفُورٌ ﴿٦٧﴾ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ

লাকাফূর। ৬৭। লিকুল্লি উম্মাতিন জ্বা'আল্‌না- মান্‌সাকান্ হুম না-সিকূহু ফালা- ইউনা-যি'উ ন্নাকা
মানুষ অকৃতজ্ঞ। (৬৭) প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি ইবাদাতের একটি নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছি। তারা সেভাবেই (নিয়ম পালন) করে। সুতরাং তারা যেন সে ব্যাপারে

فِي الْأَمْرِ ۚ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٨﴾ وَإِنْ جَادَلُوكَ

ফিল্ আম্‌রি ওয়াদ্'উ ইলা- রাব্বিক; ইন্নাকা লা'আলা- হুদাম মুস্তাক্বীম। ৬৮। ওয়া ইন্ জ্বা-দালূকা
আপনার সাথে এ নিয়ে বিতর্ক না করে। আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে (মানুষদেরকে) ডাকুন। আপনি সঠিক হেদায়াতের উপরই আছেন। (৬৮) এরপরও যদি তারা

فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ

ফাকুলিল্লা-হু আ'লামু বিমা- তা'মালূন। ৬৯। আল্লা-হু ইয়াহ্বকুমু বাইনাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কুন্‌তুম্
আপনার সাথে তর্ক করে তবে আপনি বলে দিন যে, তোমাদের কর্মসমূহ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (৬৯) আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মাঝে ফয়সালা করবেন,

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٧٠﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ

ফীহি তাখ্‌তালিফূন। ৭০। আলাম্ তা'লাম্ আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা- ফিস্ সামা—ই ওয়াল্ আরদ্ব; ইন্না যা-লিকা
যে ব্যাপারে তোমরা পরস্পরে মতভেদ করছ। (৭০) হে মানুষ! তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহ জানেন? এসব কিছুই

فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧١﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ

ফী কিতা-ব, ইন্না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীর। ৭১। ওয়া ইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি মা- লাম্
কিতাবে লিখিত (রক্ষিত) আছে। আল্লাহর নিকট এ কাজ অতি সহজ। (৭১) তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদাত করে, যার ব্যাপারে আল্লাহ

يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧٢﴾ وَإِذَا

ইয়ুনায্‌যিল্ বিহী সুলত্বা-নাওঁ ওয়া মা- লাইসা লাহুম বিহী 'ইল্‌ম; ওয়া মা- লিয্‌যা-লিমীনা মিন্‌নাস্বীর। ৭২। ওয়া ইযা-
কোন (প্রকার) সনদ অবতীর্ণ করেন নি এবং না তারা সে ব্যাপারে কোন জ্ঞান রাখে। বস্তুতঃ অন্যায়কারীদের কোনই সাহায্যকারী নেই। (৭২) যখন

تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۖ

তুত্‌লা- 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তুনা- বাইয়্যিনা-তিন্ তা'রিফু ফী উজূহিল্‌লাযীনা কাফারুল্ মুন্‌কার;
তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন আপনি কাফিরদের চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখতে পাবেন।

يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ

ইয়া কা-দূনা ইয়াস্‌তূনা বিল্লাযীনা ইয়াত্‌লূনা 'আলাইহিম আ-ইয়া-তিনা; কুল্ আফা উনাব্বিউকুম বিশার্‌রিম্মিন্
তখন তারা আমার আয়াতসমূহ পাঠকারীদের উপর হামলা করতে উদ্যত হয়। আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও মন্দ কোন বিষয়ের

ع ৯ ১৬ রুকূ

ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾ يَا أَيُّهَا

যা-লিকুম্; আন্না-রু; ওয়া'আদাহাল্লা-হুল্লাযীনা কাফারূ; ওয়া বি'সাল্ মাস্বীর। ৭৩। ইয়া~আইয়্যুহান
সংবাদ দিব? সেটা হচ্ছে সে আগুন, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কাফিরদের সাথে করেছেন এবং তা খুবই নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল। (৭৩) হে

النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

নাসু দ্বুরিবা মাছালূন্ ফাস্তামি'উ লাহ; ইন্নাল্লাযীনা তাদ্'ঊনা মিন্ দূনিল্লা-হি
মানুষ! একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে একাগ্রতার সাথে তা শ্রবণ কর, আল্লাহকে ব্যতীত তোমরা যাদেরকে

لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا

লাই ইয়াখ্‌লুকু যুবা-বাওঁ ওয়া লাওয়িজ্‌তামা'উ লাহ; ওয়া ইঈঁইয়াস্‌লুব হুমুয্‌যুবা-বু শাইয়াল্‌লা-
ডাকছ, তারা কখনই একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদি তারা সব মিলে একত্রও হয়। বরং যদি মাছি তাদের থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে তারা

يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۗ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ

ইয়াস্তানক্বিযূহু মিন্হু; দ্বা'উফাত্ব ত্বা-লিবু ওয়াল্ মাত্বলূব। ৭৪। মা- ক্বাদারুল্লা-হা হাক্ক্বা

তার কাছ থেকে তারা তা ছাড়া নিতে পারবে না। উপসনাকারী এবং উপাস্য উভয়ই অক্ষম। (৭৪) তারা আল্লাহকে যথোচিৎ সম্মান

قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ

ক্বাদ্‌রিহ্; ইন্নাল্লা-হা লাক্বাওয়িয়্যুন 'আযিয। ৭৫। আল্লা-হু ইয়াস্ত্বাফী মিনাল্ মালা~ইকা-তি রুসুলাওঁ ওয়া মিনান্

করে না। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। (৭৫) ফিরিশতাদের মধ্য হতে এবং মানুষদের মধ্য হতে আল্লাহই রাসূল মনোনীত

النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ

না-স; ইন্নাল্লা-হা সামী'উম্ বাস্বীর। ৭৬। ইয়া'লামু মা- বাইনা আইদীহিম্ ওয়া মা- খাল্‌ফাহুম;

করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (৭৬) তাদের সম্মুখে এবং পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি (আল্লাহ) ভালভাবেই জানেন,

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

ওয়া ইলাল্লা-হি তুরজা'উল্ উমূর। ৭৭। ইয়া~আইয়্যুহাল লাযীনা আ-মানুরকা'উওয়াস্‌জুদূ

এবং আল্লাহর নিকটই সব কাজ প্রত্যাবর্তিত হবে। (৭৭) হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর এবং তোমাদের

সিজদাহ

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ

ওয়া'বুদূ রাব্বাকুম্ ওয়াফ্'আলূল্ খাইরা লা'আল্লাকুম তুফ্লিহূন। ৭৮। ওয়া জ্বা-হিদূ ফিল্লা-হি

প্রতিপালকের ইবাদাত কর এবং সৎকাজ কর, যাতে তোমরা কৃতকার্য হতে পার। (৭৮) এবং আল্লাহর পথে এভাবে মেহনত কর যেভাবে

حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ

হাক্ক্বা জ্বিহা-দিহ; হুওয়াজ্‌তাবা-কুম ওয়া মা- জ্বা'আলা 'আলাইকুম ফিদ্ দীন মিন্ হারাজ্ব মিল্লাতা

মেহনত করা উচিত। তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রকার সংকীর্ণতা (জটিলতা) করেননি। তোমরা তোমাদের

أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ

আবীকুম্ ইবরা-হীম; হুওয়া সাম্মা-কুমুল্ মুস্লিমীন মিন্ ক্বাব্‌লু ওয়া ফী হা-যা- লিইয়াকূনার্

পিতা ইবরাহীমের ধর্মের উপর কায়েম থাকে। তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন এ কুরআনের পূর্বে এবং এ কুরআনের মধ্যেও, যাতে

الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

রাসূলু শাহীদান 'আলাইকুম ওয়া তাকূনূ শুহাদা—আ 'আলান্না-স। ফাআক্বীমুস্ব স্বালা-তা

রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয়ে যান এবং তোমরাও সব মানুষের উপর সাক্ষী হয়ে যাও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর

وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ○

ওয়া আ-তুযযাকা-তা ওয়া'তাস্বিমূ বিল্লা-হ; হুওয়া মাওলা-কুম, ফানি'মাল মাওলা- ওয়া নি'মান্নাস্বীর।

এবং যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কতই উত্তম অভিভাবক এবং কতই উত্তম সাহায্যকারী।

১০ ع ৬ ১৭ রুকূ

শাফেয়ী (রহ)-এর মতে সিজদাহ

সূরা মু'মিনূন মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১১৮ রুকূ ঃ ৬

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ

১। ক্বাদ্ আফ্‌লাহাল্ মু'মিনূন ২। আল্লাযীনা হুম ফী স্বালা-তিহিম্ খা-শি'ঊন। ৩। ওয়াল্লাযীনা হুম্

(১) মুমিনরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, (২) যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-বিনম্র, (৩) যারা অনর্থক

عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

'আনিল লাগ্‌ওয়ি মু'রিদ্বূন। ৪। ওয়াল্লাযীনা হুম্ লিয্‌যাকা-তি ফা-'ইলূন। ৫। ওয়াল্লাযীনা হুম্ লিফুরূজ্বিহিম্

কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকে। (৪) যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়, (৫) যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে হেফাজত

حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ○

হ্বা-ফিযূনা। ৬। ইল্লা- 'আলা~আযওয়া-জ্বিহিম্ আও মা- মালাকাত্ আইমা-নুহুম্ ফাইন্নাহুম গাইরু মালূমীন।

করে, (৬) তবে তাদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে তারা সংযত না থাকলে ভিন্ন কথা। তখন তারা নিন্দনীয় হবে না;

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ

৭। ফামানিব্ তাগা- ওয়ারা-আ যা—লিকা ফাউলা—য়িকা হুমুল্ 'আ-দূন। ৮। ওয়াল্লাযীনা হুম্ লিআমা-না-তিহিম ওয়া

(৭) সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারাই সীমালংঘনকারী হবে; (৮) এবং যারা সংরক্ষিত আমানত ও

عَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ

'আহ্‌দিহিম্ রা-'ঊন। ৯। ওয়াল্লাযীনা হুম্ 'আলা- স্বালাওয়া-তিহিম্ ইউহ্বা-ফিযূন। ১০। উলা—য়িকা হুমুল্

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, (৯) যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান থাকে, (১০) তারাই পাবে

الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

ওয়া-রিছূন ১১। আল্লাযীনা ইয়ারিছূনাল্ ফির্‌দাওস ; হুম্ ফীহা- খা-লিদূন। ১২। ওয়া লাক্বাদ্ খালাক্বনাল্

উত্তরাধিকারী, (১১) তারা উত্তরাধিকারী হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের, যাতে তারা চিরস্থায়ী থাকবে। (১২) আমি তো মানুষকে

الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا

ইনসা-না মিন সুলা-লাতিমমিন ত্বীন। ১৩। ছুম্মা জ্বা'আল্‌না-হু নুত্বফাতান ফী ক্বারা-রিম মাকীন। ১৪। ছুম্মা খালাক্বনান্

মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি, (১৩) অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক নির্ধারিত আধারে স্থাপন করেছি। (১৪) অতঃপর

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২) ঃ خشعون - অর্থ- অন্তর এবং শরীরের একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা। অন্তরে একাগ্রতা হল, নামায পড়া অবস্থায় সকল প্রকার পার্থিব চিন্তা ও কুমন্ত্রণা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা এবং আল্লাহ্ তায়ালার ভয়-ভীতি অন্তরে সৃষ্টি করা এবং শরীরের নিবিষ্টতা হল নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক না তাকান ও কাপড়-চোপড় ঠিক না করা বরং বিনয়ের সাথে এমনভাবে দাঁড়ান, যেমনিভাবে দুনিয়ার বাদশাহ্ অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তির সামনে দাঁড়ান হয়। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮) ঃ لامنتهم - আমানত রক্ষা করা অর্থ- তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করে, গোপন কথা ফাঁস করে না, আমানতকৃত মাল যথাযথভাবে হেফাজত করে। আর ওয়াদাসমূহ রক্ষার মধ্যে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং মানুষের সাথে কৃত ওয়াদা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। (কুঃ কারীম)

পারা ১৮

يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ

ইয়াস্তানক্বিযূহু মিন্‌হ; দ্বা'উফাত্ ত্বা-লিবু ওয়াল্ মাত্বলূব। ৭৪। মা- ক্বাদারুল্লা-হা হাক্ক্বা

তার কাছ থেকে তারা তা ছাড়া নিতে পারবে না। উপসনাকারী এবং উপাস্য উভয়ই অক্ষম। (৭৪) তারা আল্লাহকে যথোচিৎ সম্মান

قَدْرِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٧٤﴾ اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ

ক্বাদ্‌রিহ; ইন্নাল্লা-হা লাক্বাওয়িয়্যুন 'আযিয। ৭৫। আল্লা-হু ইয়াস্ত্বাফী মিনাল্ মালা~ইকা-তি রুসুলাওঁ ওয়া মিনান্

করে না। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। (৭৫) ফিরিশতাদের মধ্য হতে এবং মানুষদের মধ্য হতে আল্লাহই রাসূল মনোনীত

النَّاسِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ

না-স; ইন্নাল্লা-হা সামী'উম্ বাস্বীর। ৭৬। ইয়া'লামু মা- বাইনা আইদীহিম্ ওয়া মা- খাল্‌ফাহুম;

করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (৭৬) তাদের সম্মুখে এবং পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি (আল্লাহ) ভালভাবেই জানেন,

وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٧٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا

ওয়া ইলাল্লা-হি তুরজা'উল্ উমূর। ৭৭। ইয়া~আইয়্যুহাল লাযীনা আ-মানুরকা'উওয়াস্‌জুদূ

এবং আল্লাহর নিকটই সব কাজ প্রত্যাবর্তিত হবে। (৭৭) হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু' কর, সিজদা কর এবং তোমাদের

সিজদাহ

وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ

ওয়া'বুদূ রাব্বাকুম্ ওয়াফ্'আলুল্ খাইরা লা'আল্লাকুম তুফ্‌লিহূন। ৭৮। ওয়া জা-হিদূ ফিল্লা-হি

প্রতিপালকের ইবাদাত কর এবং সৎকাজ কর, যাতে তোমরা কৃতকার্য হতে পার। (৭৮) এবং আল্লাহর পথে এভাবে মেহনত কর যেভাবে

حَقَّ جِهَادِهٖ ۗ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ

হাক্ক্বা জিহা-দিহ; হুওয়াজ্‌তাবা-কুম ওয়া মা- জা'আলা 'আলাইকুম ফিদ্ দীন মিন্ হারাজ্ মিল্লাতা

যেরূপ করা উচিত। তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি দ্বীনের ব্যাপারে কোনপ্রকার সংকীর্ণতা (জটিলতা) করেননি। তোমরা তোমাদের

اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۗ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ۬ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ

আবীকুম ইব্‌রা-হীম; হুওয়া সাম্মা-কুমুল্ মুস্‌লিমীন মিন্ ক্বাব্‌লু ওয়া ফী হা-যা- লিইয়াকূনার্

পিতা ইবরাহীমের ধর্মের উপর কায়েম থাকো। তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন এ কুরআনের পূর্বে এবং এ কুরআনের মধ্যেও, যাতে

الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۖۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

রাসূলু শাহীদান 'আলাইকুম ওয়া তাকূনূ শুহাদা—আ 'আলান্‌না-স। ফাআক্বীমুস্ব স্বালা-তা

রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয়ে যান এবং তোমরাও সব মানুষের উপর সাক্ষী হয়ে যাও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর

وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۗ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٧٨﴾

ওয়া আ-তুযযাকা-তা ওয়া'তাসিমূ বিল্লা-হ; হুওয়া মাওলা-কুম, ফানি'মাল মাওলা- ওয়া নি'মান্নাস্বীর।

এবং যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কতই উত্তম অভিভাবক এবং কতই উত্তম সাহায্যকারী।

শাফেয়ী (রহ)-এর মতে সিজদাহ

১০ রুকূ' ১৭

সূরা মু'মিনূন মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১১৮ রুকূ ঃ ৬

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ﴿٢﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ

১। ক্বাদ্ আফলাহাল্ মু'মিনূন ২। আল্লাযীনা হুম ফী স্বালা-তিহিম্ খা-শি'উন। ৩। ওয়াল্লাযীনা হুম

(১) মুমিনরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, (২) যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-বিনম্র, (৩) যারা অনর্থক

عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ﴿٤﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ

'আনিল লাগ্‌ওয়ি মু'রিদূন। ৪। ওয়াল্লাযীনা হুম্ লিযযাকা-তি ফা-'ইলূন। ৫। ওয়াল্লাযীনা হুম্ লিফুরূজিহিম্

কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকে। (৪) যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়, (৫) যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে হেফাজত

حٰفِظُوْنَ ﴿٥﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٦﴾

হা-ফিযূনা। ৬। ইল্লা- 'আলা~আযওয়া-জিহিম্ আও মা- মালাকাত্ আইমা-নুহুম্ ফাইন্নাহুম গাইরু মালূমীন।

করে, (৬) তবে তাদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে তারা সংযত না থাকলে ভিন্ন কথা। তখন তারা নিন্দনীয় হবে না;

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٧﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ

৭। ফামানিব্ তাগা- ওয়ারা-আ যা— লিকা ফাউলা—য়িকা হুমুল্ 'আ-দূন। ৮। ওয়াল্লাযীনা হুম্ লিআমা-না-তিহিম ওয়া

(৭) সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারাই সীমালংঘনকারী হবে; (৮) এবং যারা সংরক্ষিত আমানত ও

عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٨﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ

'আহ্‌দিহিম্ রা-'উন। ৯। ওয়াল্লাযীনা হুম্ 'আলা- স্বালাওয়া-তিহিম্ ইউহা-ফিযূন। ১০। উলা—য়িকা হুমুল

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, (৯) যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান থাকে, (১০) তারাই পাবে

الْوٰرِثُوْنَ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

ওয়া-রিছূন ১১। আল্লাযীনা ইয়ারিছূনাল্ ফিরদাওস ; হুম্ ফীহা- খা-লিদূন। ১২। ওয়া লাক্বাদ্ খালাক্বনাল

উত্তরাধিকারী, (১১) তারা উত্তরাধিকারী হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের, যাতে তারা চিরস্থায়ী থাকবে। (১২) আমি তো মানুষকে

الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا

ইনসা-না মিন সুলা-লাতিমমিন ত্বীন। ১৩। ছুম্মা জ্বা'আল্‌না-হু নুত্বফাতান ফী ক্বারা-রিম মাকীন। ১৪। ছুম্মা খালাক্বনান

মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি, (১৩) অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক নির্ধারিত আধারে স্থাপন করেছি। (১৪) অতঃপর

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২) ঃ خٰشِعُوْنَ - অর্থ- অন্তর এবং শরীরের একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা। অন্তরে একাগ্রতা হল, নামায পড়া অবস্থায় সকল প্রকার পার্থিব চিন্তা ও কুমন্ত্রণা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা এবং আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভীতি অন্তরে সৃষ্টি করা এবং শরীরের নিবিষ্টতা হল নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক না তাকান ও কাপড়-চোপড় ঠিক না করা বরং বিনয়ের সাথে এমনভাবে দাঁড়ান, যেমনিভাবে দুনিয়ার বাদশাহ অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তির সামনে দাঁড়ান হয়। (কুঃ কারীম) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৮) ঃ لِاَمٰنٰتِهِمْ - আমানত রক্ষা করা অর্থ- তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করে, গোপন কথা ফাঁস করে না, আমানতকৃত মাল যথাযথভাবে হেফাজত করে। আর ওয়াদাসমূহ রক্ষার মধ্যে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং মানুষের সাথে কৃত ওয়াদা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। (কুঃ কারীম)

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم

নুত্বফাতা 'আলাক্বাতান ফাখালাক্বনাল 'আলাক্বাতা মুদ্বগাতান ফাখালাক্বনাল মুদ্বগাতা- 'ইযা-মান ফাকাসাওয়নাল্ 'ইযা-মা
আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করেছি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করেছি মাংস পিণ্ডে এবং মাংস পিণ্ডকে পরিণত করেছি হাড়ে, অতঃপর

لحما ثم انشانه خلقا اخر فتبرك الله احسن الخلقين ﴿١٤﴾ ثم انكم بعد

লাহ্বমান, ছুম্মা আনশা'না-হু খালক্বান আ-খার, ফাতাবা-রাকাল্লা-হু আহ্বসানুল্ খা-লিক্বীন। ১৫। ছুম্মা ইন্নাকুম বা'দা
হাড়কে মাংস দ্বারা ঢেকে দিয়েছি, অবশেষে তাকে অন্য এক সৃষ্টি রূপে উপস্থাপন করেছি। সুমহান আল্লাহ্, কত সুনিপুণ সৃষ্টিকর্তা! (১৫) এরপর তোমাদের

ذلك لميتون ﴿١٥﴾ ثم انكم يوم القيمة تبعثون ﴿١٦﴾ ولقد خلقنا فوقكم سبع

যা-লিকা লামাইয়্যিতূন। ১৬। ছুম্মা ইন্নাকুম ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি তুব'আছূন। ১৭। ওয়া লাক্বাদ্ খালাক্বনা- ফাওক্বাকুম্ সাব্'আ
অবশ্যই মৃত্যু হবে। (১৬) অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। (১৭) আমিই তো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি

طرائق وما كنا عن الخلق غفلين ﴿١٧﴾ وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنه

ত্বরা—য়িক্ব; ওয়া মা- কুন্না- 'আনিল্ খাল্ক্বি গা-ফিলীন। ১৮। ওয়া আন্যালনা- মিনাস্ সামা—য়ি মা— আম্ বিক্বাদারিন ফাআস্কান্না-হু
করেছি সপ্তাকাশ এবং আমি সৃষ্টির ব্যাপারে অসচেতন নই। (১৮) আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর

في الارض وانا على ذهاب به لقدرون ﴿١٨﴾ فانشانا لكم به جنت من

ফিল্ আরদ্বি ওয়া ইন্না- 'আলা- যাহা-বিম্বিহী লাক্বা-দিরূন। ১৯। ফাআনশা'না- লাকুম্ বিহী জান্না-তিম মিন
আমি তা যমীনে সংরক্ষিত রাখি; আমি এই পানি অপসারন করতেও সক্ষম। (১৯) অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও

نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون ﴿١٩﴾ وشجرة

নাখীলিওঁ ওয়া 'আনা-ব। লাকুম ফীহা- ফাওয়া-কিহু কাছীরাতুওঁ ওয়া মিন্হা- তা'কুলূন। ২০। ওয়া শাজ্বারাতান
আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি ; এতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল হয়। আর তা থেকে তোমরা খেয়ে থাক। (২০) এবং সৃষ্টি করি

تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين ﴿٢٠﴾ وان لكم في

তাখ্রুজু মিন্ তূরি সাইনা— আ তানবুতু বিদ্দুহ্বনি ওয়া স্বিবগিল্ আ-কিলীন ২১। ওয়া ইন্না লাকুম ফিল্
(যায়তুন) বৃক্ষ, যা সিনাই পর্বতে জন্মায়, এর দ্বারা ভক্ষণকারীদের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন হয়। (২১) আর চতুষ্পদ জন্তুতে তোমাদের জন্য

الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها

আন'আ-মি লা'ইব্রাহ; নুসক্বীকুম মিম্মা- ফী বুত্বূনিহা- ওয়ালাকুম্ ফীহা- মানা-ফি'উ কাছীরাতুওঁ ওয়া মিন্হা-
শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে; তোমাদেরকে আমি তাদের পেটে যা আছে তা পান করাই এবং তাতে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকারিতা রয়েছে। আর তোমরা তার কিছু

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৭) ঃ سبع طرائق - طرائق অর্থ- তাফসীরকারদের কাছে স্তর, অর্থাৎ আকাশের সাতটি স্তর, উপর নীচ করে বানিয়েছেন। কেউ বলেন طرائق অর্থ- রাস্তা ; অর্থাৎ সপ্ত আকাশ বানিয়েছেন, সেখানে ফিরিশতাদের যাতায়াত হয়ে থাকে। (তাঃ ওসমানী) ○ টীকা (আঃ ১৮) ঃ অর্থাৎ, আমি পানিকে বায়ুর সহিত মিশাইয়া দিতে পারি, কিংবা যমীনের এত নীচে নামাইয়া দিতে পারি, যাহাতে তোমরা যন্ত্র দ্বারাও বাহির করিতে পারিবে না। কিন্তু আমি তা করি নি। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২১) ঃ وشجرة - এ বৃক্ষ দ্বারা যায়তুন বৃক্ষ বুঝানো হয়েছে। যার দ্বারা তৈল উৎপন্ন হয়। বহু মানুষ তার ফল তরকারী হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এ বৃক্ষটি বহু উপকারী বিধায়, বিশেষভাবে এ বৃক্ষটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (তাঃ ওসমানী)

তাকলون ﴿٢١﴾ وعليها وعلى الفلك تحملون ﴿٢٢﴾ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه

তা'কুলূন। ২২। ওয়া 'আলাইহা- ওয়া 'আলাল ফুলকি তুহ্বমালূন। ২৩। ওয়া লাক্বাদ আরসালনা- নূহ্বান ইলা- ক্বাওমিহী
আহার করে থাক। (২২) তোমরা উটে ও জলযানে আরোহণ করে থাক। (২৩) আমি নূহ্কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

فقال يقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون ﴿٢٣﴾ فقال الملؤا

ফাক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি'বুদুল্লা-হা মা- লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন গাইরুহু; আফালা- তাত্তাকূন। ২৪। ফাক্বালাল্ মালাউল
তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার কওম! আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি ভয় কর না!' (২৪) তখন তার

الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم

লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বাওমিহী মা- হা-যা~ইল্লা- বাশারুম মিছ্লুকুম্ ইউরীদু আইঁ ইয়াতাফাদ্দ্বালা 'আলাইকুম্;
সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানরা বলল, 'এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। যে তোমাদের উপর শ্রেষ্টত্ব পেতে চায়।

ولو شاء الله لانزل ملئكة ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ﴿٢٤﴾ ان هو الا

ওয়া লাও শা—আল্লা-হু লাআন্যালা মালা—য়িকাতাম্; মা- সামি'না- বিহা-যা- ফী~আ-বা— য়িনাল আওওয়ালীন। ২৫। ইন্ হুওয়া ইল্লা-
আল্লাহ্ (রাসূল পাঠানোর) ইচ্ছা করলে ফেরেশ্তাই পাঠাতেন। আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ কথা শুনিনি।' (২৫) 'সে-তো একজন উন্মাদ,

رجل به جنة فتربصوا به حتى حين ﴿٢٥﴾ قال رب انصرني بما كذبون ﴿٢٦﴾

রাজুলুম বিহী জিন্নাতুন ফাতারাব্বাস্বূ বিহী হ্বাত্তা- হ্বীন। ২৬। ক্বা-লা রাব্বিন্ স্বুর্নী বিমা- কায্যাবূন।
তাই এর বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর।' (২৬) নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে তারা মিথ্যাবাদী বলছে।'

فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفار التنور

২৭। ফাআওহ্বাইনা ~ইলাইহি আনিস্না'ইল্ ফুল্কা বি'আ'ইউনিনা- ওয়া ওয়াহ্বয়িনা- ফাইযা- জ্বা- আ আমরুনা- ওয়া ফা-রাত্তান্নূরু,
(২৭) অতঃপর আমি তার কাছে অহী পাঠালাম, 'আপনি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশে নৌকা তৈরী করুন। এরপর যখন আমার আদেশ আসবে ও যমীন

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم

ফাস্লুক্ ফীহা- মিন্ কুল্লি যাওজ্বাইনিছ্নাইনি ওয়া আহ্লাকা ইল্লা- মান্ সাবাক্বা 'আলাইহিল্ ক্বাওলু মিন্হুম,
প্লাবিত হবে, তখন উঠিয়ে নিবেন প্রতিটি প্রাণী এক জোড়া করে এবং আপনার পরিবার বর্গকে। তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদেরকে ছাড়া।

ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ﴿٢٧﴾ فاذا استويت انت

ওয়ালা- তুখা-ত্বিব্নী ফিল্লাযীনা য্বালামূ' ইন্নাহুম মুগ্রাক্বূন। ২৮। ফাইযাস তাওয়াইতা আন্তা
আর জালিমদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলবেন না, তারা নিমজ্জিত হবেই। (২৮) যখন আপনি ও আপনার সঙ্গীরা

○ টীকা (আঃ ২৬) ঃ এ জন্যাবস্তায় বিপরীত কথা আওড়াইতেছে, যেমন "আমি রাসূল, আর মা'বূদ একা" এস্থলে প্রশ্ন এই যে, পাগলের ইচ্ছাশক্তি থাকে না, সে প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা কিরূপে করবে? কাফেররা এমন পরস্পর বিরোধী উক্তি কেমন করে করল? উত্তর ঃ পাগলামীর প্রথম স্তরে ইচ্ছাশক্তি বিলুপ্ত হয় না, তখন প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা হইতে পারে। আর যদি বদ্ধ পাগলই উদ্দেশ্য হয়, তবে তো পরস্পর বিরোধী উক্তির দরুন কাফেরবাই পাগল সাব্যস্ত হল। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৬) ঃ رب انصرني - সাড়ে নয়শ' বছর ধরে দ্বীনের প্রচার করার পরেও যখন নূহের (আ) সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল তখন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যে, আমাকে তাদের মোকাবেলায় সাহায্য করুন। কেননা, ওরা আমাকে প্রকাশ্যে মিথ্যাবাদী বলে। আমার দ্বীন প্রচারের পথে ওরা প্রতিবন্ধী। (তাঃ ওসমানী)

وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

ওয়া মাম্ মা'আকা 'আলালফুল্কি ফাক্বুলি লহ্বাম্দু লিল্লা-হিললাযী নাজ্জা-না মিনাল ক্বাওমিয্ যা-লিমীন।
জলযানে আরোহণ করবেন, তখন বলবেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায় থেকে উদ্ধার করেছেন।

وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝٢٩ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

২৯। ওয়া ক্বুর্ রাব্বি আন্যিলনী মুন্যালাম মুবা-রাকাওঁ ওয়া আন্তা খাইরুল্ মুন্যিলীন। ৩০। ইন্না-ফী যা-লিকা
(২৯) আরও বলবেন-'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কল্যাণের সাথে নামিয়ে দিন; আপনিই তো শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী।' (৩০) এতে অবশ্যই নিদর্শন

لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ۝٣٠ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝٣١ فَاَرْسَلْنَا

লাআ-ইয়া-তিওঁ ওয়া ইন্ কুন্না- লামুব্তালীন। ৩১। ছুম্মা আন্শা'না- মিম্ বা'দিহিম ক্বারনান্ আ-খারীন। ৩২। ফাআরসাল্না-
রয়েছে। আর আমি মানুষকে নিশ্চয় পরীক্ষা করে থাকি। (৩১) অতঃপর অন্য এক জাতিকে তাদের পরে সৃষ্টি করেছিলাম। (৩২) তাদের মধ্যে একজন

فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

ফীহিম রাসূলাম্মিন্হুম আনি'বুদুল্লা-হা মা- লাকুমমিন ইলা-হিন্ গাইরুহ; আফালা- তাত্তাকূন।
রসূলকে এমর্মে পাঠিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নেই, তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?'

রুকূ ২

۝٣٢ وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِي

৩৩। ওয়া ক্বা-লাল মালাউ মিন্ ক্বাওমিহিল লাযীনা কাফারূ ওয়া কায্যাবূ বিলিক্বা—য়িল্ আ-খিরাতি ওয়া আত্রাফ্না-হুম ফিল্
(৩৩) তার সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানরা– যারা পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে ভোগ

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ

হ্বায়া-তিদ দুন্ইয়া-, মা- হা-যা ~ইল্লা- বাশারুম মিছ্লুকুম্, ইয়া'কুলু মিম্মা- তা'কুলূনা মিন্হু ওয়া ইয়াশ্রাবু
সম্ভার দিয়েছিলাম তারা বলেছিল, 'এতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; তোমরা যা খাও সেও তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর সেও

مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۝٣٣ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝٣٤ اَيَعِدُكُمْ

মিম্মা- তাশরাবূন। ৩৪। ওয়া লাইন আত্বা'তুম্ বাশারাম মিছ্লাকুম্ ইন্নাকুম ইযাল লাখা-সিরূন। ৩৫। আইয়া'ইদুকুম্
তাই পান করে।'(৩৪) 'যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের অনুগত হও, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে;' (৩৫) 'সে কি তোমাদেরকে এ

اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ۝٣٥ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ

আন্নাকুম্ ইযা- মিত্তুম ওয়া কুন্তুম্ তুরা-বাওঁ ওয়া 'ইযা-মান আন্নাকুম্ মুখ্রাজূন। ৩৬। হাইহা-তা হাইহা-তা
ওয়াদাই দেয় যে, তোমরা মরে গিয়ে মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলে তোমাদেরকে পুনরায় বের করা হবে।' (৩৬) 'তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অনেক

○ টীকা (আঃ ২৯) ঃ এস্থলে অবতরণ অর্থ মেযবানি। হযরত নূহ (আ)-এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হে খোদা, জমীন আপনারই, আমার যখন নামিব, তখন আপনারই মেহমান হব। আর আপনি হবেন মেযবান। অতএব আপনি আমাদের মেহ্মানী উত্তমরূপে করবেন, অর্থাৎ স্বচ্ছলভাবে পান-আহার দিবেন। এমনই তো অন্য লোকও মেহ্মানী করে থাকে; কিন্তু আপনি তাদের সকলের অপেক্ষা উত্তম এবং যথাযথ মেযবানী আদায় করে থাকেন। অর্থাৎ আপনিই রুজিদাতা। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩১) ঃ قرنا اخرين - এর দ্বারা আ'দ ও সামূদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩২) ঃ رسولا منهم - হযরত হুদ অথবা হযরত সালেহ (আ)। (তাঃ ওসমানী)

لِمَا تُوْعَدُوْنَ ۝٣٦ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ

লিমা- তূ'আদূন। ৩৭। ইন্ হিয়া ইল্লা- হ্বায়া-তুনাদদুন্ইয়া- নামূতু ওয়া নাহ্বইয়া- ওয়ামা- নাহ্বনু
দূরের কথা, অনেক দূরের!' (৩৭) 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমাদের বাঁচা-মরা সব এখানেই। আর আমরা পুনরুত্থিত

بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝٣٧ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ ۨافْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ

বিমাব্'উছীন। ৩৮। ইন্ হুওয়া ইল্লা- রাজুলু নিফতারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবাওঁ ওয়া মা- নাহ্বনু লাহূ
হবো না!' (৩৮) 'সে এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী

بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٣٨ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝٣٩ قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ

বিমু'মিনীন। ৩৯। ক্বা-লা রাব্বিন্ স্বুরনী- বিমা- কাযযাবূন। ৪০। ক্বা-লা 'আম্মা- ক্বালীলিল লাইউস্ব্বিহুন্না
নই।' (৩৯) তিনি বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন; তারা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে।' (৪০) আল্লাহ্ বললেন,'অচিরেই তারা অনুতপ্ত

نٰدِمِيْنَ ۝٤٠ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ

না-দিমীন। ৪১। ফাআখাযাত্ হুমুস্ স্বাইহ্বাতু বিল হ্বাক্কি ফাজা'আলনা-হুম্ গুছা—আ, ফাবু'দাল লিল ক্বাওমিয্
হবে।' (৪১) অতঃপর ওয়াদা অনুযায়ী এক মহাগর্জন তাদেরকে পাকড়াও করল। আমি তাদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম; সুতরাং ধ্বংস হোক

الظّٰلِمِيْنَ ۝٤١ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ۝٤٢ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا

য্বা-লিমীন। ৪২। ছুম্মা- আনশা'না- মিম বা'দিহিম্ কুরূনান আ-খারীন। ৪৩। মা- তাস্বিকু মিন্ উম্মাতিন আজ্বালাহা-
জালিম সম্প্রদায়। (৪২) অতঃপর আমি তাদের পর বহু জাতি সৃষ্টি করেছি। (৪৩) কোন জাতিই তার নির্ধারিত সময়ের আগে যেতে পারে না,

وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝٤٣ ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ

ওয়া মা- ইয়াস্তা'খিরূন। ৪৪। ছুম্মা আরসাল্না- রুসুলানা- তাত্রা-; কুল্লামা- জ্বা—আ উম্মাতার্ রাসূলুহা- কায্যাবূহ্
পিছনেও থাকতে পারে না। (৪৪) পরে আমি একাধিক্রমে রাসূল পাঠিয়েছি। যখনই কোন জাতির কাছে রাসূল এসেছে, তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।

فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝٤٤ ثُمَّ

ফাআত্বা'না- বা'দ্বাহুম্ বা'দ্বাওঁ ওয়া জ্বা'আলনা-হুম আহ্বা-দীস, ফাবু'দাললিক্বাওমিল্লা- ইউ'মিনূন। ৪৫। ছুম্মা
অতঃপর তাদের একের পর একেকে ধ্বংস করে দিলাম। আর তাদেরকে আমি কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি। সুতরাং অবিশ্বাসীরা ধ্বংস হোক! (৪৫) অতঃপর

اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝٤٥ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ

আরসাল্না- মূসা- ওয়া আখা-হু হা-রূনা; বিআ-ইয়া-তিনা- ওয়া সুল্ত্বা-নিম মুবীন। ৪৬। ইলা- ফির'আওনা ওয়া মালায়িহী
আমি মূসা ও তার ভাই হারুনকে আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠালাম (৪৬) ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট;

○ টীকা (আঃ ৪১) ঃ এক অর্থ এও হতে পারে যে, তাদেরক যথাযোগ্যভাবে কঠিন শব্দ এসে ধরেছিল। অর্থাৎ এই ধরা তাদের প্রতি অপরিহার্য ছিল, আর তারা যোগ্যও ছিল। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৪) ঃ فاتبعنا بعضهم - যেমনিভাবে একের পর এক রাসূল এসেছেন, তেমনিভাবে নবুওয়াতের অস্বীকার করার কারণে এ সম্প্রদায় একের পর এক শাস্তি ও ধ্বংসের মধ্যে লেগেই রয়েছে। (কুঃ কারীম)
○ টীকা (আঃ ৪৫) ঃ নিদর্শনাবলী অর্থাৎ মো'জিযাহ্গুলি সমস্ত মিলে সেগুলোই সুস্পষ্ট দলীল ছিল, কিম্বা "মোজিযাতে মুছায়ী"র মধ্যে লাঠি প্রধান মো'জিযাহ্ ছিল। এটিকে অন্যান্য মো'জিযাহ হইতে পৃথক করে সুস্পষ্ট বলেছেন, কিম্বা সুস্পষ্ট দলীল বলতে সে দলীলগুলি যা হযরত মূসা (আ) ফেরাউনের সাথে তর্কালোচনা করার সময় বর্ণনা করতেন।

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٧﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا

ফাস্তাক্বারূ ওয়া কা-নূ ক্বাওমান 'আ-লীন। ৪৭। ফাক্বা-লূ~আনু'মিনু লিবাশারাইনি মিছলিনা- ওয়া ক্বাওমুহুমা-

কিন্তু তারা অহঙ্কার করল। তারা ছিল এক উদ্ধত সম্প্রদায়। (৪৭) তারা বলল, 'আমাদেরই মত দুজন মানুষকে বিশ্বাস করব ? অথচ তাদের কওম আমাদের

لَنَا عَابِدُونَ ﴿٤٨﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

লানা- 'আ-বিদূন। ৪৮। ফাকায্যাবূ হুমা- ফাকা-নূ মিনাল্ মুহ্লাকীন। ৪৯। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা

দাসত্ব করে।' (৪৮) অতঃপর তারা তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। (৪৯) আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম,

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ

লা'আল্লাহুম্ ইয়াহ্তাদূন। ৫০। ওয়া জ্বা'আলনাব্না মারইয়ামা ওয়া উম্মাহূ~আ-ইয়াতাওঁ ওয়া আ-ওয়াইনা-হুমা- ইলা- রাব্ওয়াতিন্

যাতে তারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়। (৫০) আমি মরিয়ম-তনয় ও তার জননীকে নিদর্শন স্বরূপ করেছি। তাদেরকে এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ

৩ ع ৩ রুকূ

ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥١﴾ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي

যা-তি ক্বারা-রিওঁ ওয়া মা'ঈন। ৫১। ইয়া~আইয়্যাহার্ রুসুলু কুলূ মিনাত্ব ত্বাইয়্যিবা-তি- ওয়া'মালূ স্বা-লিহ্বা' ইন্নী

বিশিষ্ট টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম। (৫১) বলেছিলাম 'হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন; আপনাদের কৃতকর্ম

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

বিমা তা'মালূনা 'আলীম। ৫২। ওয়া ইন্না হা-যিহী~উম্মাতুকুম্ উম্মাতাওঁ ওয়া- হ্বিদাতাওঁ ওয়া আনা রাব্বুকুম ফাত্তাক্বূন।

সম্পর্কে আমি অবহিত। (৫২) তোমাদের এই জাতি তো একই জাতি। আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক! তাই আমাকেই ভয় কর।

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرْهُمْ فِي ﴿٥٤﴾

৫৩। ফাতাক্বাত্ত্বা'উ~আম্রাহুম বাইনাহুম্ যুবুরা; কুল্লু হ্বিয্বিম্ বিমা- লাদাইহিম্ ফারিহ্বূন। ৫৪। ফাযার্হুম ফী

(৫৩) কিন্তু তারা নিজেদের ধর্মপন্থাকে বহু বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই স্ব স্ব মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। (৫৪) তাই তাদেরকে কিছুকালের

غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴿٥٥﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٦﴾ نُسَارِعُ

গাম্রাতিহিম্ হ্বাত্তা- হ্বীন। ৫৫। আইয়াহ্বসাবূনা আন্নামা- নুমিদ্দুহুম বিহী- মিম্মা-লিওঁ ওয়া বানীন। ৫৬। নুসা-রি'উ

জন্য তাদের মূর্খতায় থাকতে দিন। (৫৫) তারা কি ধারণা করে, আমি তাদেরকে যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তানাদি দিয়ে থাকি- (৫৬) তাতে করে

لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ

লাহুম্ ফিল্ খাইরা-ত; বাল্লা- ইয়াশ্'উরূন। ৫৭। ইন্নাল্লাযীনা হুম্ মিন্ খাশ্ইয়াতি রাব্বিহিম

তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাব ? বরং তারা বোঝে না। (৫৭) যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে

০ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ ولقد اتينا - ইমাম ইবনে কাসীর (র) বলেন, ফিরআউন এবং তার দল ডুবে যাবার পর হযরত মূসা (আ)-কে তাওরাত দেয়া হয়েছিল এবং তাওরাত অবতীর্ণের পরে আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে সাধারণভাবে শাস্তি (গযব) দ্বারা ধ্বংস করেন নি। কিন্তু মুমিনগণকে এ হুকুম দেয়া হয়েছে যে, কাফিরদের সাথে জিহাদ কর। (কুঃ কারীম) ০ বিশ্লেষণ (আঃ ৫২) ঃ امة واحدة - এখানে প্রথম- امتكم দ্বারা সমকালিন নবীর উম্মতগণকে এবং পরবর্তী امة দ্বারা দ্বীনকে বুঝানো হয়েছে এবং এক হবার অর্থ হচ্ছে যে, সব নবীদের (আ) দাওয়াত একই। তাঁরা প্রত্যেকেই এক আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ আল্লাহর দ্বীন ছেড়ে দিয়ে আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং প্রত্যেক দলই তাদের আকীদা ও আমলের উপর খুশী। তারা সত্য পথ থেকে কতই না দূরে। (কুঃ কারীম)

مُشْفِقُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا

মুশ্ফিকূন। ৫৮। ওয়াল্ লাযীনা হুম্ বিআ-ইয়া-তি রাব্বিহিম ইউ'মিনূন। ৫৯। ওয়াল্ লাযীনা হুম্ বিরাব্বিহিম্ লা-

ভীত-সন্ত্রস্ত, (৫৮) যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলির প্রতি ঈমান আনে। (৫৯) যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে

يُشْرِكُونَ ﴿٦٠﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ

ইউশ্রিকূন। ৬০। ওয়াল্লাযীনা ইউ'তূনা মা~আ-তাওঁ ওয়া কুলূবুহুম্ ওয়াজ্বিলাতুন আন্নাহুম্ ইলা- রাব্বিহিম্

শরীক করে না। (৬০) যারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে- এ বিশ্বাসে তারা যা দান করার তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে

رَاجِعُونَ ﴿٦١﴾ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦٢﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا

রা-জ্বি'উন। ৬১। উলা— য়িকা ইউসা-রি'উনা ফিল্ খাইরা-তি ওয়া হুম্ লাহা- সা-বিকূন। ৬২। ওয়া লা- নুকাল্লিফু নাফ্সান

দান করে, (৬১) তারাই দ্রুত কল্যাণকর কাজে অগ্রসর হয় এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়। (৬২) আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না।

إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٣﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي

ইল্লা- উস'আহা- ওয়া লাদাইনা- কিতা-বুঁই ইয়ান্ত্বিক্ব বিল্ হ্বাক্বক্বি ওয়া হুম্ লা- ইউয্বলামূন। ৬৩। বাল্ কুলূবুহুম্ ফী

আর আমার নিকট এমন এক কিতাব আছে, যা সত্যের সাথে অবস্থা বর্ণনা করে। আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না; (৬৩) বরং এ বিষয়ে তাদের

غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿٦٤﴾ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا

গামরাতিম্মিন হা-যা- ওয়া লাহুম্ 'আমা-লুম্মিন দূনি যা-লিকা হুম্ লাহা- 'আ-মিলূন। ৬৪। হ্বাত্তা~ইয়া~আখাযনা-

অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এছাড়া আরও মন্দ কাজ আছে, যা তারা করে থাকে। (৬৪) এমন কি আমি যখন তাদের স্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে

مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا

মুত্রাফীহিম্ বিল্'আযা-বি ইযা-হুম্ ইয়াজ্বআরূন। ৬৫। লা- তাজ্বআরুল ইয়াওমা ইন্নাকুম মিন্না- লা-

আযাব দ্বারা পাকড়াও করব তখনই তারা আর্তনাদ করে ওঠবে। (৬৫) তাদেরকে বলা হবে, আজ আর্তনাদ করো না। তোমরা আমার কাছ থেকে কোন সাহায্য

تُنْصَرُونَ ﴿٦٦﴾ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ

তুনস্বারূন। ৬৬। ক্বাদ্ কা-নাত্ আ-ইয়া-তী তুত্লা- 'আলাইকুম্ ফাকুন্তুম্ 'আলা~'আ'কা-বিকুম তান্কিস্বূন।

পাবে না।' (৬৬) আমার আয়াত তো তোমাদের নিকট আবৃত্তি করা হত, তখন তোমরা উল্টো পায়ে পালাতে-

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ ﴿٦٨﴾

৬৭। মুস্তাক্বিরীনা বিহী সা-মিরান তাহ্জুরূন। ৬৮। আফালাম্ ইয়াদ্দাব্বারুল্ ক্বাওলা আম্ জ্বা—আহুম্ মা- লাম্ ইয়া'তি

(৬৭) অহংকার প্রদর্শন করে কুরআনের ব্যাপারে অর্থহীন গল্পগুজব করতে করতে।' (৬৮) তবে কি তারা এই কালামের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে না? না তাদের নিকট এমন

০ টীকা (আঃ ৬১) ঃ মু'মেনদের পক্ষেও যেমন আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত আরও নেক কাজসমূহ রয়েছে। অনুরূপভাবে তারাও শিরক-এর সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু অসৎ কার্যে সর্বদা অভ্যস্ত থাকে। (বঃ কোঃ)

০ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৭) ঃ به سمرا - به এর সম্বোধন অধিকাংশ তফসীরকারদের মতে البيت العتيق (কাবাগৃহ) অথবা হেরেম শরীফ। অর্থাৎ কা'বাগৃহের দায়িত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার যে তাদের উপর ছিল তার অহংকারে তারা আল্লাহর আয়াতকে উপহাস করে বা অস্বীকার করে সেখান (পাঠের স্থান) থেকে চলে যেত। কেউ কেউ তার সম্বোধন কুরআনের দিকেও বলেছেন। (কুঃ কারীম)

أباءهم الاولين ﴿٦٩﴾ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ﴿٧٠﴾ ام يقولون

আ-বা—আহুমুল্ আওওয়ালীন। ৬৯। আম্ লাম্ ইয়া'রিফূ রাসূলাহুম্ ফাহুম্ লাহূ মুন্কিরূন। ৭০। আম্ ইয়াকূলূনা
কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি ? (৬৯) নাকি তারা তাদের রসূলকে চেনে না বলে তাকে অস্বীকার করে? (৭০) নাকি তারা বলে,

به جنة ط بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كرهون ﴿٧١﴾ ولو اتبع الحق اهواءهم

বিহী জিন্নাহ্, বাল জ্বা—আহুম্ বিল্ হ্বাক্বক্বি ওয়া আক্ছারুহুম লিল্ হ্বাক্বক্বি কা-রিহূন। ৭১। ওয়া লাওয়িত তাবা'আল হ্বাক্বক্বু আহ্ওয়া—আহুম
তিনি পাগল; বরং তিনি তাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছেন এবং তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে। (৭১) দীনে হক যদি তাদের কামনা-বাসনার

لفسدت السموت والارض ومن فيهن ط بل اتينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم

লাফাসাদাতিস সামা-ওয়া-তু ওয়াল্ আরদ্বু ওয়া মান্ ফীহিন্না ; বাল্ আতাইনা-হুম্ বিযিক্রিহিম্ ফাহুম্ 'আন যিক্রিহিম্
অনুগামী হত, তবে আসমান, যমীন এবং তার মধ্যবর্তী সব কিছুই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত; বরং তাদেরকে আমি উপদেশ দিয়েছি; কিন্তু তারা উপদেশ থেকে

معرضون ﴿٧٢﴾ ام تسئلهم خرجا فخراج ربك خير صلے وهو خير الرزقين ﴿٧٣﴾ وانك

মু'রিদ্বূন। ৭২। আম্ তাস্আলুহুম খারজান ফাখারা-জু রাব্বিকা খাইরুওঁ, ওয়াহুয়া খাইরুর রা-যিক্বীন। ৭৩। ওয়া ইন্নাকা
মুখ ফিরে রয়েছে। (৭২) আপনি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চান? আপনার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা (৭৩) আপনি তো

لتدعوهم الى صراط مستقيم ﴿٧٤﴾ وان الذين لا يؤمنون بالاخرة عن

লাতাদ্'উহুম্ ইলা- স্বিরা-ত্বিম মুস্তাক্বীম। ৭৪। ওয়া ইন্নাল্ লাযীনা লা- ইউ'মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি 'আনিস্ব
অবশ্যই তাদেরকে সরল পথে ডাকছেন। (৭৪) নিশ্চয় যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না, তারা তো সরল পথ থেকে

الصراط لنكبون ﴿٧٥﴾ ولو رحمنهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم

স্বিরা-ত্বি লানা-কিবূন। ৭৫। ওয়া লাও রাহ্বিম্না-হুম্ ওয়া কাশাফ্না- মা- বিহিম্ মিন দ্বুররিল্লাজ্বজু ফী ত্বুগ্ইয়া-নিহিম্
সরে পড়েছে। (৭৫) আমি তাদেরকে দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ- দুর্দশা দূর করলেও তারা বার বার অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে

يعمهون ﴿٧٦﴾ ولقد اخذنهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ٥

ইয়া'মাহূন। ৭৬। ওয়া লাক্বাদ্ আখাযনা-হুম্ বিল্ 'আযা-বি ফামাস তাকা-নূ লিরাব্বিহিম ওয়া মা- ইয়াতাদ্বাররা'উন।
ঘুরতে থাকবে। (৭৬) আমি তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনীত হল না এবং কাতর হয়ে প্রার্থনাও করল না।

﴿٧٧﴾ حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون ﴿٧٨﴾ وهو

৭৭। হ্বাত্তা~ইযা- ফাতাহ্না- 'আলাইহিম্ বা-বান যা- 'আযা-বিন শাদীদিন ইযা-হুম্ ফীহি মুবলিসূন। ৭৮। ওয়া হুওয়াল
(৭৭) এমনকি যখন আমি তাদের জন্য কঠিন আযাবের দুয়ার খুলে দেই, তখনই তারা এতে হতাশ হয়ে পড়ে। (৭৮) তিনিই

৪ ع ২৭ ৪ রুকূ

○ টীকা (আঃ ৭১) ঃ কেননা, সত্য ধর্মকে তাদের ইচ্ছার বশীভূত করে দিলে জগতে বিধর্মাচরণ ও অংশীবাদ ছড়াইয়া পড়ত। ফলে আল্লাহ তা'আলার গযব এসে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমস্ত আসমান, যমীন এবং তন্মধ্যস্থিত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে বিধর্মাচরণ ব্যাপক হওয়ায় কিয়ামত কায়েম হয়ে সবকিছু ধ্বংস হবে। (বঃ কোঃ) ○ শানে নুযূল (আঃ ৭৭) ঃ মক্কার কাফেরদের অবাধ্যাচরণের দরুন রাসূল (স) বদ-দো'আ করলে মক্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আবু সুফইয়ান হুযুর (স)-কে বলল, আপনি জগতের জন্য রহমত। কুরাইশরা আপনারই আত্মীয়। দো'আ করুন, যাতে দুর্ভিক্ষ দূর হয়। রাসূল (স) দো'আ করলে দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল, কিন্তু কুরাইশরা পুনরায় সে অবাধ্যাচরণ শুরু করল। এ সম্বন্ধে এ আয়াতগুলি নাযিল হয়। (কুঃ কাঃ)

الذي انشا لكم السمع والابصار والافئدة ط قليلا ما تشكرون ﴿٧٨﴾ وهو

লাযী~আনশাআ লাকুমুস সাম্'আ ওয়াল্ আব্স্বা-রা ওয়াল্ আফ্য়িদাহ্; ক্বালীলামমা- তাশ্কুরূন। ৭৯। ওয়া হুওয়াল্
তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে

الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ﴿٧٩﴾ وهو الذي يحي ويميت

লাযী যারাআকুম ফিল্ আরদ্বি ওয়া ইলাইহি তুহ্শারূন। ৮০। ওয়া হুওয়াল্লাযী ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু
পৃথিবীতে বিস্তার করেছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে (৮০) তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান

وله اختلاف اليل والنهار ط افلا تعقلون ﴿٨٠﴾ بل قالوا مثل ما قال

ওয়া লাহুখ্ তিলা-ফুল্ লাইলি ওয়ান্নাহা-র, আফালা- তা'ক্বিলূন। ৮১। বাল্ ক্বা-লূ মিছ্লা মা- ক্বা-লাল্
এবং তাঁরই বিধানে রাত ও দিন পরিবর্তিত হয়। তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (৮১) তারপরও তারা তাদের পূর্ববর্তীদের মতই

الاولون ﴿٨١﴾ قالوا ءاذا متنا وكنا ترابا وعظاما ءانا لمبعوثون ﴿٨٢﴾ لقد وعدنا

আওওয়ালূন। ৮২। ক্বা-লূ~আ ইযা- মিত্না- ওয়া কুন্না- তুরা-বাওঁ ওয়া 'ইযা-মান আইন্না- লামাব্'উছূন। ৮৩। লাক্বাদ্ উ'য়িদ্না-
কথা বলে, (৮২) তারা বলে, 'আমাদের মৃত্যু ঘটলে এবং আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি পুনরুত্থিত হব?' (৮৩) ইতিপূর্বে

نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين ﴿٨٣﴾ قل لمن الارض

নাহ্নু ওয়া আ-বা— উনা- হা-যা- মিন্ ক্বাবলু ইন্ হা-যা~ইল্লা~আসা-ত্বীরুল আওওয়ালীন। ৮৪। কুল্ লিমানিল্ আরদ্বু
আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও এ ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এ তো সেকালের উপকথা ছাড়া অন্য কিছু নয়।' (৮৪) বলুন, যদি তোমরা জান তবে বল,

ومن فيها ان كنتم تعلمون ﴿٨٤﴾ سيقولون لله ط قل افلا تذكرون ﴿٨٥﴾ قل من

ওয়া মান্ ফীহা~ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন। ৮৫। সাইয়াকূলূনা লিল্লা-হ; কুল্ আফালা- তাযাক্কারূন। ৮৬। কুল মার্
'পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা কার? (৮৫) তারা বলবে, 'আল্লাহর।' বলুন, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' (৮৬) বলুন,

رب السموت السبع ورب العرش العظيم ﴿٨٦﴾ سيقولون لله ط قل افلا تتقون ٥

রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তিস সাব্'য়ি ওয়া রাব্বুল্ 'আরশিল্ 'আযীম। ৮৭। সাইয়াকূলূনা লিল্লা-হ, কুল আফালা- তাত্তাকূন।
'কে সপ্তাকাশ এবং মহাআরশের অধিপতি ? (৮৭) তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বলুন, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?'

﴿٨٧﴾ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ٥

৮৮। কুল মাম্ বিইয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া হুওয়া ইউজীরু ওয়া লা- ইউজা-রু 'আলাইহি ইন কুন্তুম্ তা'লামূন।
(৮৮) বলুন, 'যদি তোমরা জান, তবে বল, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না?'

○ টীকা (আঃ ৮২) ঃ অর্থাৎ, তাঁর অসীম ক্ষমতার এ প্রমাণসমূহ দ্বারা তাঁর একত্ব এবং পুনরুত্থানের ক্ষমতা উভয়ই প্রমাণিত হয়। কিন্তু তবুও তোমরা মান না। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৮৪) ঃ তাহাদের এ উক্তিতে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তদ্দ্বারা পুনরুত্থানে অবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একত্ববাদের প্রতিও অবিশ্বাস প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং উক্ত কথার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের দিকে তাঁর একত্বও প্রমাণ করা হচ্ছে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৮৬) ঃ ভাবিয়া দেখলেই তো আল্লাহ্ তা'আলার পুনর্জীবন দানের ক্ষমতা এবং তাঁর এককতা এই উভয়ের প্রমাণ পাবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৮৮) ঃ বরং তাঁর ক্ষমতা এবং পুনর্জীবন প্রদানের নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করছ। (বঃ কোঃ)

﴿٨٨﴾ سيقولون لله ۚ قل فانى تسحرون ﴿٨٩﴾ بل اتينهم بالحق وانهم

৮৯। সাইয়াকূলূনা লিল্লা-হ; ক্বুল ফাআন্না- তুস্হ্বারূন। ৯০। বাল্ আতাইনা-হুম্ বিল হ্বাক্বক্বি ওয়া ইন্নাহুম
(৮৯) তারা বলবে, 'আল্লাহ্র।' বলুন, 'তাহলে তোমরা কিভাবে জাদুগ্রস্ত হচ্ছ?' (৯০) বরং আমি তো তাদের কাছে সত্যবাণী পৌঁছিয়েছি; কিন্তু তারা তো

لكذبون ﴿٩٠﴾ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله

লাকা-যিবূন। ৯১। মাত্তাখাযাল্লা-হু মিওঁ ওয়ালাদিওঁ ওয়া মা- কা-না মা'আহূ মিন্ ইলা-হিন ইযাল্লাযাহাবা কুল্লু ইলা-হিম্
মিথ্যাবাদী। (৯১) আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন ইলাহও নেই; থাকলে প্রত্যেক উপাস্য স্ব স্ব সৃষ্টি নিয়ে বিভক্ত

بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ۚ سبحن الله عما يصفون ﴿٩١﴾ علم الغيب

বিমা- খালাক্বা ওয়া লা'আলা- বা'দ্বুহুম 'আলা- বা'দ্ব, সুব্হ্বা-নাল্লা-হি 'আম্মা- ইয়াস্বিফূন। ৯২। 'আ-লিমিল্ গাইবি
হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য পেতে চাইত। তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। (৯২) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তারা যাকে

والشهادة فتعلى عما يشركون ﴿٩٢﴾ قل رب اما ترينى ما يوعدون ﴿٩٣﴾ رب فلا

ওয়াশ্ শাহা-দাতি ফাতা'আ-লা- আম্মা- ইউশ্রিকূন। ৯৩। ক্বুর্ রাব্বি ইম্মা- তুরিয়ান্নী মা- ইউ'আদূন। ৯৪। রাব্বি ফালা-
শরীক করে তিনি তার বহু উর্ধ্বে। (৯৩) বলুন, 'হে আমার প্রতিপালক! যে আযাবের ওয়াদা সেই কাফেরদের সাথে করেছেন তা যদি আমাকে দেখাতে চান,' (৯৪) (তবে)

৫ রুকূ

تجعلنى فى القوم الظلمين ﴿٩٤﴾ وانا على ان نريك ما نعدهم لقدرون ﴿٩٥﴾ ادفع

তাজ্'আলনী ফিল্ ক্বাওমিয্ যোয়া-লিমীন। ৯৫। ওয়া ইন্না- 'আলা~আন্ নুরিইয়াকা মা- না'ইদুহুম লাক্বা-দিরূন। ৯৬। ইদ্ফা'
'আমাকে সেই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।' (৯৫) আমি তাদের সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছি তা আপনাকে আমি অবশ্যই দেখাতে পারব। (৯৬) যা

بالتى هى احسن السيئة ۚ نحن اعلم بما يصفون ﴿٩٦﴾ وقل رب اعوذبك من

বিল্লাতী হিয়া আহ্বসানুস্ সাইয়্যিআহ; নাহ্বনু আ'লামু বিমা- ইয়াস্বিফূন। ৯৭। ওয়া ক্বুর্রাব্বি আ'ঊযুবিকা মিন্
উত্তম তা দিয়ে মন্দের জবাব দিন। তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (৯৭) বলুন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানের প্ররোচনা

همزت الشيطين ﴿٩٧﴾ واعوذبك رب ان يحضرون ﴿٩٨﴾ حتى اذا جاء

হামাযা-তিশ্ শায়া-ত্বীন। ৯৮। ওয়া আ'ঊযুবিকা রাব্বি আইঁ ইয়াহ্বদুরূন। ৯৯। হ্বাত্তা~ইযা- জ্বা— আ
থেকে আপনার পানাহ চাই, (৯৮) বলুন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি,' (৯৯) যখন তাদের কারও

احدهم الموت قال رب ارجعون ﴿٩٩﴾ لعلى اعمل صالحا فيما تركت كلا ۚ انها

আহ্বাদাহুমুল মাওতু ক্বা-লা রাব্বির্জ্বি'উন। ১০০। লা'আল্লী~আ'মালু স্বা-লিহ্বান ফীমা- তারাক্তু কাল্লা-; ইন্নাহা-
কাছে মৃত্যু আসে তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দিন,' (১০০) 'যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আমি

○ টীকা (আঃ ৯০) ঃ যার ফলে সব সূচনা স্বীকার করছে, কিন্তু উহার শেষফল, একত্ববাদ ও পুনরুত্থানে, অবিশ্বাস করছ। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৯১) ঃ অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গী আরও মা'বূদ থাকত, তবে তার নিজ নিজ অংশ বণ্টন করে নিত। ফলে প্রত্যেকে অপরের অংশ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য কাড়াকাড়ি করত। তাতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত। কিন্তু কোন বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং বুঝতে হবে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া দ্বিতীয় মা'বূদ নেই। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৯৬) ঃ এই আদেশটি জেহাদের আদেশের বিপরীত নয়। ইহা হুযুর (স)-এর ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর জেহাদের আদেশ ধর্মীয় স্বার্থ রক্ষার ব্যাপার। ○ টীকা (আঃ ৯৭) ঃ এই প্রার্থনাটি 'নাউযুবিল্লাহ্' এই কারনে ছিল না যে, হুযুর (স)-এর দণ্ডিত হবার সম্ভাবনা ছিল; বরং এতে কাফেরদের প্রতি আগত শাস্তির ভয়াবহতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। (বঃ কোঃ)

كلمة هو قائلها ۚ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ﴿١٠٠﴾ فاذا نفخ فى

কালিমাতুন হুওয়া ক্বা—য়িলুহা-; ওয়া মিওঁ ওয়ারা—য়িহিম্ বারযাখুন ইলা- ইয়াওমি ইয়ুব্'আছূন। ১০১। ফাইযা- নুফিখা ফিস্
পূর্বে করিনি।' কখনও তা হবার নয়। এ তো তার কথার কথা মাত্র। তাদের সম্মুখে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত এক আড়াল থাকবে। (১০১) যখন শিঙ্গায় ফুক

الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ﴿١٠١﴾ فمن ثقلت موازينه

স্বূরি ফালা~আনসা-বা বাইনাহুম্ ইয়াওমায়িযিওঁ ওয়া লা- ইয়াতাসা—আলূন। ১০২। ফামান্ ছাক্বুলাত্ মাওয়া-যীনুহূ
দেয়া হবে তখন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তা থাকবে না, কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারবে না। (১০২) আর যাদের পাল্লা

فاولئك هم المفلحون ﴿١٠٢﴾ ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا

ফাউলা— য়িকা হুমুল্ মুফ্লিহ্বূন। ১০৩। ওয়া মান খাফ্ফাত্ মাওয়াযীনুহূ ফাউলা—য়িকাল্ লাযীনা খাসিরূ~
ভারী হবে, তারাই হবে সফল কাম। (১০৩) আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে;

انفسهم فى جهنم خلدون ﴿١٠٣﴾ تلفح وجوههم النار وهم فيها كلحون ﴿١٠٤﴾ الم

আন্ফুসাহুম্ ফী জ্বাহান্নামা খা-লিদূন। ১০৪। তালফাহ্বু উজ্বূহাহুমুন্না-রু ওয়া হুম্ ফীহা- কা-লিহ্বূন। ১০৫। আলাম্
তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। (১০৪) অগ্নি তাদের চেহারা ঝলসে দিবে এবং তাদের চেহারা হবে বীভৎস; (১০৫) তোমাদের

تكن ايتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ﴿١٠٥﴾ قالوا ربنا غلبت علينا

তাকুন্ আ-ইয়া-তী তুত্লা- 'আলাইকুম ফাকুন্তুম্ বিহা- তুকায্যিবূন। ১০৬। ক্বা-লূ রাব্বানা- গালাবাত্ 'আলাইনা-
কাছে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়নি? তোমরা তো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে। (১০৬) তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে ঘিরে নিয়েছিল

شقوتنا وكنا قوما ضالين ﴿١٠٦﴾ ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظلمون ﴿١٠٧﴾

শিক্ওয়াতুনা- ওয়া কুন্না- ক্বাওমান দ্বা— ল্লীন। ১০৭। রাব্বানা~আখরিজ্বনা- মিন্হা- ফাইন্ 'উদ্না- ফাইন্না- যোয়া-লিমূন।
এবং আমরা পথভ্রষ্ট জাতি ছিলাম। (১০৭) 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করুন, যদি পুনরায় আমরা তা করি, তবে আমরা অবশ্যই জালিম হব।

﴿١٠٧﴾ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ﴿١٠٨﴾ انه كان فريق من عبادى يقولون

১০৮। ক্বা-লাখ্সাউ ফীহা- ওয়া লা- তুকাল্লিমূন। ১০৯। ইন্নাহূ কা-না ফারীকুম্মিন 'ইবা-দী ইয়াকূলূনা
(১০৮) আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা বিতাড়িত হয়ে এখানেই থাক ও আমার সঙ্গে কোন কথা বলবে না।' (১০৯) আমার বান্দাদের একদল বলত,

ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الرحمين ﴿١٠٩﴾ فاتخذتموهم سخريا

রাব্বানা~আ-মান্না- ফাগ্ফিরলানা- ওয়ার্ হ্বাম্না- ওয়া আন্তা খাইরুর রা-হ্বিমীন। ১১০। ফাত্তাখাযতুমূহুম্ সিখরিয়্যান
'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা ও রহম করুন, আপনিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (১১০) তাদেরকে তোমরা ঠাট্টার পাত্র

○ টীকা (আঃ ১০১) ঃ এই মৃত্যুই পৃথিবীতে তাদের প্রত্যাবর্তনের পথে প্রতিবন্ধকরূপে দণ্ডায়মান থাকবে। কেননা, মৃত্যু না ঘটিয়ে উপায় নেই। আবহমান কাল হতেই তাদের সম্মুখে মৃত্যুকালে এই বিপদ উপস্থিত হয়ে এসেছে। তখন সকলেই এরূপ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করে এসেছে। কিন্তু কারও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি। ○ টীকা (আঃ ১০২) ঃ মোটকথা, প্রত্যেকেই সেদিন নিজ নিজ চিন্তায় অস্থির থাকবে এবং কেহ কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না যে, ভাই তুমি কি অবস্থায় আছ? তথায় আত্মীয়তাও কাজে আসবে না। পারস্পরিক বন্ধুত্বের পরিচয়ও না। একমাত্র ঈমানই তথায় কাজে আসবে। যার পরিচয় সাধারণ্যে প্রকাশের জন্য একটি দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং উহা দ্বারা আকায়েদ ও আমল ওযন করা হবে। (বঃ কোঃ)

حتى انسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون ﴿١١١﴾ انى جزيتهم اليوم بما

হাত্তা~আনসাওকুম্ যিক্‌রী ওয়া কুনতুম মিন্‌হুম্ তাদ্বহাকূন। ১১১। ইন্নী জ্বাযাইতুহুমুল্ ইয়াওমা বিমা-
বানিয়েছিলে। এমনকি তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে পরিহাস করতে। (১১১) 'আমি আজ তাদেরকে ধৈর্যধারণের

صبروا انهم هم الفائزون ﴿١١٢﴾ قل كم لبثتم فى الارض عدد سنين

স্বাবারূ~আন্নাহুম্ হুমুল্ ফা—য়িযূন। ১১২। ক্বা-লা কাম্ লাবিছতুম্ ফিল্ আরদ্বি 'আদাদা সিনীন।
প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই হয়েছে সফলকাম।' (১১২) আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে ক'বছর অবস্থান করেছিলে?'

﴿١١٣﴾ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فسئل العادين ﴿١١٤﴾ قل ان لبثتم الا قليلا

১১৩। ক্বা-লূ লাবিছনা- ইওয়ামান আও বা'দ্বা ইয়াওমিন্ ফাস্‌আলিল্ 'আ— দ্দীন। ১১৪। ক্বা-লা ইল্‌লাবিছতুম্ ইল্লা- ক্বালীলাল্‌লাও
(১১৩) তারা বলবে,'আমরা একদিন বা একদিনের কিছু সময় অবস্থান করেছি। নয়তো গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন।' (১১৪) তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্পকালই

لو انكم كنتم تعلمون ﴿١١٥﴾ افحسبتم انما خلقنكم عبثا وانكم الينا لا

আন্নাকুম কুন্‌তুম তা'লামূন। ১১৫। আফা হ্বাসিব্‌তুম্ আন্নামা- খালাক্বনা-কুম্ 'আবাছাওঁ ওয়া আন্নাকুম্ ইলাইনা- লা-
অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা তা জানতে।' (১১৫) তোমরা কি মনে করেছিলে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে

ترجعون ﴿١١٦﴾ فتعلى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم

তুরজ্বা'উন। ১১৬। ফাতা'আ-লাল্লা-হুল মালিকুল্ হ্বাক্বক্বু, লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, রাব্‌বুল 'আর্‌শিল কারীম।
ফিরবে না? (১১৬) মহিমান্বিত আল্লাহ্, তিনিই প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ; সুমহান আরশের প্রভু তিনিই।

﴿١١٧﴾ ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه

১১৭। ওয়া মাঁই ইয়াদ্‌'উ মা'আল্লা-হি ইলা-হান আ-খারা, লা-বুর্‌হা-না লাহূ বিহী, ফাইন্নামা- হ্বিসা-বুহূ 'ইনদা রাব্‌বিহ;
(১১৭) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডাকে– যার স্বপক্ষে কোন সনদ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকটেই রয়েছে।

انه لا يفلح الكفرون ﴿١١٨﴾ وقل رب اغفر وارحم وانت خير الرحمين

ইন্নাহূ লা- ইউফ্‌লিহুল কা-ফিরূন। ১১৮। ওয়া কুর্ রাব্‌বিগ্‌ফির ওয়ারহ্বাম ওয়া আন্‌তা খাইরুর্ রা-হ্বিমীন।
নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। (১১৮) বলুন, 'হে আমার প্রভু! ক্ষমা করুন ও অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয় দয়ালুদের মধ্যে আপনিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

রুকূ ৬

০ বিশ্লেষণ (আঃ ১১৩) ঃ العادين - (গণনাকারী)-এর দ্বারা সে ফিরিশতাগণকে বুঝান হয়েছে। যারা মানুষের আমলসমূহ এবং বয়সসমূহ লিখে রাখার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। অথবা সে সব ব্যক্তিদেরকে বুঝান হয়েছে, যারা হিসাব গণনায় অভিজ্ঞ। (কুঃ কারীম)

০ টীকা (আঃ ১১৫) ঃ অর্থাৎ, কি ভাল হত, যদি তোমরা পৃথিবীতে বুঝতে পারতে যে, পরকালের দীর্ঘতার তুলনায় পৃথিবীর জীবন হিসাবের যোগ্য নয়; বরং স্থায়ী বাসের জন্য ইহা ছাড়া অন্য কোন স্থান রয়েছে! কিন্তু তোমরা মনে করেছিল যে, জীবন শুধু পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ। এখন যে তোমাদের ভুল প্রকাশ পেয়েছে এবং ঠিক বুঝতে পেরেছ ইহা নিষ্ফল। (বঃ কোঃ)

০ টীকা (আঃ ১১৭) ঃ ১১৭ নং আয়াতে 'আল্লাহ্‌র সাথে' শব্দটি যোগ করে কাফেরদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, তারা খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করত। পক্ষান্তরে এই শব্দটি যোগ করার ফলে নাস্তিকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছে। কেননা, বহু মূর্তিপূজকরাও খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। আর ইহারা কোন দেবতার উপাসনা না করেও খোদার অস্তিত্ব মানে না। মোটকথা, এবাদতের ইচ্ছাই এদের নেই। (বঃ কোঃ)

সূরা আন নূর
মাদানী

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৬৪
রুকূ ঃ ৯

﴿١﴾ سورة انزلنها وفرضنها وانزلنا فيها ايت بينت لعلكم تذكرون

১। সূরাতুন আন্‌যাল্‌না-হা- ওয়া ফারাদ্বনা-হা ওয়া আন্‌যাল্‌না- ফীহা~আ-ইয়া-তিম্ বাইয়্যিনা-তিল্ লা'আল্লাকুম্ তাযাক্‌কারূন।
(১) এ এক সূরা, যা আমিই নাযিল করেছি এবং ফরয করেছি এর বিধান। এতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, যাতে তোমরা নসীহত প্রাপ্ত হও।

﴿٢﴾ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذكم

২। আয্‌যা-নিয়াতু ওয়ায্‌যা-নী ফাজ্বলিদূ কুল্লা ওয়া-হ্বিদিম্‌মিনহুমা- মিয়াতা জ্বাল্‌দাহ; ওয়ালা- তা'খুযকুম্
(২) ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশ' বেত্রাঘাত করবে। আর আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠা করার সময় তাদের

بهما رافة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما

বিহিমা- রা'ফাতুন ফী দীনিল্লা-হি ইন্ কুন্‌তুম্ তু'মিনূনা- বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল্ আ-খির, ওয়াল্ ইয়াশ্‌হাদ্ 'আযা-বাহুমা-
প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হও। আর ঈমানদারদের একটি দল যেন তাদের শাস্তির

طائفة من المؤمنين ﴿٣﴾ الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا

ত্বা—য়িফাতুম্‌মিনাল্ মু'মিনীন। ৩। আয্‌যা-নী লা- ইয়ান্‌কিহু ইল্লা- যা-নিয়াতান আও মুশ্‌রিকাতাওঁ, ওয়ায্‌যা-নিয়াতু লা-
সময় উপস্থিত থাকে। (৩) ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিবাহ করবে এবং ব্যভিচারিণী মহিলাকে

ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ﴿٤﴾ والذين يرمون

ইয়ানকিহুহা~ইল্লা- যা-নিন আও মুশ্‌রিক, ওয়া হুর্‌রিমা যা-লিকা 'আলাল্ মু'মিনীন। ৪। ওয়াল্‌লাযীনা ইয়ার্‌মূনাল্
কেবল ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করবে এবং মুমিনদের জন্য এদেরকে হারাম করা হয়েছে। (৪) যারা সতী

المحصنت ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا

মুহ্‌স্বানা-তি ছুম্মা লাম্ ইয়া'তূ বিআর্‌বা'আতি শুহাদা—আ ফাজ্বলিদূহুম্ ছামা-নীনা জ্বাল্‌দাতাওঁ ওয়ালা-
নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং এর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং

০ বিশ্লেষণ (আঃ ২) ঃ ......فاجلدوا - এ শাস্তি সে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর জন্য, যে স্বাধীন, বোধশক্তি সম্পন্ন, বয়ঃপ্রাপ্ত (বালেগ) এবং অবিবাহিত। অথবা বিবাহ করার পরে যৌন সম্ভোগ (সহবাস) করেনি, এবং যে স্বাধীন নয়। তার জন্য পঞ্চাশ কোড়ার অধিক নয় এবং যে মুসলমান স্বাধীন, বোধশক্তিসম্পন্ন বালেগ এবং বিবাহিত তার শাস্তি রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা)। (তাঃ ওসমানী)

০ বিশ্লেষণ (আঃ ৩) ঃ حرم ذلك - অর্থাৎ যে পুরুষ ও মহিলা এ কুঅভ্যাসে লিপ্ত তার জন্য এটা কখনো উচিত হবে না যে, সে একজন চরিত্রবান মুসলমানের সাথে তার স্বামী-স্ত্রী ও পারিবারিক সম্পর্ক কায়েম করে। তার কু-চরিত্র এবং কুঅভ্যাসের প্রেক্ষিতে তার মতই অথবা তার চেয়েও জঘন্য চরিত্রের কোন (মুশরিক) পুরুষ মহিলার সাথে তার সম্পর্ক হওয়া উচিৎ। (তাঃ ওসমানী)

০ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ فاجلدوهم - এখানে মিথ্যা অপবাদকারীর শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি কোন পবিত্র সতী মহিলা অথবা পুরুষের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অনুরূপভাবে যে মহিলা কোন পবিত্র সৎ পুরুষ অথবা মহিলার উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এবং তাদের এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না। তখন তার জন্য তিনটি হুকুম ঃ ১. তাকে আশিটি কোড়া (দোররা) দেয়া, ২. তার সাক্ষী গ্রহণ না করা, ৩. এবং সে আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের কাছে ফাসিক (বিশৃংখলাকারী পাপী) বলে গণ্য।

تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ

তাক্বালূ লাহুম্ শাহা-দাতান আবাদা-, ওয়া উলা~য়িকা হুমুল ফা-সিকূন। ৫। ইল্লাল্লাযীনা তা-বূ মিম্ বা'দি
কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই তো সত্যত্যাগী। (৫) যদি এরপর তারা তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে

ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦﴾ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ

যা-লিকা ওয়া আস্লাহূ, ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম। ৬। ওয়াল্লাযীনা ইয়ারমূনা আয্ওয়া-জাহুম্ ওয়া লাম
নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৬) আর যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং নিজেদের ছাড়া

يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ

ইয়াকুল্লাহুম্ শুহাদা—উ ইল্লা~আনফুসুহুম্ ফাশাহা-দাতু আহাদিহিম আর্বা'উ শাহা-দাতা-তিম্ বিল্লা-হি, ইন্নাহূ
তাদের অন্য কোন সাক্ষী না থাকে, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্র শপথ করে চারবার এই বলে সাক্ষ্য দেবে,

لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧﴾ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٨﴾ وَيَدْرَؤُا

লামিনাস্ স্বা-দিক্বীন। ৭। ওয়াল্ খা-মিসা-তু আন্না লা'নাতাল্লা-হি 'আলাইহি ইন কা-না মিনাল্ কা-যিবীন। ৮। ওয়া ইয়াদ্রাউ
সে অবশ্যই সত্যবাদী, (৭) এবং পঞ্চমবার বলবে, 'সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহ্র গজব নেমে আসবে।' (৮) আর স্ত্রীর

عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۙ

'আনহাল্ 'আযা-বা আন্ তাশ্হাদা আর্বা'আ শাহা-দা-তিম্ বিল্লা-হি, ইন্নাহূ লামিনাল্ কা-যিবীন।
শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্র শপথ করে এমর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

﴿٩﴾ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ

৯। ওয়াল খা-মিসাতা আন্না গাদ্বাবাল্লা-হি 'আলাইহা~ইন্ কা-না মিনাস্ স্বা-দিক্বীন। ১০। ওয়া লাওলা- ফাদ্বলুল্লা-হি
(৯) এবং পঞ্চমবার বলবে,'তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহ্র গযব নেমে আসবে।' (১০) আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ﴿١١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ

'আলাইকুম্ ওয়া রাহ্মাতুহূ ওয়া আন্নাল্লা-হা তাওওয়াবুন হাকীম্। ১১। ইন্নাল্লাযীনা জ্বা—উ বিল্ইফকি 'উস্ববাতুম্
অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ তওবাগ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়ী না হলে তোমাদের বড় ক্ষতি হয়ে যেত। (১১) যারা এই জঘন্য মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে

ع ১০ ৭ রুকূ

مِنْكُمْ ۭ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۭ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۭ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ

মিনকুম; লা- তাহ্সাবূহু শার্রাল্লাকুম্, বাল্ হুওয়া খাইরুল্লাকুম; লিকুল্লিমরিইম মিনহুম্মাক্তাসাবা
তারা তোমাদেরই একটি দল। একে তোমাদের নিজেদের জন্য অকল্যাণ মনে করো না; বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের ততটুকুই আছে,

مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ

মিনাল্ ইছ্ম, ওয়াল্লাযী তাওল্লা- কিব্রাহূ মিন্হুম্ লাহূ 'আযা-বুন 'আযীম। ১২। লাও লা~ইয সামি'তুমূহু যান্নাল্
যতটুকু সে পাপ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এর প্রধান ভূমিকায় ছিল তার জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। (১২) তোমরা এ কথা শোনার পর

الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٣﴾ لَوْلَا جَآءُوْ

মু'মিনূনা ওয়াল্ মু'মিনা-তু বিআন্ফুসিহিম্ খাইরাওঁ, ওয়া ক্বা-লূ হা-যা~ইফ্কুম্মুবীন। ১৩। লাওলা- জ্বা—উ
মুমিন পুরুষ ও নারীরা কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করনি এবং বলনি 'এ তো প্রকাশ্য অপবাদ?' (১৩) তারা কেন এ

عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿

'আলাইহি বিআরবা 'আতি শুহাদা—আ, ফাইযলাম্ ইয়া'তূ বিশ্শুহাদা—য়ি ফাউলা—য়িকা 'ইন্দাল্লা-হি হুমুল্ কা-যিবূন।
ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? সুতরাং তারা যেহেতু সাক্ষী উপস্থিত করেনি সে কারণে তারা আল্লাহ্র কাছে মিথ্যাবাদী।

﴿١٤﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ

১৪। ওয়া লাওলা- ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুহূ ফিদ্ দুন্ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরা-তি লামাস্সাকুম্ ফী মা~আফাদ্বতুম্
(১৪) ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন আযাব তোমাদেরকে

فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾ اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ

ফীহি 'আযা-বুন 'আযীম। ১৫। ইয্ তালাক্ক্বাওনাহূ বিআল্সিনাতিকুম ওয়াতাকূলূনা বিআফ্ওয়া-হিকুম্ মা- লাইসা লাকুম্
পাকড়াও করত। (১৫) যখন তোমরা মুখে মুখে এ কথা প্রচার করছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের

بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾ وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ

বিহী 'ইলমুওঁ ওয়া তাহ্সাবূনাহূ হাইয়িনাওঁ; ওয়া হুওয়া 'ইন্দাল্লা-হি 'আযীম। ১৬। ওয়ালাও লা~ইয সামি'তুমূহু ক্বুলতুম্ মা- ইয়াকূনু
ছিল না এবং তোমরা একে হালকা বিষয় মনে করেছিলে। অথচ আল্লাহ্র কাছে এ ছিল গুরুতর বিষয়। (১৬) যখন তোমরা এ কথা শুনলে তখন কেন বললে না-

لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧﴾ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا

লানা~আন্ নাকাতাল্লামা বিহা-যা-; সুব্হা-নাকা হা-যা- বুহ্তা-নুন 'আযীম্। ১৭। ইয়া'ইযুকুমুল্লা-হু আন্ তা'উদূ
'এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ্ই পবিত্র, মহান, এ তো এক গুরুতর অপবাদ? (১৭) আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'তোমরা যদি ঈমানদার

لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٨﴾ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿

লিমিছ্লিহী~আবাদান ইন্ কুন্তুম মু'মিনীন। ১৮। ওয়া ইউবাইয়িনুল্লা-হু লাকুমুল আ-ইয়া-তি, ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন হাকীম।
হও, তবে পুনরায় কখনও এরূপ আচরণ করো না। (১৮) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

﴿١٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي

১৯। ইন্নাল্লাযীনা ইউহ্বিবূনা আন্ তাশী'আল্ ফা-হিশাতু ফিল্লাযীনা আ-মানূ লাহুম্ 'আযা-বুন আলীমুন, ফিদ্
(১৯) মুমিনদের মধ্যে যারা অশ্লীলতার চর্চা পছন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে ইহলোকে ও পরলোকে

الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ

দুনইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাহ্; ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু ওয়া আন্তুম্ লা- তা'লামূন। ২০। ওয়া লাওলা- ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুহূ
কঠিন আযাব। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না। (২০) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ স্নেহময়

وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ

ওয়া আন্নাল্লা-হা রাউফুর্ রাহীম। ২১। ইয়া~আইয়্যুহাল লাযীনা আ-মানূ- লা- তাত্তা-বি'উ খুতুওয়া-তিশ্ শাইত্বা-ন,

ও পরম দয়ালু না হলে তোমাদের কেউ রেহাই পেতে না। (২১) হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।

وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ

ওয়া মাই ইয়াত্তাবি' খুতুওয়া-তিশ্ শাইত্বা-নি ফাইন্নাহূ ইয়া'মুরু বিল্ ফাহ্শা—য়ি ওয়াল্ মুনকার; ওয়া লাওলা- ফাদ্বলুল্লা-হি

কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে মনে রেখ, শয়তান নিশ্চয় অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

'আলাইকুম্ ওয়া রাহ্মাতুহূ মা- যাকা- মিন্‌কুম মিন্ আহাদিন আবাদাওঁ, ওয়া লা-কিন্নাল্লা-হা ইউযাক্কী মাই ইয়াশা—উ;

অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ কখনও পরিশুদ্ধ হতে পারতে না। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পরিশুদ্ধ করে থাকেন

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾ وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْۤا اُولِى

ওয়াল্লা-হু সামী'উন 'আলীম। ২২। ওয়া লা- ইয়া'তালি উলুল্ ফাদ্বলি মিন্‌কুম্ ওয়াস্ সা'আতি আই ইউ'তূ~উলিল্

এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২২) তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এ শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত

الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖۚ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا

কুর্বা- ওয়াল্ মাসা-কীনা ওয়াল্ মুহা-জ্বিরীনা ফী সাবীলিল্লা-হ; ওয়াল ইয়া'ফূ ওয়াল্ ইয়াস্ফাহূ; আলা-

এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছু দেবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে ও তাদের দোষ- ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি

تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٣﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ

তুহিব্বূনা আই ইয়াগ্‌ফিরাল্লা-হু লাকুম; ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহীম। ২৩। ইন্নাল্‌লাযীনা ইয়ারমূনাল্ মুহ্‌স্বানা-তিল্

পছন্দ কর না, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (২৩) যারা মুমিনা সতী ও নিরীহ নারীদের প্রতি

الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٤﴾ يَّوْمَ

গা-ফিলা-তিল মু'মিনা-তি লু'ইনূ ফিদ্ দুন্ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরা, ওয়ালাহুম্ 'আযা-বুন 'আযীম। ২৪। ইয়াওমা

অপবাদ আরোপ করে তারা ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। (২৪) সেদিন তাদের

تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ

তাশ্হাদু 'আলাইহিম্ আলসিনাতুহুম্ ওয়া আইদীহিম্ ওয়া আর্জুলুহুম্ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ২৫। ইয়াওমাইযিঁই ইউ ওয়াফ্‌ফীহিমুল

বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা,তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে– (২৫) সে দিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য

○ শানে নুযূল (আঃ ২২) ঃ ولا يأتل - হযরত আয়শার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে কতিপয় মুসলমান অজ্ঞতার কারণে জড়িত হয়ে পড়েছিল। তার মধ্যে একজন ছিলেন হযরত মাসতাহ। যিনি একজন গরীব মুহাজের ছিলেন। এছাড়াও তিনি হযরত আবু বকরের (রা) আত্মীয় (খালাতো ভাই) ছিলেন। তিনি তাকে আর্থিক দিক দিয়ে অনেক সাহায্যও করেছিলেন। যখন হযরত আয়শার (রা) অপবাদের ব্যাপারে সে জড়িয়ে পড়ল। তখন হযরত আবু বকর (রা) তাকে সাহায্য করা বন্ধ করে দিলেন। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ﴿٢٥﴾ اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ

লা-হু দীনাহুমুল হাক্কা ওয়া ইয়া'লামূনা আন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ হাক্কুল্ মুবীন। ২৬। আল্ খাবীছা-তু লিল্‌খাবীছীনা

প্রতিদান পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী। (২৬) দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য;

وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ

ওয়াল্ খাবীছূনা লিল্ খাবীছা-তি, ওয়াত্ব ত্বায়্যিবা-তু লিত্ব ত্বাইয়্যিবীনা ওয়াত্ব ত্বাইয়্যিবূনা লিত্ব ত্বাইয়্যিবা-ত, উলা—য়িকা

দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। তাদের ব্যাপারে তারা

مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٦﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا

মুবার্‌রাউনা মিম্মা- ইয়া'কূলূনা, লাহুম্‌মাগ্‌ফিরাতুওঁ ওয়া রিয্‌কুন কারীম। ২৭। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাদ্‌খুলূ

যা বলে তারা তা থেকে পবিত্র। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। (২৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর

بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ

বুয়ূতান গাইরা বুয়ূতিকুম্ হাত্তা- তাস্তা'নিসূ ওয়া তুসাল্লিমূ 'আলা~আহ্‌লিহা-; যা-লিকুম্ খাইরুল্লাকুম্ লা'আল্লাকুম্

ছাড়া অন্য কারও ঘরে তাদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা

تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَاۤ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ

তাযাক্‌কারূন। ২৮। ফাইল্‌লাম্ তাজ্বিদূ ফীহা~আহাদান ফালা- তাদখুলূহা- হাত্তা- ইউ'যানা লাকুম্, ওয়া ইন্

সতর্ক হতে পার। (২৮) যদি তোমরা ঘরে কাউকেও না পাও, তবে তোমাদেরকে যতক্ষণ না অনুমতি দেয়া হয়, ততক্ষণ তাতে প্রবেশ করবে না।

قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ

ক্বীলা লাকুমুরজ্বি'উ ফারজ্বি'উ হুওয়া আযকা- লাকুম্, ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা 'আলীম। ২৯। লাইসা

যদি বলা হয়, 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে আসবে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জানেন। (২৯) জন বসতিহীন

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ

'আলাইকুম জুনা-হুন আন্ তাদ্‌খুলূ বুয়ূতান্ গাইরা মাস্‌কূনাতিন ফীহা- মাতা-'উল লাকুম্, ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু মা- তুব্‌দূনা

ঘরে তোমাদের কোন আসবাবপত্র থাকলে সেখানে প্রবেশে তোমাদের কোনও অসুবিধা নেই। আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর

وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ

ওয়ামা- তাক্‌তুমূন। ৩০। কুল্লিল্ মু'মিনীনা ইয়াগুদ্দূ মিন্ আব্‌স্বা-রিহিম্ ওয়া ইয়াহ্‌ফাযূ ফুরূজ্বাহুম্; যা-লিকা

এবং যা তোমরা গোপন কর। (৩০) ঈমানদারদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে হেফাজতে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ ليس عليكم - যে গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ বৈধ, সে গৃহ সম্পর্কে কেউ বলেন, এর দ্বারা সে গৃহকে বুঝানো হয়েছে যে গৃহ মেহমানদের জন্য ভিন্নভাবে তৈরি করা হয়েছে। অথবা যে গৃহটি মেহমানদের জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। এখানে গৃহের মালিকের প্রথমবারের অনুমতিই যথেষ্ট। কেউ বলেন, এ গৃহ দ্বারা সে গৃহকে বুঝানো হয়েছে যা পথিকের জন্য তৈরি করা হয়েছে অথবা ব্যবসার গৃহ। (কুঃ কারীম)

أزكى لهم ط إن الله خبير بما يصنعون ﴿٣٠﴾ وقل للمؤمنت يغضضن من أبصارهن

আয্‌কা- লাহুম্; ইন্নাল্লা-হা খাবীরুম বিমা- ইয়াস্‌না'উন। ৩১। ওয়া কুল্লিল্ মু'মিনা-তি ইয়াগ্‌দুদ্‌না মিন্ আব্‌স্বা-রিহিন্না
রাখে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে জানেন। (৩১) ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের

ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن

ওয়া ইয়াহ্‌ফায্‌না ফুরূজাহুন্না ওয়া লা- ইউব্‌দীনা যী-নাতাহুন্না ইল্লা- মা- যাহারা মিন্‌হা- ওয়াল্ ইয়াদ্বরিব্‌না বিখুমুরিহিন্না
দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে। যা সাধারণতঃ উন্মুক্ত থাকে তা ছাড়া, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।

على جيوبهن ص ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابائهن أو ءاباء بعولتهن

'আলা- জুয়ূবিহিন্না, ওয়ালা- ইউব্‌দীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা- লিবু'উলা-তিহিন্না আও আ-বা—য়িহিন্না আও আ-বা—য়ি বু'উ লা-তিহিন্না
তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে। তারা তাদের স্বামী, পিতা,

أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخوتهن

আও আব্‌না—য়িহিন্না আও আব্‌না—য়ি বু'উলাতিহিন্না আও ইখ্‌ওয়া-নিহিন্না আও বানী~ইখ্‌ওয়া-নিহিন্না আও বানী ~আখাওয়া-তিহিন্না
শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিকটস্থ মহিলা,

أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التبعين غير أولي الإربة من الرجال

আও নিসা—য়িহিন্না আও মা- মালাকাত্ আইমা-নুহুন্না আওয়িত্তা-বি'ঈনা গাইরি উলিল্ ইর্‌বাতি মিনার্ রিজ্বা-লি
সেবিকা- যারা তাদের অধিকারভুক্ত-অনুগত, যৌনকামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে

أو الطفل الذين لم يظهروا على عورت النساء ص ولا يضربن بأرجلهن

আওয়িত্ত্বিফ্‌লিল্ লাযীনা লাম্ ইয়াযহারূ- 'আলা- 'আওরা-তিন্‌নিসা—য়ি, ওয়ালা- ইয়াদ্বরিব্‌না বিআর্‌জুলিহিন্না
অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট যেন তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রদর্শনের

ليعلم ما يخفين من زينتهن ط وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم

লিইউ'লামা মা- ইউখ্‌ফীনা মিন্ যীনাতিহিন্না; ওয়া তূবূ ইলাল্লা-হি জ্বামী'আন আইয়্যুহাল্ মু'মিনূনা লা'আল্লাকুম
উদ্দেশ্যে যমীনে সজোরে পা না ফেলে। হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম

تفلحون ﴿٣١﴾ وأنكحوا الأيامى منكم والصلحين من عبادكم وإمائكم ط

তুফ্‌লিহূন। ৩২। ওয়া আন্‌কিহুল্ আয়া-মা- মিন্‌কুম্ ওয়াস্ব্‌স্বা-লিহীনা মিন্ 'ইবা-দিকুম্ ওয়া ইমা—য়িকুম্;
হতে পার। (৩২) তোমাদের মধ্যে অবিবাহিতদেরকে বিয়ে করিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩১) ঃ ولا يبدين زينتهن - দ্বারা পোশাক এবং অলংকারসমূহ বুঝানো হয়েছে, যা মহিলারা নিজ রূপসৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে থাকে। * إلا ما ظهر - এ আয়াতাংশে সে পোশাক, অলংকার এবং শরীরের সে অংশকে বুঝানো হয়েছে যা ঢেকে রাখা ও পর্দা করা অসম্ভব। যেমন, কোন প্রয়োজনীয় জিনিস স্পর্শ করার সময় হাত এবং তা দেখার সময় চোখ প্রকাশ পাওয়া। হাতের আংটি, মেহেদী, চোখের সুরমা, কাজল এবং বোরকা অথবা চাদর এগুলোও এক প্রকার অলংকার। এগুলো অনেক সময় প্রয়োজনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এখানে সেগুলোর কথাই বুঝানো হয়েছে। (তবে ফিতনা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে)। (কুঃ কারীম) * نسائهن - (আপন মহিলাগণ) ঃ অর্থাৎ, যে মহিলারা তাদের কাছে যাতায়াত করে। তবে তাদের নেককার হতে হবে। অসৎ মহিলাদের সামনে নয়। কারো মতে এ মহিলাদের দ্বারা মুসলমান মহিলাগণকে বুঝানো হয়েছে। (তাঃ ওসমানী)

إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ط والله وسع عليم ﴿٣٢﴾ وليستعفف الذين

ইঁই ইয়াকূনূ ফুক্বারা—আ ইউগ্‌নিহিমুল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহ; ওয়াল্লা-হু ওয়া-সি'উন 'আলীম। ৩৩। ওয়াল্ ইয়াস্তা'ফিফিল্লাযীনা
তারা নিঃস্ব হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দেবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (৩৩) যারা বিয়ে করতে

لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ط والذين يبتغون الكتب مما

লা- ইয়াজ্বিদূনা নিকা-হান হাত্তা- ইউগ্‌নিয়াহুমুল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহ; ওয়াল্লাযীনা ইয়াব্‌তাগূনাল্ কিতা-বা মিম্মা-
অক্ষম, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে স্বচ্ছল না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির

ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا صلے وءاتوهم من مال الله

মালাকাত্ আইমা-নুকুম্ ফাকা-তিবূহুম্ ইন্ 'আলিম্‌তুম্ ফীহিম্ খাইরাওঁ; ওয়া আ-তূহুম্ মিমমা-লিল্লা-হিল
জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি মনে কর তাদের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন

الذي ءاتكم ط ولا تكرهوا فتيتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا

লাযী~আ-তা-কুম; ওয়ালা- তুক্‌রিহূ ফাতাইয়া-তিকুম্ 'আলাল বিগা—য়ি ইন্ আরাদ্‌না তাহাস্‌সুনাল্ লিতাব্‌তাগূ
তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন সম্পদের লোভে তাদেরকে ব্যভিচারিণী

عرض الحيوة الدنيا ط ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ﴿٣٣﴾

'আরাদ্বাল্ হাইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-; ওয়া মাই ইউক্‌রিহ্‌হুন্না ফাইন্নাল্লা-হা মিম্ বা'দি ইক্‌রা-হিহিন্না গাফূরুর রাহীম।
হতে বাধ্য করো না। কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে, সেক্ষেত্রে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম করুনাময়।

ولقد أنزلنا إليكم ءايت مبينت ومثلا من الذين خلوا من قبلكم

৩৪। ওয়া লাক্বাদ্ আন্‌যাল্‌না— ইলাইকুম্ আ-ইয়া-তিম্ মুবাইয়্যিনা-তিওঁ ওয়া মাছালাম্ মিনাল্লাযীনা খালাও মিন্ ক্বাবলিকুম্
(৩৪) নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি এবং দৃষ্টান্ত পেশ করেছি তোমাদের পূর্ববর্তীদের।

৪ ع ১০ রুকূ

وموعظة للمتقين ﴿٣٤﴾ الله نور السموت والأرض ط مثل نوره كمشكوة فيها

ওয়া মাও'ইযাতাল্ লিল্‌মুত্তাক্বীন। ৩৫। আল্লা-হু নূরুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব; মাছালু নূরিহী কামিশ্‌কা-তিন ফীহা-
আর মুত্তাকীদের জন্য দিয়েছি উপদেশ। (৩৫) আল্লাহ্ই আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি; তাঁর জ্যোতির উপমা প্রদীপ দানের মত, যার মধ্যে আছে

مصباح ط المصباح في زجاجة ط الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة

মিস্ববা-হুন্; আল্ মিস্ববা-হু ফী যুজ্বা-জ্বাহ ; আয্‌যুজ্বা-জ্বাতু কাআন্নাহা- কাওকাবুন দুর্‌রিয়্যুই ইউক্বাদু মিন্ শাজ্বারাতিম্
এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের পাত্রে স্থাপিত, কাচের পাত্রটি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত; পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা যা প্রজ্জ্বলিত

○ শানে নুযূল (আঃ ৩৩) ঃ ولا تكرهوا - জাহেলিয়াতের যুগে বিভিন্ন লোক নিজের দাসীদের দ্বারা অর্থ আয় করত। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইর কাছে কিছু দাসী ছিল, যাদের দ্বারা অশ্লীল কাজ করিয়ে অর্থ আয় করত। তাদের মধ্য হতে অনেকে মুসলমান হয়েছিল, তারা এ ধরনের অসৎ কাজ করতে অস্বীকার করলে আবদুল্লাহ বিন উবাই তাদের উপর অশ্লীল কাজ করার জন্য জবরদস্তি করত। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ ওসমানী)
○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৫) ঃ ...... لا شرقية - অর্থাৎ, সে বৃক্ষটি এমন উন্মুক্ত ময়দানে অবস্থিত যেখানে শুধু সূর্য উদয় ও অস্তের সময়ই আলো পড়ে না সারা দিনই (সর্বক্ষণ) আলো পড়তে থাকে এবং এ ধরনের বৃক্ষের ফল সুস্বাদু হয়ে থাকে। এর দ্বারা যয়তুন বৃক্ষকে বুঝানো হয়েছে।
يهدى الله لنوره - এখানে نور দ্বারা ঈমান ও ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম)

مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ

মুবা-রাকাতিন যাইতূনাতিল লা- শার্কিয়্যাতিওঁ ওয়া লা- গার্বিয়্যাতি, ই ইয়াকা-দু যাইতুহা- ইউদ্বি—উ ওয়া লাও লাম্ তাম্সাস্হু না-র;
করা হয়, যা পূর্ব মুখীও নয় এবং পশ্চিম মুখীও নয়। তাতে অগ্নিসংযোগ না করলেও মনে হয় তার তৈল যেন উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে;

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ

নূরুন 'আলা- নূর; ইয়াহ্দিল্লা-হু লিনূরিহী মাই ইয়াশা—উ; ওয়া ইয়াদ্বরিবুল্লা-হুল্ আম্ছা-লা লিন্না-স;
জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে তার জ্যোতির দিকে পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۙ﴿۳۵﴾ فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ

ওয়াল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন 'আলীম। ৩৬। ফী বুয়ূতিন আযিনাল্লা-হু আন্ তুরফা'আ ওয়া ইউযকারা ফীহাস্মুহূ, ইউসাব্বিহু
এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জানেন। (৩৬) আল্লাহ্ যেসব ঘরে সুউচ্চ মর্যাদাবান করার জন্য এবং তাঁর নাম নেয়ার জন্য আদেশ করেছেন সেখানে সকাল ও

لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿۳۶﴾ رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

লাহূ ফীহা- বিল্গুদুওয়ি ওয়াল্ আ-স্বা-ল। ৩৭। রিজা-লুল্, লা-তুল্হীহিম্ তিজা-রাতুওঁ ওয়ালা- বাই'উন 'আন্ যিক্রিল্লা-হি
সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে– (৩৭) সে সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে

وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ

ওয়া ইক্বা-মিস্ব স্বালা-তি ওয়া ঈতা—য়িয্যাকা-তি; ইয়াখা-ফূনা ইয়াওমান তাতাক্বাল্লাবু ফীহিল্ ক্বুলূবু
এবং নামায কায়েম রাখতে ও যাকাত প্রদানে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ

وَالْاَبْصَارُ ﴿۳۷﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ

ওয়াল্ আবস্বা-র। ৩৮। লিইয়াজ্যি যিয়াহুমুল্লা-হু আহ্সানা মা- 'আমিলূ ওয়া ইয়াযীদা হুম্ মিন ফাদ্বলিহ; ওয়াল্লা-হু ইয়ারযুক্বু
উল্টে যাবে। (৩৮) যাতে তাদেরকে তাদের সৎকাজের জন্য আল্লাহ্ উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো অধিক দান করতে পারেন। আল্লাহ্ যাকে

مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ

মাই ইয়াশা—উ বিগাইরি হ্বিসা-ব। ৩৯। ওয়াললাযীনা কাফারূ~আ'মা-লুহুম্ কাসারা-বিম্ বিক্বী'আতিই ইয়াহ্সাবুহুয্ যাম্
ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। (৩৯) যারা কাফের তাদের কর্ম, শূন্য মরুভূমির মরীচিকার মত, পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে।

الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ

আ-নু মা—আ; হ্বাত্তা~ইযা- জা—আহূ লাম ইয়াজিদ্হু শাইয়াওঁ ওয়া ওয়াজাদাল্লা-হা 'ইনদাহূ ফাওয়াফ্ফা-হু হ্বিসা-বাহ;
অতঃপর সে যখন কাছে যায় তখন কিছুই পায় না এবং সেখানে সে আল্লাহ্কে পায়। অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দিয়ে দেন,

وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۳۹﴾ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ

ওয়াল্লা-হু সারী'উল্ হ্বিসা-ব। ৪০। আও কাযুলুমা-তিন ফী বাহ্রিল লুজ্জিয়্যিই ইয়াগ্শা-হু মওজুম্মিন্ ফাওক্বিহী- মাওজুম্
আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে দ্রুততর। (৪০) অথবা তাদের কর্মের উপমা সমুদ্রের অতল অন্ধকারের মত, তরঙ্গের পর তরঙ্গ যাকে গ্রাস করে ফেলে,

مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَ

মিন্ ফাওক্বিহী সাহ্বা-ব; জুলুমা-তুম্ বা'দুহা- ফাওক্বা বা'দ্ব; ইযা~আখ্রাজা ইয়াদাহূ লাম্ ইয়াকাদ্ ইয়ারা-হা; ওয়া
যার উর্ধ্বদেশে ঘনমেঘ থাকে। যেন এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার। সে যখন তার হাত বের করে, তখন প্রায় কিছুই

৫ রুকূ ১১ ع

مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿۴۰﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى

মাল্লাম্ ইয়াজ্'আ লিল্লা-হু লাহূ নূরান ফামা- লাহূ মিন্ নূর। ৪১। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা ইউসাব্বিহু লাহূ মান ফিস্
দেখতে পায় না। আল্লাহ্ যাকে আলো দান করেন না, তার জন্য কোনও আলো নেই। (৪১) তুমি কি দেখ না, আকাশ ও

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ওয়াত্ত্বাইরু স্বা—ফ্ফা-ত; কুল্লুন ক্বাদ্ 'আলিমা স্বালা-তাহূ ওয়া তাস্বীহ্বাহ; ওয়াল্লা-হ
পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পাখীরা তাদের ডানা বিস্তার করে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? সকলেই তার প্রশংসা ও মহিমা-ঘোষণার পদ্ধতি জানে।

عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۴۱﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

'আলীমুম্ বিমা- ইয়াফ'আলূন। ৪২। ওয়া লিল্লা-হি মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্ব, ওয়া ইলাল্লা-হিল্ মাস্বীর।
তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন। (৪২) আকাশমন্ডলি ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্রই এবং তাঁরই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন।

﴿۴۲﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ

৪৩। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা ইউয্জী সাহ্বা-বান্ ছুম্মা ইউআল্লিফু বাইনাহূ ছুম্মা ইয়াজ্'আলুহূ রুকা-মান ফাতারাল্ ওয়াদ্ক্বা
(৪৩) তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, পরে অন্য মেঘমালার সাথে তাকে একত্রিত করেন। অতঃপর সেগুলো

يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ

ইয়াখ্রুজু মিন্ খিলা-লিহ; ওয়া ইউনায্যিলু মিনাস্ সামা—য়ি মিন্ জ্বিবা-লিন ফীহা- মিম্ বারাদিন ফাউস্বীবু বিহী
স্তরে স্তরে বিন্যাস করেন। তুমি তখন দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টির ধারা; আর আকাশে অবস্থিত শিলাস্তূপ থেকে তিনি বর্ষণ করেন শিলা

مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ○ؕ

মাঁই ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াস্বরিফুহূ 'আম্মাঁই ইয়াশা—উ; ইয়াকা-দু সানা- বারক্বিহী ইয়াযহাবু বিল্ আব্স্বা-র।
এবং এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার উপর থেকে তা হটিয়ে দেন। আর মেঘের বিদ্যুৎ-চমক দৃষ্টি শক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।

﴿۴۳﴾ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿۴۴﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ

৪৪। ইউক্বাল্লিবুল্লা-হুল লাইলা ওয়ান নাহা-র; ইন্না ফী যা-লিকা লা'ইব্রাতাল লিউলীল্ আব্স্বা-র। ৪৫। ওয়াল্লা-হু খালাক্বা কুল্লা
(৪৪) আল্লাহ্ দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটান। নিশ্চয় অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে। (৪৫) আল্লাহ্ বিচরণশীল

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪১) ঃ علم صلاته - প্রত্যেক সৃষ্টিকেই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্দেশ বা বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে যে, সে আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত কিভাবে করবে।

من جبال - অর্থ আকাশে শিলার পাহাড় রয়েছে, যার থেকে শিলা বর্ষিত হয়। (ইবনে কাসীর) কারো মতে جبال অর্থ– পাহাড়ের মত বড় বড় টুকরা। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে শুধু বৃষ্টি নয়; বরং যখন ইচ্ছা করেন তখন শিলার বড় বড় টুকরাও বর্ষণ করেন। (ফতহুল কাদীর) অথবা পাহাড়ের মত বড় বড় মেঘমালা থেকে শিলা বর্ষণ করেন। (কুঃ কারীম)

دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى

দা—ব্বাতিম্ মিম্মা—য়ি; ফামিনহুম মাই ইয়াম্শী 'আলা- বাত্বনিহ; ওয়া মিনহুমমাই ইয়াম্শী 'আলা-
সকল জীব-জন্তুকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন; তাদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দু পায়ে ভর দিয়ে

رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ

রিজ্লাইন, ওয়া মিন্হুমমাই ইয়াম্শী 'আলা- আরবা'ই; ইয়াখ্লুকুল্লা-হু মা- ইয়াশা—উ; ইন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি
চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ

শাইয়িন ক্বাদীর। ৪৬। লাক্বাদ আন্যাল্না~আ-ইয়া-তিম মুবাইয়িনা-ত; ওয়াল্লা-হু ইয়াহ্দী মাই ইয়াশা— উ ইলা- স্বিরা-ত্বিম
সর্বশক্তিমান। (৪৬) আমি অবশ্যই সুস্পষ্ট নিদর্শন নাযিল করেছি, আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথ

مُّسْتَقِيْمٍ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ

মুস্তাক্বীম। ৪৭। ওয়া ইয়াকূলূনা আ-মান্না- বিল্লা-হি ওয়া বির্ রাসূলি ওয়া আত্বা'না- ছুম্মা- ইয়াতাওয়াল্লা- ফারীকুমমিনহুম মিম্
প্রদর্শন করেন। (৪৭) আর তারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা তাদের আনুগত্য করি।

بَعْدِ ذٰلِكَ ۗ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

বা'দি যা-লিক; ওয়ামা— উলা- য়িকা বিল মু'মিনীন। ৪৮। ওয়া ইযা- দু'উ~ইলাল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী
অতঃপর তাদের একদল এরপর মুখ ফিরিয়ে নেয়। বস্তুতঃ তারা ঈমানদার নয়। (৪৮) আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا

লিইয়াহ্কুমা- বাইনাহুম ইযা- ফারীকুমমিনহুম মু'রিদ্বূন। ৪৯। ওয়া ই ইয়াকুললাহুমুল হাক্কু ইয়া'তূ~
দেয়ার জন্য যখন তাদেরকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, (৪৯) কিন্তু সত্য তাদের স্বপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের

اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ۝ اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ

ইলাইহি মুয্'ইনীন। ৫০। আফী কুলূবিহিম্ মারাদ্বুন আমিরতা-বূ~আম ইয়াখা-ফূনা আই ইয়াহীফাল্লা-হু
কাছে ছুটে আসে। (৫০) তাদের অন্তরে কি মহাব্যাধি আছে, না তারা সন্দিহান হয়ে আছে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও

عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ۗ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا

'আলাইহিম্ ওয়া রাসূলুহ; বাল্ উলা— য়িকা হুমুয্ যা-লিমূন। ৫১। ইন্নামা- কা-না ক্বাওলাল মু'মিনীনা ইযা-
তাঁর রাসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন? বরং তারাই তো জালিম। (৫১) যখন ঈমানদারদেরকে তাদের মধ্যে ফয়সালার জন্য

○ টীকা (আঃ ৪৭) ঃ অর্থাৎ, মুনাফেকরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের দাবী করে, কিন্তু এই দাবীর সত্যতা প্রকাশে তাদের মধ্য হতে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ হতে মুখ ফিরায়ে নয়। অর্থাৎ, কোন মীমাংসার জন্য কেউ তাদেরকে রাসূল (স)-এর দরবারে যেতে বললে তারা অস্বীকার করে। কেননা, তারা জানে, রাসূল (স)-এর দরবারে প্রাপ্য সাব্যস্ত হলে তিনি তদনুযায়ীই ফয়সালা করবেন। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৪৭) ঃ ফলকথা, প্রকৃত, ঈমান তো কোন মুনাফেকের অন্তরই নেই, কিন্তু এই শ্রেণীর মুনাফেকদের অন্তরে তো বাহ্যিক ঈমানও নেই। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৫০) ঃ অর্থাৎ, তাহারা দেনাদার হলে তো দেনা সাব্যস্ত হওয়ার ভয়ে হুযূর (স)-এর দরবারে যেতে অস্বীকার করে, কিন্তু নিজেরা প্রাপক হলে তাহাদের দাবী সংরক্ষিত হবে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে হুযূর (স)-এর দরবারে চলে যায়। (বঃ কোঃ)

دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ

দু'উ~ইলাল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী লিইয়াহ্কুমা বাইনাহুম আঁই ইয়াকূলূ সামি'না- ওয়া আত্বা'না; ওয়া উলা—য়িকা হুমুল
আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা তাদের কথায় বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। বস্তুতঃ তারাই

الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

মুফ্লিহূন। ৫২। ওয়া মাই ইউত্বি'ইল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ওয়া ইয়াখ্শাল্লা-হা ওয়া ইয়াত্তাক্বহি ফাউলা—য়িকা হুমুল
সফলকাম। (৫২) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তার শাস্তি থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে, তারাই

الْفَآئِزُوْنَ ۝ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۗ قُلْ

ফা—য়িযূন। ৫৩। ওয়া আক্বসামূ বিল্লা-হি জাহ্দা আইমা-নিহিম্ লায়িন্ আমারতাহুম লাইয়াখ্রুজুন্ন; কুল
সফলকাম। (৫৩) তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, আপনি আদেশ করলে তারা জিহাদের জন্য অবশ্যই বের হবে। বলুন,

لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ

লা- তুক্বসিমূ, ত্বা-আতুম মা'রূফাহ্; ইন্নাল্লা-হা খাবীরুম বিমা- তা'মালূন। ৫৪। কুল আত্বী'উল্লা-হা
তোমরা শপথ করো না, তোমাদের আনুগত্যের প্রকৃতি তো জানাই আছে।' আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন।' (৫৪) বলুন, তোমরা 'আল্লাহর

وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۗ وَاِنْ

ওয়া আত্বী'উর রাসূল, ফাইন তাওয়াল্লাও ফাইন্নামা- 'আলাইহি মা- হুম্মিলা ওয়া 'আলাইকুম মা- হুম্মিলতুম; ওয়া ইন
আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখ, তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তিনিই দায়ী ও তোমাদের

تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

তুত্বী'উহু তাহ্তাদূ; ওয়ামা- 'আলার রাসূলি ইল্লাল্ বালা-গুল মুবীন। ৫৫। ওয়া'আদাল্লা-হুল লাযীনা আ-মানূ
উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে। রাসূলের কাজ তো শুধু সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা। (৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও

مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ

মিনকুম ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি লাইয়াস্ তাখলিফান্নাহুম ফিল্ আরদ্বি কামাস তাখলাফাল লাযীনা মিন্
সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে অবশ্যই শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে শাসন ভার

قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ

ক্বাবলিহিম, ওয়া লাইউমাককিনান্না লাহুম দীনাহুমুল লাযীরতাদ্বা- লাহুম ওয়ালা ইউবাদ্দিলান্নাহুম মিম্ বা'দি
দান করেছিলেন। আর তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের দীনকে– যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন– সুদৃঢ় করবেন এবং অবশ্যই তাদের ভয়-

خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۗ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

খাওফিহিম্ আম্না-; ইয়া'বুদূনানী লা- ইউশ্রিকূনা বী শাইয়া-; ওয়া মান কাফারা বা'দা যা-লিকা ফাউলা—য়িকা হুমুল
ভীতির পর এর পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করে, আমার সাথে কোন শরীক করে না। এরপর কেউ কুফরী করলে তারাই

الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

ফা-সিক্বূন। ৫৬। ওয়া আক্বীমুস্ব স্বালা-তা ওয়াআ-তুয যাকা-তা ওয়া আত্বী'উর্ রাসূলা লা'আল্লাকুম্ তুরহ্বামূন।

সত্যত্যাগী হবে। (৫৬) তোমরা যথাযথভাবে নামায আদায় কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।

﴿٥٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَلَبِئْسَ

৫৭। লা- তাহ্বসাবান্নাল্ লাযীনা কাফারূ মু'জিযীনা ফিল্ আরদ্ব, ওয়ামা' ওয়া-হুমুননা-র, ওয়া লাবি'সাল

(৫৭) তোমরা কাফেরদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করো না। তাদের আশ্রয়স্থল তো জাহান্নাম; কত নিকৃষ্ট তাদের

الْمَصِيْرُ ﴿٥٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ

ع ৭ ১৩ রুকূ

মাস্বীর। ৫৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লিইয়াস্তা'যিনকুমুল্ লাযীনা মালাকাত্ আইমা-নুকুম্ ওয়াল্লাযীনা লাম্

প্রত্যাবর্তনস্থল! (৫৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, তারা যেন তোমাদের কাছে আসতে

يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ

ইয়াব্লুগুল্ হুলুমা মিনকুম্ ছালা-ছা মার্‌রা-ত; মিন্ ক্বাব্লি স্বালা-তিল্ফাজ্‌রি ওয়া হ্বীনা তাদ্বা'ঊনা ছিয়া- বাকুম্

এই তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে যে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে

مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۫ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

মিনায্বযাহীরাতি ওয়া মিম্বা'দি স্বালা-তিল্ 'ইশা—য়ি; ছালা-ছু 'আওরা-তিল্লাকুম্; লাইসা 'আলাইকুম্

বস্ত্র খুলে রাখ তখন এবং এশার নামাযের পর; এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ সময় ছাড়া অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করলে তোমাদের

وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ

ওয়ালা- 'আলাইহিম্ জুনা-হুম্ বা'দা হুন্না; ত্বাওয়্যাফূনা 'আলাইকুম্ বা'দ্বুকুম্ 'আলা- বা'দ্ব; কাযা-লিকা ইউবাইয়্যিনুল্

এবং তাদের কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো আসা-যাওয়া করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তার

اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٨﴾ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا

লা-হু লাকুমুল্ আ-য়া-ত; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন হ্বাকীম। ৫৯। ওয়া ইযা- বালাগাল্ আত্বফা-লু মিনকুমুল্ হুলুমা ফাল্ ইস্তা'যিনূ

আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫৯) আর তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন

كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

কামাস তা'যানাল্লাযীনা মিন্ ক্বাবলিহিম্' কাযা-লিকা ইউবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম আ-ইয়া-তিহ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন হ্বাকীম।

তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মত অনুমতি প্রার্থনা করে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

○ শানে নুযূল (আঃ ৫৮) ঃ يا ايها الذين امنوا - রাসূলুল্লাহ্ (স) একদা এক আনসারী গোলামকে দুপুরের সময় হযরত ওমরকে (রা) ডেকে আনার জন্য পাঠালেন। গোলাম বিনা অনুমতিতে তাঁর গৃহে প্রবেশ করেন। তখন ওমর ফারুক (রা) শোয়া অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর শরীরের কিছু অংশ থেকে কাপড় সরে গিয়েছিল। অন্য এক বর্ণনা মতে, তিনি স্ত্রীর সাথে আলাপ করতে ছিলেন। গোলামের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করাটা ওমর ফারুকের (রা) কাছে খুবই অপছন্দ হল। হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে একথা বের হয়ে আসল যে, "কতইনা ভাল হত যদি আল্লাহ্ তায়ালা এ নিষেধ করে দিতেন যে, মাতা-পিতা, পুত্র এবং চাকর ভৃত্যরাও এমন সময় বিনা অনুমতিতে আমাদের গৃহে যেন প্রবেশ না করে।" অতঃপর যখন ওমর ফারুক (রা) রাসূলুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ কাদেরী)

﴿٦٠﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ

৬০। ওয়াল ক্বাওয়া'ইদু মিনান্‌নিসা—য়িল্লা-তী লা- ইয়ারজুনা নিকা-হ্বান ফালাইসা 'আলাইহিন্না জুনা-হুন আঁই ইয়াদ্বা'না

(৬০) বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের কোন অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে

ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

ছিয়া-বাহুন্না গাইরা মুতাবার্‌রিজা-তিম্ বিযীনাহ; ওয়া আঁই ইস্তা'ফিফ্না খাইরুল্লাহুন্না, ওয়াল্লা-হু সামী'উন 'আলীম।

তাদের অতিরিক্ত কাপড় খুলে রাখে। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

﴿٦١﴾ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰۤى

৬১। লাইসা 'আলাল্ 'আমা- হ্বারাজুঁও ওয়া লা- 'আলাল 'আরাজি হ্বারাজুঁও ওয়ালা- 'আলাল্ মারীদ্বি হ্বারাজুঁও ওয়া লা- 'আলা~

(৬১) দোষণীয় নয় অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও আহার করা

اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ

আন্‌ফুসিকুম্ আন্ তা'কুলূ মিন্ বুয়ূতিকুম্ আও বুয়ূতি আ-বা—য়িকুম্ আও বুয়ূতি উম্মাহা-তিকুম্

তোমাদের সন্তানদের গৃহে, অথবা তোমাদের পিতৃগৃহে, মাতৃগৃহে,

اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ

আও বুয়ূতি ইখ্‌ওয়া-নিকুম্ আও বুয়ূতি আখাওয়া-তিকুম্ আও বুয়ূতি 'আমা-মিকুম্ আও বুয়ূতি 'আম্মা-তিকুম্

ভ্রাতৃগৃহে, ভগিনীগৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে,

اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗۤ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ

আও বুয়ূতি আখ্‌ওয়া-লিকুম্ আও বুয়ূতি খালা-তিকুম্ আও মা- মালাক্‌তুম মা-ফা-তিহ্বাহূ~আও স্বাদীক্বিকুম্;

মামাদের গৃহে,খালাদের গৃহে অথবা সে সব গৃহে যার চাবি তোমাদের হাতে আছে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে;

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا

লাইসা 'আলাইকুম্ জুনা-হুন আন্ তা'কুলূ জ্বামী'আন আও আশ্‌তা-তা-; ফাইযা- দাখাল্‌তুম্ বুয়ূতান ফাসাল্লিমূ

তোমরা একসঙ্গে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর- তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমাদের

عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ

'আলা- আনফুসিকুম্ তাহ্বিয়্যাতাম্‌মিন্ 'ইনদিল্লা-হি মুবা-রাকাতান ত্বাইয়্যিবাহ; কাযা-লিকা ইউবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুমুল্ আ-ইয়া-তি

স্বজনদের প্রতি সালাম করবে- এ হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কল্যাণকর ও পবিত্র সম্ভাষণ। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তার নির্দেশ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন,

○ টীকা (আঃ ৬০) ঃ কেননা, ইহা বেগানা পুরুষের সম্মুখে মুক্ত করা একেবারেই নিষিদ্ধ। অতএব, শুধু মুখমণ্ডল ও দু'হাতের এবং পায়ের পাতা খোলা রাখা জায়েয। যুবতী স্ত্রীলোক ঢাকিয়া রাখিবে। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬০) ঃ ان يضعن ثيابهن - হযরত শাহ্ সাহেব (র) বলেন, বৃদ্ধা মহিলা গৃহে যদি অল্প পোশাকে থাকে তা বৈধ। আর যদি পূর্ণ পর্দাসহ থাকে তা সর্বোত্তম এবং গৃহ হতে বের হবার সময়ও যদি অতিরিক্ত পোশাক যেমন বোরকা ইত্যাদি খুলে রাখে তাতে অপরাধ নেই। তবে তার সে অলংকারাদি কোনভাবেই প্রকাশ হতে পারবে না যা গোপন রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (তাঃ ওসমানী) ○ টীকা (আঃ ৬১) ঃ অর্থাৎ, যদি তুমি কোন অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন কিংবা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি সঙ্গে নিয়ে তোমার কোন স্বজনের গৃহে গিয়ে গৃহস্বামীর সম্মতিক্রমে কিছু পানাহার কর, তবে কোন ক্ষতি নেই। (বঃ কোঃ)

ع ৪ ১৪ রুকূ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ

লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন। ৬২। ইন্নামাল মু'মিনূনাল্ লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়া ইযা- কা-নূ মা'আহূ
যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৬২) তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত

عَلٰۤى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ

'আলা- আমরিন জ্বা-মি'য়িল্লাম্ ইয়াযহাবূ হাত্তা- ইয়াস্তা'যিনূহ; ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াস্তা'যিনূনাকা উলা—য়িকাল্
কোন কাজে একত্রিত হলে তার অনুমতি ব্যতীত সরে না পড়ে। যারা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ

লাযীনা ইউ'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহ, ফাইযাস্ তা'যানূকা লিবা'দ্বি শা'নিহিম্ ফা'যাল লিমান্
এবং তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী। সুতরাং তারা তাদের কোন কাজে আপনার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে অনুমতি দিয়ে দিন এবং

شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٢﴾ لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ

শি'তা মিন্হুম্ ওয়াস্তাগ্ফির লাহুমুল্লা-হ; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম। ৬৩। লা- তাজ্'আলূ দু'আ—
তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৬৩) রাসূলের আহ্বানকে তোমরা

الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ

আর্ রাসূলি বাইনাকুম্ কাদু'আ—য়ি বা'দ্বিকুম্ বা'দ্বা; ক্বাদ্ ইয়া'লামুল্লা-হুল্ লাযীনা ইয়াতাসাল্লানূনা মিন্কুম্
তোমাদের একে অপরের সাধারণ আহ্বানের মত মনে করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে চুপি চুপি সরে

لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ

লিওয়া-যা-, ফাল্ ইয়াহ্যারিল্ লাযীনা ইউখা-লিফূনা 'আন্ আমরিহী~আন্ তুস্বীবাহুম্ ফিত্নাতুন আও ইউস্বীবাহুম্
পড়ে, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন; সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, বিপর্যয় বা কঠিন আযাব

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾ اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ اَنْتُمْ

'আযা-বুন আলীম। ৬৪। আলা~ইন্না লিল্লা-হি মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব; ক্বাদ্ ইয়া'লামু মা~আন্তুম্
তাদেরকে গ্রাস করবেই। (৬৪) জেনে রেখ, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা

○ শানে নুযূল (আঃ ৬২) ঃ পরিখার যুদ্ধে ক্লান্ত মুসলমানগণ মদীনায় যাওয়ার প্রয়োজন হলে হুযূর (স)-এর অনুমতি নিয়ে যেতেন। অনুরূপভাবে জুমুআ ও অন্যান্য ধর্মীয় সমাবেশ হতে কোন কোন মুসলমান বিশেষ প্রয়োজনে হুযূর (স)-এর অনুমতি নিয়ে বাইরে যেতেন। এই সুযোগে এদের আড়ালে মুনাফেকরাও বিনা প্রয়োজনে গোপনে সরে পড়ত। (বঃ কোঃ) ○ শানে নুযূল (আঃ ৬২) ঃ ليس على الاعمى - জিহাদে যাবার সময় সাহাবাগণ (রা) এ আয়াতের প্রেক্ষিতে, অক্ষম ব্যক্তিদের কাছে তাদের ঘরের চাবি রেখে যেতেন এবং তাদেরকে ঘরের খাদ্যদ্রব্য খাবার জন্য অনুমতি দিয়ে যেতেন। কিন্তু অক্ষম সাহাবাগণ (রা) অনুমতি পাবার পরেও মালিকের অনুপস্থিতিতে সে গৃহে খাওয়া-দাওয়া করা বৈধ মনে করতেন না। আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, "আত্মীয়-স্বজন এবং যে গৃহের চাবি তার কাছে আছে সেখানে খেতে কোন গুনাহ নেই।" (কুঃ কারীম)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৩) ঃ لاتجعلو دعا۔ - অর্থাৎ যেমনিভাবে তোমরা একে অন্যকে নাম ধরে ডাক, রাসূলুল্লাহকে (স) সেভাবে নাম ধরে ডেক না। যেমন- হে মুহাম্মদ (স)। তবে ইয়া রাসূলাল্লাহ অথবা ইয়া নবীয়াল্লাহ ইত্যাদি বলে ডাক। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৬৪) ঃ একথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তারা হয় ইহলোকে না হয় পরলোকে শাস্তি ভোগ করিবে; বরং উভয় কালেই তাদের শাস্তি ভোগের সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ লঙ্ঘনে তাঁর ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক এবং এই আদেশ লঙ্ঘন তাঁর অজ্ঞাতও নয়। সুতরাং তাদের শাস্তি অনিবার্য। (বঃ কোঃ)

৯ ع ১৫ রুকূ

عَلَيْهِ ؕ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

'আলাইহ; ওয়া ইয়াওমা ইউর্জ্বা'ঊনা ইলাইহি ফাইউনাব্বিউহুম্ বিমা- 'আমিলূ; ওয়াল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন 'আলীম।
জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তারা যা করত তিনি তা জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জানেন।

সূরা ফুরক্বা-ন
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৭৭
রুকূ ঃ ৬

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ﴿١﴾ الَّذِيْ لَهٗ

১। তারা-রাকাল্লাযী নায্যালাল্ ফুরক্বা-না 'আলা- 'আব্দিহী লিইয়াকূনা লিল্ 'আ-লামীনা নাযীরা। ২। নিল্লাযী লাহূ
(১) কত মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। (২) আকাশমন্ডলি

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ

মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়ালাম্ ইয়াত্তাখিয ওয়ালাদাওঁ ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহূ শারীকুন্ ফিল্ মুল্কি
ও ভূমন্ডলির সার্বভৌমত্ব তো তারই। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমত্বেও তার কোন শরিক নেই। তিনিই সমস্ত

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿٢﴾ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ

ওয়া খালাক্বা কুল্লা শাইয়িন ফাক্বাদ্দারাহূ তাক্বদীরা-। ৩। ওয়াত্তাখাযূ মিন্ দূনিহী আ-লিহাতাল লা- ইয়াখ্লুক্বূনা
কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং পরিমিতভাবে প্রতিপালন করছেন। (৩) তারা তাঁর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে,

شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا

শাইয়াওঁ ওয়া হুম্ ইউখ্লাক্বূনা ওয়া লা- ইয়াম্লিকূনা লিআন্ফুসিহিম্ দ্বার্রাওঁ ওয়া লা- নাফ্'আওঁ ওয়ালা- ইয়াম্লিকূনা মাওতাওঁ
যারা কিছুই সৃষ্টি করে না; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। যারা নিজেদের ভাল ও মন্দের মালিক নয়। আর যারা জীবন ও মৃত্যু

وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ﴿٣﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ افْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ

ওয়ালা- হায়া-তাওঁ ওয়ালা- নুশূরা-। ৪। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ~ইন্ হা-যা- ইল্লা~ইফ্কুনিফ্ তারা-হু ওয়া আ'আ-নাহূ
এবং পুনরুত্থানের মালিক নয়। (৪) কাফেররা বলে, 'এ মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়; তিনিই [রাসূল (স)] তা উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য

عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ﴿٤﴾ وَقَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

'আলাইহি ক্বাওমুন আ-খারূন; ফাক্বাদ্ জ্বা—ঊ যুল্মাওঁ ওয়াযূরা-। ৫। ওয়া ক্বা-লূ~আসা-ত্বীরুল আওওয়ালীনাক্
এক সম্প্রদায় তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।' তারা অবশ্যই সীমালংঘনে ও মিথ্যায় লিপ্ত। (৫) আর তারা বলে, 'এগুলি তো সেকালের

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ الفرقان - অর্থ সত্য-মিথ্যা, তাওহীদ-শিরক, ন্যায়-অন্যায় এর মধ্যে পার্থক্যকারী। এ কুরআন সুস্পষ্টভাবে এর পার্থক্যকারী। এজন্য এ কুরআনকে ফুরকান বলা হয়েছে। (কুঃ কারীম)

○ টীকা (আঃ ৪) ঃ 'অন্যান্য লোকেরা' বলতে ঐসকল ইহুদী নাছারাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাহারা তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিংবা যে সমস্ত ইহুদী ও নাছারা এমনি তাঁর দরবারে সময় সময় আসা-যাওয়া করত। (বঃ কোঃ)

اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى

তাতাবাহা- ফাহিয়া তুম্‌লা- 'আলাইহি বুক্‌রাতাওঁ ওয়া আস্বীলা- । ৬ । কুল্ আন্‌যালাহুল্‌লাযী ইয়া'লামুস্ সিররা ফিস্
উপকথা, যা তিনি লিখে নিয়েছেন । এগুলি সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয় ।' (৬) বলুন, 'এটি তিনিই নাযিল করেছেন যিনি

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ

সামা- ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্ব; ইন্নাহূ কা-না গাফূরার রাহ্বীমা- । ৭ । ওয়া ক্বা-লূ মা-লি হা-যার রাসূলি
আকাশ ও পৃথিবীর সকল গোপন বিষয় জানেন । নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু । (৭) তারা বলে, ' এ কেমন রাসূল যে

يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ

ইয়া'কুলুত্ব ত্বা'আ-মা ওয়া ইয়াম্‌শী ফিল আস্‌ওয়া-ক্ব; লাওলা~উন্‌যিলা ইলাইহি মালাকুন ফাইয়াকূনা মা'আহূ
আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে । তার নিকট কেন কোন ফেরেশ্‌তা নাযিল করা হল না, যে তার সাথে সতর্ককারীরূপে

نَذِيْرًا ۝ اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ

নাযীরা- । ৮ । আও ইউল্‌ক্বা~ইলাইহি কান্‌যুন আও তাকূনু লাহূ জ্বান্নাতুন ইয়া'কুলু মিন্‌হা-; ওয়া ক্বা-লায্ যা-লিমূনা
থাকত?' (৮) অথবা 'তাকে কোন ধনভাণ্ডার দেয়া হয় না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন যা থেকে তিনি আহার করতে পারেন ?' জালিমরা আরও বলে,

اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا

ইন্ তাত্তাবি'উনা ইল্লা- রাজুলাম্ মাস্‌হূরা । ৯ । উন্‌যুর কাইফা দ্বারাবূ লাকাল্ আম্‌ছা-লা ফাদ্বাল্লূ ফালা-
'তোমরা এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ ।' (৯) লক্ষ করুন, তারা আপনার কি উপমা দেয়; সুতরাং তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে

يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝ تَبٰرَكَ الَّذِىْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ

ইয়াস্তাত্বী'উনা সাবীলা- । ১০ । তাবা-রাকাল লাযী ~ইন্ শা—আ জ্বা'আলা লাকা খাইরাম্‌মিন যা-লিকা জ্বান্নাতিন
এবং তারা পথ পাবে না । (১০) কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর বস্তু দিতে পারেন– যেমন

ع
১৬
রুকূ

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ۝ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ

তাজ্বরী মিন্ তাহ্বতিহাল্ আন্‌হা-রু, ওয়া ইয়াজ্ব'আল্ লাকা ক্বাসূরা- । ১১ । বাল্ কায্‌যাবূ বিস্ সা-'আতি
উদ্যানসমূহ, যার নিম্নদেশে নদীনালা প্রবাহিত হয় এবং তিনি আপনার জন্য বানাতে পারেন প্রাসাদ সমূহ । (১১) কিন্তু তারা কিয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ।

وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۝ اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا

ওয়া আ'তাদ্‌না- লিমান্ কায্‌যাবা বিস্ সা-'আতি সা'ঈরা- । ১২ । ইযা- রাআত্‌হুম মিম্ মাকানিম্ বা'ঈদিন সামি'উ লাহা-
যারা কিয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের জন্য আমি অগ্নিশিখা প্রস্তুত করে রেখেছি । (১২) দূর থেকে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে, তখন তারা এর বিক্ষুব্ধ

تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ۝ وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ۝

তাগাইয়্যুযাওঁ ওয়া যাফীরা । ১৩ । ওয়া ইযা- উল্‌ক্বূ মিন্‌হা- মাকা-নান্ দ্বাইয়্যিক্বাম মুক্বার্‌রানীনা দা'আও হুনা-লিকা ছুবূরা- ।
গর্জন ও হুংকার শুনতে পাবে; (১৩) যখন তারা শিকলে বাঁধা অবস্থায় সেখানে কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা সেখানে 'মৃত্যু' 'মৃত্যু' বলে ডাকবে ।

۝ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ۝ قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ

১৪ । লা- তাদ্'উল্ ইয়াওমা ছুবূরাওঁ ওয়াহ্বিদাওঁ ওয়াদ্'উ ছুবূরান্ কাছীরা- । ১৫ । কুল্ আযা-লিকা খাইরুন্ আম্ জ্বান্নাতুল্
(১৪) বলা হবে, 'আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না, বরং অসংখ্য মৃত্যুকে ডাকো ।'(১৫) বলুন, এটিই উত্তম, না স্থায়ী জান্নাত–

الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ۝ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ

খুল্‌দিল্‌লাতী উ'ইদাল্ মুত্তাকূন; কা-নাত্ লাহুম্ জ্বাযা—আওঁ ওয়া মাস্বীরা- । ১৬ । লাহুম্ ফীহা- মা- ইয়াশা—উনা
যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে ? এটাই তো তাদের পুরস্কার ও বাসস্থান । (১৬) সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং

خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ۝ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ

খা-লিদীন; কা-না 'আলা- রব্বিকা ওয়া'দাম্‌মাস্‌উলা- । ১৭ । ওয়া ইয়াওমা ইয়াহ্বশুরুহুম্ ওয়ামা- ইয়া'বুদূনা
তা স্থায়ী হবে । এপ্রতিশ্রুতি পূরণ আপনার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব । (১৭) যেদিন তিনি তাদেরকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তারা যাদের উপাসনা

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ۝

মিন্ দূনিল্লা-হি ফাইয়াকূলু আ আন্‌তুম্ আদ্বলাল্‌তুম্ 'ইবা-দী হা—উলা—য়ি আম্ হুম্ দ্বাল্লুস্ সাবীল্ ।
করত তাদেরকে একত্রিত করে বলবেন, আমার এই বান্দাদেরকে তোমরাই কি পথভ্রষ্ট করেছিলে না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল ।

۝ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِىْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ

১৮ । ক্বা-লূ সুবহ্বা-নাকা মা- কা-না ইয়ামবাগী লানা ~আন্ নাত্তাখিযা মিন্ দূনিকা আওলিইয়া—আ ওয়ালা- কিন
(১৮) তারা বলবে, 'পবিত্র ও মহান স্বত্বা আপনি! আপনার পরিবর্তে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা আমাদের জন্য সমীচীন নয় । আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের

مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًا ۢ بُوْرًا ۝ فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا

মাত্তা'তাহুম্ ওয়া আ-বা—আহুম্ হাত্তা- নাসুয যিক্‌র, ওয়া কা-নূ ক্বাওমাম্ বূরা- । ১৯ । ফাক্বাদ্ কায্‌যাবূকুম্ বিমা-
পিতৃপুরুষদেরকে জীবনোপকরণ দিয়েছিলেন । পরিণামে তারা আপনাকে ভুলে গিয়েছিল এবং এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল । (১৯) (দেখ) 'তোমাদের উপাস্যরাই

تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا

তাকূলূনা ফামা- তাস্‌তাত্বী'উনা স্বার্‌ফাওঁ ওয়ালা- নাস্‌রা-, ওয়া মাই ইয়াযলিম মিন্‌কুম্ নুযিক্বহু 'আযা-বান্
তোমাদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে; সুতরাং তোমরা শাস্তি প্রতিহত করতে পারবে না, সাহায্যও কামনা করতে পারবে না । যে কেউ সীমালংঘন করুক আমি তাকে মহাআযাব

كَبِيْرًا ۝ وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى

কাবীরা । ২০ । ওয়ামা- আর্‌সাল্‌না- ক্বাব্‌লাকা মিনাল্ মুর্‌সালীনা ইল্লা~ইন্নাহুম্ লাইয়া'কুলূনাত্ব ত্বা'আ-মা ওয়া ইয়াম্‌শূনা ফিল
আস্বাদন করাবই ।' (২০) আপনার পূর্বে আমি যে সব রসূল প্রেরণ করেছি তারা সকলেই তো খাবার গ্রহণ করতেন ও হাটে-বাজারে যাতায়াত করতেন ।

২
ع
১৭
রুকূ

الْاَسْوَاقِ ؕ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ۝

আস্‌ওয়া-ক্ব; ওয়াজ্বা'আল্‌না- বা'দ্বাকুম্ লিবা'দ্বিন্ ফিত্‌নাহ্; আতাস্ববিরূন, ওয়া কা-না রাব্বুকা বাস্বীরা- ।
হে মানব জাতি! আমি তোমাদের মধ্যে একক অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি । তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে না ? তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুই দেখে থাকেন ।

وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملئكة او نرى ربنا ﴿٢١﴾

২১। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা লা-ইয়ারজূনা লিক্বা—আনা- লাওলা~ উন্‌যিলা 'আলাইনাল মালা—ইকাতু আও নারা- রাব্বানা- ;
(২১) এবং যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না, তারা বলে, আমাদের কাছে ফিরিশতা কেন অবতীর্ণ করা হয়না? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে কেন দেখি না?

لقد استكبروا في انفسهم وعتو عتوا كبيرا ﴿٢٢﴾ يوم يرون الملئكة لا بشرى

লাক্বাদিস্ তাক্‌বারূ ফী~আনফুসিহিম ওয়া'আতাও 'উতুওওয়ান্ কাবীরা- । ২২। ইয়াওমা ইয়ারাওনাল মালা—ইকাতা লা- বুশ্‌রা-
তারা তাদের অন্তরে নিজদেরকে অনেক বড় মনে করে এবং তারা খুবই অবাধ্য হয়েছে। (২২) যেদিন তারা ফিরিশতাগণকে দেখবে, সেদিন সে পাপীদের

يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ﴿٢٣﴾ وقدمنا الى ما عملوا من

ইয়াওমাইযিল্ লিলমুজ্‌রিমীনা ওয়া ইয়াক্বূলূনা হিজ্‌রাম্ মাহ্‌জূরা- । ২৩। ওয়া ক্বাদিম্‌না~ইলা- মা-'আমিলূ মিন্
জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা (আযাব দেখে) বলবে, (রক্ষা কর, রক্ষা কর!)। (২৩) এবং আমি তাদেরকৃতগুলোর দিকে

عمل فجعلنه هباء منثورا ﴿٢٤﴾ اصحب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن

'আমালিন্ ফাজ্বা'আল্‌না-হু হাবা—আম্ মানছূরা- । ২৪। আস্‌হা-বুল্ জ্বান্নাতি ইয়াওমাইযিন্ খাইরুম্ মুস্তাক্বাররাওঁ ওয়া আহ্‌সানু
দৃষ্টি নিক্ষেপ করব। অতঃপর সেগুলোকে আমি ছড়ানো ধূলিকণার মত করে দেব। (২৪) সেদিন জান্নাতীগণের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল অতি

مقيلا ﴿٢٥﴾ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملئكة تنزيلا ﴿٢٦﴾ الملك يومئذ

মাক্বীলা- । ২৫। ওয়া ইয়াওমা তাশাক্ক্বাকুস্ সামা—উ বিলগামা-মি ওয়া নুয্‌যিলাল মালা—ইকাতু তান্‌যীলা- । ২৬। আল্‌মুলকু ইয়াওমাইযিনিল্
মনোরম হবে। (২৫) যেদিন আকাশ মেঘ মালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফিরিশতাগণ পরপর প্রেরিত হবে, (২৬) সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে একমাত্র

الحق للرحمن وكان يوما على الكفرين عسيرا ﴿٢٧﴾ ويوم يعض الظالم على

হাক্কু লির্‌রাহ্‌মা-ন ; ওয়া কা-না ইয়াওমান 'আলাল্ কা-ফিরীনা 'আসীরা- । ২৭। ওয়া ইয়াওমা ইয়া'আদ্‌দুয্ যা-লিমু 'আলা-
রহমানের এবং সেদিন টি কাফিরদের উপর অতি কঠিন হবে। (২৭) সেদিন জালিম ব্যক্তি নিজ হস্তদ্বয় কামড়াতে কামড়াতে বলবে,

يديه يقول يليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ﴿٢٨﴾ يويلتى ليتني لم اتخذ

ইয়াদাইহি ইয়াক্বূলু ইয়া-লাইতানিত্ তাখায্‌তু মা'আর্ রাসূলি সাবীলা- । ২৮। ইয়া- ওয়াইলাতা- লাইতানী লাম আত্তাখিয্
হায়! যদি আমি রাসূলের সাথে (তাঁর) সরলপথ গ্রহণ করতাম! (২৮) 'হায় আফসোস! যদি আমি অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না

فلانا خليلا ﴿٢٩﴾ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطن للانسان

ফুলা-নান্ খালীলা- । ২৯। লাক্বাদ্ আদ্বাল্লানী 'আনিয্ যিক্‌রি বা'দা ইয্ জ্বা—আনী ; ওয়া কা-নাশ্ শাইত্বা-নু লিল'ইন্‌সা-নি
করতাম'। (২৯) সে তো আমাকে পথভ্রষ্ট করেছে, (রাসূলের) উপদেশ হতে। যখন তা আমার কাছে এসে পৌঁছেছে তারপর শয়তানতো মানুষকে

○ টি প্পণ (আঃ ২২) ঃ يوم يرون – এ দিন দ্বারা মৃত্যুর দিনকে বুঝান হয়েছে। কারো মতে, এর দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বুঝান হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর (রহ) বলেন, উভয়টিই সঠিক। এজন্য যে, এ দুটি দিনেই ফিরিশতা মুমিন ও কাফিরদের সামনে হাজির হয়ে মুমিনদের সুসংবাদ এবং কাফিরদেরকে ধ্বংসের দুঃসংবাদ দিবেন। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ২৮) ঃ উকবা ইবনে আবি মুঈত রাসূল (সা)-কে দাওয়াত করলে রাসূল (সা) তার ঈমান আনয়নের শর্তে কবুল করেন এবং সে কালেমা উচ্চারণ করার পর রাসূল (স) দাওয়াতে গেলেন। এরই উল্লেখ এই আয়াতে রয়েছে। অতঃপর উবাই ইবনে খলফ তাকে ভর্ৎসনা করলে সে বলল যে, কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধার্থে বাহ্যিকভাবে কালেমা পড়েছি, অন্তরে আস্থা স্থাপন করি নি। বাস্তবে সে কাফেরই রয়ে গেল। (বঃ কোঃ)

خذولا ﴿٢٩﴾ وقال الرسول يرب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا ﴿٣٠﴾

খাযূলা- । ৩০। ওয়া ক্বা-লার্ রাসূলু ইয়া- রাব্বি ইন্না ক্বাওমিত্ তাখাযূ হা-যাল্ কুরআ-না মাহ্‌জূরা- ।
ধোঁকা প্রদানকারী। (৩০) এবং রাসূল বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে বর্জনীয় মনে করেছে।

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا

৩১। ওয়া কাযা-লিকা জ্বা'আল্‌না- লিকুল্লি নাবিইয়্যিন 'আদুওয়্যাম্ মিনাল্ মুজ্‌রিমীন ;ওয়া কাফা- বিরাব্বিকা হা-দিয়াওঁ
(৩১) এভাবেই আমি কতিপয় অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর জন্য দুশমন বানিয়েছিলাম এবং আপনার প্রতিপালকই সঠিক পথ প্রদর্শনকারী এবং সাহায্যকারী

ونصيرا ﴿٣١﴾ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك

ওয়া নাস্বীরা- । ৩২। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ লাওলা- নুয্‌যিলা 'আলাইহিল কুরআ-নু জুম্‌লাতাওঁ ওয়া-হিদাহ্, কাযা-লিকা,
হিসেবে যথেষ্ট। (৩২) কাফেররা বলল, সমুদয় কুরআন তার উপর একত্রে অবতীর্ণ হল না কেন?এভাবেই আমি অবতীর্ণ করেছি, এবং আমি তা থেমে থেমে

لنثبت به فؤادك ورتلنه ترتيلا ﴿٣٢﴾ ولا ياتونك بمثل الا جئنك بالحق

লিনুছাব্বিতা বিহী ফুআ-দাকা ওয়া রাত্তাল্‌না-হু তার্‌তীলা- । ৩৩। ওয়ালা- ইয়া'তূনাকা বিমাছালিন ইল্লা-জ্বি'না-কা বিলহাক্কি
পাঠ করেছি। যাতে, এর দ্বারা আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় (৩৩) তারা আপনার কাছে যত জটিল বিষয় উপস্থিত নিয়ে যায় তার সঠিক উত্তর

واحسن تفسيرا ﴿٣٣﴾ الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك

ওয়া আহ্‌সানা তাফ্‌সীরা- । ৩৪। আল্লাযীনা ইউহ্‌শারূনা 'আলা- উজূহিহিম ইলা- জ্বাহান্নামা, উলা—ইকা
এবং সুন্দর বিশ্লেষণ আমি আপনাকে বলে দেই : (৩৪) এরা তারা যাদেরকে মুখ উপুড় অবস্থায় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া করা হবে, তারা

شر مكانا واضل سبيلا ﴿٣٤﴾ ولقد اتينا موسى الكتب وجعلنا معه اخاه

শার্‌রুম্ মাকা-নাওঁ ওয়া আদ্বাল্লু সাবীলা- । ৩৫। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা ওয়া জ্বা'আল্‌না- মা'আহূ~আখা-হু
স্থানের দিক দিয়েও অতি নিকৃষ্ট এবং চলার দিক দিয়েও পথভ্রান্ত। (৩৫) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারুনকে সাহায্যকারী

هرون وزيرا ﴿٣٥﴾ فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بايتنا فدمرنهم تدميرا ﴿٣٦﴾

হা-রূনা ওয়াযীরা- । ৩৬। ফাক্বুল্‌নায্ হাবা~ইলাল্ ক্বাওমিল্ লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-; ফাদাম্মারনা-হুম তাদ্‌মীরা- ।
করেছিলাম, (৩৬) অতঃপর বলেছিলাম যে, আপনারা এমন জাতির কাছে যান, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, ফলে আমি তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقنهم وجعلنهم للناس اية واعتدنا للظلمين ﴿٣٧﴾

৩৭। ওয়া ক্বাওমা নূহিন্ লাম্মা- কায্‌যাবুর্ রুসুলা আগ্‌রাক্ব্‌না-হুম ওয়া জ্বা'আল্‌না-হুম লিন্না-সি আ-য়াহ ; ওয়া আ'তাদ্‌না- লিয্‌যা-লিমীনা
(৩৭) এবং নূহের সম্প্রদায়কেও যখন তারা রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছিল, তখন আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম এবং মানুষের জন্য, তাদেরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ করে দিলাম। আর আমি

○ টীকা (আঃ ৩১) ঃ আপনার চিন্তার দু'টি কারণ হতে পারে। তাদের পথভ্রষ্ট থাকার এবং তারা আপনাকে উৎপীড়ন করার আশংকার। অতএব, আল্লাহ্ পাকই তাদের হেদায়াতের জন্য এবং তাদের উৎপীড়ন দমনের জন্য যথেষ্ট। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৩২) ঃ এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম হলে ক্রমান্বয়ে নাযিল করার কি প্রয়োজন ছিল? এতে সন্দেহ হয় যে, মোহাম্মদ (দ) স্বয়ং চিন্তা করে কিছু কিছু রচনা করতেছেন। উত্তর পরবর্তী আয়াতে আসতেছে। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ এখানে 'বাসস্থান' বলতে দোযখ, আর পন্থা বলতে ধর্মনীতি ও মতবাদ উদ্দেশ্য। আর মুখে ভর দিয়ে বিপরীতভাবে হাটানোর শাস্তি তাদের উপযোগী এই জন্য যে, তাদের প্রশ্নগুলিও বিপরীত বুদ্ধিপ্রসূত। কাজেই শাস্তিও তাদের বিপরীত দিক হতে হবে। (বঃ কোঃ)

عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿٣٨﴾

'আযা-বান্ আলীমা-। ৩৮। ওয়া 'আ-দাওঁ ওয়া ছামূদা ওয়া আস্হা-বার্ রাস্সি ওয়া ক্বুরূনাম্ বাইনা যা-লিকা কাছীরা-।
জালিমদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৩৮) আমি আদ, সামুদ এবং কূপবাসী এবং তাদের মধ্যবর্তী বহু সম্প্রদায়কে (ধ্বংস করেছিলাম)।

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ؗ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِىْٓ

৩৯। ওয়া কুল্লান্ দ্বারাব্না- লাহুল্ আম্ছা-লা, ওয়া কুল্লান্ তাব্বার্না- তাত্বীরা-। ৪০। ওয়া লাক্বাদ্ আতাও 'আলাল্ ক্বারইয়াতিল্লাতী~
(৩৯) এবং আমি তাদের সবার জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম, আর আমি তাদের প্রত্যেককেই ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। (৪০) তারাতো সে জনপদের পার্শ্ব দিয়ে

اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ؕ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ﴿٤٠﴾ وَاِذَا

উম্ত্বিরাত্ মাত্বারাস্ সাওই ; আফালাম ইয়াকূনূ ইয়ারাওনাহা-, বাল্ কা-নূ লা- ইয়ারজূনা নুশূরা-। ৪১। ওয়া ইযা-
আসা যাওয়া করে, যার উপর বর্ষিত হয়েছিল প্রস্তর বৃষ্টি এরপরও কি তারা তা দেখে না? প্রকৃত পক্ষে তারা পুনর্জীবিত হবার আশা করে না। (৪১) যখন তারা

رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِىْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴿٤١﴾ اِنْ كَادَ

রাআওকা ইয ইয়াত্তাখিযূনাকা ইল্লা- হুযুওয়ান ; আহা-যাল্লাযী বা'আছাল্লা-হু রাসূলা-। ৪২। ইন্ কা-দা
আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে নিয়ে উপহাস করতে থাকে যে, ইনিই কি সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন? (৪২) সেতো

لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ؕ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ

লাইউদ্বিল্লুনা- 'আন্ আ-লিহাতিনা- লাওলা ~আন্ স্বাবার্না- 'আলাইহা-; ওয়া সাওফা ইয়া'লামূনা হ্বীনা ইয়ারাওনাল্ 'আযা-বা
আমাদেরকে আমাদের মা'বুদ হতে দূরে সরিয়ে দিত, যদি না আমরা তাদের উপর মজবুত থাকতাম। যখন তারা শাস্তি দেখবে, তখন তারা স্পষ্ট জানতে

مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾ اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿٤٣﴾

মান্ আদ্বাল্লু সাবীলা-। ৪৩। আরাআইতা মানিত্তাখাযা ইলা-হাহূ হাওয়া-হ ; আফাআন্তা তাকূনু 'আলাইহি ওয়াকীলা-।
পারবে যে, কে অধিক পথভ্রষ্ট। (৪৩) আপনি কি তাকে দেখেন না, যে নিজ প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, অতএব আপনি কি কখনো তার ব্যবস্থাপক হতে পারেন?

اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ ﴿٤٤﴾

৪৪। আম্ তাহ্সাবু আন্না আক্ছারাহুম ইয়াস্মা'উনা আও ইয়া'ক্বিলূন; ইন্ হুম ইল্লা- কাল্ আন্'আ-মি বাল্ হুম
(৪৪) অথবা আপনি কি এ ধারণা করে যে, তাদের মধ্যে অনেকেই শোনে অথবা বুঝে? তারা তো নিচক চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তারা এর চেয়ে অধিক

اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٤﴾ اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ

৪ ع ২ রুকূ

আদ্বাল্লু সাবীলা-। ৪৫। আলাম্ তারা ইলা-রাব্বিকা কাইফা মাদ্দায্ যিল্লা, ওয়ালাও শা—আ লাজ্বা'আলাহূ সা-কিনান-,
পথভ্রষ্ট। (৪৫) আপনি কি দেখেন না যে, আপনার প্রতিপালক ছায়াকে কিভাবে বিস্তৃত করেন? যদি তিনি ইচ্ছা করতেন, তবে সেটাকে স্থির রাখতে পারতেন; অতঃপর

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৮) ঃ اصحب الرس - (কূয়াবাসী) কে ছিল? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তফসীরে ব্যাপারে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। মোট কথা তারা এমন সম্প্রদায় ছিল যে, যারা তাদের পয়গম্বরদের অস্বীকার করার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। হযরত শাহ্ ছাহেব (রহ) বলেন, তারা এক রাসূলের উম্মত যারা তাদের রাসূলকে কূয়ায় বন্ধ করে রেখেছিল। অতঃপর তাদের উপর যখন শাস্তি আসল, তখন সে রাসূল তা থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। (তাঃ ওসমানী) কূপের নিকট বাস করত বলে তাদেরকে আসহাবে রাস্স, নামকরণ করা হয়েছে। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪০) ঃ ولقد اتوا على القرية, - জনপদ দ্বারা লূতের (আ) সম্প্রদায়কে বুঝান হয়েছে এবং অমংগলের বৃষ্টি দ্বারা পাথরের বৃষ্টি বুঝান হয়েছে। এ জনপদকে ওলট-পালট করে তার উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল। এ জনপদটি শাম ও ফিলিস্তিনে যাতায়াতের পথে পড়ে, সেখান হয়ে মক্কাবাসী যাতায়াত করে থাকে। (কুঃ কারীম)

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ﴿٤٦﴾ وَهُوَ الَّذِىْ

ছুম্মা জ্বা'আলনাশ্ শামসা 'আলাইহি দালীলা-। ৪৬। ছুম্মা ক্বাবাদ্বনা-হু ইলাইনা- ক্বাব্দ্বাঁই ইয়াসীরা-। ৪৭। ওয়া হুওয়াল্লাযী
আমি সূর্যকে তার প্রমাণ হিসেবে নির্ধারণ করেছি। (৪৬) অতঃপর আমি একেক্রমান্বয়ে আস্তে নিজের দিকে টেনে আনি। (৪৭) আর তিনি (আল্লাহ) যিনি

جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ

জ্বা'আলা লাকুমুল্ লাইলা লিবা-সাওঁ ওয়ান্ নাওমা সুবা-তাওঁ ওয়া জ্বা'আলান্ নাহা-রা নুশূরা-। ৪৮। ওয়া হুওয়াললাযী~আরসালার্
রাতকে তোমার জন্য বানিয়েছেন আবরণস্বরূপ এবং নিদ্রাকে বানিয়েছেন আরামদায়ক এবং দিনকে করেছেন (নিদ্রা থেকে) ওঠার সময়। (৪৮) এবং তিনি (আল্লাহ)

الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْیِۦَ بِهٖ

রিইয়া-হা বুশরাম্ বাইনা ইয়াদাই রাহ্মাতিহ্, ওয়া আন্যাল্না- মিনাস্ সামা—ই মা—আন্ ত্বাহূরা-। ৪৯। লিনুহ্ইইয়া বিহী
তাঁর রহমত (বৃষ্টি) বর্ষণের পূর্বে সুসংবাদ প্রদানকারী হিসেবে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি, যাতে এর দ্বারা (৪৯) আমি মৃত জনপদকে

بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ

বাল্দাতাম্ মাইতাওঁ ওয়া নুসক্বিয়াহূ মিম্মা- খালাক্বনা ~আন্'আ-মাওঁ ওয়া আনা-সিইয়্যা কাছীরা-। ৫০। ওয়া লাক্বাদ্ স্বার্রাফ্না-হু বাইনাহুম
সজীব করি এবং আমি আমার সৃষ্টির মধ্য হতে বহু চতুষ্পদ জন্তু এবং মানুষদেরকে তা (পানি) পান করাই। (৫০) এবং আমি তা (বৃষ্টি) তাদের মধ্যে পরিমাণ মত বর্ষণ

لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰىٓ اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ

লিইয়ায্যাক্কারূ, ফাআবা~আক্ছারুন্না-সি ইল্লা- কুফূরা-। ৫১। ওয়ালাও শি'না- লাবা'আছ্না-ফী কুল্লি ক্বারইয়াতিন্
করি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (৫১) যদি আমি ইচ্ছা করতাম, অবশ্যই প্রতিটি জনপদে একজন ভীতি প্রদর্শনকারী

نَّذِيْرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ

নাযীরা-। ৫২। ফালা- তুত্বি'ইল কা-ফিরীনা ওয়া জ্বা-হিদ্হুম্ বিহী জ্বিহা-দান্ কাবীরা-। ৫৩। ওয়া হুওয়াললাযী মারাজ্বাল
পাঠাতাম। (৫২) সুতরাং আপনি কাফিরদের অনুসরণ করবেন না এবং কুরআন দ্বারা তাদের মোকাবেলা করুন। (৫৩) আর তিনি (আল্লাহ), এমন যিনি দুটি সমুদ্রকে

الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا

বাহ্রাইনি হা-যা- 'আয্বুন ফুরা-তুওঁ ওয়া হা-যা- মিল্হুন উজ্বা-জু, ওয়া জ্বা'আলা বাইনাহুমা- বারযাখাওঁ ওয়া হ্বিজ্বরাম্
পরস্পরে মিলিয়ে রেখেছেন, একটি তো সুমিষ্ট সুস্বাদু এবং অন্যটি লবণাক্ত, তিক্ত পানি; এবং এ উভয়ের মাঝে একটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতা এবং (পার্থক্যকারী) পর্দা সৃষ্টি

مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ

মাহ্জূরা-। ৫৪। ওয়া হুওয়াল্লাযী খালাক্বা মিনাল্ মা—ই বাশারান্ ফাজ্বা'আলাহূ নাসাবাওঁ ওয়া স্বিহ্রা-, ওয়া কা-না রাব্বুকা
করেছেন। (৫৪) আর তিনি (আল্লাহ) এমন যিনি পানি হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তিনি তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বংশগত এবং বৈবাহিক সম্পর্ক। আপনার রব

○ টীকা (আঃ ৪৬) ঃ যেহেতু সূর্যের ছায়া ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে পরিশেষে একেবারে বিলীন হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতাধীন। আর বাহ্যিকরূপে অদৃশ্য হয়ে গেলেও আল্লাহ্ পাকের জ্ঞান হতে অদৃশ্য হতে পারে না। তাই "নিজের দিকে সংকুচিত করি" বলেছেন। (বঃ কোঃ)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫০) ঃ ولقد صرفنه, - বৃষ্টি ঘুরায়ে ঘুরায়ে বর্ষণ করি। অর্থাৎ কখনো এক এলাকায় কখনো অন্য এলাকায়, যার ফলে কখনো এক শহরে বৃষ্টি হয় অন্য শহরে হয় না, আবার কখনো অন্য শহরে বৃষ্টি হয়, কিন্তু পূর্বের জায়গায় বৃষ্টি হয় না। এটা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা। (কুঃ কারীম)

○ টীকা (আঃ ৫৪) ঃ অর্থ এই শুক্রের কারণেই বিবাহ সম্পর্ক ও বংশের সৃষ্টি হয়েছে। জন্মগ্রহণ করা মাত্রই পিতা-পিতামহের সাথে বংশগত এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে বিবাহগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। (বঃ কোঃ)

قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ

ক্বাদীরা-। ৫৫। ওয়া ইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি মা-লা- ইয়ান্‌ফা'উহুম ওয়ালা- ইয়াদ্বুর্‌রুহুম ; ওয়া কা-নাল কা-ফিরু
বড়ই ক্ষমতাবান। (৫৫) তারা আল্লাহকে ছেড়ে ঐ পদার্থের ইবাদাত করে, যে না তাদের কোন উপকার করতে পারে এবং না তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে। কাফিররাতো নিজ

عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

'আলা- রাব্বিহী জ্বাহীরা-। ৫৬। ওয়া মা~আর্‌সাল্‌না-কা ইল্লা- মুবাশ্‌শিরাওঁ ওয়া নাযীরা-। ৫৭। ক্বুল্ মা~আস্‌আলুকুম 'আলাইহি
প্রতিপালকের বিপক্ষে (শয়তানের) সাহায্যকারী। (৫৬) আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী করে প্রেরণ করেছি। (৫৭) বলুন, আমি আল্লাহর নির্দেশ

مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي

মিন্ আজ্বরিন ইল্লা- মান্ শা—আ আইঁ ইয়াত্তাখিযা ইলা- রাব্বিহী সাবীলা-। ৫৮। ওয়া তাওয়াক্কাল 'আলাল্ হ্বাইয়িল্লাযী
পৌঁছানোর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। কিন্তু কেবল এই চাই যে, যে চায়, সে তার রবের পথ গ্রহণ করুক। (৫৮) আপনি চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর ভরসা

لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ

লা- ইয়ামূতু ওয়া সাব্বিহ্ বিহ্বাম্‌দিহ ; ওয়া কাফা- বিহী বিযুনূবি 'ইবা-দিহী খাবীরা- ৫৯। নিল্লাযী খালাক্বাস্
করুন, যাঁর কোন মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করুন। তিনি (আল্লাহ) তাঁর বান্দাদের গুনাহ্ সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। (৫৯) তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা ওয়া মা- বাইনাহুমা- ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্‌তাওয়া- 'আলাল্ 'আরশ, আর্ রাহ্বমা-নু
আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে এবং তিনি আরশে সমাসীন হলেন, তিনি রহমান, সুতরাং কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির ব্যাপারে তার কাছেই

فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ

ফাস্‌আল বিহী খাবীরা-। ৬০। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুমুস্ জুদূ লির্‌রাহ্বমা-নি ক্বা-লূ ওয়া মার্‌রাহ্বমা-ন,
জিজ্ঞেস করুন। (৬০) যখন তাদেরকে বলা হয় যে, রহমানকে সিজদা কর, তখন তারা বলে, রহমান (আবার) কে? আমরাকি তাকেই সিজদা করব, যাকে

أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ﴿٦٠﴾ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

আনাস্‌জুদু লিমা- তা'মুরুনা-ওয়া যা-দাহুম নুফূরা-। ৬১। তাবা-রাকাল্ লাযী জ্বা'আলা ফিস্ সামা—ই বুরূজ্বাওঁ
সিজদা করার জন্য তুমি আমাদেরকে বলবে? এতে তাদের (দ্বীনের প্রতি) অবজ্ঞা (আরও) বেড়ে যায়। (৬১) মহিমান্বিত তিনি (আল্লাহ), যিনি আকাশে বুরুজ

وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿٦١﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ

ওয়া জ্বা'আলা ফীহা- সিরা-জ্বাওঁ ওয়া ক্বামারাম্ মুনীরা-। ৬২। ওয়া হুওয়াল্লাযী জ্বা'আলাল্ লাইলা ওয়ান্ নাহা-রা খিল্‌ফাতাল্ লিমান্
সৃষ্টি করেছেন এবং যার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন সূর্য এবং চন্দ্র, যা আলোকময়। (৬২) এবং তিনি (আল্লাহ) এমন সত্ত্বা যিনি রাত এবং দিনকে একে অন্যের পশ্চাদগামী বানিয়েছেন

○ টীকা (আঃ ৬০) ঃ কেননা, 'রহ্‌মান' শব্দটির প্রচলন তাদের মধ্যে কম ছিল। বস্তুতঃ ইসলামী শিক্ষার প্রতি তাদের এত ঘৃণা ছিল যে, ইসলামী শব্দগুলোর প্রতিও বিরোধিতা পোষণ করত। কোরআন শরীফের মধ্যে এই শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হয়েছে বলেই তারা শব্দটির বিরোধী হয়েছে। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬১) ঃ بروجا - বুরুজ অর্থ বড় বড় তারকা। অথবা আকাশের দুর্গ যেখানে ফিরিশতা পাহারা দেন। অথবা সম্ভবত, সূর্যের বারটি মঞ্জিলকে বুঝান হয়েছে। যা জ্যোতি বিজ্ঞানীগণ বর্ণনা করেছেন। হযরত শাহ ছাহেব (রহ) বলেন, আকাশের বারটি অংশের নাম برج (বুরুজ) (তাঃ ওসমানী)

أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ

আরা-দা আইঁ ইয়ায্‌যাক্কারা আও আরা-দা শুকূরা-। ৬৩। ওয়া 'ইবা-দুর্ রাহ্বমা-নিল্ লাযীনা ইয়াম্‌শূনা 'আলাল্ আর্‌দ্বি
সে ব্যক্তির জন্য, যে উপদেশ গ্রহণ এবং কৃতজ্ঞ স্বীকার করার ইচ্ছা রাখে। (৬৩) রহমানের (সত্যিকার) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলে

هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا

হাওনাওঁ ওয়া ইযা- খা-ত্বাবাহুমুল্ জ্বা-হিলূনা ক্বা-লূ সালা-মা-। ৬৪। ওয়াল্লাযীনা ইয়াবীতূনা লিরাব্বিহিম সুজ্জ্বাদাওঁ
এবং যখন মূর্খ লোকেরা তাদের সাথে কথাবার্তা বলে, তখন তারা বলে যে, সালাম! (৬৪) তারা তাদের প্রতিপালকের সামনে সিজদাবনত এবং কিয়াম (দণ্ডায়মান)

وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ

ওয়া ক্বিইয়া-মা-। ৬৫। ওয়াল্লাযীনা ইয়াক্বূলূনা রাব্বানাস্বরিফ 'আন্না-'আযা-বা জ্বাহান্নাম; ইন্না 'আযা-বাহা- কা-না
অবস্থায় রাত কাটিয়ে দেয় (৬৫) এবং তারা বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে সরিয়ে দিন জাহান্নামের শাস্তি, কেননা, তার শাস্তি একেবারে

غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ

গারা-মা-। ৬৬। ইন্নাহা- সা—আত্ মুস্তাক্বার্‌রাওঁ ওয়া মুক্বা-মা-। ৬৭। ওয়াল্লাযীনা ইযা~আন্‌ফাক্বূ লাম্ ইউস্‌রিফূ ওয়া লাম্
সর্বনাশকারী। (৬৬) নিশ্চয় সেটা (জাহান্নাম) বাসস্থান এবং অবস্থানস্থল হিসেবে খুবই নিকৃষ্ট। (৬৭) এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও

يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا

ইয়াক্বতুরূ ওয়া কা-না বাইনা যা-লিকা ক্বাওয়া-মা-। ৬৮। ওয়াল্লাযীনা লা-ইয়াদ্'উনা মা'আল্লা-হি ইলা-হান আ-খারা ওয়ালা-
করে না বরং তারা এ উভয়ের মাঝে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। (৬৮) এবং তারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদকে ডাকেনা এবং যাকে

يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ

ইয়াক্বতুলূনান্ নাফ্‌সাল্লাতী হ্বার্‌রামাল্লা-হু ইল্লা- বিল্‌হ্বাক্বক্বি ওয়ালা- ইয়ায্‌নূন, ওয়া মাইঁ ইয়াফ'আল্ যা-লিকা ইয়াল্‌ক্বা
আল্লাহ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, ন্যায় সংগত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না। তারা ব্যভিচার করে না। যে এ কাজগুলো করে সে শাস্তির

أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ

আছা-মা-। ৬৯। ইউদ্বা-'আফ্ লাহুল্ 'আযা-বু ইয়াওমাল্ ক্বিইয়া-মাতি ওয়া ইয়াখ্‌লুদ ফীহী মুহা-না-। ৭০। ইল্লা- মান্ তা-বা
সম্মুখিন হবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সে লাঞ্ছনা অবমাননার সাথে সেখানে সর্বদা থাকবে। (৭০) কিন্তু তাদের ব্যতীত,

وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

ওয়া আ-মানা ওয়া 'আমিলা 'আমালান্ স্বা-লিহ্বান্ ফাউলা—ইকা ইউবাদ্দিলুল্লা-হু সাইয়্যিআ-তিহিম হ্বাসানা-ত ; ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্
যারা তওবা করে এবং ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে; এসব ব্যক্তিদের গুনাহসমূহ আল্লাহ নেক দ্বারা বদলিয়ে দিবেন। আল্লাহ পাপ মার্জনাকারী এবং

○ টীকা (আঃ ৬৭) ঃ কোন মোবাহ্ কাজে অনাবশ্যক সামর্থ্যের বাইরে ব্যয় করা কিংবা এবাদতে অনাবশ্যক ব্যয় করা যার পরিণামে অধৈর্য, লোভ এবং অসদুদ্দেশ্য এসে পড়ে তা অপব্যয় বলে গণ্য। কেননা, পাপের সহায়কও পাপ বলেই গণ্য হয়। অনুরূপভাবে এবাদতে আবশ্যকীয় ব্যয় না করা কার্পণ্যের মধ্যে গণ্য। কেননা, এস্থলে ব্যয় সংকোচ জায়েয নয়। (বঃ কোঃ)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৮) ঃ الا بالحق - (কিন্তু ন্যায়ভাবে) ন্যায়ভাবে হত্যার তিনটি পদ্ধতি ঃ ১. ইচ্ছাপূর্বক হত্যার বিনিময় হত্যা করা, ২. বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা, ৩. যে ব্যক্তি দ্বীন ত্যাগ করে দল থেকে আলাদা হয়ে যায় তাকে হত্যা করা। (তাঃ ওসমানী)

رَحِيمًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ لَا

রাহ্বীমা-। ৭১। ওয়া মান্ তা-বা ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহ্বান্ ফাইন্নাহূ ইয়াতূবু ইলাল্লা-হি মাতা-বা-। ৭২। ওয়াল্লাযীনা লা-
পরম দয়ালু। (৭১) যে ব্যক্তি তওবা করে এবং নেক কাজ করে, সে তো আল্লাহর দিকেই সত্যিকারভাবে প্রত্যাবর্তন করে। (৭২) এবং যারা মিথ্যা কথায়

يَشْهَدُونَ الزُّورَ ۙ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ

ইয়াশ্হাদূনায্ যূরা, ওয়া ইযা- মার্রূ বিল্ লাগ্ওয়ি মার্রূ কিরা-মা-। ৭৩। ওয়াল্লাযীনা- ইযা- যুক্কিরূ বিআ-ইয়া-তি
সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অনর্থক কার্যকলাপের সন্মুখিন হয় তখন মর্যাদা রক্ষার্থে (তা এড়িয়ে) চলে। (৭৩) এবং যখন তাদেরকে প্রতিপালকের আয়াতসমূহ

رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا

রাব্বিহিম লাম্ ইয়াখির্রূ 'আলাইহা- ছুম্মাওঁ ওয়া 'উম্ইয়া-না-। ৭৪। ওয়াল্লাযীনা ইয়াক্বূলূনা রাব্বানা- হাব্ লানা- মিন্ আয্ওয়া-জ্বিনা-
দ্বারা উপদেশ দেয়া হয়, তখন তারা তার উপর অন্ধ ও বধিরের মত হয় না। (৭৪) এবং তারা এ বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে

وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٥﴾ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا

ওয়া যুর্রিইয়্যা-তিনা- ক্বুর্রাতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজ্ব'আল্না- লিলমুত্তাক্বীনা ইমা-মা-। ৭৫। উলা—ইকা ইউজ্যাওনাল্ গুরফাতা বিমা-
আমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের থেকে চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে পরহেজগারদের পথ প্রদর্শক বানিয়ে দিন। (৭৫) তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে

صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

স্বাবারূ ওয়া ইউলাক্কাওনা ফীহা- তাহিইয়্যাতাওঁ ওয়া সালা-মা-। ৭৬। খা-লিদীনা ফীহা-; হ্বাসুনাত্ মুস্তাক্বার্রাওঁ ওয়া মুক্বা-মা-।
জান্নাতের কক্ষ, এজন্য যে, তারা ধৈর্য ধারণ করেছে, সেখানে তারা অভিবাদন ও সালাম পাবে। ৭৬। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, সেটা খুবই উৎকৃষ্ট স্থান।

﴿٧٧﴾ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

৭৭। কুল মা- ইয়া'বাউ বিকুম রাব্বী লাওলা- দু'আ—উকুম, ফাক্বাদ্ কায্যাবতুম ফাসাওফা ইয়াকূনু লিযা-মা-।
(৭৭) বলুন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাক, তবে আমার প্রতিপালক মোটেও এর পরোয়া করেন না। তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, অচিরেই তার প্রতিফল অবশ্যম্ভাবী।

রুকূ ৪ / ৬ / ৭

সূরা শু'আরা মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২২৭ রুকূ ঃ ১১

﴿١﴾ طسم ﴿٢﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٣﴾ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا

১। ত্বা-সী—ন মী—ম। ২। তিল্কা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল মুবীন। ৩। লা'আল্লাকা বা-খি'উন্ নাফ্সাকা আল্লা- ইয়াকূনু
(১) ত্বা-সী-ন মী-ম (২) এ আয়াতসমূহ স্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের। (৩) তাদের ঈমান না আনার কারণে হয়তো আপনি দুঃখে আত্মহননকারী

মঞ্জিল ৫

○ টীকা (আঃ ৭৭) ঃ মর্ম এই যে, পয়গাম্বরগণের প্রেরণ এবং কিতাবগুলো নাযিল করণের মধ্যে আল্লাহর কোন নিজস্ব উদ্দেশ্য নেই, বরং বান্দা মছীবতে পড়লে তাকে ডেকে থাকে, তখন তিনি বান্দার অবস্থার প্রতি রহম করেন এবং ইচ্ছা করেন যেন বান্দা দোযখে না পড়ে। অতএব যারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা জানে, তারা নিজেরাই তো মছীবতে পড়লে তাকে ডেকে থাকে, আর তারা নিজেরাই তা হতে "মোড় ঘুরে" থাকে, এজন্যই তারা আজাবের যোগ্যপাত্র। আর তা অর্থাৎ আজাব এদের মাথা হতে কোন প্রকারেই টলতে পারে না।

مُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۝

মু'মিনীন। ৪। ইন্ নাশা' নুনায্যিল্ 'আলাইহিম্ মিনাস্ সামা—ই আ-ইয়াতান্ ফাযাল্লাত আ'না-ক্বুহুম্ লাহা- খা-দ্বি'ঈন।
হয়ে পড়বেন। (৪) যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে আকাশ হতে এমন কোন নিদর্শন প্রেরণ করতাম, যার প্রতি তাদের গর্দান অবনত হয়ে পড়ত।

﴿٥﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٦﴾ فَقَدْ

৫। ওয়া মা- ইয়া'তীহিম মিন যিক্রিম্ মিনার্ রাহ্মা-নি মুহ্দাছিন ইল্লা- কা-নূ 'আন্হু মু'রিদ্বীন। ৬। ফাক্বাদ্
(৫) এবং যখনই তাদের কাছে রহমানের পক্ষ থেকে, কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) তারাতো অবিশ্বাস করেছে।

كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ

কায্যাবূ ফাসাইয়া'তীহিম আম্বা—উ মা- কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিউন। ৭। আওয়ালাম ইয়ারাও ইলাল্ আরদ্বি
সুতরাং অতিশীঘ্রই তাদের কাছে আসবে সে বিষয়ের প্রকৃত তথ্য, যে বিষয় তারা ঠাট্টা করছিল। (৭) তারা কি পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করে না?

كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٨﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

কাম্ আম্বাত্না- ফীহা-মিন্ কুল্লি যাওজ্বিন্ কারীম। ৮। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ ; ওয়া মা- কা-না আক্ছারুহুম্
আমি তাতে প্রত্যেক প্রকারের উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (৮) নিশ্চয়ই তার মধ্যে রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই

مُؤْمِنِينَ ﴿٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠﴾ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ

মু'মিনীন। ৯। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর্ রাহ্বীম। ১০। ওয়া ইয্ না-দা- রাব্বুকা মূসা~আনি'তিল
মুমিন নয়। (৯) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক মহা প্রভাবশালী পরম দয়ালু। (১০) যখন আপনার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বললেন, আপনি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের

রুকূ ১ / ৫

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ

ক্বাওমায্ যা-লিমীন। ১১। ক্বাওমা ফির'আওন ; আলা- ইয়াত্তাক্বূন। ১২। কা-লা রাব্বি ইন্নী~আখা-ফু আই
নিকট যান, (১১) ফিরআউন সম্প্রদায়ের কাছে, তারা কি ভয় করে না? (১২) তিনি (মূসা) বললেন, হে আমার রব! আমার তো এ ভয় হচ্ছে যে, তারা আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন

يُكَذِّبُونِ ﴿١٣﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٤﴾ وَلَهُمْ عَلَيَّ

ইউকায্যিবূন। ১৩। ওয়া ইয়াদ্বীকু স্বাদ্রী ওয়ালা- ইয়ান্ত্বালিকু লিসা-নী ফাআর্সিল ইলা- হা-রূন। ১৪। ওয়া লাহুম 'আলাইয়্যা
করবে (১৩) এবং আমার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং আমার জিহ্বা তো স্পষ্ট নয়। অতএব আপনি হারুনের প্রতি (ওহী) প্রেরণ করুন। (১৪) আমার প্রতি তাদের

ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٥﴾ قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ۝

যাম্বুন্ ফাআখা-ফু আই ইয়াক্বতুলূন। ১৫। ক্বা-লা কাল্লা-, ফায্হাবা- বিআ-ইয়া-তিনা~ইন্না- মা'আকুম্ মুস্তামি'ঊন।
অভিযোগও রয়েছে, আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (১৫) আল্লাহ বললেন, কখনও এটা হবে না। আপনারা দু'জনই আমার নিদর্শনসহ যান, নিশ্চয়ই আমি আপনাদের সাথে আছি, (আপনাদের কথা) শ্রবণকারী।

○ টীকা (আঃ ৪) ঃ এবং তারা ঈমান আনতে বাধ্য হয়। কিন্তু এরূপ করলে পরীক্ষার সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে না, কাজেই সেরূপ করা হয় না। আর তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়ার কারণে বিষয়টি 'জাবরিয়া' এবং 'ক্বাদরিয়া' নামক দু' বাতেল মতবাদের মাঝামাঝি হয়। মোটকথা, ইচ্ছাশক্তি বান্দার হাতে, কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা আল্লাহ নিজের হাতে রেখেছেন।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৪) ঃ ولهم على ذنب - এ গুনাহের দ্বারা কিবতী হত্যাকে বুঝান হয়েছে। যা হযরত মূসা (আ) কর্তৃক সংঘটিত হয়েছিল। কিবতী যেহেতু ফেরআউনের সম্প্রদায়ের ছিল এজন্য সে তার পরিবর্তে হযরত মূসাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾

১৬। ফা'তিয়া- ফির'আওনা ফাক্বূলা~ইন্না- রাসূলু রাব্বিল 'আ-লামীন। ১৭। আন্ আরসিল্ মা'আনা- বানী~ইস্রা—ঈল।
(১৬) আপনারা দু'জন ফিরআউনের কাছে যান এবং বলেন, আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রেরিত (রাসূল)। (১৭) যেন তুমি আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে প্রেরণ কর।

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ

১৮। ক্বা-লা আলাম্ নুরাব্বিকা ফীনা- ওয়ালীদাওঁ ওয়ালাবিছ্তা ফীনা- মিন্ 'উমুরিকা সিনীন। ১৯। ওয়া ফা'আল্তা
(১৮) সে বলল, আমরা কি তোমাকে শৈশবকালে আমাদের মাঝে প্রতিপালন করিনি? এবং তুমি জীবনের অনেক সময় আমাদের মধ্যেই অতিবাহিত করেছ। (১৯) তুমি তো

فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾

ফা'লাতাকাল্ লাতী ফা'আল্তা ওয়া আন্তা মিনাল কা-ফিরীন। ২০। ক্বা-লা ফা'আল্তুহা~ইযাওঁ ওয়া আনা মিনাদ্ দ্বা—ল্লীন।
সে কাণ্ড করে গেছ, যা তুমি করেছিলে এবং তুমি অকৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত। (২০) মূসা বললেন, আমিতো সে কাজ সে সময় করেছিলাম, যখন আমি এ ব্যাপারে অসতর্ক ছিলাম।

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

২১। ফাফারারতু মিনকুম লাম্মা- খিফ্তুকুম ফাওয়াহাবা লী রাব্বী হুকমাওঁ ওয়া জা'আলানী মিনাল মুরসালীন।
(২১) অতঃপর যখন তোমাদের ভয় হল আমি তোমাদের থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম, তখন আমাকে আমার রবের জ্ঞান দান করলেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ

২২। ওয়া তিল্কা নি'মাতুন্ তামুন্নুহা- 'আলাইয়্যা আন্ 'আব্বাত্তা বানী~ইস্রা—ঈল। ২৩। ক্বা-লা ফির'আওনু ওয়ামা- রাব্বুল
(২২) আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা হল তুমি বনী ঈসরাঈলদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ। (২৩) ফিরআউন বলল, বিশ্বজগতের

الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾

'আ-লামীন। ২৪। ক্বা-লা রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়ামা- বাইনাহুমা-; ইন্ কুন্তুম্ মূক্বিনীন।
প্রতিপালক আবার কে? (২৪) মূসা বললেন, তিনি আকাশ, ও যমীনে এবং তার মধ্যস্থ সব কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ

২৫। ক্বা-লা লিমান্ হাওলাহূ~আলা- তাস্তামি'ঊন। ২৬। ক্বা-লা রাব্বুকুম ওয়া রাব্বু আ-বা—ইকুমুল আওওয়ালীন। ২৭। ক্বা-লা
(২৫) সে তার চারপাশের লোকদেরকে বলল, তোমরা কি শোনছ না? (২৬) মূসা বললেন, তিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বের পিতৃপুরুষদের প্রতিপালক। (২৭) ফিরআউন

إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

ইন্না রাসূলাকুমুল্ লাযী~উর্সিলা ইলাইকুম লামাজ্নূন। ২৮। ক্বা-লা রাব্বুল্ মাশ্রিক্বি ওয়াল্ মাগ্রিবি
বলল, তোমাদের এ রাসূল, যাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে, সে তো অবশ্যই পাগল। (২৮) মূসা বললেন, তিনি (আল্লাহ), পূর্ব, পশ্চিম এবং তাদের মধ্যস্থ

❁ বিশ্লেষণ (আঃ ১৮) ঃ فينا من عمرك - কেউ বলেন, ১৮ বছর মূসা (আ) ফিরআউনের ঘরে কাটিয়েছেন। কারো মতে, ১৩০ এবং কারো মতে ৪০ বছর। অর্থাৎ এত বছর আমাদের মাঝে থেকে মাত্র কিছুদিন এদিক ওদিক থেকেই নবুওয়াতের দাবী করেছে। (কুঃ কারীম)

❁ টীকা (আঃ ২৫) ঃ ফেরাউন খোদা হওয়ার দলীল তলব করতেন- সাক্ষ্য দ্বারা হযরত মূসা ফেরাউন এবং তার দলবলকে জ্ঞানের সাক্ষ্য দ্বারা গায়েল করতেন, অর্থাৎ সৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টিকর্তা হওয়ার প্রতি 'এসতেদলাল' করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতেন যে, "অর্থাৎ যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে এবং জ্ঞানের সাক্ষ্য যদি তোমাদের বিশ্বাস দেয়াতে পারে, তবে এইটাই আল্লাহ হওয়ার দলীল। আর যদি আদৌ তোমাদের জ্ঞানই না থাকে, কিম্বা জ্ঞানের সাক্ষ্যদানের বিশ্বাসই না থাকে, তবে ইহা তর্ক মাত্র।

وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ

ওয়ামা- বাইনাহুমা- ; ইন্ কুন্তুম তা'ক্বিলূন। ২৯। ক্বা-লা লাইনিত্ তাখায্তা ইলা-হান্ গাইরী লাআজ্'আলান্নাকা
সব কিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা বোঝ। (২৯) ফিরআউন বলল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে

مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ

মিনাল্ মাস্জূনীন। ৩০। ক্বা-লা আওয়ালাও জি'তুকা বিশাইইম্ মুবীন। ৩১। ক্বা-লা ফা'তি বিহী~ইন্ কুন্তা
কারাবন্দী করব। (৩০) মূসা বললেন, আমি যদি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট মু'জেযা উপস্থিত করি? (৩১) ফিরআউন বলল, যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে তা (মু'জেযা)

مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ

মিনাছ্ ছা-দিক্বীন। ৩২। ফাআলক্বা- 'আস্বা-হু ফাইযা- হিইয়া ছু'বা-নুম মুবীন। ৩৩। ওয়া নাযা'আ ইয়াদাহূ ফাইযা- হিইয়া
উপস্থিত কর। (৩২) মূসা (তখন) তার লাঠি (যমীনে) ফেলে দিলেন, যেটি (হঠাৎ) সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। (৩৩) এবং মূসা নিজের হাত বের করলেন, সেটাও

بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ

বাইদ্বা—উ লিন্না-জিরীন। ৩৪। ক্বা-লা লিল্মালাই হাওলাহূ~ইন্না হা-যা- লাসা-হিরুন 'আলীম। ৩৫। ইউরীদু আই ইউখরিজাকুম্
সে মুহূর্তে দর্শকদের কাছে সাদা চকচকে দেখা গেল। (৩৪) ফেরআউন তার চার পাশে অবস্থান রত সভাসদ্ বৃন্দকে বলল, এতো এক অভিজ্ঞ যাদুকর। (৩৫) এতো চায় যে,

مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي

মিন্ আরদ্বিকুম্ বিসিহ্রিহি ; ফামা-যা- তা'মুরূন। ৩৬। ক্বা-লূ~আরজিহ্ ওয়া আখা-হু ওয়াব্'আছ্ ফিল
তার যাদুর প্রভাবে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিবে, বল, তোমরা (এ ব্যাপারে) কি ফয়সালা দিবে? (৩৬) তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দিন,

الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ

মাদা—ইনি হা-শিরীন। ৩৭। ইয়া'তূকা বিকুল্লি সাহ্হা-রিন 'আলীম। ৩৮। ফাজুমি'আস্ সাহারাতু লিমীক্বা-তি
আর শহরগুলোতে আহ্বানকারীদের পাঠান। (৩৭) যাতে তারা আপনার কাছে অভিজ্ঞ যাদুকরদেরকে নিয়ে আসে। (৩৮) অতঃপর যাদুকরদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে

يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ

ইয়াওমিম্ মা'লূম। ৩৯। ওয়া ক্বীলা লিন্না-সি হাল্ আন্তুম্ মুজ্তামি'ঊন। ৪০। লা'আল্লানা- নাত্তাবি'উস্ সাহারাতা
নির্ধারিত দিনে একত্রিত করা হল (৩৯) এবং মানুষদেরকে বলা হল, তোমরাও (সমবেত স্থলে) একত্র হচ্ছ কি? (৪০) যাতে আমরা যাদুকরের অনুসরণ করতে পারি

❁ টীকা (আঃ ৩৬) ঃ "হাশেরীনা" শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- একত্রকারী। মর্ম হচ্ছে সে লোক- যারা শহরে শহরে গমন করে, এবং যাদুকরদেরকে একত্রিত করে নিয়ে এসেছে। আমি (অনুবাদক) আহ্বানকারী তরজমা গ্রহণ করেছি, কিন্তু এর সাথে "যাদুকরদিগের একত্র করা" আরো বাড়িয়ে দিয়েছি।

❁ টীকা (আঃ ৪০) ঃ ফেরাউনের হযরত মূসা সম্বন্ধে শুরু হতেই যাদুকর হওয়ার বিশ্বাস ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফেরাউনের এটাও বিশ্বাস ছিল যে, নিজের যাদুকর দ্বারা মূসাকে পরাজিত করবে। ফেরাউন রহস্যভাবে এ ঘোষণা করেছিল। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল- লোক জড় করা। অতএব এ অবস্থায় যাদুকর বলতে হযরত মূসা, হযরত হারুন এবং তাদের সঙ্গী বনী-ইসরাইল। কিম্বা যাদুকর বলতে সে যাদুকর- যাদেরকে ফেরাউন জড় করেছিল। অতএব ঘোষণাকারীর এই মর্ম দাঁড়াবে যে, যদি আমরা (যাদুকররা) বিজয়ী হই তবে আমরা তাদের ধর্ম গ্রহণ করব, কিন্তু ফেরাউনের এরূপ বলাও রহস্যভাবে ছিল। কারণ, তার যাদুকর পয়গাম্বরীর দাবীদার ছিল না, আর তারা তাদের দ্বীনের দাওয়াতও কাউকে করত না। বরং তাদেরকে ফেরাউনের প্রজার মধ্যে গণ্য করা হতো।

إِنْ كَانُوا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا

ইন্ কা-নূ হুমুল্ গা-লিবীন। ৪১। ফালাম্মা- জ্বা—আস্ সাহ্বারাতু ক্বা-লূ লিফির'আওনা আইন্না লানা- লাআজ্বরান ইন্ কুন্না-
যদি তারা বিজয়ী হয়। (৪১) যাদুকরেরা উপস্থিত হয়ে ফিরআউনকে বলল, আমাদেরকে কি পুরস্কার দেয়া হবে যদি আমরা

نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤٢﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٣﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى أَلْقُوا مَا

নাহ্নুল গা-বিলীন। ৪২। ক্বা-লা না'আম ওয়া ইন্নাকুম ইযাল্ লামিনাল্ মুক্বাররাবীন, ৪৩। ক্বা-লা লাহুম্ মূসা~আল্কূ মা~
বিজয়ী হই? (৪২) ফিরআউন বলল, হ্যাঁ, এমন হলে তোমরা, আমার নিকটতম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (৪৩) মূসা যাদুকরদেরকে বললেন,

أَنْتُمْ مُّلْقُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ

আন্তুম্ মুল্কূন। ৪৪। ফাআল্ক্বাও হ্বিবা-লাহুম ওয়া 'ইস্বিয়্যাহুম ওয়া ক্বা-লূ বি'ইয্যাতি ফির'আওনা ইন্না- লানাহ্নুল
তোমাদের যা ফেলার তোমরা ফেল। (৪৪) তারা তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো (মাটিতে) ফেলেদিল এবং বলতে লাগল, ফিরআউনের সম্মানের শপথ, আমরা

الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٥﴾ فَأَلْقٰى مُوسٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ﴿٤٦﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ

গা-লিবূন। ৪৫। ফাআল্ক্বা- মূসা- 'আস্বা-হু ফাইযা- হিইয়া তাল্ক্বাফু মা- ইয়া'ফিকূন। ৪৬। ফাউল্ক্বিয়াস্ সাহ্বরাতু
জয়ী হবই। (৪৫) এরপরে মূসা স্বীয় লাঠি ফেললেন, সাথে সাথে সেটি (সাপ হয়ে) তাদের অলীক জিনিসগুলোকে গিলে ফেলতে লাগল। (৪৬) এটা দেখে যাদুকরেরা

سٰجِدِيْنَ ﴿٤٧﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٨﴾ رَبِّ مُوسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٩﴾ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ

সা-জ্বিদীন। ৪৭। ক্বা-লূ~আ-মান্না- বিরাব্বিল 'আ-লামীন। ৪৮। রাব্বি মূসা- ওয়া- হা-রূন। ৪৯। ক্বা-লা আ-মান্তুম লাহূ
সিজদায় পড়ল। (৪৭) তারা বলল, আমরা জাহানের রবের প্রতি ঈমান আনলাম। (৪৮) যিনি মূসা ও হারুনের প্রতিপালক। (৪৯) ফিরআউন বলল, আমার অনুমতির

قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ

ক্বাব্লা আন আ-যানা লাকুম, ইন্নাহূ লাকাবীরু কুমুল্লাযী 'আল্লামাকুমুস্ সিহ্বর, ফালাছাওফা তা'লামূন ;
পূর্বেই তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই সে (মূসা) তোমাদের বড় নেতা, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং অতিশীঘ্রই তোমরা জেনে নিবে (আমার শাস্তিসমূহ)।

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٥٠﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ

লাউক্বাত্তি'আন্না আইদিইয়াকুম ওয়া আরুজুলাকুম্ মিন্ খিলা-ফিওঁ ওয়ালা উস্বাল্লিবান্নাকুম আজ্মা'ঈন। ৫০। ক্বা-লূ লা-দ্বাইরা
আমি অবশ্যই তোমাদের এ পার্শ্বের হাত এবং বিপরীত দিকের পা কর্তন করব এবং তোমাদেরকে শূলে চড়াব। (৫০) তারা (উত্তরে) বলল, কোন অসুবিধা নেই,

إِنَّا إِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥١﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

ع ৩ ১৮ ৭ রুকূ

ইন্না~ইলা- রাব্বিনা মুন্ক্বালিবূন। ৫১। ইন্না- নাত্বমা'উ আঁই ইয়াগ্ফিরালানা- রাব্বুনা- খাত্বা-য়া-না~আন্ কুন্না~আওয়্যালাল মু'মিনীন।
নিশ্চয়ই আমরা রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (৫১) আমরা আশা করি, আমাদের রব আমাদের সব গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন; যেহেতু আমরা সর্ব প্রথম ঈমান গ্রহণকারী।

○ টীকা (আঃ ৪৯) ঃ অর্থাৎ, যাদুকরগণকে ঈমান আনয়ন করতে দেখে ফেরআউন অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল, ভাবল, পাছে সমস্ত প্রজাই মুসলমান হয়ে না পড়ে। তখন একটি বিষয় মনে মনে চিন্তা করে যাদুকরগণকে বলল ......। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৪৯) ঃ এবং তোমরা সকলে তার শিষ্য, কাজেই তোমরা পরস্পর গোপনে ষড়যন্ত্র করেছ যে, "তুমি এরূপ করবে, এবং এরূপে জয়-পরাজয়ের অভিনয় করবে। যার ফলে কিবতী সম্প্রদায় হতে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়ে আনন্দিত মনে নেতৃত্ব করতে পারবে। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৫০) ঃ কেননা, তুমি হত্যা করলে আমরা আমাদের প্রভুর সমীপে গিয়ে পৌছব। সেখানে আমাদের জন্য সর্বপ্রকারের নিরাপত্তা রয়েছে এবং আমরা তথায় মহা শান্তিতে থাকতে পারব। সুতরাং এরূপ মৃত্যুতে কোনই ক্ষতি নেই। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫১) ঃ اول المؤمنين - সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী এ কারণে বলা হয়েছে যে, ফিরআউনের সম্প্রদায় মুসলমান ছিল না। ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে তারাই সর্বাগ্রে ছিল। (কুঃ করীম)

﴿٥٢﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلٰى مُوسٰى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيْ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي

৫২। ওয়া আওহ্বাইনা~ইলা- মূসা~আন্ আস্রি বি'ইবা-দী~ইন্নাকুম্ মুত্তাবা'ঊন। ৫৩। ফাআরসালা ফির্'আওনু ফিল্
(৫২) আমি মূসাকে হুকুম দিয়েছিলাম যে, রাতারাতি আমার বান্দা (বনী ইসরাইল)দেরকে নিয়ে বেরিয়ে যান, আপনাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (৫৩) ফিরআউন শহরগুলোতে

الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ هٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُوْنَ ۝

মাদা—ইনি হ্বা-শিরীন। ৫৪। ইন্না হা~উলা—ই লাশিরযিমাতুন্ ক্বালীলূন। ৫৫। ওয়া ইন্নাহুম লানা- লাগা—ইযূন
তার লোক সংগ্রহকদেরকে পাঠিয়ে দিল এবং বলে দিল, (৫৪) নিশ্চয়ই তারা (বনী ইসরাইল) অল্প সংখ্যক একটি দল, (৫৫) তারা আমাদের (অন্তরে) ক্রোধ সৃষ্টি করেছে।

﴿٥٦﴾ وَإِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿٥٧﴾ فَأَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٨﴾ وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝

৫৬। ওয়া ইন্না- লাজ্বামী'উন হ্বা-যিরূন। ৫৭। ফাআখ্রাজ্না-হুম্ মিন জ্বান্না-তিওঁ ওয়া 'উয়ূন। ৫৮। ওয়া কুনূযিওঁ ওয়া মাক্বা-মিন কারীম।
(৫৬) আমরাতো (তাদের থেকে) সদা শঙ্কিত। (৫৭) অবশেষে আমি ফিরাউনের বাহিনীকে বের করে দিলাম বাগান ও ঝরণাসমূহ, (৫৮) এবং ধন-ভান্ডার ও উৎকৃষ্ট স্থানসমূহ হতে।

﴿٥٩﴾ كَذٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنٰهَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ﴿٦٠﴾ فَأَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ﴿٦١﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعٰنِ

৫৯। কাযা-লিকা ; ওয়া আওরাছ্না-হা-বানী~ইসরা—ঈল। ৬০। ফাআত্বা'উহুম্ মুশ্রিক্বীন। ৬১। ফালাম্মা- তারা—আল্ জ্বাম্'আ-নি
(৫৯) এভাবেই হয়েছিল, এবং বনী ইসরাঈলদেরকে এসব কিছুর উত্তরাধিকারী করেছিলাম। (৬০) তারা সূর্য উদয়ের সময় তাদের পেছনে এসে পৌছল। (৬১) অতঃপর যখন উভয় দল একে

قَالَ أَصْحٰبُ مُوسٰى إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ﴿٦٢﴾ قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ۝

ক্বা-লা আস্বহ্বা-বু মূসা~ইন্না-লামুদ্রাকূন। ৬২। ক্বা-লা কাল্লা-, ইন্না মা'ইয়া রাব্বী সাইয়াহ্দীন।
অপরকে দেখল, তখন মূসার সাথীরা বলল, নিশ্চয়ই আমরা তো নাগাল প্রাপ্ত। (৬২) মূসা বললেন, কখনই নয়, আছেন আমার রব আমার সাথে যিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।

﴿٦٣﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلٰى مُوسٰى أَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ

৬৩। ফাআওহ্বাইনা~ইলা- মূসা~আনিদ্বরিব্ বি'আছা-কাল্ বাহ্বর ; ফান্ফালাক্বা ফাকা-না কুল্লু ফির্ক্বিন্
(৬৩) অতঃপর আমি মূসাকে হুকুম দিলাম যে, আপনার লাঠি দ্বারা সমুদ্রের উপর আঘাত করুন; ফলে সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেকটি ভাগ বৃহৎ

كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿٦٤﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِيْنَ ﴿٦٥﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسٰى وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِيْنَ ۝

কাত্ত্বাওদিল্ 'আজীম। ৬৪। ওয়া আয্লাফ্না- ছাম্মাল আ-খারীন। ৬৫। ওয়া আন্জ্বাইনা- মূসা- ওয়ামাম্ মা'আহূ~আজ্মা'ঈন।
পাহাড়ের মত হয়ে গেল। (৬৪) আর আমি সে স্থানে অন্য দলটিকেও অগ্রসর করালাম। (৬৫) এবং মূসা এবং আমি তার সব সাথীদেরকে রক্ষা করলাম।

﴿٦٦﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِيْنَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾ وَإِنَّ

৬৬। ছুম্মা আগরাক্ব্নাল্ আ-খারীন। ৬৭। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ ; ওয়া মা- কা-না আকছারুহুম্ মু'মিনীন। ৬৮। ওয়া ইন্না
(৬৬) অতঃপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম, (৬৭) নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মুমিন নয়। (৬৮) আপনার প্রতিপালক

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৪) ঃ قليلون - বনী ইসরাঈলের সংখ্যা ১২ লক্ষের চেয়েও কিছু বেশী ছিল। কিন্তু ফিরআউন তাদেরকে নিজেদের মোকাবেলায় অল্প সংখ্যক ধারণা করেছিল। (তাঃ কাদেরী) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৩) ঃ فانفلق فكان - অর্থাৎ পানির অংশ বড় পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেল এবং পথ হয়ে গেল, মূসা (আ) ও তার সাথীরা রক্ষা পেল। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৪) ঃ وازلفنا - অর্থাৎ ফিরআউনের সৈন্য বাহিনীও (সমুদ্রের) নিকটে এসে পৌছল এবং সমুদ্রের মধ্যে রাস্তা দেখে বনী ইসরাঈলের পরে তারা সে পথে প্রবেশ করল। ফিরআউনের সব বাহিনী সমুদ্রের মধ্যস্থ পথে প্রবেশ করার সাথে সাথেই আল্লাহর নির্দেশে পানির পাহাড় পরস্পরে মিলে গেল। (তাঃ ওসমানী)

رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (৬৯) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (৭০) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا

রাব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর্ রাহীম। ৬৯। ওয়াত্‌লু 'আলাইহিম নাবাআ ইব্রা-হীম। ৭০। ইয্ ক্বা-লা লিআবীহি ওয়া ক্বাওমিহী মা-
পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু। (৬৯) আর আপনি তাদের কাছে ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা করুন। (৭০) যখন তিনি পিতা এবং তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন যে, তোমরা কার

تَعْبُدُونَ (৭১) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (৭২) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ

তা'বুদূন। ৭১। ক্বা-লূ না'বুদু আস্বনা-মান্ ফানায্বাল্লু লাহা- 'আ-কিফীন। ৭২। ক্বা-লা হাল্ ইয়াস্‌মা'ঊনাকুম ইয্
ইবাদত করছ? (৭১) তারা বলল, আমরা মূর্তিসমূহের ইবাদাত করছি এবং আমরা সর্বদা তাদের জন্যই নিবেদিত। (৭২) তিনি বললেন, যখন তোমরা তাকে ডাক, তোমাদের

تَدْعُونَ (৭৩) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (৭৪) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

তাদ্‌'ঊন। ৭৩। আও ইয়ান্‌ফা'ঊনাকুম আও ইয়াদ্বুর্‌রূন। ৭৪। ক্বা-লূ বাল্ ওয়াজাদ্‌না~আ-বা—আনা- কাযা-লিকা ইয়াফ্'আলূন।
সে ডাক কি তারা শোনে? (৭৩) বা তারা কি তোমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? (৭৪) তারা বলল, বরং আমরাতো আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এভাবে করতে পেয়েছি।

(৭৫) قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (৭৬) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (৭৭) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي

৭৫। ক্বা-লা আফারাআইতুম্ মা- কুন্‌তুম তা'বুদূন। ৭৬। আন্‌তুম ওয়া আ-বা—উকুমুল আক্বদামূন। ৭৭। ফাইন্নাহুম 'আদুওউল্লী~
(৭৫) তিনি বললেন, তাদের সম্পর্কে কি খবর রাখছ, যার উপাসনা করছ? (৭৬) তোমরা এবং তোমাদের আগের পিতৃ পুরুষরা? (৭৭) বস্তুতঃ তারা সব-ই আমার দুশমন,

إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (৭৮) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (৭৯) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ

ইল্লা- রাব্বাল 'আ-লামীন। ৭৮। আল্লাযী খালাক্বানী ফাহুওয়া ইয়াহ্‌দীন। ৭৯। ওয়াল্লাযী হুওয়া ইউত্ব্'ইমুনী ওয়া
সারা জাহানের রব ব্যতীত। (৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তিনিই আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (৭৯) তিনিই (আল্লাহ), আমাকে আহার ও পানীয় প্রদান

يَسْقِينِ (৮০) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (৮১) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (৮২) وَالَّذِي

ইয়াস্‌ক্বীন। ৮০। ওয়া ইযা- মারিদ্বতু ফাহুওয়া ইয়াশ্‌ফীন। ৮১। ওয়াল্লাযী ইউমীতুনী ছুম্মা ইউহ্‌ঈন। ৮২। ওয়াল্লাযী ~
করেন। (৮০) আর যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আমাকে সুস্থতা দান করেন। (৮১) তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে জীবিত করবেন। (৮২) তিনি

أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (৮৩) رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي

আত্বমা'উ আঁই ইয়াগ্‌ফিরালী খাত্বী—আতী ইয়াওমাদ্ দীন। ৮৩। রাব্বি হাব্‌লী হুক্‌মাও ওয়া আল্‌হিক্বনী
এমন যাঁর কাছে আমি (এ) আশা করছি যে, তিনি বিচার দিবসের দিন আমার ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিবেন। (৮৩) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে হিক্‌মত দান করুন

بِالصَّالِحِينَ (৮৪) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (৮৫) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ

বিস্বস্বা-লিহীন। ৮৪। ওয়াজ্'আল্লী লিসা-না স্বিদ্‌ক্বিন্ ফিল্ আ-খিরীন। ৮৫। ওয়াজ্'আল্‌নী মিঁও ওয়ারাছাতি জান্নাতিন্
এবং পুন্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (৮৪) (আমার) পরবর্তীদের মধ্যে আমার (সম্পর্কে) ভাল আলোচনা জারী রাখুন। (৮৫) আমাকে সুখময় জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের

৪ রুকূ ৮

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮৩) ঃ حكما - 'হিকমত' দ্বারা জ্ঞান, বুঝ, অথবা নবুওয়াত ও রেসালাত বুঝানো হয়েছে। ○ টীকা (আঃ ৮৪) ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) সেই উচ্চস্তরের মর্যাদা এবং বিশেষ নৈকট্যই প্রার্থনা করেছিলেন, যা প্রথম শ্রেণীর পয়গাম্বরদের জন্য নির্দিষ্ট। কেননা, সাধারণ নেককার লোকদের তুলনায় তিনি অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮৪) ঃ اجعل لى لسان - অর্থাৎ এমন নেক আমল করার তাওফীক দাও, পরবর্তী বংশধরেরা যেন সর্বদা আমার সম্পর্কে সুধারণা রাখে এবং আমার পথে চলার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, পরবর্তীকালে আমার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে যেন নবী ও উম্মত হন এবং তারা আমার দ্বীন জারী রাখে। (তাঃ ওসমানী)

সূরা শু'আরা ঃ ২৬ নূরানী বাংলা উচ্চারণ ক্বোরআন শরীফ ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা ঃ ১৯

النَّعِيمِ (৮৬) وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (৮৭) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

না'ঈম। ৮৬। ওয়াগ্‌ফির্ লিআবী ~ইন্নাহূ কা-না মিনাদ্ব দ্বা—ল্লীন, ৮৭। ওয়ালা- তুখ্‌যিনী ইয়াওমা ইউব্'আছূন।
অন্তর্ভুক্ত করুন। (৮৬) এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৮৭) এবং পুনরুত্থান দিবসে আমাকে অপমানিত করবেন না।

(৮৮) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (৮৯) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (৯০) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ

৮৮। ইয়াওমা লা- ইয়ানফা'উ মা-লুঁও ওয়ালা- বানূন। ৮৯। ইল্লা- মান্ আতাল্লা-হা বিক্বাল্‌বিন্ সালীম। ৯০। ওয়া উয্‌লিফাতিল জান্নাতু
(৮৮) যে দিন সম্পদ ও সন্তানাদি কোনই উপকারে আসবেনা। (৮৯) শুধু যে পরিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। (৯০) এবং পরহেজগারদের জন্য জান্নাত

لِلْمُتَّقِينَ (৯১) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (৯২) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

লিল্‌মুত্তাক্বীন। ৯১। ওয়া বুর্‌রিযাতিল জ্বাহীমু লিল্‌গা-ওয়ীন। ৯২। ওয়া ক্বীলা লাহুম আইনামা- কুন্‌তুম তা'বুদূন।
একেবারে নিকটবর্তী করা হবে। (৯১) এবং পথভ্রষ্টদের জাহান্নাম প্রদর্শন করা হবে। (৯২) এবং তাদেরকে বলা হবে যে, তারা কোথায় গেল, যাদের তোমরা ইবাদত করতে

(৯৩) مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (৯৪) فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ

৯৩। মিন্ দূনিল্লা-হি ; হাল্ ইয়ানস্বুরূনাকুম আও ইয়ান্তাস্বিরূন। ৯৪। ফাকুব্‌কিবূ ফীহা- হুম ওয়াল্‌গা-উন।
(৯৩) আল্লাহকে ছাড়া তারা কি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে? বা নিজেদেরকে (শাস্তি হতে) বাঁচাতে পারে? (৯৪) অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে মুখ উপুড় করে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে।

(৯৫) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (৯৬) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (৯৭) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي

৯৫। ওয়া জুনূদু ইবলীসা আজ্‌মা'ঊন। ৯৬। ক্বা-লূ ওয়া হুম ফীহা-ইয়াখ্‌তাস্বিমূন। ৯৭। তাল্লা-হি ইন্ কুন্না- লাফী
(৯৫) এবং ইবলীসের সকল সৈন্য বাহিনীদেরকেও। (৯৬) তারা সেখানে (বসে) একে অপরের সাথে ঝগড়া করে বলবে, (৯৭) আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমরা স্পষ্ট

ضَلَالٍ مُبِينٍ (৯৮) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (৯৯) وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ

দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৯৮। ইয্ নুসাওয়্যীকুম বিরাব্বিল্ 'আ-লামীন। ৯৯। ওয়া মা~আদ্বাল্লানা~ইল্লাল্ মুজ্‌রিমূন।
বিভ্রান্তির মধ্যেই ছিলাম, (৯৮) যখন আমরা তোমাদেরকে সারা জাহানের প্রতিপালক-এর সমতুল্য মনে করতাম। (৯৯) এবং আমাদেরকে শুধু পাপীরাই পথভ্রষ্ট করেছিল।

(১০০) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (১০১) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (১০২) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

১০০। ফামা- লানা- মিন্ শা-ফি'ঈন। ১০১। ওয়ালা- স্বাদীক্বিন হামীম। ১০২। ফালাও আন্না লানা- কার্‌রাতান্ ফানাকূনা মিনাল মু'মিনীন।
(১০০) এখন আমাদের কোনই সুপারিশকারী নেই, (১০১) এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই। (১০২) হায়! যদি আমাদের আবার পুনরায় (পৃথিবীতে) যাবার সুযোগ হত, তবে আমরা মুমিন হয়ে যেতাম।

(১০৩) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (১০৪) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

১০৩। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ ; ওয়া মা- কা-না আক্‌ছারুহুম মু'মিনীন। ১০৪। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল 'আযীযুর্ রাহীম।
(১০৩) নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে; অথচ তাদের অধিকাংশ লোকই মুমিন নয়। (১০৪) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক মহা পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু।

৫ ৯ রুকূ

○ টীকা (আঃ ৮৬) ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) কাফের পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নিষ্ফল হওয়া সম্বন্ধে ভালরূপেই অবগত ছিলেন। অতএব, তিনি যে দো'আ করেছিলেন, 'আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, এর অর্থ তাকে ক্ষমার যোগ্য করুন' অর্থাৎ, তার মনে ঈমান আনয়নের আগ্রহ সৃষ্টি করে দিন। যেন ঈমান এনে ক্ষমার যোগ্য হতে পারে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৯৩) ঃ অতএব, এই মূর্তিসমূহ নিজদিগকেও রক্ষা করতে পারল না এবং উপাসাবৃন্দকেও না। এরূপ শয়তান কাউকেও সাহায্য ও আত্মরক্ষা করতে পারবে না। (বঃ কোঃ)

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي

১০৫। কায্যাবাত ক্বাওমু নূহিনিল মুরসালীন। ১০৬। ইয্ ক্বা-লা লাহুম আখূহুম নূহুন আলা- তাত্তাকুন। ১০৭। ইন্নী
(১০৫) নূহের সম্প্রদায়ও রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছিল। (১০৬) যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বললেন, তোমাদের কি আল্লাহর ভয় নেই? (১০৭) (শোন!) নিশ্চয়ই আমি

لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ

লাকুম রাসূলুন আমীন। ১০৮। ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১০৯। ওয়া মা~আস্আলুকুম 'আলাইহি মিন আজ্বরিন, ইন্
তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল; (১০৮) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। (১০৯) আমি তোমাদের কাছে এ (জন্য) কোন মজুরী চাই না,

أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ

আজ্বরিইয়া ইল্লা- 'আলা- রাব্বিল 'আ-লামীন। ১১০। ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১১১। ক্বা-লূ~আনু'মিনু লাকা ওয়াত্তাবা'আকাল্
আমার বিনিময় তো সারা জাহানের রবের কাছে। (১১০) সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। (১১১) তারা বলল, আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব, অথচ

الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ

আর্যালূন। ১১২। ক্বা-লা ওয়া মা- 'ইলমী বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১১৩। ইন্ হিসা-বুহুম ইল্লা- 'আলা- রাব্বী লাও
নিকৃষ্ট লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে? (১১২) নূহ বললেন, তারা কি কাজ করছে আমার জানার দরকার নেই, (১১৩) তাদের হিসাব তো একমাত্র আমার প্রতিপালকের কাছে,

تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ

তাশ'উরূন। ১১৪। ওয়া মা~আনা- বিত্বা রিদিল মু'মিনীন। ১১৫। ইন্ আনা ইল্লা- নাযীরুম্ মুবীন। ১১৬। ক্বা-লূ লাইল্ লাম্
যদি তোমরা বুঝতে! (১১৪) আর আমি মুমিনগণকে বহিষ্কারকারী নই। (১১৫) আমিতো শুধু মাত্র একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী। (১১৬) তারা বলল, হে নূহ! তুমি যদি

تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾

তান্তাহি ইয়া-নূহু লাতাকূনান্না মিনাল্ মারজূমীন। ১১৭। ক্বা-লা রাব্বি ইন্না ক্বাওমী ক্বায্যাবূন।
বিরত না হও, (তবে) তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। (১১৭) নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতেছে?

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ

১১৮। ফাফ্তাহ্ বাইনী ওয়া বাইনাহুম ফাত্হাঁও ওয়া নাজ্জিনী ওয়া মাম্ মা'ইয়া মিনাল্ মু'মিনীন। ১১৯। ফাআন্জাইনা-হু
(১১৮) সুতরাং আমার মধ্যে ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে এবং আমার মুমিন সাথীগণকে রক্ষা করুন। (১১৯) অতঃপর আমি তাকে

وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

ওয়া মাম্ মা'আহূ ফিল্ ফুল্কিল্ মাশ্হূন। ১২০। ছুম্মা আগ্রাকনা- বা'দুল বা-ক্বীন। ১২১। ইন্না ফী যা-লিকা
ও তার সাথীগণকে রক্ষা করলাম নৌকায়, যেটি ছিল বোঝাইকৃত। (১২০) অতঃপর বাকী সবগুলোকে আমি ডুবিয়ে দিলাম। (১২১) নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে

০ টীকা (আঃ ১০৭) ঃ যেহেতু রাসূলের একদিকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ থাকে, আর অন্য দিকে উম্মতের সাথে। কাজেই কখনো তাঁকে আল্লাহর রাসূল বলা হয়, কারণ আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন। আর কখনো তাঁকে উম্মতের রাসূল বলা হয়, কারণ তাঁকে উম্মতের দিকে পাঠানো হয়েছে। আমানতদারেরও দু'টি দিক হতে পারে। এক এই যে, আল্লাহ অহীর উপর রাসূলকে বিশ্বাস করেছেন যে, রাসূল ঠিকভাবে নির্দেশ বান্দাকে পৌঁছাবেন। কিম্বা এই যে, রাসূল লোকের মধ্যে বিশ্বাসী বলে মনে করা যেত যে, রাসূল মিথ্যা বলতেন না। এ অবস্থায় যেখানে যেখানে "লাকুম রাসূলুন আমিন"-এর শব্দ এসেছে, সেখানে সেখানে এ অর্থই বুঝতে হবে।

সূরা শু'আরা ঃ ২৬ নূরানী বাংলা উচ্চারণ কোরআন শরীফ ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা ঃ ১৯

لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾ كَذَّبَتْ

লাআ-ইয়াহ ; ওয়া মা- কা-না আক্ছারুহুম্ মু'মিনীন। ১২২। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল 'আযীযুর রাহীম। ১২৩। কায্যাবাত
দৃষ্টান্ত; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মুমিন নহে। (১২২) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১২৩) আদ (সম্প্রদায়)ও রাসূলগণকে

عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾

'আ-দুনিল মুরসালীন। ১২৪। ইয্ ক্বা-লা লাহুম আখূহুম হূদুন আলা- তাত্তাকূন। ১২৫। ইন্নী লাকুম রাসূলুন আমীন।
প্রত্যাখ্যান করেছিল। (১২৪) যখন তাদের কাছে তাদের ভাই হূদ বলেছিলেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? (১২৫) আমি তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ

১২৬। ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১২৭। ওয়ামা~আস্আলুকুম 'আলাইহি মিন্ আজ্বর, ইন্ আজ্বরিয়া ইল্লা- 'আলা- রাব্বিল
(১২৬) সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা শোন। (১২৭) আমি এ (দাওয়াতের) ব্যাপারে তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিক শুধু সারা জাহানের

الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

'আ-লামীন। ১২৮। আতাব্নূনা বিকুল্লি রী'ইন আ-ইয়াতান তা'বাছূন। ১২৯। ওয়া তাত্তাখিযূনা মাস্বা-নি'আ লা'আল্লাকুম তাখ্লুদূন।
প্রতিপালকের কাছেই। (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে খেলার ছলে স্মৃতি (প্রাসাদ) তৈরী করছ? (১২৯) এবং তোমরা বড় বড় প্রাসাদ তৈরী করছ, মনে হয় যেন তোমরা চিরস্থায়ীভাবে তাতে বসবাস করবে।

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ

১৩০। ওয়া ইযা- বাত্বাশ্তুম বাত্বাশ্তুম জ্বাব্বা-রীন। ১৩১। ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১৩২। ওয়াত্তাকুল্ লাযী~আমাদ্দাকুম
(১৩০) যখন তোমরা (কারো প্রতি) আক্রমণ কর, তখন আক্রমণ কর কঠোরভাবে, (১৩১) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। (১৩২) এবং তোমরা তাঁকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সে সব বস্তু দিয়ে সাহায্য করেছেন,

بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

বিমা- তা'লামূন। ১৩৩। আমাদ্দাকুম্ বিআন'আ-মিওঁ ওয়া বানীন। ১৩৪। ওয়া জ্বান্না-তিওঁ ওয়া 'উইউন। ১৩৫। ইন্নী~আখা-ফু 'আলাইকুম
যা তোমরা জান! (১৩৩) তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তানাদি দ্বারা (১৩৪) এবং বাগান ও ঝরণা দ্বারা। (১৩৫) আমি তোমাদের

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ

'আযা-বা ইয়াওমিন 'আযীম। ১৩৬। ক্বা-লূ সাওয়া—উন 'আলাইনা~আওয়া 'আয্তা আম্ লাম্ তাকুম্ মিনাল্ ওয়া-'ইযীন। ১৩৭। ইন্
ব্যাপারে ভয় করছি, কঠিন দিনের (পরকালের) শাস্তির। (১৩৬) তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা না দাও, উভয়ই আমাদের কাছে সমান। (১৩৭) এটাতো

০ টীকা (আঃ ১২৯) ঃ 'আদ সম্প্রদায় ভাস্কর কার্যে অর্থাৎ প্রস্তর শিল্পে নিপুণ ছিল, এমনকি তারা যা অনাবশ্যক তাতে সময় নষ্ট করত। পর্বত খোদিত করে তারা বিভিন্ন প্রকার বাসস্থান ও স্মৃতিস্তম্ভ প্রস্তুত করত। অধুনা যেমন আমাদের দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের স্মৃতিস্তম্ভ প্রস্তুত করে প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য এই থাকে যাতে তাদের স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলে এটা বুঝতে পারা যায় যে, তাতে কোন সার্থকতা নেই। কারণ চিরকাল স্থায়িত্বের পরিচয় আমরা কোরআন পাকের كل من عليها فان অর্থাৎ "চিরঞ্জীব আল্লাহ ব্যতীত সবই ধ্বংসে পরিণত হবে।" এ সত্য বাণীতে বেশ বুঝতে পারি। আমরা আরো দেখতে পাই যে, 'স্মৃতিস্তম্ভ', 'মাজার' ও দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণে লোক লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয় করে থাকে। অথচ কিছুদিন পরে তার নির্মাণকারীর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। স্মৃতিস্তম্ভ, পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণের দিক দিয়ে মিসরই জগতের মধ্যে প্রাচীন ও সুবিখ্যাত। তথায় যেরূপ মনোরম ও মজবুত পিরামিড ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায় তা জগতে দুর্লভ। কোনও কোনটিতে খোদিত লেখাও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু কোথায় তার নির্মাণকারী? তার এখন প্রকৃত অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে। ফলকথা, "নিত্য আল্লাহ পাকের নামই থাকবে" এ ভাবধারা মুসলমানের থাকা উচিত। এতদ্ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল, সুতরাং নির্বোধ মানুষই অনর্থক কার্যে লিপ্ত হয়।

هذا الا خلق الاولين ﴿١٣٧﴾ وما نحن بمعذبين ﴿١٣٨﴾ فكذبوه فاهلكنهم ط ان في

হা-যা~ ইল্লা- খুলুকুল আওওয়ালীন। ১৩৮। ওয়া মা- নাহ্নু বিমু'আয্যাবীন। ১৩৯। ফাকায্যাবূহ ফাআহ্লাক্না- হুম; ইন্না ফী

আগেকার (লোক)দেরই চরিত্র। (১৩৮) আমরা কখনও শাস্তি প্রাপ্ত হব না। (১৩৯) অতঃপর তারা (আদ জাতি) তাকে প্রত্যাখান করল, তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম।

ذلك لاية ط وما كان اكثرهم مؤمنين ﴿١٣٩﴾ وان ربك لهو العزيز الرحيم ﴿١٤٠﴾

যা-লিকা লাআ-ইয়াহ ; ওয়া মা- কা-না আক্ছারুহুম্ মু'মিনীন। ১৪০। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল 'আযীযুর রাহীম।

নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে বিরাট উপদেশ এবং তাদের অধিকাংশেই বিশ্বাসী নয়। (১৪০) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

ع ৭ / ১৮ / ১১ রুকূ

﴿١٤١﴾ كذبت ثمود المرسلين ﴿١٤٢﴾ اذ قال لهم اخوهم صلح الا تتقون ﴿١٤٣﴾ اني لكم

১৪১। কায্যাবাত ছামূদুল মুরসালীন। ১৪২। ইয্ ক্বা-লা লাহুম আখূহুম স্বা-লিহুন 'আলা- তাত্তাকূন। ১৪৩। ইন্নী লাকুম

(১৪১) সামূদ (জাতি)ও রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। (১৪২) যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলল যে, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? (১৪৩) নিশ্চয়ই আমি

رسول امين ﴿١٤٤﴾ فاتقوا الله واطيعون ﴿١٤٥﴾ وما اسئلكم عليه من اجر ج ان اجري

রাসূলুন আমীন। ১৪৪। ফাত্তাক্বুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১৪৫। ওয়া মা~ আস্আলুকুম 'আলাইহি মিন আজ্বর, ইন্ আজ্বরিয়া

তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১৪৪) সুতরাং আল্লাকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। (১৪৫) আমি তোমাদের কাছে এজন্য পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিক

الا على رب العلمين ﴿١٤٦﴾ اتتركون في ما ههنا امنين ﴿١٤٧﴾ في جنت و

ইল্লা-'আলা- রাব্বিল 'আ-লামীন। ১৪৬। আতুত্রাকূনা ফী মা- হা-হুনা~আ-মিনীন। ১৪৭। ফী জ্বান্না-তিওঁ ওয়া

একমাত্র সারা জাহানের প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। (১৪৬) তোমাদেরকে কি নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে যা এখানে আছে তার মধ্যে, (১৪৭) (অর্থাৎ) বাগানে ও

عيون ﴿١٤٨﴾ وزروع ونخل طلعها هضيم ﴿١٤٩﴾ وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين

'উইউন। ১৪৮। ওয়া যুরূ'ইওঁ ওয়া নাখ্লিন্ ত্বাল্'উহা- হাদ্বীম। ১৪৯। ওয়া তান্হিতূনা মিনাল্ জ্বিবা-লি বুউতান্ ফা-রিহীন।

ঝরণায় (১৪৮) এবং শস্য ক্ষেত্র এবং খেজুরের বাগানে যার কলি খুবই ঘন। (১৪৯) এবং তোমরা সগর্বে পাহাড় কেটে কেটে ঘর নির্মাণ করছ?

﴿١٥٠﴾ فاتقوا الله واطيعون ﴿١٥١﴾ ولا تطيعوا امر المسرفين ﴿١٥٢﴾ الذين يفسدون في

১৫০। ফাত্তাক্বুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১৫১। ওয়ালা- তুত্বী'উ~ আম্রাল মুস্রিফীন। ১৫২। আল্লাযীনা ইউফ্সিদূনা ফিল

(১৫০) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। (১৫১) এবং সীমালংঘনকারী (কাফির)দের নির্দেশকে মেনো না, (১৫২) যারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে

الارض ولا يصلحون ﴿١٥٣﴾ قالوا انما انت من المسحرين ﴿١٥٤﴾ ما انت الا بشر

আরদ্বি ওয়ালা- ইউস্বলিহূন। ১৫৩। ক্বা-লূ~ইন্নামা~আন্তা মিনাল মুসাহ্হারীন। ১৫৪। মা~আন্তা ইল্লা- বাশারুম্

এবং (নিজ চরিত্রকে) সংশোধন করে না। (১৫৩) তারা বলল, নিশ্চয়ই তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (১৫৪) তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ,

مثلنا ج فات باية ان كنت من الصدقين ﴿١٥٥﴾ قال هذه ناقة لها شرب ولكم

মিছ্লুনা-, ফা'তি বিআইয়া-তিন ইন কুন্তা মিনাস্ব স্বা-দিক্বীন। ১৫৫। ক্বা-লা হা-যিহী না-ক্বাতুন্ লাহা- শির্বুওঁ ওয়া লাকুম

তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এস, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (১৫৫) সালেহ বললেন, এ উষ্ট্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পান করার একটি সময় এবং তোমাদের জন্য রয়েছে

شرب يوم معلوم ﴿١٥٦﴾ ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم

শির্বু ইয়াওমিম্ মা'লূম। ১৫৬। ওয়ালা- তামাস্সূহা- বিসূ—ইন ফাইয়া'খুযাকুম 'আযা-বু ইয়াওমিন্ 'আজীম।

পানি পান করার নির্ধারিত এক একটি দিন। (১৫৬) তাকে (মেরে ফেলার জন্য) স্পর্শ কর না। (যদি এটা কর) তবে তোমাদেরকে (পরকালের) শাস্তি পাকড়াও করবে।

﴿١٥٧﴾ فعقروها فاصبحوا ندمين ﴿١٥٨﴾ فاخذهم العذاب ط ان في ذلك لاية ط وما

১৫৭। ফা'আক্বারূহা- ফা'আস্ববাহূ না-দিমীন। ১৫৮। ফাআখাযাহুমুল 'আযা-ব; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ ; ওয়া মা-

(১৫৭) অতঃপর তারা সেটিকে হত্যা করল, এরপর তারা অনুতপ্ত হল। (১৫৮) অতঃপর তাদেরকে শাস্তি পাকড়াও করল, নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে উপদেশ এবং তাদের

ع ৮ / ১৯ / ১২ রুকূ

كان اكثرهم مؤمنين ﴿١٥٩﴾ وان ربك لهو العزيز الرحيم ﴿١٦٠﴾ كذبت قوم لوط

কা-না আক্ছারুহুম্ মু'মিনীন। ১৫৯। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর রাহীম। ১৬০। কায্যাবাত ক্বাওমু লূত্বিনিল্

অধিকাংশেই ঈমানদার নয়। (১৫৯) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৬০) লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ও রাসূলগণকে অবিশ্বাস

المرسلين ﴿١٦١﴾ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون ﴿١٦٢﴾ اني لكم رسول امين

মুরসালীন। ১৬১। ইয্ ক্বা-লা লাহুম আখূহুম লূত্বুন্ আলা- তাত্তাকূন। ১৬২। ইন্নী লাকুম রাসূলুন আমীন।

করেছিল। (১৬১) যখন তাদের কাছে তাদের ভাই (লূত) বলেছিলেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? (১৬২) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

﴿١٦٣﴾ فاتقوا الله واطيعون ﴿١٦٤﴾ وما اسئلكم عليه من اجر ج ان اجري الا على رب

১৬৩। ফাত্তাক্বুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১৬৪। ওয়া মা~আস্আলুকুম 'আলাইহি মিন্ আজ্বর, ইন্ আজ্বরিয়া ইল্লা- 'আলা- রাব্বিল

(১৬৩) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। (১৬৪) আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিক একমাত্র সারা

العلمين ﴿١٦٥﴾ اتاتون الذكران من العلمين ﴿١٦٦﴾ وتذرون ما خلق لكم ربكم من

'আ-লামীন। ১৬৫। আতা'তূনায্ যুক্রা-না মিনাল্ 'আ-লামীন। ১৬৬। ওয়া তাযারূনা মা- খালাক্বা লাকুম রাব্বুকুম্ মিন্

জাহানের প্রতিপালকের কাছে। (১৬৫) তোমরা কি পৃথিবীতে শুধু পুরুষদের সাথেই কুকর্ম কর, (১৬৬) অথচ তোমরা বর্জন করছ, যা তোমাদের প্রতিপালক সৃষ্টি করেছেন

ازواجكم ط بل انتم قوم عدون ﴿١٦٧﴾ قالوا لئن لم تنته يلوط لتكونن من

আয্ওয়া-জ্বিকুম ; বাল্ আন্তুম ক্বাওমুন 'আ-দূন। ১৬৭। ক্বা-লূ লাইল্লাম তান্তাহি ইয়া-লূত্বু লাতাকূনান্না মিনাল

তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য হতে, তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (১৬৭) তারা বলল, হে লূত! যদি তুমি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে (দেশ থেকে) বের করে

المخرجين ﴿١٦٨﴾ قال اني لعملكم من القالين ﴿١٦٩﴾ رب نجني واهلي مما يعملون

মুখ্রাজ্বীন। ১৬৮। ক্বা-লা ইন্নী লি'আমালিকুম্ মিনাল ক্বা-লীন। ১৬৯। রাব্বি নাজ্জিনী ওয়া আহ্লী মিম্মা- ইয়া'মালূন।

দেয়া হবে। (১৬৮) লূত বললেন, আমি (এ) কাজকে অপছন্দ করি। (১৬৯) হে আমার রব! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে সে কাজ থেকে রক্ষা করুন, যা তারা করে।

○ টীকা (আঃ ১৫৬) ঃ পানি পান করার পালা এরূপ ছিল যে, একদিন ছালেহ (আ)-এর উষ্ট্রীর জন্য এবং একদিন সামূদ সম্প্রদায়ের পশুগুলোর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উষ্ট্রীটি স্বীয় পালার দিন কূপের সম্পূর্ণ পানি নিঃশেষ করে পান করত। ফলে সেদিন অবশিষ্ট থাকত না। এই ব্যাপারটি তাদের অসহ্য হওয়ায় তারা উষ্ট্রীটির শত্রু হয়ে দাঁড়াল। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৫৭) ঃ فعقروها - উষ্ট্রীটি আল্লাহ তায়ালার কুদরতের নিশানা এবং নবীর নবুওয়াতের সত্যতার দলীল ছিল। সামূদ সম্প্রদায় ঈমান গ্রহণ না করে কুফর, শিরকে চরম ভাবে লিপ্ত হল। শেষ পর্যন্ত তারা জীবিত উষ্ট্রীটির পায়ের গোড়ালি কেটে জখম করে সেটিকে হত্যা করল। ফলে তিনদিন পরে তাদের উপর শাস্তির নিদর্শন আসা শুরু করল। তারা তাদের কৃতকার্যে লজ্জিত হল। কিন্তু শাস্তি আসার পরে তাদের তওবা ও লজ্জিত হওয়া কোনই কাজে আসল না।

فنجينه واهله اجمعين ﴿١٧٠﴾ الا عجوزا في الغبرين ﴿١٧١﴾ ثم دمرنا الاخرين ﴿١٧٢﴾

১৭০। ফানাজ্জাইনা-হু ওয়া আহ্লাহূ~আজ্মা'ঈন। ১৭১। ইল্লা- 'আজূযান্ ফিল গা-বিরীন। ১৭২। ছুম্মা দাম্মারনাল্ আ-খারীন।
(১৭০) সুতরাং আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করলাম। (১৭১) কিন্তু এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল পশ্চাদবর্তীদের মধ্যে। (১৭২) অতঃপর অন্য সবাইকেই ধ্বংস করলাম।

وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ﴿١٧٣﴾ ان في ذلك لاية وما كان

১৭৩। ওয়া আম্ত্বারনা- 'আলাইহিম্ মাত্বারা-, ফাসা—আ মাত্বারুল্ মুন্যারীন। ১৭৪। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ; ওয়া মা- কা-না
(১৭৩) তাদের উপর (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, কতই খারাপ ছিল ভীতিপ্রদত্তদের উপর বর্ষিত বৃষ্টি। (১৭৪) নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই

اكثرهم مؤمنين ﴿١٧٤﴾ وان ربك لهو العزيز الرحيم ﴿١٧٥﴾ كذب اصحب لئيكة

আক্ছারুহুম্ মু'মিনীন। ১৭৫। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল 'আযীযুর রাহ্বীম। ১৭৬। কায্যাবা আস্বহা-বুল আইকাতিল
মুমিন নয়। (১৭৫) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৭৬) আইকা (জংগল) বাসীরাও রাসূলগণকে অস্বীকার

৯ ع ১৬ রুকূ

المرسلين ﴿١٧٦﴾ اذ قال لهم شعيب الا تتقون ﴿١٧٧﴾ اني لكم رسول امين ﴿١٧٨﴾

মুরসালীন। ১৭৭। ইয্ ক্বা-লা লাহুম শু'আইবুন আলা- তাত্তাক্বূন। ১৭৮। ইন্নী লাকুম রাসূলুন আমীন।
করেছিল, (১৭৭) যখন তাদের কাছে শোয়াইব বললেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? (১৭৮) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

فاتقوا الله واطيعون ﴿١٧٩﴾ وما اسئلكم عليه من اجر ان اجري الا على رب

১৭৯। ফাত্তাক্বুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১৮০। ওয়া মা~আস্আলুকুম 'আলাইহি মিন্ আজ্র, ইন্ আজ্রিয়া ইল্লা- 'আলা- রাব্বিল
(১৭৯) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। (১৮০) আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না, আমার পারিশ্রমিক একমাত্র সারা

العلمين ﴿١٨٠﴾ اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ﴿١٨١﴾ وزنوا بالقسطاس

'আ-লামীন। ১৮১। আওফুল কাইলা ওয়ালা- তাকূনূ মিনাল্ মুখ্সিরীন। ১৮২। ওয়াযিনূ বিলক্বিস্ত্বা-সিল্
জাহানের প্রতিপালকের কাছে। (১৮১) তোমরা মাপ পূর্ণভাবে দিবে, মাপে কম করো না যারা মাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (১৮২) এবং সঠিকভাবে

المستقيم ﴿١٨٢﴾ ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ﴿١٨٣﴾

মুস্তাক্বীম। ১৮৩। ওয়ালা- তাব্খাসুন্ না-সা আশ্ইয়া—আহুম ওয়ালা- 'তাছাও ফিল্ আরদ্বি মুফ্সিদীন।
ওযন কর। (১৮৩) এবং লোকদেরকে (মাপের সময়) তাদের (প্রাপ্য) দ্রব্যাদিসমূহ কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা ছড়াবে না।

واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين ﴿١٨٤﴾ قالوا انما انت من المسحرين ﴿١٨٥﴾

১৮৪। ওয়াত্তাক্বুল্লাযী খালাক্বাকুম ওয়াল জ্বিবিল্লাতাল্ আওয়্যালীন। ১৮৫। ক্বা-লূ~ইন্নামা~আন্তা মিনাল্ মুসাহ্হারীন।
(১৮৪) এবং ভয় কর তাঁকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং পূর্বের সকল সৃষ্টিকে। (১৮৫) তারা বলল, নিশ্চয় তুমি যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৭১) ঃ الا عجوزا - বৃদ্ধা দ্বারা হযরত লূতের (আ) বৃদ্ধা স্ত্রীকে বুঝান হয়েছে। যে ঈমান গ্রহণ করছিল না। ফলে সেও তার সম্প্রদায়ের সাথেই ধ্বংস হয়েছিল। ○ টীকা (আঃ ১৭৩) ঃ হযরত লূত (আ)-এর এ স্ত্রী কাফের ছিল। অতএব, রাত্রে সে হযরত লূত (আ)-এর সাথে গ্রাম হতে বের হয় নি। সুতরাং সে আযাবের উপযোগী লোকদের মধ্যে রয়ে গেল। আর লূত (আ)-কে যে, তার সম্প্রদায়ের লোকদের সামাজিক ভ্রাতা বলা হয়েছে, মতান্তরে তিনি শ্বশুর বাড়ীর দিক হতে কাওমের ভাই হয়ে থাকবেন। কেননা, তিনি সঙ্গীবিহীন অবস্থায় হিজরত করে এদেশে এসেছিলেন। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৭৬) ঃ اصحب لئيكة - ইবনে কাসীর (রহ) বলেন, "আসহাবে আইকা" মাদায়েন সম্প্রদায়কে বলা হয়। ايكة (আইকা) একটি বৃক্ষের নাম, যাকে তারা পূজা করত। এ কারণে তাদেরকে اصحب لئيكة (আইকবাসী) বলা হয়।

وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكذبين ﴿١٨٦﴾ فاسقط علينا كسفا من

১৮৬। ওয়া মা~আন্তা ইল্লা- বাশারুম্ মিছ্লুনা- ওয়া ইন্ নাজুন্নুকা লামিনাল কা-যিবীন। ১৮৭। ফাআস্ক্বিত্ব 'আলাইনা- কিসাফাম্ মিনাস্
(১৮৬) তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ, আমরা তোমাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি। (১৮৭) তুমি নিক্ষেপ কর আমাদের উপর

السماء ان كنت من الصدقين ﴿١٨٧﴾ قال ربي اعلم بما تعملون ﴿١٨٨﴾ فكذبوه

সামা—ই ইন্ কুন্তা মিনাস্ব স্বা-দিক্বীন। ১৮৮। ক্বা-লা রাব্বী ~আ'লামু বিমা- তা'মালূন। ১৮৯। ফাকায্যাবূহু
আকাশের একটা টুকরা, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (১৮৮) তিনি বললেন, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমার প্রতিপালক খুবই অবগত। (১৮৯) অতঃপর তারা তাঁকে

فاخذهم عذاب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم ﴿١٨٩﴾ ان في ذلك لاية

ফাআখাযাহুম 'আযা-বু ইয়াওমিয্ যুল্লাহ; ইন্নাহূ কা-না 'আযা-বা ইয়াওমিন 'আযীম। ১৯০। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ;
অস্বীকার করল, ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি পাকড়াও করল। নিশ্চয়ই সেটা ছিল মহা দিবসের শাস্তি। (১৯০) নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে বড় নিদর্শন,

১০ ع ১৬ ১৪ রুকূ

وما كان اكثرهم مؤمنين ﴿١٩٠﴾ وان ربك لهو العزيز الرحيم ﴿١٩١﴾ وانه لتنزيل

ওয়া মা- কা-না আক্ছারুহুম্ মু'মিনীন। ১৯১। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল 'আযীযুর রাহ্বীম। ১৯২। ওয়া ইন্নাহূ লাতান্যীলু
কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। (১৯১) এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৯২) নিশ্চয় এ কুরআন সারা জাহানের

رب العلمين ﴿١٩٢﴾ نزل به الروح الامين ﴿١٩٣﴾ على قلبك لتكون من المنذرين ﴿١٩٤﴾

রাব্বিল্ 'আ-লামীন। ১৯৩। নাযালা বিহির্ রূহুল আমীন। ১৯৪। 'আলা- ক্বাল্বিকা লিতাকূনা মিনাল্ মুন্যিরীন।
প্রতিপালকের থেকে অবতীর্ণ। (১৯৩) যা নিয়ে বিশ্বস্ত ফিরিশতা (জীবরাঈল) অবতরণ করেছে (১৯৪) আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারী হতে পারেন।

بلسان عربي مبين ﴿١٩٥﴾ وانه لفي زبر الاولين ﴿١٩٦﴾ اولم يكن لهم

১৯৫। বিলিসা-নিন্ 'আরাবিয়্যিম্ মুবীন। ১৯৬। ওয়া ইন্নাহূ লাফী যুবুরিল্ আওয়্যালীন। ১৯৭। আওয়ালাম ইয়াকুল্ লাহুম
(১৯৫) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও এ কুরআনের কথা অবশ্যই উল্লেখ রয়েছে। (১৯৭) এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন হিসেবে যথেষ্ট নয়

اية ان يعلمه علمؤا بني اسراءيل ﴿١٩٧﴾ ولو نزلنه على بعض الاعجمين ﴿١٩٨﴾

আ-ইয়াতান্ আই ইয়া'লামাহূ 'উলামা—উ বানী~ইস্রা—ঈল। ১৯৮। ওয়ালাও নায্যাল্না-হু 'আলা- বা'দ্বিল আ'জ্বামীন।
যে, কুরআনকে বনী ইসরাঈলের আলিমগণও জানে। (১৯৮) আর যদি আমি তা (কুরআন) কোন অনারব ব্যক্তির উপর নাযিল করতাম,

فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين ﴿١٩٩﴾ كذلك سلكنه في قلوب المجرمين ﴿٢٠٠﴾

১৯৯। ফাক্বারাআহূ 'আলাইহিম্ মা- কা-নূ বিহী মু'মিনীন। ২০০। কাযা-লিকা সালাক্না-হু ফী কুলূবিল মুজ্রিমীন।
(১৯৯) এবং সে তা তাদের সামনে পাঠ করত, তবেও তারা তার প্রতি বিশ্বাস আনত না। (২০০) এভাবেই আমি পাপীদের অন্তরসমূহে তা (অবিশ্বাস) গেঁথে দিয়েছি,

لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم ﴿٢٠١﴾ فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون ﴿٢٠٢﴾

২০১। লা- ইউ'মিনূনা বিহী হাত্তা- ইয়ারাউল 'আযা-বাল্ আলীম। ২০২। ফাইয়া'তিইয়াহুম্ বাগ্তাতাওঁ ওয়া হুম লা-ইয়াশ্'উরূন।
(২০১) তারা যতক্ষণ যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রত্যক্ষ না করবে, ততক্ষণ ঈমান আনবে না। (২০২) অতঃপর সে শাস্তি তাদের উপর অকস্মাৎ এসে যাবে, অথচ তাদের খবরও থাকবে না।

﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَءَيْتَ إِنْ مَتَّعْنٰهُمْ

২০৩। ফাইয়াক্বূলূ হাল্ নাহ্নু মুন্যারূন। ২০৪। আফাবি'আযা-বিনা- ইয়াস্তা'জিলূন। ২০৫। আফারাআইতা ইম্মাত তা'না-হুম
(২০৩) তখন তারা বলবে, আমাদেরকে কি সুযোগ দেয়া হবে? (২০৪) তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা করে? (২০৫) আচ্ছা, আমি যদি তাদেরকে কয়েক বছরও উপভোগের জন্য

سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَآ أَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَآ

সিনীন। ২০৬। ছুম্মা জ্বা—আহুম মা- কা-নূ ইউ'আদূন। ২০৭। মা~আগনা- 'আন্হুম মা- কা-নূ ইউমাত্তা'উন। ২০৮। ওয়া মা~
দেই, (২০৬) অতঃপর তাদের উপর এসে পড়ে, যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছিল তা। (২০৭) তখন তা তাদের কোনই কাজে আসবে না, যা তারা ভোগ করছিল। (২০৮) আমি

أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرٰى وَمَا كُنَّا ظٰلِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ

আহ্লাক্না- মিন্ ক্বারইয়াতিন ইল্লা- লাহা- মুন্যিরূন। ২০৯। যিক্রা-, ওয়া মা- কুন্না-যা-লিমীন। ২১০। ওয়া মা- তানায্যালাত্ বিহিশ্
এমন কোন জনপদকে ধ্বংস করিনি যার জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী ছিল না, (২০৯) এতো উপদেশ এবং আমি জালিম নই। (২১০) শয়তানরা এ কুরআন নিয়ে

الشَّيٰطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا

শাইয়া-ত্বীন। ২১১। ওয়া মা- ইয়াম্বাগী লাহুম ওয়ামা- ইয়াস্তাত্বী'উন। ২১২। ইন্নাহুম 'আনিস্ সাম'ই লামা'যূলূন। ২১৩। ফালা-
আসেনি। (২১১) এবং এটা তাদের উপযোগীও নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। (২১২) বরং তাদেরকে শ্রবণ করা হতেও দূরে রাখা হয়েছে। (২১৩) সুতরাং

تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

তাদ্'উ মা'আল্লা-হি ইলা-হান আ-খারা ফাতাকূনা মিনাল্ মু'আয্যাবীন। ২১৪। ওয়া আন্যির 'আশীরাতাকাল আক্বরাবীন।
আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদকে ডাকবেন না, (যদি ডাকেন) শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (২১৪) এবং সাবধান করুন নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদেরকে।

﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي

২১৫। ওয়াখ্ফিদ্ব জ্বানা- হাকা লিমানিত্ তাবা'আকা মিনাল মু'মিনীন। ২১৬। ফাইন্ 'আস্বাওকা ফাক্বুল্ ইন্নী
(২১৫) এবং আপনি (দয়া করুন) তাদের জন্য, যারা মুমিন অবস্থায় আপনার অনুসরণ করে। (২১৬) যদি তারা আপনাকে অমান্য করে, তবে আপনি তাদের বলেন,

بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرٰىكَ حِينَ تَقُومُ

বারী—উম্ মিম্মা- তা'মালূন। ২১৭। ওয়া তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্ 'আযীযির্ রাহ্বীম। ২১৮। আল্লাযী ইয়ারা-কা হ্বীনা তাকূম।
তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আমি দায়মুক্ত। (২১৭) এবং আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু র উপর। (২১৮) যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি (নামাযে) দাঁড়ান,

﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ

২১৯। ওয়া তাক্বাল্লুবাকা ফিস্ সা-জ্বিদীন। ২২০। ইন্নাহু হুওয়াস্ সামী'উল 'আলীম। ২২১। হাল্ উনাব্বিউকুম 'আলা- মান্ তানায্যালুশ্
(২১৯) এবং সিজদাকারীদের মাঝে আপনার উঠাবসাকেও। (২২০) নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (২২১) আমি কি তোমাদেরকে বলব যে, কার উপর

○ টীকা (আঃ ২০৮) ঃ ফলকথা, কাফেরদের কুফরীর শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে অবকাশ দেয়ার উদ্দেশ্য তাদের দণ্ডনীয় হওয়ার প্রমাণ পূর্ণ করা এবং তাদের ওযর আপত্তির পথ সর্বতোভাবে বন্ধ করা। এটা শুধু মক্কার কাফেরদের সাথেই নয়; বরং পূর্বযুগের কাফেরদিগকেও অবকাশ দেয়া হয়েছিল।

○ টীকা (আঃ ২১১) ঃ কতক কাফের হযরতকেও জ্যোতিষী বলে উক্তি করত। অর্থাৎ, জ্যোতিষীকে শয়তান এসে যেমন আসমানী সংবাদ বলে যায়, তদ্রূপ "নাউযুবিল্লাহ্" হযরতকেও শয়তান আসমানী সংবাদ বলে যায়। অত্র আয়াতে উহারই উত্তর বলেছেন।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২১৮) ঃ حِينَ تَقُومُ - অর্থাৎ যখন (তাহাজ্জুদের সময়) একা নামাযে দাঁড়ান।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২১৯) ঃ فِي السّٰجِدِينَ - অর্থাৎ যখন মানুষদের মধ্যে (জামাতে) নামাযে দাঁড়ান।

الشَّيٰطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كٰذِبُونَ

শাইয়া-ত্বীন। ২২২। তানায্যালু 'আলা- কুল্লি আফ্ফা-কিন্ আছীম। ২২৩। ইউল্কূনাস্ সাম'আ ওয়া আক্ছারুহুম কা-যিবূন।
শয়তান অবতীর্ণ হয়? (২২২) সে অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপী নিকট। (২২৩) যারা শয়তানের প্রতি কান পেতে রাখে তাদের অধিকাংশই মিথ্যুক,

﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ

২২৪। ওয়াশ্‌শু'আরা—উ ইয়াত্তাবি'উহুমুল গা-উন। ২২৫। আলাম্ তারা আন্নাহুম ফী কুল্লি ওয়া-দিইঁ ইয়াহীমূন। ২২৬। ওয়া আন্নাহুম
(২২৪) আর কবিদের অনুসরণ তো তারাই করে যারা পথভ্রষ্ট। (২২৫) আপনি কি দেখেন না যে, তারা প্রত্যেকে দিশেহারা হয়ে ময়দানে ঘুরা-ফেরা করে। (২২৬) এবং

يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا

ইয়াক্বূলূনা মা-লা- ইয়াফ'আলূন। ২২৭। ইল্লাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ওয়া যাকারুল্লা-হা কাছীরাওঁ
যা তারা করে না তারা তা মুখে বলে, (২২৭) কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমানদার ও নেক্কার করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে এবং

وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

ওয়ান্তাছারূ মিম্ বা'দি মা- জুলিমূ ; ওয়া সাইয়া'লামুল্ লাযীনা যালামূ~আইয়্যা মুন্ক্বালাবিইঁ ইয়ান্ক্বালিবূন।
অত্যাচারিত হবার পরে প্রতিশোধ নেয় এবং যারা অত্যাচার করেছে, তারা অতিশীঘ্রই জানবে যে, কেমন স্থানে তাদের ফিরে যেতে হবে।

১১ রুকু ১৫

সূরা আন নামল
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৯৩
রুকূ ঃ ৭

طسٓ ۚ تِلْكَ ءَايٰتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِينَ

১। ত্বা-সী—ন ; তিল্কা আ-ইয়া-তুল কুরআ-নি ওয়া কিতা-বিম্ মুবীন। ২। হুদাওঁ ওয়া বুশ্রা- লিলমু'মিনীন।
(১) ত্বা-সীন, এ আয়াতসমূহ কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের। (২) মুমিনগণের জন্য এটা পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদ।

﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ

৩। আল্লাযীনা ইউক্বীমূনাস্ব স্বালা-তা ওয়া ইউ'তূনায্ যাকা-তা ওয়া হুম বিল্ আ-খিরাতি হুম ইউক্বিনূন। ৪। ইন্নাল্
(৩) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং তারাই পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাসী। (৪) নিশ্চয় যারা

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْءَاخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمٰلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ

লাযীনা লা- ইউ'মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি যাইয়্যান্না- লাহুম আ'মা-লাহুম ফাহুম ইয়া'মাহূন। ৫। উলা—ইকাল্ লাযীনা
পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের কর্মগুলোকে তাদের সামনে সুদৃশ্য করে রেখেছি, সুতরাং তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (৫) এদের জন্যই রয়েছে

○ টীকা (আঃ ২২৩) ঃ মক্কার মোশরেকগণ হযরত নবী করীম (সা)-কে গণক অথবা একজন জ্যোতির্বিদ বলে প্রচার করত। আর তারা মনে করত যে, জ্বিন সকল তাঁর বাধ্য, সে জন্য তারা নবী করীমকে অদৃশ্যের কথা জানায়। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অসত্য দোষারোপ খণ্ডন করে উত্তর দিচ্ছেন, 'তারা প্রত্যেক অসৎ ও মিথ্যাবাদীর নিকট এসে তাদের শ্রুত কথাগুলি জানায়'। অর্থাৎ দুষ্ট জ্বিনেরা সুযোগ মত আকাশ হতে কোন কথা শ্রবণ করে তার সাথে নিজেদের কল্পিত মিথ্যা কথাগুলি সংযোগ করে দুষ্ট প্রকৃতির লোকের নিকট বলতে পারে, কিন্তু হযরত নবী করীমের মত সৎ ও সত্যবাদীর নিকট তারা বলতে পারে না। কারণ তিনি এমন সত্যের জ্বলন্ত ছবি ছিলেন যে, তাঁকে অসৎকার্য ও অসত্য স্পর্শ করতে পারত না।

لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝٥ وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ

লাহুম সূ—উল 'আযা-বি ওয়াহুম্ ফিল আ-খিরাতি হুমুল আখ্সারূন। ৬। ওয়া ইন্নাকা লাতুলাক্কাল্ কুর্আ-না
কঠিন শাস্তি এবং পরকালে তারাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (৬) নিশ্চয়ই আপনাকে প্রজ্ঞাবান মহাজ্ঞানী (আল্লাহর পক্ষ) হতে কুরআন

مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۝٦ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ۭ سَاٰتِيْكُمْ

মিল্লাদুন হ্বাকীমিন 'আলীম। ৭। ইয্ ক্বা-লা মূসা- লিআহ্লিহী~ইন্নী~আ-নাস্তু না-রা- ; সাআ-তীকুম্
শিখানো হচ্ছে। (৭) স্মরণ করুন! যখন মূসা তার পরিবার-পরিজনদেরকে বলেছিলেন, আমি আগুন দেখেছি, আমি সেখান হতে তোমাদের জন্য কোন খবর

مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝٧ فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ

মিন্হা- বিখাবারিন আও আ-তীকুম্ বিশিহা-বিন্ ক্বাবাসিল্ লা'আল্লাকুম তাস্ত্বালূন। ৮। ফালাম্মা- জ্বা—আহা- নূদিইয়া
নিয়ে বা আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে এখনি তোমাদের কাছে এসে যাব, যাতে তোমরা আগুনের তাপ নিতে পার। (৮) যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন, তখন আওয়াজ হল যে,

اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٨ يٰمُوْسٰٓى

আম্ বূরিকা মান্ ফিন্ না-রি ওয়া মান্ হাওলাহ্বা- ; ওয়া সুব্হ্বা-নাল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। ৯। ইয়া- মূসা~
বরকতময় সে, যে এ আগুনের কাছে রয়েছে এবং যারা তার চারপাশে রয়েছে এবং আল্লাহ পবিত্র, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক! (৯) হে মূসা!

اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٩ وَاَلْقِ عَصَاكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ

ইন্নাহূ~আনাল্লা-হুল্ 'আযীযুল হ্বাকীম। ১০। ওয়া আল্ক্বি 'আস্বা-কা, ফালাম্মা- রাআ-হা- তাহ্তায্যু কাআন্নাহা- জ্বা—নুওঁ
আমিই সে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (১০) আপনি আপনার লাঠি (মাটিতে) ফেলে দীন, যখন তিনি তা ফোঁসতে দেখলেন, মনে হয় যেন সেটি একটি

وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۭ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۣ اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۝١٠

ওয়াল্লা- মুদ্বিরাওঁ ওয়া লাম ইউ'আক্কিব ; ইয়া-মূসা- লা-তাখাফ্, ইন্নী লা-ইয়াখা-ফু লাদাইয়্যাল্ মুর্সালূন।
সাপ, তিনি উল্টো দিকে ছুটতে লাগলেন (দ্বিতীয়বার আওয়াজ আসল) হে মূসা! ভয় পাবেন না, আমার নিকটে রাসূলগণ ভয় পায়না;

اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١١ وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ

১১। ইল্লা- মান্ যালামা ছুম্মা বাদ্দালা হুস্নাম্ বা'দা সূ—ইন্ ফাইন্নী গাফূরুর্ রাহ্বীম। ১২। ওয়া আদ্খিল ইয়াদাকা ফী
(১১) তবে যে জুলুম করে, অতঃপর খারাপ কাজের পরিবর্তে নেক কাজ করে, তার প্রতি আমি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১২) আর আপনি আপনার হাত আপনার বগলে রাখুন।

جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۣ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ۭ

জ্বাইবিকা তাখ্রুজ্ব বাইদ্বা—আ মিন্ গাইরি সূ—ইন্, ফী তিস্'ই আ-ইয়া-তিন ইলা- ফির'আওনা ওয়া ক্বাওমিহী ;
সে (হাত)টি সাদা চকচকে (রোগ) মুক্ত অবস্থায় বের হয়ে আসবে। (এ দুটো নিদর্শন) যা নয়টি নিদর্শনের মধ্যে। তা নিয়ে ফিরআউন এবং তার সম্প্রদায়ের নিকট যান;

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮) ঃ من فى النار – এ আয়াতাংশে من দ্বারা আল্লাহ তায়ালাকে এবং نار (আগুন) দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নূরকে বুঝান হয়েছে এবং من حولها (তার চার পাশ) দ্বারা মূসা (আ) এবং ফিরিশ্তাগণকে বুঝান হয়েছে। (কুঃ করীম)

○ টীকা (আঃ ১১) ঃ নবীগণ সকলেই নিষ্পাপ, তারা স্বেচ্ছায় কখনো মন্দ কার্য করেন নি। কিন্তু মানব সুলভ দুর্বলতার জন্য তাঁদের মধ্যে কারো দ্বারা সামান্য ত্রুটি বা ভুলভ্রান্তি হয়ে পড়ত। এরূপ হযরত মূসা (আ) ভুলবশতঃ মিসরের জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন। তিনি তাকে ঘুষি মেরেছিলেন আর সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। অবশ্য এর জন্য হযরত মূসা (আ) আল্লাহ পাকের দরবারে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালাও তাঁর অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। আলোচ্য আয়াতে সম্ভব সেই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝١٢ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

ইন্নাহুম কা-নূ ক্বাওমান ফা-সিক্বীন। ১৩। ফালাম্মা- জ্বা—আত্হুম আ-ইয়া-তুনা- মুব্স্বিরাতান্ ক্বা-লূ হা-যা- সিহ্রুম্ মুবীন।
নিশ্চয়ই তারা পাপী সম্প্রদায়। (১৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন (মু'জেযা) আসল তখন তারা বলল, এটা তো প্রকাশ্য যাদু।

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ۭ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ۝١٣

১৪। ওয়া জ্বাহ্বাদূ বিহা- ওয়াস্তাইক্বানাত্হা~আন্ফুসুহুম যুল্মাওঁ ওয়া 'উলুওয়ান- ; ফান্যুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল
(১৪) তারা সেগুলোকে অন্যায়ভাবে ও অহংকার করে অস্বীকার করল; অথচ তাদের অন্তর সেগুলোকে সত্য রূপে বুঝত। দেখুন, বিবাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম

الْمُفْسِدِيْنَ ۝١٤ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا

মুফ্সিদীন। ১৫। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- দা-উদা ওয়া সুলাইমা-না 'ইল্মা-, ওয়া ক্বা-লাল্ হ্বাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী ফাদ্দ্বালানা-
কেমন হয়েছিল। (১৫) আর আমি দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং উভয়েই বলেছিলেন, প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন

عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٥ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ

'আলা- কাছীরিম্ মিন্ 'ইবা-দিহিল মু'মিনীন। ১৬। ওয়া ওয়ারিছা সুলাইমা-নু দা-উদা ওয়া ক্বা-লা ইয়া~আইয়্যুহান্ না-সু
তাঁর অনেক মুমিন বান্দাদের উপর। (১৬) এবং দাউদের উত্তরাধিকারী সুলায়মান হয়েছিলেন, এবংতিনি বলেছিলেন, হে মানুষ!

عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۭ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ۝

'উল্লিম্না- মান্ত্বিক্বাত্ব ত্বাইরি ওয়া উতীনা- মিন কুল্লি শাইয়ি ; ইন্না হা-যা- লাহুওয়াল ফাদ্বলুল মুবীন।
আমাকে শিখানো হয়েছে পাখীদের বুলি এবং আমাকে প্রত্যেক প্রকার বস্তু দান করা হয়েছে, নিশ্চয় এটা (আল্লাহর) প্রকাশ্য দয়া।

۝١٦ وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝١٧ حَتّٰٓى اِذَآ

১৭। ওয়া হুশিরা লিসুলাইমা-না জ্বুনূদুহূ মিনাল্ জ্বিন্নি ওয়াল ইন্সি ওয়াত্ত্বাইরি ফাহুম ইউযা'উন। ১৮। হ্বাত্তা~ইযা~
(১৭) সুলায়মানের সামনে একত্রিত করা হল তার বাহিনী- জ্বীন, মানুষ এবং পক্ষীকুল এবং তারপর তাদেরকে পৃথক পৃথক দলে ভাগ করা হল। (১৮) যখন তারা

اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ

আতাও 'আলা- ওয়া-দিন্ নাম্লি, ক্বা-লাত্ নাম্লাতুই ইয়া~আইয়্যুহান্ নাম্লুদ্খুলূ মাসা-কিনাকুম, লা- ইয়াহ্বত্বিমান্নাকুম
(বাহিনী) পিপীলিকার ময়দানে এসে পৌছল, তখন একটি পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল! তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান ও তার বাহিনী

سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝١٨ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ

সুলাইমা-নু ওয়া জ্বুনূদুহূ, ওয়া হুম লা- ইয়াশ'উরূন। ১৯। ফাতাবাস্সামা দ্বা-হ্বিকাম্ মিন্ ক্বাওলিহা- ওয়া ক্বা-লা রাব্বি
তোমাদেরকে পদদলিত না করে তাদের অজান্তে (১৯) তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসি দিলেন, আর বললেন, হে আমার প্রতিপালক!

○ টীকা (আঃ ১৯) ঃ হযরত সোলায়মান (আ) পিপীলিকার ভাষা বুঝলেন এবং উহার ক্ষুদ্র দেহের প্রতি এরূপ সতর্কতা দেখে সন্তুষ্ট হলেন। আল্লাহ তা'আলার এমন বান্দাও আছে যারা নবীগণ (আ)-এর মো'জেযাহ সন্দেহ করতে নিষ্ফল চেষ্টা করে। পিপীলিকার সাথে হযরত সোলায়মান (আ)-এর আলাপের বিষয়েও তারা সন্দিহান। কিন্তু জনৈক ডাক্তার বহু গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পিপীলিকার শব্দ ও ইঙ্গিতের মর্ম উপলব্ধি করতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে তিনি একখানা কিতাবও লিখেছেন। মো'জেযাহর বিরুদ্ধবাদিগণ ডাক্তারের সিদ্ধান্তে নিরাপদে অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত হযরত সোলায়মান (আ)-এর মো'জেযার প্রতি সন্দিহান। কাজেই বলতে হয়– 'সত্য কথা বুঝতে অক্ষম হলে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে'।

১ ع ১৪ ১৬ রুকূ

اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا

আওযি'নী~আন্ আশ্কুরা নি'মাতাকাল লাতী~আন্'আমতা 'আলাইয়্যা ওয়া 'আলা- ওয়া- লিদাইয়্যা ওয়াআন্ আ'মালা স্বা-লিহান্
আপনি আমাকে স্থয়িত্ব দিন যেন আপনার সে নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যে নেয়ামত আপনি দান করেছেন আমার প্রতি এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি।

ترضه وادخلني برحمتك في عبادك الصلحين ﴿٢٠﴾ وتفقد الطير فقال

তারদ্বা-হু ওয়া আদ্খিলনী বিরাহ্মাতিকা ফী 'ইবা-দিকাস্ব স্বা-লিহীন। ২০। ওয়া তাফাক্কাদাত্ব ত্বাইরা ফাক্বা-লা
আর আমি যেন নেক কাজ করতে পারি, যে কাজ আপনি পছন্দ করেন এবং আমাকে আপনার অনুগ্রহের দ্বারা নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (২০) সুলায়মান

مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين ﴿٢١﴾ لاعذبنه عذابا شديدا

মা- লিইয়া লা~আরাল হুদ্হুদ ; আম্ কা-না মিনাল গা—ইবীন। ২১। লাউ'আয্যিবান্নাহূ 'আযা-বান শাদীদান
পাখিগুলোর হাযিরা নিলেন এবং বললেন যে, আমি হুদহুদকে দেখছিনা কেন, সে আসলে অনুপস্থিত নাকি? (২১) অবশ্যই আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবেহ

او لاذبحنه او لياتيني بسلطن مبين ﴿٢٢﴾ فمكث غير بعيد فقال احطت

আও লাআয্বাহান্নাহূ~আওলাইয়া'তিইয়ান্নী বিসুল্ত্বা-নিম্ মুবীন। ২২। ফামাকাছা গাইরা বা'ঈদিন্ ফাক্বা-লা আহাত্বতু
করব, সে কোন সুস্পষ্ট কারণ না দেখালে। (২২) অতঃপর সে (হুদহুদ) আসতে বেশী দেরী করলনা এবং (এসে) বলল, আমি সাবা

بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين ﴿٢٣﴾ اني وجدت امراة تملكهم

বিমা- লাম্তুহিত্ব বিহী ওয়া জি'তুকা মিন্ সাবাইম্ বিনাবাই ইয়াক্বীন। ২৩। ইন্নী ওয়াজ্বাত্তুম রাআতান্ তাম্লিকুহুম
সম্প্রদায় থেকে একটি সঠিক সংবাদ আপনার কাছে নিয়ে এসেছি যা আপনি জানেন না। (২৩) আমি দেখেছি এক নারীকে সে তাদের উপর রাজত্ব করছে।

واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ﴿٢٤﴾ وجدتها وقومها يسجدون

ওয়া উতিইয়াত মিন্ কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া লাহা- 'আর্শুন 'আযীম। ২৪। ওয়া জ্বাত্তুহা- ওয়া ক্বাওমাহা- ইয়াস্জুদূনা
তাকে প্রত্যেক প্রকারের সরঞ্জামই দেয়া হয়েছে এবং তার সিংহাসনও খুবই বিরাট। (২৪) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম যে,

للشمس من دون الله وزين لهم الشيطن اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم

লিশ্শাম্সি মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়া যাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বা-নু আ'মা-লাহুম ফাস্বাদ্দাহুম 'আনিস্ সাবীলি ফাহুম
তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে সিজদা করছে, শয়তান তাদের (খারাপ) কাজগুলোকে তাদের কাছে অতি শোভনীয় করে দেখিয়ে তাদেরকে সত্য পথ থেকে দূরে রাখছে, ফলে তারা

لا يهتدون ﴿٢٥﴾ الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموت والارض

লা- ইয়াহ্তাদূন। ২৫। আল্লা- ইয়াস্জুদূ লিল্লা-হিল্লাযী ইউখ্রিজুল খাব্আ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি
সঠিক পথ পাচ্ছেনা। (২৫) (শয়তান চায়) তারা যেন আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন বস্তুকে বের করেন এবং তোমরা যা কিছু

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২২) ঃ من سبا - سبا - (সাবা) এক ব্যক্তির নামানুসারে এক সম্প্রদায়েরও নাম ছিল এবং একটি শহরের নামও ছিল। এখানে শহর বুঝান হয়েছে। যে শহরটি ইয়ামান থেকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৩) ঃ عرش عظيم - (বড় সিংহাসন) বর্ণিত আছে, সিংহাসনটি ছিল ৮০ হাত, প্রস্থ ৪০ হাত এবং উঁচু ৩০ হাত এবং সেটি মোতি, লালইয়াকুত এবং মূল্যবান সবুজ পাথর দ্বারা জড়ানো ছিল। (ফতহুল কাদীর)

সিজদাহ ৫ ৮

সিজদাহ

ويعلم ما تخفون وما تعلنون ﴿٢٦﴾ الله لا اله الا هو رب العرش العظيم ﴿٢٧﴾ قال

ওয়া ইয়া'লামু মা-তুখ্ফূনা ওয়া মা- তু'লিনূন। ২৬। আল্লা-হু লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া রাব্বুল 'আরশিল্ 'আযীম। ২৭। ক্বা-লা
প্রকাশ কর ও গোপন কর তা সব তিনি জানেন। (২৬) আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনিই আরশের অতিপতি। (২৭) সুলায়মান বললেন,

سننظر اصدقت ام كنت من الكذبين ﴿٢٨﴾ اذهب بكتبي هذا فالقه اليهم

সানান্যুরু আস্বাদাক্বতা আম কুন্তা মিনাল কা-যিবীন। ২৮। ইয্হাব্ বিকিতা-বী হা-যা- ফাআল্ক্বিহ্ ইলাইহিম
আমি এখনই দেখব; তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী? (২৮) আমার এ চিঠিখানা নিয়ে যাও এবং তাদের নিকট উহা ফেলে দাও, অতঃপর তাদের (দরবার)

ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ﴿٢٩﴾ قالت يايها الملؤا اني القي الي

ছুম্মা তাওয়াল্লা 'আন্হুম ফান্যুর মা-যা- ইয়ারজি'উন। ২৯। ক্বা-লাত্ ইয়া~আইয়্যুহাল্ মালাউ ইন্নী~ উলক্বিইয়া ইলাইয়্যা
থেকে (এক পার্শ্বে) সরে থাক এবং দেখ যে, তাদের প্রতিক্রিয়া কী। (২৯) সে (রাণী) বলল, হে দরবারের নেতৃবৃন্দ! আমার কাছে একটি সম্মানিত পত্র

كتب كريم ﴿٣٠﴾ انه من سليمن وانه بسم الله الرحمن الرحيم ﴿٣١﴾ الا تعلوا علي

কিতা-বুন্ কারীম। ৩০। ইন্নাহূ মিন সুলাইমা-না ওয়া ইন্নাহূ বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম। ৩১। আল্লা- তা'লূ 'আলাইয়্যা
ফেলা হয়েছে। (৩০) (চিঠি) টি সুলায়মানের পক্ষ হতে। আর তাতে লিখিত যে, "পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি", (৩১) তোমরা আমার সামনে অহংকার

রুকূ ২ ৪৭ ১৭

واتوني مسلمين ﴿٣٢﴾ قالت يايها الملؤا افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا

ওয়া'তূনী মুসলিমীন। ৩২। ক্বা-লাত্ ইয়া~আইয়্যুহাল্ মালাউ আফ্তূনী ফী আম্রী, মা- কুন্তু ক্বা-ত্বি'আতান্ আম্রান
করনা এবং আমার কাছে চলে আস মুসলমান অবস্থায়। (৩২) বিলকিস বলল, হে আমার দরবারের নেতৃবৃন্দ! তোমরা এ ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও, আমি কোন বিষয়ে

حتى تشهدون ﴿٣٣﴾ قالوا نحن اولوا قوة واولوا باس شديد والامر

হাত্তা- তাশ্হাদূন। ৩৩। ক্বা-লূ নাহ্নু উলূ কুওয়্যাতিওঁ ওয়া উলূ বা'সিন শাদীদিওঁ, ওয়াল্ আম্রু
তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করি না। (৩৩) তারা উত্তর দিল, আমরা তো শক্তিশালী এবং যোদ্ধে পারদর্শী। নির্দেশ (একমাত্র) আপনারই,

اليك فانظري ماذا تامرين ﴿٣٤﴾ قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها

ইলাইকি ফান্যুরী মা- যা- তা'মুরীন। ৩৪। ক্বা-লাত ইন্নাল মুলূকা ইযা- দাখালূ ক্বারইয়াতান আফ্সাদূহা-
আপনি চিন্তা করুন, আমাদেরকে কি নির্দেশ দিবেন। (৩৪) সে বলল, বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন সেটাকে বিধ্বস্ত করে দেয়

وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون ﴿٣٥﴾ واني مرسلة اليهم بهدية

ওয়া জ্বা'আলূ~আ'ইয্যাতা আহ্লিহা~আযিল্লাতান, ওয়া কাযা-লিকা ইয়াফ'আলূন। ৩৫। ওয়া ইন্নী মুর্সিলাতুন ইলাইহিম্ বিহাদিয়্যাতিন্
এবং সেখানকার সম্মানিত লোকদেরকে লাঞ্ছিত করে এবং তারাও এরূপই করবে। (৩৫) আমি তার কাছে কিছু উপহার পাঠাচ্ছি, দেখা যাক,

فنظرة بم يرجع المرسلون ﴿٣٦﴾ فلما جاء سليمن قال اتمدونن بمال فما

ফানা-যিরাতুম্ বিমা ইয়ারজি'উল্ মুরসালূন। ৩৬। ফালাম্মা- জ্বা—আ সুলাইমা-না ক্বা-লা আতুমিদ্দূনানি বিমা-লিন্ ফামা~
বাহক কি খবর নিয়ে আসে। (৩৬) যখন বাহক সুলায়মানের কাছে পৌছল, তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে সম্পদ দ্বারা সাহায্য করতে চাও? আমাকে আল্লাহ

اٰتٰىنِ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ

আ-তা-নিইয়াল্লা-হ্ খাইরুম্ মিম্মা~আ-তা-কুম, বাল্ আন্তুম্ বিহাদিয়্যাতিকুম তাফ্রাহূন। ৩৭। ইর্জি' ইলাইহিম
এর চেয়ে উত্তম সম্পদ দিয়েছেন; অথচ তোমরা তোমাদের উপহার নিয়ে খুবই অনুভব করছ। (৩৭) (এগুলো নিয়ে) তাদের কাছে ফিরে যাও,

فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

ফালানা'তিইয়ান্নাহুম্ বিজুনূদিল্ লা- ক্বিবালা লাহুম্ বিহা- ওয়া লানুখ্রিজান্নাহুম্ মিন্হা~আযিল্লাতাওঁ ওয়া হুম স্বা-গিরূন।
আমি তাদের কাছে এমন সৈন্য বাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবেলার শক্তি তাদের নেই এবং আমি তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিব অপমানজনক অবস্থায় এবং তারা হবে নগন্য।

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। ক্বা-লা ইয়া~আইয়্যুহাল্ মালাউ আইয়্যুকুম ইয়া'তীনী বি'আরশিহা- ক্বাব্লা আই ইয়া'তূনী মুসলিমীন।
(৩৮) তিনি বললেন, হে আমার সভাসদবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে এমন আছে যে, তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসবে, তারা আমার কাছে অনুগত হয়ে আসার পূর্বে।

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ

৩৯। ক্বা-লা 'ইফ্রীতুম্ মিনাল্ জ্বিন্নি আনা আ-তীকা বিহী ক্বাব্লা আন্ তাকূমা মিম্ মাক্বা-মিক, ওয়া ইন্নী 'আলাইহি
(৩৯) জ্বীনের মধ্য হতে এক পালোয়ান বলল, আপনি আপনার আসনে উঠার পূর্বেই আমি তা আপনার কাছে এনে দিব এবং নিশ্চয়ই আমি এ কাজে

لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ

লাক্বাওওয়িয়্যুন আমীন। ৪০। ক্বা-লাল্লাযী 'ইন্দাহূ 'ইলমুম্ মিনাল্ কিতা-বি আনা আ-তীকা বিহী ক্বাব্লা আই ইয়ারতাদ্দা
সামর্থ্যবান, বিশ্বস্ত। (৪০) যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল, আমি তা এনে দিব আপনার সামনে, আপনার চক্ষের পালক ফিরাবার

اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۗ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۗ لِيَبْلُوَنِيْٓ

ইলাইকা ত্বারফুক ; ফালাম্মা- রাআ-হু মুস্তাক্বির্রান্ 'ইন্দাহূ ক্বা-লা হা-যা- মিন্ ফাদ্বলি রাব্বী ; লিইয়াব্লুআনী ~
পূর্বেই। অতঃপর যখন সুলায়মান সেটিকে তাঁর সামনে উপস্থিত দেখতে পেলেন তখন বলল, এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে আমাকে পরীক্ষা করেন যে,

ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۗ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾

আআশ্কুরু আম্ আক্ফুর ; ওয়া মান্ শাকারা ফাইন্নামা-ইয়াশ্কুরু লিনাফ্সিহ্, ওয়া মান্ কাফারা ফাইন্না রাব্বী গানিইয়্যুন্ কারীম।
আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, সে নিজেরই জন্য করে এবং যে অকৃতজ্ঞ, (সে জেনে নিক) যে, আমার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী, মর্যাদাবান।

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১। ক্বা-লা নাক্কিরূ লাহা- 'আর্শাহা- নান্যুর আতাহ্তাদী~আম তাকূনু মিনাল্লাযীনা লা- ইয়াহ্তাদূন।
(৪১) তিনি বললেন, তার জন্য তার সিংহাসনকে অচেনা করে দাও, আমি দেখব সেকি সঠিকভাবে চিনতে পারে নাকি বিভ্রান্ত হয়?

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ۗ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا

৪২। ফালাম্মা- জ্বা—আত ক্বীলা আহা-কাযা- 'আরশুক্ ; ক্বা-লাত কাআন্নাহূ হুওয়া, ওয়া উতীনাল 'ইল্মা মিন্ ক্বাব্লিহা-
(৪২) যখন বিলক্বীস আসল, তখন তাকে বলা হল, তোমার সিংহাসনটা কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় সেটাই। এর পূর্বেই আমাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে

وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ

ওয়া কুন্না– মুসলিমীন। ৪৩। ওয়া স্বাদ্দাহা- মা- কা-নাত্ তা'বুদু মিন্ দূনিল্লা-হ্; ইন্নাহা- কা-নাত মিন্ ক্বাওমিন্
এবং আমরা অনুগত হয়েছি। (৪৩) তাকে (সঠিক পথ গ্রহণে) বাঁধা দিয়ে রেখেছিল, আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে যাদের তারা ইবাদাত করত। নিশ্চয়ই সে ছিল কাফির

كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾ قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۗ

কা-ফিরীন। ৪৪। ক্বীলা লাহাদ্খুলিস্ব স্বার্হ্, ফালাম্মা- রাআত্হু হাসিবাত্হু লুজ্জাতাওঁ ওয়া কাশাফাত্ 'আন্ সা-ক্বাইহা-;
সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। (৪৪) তাঁকে বলা হল, এ প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে সেটি দেখল, তখন সে সেটাকে গভীর পানি ধারণা করল এবং তার উভয় পায়ের গোছা থেকে

قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ

ক্বা-লা ইন্নাহূ স্বার্হুম্ মুমার্রাদুম মিন্ ক্বাওয়া-রীর ; ক্বা-লাত রাব্বি ইন্নী জালাম্তু নাফ্সী ওয়া আস্লাম্তু মা'আ
কাপড় উন্মোচন করলেন, সুলায়মান বললেন, এটাতো কাঁচের আবরিত প্রাসাদ। বিলকিস বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার আত্মার প্রতি অবিচার করেছি। এখন আমি

سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا

সুলাইমা-না লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। ৪৫। ওয়া লাক্বাদ্ আর্সাল্না~ইলা- ছামূদা আখা-হুম স্বা-লিহান আনি'বুদুল্
সুলায়মানের সাথে সারা জাহানের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করছি। (৪৫) আর আমি সামুদের কাছে তাদের ভাই সালিহকে প্রেরণ করেছিলাম এ নির্দেশসহ যে, তোমরা

اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ

লা-হা ফাইযা-হুম ফারীক্বা-নি ইয়াখ্তাস্বিমূন। ৪৬। ক্বা-লা ইয়া- ক্বাওমি লিমা তাস্তা'জ্বিলূনা বিস্সায়্যিআতি ক্বাব্লাল্
আল্লাহর ইবাদাত কর। কিন্তু তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে ঝগড়া করতে লাগল। (৪৬) ছালেহ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা মংগলের পূর্বেই কেন অমংগলের দ্রুত

الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۗ

হ্বাসানাহ্, লাওলা- তাস্তাগ্ফিরূনাল্লা-হা লা'আল্লাকুম তুর্হামূন। ৪৭। ক্বা-লুত্ব ত্বাইয়্যার্না- বিকা ওয়া বিমাম্ মা'আক ;
কামনা করছ? তোমরা আল্লাহর কাছে কেন ক্ষমা চাচ্ছ না? যাতে সম্ভবতঃ তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে পার। (৪৭) তারা বলল, আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরকে অশুভ

قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ

ক্বা-লা ত্বা—ইরুকুম 'ইন্দাল্লা-হি বাল্ আন্তুম ক্বাওমুন্ তুফ্তানূন। ৪৮। ওয়া কা-না ফিল্ মাদীনাতি তিস্'আতু রাহ্ত্বিই
লক্ষণ দেখছি। তিনি বললেন, তোমাদের অশুভ ভাগ্য আল্লাহরই কাছে বরং তোমরাই বিপথগ্রস্থ জাতি। (৪৮) আর সে শহরে এমন নয় জন ব্যক্তি ছিল, যারা দেশে

يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٨﴾ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ

ইউফ্সিদূনা ফিল আর্দ্বি ওয়ালা- ইউস্বলিহূনা ৪৯। ক্বা-লূ তাক্বা-সামূ বিল্লা-হি লানুবাইয়্যিতান্নাহূ
অশান্তি সৃষ্টি করতো এবং তারা শান্তি স্থাপন করত না। (৪৯) তারা বলল, তোমরা পরস্পরে আল্লাহর নামে (এ) শপথ কর যে, তোমরা অবশ্যই রাতে তাকে ও তার পরিবারকে

وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَمَكَرُوْا مَكْرًا

ওয়া আহ্লাহূ ছুম্মা লানাক্বূলান্না লিওয়ালিয়্যিহী মা-শাহিদনা- মাহ্লিকা আহ্লিহী ওয়া ইন্না- লাস্বা-দিকূন। ৫০। ওয়া মাকারূ মাকরাওঁ
হত্যা করবে, অতঃপর তার উত্তরাধিকারীকে বলব, আমরা তার পরিবারের হত্যাকান্ড দেখিনি, নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী। (৫০) এবং তারা ষড়যন্ত্র করেছিল

ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ⑤١ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا

ওয়া মাকার্‌না- মাক্‌রাওঁ ওয়া হুম লা- ইয়াশ'উরূন । ৫১ । ফান্‌জুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতু মাক্‌রিহিম্, আন্না-
এবং আমিও এক কৌশল করেছিলাম; অথচ তারা তা অনুভব করতে পারলেন । (৫১) (এখন) দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কেমন হয়েছিল? আমি তাদেরকে

دمرنهم وقومهم اجمعين ⑤٢ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك

দাম্মার্‌না-হুম ওয়া ক্বাওমাহুম আজ্‌মা'ঈন । ৫২ । ফাতিল্‌কা বুয়ূতুহুম খা-ওয়িয়াতাম্ বিমা- য্বালামূ ; ইন্না ফী যা-লিকা
এবং তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি । (৫২) এ হলো তাদের বাড়ি-ঘর, যা তাদের কুফরীর কারণে উজাড় অবস্থায় পড়ে রয়েছে, নিঃসন্দেহে যারা জ্ঞানী সম্প্রদায়

لاية لقوم يعلمون ⑤٣ وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ⑤٤ ولوطا اذ قال

লাআ-ইয়াতাল্ লিক্বাওমিই ইয়া'লামূন । ৫৩ । ওয়া আন্‌জ্বাইনাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া কা-নূ ইয়াত্তাক্বূন । ৫৪ । ওয়া লূত্বান্ ইয্ ক্বা-লা
তাদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে উপদেশ । (৫৩) এবং আমি রক্ষা করেছি তাদেরকে, যারা মুমিন এবং পরহেযগার ছিল । (৫৪) এবং লূতের (কাহিনী) স্মরণ করুন,

لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ⑤٥ ائنكم لتاتون الرجال شهوة من

লিক্বাওমিহী~আতা'তূনাল ফা-হ্বিশাতা ওয়া আন্‌তুম তুব্‌স্বিরূন । ৫৫ । আইন্নাকুম লাতা'তূনার্ রিজ্বা-লা শাহ্‌ওয়াতাম্ মিন্
যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি অশ্লীলতা করছ, এমতাবস্থায় যে, তোমরা (এর খারাবি) দেখছ? (৫৫) তোমরা কি নারীদের বর্জন করে পুরুষদে সহিত

دون النساء بل انتم قوم تجهلون ⑤٦ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا

দূনিন্ নিসা—ই ; বাল্ আন্‌তুম ক্বাওমুন্ তাজ্বহালূন । ৫৬ । ফামা- কা-না জ্বাওয়া-বা ক্বাওমিহী~ইল্লা~আন্ ক্বা-লূ~আখ্‌রিজু~
কামভাব মিটানোর জন্য আসছ? বরং তোমরা নির্বোধ সম্প্রদায় । (৫৬) তখন তাদের এছাড়া আর কোনই উত্তর ছিল না যে, তারা বলল, লূতের সম্প্রদায়কে তোমাদের শহর

ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون ⑤٧ فانجينه واهله الا

আ-লা লূত্বিম্ মিন্ ক্বারইয়াতিকুম, ইন্নাহুম উনা-সুই ইয়াতাত্বাহ্‌হারূন । ৫৭ । ফাআন্‌জ্বাইনা-হু ওয়া আহ্‌লাহূ~ইল্লাম
থেকে "বের করে দাও" । তারা এমন মানুষ যে তারা পবিত্র থাকতে চায় ।" (৫৭) অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম, তাঁর স্ত্রী ব্যতীত । তার ব্যাপারে নির্ধারণ

امراته قدرنها من الغبرين ⑤٨ وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين

রাআতাহ, ক্বাদ্দারনা-হা-মিনাল গা-বিরীন । ৫৮ । ওয়া আমত্বার্‌না- 'আলাইহিম্ মাত্বারা- ; ফাসা—আ মাত্বারুল মুন্‌যারীন ।
করেছিলাম পশ্চাদবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত থাকা । (৫৮) আমি তাদের উপর (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, আর যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের উপর এ বৃষ্টি কতইনা খারাপ ছিল ।

৪ ع ১৪ ১৯ রুকূ

⑤٩ قل الحمد لله وسلم على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون

৫৯ । কুলিল্ হ্বামদু লিল্লা-হি ওয়া সালা-মুন 'আলা- 'ইবা-দিহিল্লাযীনাস্ত্বাফা- ; আ—ল্লা-হু খাইরুন্ আম্মা- ইউশরিকূন ।
(৫৯) বলুন, প্রশংসা আল্লাহরই, এবং তার মনোনিত বান্দাদের প্রতি সালাম । (বলুন) আল্লাহ উত্তম, না যাদেরকে তারা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে (তারা)?

○ টীকা (আঃ ৫৯) ঃ এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে কোন ভাষণ দানের প্রাক্কালে সর্ব প্রথম আল্লাহর প্রশংসা ও তার প্রিয় পাত্র নেক বান্দাদের প্রতি সালাম পেশ করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন । এরপর আল্লাহ ক্রমাগতভাবে তাঁর কুদরত ও তার সৃষ্টি ক্ষমতার এক একটি কীর্তিকে উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করেছেন– বল এগুলি কার কাজ? এসব কাজে আল্লাহর সাথে কি অপর কেউ শরীক আছে? যদি না থাকে তবে তোমরা যাদের উপাস্য বলে মনে কর তারা কারা? হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, নবী করীম রাসূল (স) যখন এ আয়াতটি তেলওয়াত করতেন । তখন সংগে সংগে জবাবে বলতেন বালিল্লাহু খাইরুও ওয়া আবকা ।

⑥٠ امن خلق السموت والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به

৬০ । আম্মান্ খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বা ওয়া আন্‌যালা লাকুম্ মিনাস্ সামা—ই মা—আন, ফাআম্‌বাত্‌না- বিহী
(৬০) (আচ্ছা বলতো) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? এবং কে তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেছেন? আমি তা দ্বারা সৃষ্টি করেছি

حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ءاله مع الله بل هم

হ্বাদা—ইক্বা যা-তা বাহ্‌জ্বাতিন, মা- কা-না লাকুম আন্ তুম্‌বিতূ শাজ্বারাহা-; আইলা-হুম্ মা'আল্লা-হি ; বাল্ হুম্
সুন্দর বাগান, তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করা তোমাদের পক্ষে (কোনভাবেই) সম্ভব ছিল না । আল্লাহর সাথে আর অন্য কোন মাবুদ আছে কি? বরং ওরাই

قوم يعدلون ⑥١ امن جعل الارض قرارا وجعل خللها انهرا وجعل لها

ক্বাওমুই ইয়া'দিলূন । ৬১ । আম্মান্ জ্বা'আলাল্ আর্‌দ্বা ক্বারা-রাওঁ ওয়া জ্বা'আলা খিলা-লাহা~আন্‌হা-রাওঁ ওয়া জ্বা'আলা লাহা-
সত্যভ্রষ্ট সম্প্রদায় । (৬১) বলতো কে পৃথিবীকে করেছেন বাসের যোগ্য এবং তার মধ্যে নদীসমূহ প্রবাহিত করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন তার

رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ءاله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون

রাওয়া-সিয়া ওয়া জ্বা'আলা বাইনাল্ বাহ্বরাইনি হ্বা-জিযান; আইলা-হুম্ মা'আল্লা-হি; বাল্ আক্‌ছারুহুম লা-ইয়া'লামূন ।
(স্থিরতার) জন্য মজবুত পাহাড়সমূহ এবং করে রেখেছেন দু'সমুদ্রের মধ্যে প্রতিবন্ধক? আল্লাহর সাথে অন্য আর কেউ মাবুদ আছেন? বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না ।

⑥٢ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء

৬২ । আম্মাই ইউজ্বীবুল মুদ্বত্বার্‌রা ইযা- দা'আ-হু ওয়া ইয়াক্‌শিফুস্ সূ—আ ওয়া ইয়াজ্ব'আলুকুম খুলাফা—আল্
(৬২) কে সাড়া দেন অসহায়দের ডাকে, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কে বিপদ দূর করে দেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা (উত্তরাধিকারী) করেন? সুতরাং

الارض ءاله مع الله قليلا ما تذكرون ⑥٣ امن يهديكم في ظلمت البر

আরদ্বি ; আ-ইলাহুম্ মা'আল্লা-হি ; ক্বালীলাম্ মা- তাযাক্কারূন । ৬৩ । আম্মাই ইয়াহ্‌দীকুম ফী জুলুমা-তিল্ বার্‌রি
আল্লাহর সাথে অন্য আরও মাবুদ আছে কি? তোমরা অল্প সংখ্যক লোকই উপদেশ গ্রহণ করে থাক । (৬৩) কে তোমাদেরকে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ

والبحر ومن يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته ءاله مع الله

ওয়াল্ বাহ্বরি ওয়া মাই ইউর্‌সিলুর্ রিয়া-হ্বা বুশ্‌রাম্ বাইনা ইয়াদাই রাহ্‌মাতিহী; আইলা-হুম্ মা'আল্লা-হি ;
প্রদর্শন করেন এবং কে তাঁর রহমতের (বৃষ্টির) পূর্বেই সুসংবাদবাহী বায়ু পরিচালনা করেন? (অতএব) আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদ আছে কি? তারা যেগুলোকে

تعلى الله عما يشركون ⑥٤ امن يبدؤا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم

তা'আ-লাল্লা-হু 'আম্মা- ইউশ্‌রিকূন । ৬৪ । আম্মাই ইয়াব্‌দাউল্ খাল্‌ক্বা ছুম্মা ইউ'ঈদুহূ ওয়ামাই ইয়ার্‌যুক্বুকুম্
শরীক করে তাদের থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে । (৬৪) কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন সৃষ্টিকে; অতঃপর তা (পুনরায়) প্রত্যাবর্তন করাবেন? কে তোমাদেরকে

○ টীকা (আঃ ৬৪) ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পরকাল অবিশ্বাসীদের শিক্ষার জন্য উদাহরণ স্বরূপ একই জাতীয় বস্তুর বার বার জন্মের উল্লেখ করেছেন । প্রকৃতপক্ষে যেমন ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর আসে; কালের গতিরোধ হয় না । তদ্রূপ উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে বার বার তাদের উৎপত্তি বা জন্ম হয়ে থাকে । জন্মের গতিরোধ হয় না । আমরা এটা পার্থিব জগতে প্রত্যক্ষ করে থাকি । তথাপি আমরা জন্ম রহস্য উদঘাটন করতে পারি না । এরূপ জন্মদাতা ও স্রষ্টার পক্ষে 'কেয়ামতে' পুনর্জীবিত করা আদৌ অস্বীকার করা যায় না ।
আলোচ্য আয়াতে আরও বুঝতে পারা যায় যে, যে মহান আল্লাহ এই বিরাট সৃষ্টিকে বিনা নমুনায় প্রথমবার সৃষ্টি করতে অনায়াসে সক্ষম, তিনি আবার এই সৃষ্টিকে পুনর্জীবিত করতেও সক্ষম ।

ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ۝ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا

ওয়া মাকারনা- মাক্‌রাওঁ ওয়া হুম লা- ইয়াশ'উরূন। ৫১। ফান্‌জুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতু মাক্‌রিহিম, আন্না-

এবং আমিও এক কৌশল করেছিলাম; অথচ তারা তা অনুভব করতে পারলেন। (৫১) (এখন) দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কেমন হয়েছিল? আমি তাদেরকে

دمرنهم وقومهم اجمعين ۝ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك

দাম্মারনা-হুম ওয়া ক্বাওমাহুম আজ্‌মা'ঈন।৫২। ফাতিল্‌কা বুয়ূতুহুম খা-ওয়িয়াতাম্ বিমা- য্বালামূ ; ইন্না ফী যা-লিকা

এবং তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (৫২) এ হলো তাদের বাড়ি-ঘর, যা তাদের কুফরীর কারণে উজাড় অবস্থায় পড়ে রয়েছে, নিঃসন্দেহে যারা জ্ঞানী সম্প্রদায়

لاية لقوم يعلمون ۝ وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ۝ ولوطا اذ قال

লাআ-ইয়াতান্ লিক্বাওমিই ইয়া'লামূন। ৫৩। ওয়া আনজ্বাইনাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া কা-নূ ইয়াত্তাক্বূন। ৫৪ ওয়া লূত্বান্ ইয্ ক্বা-লা

তাদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে উপদেশ। (৫৩) এবং আমি রক্ষা করেছি তাদেরকে, যারা মুমিন এবং পরহেযগার ছিল। (৫৪) এবং লূতের (কাহিনী) স্মরণ করুন,

لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ۝ ائنكم لتاتون الرجال شهوة من

লিক্বাওমিহী~আতা'তূনাল ফা-হ্বিশাতা ওয়া আন্‌তুম তুব্‌স্বিরূন। ৫৫। আইন্নাকুম লাতা'তূনার রিজা-লা শাহ্‌ওয়াতাম্ মিন্

যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি অশ্লীলতা করছ, এমনাবস্থায় যে, তোমরা (এর খারাবি) দেখছ? (৫৫) তোমরা কি নারীদের বর্জন করে পুরুষদে সহিত

دون النساء بل انتم قوم تجهلون ۝ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا

দূনিন্ নিসা—ই ; বাল্ আন্‌তুম ক্বাওমুন্ তাজ্‌হালূন। ৫৬। ফামা- কা-না জ্বাওয়া-বা ক্বাওমিহী~ইল্লা~আন্ ক্বা-লূ~আখ্‌রিজূ~

কামভাব মিটানোর জন্য আসছ? বরং তোমরা নির্বোধ সম্প্রদায়। (৫৬) তখন তাদের এছাড়া আর কোনই উত্তর ছিল না যে, তারা বলল, লূতের সম্প্রদায়কে তোমাদের শহর

ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون ۝ فانجينه واهله الا

আ-লা লূত্বিম্ মিন্ ক্বারইয়াতিকুম, ইন্নাহুম উনা-সুঁই ইয়াতাত্বাহ্‌হারূন। ৫৭। ফাআন্‌জ্বাইনা-হু ওয়া আহ্‌লাহূ~ইল্লাম

থেকে "বের করে দাও"। তারা এমন মানুষ যে তারা পবিত্র থাকতে চায়।" (৫৭) অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম, তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। তার ব্যাপারে নির্ধারণ

امراته قدرنها من الغبرين ۝ وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين

রাআতাহ, ক্বাদ্দারনা-হা-মিনাল গা-বিরীন। ৫৮। ওয়া আম্‌ত্বারনা- 'আলাইহিম্ মাত্বারা- ; ফাসা—আ মাত্বারুল মুন্‌যারীন।

করেছিলাম পশ্চাদবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত থাকা। (৫৮) আমি তাদের উপর (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, আর যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের উপর এ বৃষ্টি কতইনা খারাপ ছিল।

৪ ع ১৯ রুকূ

قل الحمد لله وسلم على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون

৫৯। কুলিল্ হামদু লিল্লা-হি ওয়া সালা-মুন 'আলা- 'ইবা-দিহিল্লাযীনাস্বত্বাফা- ; আ—ল্লা-হু খাইরুন্ আম্মা- ইউশরিকূন।

(৫৯) বলুন, প্রশংসা আল্লাহরই, এবং তার মনোনিত বান্দাদের প্রতি সালাম। (বলুন) আল্লাহ উত্তম, না যাদেরকে তারা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে (তারা)?

○ টীকা (আঃ ৫৯) ঃ এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে কোন ভাষণ দানের প্রাক্কালে সর্ব প্রথম আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর প্রিয় পাত্র নেক বান্দাদের প্রতি সালাম পেশ করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ ক্রমাগতভাবে তাঁর কুদরত ও তার সৃষ্টি ক্ষমতার এক একটি কীর্তিকে উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করেছেন– বল এগুলি কার কাজ? এসব কাজে আল্লাহর সাথে কি অপর কেউ শরীক আছে? যদি না থাকে তবে তোমরা যাদের উপাস্য বলে মনে কর তারা কারা? হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, নবী করীম রাসূল (স) যখন এ আয়াতটি তেলওয়াত করতেন। তখন সংগে সংগে জবাবে বলতেন বালিল্লাহু খাইরুও ওয়া আবকা।

পারা ২০

امن خلق السموت والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به

৬০। আম্মান্ খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা ওয়া আন্‌যালা লাকুম্ মিনাস্ সামা—ই মা—আন, ফাআম্‌বাত্‌না- বিহী

(৬০) (আচ্ছা বলতো) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? এবং কে তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেছেন? আমি তা দ্বারা সৃষ্টি করেছি

حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ءاله مع الله بل هم

হ্বাদা—ইক্বা যা-তা বাহ্‌জ্বাতিন, মা- কা-না লাকুম আন্ তুম্‌বিতূ শাজ্বারাহা-; আইলা-হুম্ মা'আল্লা-হি ; বাল্ হুম্

সুন্দর বাগান, তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করা তোমাদের পক্ষে (কোনভাবেই) সম্ভব ছিল না। আল্লাহর সাথে আর অন্য কোন মাবুদ আছে কি? বরং ওরাই

قوم يعدلون ۝ امن جعل الارض قرارا وجعل خللها انهرا وجعل لها

ক্বাওমুই ইয়া'দিলূন। ৬১। আম্মান্ জ্বা'আলাল্ আরদ্বা ক্বারা-রাওঁ ওয়া জ্বা'আলা খিলা-লাহা~আন্‌হা-রাওঁ ওয়া জ্বা'আলা লাহা-

সত্যভ্রষ্ট সম্প্রদায়। (৬১) বলতো কে পৃথিবীকে করেছেন বাসের যোগ্য এবং তার মধ্যে নদীসমূহ প্রবাহিত করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন তার

رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ءاله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون

রাওয়া-সিয়া ওয়া জ্বা'আলা বাইনাল্ বাহ্‌রাইনি হ্বা-জ্বিযান; আইলা-হুম্ মা'আল্লা-হি; বাল্ আক্‌ছারুহুম লা-ইয়া'লামূন।

(স্থিরতার) জন্য মজবুত পাহাড়সমূহ এবং করে রেখেছেন দু'সমুদ্রের মধ্যে প্রতিবন্ধক? আল্লাহর সাথে অন্য আর কেউ মাবুদ আছেন? বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না।

امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء

৬২। আম্মাই ইউজ্বীবুল মুদ্বত্বার্‌রা ইযা- দা'আ-হু ওয়া ইয়াক্‌শিফুস্ সূ—আ ওয়া ইয়াজ্‌'আলুকুম খুলাফা—আল্

(৬২) কে সাড়া দেন অসহায়দের ডাকে, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কে বিপদ দূর করে দেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা (উত্তরাধিকারী) করেন? সুতরাং

الارض ءاله مع الله قليلا ما تذكرون ۝ امن يهديكم في ظلمت البر

আরদ্বি ; আ-ইলাহুম্ মা'আল্লা-হি ; ক্বালীলাম্ মা- তাযাক্কারূন। ৬৩। আম্মাই ইয়াহ্‌দীকুম ফী জুলুমা-তিল্ বার্‌রি

আল্লাহর সাথে অন্য আরও মাবুদ আছে কি? তোমরা অল্প সংখ্যক লোকই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। (৬৩) কে তোমাদেরকে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ

والبحر ومن يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته ءاله مع الله

ওয়াল্ বাহ্‌রি ওয়া মাইঁ ইউর্‌সিলুর রিয়া-হ্বা বুশ্‌রাম্ বাইনা ইয়াদাই রাহ্‌মাতিহী; আইলা-হুম্ মা'আল্লা-হি ;

প্রদর্শন করেন এবং কে তাঁর রহমতের (বৃষ্টির) পূর্বেই সুসংবাদবাহী বায়ু পরিচালনা করেন? (অতএব) আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদ আছে কি? তারা যেগুলোকে

تعلى الله عما يشركون ۝ امن يبدؤا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم

তা'আ-লাল্লা-হু 'আম্মা- ইউশ্‌রিকূন। ৬৪। আম্মাইঁ ইয়াব্‌দাউল্ খাল্‌ক্বা ছুম্মা ইউ'ঈদুহূ ওয়ামাইঁ ইয়ার্‌যুক্বুকুম্

শরীক করে তাদের থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে। (৬৪) কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন সৃষ্টিকে; অতঃপর তা (পুনরায়) প্রত্যাবর্তন করাবেন? কে তোমাদেরকে

○ টীকা (আঃ ৬৪) ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পরকাল অবিশ্বাসীদের শিক্ষার জন্য উদাহরণ স্বরূপ একই জাতীয় বস্তুর বার বার জন্মের উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যেমন ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর আসে; কালের গতিরোধ হয় না। তদ্রূপ উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে বার বার তাদের উৎপত্তি বা জন্ম হয়ে থাকে। জন্মের গতিরোধ হয় না। আমরা এটা পার্থিব জগতে প্রত্যক্ষ করে থাকি। তথাপি আমরা জন্ম রহস্য উদঘাটন করতে পারি না। এরূপ জন্মদাতা ও স্রষ্টার পক্ষে 'কেয়ামতে' পুনর্জীবিত করা আদৌ অস্বীকার করা যায় না।
আলোচ্য আয়াতে আরও বুঝতে পারা যায় যে, যে মহান আল্লাহ এই বিরাট সৃষ্টিকে বিনা নমুনায় প্রথমবার সৃষ্টি করতে অনায়াসে সক্ষম, তিনি আবার এই সৃষ্টিকে পুনর্জীবিত করতেও সক্ষম।

من السماء والارض ءاله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صدقين

মিনাস্ সামা—ই ওয়াল্ আরদ্বি ; আইলা-হুম্ মা'আল্লা-হি ; কুল্ হা-তূ বুর্হা-নাকুম ইন্ কুন্তুম্ স্বা-দিক্বীন।
আকাশ ও পৃথিবী হতে খাদ্য দান করেন? অতএব আল্লাহর সাথে কি অন্য মাবূদ আছে? আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।

قل لا يعلم من في السموت والارض الغيب الا الله وما يشعرون

৬৫। ক্বুল্ লা-ইয়া'লামু মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বিল্ গাইবা ইল্লাল্লা-হ ; ওয়ামা- ইয়াশ্'উরূনা
(৬৫) আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীর কেউই অদৃশ্য বিষয়ের খবর রাখে না এবং তারা এ খবরও রাখে না যে,

ايان يبعثون بل ادرك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها

আইয়্যা-না ইউব্'আছূন। ৬৬। বালিদ্ দা-রাকা 'ইল্মুহুম ফিল্ আ-খিরাতি ; বাল্ হুম ফী শাক্কিম্ মিন্হা-,
তারা কবে পুনরুত্থান হবে। (৬৬) পরকাল (সংঘটন) সম্পর্কে তাদের জ্ঞান শেষ হয়েছে; বরং তারা এ সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

بل هم منها عمون وقال الذين كفروا ءاذا كنا ترابا واباؤنا ائنا

বাল্ হুম্ মিন্হা- 'আমূন। ৬৭। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ~আইযা- কুন্না- তুরা-বাওঁ ওয়াআ-বা—উনা~আইন্না-
বরং এ ব্যাপারে তারা অন্ধ। (৬৭) কাফিরেরা বলে, যখন আমরা এবং আমাদের পিতৃ পুরুষেরা মাটি হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে (কবর থেকে)

রুকূ ৫

لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير

লামুখ্রাজূন। ৬৮। লাক্বাদ্ উ'ইদ্না- হা-যা- নাহ্নু ওয়া আ-বা—উনা- মিন্ ক্বাব্লু ইন্ হা-যা~ইল্লা~আসা-ত্বীরুল্
বের করা হবে? (৬৮) এ ব্যাপারে আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের পিতৃ পুরুষগণকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এটাতো আগেকার লোকদের গল্প কাহিনী ছাড়া

الاولين قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين

আওয়্যালীন। ৬৯। ক্বুল সীরূ ফিল্ আর্দ্বি ফান্জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল মুজ্বরিমীন।
আর কিছুই নয়। (৬৯) আপনি বলুন, পৃথিবীতে ভ্রমণ করুন এবং দেখুন, পাপীরদের পরিণাম কেমন হয়েছে।

ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا

৭০। ওয়ালা- তাহ্যান্ 'আলাইহিম ওয়ালা- তাকুন্ ফী দ্বাইক্বিম্ মিম্মা- ইয়াম্কুরূন। ৭১। ওয়া ইয়াক্বূলূনা মাতা- হা-যাল্
(৭০) আপনি তাদের (বিরোধিতার) ব্যাপারে চিন্তা করবেন না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে কষ্ট পাবেন না। (৭১) তারা বলে, তোমাদের এ প্রতিশ্রুতি কখন (বাস্তবায়িত)

الوعد ان كنتم صدقين قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي

ওয়া'দু ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ৭২। ক্বুল্ 'আসা~আঁই ইয়াকূনা রাদিফা লাকুম্ বা'দুল্লাযী
হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বলে দাও। (৭২) আপনি (তাদের) বলুন, তোমরা যা দ্রুত কামনা করছ সম্ভবতঃ তার কিছু (বাস্তবায়িত হবার সময়) অতি

○ টীকা (আঃ ৬৫) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ব সম্বন্ধে এই প্রমাণগুলি শ্রবণ করেও যদি তারা বলে, অন্য মা'বূদও এবাদতের যোগ্য রয়েছে, তবে তাদেরকে বলে দিন, এ দাবিতে তোমরা সত্য হলে এর পক্ষে এমন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ আনয়ন কর, যাতে তাদের উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৬৭) ঃ ফলকথা, পথ না দেখার কারণে অন্ধের পক্ষে যেমন গন্তব্য স্থানে পৌঁছা দুরূহ, তদ্রূপ, পরকালের যে প্রমাণসমূহ রয়েছে, ঈর্ষা ও বিরোধিতার কারণে তৎপ্রতি এরা মনোনিবেশ না করার দরুনই উক্ত প্রমাণসমূহ তাদের জ্ঞান-চক্ষুর গোচরীভূত হয় না। এই অন্ধ সেজে থাকা, সন্দিহান হওয়া অপেক্ষা জঘন্য। কেননা, প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করলে সন্দিহান ব্যক্তির সন্দেহ দূর হয়ে থাকে। আর তারা লক্ষ্যই করে না। (বঃ কোঃ)

تستعجلون وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون

তাস্তা'জিলূন। ৭৩। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাযূ ফাদ্বলিন্ 'আলান্ না-সি ওয়ালা-কিন্না আক্ছারাহুম লা-ইয়াশ্কুরূন।
নিকটবর্তী হয়ে গেছে। (৭৩) নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের উপর বড়ই দয়াশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকেই অকৃতজ্ঞ।

وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء

৭৪। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাইয়া'লামু মা- তুকিন্নু স্বুদূরুহুম ওয়ামা- ইউ'লিনূন। ৭৫। ওয়া মা- মিন্ গা—ইবাতিন্ ফিস্ সামা—ই
(৭৪) নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সে বিষয়গুলো জানেন, যা তাদের অন্তরে গোপন রাখে এবং যা তারা প্রকাশ করে। (৭৫) আকাশ ও পৃথিবীতে

والارض الا في كتب مبين ان هذا القران يقص على بني اسراءيل

ওয়াল্ আরদ্বি ইল্লা- ফী কিতা-বিম্ মুবীন। ৭৬। ইন্না হা-যাল্ ক্বুর্আ-না ইয়াক্বুস্বস্বু 'আলা- বানী~ ইস্রা—ঈলা
এমন কোন গোপন বিষয় নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে না আছে। (৭৬) নিশ্চয়ই এ কুরআন বনী ঈসরাঈলের সামনে সে

اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمة للمؤمنين ان

আকছারাল্ লাযী হুম ফীহি ইয়াখ্তালিফূন। ৭৭। ওয়া ইন্নাহূ লাহুদাওঁ ওয়া রাহ্মাতুল্ লিল্ মু'মিনীন। ৭৮। ইন্না
বিষয়ের অধিকাংশই বর্ণনা করে, যাতে তারা মতভেদ করে। (৭৭) নিশ্চয়ই এ কুরআন মুমিনগণের জন্য পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ। (৭৮) আপনার

ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك

রাব্বাকা ইয়াক্বদ্বী বাইনাহুম্ বিহুক্মিহী, ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল 'আলীম। ৭৯। ফাতাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হি, ইন্নাকা
রব তাদের মধ্যে নিজ নির্দেশ দ্বারা ফয়সালা করে দিবেন এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। (৭৯) সুতরাং একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করুন আপনি তো অবশ্যই

على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا

'আলাল্ হাক্কিল্ মুবীন্। ৮০। ইন্নাকা লা- তুস্মি'উল মাওতা- ওয়ালা- তুস্মি'উছ্ ছুম্মাদ্ দু'আ—আ ইযা- ওয়াল্লাও
স্পষ্ট সত্য পথের উপর আছেন। (৮০) নিশ্চয়ই আপনি মৃতকে শোনাতে পারবেন না এবং শোনাতে পারবেন না বধিরকে আপনার আহ্বান, যখন তারা পৃষ্ঠ ফিরায়ে

مدبرين وما انت بهدي العمي عن ضللتهم ان تسمع الا من يؤمن

মুদ্বিরীন্। ৮১। ওয়ামা~আন্তা বিহা-দিল্ 'উম্য়ি 'আন্ দ্বালা-লাতিহিম্ ; ইন্ তুস্মিউ ইল্লা- মাইঁ ইউ'মিনু
চলে যায়। (৮১) এবং আপনি (সত্য) পথ প্রদর্শন করতে পারবেন না অন্ধদেরকে, তাদের ভ্রষ্টতা হতে; আপনিতো শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতের

باياتنا فهم مسلمون واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض

বিআ-ইয়া-তিনা- ফাহুম্ মুস্লিমূন। ৮২। ওয়া ইযা- ওয়াক্বা'আল্ ক্বাওলু 'আলাইহিম আখ্রাজ্না- লাহুম্ দা—ব্বাতাম্ মিনাল্ আর্দ্বি
উপর ঈমান রাখে আর তারাই মুসলমান। (৮২) যখন এসে যাবে তাদের উপর সে (ওয়াদাকৃত) বাণী (শাস্তি), তখন আমি মাটির নীচ হতে তাদের জন্য বের করব এক পশু,

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৫) ঃ كتب مبين - "সু-স্পষ্ট কিতাব" দ্বারা 'লওহে মাহফুজকে' বুঝানো হয়েছে।
○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮২) ঃ لهم دابة – হযরত শাহ ছাহেব (র) বলেন, 'কিয়ামতের পূর্বে মক্কার সাফা পাহাড় ফেটে যাবে' এবং সেখান হতে একটি পশু বের হবে। সেটি মানুষদেরকে বলবে যে, 'কিয়ামত অতি নিকটবর্তী' এবং সেটি, প্রকৃত ঈমান ও অপরাধ গোপনকারীদেরকে চিহ্নিত করে পৃথক করে দিবে। অন্য বর্ণনা মতে, এটি, সেদিন বের হবে, যেদিন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। এটা কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি। (তাঃ ওসমানী)

تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿۸۳﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا

তুকাল্লিমুহুম আন্নান্ না-সা কা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা- লা- ইউক্বিনূন। ৮৩। ওয়া ইয়াওমা নাহ্শুরু মিন্ কুল্লি উম্মাতিন্ ফাওজাম্

যারা তাদের সাথে কথা বলবে, এজন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করে না। (৮৩) এবং যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য হতে সে দলকে একত্রিত করব, যারা

مِمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿۸۴﴾ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ

মিম্মাঁই ইউকায্যিবু বিআ-ইয়া-তিনা- ফাহুম ইউযা'উন। ৮৪। হাত্তা~ইযা- জ্বা—উ ক্বা-লা আকায্যাব্তুম্ বিআ-ইয়া-তী

আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করতো, অতঃপর তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিন্যাস করা হবে। (৮৪) যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আমার আয়াতকে

وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۸۵﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا

ওয়া লাম্ তুহীতূ বিহা- 'ইল্মান আম্মা- যা- কুন্তুম তা'মালূন। ৮৫। ওয়া- ওয়াক্বা'আল্ ক্বাওলু 'আলাইহিম্ বিমা- জালামূ

অবিশ্বাস করেছিলে? এমতাবস্থায় যে, তোমরা এ বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারনি? আসছিল না? বা বল, তোমরা আর কি করছিলে? (৮৫) তাদের জুলুম করার কারণেই তাদের উপর বাণী এসে পড়বে

فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿۸۶﴾ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ

ফাহুম লা- ইয়ান্তিক্বূন। ৮৬। আলাম্ ইয়ারাও আন্না- জা'আল্নাল্ লাইলা লিইয়াস্কুনূ ফীহি ওয়ান্নাহা-রা মুব্সিরান্ ; ইন্না

এবং তারা কোন কথা বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি দেখছে না যে,আমি রাতকে বানিয়েছি, যাতে তারা তাতে আরাম করতে পারে এবং দিনকে আমি করেছি

فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۸۷﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ

ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিঁই ইউ'মিনূন। ৮৭। ওয়া ইয়াওমা ইউন্ফাখু ফিস্ব সূরি ফাফাযি'আ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি

আলোকিত? মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন। (৮৭) যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে সব ভীত হয়ে যাবে,

وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿۸۸﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ

ওয়া মান্ ফিল্ আরদ্বি ইল্লা- মান শা—আল লাহু ; ওয়া কুল্লুন্ আতাওহু দা-খিরীন। ৮৮। ওয়া তারাল্ জ্বিবা-লা

কিন্তু, যাদেরকে আল্লাহ চাইবেন তারা ব্যতীত এবং সবাই তাঁর সামনে উপস্থিত হবে নত অবস্থায়। (৮৮) তুমি পাহাড়সমূহ দেখে সেগুলো নিজ জায়গায়

تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ

তাহ্সাবুহা- জ্বা-মিদাতাওঁ ওয়া হিয়া তামুর্রু মার্রাস্ সাহ্বা-বি ; স্বুন্'আল্লা-হিল্ লাযী~আত্ক্বানা কুল্লা শাইয়িন ;

অবিচল ধারণা করছ, কিন্তু সেগুলোও (ফুৎকারের দিন) চলবে, চলমান মেঘমালার মত। এটা আল্লাহরই সৃষ্টি, যিনি সব বস্তুকে করেছেন সুদৃঢ়।

اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۸۹﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ

ইন্নাহূ খাবীরুম্ বিমা- তাফ্'আলূন। ৮৯। মান্ জ্বা—আ বিল্ হ্বাসানাতি ফালাহূ খাইরুম্ মিন্হা-, ওয়া হুম্ মিন্ ফাযা'ইঁ

তোমরা যা কর তা নিশ্চয়ই তিনি জানেন। (৮৯) যে নেক আমল নিয়ে আসবে, তার জন্য রয়েছে এর চেয়েও উত্তম প্রতিদান এবং তারা সেদিনের আতংক থেকে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮৭) ঃ ففزع من فى السموات..... - অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হযরত ইস্রাফীল (আ) শিংগায় ফুৎকার দিবেন, দু অথবা দুয়ের অধিক শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে দুনিয়াবাসী ভীত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুৎকারে মৃত্যুমুখী হয়ে পড়বে, তৃতীয় ফুৎকারে সব লোক কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে। কারো মতে, চতুর্থ ফুৎকার হবে, যাতে সব মানুষ হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। এখানে কোন ফুৎকার বুঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে ইমাম ইবনে কাসীর (র) বলেন যে, প্রথম ফুৎকার বুঝানো হয়েছে। আর ইমাম শাওকানী বলেন (র) তৃতীয় ফুৎকার বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম)

يَوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿۸۹﴾ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ؕ هَلْ تُجْزَوْنَ

ইয়াওমাইযিন্ আ-মিনূন। ৯০। ওয়া মান্ জ্বা—আ বিস্ সাইয়্যিআতি ফাকুব্বাত্ উজূহুহুম্ ফিন্ না-রি ; হাল্ তুজ্যাওনা

নিরাপদে থাকবে। (৯০) আর যে আসবে খারাপ আমল নিয়ে, তাকে উপুড় মুখ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, (এবং বলা হবে) তোমাদেরকে সে প্রতিফলই দেয়া হয়েছে,

اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۰﴾ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا

ইল্লা- মা- কুন্তুম্ তা'মালূন। ৯১। ইন্নামা~উমির্তু আন্ আ'বুদা রাব্বা হা-যিহিল্ বাল্দাতিল্ লাযী হার্রামাহা-

যা তোমরা (পৃথিবীতে) করতে। (৯১) আমাকে তো শুধু এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন এ শহরের প্রতিপালকের ইবাদাত করি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন।

وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ؗ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۹۱﴾ وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ

ওয়া লাহূ কুল্লু শাইয়িওঁ ওয়া উমির্তু আন্ আকূনা মিনাল্ মুস্লিমীন। ৯২। ওয়া আন্ আত্লুওয়াল্ কুরআ-না

সবকিছুই তাঁরই কর্তৃত্বে এবং আমাকে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। (৯২) এবং আমি যেন কুরআন পাঠ করি,

فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝

ফামানিহ্তাদা- ফাইন্নামা- ইয়াহ্তাদী লিনাফ্সিহী, ওয়া মান্ দ্বাল্লা ফাকুল্ ইন্নামা ~আনা মিনাল মুন্যিরীন।

যে সঠিক (সত্য) পথে চলে, সে একমাত্র নিজেরই উপকারের জন্য সঠিক (সত্য) পথে চলে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, আপনি বলে দিন আমি তো শুধুমাত্র সাবধানকারী।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ ﴿۹۳﴾

৯৩। ওয়া কুলিল্ হ্বাম্দু লিল্লা-হি সাইউরীকুম আ-ইয়া-তিহী ফাতা'রিফূনাহা- ; ওয়া মা- রাব্বুকা বিগা-ফিলিন্ 'আম্মা- তা'মালূন।

(৯৩) এবং বলুন, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি (আল্লাহ) অতিশীঘ্র তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি দেখাবেন। তোমরা (তখন) তা জানতে পারবে এবং তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আপনার প্রতিপালক অনবহিত নন।

রুকু ৭

সূরা ক্বাছাছ মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৮৮ রুকূ ঃ ৯

طٰسٓمّٓ ﴿۱﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿۲﴾ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى

১। ত্বা- সী—ম্ মী—ম্। ২। তিল্কা আ-ইয়া-তুল কিতা-বিল মুবীন্। ৩। নাত্লূ 'আলাইকা মিন্ নাবাই মূসা-

(১) ত্বা- সী-ম মী-ম (২) এ আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট কিতাবের। (৩) আমি আপনার কাছে মূসা এবং ফিরআউনের সঠিক ঘটনা বিবৃত করছি।

وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۳﴾ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا

ওয়া ফির'আওনা বিল্ হ্বাক্কি লিক্বাওমিঁই ইউ'মিনূন। ৪। ইন্না ফির'আওনা 'আলা- ফিল্ আরদ্বি ওয়া জ্বা'আলা আহ্লাহা-

বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। (৪) নিশ্চয়ই ফিরআউন (মিশর) দেশে বিদ্রোহ করছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে রেখেছিল

✪ টীকা (আঃ ৯১) ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ মক্কা শহরকে 'সম্মানিত' রূপে উল্লেখ করেছেন এই হেতু তার মধ্যে হত্যা বা অশান্তি উপদ্রব করতে দৃঢ়রূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি তার মধ্যে আশ্রয়প্রার্থী হলে তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। আরও উক্ত মক্কাস্থিত কাবাগৃহের কেউ বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। যখন হতে তা নির্মিত হয়েছে, নিখিল বিশ্বের কোটি কোটি লোক এর সম্মান ও পুণ্যসঞ্চয় উদ্দেশ্যে এর সৌন্দর্য দর্শন করে আসতেছে। ✪ টীকা (আঃ ৯৩) ঃ হযরত নবী করীম (স) ইসলামের শত্রুগণকে পার্থিব বিপদ সম্বন্ধেও ভীতি প্রদর্শন করতেন। তিনি বলতেন যে, তোমরা মুসলমানদের কবলিত এবং যুদ্ধে তাদের নিকট পরাজিত হবে, উহার পরিণাম ফলস্বরূপ দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। আলোচ্য আয়াতে এরূপ পূর্বাভাসই ব্যক্ত হচ্ছে। তজ্জন্য তিনি আরও বলতেন যে, তোমরা আমার কথা মান্য করছ না কিন্তু যখন তোমাদের উপর পার্থিব বিপদ আপতিত হবে তখনই তোমাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিবে এবং বুঝবে যে, আমিই তোমাদেরকে পূর্ব হতে এ বিষয়ে সতর্ক করতাম।

شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ

শিয়া'আই ইয়াস্তাদ্ব্'ইফু ত্বা—ইফাতাম্ মিন্হুম ইউযাব্বিহু আব্না—আহুম ওয়া ইয়াস্তাহ্ইঈ নিসা—আহুম ; ইন্নাহূ কা-না
এবং তার মধ্য হতে একটি দলকে দুর্বল করে রেখেছিল এবং তাদের পুত্র সন্তানগণকে যবেহ করত ও তাদের কন্যা সন্তানগণকে জীবিত রাখত; নিশ্চয়ই সে ছিল

مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤﴾ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ

মিনাল মুফ্সিদীন। ৫। ওয়া নুরীদু আন্ নামুন্না 'আলাল্ লাযীনাস্ তুদ্ব'ইফু ফিল্ আরদ্বি ওয়া নাজ্'আলাহুম
বিনষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (৫) অতঃপর আমার ইচ্ছা হল যে, আমি তাদের উপর অনুগ্রহ করব, যাদেরকে (মিশর) দেশে দুর্বল করা হয়েছিল এবং আমি তাদেরকে

اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥﴾ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ

আইম্মাতাওঁ ওয়া নাজ্'আলাহুমুল্ ওয়া-রিছীন। ৬। ওয়া নুমাক্কিনা লাহুম্ ফিল্ আর্দ্বি ওয়া নুরিয়া ফির'আওনা ওয়া হা-মা-না
নেতা করে দিব, (দেশের) উত্তরাধিকারী করে দিব। (৬) এবং (আরও ইচ্ছা হল যে) আমি তাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করব এবং ফিরআউন, হামান

وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ﴿٦﴾ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ

ওয়া জুনূদাহুমা- মিন্হুম্ মা- কা-নূ ইয়াহ্যারূন। ৭। ওয়া আওহাইনা~ইলা~উম্মি মূসা~আন্ আরদ্বি'ঈহি,
এবং তাদের সৈন্য বাহিনীকে দেখিয়ে দিব যা তারা আশংকা করছিল। (৭) আমি মূসার মাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম যে, তাকে দুধ পান করাতে থাক,

فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ

ফাইযা- খিফ্তি 'আলাইহি ফাআল্ক্বীহি ফিল্ ইয়াম্মি ওয়ালা- তাখা-ফী ওয়ালা- তাহ্যানী ইন্না- রা—দ্দূহু ইলাইকি
আর যখন তার ব্যাপারে তুমি কোন আশংকা করবে, তখন তুমি তাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিবে এবং ভয় ও চিন্তা করবে না, নিশ্চয়ই আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিব

وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧﴾ فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ۗ

ওয়া জ্বা-'ইলূহু মিনাল্ মুরসালীন। ৮। ফাল্তাক্বাত্বাহূ~আ-লু ফির'আওনা লিয়াকূনা লাহুম 'আদুওয়্যাওঁ ওয়া হ্বাযানান ;
এবং তাকে রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করব। (৮) অতঃপর ফিরআউনের লোকেরা তাকে (শিশুটিকে) উঠিয়ে নিল, যাতে এ শিশু তাদের শত্রু ও চিন্তার কারণ হয়,

اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ

ইন্না ফির'আওনা ওয়া হা-মা-না ওয়া জুনূদাহুমা- কা-নূ খা-ত্বিঈন। ৯। ওয়া ক্বা-লাতিম্ রাআতু ফির'আওনা কুর্রাতু
নিঃসন্দেহে ফিরআউন, হামান এবং তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল পাপাচারী। (৯) ফিরআউনের স্ত্রী বলল, এ (শিশু) তো আমার এবং তোমার চোখের সান্ত্বনা, একে

عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ۗ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

'আইনিল্লী ওয়া লাকা ; লা-তাক্বতুলূহু 'আসা~আই ইয়ান্ফা'আনা~আওনাত্তাখিযাহু ওয়ালাদাওঁ ওয়া হুম লা- ইয়াশ'উরূন।
হত্যা কর না, হয়তো এ আমাদের কোন উপকারে আসতে পারে, বা আমরা এ (শিশু)টিকে নিজেদের পুত্র বানিয়েই নিব, অথচ তারা (পরিণাম) বুঝতেই পারেনি।

○ টীকা (আঃ ৫) ঃ ফেরআউন তার প্রধান মন্ত্রী হামান এবং তাদের সৈন্যবাহিনী আল্লাহর যমিনে অবস্থান করে পৃথিবীর মানুষের প্রভুত্ব করতে চেয়েছিল। আর কোন শক্তি তাদের উপর যাতে বিজয়ী না হতে পারে সুপরিকল্পিত ভাবে নীল-নকশা অনুযায়ী একটি জাতিকে হীনবল করার হীন ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল ঃ মহান আল্লাহ্তাআলা তাদের অপটৌকন সমূলে ধ্বংস করে বিশ্বাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন, পৃথিবীতে কোন শক্তি চীরস্থায়ী হয় না। আরো জানিয়ে দেন মানুষের ইচ্ছাই ইচ্ছা নয় বরং আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তাই কার্যাকর হয়। (বঃ কোঃ)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬) ঃ ما كانوا يحذرون - অর্থাৎ যে ভয়ে তারা (ফেরআউন বাহিনী), বনী ইসরাঈলের কয়েক হাজার শিশু হত্যা করেছিল, আমি সে ভয় তাদের সামনে উপস্থিত করে দিতে ইচ্ছা করলাম। (তাঃ ওসমানী)

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ۗ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا ﴿١٠﴾

১০। ওয়া আস্বাহ্বা ফুআ-দু উম্মি মূসা- ফা-রিগান ; ইন্ কা-দাত লাতুব্দী বিহী লাওলা~আর্ রাবাত্বনা- 'আলা- ক্বাল্বিহা-
(১০) মূসার মায়ের অন্তর অধৈর্য হয়ে পড়ল। সে (অস্থিরতার কারণে) এ ঘটনা প্রায় প্রকাশ করে ফেলেছিল, যদি না আমি তার অন্তরকে দৃঢ় করতাম। আর এটা এজন্য যে,

لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۫ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ

লিতাকূনা মিনাল্ মু'মিনীন। ১১। ওয়া ক্বা-লাত্ লিউখ্তিহী কুস্সীহি ফাবাস্বুরাত্ বিহী 'আন্ জুনুবিওঁ ওয়া হুম
সে যাতে (মূসা সম্পর্কে) আস্থাবান হয়। (১১) সে মূসার বোনকে বলল, তুমি তার পিছে পিছে যাও, সে তাকে দূর থেকে দেখেছিল অথচ তারা (ফিরআউনের লোকেরা) তা

لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١١﴾ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ

লা-ইয়াশ'উরূন। ১২। ওয়া হ্বার্রাম্না- 'আলাইহিল্ মারা-দ্বি'আ মিন্ ক্বাব্লু ফাক্বা-লাত্ হাল্ আদুল্লুকুম্ 'আলা~আহ্লি
বুঝতে পারছিল না। (১২) এবং পূর্ব হতেই আমি মূসাকে স্তন্য দান কারিনীদের দুধ পান থেকে বিরত রেখেছিলাম, সে (মূসার বোন বলল, আমি কি তোমাদেরকে

بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا

বাইতিই ইয়াক্ফুলূনাহূ লাকুম ওয়া হুম লাহূ না-স্বিহূন। ১৩। ফারাদাদ্না-হু ইলা~উম্মিহী কাই তাক্বার্রা 'আইনুহা- ওয়ালা-
এমন এক পরিবার সম্পর্কে তথ্য দিব, যে এ শিশুটি কে তোমাদের জন্য লালন-পালন করবে এবং সে এ শিশুর হিতাকাঙ্ক্ষী? (১৩) অতঃপর আমি তাঁকে তার মায়ের কাছে দিলাম

تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ

তাহ্যানা ওয়া লিতা'লামা আন্না ওয়া'দাল্লা-হি হ্বাক্কুওঁ ওয়া লা-কিন্না আক্ছারাহুম লা-ইয়া'লামূন। ১৪। ওয়া লাম্মা- বালাগা আশুদ্দাহূ
যাতে তার চক্ষু ঠাণ্ডা থাকে এবং চিন্তিত না হয় এবং সে যেন বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা। (১৪) যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে পৌঁছল

وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ۗ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ

ওয়াস্তাওয়া~আ-তাইনা-হু হুক্মাওঁ ওয়া 'ইল্মান্ ; ওয়া কাযা-লিকা নাজ্যিল্ মুহ্সিনীন। ১৫। ওয়া দাখালাল্ মাদীনাতা
এবং পূর্ণ শক্তিশালী হয়ে গেল, তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম; আমি এভাবেই পুণ্যবানদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি। (১৫) মূসা এমন এক সময় শহরে প্রবেশ

عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۫ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ

'আলা- হ্বীনি গাফ্লাতিম্ মিন্ আহ্লিহা- ফাওয়াজ্বাদা ফীহা- রাজুলাইনি ইয়াক্বতাতিলা-নি, হা-যা- মিন্ শী'আতিহী ওয়া হা-যা- মিন্
করল, যখন শহরের লোকেরা ছিল অসতর্ক, সেখানে দু'ব্যক্তিকে লড়াই করতে দেখল, এরা একজন তার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল এবং অন্য একজন তার

عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى

'আদুওয়্যিহী, ফাস্তাগা-ছাহুল্ লাযী মিন্ শী'আতিহী 'আলাল্ লাযী মিন্ 'আদুওয়্যিহী ফাওয়াকাযাহূ মূসা-
শত্রুদলের ছিল। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকটি তার শত্রু লোকটির মোকাবেলায় তার কাছে সাহায্য কামনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারল,

○ টীকা (আঃ ১৩) ঃ যেহেতু তখন তারা মূসা (আ)-কে কারও দুধ পান করাতে পারতেছিল না। সুতরাং মূসার (আ) বোনের কাছে, শিশুটির হিতাকাঙ্ক্ষীর ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। সে এ সুযোগে তাহার মাতার ঠিকানা বলে দিল। অবশেষে তাকে ডেকে আনা হল এবং মূসা (আ)-কে তাঁর কোলে দেয়া মাত্রই তিনি দুধ পান করতে লাগলেন। অতঃপর তাদের অনুমতিক্রমে মাতা শান্ত মনে মূসা (আ)-কে বাড়িতে নিয়ে এলেন। মাঝে মাঝে নিয়ে তাদেরকে দেখিয়ে আনতেন। একটি মারফূ' হাদীসে আছে যে, মূসা (আ)-এর মাতা তাঁকে দুগ্ধ পান করাবার বিনিময়ও ফেরাউন হতে গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, তাঁর ধারণা হয়েছিল, বিনিময় গ্রহণ না করলে তারা ধারণা করবে, এই স্ত্রীলোকটি শিশুটির মাতা। অতএব, সে বাৎসল্য বশতঃ বিনিময় গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেছে। (বঃ কোঃ)

فَقَضٰى عَلَيْهِ ۖ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ

ফাক্বাদ্বা- 'আলাইহি ক্বা-লা হা-যা- মিন্ 'আমালিশ্ শাইত্বা-নি ; ইন্নাহূ 'আদুওয়্যউম্ মুদ্বিল্লুম মুবীন্ । ১৬ । ক্বা-লা রাব্বি

যাতে সে মারা গেল। মূসা বলল, এটা শয়তানের কাজ; নিশ্চয়ই সে (শয়তান) প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী শত্রু। (১৬) সে (মূসা) বলল, হে আমার প্রতিপালক।

اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَآ

ইন্নী জালামতু নাফ্সী ফাগ্ফির্লী ফাগাফারা লাহূ ; ইন্নাহূ হুওয়াল গাফূরুর রাহীম । ১৭ । ক্বা-লা রাব্বি বিমা~

আমি আমার নিজের প্রতি অবিচার করেছি, আমাকে মাফ করে দিন; আল্লাহ তাঁকে মাফ করলেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু। (১৭) সে আরও বলল, হে আমার

اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٧﴾ فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا

আন্'আমতা 'আলাইয়্যা ফালান্ আকূনা জাহীরাল্ লিল্ মুজ্রিমীন্ । ১৮ । ফাআস্বাহ্বা ফিল্ মাদীনাতি খা—ইফাঁই

প্রতিপালক! যেভাবে আপনি আমার উপর রহম করেছেন, এরপরে আমি কখনও কোন পাপীদের সাহায্যকারী হব না। (১৮) শহরে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় মূসার প্রভাত

يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ؕ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ

ইয়াতারাক্বক্বাবু ফাইযাল্ লাযিস্ তান্স্বারাহূ বিল্আম্সি ইয়াস্তাস্বরিখুহূ ; ক্বা-লা লাহূ মূসা~ইন্নাকা

হল। অকস্মাৎ সে দেখতে পেল, যে ব্যক্তি আগের দিন তার সাহায্য চেয়েছিল সে চিৎকার করে সাহায্যের জন্য তাকে ডাকতেছে; মূসা, তাকে বলল, নিশ্চয়ই

لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى

লাগাওয়িয়্যুম্ মুবীন। ১৯। ফালাম্মা~আন আরা-দা আইঁ ইয়াব্‌ত্বিশা বিল্লাযী হুওয়া 'আদুওয়্যুল্ লাহুমা- ক্বা-লা ইয়া-মূসা~

তুমি পথভ্রষ্ট। (১৯) মূসা যখন সে লোকটাকে পাকড়াও করতে চেয়েছিল, যে তাদের উভয়ের শত্রু ছিল, তখন সে বলল, হে মূসা!

اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ ۖ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا

আতুরীদু আন্ তাক্বতুলানী কামা- ক্বাতাল্তা নাফ্সাম্ বিল্ আম্সি, ইন্ তুরীদু ইল্লা~আন্ তাকূনা জাব্বা-রান্

যে ভাবে তুমি গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে তুমি আমাকেও হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে অত্যাচারী হয়ে

فِي الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ

ফিল্ আরদ্বি ওয়া মা- তুরীদু আন্ তাকূনা মিনাল্ মুস্বলিহ্বীন । ২০ । ওয়া জ্বা—আ রাজুলুম্ মিন্ আক্বস্বাল্ মাদীনাতি

চলতে চাও এবং তুমি শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হতে চাও না (২০) এক ব্যক্তি শহরের দূরবর্তী স্থান থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে আসল

يَسْعٰى ۫ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّيْ لَكَ

ইয়াস্'আ- ক্বা-লা ইয়া-মূসা~ইন্নাল মালাআ ইয়া'তামিরূনা বিকা লিইয়াক্বতুলূকা ফাখ্রুজ্ ইন্নী লাকা

এবং বলল, হে মূসা! (মিশরের) নেতারা তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি দ্রুত (এ শহর থেকে) বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই আমি

✪ টীকা (আঃ ১৮) ঃ এখানে পাপিষ্ঠলোক বলতে শয়তানই উদ্দেশ্য। বহুবচন রূপ ব্যবহার করে ঐসমস্ত লোককেও শামিল করেছেন, যাদের মধ্যে শয়তানের ন্যায় পাপের প্ররোচনা দেয়ার স্বভাব রয়েছে। মূসা (আ)-এর প্রার্থনার সারমর্ম এই, আমি শয়তানের কথা কখনও মান্য করব না। অর্থাৎ, ভুল হবার সম্ভাবনার স্থলে সতর্কতার সহিত কার্য করিব। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৮) ঃ خائفا يترقب - (ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায়) অর্থাৎ মূসা (আ) প্রতীক্ষা করেছিলেন যে, হত্যা কৃতের কোন অভিভাবক ফিরআউনের কাছে এ অভিযোগ নিয়ে যায় কিনা এবং সে কি ফয়সালা নির্ধারণ করে এবং তার সাথে কিরূপ আচরণ করে। (তাঃ ওসমানী) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২০) ঃ جاء رجل - এ ব্যক্তি কে ছিল? কারো মতে, এ ব্যক্তি ফেরআউনেরই দলের লোক ছিল, কিন্তু মূসার (আ) মংগলকামী ছিল। কারো মতে, এ ব্যক্তি মূসার (আ) নিকটবর্তী এক আত্মীয় ছিল।

مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۫ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ

মিনান্ না-স্বিহ্বীন । ২১ । ফাখারাজ্বা মিন্হা- খা—ইফাঁই ইয়াতারাক্বক্বাবু ক্বা-লা রাব্বি নাজ্জিনী মিনাল্ ক্বাওমিজ্

তোমার কল্যাণকামী। (২১) মূসা সেখান থেকে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হল। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে রক্ষা করুন অত্যাচারী

রুকু

الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ

জা-লিমীন। ২২। ওয়া লাম্মা- তাওয়াজ্জাহা তিল্ক্বা—আ মাদ্ইয়ানা ক্বা-লা 'আসা- রাব্বী~আইঁ ইয়াহ্দিয়ানী সাওয়া—আস্ সাবীল।

সম্প্রদায় হতে। (২২) যখন মূসা মাদায়েনের দিকে রওয়ানা হল তখন বলল, আশা করা যায়, আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।

﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۟ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ

২৩। ওয়া লাম্মা- ওয়ারাদা মা—আ মাদ্ইয়ানা ওয়াজ্বাদা 'আলাইহি উম্মাতাম্ মিনান্ না-সি ইয়াসক্বূনা ; ওয়া ওয়াজ্বাদা মিন্ দূনিহিমুম

(২৩) যখন সে মাদায়েনের পানির কূপের কাছে এসে পৌঁছল, তখন দেখতে পেল যে, মানুষের একটি দল সেখান থেকে (পশুগুলোকে) পানি পান করাচ্ছে এবং দু'জন মহিলাকে

امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٜ

রাআতাইনি তাযূদা-নি, ক্বা-লা মা- খাত্ববুকুমা-; ক্বা-লাতা- লা- নাস্ক্বী হাত্তা- ইউস্বদিরার্ রি'আ—উ,

দেখতে পেল যে, তারা আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে তাদের জানোয়ারগুলো সামলিয়ে রাখছে। মূসা বলল, তোমাদের খবর কি? তারা বলল, আমরা পান করাতে পারব না, যতক্ষণে

وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ

ওয়া আবূনা শাইখুন্ কাবীর। ২৪। ফাসাক্বা- লাহুমা- ছুম্মা তাওয়াল্লা~ইলাজ্ জিল্লি ফাক্বা-লা রাব্বি ইন্নী লিমা~আন্যাল্তা

রাখালেরা (কূয়ার কাছ থেকে) সরে না যায় এবং আমাদের পিতা বড়ই বৃদ্ধ। (২৪) মূসা নিজে তাদের জানোয়ারদেরকে পানি পান করাল। অতঃপর সে ছায়ার কাছে ফিরে গেল, অতঃপর বলল, হে আমার প্রতিপালক!

اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۫ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ

ইলাইয়্যা মিন্ খাইরিন ফাক্বীর। ২৫। ফাজ্বা—আত্হু ইহ্দা-হুমা- তাম্শী 'আলাস্ তিহ্ইয়া—ইন, ক্বা-লাত্ ইন্না আবী

আপনি যা কিছু অনুগ্রহ আমাকে দান করেন, আমি তার প্রত্যাশী। (২৫) এর মধ্যে সে দু'নারীর একজন লজ্জাশীলা অবস্থায় তার কাছে পায়ে হেঁটে চলে আসল এবং বলল,

يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ

ইয়াদ্'উকা লিইয়াজ্‌যিয়াকা আজ্‌রা মা- সাক্বাইতা লানা-; ফালাম্মা- জ্বা—আহূ ওয়া ক্বাস্বস্বা 'আলাইহিল্ ক্বাস্বাস্বা ক্বা-লা

তুমি আমাদের (পশুগুলো)-কে যে পানি পান করিয়েছ, তার পারিশ্রমিক দিবেন; আমার পিতা তোমাকে ডাকছেন। অতঃপর যখন মূসা তার কাছে আসল এবং তার কাছে সব

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২২) ঃ ان يهديني - আল্লাহ তায়ালা ঘোড়ার পৃষ্ঠে একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন, যিনি তাঁকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (কুঃ কারীম) ✪ টীকা (আঃ ২৩) ঃ তাদের এ কথা বলবার অভিপ্রায় ছিল যে, আমাদের গৃহে এমন কেউ সক্ষম পুরুষ লোক নেই, যে ব্যক্তি আবশ্যক মত ছাগলগুলিকে পানি পান করাতে পারেন এক মাত্র পিতা আছে, তিনি বৃদ্ধ ও গমনাগমন করতে অক্ষম। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাদেরকে আসতে হয়। ✪ টীকা (আঃ ২৪) ঃ নিজে ক্ষুধার্ত থেকেও পরের উপকার করলেন তথাপি তিনি মানুষের সাহায্য বা অনুগ্রহ প্রার্থী হলেন না। এটিতেও হযরত মূসা (আ)-এর পয়গাম্বরোচিত সদগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য ইহা আল্লাহ তায়ালারই প্রদত্ত। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৫) ঃ قالت ان ابى - মহিলা দুটির পিতা কে ছিলেন? কুরআন মাজীদের দ্বারা স্পষ্ট কোন নাম বুঝা যায় না। অধিকাংশ মুফাসসির হযরত শোয়ায়েবের (আ) কথা বলেন, তিনি মাদায়েনবাসীগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীর (র) বলেন, হযরত শোয়ায়েবের (আ) সময়কাল, মূসার (আ) অনেক পূর্বে ছিল, তাই এখানে হযরত শোয়ায়েবের (আ) সম্প্রদায়ের কোন এক ব্যক্তিকে বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)

لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ

লা-তাখাফ্ ; নাজ্বাওতা মিনাল্ ক্বাওমিজ্ জা-লিমীন্ । ২৬ । ক্বা-লাত্ ইহ্দা-হুমা- ইয়া~আবাতিস্ তা'জ্বিরহু,
কাহিনী বর্ণনা করল, সে বলল, তুমি ভয় কর না; তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায় থেকে রক্ষা পেয়েছ। (২৬) সে দুজনার একজন (মহিলা) বলল, হে আব্বাজী! তুমি তাকে মজদুর

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ

ইন্না খাইরা মানিস্ তা'জ্বার্তাল ক্বাওয়িয়্যুল্ আমীন। ২৭। ক্বা-লা ইন্নী~উরীদু আন্ উন্কিহ্বাকা
হিসেবে রেখে দাও, কেননা, মজদুর হিসেবে সে ব্যক্তিই ভাল হবে, যে শক্তিশালী, বিশ্বাসী। (২৭) সে (পিতা) মূসাকে বলল, আমি আমার দু'কন্যার মধ্যে একজনকে তোমার

اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا

ইহ্দাব্ নাতাইয়্যা হা-তাইনি 'আলা~আন্ তা'জুরানী ছামা-নিয়া হ্বিজ্বাজ্বিন, ফাইন্ আত্মাম্তা 'আশ্রান্
সাথে এ শর্তের উপর বিবাহ দিতে চাচ্ছি যে, তুমি আট বছর আমার মজদুর হিসেবে কাজ করবে, হ্যাঁ যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে সেটা (স্বইচ্ছায়) তোমার তরফ

فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

ফামিন্ 'ইন্দিকা ওয়া মা~উরীদু আন্ আশুক্ক্বা 'আলাইকা ; সাতাজ্বিদুনী~ ইন্ শা—আল্লাহু মিনাস্ব স্বা-লিহ্বীন্।
থেকে (অনুগ্রহ হিসেবে) হবে, আমি এটা চাচ্ছি না যে, তোমাকে কোন কষ্টের মধ্যে ফেলব; তুমি আমাকে (দেখতে) পাবে আল্লাহর ইচ্ছায় সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে।

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ وَاللّٰهُ

২৮। ক্বা-লা যা-লিকা বাইনী ওয়া বাইনাকা ; আইয়্যামাল্ আজ্বালাইনি ক্বাদ্বাইতু ফালা- 'উদ্ওয়া-না 'আলাইয়্যা ; ওয়াল্লা-হু
(২৮) মূসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে একথা পাকাপাকি হয়ে গেল, এ দুটি কালের মধ্যে আমি যেটাই পূর্ণ করি না কেন, (এরপরে যেন) আমার উপর বাড়াবাড়ি না করা হয়।

عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾ فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ

'আলা- মা- নাক্বূলু ওয়াকীল্। ২৯। ফালাম্মা- ক্বাদ্বা- মূসাল্ আজ্বালা ওয়া সা-রা বিআহ্লিহী~আ-নাসা মিন্ জ্বা-নিবিত্ব
আমরা যা কিছু বলছি এ সব কিছুর আল্লাহ্ ব্যবস্থাপক। (২৯) যখন মূসা তার সময়কাল পূর্ণ করল এবং তার পরিবার-পরিজন নিয়ে রওয়ানা হল, তখন সে

ع ৬ রুকূ

الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ

তূরি না-রান, ক্বা-লা লিআহ্লিহিম্ কুছূ~ইন্নী~আ-নাস্তু না-রাল্ লা'আল্লী ~আ-তীকুম মিন্হা- বিখাবারিন্
তূর পাহাড়ের দিকে আগুন দেখতে পেল, সে তার স্ত্রীকে বলল, থাম! আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন তথ্য নিয়ে আসতে পারি,

اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ

আও জ্বায্ওয়াতিম্ মিনান্ না-রি লা'আল্লাকুম্ তাস্বত্বালূন। ৩০। ফালাম্মা ~আতা-হা নূদিয়া মিন্ শা-ত্বিইল্ ওয়া-দিল্
বা আগুনের কোন (জ্বলন্ত) অংগার নিয়ে আসতে পারি, যাতে তোমরা তাপ নিতে পার। (৩০) যখন মূসা সেখানে পৌছল তখন তাকে

✪ টীকা (আঃ ২৯) ঃ অর্থাৎ, পূর্ণ দশ বৎসর কাল শোআয়েব (আ)-এর চাকুরী করলেন এবং তাঁর বকরী চরালেন। অতঃপর প্রতিশ্রুত কাল পূর্ণ হলে তিনি শ্বশুরের অনুমতিপূর্বক বিদায় নিয়ে সস্ত্রীক মিশর অভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন শীতকাল ছিল, রাত্রির অন্ধকারে পথ হারিয়ে তাঁরা জঙ্গলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন আসন্ন প্রসবা। প্রসব বেদনা উপস্থিত হল। শীত ও ব্যথা নিবারণের জন্য স্বামীকে আগুন জ্বালাতে বললেন। চম্মকি ঠুকিয়া আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করিলেন, আগুন জ্বালাতে পারল না। ইতিমধ্যে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখা গেল। মূসা (আঃ) বললেন, আমি পর্বতের দিকে যাচ্ছি, হয়ত তথা হতে আগুন আনব বা পথের সন্ধান আনব। এ বলে তিনি স্ত্রীকে সেখানে রেখে তূর পর্বতের দিকে চলে গেলেন। (মুঃ কোঃ)

الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰۤى اِنِّيْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ

আইমানি ফিল্ বুক্ব'আতিল্ মুবা-রাকাতি মিনাশ্ শাজ্বারাতি আই ইয়া-মূসা~ইন্নী~আনাল লা-হু রাব্বুল্
বরকতময় ভূমিস্থিত ময়দানের ডান পার্শ্বের বৃক্ষ হতে, আওয়াজ দেয়া হল হে মূসা! আমিই আল্লাহ, সারা জাহানের

الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾ وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ

'আ-লামীন। ৩১। ওয়া আন্ আল্ক্বি 'আস্বা-কা ; ফালাম্মা- রাআ-হা- তাহ্তায্যু কাআন্নাহা-জ্বা—নুঁও ওয়াল্লা- মুদ্বিরাও ওয়া লাম্ ইউ'আক্কিব্ ;
প্রতিপালক। (৩১) এবং (আরও বলে দেয়া হল যে) তুমি তোমার লাঠি (মাটিতে) ফেলে দাও। যখন সেটিকে দেখল যে, সাপের মত দ্রুত চলছে, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে

يٰمُوْسٰۤى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۫ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿٣١﴾ اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ

ইয়া-মূসা~আক্ববিল্ ওয়ালা- তাখাফ্, ইন্নাকা মিনাল্ আ-মিনীন। ৩২। উস্লুক ইয়াদাকা ফী জ্বাইবিকা
যেতে লাগল এবং সে পিছনে তাকিয়েও দেখল না। তাকে আমি বললাম হে মূসা! সামনে অগ্রসর হও, তুমি সর্বদিক হতেই নিরাপদ। (৩২) তুমি তোমার হাত তোমার

تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ

তাখ্রুজ্ব বাইদ্বা—আ মিন্ গাইরি সূ—ইওঁও ওয়াদ্বমুম্ ইলাইকা জ্বানা-হ্বাকা মিনার্ রাহ্বি ফাযা-নিকা বুরহা-না-নি
জামার বাহুমূলে প্রবেশ করাও, সেটি কোন রোগ ছাড়াই সাদা চকচকে অবস্থায় বের হবে, এবং তোমার হাত তোমার (বুকের সাথে) মিলিয়ে রাখ ভয় থেকে বাঁচার জন্য।

مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ

মির্ রাব্বিকা ইলা- ফির'আওনা ওয়া মালাইহী ; ইন্নাহুম কা-নূ ক্বাওমান্ ফা-সিক্বীন। ৩৩। ক্বা-লা রাব্বি ইন্নী ক্বাতাল্তু
এ দুটো-(মুজেযা) তোমার রবের পক্ষ হতে প্রমাণ, ফিরআউন ও তার নেতৃবৃন্দের জন্য। নিশ্চয়ই তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। (৩৩) মূসা বলল, হে আমার রব! আমি তাদের এক

مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٣﴾ وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ

মিন্হুম নাফ্সান্ ফাআখা-ফু আই ইয়াক্বতুলূন। ৩৪। ওয়া আখী হা-রূনু হুওয়া আফ্স্বাহু মিন্নী লিসা-নান্ ফাআর্সিল্হু
ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, এখন আমি আশংকা করছি তারা আমাকেও হত্যা করবে। (৩৪) এবং আমার ভাই হারুন আমার চেয়েও স্পষ্ট ভাষী, সুতরাং তাকেও আমার সাহায্যকারী

مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْۤ ؗ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ

মা'ইয়া রিদ্আই ইউস্বাদ্দিক্বুনী~ইন্নী~আখা-ফু আই ইউকায্যিবূন। ৩৫। ক্বা-লা সানাশুদ্দু 'আদ্বুদাকা
বানিয়ে আমার সাথে প্রেরণ কর, সে আমাকে সত্যায়িত করবে। আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (৩৫) আল্লাহ বলেন, আমি তোমার ভাইয়ের

بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَاۤ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ

বিআখীকা ওয়া নাজ্ব'আলু লাকুমা- সুল্ত্বা-নান ফালা- ইয়াস্বিলূনা ইলাইকুমা-বিআ-ইয়া-তিনা~আন্তুমা- ওয়া মানিত্
সাথে তোমার বাহু (শক্তি) দৃঢ় করে দিব এবং তোমাদের উভয়কে বিজয়ী করব, ফিরআউনরা তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, তোমরা দুজন এবং তোমাদের

اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ

তাবা'আকুমাল গা-লিবূন। ৩৬। ফালাম্মা- জ্বা—আহুম মূসা- বিআ-ইয়া-তিনা- বাইয়্যিনা-তিন ক্বা-লূ মা- হা-যা~ইল্লা- সিহ্রুম্
অনুসারীরা আমার নিদর্শনাবলির কারণে বিজয়ী হবে। (৩৬) যখন মূসা তাদের কাছে আমার (প্রদত্ত) স্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে উপস্থিত হল, তখন তারা বলল,

مفترى وما سمعنا بهذا في اباءنا الاولين ﴿٣٧﴾ وقال موسى ربي اعلم بمن

মুফ্‌তারাওঁ ওয়া মা- সামি'না- বিহা-যা- ফী~আ-বা—ইনাল আওয়্যালীন। ৩৭। ওয়া ক্বা-লা মূসা- রাব্বী~আ'লামু বিমান্

এগুলো শুধু বানানো যাদু, আমরা আমাদের পূর্ব পিতৃ পুরুষদের যুগে কখনও এরূপ শুনিনি। (৩৭) মূসা বলল, আমার প্রতিপালক খুব জানেন,

جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظلمون

জা—আ বিল্‌হুদা- মিন্ 'ইন্‌দিহী ওয়া মান্ তাকূনু লাহূ 'আ-কিবাতুদ্ দা-রি ; ইন্নাহূ লা- ইউফলিহুজ্ জা-লিমূন।

কে তাঁর কাছ থেকে সঠিক পথ নিয়ে এসেছে এবং কার জন্য পরকালে পরিণাম কল্যাণময় হবে; অত্যাচারীরা সফলকাম হবেই না।

﴿٣٨﴾ وقال فرعون يايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يهامن

৩৮। ওয়া ক্বা-লা ফির'আওনু ইয়া~আইয়্যুহাল্ মালাউ মা- 'আলিম্‌তু লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন গাইরী ফাআওক্বিদ্ লী ইয়া-হা-মা-নু

(৩৮) ফিরআউন বলল, হে নেতৃবৃন্দ! আমি ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের মাবুদ আছে বলে আমিতো জানি না, হে হামান! তুমি আমার জন্য মাটিকে আগুন দ্বারা জ্বালাও

على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من

'আলাত্ব ত্বীনি ফাজ্'আল্‌লী স্বার্‌হাল্ লা'আল্লী ~আত্তালি'উ ইলা~ইলা-হি মূসা- ওয়া ইন্নী লাআজুন্নুহূ মিনাল্

(ইট বানাও), অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি কর, যেন তাতে চড়ে আমি মূসার মাবূদকে চুপে চুপে দেখে নিতে পারি। কিন্তু আমি তাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত

الكذبين ﴿٣٩﴾ واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا

কা-যিবীন। ৩৯। ওয়াস্‌তাক্‌বারা হুওয়া ওয়া জুনূদুহূ ফিল্ আরদ্বি বিগাইরিল হাক্বক্বি ওয়া জান্নূ~আন্নাহুম ইলাইনা- লা-

মনে করি। (৩৯) ফিরআউন এবং তার সৈন্যবাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে বড়াই করেছিল এবং তারা ধারণা করেছিল যে, তারা আমার নিকট ফিরে

يرجعون ﴿٤٠﴾ فاخذنه وجنوده فنبذنهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظلمين

ইউরজ্বা'উন। ৪০। ফাআখায্‌না-হু ওয়া জুনূদাহূ ফানাবায্‌না-হুম ফিল্ ইয়াম্মি, ফান্‌জুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুজ্ জা-লিমীন।

আসবে না। (৪০) অবশেষে আমি তাকে এবং তার সৈন্যবাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখুন! অত্যাচারীদের পরিণাম কেমন হয়।

﴿٤١﴾ وجعلنهم ائمة يدعون الى النار ويوم القيمة لا ينصرون ﴿٤٢﴾ واتبعنهم

৪১। ওয়া জ্বা'আল্‌না-হুম আইম্মাতাইঁ ইয়াদ্'উনা ইলান্ না-রি, ওয়া ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি লা- ইউন্‌স্বারূন। ৪২। ওয়া আত্‌বা'না- হুম

(৪১) আমি তাদেরকে এমন নেতা বানিয়েছিলাম যে, তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকত, কেয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। (৪২) আমি এ পার্থিব

في هذه الدنيا لعنة ويوم القيمة هم من المقبوحين ﴿٤٣﴾ ولقد اتينا موسى

ফী হা-যিহিদ্ দুন্‌ইয়া- লা'নাতান্ ওয়া ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি হুম্ মিনাল্ মাক্ববূহীন। ৪৩। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসাল্

জীবনেও তাদের পিছনে লাগিয়ে দিয়েছি অভিশাপ এবং কিয়ামতের দিনেও তারা নিকৃষ্টদের মধ্যে হবে। (৪৩) আর আমি পূর্ববর্তী বহু দলকে ধ্বংস করার পরে,

৪ ع ১৪ ৭ রুকূ

○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ অর্থাৎ, পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত তাহাদের কথার উত্তরে মূসা (আ) বলিলেন, অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এবং তাতে সন্দেহ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ উপস্থিত করিতে না পারা সত্ত্বেও যখন তোমরা আমার নুবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করিতেছ না, তখন বলতে হয়, ইহা তোমাদের একগুঁয়েমী ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কে সত্য এবং কে মিথ্যা আল্লাহই তা ভালরূপে জানেন। মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের অবস্থা ও ফলাফল প্রকাশিত হয়ে পড়বে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ ফেরআউনের আশংকা হল, মূসা (আঃ)-এর প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ দেখে তার অনুবর্তীগণ মূসা (আ)-এর প্রতি ঝুঁকতে পারে। কাজেই তাদেরকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সে মন্ত্রী হামানকে বলল....। (বঃ কোঃ)

الكتب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمة

কিতা-বা মিম্ বা'দি মা~আহ্‌লাক্‌নাল্ কুরূনাল্ উলা- বাছা—ইরা লিন্‌না-সি ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহ্‌মাতাল্

মূসাকে এমন কিতাব দান করেছিলাম, যা মানব জাতির জন্য দলীল এবং পথ প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ, যাতে তারা

لعلهم يتذكرون ﴿٤٤﴾ وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى

লা'আল্লাহুম ইয়াতাযাক্কারূন। ৪৪। ওয়া মা- কুন্‌তা বিজ্বা-নিবিল্ গারবিইয়্যি ইয্ ক্বাদ্বাইনা~ইলা- মূসাল

উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (৪৪) আর পশ্চিম প্রান্তে (তূর পাহাড়ে) আপনি তখন উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি মূসাকে (সেখানে) বিধান (সম্পর্কিত ওহী) প্রেরণ

الامر وما كنت من الشهدين ﴿٤٥﴾ ولكنا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر

আম্‌রা ওয়া মা- কুন্‌তা মিনাশ্ শা-হিদীন। ৪৫। ওয়ালা-কিন্না~আন্‌শা'না- কুরূনান্ ফাতাত্বা-ওয়ালা 'আলাইহিমুল্ 'উমুরু

করেছিলাম এবং আপনি দর্শক হিসেবেও (তখন) ছিলেন না। (৪৫) বরং আমি সৃষ্টি করেছিলাম বহু দল (উম্মত), যাদের উপর দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে।

وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلوا عليهم ايتنا ولكنا كنا مرسلين

ওয়ামা- কুন্‌তা ছা-ওয়িয়ান্ ফী~আহ্‌লি মাদ্‌ইয়ানা তাত্‌লূ 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তিনা-ওয়ালা-কিন্না- কুন্না- মুরসিলীন।

এবং আপনিতো মাদায়েনবাসীর মাঝে অবস্থানকারী ছিলেন না, তাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করার জন্য; বরং আমিই রাসূল প্রেরণকারী ছিলাম।

﴿٤٦﴾ وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما

৪৬। ওয়া মা- কুন্‌তা বিজ্বা-নিবিত্ব তূরি ইয্ না-দাইনা- ওয়ালা-কির্ রাহ্‌মাতাম্ মির্ রাব্বিকা লিতুন্‌যিরা ক্বাওমাম্ মা~

(৪৬) এবং আপনি তূর পাহাড়ের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না, যখন (মূসাকে) সম্বোধন করেছিলাম, বরং এটা রহমত স্বরূপ আপনার রবের পক্ষ হতে, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সাবধান করে দিতে পারেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে

اتهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ﴿٤٧﴾ ولولا ان تصيبهم مصيبة بما

আতা-হুম মিন্ নাযীরিম মিন্ ক্বাবলিকা লা'আল্লাহুম ইয়াতাযাক্কারূন। ৪৭। ওয়া লাওলা~আন্ তুস্বীবাহুম্ মুস্বীবাতুম্ বিমা-

কোন সাবধানকারী আসেনি। হয়তো তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (৪৭) যদি এটা (রাসূল প্রেরণ) না হত, আর তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের উপর কোন বিপদ এসে যেত

قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع ايتك

ক্বাদ্দামাত্ আইদীহিম ফাইয়াকূলূ রাব্বানা- লাওলা~আরসাল্‌তা ইলাইনা- রাসূলান্ ফানাত্তাবি'আ আ-ইয়া-তিকা

তখন তারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছে কোন রাসূল কেন প্রেরণ করনি? (যদি প্রেরণ করতে) আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম

ونكون من المؤمنين ﴿٤٨﴾ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل

ওয়া নাকূনা মিনাল্ মু'মিনীন। ৪৮। ফালাম্মা- জ্বা—আহুমুল্ হাক্বক্বু মিন্ 'ইন্‌দিনা- ক্বা-লূ লাওলা~উতিয়া মিছ্‌লা

এবং আমরা মুমিনের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (৪৮) অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ হতে সত্য (রাসূল ও কিতাব) পৌছল, তখন তারা বলল, মূসাকে যেভাবে (মু'জেযা) দেয়া

○ টীকা (আঃ ৪৬) ঃ বরং প্রাচীনকালের কাহিনীগুলো ওহী দ্বারা আমি আপনাকে জানিয়েছি। কেননা, মূসা (আ)-এর পরে আমি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি এবং তাদের উপর দীর্ঘকাল অতীত হয়েছে। মানুষ ধর্মপথ ও ধর্ম-কর্ম ত্যাগ করে বিপথগামী হয়েছে। আলেম, নেক্‌কার ও ধর্ম শিক্ষা লোপ পেয়ে মূর্খ লোকের কর্তৃত্ব হয়ে পড়েছে। পুনরায় তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তখন আমি আপনাকে নবী করে ওহী দ্বারা সে প্রাচীন কাহিনীগুলি আপনার নিকট পাঠিয়েছি। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৮) ঃ سحران تظاهرا - দুজন যাদুকর দ্বারা হযরত মূসা ও হারুনকে (আ) বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ ফিরআউন বাহিনী এ দুজনকে যাদুকর বলেছে। অথবা, আরবের মুশরিকরা বলেছে, কুরআন ও তাওরাত উভয়ই যাদু। (তাঃ কাদেরী)

مَآ أُوتِيَ مُوسَىٰٓ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا۟ سِحْرَانِ

মা~উতিয়া মূসা- ; আওয়ালাম্ ইয়াক্ফুরূ বিমা~উতিয়া মূসা- মিন্ ক্বাব্লু ক্বা-লূ সিহ্‌রা-নি

হয়েছিল, সেভাবে এ রাসূলকে কেন (মুজেযা) দেয়া হয়নি? আচ্ছা এর পূর্বে মূসাকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল তাকি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল, এ দুজনই যাদুকর, যারা একে অপরের

تَظَٰهَرَا وَقَالُوٓا۟ إِنَّا بِكُلٍّ كَٰفِرُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَأْتُوا۟ بِكِتَٰبٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ

তাজা-হারা, ওয়া ক্বা-লূ~ইন্না- বিকুল্লিন্ কা-ফিরূন। ৪৯। কুল্ ফা'তূ বিকিতা-বিম্ মিন্ 'ইনদিল্লা-হি হুওয়া

সাহায্যকারী এবং তারা বলেছিল, আমরা এর প্রত্যেককেই অস্বীকার করি, (৪৯) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহর তরফ থেকে এমন কিতাব উপস্থিত কর, যা এ দুয়ের চেয়ে

أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَٱعْلَمْ

আহ্‌দা- মিন্‌হুমা~আত্তাবি'হু ইন্ কুন্‌তুম্ স্বা-দিক্বীন্। ৫০। ফাইল্ লাম ইয়াস্‌তাজ্বীবূ লাকা ফা'লাম

অধিক সঠিক পথ প্রদর্শনকারী, আমি তার অনুসরণ করব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৫০) যদি তারা আপনার কথা গ্রহণ না করে তবে আপনি জেনে রাখুন,

أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ

আন্নামা- ইয়াত্তাবি'উনা আহ্‌ওয়া~আহুম; ওয়া মান্ আদ্বাল্লু মিম্ মানিত্তাবা'আ হাওয়া-হু বিগাইরি হুদাম্ মিনাল লা-হি ; ইন্নাল

তারা শুধু তাদের নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং তার চেয়ে ভ্রান্ত আর কে আছে, যে আল্লাহর (দেয়া) সঠিক পথ ব্যতীত নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, নিশ্চয়ই

ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

লা-হা লা-ইয়াহ্‌দিল ক্বাওমাজ্ জা-লিমীন। ৫১। ওয়া লাক্বাদ্ ওয়াস্বস্বাল্‌না- লাহুমুল্ ক্বাওলা লা'আল্লাহুম ইয়াতাযাক্কারূন।

আল্লাহ অত্যাচারী জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। (৫১) আর আমি ধারাবাহিকভাবে তাদের জন্য আমার নির্দেশ প্রেরণ করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا۟

৫২। আল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল কিতা-বা মিন্ ক্বাব্লিহী হুম্ বিহী ইউ'মিনূন। ৫৩। ওয়া ইযা- ইউত্‌লা-'আলাইহিম্ ক্বা-লূ~

(৫২) যাদেরকে আমি এর পূর্বে কিতাব প্রদান করেছিলাম, তারাতো তার প্রতি ঈমান এনেছিল। (৫৩) এবং যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় (কুরআন) তখন তারা বলে যে,

ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ

আ-মান্না- বিহী~ইন্নাহুল্ হাক্কু মির্ রাব্বিনা~ইন্না- কুন্না- মিন্ ক্বাব্লিহী মুসলিমীন। ৫৪। উলা—ইকা ইউ'তাওনা

আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, নিশ্চয়ই এটি (কুরআন) আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে সত্য। আমরা তো এর পূর্বেই অনুসারী ছিলাম। (৫৪) এ লোকদেরকে

أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾

আজ্‌রাহুম্ মার্‌রাতাইনি বিমা- স্বাবারূ ওয়া ইয়াদ্‌রাউনা বিল্‌হাসানাতিস্ সাইয়্যিআতা ওয়া মিম্মা- রাযাক্বনা-হুম ইউন্‌ফিক্বূন।

দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে, কারণ তারা ধৈর্যধারণ করে এবং তারা সৎ (কাজ) দ্বারা খারাপকে দূর করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।

রুকু ৫/৮ · অর্ধাংশ

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫২) ঃ هم به يؤمنون - এখানে সে ইয়াহুদীকে বুঝান হয়েছে, যে মুসলমান হয়েছিল। যেমন, আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা)। অথবা সে ঈসায়ী, যে হাবশা থেকে নবীর (স) খেদমতে এসে তাঁর পবিত্র যবানে কুরআন তেলাওয়াত শুনে মুসলমান হয়েছিল। (ইবন কাসীর)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৪) ঃ اجرهم مرتين - হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম (স) বলেন, "তিন ব্যক্তির জন্য দু বার প্রতিদান (সওয়াব)। তার মধ্যে একজন হল সে আহলে কিতাব, যে নিজ নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল অতঃপর আমার প্রতি ঈমান এনেছে। (কুঃ কারীম)

﴿٥٥﴾ وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ وَقَالُوا۟ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ

৫৫। ওয়া ইযা- সামি'উল্ লাগ্‌ওয়া আ'রাদ্বূ 'আন্‌হু ওয়া ক্বা-লূ লানা~আ'মা-লুনা- ওয়া লাকুম আ'মা-লুকুম, সালা-মুন্ 'আলাইকুম,

(৫৫) এবং যখন তারা বাজে কথা শোনে, তখন তা থেকে ফিরে থাকে এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম তোমাদের উপর সালাম।

لَا نَبْتَغِى ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ

লা-নাব্‌তাগিল্ জ্বা-হিলীন। ৫৬। ইন্নাকা লা-তাহ্‌দী মান্ আহ্বাবৃতা ওয়া লা-কিন্নাল লা-হা ইয়াহ্‌দী মাই ইয়াশা—উ,

আমরা মূর্খদের চাই না। (৫৬) (হে নবী!) আপনি যাকে পছন্দ করবেন, তাকেই সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারবেন না; বরং আল্লাহ যাকে চান তাঁকেই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ وَقَالُوٓا۟ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ ۚ

ওয়াহ্‌ওয়া আ'লামু বিল্ মুহ্‌তাদীন। ৫৭। ওয়া ক্বা-লূ~ইন্ নাত্তাবি'ইল্ হুদা- মা'আকা নুতাখাত্ত্বাফ্ মিন্ আর্‌দ্বিনা-,

তিনি (আল্লাহ) সৎপথ প্রাপ্তদের সম্পর্কে খুবই জানেন। (৫৭) তারা বলে, যদি আমরা তোমার সাথে সৎ পথ অনুসরণ করি, তবে আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে

أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا

আওয়ালাম্ নুমাক্কিল্ লাহুম হ্বারামান্ আ-মিনাই ইউজ্বা~ইলাইহি ছামারা-তু কুল্লি শাইয়ির্ রিযক্বাম্ মিল্লাদুন্না-

উচ্ছেদ করা হবে, আমি কি তাদেরকে নিরাপদ পবিত্র স্থানে (মক্কায়) জায়গা দেইনি, যেখানে সব ধরনের ফল আমাদানী হয়, আমার পক্ষ থেকে খাদ্য হিসেবে।

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ

ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারাহুম্ লা-ইয়া'লামূন। ৫৮। ওয়া কাম্ আহ্‌লাক্‌না- মিন্ ক্বার্‌ইয়াতিম্ বাত্বিরাত্ মা'ঈশাতাহা-, ফাতিল্‌কা

কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (৫৮) আমি কতই জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা তাদের জীবন যাপনের সামগ্রীতে অহমিকা করেছিল, এগুলো

مَسَٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنۢ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَٰرِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ

মাসা-কিনুহুম লাম্ তুস্‌কাম মিম্ বা'দিহিম ইল্লা- ক্বালীলান ; ওয়া কুন্না- নাহ্নুল ওয়া-রিছীন। ৫৯। ওয়া মা- কা-না

তাদের বাসস্থান, যেখানে তাদের পরে খুব অল্প সংখ্যক লোকই বাস করেছে। আর আমিই তো সব কিছুর (প্রকৃত) উত্তরাধিকারী। (৫৯) আপনার প্রতিপালক

رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۚ وَمَا

রাব্বুকা মুহ্‌লিকাল্ কুরা- হ্বাত্তা- ইয়াব্'আছা ফী~উম্মিহা- রাসূলাই ইয়াত্‌লূ 'আলাইহিম আ-ইয়া-তিনা-, ওয়া মা-

কোন এক জনপদকে সে সময় পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ সে স্থানে তাঁর কোন রাসূল প্রেরণ না করেন, যিনি পাঠ করে শোনাবেন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ এবং

كُنَّا مُهْلِكِى ٱلْقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَٰلِمُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ

কুন্না- মুহ্‌লিকিল্ কুরা~ইল্লা- ওয়া আহ্‌লুহা- জা-লিমূন। ৬০। ওয়া মা~উতীতুম মিন্ শাইয়িন্ ফামাতা-'উল্ হ্বাইয়া-তিদ্

আমি জনপদকে সে সময় ধ্বংস করি, যখন সেখানের অধিবাসীরা অত্যাচার (শুরু) করে। (৬০) তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা শুধু পার্থিব জীবনের ভোগের

○ শানে নুযূল (আঃ ৫৭) ঃ কুরাইশরা রাসূল (স)-এর আত্মীয় এবং ইহুদী, নাছারা অনাত্মীয় ছিল। যখন রাসূল (স)-এর অনাত্মীয় ইহুদী, নাছারাদের ঈমান আনয়ন করতে দেখলেন; তখন স্বগোত্রীয়দের অবিশ্বাস ও বিরুদ্ধাচরণের দরুন মনে খুবই দুঃখ পেলেন। বিশেষতঃ আবু তালেব ও অন্যান্য কতিপয় লোকের ঈমান আনয়নের জন্য তাঁর বিশেষ আগ্রহ এবং চেষ্টা ছিল, তা কার্যকরী না হওয়ায় অধিক দুঃখ পেলেন। তাই অত্র আয়াতে আল্লাহ তাঁকে সে বিষয়ে সান্ত্বনা প্রদান করছেন। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৯) ঃ في امها - امها (বড় জনপদ) দ্বারা বুঝা যায়, ছোট এলাকায় নবী প্রেরিত হননি। বরং কেন্দ্রস্থলে (বড় শহরে) নবী আগমন করেছেন। আর সব ছোট শহর ও জনপদগুলো বড় শহরেরই অধীনে। (কুঃ কারীম)

الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾ اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ

দুন্ইয়া- ওয়া যীনাতুহা-, ওয়ামা- 'ইন্দাল্লা-হি খাই্রুওঁ ওয়া আব্ক্বা-; আফালা- তা'কিলূন্। ৬১। আফামাওঁ ওয়া'আদ্না-হু
সামগ্রী ও তার সৌন্দর্য, আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা খুবই উত্তম এবং চিরস্থায়ী, তোমরা কি বুঝতেছ না? (৬১) যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি

৯ রুকূ

وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

ওয়া'দান হাসানান্ ফাহুওয়া লা-ক্বীহি কামাম মাত্তা'না-হু মাতা-'আল্ হায়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ছুম্মা হুওয়া ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি
এবং যা সে পাবে, সে কি সে ব্যক্তির মত হতে পারে, যাকে আমি পার্থিব জীবনে (কিছু) ভোগের সামগ্রী দিয়েছি, অতঃপর তাকে কিয়ামতের দিন (বিচারের জন্য)

مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ

মিনাল্ মুহ্দ্বারীন। ৬২। ওয়া ইয়াওমা ইউনা-দীহিম ফাইয়াকূলু আইনা শুরাকা—ইয়াল্ লাযীনা কুন্তুম
উপস্থিত করা হবে? (৬২) এবং সেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন যে, কোথায় আমার শরীকরা, যাদেরকে তোমরা (আমার শরীক হিসেবে)

تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ

তায্'উমূন। ৬৩। ক্বা-লাল্ লাযীনা হাক্ক্বা 'আলাইহিমুল্ ক্বাওলু রাব্বানা- হা~উলা—ইল্ লাযীনা আগ্ওয়াইনা-, আগ্ওয়াইনা-হুম্
ধারণা করতে? (৬৩) যাদের উপর বাণী (শাস্তি) সাব্যস্ত হয়েছে তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এসব লোকদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম। তাদেরকে

كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۫ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ

কামা- গাওয়াইনা-, তাবার্রা'না~ইলাইকা, মা- কা-নূ~ইয়্যা-না- ইয়া'বুদূন। ৬৪। ওয়া ক্বীলাদ্'উ শুরাকা—আকুম্
পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমনিভাবে আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। (তাদের ব্যাপারে) আমরা আপনার কাছে পরিত্রাণ চাচ্ছি, ওরা আমাদের ইবাদত করত না। (৬৪) তাদেরকে বলা

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ۝

ফাদা'আওহুম ফালাম্ ইয়াস্তাজীবূ লাহুম্ ওয়া রাআউল 'আযা-বা, লাও আন্নাহুম কা-নূ ইয়াহ্তাদূন।
হবে, তোমাদের শরীকদেরকে ডাক। অতঃপর তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদেরকে জবাব পর্যন্ত দিবে না। তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। যদি তারা সৎ পথে থাকত।

﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ

৬৫। ওয়া ইয়াওমা ইউনা-দীহিম ফাইয়াকূলু মা-যা~আজাব্তুমুল্ মুরসালীন। ৬৬। ফা'আমিয়াত 'আলাইহিমুল্ আম্বা—উ ইয়াওমাইযিন্
(৬৫) সেদিন (আল্লাহ) তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে? (৬৬) সেদিন তাদের থেকে তাদের সব তথ্য যুক্তি হারিয়ে যাবে

فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ

ফাহুম লা-ইয়াতাসা—আলূন। ৬৭। ফাআম্মা- মান্ তা-বা ওয়া আ-মানা ওয়া'আমিলা স্বা-লিহান্ ফা'আসা~আঁই ইয়াকূনা মিনাল
এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করতে পারবে না। (৬৭) তবে যে ব্যক্তি তওবা করেছে এবং নেক আমল করেছে, আশা করা যায়, সে তো মুক্তি প্রাপ্তদের

✪ টীকা (আঃ ৬২) ঃ প্রথমোক্ত ব্যক্তি ঈমানদার, তার সাথে বেহেশতের ওয়াদা করা হয়েছে আর শেষোক্ত ব্যক্তি কাফের, সে পার্থিব জীবনে ভোগবিলাসে মত্ত ছিল, পরলোকে তাকে বন্দীরূপে আনয়ন করা হবে। (বঃ বোঃ) ✪ শানে নুযূল (আঃ ৬৩) ঃ فمن وعدنه - হাদীস শরীফে বর্ণিত, হযরত আলী (রা) এবং হামযাহ (রা) উভয়ই আবু জাহলের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া করেছিল। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ কাদেরী)
✪ টীকা (আঃ ৬৪) ঃ অর্থাৎ, আমাদের উপর যেমন কেউ জবরদস্তী করেনি, আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছি তদ্রূপ আমরাও এদের উপর কোন জবরদস্তি করিনি। আমাদের কার্য ছিল তাদের ধোঁকা দেয়া। (বঃ কোঃ)

الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ

মুফ্লিহীন। ৬৮। ওয়া রাব্বুকা ইয়াখ্লুকু মা- ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াখ্তা-রু ; মা- কা-না লাহুমুল্ খিয়ারাতু ; সুব্হা-নাল্লা-হি
অন্তর্ভুক্ত হবে। (৬৮) আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা পছন্দ করেন; এর মধ্যে তাদের কোনই ইচ্ছা নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং তারা

وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللّٰهُ

ওয়া তা'আ-লা- 'আম্মা- ইউশ্রিকূন। ৬৯। ওয়া রাব্বুকা ইয়া'লামু মা- তুকিন্নু স্বুদূরুহুম ওয়ামা- ইউ'লিনূন। ৭০। ওয়া হুওয়াল্লা-হু
যাদেরকে শরীক করে তাদের থেকে তিনি ঊর্ধ্বে। (৬৯) আপনার প্রতিপালক জানেন, যা তাঁদের অন্তরে গোপন রাখে এবং যা প্রকাশ করে। (৭০) তিনিই আল্লাহ,

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ; লাহুল্ হাম্দু ফিল্ উলা- ওয়াল্ আ-খিরাতি, ওয়া লাহুল্ হুক্মু ওয়া ইলাইহি তুরজা'উন।
যিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই, দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁরই (একমাত্র) প্রশংসা, কর্তৃত্ব (একমাত্র) তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।

﴿٧٠﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ

৭১। কুল্ আরাআইতুম্ ইন্ জ্বা'আলাল্লা-হু 'আলাইকুমুল্ লাইলা সার্মাদান্ ইলা- ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি মান্ ইলা-হুন্
(৭১) আপনি বলুন, তোমরা দেখেছ! যদি আল্লাহ তোমাদের উপর রাতকে স্থায়ী করেন কিয়ামত পর্যন্ত, তবে আল্লাহ ছাড়া আর কে মাবুদ আছে,

غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ۗ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ

গাইরুল্লা-হি ইয়া'তীকুম্ বিদ্বিয়া—ইন্ ; আফালা- তাস্মা'উন। ৭২। কুল আরাআইতুম্ ইন্ জ্বা'আলাল লা-হু 'আলাইকুমুন্
যে তোমাদের কাছে (দিবসের) আলো এনে দিতে পারে? এরপরেও কি তোমরা শোনবে না? (৭২) তোমরা ভেবে দেখছে! যদি আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত দিবসকে

النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۗ

নাহা-রা সার্মাদান ইলা- ইয়াওমিল ক্বিয়া-মাতি মান্ ইলা-হুন গাইরুল্লা-হি ইয়া'তীকুম্ বিলাইলিন্ তাস্কুনূনা ফীহি ;
স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ছাড়া আর কে মাবুদ আছে, যে তোমাদের কাছে রাত নিয়ে আসতে পারে, যাতে তোমরা আরাম করতে পার?

اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا

আফালা- তুব্স্বিরূন। ৭৩। ওয়া মির্ রাহ্মাতিহী জ্বা'আলা লাকুমুল্ লাইলা ওয়ান্নাহা-রা লিতাস্কুনূ ফীহি ওয়া লিতাব্তাগূ
তোমরা কি ভেবে দেখনা? (৭৩) তিনিই তাঁর রহমত দ্বারা তোমাদের জন্য রাত ও দিবস নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা (রাতে) আরাম করতে পার এবং (দিবসে)

مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ

মিন্ ফাদ্বলিহী ওয়া লা'আল্লাকুম তাশ্কুরূন। ৭৪। ওয়া ইয়াওমা ইউনা-দীহিম ফাইয়াকূলু আইনা শুরাকা—ইয়াল্
তাঁর করুণা তালাশ করতে পার এবং তোমরা শোকর কর। (৭৪) সেদিন তাদেরকে ডেকে আল্লাহ বলবেন, যাদেরকে তোমরা আমার শরীক নির্ধারণ করেছিলে,

الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ

লাযীনা কুন্তুম তায্'উমূন। ৭৫। ওয়া নাযা'না- মিন্ কুল্লি উম্মাতিন্ শাহীদান্ ফাকুল্না- হা-তূ বুরহা-নাকুম
তারা আজ কোথায়? (৭৫) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একজনকে সাক্ষী হিসেবে বের করব এবং বলব, পেশ কর তোমরা তোমাদের প্রমাণাদি,

৭ ع ৫ ১০ রুকূ

فَعَلِمُوٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٧٥﴾ اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ

ফা'আলিমূ~আন্নাল্ হাক্ক্বা লিল্লা-হি ওয়া দ্বাল্লা 'আন্হুম্ মা- কা-নূ ইয়াফ্তারূন। ৭৬। ইন্না ক্বা-রূনা কা-না মিন্
তখন তোমরা জেনে নিবে যে, সত্য (ইবাদত) আল্লাহর জন্যই, এবং তারা যা গড়েছিল, সেগুলো তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। (৭৬) নিশ্চয়ই কারুন ছিল মূসার

قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ص وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ

ক্বাওমি মূসা- ফাবাগা- 'আলাইহিম, ওয়া আ-তাইনা-হু মিনাল্ কুনূযি মা~ইন্না মাফা-তিহ্বাহূ লাতানূ—উ বিল্'উস্ববাতি
সম্প্রদায়ের থেকে কিন্তু সে তাদের উপর অত্যাচার করেছিল। আমি তাকে (প্রচুর) ধন ভাণ্ডার দিয়েছিলাম যে, তার (ভাণ্ডারের) চাবিসমূহ শক্তিশালী একদল লোকের পক্ষেও

اُولِى الْقُوَّةِ ق اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ

উলিল্ কুওয়তি, ইয্ ক্বা-লা লাহূ ক্বাওমুহূ লা- তাফ্রাহ্ ইন্নাল্লা-হা লা-ইউহ্বিব্বুল্ ফারিহ্বীন। ৭৭। ওয়াব্তাগি
বহন করা খুবই কষ্টকর ছিল। একবার তার সম্প্রদায় তাকে বলল, গর্ব করনা আল্লাহ গর্বকারীদেরকে পসন্দ করেন না। (৭৭) এবং আল্লাহ

فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ

ফীমা~আ-তা-কাল্লা-হুদ্ দা-রাল আ-খিরাতা ওয়ালা- তান্সা নাস্বীবাকা মিনাদ্ দুন্ইয়া-ওয়া আহ্বসিন্ কামা~
যা কিছু তোমাকে দান করেছেন তার দ্বারা পরকালের গৃহ (সওয়াব) তালাশ (অর্জন) কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না এবং আল্লাহ যেভাবে

اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ○

আহ্বসানাল্লা-হু ইলাইকা ওয়ালা তাব্গিল্ ফাসা-দা ফিল্ আরদ্বি ; ইন্নাল্লা-হা লা-ইউহ্বিব্বুল মুফসিদীন।
তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও তেমনিভাবে (সকলের প্রতি) দয়া কর, এবং দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চেওনা; আল্লাহ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না।

﴿٧٧﴾ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ط اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ

৭৮। ক্বা-লা ইন্নামা~উতীতুহূ 'আলা- 'ইল্মিন ইন্দী ; আওয়ালাম্ ইয়া'লাম্ আন্নাল্লা-হা ক্বাদ্ আহ্লাকা মিন্ ক্বাব্লিহী
(৭৮) কারুন বলল, এসব (সম্পদ) আমি আমার নিজস্ব জ্ঞান (কৌশল) বলে পেয়েছি। সেকি জানে না যে, আল্লাহ ধ্বংস করে

مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ط وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ

মিনাল কুরূনি মান্ হুওয়া আশাদ্দু মিনহু কুওয়্যাতাওঁ ওয়া আক্ছারু জাম্'আন ; ওয়ালা- ইউস্আলু 'আন্ যুনূবিহিমুল্
দিয়েছেন বহু দলকে তার পূর্বে, যারা তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং অধিক সম্পদ সঞ্চয়কারী ছিল? এবং গুনাহগারদেরকে তাদের গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা

الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ط قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ

মুজ্রিমূন। ৭৯। ফাখারাজা 'আলা- ক্বাওমিহী ফী যীনাতিহী ; ক্বা-লাল্লাযীনা ইউরীদূনাল্ হ্বাইয়া-তাদ্
হবে না। (৭৯) কারণ তার সৌন্দর্যসহ তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। পার্থিব জীবনের প্রত্যাশীরা বলতে লাগল, হায়! কারুনকে যেভাবে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৭) ঃ ولا تنس نصيبك - অর্থাৎ, পার্থিব বিষয়গুলো ভুলে যাবে না; বরং এর প্রতিও ন্যায়ভাবে খেয়াল রাখবে। যেমন, নিজের প্রতি, স্ত্রী, সন্তানাদি, আত্মীয়-স্বজন এবং মেহমান ইত্যাদি এদের হক যথাযথভাবে আদায় করবে। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৮) ঃ علم عندى - অর্থাৎ ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আমি পারদর্শী ও অভিজ্ঞ। সে কারণেই এ সম্পদ অর্জন করেছি। (কুঃ কারীম)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৮) ঃ ولا يسئل ঃ জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না। কেননা তাদের গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহ খুবই জানেন এবং ফিরিশতাদের কাছেও তাদের প্রত্যেকটি আমল লিখিত রয়েছে। (তাঃ ওসমানী) অথবা গুনাহগারদের কপালের চিহ্ন দেখেই বুঝা যাবে, জিজ্ঞেস করতে হবে না। অথবা তাদের কাছে কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না; বরং তারা বিনা হিসাবেই জাহান্নামে যাবে। (কাঃ কাদেরী)

الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ لا اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ

দুন্ইয়া- ইয়া-লাইতা লানা- মিছ্লা মা~উতিয়া ক্বা-রূনু ইন্নাহূ লাযূ হ্বাজ্জিন্ 'আজীম। ৮০। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা
(সম্পদ) দেয়া হয়েছে, আমাদেরকেও যদি অনুরূপ দেয়া হত! নিশ্চয়ই সে বড় ভাগ্যবান। (৮০) তার তারা বলল, যাদেরকে (পরকালের) জ্ঞান দান করা হয়েছে,

اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ج وَلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا

উতুল 'ইল্মা ওয়াইলাকুম ছাওয়া-বুল্লা-হি খাইরুল্ লিমান্ আ-মানা ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহ্বান্, ওয়ালা- ইউলাক্কা-হা~ইল্লাস্
তারা বলল, (হে দুনিয়া প্রত্যাশী) তোমাদের জন্য দুঃখ, যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহর প্রতিদানই সর্বোত্তম, এটা শুধু তারাই পাবে,

الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ قف فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ

স্বা-বিরূন। ৮১। ফাখাসাফ্না- বিহী ওয়া বিদা-রিহিল আর্দ্বা ফামা- কা-না লাহূ মিন্ ফিআতিইঁ ইয়ান্স্বুরূনাহূ
যারা ধৈর্যশীল। (৮১) অতঃপর আমি কারুনকে তার প্রসাদসহ যমীনে দাবিয়ে (বিলীন করে) দিলাম। তার (কারুনের) এমন কোন দল (লোকজন) ছিল না, যারা তাকে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ق وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ

মিন্ দূনিল্লা-হি, ওয়া মা- কা-না মিনাল্ মুন্তাস্বিরীন। ৮২। ওয়া আস্ববাহ্বাল্ লাযীনা তামান্নাও মাকা-নাহূ
সাহায্য করতে পারে, আল্লাহ ব্যতীত, আর সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না। (৮২) যারা আগের দিন তার মর্যাদায় পৌঁছার প্রত্যাশী ছিল।

بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ج

বিল্আম্সি ইয়াক্বূলূনা ওয়াইকাআন্নাল্লা-হা ইয়াব্সুতুর রিয্ক্বা লিমাইঁ ইয়াশা—উ মিন্ 'ইবা-দিহী ওয়া ইয়াক্বদিরু,
তারা আজ বলতে লাগল, আশ্চর্য! দেখলে তো, আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সঙ্কুচিত করে দেন।

৮ ع ৯ ১১ রুকূ

لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ط وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ

লাওলা~আম্ মান্নাল্লা-হু 'আলাইনা- লাখাসাফা বিনা-; ওয়াইকাআন্নাহূ লা-ইউফ্লিহুল্ কা-ফিরূন। ৮৩। তিল্কাদ্ দা-রুল্
যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া না করতেন, তবে আমাদেরকেও দাবিয়ে দিতেন। তোমরা কি দেখনা যে, কাফিরেরা সফল হয় না। (৮৩) এটি

الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ

আ-খিরাতু নাজ্ব'আলুহা- লিল্লাযীনা লা- ইউরীদূনা উলুওয়্যান্ ফিল্ আরদ্বি ওয়ালা- ফাসা-দান, ওয়াল্ 'আ-ক্বিবাতু
পরকালের সে গৃহ, যা আমি তাদেরকে দিব, যারা পৃথিবীতে অবাধ্য হতে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায় না। উত্তম পরিণাম

لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ج وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى

লিল্মুত্তাক্বীন। ৮৪। মান্ জা—আ বিল্ হ্বাসানাতি ফালাহূ খাইরুম্ মিন্হা- ওয়া মান্ জা—আ বিস্সাইয়্যিআতি ফালা- ইউজ্বযাল্
পরহেজগারদের জন্য। (৮৪) পুণ্য নিয়ে আসবে, তার জন্য রয়েছে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান এবং যে খারাপ কাজ নিয়ে আসবে,

○ টীকা (আঃ ৮১) ঃ মূসা (আ) কারুনকে যাকাত সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত বললেন, প্রতি একশত স্বর্ণ-মুদ্রায় একটি করে স্বর্ণ-মুদ্রা যাকাত প্রদান করা। সে হিসাব করে দেখলে, যাকাতের জন্য বহু মুদ্রা দিতে হয়। অবশেষে স্বীয় কাওমের সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করল যে, একটি দুশ্চরিত্রা রমণীর দ্বারা সম্প্রদায়ের সম্মুখে বলায় যে, মূসা (আ) স্ত্রীলোকের সহিত যেনা করেছে। একদা এক মজলিসে মূসা (আ) বললেন, যেনাকারীর শাস্তি বিবাহিত না হলে একশত দোর্‌রা এবং বিবাহিত হলে সঙ্গেসার। কারুন তখন পরামর্শ অনুযায়ী বলল, তুমি এই স্ত্রীলোকটির সহিত যেনা করেছ। মূসা (আ) স্ত্রীলোকটিকে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করলে সে অস্বীকার করলে। এ সম্বন্ধে মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলে যমীন গিলে ফেলল। অতঃপর তার সমস্ত ধন তার মাথার উপর ঢালা হলো, যমীন তাও গিলে ফেলল। (মুঃ কোঃ)

الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾ اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ

লাযীনা 'আমিলুস্ সাইয়িআ-তি ইল্লা- মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৮৫। ইন্নাল্ লাযী ফারাদ্বা 'আলাইকাল্ কুরআ-না
সে তার কর্ম অনুপাতেই প্রতিফল পাবে। (৮৫) যিনি তোমার উপর কুরআন (প্রচার ও তার অনুসরণ) ফরজ করেছেন, তিনি

لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٥﴾

লারা—দ্দুকা ইলা- মা'আ-দিন ; কুর্ রাব্বী~আ'লামু মান্ জা—আ বিল্হুদা- ওয়া মান্ হুওয়া ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন্।
তোমাকে পুনরায় ফিরিয়ে নিবেন প্রত্যাবর্তন স্থলে। বলুন, আমার প্রতিপালক তা খুব ভালভাবেই জানেন যে, কে হেদায়েতসহ এসেছে, আর কে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ﴿٨٦﴾

৮৬। ওয়া মা- কুন্তা তারজূ~আঁই ইউল্ক্বা~ইলাইকাল্ কিতা-বু ইল্লা- রাহ্মাতাম্ মির্ রাব্বিকা ফালা- তাকূনান্না
(৮৬) আপনিতো কখনও এ আশা করছিলেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এতো শুধু আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে মেহেরবানী। আপনি কখনও

ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ

জাহীরাল্ লিল্কা-ফিরীন। ৮৭। ওয়ালা- ইয়াস্বুদ্দুন্নাকা 'আন্ আ-ইয়া-তিল্লা-হি বা'দা ইয্ উন্যিলাত্ ইলাইকা ওয়াদ্'উ
কাফিরদের সাহায্যকারী হবেন না। (৮৭) তারা (কাফিরেরা) যেন আল্লাহর আয়াত (প্রচার) থেকে আপনাকে বিরত না রাখে, তা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পরে।

اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآ اِلٰهَ

ইলা- রাব্বিকা ওয়ালা- তাকূনান্না মিনাল্ মুশ্রিকীন্। ৮৮। ওয়ালা- তাদ্'উ মা'আল্লা-হি ইলা- হান্ আ-খারা, লা~ইলা-হা
আপনি আহ্বান করুন, আপনার প্রতিপালকের দিকে এবং কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৮৮) আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদকে ডেক না। তিনি ছাড়া

اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٨﴾

ইল্লা- হুওয়া, কুল্লু শাইয়িন্ হা-লিকুন্ ইল্লা- ওয়াজ্হাহূ ; লাহুল্ হুক্মু ওয়া ইলাইহি তুরজা'উন।
আর কোন মাবুদ নেই। তাঁর অস্তিত্ব ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল। কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

সূরা 'আনকাবূত মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৬৯
রুকূ ঃ ৭

﴿١﴾ الٓمّٓ ﴿٢﴾ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

১। আলিফ্ লা—ম্ মী—ম্। ২। আহাসিবান্না-সু আঁই ইউত্রাকূ~আঁই ইয়াকূলূ~আ-মান্না- ওয়া হুম্ লা- ইউফ্তানূন্।
(১) আলিফ-লা-ম-মীম; (২) মানুষেরা কি এ ধারণা করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, তাদের শুধু একথার ভিত্তিতেই, আমি তাদেরকে পরীক্ষা ব্যতীতই ছেড়ে দিব?

﴿٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ

৩। ওয়া লাক্বাদ্ ফাতান্নাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ফালাইয়া'লামান্নাল্লা-হুল্ লাযীনা স্বাদাক্বূ ওয়া লাইয়া'লামান্নাল্
(৩) আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ জেনে নিবেন তাদেরকে, যারা (তাদের ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী এবং তাদেরকেও

الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣﴾ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٤﴾

কা-যিবীন। ৪। আম্ হাসিবাল্লাযীনা ইয়া'মালূনাস্ সাইয়িআ-তি আঁই ইয়াস্বিকূনা-; সা—আ মা- ইয়াহ্কুমূন্।
জেনে নিবেন, যারা মিথ্যাবাদী। (৪) যারা খারাপ (পাপ) কাজ করে, তারা কি ধারণা করে যে, তারা আমার থেকে ভেগে যাবে? তাদের ধারণা কতইনা নিকৃষ্ট।

﴿٥﴾ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٥﴾ وَمَنْ

৫। মান্ কা-না ইয়ারজূ লিক্বা—আল্লা-হি ফাইন্না আজালাল্লা-হি লাআ-তিন ; ওয়া হুওয়াস্ সামী'উল 'আলীম। ৬। ওয়া মান্
(৫) যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার আশা রাখে, (তাকে বলে দিন) নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসবে। তিনি (আল্লাহ) সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (৬) আর যে

جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

জা-হাদা ফাইন্নামা- ইউজা-হিদু লিনাফ্সিহী ; ইন্নাল্লা-হা লাগানিইয়্যুন্ 'আনিল্ 'আ-লামীন। ৭। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্
পরিশ্রম করে, সে তো তার নিজের (কল্যাণের জন্য) পরিশ্রম করে, আল্লাহতো বিশ্বজগৎ হতে অমুখাপেক্ষী। (৭) যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ

الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧﴾

স্বা-লিহা-তি লানুকাফ্ফিরান্না 'আন্হুম সাইয়িআ-তিহিম্ ওয়ালা নাজ্যিয়ান্নাহুম আহ্সানাল্লাযী কা-নূ ইয়া'মালূন্।
করে, আমি তাদের খারাপ কাজগুলো অবশ্যই তাদের থেকে দূর করে দিব এবং তাদেরকে তাদের নেক কাজের উত্তম প্রতিদান দিব।

﴿٨﴾ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ

৮। ওয়া ওয়াস্বস্বাইনাল্ ইন্সা-না বিওয়া-লিদাইহি হুস্নান্ ; ওয়া ইন্ জা-হাদা-কা লিতুশ্রিকা বী মা- লাইসা
(৮) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ করেছি। হ্যাঁ যদি তারা তোমার প্রতি চাপ দেয়, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার বিষয় তোমার

لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾ وَالَّذِيْنَ

লাকা বিহী 'ইল্মুন্ ফালা- তুত্বি'হুমা- ; ইলাইয়্যা মারজি'উকুম ফাউনাব্বিউকুম বিমা- কুনতুম তা'মালূন। ৯। ওয়াল্লাযীনা
কোনই জ্ঞান নেই, তখন তুমি তাদের কথা মানবে না; তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব, যা কিছু তোমরা করছিলে। (৯) যারা

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ﴿٩﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ স্বা-লিহা-তি লানুদ্খিলান্নাহুম ফিস্ স্বা-লিহীন। ১০। ওয়া মিনান্ না-সি মাঁই ইয়াকূলু
ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদেরকে অবশ্যই পুণ্যবানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব। (১০) মানুষের মধ্যে কতিপয় এমন লোকও আছে, যারা বলে আমরা ঈমান এনেছি

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ

আ-মান্না- বিল্লা-হি ফাইয়া~উযিয়া ফিল্লা-হি জা'আলা ফিত্নাতান্ না-সি কা'আযা-বিল্লা-হি ; ওয়ালাইন্ জা—আ নাস্বরুম্
আল্লাহর প্রতি, কিন্তু যখন আল্লাহর রাস্তায় (চলার কারণে) তাদের কোন দুঃখ-কষ্ট এসে পৌঁছে, তখন তারা মানুষের কষ্টকে শাস্তির মত মনে করে। আর যদি কোন সাহায্য

○ টীকা (আঃ ৪) ঃ বস্তুতঃ বিশ্বাসের সহিত ইসলাম গ্রহণকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকে; বরং এতে তারা অধিকতর দৃঢ় হয়। আর যারা সাময়িক সুবিধা এড়াবার জন্য মুসলমান হয়, তারা এরূপ সময়ে ইসলাম ত্যাগ করে বসে। আর এরূপ কপটাচারীকে চিনে নেওয়াও এই পরীক্ষার এক উদ্দেশ্য। কেননা, কপটাচারীরা মুসলমানদের সাথে মিলিলে নানা প্রকার ক্ষতির আশংকা আছে। বিশেষতঃ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় এটা বিপজ্জনক। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৮) ঃ বস্তুতঃ সকল বস্তুই এরূপ এবং উহা উপাস্য না হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। (বঃ কোঃ)

○ শানে নুযূল (আঃ ৮) ঃ সা'আদ ইবনে আবিওয়াক্কাস (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর মাতা বললেন, পিতা-মাতার আদেশ পালন করা আল্লাহর নির্দেশ। তুমি ইসলাম ত্যাগ না করলে আমি অনাহারব্রত পালন করব। এ সম্বন্ধে আয়াতটি নাযিল হয়। (নুঃ কোঃ)

مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۝

মির্ রাব্বিকা লাইয়াক্বূলুন্না ইন্না- কুন্না- মা'আকুম ; আওয়া লাইসাল্লা-হু বিআ'লামা বিমা-ফী সুদূরিল্ 'আ-লামীন।
এসে যায় আপনার প্রতিপালকের, তখন তারা বলতে থাকে যে, আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা কিছু আছে, সে বিষয় আল্লাহর কি জানা নেই?

﴿١١﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

১১। ওয়া লাইয়া'লামান্নাল লা-হুল লাযীনা আ-মানূ ওয়া লাইয়া'লামান্নাল্ মুনা-ফিক্বীন। ১২। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ
(১১) আর আল্লাহ (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নিবেন, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এবং জেনে নিবেন মুনাফিকদেরকে। (১২) কাফিরেরা মুমিনদের বলে,

لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ

লিল্লাযীনা আ-মানুত্ তাবি'উ সাবীলানা- ওয়াল্‌নাহ্‌মিল্ খাত্বা-ইয়া-কুম; ওয়া মা-হুম্ বিহা-মিলীনা মিন্ খাত্বা-ইয়া-হুম
তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর; আমরা তোমাদের পাপসমূহ বহন করব। অথচ তারা তাদের পাপের কিছুই বহন

مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ

মিন্ শাইয়িন; ইন্নাহুম লাকা-যিবূন।১৩। ওয়া লাইয়াহ্‌মিলুন্না আছ্‌ক্বা-লাহুম ওয়া আছক্বা-লাম্ মা'আ আছক্বা-লিহিম্,
করবে না, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। (১৩) অবশ্যই তারা নিজেদের (পাপের) বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা; কিয়ামতের দিন

وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ

ওয়ালাইউস্‌আলুন্না ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি 'আম্মা- কা-নূ ইয়াফ্‌তারূন। ১৪। ওয়া লাক্বাদ্ আরসাল্‌না- নূহান ইলা- ক্বাওমিহী ফালাবিছা
অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে সে সম্পর্কে, যা তারা মিথ্যা বানিয়ে বলেছিল। (১৪) আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মাঝে

ع ১৩ রুকূ

فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٥﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ

ফীহিম্ আল্‌ফা সানাতিন্ ইল্লা- খাম্‌সীনা'আ-মান ; ফাআখাযাহুমুত্ব তূফা-নু ওয়া হুম জা-লিমূন। ১৫। ফাআন্‌জ্বাইনা-হু
সাড়ে নয় শত বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছিল। অতঃপর তাদেরকে তুফান (এসে) পাকড়াও করল আর তারা ছিল অত্যাচারী। (১৫) আমি তাঁকে ও নৌকার

وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا

ওয়াআস্‌হা-বাস্ সাফীনাতি ওজ্বা'আল্‌না-হা~আ-ইয়াতাল্ লিল্ 'আ-লামীন। ১৬। ওয়া ইব্রা-হীমা ইয্ ক্বা-লা লিক্বাওমিহি'বুদুল
আরোহীগণকে রক্ষা করেছিলাম এবং এ ঘটনাকে আমি বিশ্ববাসীর জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ করলাম। (১৬) আর ইবরাহীমের কথা শুনুন, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল যে,

اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

লা-হা ওয়াত্তাকূহু ; যা-লিকুম খাইরুল্লাকুম্ ইন্ কুনতুম্ তা'লামূন। ১৭। ইন্নামা- তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি
তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁকে ভয় কর; এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে। (১৭) তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত কেবল মূর্তিগুলোর

০ টীকা (আঃ ১২) ঃ 'আমরা তোমাদের গোনাহ্‌সমূহ বহন করব' মর্মে কাফেরগণের দাবি ছিল যে, তারা মুসলমানদের বলত আমরা তোমাদেরকে ধর্মের সত্যপথ প্রদর্শন করতেছি; এতদসত্ত্বেও তোমরা যদি আমাদের কোথায় সন্দিহান হও তবে আমরা আল্লাহর নিকট গিয়া তোমাদের জন্য জবাবদিহি করব। আর খোদা না করেন, যদি তোমাদের প্রতি শাস্তি বিধান হয় তা হলে আমরা তোমাদের শাস্তির অংশগ্রহণ করব। ০ বিশ্লেষণ (আঃ ১৩) ঃ مع اثقالهم - কাফির নেতৃবৃন্দ এবং ভ্রান্ত পথের দিকে আহ্বানকারীরা নিজেদের গুনাহর বোঝার সাথে তাদের বোঝাও বহন করবে যারা তাদের প্রচেষ্টায় ও আহ্বানে পথভ্রষ্ট হয়েছে। (কুঃ কারীম)

أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ

আওছা-নাওঁ ওয়া তাখ্‌লুকূনা ইফ্‌কান ; ইন্নাল্ লাযীনা তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি লা- ইয়াম্‌লিকূনা লাকুম
পূজা করছো এবং তোমরা মিথ্যা (কথা) উদ্ভাবন করতেছ। যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত পূজা কর, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়,

رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٨﴾ وَإِنْ

রিয্‌ক্বান ফাব্‌তাগূ 'ইন্‌দাল্লা-হির্ রিয্‌ক্বা ওয়া'বুদূহু ওয়াশ্‌কুরূ লাহূ ; ইলাইহি তুরজ্বা'উন। ১৮। ওয়া ইন্
সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে (তোমাদের) রিযিক চাও এবং তাঁরই ইবাদাত কর ও তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর; তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে। (১৮) আর তোমরা

تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

তুকায্‌যিবূ ফাক্বাদ্ কায্‌যাবা উমামুম্ মিন্ ক্বাব্‌লিকুম্ ; ওয়া মা-'আলার্ রাসূলি ইল্লাল্ বালা-গুল মুবীন।
যদি (নবীকে) অবিশ্বাস কর, তবে তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক দলই; (নবীকে) অবিশ্বাস করেছিল রাসূলের দায়িত্বতো শুধু প্রকাশ্যভাবে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়ে দেয়া।

﴿١٩﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

১৯। আওয়ালাম্ ইয়ারাও কাইফা ইউব্‌দিউল লা-হুল্ খাল্‌ক্বা ছুম্মা ইউ'ঈদুহূ ; ইন্না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীর।
(১৯) তারা কি দেখে না, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে প্রথমে সৃষ্টি করেন, অতঃপর আল্লাহ তাকে (মৃত্যু ঘটিয়ে) দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবেন? নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ।

﴿٢٠﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ

২০। ক্বুল্ সীরূ ফিল্ আরদ্বি ফান্‌জুরূ কাইফা বাদাআল্ খাল্‌ক্বা ছুম্মাল্লা-হু ইউন্‌শিউন্ নাশ্‌আতাল্
(২০) আপনি বলুন, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে প্রথমে সৃষ্টি করেন? অতঃপর আল্লাহই দ্বিতীয়বার নতুনভাবে

الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ۖ

আ-খিরাতা ; ইন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ২১। ইউ'আয্‌যিবু মাই ইয়াশা—উ ওয়া ইয়ার্‌হামু মাই ইয়াশা—উ
সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। (২১) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন এবং যাকে ইচ্ছা দয়া করবেন।

وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ وَمَا لَكُمْ

ওয়া ইলাইহি তুক্বলাবূন। ২২। আনতুম্ বিমু'জ্বিযীনা ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়ালা- ফিস্ সামা—ই, ওয়া মা- লাকুম
তাঁর নিকটেই তোমরা ফিরে যাবে। (২২) তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আকাশেও না।

مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ

ع ১৪ রুকূ

মিন্ দূনিল্লা-হি মিও ওয়ালিইয়্যিওঁ ওয়ালা- নাস্বীর। ২৩। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ওয়া লিক্বা—ইহী~
আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নেই এবং সাহায্যকারীও নেই। (২৩) যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে,

০ টীকা (আঃ ২০) ঃ যদিও আল্লাহ্ তা'আলার অপার ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, উভয় প্রকার সৃষ্টিই তাঁর পক্ষে সহজ, তথাপি প্রকাশ্যে বুঝা যায় যে, প্রথমবারের সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি অধিকতর সহজ। অথচ তারা প্রথমবারের সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহকে স্বীকার করে থাকে, দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি তদপেক্ষা সহজ, কাজেই এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।
০ টীকা (আঃ ২১) ঃ অর্থাৎ, এই শাস্তি প্রদান ও অনুগ্রহ করার ব্যাপারে অপর কারও কোন প্রভাব থাকবে না। কেননা, তোমরা সকলে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। অপর কারও নিকট নয় এবং তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ই নেই। কেননা, তোমরা পৃথিবীতেও খোদার হাতে ধরা না দিয়া পলায়ন করে তাঁকে অক্ষম করতে পার না। এবং আসমানে উড়েও না। (বঃ কোঃ)

أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ

উলা—ইকা ইয়াইস্ মির্ রাহ্মাতী ওয়া উলা—ইকা লাহুম 'আযা-বুন আলীম। ২৪। ফামা- কা-না জ্বাওয়া-বা
তারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয় এবং তাদের জন্য (রয়েছে) যন্ত্রণাময় শাস্তি। (২৪) তাদের সম্প্রদায়ের কোন জবাবই

قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

ক্বাওমিহী~ইল্লা~আন্ ক্বা-লুক্ব তুলূহ্ আও হ্বাররিক্বূহ্ ফাআন্জ্বা-হুল্লা-হু মিনান্ না-রি ; ইন্না ফী যা-লিকা
ছিল না, শুধু তারা বলল, 'তাকে হত্যা কর অথবা জ্বালিয়ে দাও'। অতঃপর আল্লাহ তাকে অগ্নি হতে রক্ষা করেছিলেন; নিশ্চয়ই এতে

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ

লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিঁই ইউ'মিনূন। ২৫। ওয়া ক্বা-লা ইন্নামাত্ তাখায্তুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি আওছা-নাম্ মাওয়াদ্দাতা
মুমিন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (২৫) ইব্রাহীম বলল, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার জন্য, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত

بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ

বাইনিকুম ফিল হ্বাইয়া-তিদ্ দুন্ইয়া-, ছুম্মা ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইয়াক্ফুরু বা'দ্বুকুম্ বিবা'দ্বিও ওয়া ইয়াল্'আনু
মূর্তিগুলোকে (খোদা হিসেবে) গ্রহণ করেছ; পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অন্যকে

بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ۘ وَقَالَ

বা'দ্বুকুম্ বা'দ্বাওঁ ওয়া মা'ওয়া-কুমুন্ না-রু ওয়া মা- লাকুম্ মিন্ না-স্বিরীন। ২৬। ফাআ-মানা লাহূ লূত্বুন। ওয়া ক্বা-লা
অভিশাপ দিবে। তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনই সাহায্যকারী হবে না। (২৬) লূত ইবরাহীমের প্রতি ঈমান এনেছিল। ইবরাহীম বলল,

إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

ইন্নী মুহা-জ্বিরুন্ ইলা-রাব্বী ; ইন্নাহূ হুওয়াল্ 'আযীযুল হ্বাকীম। ২৭। ওয়া ওয়াহাব্না- লাহূ~ইস্হ্বা-ক্বা ওয়াইয়া'ক্বূবা
আমি দেশ ছেড়ে যাচ্ছি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞময়। (২৭) আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম, ইসহাক ও ইয়াকুব

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ

ওয়া জ্বা'আল্না- ফী যুররিয়্যাতিহিন্ নুবুওয়্যাতা ওয়াল্কিতা-বা ওয়া আ-তাইনা-হু আজ্বরাহূ ফিদ্ দুন্ইয়া-, ওয়া ইন্নাহূ ফিল আ-খিরাতি
এবং রেখে দিয়েছি তার বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব এবং তাকে আমি ইহকালে প্রতিদান দিয়েছিলাম। আর নিশ্চয়ই সে

لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم

লামিনাস্ব স্বা-লিহ্বীন্। ২৮। ওয়া লূত্বান্ ইয্ ক্বা-লা লিক্বাওমিহী ~ইন্নাকুম লাতা'তূনাল্ ফা-হ্বিশাতা মা- সাবাক্বাকুম্
পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। (২৮) লূতের কাহিনীও বর্ণনা করুন, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজে লিপ্ত, যা তোমাদের পূর্বে

○ টীকা (আঃ ২৬) ঃ লূত (আ) ইবরাহীম (আ)-এর ভাগিনা বা ভাতিজা ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিকুণ্ড হতে নিরাপদে বের হয়ে আসলে তিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। (মুঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৭) ঃ অতএব, তিনি লূত (আ) ও সারাকে নিয়ে শাম দেশের দিকে হিজরত করে চলে যান। তথা হতে লূত (আ) মু'তাফেকাহ্ নামক স্থানে গমন করেন। হিজরতের সময় ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ৭৫ বৎসর ছিল। এই বৎসরেই বিবি হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর ১২০ বৎসর বয়সকালে বিবি সারার গর্ভে হযরত ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন। (মুঃ কোঃ)
○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৮) ঃ قال انى مهاجر -এ কথাটি কারো মতে, হযরত লূত (আ) বলেছিলেন। কারো মতে, হযরত ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন। কারো মতে, উভয়ই হিজরত করেছিলেন। (কুঃ কারীম)

بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۙ

বিহা- মিন্ আহ্বাদিম্ মিনাল্ 'আ-লামীন। ২৯। আইন্নাকুম লাতা'তূনার্ রিজ্বা-লা ওয়া তাক্বত্বা'ঊনাস্ সাবীলা
পৃথিবীতে অন্য আর কেউ করেনি। (২৯) তোমরা কি পুরুষদের কাছে (অশ্লীল কাজের উদ্দেশ্যে) গমন কর এবং তোমরা কি রাজপথে সন্ত্রাসী কর, আর তোমরা কি

وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا

ওয়া তা'তূনা ফী না-দীকুমুল মুন্কারা ; ফামা- কা-না জ্বাওয়া-বা ক্বাওমিহী~ইল্লা~আন্ ক্বা-লু'তিনা-
তোমাদের মজলিসের মধ্যে (প্রকাশ্যে) নিকৃষ্ট কাজ কর? তার সম্প্রদায়ের (এ ব্যাপারে) কোনই জবাবই ছিল না, শুধু তারা বলল, আমাদের কাছে

بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ

বি'আযা-বিল্লা-হি ইন্ কুন্তা মিনাস্ব স্বা-দিক্বীন। ৩০। ক্বা-লা রাব্বিন্ স্বুরনী 'আলাল্ ক্বাওমিল্
আল্লাহর শাস্তি নিয়ে আস, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। (৩০) লূত বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে পাপাচারী সম্প্রদায়ের মোকাবেলায়

الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ

মুফ্সিদীন। ৩১। ওয়া লাম্মা- জ্বা—আত্ রুসুলুনা~ইব্রা-হীমা বিল্বুশ্রা- ক্বা-লূ~ইন্না- মুহ্লিকূ~আহ্লি
সাহায্য করুন। (৩১) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতা ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলেছিল, আমরা এ জনপদের অধিবাসীদের

هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ

হা-যিহিল্ ক্বারইয়াতি, ইন্না আহ্লাহা- কা-নূ জ্বা-লিমীন। ৩২। ক্বা-লা ইন্না ফীহা- লূত্বান্ ; কা-লূ নাহ্নু আ'লামু
বিনাশ করব। নিশ্চয় এখানের অধিবাসীরা অত্যাচারী। (৩২) ইবরাহীম বলল, এখানে তো লূত আছে, ফেরেশতারা বলল, আমরা খুবই ভাল জানি, সেখানে যারা

بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا أَن

বিমান্ ফীহা- লানুনাজ্জিয়ান্নাহূ ওয়া আহ্লাহূ~ইল্লাম্ রাআতাহূ কা-নাত্ মিনাল্ গা-বিরীন। ৩৩। ওয়া লাম্মা~আন্
আছে (তাদের সম্পর্কে)। আমরা রক্ষা করব তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে, কিন্তু তার স্ত্রী ব্যতীত; সে (স্ত্রী) তো থাকবে পশ্চাদ্বর্তীদের মধ্যে। (৩৩) যখন লূতের নিকট

جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ

জ্বা—আত্ রুসুলুনা- লূত্বান্ সী—আ বিহিম্ ওয়া দ্বা-ক্বা বিহিম যার'আওঁ ওয়া ক্বা-লূ লা-তাখাফ্ ওয়ালা- তাহ্যান্,
আমার প্রেরিত রাসূল পৌঁছল, তখন সে তাদেরকে দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং তাদের (অতিথেয়তার) ব্যাপারে সংকটে পড়ে যায়। তারা বলল, ভয় কর না এবং চিন্তিত

إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ

ইন্না-মুনাজ্জূকা ওয়া আহ্লাকা ইল্লাম্ রাআতাকা কা-নাত্ মিনাল্ গা-বিরীন। ৩৪। ইন্না- মুন্যিলূনা 'আলা~
হয়ো না, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করব, কিন্তু শুধু তোমার স্ত্রী ব্যতীত। সে তো পশ্চাদ্বর্তীদের মধ্যে থাকবে। (৩৪) আমরা

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ وتقطعون السبيل - অর্থাৎ পথিকদের পাকড়াও করে তাদের সাথে তোমরা অশ্লীল কাজ করে থাক, তোমরা পথিকদের মালামাল লুট করে থাক এবং তাদেরকে হত্যা করে দাও। এসব কারণে রাস্তায় যাতায়াত বন্ধ হয়ে যেত এবং এ বন্ধের কারণ তোমরাই। (কুঃ কারীম)
○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩২) ঃ من الغبرين - অর্থাৎ সে (স্ত্রী) পশ্চাদ্বর্তীদের মধ্যে থাকবে এবং তাদের সাথে ধ্বংস হবে। কেননা, সে মুমিন ছিল না; বরং ওদের সহযোগী ছিল। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৩) ঃ سيء بهم - অর্থাৎ লূত (আ), চরিত্রবান ও সুন্দর চেহারার অধিকারী মেহমানদেরকে অসৎ চরিত্রের সম্প্রদায় থেকে বাঁচানোর জন্য কোন পথ না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং তাদের মেহমানদারীর ব্যাপারেও সংকটে পড়ে যান। অর্থাৎ না বিদায় দিতে পারেন, না নিরাপদে রাখতে পারেন।

أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ﴿٣٤﴾ ولقد تركنا منها آية

আহ্‌লি হা-যিহিল্ ক্বারইয়াতি রিজ্‌যাম্ মিনাস্ সামা—ই বিমা- কা-নূ ইয়াফ্‌সুকূন। ৩৫। ওয়া লাক্বাত্ তারাক্না- মিন্‌হা~আ-ইয়াতাম্
এ জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ হতে শাস্তি অবতীর্ণ করব। কারণ, তারা ছিল পাপাচারী। (৩৫) নিশ্চয়ই আমি সে জনপদটিকে একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত বানিয়ে রেখেছি,

بينة لقوم يعقلون ﴿٣٥﴾ وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يقوم اعبدوا الله

বাইয়্যিনাতাল্ লিক্বাওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন। ৩৬। ওয়া ইলা- মাদ্‌ইয়ানা আখা-হুম শু'আইবান্ ফাক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি'বুদুল্লা-হা
জ্ঞানবানদের জন্য। (৩৬) আমি মাদায়েনে অধিবাসীদের প্রতি তার ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করলাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর এবং

وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين ﴿٣٦﴾ فكذبوه فأخذتهم

ওয়ার্‌জুল্ ইয়াওমাল্ আ-খিরা ওয়ালা- তা'ছাও ফিল্ আরদ্বি মুফ্‌সিদীন। ৩৭। ফাকায্‌যাবূহু ফাআখাযাত্ হুমুর্
পরকাল দিবসের প্রতীক্ষায় থাক। আর পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি কর না। (৩৭) কিন্তু এরপরেও তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও

الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ﴿٣٧﴾ وعادا وثمود وقد تبين لكم من

রাজ্‌ফাতু ফাআস্ববাহূ ফী দা-রিহিম জ্বা-ছিমীন। ৩৮। ওয়া 'আ-দাওঁ ওয়া ছামূদা ওয়া ক্বাত্ তাবাইয়্যানা লাকুম্ মিম্
করল। ফলে তারা তাদের গৃহে উপুড় মুখ হয়ে (মৃত অবস্থায়) পড়ে রইল। (৩৮) আমি আদ ও সামূদকে ধ্বংস করেছিলাম এবং তোমাদের শিক্ষার জন্য প্রকাশ্যভাবে

مسكنهم وزين لهم الشيطن أعملهم فصدهم عن السبيل وكانوا

মাসা-কিনিহিম, ওয়া যাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বা-নু আ'মা-লাহুম ফাস্বাদ্দাহুম 'আনিস্ সাবীলি ওয়া কা-নূ
রয়েছে তাদের কিছু আবাস স্থল। শয়তান তাদেরকে তাদের (খারাপ) কাজগুলো সুসজ্জিত করে দেখিয়ে ছিল এবং তাদেরকে (আল্লাহর) পথে (যেতে) বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা

مستبصرين ﴿٣٨﴾ وقارون وفرعون وهامن ولقد جاءهم موسى بالبينت

মুস্‌তাব্‌স্বিরীন। ৩৯। ওয়া ক্বা-রূনা ওয়া ফির'আওনা ওয়া হা-মা-না, ওয়া লাক্বাদ্ জ্বা—আহুম মূসা- বিল্‌বাইয়্যিনা-তি
ছিল জ্ঞান গরিমায় অভিজ্ঞ। (৩৯) (হে নবী স্মরণ করুন!) কারুন, ফিরআউন ও (তার মন্ত্রী) হামানের কথা। নিশ্চয়ই মূসা তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন (মুজেযা)সহ এসেছিল,

فاستكبروا في الأرض وما كانوا سبقين ﴿٣٩﴾ فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من

ফাস্‌তাক্‌বারূ ফিল্ আরদ্বি ওয়ামা- কা-নূ সা-বিক্বীন। ৪০। ফাকুল্লান্ আখায্‌না- বিযাম্‌বিহী ফামিন্‌হুম মান্
এরপরেও তারা পৃথিবীতে খুবই অহংকার করত। কিন্তু তারা আমার (শাস্তি) থেকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। (৪০) তাদের প্রত্যেককেই তাদের গুনাহের জন্য আমি

أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به

আরসাল্‌না-'আলাইহি হ্বা-স্বিবান, ওয়া মিন্‌হুম্ মান্ আখাযাত্‌হুস্ব্ স্বাইহ্বাতু, ওয়া মিন্‌হুম্ মান্ খাসাফ্‌না- বিহিল্
পাকড়াও করেছিলাম। তাদের কতকের উপর আমি বর্ষণ করেছিলাম ঘূর্ণিকড় আকারে শিলা বৃষ্টি এবং তাদের কতককে বিকট আওয়াজ পাকড়াও করেছিল এবং তাদের মধ্যে

○ টীকা (আঃ ৩৭) ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার নির্ধারিত শাস্তি তাদেরকে এরূপ অবসর দেয় নি যে, তারা সে অবসরে অন্যত্র সরে পড়ে; বরং তারা যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪০) ঃ حاصبا -এরা লূত সম্প্রদায়। কারো মতে, 'আদ সম্প্রদায়।
صيحة -এরা সামূদ সম্প্রদায় এবং মাদায়েনবাসীও। خسفنا - অর্থাৎ কারুনকে তার বানানো প্রাসাদসহ যমীনে দাবিয়ে দেয়া হয়েছিল।
اغرقنا - ফেরাউন, হামান ও তার সৈন্যবাহিনী। কারো মতে, নূহের (আ) সম্প্রদায় এর অন্তর্ভুক্ত। (তাঃ ওসমানী)

الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم

আরদ্বা, ওয়া মিনহুম্ মান্ আগ্‌রাক্বনা-, ওয়ামা- কা-নাল্লা-হু লিইয়াজ্‌লিমাহুম ওয়ালা-কিন্ কা-নূ~আন্‌ফুসাহুম
কতককে আমি দাবিয়ে দিয়েছি যমীনে, আর কতককে আমি (সমুদ্রে) ডুবিয়ে ছিলাম। আল্লাহ তাদের প্রতি মোটেই অবিচার করেন নি; বরং তারাই

يظلمون ﴿٤٠﴾ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت

ইয়াজ্‌লিমূন। ৪১। মাছালুল্ লাযীনাত তাখায্ মিন্ দূনিল্লা-হি আওলিয়া—আ কামাছালিল্ 'আন্‌কাবূতি,
তাদের প্রতি অবিচার করেছিল। (৪১) যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের উদাহরণ

اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون

ইত্তাখাযাত্ বাইতান্ ; ওয়া ইন্না আওহানাল্ বুয়ূতি লা বাইতুল্ 'আন্‌কাবূতি। লাও কা-নূ ইয়া'লামূন।
মাকড়সা, সে নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করে, অথচ সব ঘরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ঘর মাকড়সারই ঘর। যদি তারা জানত!

﴿٤١﴾ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم

৪২। ইন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা- ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিহী মিন্ শাইয়্যিন ; ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হ্বাকীম।
(৪২) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের জানেন, যাদেরকে তারা আল্লাহর পরিবর্তে ডাকে। তিনি (আল্লাহ) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

﴿٤٢﴾ وتلك الأمثل نضربها للناس وما يعقلها إلا العلمون ﴿٤٣﴾ خلق الله

৪৩। ওয়া তিল্‌কাল্ আম্‌ছা-লু নাদ্বরিবুহা-লিন্না-সি, ওয়া মা- ইয়া'ক্বিলুহা ~ইল্লাল্ 'আ-লিমূন। ৪৪। খালাক্বাল্লা-হুস্
(৪৩) আমি এ উদাহরণগুলো মানুষদের জন্য বর্ণনা করি। আর এগুলো একমাত্র তারাই বুঝে যারা জ্ঞানবান। (৪৪) আল্লাহ সৃষ্টি

السموت والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা বিল্‌হ্বাক্বক্বি ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লিল্‌মু'মিনীন্।
করেন আকাশ ও পৃথিবী সঠিকভাবে নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে মুমিনগণের জন্য নিদর্শন।

○ টীকা (আঃ ৪১) ঃ আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে অবিশ্বাসী মুশরিকদেরকে এক আল্লাহর পরিবর্তে কাল্পনিক মূর্তিগুলির উপাসনার কল্যাণের তুলনা মাকড়াসার জালের সঙ্গে করেছেন। মাকড়াসা যেমন গৃহ নির্মাণ করে অর্থাৎ জাল বিস্তার করে মনে করে, এটা আমাদের স্থায়ী গৃহ এবং আশ্রয়ের জন্য যথেষ্ট। অথচ তা সামান্য বাতাসের ধাক্কা কিংবা ঝাড়ুর আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তেমনি মুশরিকদের কাল্পনিক উপাস্যদের পরিণতিও তাই। যারা নিজেদের বিন্দু মাত্র উপকার করতে সক্ষম নয়, তারা কিভাবে অন্যদের পরিত্রাণে সাহায্য করবে। এটা তাদের নিছক নির্বুদ্ধি ছাড়া আর কি হতে পারে? (মাঃ কুঃ)

○ টীকা (আঃ ৪৩) ঃ মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তাওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল জ্ঞানীগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তা-ভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে প্রকাশ পায় না।

আল্লাহর কাছে জ্ঞানী কে? ঃ ইমাম বগভী হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী, যে আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাঁর এবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলে কেউ আল্লাহর কাছে জ্ঞানী (আলিম) হয় না, যে পর্যন্ত কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কোরআন অনুযায়ী আমল না করে। মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে তাদেরকেই জ্ঞানী বলেছেন, যারা আল্লাহ ও রাসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বোঝে। হযরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌঁছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই।

﴿٤٤﴾ اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ

৪৫। উত্লু মা~উহ্য়া ইলাইকা মিনাল্ কিতা-বি ওয়া আক্বিমিস্ব্ স্বালা-তা ; ইন্নাস্ব স্বালা-তা তান্হা- 'আনিল্
(৪৫) যে কিতাব আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আবৃত্তি করুন এবং নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয়ই নামাজ বিরত রাখে

الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَا

ফাহ্শা—ই ওয়াল্ মুন্কারি; ওয়া লাযিক্রুল্লা-হি আক্বারু ; ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু মা-তাস্বনা'উন। ৪৬। ওয়ালা-
অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে। আল্লাহর যিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ (আমল)। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন। (৪৬) তোমরা

تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ

তুজা-দিলূ~আহ্লাল্ কিতা-বি ইল্লা- বিল্লাতী হিয়া আহ্সানু, ইল্লাল্লাযীনা জালামূ মিন্হুম
উত্তম পন্থা ব্যতীত; কিতাবীদের সাথে ঝগড়া করবে না কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অন্যায়কারী, তাদের সাথে করতে পার; এবং

وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ

ওয়া কূলূ~আ-মান্না- বিল্লাযী~উন্যিলা ইলাইনা- ওয়া উন্যিলা ইলাইকুম ওয়া ইলা-হুনা- ওয়া ইলা-হুকুম ওয়া-হিদুঁও
বলুন, আমাদের তো সে কিতাবের প্রতি বিশ্বাস আছে, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমাদের ও তোমাদের মা'বূদ তো

وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ

ওয়া নাহ্নু লাহূ মুস্লিমূন। ৪৭। ওয়া কাযা-লিকা আন্যাল্না~ইলাইকাল্ কিতা-বা, ফাল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল
একজনই এবং আমরা সবই তার প্রতি আত্মসমর্পণকারী। (৪৭) এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি। যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তার

الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا

কিতা-বা ইউ'মিনূনা বিহী, ওয়া মিন্ হা~উলা—ই মাইঁ ইউ'মিনু বিহী ; ওয়া মা- ইয়াজ্হাদু বিআ-ইয়া-তিনা~ইল্লাল্
প্রতি ঈমান রাখে এবং এদের (মুশরিকদের) মধ্যে হতেও কতিপয় এর প্রতি ঈমান রাখে। শুধু মাত্র কাফিরেরাই আমার আয়াতকে

الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا

কা-ফিরূন। ৪৮। ওয়ামা- কুন্তা তাত্লূ মিন্ ক্বাব্লিহী মিন্ কিতা-বিঁও ওয়ালা- তাখুত্তুহূ বিয়ামীনিকা ইযাল্
অস্বীকার করে। (৪৮) হে মুহাম্মদ (স)! আপনি এর পূর্বে আর কোন কিতাব আবৃত্তি করেন নি এবং কোন কিতাবও আপনার হাত দ্বারা লিখেননি যে, বাতিল পন্থীরা

لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ

লার্তা-বাল্ মুব্ত্বিলূন। ৪৯। বাল্ হুওয়া আ-ইয়া-তুম বাইয়্যিনা-তুন ফী স্বুদূরিল্ লাযীনা উতুল 'ইল্মা ;
(কুরআনের ব্যাপারে) সন্দেহ করবে। (৪৯) তবে এ কুরআন তাদের অন্তরে স্পষ্ট নির্দশন (হিসেবে রক্ষিত) যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৫) ঃ ولذكر الله اكبر - [আল্লাহর সর্বশেষ (আমল)] অর্থাৎ অশ্লীল ও গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে নামাজের চেয়েও আল্লাহর যিকির অধিক ফলদায়ক। কারণ, মানুষ যখন পর্যন্ত নামাজে থাকে, ততক্ষণ অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে, নামাজের পরে এর ততটা প্রভাব থাকে না। কিন্তু সর্বদা আল্লাহর যিকির (স্মরণ) করার দ্বারা, আল্লাহর যিকিরই, তাকে অশ্লীল ও গুনাহের কাজ থেকে সর্ব সময়ের জন্য বিরত রাখে। তাই বান্দার উচিত কখনও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না থাকা। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৬) ঃ انزل البنا - অর্থাৎ কুরআন মাজীদ انزل البكم তাওরাত ইঞ্জিল ও যাবুর। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৭) ঃ يؤمنون - যারা আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) প্রমুখকে বুঝান হয়েছে।

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ

ওয়ামা- ইয়াজ্হাদু বিআ-ইয়া-তিনা~ইল্লাজ্ জা-লিমূন। ৫০। ওয়া ক্বা-লূ লাওলা~উন্যিলা 'আলাইহি আ-ইয়া-তুম্ মির্ রাব্বিহী ;
আমার আয়াতের অস্বীকারকারী, জালিম ব্যতীত আর অন্য কেউই নয়। (৫০) তারা বলে, এর উপর কোন নিদর্শন তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কেন অবতীর্ণ করা হয় না?

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا

কুল ইন্নামাল্ আ-ইয়া-তু 'ইন্দাল্লা-হি ; ওয়া ইন্নামা~আনা নাযীরুম্ মুবীন। ৫১। আওয়া লাম্ ইয়াক্ফিহিম আন্না~আন্যাল্না-
বলুন, নিদর্শনতো সব আল্লাহর কাছে; আমিতো শুধু একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী। (৫১) তাদের জন্য এটাকি যথেষ্ট নয় যে, আমি

৫ ২৭ ১ রুকূ

عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

'আলাইকাল্ কিতা-বা ইউত্লা-, 'আলাইহিম ; ইন্না ফী যা-লিকা লারাহ্মাতাওঁ ওয়া যিক্রা- লিক্বাওমিঁই ইউ'মিনূন।
আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়? তার মধ্যে রয়েছে মুমিন লোকদের জন্য, করুণা ও উপদেশ।

﴿٥١﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَ

৫২। কুল্ কাফা- বিল্লা-হি বাইনী ওয়া বাইনাকুম শাহীদান ; ইয়া'লামু মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ; ওয়াল
(৫২) বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর স্বাক্ষ্য থাকাই যথেষ্ট; তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই জানেন; এবং

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ

লাযীনা আ-মানূ বিল্ বা-ত্বিলি ওয়া কাফারূ বিল্লা-হি, উলা—ইকা হুমুল খা-সিরূন। ৫৩। ওয়া ইয়াস্তা'জিলূনাকা
যারা মিথ্যায় বিশ্বাস রাখে আর আল্লাহর সাথে কুফরী করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৫৩) তারা আপনার কাছে দ্রুত কামনা করে

بِالْعَذَابِ ؕ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ

বিল্ 'আযা-বি ; ওয়া লাওলা~আজালুম্ মুসাম্মাল্ লাজ্বা—আহুমুল 'আযা-বু ; ওয়ালা ইয়া'তিইয়ান্নাহুম বাগ্তাতাওঁ ওয়া হুম
শাস্তি। যদি আমার পক্ষ থেকে (শাস্তির) সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে তাদের উপর শাস্তি এসে যেত। অবশ্যই তাদের উপর (শাস্তি) আকস্মাৎ আসবে, অথচ

لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝

লা- ইয়াশ'উরূন। ৫৪। ইয়াস্তা'জিলূনাকা বিল 'আযা-বি ; ওয়া ইন্না জ্বাহান্নামা লামুহীত্বাতুম্ বিল কা-ফিরীন।
তারা (তা) বুঝতেও পারবে না। (৫৪) তারা আপনাকে শাস্তি দ্রুত নিয়ে আসতে বলে, নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে ঘেরাও করে রাখবে।

﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا

৫৫। ইয়াওমা ইয়াগ্শা-হুমুল 'আযা-বু মিন্ ফাওক্বিহিম ওয়া মিন্ তাহ্তি আর্জুলিহিম ওয়া ইয়াক্বূলু যূক্ব
(৫৫) সেদিন শাস্তি তাদেরকে তাদের (মাথার) উপর ও পায়ের নীচ হতে ঢেকে রাখবে, এবং আল্লাহ বলবেন, এখন তোমাদের কৃত

○ টীকা (আঃ ৫১) ঃ বারবার শুনাবার স্বার্থকতা এই যে, একবার শ্রবনে তার অলৌকিকতার উপলব্ধি না হলে তৎপরে অবশ্যই হবে। পক্ষান্তরে কোরআন ব্যতীত অন্য কোন মু'জেযায় এই সুবিধা হত না; কেননা, সে গুলোর অস্বাভাবিকতা গুন কোরআনের ন্যায় স্থায়ী হত না। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৫১) ঃ রহমত এই যে, এতে আল্লাহর আহকাম শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা নিছক হিতকর। আর উপদেশ এই যে, এতে নেক নেক কাজের প্রতি উৎসাহ এবং পাপকার্য হতে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৫৩) ঃ অর্থাৎ, মৃত্যু এবং কিয়ামতের মধ্যবর্তী কালে নমুনাস্বরূপ আযাব প্রত্যক্ষ করলেও কিয়ামতের শাস্তি অধিকতর কঠোর হবে। তদ্রূপ কঠোর শাস্তি কখনও দেখে নি। সুতরাং কিয়ামতের শাস্তি সম্বন্ধে তখন দিব্য জ্ঞান জন্মিলেও প্রত্যক্ষ করা আকস্মাৎই হবে। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৫) ঃ ويقول - আল্লাহ তায়ালা অথবা ফিরিশতাগণ বলবেন।

مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ يَٰعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ

মা- কুন্তুম তা'মালূন। ৫৬। ইয়া- 'ইবা-দিয়াল্ লাযীনা আ-মানূ~ইন্না আরদ্বী ওয়া-সি'আতুন ফাইয়্যা-ইয়া
কর্মের প্রতিফল ভোগ কর। (৫৬) হে আমার মুমিন বান্দাগণ! আমার পৃথিবী খুবই প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা শুধু আমারই

فَاعْبُدُونِ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝ وَالَّذِينَ

ফা'বুদূন। ৫৭। কুল্লু নাফ্সিন যা—ইক্বাতুল মাওতি, ছুম্মা ইলাইনা-তুরজা'উন। ৫৮। ওয়াল্লাযীনা
ইবাদাত কর। (৫৭) প্রতিটি জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, অতঃপর আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫৮) যারা ঈমান আনে

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি লানুবাওয়্যি আন্নাহুম মিনাল্ জান্নাতি গুরাফান্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্‌তিহাল আনহা-রু
ও সৎকাজ করে, তাদেরকে আমি অবশ্যই স্থান দিব জান্নাতের সে সুউচ্চ স্থানে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী

خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

খা-লিদীনা ফীহা- ; নি'মা আজ্‌রুল্ 'আ-মিলীন। ৫৯। আল্লাযীনা স্বাবারূ ওয়া 'আলা-রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালূন।
ভাবে বসবাস করবে; কতইনা উত্তম প্রতিদান পুণ্যবানদের। (৫৯) যারা ধৈর্য্যধারণ করে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রতি ভরসা রাখে।

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ

৬০। ওয়া কাআইয়্যিম মিন্ দা—ব্বাতিন লা- তাহ্‌মিলু রিয্‌ক্বাহা-, আল্লা-হু ইয়ারযুকুহা- ওয়া ইয়্যা-কুম, ওয়া হুওয়াস্ সামী'উল
(৬০) অনেক জীব জন্তু তো এমনও আছে যারা তাদের রিযিক সংগ্রহ করার শক্তি রাখে না। আল্লাহই তাদের ও তোমাদের রিযিক দিয়ে থাকেন, তিনি সর্বশ্রোতা,

الْعَلِيمُ ۝ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

'আলীম। ৬১। ওয়া লাইন্ সাআল্‌তাহুম্ মান্ খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা ওয়া সাখ্‌খারাশ শাম্‌সা
সর্বজ্ঞাত। (৬১) যদি আপনি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী? এবং কে সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে লাগিয়েছেন?

وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ

ওয়াল্ ক্বামারা লাইয়াকূলুন্নাল্লা-হু, ফাআন্না- ইউ'ফাকূন। ৬২। আল্লা-হু ইয়াবসুতুর রিয্‌ক্বা লিমাই ইয়াশা—উ মিন্
তবে তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহই। এরপরেও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে। (৬২) আল্লাহ রিযিক প্রশস্ত করে দেন যাকে ইচ্ছা করেন এবং যাকে ইচ্ছা

عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ

'ইবা-দিহী ওয়া ইয়াক্বদিরু লাহূ ; ইন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়িন 'আলীম। ৬৩। ওয়া লাইন্ সাআল্‌তাহুম্ মান্ নায্‌যালা
তার জন্য (রিযিক) সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ই অবগত আছেন। (৬৩) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৬) ঃ ارضى واسعة - অর্থাৎ মক্কার কাফিরেরা যদি তোমাদের ইবাদতে বাধা দেয়, তবে আল্লাহর যমীন সংকীর্ণ নয়। তোমরা অন্যত্র গিয়ে আল্লাহর ইবাদত কর। মুসলমানগণ প্রথমে মক্কা থেকে হাবশায় পরে মদীনায় হিজরত করেন। ○ টীকা (আঃ ৬০) ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি তখন নবদীক্ষিত মুসলমানগণ সর্বত্র কাফিরগণের প্রভাবাধীন থাকত। তারা মুসলমানদেরকে একক আল্লাহর উপাসনা করতে নিষেধ করত। এসব কারণে আল্লাহর ইঙ্গিত মোতাবেক হযরত রাসূল (স) কতিপয় মুসলমানসহ মদীনায় গমন করলেন। অবশিষ্ট মুসলমান অন্ন সংস্থানের আশঙ্কায় পূর্বের ন্যায় কাফিরগণের আধিপত্য স্বীকার করে মক্কায় অবস্থান করতে লাগল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর নির্দেশ হলো– 'তোমরা জীবিকার্জনের লালসায় কাফিরগণের বশ্যতা স্বীকার করিতেছ কেন? আমিত তোমাদের আহারের সংস্থানকারী, অতএব তোমরা তাদের প্রভাবাধীন হতে বহির্গত হয়ে পড়'। আল্লাহর রাজাসীমার অন্ত নেই আর ফকীরের পদক্ষেপের বিরাম নেই। (কুঃ করীম)

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ

মিনাস্ সামা—ই মা—আন্ ফাআহ্ইয়া- বিহিল্ আরদ্বা মিম্ বা'দি মাওতিহা- লাইয়াকূলুন্নাল্লা-হু ; কুলিল্
যমীন মৃত্যু (শুষ্ক) হয়ে যাবার পরে, আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে পুনরায় তা জীবিত (সতেজ) কে করেন? তবে তারা এটাই বলবে যে, আল্লাহ। আপনি বলুন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ

হ্বাম্‌দু লিল্লা-হি ; বাল্ আক্‌ছারুহুম লা- ইয়া'ক্বিলূন। ৬৪। ওয়া মা- হা-যিহিল্ হ্বাইয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া~ইল্লা- লাহ্‌উওঁ
সব প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অনেকেই তা বুঝে না। (৬৪) এ পার্থিব জীবনতো শুধু মাত্র খেল তামাশার (জীবন);

وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا

ওয়া লা'ইবুন ; ওয়া ইন্নাদ্ দা-রাল আ-খিরাতা লাহিয়াল্ হ্বাইয়াওয়া-নু। লাও কা-নূ ইয়া'লামূন। ৬৫। ফাইযা-
পরকালের জীবনইতো আসল জীবন। কতইনা ভাল হত যদি তারা এটা জানত। (৬৫) যখন তারা নৌকায় আরোহণ

رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى

রাকিবূ ফিল্ ফুল্‌কি দা'আউল লা-হা মুখ্‌লিস্বীনা লাহুদ্ দীনা, ফালাম্মা- নাজ্জা-হুম ইলাল্
করে, তখন আল্লাহকে এমন অবস্থায় ডাকে যে, তারা (যেন) আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাসী। যখন তিনি তাদেরকে কূলে এনে রক্ষা করেন, তখন তারা

الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ

বাররি ইযা-হুম ইউশ্‌রিকূন। ৬৬। লিইয়াক্‌ফুরূ বিমা~আ-তাইনা-হুম, ওয়া লিইয়াতামাত্তা'উ, ফাসাওফা
শিরক করতে থাকে। (৬৬) ফলে তারা তাদের উপর আমার প্রদত্ত অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় এবং পৃথিবীর অস্থায়ী আনন্দ ভোগ করতে থাকে; সুতরাং তারা অতিশীঘ্রই

يَعْلَمُونَ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

ইয়া'লামূন। ৬৭। আওয়া লাম ইয়ারাও আন্না- জ্বা'আল্‌না- হ্বারামান আ-মিনাওঁ ওয়া ইউতাখাত্তাফুন্ না-সু মিন্ হাওলিহিম ;
(পরিণাম) জানতে পারবে। (৬৭) তারা কি দেখে না যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ তার চার পাশের লোকদেরকে আক্রমণ করা হয়, এরপরও কি তারা

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ

আফাবিল্ বা-ত্বিলি ইউ'মিনূনা ওয়া বিনি'মাতিল্লা-হি ইয়াকফুরূন। ৬৮। ওয়া মান্ আজ্‌লামু মিম্ মানিফ্ তারা- 'আলাল্লা-হি
মিথ্যাকে বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞ হবে? (৬৮) তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

কাযিবান আও কায্‌যাবা বিল্‌হ্বাক্বি লাম্মা-জ্বা—আহূ ; আলাইসা ফী জ্বাহান্নামা মাছ্‌ওয়াল্ লিল্ কা-ফিরীন।
মিথ্যারোপ করে বা যখন তার কাছে সত্য বিষয় আসে তখন সে তা মিথ্যা বলে? (এরপরেও কি) কাফিরদের ঠিকানা কি জাহান্নামে হবে না?

○ টীকা (আঃ ৬৭) ঃ পবিত্র কাবাগৃহ নির্মিত হওয়া অবধি সকলেই তার সম্মান করে আসছে। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বেও লোক ভক্তিসহকারে তা দর্শন করত। তখন যদিও সমগ্র আরবে হত্যাকাণ্ড, চৌর্যবৃত্তি অব্যাহতভাবে চলত। তথাপি কাবাগৃহের সম্মানার্থে মক্কা শহরে কেউ অশান্তি-উপদ্রব করত না। কিন্তু মক্কার চতুষ্পার্শ্বের অধিবাসীরা নিরাপদে থাকতে পারত না। অন্যায় কার্যে লিপ্ত থাকত, সুযোগমত যে যাকে পারত ক্রীতদাস রূপে রাখত বা বাজারে বিক্রয় করত। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৭) ঃ حرما امنا - অর্থাৎ, আল্লাহ হারাম (মক্কা শহর)কে নিরাপদ জায়গা বানিয়েছেন। যার বাসিন্দারা খুন, রাহাজানি, লুটতরাজ ইত্যাদি থেকে নিরাপদ। অথচ আরবের অন্যান্য এলাকা নিরাপদ নয়। এটা মক্কাবাসীর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। ওয়াল্লাযীনা জ্বা-হাদূ ফীনা- লানাহ্‌দিয়ান্নাহুম সুবুলানা- ; ওয়া ইন্নাল্লা-হা লামা'আল মুহ্‌সিনীন।
(৬৯) যারা আমার পথে পরিশ্রম (সাধনা) করে, আমি তাঁকে অবশ্যই আমার পথ প্রদর্শন করব। আল্লাহ পুণ্যবানদের সাথেই আছেন।

রুকূ ৭ / ৩

সূরা রূম
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৬০
রুকূ ঃ ৬

الٓمّٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾

১। আলিফ লা—ম্ মী—ম্। ২। গুলিবাতির রূম। ৩। ফী~ আদ্‌নাল্ আরদ্বি ওয়াহুম্ মিম্ বা'দি গালাবিহিম সাইয়াগ্‌লিবূন।
(১) আলিফ লা-ম মীম (২) রোমানগণ পরাজিত হয়েছে, (৩) নিকটবর্তী ভূমিতে, এবং তারা এ পরাজিত হবার পরে অতিশীঘ্রই বিজয়ী হবে।

فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۗ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۗ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾

৪। ফী বিদ্'ই সিনীনা ; লিল্লা-হিল আম্‌রু মিন্ ক্বাব্‌লু ওয়া মিম্ বা'দু ; ওয়া ইয়াওমাইযিঁই ইয়াফ্‌রাহুল মু'মিনূন।
(৪) অল্প কয়েক বছরের মধ্যে। পূর্বের ও পরের বিষয়টি আল্লাহরই ইচ্ছায়। আর সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে,

بِنَصْرِ اللّٰهِ ۗ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾ وَعْدَ اللّٰهِ ۗ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ

৫। বিনাস্বরিল লা-হি ; ইয়ান্‌স্বুরু মাইঁ ইয়াশা—উ; ওয়া হুওয়াল 'আযীযুর রাহীম। ৬। ওয়া'দাল্লা-হি ; লা- ইউখ্‌লিফুল্লা-হু
(৫) আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে চান, তাকে সাহায্য করেন এবং তিনি (আল্লাহ) পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু। (৬) এটা আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ ভংগ করেন না

وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ

ওয়া'দাহূ ওয়া লা-কিন্না আক্‌ছারান্ না-সি লা- ইয়া'লামূন। ৭। ইয়া'লামূনা জা-হিরাম্ মিনাল্ হায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-, ওয়া
কখনও তার প্রতিশ্রুতি; কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৭) তারা তো (শুধু) পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য (বিষয়) কে জানে এবং

هُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ

হুম 'আনিল্ আ-খিরাতি হুম্ গা-ফিলূন। ৮। আওয়া লাম্ ইয়াতাফাক্কারূ ফী~আন্‌ফুসিহিম্, মা- খালাক্বাল্লা-হুস্ সামা-ওয়া-তি
পরকাল সম্পর্কে একেবারেই বেখবর। (৮) তারা কি আন্তরিকভাবে এ বিষয়টি চিন্তা করে দেখে না যে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আকাশ

وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ

ওয়াল আরদ্বা ওয়ামা- বাইনাহুমা~ইল্লা- বিলহাক্কি ওয়া আজ্বালিম্ মুসাম্মান ; ওয়া ইন্না কাছীরাম্ মিনান্ না-সি বিলিক্বা—ই
ও পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থ সব কিছু সঠিকভাবে এবং নির্দিষ্ট এক সময়ের জন্য; আর অধিকাংশ লোক (পরকালে)

○ শানে নুযূল (আঃ ২-৩) ঃ غلبت الروم ..... سيغلبون - রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াতের কয়েক বছর পরে পারসিক ও রোমান জাতির মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রোমানগণ পরাজিত হয়। এতে মক্কার মুশরিকরা খুবই আনন্দিত হয়। আর মুসলমানগণ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। কেননা মক্কার মুশরিকদের সাথে পারসিকদের বন্ধুত্ব ছিল। যেহেতু উভয়ই ছিল ধর্ম বিরোধী। আর রোমানগণ যেহেতু মুসলমানের মত কিতাবধারী ছিল, তাই মুসলমানের সাথে তাদের আন্তরিকতা ছিল। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য রোমানগণের অতিশীঘ্র বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (কুঃ কারীম)

رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴿٨﴾ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ

রাব্বিহিম লাকা-ফিরূন। ৯। আওয়ালাম ইয়াসীরূ ফিল্ আরদ্বি ফাইয়ান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ লাযীনা
ব্যাপারে অস্বীকারকারী। (৯) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখতে পেত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো?

مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا

মিন্ ক্বাব্‌লিহিম ; কা-নূ~আশাদ্দা মিন্‌হুম কুওয়্যাতাওঁ ওয়া আছা-রুল আর্‌দ্বা ওয়া 'আমারূহা~আক্‌ছারা মিম্মা- 'আমারূহা-
যারা ছিল তাদের চেয়ে খুবই শক্তিশালী, তারা যমীন চাষ করত এবং তা আবাদ করত তাদের চেয়ে অধিক, তাদের কাছে

وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ

ওয়া জ্বা—আত্‌হুম রুসুলুহুম্ বিল বাইয়্যিনা-তি ; ফামা- কা-নাল্লা-হু লিইয়াজ্‌লিমাহুম ওয়া লা-কিন্ কা-নূ~আন্‌ফুসাহুম
তাদের রাসূল স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন; তাদের প্রতি জুলুম করা আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু তারা নিজেরাই তাদের উপর জুলুম

يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

ইয়াজ্‌লিমূন। ১০। ছুম্মা কা-না 'আ-ক্বিবাতাল্ লাযীনা আসা—উস্ সূ—আ~আন্ কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি
করেছিল। (১০) অতঃপর যারা মন্দ কাজ করেছে তাদের পরিণাম মন্দ হয়েছে; কারণ তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল এবং এ আয়াত সম্পর্কে

রুকূ ১ / ৪

وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٠﴾ اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ

ওয়া কা-নূ বিহা- ইয়াস্তাহ্‌যিউন। ১১। আল্লা-হু ইয়াব্‌দাউল্ খাল্‌ক্বা ছুম্মা ইউ'ঈদুহূ ছুম্মা ইলাইহি তুরজ্বা'উন। ১২। ওয়া ইয়াওমা
উপহাস করত। (১১) আল্লাহই সৃষ্টিকে প্রথমে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই (মৃত্যুর পরে) দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।'(১২) যেদিন

تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا

তাকূমুস্ সা-'আতু ইউব্‌লিসুল্ মুজ্‌রিমূন। ১৩। ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহুম মিন্ শুরাকা—ইহিম শুফা'আ—উ ওয়া কা-নূ
কেয়ামত কায়েম হবে, সেদিন পাপীরা হতাশ হয়ে পড়বে। (১৩) আর তাদের অংশীদার (প্রতিমা) গুলোর মধ্যে কেউই তাদের জন্য সুপারিশ করবে না এবং তারাই

بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ

বিশুরাকা—ইহিম কা-ফিরীন। ১৪। ওয়া ইয়াওমা তাকূমুস্ সা-'আতু ইয়াওমাইযিঁই ইয়াতাফার্‌রাকূন। ১৫। ফাআম্মাল্ লাযীনা
তাদের অংশীদার গুলোকে অস্বীকার করবে। (১৪) যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন (মানুষ) আলাদা আলাদা (দল হয়ে যাবে)। (১৫) যারা ঈমান

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ফাহুম ফী রাওদ্বাতিইঁ ইউহ্‌বারূন। ১৬। ওয়া আম্মাল্ লাযীনা কাফারূ ওয়া কায্‌যাবূ
এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা বাগানে (জান্নাতে) উৎফুল্ল (অবস্থায়) থাকবে। (১৬) আর যারা ঈমান আনেনি এবং

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ والسوأى - পরিণাম খারাপ দ্বারা কঠিন শাস্তিকে বুঝান হয়েছে। কেহ বলেন, السوأى এটি জাহান্নামের নাম। যেমন حسنى বেহেশতের নাম। অর্থাৎ জাহান্নাম মুশরিকদের পরিণাম। (তাঃ কাদেরী)
○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৪) ঃ يتفرقون - অর্থাৎ মুমিন ও কাফির আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়া। মুমিনগণ জান্নাতে এবং কাফির ও মুশরিক জাহান্নামে চলে যাবে এবং তাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিচ্ছেদ (ভিন্নতা) হয়ে যাবে। এ দু' দল আর কখনও একত্রিত হবে না। এ ভিন্নতা হিসাব-নিকাশের পর হবে। (কুঃ কারীম)

بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۤئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰۤئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ

বিআ-ইয়া-তিনা- ওয়া লিক্বা—ইল্ আ-খিরাতি ফাউলা—ইকা ফিল্ 'আযা-বি মুহ্বদ্বারূন। ১৭। ফাসুব্হ্বা-নাল্লা-হি

আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে তাদেরকেই শাস্তির সামনে উপস্থিত করা হবে; (১৭) সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা

حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا

হ্বীনা তুম্‌সূনা ওয়া হ্বীনা তুছ্বিহূন। ১৮। ওয়া লাহুল্ হ্বাম্‌দু ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়া 'আশিয়্যাওঁ

বর্ণনা কর সন্ধ্যা এবং সকালে। (১৮) (কেননা) তাঁর জন্যই সব প্রশংসা আকাশ ও পৃথিবীতে। আর (তাসবীহ পাঠ কর) বিকেলে

وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ

ওয়া হ্বীনা তুজ্‌হিরূন। ১৯। ইউখ্‌রিজুল হ্বাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি ওয়া ইউখ্‌রিজুল মাইয়্যিতা মিনাল্ হাইয়্যি ওয়া ইউহ্বইল

এবং জোহরের সময়। (১৯) তিনিই জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন, আর তিনিই যমীনকে তার মৃত (শুষ্ক) হবার পরে জীবিত (সজীব)

الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

আরদ্বা বা'দা মাওতিহা- ; ওয়া কাযা-লিকা তুখ্‌রাজুন। ২০। ওয়া মিন আ-ইয়া-তিহী~আন্ খালাক্বাকুম্ মিন্ তুরা-বিন্

করেন। এভাবেই তোমাদেরকেও (কবর থেকে) বের করা হবে। (২০) আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর

ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

ছুম্মা ইযা~আন্তুম বাশারুন্ তান্তাশিরূন। ২১। ওয়া মিন্ আ-ইয়া-তিহী~আন্ খালাক্বা লাকুম্ মিন্ আন্‌ফুসিকুম

এখন মানুষ হয়ে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়ছে। (২১) তাঁর নিদর্শবালীর মধ্যে আরও রয়েছে যে, তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্য হতে, তোমাদেরই জন্য

اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

আয্‌ওয়া-জাল্ লিতাস্‌কুনূ~ইলাইহা- ওয়া জা'আলা বাইনাকুম্ মাওয়াদ্দাতাওঁ ওয়া রাহ্বমাতান ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্

স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে আরাম পাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও করুণা সৃষ্টি করেছেন; নিশ্চয়ই এর

لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ

লিক্বাওমিই ইয়াতাফাক্কারূন। ২২। ওয়া মিন্ আ-ইয়া-তিহী খাল্‌কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়াখ্‌তিলা-ফু

মধ্যে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন। (২২) এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের

اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ

আল্‌সিনাতিকুম ওয়া আল্‌ওয়া-নিকুম ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিল 'আ-লিমীন। ২৩। ওয়া মিন্ আ-ইয়া-তিহী মানা-মুকুম্

ভাষা ও বর্ণের; বিচিত্রতা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন। (২৩) তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাতে ও

০ টীকা (আঃ ১৮) ঃ এই আয়াতে নামাজের নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সন্ধ্যাকালে মাগরেব ও এশার নামায এবং অপরাহ্নে যোহর ও আছরের নামায। আবার যেহেতু حين تظهرون শব্দে যোহরের কথা স্পষ্টরূপেই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং عشيا শব্দে শুধু আছরের নামাযই বুঝতে হবে। আর ফজরের নামাযের কথা তো স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। (বঃ কোঃ) ০ বিশ্লেষণ (আঃ ১৯) ঃ يخرج الحى...... - যেমন মুরগী হতে ডিমকে ও ডিম হতে মুরগীর বাচ্চাকে, বীর্য হতে মানুষকে ও মানুষ হতে বীর্যকে এবং কাফির হতে মুমিন ও মুমিন হতে কাফিরকে সৃষ্টি করেন। (কুঃ করীম)

০ টীকা (আঃ ২০) ঃ হয়তো এরূপ আদিমুল আদম (আ) মাটি হতে সৃষ্টি হয়েছেন। অথবা এরূপ যে, খাদ্য হতে শুক্রের উৎপত্তি হয়, আর খাদ্য ধাতবদ্রব্যসমূহ হতে, তন্মধ্যে মৃত্তিকার প্রভাবই অধিক। সুতরাং শুক্রসৃষ্টি মানুষের উৎপত্তি, মাটি হতেই বলা যায়। (বঃ কোঃ)

بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۤؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾

বিল্লাইলি ওয়ান্নাহা-রি ওয়াব্‌তিগা—উকুম মিন্ ফাদ্বলিহী ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিই ইয়াস্‌মা'উন।

দিবসে তোমাদের নিদ্রা; এবং তাঁর অনুগ্রহ (রুযী) তোমাদের তালাস করা। নিশ্চয়ই শ্রবণকারীদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে এক নিদর্শন।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَيُحْيٖ بِهِ

২৪। ওয়া মিন্ আ-ইয়া-তিহী ইউরীকুমুল্ বার্‌ক্বা খাওফাও ওয়া ত্বামা'আও ওয়া ইউনায্‌যিলু মিনাস্ সামা—ই মা—আন্ ফাইউহ্বয়ী বিহিল্

(২৪) এবং তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের ভয় ও আশা দানের জন্য বিজলী প্রদর্শন করেন আর আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন এবং সে পানি

الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ تَقُوْمَ

আর্‌দ্বা বা'দা মাওতিহা- ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিই ইয়া'ক্বিলূন। ২৫। ওয়া মিন্ আ-ইয়া-তিহী~আন্ তাক্বূমাস্

দ্বারা জীবিত করেন মৃত (শুষ্ক) যমীনকে। এর মধ্যে অবশ্যই জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে এক নিদর্শন। (২৫) এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই নির্দেশে কায়েম

السَّمَاۤءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَاۤ اَنْتُمْ

সামা—উ ওয়াল্ আর্‌দ্বু বিআম্‌রিহী ; ছুম্মা ইযা- দা'আ-কুম দা'ওয়াতাম্ মিনাল্ আর্‌দ্বি, ইযা~আন্তুম

রয়েছে আকাশ ও পৃথিবী। অতঃপর যখন তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে যমীন থেকে ওঠার জন্য একবার ডাক দিবেন, সাথে সাথেই তোমরা

تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِىْ

তাখ্‌রুজুন। ২৬। ওয়া লাহূ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ্বি ; কুল্‌লুল্ লাহূ ক্বা-নিতূন। ২৭। ওয়া হুওয়াল্লাযী

বেরিয়ে আসবে। (২৬) আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই তাঁর কর্তৃত্বে। সব (সৃষ্টি) তাঁরই অধীন। (২৭) তিনিই (আল্লাহ) প্রথমবারে

يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ

ইয়াব্‌দাউল খাল্‌ক্বা ছুম্মা ইউ'ঈদুহূ ওয়া হুওয়া আহ্‌ওয়ানু 'আলাইহি ; ওয়া লাহুল মাছালুল 'আলা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি

সৃষ্টি করেন সৃষ্টিকে; অতঃপর (মৃত্যুর পরে) দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন; এটাতো তাঁর জন্য খুবই সহজ কাজ; আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই মর্যাদা সর্বোচ্চ

وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ

ওয়াল্ আরদ্বি, ওয়া হুওয়াল 'আযীযুল হ্বাকীম। ২৮। দ্বারাবা লাকুম্ মাছালাম্ মিন্ আন্‌ফুসিকুম ; হাল্ লাকুম

এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। (২৮) (হে মানুষ!) আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তোমাদেরই জন্য একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন, তোমাদের

مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاۤءَ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاۤءٌ تَخَافُوْنَهُمْ

মিম্ মা- মালাকাত্ আইমা-নুকুম মিন শুরাকা—আ ফী মা-রাযাক্বনা-কুম ফাআন্তুম ফীহি সাওয়া—উন্ তাখা-ফূনাহুম

মালিকানাধীন দাস-দাসীরা সে জিনিসে তোমাদের কি অংশীদার যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, যাতে তোমরা এবং তারা উভয়ই সমান হয়েছ? এবং তোমরা কি তাদের

০ টীকা (আঃ ২৫) ঃ এ বাক্যটির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, যাবতীয় বস্তুর সংরক্ষণ আল্লাহই করে থাকেন। আর উপরে ২২ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, যাবতীয় বস্তু আল্লাহর সৃষ্টি এবং জাগতিক কার্যাবলীর এ ক্রমবিবর্তন ও ধারাবাহিকতা অর্থাৎ, তোমাদের সন্তান উৎপাদনের ধারাবাহিক প্রচলন, পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া, আসমান ও যমীন বর্তমান অবস্থায় কায়েম থাকা, ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা এবং দিবারাত্রির ক্রমবিবর্তনের মধ্যে বিশেষ উদ্দেশ্য ও সুবিধা নিহিত থাকা, বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া এবং উহার প্রাথমিক অবস্থা ও লক্ষণসমূহের প্রকাশ– এসব কার্য শুধু পার্থিব জীবনের ধারা চলিত থাকা পর্যন্তই বিদ্যমান থাকবে। পরিশেষে একদিন সব কিছুরই অবসান ঘটবে। (বঃ কোঃ)

০ বিশ্লেষণ (আঃ ২৮) ঃ ضرب لكم ...... - এ উদাহরণের অর্থ দাস-দাসীগণকে মালিকের সম্পত্তি ও ব্যবসার অংশীদার করা হয়নি এবং মালিকের বরাবরও করা হয়নি। আর এটা (আজাদ) মালিকদের পছন্দ ও নয়। তখন প্রকৃত মালিক আল্লাহ তায়ালার সাথে তাঁর সৃষ্টি (গোলাম) কে কিভাবে শরীক করা যেতে পারে?

২ রুকূ ৫ রুকূ

৬ রুকূ ৩ রুকূ এক চতুর্থাংশ

كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ

কাখীফাতিকুম আন্‌ফুসাকুম ; কাযা-লিকা নুফাস্বস্বিলুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন। ২৯। বালিত্ তাবা'আল লাযীনা

ব্যাপারে ভয় কর যেমনি ভয় কর তোমাদের নিজেদেরকে? এভাবেই আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। (২৯) বরং জালিমরা মূর্খতার

ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾

জালামূ~আহ্‌ওয়া—আহুম্ বিগাইরি 'ইল্‌মিন, ফামাঁই ইয়াহ্‌দী মান্ আদ্বাল্লাল্লা-হু ; ওয়া মা- লাহুম মিন্ না-স্বিরীন।

কারণে তাদের নিজ ইচ্ছার অনুসরণ করে থাকে; সুতরাং তাকে কে পথ প্রদর্শন করবে, যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? এবং তাদের কোনই সাহায্যকারী হবে না।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ

৩০। ফাআক্বিম্ ওয়াজ্‌হাকা লিদ্দীনি হ্বানীফান ; ফিত্বরাতাল্লা-হিল লাতী ফাত্বারান্ না-সা 'আলাইহা- ; লা- তাব্‌দীলা

(৩০) অতএব আপনি নিজকে দ্বীনের উপর একাগ্রতার সাথে কায়েম রাখুন। আল্লাহর সে স্বাভাবিক দ্বীনের উপর কয়েম থাকুন যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন;

لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ

লিখালক্বিল্লা-হি ; যা-লিকাদ্ দীনুল ক্বাইয়্যিমু ওয়া লা-কিন্না আকছারান্ না-সি লা-ইয়া'লামূন। ৩১। মুনীবীনা ইলাইহি

আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনই পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা। (৩১)। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে

وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ

ওয়াত্তাক্বূহু ওয়া আক্বীমুস্ব স্বালা-তা ওয়ালা- তাকূনূ মিনাল্ মুশ্‌রিকীন। ৩২। মিনাল্ লাযীনা ফার্‌রাক্বূ দীনাহুম

তাকেই ভয় কর এবং নামাজ কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, (৩২) যারা তাদের দ্বীনকে পৃথক (ভিন্নভিন্ন) করে দিয়েছে এবং নিজেরাও

وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا

ওয়া কা-নূ শিয়া'আন ; কুল্লু হিয্‌বিম্ বিমা- লাদাইহিম ফারিহূন। ৩৩। ওয়া ইযা- মাস্‌সান্ না-সা দুর্‌রুন্ দা'আও

আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রতিটি দলই নিজ নিজ অবস্থানের উপর আনন্দিত। (৩৩) যখন দুঃখ কষ্ট মানুষকে স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের

رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ

রাব্বাহুম্ মুনীবীনা ইলাইহি ছুম্মা ইযা~আযা-ক্বাহুম মিনহু রাহ্‌মাতান ইযা- ফারীকুম্ মিন্‌হুম্ বিরাব্বিহিম

প্রতিপালককে ডাকে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়ে। যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ উপভোগ করান, তখন তাদের মধ্য হতে একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক

يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنزَلْنَا

ইউশ্‌রিকূন। ৩৪। লিয়াক্‌ফুরূ বিমা~আ-তাইনা-হুম ; ফাতামাত্তা'উ, ফাসাওফা তা'লামূন। ৩৫। আম্ আন্‌যাল্‌না-

করে থাকে। (৩৪) ফলে আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা অস্বীকার করে; সুতরাং তোমরা উপভোগ করে লও; অতিশীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩০) ঃ فطرت الله - فطرت -এর অর্থ সৃষ্টি এখানে অর্থ হবে ইসলাম ধর্ম (তাওহীদ)। অর্থাৎ সব কিছুইর সৃষ্টিই ইসলাম ও তাওহীদের উপর হয়ে থাকে। এজন্য তাওহীদ (ইসলাম) হচ্ছে তার স্বভাব বা সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "প্রতিটি শিশু ফিতরতের উপরই জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তার পিতা মাতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা এবং পৌত্তলিক ইত্যাদি বানিয়ে দেয়। কেহ বলেন, فطرت -এর অর্থ ইসলাম গ্রহণ করার যোগ্যতা। অর্থাৎ সবাকেই আল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করার যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেন। (কুঃ কাঃ) ○ টীকা (আঃ ৩০) ঃ 'আল্লাহর প্রকৃতি' অর্থে তফছীরকারগণ ইসলামকে নির্ধারণ করেছেন। এসম্বন্ধে হযরত নবী করীম (স)-এর প্রিয় সহচর হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সমধিক উল্লেখযোগ্য এবং সে হাদীস অনুযায়ী 'ফেৎরাতুল্লাহ' বা 'আল্লাহর প্রকৃতি'কে ইসলাম বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ জগতে একমাত্র ইসলামই মানবের প্রকৃতিগত সত্যধর্ম।

عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً

'আলাইহিম সুল্‌ত্বা-নান্ ফাহুওয়া ইয়াতাকাল্লামু বিমা- কা-নূ বিহী ইউশ্‌রিকূন। ৩৬। ওয়া ইযা~আযাক্বনান্ না-সা রাহ্‌মাতান্

তাদের উপর এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করেছি, যা তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতে বলে? (৩৬) আমি যখন লোকদেরকে অনুগ্রহ ভোগ করাই, তখন তারা

فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ

ফারিহূ বিহা- ; ওয়া ইন্ তুস্বিবৃহুম সাইয়্যিআতুম্ বিমা- ক্বাদ্দামাত আইদীহিম ইযা- হুম ইয়াক্বনাতূন। ৩৭। আওয়া লাম

তাতে আনন্দিত হয় এবং যদি তাদের কৃতকার্যের কোন অমংগল (বিপদ) তাদের উপর পৌছে, তখন তারা হতাশ হয়ে যায়। (৩৭) তারা কি

يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

ইয়ারাও আন্নাল্লা-হা ইয়াব্‌সুত্বুর্ রিয্‌ক্বা লিমাঁই ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াক্বদিরু ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিঁই

দেখেনা যে, আল্লাহ্ রিযিক প্রশস্ত করে দেন যাকে ইচ্ছা করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন তার জন্য রিযিক সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই মুমিনগণের জন্য এর মধ্যে

يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

ইউ'মিনূন। ৩৮। ফাআ-তি যাল্ কুর্‌বা- হাক্বক্বাহূ ওয়াল্ মিস্‌কীনা ওয়াব্‌নাস্ সাবীলি ; যা-লিকা খাইরুল্

রয়েছে (এক) নিদর্শন; (৩৮) সুতরাং আত্মীয়দেরকে তার প্রাপ্য প্রদান কর এবং মিসকীনকে ও মুসাফিরকেও। এ কাজ তার জন্য

لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن

লিল্লাযীনা ইউরীদূনা ওয়াজ্‌হাল্লা-হি, ওয়া উলা—ইকা হুমুল্ মুফ্‌লিহূন। ৩৯। ওয়া মা~আ-তাইতুম্ মির্

উত্তম যে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করে। আর এসব লোকেরাই কৃতকার্য। (৩৯) তোমরা সুদে এ ধারণায় দেও যে, তোমাদের সম্পদ

رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

রিবাল্ লিয়ারবুওয়া- ফী~আম্‌ওয়া-লিন্ না-সি ফালা-ইয়ারবূ 'ইন্দাল্লা-হি, ওয়া মা~আ-তাইতুম্ মিন্ যাকা-তিন্ তুরীদূনা

লোকদের সম্পদে বেড়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না, কিন্তু যা কিছু যাকাত বাবদ তোমরা দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে,

وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ

ওয়াজ্‌হাল্লা-হি ফাউলা—ইকা হুমুল মুদ্ব'ইফূন। ৪০। আল্লা-হুল্লাযী খালাক্বাকুম ছুম্মা রাযাক্বাকুম ছুম্মা ইউমীতুকুম

তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। (৪০) আল্লাহ্ এমন মহান যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাদেরকে রিযিক দান করেছেন, এরপরে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন,

ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ

ছুম্মা ইউহ্‌ঈকুম ; হাল্ মিন্ শুরাকা—ইকুম্ মাঁই ইয়াফ'আলু মিন্ যা-লিকুম্ মিন্ শাইয়্যিন্; সুব্‌হা-নাহূ

অতঃপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন। বল, তোমাদের শরীকদের মধ্য হতে কেহ এমন আছে কি, যে এর মধ্য হতে কোন কিছু করতে পারে? তারা যাকে

○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ যেমন অন্নপ্রাশন বা বিবাহ অনুষ্ঠানাদিতে অধিকাংশ সময় এজন্য টাকা দেয়া হয় যে, এব্যক্তি আমার কোন অনুষ্ঠানে এই টাকার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করে দান করবে। মনে রেখ এরূপ দান আল্লাহর নিকট বর্ধিত হয় না। কেননা, আল্লাহর নিকট বর্ধিত হওয়া সেই মালের সাথে নির্দিষ্ট যাহা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই দান করা হয়। হাদীসে আছে, আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার যোগ্য একটি খোরমা ওহোদ পর্বত অপেক্ষাও অধিক বর্ধিত হইয়া থাকে। (বঃ কোঃ)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৮) ঃ ذا القربى - (আত্মীয়) ঃ আত্মীয়কে এখানে অগ্রাধিকার এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এর ফজীলত অধিক। হাদীস শরীফে আছে, গরীব আত্মীয়কে দান করায় দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। এক, সদকার সওয়াব। দুই, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব। (কুঃ কারীম)

وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى

ওয়া তা'আ-লা- 'আম্মা- ইউশ্রিকূন। ৪১। জাহারাল্ ফাসা-দু ফিল্ বার্রি ওয়াল্ বাহ্রি বিমা- কাসাবাত্ আইদিন্
শরীক করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র এবং মহান। (৪১) সমুদ্রে ও স্থলে, মানুষের (খারাপ) কৃতকর্মের জন্য বিপদাপদ ছড়িয়ে পড়ে, ফলে তাদেরকে তাদের কিছু

النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ

না-সি লিইউযীক্বাহুম বা'দ্বাল লাযী 'আমিলূ লা'আল্লাহুম ইয়ারজি'ঊন। ৪২। কুল্ সীরূ ফিল্ আরদ্বি
কিছু (খারাপ) কর্মের ফল আল্লাহ ভোগ করান, যাতে তারা (খারাপ কাজ থেকে) ফিরে আসে। (৪২) আপনি (মুশরিকদেরকে) বলুন, পৃথিবীতে ভ্রমণ

فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾ فَاَقِمْ

ফান্জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্লি ; কা-না আক্ছারুহুম্ মুশ্রিকীন। ৪৩। ফাআক্বিম্
করে দেখ যে, তাদের পরিণাম কি হয়েছে, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের অনেকেই মুশরিক ছিল। (৪৩) সুতরাং (হে মানব!) তুমি তোমার

وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ

ওয়াজ্হাকা লিদ্দীনিল্ ক্বাইয়্যিমি মিন্ ক্বাব্লি আই ইয়া'তিয়া ইয়াওমুল্ লা- মারাদ্দা লাহূ মিনাল্লা-হি ইয়াওমায়িযিঁই
নিজেকে সত্যের উপর কায়েম রাখ, সে দিবস আগমনের পূর্বে, যে দিবস উপস্থিত হবেই, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কখনও স্থগিত হবার নয়। সেদিন সব আলাদা আলাদা

يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِىَ

ইয়াস্সাদ্দা'ঊন। ৪৪। মান্ কাফারা ফা'আলাইহি কুফ্রুহূ, ওয়া মান্ 'আমিলা স্বা-লিহান্ ফালি আন্ফুসিহিম্ ইয়াম্হাদূন। ৪৫। লিয়াজ্যিয়াল্
হয়ে যাবে। (৪৪) যে কুফরী করে, তার উপর বর্তিবে তার কুফরীর শাস্তি এবং যে নেক কাজ করে সে তাঁর নিজের জন্য বিশ্রামাগার সুসজ্জিত করে। (৪৫) কারণ যারা

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَمِنْ

লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্বস্বা-লিহা-তি মিন্ ফাদ্বলিহী ; ইন্নাহূ লা- ইউহিব্বুল্ কা-ফিরীন। ৪৬। ওয়া মিন্
ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদের আল্লাহ প্রতিদান দেন তাঁর নিজ অনুগ্রহে; নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না। (৪৬) তাঁর নিদর্শনাবলীর

اٰيٰتِهٖۤ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِىَ الْفُلْكُ

আ-ইয়া-তিহী~আঁই ইউরসিলার রিয়া-হা মুবাশ্শিরা-তিও ওয়া লিইউযীক্বাকুম মির্ রাহ্মাতিহী ওয়া লিতাজ্রিয়াল্ ফুল্কু
মধ্যে রয়েছে, সুসংবাদ বাহক বায়ুসমূহ প্রেরণ এজন্য যে, তোমাদেরকে তাঁর রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাবেন এবং এজন্য যে, যাতে তাঁর নির্দেশে নৌকাগুলো চলে,

بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا

বিআম্রিহী ওয়া লিতাব্তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী ওয়া লা'আল্লাকুম তাশ্কুরূন। ৪৭। ওয়া লাক্বাদ্ আরসাল্না- মিন্ ক্বাব্লিকা রুসুলান্
যেন তোমরা তালাস কর তাঁর অনুগ্রহ এবং যাতে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (৪৭) আর আমি আপনার পূর্বেও রাসূলগণকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে

○ টীকা (আঃ ৪৪) ঃ অর্থাৎ, পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ শাস্তির সময়কে আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসের প্রতিশ্রুত সময়ের প্রতি অপসারণ করে যাচ্ছেন। কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুত দিবস এসে পড়লে আর অবকাশ দেয়া হবে না। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৪৬) ঃ অর্থাৎ, বৃষ্টির যাবতীয় উপকারিতা তোমাদিগকে দান করেন।
○ টীকা (আঃ ৪৬) ঃ অর্থাৎ, নৌকা চলাচল এবং জীবিকান্বেষণ, উভয়ই বায়ু প্রবহণের দরুন হয়। কাজেই বায়ু প্রবহণ নৌকা চলাচলের জন্য নিকটবর্তী কারণ। আর জীবিকার্জনের জন্য দূরবর্তী কারণ; কেননা, বায়ুর সাহায্যে নৌকার সাহায্যে জীবিকান্বেষণ করা হয়। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৪৭) ঃ তদ্রূপ এই সমস্ত মুশরেক যাহারা এমন পূর্ণাঙ্গ প্রমাণসমূহ ও নেয়ামতসমূহ সত্ত্বেও আল্লাহর শরীক করে এবং আপনার বিরুদ্ধাচরণ করে, আমি তাদের হতেও প্রতিশোধ গ্রহণ করব। (বঃ কোঃ)

اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ۚ وَكَانَ حَقًّا

ইলা- ক্বাওমিহিম ফাজা-উহুম বিল্ বাইয়্যিনা-তি ফান্তাক্বাম্না- মিনাল্ লাযীনা আজ্রামূ : ওয়া কা-না হাক্ক্বান্
পাঠিয়েছিলাম, তাঁরা তাদের কাছে সু-স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, অতঃপর আমি পাপীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। আর মুমিনগণকে

عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ

'আলাইনা- নাস্বরুল্ মু'মিনীন। ৪৮। আল্লা-হুল লাযী ইউরসিলুর্ রিয়া-হা ফাতুছীরু সাহা-বান্ ফাইয়াব্সুতুহূ
সাহায্য করা আমার উপর কর্তব্য। (৪৮) আল্লাহ, যিনি বায়ুসমূহ চালিয়ে থাকেন। ফলে সে (বায়ু) মেঘমালাকে উঠিয়ে নেয়,

فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ

ফিস্ সামা—ই কাইফা ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াজ্'আলুহূ কিসাফান্ ফাতারাল্ ওয়াদ্ক্বা ইয়াখ্রুজু মিন্ খিলা-লিহী, ফাইযা~
অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তা আকাশে ছড়িয়ে দেন, এবং পরে তা টুকরা টুকরা করে দেন, অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, তার মধ্য হতে নির্গত হয় বৃষ্টি, এবং

اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ

আস্বা-বা বিহী মাঁই ইয়াশা—উ মিন্ 'ইবা-দিহী~ইযা- হুম ইয়াস্তাব্শিরূন। ৪৯। ওয়া ইন্ কা-নূ মিন্ ক্বাব্লি
যাকে আল্লাহ চান সে বান্দার (যমীনের) উপর তা (বৃষ্টি) পৌঁছান। তখন তারা হয় অত্যন্ত খুশী। (৪৯) যদিও বৃষ্টি তাদের উপর

اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْىِ

আঁই ইউনায্যালা 'আলাইহিম মিন ক্বাব্লিহী লামুব্লিসীন। ৫০। ফান্জুর্ ইলা~আ-ছা-রি রাহ্মাতিল্লা-হি কাইফা ইউহ্য়িল্
বর্ষণের পূর্বে তারা (বৃষ্টি থেকে) হতাশ ছিল। (৫০) অতএব আল্লাহর রহমতের নিদর্শন দেখ, যমীনের মৃত্যুর পরে (অর্থাৎ শুষ্ক হবার পরে) কিভাবে আল্লাহ তা

الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْىِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ

আরদ্বা বা'দা মাওতিহা- ; ইন্না যা-লিকা লামুহ্য়িল্ মাওতা-, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ৫১। ওয়া লাইন্
জীবিত (সতেজ) করেন। নিশ্চয়ই তিনি এভাবে জীবিত করেন মৃতকে এবং তিনি সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। (৫১) এবং যদি আমি (ধ্বংসকারী)

اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾ فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى

আরসাল্না- রীহান ফারাআওহু মুস্বফার্রাল্ লাজাল্লূ মিম্ বা'দিহী ইয়াক্ফুরূন। ৫২। ফাইন্নাকা লা- তুস্মি'উল্ মাওতা-
বায়ু প্রেরণ করি এবং (যার কারণে) ক্ষেতকে তারা যদি হলুদ (ফ্যাকাশে) বর্ণের দেখে, তখন তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৫২)(হে নবী!) নিশ্চয়ই আপনি মৃতদেরকে

وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ

ওয়ালা- তুস্মি'উস্ব সুম্মাদ্ দু'আ—আ ইযা-ওয়াল্লাও মুদ্বিরীন। ৫৩। ওয়া মা~আন্তা বিহা-দিল্ 'উম্ই 'আন্ দ্বালা-লাতিহিম;
শোনাতে পারবেন না এবং শোনাতে পারবেন না বধিরকেও আপনার কথা যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায়। (৫৩) এবং অন্ধকেও তাদের পথ ভ্রষ্টতা হতে সঠিক পথে

○ টীকা (আঃ ৪৮) ঃ একত্রিত মেঘ হতে তো বৃষ্টি প্রায়ই বর্ষিত হয় এবং কোন কোন মৌসুমে অনেক সময় খণ্ড খণ্ড মেঘ হতেও বৃষ্টি বর্ষিয়া থাকে।
○ টীকা (আঃ ৫০) ঃ অর্থাৎ, বৃষ্টি বর্ষণ করে শুষ্ক ও অনুর্বর ভূমিকে সজীব ও সরস করে দেয়া আল্লাহর নেয়ামত এবং একত্বের প্রমাণ ব্যতীত একথারও প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি সমস্ত প্রাণীকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতেও সক্ষম। কেননা, সাধারণ জ্ঞানে বুঝা যায়, উভয় কার্যই সম্ভব হওয়ার দিক দিয়া সমান। কাজেই উভয়ের উপর আল্লাহর ক্ষমতাও সমান। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৫২) ঃ এবং পূর্ববর্তী সমস্ত নেয়ামতের কথা ভুলিয়া যায়। আর এদের অসতর্কতা ও অকৃতজ্ঞতা যখন এত বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন বুঝা যায়, এদের অনুভব শক্তি লোপ পেয়েছে। অতএব, এদের ঈমান আনা না আনায় আপনি দুঃখিত হবেন না। (বঃ কোঃ)

রুকূ ৫/৮

إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ ۝ اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ

ইন্ তুস্‌মি'উ ইল্লা-মাই ইউ'মিনু বিআ-ইয়া-তিনা- ফাহুম্ মুস্‌লিমূন। ৫৪। আল্লা-হুল্লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ দ্বু'ফিন

আনতে পারবেন না; আপনিতো শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারবেন, যারা আমার নিদর্শনকে বিশ্বাস করে। কারণ তারা নির্দেশের অনুগত। (৫৪) আল্লাহ এমন, যিনি

ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ

ছুম্মা জ্বা'আলা মিম্ বা'দি দ্বু'ফিন কুওয়্যাতান্ ছুম্মা জ্বা'আলা মিম্ বা'দি কুওয়্যাতিন্ দ্বু'ফাওঁ ওয়া শাইবাতান ; ইয়াখ্‌লুক্বু মা- ইয়াশা' —উ,

তোমাদেরকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি প্রদান করেছেন, শক্তি প্রদানের পর পুনরায় দুর্বলতাও বার্ধক্য দেন। তিনি যা চান তা সৃষ্টি করেন,

وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ۝ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ

ওয়া হুওয়াল্ 'আলীমুল ক্বাদীর। ৫৫। ওয়া ইয়াওমা তাক্বূমুস্ সা-'আতু ইউক্বসিমুল্ মুজ্‌রিমূনা, মা- লাবিছূ গাইরা সা-'আতিন ;

তিনি মহাজ্ঞানী ও মহা ক্ষমতাবান। (৫৫) এবং যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন পাপীরা কসম করে বলবে যে, (পৃথিবীতে) তারা এক মুহূর্তের বেশী থাকেনি।

كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ

কাযা-লিকা কা-নূ ইউ'ফাকূন। ৫৬। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা উতুল 'ইল্‌মা ওয়াল্ ঈমা-না লাক্বাদ্ লাবিছ্‌তুম ফী

এভাবেই তারা সত্য পথ থেকে ফিরে যেত। (৫৬) এবং যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দান করা হয়েছে তারা (পাপীদেরকে) বলবে, তোমরাতো অবস্থান করেছ

كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۫ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

কিতা-বিল্লা-হি ইলা- ইয়াওমিল্ বা'ছি ফাহা-যা- ইয়াওমুল্ বা'ছি ওয়ালা- কিন্নাকুম কুন্তুম লা- তা'লামূন।

আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সুতরাং আজকে এ দিবসই পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা (এ দিবসকে সত্য বলে) জানতে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝ وَلَقَدْ

৫৭। ফাইয়াওমাইযিল্ লা- ইয়ান্‌ফা'উল্ লাযীনা জালামূ মা'যিরাতুহুম ওয়ালা- হুম ইউস্তা'তাবূন। ৫৮। ওয়া লাক্বাদ্

(৫৭) সেদিন জালিমদের অজুহাত তাদের কোনই উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে তওবা করে আল্লাহর সন্তুষ্টির সুযোগও দেয়া হবে না। (৫৮) আমি

ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ

দ্বারাব্‌না- লিন্না-সি ফী হা-যাল কুরআ-নি মিন্ কুল্লি মাছালিন ; ওয়া লাইন্ জ্বি'তাহুম বিআ-ইয়াতিল্ লাইয়াক্বু লান্নাল্

মানুষের জন্য এ কুরআনে প্রতিটি প্রকারের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি; আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন পেশ করেন, তবে কাফিরেরা

الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ۝ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ

লাযীনা কাফারূ~ইন্ আন্‌তুম ইল্লা- মুব্‌ত্বিলূন। ৫৯। কাযা-লিকা ইয়াত্ববা'উল্লা-হু 'আলা- কুলূবিল্লাযীনা

অবশ্যই বলবে যে, তোমরা (পয়গম্বর ও মুমিনগণ) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। (৫৯) আল্লাহ এভাবে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন,

○ **টীকা (আঃ ৫৭) ঃ** আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই যে, কাফিরগণ পৃথিবীতে যেরূপ বাক্‌চাতুর্যে কার্যোদ্ধার করতো কেয়ামতেও তদ্রূপ ভিত্তিহীন চতুরতা ও নানারূপ ওজর-আপত্তি উত্থাপন করে বলবে যে, আমরা পৃথিবীতে যথেষ্ট সময় পাইনি; খুব বেশী হলেও এক ঘন্টাকাল অবসর পেয়েছিলাম, এতে আমরা কি করতে পারতাম? তাদের এই ভিত্তিহীন ওজরের প্রতিবাদ করে ধার্মিকগণ বলবেন– আল্লাহ তায়ালার কিতাব অনুযায়ী কিয়ামতের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অবসর ছিল এবং উহা সৎকার্য করিবার জন্য যথেষ্ট ছিল। কোরআন শরীফের অন্যত্র এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে।

রুকূ ৬/৯

لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۝

লা- ইয়া'লামূন। ৬০। ফাস্ববির্ ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হ্বাক্বকু ওয়ালা-ইয়াস্তাখিফ্‌ফান্নাকাল্ লাযীনা লা-ইউক্বিনূন।

যারা জ্ঞান রাখে না। (৬০) সুতরাং হে নবী! আপনি ধৈর্যধারণ করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য অবিশ্বাসীরা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।

সূরা লুক্বমা-ন
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩৪
রুকূ ঃ ৪

الٓمّٓ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۝

১। আলিফ্ লা—ম্ মী—ম্ ২। তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল্‌হু কিতা-বিল্ হ্বাকীম। ৩। হুদা ওয়া রাহ্বমাতাল্ লিল্ মুহ্বসিনীন।

(১) আলিফ লা-ম মী-ম। (২) এগুলো বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত। (৩) যা পূণ্যবানদের জন্য সঠিক পথনির্দেশ ও (আল্লাহর) অনুগ্রহ স্বরূপ।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

৪। আল্লাযীনা ইউক্বীমূনাস্ব হ্বালা-তা ওয়া ইউ'তূনায্ যাকা-তা ওয়া হুম্ বিল আ-খিরাতি হুম ইউক্বিনূন।

(৪) যারা নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে আর তারা পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে,

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ

৫। উলা—ইকা 'আলা- হুদাম্ মিরঞ্জরাব্বিহিম ওয়া উলা—ইকা হুমুল মুফ্‌লিহ্বূন। ৬। ওয়া মিনান্ না-সি

(৫) তারাই তাঁদের প্রতিপালকের তরফ থেকে সঠিক পথে আছে এবং তারাই কৃতকার্য। (৬) কতিপয় লোক এমনও আছে যারা

مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ

মাই ইয়াশ্‌তারী লাহ্‌ওয়াল্ হ্বাদীছি লিইউদ্বিল্লা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি বিগাইরি 'ইল্‌মিও; ওয়া ইয়াত্তাখিযাহা- হুযুওয়ান ;

অজ্ঞতার কারণে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট আল্লাহর রাস্তা থেকে বের করার জন্য খেল তামাশার কথা ক্রয় করে এবং তা (আল্লাহর দ্বীন) নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে;

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ

উলা—ইকা লাহুম 'আযা-বুম্ মুহীন। ৭। ওয়া ইযা- তুত্‌লা- 'আলাইহি আ-ইয়া-তুনা- ওয়াল্লা-মুস্তাক্‌বিরান্ কাআল্ লাম

এসব লোকদের জন্যই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (৭) যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে অহংকারে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, মনে হয়

يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

ইয়াস্‌মা'হা- কাআন্না ফী~উযুনাইহি ওয়াক্বরান, ফাবাশ্‌শির্‌হু বি'আযা-বিন আলীম। ৮। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব

যেন সে, তা শোনতেই পায়নি যেন তার উভয় কর্ণই শ্রবণ শক্তিহীন, সুতরাং তাকে যন্ত্রণাময় শাস্তির সুসংবাদ দাও। (৮) যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ** ...... الذين يقيمون – নামাজ, যাকাত এবং পরকালে বিশ্বাস এ তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য এগুলোকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা মুহসিনীন (নেককার) এবং পরহেজগারগণ ফরজ, সুন্নত এমনকি নফল ইবাদত পর্যন্ত আমল করে থাকেন। (কুঃ কাঃ)

○ **শানে নুযূল (আঃ ৬) ঃ** ......ومن الناس – কাফির নেতা নাযার বিন হারিস ব্যবসার উদ্দেশ্যে পারস্যে যেত। সেখান থেকে বড় বড় বাদশাহদের কাহিনী ও ইতিহাস ক্রয় করে নিয়ে এসে কুরায়শদেরকে বলত, মুহাম্মদ (সা) তো 'আদ ও সামুদের কাহিনী, সুলায়মান ও দাউদের বাদশাহীর কথা তোমাদেরকে শোনায়। আজ আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইসকান্দার এবং পারস্যের বাদশাহদের কাহিনী শোনাব। এছাড়াও সে এক সুন্দরী গায়িকা ক্রয় করে এনেছিল। তা দিয়ে মানুষদেরকে নাচ দেখিয়ে ও গান শোনায়ে পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করত। সে প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ ওসমানী)

الصلحت لهم جنت النعيم ﴿٨﴾ خلدين فيها ۖ وعد الله حقا ۖ وهو العزيز

স্বা-লিহ্বা-তি লাহুম জ্বান্না-তুন্ না'ঈম। ৯। খা-লিদীনা ফীহা- ; ওয়া'দাল্লা-হি হ্বাক্ব্ক্বান ; ওয়া হুওয়াল 'আযীযুল

তাদের জন্য অবশ্যকই রয়েছে শান্তিময় জান্নাত। (৯) তারা চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে; আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তিনি মহা শক্তিশালী

الحكيم ﴿٩﴾ خلق السموت بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان

হ্বাকীম। ১০। খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি বিগাইরি 'আমাদিন্ তারাওনাহা- ওয়া আল্‌ক্বা-ফিল আরদ্বি রাওয়া-সিয়া আন্

প্রজ্ঞাবান। (১০) তিনিই আকাশকে বিনা খুঁটিতে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তা দেখছ। এবং (তিনি) পৃথিবীতে পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছেন, যাতে সে (পৃথিবী)

تميد بكم وبث فيها من كل دابة ۚ وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها

তামীদা বিকুম ওয়া বাছ্ছা ফীহা- মিন কুল্লি দা—ব্বাতিন ; ওয়া আন্‌যাল্‌না- মিনাস্ সামা—ই মা—আন্ ফাআম্বাত্‌না- ফীহা-

তোমাদেরকে নিয়ে ঝাঁকুনি না দেয় এবং সর্ব প্রকারের জীব প্রাণী যমীনে ছড়িয়ে দিয়েছেন; এবং আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি), অতঃপর উৎপন্ন করি

من كل زوج كريم ﴿١٠﴾ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه ۚ

মিন্ কুল্লি যাওজ্বিন্ কারীম। ১১। হা-যা- খাল্‌কুল্লা-হি ফাআরূনী মা-যা- খালাক্বাল্ লাযীনা মিন্ দূনিহী ;

সর্ব প্রকার উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ। (১১) এটা আল্লাহরই সৃষ্টি। এখন আমাকে দেখাও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যেরা কি কি সৃষ্টি করেছে।

بل الظلمون في ضلل مبين ﴿١١﴾ ولقد اتينا لقمن الحكمة ان اشكر لله ۚ ومن يشكر

বালিজ্ জা-লিমূনা ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ১২। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা-লুক্বমা-নাল্ হিক্‌মাতা আনিশ্‌কুর লিল্লা-হি ; ওয়া মাঁই ইয়াশ্‌কুর

বরং এ জালিমরা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। (১২) আমি লোকমানকে এ মর্মে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আল্লাহর জন্য; এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী

১০ রুকু

فانما يشكر لنفسه ۚ ومن كفر فان الله غني حميد ﴿١٢﴾ واذ قال لقمن

ফাইন্নামা- ইয়াশ্‌কুরু লিনাফ্‌সিহী, ওয়া মান্ কাফারা ফাইন্নাল্লা-হা গানিয়্যুন্ হ্বামীদ। ১৩। ওয়া ইয্ ক্বা-লা লুক্বমা-নু

নিজের স্বার্থেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর যে অকৃতজ্ঞ হয় আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী প্রশংসিত। (১৩) আর যখন লোকমান বলেছিল তার

لابنه وهو يعظه يبني لا تشرك بالله ۗ ان الشرك لظلم عظيم ﴿١٣﴾ ووصينا

লিব্‌নিহী ওয়া হুওয়া ইয়া'ইজুহূ ইয়া-বুনাইয়্যা লা-তুশ্‌রিক বিল্লা-হি ; ইন্নাশ্ শির্‌কা লাজুল্‌মুন 'আজীম। ১৪। ওয়া ওয়াস্ব স্বাইনাল্

পুত্রকে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে, হে আমার সন্তান! আল্লাহর সাথে শরীক কর না; নিশ্চয়ই শিরক মহাপাপ। (১৪) আমি উপদেশ দিয়েছি মানুষকে তার মাতা-পিতা

الانسان بولديه ۚ حملته امه وهنا على وهن وفصله في عامين ان اشكر لي

ইন্‌সা-না বিওয়া-লিদাইহি, হ্বামালাত্‌হু উম্মুহূ ওয়াহ্‌নান্ 'আলা-ওয়াহ্‌নিওঁ ওয়া ফিস্বা-লুহূ ফী 'আ-মাইনি আনিশ্‌কুর লী

সম্পর্কে। তার মাতা ক্লান্তির পর ক্লান্তি সহ্য করেও তাকে গর্ভে ধারণ করে এবং দুধ ছাড়ান হয় দু'বছরের সময়, সুতরাং তুমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১২) ঃ ......ولقد اتينا لقمن - অধিকাংশ আলিমগণের মতে, হযরত লোকমান পয়গম্বর ছিলেন না। একজন বিশেষ পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বিশেষ জ্ঞান বিচক্ষণতা ও ভাষা জ্ঞান দান করে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করেছিলেন। তাঁর বিচক্ষণতাপূর্ণ উপদেশগুলো এবং তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাসমূহ প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। আল্লাহ কুরআন মাজীদে তাঁর প্রসংগে আলোচনা করে তাঁর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। হযরত লোকমান কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং কোন সময়ের ছিলেন তার পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে অনেকের মতে, তিনি হাবশী ছিলেন এবং হযরত দাউদের (আ) সময়ের ছিলেন। তাঁর অনেক কাহিনী ও কথা তাফসীর সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। (তাঃ ওসমানী)

ولولديك ۚ الي المصير ﴿١٤﴾ وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به

ওয়া লি ওয়া-লিদাইকা ; ইলাইয়্যাল্ মাস্বীর। ১৫। ওয়া ইন জ্বা-হাদা-কা 'আলা~আন্ তুশ্‌রিকা বী মা- লাইসা লাকা বিহী

এবং তোমার মাতা পিতার। আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। (১৫) আর যদি তারা (মাতা-পিতা) তোমাকে চেষ্টা করে আমার সাথে এমন কাউকে শরীক করতে

علم ۙ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ۖ واتبع سبيل من اناب الي ۚ

'ইল্‌মুন; ফালা- তুত্বি'হুমা- ওয়া স্বা-হিব্‌হুমা- ফিদ্দুন্‌ইয়া- মা'রূফাওঁ ওয়াত্তাবি' সাবীলা মান্ আনা-বা ইলাইয়্যা,

যে ব্যাপারে তোমার কোন কিছুই জানা নেই, তখন তুমি তাদের কথা মানবেনা এবং পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে তার অনুসরণ করবে, যিনি

ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون ﴿١٥﴾ يبني انها ان تك مثقال

ছুম্মা ইলাইয়্যা, মারজ্বি'উকুম ফাউনাব্বিউকুম্ বিমা- কুন্তুম তা'মালূন। ১৬। ইয়া-বুনাইয়্যা ইন্নাহা~ইন্ তাকু মিছ্‌ক্বা-লা

আমার দিকে ঝুঁকেছে। অতঃপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন তোমরা যা কিছু করতে, সেগুলো তোমাদেরকে জানিয়ে দিব। (১৬) হে আমার সন্তান।

حبة من خردل فتكن في صخرة او في السموت او في الارض يات

হ্বাব্বাতিম্ মিন্ খার্‌দালিন ফাতাকুন্ ফী স্বাখ্‌রাতিন্ আও ফিস্ সামা-ওয়া-তি আও ফিল্ আর্‌দ্বি ইয়া'তি

কোন জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আর সেটা যদি প্রস্তর খন্ডের মধ্যে অথবা আকাশে অথবা যমীনের (তলদেশে) থাকে, তাও আল্লাহ এনে উপস্থিত

بها الله ۚ ان الله لطيف خبير ﴿١٦﴾ يبني اقم الصلوة وامر بالمعروف وانه

বিহাল্লা-হু ; ইন্নাল্লা-হা লাত্বীফুন খাবীর। ১৭। ইয়া-বুনাইয়্যা আক্বিমিস্ব স্বালা-তা ওয়া'মুর বিল্‌মা'রূফি ওয়ান্‌হা

করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। (১৭) হে আমার সন্তান! তুমি নামাজ কায়েম কর, সৎ কাজের উপদেশ দাও এবং খারাপ

عن المنكر واصبر على ما اصابك ۖ ان ذلك من عزم الامور ﴿١٧﴾ ولا تصعر

'আনিল্ মুন্‌কারি ওয়াস্ববির্ 'আলা- মা ~আস্বা-বাকা ; ইন্না যা-লিকা মিন্ 'আয্‌মিল্ উমূর। ১৮। ওয়ালা- তুস্বা'য়্যির

কাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এ কাজগুলো খুবই হিম্মতের। (১৮) তুমি মানুষের থেকে

خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ۖ ان الله لا يحب كل مختال

খাদ্দাকা লিন্না-সি ওয়ালা- তাম্‌শি ফিল্ আর্‌দ্বি মারাহ্বান ; ইন্নাল্লা-হা লা- ইউহ্বিব্বু কুল্লা মুখ্‌তা-লিন

তোমার মুখ (অহংকার বশতঃ) অন্যদিকে ফিরায়োনা এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে চল না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী, গর্বকারীকে পছন্দ

فخور ﴿١٨﴾ واقصد في مشيك واغضض من صوتك ۚ ان انكر الاصوات

ফাখূর। ১৯। ওয়াক্বস্বিদ্ ফী মাশ্‌ইকা ওয়াগদ্বুদ্ব মিন্ স্বাওতিকা ; ইন্না আন্‌কারাল্ আস্বওয়া-তি

করেন না। (১৯) তুমি চলনে মধ্যম গতি অবলম্বন করবে আর তোমার আওয়াজ নীচু করবে। নিশ্চয়ই আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ আওয়াজ হচ্ছে

○ টীকা (আঃ ১৫) ঃ বলা বাহুল্য, এমন কোন বস্তুই নাই, যার উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন অনুকূল প্রমাণ থাকতে পারে। মোটকথা, তারা যদি কোন বস্তুকে খোদার শরীক করার জন্য তোমাদের উপর চাপ দেয়, তবে তোমরা তাহাদের কথা মানিও না। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১৬) ঃ অর্থাৎ, মানুষের জ্ঞানের অগোচরে অদৃশ্য হওয়ার কারণ এই কয়েকটি হয়ে থাকে। কখনও অতি ক্ষুদ্রাকার হওয়া বশতঃ কখনও আবরণ অত্যধিক ভারী ও কঠিন হওয়া বশতঃ, কখনও দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ার দরুন এবং কখনও ঘন অন্ধকারের কারণে। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের মহিমা এত অসীম যে, কোন বস্তুর মধ্যে কারণগুলো একত্রিত হইলেও কিয়ামতের দিন তিনি উহাকে এনে উপস্থিত করবেন। (বঃ কোঃ)

لصوت الحمير ﴿١٩﴾ الم تروا ان الله سخر لكم ما في السموت وما في الارض

লাস্বাওতুল্ হামীর। ২০। আলাম্ তারাও আন্নাল্লা-হা সাখ্‌খারা লাকুম্ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা- ফিল্ আরদ্বি

গর্দভের আওয়াজ। (২০) তোমরা কি দেখ না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সব কিছুকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন এবং তোমাদের

ع ২ ১১ রুকূ

واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير

ওয়া আস্‌বাগা 'আলাইকুম নি'আমাহূ জা-হিরাতাওঁ ওয়া বা-ত্বিনাতান ; ওয়া মিনান্ না-সি মাই ইউজা-দিলু ফিল্লা-হি বিগাইরি

উপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে রেখেছেন? কতিপয় লোক জ্ঞান ব্যতীতই আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে এবং এ বিষয়

علم ولا هدى ولا كتب منير ﴿٢٠﴾ واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا

'ইলমিওঁ ওয়ালা-হুদাওঁ ওয়ালা- কিতা-বিম্ মুনীর। ২১। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুমুত্তাবি'উ মা~আন্‌যালাল্লা-হু ক্বা-লূ

না আছে তাদের কোন সঠিক বুঝ, না আছে সুস্পষ্ট কিতাব। (২১) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়ের অনুসরণ কর, তখন তারা বলে,

بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطن يدعوهم الى عذاب

বাল্ নাত্তাবি'উ মা- ওয়াজ্বাদ্‌না-'আলাইহি আ-বা—আনা- ; আওয়া লাও কা-নাশ্ শাইত্বা-নু ইয়াদ'উহুম ইলা- 'আযা-বিস্

আমরাতো আমাদের পিতৃ পুরুষকে যে পথের উপর পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। (আচ্ছা!) শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে ডাকে, তার পরেও

السعير ﴿٢١﴾ ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة

সা'ঈর। ২২। ওয়া মাইঁ ইউস্‌লিম ওয়াজ্‌হাহূ~ইলাল্লা-হি ওয়া হুওয়া মুহ্‌সিনুন্ ফাক্বাদিস্ তাম্‌সাকা বিল্ 'উর্‌ওয়াতিল্

অনুসরণ করবে? (২২) এবং যে কেহ পুণ্যবান অবস্থায় আল্লাহর দিকে তার চেহারাকে অবনত করে; তবে সে শক্ত রশিকে দৃঢ়ভাবে

الوثقى والى الله عاقبة الامور ﴿٢٢﴾ ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم

উছ্‌ক্বা- ;'ওয়া ইলাল্লা-হি 'আ-ক্বিবাতুল্ উমূর। ২৩। ওয়া মান্ কাফারা ফালা- ইয়াহ্‌যুন্‌কা কুফ্‌রুহূ ; ইলাইনা- মার্‌জ্বি'উহুম

ধরল। সব কাজেরই ফলাফল আল্লাহর কাছে। (২৩) কাফিরদের কুফরী যেন আপনাকে চিন্তিত না করে, পরিশেষে তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, অতঃপর

فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور ﴿٢٣﴾ نمتعهم قليلا ثم

ফানুনাব্বিউহুম্ বিমা- 'আমিলূ ; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ব স্বুদূর। ২৪। নুমাত্তি'উহুম ক্বালীলান্ ছুম্মা

তারা যা কাজ করতো তা আমি তখন তাদেরকে জানিয়ে দিব। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অন্তরের গোপন বিষয় জানেন। (২৪) আমি তাদেরকে অল্প সময়ের জন্য ভোগ-বিলাস

نضطرهم الى عذاب غليظ ﴿٢٤﴾ ولئن سالتهم من خلق السموت والارض

নাদ্বত্বাররুহুম ইলা- 'আযা-বিন্ গালীজ্। ২৫। ওয়া লাইন্ সাআল্‌তাহুম্ মান্ খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা

দিয়ে রাখব, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (২৫) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনস যে, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা কে?

○ টীকা (আঃ ২০) ঃ পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থিত অধিকাংশ বস্তুই মানুষের উপকারে লাগে। দিবা স্বীয় সময় মত আগমন করে। রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য ও তারকাপুঞ্জ স্ব স্ব সময় মত উদিত ও অস্তমিত হয়। তরিতরকারী শস্যাদি সবই সময়মত উৎপন্ন ও পরিপক্ক হয়। অবশ্য হতে মানুষের কোন অধিকার নাই, তথাপি মানব এগুলো দ্বারা উপকৃত হয় বলে আল্লাহ্ তায়ালা ঐগুলো মানবের 'আজ্ঞাবহ' বলে উল্লেখ করেছেন। হে মানুষ! চন্দ্র, সূর্য, মেঘমালা, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতিকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপকারের জন্য নিয়োজিত করেছেন, তোমরা বুঝতেছ না। তারা তোমার আজ্ঞা পালন করতে প্রাণপাত করতেছে, তোমাদের কি এই বিচার যে, পেয়ে সেই আল্লাহর তায়ালার আজ্ঞা অমান্য করতেছে? (কুঃ কারীম)

ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ﴿٢٥﴾ لله ما في السموت

লাইয়াক্বূলুন্নাল লা-হু ; ক্বুলিল্ হ্বাম্‌দু লিল্লা-হি ; বাল্ আক্‌ছারুহুম লা- ইয়া'লামূন। ২৬। লিল্লা-হি মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি

তবে তারা অবশ্যই জবাবে বলবে, 'আল্লাহ'; বলুন (সব) প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না। (২৬) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে

والارض ان الله هو الغني الحميد ﴿٢٦﴾ ولو ان ما في الارض من شجرة

ওয়াল্ আরদ্বি ; ইন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ গানিয়্যুল্ হ্বামীদ্। ২৭। ওয়া লাও আন্না মা- ফিল্ আরদ্বি মিন্ শাজ্বারাতিন

সব কিছু আল্লাহরই, তিনি (আল্লাহ) অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত। (২৭) পৃথিবীর বৃক্ষগুলো যদি কলম হয় আর সমুদ্রগুলো যদি

اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمت الله ان الله

আক্বলা-মুওঁ ওয়াল্ বাহ্বরু ইয়ামুদ্দুহূ মিম্ বা'দিহী সাব্'আতু আব্‌হুরিম্ মা-নাফিদাত কালিমা-তুল্লা-হি ; ইন্নাল্লা-হা

তার কালি হয় এবং তা শেষ হবার পরে আরও যদি মিলিত হয় এর সাথে সাতটি সমুদ্র, তারপরেও আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপ্রভাবশালী,

عزيز حكيم ﴿٢٧﴾ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير

'আযীযুন হ্বাকীম। ২৮। মা- খাল্‌ক্বুকুম ওয়ালা- বা'ছুকুম ইল্লা- কানাফ্‌সিওঁ ওয়া-হিদাতিন ; ইন্নাল্লা-হা সামী'উম্ বাস্বীর।

মহাজ্ঞানী। (২৮) তোমাদের সবার সৃষ্টি ও তোমাদের পুনরুত্থান এমনই, যেমন একটি প্রাণীকে সৃষ্টি করা ও পুনরায় জীবিত করা; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

الم تر ان الله يولج اليل في النهار ويولج النهار في اليل وسخر

২৯। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা ইউলিজুল্ লাইলা ফিন্ নাহা-রি ওয়া ইউলিজুন্ নাহা-রা ফিল্ লাইলি ওয়া সাখ্‌খারাশ্

(২৯) তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ রাতকে দিবসের মাঝে প্রবেশ করান এবং দিবসকে রাতের মাঝে প্রবেশ করান এবং

الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير

শামসা ওয়াল্ ক্বামারা, কুল্লুইঁ ইয়াজ্বরী~ইলা~আজ্বালিম্ মুসাম্মাওঁ ওয়া আন্নাল লা-হা বিমা-তা'মালূনা খাবীর।

সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন? প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিচরণ করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ, তোমরা যা কিছু কর তা সব জানেন।

ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو

৩০। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ হ্বাক্কু ওয়া আন্না মা- ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিহিল্ বা-ত্বিলু, ওয়া আন্নাল্লা-হা হুওয়াল্

(৩০) এ সব এ কারণে যে, আল্লাহ সত্য এবং তাঁকে ব্যতীত লোকেরা যাকে ডাকে সব মিথ্যা (তা প্রমাণ করা)। নিশ্চয়ই আল্লাহ

العلي الكبير ﴿٣٠﴾ الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمت الله ليريكم من

'আলিয়্যুল্ কাবীর। ৩১। আলাম্ তারা আন্নাল্ ফুল্‌কা তাজ্বরী ফিল্ বাহ্বরি বিনি'মাতিল্লা-হি লিইউরিয়াকুম্ মিন্

সর্বোচ্চ মহান। (৩১) তোমরা কি চিন্তা কর না যে, সমুদ্রে নৌকাগুলো আল্লাহর অনুগ্রহে চলছে এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে তাঁর কিছু নিদর্শনাবলী

ع ৩ ১২ রুকূ

○ শানে নুযূল (আঃ ২৭) ঃ রাসূল (স) যখন হিজরত করে মদীনায় যান, তখন ইহুদী পাদ্রীদের একটি দল রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলে, কুরআনে যে বলা হয়েছে "তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে" এ আয়াতে শুধু আপনার কথাই বলা হয়েছে, না আমরাও এর অন্তর্ভুক্ত? রাসূল (স) বললেন, এতে সকলকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ইহুদী পাদ্রীরা এতে আপত্তি করে বলল, 'আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওরাতে প্রদান করেছেন। তাতে লেখা আছে, "তাবাইয়্যিনা লিকুল্লি শাইয়িন" অর্থাৎ 'এতে সবকিছুই বর্ণনা করা হয়েছে।' সুতরাং আমাদেরকে সবকিছুরই জ্ঞান দেয়া হয়েছে। আপনি আমাদের জ্ঞানকে সামান্য ভাববেন কেন? রাসূল (স) বললেন, 'তাওরাতে যা আছে তা ঠিকই আছে। কিন্তু তোমরা তো তাওরাতের সবকিছু জান না। তাছাড়া তাওরাতের সকল জ্ঞানই আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অতি সামান্য জ্ঞান। তখনই রাসূল (স)-এর এই উক্তির সমর্থনে এ আয়াত নাযিল হয়। (মাঃ কুঃ)

ايته ان في ذلك لايت لكل صبار شكور ﴿٣٢﴾ واذا غشيهم موج كالظلل

আ-ইয়া-তিহী ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিকুল্লি স্বাব্বা-রিন্ শাকূর। ৩২। ওয়া ইযা- গাশিয়াহুম্ মাওজুন্ কাজ্জুলালি
প্রদর্শন করেন? নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞকারীর জন্য। (৩২) যখন তুফান তাদেরকে আবৃত করে ছায়াচ্ছন্নের মত,

دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد

দা'আউল্লা-হা মুখ্‌লিস্বীনা লাহুদ্দীনা, ফালাম্মা- নাজ্জা-হুম ইলাল্ বার্‌রি ফামিন্‌হুম মুক্‌তাস্বিদুন ; ওয়া মা- ইয়াজ্‌হাদু
তখন তারা আল্লাহকে ডাকে একনিষ্ঠভাবে, যখন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে রক্ষা করে তীরে পৌছান, তখন তাদের মধ্যে কতিপয় সত্য পথে থাকে শুধু মাত্র

بايتنا الا كل ختار كفور ﴿٣٣﴾ يايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا

বিআ-ইয়া-তিনা~ইল্লা-কুল্লু খাত্তা-রিন্ কাফূর। ৩৩। ইয়া~আইয়্যুহান্ না-সুত্তাকূ রাব্বাকুম ওয়াখ্‌শাও ইয়াওমাল্ লা-
বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞরাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। (৩৩) হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং সে দিনকে ভয় কর যেদিন

يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله

ইয়াজ্‌যী ওয়া-লিদুন 'আওঁ ওয়ালাদিহী, ওয়ালা-মাওলূদুন হুওয়া জ্বা-যিন 'আওঁ ওয়া-লিদিহী শাইআন ; ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি
পিতা তার সন্তানকে কোন উপকার করতে পারবে না এবং সন্তানও তার পিতার কোনই কাজে আসবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

حق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ﴿٣٤﴾ ان الله عنده

হাক্কুন ফালা- তাগুর্‌রান্নাকুমুল হায়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়ালা- ইয়াগুর্‌রান্নাকুম্ বিল্লা-হিল গারূর। ৩৪। ইন্নাল্লা-হা 'ইন্দাহূ
সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কখনও ধোঁকায় না ফেলে এবং শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকা না দিতে পারে। (৩৪) একমাত্র

علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا

'ইলমুস্ সা-'আতি, ওয়া ইউনায্‌যিলুল গাইছা, ওয়া ইয়া'লামু মা- ফিল্ আর্‌হা-মি ; ওয়া মা- তাদ্‌রী নাফ্‌সুম মা-যা-
কিয়ামতের খবর; আল্লাহর নিকটই রয়েছে। এবং তিনিই বর্ষণ করেন বৃষ্টি এবং তিনিই জানেন যা কিছু আছে গর্ভ কোষে। কোন মানুষেরই জানা নেই যে, সে কি

تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير

তাক্‌সিবু গাদান ; ওয়া মা- তাদ্‌রী নাফ্‌সুম্ বিআইয়্যি আর্‌দ্বিন্ তামূতু ; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন খাবীর।
অর্জন করবে আগামী কাল, এবং কোন মানুষেরই খবর নেই যে, সে কোন যমীনে মারা যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন ও খবর রাখেন।

ع ৪ ১৩ রুকূ

○ টীকা (আঃ ৩২) ঃ অর্থাৎ, ঈমানদারগণ, কেননা মু'মেনগণই পূর্ণ ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত ধৈর্যশীলতা এবং কৃতজ্ঞতা, মানুষকে জগৎ-পতি আল্লাহ্ সম্বন্ধে চিন্তা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুতঃ তার অস্তিত্বের প্রমাণ পেতে হলে চিন্তার প্রয়োজন। সুতরাং এস্থলে ধৈর্যশীলতা ও কৃতজ্ঞতা গুণ দুটির উল্লেখ খুবই সমীচীন হয়েছে। বিশেষতঃ সমুদ্রে নৌকা চলাচলের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে। কেননা, তদবস্থায় তরঙ্গ উঠলে তা ধৈর্য ধারণেরই স্থান এবং তা হতে নিরাপদে কূলে পৌছলে, তখন সেটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থান। অতএব, যারা এ সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে চিন্তা করতে থাকে, তারাই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও ক্ষমতার প্রমাণ গ্রহণের তওফীক লাভ করে। (বঃ কোঃ)

○ শানে নুযূল (আঃ ৩৪) ঃ দুররে মনসূর কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, কাফেরদের মধ্যে কেহ কেহ হুযূর (স)-কে কিয়ামতের সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতো যে, উহা কখন ঘটবে? এই আয়াতটিতে উক্ত প্রশ্নের উত্তর বর্ণিত হয়েছে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ যেহেতু কাফেররা রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে এই পাঁচটি বিষয় সম্বন্দেই অধিক জিজ্ঞাসা করত। কাজেই আয়াতে বিশেষ করেই পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিংবা নফ্স প্রধানতঃ এই পাঁচটি বিষয় সম্বন্দে জ্ঞাত হওয়ার জন্যই অধিক আগ্রহশীল থাকে, সুতরাং আয়াতে এই পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এগুলো মানুষের জানার বিষয় নহে, ইহা শুধু আল্লাহ্ই জানেন। (বঃ কোঃ)

সূরা সিজ্‌দাহ
মক্কী

بسم الله الرحمن الرحيم
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩০
রুকূ ঃ ৩

① الم ② تنزيل الكتب لا ريب فيه من رب العلمين ③ ام يقولون افترىه

১। আলিফ্ লা—ম্ মী—ম। ২। তান্‌যীলুল কিতা-বি লা-রাইবা ফীহি মির্ রাব্বিল 'আ-লামীন। ৩। আম ইয়াক্বূলূনাফ্ তারা-হু,
(১) আলিফ-লাম-মীম (২) এ কিতাব সারা জাহানের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (৩) তারা কি বলে যে, এটা সে নিজে রচনা করেছে, বরং

بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون

বাল্ হুওয়াল হাক্কু মির্ রাব্বিকা লিতুন্‌যিরা ক্বাওমাম্ মা~আতা-হুম্ মিন্ নাযীরিম্ মিন্ ক্বাব্‌লিকা লা'আল্লাহুম ইয়াহ্‌তাদূন।
এটা আপনার রবের তরফ থেকে সত্য। যাতে আপনি সে সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি যাতে তারা সুপথ পেতে পারে।

④ الله الذي خلق السموت والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى

৪। আল্লা-হুল্লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বা ওয়া মা- বাইনাহুমা- ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্‌তাওয়া-
(৪) আল্লাহ, যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থ সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি উপবেশন করেন

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون ⑤ يدبر

'আলাল্ 'আর্‌শি ; মা-লাকুম্ মিন দূনিহী মিওঁ ওয়ালিয়্যিওঁ ওয়ালা- শাফী'ইন্ ; আফালা- তাতাযাক্কারূন। ৫। ইউদাব্বিরুল্
আরশের উপর। তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই, এরপরেও কি তোমরা উপদেশ মেনে চলবে না? (৫) তিনি

الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة

আম্‌রা মিনাস্ সামা—ই ইলাল্ আর্‌দ্বি ছুম্মা ইয়া'রুজু ইলাইহি ফী ইয়াওমিন্ কা-না মিক্বদা-রুহূ~আল্‌ফা সানাতিম্
কাজ পরিচালনা করেন আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত। অতঃপর একদিন সব কিছুই তাঁর কাছে ওঠানো হবে, যে দিনের পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার

مما تعدون ⑥ ذلك علم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ⑦ الذي احسن

মিম্মা- তা'উদ্দূন। ৬। যা-লিকা 'আ-লিমুল্ গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাতিল 'আযীযুর রাহীম ৭। আল্লাযী~আহ্‌সানা
বছরের সমান। (৬) তিনি (আল্লাহ) অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ বিষয়ে অবহিত, তিনি মহা শক্তিশালী, অসীম দয়ালু। (৭) যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে

كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ⑧ ثم جعل نسله من سللة من

কুল্লা শাইয়িন খালাক্বাহূ ওয়া বাদাআ খাল্‌ক্বাল্ ইন্‌সা-নি মিন্ ত্বীন। ৮। ছুম্মা জ্বা'আলা নাস্‌লাহূ মিন্ সুলা-লাতিম্ মিম্
অতি সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ সৃষ্টি সূচনা করেছেন মাটি থেকে। (৮) অতঃপর তার সন্তান সৃষ্টি করেন, এক অবজ্ঞেয় পানির নির্যাস

○ সূরা সাজদাহ ঃ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) জুমার দিন ফজরের নামাজের প্রথম রাকাতে الم السجدة এবং দ্বিতীয় রাকাতে هل اتى على الانسان পাঠ করতেন। অন্য হাদীসে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) রাতে নিদ্রায় যাওয়ার পূর্বে الم السجدة ও সূরা মুলক পাঠ করতেন। (কুঃ করীম) ○ শানে নুযূল (আঃ ৫) ঃ দুররে মানছুর কিতাবে বর্ণিত আছে, কেউ হুজুর (স)-কে আয়াতে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় সম্পর্ক প্রশ্ন করলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বঃ কুঃ) হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ আয়াতে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় কোন মাখলুককে দেন নাই। স্বয়ং নিজের ইলমে এটাকে গোপন রেখেছেন। না কোন ফিরিশতাকে এর জ্ঞান দিয়েছেন না কোন নবী রাসূলকে এর জ্ঞান দিয়েছেন।

مَآءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصٰرَ

মা—ইম্‌ মাহীন। ৯। ছুম্মা সাওয়্যা-হু ওয়া নাফাখা ফীহি মির্‌ রূহিহী ওয়া জ্বা'আলা লাকুমুস্‌ সাম্‌'আ ওয়াল্‌ আব্‌স্বা-রা
হতে। (৯) অতঃপর তাকে সুগঠিত করে তাতে তাঁর রূহ্‌ ফুঁকে দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের কর্ণ, চোখ এবং অন্তর বানিয়েছেন,

وَالْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾ وَقَالُوٓا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِى الْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ

ওয়াল্‌ আফ্‌ইদাতা ; ক্বালীলাম্‌ মা- তাশ্‌কুরূন। ১০। ওয়া ক্বা-লূ~আ ইযা- দ্বালাল্‌না- ফিল্‌ আর্‌দ্বি আইন্না-লাফী খালক্বিন্‌
তোমরা অতি অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (১০) তারা বলে, যখন আমরা মাটিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব, তখনও কি পুনরায় আমাদেরকে নতূন ভাবে

جَدِيدٍۭ ۚ بَلْ هُم بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُونَ ﴿١٠﴾ ۞ قُلْ يَتَوَفّٰىكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِى

জ্বাদীদ ; বাল্‌ হুম্‌ বিলিক্বা—ই রাব্বিহিম কা-ফিরূন। ১১। কুল্‌ ইয়াতাওয়াফ্‌ফা-কুম্‌ মালাকুল্‌ মাওতিল্লাযী
সৃষ্টি করা হবে? মূলতঃ তারা তাদের প্রতিপালকের দর্শনকেই অস্বীকার করে। (১১) বলুন, তোমাদের প্রাণ নিয়ে যাবেন মালাকুল মাউত, যিনি তোমাদের দায়িত্ব প্রাপ্ত।

وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَلَوْ تَرٰىٓ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ

উক্কিলা বিকুম্‌ ছুম্মা ইলা- রাব্বিকুম তুরজ্বা'উন। ১২। ওয়া লাও তারা~ইযিল মুজ্‌রিমূনা না-কিসূ রুউসিহিম
অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) আর যদি আপনি দেখতেন, যখন পাপীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে তাদের মাথা নত করে বলবে,

عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شِئْنَا

'ইন্দা রাব্বিহিম ; রাব্বানা~আব্‌স্বার্‌না- ওয়া সামি'না- ফারজ্বি'না- না'মাল্‌ স্বা-লিহান ইন্না- মূক্বিনূন। ১৩। ওয়া লাও শি'না-
হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম এবং শোনলাম, এখন আপনি আমাদেরকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিন; আমরা নেক কাজ করব, আমরা পূর্ন নিশ্চিত হয়েছি। (১৩) আমি ইচ্ছা

لَءَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ

লাআ-তাইনা- কুল্লা নাফ্‌সিন্‌ হুদা-হা- ওয়া লা-কিন্‌ হাক্বক্বাল ক্বাওলু মিন্নী লাআমলাআন্না জ্বাহান্নামা মিনাল্‌ জ্বিন্নাতি
করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সঠিক পথ দান করতে পারতাম। কিন্তু আমার এ বাণী অতীব সত্য, আমি অবশ্যই পরিপূর্ণ করব জাহান্নামকে, জীন

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَآ إِنَّا نَسِينٰكُمْ ۖ وَذُوقُوا

ওয়ান্‌ না-সি আজ্‌মা'ঈন। ১৪। ফাযূক্বূ বিমা- নাসীতুম লিক্বা—আ ইয়াওমিকুম হা-যা-, ইন্না- নাসীনা-কুম ওয়া যূক্বূ
ও মানুষ দ্বারা। (১৪) এখন তোমরা, তোমাদের দিবসের আগমনকে ভুলে যাবার স্বাদ উপভোগ কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম তোমরা

عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايٰتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا

'আযা-বাল্‌ খুল্‌দি বিমা- কুন্তুম তা'মালূন। ১৫। ইন্নামা-ইউ'মিনু বিআ-ইয়া-তিনাল্‌ লাযীনা ইযা- যুক্কিরূ বিহা-
তোমাদের কৃতকর্মের চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক। (১৫) শুধু মাত্র তারাই আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, যারা

○ টীকা (আঃ ১০) ঃ কাফেরগণের কেয়ামত অবিশ্বাসের অন্যতম কারণ এই যে, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া তা সাধারণতঃ বিবেক স্বীকার করে না। আরও কৃতকর্মের জবাবদিহি, প্রতিফল ও প্রতিদান এই সমস্ত কথা তারা বুঝতে পারেনা। তাদের এই ভিত্তিহীন মনোভাবের প্রতিবাদ করে আল্লাহ তায়ালা বলতেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তারা কৃতকর্মের জবাবদিহির আশঙ্কায় কেয়ামত অমান্য করে; যদি জবাবদিহির আশঙ্কা না থাকত তবে তারা এরূপ দৃঢ়তাসহকারে কেয়ামত অস্বীকার করত না।

خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾ تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ

খার্‌রূ সুজ্বজ্বাদাওঁ ওয়া সাব্বাহূ বিহাম্‌দি রাব্বিহিম ওয়া হুম লা- ইয়াস্তাক্‌বিরূন। ১৬। তাতাজ্বা-ফা- জুনূবুহুম
সে দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে সিজদায় পড়ে যায় এবং তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তারা গর্ব করে না। (১৬) তাদের শরীরের পার্শ্ব, শয্যার

عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ

'আনিল্‌ মাদ্বা-জ্বি'ই ইয়াদ্‌'উনা রাব্বাহুম খাওফাওঁ ওয়া তামা'আওঁ ওয়া মিম্মা- রাযাক্বনা-হুম ইউন্‌ফিকূন। ১৭। ফালা-তা'লামু
স্থান হতে আলাদা রেখে তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশায় এবং আমি যে রিযিক তাদেরকে দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। (১৭) কেউই

نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَن كَانَ

নাফসুম্‌ মা~উখ্‌ফিয়া লাহুম মিন্‌ কুর্‌রাতি আ'ইউনিন, জ্বাযা—আম্‌ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৮। আফামান্‌ কা-না
জানে না, যা তাদের চোখের তৃপ্তির জন্য গোপন করে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান হিসেবে। (১৮) তবে কি

مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

মু'মিনান কামান্‌ কা-না ফা-সিক্বান ; লা-ইয়াস্তাউন। ১৯। আম্মাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি
যে মুমিন সে কি তার অনুরূপ যে পাপী? তারা (দু শ্রেণী) কখনও সমান হতে পারে না। (১৯) যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে

فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَأْوٰى نُزُلًۢا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوٰىهُمُ

ফালাহুম জ্বান্না-তুল্‌ মা'ওয়া-, নুযুলাম্‌ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ২০। ওয়া আম্মাল্লাযীনা ফাসাক্বূ ফামা'ওয়া-হুমুন্‌
তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাত, তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ। (২০) আর যারা পাপ কাজ করেছে তাদের ঠিকানা

النَّارُ ۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَآ أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ

না-রু ; কুল্লামা~আরা-দূ~আঁই ইয়াখ্‌রুজু মিনহা~উ'ঈদূ ফীহা- ওয়া ক্বীলা লাহুম যূক্বূ 'আযা-বান্‌
জাহান্নাম, যখনই তারা তা থেকে বাইরে বের হতে চাবে তখনই তার মধ্যে তাদেরকে উল্টা ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের

النَّارِ الَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنٰى دُونَ

না-রিল্লাযী কুন্‌তুম্‌ বিহী তুকায্‌যিবূন। ২১। ওয়া লানুযীক্বান্নাহুম মিনাল্‌ 'আযা-বিল্‌ আদ্‌না- দূনাল্‌
শাস্তির স্বাদ উপভোগ কর, যা তোমরা মিথ্যা বলতে। (২১) এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে উপভোগ করাব লঘু শাস্তি,

الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ

'আযা-বিল আক্‌বারি লা'আল্লাহুম ইয়ারজ্বি'উন। ২২। ওয়া মান্‌ আজ্‌লামু মিম্‌ মান্‌ যুক্‌কিরা বিআ-ইয়া-তি রাব্বিহী ছুম্মা
যাতে তারা (সত্য পথে) ফিরে আসে। (২২) তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে আছে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াত থেকে উপদেশ দেয়া হয়;

○ টীকা (আঃ ১৬) ঃ অর্থাৎ, ঈমানদারগণের অবস্থা এইরূপ। ইহার কোন কোন অবস্থার উপর মূল ঈমান নির্ভর করে এবং কতকগুলোর দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা সাধিত হয়। ○ টীকা (আঃ ১৮) ঃ ইহা পূর্ববর্তী বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে। এবিষয়ে আরও দৃঢ় জ্ঞান লাভের জন্য তাদের পরিণামফলের অসমতার বিবরণ পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২০) ঃ তারা কূলের দিকে অগ্রসর হবে, যদিও গভীর এবং দ্বাররুদ্ধ হওয়ার বশতঃ বেরিয়ে আসতে পারিবে না। তথাপি এমন যন্ত্রণার সময় স্বভাবতঃই বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করবে। (বঃ কোঃ)
○ বিশ্লেষণ (আঃ ২১) ঃ من العذاب الادنى – লঘু (ছোট) শাস্তি দ্বারা পার্থিব জীবনের বিপদাপদ, রোগ-ব্যধি, দুর্ভিক্ষ, গ্রেফতার, হত্যা ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়াকে বুঝন হয়েছে। (তাঃ ওসমানী)

أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

আ'রাদ্বা 'আন্হা- ; ইন্না-মিনাল্ মুজ্রিমীনা মুন্তাক্বিমূন। ২৩। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা
এরপরেও সে তা থেকে মুখ ফিরায়? আমি অবশ্যই গুনাহ্গারদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (২৩) নিশ্চয়ই মূসা (আ)-কে কিতাব দিয়েছিলাম, সুতরাং

فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا

ফালা- তাকুন্ ফী মির্ইয়াতিম্ মিল্ লিক্বা—ইহী ওয়া জ্বা'আল্না-হু হুদাল্ লিবানী~ইস্রা—ঈল। ২৪। ওয়া জ্বা'আল্না-
আপনি তার সাক্ষাৎ সম্পর্কে সন্দেহ করো না এবং আমি তাঁকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক করেছিলাম। (২৪) এবং আমি তাদের মধ্য হতে নেতা করেছিলাম

مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ

মিন্হুম আইম্মাতাই ইয়াহ্দূনা বিআম্রিনা- লাম্মা- স্বাবারূ ; ওয়া কা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা- ইউক্বিনূন। ২৫। ইন্না রাব্বাকা
যারা আমার নির্দেশ মোতাবেক লোকদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্য্যধারণ করেছিল তখন তারা ছিল আমার আয়াতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী। (২৫) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক

هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ

হুওয়া ইয়াফ্স্বিলু বাইনাহুম ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন। ২৬। আওয়া লাম ইয়াহ্দি লাহুম কাম্
কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন, যে বিষয় তারা মতভেদ করছে। (২৬) এ (দৃষ্টান্ত)ও কি তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করল না যে,

أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ

আহ্লাক্না-মিন ক্বাব্লিহিম মিনাল্ কুরূনি ইয়াম্শূনা ফী মাসা-কিনিহিম ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিন ;
আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, (ভ্রমণ কালে) তারা চলাফেরা করে তাদের বাসস্থানে? নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শনাবলী।

أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ

আফালা- ইয়াস্মা'উন। ২৭। আওয়া লাম ইয়ারাও আন্না- নাসূকুল মা—আ ইলাল্ আরদ্বিল্ জুরুযি ফানুখ্রিজু বিহী
এর পরেও কি তার শোনবে না? (২৭) তারা কি দেখে না যে, আমি পানিকে প্রবাহিত করি অনাবাদি ভূমির দিকে, ফলে তা থেকে আমি ফসল উৎপন্ন করি,

زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ

যার'আন্ তা'কুলু মিন্হু আন্'আ-মুহুম ওয়া আন্ফুসুহুম ; আফালা- ইউব্স্বিরূন। ২৮। ওয়া ইয়াকূ-লূনা মাতা-
যা থেকে তাদের গবাদি পশুগুলো এবং তারা নিজেরাও খাদ্য গ্রহণ করে; তারা কি সেগুলো দেখে না? (২৮) এবং তারা বলে যে, তোমরা যদি

هَٰذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا

হা-যাল্ ফাত্হু ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ২৯। কুল্ ইয়াও্মাল্ ফাত্হি লা- ইয়ান্ফা'উল্লাযীনা কাফারূ~
সত্যবাদী হও, তবে বল, কবে হবে এর মীমাংসা? (২৯) বলুন, মীমাংসার দিন, কাফিরদের ঈমান আনা কোনই কাজে আসবে না

○ টীকা (আঃ ২৪) ঃ হযরত রাসূলে করীম (সা) ও হযরত মূসা (আ) তাঁদের অধিকাংশ কার্যকলাপ একই পর্যায়ভুক্ত। এই হেতু পবিত্র কোরআনে বহুবার হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনার উল্লেখ আছে। এস্থলেও আল্লাহ তায়ালা হযরত রাসূলে করীম (সা)-কে বলেছেন যে, যেমন মূসা (আ)-কে তওরাত প্রদান করেছিলাম তদ্রূপ আপনাকেও কোরআন প্রদান করেছি। তওরাত দ্বারা বানী ইসরাইল যেরূপ হেদায়েত পেয়েছিল আপনার উম্মতগণও তদ্রূপ কোরআন শরীফ দ্বারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। বনী ইসরাইল হতে উদ্ভূত নবীগন হযরত মূসার শরিয়ত অনুযায়ী যেমন লোকদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করত আপনার খলিফাগণ ও আলেমগণ সেরূপ কোরআন অনুযায়ী লোকদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করতে থাকবে।

إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

ঈমা-নুহুম ওয়ালা-হুম ইউন্জারূন। ৩০। ফাআ'রিদ্ব 'আন্হুম ওয়ান্তাজির্ ইন্নাহুম্ মুন্তাজিরূন।
এবং তাদেরকে কোন সুযোগও দেয়া হবে না। (৩০) সুতরাং আপনি তাদের থেকে ফিরে থাকুন এবং অপেক্ষায় থাকুন তারাও অপেক্ষা করতেছে।

সূরা আহ্যা-ব
মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৭৩
রুকূ ঃ ৯

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

১। ইয়া~আইয়্যুহান নাবিয়্যুত্তাক্বিল্লা-হা ওয়ালা- তুত্বি'ইল কা-ফিরীনা ওয়াল মুনা-ফিক্বীনা ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান্
(১) হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের কথা মেনে চলবেন না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞাত,

حَكِيمًا ﴿١﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾

হাকীমা-। ২। ওয়াত্তাবি' মা- ইউহা~ইলাইকা মির্ রাব্বিকা ; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা- তা'মালূনা খাবীরা-।
প্রজ্ঞাবান। (২) যা কিছু আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে আপনার কাছে ওহী করা হয় তার অনুসরণ করুন; তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয় পূর্ণ অবহিত।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي

৩। ওয়া তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হি ; ওয়া কাফা-বিল্লা-হি ওয়াকীলা-। ৪। মা-জ্বা'আলাল্লা-হু লিরাজুলিম্ মিন্ ক্বাল্বাইনি ফী
(৩) আপনি আল্লাহর উপরই ভরসা করুন ব্যবস্থাপক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪) আল্লাহ কোন মানুষের ভেতরে দুটি অন্তর

جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ

জ্বাওফিহী, ওয়া মা- জ্বা'আলা আয্ওয়া-জ্বাকুমুল্ লা—ঈ তুজা-হিরূনা মিন্হুন্না উম্মাহা-তিকুম, ওয়ামা-জ্বা'আলা আদ'ইয়া—আকুম
সৃষ্টি করেননি, এবং তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা জেহার কর, তাদেরকে (আল্লাহ) তোমাদের মা করেননি এবং তোমাদের পালক পুত্রদেরকেও

أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

আব্না—আকুম; যা-লিকুম ক্বাওলুকুম্ বিআফ্ওয়া-হিকুম; ওয়াল্লা-হু ইয়াকূলুল্ হাক্কা ওয়া হুওয়া ইয়াহ্দিস্ সাবীল।
তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ সত্য কথা বলেন এবং তিনি সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ لا تطع الكفرين - হিজরতের পর, ওলীদ ইবনে মুগীরা শাইবা ইবনে রাবীরা মদীনায় পৌছে,মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে- রাসূলুল্লাহর (স) কাছে এ প্রস্তাব পেশ করেছে, যদি আপনি ইসলামের দাওয়াতী কাজ বন্ধ করেন, তবে আপনাকে আমার মক্কার অর্ধেক সম্পদ দান করবো। আবার মদীনার মুনাফিক ও ইয়াহুদীরা এ মর্মে ভীতি প্রদর্শন করেন যে, যদি তিনি (স) ইসলামী দাওয়াত থেকে বিরত না থাকে, তবে তাঁকে হত্যা করা হবে। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ মাঃ কুরআন) ○ শানে নুযূল (আঃ ৪) ঃ ما جعل الله......قلبين - মুনাফিকেরা বলত যে, রাসূলুল্লাহর (স) দুটি অন্তর। একটি আমাদের সাথে অন্যটি তাঁর সাহাবীদের সাথে। আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের এ কথার প্রতিবাদে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাঃ কাদেরী) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ ......تظهرون منهن - "জেহার" অর্থ মায়ের বিশেষ এক অংগের সাথে স্ত্রীর উপমা দেয়া। প্রথম ইসলামী যুগে যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে 'মা' বলে সম্বোধন করত অথবা যদি বলত যে, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠ সদৃশ" তাহলে সারা জীবনের জন্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এ কথা বলার কারণে তাদের দৃষ্টিতে সে স্ত্রী প্রকৃত মা সমতুল্য হয়ে যেত।
ابناءكم - তখন পালক পুত্রকেও আপন পুত্রের ন্যায় মনে করত এবং আপন পুত্রের ন্যায়ই সবকিছু তাকে (পালক পুত্রকে) দেয়া হত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, উপরোক্ত উভয় সম্পর্ক মৌখিক সম্পর্ক। এর দ্বারা প্রকৃত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হতে পারে না (অর্থাৎ স্ত্রী, প্রকৃত মা এবং পালক পুত্র, প্রকৃত পুত্র হতে পারে না।) (তাঃ ওসমানী)

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ⑤

৫। উদ্‌'উহুম লিআ-বা—ইহিম হুওয়া আক্বসাত্বু 'ইন্দাল্লা-হি, ফাইল্লাম তা'লামূ~আ-বা—আহুম ফাইখ্‌ওয়া-নুকুম
(৫) তোমরা পালক পুত্রদেরকে ডাক তাদের পিতার দিকে সম্বন্ধ যুক্ত করে এটাই আল্লাহর নিকট অধিকতর ন্যায় সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতার কোন তথ্য

فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ

ফিদ্দীনি ওয়া মাওয়া-লীকুম ; ওয়া লাইসা 'আলাইকুম জুনা-হুন্ ফীমা~আখত্বা'তুম্ বিহী ওয়া লা-কিম্মা- তা'আমমাদাত্
না পাও, তবে তোমরা তাদের দ্বীনী ভাই ও বন্ধু। তোমাদের থেকে ভুল বশতঃ কিছু হয়ে গেলে সে ব্যাপারে তোমাদের কোন গুনাহ নেই; কিন্তু গুনাহ সেটা, যা তোমরা

قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ⑤ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

কুলূবুকুম ; ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহীমা-। ৬। আন্নাবিয়্যু আওলা- বিল্ মু'মিনীনা মিন্ আন্‌ফুসিহিম
অন্তর থেকে স্বইচ্ছায় কর। আল্লাহ ক্ষমাশীল অসীম দয়ালু। (৬) নবী (স) মুমিনগণের কাছে অধিক অন্তরঙ্গ জীবনের চেয়েও

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ

ওয়া আয্‌ওয়া-জুহূ~উম্মাহা-তুহুম ; ওয়া উলুল্ আরহা-মি বা'দুহুম আওলা-বিবা'দ্বিন্ ফী কিতা-বিল্লা-হি মিনাল্
এবং তাঁর স্ত্রীগণও তাদের মাতা। আল্লাহর কিতাব অনুসারে আত্মীয়গণ একে অপরের (উত্তরাধিকার হওয়া হিসেবে) অধিক হকদার

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي

মু'মিনীনা ওয়াল্ মুহা-জিরীনা ইল্লা~আন্ তাফ্‌'আলূ~ইলা~আওলিয়া—ইকুম্ মা'রূফান ; কা-না যা-লিকা ফিল্
মুমিন ও মুহাজির (হিজরতকারী) অপেক্ষা। তবে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া দেখাতে পার। এটা (আল্লাহর)

الْكِتَابِ مَسْطُورًا ⑦ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ

কিতা-বি মাস্‌তূরা-। ৭। ওয়া ইয্ আখায্‌না- মিনান্ নাবিয়্যীনা মীছা-ক্বাহুম ওয়া মিন্‌কা ওয়া মিন্ নূহিঁও ওয়া ইব্‌রা-হীমা
কিতাবে লিখিত আছে। (৭) স্মরণ করুণ! যখন আমি নবীগণের নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং (বিশেষভাবে) আপনার থেকেও এবং নূহ, ইবরাহীম,

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ⑦ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ

ওয়া মূসা- ওয়া 'ঈসাব্‌নি মারইয়ামা, ওয়া আখায্‌না- মিন্‌হুম মীছা-ক্বান্ গালীজা-। ৮। লিয়াস্‌আলাস্ব স্বা-দিক্বীনা
মূসা, মরিয়ম পুত্র ঈসার নিকট হতে– আমি তাদের থেকে নিয়েছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার, (৮) সত্যবাদী গণের থেকে তাদের সত্যতা সম্পর্কে

عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ⑧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا

'আন্ স্বিদক্বিহিম, ওয়া আ'আদ্দা লিল্ কা-ফিরীনা 'আযা-বান আলীমা-। ৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুয্ কুরূ
জিজ্ঞেস করার জন্য। তিনি (আল্লাহ) কাফিরদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কষ্টদায়ক শাস্তি। (৯) হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর,

রুকু ১৭

نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ

নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম ইয্ জ্বা—আত্‌কুম জুনূদুন ফাআরসাল্‌না- 'আলাইহিম রীহাঁও ওয়া জুনূদাল্ লাম্ তারাওহা- ;
যখন তোমাদের মোকাবেলায় উপস্থিত হয়েছিল সৈন্যবাহিনী, অতঃপর আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম (প্রচন্ড) বায়ু এবং এমন

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ⑩ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ

ওয়া কা-নাল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা বাস্বীরা-। ১০। ইয্ জ্বা—উকুম মিন্ ফাওক্বিকুম ওয়া মিন্ আস্‌ফালা মিন্‌কুম
সৈন্যবাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখনি। তোমরা যা কিছু কর তা আল্লাহ দেখেন। (১০) যখন (শত্রুরা) তোমাদের উপর এসে উপস্থিত হয়েছিল উচ্চ (এলাকা) হতে

وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۝

ওয়া ইয্ যা-গাতিল্ আব্‌স্বা-রু ওয়া বালাগাতিল কুলূবুল্ হানা-জিরা ওয়া তাজুন্‌নূনা বিল্লা-হিজ্ জুনূনা-।
এবং নিম্ন (এলাকা) হতে এবং যখন (তোমাদের) চক্ষু বক্র (বিকৃত) হয়েছিল এবং প্রাণ গলা পর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা করছিলে।

⑪ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ⑫ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ

১১। হুনা-লিকাব্ তুলিয়াল মু'মিনূনা ওয়া যুল্‌যিলূ যিল্‌যা-লান্ শাদীদা-। ১২। ওয়া ইয্ ইয়াকূলুল্ মুনা-ফিকূনা
(১১) তখন (প্রকৃত) মুমিনগণকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে কম্পিত হয়েছিল। (১২) আর তখন মুনাফিক এবং যাদের অন্তরে (সন্দেহের).

وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ⑬ وَإِذْ قَالَتْ

ওয়াল্লাযীনা ফী কুলূবিহিম্ মারাদ্বুম্ মা- ওয়া'আদানাল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ~ইল্লা- গুরূরা-। ১৩। ওয়া ইয্ ক্বা-লাত্
ব্যাধি ছিল তারা বলতে লাগল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই না। (১৩) তাদের মধ্যে একটি দল

طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ

ত্বা—ইফাতুম্ মিন্‌হুম ইয়া~আহ্‌লা ইয়াছ্‌রিবা লা-মুক্বা-মা লাকুম ফারজ্বি'উ, ওয়া ইয়াস্তা'যিনু ফারীকুম্ মিন্‌হুমুন্
বলেছিল, হে ইয়াসরিব (মদীনা) বাসী! এখানে তোমাদের জন্য কোন থাকার স্থান নেই, অতএব তোমরা ফিরে চল। আর তাদের মধ্যে এক দল একথা বলে

النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۚ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝

নাবিয়্যা ইয়াকূলূনা ইন্না বুয়ূতানা- 'আওরাতুন ; ওয়া মা- হিইয়া বি'আওরাতিন ; ইঁয় ইউরীদূনা ইল্লা- ফিরা-রা-।
নবী থেকে অনুমতি প্রার্থনা করে ছিল যে, আমাদের গৃহ অরক্ষিত। অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। মূলতঃ তাদের উদ্দেশ্যে ছিল শুধু ভেগে যাওয়া।

⑭ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا

১৪। ওয়া লাও দুখিলাত্ 'আলাইহিম মিন্ আক্বত্বা-রিহা- ছুম্মা সুইলুল্ ফিত্‌নাতা লাআ-তাওহা- ওয়া মা- তালাব্বাছূ বিহা~
(১৪) যদি শত্রুরা তাদের উপর শহরের চতুর্দিক দিক হতে প্রবেশ করত, এবং তাদের কাছে এ দাবী রাখত যে, তোমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে ফিতনার সৃষ্টি কর।

إِلَّا يَسِيرًا ⑮ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ

ইল্লা-ইয়াসীরা-। ১৫। ওয়া লাক্বাদ্ কা-নূ 'আ-হাদুল্লা-হা মিন্ ক্বাব্‌লু লা- ইউওয়াল্লূনাল্ আদ্‌বা-রা ; ওয়া কা-না
তখন অবশ্যই নেমে পড়ত, এতে তারা বিলম্ব করত না। (১৫) এর পূর্বে তো তারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করছিল যে, তারা পিছু ফিরে পালাবে না। আল্লাহর সাথে

○ টীকা (আঃ ১২) ঃ পরিখা খননকালে মাটির অভ্যন্তরস্থ পাথরের সাথে কোদালের ঘর্ষণে কয়েকবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। প্রত্যেক বারেই হুযুর (স) বললেন, আমি রোম, পারস্য ও সিরিয়ার অট্টালিকাসমূহ দেখতেছি, শীঘ্রই তা আমাদের করতলগত হবে বলে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। কাফেরদের পরিবেষ্টনে মুসলমানদের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে মুনাফেকরা বলতে লাগল, এই তো পারস্য বিজয়ের শুভ সংবাদ। নিছক ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১৫) ঃ অর্থাৎ, কাফেররা এসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এদের সহযোগিতা চাইলে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হবে। তখন আর বাড়ীঘর অরক্ষিত থাকার বাহানা করবে না। কাজেই বুঝা যায়, কাফেরদের সাথে তাদের মিত্রতাই মূল কারণ, গৃহ রক্ষার কথা বাহানা মাত্র। (কুঃ কাঃ)

عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ۝١٥ قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ

'আহ্‌দুল্লা-হি মাস্‌উলা- । ১৬ । কুল্‌ লাঁই ইয়ান্‌ফা'আকুমুল্‌ ফিরা-রু ইন্‌ ফারারতুম মিনাল্‌ মাওতি আওয়িল্‌ ক্বাত্‌লি
কৃত অঙ্গীকারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেই। (১৬) বলুন, যদি তোমরা মৃত্যু ও হত্যার ভয়ে পলায়ন করে থাক তবে এ পলায়ন তোমাদের কোনই কাজে আসবে না।

وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝١٦ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ

ওয়া ইযাল্‌ লা-তুমাত্তা'উনা ইল্লা-ক্বালীলা- । ১৭ । কুল্‌ মান্‌ যাল্লাযী ইয়া'স্বিমুকুম্‌ মিনাল্লা-হি ইন্‌ আরা-দা বিকুম্‌
তখন তোমরা খুব অল্প সময়ই ভোগ করতে পারবে। (১৭) বলুন, যদি আল্লাহ তোমাদের কোন ক্ষতির ইচ্ছা করেন, তবে কে আছে, যে আল্লাহ হতে তোমাদেরকে

سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

সু—আন্‌ আও আরা-দাবিকুম রাহ্‌মাতান ; ওয়ালা- ইয়াজ্বিদূনা লাহুম্‌ মিন্‌ দূনিল্লা-হি ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়ালা- নাস্বীরা- ।
রক্ষা করবে এবং তিনি যদি তোমাদের রহমত ও অনুগ্রহ চান (তবে কে আছে তাতে বাধা দেয়ার)? তারা তাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না।

۝١٨ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا

১৮ । ক্বাদ্‌ ইয়া'লামুল্লা-হুল মু'আওয়িক্বীনা মিন্‌কুম ওয়াল্‌ ক্বা—ইলীনা লিইখ্‌ওয়া-নিহিম হালুম্মা ইলাইনা-, ওয়ালা-
(১৮) আল্লাহ ভালভাবে জানেন, তোমাদের মধ্যে যারা (যুদ্ধে অংশ গ্রহণে) বাধাদানকারী এবং যারা বলে তাদের ভাইদেরকে, আমাদের কাছে চলে এস, এবং তারা খুব

يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝١٨ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ

ইয়া'তূনাল্‌ বা'সা ইল্লা- ক্বালীলা- । ১৯ । আশিহ্‌হাতান 'আলাইকুম, ফাইযা- জ্বা—আল্‌ খাওফু রাআইতাহুম
কমই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। (১৯) (এমতাবস্থায় যে) তোমাদের উপর কৃপণতা করে, অতঃপর যখন ভয়ের মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়,

يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ

ইয়ান্‌জুরূনা ইলাইকা তাদূরু আ'ইউনুহুম কাল্লাযী ইউগ্‌শা- 'আলাইহি মিনাল্‌ মাওতি, ফাইযা- যাহাবাল
তখন তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা চোখ ওলটিয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে; সে ব্যক্তির মত, যে (ভয়ে) মূর্ছিত হয়ে পড়ে

الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ

খাওফু সালাকূকুম বিআল্‌সিনাতিন্‌ হ্বিদা-দিন আশিহ্‌হাতান 'আলাল্‌ খাইরি ; উলা—ইকা লাম্‌ ইউ'মিনূ ফাআহ্‌বাত্বাল্লা-হু
মৃত্যুর কষ্টের কারণে। কিন্তু যখন ভয় চলে যায় তখন তারা (গণীমতের) সম্পদের লোভে, তোমাদেরকে উগ্র (কটু) কথা দ্বারা কষ্ট দিয়ে থাকে। ওরা ঈমান আনেনি,

اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝١٩ يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ

আ'মা-লাহুম ; ওয়া কা-না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীরা- । ২০ । ইয়াহ্‌সাবূনাল আহ্‌যা-বা লাম্‌ ইয়ায্‌হাবূ,
ফলে, আল্লাহ তাদের সব কাজগুলো ব্যর্থ করে দিয়েছেন; এবং এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (২০) তাদের ধারণা যে, (কাফির) বাহিনী চলে যায়নি। যদি সে বাহিনী পুনরায়

وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ

ওয়া ইঁয় ইয়া'তিল আহ্‌যা-বু ইয়াওয়াদ্দূ লাও আন্নাহুম্‌ বা-দূনা ফিল্‌ আ'রা-বি ইয়াস্‌আলূনা 'আন্‌
এসেও পড়ে, তখন তারা (মুনাফিকরা) কামনা করবে যে, তাদের জন্য কতইনা ভাল হত, যদি তারা মরুবাসী বেদুঈনদের মধ্যে থেকে

২ ع ১৮ রুকূ

اَنْۢبَآئِكُمْ ؕ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ۝٢٠ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ

আম্বা—ইকুম ; ওয়া লাও কা-নূ ফীকুম্‌ মা- ক্বা-তালূ~ইল্লা- ক্বালীলা- । ২১ । লাক্বাদ্‌ কা-না লাকুম ফী
তোমাদের খবর জিজ্ঞেস করে জেনে নিত। যদিও তারা তোমাদের মাঝে অবস্থান করত, (তবুও) তারা কমই যুদ্ধ করত। (২১) নিশ্চয়ই তোমাদের

رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ

রাসূলিল্লা-হি উস্‌ওয়াতুন হ্বাসানাতুল্‌ লিমান্‌ কা-না ইয়ার্‌জুল্লা-হা ওয়াল্‌ ইয়াওমাল্‌ আ-খিরা ওয়া যাকারাল্লা-হা
জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ রাসূলুল্লাহর মধ্যে, অর্থাৎ সে ব্যক্তির জন্য, যে প্রত্যাশা করে আল্লাহর এবং পরকালের এবং বেশী করে আল্লাহর

كَثِيْرًا ۝٢١ وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

কাছীরা । ২২ । ওয়া লাম্মা- রাআল্‌ মু'মিনূনাল্‌ আহ্‌যা-বা ক্বা-লূ হা-যা- মা- ওয়া'আদানাল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ
যিকির করে। (২২) মুমিনগণ যখন (কাফিরদের) বাহিনীকে দেখল, তারা বলে উঠল, এতো তাই যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন

وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ؗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۝٢٢ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

ওয়া স্বাদাক্বাল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ, ওয়া মা- যা-দাহুম ইল্লা~ঈমা-নাওঁ ওয়া তাস্‌লীমা- । ২৩ । মিনাল্‌ মু'মিনীনা
এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্য আরও বৃদ্ধি পেল। (২৩) মুমিনগণের মধ্যে কিছু (এমন) ব্যক্তিও

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ

রিজ্বা-লুন স্বাদাক্বূ মা- 'আ-হাদুল্লা-হা 'আলাইহি, ফামিন্‌হুম্‌ মান্‌ ক্বাদ্বা- নাহ্বাহূ ওয়া মিন্‌হুম্‌ মাইঁ ইয়ান্তাজিরু,
আছে, যারা আল্লাহর সাথে যা অঙ্গীকার করেছে তা সত্য করে দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে কেহ তার (শাহাদতের) ইচ্ছা পূর্ণ করেছে এবং কেহ অপেক্ষায় রয়েছে।

وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۝٢٣ لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ

ওয়ামা- বাদ্দালূ তাব্‌দীলা- । ২৪ । লিয়াজ্বযিয়াল্লা-হুস্ব স্বা-দিক্বীনা বিস্বিদ্‌ক্বিহিম ওয়া ইউ'আয্‌যিবাল্‌ মুনা-ফিক্বীনা
তারা তাদের অঙ্গীকার পরিবর্তন করেনি। (২৪) যাতে, আল্লাহ প্রতিদান দেন, সত্যবাদী গণকে তাদের সত্যতার জন্য এবং যদি তিনি চান তবে মুনাফিকদেরকে

اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٢٤ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ

ইন শা—আ আও ইয়াতূবা 'আলাইহিম ; ইন্নাল লা-হা কা-না গাফূরার্‌ রাহীমা- । ২৫ । ওয়া রাদ্দাল্লা-হুল্‌ লাযীনা
শাস্তি দিবেন, বা তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (২৫) আল্লাহ কাফিরদেরকে তাদের ক্রোধ সহ (মদীনা)

كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ

কাফারূ বিগাইজিহিম লাম্‌ ইয়ানা-লূ খাইরান ; ওয়া কাফাল্লা-হুল মু'মিনীনাল ক্বিতা-লা ; ওয়া কা-নাল্লা-হু
হতে ফিরায়ে দিলেন। তারা কোন প্রকারই লাভবান হলনা এ যুদ্ধে; আল্লাহই যথেষ্ট ছিলেন মুমিনগণের জন্য আল্লাহ মহা ক্ষমতাবান,

০ টীকা (আঃ ২২) ঃ আয়াতটির সারমর্ম এই যে, মু'মেন মাত্রেরই উচিত, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অনুসরণকারী ও অনুগত হয়ে যুদ্ধে দৃঢ়পদ হয়ে থাকা, যাতে মুনাফেকরা ঈমানের দাবী করে ঈমান সম্বন্ধীয় কর্তব্য লঙ্ঘন করার জন্য লজ্জিত হয়। পক্ষান্তরে খাঁটি মু'মেনদের জন্য এই শুভসংবাদ যে, তারাই অত্র আয়াতের লক্ষ্যস্থল। অর্থাৎ, তারাই আল্লাহ্ ও পরকালের ভয়ে ভীত এবং আল্লাহ তা'আলার অধিক স্মরণকারী। (বঃ কোঃ)

০ টীকা (আঃ ২৩) ঃ আনাস ইবনে নাদর (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ বদর যুদ্ধে শহীদ হওয়ার সুযোগ না পেয়ে দুঃখিত হন এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, ভবিষ্যতে সুযোগ আসলে তাঁরা প্রাণপণে যুদ্ধ করে শহীদ হবেন। ফলতঃ হযরত আনাস (রা) ও মুসআব (রা) এবং হামযা (রা) ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এবং অবশিষ্ট প্রতিজ্ঞাকারীগণ এখনও তাঁহাদের সংকল্পে অটুট রয়েছে এবং সুযোগের অপেক্ষা করতেছেন। (বঃ কোঃ)

قويا عزيزا ﴿٢٦﴾ وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتب من صياصيهم وقذف

ক্বাওওয়িয়্যান 'আযীযা-। ২৬। ওয়া আন্‌যালাল্লাযীনা জা-হারূ হুম্ মিন্ আহ্‌লিল কিতা-বি মিন স্বাইয়া-স্বীহিম ওয়া ক্বাযাফা
মহা শক্তিশালী। (২৬) কিতাবধারীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল, আল্লাহ তাদেরকেও তাদের দূর্গ হতে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি

في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا ﴿٢٧﴾ واورثكم ارضهم

ফী ক্বুলূবিহিমুর্ রু'বা ফারীক্বান্ তাক্বতুলূনা ওয়া তা'সিরূনা ফারীক্বা-। ২৭। ওয়া আওরাছাকুম আর্‌দ্বাহুম
করে দিলেন। ফলে তোমরা (তাদের) এক দলকে হত্যা করেছ এবং এক দলকে বন্দী করেছ। (২৭) এবং তিনি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করে

وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا ﴿٢٨﴾ يايها

ওয়া দিয়া-রাহুম ওয়া আম্‌ওয়া-লাহুম ওয়া আর্‌দ্বাল্লাম তাত্বাউহা- ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীরা-। ২৮। ইয়া~আইয়্যুহান্
দিলেন তাদের যমীন, তাদের ঘর-বাড়ী ও তাদের ধন-সম্পত্তির এবং সে যমীনেরও যেখানে তোমরা এখনও যাও নি। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (২৮) হে নবী!

ع ৩ ১৯ রুকূ

النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن

নাবিয়্যু কুল্ লিআয্‌ওয়া-জিকা ইন্ কুন্‌তুন্না তুরিদ্‌নাল হাইয়া-তাদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়া যীনাতাহা- ফাতা'আ-লাইনা উমাত্তি'কুন্না
আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, যদি তোমরা এ পার্থিব জীবন এবং তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ কামনা কর, তবে আস আমি তোমাদেরকে কিছু

واسرحكن سراحا جميلا ﴿٢٩﴾ وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة

ওয়া উসাররিহ্‌কুন্না সারা-হান্ জামীলা-। ২৯। ওয়া ইন্ কুন্‌তুন্না তুরিদ্‌নাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ওয়াদ্দা-রাল্ আ-খিরাতা
পার্থিব সামগ্রী দান করতঃ উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় করে দেই। (২৯) আর যদি তোমরা কামনা কর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং পরকালের গৃহকে

فان الله اعد للمحسنت منكن اجرا عظيما ﴿٣٠﴾ ينساء النبي من يات منكن

ফাইন্নাল্লা-হা আ'আদ্দা লিল্ মুহ্‌সিনা-তি মিন্‌কুন্না আজ্‌রান 'আজীমা-। ৩০। ইয়া- নিসা—আন্ নাবিয়্যি মাই ইয়া'তি মিন্ কুন্না
(তবে জেনে রাখ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে পুণ্যবতীদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন মহা প্রতিদান। (৩০) হে নবীর স্ত্রীগণ!

بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ○

বিফা-হিশাতিম্ মুবাইয়্যিনাতিই ইউদ্বা-'আফ্ লাহাল 'আযা-বু দ্বি'ফাইনি ; ওয়া কা-না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীরা-।
তোমাদের মধ্য হতে যে প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করবে, তাঁর দ্বিগুণ শাস্তি হবে। আর এ (কাজ)টি আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

○ টীকা (আঃ ২৬) ঃ যে যুদ্ধের বিষয় পূর্ববর্তী কতিপয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, উহা 'খন্দক বা আহ্‌যাবের যুদ্ধ নামে বিখ্যাত। আহ্‌যাবের শাব্দিক অর্থ-দল। বস্তুতঃ উক্ত যুদ্ধে মদূনার পার্শ্ববর্তী মুশরিক, ইহুদী ও পল্লীবাসীদের বিভিন্ন দল একত্র মিলিত হইয়া মদীনা আক্রমণ করিতে এসেছিল এই হেতু উক্ত যুদ্ধ আহযাবের যুদ্ধ বলে কথিত হয়; এবং মুসলমাগণের তাদের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা হেতু মদীনায় চতুঃপার্শ্বে পরিখা খনন করেছিল, বলে তাকে 'খন্দক' বা 'পরিখার যুদ্ধ' বলে অভিহিত করা হয়। হিজরতের পরে মদীনার প্রধান অংশে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল। বনী নজীর নামীয় এক ইহুদী গোত্রও তথায় বসবাস করিত কিন্তু তারা মুসলমানদিগকে শান্তির সাথে থাকতে দিত না। কাজেই নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া হযরত রাসূলে করীম (স) তাদেরকে মদীনা হতে বহির্গত করে দিলেন। এই সুযোগে তারা মদীনার চতুষ্পার্শ্বে অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত করল এবং বার সহস্র লোককে অবরোধ করল। সে সময় মুসলমানের মোট সংখ্যা তিন সহস্র ছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশ নিরস্ত্র এবং কতিপয় কপটাচারী মুনাফিকও ছিল। এক মাসকাল বিপক্ষদল মদীনা অবরোধ করে রাখে, অবশ্য দূরে দূরে সামান্য সংঘর্ষ হত। পরিণামে আল্লাহর মহিমায় ভীষণ ঝটিকা প্রবাহিত হল, এতে অবরোধকারীগণ বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়ে আতঙ্কিত হল। যুদ্ধ শিবিরের তাম্বুগুলো উৎপাটিতে হল এবং অশ্বশকট প্রভৃতি যুদ্ধ উপকরণ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে তারা অবরোধ উঠায়ে চলে গেল। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৭) ঃ وارضا لم تطئوها - কেহ বলেন, এর দ্বারা খয়বরের যমীনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এর পরেই ৬ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে মুসলমানগণ খয়বর বিজয় করেছিলেন। কেহ বলেন, এর দ্বারা মক্কা শরীফকে বুঝানো হয়েছে। কেহ বলেন, কেয়ামত পর্যন্ত যে সব জায়গায় মুসলমানগণ জয় করবেন সেসব জায়গাকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম)

পারা ২২

﴿٣١﴾ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين

৩১। ওয়া মাই ইয়াক্বনুত্ মিন্‌কুন্না লিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়া তা'মাল্ স্বা-লিহান্ নু'তিহা~আজ্‌রাহা- মার্‌রাতাইনি
(৩১) তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক কাজ করবে আমি তাকে দুবার প্রতিদান দিব এবং আমি তাঁর জন্য

واعتدنا لها رزقا كريما ﴿٣٢﴾ ينساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن

ওয়া 'আতাদ্‌না-লাহা- রিয্‌ক্বান্ কারীমা-। ৩২। ইয়া-নিসা—আন্ নাবিয়্যি লাস্‌তুন্না কাআহ্বাদিম্ মিনান্ নিসা—ই ইনিত্ তাক্বাইতুন্না
তৈরী করে রেখেছি উত্তম রিযিক। (৩২) হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য (সাধারণ) স্ত্রীদের মত নও, যদি তোমরা পরহেজগারী অবলম্বন কর, তবে তোমরা

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ○

ফালা- তাখ্'দ্বানা বিল্‌ক্বাওলি ফাইয়াত্বমা'আল্ লাযী ফী ক্বাল্‌বিহী মারাদ্বুওঁ ওয়া ক্বুল্‌না ক্বাওলাম্ মা'রূফা-।
এমন বিনয়ী (আকর্ষণীয়) ভাবে কথা বল না, যাতে যার অন্তরে (কুপ্রবৃত্তির) রোগ রয়েছে সে (তাতে) লালায়িত হয় এবং তোমরা সঙ্গত ভাবে কথাবার্তা বল।

﴿٣٣﴾ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلوة

৩৩। ওয়া ক্বার্‌না ফী বুয়ূতিকুন্না ওয়ালা-তাবার্‌রাজ্‌না তাবার্‌রুজাল্ জা-হিলিয়্যাতিল্ উলা- ওয়া আক্বিম্‌নাস্ব স্বালা-তা
(৩৩) এবং তোমরা তোমাদের নিজ গৃহে দৃঢ়ভাবে থাক এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের মত তোমরা নিজেদের (সাজ-সজ্জা) প্রদর্শন করে চল না এবং নামায আদায় করবে

واتين الزكوة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم

ওয়া আ-তীনায্ যাকা-তা ওয়া আত্বি'নাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ; ইন্নামা- ইউরীদুল্লা-হু লিইউয্‌হিবা 'আন্‌কুমুর্
এবং যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে চলবে। হে (নবীর) পরিবারগণ! আল্লাহ তো কেবলমাত্র এটাই চান যে, তোমাদের থেকে

الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ﴿٣٤﴾ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من

রিজ্‌সা আহ্‌লাল্ বাইতি ওয়া ইউত্বাহ্‌হিরাকুম তাত্বহীরা-। ৩৪। ওয়ায্‌কুর্‌না মা- ইউত্‌লা- ফী বুয়ূতিকুন্না মিন্
তিনি (সর্ব ধরনের) অপবিত্রতাকে দূর করে দিবেন এবং তোমাদেরকে অতি পবিত্র করবেন। (৩৪) তোমাদের গৃহে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ

ع ৪ ১ রুকূ

ايت الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا ﴿٣٥﴾ ان المسلمين

আ-ইয়া-তিল্লা-হি ওয়াল্ হিক্‌মাতি ; ইন্নাল্লা-হা কা-না লাত্বীফান্ খাবীরা-। ৩৫। ইন্নাল্ মুস্‌লিমীনা
ও হিকমত (নবীর হাদীস) পাঠ করা হয় তা তোমরা স্মরণ রেখ; নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও মহাবিজ্ঞ। (৩৫) নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ

والمسلمت والمؤمنين والمؤمنت والقنتين والقنتت والصدقين

ওয়াল্ মুসলিমা-তি ওয়াল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি ওয়াল্ ক্বা-নিতীনা ওয়াল্ ক্বা-নিতা-তি ওয়াস্ব স্বা-দিক্বীনা
ও মুসলমান মহিলা, মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলা, অনুগত পুরুষ ও অনুগত মহিলা, সত্যবাদী পুরুষ

○ শানে নুযূল (আঃ ৩১) ঃ مرتين - (দু'বার) প্রতিদান দ্বারা বুঝানো হয়েছে- (১) একবার আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যতার জন্য। (২) দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহর (সা) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। (তাঃ কাদেরী) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৩) ঃ اهل البيت কতকের মতে, "আহলে বাইত" দ্বারা "রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে বুঝান হয়েছে। যা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন মাজীদ "আহলে বাইত" দ্বারা, হযরত আলী (রা)। হযরত ফাতিমা (রা) হযরত হাসান ও হোসাইন (রা)-কে বুঝান হয়েছে। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীগণকে "আহলে বাইত" বলতে চন না। তবে উভয়ের বর্ণনার মতে, সামঞ্জস্য হলো এই যে, উভয়গণই " আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীগণ, আহলে বাইত, তাতো কুরআন মাজীদ দ্বারা সু-স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আর রাসূলুল্লাহর (সা) জামাতা ও তাদের সন্তানগণ যে "আহলে বাইত" তাও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং, উভয় বর্ণনাই সঠিক। (কুঃ কারীম)

قَوِيًّا عَزِيْزًا ۝٢٥ وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ

ক্বাওওয়িয়্যান 'আযীযা-। ২৬। ওয়া আন্‌যালাল্লাযীনা জা-হারূ হুম্ মিন্ আহ্‌লিল কিতা-বি মিন স্বাইয়া-স্বীহিম ওয়া ক্বাযাফা

মহা শক্তিশালী। (২৬) কিতাবধারীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল, আল্লাহ তাদেরকেও তাদের দূর্গ হতে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি

فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ۝٢٦ وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ

ফী কুলূবিহিমুর্ রু'বা ফারীক্বান্ তাক্বতুলূনা ওয়া তা'সিরূনা ফারীক্বা-। ২৭। ওয়া আওরাছাকুম আর্‌দ্বাহুম

করে দিলেন। ফলে তোমরা (তাদের) এক দলকে হত্যা করেছ এবং এক দলকে বন্দী করেছ। (২৭) এবং তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করে

وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا ۝٢٧ يٰۤاَيُّهَا

ওয়া দিয়া-রাহুম ওয়া আম্‌ওয়া-লাহুম ওয়া আর্‌দ্বাল্লাম তাত্বাউহা- ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীরা-। ২৮। ইয়া~আইয়্যুহান্

দিলেন তাদের যমীন, তাদের ঘর-বাড়ী ও তাদের ধন-সম্পত্তির এবং সে যমীনেরও যেখানে তোমরা এখনও যাও নি। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (২৮) হে নবী!

ع ৩ ১৯ রুকূ

النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ

নাবিয়্যু কুল্ লিআয্‌ওয়া-জ্বিকা ইন্ কুন্‌তুন্না তুরিদ্‌নাল হ্বাইয়া-তাদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়া যীনাতাহা- ফাতা'আ-লাইনা উমাত্তি'কুন্না

আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, যদি তোমরা এ পার্থিব জীবন এবং তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ কামনা কর, তবে আস আমি তোমাদেরকে কিছু

وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝٢٨ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ

ওয়া উসাররিহ্‌কুন্না সারা-হ্বান্ জ্বামীলা-। ২৯। ওয়া ইন্ কুন্‌তুন্না তুরিদ্‌নাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ওয়াদ্দা-রাল্ আ-খিরাতা

পার্থিব সামগ্রী দান করতঃ উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় করে দেই। (২৯) আর যদি তোমরা কামনা কর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং পরকালের গৃহকে

فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝٢٩ يٰنِسَآءَ النَّبِىِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ

ফাইন্নাল্লা-হা আ'আদ্দা লিল্ মুহ্ব্‌সিনা-তি মিন্‌কুন্না আজ্বরান 'আজীমা-। ৩০। ইয়া- নিসা—আন্ নাবিয়্যি মাঁই ইয়া'তি মিন্ কুন্না

(তবে জেনে রাখ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে পুণ্যবতীদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন মহা প্রতিদান। (৩০) হে নবীর স্ত্রীগণ।

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

বিফা-হ্বিশাতিম্ মুবাইয়্যিনাতিইঁ ইউদ্বা-'আফ্ লাহাল 'আযা-বু দ্বি'ফাইনি ; ওয়া কা-না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীরা-।

তোমাদের মধ্য হতে যে প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করবে, তাঁর দ্বিগুণ শাস্তি হবে। আর এ (কাজ)টি আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

○ টীকা (আঃ ২৬) ঃ যে যুদ্ধের বিষয় পূর্ববর্তী কতিপয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, উহা 'খন্দক বা আহ্‌যাবের যুদ্ধ নামে বিখ্যাত। আহ্‌যাবের শাব্দিক অর্থ- দল। বস্তুতঃ উক্ত যুদ্ধে মদীনার পার্শ্ববর্তী মুশরিক, ইহুদী ও পল্লীবাসীদের বিভিন্ন দল একত্র মিলিত হইয়া মদীনা আক্রমণ করিতে এসেছিল এই হেতু উক্ত যুদ্ধ আহযাবের যুদ্ধ বলে কথিত হয়; এবং মুসলমাগণের তাদের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা হেতু মদীনায় চতুঃপার্শ্বে পরিখা খনন করেছিল, বলে তাকে 'খন্দক' বা 'পরিখার যুদ্ধ' বলে অভিহিত করা হয়। হিজরতের পরে মদীনার প্রধান অংশে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল। বনী নজীর নামীয় এক ইহুদী গোত্রও তথায় বসবাস করিত কিন্তু তারা মুসলমানদিগকে শান্তির সাথে থাকতে দিত না। কাজেই নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া হযরত রাসূলে করীম (স) তাদেরকে মদীনা হতে বহির্গত করে দিলেন। এই সুযোগে তারা মদীনার চতুষ্পার্শ্বে অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত করল এবং বার সহস্র লোককে অবরোধ করল। সে সময় মুসলমানের মোট সংখ্যা তিন সহস্র ছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশ নিরস্ত্র এবং কতিপয় কপটাচারী মুনাফিকও ছিল। এক মাসকাল বিপক্ষদল মদীনা অবরোধ করে রাখে, অবশ্য দূরে দূরে সামান্য সংঘর্ষ হত। পরিণামে আল্লাহর মহিমায় ভীষণ ঝটিকা প্রবাহিত হল, এতে অবরোধকারীগণ বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়ে আতঙ্কিত হল। যুদ্ধ শিবিরের তাম্বুগুলো উৎপাটিতে হল এবং অশ্বশকট প্রভৃতি যুদ্ধ উপকরণ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে তারা অবরোধ উঠায়ে চলে গেল। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৭) ঃ وارضا لم تطئوها - কেহ বলেন, এর দ্বারা খয়বরের যমীনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এর পরেই ৬ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে মুসলমানগণ খয়বর বিজয় করেছিলেন। কেহ বলেন, এর দ্বারা মক্কা শরীফকে বুঝানো হয়েছে। কেহ বলেন, কেয়ামত পর্যন্ত যে সব জায়গায় মুসলমানগণ জয় করবেন সেসব জায়গাকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম)

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَاۤ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ

৩১। ওয়া মাঁই ইয়াক্বনুত্ মিন্‌কুন্না লিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়া তা'মাল্ স্বা-লিহ্বান্ নু'তিহা~আজ্বরাহা- মার্‌রাতাইনি

(৩১) তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক কাজ করবে আমি তাকে দুবার প্রতিদান দিব এবং আমি তাঁর জন্য

পারা ২২

وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ۝٣١ يٰنِسَآءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ

ওয়া 'আতাদ্‌না-লাহা- রিয্‌ক্বান্ কারীমা-। ৩২। ইয়া-নিসা—আন্ নাবিয়্যি লাস্‌তুন্না কাআহ্বাদিম্ মিনান্ নিসা—ই ইনিত্ তাক্বাইতুন্না

তৈরী করে রেখেছি উত্তম রিযিক। (৩২) হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য (সাধারণ) স্ত্রীদের মত নও, যদি তোমরা পরহেজগারী অবলম্বন কর, তবে তোমরা

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

ফালা- তাখ্'দ্বানা বিল্‌ক্বাওলি ফাইয়াত্বমা'আল্ লাযী ফী ক্বাল্‌বিহী মারাদ্বুঁও ওয়া কুল্‌না ক্বাওলাম্ মা'রূফা-।

এমন বিনয়ী (আকর্ষণীয়) ভাবে কথা বল না, যাতে যার অন্তরে (কুপ্রবৃত্তির) রোগ রয়েছে সে (তাতে) লালায়িত হয় এবং তোমরা সঙ্গত ভাবে কথাবার্তা বল।

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ

৩৩। ওয়া ক্বার্‌না ফী বুয়ূতিকুন্না ওয়ালা-তাবার্‌রাজ্বনা তাবার্‌রুজ্বাল্ জ্বা-হিলিয়্যাতিল্ উলা- ওয়া আক্বিম্‌নাস্ব স্বালা-তা

(৩৩) এবং তোমরা তোমাদের নিজ গৃহে দৃঢ়ভাবে থাক এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের মত তোমরা নিজেদের (সাজ-সজ্জা) প্রদর্শন করে চল না এবং নামায আদায় করবে

وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ

ওয়া আ-তীনায্ যাকা-তা ওয়া আত্বি'নাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ; ইন্নামা- ইউরীদুল্লা-হু লিইউয্‌হিবা 'আন্‌কুমুর্

এবং যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে চলবে। হে (নবীর) পরিবারগণ! আল্লাহ তো কেবলমাত্র এটাই চান যে, তোমাদের থেকে

الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۝٣٣ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ

রিজ্বসা আহ্‌লাল্ বাইতি ওয়া ইউত্বাহ্‌হিরাকুম তাত্বহীরা-। ৩৪। ওয়ায্‌কুর্‌না মা- ইউত্‌লা- ফী বুয়ূতিকুন্না মিন্

তিনি (সর্ব ধরনের) অপবিত্রতাকে দূর করে দিবেন এবং তোমাদেরকে অতি পবিত্র করবেন। (৩৪) তোমাদের গৃহে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ

৪ ع ১ রুকূ

اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۝٣٤ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ

আ-ইয়া-তিল্লা-হি ওয়াল্ হ্বিক্‌মাতি ; ইন্নাল্লা-হা কা-না লাত্বীফান্ খাবীরা-। ৩৫। ইন্নাল্ মুস্‌লিমীনা

ও হিকমত (নবীর হাদীস) পাঠ করা হয় তা তোমরা স্বরণ রেখ; নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও মহাবিজ্ঞ। (৩৫) নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ

وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ

ওয়াল্ মুসলিমা-তি ওয়াল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি ওয়াল্ ক্বা-নিতীনা ওয়াল্ ক্বা-নিতা-তি ওয়াস্ব স্বা-দিক্বীনা

ও মুসলমান মহিলা, মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলা, অনুগত পুরুষ ও অনুগত মহিলা, সত্যবাদী পুরুষ

○ শানে নুযূল (আঃ ৩১) ঃ مرتين - (দু'বার) প্রতিদান দ্বারা বুঝানো হয়েছে- (১) একবার আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যতার জন্য। (২) দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহর (সা) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। (তাঃ ক্বাদেরী) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৩) ঃ اهل البيت কতকের মতে, "আহলে বাইত" দ্বারা "রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে বুঝান হয়েছে। যা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন মাজীদ "আহলে বাইত" দ্বারা, হযরত আলী (রা)। হযরত ফাতিমা (রা) হযরত হাসান ও হোসাইন (রা)-কে বুঝান হয়েছে। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীগণকে "আহলে বাইত" বলতে চন না। তবে উভয়ের বর্ণনার মতে, সামঞ্জস্য হলো এই যে, উভয়গণই " আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীগণ, আহলে বাইত, তাতো কুরআন মাজীদ দ্বারা সু-স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আর রাসূলুল্লাহর (সা) জামাতা ও তাদের সন্তানগণ যে "আহলে বাইত" তাও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং, উভয় বর্ণনাই সঠিক। (কুঃ কারীম)

وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ

ওয়াস্ব স্বা-দিক্বা-তি ওয়াস্ব স্বা-বিরীনা ওয়াস্ব স্বা- বিরা-তি ওয়াল্ খা-শি'ঈনা ওয়াল্ খা-শি'আ-তি ওয়াল্ মুতাসাদ্দিক্বীনা
ও সত্যবাদী মহিলা, ধৈর্য্যশীল পুরুষ ও ধৈর্য্যশীলা মহিলা, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী মহিলা, দানশীল পুরুষ

وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ

ওয়াল্ মুতাসাদ্দিক্বা-তি ওয়াস্ব স্বা—ইমীনা ওয়াস্ব স্বা—ইমা-তি ওয়াল্ হ্বা-ফিজীনা ফুরূজাহুম্ ওয়াল্ হ্বা-ফিজা-তি
ও দানশীলা মহিলা, রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী মহিলা, নিজ গোপন অংগ হেফাজতকারী পুরুষ ও গোপন অংগ হিফাজতকারী মহিলা,

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝

ওয়ায্ যা-কিরীনাল্লা-হা কাছীরাওঁ ওয়ায্ যা-কিরা-তি, আ'আদ্দাল্লা-হু লাহুম্ মাগ্‌ফিরাতাওঁ ওয়া আজ্‌রান্ 'আজীমা-।
এবং আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও অধিক যিকিরকারী মহিলার এদের জন্য আল্লাহ রেখে দিয়েছেন ক্ষমা এবং বিরাট (সম্মানজনক) প্রতিদান।

۝٣٦ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ

৩৬। ওয়া মা-কা-না লিমু'মিনিওঁ ওয়ালা- মু'মিনাতিন্ ইযা- ক্বাদ্বাল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ~আমরান্ আঁই ইয়াকূনা লাহুমুল্
(৩৬) কোন মুমিন পুরুষ ও মহিলার উচিত নয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের পরে তার নিজের কোন কাজ (সিদ্ধান্ত)

الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝٣٧ وَاِذْ

খিয়ারাতু মিন্ আমরিহিম্ ; ওয়া মাই ই'য়াস্বিল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ফাক্বাদ্ দ্বাল্লা দ্বালা-লাম্ মুবীনা-। ৩৭। ওয়া ইয্
কে পছন্দ করা; যে কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে সে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে পড়বে। (৩৭) স্মরণ করুন,

تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ

তাক্বূলু লিল্লাযী~আন্'আমাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া আন্'আম্‌তা 'আলাইহি আম্‌সিক্ 'আলাইকা যাওজাকা ওয়াত্তাক্বিল্
আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছে আপনি তাকে বলেছিলেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর-'

اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ

লা-হা ওয়া তুখ্‌ফী ফী নাফ্‌সিকা মাল্লা-হু মুব্‌দীহি ওয়া তাখ্‌শান্ না-সা, ওয়াল্লা-হু আহ্বাক্কু
তখন আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করছিলেন আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আপনি লোকভয় করছিলেন অথচ আল্লাহকে ভয় করাই আপনার পক্ষে অধিকতর

اَنْ تَخْشٰىهُ ۗ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى

আন্ তাখ্‌শা-হু ; ফালাম্মা- ক্বাদ্বা- যাইদুম্ মিন্‌হা- ওয়াত্বারান্ যাওওয়্যাজ্‌না-কাহা- লিকাই লা-ইয়াকূনা 'আলাল্
সঙ্গত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করলাম। যাতে মুমিনদের মনে

○ শানে নুযূল (আঃ ৩৬) ঃ ......وما كان لمؤمن - রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়েদ বিন হারিস (রা) এর বিবাহের জন্য, তাঁর নিজের ফুফুর কন্যা হযরত যয়নবের (রা) কাছে প্রস্তাব পাঠালেন। এ প্রস্তাবে যয়নব (রা) ও তাঁর ভাই হযরত আবদুল্লাহ রাজী হননি। তাঁরা বললেন, যায়েদ একজন আজাদকৃত গোলাম এবং আমরা অভিজাত বংশের। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (কুঃ কারীম) ○ শানে নুযূল (আঃ ৩৭) ঃ উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার ফলে বিবাহে স্বীকৃতি প্রদান করা হল। কিন্তু ঘটনাক্রমে বিবাহের পর তাহাদের মনের মিল হল না। কাজেই হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নব (রা)-কে তালাক দিতে মনস্থ করিয়া হুযূরের পরামর্শ চাইলেন। হুযূর (সা) তাকে উপদেশ দিলেন যে, তালাক দিও না। কিন্তু কোনক্রমেই যখন তাঁদের মনের মিল হইল না, তখন পুন-রায় তালাক দেওয়ার সংকল্প প্রকাশ করিলে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ

মু'মিনীনা হ্বারাজুন ফী~আযওয়া-জি আদ্'ইয়া—ইহিম ইযা- ক্বাদ্বাও মিন্‌হুন্না ওয়াত্বারান ; ওয়া কা-না
এব্যাপারে কোন সংশয় না থাকে যে, পোষ্যপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াতে কোন দোষ নেই। আর

اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝٣٨ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ۗ سُنَّةَ اللّٰهِ

আম্‌রুল্লা-হি মাফ্'উলা-। ৩৮। মা- কা-না 'আলান্ নাবিয়্যি মিন্ হ্বারাজিন্ ফীমা- ফারাদ্বাল্লা-হু লাহূ ; সুন্নাতাল্লা-হি
আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে। (৩৮) নবীর জন্য (তা করতে) কোনই বাধা নেই, যা আল্লাহ তাঁর জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহর এ নিয়ম

فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ۝٣٩ الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ

ফিল্ লাযীনা খালাও মিন্ ক্বাব্‌লু ; ওয়া কা-না আম্‌রুল্লা-হি ক্বাদারাম্ মাক্বদূরা- ৩৯। নিল্লাযীনা ইউবাল্লিগূনা
সে নবীদের মধ্যেও ছিল যারা পূর্বে অতীত হয়েছেন; আল্লাহর নির্দেশ (বিধান) সুনির্দিষ্ট। (৩৯) তারা আল্লাহর বাণী

رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝

রিসা-লা-তিল্লা-হি ওয়া ইয়াখ্‌শাওনাহূ ওয়ালা- ইয়াখ্‌শাওনা আহ্বাদান্ ইল্লাল্লা-হা ; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি হ্বাসীবা-।
প্রচার করতো এবং তাঁকে ভয় করত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতো না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।

۝٤٠ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۗ

৪০। মা-কা-না মুহ্বাম্মাদুন্ আবা~আহ্বাদিম্ মির্ রিজা-লিকুম্ ওয়ালা-কির্ রাসূলাল্লা-হি ওয়া খা-তামান নাবিয়্যীনা ;
(৪০) মুহাম্মাদ (সা) তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে কারও পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর একজন রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝٤١ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا

ওয়া কা-নাল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীমা-। ৪১। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুয্ কুরুল্লা-হা যিক্‌রান্
আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ অবগত আছেন। (৪১) হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির

كَثِيْرًا ۝٤٢ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٤٣ هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ

কাছীরা-। ৪২। ওয়া সাব্বিহুহু বুক্‌রাতাওঁ ওয়া আস্বীলা-। ৪৩। হুওয়াল্লাযী ইউস্বাল্লী 'আলাইকুম্ ওয়া মালা—ইকাতুহু
কর, (৪২) এবং তাঁর তাসবীহ বর্ণনা কর, সকাল ও সন্ধ্যায়। (৪৩) তিনি (আল্লাহ) তোমাদের উপর রহমত প্রেরণ করেন এবং ফিরিশতাগণও (মাগফিরাত)

لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝٤٤ تَحِيَّتُهُمْ

লিইউখ্‌রিজাকুম্ মিনাজ্ জুলুমা-তি ইলান্ নূরি ; ওয়া কা-না বিল্ মু'মিনীনা রাহ্বীমা-। ৪৪। তাহিয়্যাতুহুম্
কামনা করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যাবার জন্য এবং আল্লাহ মুমিনগণের প্রতি বড়ই দয়ালু। (৪৪) যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে,

○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ অর্থাৎ, "পোষ্য-পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ নয়," এই বিধানটি প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই আপনার পোষ্যপুত্রের পরিত্যক্ত স্ত্রীর সহিত আপনার বিবাহ করায়ে দিলাম। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ "তোমাদের পুরুষদের" বলতে ঐসমস্ত লোক উদ্দেশ্য যারা হুযূর (সা)-এর ঔরসজাত পুত্র নয়। ○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ কিয়ামতের পূর্বক্ষণে ঈসা (আ) নবীরূপে আবির্ভূত হলেও হুযূর (সা) শেষ নবী। কেননা, হযরত ঈসা (আ) নূতন নুবুওয়াত পেয়ে স্বতন্ত্র নবীরূপে আসবেন না; বরং হযরতের শরীঅতের প্রচারকরূপে আসবেন। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৪৪) ঃ অর্থাৎ, তোমরা যে জ্ঞান এবং হেদায়াতের তওফীক লাভ করেছ এবং তার উপর স্থায়ী রয়েছে, তা আল্লাহর অনুগ্রহে এবং ফেরেশতাগণের দো'আর বরকতেই সম্ভব হইয়াছে।

يوم يلقونه سلم وأعد لهم أجرا كريما ﴿٤٥﴾ يأيها النبي إنا أرسلنك

ইয়াওমা ইয়াল্ক্বাওনাহূ সালা-মুন্; ওয়া আ'আদ্দা লাহুম আজ্‌রান্ কারীমা- । ৪৫ । ইয়া~আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ইন্না~আর্‌সাল্‌না-কা
সেদিন তাদেরকে অভিবাদন করা হবে 'সালাম' (দ্বারা), তাদের জন্য আল্লাহ সম্মানজনক প্রতিদান রেখেছেন। (৪৫) হে নবী! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি

شاهدا ومبشرا ونذيرا ﴿٤٦﴾ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ﴿٤٧﴾ وبشر

শা-হিদাওঁ ওয়া মুবাশ্‌শিরাওঁ ওয়া নাযীরা- । ৪৬ । ওয়া দা-'ইয়ান্ ইলাল্লা-হি বিইয্‌নিহী ওয়া সিরা-জাম্ মুনীরা- । ৪৭ । ওয়া বাশ্‌শিরিল্
সাক্ষী দাতা, সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারীরূপে, (৪৬) এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং আলোকপ্রদ প্রদীপরূপে। (৪৭) আপনি মুমিনগণকে

المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ﴿٤٨﴾ ولا تطع الكفرين والمنفقين

মু'মিনীনা বিআন্না লাহুম্ মিনাল্লা-হি ফাদ্বলান্ কাবীরা- । ৪৮ । ওয়ালা- তুত্বি'ইল্ কা-ফিরীনা ওয়াল্ মুনা-ফিক্বীনা
সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট মর্যাদা। (৪৮) এবং আপনি কাফির ও মুনাফিকদের কথা শোনবেন না

ودع أذىهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ﴿٤٩﴾ يأيها الذين امنوا

ওয়া দা' আযা-হুম ওয়া তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হি ; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি ওয়াকীলা- । ৪৯ । ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আমানূ~
এবং তাদের আঘাতকে উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। ব্যবস্থাপক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪৯) হে মুমিনগণ!

إذا نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن

ইযা- নাকাহ্‌তুমুল্ মু'মিনা-তি ছুম্মা ত্বাল্লাক্ব্‌তুমূহুন্না মিন্ ক্বাব্‌লি আন্ তামাস্‌সূহুন্না ফামা- লাকুম্ 'আলাইহিন্না
যখন তোমরা মুমিন নারীগণকে বিবাহ কর, অতঃপর তাকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দাও, তখন তোমাদের জন্য তাদের ব্যাপারে কোন

من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ﴿٥٠﴾ يأيها النبي

মিন্ 'ইদ্দাতিন তা'তাদ্দূনাহা-, ফামাত্তি'উহুন্না ওয়া সার্‌রিহূহুন্না সারা-হান্ জামীলা- । ৫০ । ইয়া ~আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু
ইদ্দত নেই, যা তোমরা গণনা করবে, তোমরা তাদের কিছু না কিছু দিয়ে দাও এবং উত্তম পন্থায় তাদেরকে বিদায় দিবে। (৫০) হে নবী! আমি আপনার জন্য

إنا أحللنا لك أزوجك التي اتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما

ইন্না~আহ্‌লাল্‌না-লাকা আয্‌ওয়া-জাকাল্ লা-তী~আ-তাইতা উজূরাহুন্না ওয়ামা-মালাকাত্ ইয়ামীনুকা মিম্মা~
আপনার সে সব স্ত্রীগণকে হালাল রেখেছি, যাদেরকে আপনি তাদের মহর আদায় করেছেন এবং (হালাল রেখেছি) সেসব দাসীদেরকে যাদেরকে আল্লাহ গণীমত হিসেবে

أفاء الله عليك وبنت عمك وبنت عمتك وبنت خالك وبنت خلتك

আফা—আল লা-হু 'আলাইকা ওয়া বানা-তি 'আম্মিকা ওয়া বানা-তি 'আম্মা-তিকা ওয়া বানা-তি খা-লিকা ওয়া বানা-তি খা-লা-তিকাল্
আপনার মালিকাধীন করেছেন এবং (হালাল করেছি) আপনার চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, মামার কন্যা এবং আপনার খালার কন্যাকেও

التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد

লা-তি হা-জার্‌না মা'আকা, ওয়াম্‌রাআতাম্ মু'মিনাতান্ ইঁও ওয়াহাবাত্ নাফ্‌সাহা- লিন্নাবিয়্যি ইন্ আরা-দান্
যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে, এবং সে মুমিন নারীও (নবীর জন্য হালাল) যে নিজেকে নবীর জন্য দান করেছেন এবং

النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا

নাবিয়্যু আইঁ ইয়াস্‌তান্‌কিহাহা-, খা-লিস্বাতাল্ লাকা মিন্ দূনিল মু'মিনীনা ; ক্বাদ্ 'আলিম্‌না- মা- ফারাদ্বনা-
নবীও তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন; এটা বিশেষ ভাবে (শুধু) আপনারই জন্য, কিন্তু অন্য মুমিনগণের জন্য নয়। আমি ভালভাবেই জানি,

عليهم في أزوجهم وما ملكت أيمنهم لكيلا يكون عليك حرج

'আলাইহিম ফী~আয্‌ওয়া-জিহিম্ ওয়ামা-মা লাকাত্ আইমা-নুহুম্ লিকাইলা- ইয়াকূনা 'আলাইকা হ্বারাজুন ;
যা আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি তাদের উপর তাদের স্ত্রীগণ এবং তাদের দাসীগণের ব্যাপারে। যাতে আপনার জন্য কোন জটিলতা সৃষ্টি না হয়।

وكان الله غفورا رحيما ﴿٥١﴾ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء

ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহ্বীমা- । ৫১ । তুর্‌জী মান্ তাশা—উ মিন্‌হুন্না ওয়া তু'ওয়ী ~ইলাইকা মান্ তাশা—উ ;
আল্লাহ ক্ষমাশীল অসীম দয়ালু। (৫১) তাদের মধ্য হতে আপনি যাকে চান তাকে আপনার থেকে আলাদা রাখতে পারেন, যাকে চান তাকে আপনার কাছে রাখতে পারেন, যাদেরকে

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن

ওয়া মানিব্ তাগাইতা মিম্মান্ 'আযাল্‌তা ফালা- জুনা-হ্বা 'আলাইকা ; যা-লিকা আদ্‌না~আন্ তাক্বার্‌রা আ'ইউনুহুন্না
আপনি আপনার কাছ থেকে আলাদা রেখেছেন তাদের মধ্য হতে কাউকে কাছে ডাকলে তাতে আপনার জন্য কোন অপরাধ নেই। এতে খুবই সম্ভাবনা যে, তাদের চক্ষু শীতল

ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم

ওয়ালা- ইয়াহ্বযান্না ওয়া ইয়ার্‌দ্বাইনা বিমা~আ-তাইতাহুন্না কুল্‌লুহুন্না ; ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু মা-ফী কুলূবিকুম্ ;
থাকবে। এবং তারা দুঃখিত হবে না এবং আপনি তাদেরকে যা কিছু দিবেন, তারা সবাই তাতে সন্তুষ্ট থাকবেন; আর তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ তা জানেন।

وكان الله عليما حليما ﴿٥٢﴾ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن

ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলীমান্ হ্বালীমা- । ৫২ । লা-য়াহ্বিল্লু লাকান্ নিসা—উ মিম্ বা'দু ওয়ালা~আন্ তাবাদ্দালা বিহিন্না
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সহনশীল। (৫২) এরপরে আপনার জন্য আর কোন নারীই হালাল নয় এবং (এটাও) হালাল নয় যে, আপনার স্ত্রীদের পরিবর্তে

من أزوج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على

মিন্ আয্‌ওয়া-জিওঁ ওয়ালাও 'আজ্বাবাকা হুস্‌নুহুন্না ইল্লা-মা-মালাকাত্ ইয়ামীনুকা ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলা-
অন্য কোন স্ত্রীকে গ্রহণ করবেন, যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করে, কিন্তু তাদের কথা ভিন্ন যারা আপনার মালিকানা ভুক্ত (দাসী)। আল্লাহ

কুকূ ৬

كل شيء رقيبا ﴿٥٣﴾ يأيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن

কুল্লি শাইয়্যির্ রাক্বীবা- । ৫৩ । ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাদ্‌খুলূ বুয়ূতান্ নাবিয়্যি ইল্লা~আঁই
সব কিছুরই নিয়ন্ত্রক। (৫৩) হে মুমিনগণ! যতক্ষণ তোমাদেরকে অনুমতি প্রদান না করা হয় তোমরা নবীর গৃহে (এমন সময়) খাবার জন্য প্রবেশ কর না

✪ শানে নুযূল (আঃ ৫৩) : ......يايها الذين امنوا – রাসূলুল্লাহর (সা) দাওয়াতে হযরত যয়নবের (রা) ওলীমায় সাহাবীগণ হাযির হলেন। যার মধ্যে কতিপয় ,খানার শেষে সেখানে বসে কথাবার্তা বলতে ছিলেন। যাতে রাসূলুল্লাহর (স) বেশ কষ্ট হতে ছিলেন। যেহেতু রাসূল (সা) খুব লাজুক ছিলেন তাই তাদেরকে উঠে যাবার জন্য বলেননি। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (কুঃ কারীম) ✪ শানে নুযূল (আঃ ৫৩) : যয়নব (রা)-এর সাথে হুযূর (স)-এর বিবাহের পর তিনি সাহাবীদেরকে ওলীমার দাওয়াত করেন। কেহ কেহ আহারের পর হুযূর (সা)-এর গৃহে বসে আলাপ করতেছিল। হুযূর (সা) গাত্রোত্থানের ইচ্ছা করলেন, যেন তারা চলে যায়। কিন্তু তারা ইঙ্গিতই বুঝল না। অবশেষে হুযূর (সা) উঠে দাঁড়ালে সকলে উঠে গেল; কিন্তু তিনজন তখনও বসে তাদেরকে আলাপে রত দেখে ফিরে গেলেন। এবার তারা উঠে গেল। অতঃপর তিনিঘরে আসেন তখন এই পর্দার আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا

ইউ'যানা লাকুম্ ইলা- ত্বা'আ-মিন্ গাইরা না-জিরীনা ইনা-হু, ওয়ালা-কিন্ ইযা- দু'ঈতুম্ ফাদ্খুলূ ফাইযা-

যে, তোমাদের খাদ্য প্রস্তুতির অপেক্ষা করতে হয়। বরং যখন তোমাদেরকে ডাকা হয়, তখন গৃহে প্রবেশ কর। আর যখন খাওয়া শেষ হয় তখন তোমরা (গৃহ থেকে)

طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ

ত্বা'ইম্তুম্ ফানতাশিরূ ওয়ালা- মুস্তা'নিসীনা লিহ্বাদীছিন ; ইন্না- যা-লিকুম্ কা-না ইউ'যিন্ নাবিয়্যা

বের হয়ে পড়। এবং সেখানে (নবীর গৃহে) তোমরা কথাবার্তার জন্য বসে থেক না; তোমাদের এ কথাবার্তায় নবীর কষ্ট হয়। সে তোমাদেরকে চলে যাবার জন্য

فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

ফাইয়াস্ তাহ্য়ী মিন্কুম্, ওয়াল্লা-হু লা- ইয়াস্তাহ্য়ী মিনাল্ হাক্কি ; ওয়া ইযা- সাআল্তুমূহুন্না মাতা-'আন্

বলতে সংকোচবোধ করেন। অথচ আল্লাহ সত্য (কথা) বলতে সংকোচবোধ করেন না। যখন তোমরা নবীর স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইবে

فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ

ফাস্আলূ হুন্না মিওঁ ওয়ারা—ই হিজ্বা-বিন ; যা-লিকুম্ আত্বহারু লিকুলূবিকুম্ ওয়া কুলূবিহিন্না ; ওয়ামা- কা-না

তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটাই তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্য পূর্ণ পবিত্রতা। তোমাদের জন্য এটা কখনও উচিত নয় যে,

لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ

লাকুম্ আন্ তু'যূ রাসূলাল্লা-হি ওয়ালা~আন্ তান্কিহূ~আয্ওয়া-জ্বাহূ মিম্ বা'দিহী~আবাদান ; ইন্না-

তোমরা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিবে এবং তার স্ত্রীগণকে তার (ইন্তেকালের) পরে বিবাহ করবে। আল্লাহর

ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

যা-লিকুম্ কা-না 'ইনদাল্লা-হি 'আজীমা-। ৫৪। ইন্ তুব্দূ শাইআন্ আও তুখ্ফূহু ফাইন্নাল্লা-হা কা-না

কাছে এটা বড় ধরনের অপরাধ। (৫৪) তোমরা কোন বিষয়কে প্রকাশ কর অথবা গোপন কর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়কে

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾ لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ

বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীমা-। ৫৫। লা- জুনা-হা 'আলাইহিন্না ফী~আ-বা—ইহিন্না ওয়ালা~আব্না—ইহিন্না ওয়ালা~ইখ্ওয়া-নিহিন্না

ভালভাবে জানেন। (৫৫) তাদের (নবীর স্ত্রীদের) উপর কোন গুনাহ নেই, তাদের পিতাগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ,

وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۗ

ওয়ালা~আব্না—ই ইখ্ওয়া-নিহিন্না ওয়ালা~আব্না—ই আখাওয়া-তিহিন্না ওয়ালা- নিসা—ইহিন্না ওয়ালা- মা- মালাকাত্ আইমা-নুহুন্না,

ভগ্নিপুত্রগণ, তাদের মহিলাগণ (অর্থাৎ ঈমানদার মহিলা) এবং তাদের মালিকানাভুক্ত (দাস-দাসী) গণের সামনে (উপস্থিত) হওয়াতে।

وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ

ওয়াত্তাক্বীনাল্লা-হা ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদা-। ৫৬। ইন্নাল্লা-হা ওয়া মালা—ইকাতাহূ ইউস্বাল্লূনা

(হে স্ত্রীগণ) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী। (৫৬) আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ

عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ

'আলান্ নাবিয়্যি ; ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ স্বাল্লূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লিমূ তাস্লীমা-। ৫৭। ইন্নাল্লাযীনা

নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, (অতএব) হে মুমিনগণ! তোমরাও তার প্রতি দরূদ প্রেরণ কর এবং (মহব্বতের সাথে) সালাম প্রেরণ কর। (৫৭) নিশ্চয়ই যারা

يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا

ইউ'যূনাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ লা'আনাহুমুল্লা-হু ফিদ্ দুন্ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাতি ওয়া আ'আদ্দা লাহুম 'আযা-বাম্

আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, তার প্রতি রয়েছে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহর অভিশাপ এবং তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন

مُّهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ

মুহীনা-। ৫৮। ওয়াল্লাযীনা ইউ'যূনাল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি বিগাইরি মাক্তাসাবূ ফাক্বাদিহ্

লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (৫৮) আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণকে অহেতুক কষ্ট দেয়, নিশ্চয়ই তারা (মাথায়) বহন করে

৭ ع ৪ রুকূ

احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ

তামালূ বুহ্তা-নাওঁ ওয়া ইছ্মাম্ মুবীনা-। ৫৯। ইয়া~আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু কুল্ লিআয্ওয়া-জ্বিকা ওয়া বানা-তিকা

অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা। (৫৯) হে নবী! আপনি স্ত্রীগণকে, আপনার কন্যাগণকে ও মুমিন নারীগণকে বলুন,

وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ

ওয়ানিসা—ইল্ মু'মিনীনা ইউদ্নীনা 'আলাইহিন্না মিন্ জ্বালা-বীবিহিন্না ; যা-লিকা আদ্না~আইঁ ই'উরাফ্না

তারা যেন তাদের (শরীর ও চেহারার) উপর তাদের চাদর (কিছুটা) তুলে দেয়, এতে অতি সহজেই তারা (পবিত্রা ও আজাদ হিসেবে)

فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي

ফালা- ইউ'যাইনা ; ওয়া কা-নাল লা-হু গাফূরার্ রাহীমা-। ৬০। লাইল্লাম্ ইয়ান্তাহিল্ মুনা-ফিক্বূনা ওয়াল্লাযীনা ফী

সনাক্ত হবে। ফলে তাদেরকে (পথে) বিরক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (৬০) যদি (এর পরেও) বিরত না থাকে, মুনাফিক এবং যাদের

قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ

কুলূবিহিম্ মারাদ্বুওঁ ওয়াল্ মুর্জ্বিফূনা ফিল্ মাদীনাতি লানুগ্রিয়ান্নাকা বিহিম্ ছুম্মা লা- ইউজ্বা-ওয়িরূনাকা

অন্তরে ব্যাধি আছে (তারা) এবং মদীনা (শহরে) মিথ্যা কথা রটনাকারীরা, তবে আমি আপনাকে তাদের উপর ক্ষমতাবান করে দিব, অতঃপর অল্প সংখ্যক আপনার পড়শী

فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللَّهِ

ফীহা~ইল্লা- ক্বালীলা-। ৬১। মাল্'উনীনা, আইনামা- ছুক্বিফূ~উখিযূ ওয়া কুত্তিলূ তাক্বতীলা-। ৬২। সুন্নাতাল্লা-হি

হিসেবে এ শহরে থাকবে, (৬১) অভিশপ্ত অবস্থায়, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং টুকরা টুকরা করে হত্যা করা হবে। (৬২) আল্লাহর এ নিয়ম

সূরা আহ্যাব ৩৩ : ৬২

○ টীকা (আঃ ৬০) ঃ মিথ্যা গুজব রটনাকারীদের সম্বন্ধে তফসীরকারগণের মত এই যে, যখন মুসলমান সৈন্যবাহিনী জেহাদের জন্য যুদ্ধে থাকত, কতিপয় বিরুদ্ধবাদী কপট প্রকৃতির লোক মদীনায় এরূপ গুজব রটনা করত যে, মুসলিম সৈন্যগণ যুদ্ধে নিহত ও পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছেন। এতে জেহাদকারী সৈন্যদের আত্মীয় ও প্রিয়জন বিচলিত হয়ে পড়ত। আলোচ্য আয়াত উক্ত মিথ্যা গুজব রটনাকারীদের সতর্ক করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু আয়াতের পূর্বে ও পশ্চাতের আয়াতগুলির সাথে পরস্পর যেরূপ সংযোগ সম্বন্ধে বুঝতে পারা যায়, তাতে আলোচ্য আয়াত 'উম্মুল মুমিনীন' হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা অপবাদের প্রতি ইঙ্গিত করছে বলে মনে করা বিচিত্র নয়। অবশ্য ঐ মিথ্যা অপবাদের বিস্তারিত বিবরণ সূরা নূরে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾ يَسْأَلُكَ النَّاسُ

ফিল্লাযীনা খালাও মিন্ ক্বাবলু, ওয়া লান্ তাজিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি তাব্দীলা- । ৬৩ । ইয়াস্আলুকান্ না-সু

তাদের ব্যাপারেও প্রচলিত ছিল যারা এর পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে, আপনি আল্লাহর নিয়মে কখনও পরিবর্তন পাবেন না। (৬৩) মানুষ আপনার কাছে

عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾

'আনিস্ সা-'আতি ; কুল্ ইন্নামা- 'ইল্মুহা- 'ইন্দাল্লা-হি ; ওয়া মা- ইউদ্রীকা লা'আল্লাস্ সা-'আতা তাকূনু ক্বারীবা- ।

কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন, এ (কিয়ামত) সম্পর্কিত জ্ঞান শুধু মাত্র আল্লাহরই, যা অতি শীঘ্রই সংঘটিত হবে।

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ

৬৪ । ইন্নাল্লা-হা লা'আনাল্ কা-ফিরীনা ওয়া আ'আদ্দা লাহুম স্বা'ঈরা- । ৬৫ । খা-লিদীনা ফীহা~আবাদান্; লা- ইয়াজিদূনা

(৬৪) আল্লাহ অভিশাপ করেন কাফিরদের উপর এবং তাদের জন্য (জাহান্নামের) প্রজ্বলিত অগ্নি তৈরী করে রেখেছেন (৬৫) যাতে তারা চিরস্থায়ী থাকবে; তারা সেখানে কোন

وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ

ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়ালা- নাস্বীরা- । ৬৬ । ইয়াওমা তুক্বাল্লাবু উজূহুহুম ফিন্না-রি ইয়াক্বূলূনা ইয়া- লাইতানা~আ'ত্বা'নাল্লা-হা

বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না। (৬৬) যেদিন তাদের চেহারা অগ্নিতে ওলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, হায় আফসোস। যদি আমরা (পৃথিবীতে) আল্লাহর নির্দেশ পালন

وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا

ওয়া আ'ত্বা'নার রাসূলা- । ৬৭ । ওয়া ক্বা-লূ রাব্বানা~ইন্না~আ'ত্বা'না- সা-দাতানা- ওয়া কুবারা—আনা- ফাআদ্বাল্লূনাস্ সাবীলা- ।

করতাম এবং রাসূলের অনুসরণ করতাম। (৬৭) এবং তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের সরদার এবং আমাদের বড় (নেতা) দেরকে অনুসরণ করেছিলাম। ফলে তারাই আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত করেছিল।

رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

৬৮ । রাব্বানা~আ-তিহিম্ দ্বি'ফাইনি মিনাল্ 'আযা-বি ওয়াল্ 'আন্হুম লা'নান্ কাবীরা- ৬৯ । ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা

(৬৮) হে আমাদের প্রপািলক! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের উপর (করুন) ভীষণ অভিশাপ (শাস্তি) প্রদান। (৬৯) হে মুমিনগণ!

৪০ ৫ রুকূ

آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ

আ-মানূ লা-তাকূনূ কাল্লাযীনা আ-যাও মূসা- ফাবাররাআহুল্লা-হু মিম্মা- ক্বা-লূ ; ওয়া কা-না 'ইন্দাল্লা-হি

তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল, তারা যে (মিথ্যা) কথা বলেছিল, আল্লাহ তাকে তা থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং সে আল্লাহর কাছে

وَجِيهًا ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ

ওয়া জীহা- । ৭০ । ইয়া~আয়্যুহাল্লাযীনা আমানুত তাক্বুল্লা-হা ওয়া ক্বূলূ ক্বাওলান সাদীদা- ৭১ । ইউস্লিহ্ লাকুম্

মর্যাদাবান ছিলেন। (৭০) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য কথা বল। (৭১) তবে আল্লাহ তোমাদের কাজগুলো

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৯) ঃ فبراه الله – হযরত মূসা (আ) খুবই লাজুক ছিলেন। তিনি তাঁর শরীর মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন না। বনী ইসরাইলগণ বলতে লাগল যে, মূসার (আ) শরীরে কুষ্ঠের দাগ থাকার কারণে সে পোশাক খোলেন না। একবার হযরত মূসা (আ) একটি পাথরের উপর কাপড় রেখে নির্জনে গোসল করছিলেন। পাথর আল্লাহর হুকুমে কাপড় নিয়ে ভেগে যেতে লাগল। মূসা (আ) পাথরের পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বনী ইসরাইলের এক মজলিসে গিয়ে পৌঁছলেন। তারা হযরত মূসার (আ) শরীর উন্মুক্ত দেখে তাদের সব সন্দেহ দূর হল। আল্লাহ তায়ালা এভাবে তাকে সন্দেহমুক্ত করেছিলেন। (কুঃ কারীম)

أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا

'আমা-লাকুম ওয়া ইয়াগ্ফির্লাকুম যুনূবাকুম ; ওয়া মাই ইউত্বি'ইল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ফাক্বাদ্ ফা-যা ফাওযান্

সংশোধন করে দিবেন (যাতে গ্রহণযোগ্য হয়) এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন; । যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে, সে মর্যাদাপূর্ণ

عَظِيمًا ﴿٧١﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ

'আজীমা- । ৭২ । ইন্না- 'আরাদ্বনাল্ আমা-নাতা 'আলাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়াল্ জিবা-লি ফাআবাইনা

সফলতা লাভ করবে। (৭২) আমি আমার আমানতকে পেশ করেছিলাম আকাশের প্রতি, যমীনের প্রতি এবং পাহাড়সমূহের প্রতি, কিন্তু তারা তা

أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا

আই ইয়াহ্মিল্নাহা- ওয়া আশ্ফাক্বনা- মিন্হা- ওয়া হামালাহাল ইন্সা-নু ; ইন্নাহূ কা-না জালূমান্

বহন করতে (ভয়ে) অস্বীকার করল এবং তাতে ভয় পেয়ে গেল। (কিন্তু) মানুষ তা বহন করল, নিশ্চয়ই সে (মানুষ) ছিল জালিম,

جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

জ্বাহূলা- । ৭৩ । লিইউ'আয্যিবাল্লা-হুল্ মুনা-ফিক্বীনা ওয়াল্ মুনা-ফিক্বা-তি ওয়াল্ মুশ্রিকীনা ওয়াল্ মুশ্রিকা-তি

নির্বোধ। (৭৩) ফলে, আল্লাহ শাস্তি দিবেন মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক মহিলা, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক মহিলাদেরকে,

وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

ওয়া ইয়াতূবাল্লা-হু 'আলাল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি; ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহীমা- ।

এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাগণকে ক্ষমা করবেন' আল্লাহ ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।

সূরা ছাবা মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫৪ রুকূ ঃ ৬

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۚ

১ । আলহাম্দু লিল্লা-হিল্ লাযী লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল্ আরদ্বি ওয়া লাহুল্ হাম্দু ফিল্ আ-খিরাতি ;

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যাঁর মালিকানায় রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব কিছু; আর পরকালেও প্রশংসা তাঁরই জন্য।

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

ওয়া হুওয়াল্ হাকীমুল্ খাবীর । ২ । ইয়া'লামু মা- ইয়ালিজু ফিল্ আরদ্বি ওয়া মা- ইয়াখ্রুজু মিন্হা- ওয়ামা-ইয়ানযিলু

তিনি প্রজ্ঞাপূর্ণ, মহাবিজ্ঞ। (২) তিনি জানেন, যা যমীনে প্রবেশ করে (যেমন- বৃষ্টি) এবং যা তা থেকে বের হয় (যেমন- উদ্ভিদ) আর যা বর্ষিত হয়

○ টীকা (আঃ ২) ঃ আকাশ ও পৃথিবী উভয় হতে 'বহির্গত ও প্রবেশের' বিবিধ দৃষ্টান্ত মিলতে পারে। তন্মধ্যে পানি বর্ষণ ও ফেরেশতার পৃথিবীতে আকাশ হতে বহির্গতের অন্তর্ভুক্ত; এবং সৎকার্য, ফেরেশতাগণের আরোহণ ও বাষ্পের উত্থান প্রভৃতি উহাতে প্রবেশ করে থাকে। আর মৃতদেহ সমাহিত করা ও ঐ সমস্ত বস্তু যা মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হয় এগুলি পৃথিবীতে প্রবিষ্টের অন্তর্গত এবং বৃক্ষাদির উদ্ভব খনিজ পদার্থের আবিষ্কার ও কেয়ামতের দিবস মুরদাদের পুনরুত্থান ইত্যাদি পৃথিবী হতে বহির্গত বস্তুর শামিল। লক্ষ্য করিলে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। (কুঃ কাঃ)

مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

মিনাস্ সামা—ই ওয়ামা- ইয়া'রুজু ফীহা- ; ওয়া হুওয়ার্ রাহ্বীমুল্ গাফূর। ৩। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ
আকাশ থেকে (যেমন- আল্লাহর রহমত) এবং যা আকাশে উঠে যায় (যেমন- বান্দার আমল)। তিনি দয়াশীল, ক্ষমাশীল। (৩) কাফিরেরা বলে,

لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلٰى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ

লা- তা'তীনাস্ সা-'আতু ; ক্বুল্ বালা- ওয়া রাব্বী লাতা'তিইয়ান্নাকুম্, 'আ-লিমিল্ গাইবি, লা- ই'য়াযুবু 'আন্হু
আমাদের উপর কেয়ামত আসবে না; বলুন, কেন আসবে না, আমার প্রতিপালকের শপথ! যিনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী, তা তোমাদের নিকট আসবেই,

مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ

মিছ্ক্বা-লু যার্রাতিন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ালা- ফিল্ আর্দ্বি ওয়ালা~আস্বগারু মিন্ যা-লিকা ওয়ালা~আক্বারু
তার থেকে বিন্দু পরিমাণ জিনিসও গোপন নয়, না আকাশে, না পৃথিবীতে, বরং তার চেয়েও অতি ক্ষুদ্র এবং বড় জিনিসও

اِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤﴾ لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ

ইল্লা- ফী কিতা-বিম্ মুবীন। ৪। লিইয়াজ্বযিয়াল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ; উলা—ইকা
স্পষ্ট কিতাবে (লিখিত) রয়েছে। (৪) (কেয়ামত না আসার) কারণ নেই যে, তিনি (আল্লাহ) মুমিনগণ ও নেককারগণকে প্রতিদান দিবেন। এদের জন্যই রয়েছে

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥﴾ وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ

লাহুম্ মাগ্ফিরাতুঁও ওয়া রিয্ক্বুন্ কারীম। ৫। ওয়াল্লাযীনা সা'আও ফী~আ-ইয়া-তিনা- মু'আ-জ্বিযীনা উলা—ইকা লাহুম
ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক। (৫) যারা আমার আয়াতসমূহকে অপারগ করার চেষ্টা করে তাদের জন্যই রয়েছে

عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿٦﴾ وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ

'আযা-বুম্ মির্ রিজ্বযিন্ আলীম। ৬। ওয়া ইয়ারাল লাযীনা উতুল্ 'ইল্মাল্লাযী~উন্যিলা ইলাইকা
নিকৃষ্ট যন্ত্রণাময় শাস্তি। (৬) আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা জানে যে, যা কিছু আপনার কাছে আপনার

مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٧﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ

মির্ রাব্বিকা হুওয়াল্ হ্বাক্ক্বা, ওয়া ইয়াহ্দী~ইলা- স্বিরা-ত্বিল্ 'আযীযিল্ হ্বামীদ্। ৭। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা
প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য এবং তা মহা ক্ষমতাবান, প্রশংসাযোগ্য আল্লাহর দিকে পথ প্রদর্শন করেন। (৭) কাফিরেরা (একে অপরকে)

كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ

কাফারূ হাল্ নাদুল্লুকুম্ 'আলা- রাজুলিই ইউনাব্বিউকুম্ ইযা- মুয্যিক্বতুম্ কুল্লা মুমায্যাক্বিন, ইন্নাকুম্ লাফী
বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলব, যে তোমাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে, যখন তোমরা (কবরে) একেবারে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, তখন

خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿٨﴾ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

খাল্ক্বিন্ জ্বাদীদ। ৮। আফ্তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান্ আম্ বিহী জ্বিন্নাতুন; বালিল লাযীনা লা- ইউ'মিনূনা
তোমরা (পুনরায়) নতুন সৃষ্টি রূপে ওঠবে? (৮) অবে সেকি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বানিয়েছে, না সে উম্মাদগ্রস্ত? বরং পরকালে অবিশ্বাসীরা

بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ﴿٩﴾ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

বিল্ আ-খিরাতি ফিল্ 'আযা-বি ওয়াদ্বদ্বালা-লিল্ বা'ঈদ। ৯। আফালাম্ ইয়ারাও ইলা- মা- বাইনা আইদীহিম
(পৃথিবীতে) শাস্তির মধ্যে ও চরম বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। (৯) তারা কি সেগুলোকে? দেখে না, যা তাদের সামনে

وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ

ওয়ামা- খাল্ফাহুম্ মিনাস্ সামা—ই ওয়াল্ আর্দ্বি ; ইন্ নাশা' নাখ্সিফ্ বিহিমুল্ আর্দ্বা আও নুসক্বিত্ব 'আলাইহিম্
ও পিছনে, আকাশ ও পৃথিবীতে আছে? যদি আমি ইচ্ছা করি তাদের সহ পৃথিবীতে দাবিয়ে দিব অথবা তাদের উপর আকাশের

كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ

ع ১ ৭ রুকূ

কিসাফাম্ মিনাস্ সামা—ই ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়াতাল্ লিকুল্লি 'আব্দিম্ মুনীব্। ১০। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- দা-উদা
টুকরা ফেলে দিব। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে (আল্লাহর দিকে) প্রত্যাবর্তনকারী প্রত্যেক বান্দার জন্য। (১০) নিশ্চয়ই আমি দাউদের প্রতি আমার অনুগ্রহ দান করেছিলাম

مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ﴿١١﴾ اَنِ اعْمَلْ

মিন্না- ফাদ্বলান্ ; ইয়া-জ্বিবা-লু আওয়্যিবী মা'আহূ ওয়াত্ত্বাইরা, ওয়া আলান্না- লাহুল্ হ্বাদীদ্। ১১। আ'নিমাল্
এবং (বলেছিলাম) হে পাহাড়! তার সাথে মধুর আওয়াজে (তাসবীহ) পাঠ কর এবং পাখীকেও (বলেছিলাম) এবং তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। (১১) যাতে আপনি

سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۗ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٢﴾ وَلِسُلَيْمٰنَ

সা-বিগা-তিও ওয়া ক্বাদ্দির্ ফিস্ সার্দি ও'য়ামালূ স্বা-লিহ্বান; ইন্নী বিমা- তা'মালূনা বাস্বীর। ১২। ওয়া লিসুলাইমা-নার্
প্রশস্ত বর্ম তৈরী করতে পারেন এবং বানানোর পরিমাণও ঠিক রাখতে পারেন এবং তোমরা নেক কাজ কর নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কর্মসমূহ দেখি। (১২) আমি সুলায়মানের

الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ۗ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ

রীহ্বা গুদুওয়্যুহা- শাহ্রুঁও ওয়া রাওয়া-হুহা- শাহ্রুন্, ওয়া আসাল্না- লাহূ 'আইনাল ক্বিত্ব্রি ; ওয়া মিনাল্ জ্বিন্নি মাই
জন্য বায়ুকে অধীন করে দিয়েছিলাম, সকালে তার ভ্রমণ এক মাসের পথ হত এবং সন্ধ্যায় তার ভ্রমণ এক মাসের পথ হত এবং আমি তার জন্য গলিত তামার ঝরণা প্রবাহিত

يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۗ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ

ই'য়ামালু বাইনা ইয়াদাইহি বিইয্নি রাব্বিহী ; ওয়া মাই ইয়াযিগ্ মিন্হুম্ 'আন্ আম্রিনা- নুযিক্বহু মিন্ 'আযা-বিস্
করেছিলাম, কতিপয় জীন তার প্রতিপালকের নির্দেশে তার অধীনস্থ হয়ে তাঁর সামনে কাজ করত। তাদের মধ্য হতে যে কেহ আমার নির্দেশের অবাধ্য হয়, আমি তাকে প্রজ্জ্বলিত

السَّعِيْرِ ﴿١٣﴾ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ

সা'ঈর। ১৩। ই'য়ামালূনা লাহূ মা- ইয়াশা—উ মিম্ মাহা-রীবা ওয়া তামা-ছীলা ওয়া জ্বিফা-নিন্ কাল্ জ্বাওয়া-বি
(জাহান্নামের) অগ্নির শাস্তির স্বাদ উপভোগ করাব। (১৩) সুলায়মান যা চাইত, তা তারা (জীনেরা) বানিয়ে দিত, যেমন সুন্দর প্রাসাদ, প্রতিকৃতি, পানির হাউজের ন্যায় বড় পাত্র

○ টীকা (আঃ ১০) ঃ হযরত দাউদ (আ)-এর অতিশয় মধুরকণ্ঠ ছিল। তিনি যখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুমিষ্টস্বরে আল্লাহর 'তস্বীহ' ও 'জিকের' প্রগাঢ় ভক্তি
সহকারে নিমগ্ন হতেন, তখন মানুষ ত দূরের কথা, পর্বত সগর্জনে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত এবং অরণ্যের পক্ষীকুলও হর্ষোন্মত্ত হয়ে পড়ত। (কুঃ কাঃ)
○ টীকা (আঃ ১৩) ঃ তৎকালীন শরিয়তে নিষিদ্ধ ছিল না বলিয়া তাহারা নবীগণ, ফেরেশতা বা অন্যান্য জীবজন্তুর কাল্পনিক ও বাস্তব মূর্তিসমূহ তৈরী
করত। মূর্তিপূজার মূলোচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে বর্তমান ইসলামী শরিয়তে প্রাণীর ছবি অঙ্কন ও মূর্তি গঠন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (কুঃ কাঃ)
○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৩) ঃ تماثيل - অর্থ প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য, মূর্তি। যা তামা ও সাদা পাথরের নির্মিত ছিল, কাতাদাহ (রা) বলেন, সেগুলো মাটি ও কাঁচের
ছিল। হযরত সুলায়মান (আ)-এর শরীয়তে ভাস্কর্য নির্মাণ করা নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ইসলামে এগুলো নির্মাণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

وقدور رسيت اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ۝

ওয়া ক্বুদূরির্ রা-সিয়া-তিন্ ; 'ইমালূ~আ-লা দাউদা শুকরান ; ওয়া ক্বালীলুম্ মিন্ 'ইবা-দিয়াশ্ শাকূর্।
এবং চুলার উপরে স্থাপিত বিরাট ডেগ। হে দাউদ গোত্রীয় লোকজন! এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নেক কাজ কর। আমার বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞ খুবই অল্প।

⑭ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل منساته

১৪। ফালাম্মা- ক্বাদ্বাইনা- 'আলাইহিল্ মাওতা মা-দাল্লাহুম্ 'আলা মাওতিহী~ইল্লা- দা—ব্বাতুল্ আরদ্বি তা'কুলু মিন্সাআতাহু,
(১৪) যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু সঙ্ঘটিত করলাম, তখন জ্বিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কিত খবর মাটির পোকা ব্যতীত, কেউ জানায় নি যারা তার (সুলায়মানের)

فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب

ফালাম্মা- খার্রা তাবাইয়্যানাতিল্ জ্বিন্নু আল লাও কা-নূ ইয়া'লামূনাল্ গাইবা মা-লাবিছূ ফিল্ 'আযা-বিল
লাঠি খেতে ছিল। যখন সুলায়মান মাটিতে পড়ে গেল তখন জিনেরা জানতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানত, তবে তারা অপমানকর শাস্তির মধ্যে থাকত

المهين ⑮ لقد كان لسبا في مسكنهم اية جنتن عن يمين وشمال كلوا

মুহীন। ১৫। লাক্বাদ্ কা-না লিসাবাইন্ ফী মাস্কানিহিম আ-ইয়াতুন্, জ্বান্নাতা-নি 'আইঁ ইয়ামীনিওঁ ওয়া শিমা-লিন ; কুলূ
না। (১৫) সাবা (সম্প্রদায়)-এর জন্য তাদের বাসস্থানে (আল্লাহর কুদরতের) নিদর্শন ছিল। তাদের ডানে ও বামে দুটি বাগান ছিল। (আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে,)

من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ⑯ فاعرضوا

মির্ রিয্ক্বি রাব্বিকুম্ ওয়াশ্কুরূ লাহূ ; বাল্দাতুন্ ত্বাইয়্যিবাতুওঁ ওয়া রাব্বুন্ গাফূর। ১৬। ফা'আরাদ্বূ
তোমাদের প্রতিপালকের দেয়া রিযিক খাও এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এটি উত্তম শহর এবং প্রতিপালক (আল্লাহ) মহা ক্ষমাশীল। (১৬) কিন্তু তারা

فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلنهم بجنتيهم جنتين ذواتى اكل

ফাআর্সাল্না- 'আলাইহিম সাইলাল্ 'আরিমি ওয়া বাদ্দাল্না-হুম বিজ্বান্নাতাইহিম জ্বান্নাতাইনি যাওয়া-তাই উকুলিন্
অবাধ্য হল, ফলে আমি তাদের উপর তীব্র (পানির) স্রোত প্রবাহিত করে দিলাম এবং আমি তাদের (সুন্দর) দুটি বাগানের পরিবর্তে (এমন) দুটি বাগান দিলাম যাতে ছিল

خمط واثل وشيء من سدر قليل ⑰ ذلك جزينهم بما كفروا وهل

খাম্ত্বিওঁ ওয়া আছ্লিওঁ ওয়া শাইয়িম্ মিন্ সিদ্রিন্ ক্বালীল্। ১৭। যা-লিকা জ্বাযাইনা-হুম্ বিমা- কাফারূ ; ওয়া হাল্
স্বাদহীন (তিক্ত) ফল, ঝাউ এবং কিছু কুল বৃক্ষ। (১৭) আমি তাদেরকে এটা তাদের প্রতিফলস্বরূপ দিয়েছিলাম, তাদের কুফরীর কারণে। আমি (এ ধরনের) প্রতিফল

نجزي الا الكفور ⑱ وجعلنا بينهم وبين القرى التي بركنا فيها قرى

নুজ্বা-যী~ইল্লাল্ কাফূর। ১৮। ওয়া জ্বা'আল্না- বাইনাহুম ওয়া বাইনাল্ ক্বুরাল্লাতী বা-রাক্না- ফীহা- ক্বুরান্
শুধু অকৃতজ্ঞদেরকে দিয়ে থাকি। (১৮) আমি তাদের এবং সে জনপদের মাঝে যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছিলাম, কিছু প্রকাশ্য জনবসতি সৃষ্টি করেছিলাম

০ বিশ্লেষণ (আঃ ১৪) ঃ يعلمون الغيب – হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগে জিনদের বিশ্বাস ছিল যে, সুলায়মান (আ) অদৃশ্যের খবর অবশ্যই জানেন। কিন্তু হযরত সুলায়মানের (আ) ওফাতের দ্বারা জিনদের এই বিশ্বাস দূরিভূত হলো। (কুঃ কারীম)

০ বিশ্লেষণ (আঃ ১৫) ঃ بلدة طيبة – শহরে প্রচুর ফলের বাগান থাকার কারণে উত্তম শহর বলা হয়েছে। কারো মতে, উক্ত শহরের আবহাওয়া খুবই উত্তম ও স্বাস্থ্যকর হওয়ার কারণে উত্তম শহরে বলা হয়েছে। উত্তম আবহাওয়ার কারণে, এ শহরটি ছিল, মশা-মাছি ও দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত শহর। (কুঃ কারীম)

ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين ⑲ فقالوا ربنا

জা-হিরাতাওঁ ওয়া ক্বাদ্দার্না- ফীহাস্ সাইরা ; সীরূ ফীহা- লায়া-লিয়া ওয়া আইয়্যা মান্ আ-মিনীন। ১৯। ফাক্বা-লূ রাব্বানা-
এবং সেখানে ভ্রমণের পথও নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং যেখানে রাতে ও দিনে তোমরা নিরাপদে ভ্রমণ (চলাফেরা) কর। (১৯) কিন্তু তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক।

بعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلنهم احاديث ومزقنهم كل ممزق

বা-'ইদ্ বাইনা আস্ফা-রিনা- ওয়া জালামূ~আন্ফুসাহুম্ ফাজ্বা'আল্না-হুম্ আহ্বা-দীছা ওয়া মায্যাক্বনা-হুম্ কুল্লা মুমায্যাক্বিন্ ;
আমাদের ভ্রমণের পথ দূরত্ব করে দাও তারা তাদের নিজেদের উপর জুলুম করেছে। ফলে আমি তাদেরকে আলোচনার বস্তু হিসেবে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে টুকরা টুকরা

ان في ذلك لايت لكل صبار شكور ⑳ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه

ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিকুল্লি স্বাব্বা-রিন্ শাকূর্। ২০। ওয়া লাক্বাদ্ স্বাদ্দাক্বা 'আলাইহিম ইব্লীসু জান্নাহূ
করে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞের জন্য রয়েছে দৃষ্টান্ত। (২০) ইবলীস (শয়তান) তাদের ব্যাপারে, তার নিজ ধারণা সত্য করে দেখিয়েছে,

فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين ㉑ وما كان له عليهم من سلطن الا لنعلم

ফাত্তাবা'উহু ইল্লা- ফারীক্বাম্ মিনাল্ মু'মিনীন। ২১। ওয়া মা- কা-না লাহূ 'আলাইহিম্ মিন্ সুল্ত্বা-নিন্ ইল্লা- লিনা'লামা
শুধু মাত্র মুমিনগণের একটি দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করেছিল। (২১) যাদের উপর ইবলীস (শয়তান) এর কোনই ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু (এর দ্বারা) আমার

২ ع ৮ রুকু

من يؤمن بالاخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ۝

মাইঁ ইউ'মিনু বিল আ-খিরাতি মিম্মান্ হুওয়া মিন্হা- ফী শাক্কিন্ ; ওয়া রাব্বুকা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ হ্বাফীজ্।
উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি (প্রকাশ্য ভাবে) জেনে নিব, কে পরকালে বিশ্বাসী এবং কে সে (পরকাল) ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে। আপনার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ের রক্ষক।

㉒ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في

২২। ক্বুলিদ্'উল্ লাযীনা যা'আম্তুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি, লা- ইয়াম্লিকূনা মিছ্ক্বা-লা যার্রাতিন্ ফিস্
(২২) বলুন, তোমরা ডাক তাদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত (মাবুদ) ধারণা কর। তারা

السموت ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ۝

সামা-ওয়া-তি ওয়ালা- ফিল্ আর্দ্বি ওয়া মা- লাহুম ফীহিমা- মিন্ শির্কিওঁ ওয়ামা- লাহূ মিন্হুম্ মিন্ জাহীর।
আকাশ ও পৃথিবীতে বিন্দু পরিমাণ (জিনিস) এরও মালিক নয় এবং এতদুভয়ের মধ্যে তাদের কোনই অংশ নেই এবং তাদের মধ্যে কেহ আপনার সাহায্যকারীও নয়।

ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم

২৩। ওয়ালা- তান্ফা'উশ্ শাফা-'আতু 'ইন্দাহূ~ইল্লা- লিমান্ আযিনা লাহূ ;হ্বাত্তা~ ইযা- ফুয্যি'আ 'আন্ ক্বুলূবিহিম্
(২৩) যাকে (সুপারিশ করার) অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া কারও সুপারিশ আল্লাহর কাছে কাজে আসবে না। যখন তাদের অন্তর হতে ভয় উঠিয়ে নেয়া হবে তখন তারা

قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ㉓ قل من يرزقكم

ক্বা-লূ মা-যা-, ক্বা-লা রাব্বুকুম ; ক্বা-লুল্ হ্বাক্ব্ক্বা, ওয়া হুওয়াল্ 'আলিয়্যুল্ কাবীর। ২৪। ক্বুল্ মাইঁ ইয়ার্যুক্বুকুম্
একে অপরকে বলবে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? জবাবে তারা বলবে, যা সত্য তাই বলেছেন, তিনি মহান, সমুন্নত। (২৪) আপনি বলুন, কে তোমাদের

مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ

মিনাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ; কুলিল্লা-হু, ওয়া ইন্না~আও ইয়্যা-কুম লা'আলা- হুদান্ আও ফী দ্বালা-লিম্

আকাশ এবং পৃথিবী হতে রিযিক প্রদান করে? আপনিই বলুন, আল্লাহ; (তাদেরকে এটাও বলুন যে) নিশ্চয়ই আমরা বা তোমরা হয় সৎ পথে আছি, না হয় স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে

مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ

মুবীন। ২৫। কুল্ লা- তুস্আলূনা 'আম্মা~আজ্রাম্না- ওয়ালা- নুস্আলু 'আম্মা- 'তামালূন। ২৬। কুল্ ইয়াজ্মা'উ

আছি। (২৫) আপনি বলে দিন, আমাদের কৃত অপরাধের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমাদের কৃত কাজের জন্য আমরা জিজ্ঞাসিত হব না। (২৬) বলুন, আমাদের

بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ اَرُوْنِىَ الَّذِيْنَ

বাইনানা- রাব্বুনা- ছুম্মা ইয়াফ্তাহু বাইনানা- বিল্ হাক্কি ; ওয়া হুয়াল্ ফাত্তা-হুল্ 'আলীম। ২৭। কুল্ আরূনিয়াল্ লাযীনা

সবাইকে আমাদের প্রতিপালক একত্রিত করবেন, অতঃপর (তিনি) আমাদের মাঝে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দিবেন। তিনি ন্যায় বিচারকারী, মহাজ্ঞানী। (২৭) আপনি বলুন, আচ্ছা তোমরা আমাকে তাদেরকে দেখাও যাদেরকে

اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً

আল্হাক্বতুম্ বিহী শুরাকা—আ কাল্লা- ; বাল্ হুওয়াল্লা-হুল্ 'আযীযুল্ হাকীম। ২৮। ওয়া মা~আর্সাল্না-কা ইল্লা- কা—ফ্ফাতাল্

তোমরা শরীক হিসেবে তাঁর সাথে মিলিয়ে রেখেছ। কখনই (তা পারবে) না, বরং তিনি (আল্লাহ) মহা শক্তিশালী, প্রজ্ঞাবান। (২৮) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র

لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى

লিন্না-সি বাশীরাওঁ ওয়া নাযীরাওঁ ওয়ালা- কিন্না আক্ছারান্ না-সি লা- ই'য়ালামূন। ২৯। ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা-

মানুষের জন্য শুধু সু সংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে, অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (২৯) তারা বলে, সে (শাস্তি বা কিয়ামতের) প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে,

هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ

হা-যাল্ ও'য়াদু ইন্ কুন্তুম স্বা-দ্বিক্বীন। ৩০। কুল্ লাকুম্ মী'আ-দু ইয়াওমিল্ লা- তাস্তা'খিরূনা 'আন্হু

যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তবে বল? (৩০) বলুন, তোমাদের জন্য একটি প্রতিশ্রুতির দিন নির্ধারিত রয়েছে, যা থেকে তোমরা এক মুহূর্ত সময়

سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ

সা-'আতাওঁ ওয়ালা- তাস্তাক্বদিমূন। ৩১। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ লান্ নু'মিনা বিহা-যাল্ কুরআ-নি

পিছনেও হটাতে পারবে না এবং সামনেও আগাতে পারবে না। (৩১) আর কাফিরেরা বলে যে, আমরা কখনই এ কুরআনকে বিশ্বাস করব না

ع ৩ ৯ রুকূ

وَلَا بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ

ওয়ালা- বিল্লাযী বাইনা ইয়াদাইহি ; ওয়ালাও তারা~ইযিজ্ জা-লিমূনা মাওকূফূনা 'ইন্দা রাব্বিহিম;

এবং এর পূর্বের কিতাবের উপরেও নয়; (হে নবী!) আপনি যদি দেখতেন, যখন জালিমদেরকে দাঁড় করান হবে তাদের প্রতিপালকের সামনে,

○ টীকা (আঃ ২৮) ঃ অর্থাৎ, জিন জাতীয় ও মানব জাতীর, আরবী এবং অনারবী, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের সকলের জন্য। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ২৯) ঃএবং না বুঝার কারণে মূর্খতা বশতঃ আপনার রেসালত অবিশ্বাস করে। অবশ্য চিন্তা করিলে তাহারা বিশ্বাস অর্জন করিতেও পারিত; কিন্তু মূর্খতা বশতঃ চিন্তাই করে না। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩১) ঃ بين يديه – অর্থাৎ, তাওরাত, জাবুর, ইঞ্জিল, ইত্যাদি আসমানী কিতাবসমূহ। কারো মতে, এখানে কেয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৩১) ঃ অর্থাৎ, এই জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা সে কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করাই তোমাদের উদ্দেশ্য। উহার নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির সময় অবশ্যই আসিবে। যদিও আমি এখন উহার নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলে না দেই। (বঃ কোঃ)

সূরা ছাবা ঃ ৩৪ নূরানী বাংলা উচ্চারণ ক্বোরআন শরীফ ওয়া মাই ইয়াক্বনুত্ ঃ ২২

يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ِۨ الْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ

ইয়ার্জ্বি'উ বা'দ্বুহুম্ ইলা- বা'দ্বিনিল্ ক্বাওলা, ইয়াকূলুল্ লাযীনাস্ তুদ্ব'ইফূ লিল্লাযীনাস্

তখন তারা একে অন্যের প্রতি (দোষ চাপিয়ে) কথা বলতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল (অনুগত) করে রাখত, তারা, বড়দেরকে বলবে,

اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ

তাক্বারূ লাওলা~আন্তুম্ লাকুন্না- মু'মিনীন। ৩২। ক্বা-লাল্লাযীনাস্ তাক্বারূ লিল্লাযীনাস্

যদি তোমরা না হতে, তবে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম। (৩২) যারা বড় (অহংকারী নেতা), তারা যাদেরকে দুর্বল (অনুগত) করে রাখত

اسْتُضْعِفُوْۤا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

তুদ্ব'ইফূ~আনাহ্নু স্বাদাদ্না-কুম্ 'আনিল্ হুদা- বা'দা ইয্ জ্বা—আকুম্ বাল্ কুন্তুম মুজ্বরিমীন।

তাদেরকে (জবাবে) বলবে, তোমাদের কাছে যখন সত্য পথ এসেছিল, এরপরে কি আমরা তোমাদেরকে তা থেকে বিরত রেখেছিলাম? বরং তোমরা ছিলে পাপী।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ

৩৩। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনাস্ তুদ্ব'ইফূ লিল্লাযীনাস্ তাক্বারূ বাল্ মাক্রুল্লাইলি ওয়ান্নাহা-রি

(৩৩) যাদেরকে দূর্বল (অনুগত) করে রাখা হত, তারা বড় (অহংকারী নেতা)-দেরকে বলবে, বরং তোমরাই রাত দিন চক্রান্ত (প্রতারণা) করে

اِذْ تَاْمُرُوْنَنَاۤ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا

ইয্ তা'মুরূনানা~আন্ নাক্ফুরা বিল্লা-হি ওয়া নাজ্'আলা লাহূ~আন্দা-দান ; ওয়া আসারুরুন্ নাদা-মাতা লাম্মা- রাআউল্

আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যে, আমরা যেন আল্লাহকে অবিশ্বাস করি এবং তাঁর সাথে অংশীদার নির্ধারণ করি। যখন তারা শাস্তি দেখবে, তখন তারা (উভয় দল)

الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِىْۤ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا

'আযা-বা ; ওয়া জ্বা'আলনাল্ আগ্লা-লা ফী~'আনা-ক্বিল্লাযীনা কাফারূ ; হাল্ ইউজ্বযাওনা ইল্লা-

অন্তরের আলোচনা (অন্তরেই) গোপন রাখবে, আর আমি কাফিরদের গর্দানে (অগ্নির) শিকল পড়াব। তাদেরকে শুধু তাদের কৃতকর্মেরই

مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَاۤ ۙ اِنَّا

মা- কা-নূ ই'য়ামালূন। ৩৪। ওয়া মা~আর্সাল্না- ফী ক্বার্ইয়াতিম্ মিন্ নাযীরিন্ ইল্লা- ক্বা-লা মুত্রাফূহা~, ইন্না-

প্রতিফল দেয়া হবে। (৩৪) আমি যখনই কোন জনপদে প্রেরণ করেছি কোন ভীতি প্রদর্শনকারী (অর্থাৎ- নবী), তখনই সেখানকার বিলাস জীবন-যাপনকারীরা বলেছে,

بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ

বিমা~উর্সিল্তুম্ বিহী কা-ফিরূন। ৩৫। ওয়া ক্বা-লূ নাহ্নু আক্ছারু আম্ওয়া-লাওঁ ওয়া আওলা-দাওঁ, ওয়ামা- নাহ্নু

যা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা তার অস্বীকারকারী। (৩৫) আর বলেছে, আমরা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অনেক বেশী, সুতরাং কিছুতেই আমাদেরকে

○ টীকা (আঃ ৩২) ঃ কেননা, সত্যধর্ম প্রকাশিত হওয়ার পরেও তোমরা তা কবুল করনি, এখন আমাদের উপর দোষ চাপাচ্ছ। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৩৩) ঃ প্রচেষ্টা বলতে উৎসাহ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শনই উদ্দেশ্য। সুতরাং তোমাদের এ দিবা-রাত্রির প্রচেষ্টা ক্রিয়া করেছে, এর ফলেই আমরা বিনষ্ট হয়েছি। অতএব, তোমরাই আমাদের সর্বনাশকারী। এরূপে তারা একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করলেও মনে মনে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অপরাধও উপলব্ধি করবে। পথভ্রষ্টকারীরা মনে করবে, সত্যিই এরূপ করেছিলাম। আর পথভ্রষ্টগণ মনে করবে, এরা আমাদেরকে ভ্রান্ত পথপ্রদর্শন করলেও আমাদেরও তো হিতাহিত জ্ঞান ছিল। কাজেই আমাদেরও দোষ আছে। বরং আমরাই অধিক দোষী। (বঃ কোঃ)

بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

বিমু'আয্যাবীন। ৩৬। ক্বুল্ ইন্না রাব্বী ইয়াবসুত্বুর রিয্ক্বা লিমাইঁ ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াক্বদিরু ওয়া লা-কিন্না আক্ছারান্ না-সি
শাস্তি দেয়া হবে না। (৩৬) বলুন, আমার প্রতিপালক যাকে চান তার রিযিক বাড়িয়ে দেন আর যাকে চান সংকীর্ণ (কম) করে দেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰۤى

লা-ই'য়ালামূন। ৩৭। ওয়া মা~আম্ওয়া-লুকুম্ ওয়ালা~আওলা-দুকুম্ বিল্লাতী তুক্বার্‌রিবুকুম্ 'ইন্দানা- যুল্ফা~
তা জানে না। (৩৭) তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি এমন নয় যে, যা তোমাদেরকে আমার নৈকট্য করে দিবে।

اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰۤئِكَ لَهُمْ جَزَاۤءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي

ইল্লা- মান্ আ-মানা ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহ্বান্, ফাউলা—ইকা লাহুম জ্বাযা—উদ্ব দ্বিফি বিমা- 'আমিলূ ওয়াহুম ফিল্
তবে যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে তাদের জন্য প্রতিদান (সওয়াব) বহুগুণ, তাদের (সৎ) কর্মের কারণে এবং তারা নিরাপদে

الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰۤئِكَ فِي

গুরুফা-তি আ-মিনূন। ৩৮। ওয়াল্লাযীনা ইয়াস্'আওনা ফী~আ-ইয়া-তিনা- মু'আ-জ্বিযীনা উলা—ইকা ফিল্
(জান্নাতের) সুউচ্চ অট্টালিকায় থাকবে। (৩৮) যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করতে চেষ্টা করবে, এদেরকে (পাকড়াও করে) শাস্তির মধ্যে

الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٨﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ

'আযা-বি মুহ্বদ্বারূন। ৩৯। ক্বুল্ ইন্না রাব্বী ইয়াব্সুত্বুর্ রিয্ক্বা লিমাইঁ ইয়াশা—উ মিন্ 'ইবা-দিহী
উপস্থিত করা হবে। (৩৯) বলুন, আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য চান

وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَيَوْ

ওয়া ইয়াক্বদিরু লাহূ ; ওয়ামা~আন্ফাক্বতুম্ মিন্ শাইয়িন্ ফাহুওয়া ইউখ্লিফুহূ, ওয়া হুওয়া খাইরুর রা-যিক্বীন। ৪০। ওয়া ইয়াওমা
তার রিযিক কম করে দেন। তোমরা যা কিছু (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে, তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনিই উত্তম রিযিকদাতা। (৪০) যেদিন

يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰۤئِكَةِ اَهٰۤؤُلَاۤءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۝

ইয়াহ্বশুরুহুম্ জ্বামী'আন্ ছুম্মা ইয়াক্বূলু লিল্ মালা—ইকাতি আহা~উলা—ই ইয়্যা-কুম কা-নূ ই'য়াবুদূন।
(আল্লাহ) তাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর ফিরিশতাগণকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এরা কি তোমাদের ইবাদত করত?

﴿٤٠﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ

৪১। ক্বা-লূ সুব্হ্বা-নাকা আন্তা ওয়ালিয়্যুনা- মিন্ দূনিহিম, বাল্ কা-নূ ই'য়াবুদূনাল্ জ্বিন্না,,আক্ছারুহুম্
(৪১) ফিরিশতাগণ বলবে, আপনি পবিত্র আপনি আমাদের অভিভাবক। তারা (আমাদের কিছুই) নয়। বরং তারা জ্বীনদের ইবাদাত (পূজা) করত, তাদের অনেকেই

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪০) ঃ يقول الملٰئكة – মুশরিকদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতাগণকে এরূপ কথা বলবেন যে, পরে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকেও জিজ্ঞাসা করবেন। তুমি কি লোকদেরকে এই কথা বলেছিলে যে, তোমরা আমাকে ও আমার মা (মরিয়ম)-কে আল্লাহ ব্যতীত মাবুদ রূপে গ্রহণ কর? (মায়েদা) ○ টীকা (আঃ ৪১) ঃ যেহেতু আরবের মোশরেকরা ফেরেশতাদেরকে উপাস্য গণ্য করতো সেজন্যে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ কেয়ামতের দিন যখন ফেরেশতাদেরকে প্রশ্ন করা হবে তখন তারা উত্তর দেবে– "আসলে এরা আমাদের বন্দেগী (উপাসনা) করতো না, বরং আমাদের নাম নিয়ে শয়তানদের বন্দেগী করতো। কারণ শয়তানরাই তাদের এই শিক্ষা দিয়েছিল যে– 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদেরকে অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণকারী মনে কর এবং তাদের সামনে নজর-নিয়াজ (উপঢৌকন ও নৈবেদ্য) পেশ কর।

৪ রুকু ৬ ১০ রুকু

بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ وَنَقُوْلُ

বিহিম্ মু'মিনূন। ৪২। ফাল্‌ইয়াওমা লা- ইয়াম্লিকু 'বাদ্বুকুম লি'বাদ্বিন্ নাফ্'আওঁ ওয়ালা- দ্বার্‌রান ; ওয়া নাক্বূলু
ওদের প্রতি (মাবূদ বলে) বিশ্বাস রাখত। (৪২) আজ তোমাদের কেউ কারও জন্য (কোন প্রকারের) উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। আর আমি

لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِذَا تُتْلٰى

'লিল্লাযীনা জ্বালামূ যূক্বূ 'আযা-বান্না-রিল্ লাতী কুন্তুম্ বিহা- তুকায্যিবূন। ৪৩। ওয়া ইযা- তুত্লা-
জালিমদেরকে বলব, (জাহান্নামের) সে শাস্তি উপভোগ কর, যা তোমরা মিথ্যা বলতে। (৪৩) যখন তাদের সামনে আমার

عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ

'আলাইহিম আ-য়া-তুনা- বাইয়্যিনা-তিন্ ক্বা-লূ মা- হা-যা~ইল্লা-রাজুলুঁই ইউরীদু আইঁ ইয়াস্বুদ্দাকুম 'আম্মা- কা-না
স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, এ এমন এক ব্যক্তি যে (ব্যক্তি), তোমাদের পিতৃ পুরুষরা যার ইবাদাত করত, তার (ইবাদাত) থেকে তোমাদেরকে

يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ

ইয়া'বুদু আ-বা—উকুম্ ওয়া ক্বা-লূ মা- হা-যা~ইল্লা~ইফ্কুম্ মুফ্তারান ; ওয়া ক্বা-লাল লাযীনা কাফারূ লিল্‌হ্বাক্ক্বি
বিরত রাখতে চায়। তারা (একথাও) বলে যে, (এ পঠিত কুরআন) তো (নিজ) তৈরীকৃত ছাড়া আর কিছুই নয়। কাফিরদের কাছে যখন সত্য (কুরআন) আসে,

لَمَّا جَاۤءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٣﴾ وَمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا

লাম্মা- জ্বা—আহুম্, ইন্ হা-যা~ইল্লা- সিহ্বরুম্ মুবীন। ৪৪। ওয়ামা~আ-তাইনা-হুম্ মিন্ কুতুবিইঁ ইয়াদ্‌রুসূনাহা-
তখন তারা সে সম্পর্কে বলে, এটা তো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নহে। (৪৪) আমি তো তাদেরকে (মক্কাবাসীকে) কোন কিতাব, দিয়ে রাখেনি যা তারা পাঠ করত

وَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا

ওয়ামা~আর্‌সাল্না~ইলাইহিম ক্বাব্লাকা মিন্ নাযীর। ৪৫। ওয়া কায্যাবাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম ওয়া মা-
এবং আপনার পূর্বে তাদের কাছে কোন ভীতি প্রদর্শনকারীও প্রেরণ করিনি। (৪৫) এবং তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা বলেছিল, অথচ তাদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম (সে তুলনায়)

بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ قف فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٥﴾ قُلْ اِنَّمَاۤ اَعِظُكُمْ

বালাগূ 'মিশা-রা মা~আ-তাইনা-হুম ফাকায্যাবূ রুসুলী, ফাকাইফা কা-না নাকীর। ৪৬। ক্বুল্ ইন্নামা~আ'ইজুকুম
এদের তার দশ ভাগের এক ভাগও পৌছেনি, এরপরেও তারা আমার রাসূলকে অস্বীকার করেছিল। অতঃপর কেমন হয়েছিল (প্রত্যাখ্যানের) শাস্তি। (৪৬) বলুন, আমি তোমাদেরকে

بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا قف مَا بِصَاحِبِكُمْ

বিওয়া-হ্বিদাতিন্, আন্ তাক্বূমূ লিল্লা-হি মাছ্না- ওয়া ফুরা-দা-ছুম্মা তাতাফাক্কারূ, মা- বিস্বা-হ্বিবিকুম
শুধু একটি কথারই উপদেশ দিতেছি যে, তোমরা আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য দুজন, বা একজন করে (নবীর মজলিস থেকে) দাঁড়িয়ে চিন্তা করে দেখ! দেখবে, তোমাদের সাথী

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪২) ঃ 'ظلموا' – জালিম হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে শরীক করে শিরক' হলো বড় জুলুম। এ কারণে মুশরিকরা বড় জালিম। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৪৩) ঃ তাদের বক্তব্য এই যে, এই ব্যক্তি নবী নহে এবং ধর্মের প্রতি তার আহ্বানও আল্লাহর তরফ হতে নয়; বরং তারা ইচ্ছা আমাদের উপর নেতৃত্ব করা। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৪৪) ঃ অর্থাৎ, এই কাফেরদের প্রতি এই নবী এবং এই কোরআন, সম্পূর্ণরূপে নূতন। বনীইসরাঈলের ন্যায় এদের উপর কোন কিতাবও নাযিল করা হয় নি এবং কোন নবীরও আগমন হয় নি। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৪৫) ঃ অর্থাৎ তাদের ন্যায় শক্তি, আয়ু, এবং ধন-সম্পদ এরা প্রাপ্ত হয় নি; যদ্বারা মানুষ সাধারণতঃ প্রতারিত হয়ে থাকে এবং যা সাধারণতঃ অহংকারের বিষয়। (বঃ কোঃ)

৫ রুকু ১১ রুকু

مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم

মিন্ জিন্নাতিন্ ; ইন্ হুওয়া ইল্লা- নাযীরুল্লাকুম্ বাইনা ইয়াদাই 'আযা-বিন্ শাদীদ্। ৪৭। কুল্ মা- সাআলতুকুম্

উন্মাদ নহে। সে তো তোমাদের সামনে এক কঠিন শাস্তি আসার পূর্বে সে সম্পর্কে তোমাদেরকে শুধু সাবধানকারী। (৪৭) বলুন, তোমাদের কাছে আমি যদি কিছু

مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ قُلْ

মিন্ আজ্‌রিন্ ফাহুওয়া লাকুম ; ইন্ আজ্‌রিয়া ইল্লা- 'আলাল্লা-হি, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ্। ৪৮। কুল্

পারিশ্রমিক বাবদ, চেয়ে থাকি তা তোমাদেরই জন্য। আমার পরিশ্রমিক তো আল্লাহরই কাছে এবং তিনি সব বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী। (৪৮) বলুন,

إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ

ইন্না রাব্বী ইয়াক্বযিফু বিল্ হাক্বক্বি, 'আল্লা-মুল্ গুয়ূব্। ৪৯। কুল্ জা—আল্ হাক্বক্বু ওয়া মা-ইউব্‌দিউল্ বা-ত্বিলু

নিশ্চয়ই আমার রব সত্য (ওহী) নাযিল করেন। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৪৯) বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা না পারে প্রথমে কিছু সৃষ্টি এবং না পারে কোন কিছুর

وَمَا يُعِيدُ ۝ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا

ওয়ামা- ইউ'ঈদ। ৫০। কুল্ ইন্ দ্বালালতু ফাইন্নামা~আদিল্লু 'আলা- নাফ্‌সী ওয়া ইনিহ্ তাদাইতু ফাবিমা-

পুনরুত্থান ঘটাতে। (৫০) বলুন, যদি আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাই, তবে আমার বিভ্রান্তির দায় আমার নিজের উপরই। আর যদি আমি (সত্য) পথে থাকি, তবে তার কারণ, আমার

يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا

ইউহী~ইলাইয়া রাব্বী ; ইন্নাহূ সামী'উন্ ক্বারীব্। ৫১। ওয়া লাও তারা~ই্য ফাযি'উ ফালা- ফাওতা ওয়া উখিযূ

রবের সে ওহী, যা তিনি আমার কাছে প্রেরণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটতম। (৫১) আর আপনি যদি (সে দৃশ্য) দেখতেন, যখন তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়বে, তারা কোথাও ভাগতে পারবে না এবং তাদেরকে

مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

মিম্ মাকা-নিন্ ক্বারীব্। ৫২। ওয়া ক্বা-লূ~আ-মান্না- বিহী, ওয়া আন্না- লাহুমুত্ তানা-উশু মিম্ মাকা-নিম্ বা'ঈদ্।

নিকটবর্তী জায়গা হতে পাকড়াও করা হবে। (৫২) তারা বলবে, আমরা এতে বিশ্বাস আনলাম, কিন্তু এত দূরবর্তী জায়গা হতে (কাঙ্ক্ষিত বস্তু) কিভাবে হাতে পাওয়া সম্ভব?

۝ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ

৫৩। ওয়া ক্বাদ্ কাফারূ বিহী মিন্ ক্বাব্‌লু, ওয়া ইয়াক্বযিফূনা বিলগাইবি মিম্ মাকা-নিম্ বা'ঈদ ৫৪। ওয়া হ্বীলা বাইনাহুম্

(৫৩) তারা তো একে পূর্বে অবিশ্বাস করেছিল এবং তারা দূরবর্তী স্থান হতে (বিনা প্রমাণে) অদৃশ্যভাবে (অনুমান করে) মন্তব্য ছুঁড়ে দিত। (৫৪) তাদের ও তাদের কামনার

وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ۝

ওয়া বাইনা মা- ইয়াশ্‌তাহূনা কামা- ফু'ইলা বিআশ্‌ইয়া-'ইহিম্ মিন্ ক্বাব্‌লু ; ইন্নাহুম কা-নূ ফী শাক্‌কিম্ মুরীব্।

বস্তুর মধ্যে আড়াল করে দেয়া হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল এর পূর্বে তাদের অনুসারীদের জন্য! তারাও সন্দেহের মধ্যে পড়ে ইতস্তত করছিল।

৬ ১২ রুকূ

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ جاء الحق - সত্য দ্বারা কুরআন, ইসলাম অথবা নবীর (সা) আগমনকে বুঝানো হয়েছে এবং মিথ্যা দ্বারা ইবলিস অথবা মূর্তিকে বুঝানো হয়েছে। (তাঃ কাদেরী) ○ টীকা (আঃ ৫০) ঃ এর অর্থ এই নয় যে, বাতিল পন্থীদের আড়ম্বর চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে; বরং অর্থ এই যে, সত্য ধর্মের আবর্ভাবের পূর্বে যেমন কোন কোন সময় মিথ্যার প্রতি সত্য হওয়ার সন্দেহ হত, এখন হতে মিথ্যার সেই গুণটি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর কখনও একে সত্য বলে সন্দেহ হবে না। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৫২) ঃ অর্থাৎ, কার্যক্ষেত্র হিসাবে পৃথিবীই ছিল ঈমান আনয়নের স্থান, যা এখন পরলোকে তা তাদের হতে বহু দূরে। পক্ষান্তরে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের আর কোন সম্ভাবনাও নেই। তদুপরি অদৃশ্যের প্রতিই ঈমান আনয়ন করার নির্দেশ ছিল; স্বচক্ষে দর্শন করে নয়। অতএব, এখন পরলোকে ঈমান গৃহীত হবে না। (বঃ কোঃ)

সূরা ফা-ত্বির
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪৫
রুকূ ঃ ৫

۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ

১। আলহ্বাম্‌দু লিল্লা-হি ফা-ত্বিরিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি জা-'ইলিল্ মালা—ইকাতি রুসুলান্ উলী~আজ্‌নিহ্বাতিম্

(১) সব প্রশংসা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর জন্য, যিনি ফিরিশতাগণকে সংবাদ বাহক হিসেবে নিয়োগকারী, যাদের

مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

মাছ্না- ওয়া ছুলা-ছা ওয়া রুবা-'আ, ইয়াযীদু ফিল্ খাল্‌ক্বি মা- ইয়াশা—উ ; ইন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।

দু' দু', তিন তিন ও চার চারটি পাখা আছে তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টির মধ্যে যত ইচ্ছা (আরও পাখা) বাড়িয়ে দেন; আল্লাহ সব বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

۝ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ

২। মা- ইয়াফ্‌তাহ্বিল্লা-হু লিন্না-সি মির্ রাহ্‌মাতিন্ ফালা- মুম্‌সিকা লাহা-, ওয়া মা- ইউম্‌সিক্, ফালা- মুর্‌সিলা লাহূ

(২) আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, কেউ তা বন্ধ করতে পারে না আর যা তিনি বন্ধ করেন, তার পর তা কেউ

مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ

মিম্ বা'দিহী ; ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হ্বাকীম। ৩। ইয়া~আইয়্যুহান্ না-সুয্‌কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম্ ;

জারী করতে পারে না। তিনি মহা শক্তিশালী, প্রজ্ঞাবান। (৩) হে মানুষ! তোমাদেরকে আল্লাহ যে নেয়ামত দান করেছেন তা স্মরণ কর। আল্লাহ

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ

হাল্ মিন্ খা-লিক্বিন্ গাইরুল্লা-হি ইয়ারযুক্বুকুম মিনাস্ সামা—ই ওয়াল্ আরদ্বি ; লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, ফাআন্না-

ব্যতীত অন্য আর কোন কি সৃষ্টিকর্তা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে? রিযিক দেয়? তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে

تُؤْفَكُونَ ۝ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

তু'ফাকূন। ৪। ওয়া ইঁয় ইউকায্‌যিবূকা ফাক্বাদ্ কুয্‌যিবাত্ রুসুলুম্ মিন্ ক্বাব্‌লিকা ; ওয়া ইলাল্লা-হি তুরজা'উল্

যাচ্ছ? (৪) যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে তাতে দুঃখ পাবেন না, কেননা আপনার পূর্বেও রাসূলগণকে। মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল আল্লাহর দিকেই সব কিছু

الْأُمُورُ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ

উমূর। ৫। ইয়া~আইয়্যুহান্ না-সু ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হ্বাক্বক্বুন্ ফালা- তাগুর্‌রান্নাকুমুল্ হ্বাইয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া-,

প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫) হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং এ পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলতে পারে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ جاعل الملئكة - ফিরিশতাগণ দ্বারা জিবরাইল (আ), মিকাইল (আ), ইস্রাফীল (আ) এবং আযরাইল (আ) গণকে বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে নবীগণের (আ) কাছে বাণী বাহক হিসাবে আল্লাহ পাঠাতেন। তাঁদের মধ্যে কতক দু', কতক তিন এবং কতক চার পাখা বিশিষ্ট ছিলেন। তারা যা দিয়ে যমীনে উঠা নামা করতেন। কতক ফিরিশতা এর চেয়ে অধিক পাখা বিশিষ্ট হত। (কুঃ কারীম)

○ টীকা (আঃ ১) ঃ এস্থলে ফেরেশতাদের বার্তাবাহী হওয়ার কথা উল্লেখ করার মধ্যে রহস্য সম্ভবতঃ এই যে, মুশরেকদের মধ্যে কেহ কেহ ফেরেশতাগণকেও উপাস্য মনে করিত। সুতরাং তাহাদের বার্তাবাহী হওয়া বুঝান হয়েছে যে, তারা তো আল্লাহর আজ্ঞাবহ মাত্র। অতএব, তাদেরকে উপাস্য হিসাবে মান্য করা ভিত্তিহীন। (বঃ কোঃ)

وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۝৫ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا

ওয়ালা- ইয়াগুর্রান্নাকুম্ বিল্লা-হিল্ গারূর। ৬। ইন্নাশ্ শাইত্বা-না লাকুম 'আদুওয়্যুন্ ফাত্তাখিযূহু আ'দুওয়্যান ; ইন্নামা-
এবং ধোঁকাবাজ শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকায় না ফেলে। (৬) নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তোমরা তাকে শত্রু বলেই জান।

يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝৬ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ

ইয়াদ্'উ হিয্‌বাহূ লিইয়াকূনূ মিন্ আস্বহা-বিস্ সা'ঈর। ৭। আল্লাযীনা কাফারূ লাহুম 'আযা-বুন্
সে তো তার দলকে (শুধু) এজন্যই ডাকে, যাতে (তারা) জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে যায়। (৭) যারা কাফির তাদের জন্য

شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝৭ أَفَمَن

শাদীদুন ; ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি লাহুম্ মাগ্‌ফিরাতুঁও ওয়া আজ্‌রুন্ কাবীর। ৮। আফামান্
রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (৮) যার সামনে তার

زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ

যুইয়্যিনা লাহূ সূ—উ 'আমালিহী ফারাআ-হু হাসানান্ ; ফাইন্নাল্লা-হা ইউদ্বিল্লু মাই ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াহ্‌দী মাই ইয়াশা—উ,
খারাপ কাজগুলো শোভাময় করে দেখান হয় এবং সেগুলো সে উত্তম হিসেবে দেখে, (সেকি পূণ্যবানদের সমান)? আল্লাহ যাকে চান বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝৮ وَاللَّهُ

ফালা- তায্‌হাব্ নাফ্‌সুকা 'আলাইহিম্ হাসারা-তিন ; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্ বিমা- ইয়াস্বনা'উন। ৯। ওয়াল্লা-হুল্
প্রদর্শন করেন। সুতরাং তাদের (বিভ্রান্তির) ব্যাপারে দুঃখ করে আপনি নিজ জীবনকে ধ্বংসের দিকে নিবেন না। তারা যা কিছু করে, আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। (৯) আল্লাহ

الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ

লাযী~আর্‌সালার্ রিয়া-হা ফাতুছীরু সাহা-বান্ ফাসুক্বনা-হু ইলা-বালাদিম্ মাইয়্যিতিন্ ফাআহ্‌ইয়াইনা- বিহিল্ আর্দ্বা
যিনি বায়ু চালিয়ে (তা দ্বারা) মেঘসমূহ উত্তোলন করেন। অতঃপর আমি মেঘমালাকে শুষ্ক যমীনের দিকে (চালিয়ে) নিয়ে যাই এবং তা দ্বারা যমীনকে

بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ۝৯ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ

বা'দা মাওতিহা-; কাযা-লিকান্ নুশূর। ১০। মান্ কা-না ইউরীদুল্ 'ইয্‌যাতা ফালিল্লা-হিল্ 'ইয্‌যাতু জ্বামী'আন্ ; ইলাইহি
তার শুষ্কতার পর; জীবিত (সতেজ) করি পুনরুত্থান অনরূপ ভাবেই হবে। (১০) যে ব্যক্তি সম্মান অর্জন করতে চায় (তাকে বলুন) সব সম্মান আল্লাহরই (কাছে)।

يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ

ইয়াস্ব'আদুল্ কালিমুত্ব ত্বাইয়্যিবু ওয়াল্ 'আমালুস্ব স্বা-লিহু ইয়ার্‌ফা'উহূ ; ওয়াল্লাযীনা ইয়াম্‌কুরূনাস্ সাইয়্যিআ-তি
তাঁর দিকে আরোহন করলে পবিত্র বাক্যসমূহ এবং নেক কাজ আরো উন্নত করে। আর যারা খারাপ কাজের ষড়যন্ত্র করে,

○ টীকা (আঃ ৮) ঃ প্রথমোক্ত ব্যক্তি কাফের। যে ব্যক্তি শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে মিথ্যাকে সত্য এবং অনিষ্টকারীকে উপকারী মনে করছে। আর অপর ব্যক্তি মু'মেন, যে নবীগণের আনুগত্য এবং শয়তানের বিরোধিতার ফলে মিথ্যাকে মিথ্যা এবং সত্যকে সত্য বলে জানে। এই উভয় ব্যক্তি কখনও সমান হতে পারে না। এজন্যই বলছি শয়তানের ধোঁকায় পড়িও না। শয়তান তোমাদের শত্রু। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ الكلم الطيب -পবিত্র বাক্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে, তাসবীহ, তিলাওয়াত, নেককাজের উপদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। "আরোহণ" অর্থ কবুল করা। অর্থাৎ, ফিরিশতাগণ বান্দার উল্লিখিত নেক কাজগুলো নিয়ে আকাশে আরোহণ করেন। যাতে আল্লাহ বড় প্রতিদান দেন। (কুঃ কাঃ)

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ۝১০ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ

লাহুম 'আযা-বুন্ শাদীদুন ; ওয়া মাক্‌রু উলা—ইকা হুওয়া ইয়াবূর। ১১। ওয়াল্লা-হু খালাক্বাকুম্ মিন্ তুরা-বিন্
তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং তাদের (এ) ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে। (১১) আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি হতে, পরে বীর্য হতে সৃষ্টি করেছেন,

ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ

ছুম্মা মিন্ নুত্বফাতিন্ ছুম্মা জ্বা'আলাকুম্ আয্‌ওয়া-জ্বান ; ওয়ামা- তাহ্‌মিলু মিন্ উন্‌ছা- ওয়ালা- তাদ্বা'উ ইল্লা- বি'ইল্‌মিহী ;
অতঃপর তোমাদেরকে বানিয়েছেন জোড়া জোড়া (পুরুষ, নারী)। তাঁর অজ্ঞাতে কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং (সন্তান) প্রসব করে না এবং কোন

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ

ওয়া মা- ইউ'আম্মারু মিম্ মু'আম্মারিঁও ওয়ালা- ইউন্‌ক্বাস্বু মিন্ 'উমুরিহী~ইল্লা- ফী কিতা-বিন ; ইন্না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি
বয়স্ক ব্যক্তির বয়স বাড়ানো হয় না এবং কমানোও হয় না তার বয়স থেকে। তা সবই কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) রয়েছে নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য

يَسِيرٌ ۝১১ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ

ইয়াসীর। ১২। ওয়া মা- ইয়াস্‌তাওয়িল্ বাহ্‌রা-নি, হা-যা- 'আয্‌বুন্ ফুরা-তুন সা—ইগুন্ শারা-বুহূ ওয়া হা-যা- মিল্‌হুন্
খুবই সহজ। (১২) দুটি সমুদ্র সমান নহে- এর একটি মিষ্টি সুস্বাদু (পানি) যা তৃপ্তিদায়ক। আর অন্যটি লোনা পানি। তোমরা (এ দুটি সমুদ্রের) প্রত্যেকটি

أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى

উজ্বা-জুন ; ওয়া মিন্ কুল্লিন্ তা'কুলূনা লাহ্‌মান্ ত্বারিয়্যাওঁ ওয়া তাস্‌তাখ্‌রিজুনা হিল্‌ইয়াতান্ তাল্‌বাসূনাহা-, ওয়া তারাল্
হতেই, তাজা গোশত খাও (অর্থাৎ মাছ) এবং তোমরা বের কর (মণি-মুক্তার) গহনাদি, যা তোমরা পরে থাক। তোমরা দেখতেছ যে, বড় বড় নৌকা (উভয়) সমুদ্রের মধ্যে

الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝১২ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي

ফুল্‌কা ফীহি মাওয়া-খিরা লিতাব্‌তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী ওয়া লা'আল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন। ১৩। ইউলিজুল্ লাইলা ফিন্
পানি ভেদ করে (তীরে) চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৩) তিনি (আল্লাহ) রাতকে দিবসে এবং

النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي

নাহা-রি ওয়া ইউলিজুন্ নাহা-রা ফিল্ লাইলি, ওয়া সাখ্‌খারাশ্ শাম্‌সা ওয়াল্ ক্বামারা, কুল্লুই ইয়াজ্বরী
দিবসকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই (তার) নির্দিষ্ট সময়

لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ

লিআজ্বালিম্ মুসাম্মান ; যা-লিকুমুল্লা-হু রাব্বুকুম্ লাহুল্ মুল্‌কু ; ওয়াল্লাযীনা তাদ্'উনা মিন্ দুনিহী
কাল পর্যন্ত চলে। তিনি আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক। রাজত্ব (কর্তৃত্ব) একমাত্র তাঁরই। তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক।

○ টীকা (আঃ ১০) ঃ কুরাইশ ও মক্কার কাফেরদের একটি পরামর্শ গৃহ ছিল। যার নাম ছিল দারুন নুদওয়াহ্। মুসলমানদেরকে কিভাবে নির্যাতন করা যায় এবং নির্যাতনের মাত্রা কতটুকু নির্মম করা যায়- তারা এসব বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনা করতো। একবার তারা সেই দারুন নুদওয়াতে রাসূল (স)-এর ব্যাপারে পরামর্শ করে। পরামর্শ শেষে সেখানে তারা তিনটি বিষয়ের সুপারিশ করে বলে, এর মধ্যে থেকে তোমাদেরকে যেকোন একটি বেছে নিতে হবে। এক, তাঁকে স্বীকৃতি দেয়া। দুই, তাঁকে হত্যা করা (নাউযুবিল্লাহ)। তিন, তাঁকে দেশান্তারিত করা। অত্র আয়াতে তাদের এসব চক্রান্তের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। (শাঃ হিঃ)

مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝١٤ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا

মা- ইয়াম্‌লিকূনা মিন্ ক্বিত্বমীর। ১৪। ইন্ তাদ্‌'উহুম্ লা-ইয়াস্‌মা'উ দু'আ—আকুম্, ওয়ালাও সামি'উ

তারা তো খেজুর বীচিরও মালিক নয়। (১৪) যদি তোমরা তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের সে ডাক শোনবে না; আর (ধরে নাও) যদিও শোনে, তবু তোমাদের

مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ

মাস্‌তাজ্বা-বূ বলাকুম ; ওয়া ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইয়াক্‌ফুরূনা বিশির্‌কিকুম ; ওয়া লা-ইউনাব্বিউকা মিছ্‌লু

(ডাকের) জবাব দিতে পারবে না। বরং কিয়ামতের দিন তোমাদের এ শরীক নির্ধারণের ব্যাপারটিকে অস্বীকার করবে। আর তোমাকে কেউই সর্বজ্ঞ; (আল্লাহ) এর

خَبِيْرٍ ۝١٤ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

খাবীর। ১৫। ইয়া~আইয়্যুহান্ না-সু আন্‌তুমুল্ ফুক্বারা—উ ইলাল্লা-হি, ওয়াল্লা-হু হুওয়াল্ গানিয়্যুল্ হ্বামীদ্।

ন্যায় খবর দিবে না। (১৫) হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ-অমুখাপেক্ষী, মহা প্রশংসিত।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝١٦ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝١٧ وَلَا

১৬। ইঁয় ইয়াশা' ইউয্‌হিব্‌কুম ওয়া ইয়া'তি বিখাল্‌ক্বিন্ জ্বাদীদ্। ১৭। ওয়া মা- যা-লিকা 'আলাল্লা-হি বি'আযীয্। ১৮। ওয়ালা-

(১৬) তিনি যদি চান তোমাদেরকে (ধ্বংস করে) নিয়ে যেতে পারেন এবং আনতে পারেন নূতন (এক) সৃষ্টি। (১৭) এ আল্লাহর জন্য কোনই মুশকিলের নয়। (১৮) কোন

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ

তাযিরু ওয়া-যিরাতুওঁ ওয়িয্‌রা উখ্‌রা- ; ওয়াইন্ তাদ্‌'উ মুছ্‌ক্বালাতুন্ ইলা- হ্বিম্‌লিহা- লা-ইউহ্বমাল্ মিন্‌হু শাইউওঁ

বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। আর যদি কোন ভারার্পিত ব্যক্তি তার বোঝা বহন করার জন্য কাউকে ডাকে– তবে তা থেকে মোটেই বহন করা হবে না

وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا

ওয়ালাও কা-না যা-ক্বুরবা-; ইন্নামা- তুন্‌যিরুল্ লাযীনা ইয়াখ্‌শাওনা রাব্বাহুম্ বিল্‌গাইবি ওয়া আক্বা-মুস্ব

যদিও সে নিকটতম আত্মীয় হয়। আপনি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করে দিতে পারেন, যারা তাদের প্রতিপালককে অদৃশ্য ভাবে ভয় করে এবং

الصَّلٰوةَ ؕ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝١٨ وَمَا يَسْتَوِى

স্বালা-তা ; ওয়া মান্ তাযাক্কা- ফাইন্নামা- ইয়াতাযাক্কা- লিনাফ্‌সিহী ; ওয়া ইলাল লা-হিল্ মাস্বীর। ১৯। ওয়ামা- ইয়াসতাওয়িল্

নামাজ কায়েম করে। যে (গুনাহ থেকে) পবিত্র হয়, সে শুধু তার নিজের (কল্যাণের) জন্যই পবিত্র হয়। (সকলের) প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কাছেই। (১৯) দৃষ্টিহীন (ব্যক্তি)

الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۝١٩ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۝٢٠ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ۝٢١ وَمَا

'আমা- ওয়াল্ বাস্বীর। ২০। ওয়ালাজ্ জুলুমা-তু ওয়ালান্ নূর। ২১। ওয়া লাজ্ জিল্‌লু ওয়ালাল্ হ্বারূর। ২২। ওয়ামা-

এবং দৃষ্টিসম্পন্ন (ব্যক্তি) সমান নয়। (২০) অন্ধকার ও আলো সমান নয়। (২১) এবং সমান নয় ছায়া ও (রোদের) তাপ। (২২) এবং

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৮) ঃ تزكى – অর্থ, শিরক ও অশ্লীল কাজ হতে পবিত্র থাকা।
○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৯) ঃ اعمى...... – দৃষ্টিহীন দ্বারা কাফির এবং দৃষ্টিসম্পন্ন দ্বারা মুমিনকে বুঝানো হয়েছে।
○ বিশ্লেষণ (আঃ ২০) ঃ الظلمت – অন্ধকার দ্বারা বাতিল এবং আলো দ্বারা সত্যকে বুঝানো হয়েছে।
○ বিশ্লেষণ (আঃ ২১) ঃ الظل – ছায়া দ্বারা জান্নাত এবং তাপ দ্বারা জাহান্নামকে বুঝানো হয়েছে।
○ বিশ্লেষণ (আঃ ২২) ঃ احيا. – জীবিত দ্বারা, মুমিন এবং মৃত দ্বারা কাফির হে বুঝানো হয়েছে।

الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ يَسْتَوِى

ইয়াস্‌তাওয়িল্ আহ্বইয়া—উ ওয়ালাল্ আম্‌ওয়া-তু ; ইন্নাল্লা-হা ইউস্‌মি'উ মাইঁ ইয়াশা—উ, ওয়া মা~আন্‌তা বিমুস্‌মি'ইম্

জীবিত ও মৃত সমান নয়। আল্লাহ যাকে চান, শোনান। আপনি তাদেরকে শোনাতে পারবেন না, যারা কবরে

مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ ۝٢٢ اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ۝٢٣ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ؕ

মান্ ফিল্ ক্বুবূর। ২৩। ইন্ আন্‌তা ইল্লা- নাযীর। ২৪। ইন্না~আরসাল্‌না-কা বিল্‌হ্বাক্বক্বি বাশীরাওঁ ওয়া নাযীরান ;

রয়েছে। (২৩) আপনিতো শুধু সতর্ককারী, (২৪) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। আর পূর্বে এমন কোন উম্মত ছিল না,

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ۝٢٤ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ

ওয়া ইম্মিন্ উম্মাতিন্ ইল্লা- খালা-ফীহা- নাযীর। ২৫। ওয়া ইঁয় ইউকায্‌যিবূকা ফাক্বাদ্ কায্‌যাবাল্ লাযীনা

যাদের কাছে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি। (২৫) যদি তারা আপনাকে অস্বীকার করে, তবে তাদেরকেও তারা অস্বীকার করেছিল, যারা তাদের পূর্বে (নবী) ছিল

مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝

মিন্ ক্বাব্‌লিহিম, জ্বা—আত্‌হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ওয়া বিয্‌যুবুরি ওয়া বিল্‌কিতা-বিল্ মুনীর।

তাদের কাছেও তাদের রাসূল স্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা (আসমানী ছোট্ট কিতাব) এবং আলোকময় কিতাবসহ এসেছিল।

ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝٢٦ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ

২৬। ছুম্মা আখায্‌তুল্লাযীনা কাফারূ ফাকাইফা কা-না নাকীর্। ২৭। আলাম্ তারা- আন্নাল্লা-হা আন্‌যালা মিনাস্

(২৬) অতঃপর আমি সে কাফিরদেরকে পাকড়াও করলাম। কিরূপ ছিল আমার (প্রত্যাখ্যানের) শাস্তি! (২৭) আপনি কি (চিন্তা করে) দেখেন না! আল্লাহ

السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ

সামা—ই মা—আন্, ফাআখ্‌রাজ্বনা-বিহী ছামারা-তিম্ মুখ্‌তালিফান্ আল্‌ওয়া-নুহা- ওয়া মিনাল্ জ্বিবা-লি জুদাদুম্

আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন, অতঃপর আমি (আল্লাহ) তার দ্বারা বিভিন্ন রং এর ফল উৎপন্ন করি? এবং পাহাড়গুলোও

بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ۝٢٧ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ

বীদুওঁ ওয়া হুম্‌রুম্ মুখ্‌তালিফুন্ আল্‌ওয়া-নুহা- ওয়া গারা-বীবু সূদ্। ২৮। ওয়া মিনান্ না-সি ওয়াদ্ দাওয়া—ব্বি

বিভিন্ন রং-এর– সাদা, লাল এবং একেবারে ঘনকাল গিরিপথ। (২৮) অনরূপভাবে মানুষ, জন্তু

وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ

ওয়াল্ আন্'আ-মি মুখ্‌তালিফুন্ আল্‌ওয়া-নুহূ কাযা-লিকা ; ইন্নামা- ইয়াখ্‌শাল্লা-হা মিন্ 'ইবা-দিহিল্ 'উলামা—উ ;

এবং গৃহপালিত পশুর মধ্যেও বিভিন্ন বর্ণ রয়েছে। আল্লাহকে শুধুমাত্র ভয় তারাই করে, যারা তাঁর বান্দাদের মধ্যে (আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে) জ্ঞান রাখে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৩) ঃ الا نذير – অর্থাৎ, নেককারী। আপনার দায়িত্বও আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা। হেদায়েত আল্লাহর ইচ্ছায়। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ২৭) ঃ কোন কোন সময় বিভিন্ন জন্তুর মধ্যে আর কোন কোন সময় একই প্রকারের প্রাণীর মধ্যে বিবিন্ন বর্ণ হয়ে থাকে। অতএব, যারা এসমস্ত প্রমাণের মধ্যে আল্লাহর মহান ক্ষমতার কথা গবীরভাবে চিন্তা করে, তারা আল্লাহ্ তায়ালার অপার মহিমা উপলব্ধি করতে পারে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৮) ঃ এর থেকে জানা গেল মাত্র গ্রন্থ পাঠকারী বা কিতাবী বিদ্যা বিদ্বানকে 'আলেম' বলা যায় না; বরং আলেম তিনি যিনি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেন। (বঃ কোঃ)

৩ রুকু ১৫

إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوا

ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্ গাফূর। ২৯। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াত্লূনা কিতা-বাল্লা-হি ওয়া আক্বা-মুস্ব স্বালা-তা ওয়া আন্ফাকূ
আল্লাহ মহা শক্তিশালী, ক্ষমাশীল। (২৯) যারা আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ) পাঠ করে এবং নামাজ কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে প্রদান করেছি,

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ

মিম্মা- রাযাক্বনা-হুম্ সির্রাওঁ ওয়া'আলা-নিয়াতাই ইয়ার্জূনা তিজ্বারাতাল্ লান্ তাবূর। ৩০। লিইউওয়াফ্ফিয়াহুম্ উজ্বূরাহুম্
তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার প্রত্যাশী, যা কখনও লোকসান হবার নয়। (৩০) কারণ, আল্লাহ তাদের প্রতিদান পূর্ণভাবে দিবেন

وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ إِنَّهٗ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ

ওয়া ইয়াযীদাহুম্ মিন্ ফাদ্বলিহী ; ইন্নাহূ গাফূরুন্ শাকূর। ৩১। ওয়াল্লাযী~আওহাইনা~ইলাইকা মিনাল্ কিতা-বি
এবং তাঁর নিজ রহমত থেকে তাদের আরও বাড়িয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩১) আর আমি যে কিতাব (কুরআন) তোমার প্রতি নাযিল করেছি

هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا

হুওয়াল্ হাক্কু মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইহি ; ইন্নাল্লা-হা বি'ইবা-দিহী লাখাবীরুম্ বাস্বীর। ৩২। ছুম্মা আওরাছ্নাল্
তা সত্য, যে এর পূর্বের কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পূর্ণ খবর রাখেন ও দেখেন। (৩২) অতঃপর আমি সে কিতাব (কুরআন)-এর

الْكِتٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۚ

কিতা-বাল্লাযীনাস্ব ত্বাফাইনা- মিন্ 'ইবা-দিনা- ফামিন্হুম্ জা-লিমুল্ লিনাফ্সিহী ওয়া মিন্হুম মুক্বতাস্বিদুন্,
অধিকারী তাদেরকে করেছি, যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে বাছাই করেছি। তবে তার মধ্যে কতক নিজের প্রতি জুলুমকারী এবং কতক মধ্যম পন্থী

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرٰتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ

ওয়া মিন্হুম সা-বিকুম্ বিল্খাইরা-তি বিইয্নিল্লা-হি ; যা-লিকা হুওয়াল্ ফাদ্বলুল্ কাবীর। ৩৩। জ্বান্না-তু 'আদ্নিই
এবং তাদের মধ্যে কতক আল্লাহর ইচ্ছায় (রহমতে) কল্যাণ কর কাজে অগ্রগামী। এটা (আল্লাহর) মহান দয়া। (৩৩) তারা সে অবিনশ্বর (স্থায়ী) জান্নাতে

يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا

ইয়াদ্খুলূনাহা- ইউহাল্লাওনা ফীহা- মিন্ আসা-ওয়িরা মিন্ যাহাবিওঁ ওয়া লু'লুওয়ান, ওয়া লিবা-সুহুম ফীহা-
প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে সজ্জিত করা হবে স্বর্ণের বালা (চুড়ি) ও মুক্তা (পরানো) দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমী

حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيٓ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ

হারীর। ৩৪। ওয়া ক্বা-লুল্ হাম্দু লিল্লা-হিল্ লাযী~আয্হাবা 'আন্নাল্ হাযানা ; ইন্না রাব্বানা- লাগাফূরুন্
কাপড়ের। (৩৪) এবং তারা বলবে, সে (মহান) আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা, যিনি আমাদের থেকে পেরেশানী দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক

○ টীকা (আঃ ২৯) ঃ কেননা, এই পণ্যের ক্রেতা সৃষ্টজীব নয় যে, সময়ে পণ্যের সমাদর করবে এবং সময়ে অবহেলা করবে। বরং এর খরিদ্দার স্বয়ং আল্লাহ, যিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, তাদেরই হিতসাধনের উদ্দেশ্যেই উক্ত সওদার উপযুক্ত মূল্য দান করবেন, তাতে নিজের স্বার্থ বিন্দুমাত্রও নেই।
○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩০) ঃ سرا علانية - অর্থাৎ, রাত, দিন, প্রকাশ্যে ও গোপনে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করে। যাতে, গোপনে ব্যয় করা দ্বারা, নফল সদকা আর প্রকাশ্যে ব্যয় করা দ্বারা, ফরজ সদকা (অর্থাৎ, যাকাত) কে বুঝানো হয়েছে। ○ টীকা (আঃ ৩২) ঃ অর্থাৎ, মুসলমানগণ ঈমান আনয়নের ফলে সমগ্র জগতবাসীর মধ্যে তারাই আল্লাহর অধিক প্রিয়। অবশ্য তাদের মধ্যেও অন্যান্য কারণ যথা, মন্দ কাজ অবলম্বনের দরুন নিন্দার কারণও রয়েছে। ফলকথা, পছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে সকল মু'মিন সমান সত্ত্বেও তারা আবার তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে। সম্মুখের দিকে তা-ই বর্ণনা করছেন। (বঃ কোঃ)

شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِيٓ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا

শাকূর। ৩৫। নিল্লাযী~আহাল্লানা- দা-রাল্ মুক্বা-মাতি মিন্ ফাদ্বলিহী, লা-ইয়ামাস্সুনা- ফীহা- নাস্বাবুওঁ ওয়ালা-
ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩৫) যিনি তাঁর নিজ দয়ায় আমাদেরকে স্থায়ী বাসস্থানে (জান্নাতে) অবতরণ করায়েছেন। সেখানে স্পর্শ করবে না কোন

يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ

ইয়ামাস্সুনা- ফীহা- লুগূব। ৩৬। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ লাহুম না-রু জ্বাহান্নামা, লা-ইউক্বদ্বা- 'আলাইহিম্
ক্লান্তি ও কোন (প্রকার) কষ্ট। (৩৬) আর যারা কাফির, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তাদের উপর এভাবে নির্দেশ দেয়া হবে না, যাতে

فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾

ফাইয়ামূতূ ওয়ালা- ইউখাফ্ফাফু 'আন্হুম মিন্ 'আযা-বিহা-; কাযা-লিকা নাজ্যী কুল্লা কাফূর।
তারা মারা যাবে (ও শাস্তি হতে মুক্তি পাবে) এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও হালকা করা হবে; আমি কাফিরদেরকে এভাবেই শাস্তি দিব।

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صٰلِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۗ

৩৭। ওয়া হুম্ ইয়াস্বতারিখূনা ফীহা-, রাব্বানা~আখ্রিজ্না- না'মাল্ স্বা-লিহান্ গাইরাল্লাযী কুন্না- না'মালু ;
(৩৭) সেখানে বসে তারা চীৎকার করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে বের করে নাও। আমরা নেক কাজ করব যে কাজ পূর্বে করেছিলাম তা করবনা।

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظّٰلِمِينَ

আওয়ালাম্ নু'আম্মির্কুম্ মা-ইয়াতাযাক্কারু ফীহি মান্ তাযাক্কারা ওয়া জ্বা—আকুমুন্ নাযীর ; ফাযূকূ ফামা- লিজ্জা-লিমীনা
(আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতো বয়স দেইনি যে, এ সময়ের মধ্যে (দ্বীনের) উপদেশ গ্রহণ করতে পারতে, যে উপদেশ গ্রহণ করতে চাইতে? এবং তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী (নবী) ও এসেছিল; সুতরাং

مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾ إِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهٗ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ

মিন্ নাস্বীর। ৩৮। ইন্নাল্লা-হা 'আ-লিমু গাইবিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ব
(এখন শাস্তি) উপভোগ কর, জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৩৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, আকাশ ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বিষয়গুলো। নিশ্চয়ই তিনি জানেন, মনের

الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۖ

স্বুদূর। ৩৯। হুওয়াল্লাযী জ্বা'আলাকুম্ খালা—ইফা ফিল্ আর্দ্বি ; ফামান্ কাফারা ফা'আলাইহি কুফ্রুহূ ;
সব কথা (৩৯) তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী করেছেনই, সুতরাং যে অকৃতজ্ঞ হবে, তার অকৃতজ্ঞতার (প্রতিফলের) জন্য সে নিজেই দায়ী।

وَلَا يَزِيدُ الْكٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيدُ الْكٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ

ওয়ালা- ইয়াযীদুল কা-ফিরীনা কুফ্রুহুম 'ইন্দা রাব্বিহিম ইল্লা- মাক্বতান্, ওয়ালা- ইয়াযীদুল্ কা-ফিরীনা কুফ্রুহুম
অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস, তাদের প্রতিপালকের কাছে কেবল অসন্তুষ্টিই বৃদ্ধি করে এবং অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস, কেবল তাদের

৪ রুকূ ১৬

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৭) ঃ النذير - রাসূলুল্লাহকে (স) বুঝানো হয়েছে।
○ টীকা (আঃ ৩৭) ঃ কেননা, আমি তাদের শিরক এবং কুফরের দরুন অসন্তুষ্ট থাকায় সাহায্য করবই না; আর অপর কেহ অক্ষমতার দরুন সাহায্য করতেই পারবে না। ○ টীকা (আঃ ৩৯) ঃ এবং এই সমস্ত প্রমাণ ও নেয়ামতের কারণে মানুষের উচিত ছিল প্রমাণ ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আল্লাহ একত্বে বিশ্বাস করা ও তাঁর আনুগত্য করা; কিন্তু কতক লোক কুফর ও বিরুদ্ধাচরণের উপরই স্থির রয়েছে। (বঃ কোঃ)

إِلَّا خَسَارًا ۝٤٠ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ط

ইল্লা- খাসা-রা-। ৪০। কুল্ আরাআইতুম্ শুরাকা—আ কুমুল্লাযীনা তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি ;
ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৪০) আপনি বলুন, তোমরা কি তোমাদের সে (উপাসক) দের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখছ, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাক?

أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ج أَمْ آتَيْنٰهُمْ

আরূনী মা-যা- খালাক্ব মিনাল্ আরদ্বি আম্ লাহুম্ শিরকুন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি, আম্ আ-তাইনা-হুম্
আমাকে বলতো, তারা পৃথিবীর কি (জিনিস) সৃষ্টি করেছে অথবা আকাশ (সৃষ্টি) এর মধ্যে তাদের কি কোন অংশিদারিত্ব আছে? অথবা তাদেরকে কি আমি (এমন) কোন

كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ج بَلْ إِن يَعِدُ الظّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝

কিতা-বান্ ফাহুম্ 'আলা- বাইয়্যিনাতিম্ মিন্হু, বাল্ ইঁয়া 'ইদুজ্ জা-লিমূনা 'বাদ্বুহুম্ 'বাদ্বান ইল্লা- গুরূরা-।
কিতাব দিয়েছি যে, তা দিয়ে তারা (অংশিদারিত্বের) প্রমাণের উপর রয়েছে? বরং এ জালিমরা শুধু একে অন্যকে প্রবঞ্চনামূলক প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

۝٤١ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا

৪১। ইন্নাল্লা-হা ইউম্‌সিকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা আন্ তাযূলা-; ওয়া লাইন্ যা-লাতা~ইন আম্‌সাকাহুমা-
(৪১) আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবীকে ধরে রেখেছেন, যাতে এ দুটো টলে না পড়ে। আর যদি এ দুটো টলে পড়ে, তারপরে আল্লাহ ব্যতীত আর অন্য কেউ

مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ط إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝٤٢ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمٰنِهِمْ

মিন্ আহ্বাদিম্ মিম্ বা'দিহী ; ইন্নাহূ কা-না হ্বালীমান্ গাফূরা-। ৪২। ওয়া আক্বসামূ বিল্লা-হি জ্বাহ্‌দা আইমা-নিহিম্
এ দুটোকে ধরে রাখতে পারবে না। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) মহা ধৈর্য্যশীল, ক্ষমাশীল। (৪২) আর তারা (কাফিরেরা) আল্লাহর নামে শক্ত শপথ করে বলত যে,

لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدٰى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ج فَلَمَّا جَآءَهُمْ

লাইন্ জ্বা—আহুম্ নাযীরুল্ লাইয়াকূনুন্না আহ্‌দা- মিন্ ইহ্বদাল্ উমামি, ফালাম্মা- জ্বা—আহুম্
যদি তাদের কাছে কেন সতর্ককারী (নবী) আসে, তবে তারা (অন্যান্য) প্রত্যেক উম্মতের চেয়ে অধিকতর হেদায়েত কবুলকারী হবে। যখন তাদের কাছে সতর্ককারী

نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝٤٣ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ط

নাযীরুম্ মা-যা-দাহুম ইল্লা- নুফূরা- ৪৩। নিস্‌তিক্‌বা-রান্ ফিল্ আরদ্বি ওয়া মাক্‌রাস্ সাইয়্যিই ;
(নবী) আগমন করল, তখন কেবল (নবী থেকে) এদের দূরত্ব বৃদ্ধি করল– (৪৩) পৃথিবীতে নিজদেরকে (সবচেয়ে) বড় ধারণা করার কারণে

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ط فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ

ওয়ালা- ইয়াহ্বীকুল মাক্‌রুস্ সাইয়্যিউ ইল্লা- বিআহ্‌লিহী ; ফাহাল্ ইয়ানজুরূনা ইল্লা- সুন্নাতাল্
এবং হীন চক্রান্তের কারণে। আর হীন চক্রান্ত, বেষ্টনী করে কেবলমাত্র সে চক্রান্ত সৃষ্টিকারীদেরকেই। তবে তারা কি প্রতীক্ষা করছে, পূর্ববর্তীদের উপর জারীকৃত

○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ যার ফলে যৌক্তিক প্রমাণে তাদের উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণিত হতে পারে। (বঃ কোঃ) কেননা তাদের পূর্ব পুরুষরা তাদেরকে ভিত্তিহীন ভুল কথা শিখিয়ে আসছিল যে, "এই মূর্তিসমূহ আল্লাহর সমীপে আমাদের জন্য সুপারিশকারী হবে।" অথচ সেগুলি সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন।

○ টীকা (আঃ ৪৩) ঃ অর্থাৎ, তাদের অহংকারের দরুন শুধু তাদের ঘৃণা বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষান্ত হয় নি; বরং আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গেল। তারা যাঁরা ক্ষতি করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, সময় সময় অবশ্য তাঁদেরও কিছু ক্ষতি হত; কিন্তু তা পার্থিব ক্ষতি। পক্ষান্তরে অনিষ্টকারীরা পরলোকে এর কুফল ভোগ করবে অনন্ত কাল। ফলকথা, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, কাফেরদের শাস্তি হবে। বস্তুতঃ তাঁহার প্রতিশ্রুতি অতীব সত্য, সুতরাং তাদের শাস্তি না হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই এবং তাদের পরিবর্তে অন্য কারও শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাদেরই শাস্তি হবে এবং অবশ্যই হবে। (বঃ কোঃ)

الْأَوَّلِينَ ج فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ

আওয়্যালীনা, ফালান্ তাজ্বিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি তাব্‌দীলান্, ওয়া লান্ তাজ্বিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি
(সে) নিয়মের? (অর্থাৎ শাস্তির)। কিন্তু আপনি আল্লাহর নিয়মের কোনই পরিবর্তন পাবেন না এবং আপনি আল্লাহর নিয়মের কোন ব্যতিক্রম

تَحْوِيلًا ۝٤٤ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِينَ

তাহ্বওয়ীলা-। ৪৪। আওয়ালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আরদ্বি ফাইয়ানজুরূ কাইফা কা-না- 'আ-ক্বিবাতুল্ লাযীনা
পাবেন না। (৪৪) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তবে তারা দেখত যে, তাদের পূর্ববর্তী (অবিশ্বাসী) দের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল?

مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي

মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ ওয়া কা-নূ~আশাদ্দা মিন্‌হুম্ কুওয়্যাতান ; ওয়া মা- কা-নাল্লা-হু লিই'উজ্বিযাহূ মিন্ শাইয়িন্ ফিস্
তারা তো শক্তিতে তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল, আল্লাহ এমন নন যে, তাঁকে অপারগ করতে পারে,

السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ط إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝٤٥ وَلَوْ يُؤَاخِذُ

সামা-ওয়া-তি ওয়ালা- ফিল্ আরদ্বি ; ইন্নাহূ কা-না 'আলীমান্ ক্বাদীরা-। ৪৫। ওয়ালাও ইউআ-খিযুল
আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছুই। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী। (৪৫) যদি আল্লাহ মানুষকে তার

اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ

লাহুন্ না-সা বিমা- কাসাবূ মা- তারাকা 'আলা- জাহ্‌রিহা- মিন্ দা—ব্বাতিওঁ ওয়া লা-কিঁই ইউ আখ্‌খিরুহুম
কর্মের কারণে, পাকড়াও করতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠের কোন জীব জানোয়ারকেই ছাড়তেন না। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন

إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى ج فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

ইলা~আজ্বালিম্ মুসাম্মান্, ফাইযা- জ্বা—আ আজ্বালুহুম ফাইন্নাল্লা-হা কা-না বি'ইবা-দিহী বাস্বীরা-।
একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। সুতরাং যখন তাদের সে নির্ধারিত সময় এসে যাবে (তখন আর দেরী করা হবে না), আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের দ্রষ্টা।

সূরা ইয়া-সীন
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৮৩
রুকূ ঃ ৫

يسٓ ۝١ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝٣ عَلٰى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝٤

১। ইয়া-সী—ন্। ২। ওয়াল্ কুর্‌আ-নিল্ হ্বাকীম। ৩। ইন্নাকা লামিনাল্ মুরসালীন। ৪। 'আলা- স্বিরাত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম।
(১) ইয়া-সী-ন, (২) শপথ বিজ্ঞানময় কুরআনের। (৩) নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের মধ্য হতে একজন। (৪) আপনি সঠিক (সত্য) পথের উপর আছেন।

○ সূরা ইয়াসীনের ফযীলত ঃ সূরা ইয়াসীনের ফযীলত অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর অন্তর বা দিল আছে। আর পবিত্র কুরআনের অন্তর হলো, সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সওয়াবের উদ্দেশ্যে একবার সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, যে পূর্ণ কুরান শরীফ ১০ বার তিলাওয়াত করার সমান সওয়াব পাবে। (আঃ সালেহীন)

○ শানে নুযূল (আঃ ৩) ঃ انك لمن المرسلين - মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত সম্পর্কে সন্দেহ করত এবং তা অস্বীকার করছিল। আল্লাহ তায়ালা এ প্রেক্ষিতে এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। (তাঃ জালালাইন)

۝৪ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝৫ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝৬ لَقَدْ

৫। তানযীলাল্ 'আযীযির্ রাহ্বীম। ৬। লিতুনযিরা ক্বাওমাম্ মা~উনযিরা আ-বা—উহুম্ ফাহুম গা-ফিলূন। ৭। লাক্বাদ্

(৫) কুরআন আল্লাহ্র তরফ হতে নাযিলকৃত। যিনি মহা প্রভাবশালী, অসীম দয়ালু। (৬) যাতে আপনি ভয় দেখাতে পারেন সে সম্প্রদায়কে, যাদের পিতৃ পুরুষদেরকে ভয় দেখান হয়নি। সুতরাং এ কারণেই তারা গাফিল রয়েছে। (৭) তাদের

حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝৭ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا

হ্বাক্বক্বাল্ ক্বাওলু 'আলা~আক্স্বারিহিম্ ফাহুম্ লা-ইউ'মিনূন। ৮। ইন্না- জা'আল্না- ফী~আ'না-ক্বিহিম্ আগ্লা-লান

অধিকাংশ লোকদের উপর (শাস্তির) বাণী (আদেশ) নির্ধারিত হয়ে গেছে; সুতরাং তারা ঈমান আনবে না। (৮) আমি তাদের গর্দানে শিকল লাগিয়ে দিয়েছি,

فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝৮ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ

ফাহিয়া ইলাল্ আয্ক্বা-নি ফাহুম্ মুক্বমাহূন। ৯। ওয়া জা'আল্না- মিম্ বাইনি আইদীহিম সাদ্দাওঁ ওয়া মিন্

এবং তা চিবুক পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। ফলে তারা মাথা খাড়া করে রেখেছে। (৯) আর আমি তাদের সামনে একটি প্রাচীর এবং তাদের পিছনে একটি প্রাচীর স্থাপন করে

خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝৯ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ

খাল্ফিহিম সাদ্দান্ ফাআগ্শাইনা-হুম্ ফাহুম লা- ইউব্স্বিরূন। ১০। ওয়া সাওয়া—উন্ 'আলাইহিম্ আ আন্যারতাহুম

দিয়েছি, অতঃপর আমি তাদের (দৃষ্টিকে) আচ্ছাদিত করেছি, ফলে তারা দেখতে পাবে না। (১০) হে নবী! তাদেরকে আপনি ভয় দেখান বা না দেখান উভয়ই তাদের জন্য সমান।

اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝১০ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ

আম্ লাম্ তুন্যির্হুম লা- ইউ'মিনূন। ১১। ইন্নামা- তুন্যিরু মানিত্ তাবা'আয্ যিক্রা ওয়া খাশিয়ার্ রাহ্মা-না

তারা (কখনও) ঈমান আনবে না। (১১) আপনি কেবল তাদেরকেই (আল্লাহ্র শাস্তির) ভয় দেখাতে পারেন, যারা উপদেশ (কুরআন) অনুযায়ী এবং রহমান (আল্লাহ) কে

بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ۝১১ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ

বিল্গাইবি, ফাবাশ্শিরহু বিমাগ্ফিরাতিওঁ ওয়া আজ্রিন্ কারীম। ১২। ইন্না- নাহ্নু নুহ্ইল মাওতা- ওয়া নাক্তুবু

না দেখে ভয় করে। সুতরাং আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদানের। (১২) নিশ্চয়ই আমি মৃতকে জীবিত করব এবং লিখে রাখি (লাওহে মাহ্ফুজে) সে

مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝১২ وَاضْرِبْ لَهُمْ

মা- ক্বাদ্দামূ ওয়া আ-ছা-রাহুম ; ওয়া কুল্লা শাইয়িন্ আহ্স্বাইনা-হু ফী~ইমা-মিম্ মুবীন্। ১৩। ওয়াদ্বরিব্ লাহুম্

কৃতকর্মসমূহ যা লোকেরা আগে প্রেরণ করে এবং যা তারা পিছনে রেখে যায় এবং আমি প্রত্যেকটি জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সুবিন্যস্ত করে রেখেছি। (১৩) (হে নবী!) আপনি

مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝১৩ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

মাছালান্ আস্বহ্বা-বাল্ ক্বার্ইয়াতি। ইয্- জা—আহাল্ মুর্সালূন। ১৪। ইয্ আর্সাল্না~ইলাইহিমুছ্ নাইনি

তাদের সামনে সে জনপদের বাসিন্দাদের উদাহরণ (কাহিনী) বর্ণনা করুন। সে জনপদে যখন এসেছিল রাসূলগণ। (১৪) যখন আমি তাদের কাছে দুজন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তখন তারা দুজন রাসূলকে

○ টীকা (আঃ ১২) ঃ আল্লাহ্ তায়ালা অত্র আয়াতে মানুষের অগ্রে-পশ্চাদে পাপ-পূর্ণ সবকিছু লিপিবদ্ধ করেন, এর তাৎপর্য হলো মানুষ জীবিত কালে ঈমান গ্রহণ করলে যে যত সৎকর্ম করে পূন্য অর্জন করে অথবা কুফ্রী অবস্থায় পাপ অর্জন করে তাকে বলা হয় অগ্র কার্যকলাপ। তেমনি মৃত্যুর পর মুমিনগণ দ্বীন শিক্ষা দিয়ে থাকলে তার পূর্ণ সে পেতে থাকবে অপকর্মের ধারা রেখে গেলে তারও পাপ মৃত্যুর পর অব্যাহত থাকবে তাও লিপিবদ্ধ হতে থাকবে একে বলা হয় তাদের পশ্চাদবর্তী রেখে যাওয়া কর্মফল। (বঃ কোঃ)

فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ۝১৪ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ

ফাকায্যাবূহুমা- ফা'আয্যায্না- বিছা-লিছিন্ ফাক্বা-লূ~ইন্না~ইলাইকুম্ মুর্সালূন। ১৫। ক্বা-লূ- মা~আন্তুম্

মিথ্যাবাদী বলল। অতঃপর আমি তৃতীয় একজন পাঠিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম। সুতরাং তারা (তিন জন) বলেছিল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের কাছে (রাসূল হিসেবে) প্রেরিত হয়েছি। (১৫) তারা বলল,

اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ۝

ইল্লা- বাশারুম্ মিছ্লুনা-, ওয়া মা~আন্যালার্ রাহ্মা-নু মিন্ শাইয়িন্, ইন্ আন্তুম্ ইল্লা- তাক্যিবূন।

তোমরাতো আমাদেরই মত মানুষ এবং রহমান (আল্লাহ্) কোন জিনিসই অবতীর্ণ করেন নি তোমরা শুধু মিথ্যা বলছ।

۝১৫ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ۝১৬ وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

১৬। ক্বা-লূ রাব্বুনা- ইয়া'লামু ইন্না~ইলাইকুম্ লামুর্সালূন। ১৭। ওয়া মা- 'আলাইনা~ইল্লাল্ বালা-গুল্ মুবীন।

(১৬) তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক জানেন, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি। (১৭) আমাদের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌছান।

۝১৭ قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ

১৮। ক্বা-লূ~ইন্না তাত্বাইয়্যার্না- বিকুম, লাইল্লাম্ তান্তাহূ লানার্জুমান্নাকুম্ ওয়ালা- ইয়ামাস্ সান্নাকুম্

(১৮) তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে অশুভ লক্ষণ মনে করছি, যদি তোমরা বিরত না থাক, তবে তোমাদেরকে অবশ্যই পাথর মেরে শেষ করে দেব এবং আমাদের

مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝১৮ قَالُوْا طَاۤىِٕرُكُمْ مَّعَكُمْ ۗ اَىِٕنْ ذُكِّرْتُمْ ۗ بَلْ اَنْتُمْ

মিন্না- 'আযা-বুন আলীম। ১৯। ক্বা-লূ ত্বা—ইরুকুম্ মা'আকুম ; আইন্ যুক্কির্তুম ; বাল্ আন্তুম

পক্ষ থেকে যন্ত্রণাময় শাস্তি অবশ্যই পৌছবে। (১৯) তারা (রাসূলগণ) বলল, "তোমাদের অকল্যাণ তোমাদেরই সাথে" (তোমাদের একথা কি) এজন্য যে, তোমাদেরকে উপদেশ

قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝১৯ وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ

ক্বাওমুম্ মুস্রিফূন। ২০। ওয়াজা—আ মিন্ আক্বস্বাল্ মাদীনাতি রাজুলুঁই ইয়াস্'আ- ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমিত্

দেয়া হচ্ছে? বরং তোমরা সীমা অতিক্রমকারী এক সম্প্রদায়। (২০) শহরের দূরবর্তী স্থান হতে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা

اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۝২০ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

তাবি'উল্ মুর্সালীন। ২১। ইত্তাবি'উ মাল্লা- ইয়াস্আলুকুম্ আজ্রাওঁ ওয়া হুম্ মুহ্তাদূন।

অনুসরণ কর রাসূলগণের। (২১) তোমরা এমন লোকের অনুসরণ কর, যে তোমাদের থেকে কিছু প্রতিদান চান না এবং তারা নিজেরা হেদায়েত প্রাপ্ত।

○ টীকা (আঃ ১৪) ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর আসমানে আরোহণের পর তাঁহার খলীফাহযরত শামউনুসসাফা তাঁর সহকারী দু'জন নবীকে এন্তাকিয়া শহরের মূর্তিপূজকদিগকে হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন। তারা তথায় পৌছিয়া শহর প্রান্তে হাবীব নাজ্জার নামক জনৈক মূর্তি নির্মাতাকে মেষ চরাতে দেখে নিজেদের আগমনের কারণ ব্যক্ত করেন। লোকটি তাঁদের সত্যতার প্রমাণ দাবী করলে তাঁরা তার কঠিন পীড়াগ্রস্ত পুত্রকে খোদার নিকট দো'আ করে ভাল করে দেন। এতে লোকটি ঈমান আনয়ন করে। পরে তাঁরা তথাকার রাজা আবৃতাহাশোর দরবারে গিয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করলে রাজা তাঁদেরকে বন্দী করেন। সংবাদ পেয়ে হযরত শামউনও আসেন এবং কৌশলে রাজার সাথে সখ্যতা স্থাপনপূর্বক তাঁদেরকে মুক্ত করে লন। (মুঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ২১) ঃ এখানে যে জনপদের কথা বলা হয়েছে, তাহলো শাম দেশের এক প্রাচীন নগরী। যার নাম ছিল এন্তাকিয়া। সেই শহরের অধিবাসীরা ধন সম্পদে ও স্থাপত্য শিল্পে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। হযরত উবায়দা ইবনুল জাবরাহ (রা) এই শহরটি জয় করেছিলেন। এই শহরের অধিবাসীদেরকে সৎপথে পরিচালনার জন্য এর পূর্বে আল্লাহ্ তাআলা দুজন রাসূল প্রেরণ করেন। শহরে অধিবাসীরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহ তাআলা তৃতীয় আরেকজন রাসুল সেখানে পাঠিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেন। তাঁরা লোকদেরকে এক আল্লাহ্র দিকে আহবান করলে লোকেরা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তাদেরকে হত্যার প্রস্তুতি নিতে থাকে। সেই শহরের উপকূলীয় এলাকায় হাবীবে নাজ্জার নামক এক সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাসূলগণের বিপদের কথা শুনে দ্রুত ছুটে আসেন এবং শহরবাসীকে তা থেকে নিবৃত্ত করেন। (মাঃ কুঃ)

وَمَالِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً

২২। ওয়ামা-লিয়া লা~আ'বুদুল্লাযী ফাত্বারানী ওয়া ইলাইহি তুর্জা'উন। ২৩। আ আত্তাখিযু মিন্ দূনিহী~আ-লিহাতান্
(২২) এবং আমার কি হয়েছে যে, আমি তাঁর ইবাদাত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর দিকেই তোমরা সব প্রত্যাবর্তিত হবে? (২৩) আমি কি আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করব?

إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّي

ইয় ইউরিদ্নির্ রাহ্মা-নু বিদ্বুর্রিল্ লা-তুগ্নি 'আন্নী শাফা-'আতুহুম শাইআওঁ ওয়ালা- ইউন্ক্বিযূন। ২৪। ইন্নী~
যদি রহমান আমাকে কোন ক্ষতি করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই উপকারে আসবে না এবং তারা আমাকে (শাস্তি হতে) রক্ষাও করতে পারবে না। (২৪) আমি

إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ

ইযাল্লাফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ২৫। ইন্নী~আ-মানতু বিরাব্বিকুম ফাস্মা'উন। ২৬। ক্বীলাদ্ খুলিল্ জ্বান্নাতা ;
যদি এরূপ করি তবে অবশ্যই স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পড়ব। (২৫) আমিতো তোমাদের রবের উপর ঈমান এনেছি, সুতরাং তোমরা আমার কথা শোন। (২৬) তাকে বলা হল তুমি জান্নাতে

قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

ক্বা-লা ইয়া-লাইতা ক্বাওমী ই'য়ালামূন। ২৭। বিমা- গাফারালী রাব্বী ওয়া জ্বা'আলানী মিনাল্ মুক্রামীন।
প্রবেশ কর। সে বলল, হায়! যদি আমার সম্প্রদায় জানতে পারত, (২৭) যে কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾

২৮। ওয়ামা~আন্যাল্না- 'আলা- ক্বাওমিহী মিম্ বা'দিহী মিন্ জুন্দিম্ মিনাস্ সামা—ই ওয়ামা- কুন্না- মুন্যিলীন।
(২৮) তার সম্প্রদায়ের উপর তার মৃত্যুর পরে আকাশ থেকে কোন সৈন্যবাহিনী (তাদের ধ্বংস করার জন্য) প্রেরণ করিনি এবং আমি (ফিরিশতা) প্রেরণকারীও ছিলাম না।

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ

২৯। ইন্ কা-নাত্ ইল্লা-স্বাইহ্বাতাওঁ ওয়া-হ্বিদাতান্ ফাইযা-হুম খা-মিদূন। ৩০। ইয়া-হ্বাস্রাতান্ 'আলাল্ 'ইবা-দি,
(২৯) (তাদের শাস্তি) সেটা একটি (ভীষণ) আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ফলে তারা নির্বাপিত হয়ে (শেষ হয়ে) গেল। (৩০) দুঃখ সে বান্দাদের উপর, তাদের কাছে

مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا

মা- ইয়া'তীহিম্ মির্ রাসূলিন্ ইল্লা- কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিউন। ৩১। আলাম্ ইয়ারাও কাম্ আহ্লাক্না-
এমন কোন রাসূল আগমন করেনি, যাদের সাথে তারা উপহাস করেনি। (৩১) তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের পূর্বে বহু দলকে

قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا

ক্বাব্লাহুম্ মিনাল্ ক্বুরূনি আন্নাহুম্ ইলাইহিম্ লা- ইয়ার্জ্বি'উন। ৩২। ওয়া ইন্ কুল্লুল্লাম্মা- জ্বামী'উল লাদাইনা-
ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা তাদের কাছে (আর) ফিরে আসবে না। (৩২) এবং তাদের সকলকেই (পুনরায়) আমার সামনে উপস্থিত

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৫) ঃ .....انی امنت - নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, উদ্দেশ্য ছিল ঈমানের ব্যাপারে নবীকে সাক্ষী রাখা। কারো মতে, তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। ○ টীকা (আঃ ২৬) ঃ "বেহেশতে প্রবেশ কর" বলতে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে, বেহেশতের অর্থ তৎসংলগ্ন কোন স্থান। কেননা, বেহেশতে প্রবেশ করার পর আর নির্গমন নেই। অথচ পুনরুত্থান ও হাশর বেহেশতের বাইরে হবে। আর "বেহেশতে প্রবেশ কর" বলতে যথাসময়ে বেহেশতে প্রবেশ করার শুভ সংবাদও উদ্দেশ্য হতে পারে। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ .....صيحة - জিবরাঈল (আ) একটি চীৎকার দিয়েছিলেন যাতে সবার রূহ শরীর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মৃত দেহগুলো স্তুপাকারে পড়ে রয়েছিল। (কুঃ কারীম)

مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ

মুহ্বদ্বারূন। ৩৩। ওয়া আ-য়াতুল্ লাহুমুল্ আর্দ্বুল্ মাইতাতু; আহ্ইয়াইনা-হা- ওয়া আখ্রাজ্না- মিন্হা- হ্বাব্বান্ ফামিন্হু
করা হবে। (৩৩) আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে, মৃত (শুষ্ক) যমীন। আমি তাকে জীবিত (সতেজ) করি এবং তা থেকে আমি শস্য উৎপন্ন করি, তারপর তা (শস্য)

يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ

ইয়া'কুলূন। ৩৪। ওয়া জ্বা'আল্না- ফীহা- জ্বান্না-তিম্ মিন্ নাখীলিওঁ ওয়া 'আনা-বিওঁ ওয়া ফাজ্জ্বার্না- ফীহা- মিনাল্
থেকে তারা খেয়ে থাকে। (৩৪) তাতে আমি বানিয়েছি খেজুর ও আঙুরের বাগান এবং তাতে বিভিন্ন ঝরনা (জলধারা)সমূহ প্রবাহিত

الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

'উইউন। ৩৫। লিইয়া'কুলূ মিন্ ছামারিহী, ওয়ামা- 'আমিলাত্হু আইদীহিম ; আফালা- ইয়াশ্কুরূন।
করি। (৩৫) যাতে তারা সে ফল হতে খেতে পারে। অথচ সে (ফল)গুলোর (সৃষ্টির) ব্যাপারে তাদের হাত কোনই কাজ করেনি। এরপরেও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ

৩৬। সুব্হা-নাল্লাযী খালাক্বাল্ আয্ওয়া-জ্বা কুল্লাহা- মিম্মা- তুম্বিতুল আর্দ্বু ওয়া মিন্ আন্ফুসিহিম্
(৩৬) তিনি (আল্লাহ) মহা পবিত্র, যিনি প্রতিটি বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন; যমীনের উদ্ভিদ শস্যের থেকে এবং মানুষের থেকে (পুরুষ, নারী)

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾

ওয়া মিম্মা- লা- ইয়া'লামূন। ৩৭। ওয়া আ-য়াতুল্ লাহুমুল্ লাইলু, নাস্লাখু মিন্হুন্ নাহা-রা ফাইযা-হুম্ মুজ্লিমূন।
এবং সে জিনিসের থেকেও, যেগুলো তারা জানে না। (৩৭) আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন রাত, আমি তা থেকে দিবসকে আলাদা করি, তখন তারা অন্ধকারে থাকে।

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ

৩৮। ওয়াশ্ শাম্সু তাজ্বরী লিমুস্তাক্বাররিল্লাহা- ; যা-লিকা তাক্বদীরুল্ 'আযীযিল্ 'আলীম। ৩৯। ওয়াল্ ক্বামারা ক্বাদ্দার্না-হু
(৩৮) আর সূর্য তার নির্ধারিত পথে চলে। এ চলার পথ, মহা প্রভাবশালী, মহাজ্ঞানী (আল্লাহ) এর নির্ধারিত। (৩৯) এবং আমি চন্দ্রের ভ্রমণের জন্যও

مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ

মানা-যিলা হ্বাত্তা- 'আ-দা কাল্'উর্জুনিল্ ক্বাদীম। ৪০। লাশ্ শাম্সু ইয়াম্বাগী লাহা~আন্ তুদ্রিকাল্
মনযিল (ভ্রমণপথ) নির্ধারণ করেছি। অবশেষে তা খেজুরের পুরাতন ডালের রূপ ধারণ করে। (৪০) সূর্যের জন্য সম্ভব নয় যে চন্দ্রকে গিয়ে ধরবে,

الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ وَآيَةٌ لَّهُمْ

ক্বামারা ওয়া লাল্ লাইলু সা-বিক্বুন্ নাহা-রি ; ওয়া কুল্লুন ফী ফালাকিই ইয়াস্বাহ্বুন। ৪১। ওয়া আ-য়াতুল্ লাহুম
এবং রাতের জন্য এ সুযোগ নেই যে, সে দিনের উপর অগ্রগমন করবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতরায়। (৪১) আর তাদের জন্য আর একটি নিদর্শন এই যে,

○ টীকা (আঃ ৩৬) ঃ কতকগুলো উদ্ভিদের মধ্যে জাতিগত বৈপরিত্য রয়েছে। যেমন– কোন উদ্ভিদ হতে গম এবং কোনটি হতে যব উৎপন্ন হয়। কোন কোনটিতে আরও অধিক বৈষম্য রয়েছে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৯) ঃ সূর্যের গন্তব্য স্থান বলতে সে বিন্দুটিই উদ্দেশ্য, যেখান হতে তার বার্ষিক গতি আরম্ভ হয়ে বছরান্তে পুনরায় সে বিন্দুতে উপনীত হয়। আর চক্রবালের সে বিন্দুটিও উদ্দেশ্য, দৈনিক গতিতে যে বিন্দুটিতে সূর্য অস্তমিত হয়। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪০) ঃ ...كل فى - অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য এবং তার সাথে অন্যান্য তারকাসমূহ নিজ কক্ষ পথে ভ্রমণ করে। ○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ অর্থাৎ এরূপ সম্ভব নয় যে, সূর্য তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে উদিত হয়ে চন্দ্রকে অর্থাৎ, তার সময় রাত্রিকে মুছিয়ে ফেলে, অনুরূপভাবে চন্দ্রও সূর্যকে তার কিরণ প্রকাশকালে ধরতে পারে না, যাতে রাত্রি এসে পড়ে। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪১) ঃ .....فى الفلك - অর্থাৎ নূহের (আ) কিস্তি (নৌকা)।

أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤٢﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

আন্না- হামাল্না- যুর্রিয়্যাতাহুম ফিল্ ফুল্কিল্ মাশ্হূন। ৪২। ওয়া খালাক্বনা- লাহুম মিম্ মিছ্লিহী মা-ইয়ার্কাবূন।
আমি তাদের বংশধরকে বোঝাইকৃত নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। (৪২) আর আমি তাদের জন্য অনুরূপ নৌকা সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে।

﴿٤٣﴾ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿٤٤﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا

৪৩। ওয়া ইন্ নাশা' নুগ্রিক্বহুম ফালা- স্বারীখা লাহুম ওয়ালা-হুম ইউন্ক্বাযূন। ৪৪। ইল্লা- রাহ্মাতাম্ মিন্না-ওয়া মাতা-'আন্
(৪৩) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তারপর তাদের জন্য কেউই সাহায্যকারী হবে না এবং তাদেরকে কেউ বাঁচাতেও পারবে না। (৪৪) কিন্তু এটা আমার অনুগ্রহ এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট সময় জীবন ভোগ করার সুযোগ

إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ইলা-হীন। ৪৫। ওয়া ইযা-ক্বীলা লাহুমুত্তাক্বূ মা- বাইনা আইদীকুম্ ওয়ামা- খাল্ফাকুম লা'আল্লাকুম তুরহামূন।
দেয়া। (৪৫) যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা ভয় কর, যা তোমাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে। হয়ত তোমরা অনুগ্রহ লাভ করতে পার।

﴿٤٦﴾ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ

৪৬। ওয়া মা- তা'তীহিম্ মিন্ আ-য়াতিম্ মিন্ আ-য়া-তি রাব্বিহিম ইল্লা-কা-নূ 'আন্হা- মু'রিদ্বীন। ৪৭। ওয়া ইযা-ক্বীলা
(৪৬) তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের আয়াতগুলো থেকে এমন কোন আয়াত আসেনি যে, যা থেকে তারা বিমুখ না হয়েছে। (৪৭) আর যখন তাদেরকে বলা

لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ

লাহুম আন্ফিক্বূ মিম্মা- রাযাক্বাকুমুল্লা-হু, ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ লিল্লাযীনা আমানূ~আনুত্ব'ইমু মাল্ লাও
হয় যে, তোমাদেরকে আল্লাহ যে রিযিক দান করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। তখন কাফিরেরা মুমিনগণকে (ঠাট্টা করে) বলে, আমরা কি তাকে খাওয়াব,

يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا

ইয়াশা—উল লা-হু আত্ব'আমাহূ~, ইন্ আন্তুম্ ইল্লা- ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৪৮। ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা- হা-যাল্
যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারেন? তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ। (৪৮) আর এসব লোকেরা বলে, এ (পুনরুত্থানের) প্রতিশ্রুতি করে (বাস্তবায়ন) হবে,

الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ

ও'য়াদু ইন্ কুন্তুম্ স্বা-দিক্বীন। ৪৯। মা- ইয়ান্জুরূনা ইল্লা- স্বাইহাতাওঁ ওয়া- হিদাতান্ তা'খুযুহুম্ ওয়াহুম্
যদি তোমাদের সত্যবাদী হয়ে থাক? (৪৯) তারা তো শুধু মাত্র ভয়ানক আওয়াজের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে, এমনাবস্থায় যে, তারা পরস্পরে ঝগড়া

يَخِصِّمُونَ ﴿٥٠﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾ وَنُفِخَ فِي

ইয়াখিস্স্বিমূন। ৫০। ফালা- ইয়াস্তাত্বী'উনা তাওস্বিয়াতাওঁ ওয়ালা~ইলা~ আহ্লিহিম্ ইয়ারজি'উন। ৫১। ওয়া নুফিখা ফিস্
করতে থাকবে। (৫০) এ সময় তারা না অসিয়ত করতে পারবে এবং না তার নিজ পরিবার-পরিজনের প্রতি ফিরে যেতে পারবে। (৫১) আর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে,

রুকূ ২

○ টীকা (আঃ ৪২) ঃ অধিকাংশ লোক নিজেদের সন্তানদেরকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে থাকে, এতে তিনটি নেয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে– (ক) বোঝাইকৃত নৌকা বোঝার ভারে ডুবে যাওয়া উচিত, তাকে পানির উপর দিয়ে চালিয়ে নেয়া। (খ) সন্তান দান করা। (গ) আহার্য্য ও আসবাবপত্র দান করা; যাতে নিজেরা ঘরে থেকে সন্তানদিগকে কর্মকর্তা করে বাণিজ্যে পাঠায়। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৪৭) ঃ এই কথাটি গরীব মুসলমানেরা বলে থাকলে দান প্রার্থনা আকারে বলেছিল, অত্যন্ত প্রয়োজনে দান প্রার্থনা করা জায়েয আছে। আর যদি কোন অভাবশূন্য মুসলমান বলে থাকে, তবে অভাবীদের জন্য সুপারিশের আকারে বলেছিল। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ وهم يخصمون – মানুষেরা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় বা অন্যান্য ব্যাপারে বাদানুবাদ করতে থাকবে, এমতাবস্থায় হঠাৎ শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং কেয়ামত ঘটে যাবে। এটা প্রথম ফুৎকার। (কুঃ কারীম)

সূরা ইয়া-সী—ন ঃ ৩৬ | নূরানী বাংলা উচ্চারণ ক্বোরআন শরীফ | ওয়ামা- লিয়া ঃ ২৩

الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا

স্বূরি ফাইযা- হুম মিনাল আজ্দা-ছি ইলা- রাব্বিহিম ইয়ান্সিলূন। ৫২। ক্বা-লূ ইয়া- ওয়াইলানা- মাম্ বা'আছানা-
তখন তারা কবর থেকে (উঠে) তাদের রবের দিকে (দ্রুত) চলতে থাকবে। (৫২) তারা বলবে, হায়! আমাদেরকে আমাদের বিশ্রামস্থল (কবর) থেকে কে উঠাল?

مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٣﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا

মিম্ মারক্বাদিনা-; হা-যা- মা- ওয়া'আদার্ রাহ্মা-নু ওয়া স্বাদাকাল্ মুর্সালূন। ৫৩। ইন্ কা-নাত্ ইল্লা-
এটা সেই ওয়াদা, যার প্রতিশ্রুতি রহমান (আল্লাহ) দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ (যেটাকে) সত্য বলেছিলেন। (৫৩) (সেদিন) সেটা হবে

صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ

স্বাইহাতাওঁ ওয়া- হিদাতান ফাইযা-হুম্ জ্বামী'উল্ লাদাইনা- মুহ্দ্বারূন। ৫৪। ফাল্ইয়াওমা লা- তুজ্লামু নাফ্সুন্
শুধুমাত্র একটি আওয়াজ, তখন সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। (৫৪) বলা হবে আজকের দিনে, কারও প্রতি বিন্দু মাত্রও জুলুম করা হবে না

شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ

শাইআওঁ ওয়ালা- তুজ্বযাওনা ইল্লা- মা-কুন্তুম 'তামালূন। ৫৫। ইন্না আস্হা-বাল্ জ্বান্নাতিল্ ইয়াওমা ফী শুগুলিন্
এবং তোমাদেরকে শুধু সেসব কাজেরই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে। (৫৫) এ (কিয়ামতের) দিনে জান্নাত বাসীগণ খুশীতে মশগুল

فَاكِهُونَ ﴿٥٦﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٧﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ

ফা-কিহূন। ৫৬। হুম্ ওয়া আয্ওয়া-জুহুম্ ফী জিলা-লিন্ 'আলাল্ আরা—ইকি মুত্তাকিউন। ৫৭। লাহুম ফীহা- ফা-কিহাতুওঁ
থাকবে। (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ ছায়ায় সুসজ্জিত গদিতে হেলান দিয়ে বসবে। (৫৭) তাদের জন্য সেখানে থাকবে ফলসমূহ এবং তাদের জন্য সেখানে তাদের কামনীয়

وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٨﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٩﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا

ওয়া লাহুম্ মা- ইয়াদ্দা'উন। ৫৮। সালা-মুন্, ক্বাওলাম্ মির্ রাব্বির্ রাহীম। ৫৯। ওয়াম্ তা-যুল্ ইয়াওমা আইয়্যুহাল্
জিনিসগুলোও থাকবে, (৫৮) তাদেরকে বলা হবে 'সালাম', দয়াময় প্রতিপালকের তরফ থেকে। (৫৯) আর (বলা হবে) হে পাপীগণ! তোমরা আজ (পুনাবানদের থেকে)

الْمُجْرِمُونَ ﴿٦٠﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ

মুজ্বরিমূন। ৬০। আলাম্ 'আহাদ্ ইলাইকুম্ ইয়া-বানী~আ-দামা আল লা- তা'বুদুশ্ শাইত্বা-না, ইন্নাহূ লাকুম
আলাদা হয়ে যাও। (৬০) হে আদম সন্তানেরা। আমি কি তোমাদেরকে এ কথা বলিনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব কর না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦١﴾ وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ

'আদুওয়্যুম্ মুবীন। ৬১। ওয়া আ'নিবুদূনী, হা-যা- স্বিরা-তুম্ মুস্তাক্বীম। ৬২। ওয়া লাক্বাদ্ আদ্বাল্লা মিন্কুম
প্রকাশ্য দুশমন? (৬১) আর (একমাত্র) আমার দাসত্ব স্বীকার কর, এটাই সরল (সত্য) পথ। (৬২) এবং সে (শয়তান) তোমাদের মধ্য হতে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫২) ঃ قالوا يويلنا...... – 'বিশ্রামস্থল' দ্বারা এটা বুঝান হয়নি যে, তাদের কবরে শাস্তি হবে না; বরং কেয়ামতের শাস্তি ভয়ানক দৃশ্য দেখে সে তুলনায় কবরের জীবনকে তারা বিশ্রামস্থল মনে করবে। (কুঃ কাঃ) ○ টীকা (আঃ ৫৬) ঃ স্ত্রীগণ বলতে বেহেশতীদেরকে বেহেশতে প্রদত্ত হুর এবং পৃথিবীতে তাদের বিবাহিতা মু'মিনা স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য হতে পারে। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৮) ঃ سلام – হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, জান্নাতীগণ (আল্লাহর) নেয়ামতের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবেন। হঠাৎ তাঁদের উপর একটি নূর প্রকাশিত হবে। যখন তাঁরা মাথা উত্তোলন করবেন, তখন আল্লাহ বলবেন, سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يا اهل الجنة। (তাঃ কাদেরী) ○ টীকা (আঃ ৫৮) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহ স্বয়ং বলবেন, হে বেহেশতবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এর অর্থ কেবল সম্মানিত করা বা স্থায়ী শান্তির শুভসংবাদ প্রদান করা। (বঃ কোঃ)

جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾

জ্বিবিল্লান্ কাছীরান ; আফালাম তাকূনূ 'তাক্বিলূন। ৬৩। হা-যিহী জ্বাহান্নামুল্লাতী কুন্তুম তূ'আদূন।
বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছে। এরপরেও কি তোমরা (তার শত্রুতা সম্পর্কে) বুঝ না? (৬৩) এটা সে জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا

৬৪। ইস্বলাওহাল্ ইয়াওমা বিমা- কুন্তুম্ তাক্ফুরূন। ৬৫। আল্ ইয়াওমা নাখ্তিমু 'আলা~ আফ্ওয়া-হিহিম্ ওয়া তুকাল্লিমুনা~
(৬৪) আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর, কারণ তোমরা কুফরী করেছিলে। (৬৫) আজ আমি তাদের মুখের উপর মহর লাগিয়ে দিব এবং তাদের হাতগুলো আমার সামনে

أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ

আইদীহিম ওয়া তাশ্হাদু আর্জুলুহুম্ বিমা- কা-নূ ইয়াক্সিবূন। ৬৬। ওয়ালাও নাশা—উ লাত্বামাস্না- 'আলা~ আ'ইউনিহিম
কথা বলবে এবং তাদের পাগুলো তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে। (৬৬) যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তাদের চোখগুলি বিলুপ্ত (দৃষ্টিহীন) করে দিতে পারতাম, তখন তারা যদি

فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ

ফাস্তাবাকুস্ব স্বিরা-ত্বা ফাআন্না- ইউব্স্বিরূন। ৬৭। ওয়ালাও নাশা—উ লামাসাখ্না-হুম 'আলা- মাকা-নাতিহিম
রাস্তার দিকে দৌড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত, তবে (তখন) কিভাবে তারা দেখত? (৬৭) আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তাদের (চেহারা) বিকৃত করে দিতে পারতাম, তাদের

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا

ফামাস্ তাত্বা-'উ মুদ্বিয়্যাওঁ ওয়ালা- ইয়ার্জ্বি'উন। ৬৮। ওয়া মান্ নু'আম্মির্হু নুনাক্কিস্হু ফিল্ খাল্কি ; আফালা-
নিজ নিজ অবস্থানে রেখে, ফলে তারা না (সামনে) চলতে পারত এবং না প্রত্যাবর্তন করতে পারত। (৬৮) আমি যাকে অধিক বয়স দেই, তার স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন

يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾

ই'য়াক্বিলূন। ৬৯। ওয়া মা- 'আল্লাম্না-হুশ্ 'শিরা ওয়ামা- ইয়াম্বাগী লাহূ ; ইন্ হুওয়া ইল্লা- যিক্রুওঁ ওয়া ক্বুরআ-নুম্ মুবীন।
করে দেই, এরপরেও কি তারা বুঝে না? (৬৯) আমি রাসূলকে কবিতা শিখাইনি এবং এটা তার জন্য শোভনীয় নয়। এতো শুধু মাত্র উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।

لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا

৭০। লিইউন্যিরা মান্ কা-না হ্বাইয়্যাও ওয়া ইয়াহ্বিক্কাল্ ক্বাওলু 'আলাল্ কা-ফিরীন। ৭১। আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্না- খালাক্বনা-
(৭০) যাতে সে এমন ব্যক্তিকে সাবধান করতে পারে, যে জীবিত (অর্থাৎ মুমিন) এবং যাতে কাফিরদের উপর (শাস্তির) বাণী স্থির হতে পারে। (৭১) তারা কি দেখে না যে,

لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ

লাহুম্ মিম্মা- 'আমিলাত্ আইদীনা ~আন্'আ-মান্ ফাহুম লাহা- মা-লিকূন। ৭২। ওয়া যাল্লাল্না-হা- লাহুম ফামিন্হা- রাকূবুহুম
আমি সৃষ্টি করেছি তাদের জন্য আমার নিজ হাতে সৃষ্টি বস্তুসমূহের মধ্যে গবাদি পশু এবং তারা সেগুলোর মালিক হয়ে গেছে? (৭২) এবং সে (জন্তু)গুলোকে তাদের অধীন করে দিয়েছি। সুতরাং এগুলোর মধ্যে কতক তাদের বাহন

○ টীকা (আঃ ৬২) ঃ কোনআনে অবিশ্বাসী কাফেরদের ঘটনাবলী উল্লেখ করে তাদের পথভ্রষ্টতার শাস্তির কথা তোমাদেরকে শুনায়ে দেয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা এতটুকু কথাও কি বুঝ না যে, শয়তানের অনুগামী হলে তোমরাও অনুরূপ শাস্তির উপযোগী হবে। (বঃ কোঃ)
○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৮) ঃ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ – অর্থাৎ আল্লাহ যাকে অধিক বয়স দেন তাকে শিশুকাল হতে শুরু করে বার্ধক্যের সূচনা পর্যন্ত লালন-পালন করেন এবং জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে দেন। অতঃপর বার্ধক্যে তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তি পুনরায় হ্রাস করে পূর্বের অবস্থায় অর্থাৎ শিশুর অবস্থার দিকে ফিরিয়ে আনেন। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৬৯) ঃ কাফেররা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কবি বলত। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকে কবিত্ব শিক্ষা দেই নি। আপনার প্রতি যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তা ওহী। আপনার রচনা নয়। (বঃ কোঃ)

সূরা ইয়া-সী—ন ঃ ৩৬ নূরানী বাংলা উচ্চারণ ক্বোরআন শরীফ ওয়ামা- লিয়া ঃ ২৩

وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا

ওয়া মিন্হা- ইয়া'কুলূন। ৭৩। ওয়া লাহুম ফীহা- মানা-ফি'উ ওয়া মাশা-রিবু ; আফালা- ইয়াশকুরূন। ৭৪। ওয়াত্তাখাযূ
এবং কতক তারা খেয়ে থাকে। (৭৩) সেগুলোর মধ্যে তাদের জন্য আরও অনেক উপকার রয়েছে এবং তাদের জন্য পানীয় বস্তুও রয়েছে। এরপরেও কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে না? (৭৪) তারা তো গ্রহণ করেছে

مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ

মিন্ দূনিল্লা-হি আ-লিহাতাল্ লা'আল্লাহুম ইউন্স্বারূন। ৭৫। লা- ইয়াস্তাত্বী'উনা নাস্বরাহুম, ওয়াহুম লাহুম জ্বুন্দুম্
আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে মাবুদ হিসেবে এ আশায় যে, তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে। (৭৫) (অথচ) তারা সাহায্য করার কোনই ক্ষমতা রাখেনা এবং তাদেরকে, ওদের বাহিনীরূপে

مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

মুহ্দ্বারূন। ৭৬। ফালা- ইয়াহ্যুন্কা ক্বাওলুহুম। ইন্না- 'নালামু মা- ইউসির্রূনা ওয়া মা- ই'উলিনূন।
জাহান্নামে উপস্থিত করা হবে। (৭৬) অতএব তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই আমি সে সব জানি, যা তারা অন্তরে গোপন রাখে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا

৭৭। আওয়ালাম ইয়ারাল্ ইন্সা-নু আন্না- খালাক্বনা-হু মিন্ নুত্বফাতিন্ ফাইযা- হুওয়া খাস্বীমুম্ মুবীন। ৭৮। ওয়া দ্বারাবা লানা-
(৭৭) মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে এক ফোঁটা বীর্য হতে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর সে এখন প্রকাশ্য বিবাদকারী হয়ে বসেছে। (৭৮) সে (এখন) আমার ব্যাপারে

مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا

মাছালাওঁ ওয়া নাসিয়া খাল্ক্বাহূ, ক্বা-লা মাইঁ ইউহ্বইল্ 'ইজা-মা ওয়া হিয়া রামীম। ৭৯। কুল্ ইউহ্বয়ীহাল্
দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অথচ সে তার সৃষ্টির বিষয় ভুলে গেছে, সে বলে, কে জীবিত করবে হাড্ডিগুলোকে, যখন সেগুলো পচে শেষ হয়ে যাবে? (৭৯) আপনি বলুন, সেগুলোকে

الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ

লাযী~আন্শাআহা~আওয়্যালা মার্রাতিন ; ওয়া হুওয়া বিকুল্লি খাল্ক্বিন্ 'আলীমু ৮০। নিল্লাযী জ্বা'আলা লাকুম্ মিনাশ্
তিনিই জীবিত করবেন, যিনি সেগুলোকে প্রথমবারে সৃষ্টি করেছেন। তিনি (আল্লাহ) প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। (৮০) তিনি তোমাদের জন্য সবুজ

الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ

শাজ্বারিল্ আখ্দ্বারি না-রান্ ফাইযা- আন্তুম্ মিন্হু তূক্বিদূন। ৮১। আওয়া লাইসাল্ লাযী খালাক্বাস্
বৃক্ষ হতে অগ্নি সৃষ্টি করেছেন, ফলে তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালিয়ে থাক। (৮১) যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন,

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা বিক্বা-দিরিন্ 'আলা~আইঁ ইয়াখ্লুক্বা মিছ্লাহুম ; বালা-, ওয়া হুওয়াল খাল্লা-ক্বুল
তিনি কি সক্ষম নন, (পুনরায়) অনুরূপ ভাবে সৃষ্টি করতে? অবশ্যই সক্ষম। তিনি সৃষ্টিকর্তা,

○ টীকা (আঃ ৮০) ঃ আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তৎকালীন আরবদের অকৃতজ্ঞতা জনিত ভ্রান্তি অপনোদন করে বলেছেন যে, তোমরা যে সরস বৃক্ষ হতে তাদেরকে পরস্পর ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপন্ন কর সে বৃক্ষকেও পরম দাতা শক্তিশালী একক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আরবাসীরা মারখ ও ইফার নামক দুটি বৃক্ষের শাখাকে পরস্পর ঘর্ষণ করে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। তাদের মতে আঙ্গুর ব্যতীত সকল প্রকার কাষ্ঠ হতে অগ্নি উৎপাদিত হয়। তবে মারখ, ইফার যন্দদ ও যন্দা বৃক্ষ হতে সাধারণত অগ্নি জ্বালান হয়। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮০) ঃ الشجر الاخضر...... – আরবে দু ধরনের বৃক্ষ ছিল। একটি 'মারখ' অন্যটি 'ইফার'। এ দুটি কাঠ মিলিয়ে ঘর্ষণ করলে আগুন জ্বলত। এখানে সবুজ বৃক্ষ দ্বারা সেটাই বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)

الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

'আলীম। ৮২। ইন্নামা~আম্‌রুহূ~ইযা~আরা-দা শাইআন্ আইঁ ইয়াকূলা লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন।
মহাজ্ঞানী। (৮২) তিনি যখন কোন জিনিস সৃষ্টি করতে চান, তখন তিনি (শুধু) বলেন, 'কুন' (হও)। অতঃপর (সেটি) হয়ে যায়।

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

৮৩। ফাসুব্‌হা-নাল্ লাযী বিয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া ইলাইহি তুর্‌জা'উন।
(৮৩) পবিত্র তিনি (আল্লাহ), যাঁর (কুদরতী) হাতে রয়েছে প্রতিটি জিনিসের কর্তৃত্ব (বাদশাহী) এবং তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

৫ ع ৪ রুকূ

সূরা ছা-ফফা-ত মক্কী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১৮২ রুকূ ঃ ৫

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾

১। ওয়াস্‌স্বা-ফফা-তি স্বাফ্‌ফান। ২। ফায্‌যা-জ্বিরা-তি যাজ্‌রান। ৩। ফাত্তা-লিইয়া-তি যিক্‌রান। ৪। ইন্না ইলা-হাকুম লাওয়া-হিদ।
(১) শপথ, যারা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ায়, (২) এবং (শপথ) ধমকের সাথে বাধা প্রদানকারীদের, (৩) এবং (শপথ) যিকর পাঠকারীদের। (৪) নিশ্চয়ই তোমাদের মাবুদ একজন।

মাক্কীয়্যাহ

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ

৫। রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়ামা- বাইনাহুমা- ওয়া রাব্বুল্ মাশা-রিক্ব। ৬। ইন্না- যাইয়ান্নাস্ সামা—আদ্
(৫) যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থ সব কিছুর প্রতিপালক এবং প্রতিপালক পূর্ব দিকগুলোর। (৬) আমি সুসজ্জিত করেছি নিকটতর আকাশকে,

الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسَّمَّعُونَ

দুন্‌ইয়া- বিযীনাতিনিল্ কাওয়া-কিব্। ৭। ওয়া হিফ্‌জাম্ মিন্ কুল্লি শাইত্বা-নিম্ মা-রিদ্। ৮। লা- ইয়াস্‌সাম্মা'উনা
তারকাগুলোর সৌন্দর্য দ্বারা। (৭) এবং সেটা প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান হতে সংরক্ষণ করেছি। (৮) (এ কারণে) তারা ঊর্ধ্ব জগতের ফেরেশতাদের মজলিসের দিকে

إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ

ইলাল্ মালাইল্ 'আলা- ওয়া ইউক্বযাফূনা মিন্ কুল্লি জ্বা-নিব্। ৯। দুহূরাওঁ ওয়া লাহুম 'আযা-বুওঁ
(তাদের কথা শোনার জন্য) কান দিতে পারে না। প্রতিটি দিক হতে তাদের উপর (অগ্নি শিখা) নিক্ষিপ্ত হয়, (৯) (তাদের) তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। তাদের জন্য রয়েছে

وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ

ওয়া-স্বিব্। ১০। ইল্লা- মান্ খাত্বিফাল্ খাত্বফাতা ফাআত্‌বা'আহূ শিহা-বুন্ ছা-ক্বিব। ১১। ফাস্‌তাফ্‌তিহিম্ আহুম্
স্থায়ী শাস্তি। (১০) কিন্তু যে হঠাৎ কিছু কথা নিয়ে ভাগে, তখন তাদের পিছু ধাওয়া করে (এক) জ্বলন্ত অগ্নি শিখা। (১১) (যারা অবিশ্বাসী) তাদের জিজ্ঞেস করুন, তাদের সৃষ্টি করা

○ টীকা (আঃ ১) ঃ আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য ফেরেশতাদের সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকার কথা অন্য আয়াতেও বর্ণিত আছে এবং হাদীস শরীফেও উল্লেখ রয়েছে। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২) ঃ ......فالزجرت - যে ফিরিশতা শয়তানকে আকাশে যেতে বাধা প্রদান করে ও ধমকের সাথে তাড়িয়ে দেয়। অথবা সে নেক ব্যক্তিগণ, যারা নিজেরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং অন্যকে গুনাহর কাজে ধমক দিয়ে তা থেকে বাধা দেয়। (তাঃ ওসমানী)
○ টীকা (আঃ ৩) ঃ অর্থাৎ, আসমানী সংবাদ চুপি চুপি শ্রবণের উদ্দেশ্যে শয়তানরা আসমানে আরোহণ কালে। যে ফেরেশতাগণ জ্বলন্ত তারকা শিখা নিক্ষেপ করে তাদেরকে বিতাড়িত করে দেয়, তাদের শপথ। (বঃ কোঃ)

أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ

আশাদ্দু খাল্‌ক্বান্ আম্‌মান্ খালাক্বনা-; ইন্না- খালাক্বনা-হুম্ মিন্ ত্বীনিল্ লা-যিব্। ১২। বাল্ 'আজ্বিব্‌তা
অধিক কঠিন না, তাদের, যাদেরকে তোমাদের ব্যতীত সৃষ্টি করেছি? নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে গাঢ় মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। (১২) (হে নবী!) আপনি তো আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন।

وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾

ওয়া ইয়াস্‌খারূন। ১৩। ওয়া ইযা- যুক্কিরূ লা- ইয়ায্‌কুরূন। ১৪। ওয়া ইযা- রাআও আ-য়াতাই ইয়াস্‌তাস্‌খিরূন।
আর তারা উপহাস করছে। (১৩) যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় সে উপদেশ তারা মানে না। (১৪) আর যখন কোন নিদর্শন দেখে, তারা তখন সেগুলোকেও উপহাস করে।

وَقَالُوا إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا

১৫। ওয়া ক্বা-লূ~ইন্ হা-যা~ ইল্লা- সিহ্‌রুম্ মুবীন। ১৬। আ ইযা- মিত্‌না- ওয়া কুন্না- তুরা-বাওঁ ওয়া 'ইজা-মান্ আইন্না-
(১৫) এবং বলে, এগুলো প্রকাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছু নহে। (১৬) আমরা যখন মারা যাব এবং মাটি ও হাড্ডি হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে

لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا

লামাব্‌'উছূন। ১৭। আওয়া আ-বা—উনাল্ আওয়্যালূন। ১৮। ক্বুল্ না'আম্ ওয়া আন্‌তুম দা-খিরূন। ১৯। ফাইন্নামা-
উঠানো হবে? (১৭) আর আমাদের পূর্বের পিতৃ পুরুষদেরকেও? (১৮) আপনি বলুন, হ্যাঁ হ্যাঁ এবং তোমরা (কেয়ামতের দিন) অপমানিত হবে। (১৯) সেদিন শুধু মাত্র

هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾

হিয়া যাজ্‌রাতু ওয়া-হ্বিদাতুন্ ফাইযা- হুম্ ইয়ান্‌জুরূন। ২০। ওয়াক্বা-লূ ইয়া-ওয়াইলানা- হা-যা- ইয়াওমুদ্ দীন।
একটি (ভীষণ) আওয়াজ হবে, আর সে সময়ই তা তারা দেখবে। (২০) এবং তারা বলবে যে, হায় আফসোস! এটাই তো প্রতিদান দিবস।

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا

২১। হা-যা- ইয়াওমুল্ ফাস্বলিল্লাযী কুন্‌তুম্ বিহী তুকায্‌যিবূন। ২২। উহ্‌শুরুল্ লাযীনা জালামূ
(২১) (আল্লাহ বলবেন) এটাই সে মীমাংসার দিবস, যে দিবসকে তোমরা অবিশ্বাস করতে। (২২) (আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশতাগণকে বলা হবে) একত্র কর, জালিমও তাদের

১ ع ২১ ৫ রুকূ

وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ

ওয়া আয্‌ওয়া- জ্বাহুম ওয়ামা- কা-নূ ই'য়াবুদূন। ২৩। মিন্ দূনিল্লা-হি ফাহ্‌দূহুম্ ইলা- স্বিরা-ত্বিল্
সাথীদেরকে এবং তাদেরকেও যাদের তারা ইবাদাত করত (২৩) আল্লাহ্ ব্যতীত তাদেরকে। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের

الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ

জ্বাহ্বীম। ২৪। ওয়া ক্বিফূহুম ইন্নাহুম মাস্‌উলূন। ২৫। মা- লাকুম লা- তানা-স্বারূন। ২৬। বাল্ হুমুল্ ইয়াওমা
পথে। (২৪) অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদের কাছে প্রশ্ন করা হবে, (২৫) তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ না? (২৬) বরং তারা সব আজ

একচতুর্থাংশ

○ টীকা (আঃ ১১) ঃ মক্কার কাফেররা পরকাল সম্পর্কে যে সন্দেহ প্রকাশ করত, এখানে এর জবাব দেয়া হয়েছে। তারা মনে করত, পরকাল সম্ভব নয়। কেননা মরে যাওয়া লোকদের পুনরায় জীবিত হওয়া অসম্ভব। এর জবাবে পরকালের সম্ভাবনার দলীল ও প্রমাণ পেশ করে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম তাদের সামনে এ প্রশ্ন উপস্থিত করেছেন। যে মৃত্যু মানুষকে পুনরায় পয়দা করা তোমাদের মতে যদি বড় কঠিন ব্যাপার হয়ে থাকে যে আল্লাহর পক্ষে এ বিরাট বিশাল বিশ্বলোক সৃষ্টি করা কঠিন বা অসম্ভব হয় না এবং যিনি একবার তোমাদের পয়দা করতে পেরেছেন, তার সম্পর্কে তোমরা মনে করছো যে, তিনি আবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে অক্ষম এ কেমন করে যুক্তি সংগত হতে পারে.....? তোমাদের বুদ্ধি বলতে কি কিছু নেই। (কুঃ কারীম)

مستسلمون ﴿٢٦﴾ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴿٢٧﴾ قالوا انكم كنتم

মুস্‌তাস্‌লিমূন। ২৭। ওয়া আক্ববালা 'বাদ্বুহুম্ 'আলা- 'বাদ্বিই ইয়াতাসা—আলূন। ২৮। ক্বা-লূ~ইন্নাকুম্ কুন্‌তুম্

আনুগত্যতা স্বীকার করবে। (২৭) তারা একজন অন্য জনের দিকে মুখ করে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, (২৮) তারা (তাদের নেতাদেরকে) বলবে,

تاتوننا عن اليمين ﴿٢٨﴾ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ﴿٢٩﴾ وما كان لنا عليكم

তা'তূনানা- 'আনিল্ ইয়ামীন। ২৯। ক্বা-লূ বাল্ লাম্ তাকূনূ মু'মিনীন। ৩০। ওয়া মা- কা-না লানা- 'আলাইকুম্

তোমরা তো আমাদের কাছে আসতে ডান দিক থেকে। (২৯) তারা (নেতারা) বলবে, তোমরা তো ঈমানদারই ছিলে না। (৩০) এবং আমাদের কোন কর্তৃত্বই তোমাদের

من سلطن بل كنتم قوما طغين ﴿٣٠﴾ فحق علينا قول ربنا انا لذائقون

মিন্ সুল্‌ত্বা-নিন্, বাল্ কুন্‌তুম্ ক্বাওমান্ ত্বা-গীন। ৩১। ফাহ্বাক্ব্‌ক্বা 'আলাইনা- ক্বাওলু রাব্বিনা~, ইন্না- লাযা—ইক্বূন।

উপর ছিল না। বরং তোমরা ছিলে অবাধ্য সম্প্রদায়। (৩১) সুতরাং এখন আমাদের উপর আমাদের প্রতিপালকের বাণী সত্য হয়েছে, আমাদের (শাস্তি) ভোগ করতেই হবে।

﴿٣١﴾ فاغوينكم انا كنا غوين ﴿٣٢﴾ فانهم يومئذ في العذاب مشتركون

৩২। ফাআগ্‌ওয়াইনা-কুম্ ইন্না- কুন্না- গা-ওয়ীন। ৩৩। ফাইন্নাহুম ইয়াওমাইযিন্ ফিল্ 'আযা-বি মুশ্‌তারিকূন।

(৩২) আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম, কারণ, আমরা নিজেরাও পথভ্রষ্ট ছিলাম। (৩৩) অতঃপর সেদিন তারা (সব) শাস্তিতে শরীক হবে।

﴿٣٣﴾ انا كذلك نفعل بالمجرمين ﴿٣٤﴾ انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله

৩৪। ইন্না- কাযা-লিকা নাফ'আলু বিল্‌মুজ্‌রিমীন। ৩৫। ইন্নাহুম কা-নূ~ইযা- ক্বীলা লাহুম লা~ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু,

(৩৪) আমি এভাবেই করে থাকি গুনাহগার (মুশরিক)-দের প্রতি। (৩৫) তারা এমন ছিল যে, যখন তাদের কাছে বলা হত যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তখন তারা

يستكبرون ﴿٣٥﴾ ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون ﴿٣٦﴾ بل جاء

ইয়াস্‌তাক্‌বিরূন। ৩৬। ওয়া ইয়াক্বূলূনা আইন্না- লাতা-রিকূ~আ-লিহাতিনা- লিশা-'ইরিম্ মাজ্‌নূন। ৩৭। বাল্ জ্বা—আ

অহংকার করত (৩৬) এবং বলত, আমরা কি আমাদের মাবুদগণকে এক উন্মাদ কবির (কথার) জন্য ছেড়ে দিব? (৩৭) (আল্লাহ বলেন) সে (নবী) সত্য (দ্বীন)

بالحق وصدق المرسلين ﴿٣٧﴾ انكم لذائقوا العذاب الاليم ﴿٣٨﴾ وما تجزون

বিল্‌হাক্ক্বি ওয়া স্বাদ্দাক্বাল মুরসালীন। ৩৮। ইন্নাকুম লাযা—ইক্বুল 'আযা-বিল্ আলীম। ৩৯। ওয়া মা- তুজ্‌যাওনা

নিয়ে এসেছে এবং সে সব রাসূলগণকে সত্যায়িত করে। (৩৮) (হে কাফির) তোমরা তো অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। (৩৯) আর তোমাদেরকে কেবল

الا ما كنتم تعملون ﴿٣٩﴾ الا عباد الله المخلصين ﴿٤٠﴾ اولئك لهم رزق معلوم

ইল্লা- মা- কুন্‌তুম তা'মালূন। ৪০। ইল্লা- 'ইবা-দাল লা-হিল্ মুখ্‌লাস্বীন। ৪১। উলা—ইকা লাহুম্ রিয্‌কুম্ 'মালূম।

তারই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে। (৪০) তবে তারা ব্যতীত, যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা। (৪১) তাদের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট রিযিক,

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৮) ঃ عن اليمين - ডান হাতে সাধারণত শক্তি বেশী থাকে। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্য জোর করতে এবং আমাদের সামনে তোমাদের শক্তি নিয়ে হাজির হতে, যাতে আমরা তোমাদের পথ অনুসরণ করি। (তাঃ ওসমানী)

○ টীকা (আঃ ২৮) ঃ মূলে 'ইয়ামীন' ডানহাত ব্যবহৃত হয়েছে। বাগ্‌ধারা অনুসারে যদি এর অর্থ শক্তি ও ক্ষমতা গ্রহণ করা হয় তবে এর মর্ম হবে- তোমরা জবরদস্তিমূলকভাবে আমাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে? আর যদি এর অর্থ মঙ্গল ও শুভ গ্রহণ করা হয় তবে এর মর্ম হবে- তোমরা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীর বেশ ধরে আমাদেরকে প্রতারিত করেছিলে। আর যদি এর অর্থ শপথ বলে ধরা হয় তবে অর্থ হবে- তোমরা শপথ করে করে আমাদেরকে নিশ্চিন্ততা দান করেছিলে যে- যা তোমরা পেশ করছো সেটাই সত্য। (কুঃ কারীম)

﴿٤١﴾ فواكه وهم مكرمون ﴿٤٢﴾ في جنت النعيم ﴿٤٣﴾ على سرر متقبلين ﴿٤٤﴾ يطاف

৪২। ফাওয়া-কিহু, ওয়া হুম্ মুকরামূন। ৪৩। ফী জ্বান্না-তিন্ না'ঈম। ৪৪। 'আলা- সুরুরিম্ মুতাক্বা-বিলীন। ৪৫। ইউত্বা-ফু

(৪২) ফলসমূহ এবং তারা হবে সম্মানিত। (৪৩) তারা সুখময় জান্নাতে, (৪৪) তা সামনা-সামনি আসনের উপর বসবে। (৪৫) প্রবাহিত

عليهم بكاس من معين ﴿٤٥﴾ بيضاء لذة للشربين ﴿٤٦﴾ لا فيها غول

'আলাইহিম্ বিকা'সিম্ মিম্ মা'ঈনিম। ৪৬। বাইদ্বা—আ লায্‌যাতিল্ লিশ্‌শা-রিবীন। ৪৭। লা- ফীহা- গাওলুঁও

শরাবের পেয়ালা তাদের সামনে পরিবেশন করা হবে। (৪৬) যা হবে সাদা রং এর, সু-স্বাদু হবে পানকারীদের জন্য। (৪৭) তাতে নেশা জাতীয় কিছুই নেই

ولا هم عنها ينزفون ﴿٤٧﴾ وعندهم قصرت الطرف عين ﴿٤٨﴾ كانهن بيض

ওয়ালা- হুম্ 'আন্‌হা- ইউন্‌যাফূন। ৪৮। ওয়া 'ইন্‌দাহুম ক্বা-স্বিরা-তুত্ব ত্বার্‌ফি 'ঈন। ৪৯। কাআন্নাহুন্না বাইদ্বুম্

এবং তা পানে তারা মাতালও হবে না। (৪৮) এবং তাদের কাছে থাকবে দৃষ্টি অবনতকারী, বড় বড় (সুন্দর) চোখ ওয়ালা (হুর) গণ। (৪৯) মনে হয় যেন তারা লুক্কায়িত

مكنون ﴿٤٩﴾ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴿٥٠﴾ قال قائل منهم

মাক্‌নূন। ৫০। ফাআক্ববালা 'বাদ্বুহুম্ 'আলা- 'বাদ্বিই ইয়াতাসা—আলূন। ৫১। ক্বা-লা ক্বা—ইলুম্ মিন্‌হুম

ডিম। (৫০) (জান্নাতীগণ) একজন অন্য জনের দিকে মুখ করে (সামনা সামনি হয়ে) জিজ্ঞেস করবে। (৫১) তাদের মধ্যে একজন বলবে,

اني كان لي قرين ﴿٥١﴾ يقول ائنك لمن المصدقين ﴿٥٢﴾ ءاذا متنا وكنا ترابا

ইন্নী কা-না লী ক্বারীন। ৫২। ইয়াক্বূলু আইন্নাকা লামিনাল্ মুস্বাদ্দিক্বীন। ৫৩। আইযা- মিত্‌না- ওয়া কুন্না- তুরা-বাওঁ

আমার একজন (পৃথিবীতে) বন্ধু ছিল, (৫২) সে (আমাকে) বলত, তুমি কি (কিয়ামতে) বিশ্বাসকারী? (৫৩) আমরা যখন মারা যাব এবং মাটি ও হাড্ডি হয়ে যাব

وعظاما ءانا لمدينون ﴿٥٣﴾ قال هل انتم مطلعون ﴿٥٤﴾ فاطلع فراه في

ওয়া 'ইজা-মান্ আইন্না- লামাদীনূন। ৫৪। ক্বা-লা হাল্ আন্‌তুম্ মুত্ত্বালি'ঊন। ৫৫। ফাত্ত্বালা'আ ফারাআ-হু ফী

তখন কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে? (৫৪) আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি একটু ঝুঁকে তাঁকে দেখতে চাও? (৫৫) অতঃপর সে নীচে ঝুঁকবে এবং তাকে জাহান্নামের

سواء الجحيم ﴿٥٥﴾ قال تالله ان كدت لتردين ﴿٥٦﴾ ولولا نعمة ربي لكنت

সাওয়া—ইল্ জ্বাহীম। ৫৬। ক্বা-লা তাল্লা-হি ইন্ কিত্‌তা লাতুর্‌দীন। ৫৭। ওয়া লাওলা- 'নিমাতু রাব্বী লাকুন্‌তু

মধ্যে দেখতে পাবে। (৫৬) সে (জান্নাতী) বলবে, আল্লাহর শপথ! তুমি তো আমাকে ধ্বংস করাই শুরু করেছিলে, (৫৭) আমার প্রতিপালকের রহমত না হলে, তবে আমিও

من المحضرين ﴿٥٧﴾ افما نحن بميتين ﴿٥٨﴾ الا موتتنا الاولى وما نحن

মিনাল্ মুহ্‌দ্বারীন। ৫৮। আফামা- নাহ্‌নু বিমাইয়্যিতীন। ৫৯। ইল্লা- মাওতাতানাল্ উলা- ওয়ামা- নাহ্‌নু

জাহান্নামে উপস্থিতদের মধ্যে হতাম। (৫৮) আমরা তো আর (জান্নাতে) মরব না (৫৯) আমাদের প্রথম বারের মরণের পরে এবং আমরা

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ بيض مكنون - অর্থাৎ শুভ্র মুরগীর ডিম। যা খুবই সুন্দর রং-এর হয়ে থাকে এবং ডিমগুলো, মুরগী তার পাখার নীচে খুবই যত্নের সাথে লুকিয়ে রাখে। তাতে ডিমের সৌন্দর্য নষ্ট হতে পারে না। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৫৯) ঃ বেহেশতবাসীগণ পরস্পর আলোচনা করতে করতে তাদের পার্থিব বিপথগামী জনৈক বন্ধুর কথা স্মরণ করে বলবে- চল আমরা তার অবস্থা দেখি। তৎপর তারা তাকিয়ে দেখবে যে, সে কেরামত অবিশ্বাসী বিপথগামী লোক দোযখে পতিত হয়ে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করতেছে। তখন তারা তাকে বলবে- পৃথিবীতে যদি আমরা তোমার কথা অনুযায়ী চলতাম তবে আমরাও এরূপে শাস্তি পেতাম। করুণাময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণায় আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এক্ষণে অবহিত হও, আমরা মাত্র একবারই মৃত্যুর কবলে পতিত হয়েছিলাম। এখন আমরা অনন্ত জীবন লাভ করে চিরসুখী হয়েছি। এটাই পরম সাফল্য। (কুঃ কাঃ)

بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٦٠﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦١﴾ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ○

বিমু'আয্যাবীন । ৬০ । ইন্না হা-যা- লাহুওয়াল্ ফাওযুল 'আজীম । ৬১ । লিমিছ্লি হা-যা- ফাল্ ই'য়ামালিল্ 'আ-মিলূন ।
তো আর শাস্তি পাব না? (৬০) (জান্নাতীদের জন্য) এটাতো বিরাট সফলতা । (৬১) এরূপ সাফল্য লাভের জন্য কর্মশীলদের সাধনা করা উচিত ।

﴿٦٢﴾ اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿٦٣﴾ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ○

৬২ । আযা-লিকা খাইরুন্ নুযুলান্ আম্ শাজ্বারাতুয্ যাক্কুম । ৬৩ । ইন্না- জ্বা'আল্না-হা- ফিত্নাতাল্ লিজ্জা-লিমীন ।
(৬২) আতিথেয়তার জন্য কি এটাই উত্তম, না যাক্কুম বৃক্ষ? (৬৩) আমি এটা জালিমদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ বানিয়ে রেখেছি ।

﴿٦٤﴾ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿٦٥﴾ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ○

৬৪ । ইন্নাহা- শাজ্বারাতুন্ তাখ্রুজু ফী~আস্বলিল্ জ্বাহীম । ৬৫ । ত্বাল্'উহা- কাআন্নাহূ রুঊসুশ্ শায়া-ত্বীন ।
(৬৪) এ (যাক্কুম) বৃক্ষ জাহান্নামের (তল) দেশ থেকে উৎপন্ন হয় । (৬৫) যার গুচ্ছ (শাখা) শয়তানের মাথার মত ।

﴿٦٦﴾ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا

৬৬ । ফাইন্নাহুম লাআ-কিলূনা মিন্হা- ফামা-লিঊনা মিন্হাল্ বুতূন । ৬৭ । ছুম্মা ইন্না লাহুম 'আলাইহা- লাশাওবাম্
(৬৬) তারা (জাহান্নামীরা) সে বৃক্ষ থেকেই খাবে এবং তা দিয়েই উদর পূর্ণ করবে । (৬৭) অতঃপর তাদের (পিপাসা মিটানোর) জন্য থাকবে গরম

مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ﴿٦٩﴾ اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ○

মিন্ হ্বামীম । ৬৮ । ছুম্মা ইন্না মার্জ্বি'আহুম্ লাইলাল্ জ্বাহীম । ৬৯ । ইন্নাহুম্ আল্ফাও আ-বা—আহুম দ্বা—ল্লীন ।
পানির মিশ্রণ । (৬৮) এবং তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল হবে জাহান্নামেরই দিকে । (৬৯) নিশ্চয়ই তারা তাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পেয়েছিল বিভ্রান্ত অবস্থায় ।

﴿٧٠﴾ فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَلَقَدْ

৭০ । ফাহুম্ 'আলা~আ-ছা-রিহিম্ ইউহ্রা'উন । ৭১ । ওয়া লাক্বাদ্ দ্বাল্লা ক্বাব্লাহুম্ আকছারুল্ আওয়্যালীন ৭২ । ওয়া লাক্বাদ্
(৭০) এবং তারা তাদের পদ চিহ্নের উপর দৌড়াতে ছিল । (৭১) তাদের পূর্বেও অনেক লোক, বিভ্রান্ত হয়েছিল অতীতের (৭২) এবং আমি তাদের মাঝে

اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٤﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ

আর্সাল্না- ফীহিম্ মুন্যিরীন । ৭৩ । ফান্জুর্ কাইফা কা-না 'আক্বিবাতুল মুন্যারীন । ৭৪ । ইল্লা- 'ইবা-দাল্লা-হিল্
ভীতি প্রদর্শনকারী (নবী) প্রেরণ করেছিলাম । (৭৩) এখন দেখ তাদের পরিণাম (শাস্তি) কেমন হয়েছিল, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল । (৭৪) কিন্তু আল্লাহর একনিষ্ঠ

الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٦﴾ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ

মুখ্লাস্বীন । ৭৫ । ওয়ালা ক্বাদ্ না-দা-না- নূহুন্ ফালা'নিমাল্ মুজ্বীবূন । ৭৬ । ওয়া নাজ্জ্বাইনা-হু ওয়া আহ্লাহূ
বান্দাদের ব্যতীত । (৭৫) আমাকে নূহ ডেকেছিলেন, আমি কত উত্তম জবাব দাতা । (৭৬) আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনদেরকে কঠিন মসিবত

২ ع ৩ ৬ রুকূ

○ টীকা (আঃ ৬০) ঃ অর্থাৎ, আনন্দের আবেগে বলবে, আল্লাহ যাবতীয় বিপদ ও কষ্ট হতে তাকে মুক্তি দিয়ে চিরতরে নিশ্চিন্ত করেছেন । (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৬৪) ঃ বায়যাবী (র) লিখেছেন, যাক্কুম বৃক্ষের পাতাগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং দুর্গন্ধময় তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট । মোহরা' এবং 'সিজ' গাছ প্রায় এর সদৃশ । (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৬৫) ঃ কেননা, তারা এর অস্তিত্ব অবিশ্বাস করে এবং বিদ্রূপ করে বলে, 'যাক্কুম' অর্থ মাখন ও খোরমা, এটা তো খুব সুস্বাদু । আরও বলে যে, 'যাক্কুম' বৃক্ষ হলে অগ্নিতে উৎপন্ন হয় কিরূপে? সম্মুখে এর উত্তর আসছে । (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৬) ঃ ......اهله - পরিবার দ্বারা বুঝানো হয়েছে, হযরত নূহের (আ) প্রতি ঈমান গ্রহণকারীগণকে । তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে যারা মুমিন তারাও এর অন্তর্ভুক্ত । الكرب العظـ – (মহা বিপদ) অর্থাৎ মহা তুফান । যাতে হযরত নূহের (আ) সম্প্রদায় (যারা মুমিন ছিল না) নিমজ্জিত হয়েছিল । (কুঃ কারীম)

مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٧﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي

মিনাল্ কার্বিল্ 'আজীম । ৭৭ । ওয়া জ্বা'আল্না- যুর্রিয়্যাতাহূ হুমুল্ বা-ক্বীন । ৭৮ । ওয়া তারাক্না- 'আলাইহি ফিল্
থেকে রক্ষা করেছিলাম । (৭৭) এবং আমি তার সন্তানদেরকে (বংশধারা রাখায়) বাকি রেখেছি । (৭৮) আমি জারী রেখেছি পরবর্তীদের মধ্যে

الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٩﴾ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○

আ-খিরীন । ৭৯ । সালা-মুন্ 'আলা- নূহিন্ ফিল্ 'আ-লামীন । ৮০ । ইন্না- কাযা-লিকা নাজ্বযিল্ মুহ্সিনীন ।
তার উত্তম আলোচনা, (৭৯) সারা জাহানে নূহের প্রতি 'সালাম' (শান্তি) বর্ষিত হোক । (৮০) নিশ্চয়ই আমি এভাবে পুণ্যবানদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি ।

﴿٨١﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ

৮১ । ইন্নাহূ মিন্ 'ইবা-দিনাল্ মু'মিনীন । ৮২ । ছুম্মা আগ্রাক্নাল্ আ-খারীন । ৮৩ । ওয়া ইন্না মিন্ শী'আতিহী
(৮১) সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত । (৮২) অতঃপর আমি অন্য সবকে ডুবিয়ে দিলাম । (৮৩) ইবরাহীম তো নূহের অনুসারীদের

لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٤﴾ اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٥﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا

লাইব্রা-হীম । ৮৪ । ইয্ জ্বা—আ রাব্বাহূ বিক্বাল্বিন্ সালীম । ৮৫ । ইয্ ক্বা-লা লিআবীহি ওয়া ক্বাওমিহী মা-যা-
অন্তর্ভুক্ত ছিল । (৮৪) স্মরণ করুন! যখন সে তার রবের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন পবিত্র আত্মা নিয়ে, (৮৫) যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের

تَعْبُدُوْنَ ﴿٨٦﴾ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ﴿٨٧﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

তা'বুদূন । ৮৬ । আইফ্কান্ আ-লিহাতান্ দূনাল্লা-হি তুরীদূন । ৮৭ । ফামা- জান্নুকুম্ বিরাব্বিল্ 'আ-লামীন ।
ইবাদত (পূজা) করছ? (৮৬) তোমরা কি মিথ্যা মাবুদকে চাও, আল্লাহর পরিবর্তে? (৮৭) তোমাদের সারা'জাহানের প্রতিপালক (আল্লাহ) সম্পর্কে কি ধারণা?

﴿٨٨﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ﴿٨٩﴾ فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ﴿٩٠﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ○

৮৮ । ফানাজারা নাজ্রাতান্ ফিন্ নুজূম । ৮৯ । ফাক্বা-লা ইন্নী সাক্বীম । ৯০ । ফাতাওয়াল্লাও 'আন্হু মুদ্বিরীন ।
(৮৮) অতঃপর সে তারকাগুলোর প্রতি একবার তাকালেন । (৮৯) অতঃপর সে বললেন, নিশ্চয়ই আমি ব্যাধিগ্রস্ত । (৯০) একথায় তারা সব (তাকে রেখে) চলে গেল ।

○ টীকা (আঃ ৯০) ঃ এস্থলে কতিপয় মর্যাদাসম্পন্ন অধ্যবসায়ী ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরিত মহাপুরুষগণের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে; যাতে দুষ্টবুদ্ধি মক্কাবাসীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে । তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যবসায়ী মহাপুরুষদ্বয় হযরত নূহ (আ) ও হযরত ইবরাহিম (আ)-এর জীবনেতিহাস সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনার সাথে হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর যুগের ঘটনার বিশেষ সামঞ্জস্য রয়েছে । হযরত নূহ (আ)-এর যুগে জগৎব্যাপী অধর্ম অনাচারের প্রবল স্রোত চলতেছিল, এর গতিরোধ করার জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন । তিনি দেশবাসীকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত সৎপথে আহ্বান করে যখন অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন, তখন তাঁর কতিপয় অনুগামী ব্যতীত তারা সকলেই মহাপ্লাবনে পতিত হয়ে নিমজ্জিত হল । উদ্ধার প্রাপ্তগণের বংশধর অবশিষ্ট রয়ে গেল । হযরত নূহ (আ)-এর সত্যসাধনার কথা লোকে বিস্মৃত হয় না, এখনও তাঁর প্রতি সালাম প্রেরিত হয় । মহাপুরুষ হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর আবির্ভাবের যুগেও জগতের লোক অনুরূপ অধর্ম অনাচার কল্পিত উপাস্যের আরাধনা উপাসনা প্রভৃতি গর্হিত কার্যে লিপ্ত ছিল । তাদের পাপব্যাধির আশু সুচিকিৎসার জন্য পারদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসকরূপে হযরত মহানবী (সা) প্রেরিত হয়েছিলেন । তাঁর ক্রটিহীন সুচিকিৎসা অল্পদিনের মধ্যে সুফলপ্রসূ হল । নূহ (আ)-এর যুগে বিধর্মীরা নিমজ্জিত হয়েছিল । আর হযরত নবী করীম (সা)-এর যুগে লোক ধ্বংস হতে পরিত্রাণ পেয়ে ধর্মালোকে তাদের হৃদয়াকাশ সমুদ্ভাসিত হল । জাহাজারোহী মুষ্টিময় লোক হযরত নূহ (আ)-এর শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করেছিল; পক্ষান্তরে বিশ্বের কোটি কোটি লোক হযরত মহানবী (সা)-এর ত্রুটিহীন সুশিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে । তন্মধ্যে যারা তাঁর অনুপম শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করেছে তারা সফলকাম হয়েছে এবং যারা অমান্য করে সত্যদ্রোহীতা করেছে তারা নিষ্ট হয়েছে । হযরত নূহ (আ)-এর যুগের লোকদের পরিত্রাণপথ বা জাহাজ ছিল কাষ্ঠ নির্মিত আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জাহাজ হচ্ছে সুশিক্ষা প্রাপ্ত তাঁর প্রিয় সহচরগণ ও জ্ঞানগর্ভ পবিত্র কোরআন যা কেয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকবে ।
দ্বিতীয় ঘটনা ঃ হযরত ইবরাহীমের (আ) । তাঁর সম্প্রদায় এমন কি জন্মদাতা পিতাও ঘোর পৌত্তলিক ছিল । তাঁরা মূর্তি ও নক্ষত্র পুঞ্জের পূজা করত । তিনি তাদের ঐ সমস্ত কল্পিত শক্তিহীন উপাস্যসমূহের অসারতা যুক্তিসহকারে প্রতিপন্ন করে তাদেরকে ধর্ম পথে আহ্বান করতে লাগলেন । কিন্তু তারা তাকে মান্য করল না, উপরন্তু তাকে বিবিধ প্রকারে উৎপীড়ন করতে বদ্ধ পরিকর হল । প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে তাঁকে নিক্ষেপ করল । আল্লাহ তা'আলা তাকে তা থেকে উদ্ধার করলেন অবশেষে তিনি শামদেশ অভিমুখে রওয়ানা হলেন । (কুঃ কারীম)

فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ

৯১। ফারা-গা ইলা~আ-লিহাতিহিম্ ফাক্বা-লা আলা- তা'কুলূন। ৯২। মা-লাকুম লা- তান্‌ত্বিকূন। ৯৩। ফারা-গা

(৯১) অতঃপর তিনি তাদের দেবতাদের কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমরা খাদ্য গ্রহণ কর না কেন?' (৯২) 'তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কথা বল না?' (৯৩) এরপর

عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾

'আলাইহিম্ দ্বারবাম্ বিল্ ইয়ামীন। ৯৪। ফাআক্ববালূ~ইলাইহি ইয়াযিফ্‌ফূন। ৯৫। ক্বা-লা আতা'বুদূনা মা- তান্‌হিতূন।

তিনি তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে সবলে আঘাত হানলেন। (৯৪) লোকেরা তার দিকে ছুটে এল। (৯৫) তিনি বললেন, 'তোমরা তো স্বহস্তে নির্মিত প্রস্তর মূর্তির পূজা কর?'

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾

৯৬। ওয়াল্লা-হু খালাক্বাকুম্ ওয়ামা- তা'মালূন। ৯৭। ক্বা-লুব্ নূ লাহূ বুন্‌ইয়া-নান্ ফাআলক্বূহু ফিল্ জ্বাহীম।

(৯৬) 'আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের তৈরী বস্তুকেও সৃষ্টি করেছেন।' (৯৭) তারা বলল, 'অগ্নিকুন্ড বানাও, অতঃপর একে অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।'

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي

৯৮। ফাআরা-দূ বিহী কাইদান্ ফাজ্বা'আল্‌না- হুমুল্ আস্‌ফালীন। ৯৯। ওয়া ক্বা-লা ইন্নী যা-হিবুন্ ইলা- রাব্বী

(৯৮) তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে অতি নীচ করে দিলাম। (৯৯) এবং তিনি বলেছিলেন, আমিতো আমার রবের দিকে চললাম, নিশ্চয়ই তিনি

سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا

সাইয়াহ্‌দীন। ১০০। রাব্বি হাব্‌লী মিনাস্ব স্বা-লিহ্বীন। ১০১। ফাবাশ্ শার্‌না-হু বিগুলা-মিন্ হ্বালীম। ১০২। ফালাম্মা-

আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। (১০০) হে আমার রব! আমাকে একটি নেক সন্তান দান করুন। (১০১) অতঃপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম একটি সহিষ্ণু পুত্রের। (১০২) যখন

بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ

বালাগা মা'আহুস্ 'সাইয়া ক্বা-লা ইয়া- বুনাইয়্যা ইন্নী~আরা-ফিল্ মানা-মি আন্নী~আয্‌বাহুকা ফান্‌জুর্

সে সন্তান, তার পিতার সাথে চলা ফেরার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। এখন তুমি চিন্তা করে বল,

مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ

মা-যা- তারা-; ক্বা-লা ইয়া~আবাতিফ্ 'আল্ মা- তু'মারু, সাতাজ্বিদুনী~ইন্‌শা—আল লা-হু মিনাস্ব

এ ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত কি? সে (পুত্র) বললেন, হে আমার আব্বা! যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে ভাবেই করুন। আপনি আমাকে পাবেন ধৈর্যশীল হিসেবে, যদি আল্লাহ

الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾

স্বা-বিরীন্। ১০৩। ফালাম্মা~আস্‌লামা- ওয়া তাল্লাহূ লিল্‌জ্বাবীন। ১০৪। ওয়ানা- দাইনা-হু আঁই ইয়া~ইব্রা-হীম।

ইচ্ছা করেন, (১০৩) যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রদর্শন করলেন এবং তিনি তার পুত্রকে কাত করে শোয়াইলেন, (১০৪) তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, 'হে ইবরাহীম!

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ

১০৫। ক্বাদ্ স্বাদ্দাক্বতার্ রু'ইয়া- ইন্না- কাযা-লিকা নাজ্‌যিল্ মুহ্বসিনীন। ১০৬। ইন্না হা-যা- লাহুওয়াল্

(১০৫) আপনি আপনার স্বপ্ন সত্যিকার ভাবেই বাস্তবায়ন করেছেন। এভাবেই আমি পুণ্যবানদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১০৬) নিশ্চয়ই এটা ছিল একটি

الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾

বালা—উল্ মুবীন। ১০৭। ওয়া ফাদাইনা-হু বিযিব্‌হ্বিন্ 'আজীম। ১০৮। ওয়া তারাক্‌না- 'আলাইহি ফিল্ আ-খিরীন।

প্রকাশ্য পরীক্ষা। (১০৭) এবং আমি তার যবেহর বিনিময়, বড় একটি যবেহর পশু দিয়ে দিলাম। (১০৮) এবং তার উত্তম আলোচনা পরবর্তীদের মাঝেও জারী রেখেছি।

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾

১০৯। সালা-মুন্ 'আলা~ইব্‌রা-হীম। ১১০। কাযা-লিকা নাজ্‌যিল্ মুহ্বসিনীন। ১১১। ইন্নাহূ মিন্ 'ইবা-দিনাল্ মু'মিনীন।

(১০৯) সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক ইবরাহীমের প্রতি। (১১০) আমি এভাবেই পুণ্যবানদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১১১) সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের মধ্য হতে।

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ

১১২। ওয়া বাশ্‌শার্‌না-হু বিইস্‌হ্বা-ক্বা নাবিয়্যাম্ মিনাস্ব স্বা-লিহ্বীন। ১১৩। ওয়া বা-রাক্‌না- 'আলাইহি ওয়া 'আলা~ইস্‌হ্বা-ক্বা ;

(১১২) আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাক সম্পর্কে, যিনি নবী হবে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (১১৩) আমি তার প্রতি বরকত নাযিল করেছিলাম এবং তার (পুত্র)

وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ

ওয়া মিন্ যুর্‌রিয়্যাতিহিমা- মুহসিনুঁও ওয়া জা-লিমুল্ লিনাফ্‌সিহী মুবীন। ১১৪। ওয়া লাক্বাদ্ মানান্না- 'আলা- মূসা-

ইসহাকের উপরও এবং তাদের বংশের মধ্য হতে পুণ্যবান এবং কতক নিজের প্রতি প্রকাশ্য জুলুমকারী। (১১৪) আমি মূসা ও হারুনের প্রতি (নবুওয়াত দান করে)

৩ রুকূ ৭

وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ

ওয়া হা-রূন। ১১৫। ওয়া নাজ্জাইনা-হুমা- ওয়া ক্বাওমাহুমা- মিনাল্ কার্‌বিল্ 'আজীম। ১১৬। ওয়া নাস্বার্‌না- হুম ফাকা-নূ হুমুল্

অনুগ্রহ করেছিলাম (১১৫) এবং আমি রক্ষা করেছিলাম তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি থেকে। (১১৬) এবং আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম ফলে তারা

الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾

গা-লিবীন। ১১৭। ওয়া আ-তাইনা- হুমাল্ কিতা-বাল্ মুস্‌তাবীন। ১১৮। ওয়া হাদাইনা- হুমাস্ব স্বিরা-ত্বাল্ মুস্‌তাক্বীম।

বিজয়ী হয়েছিলেন। (১১৭) আমি তাদের উভয়কে প্রদান করেছিলাম সু-স্পষ্ট কিতাব। (১১৮) এবং আমি তাদের উভয়কে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ

১১৯। ওয়া তারাক্‌না- 'আলাইহিমা- ফিল্ আ-খিরীন। ১২০। সালা-মুন্ 'আলা- মূসা- ওয়া হা-রূন। ১২১। ইন্না- কাযা-লিকা

(১১৯) এবং আমি তাদের উভয়ের প্রশংসা (জারী) রেখেছি পরবর্তীদের মাঝে। (১২০) মূসা ও হারুনের প্রতি সালাম (শান্তি)। (১২১) আমি এভাবেই পুণ্যবানদেরকে

نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ

নাজ্‌যিল্ মুহ্বসিনীন। ১২২। ইন্নাহুমা- মিন্ 'ইবা-দিনাল্ মু'মিনীন। ১২৩। ওয়া ইন্না ইল্‌ইয়া-সা লামিনাল্

প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১২২) তারা উভয়ই ছিলেন আমার মুমিন বান্দাদের মধ্য হতে। (১২৩) ইলিয়াসও ছিলেন রাসূলগণেরই

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০৭) ঃ بذبح عظيم - বড় যবেহ একটি ভেড়া ছিল। যেটি আল্লাহ তায়ালা জান্নাত থেকে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে প্রেরণ করেছিলেন। (ইবন কাসীর) ○ টীকা (আঃ ১০৭) ঃ কেহ বলেন, এ জন্তুটি একটি সাধারণ দুম্বা ছিল। আকারে বড় বলে عظيم - (শ্রেষ্ঠ) বলা হয়েছে ; আবার কেহ বলেন, বেহেশত থেকে প্রেরিত হয়েছিল। আর বেহেশতী বলে عظيم শব্দে সম্মানিত বুঝান হয়েছে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১১৩) ঃ তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁদের বংশে খুব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাঁদের বংশে বহু সংখ্যক নবী হয়েছিলেন। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১১৪) ঃ এতে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আদী-পুরুষ বুযুর্গ হলে তাতে সন্তানের কোনই কাজ হয় না, যদি তারা নিজেরা ঈমান হতে বঞ্চিত থাকে। এতে ইহুদী সম্প্রদায়ের আলেমদের দর্শন চূর্ণ হয়ে গেল। (বঃ কোঃ)

الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ

মুর্সালীন। ১২৪। ইয্ ক্বা-লা লিক্বাওমিহী~আলা- তাত্তাক্বূন। ১২৫। আতাদ্'ঊনা 'বালাওঁ ওয়া তাযারূনা আহ্সানাল্

একজন। (১২৪) যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করনা? (১২৫) তোমরা কি বা'আলকে পূজা করবে? এবং শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টিকর্তাকে পরিত্যাগ

الْخَالِقِيْنَ ﴿١٢٥﴾ اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ

খা-লিক্বীন। ১২৬। আল্লা-হা রাব্বাকুম ওয়া রাব্বা আ-বা—ইকুমুল্ আওয়্যালীন। ১২৭। ফাকায্যাবূহু ফাইন্নাহুম

করছ? (১২৬) আল্লাহ, যিনি তোমাদের রব, এবং রব তোমাদের পূর্ব পিতৃপুরুষদের। (১২৭) তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, সুতরাং তাদেরকে (শাস্তির জন্য) উপস্থিত

لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝

লামুহ্দ্বারূন। ১২৮। ইল্লা- 'ইবা-দাল্লা-হিল্ মুখ্লাস্বীন। ১২৯। ওয়া তারাক্না- 'আলাইহি ফিল্ আ-খিরীন।

করা হবেই। (১২৮) তবে আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ ব্যতীত। (১২৯) আমি তাদের প্রশংসা পরবর্তীগণের মাঝে জারী রেখেছি।

﴿١٢٩﴾ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا

১৩০। সালা-মুন্ 'আলা~ইল্ ইয়া-সীন। ১৩১। ইন্না- কাযা-লিকা নাজ্যিল্ মুহ্সিনীন। ১৩২। ইন্নাহূ মিন্ 'ইবা-দিনাল্

(১৩০) ইলিয়াসের উপর সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক। (১৩১) এমনিইভাবে আমি পুণ্যবানদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৩২) সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾ وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٣﴾ اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ۝

মু'মিনীন। ১৩৩। ওয়া ইন্না লূত্বাল্ লামিনাল্ মুর্সালীন। ১৩৪। ইয্ নাজ্জাইনা-হু ওয়া আহ্লাহূ~আজ্মা'ঈন।

মধ্য হতে। (১৩৩) লূতও ছিলেন রাসূলদের একজন। (১৩৪) আমি রক্ষা করেছিলাম তাকে ও তার পরিবার-পরিজনের সকলকে,

﴿١٣٤﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٣٦﴾ وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ

১৩৫। ইল্লা- 'আজ্যান্ ফিল্ গা-বিরীন। ১৩৬। ছুম্মা দাম্মার্নাল্ আ-খারীন। ১৩৭। ওয়া ইন্নাকুম লাতামুর্রূনা

(১৩৫) শুধু সে বৃদ্ধা ব্যতীত, যে পেছনে অবস্থানকারীদের মধ্যে ছিল। (১৩৬) অতঃপর আমি অন্যদেরকে ধ্বংস করেছিলাম। (১৩৭) আর তোমরা তো অবশ্যই (তাদের ধ্বংসের)

عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالَّيْلِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٨﴾ وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

'আলাইহিম্ মুস্ববিহীন। ১৩৮। ওয়া বিল্লাইলি ; আফালা- 'তাক্বিলূন। ১৩৯। ওয়া ইন্না ইউনুসা লামিনাল্ মুরসালীন।

সে স্থানগুলো হতে চলাফেরা করে থাক সকাল ও (১৩৮) সন্ধ্যায়; এরপরেও কি তোমাদের জ্ঞান হয় না? (১৩৯) এবং ইউনুস, সে রাসূলগণের মধ্য হতেই একজন।

ع ৪ ৮ রুকূ

﴿١٣٩﴾ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۝

১৪০। ইয্ আবাক্বা ইলাল্ ফুল্কিল্ মাশ্হূন। ১৪১। ফাসা- হামা ফাকা-না মিনাল্ মুদ্হাদ্বীন।

(১৪০) স্মরণ করুন! যখন সে পলায়ন করে বোঝাইকৃত নৌকায় পৌছল, (১৪২) অতঃপর তারা (নৌকার লোকেরা) কোরা লটারী ধরল, তাতে ইউনুস পরাজিত হল।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১২৫) ঃ ....بعلا - বা'আল একটি প্রতিমার নাম। যেটি চার মুখ বিশিষ্ট ছিল এবং ত্রিশ গজ উঁচু ছিল। (তাঃ কাদেরী)

○ টীকা (আঃ ১২৬) ঃ কেননা, অপর নির্মাতাগণ শুধু কোন কোন বস্তুকে সংমিশ্রিত ও সংযোজিত করতে পারে। তাও ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত পদার্থকে নূতন করে সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং সে নির্মাতাগণ তাদের নির্মিত পদার্থে প্রাণ দান করতে পারে না। আর আল্লাহ প্রাণ দান করে থাকেন। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ১৩৮) ঃ প্রাতঃকাল এবং রাত্রি কালের উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে যে, আরব দেশে প্রায়শঃ রাত্রির প্রথম হতে ভোর পর্যন্ত ভ্রমণ করারই অভ্যাস। লূত সম্প্রদায়ের বিধ্বস্ত স্থান হতে যদি যাত্রার মনযিল আরম্ভ হয়ে থাকে, তবে পথিকগণ রাত্রিকালে তা অতিক্রম করবে, আর যদি ঐ স্থানটিতে মনযিল শেষ হয়ে থাকে, তবে প্রাতঃকালে তা অতিক্রম করবে। (বঃ কোঃ)

﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ

১৪২। ফাল্তাক্বামাহুল্ হূতু ওয়া হুওয়া মুলীম। ১৪৩। ফালাওলা~আন্নাহূ কা-না মিনাল মুসাব্বিহীন। ১৪৪। লালাবিছা

(১৪২) অতঃপর মাছ তাকে একেবারেই গলাধঃকরণ করল এবং সে তখন নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগলেন। (১৪৩) সে যদি তাসবীহ পাঠ না করতেন, (১৪৪) তবে

فِىْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَاَنْۢبَتْنَا

ফী বাত্বনিহী ~ইলা- ইয়াওমি ইউব্'আছূন। ১৪৫। ফানাবায্না-হু বিল্ 'আরা—ই ওয়া হুওয়া সাক্বীম। ১৪৬। ওয়া আম্বাত্না-

পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতেন। (১৪৫) আমি তাকে (মাছের পেট হতে) ঢেলে দিলাম, একটি তৃণ বিহীন প্রান্তরে তখন সে ছিল পীড়িত। (১৪৬) এবং আমি উৎপন্ন করলাম

عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾ وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰمَنُوْا

'আলাইহি শাজ্বারাতাম্ মিইঁ ইয়াক্ত্বীন। ১৪৭। ওয়া আর্সাল্না-হু ইলা- মিআতি আল্ফিন্ আও ইয়াযীদূন। ১৪৮। ফাআ-মানূ

তার উপর (ছায়ার জন্য) একটি লাউ গাছ। (১৪৭) অতঃপর আমি তাকে (পুনরায়) প্রেরণ করলাম, এক লক্ষ লোকের দিকে অথবা তার চেয়ে অধিক। (১৪৮) তারা ঈমান

فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ۝

ফামা'ত্তানা-হুম ইলা- হ্বীন। ১৪৯। ফাস্তাফ্তিহিম্ আলিরাব্বিকাল্ বানা-তু ওয়া লাহুমুল্ বানূন।

এনেছিল, সুতরাং আমি তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সম্পদ ভোগ করার সুযোগ দিলাম। (১৪৯) হে নবী! তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমার প্রতিপালকের জন্য কি রয়েছে কন্যা সন্তান, আর তাদের জন্য পুত্র সন্তান?

﴿١٤٩﴾ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ۝

১৫০। আম্ খালাক্বনাল্ মালা—ইকাতা ইনা-ছাওঁ ওয়া হুম শা-হিদূন। ১৫১। আলা~ইন্নাহুম্ মিন্ ইফ্কিহিম লাইয়াক্বূলূন।

(১৫০) অথবা আমি কি ফিরিশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি এবং (সৃষ্টি করার সময়) তারা উপস্থিত ছিল? (১৫১) জেনে রাখ, তারা মিথ্যা বানিয়ে বলছে যে,

﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾ اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ ۫

১৫২। ওয়ালাদাল্লা-হু ওয়া ইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন। ১৫৩। আস্বত্বাফাল্ বানা-তি 'আলাল্ বানীন। ১৫৪। মা-লাকুম্,

(১৫২) আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই ওরা মিথ্যাবাদী। (১৫৩) আল্লাহ কি পুত্রের চেয়ে কন্যাকে বেশী পছন্দ করেন? (১৫৪) তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কি

كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾ اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٦﴾ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ

কাইফা তাহ্কুমূন। ১৫৫। আফালা- তাযাক্কারূন। ১৫৬। আম্ লাকুম সুলত্বা-নুম্ মুবীন। ১৫৭। ফা'তূ বিকিতা-বিকুম

ধরনের (অযৌক্তিক) ফয়সালা করছ? (১৫৫) তোমরা কি (একটুকুও) বুঝনা? (১৫৬) কিংবা তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে? (১৫৭) যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ

ইন্ কুন্তুম্ স্বা-দিক্বীন। ১৫৮। ওয়াজ্বা'আলূ বাইনাহূ ওয়া বাইনাল্ জ্বিন্নাতি নাসাবান ; ওয়া লাক্বাদ 'আলিমাতিল্ জ্বিন্নাতু

থাক, তবে তোমাদের কিতাব নিয়ে আস। (১৫৮) তারা (কাফিরেরা) নির্ধারণ করেছে, আল্লাহ ও জীনদের মধ্যেও আত্মীয়তা। অথচ জীনেরা অবশ্যই জানে যে,

○ টীকা (আঃ ১৪৬) ঃ লাউ-এর প্রকৃতিগত এরূপ গুণ আছে। এর পাতার ছায়ায় মক্ষিকা আসতে পারে না মৎস্যদ্বারা গ্রাসিত হযরত ইউনুছ (আ) যখন তার উদর হতে বহির্গত হয়েছিলেন, তখন তাঁর দেহস্থ চর্মের উপরিভাগ এরূপ ক্ষয় হয়েছিল যে, তাতে মক্ষিকা বসলে ক্ষত হয়ে পড়ত। একারণে মক্ষিকার উপদ্রব নিবারণে লাউ গাছের উৎপত্তি হয়েছিল। ○ টীকা (আঃ ১৪৭) ঃ তিনি নিনুয়া শহরে ধর্ম প্রচার করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। তা মোসেল নগরীর নিকটবর্তী এক শহর ছিল। আবী ইবনে কা'ব বর্ণিত হাদীস মোতাবেক এর লোক সংখ্যা এক লক্ষ বিশ সহস্র ছিল।

إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾

ইন্নাহুম্ লামুহ্দ্বারূন। ১৫৯। সুব্হা-নাল্লা-হি 'আম্মা- ইয়াস্বিফূন। ১৬০। ইল্লা- 'ইবা-দাল্লা-হিল্ মুখ্লাস্বীন।
তাদের উপস্থিত করা হবেই। (১৫৯) আল্লাহ পবিত্র সে সব কথা থেকে তার যা বলে। (১৬০) কিন্তু যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা তারা এর থেকে ভিন্ন।

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾

১৬১। ফাইন্নাকুম্ ওয়ামা- তা'বুদূন। ১৬২। মা~আন্তুম্ 'আলাইহি বিফা-তিনীন। ১৬৩। ইল্লা- মান্ হুওয়া স্বা-লিল্ জ্বাহীম।
(১৬১) তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যরা- (১৬২) কেউ আল্লাহর সম্পর্কে কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। (১৬৩) কেবল পারবে যারা জাহান্নামে যাবে তাদেরকে।

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ

১৬৪। ওয়ামা- মিন্না~ইল্লা-লাহূ মাক্বা-মুম্ 'মালূম। ১৬৫। ওয়া ইন্না- লানাহ্নুস্ব স্বা—ফ্ফূন। ১৬৬। ওয়া ইন্না- লানাহ্নুল্
(১৬৪) (ফিরিশতাগণের কথা) আমাদের প্রত্যেকের জন্যই তো জায়গা নির্ধারিত। (১৬৫) আমরাতো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো থাকি। (১৬৬) আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহর

الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾

মুসাব্বিহূন। ১৬৭। ওয়া ইন্ কা-নূ লাইয়াকূলূন। ১৬৮। লাও আন্না 'ইন্দানা- যিক্রাম্ মিনাল্ আওয়্যালীন।
তাসবীহ বর্ণনাকারী। (১৬৭) তারা (কাফিরেরা) তো বলে আসছে যে, (১৬৮) যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের ন্যায় কোন উপদেশ (কিতাব) আসত,

لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ

১৬৯। লাকুন্না- 'ইবা-দাল্লা-হিল্ মুখ্লাস্বীন। ১৭০। ফাকাফারূ বিহী ফাসাওফা ই'য়ালামূন। ১৭১। ওয়া লাক্বাদ্ সাবাক্বাত্
(১৬৯) অবশ্যই আমরা আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতাম। (১৭০) কিন্তু তারা কুরআনের সাথে কুফরী করল, অতি শীঘ্রই তারা এর পরিণাম জানতে পারবে। (১৭১) আমার প্রেরিত

كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ

কালিমাতুনা- লি'ইবা-দিনাল্ মুর্সালীন। ১৭২। ইন্নাহুম লাহুমুল মান্সূরূন। ১৭৩। ওয়া ইন্না জুন্দানা- লাহুমুল্
বান্দাদের জন্য আমার (সাহায্যের) কথা পূর্বেই নির্ধারিত। (১৭২) নিশ্চয়ই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে। (১৭৩) আর নিশ্চয়ই আমার বাহিনী (মুমিনগণ) বিজয়ী

الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَبِعَذَابِنَا

গা-লিবূন। ১৭৪। ফাতাওয়াল্লা 'আন্হুম হাত্তা- হীন। ১৭৫। ওয়া আব্স্বির্হুম ফাসাওফা ইউব্স্বিরূন। ১৭৬। আফাবি 'আযা-বিনা-
হবে। (১৭৪) অতএব কিছুকালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা করুন। (১৭৫) লক্ষ করুন, শীঘ্রই তারা এর পরিণাম দেখতে পাবে। (১৭৬) তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা

يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ

ইয়াস্'তাজ্বিলূন। ১৭৭। ফাইযা- নাযালা বিসা-হাতিহিম্ ফাসা—আ স্বাবা-হুল্ মুন্যারীন। ১৭৮। ওয়া তাওয়াল্লা
করে? (১৭৭) যখন শাস্তি তাদের ঘরের আঙ্গিনায় নাযিল হবে, তখন তাদের প্রাতঃকাল অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবে, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। (১৭৮) সুতরাং আপনি কিছু

عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ

'আন্হুম্ হাত্তা-হীন। ১৭৯। ওয়া আব্স্বির্ ফাসাওফা ইউব্স্বিরূন। ১৮০। সুব্হা-না রাব্বিকা রাব্বিল্ 'ইয্যাতি
দিনের জন্য তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন, (১৭৯) এবং আপনি তাদেরকে দেখতে থাকুন, শীঘ্রই তারা (কুফরীর শাস্তি) দেখতে পাবে। (১৮০) আপনি তারা যা বলে তা থেকে

عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

'আম্মা- ইয়াস্বিফূন। ১৮১। ওয়া- সালা-মুন্ 'আলাল মুর্সালীন। ১৮২। ওয়াল্ হাম্দু লিল্লা-হি রাব্বিল্ 'আ-লামীন।
আপনার প্রতিপালক পবিত্র, যিনি মহা সম্মানিত। (১৮১) রাসূলগণের প্রতি সালাম (১৮২) এবং সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক।

রুকূ ৫

সূরা ছোয়াদ
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ৪ ৮৮
রুকূ ৪ ৫

ص ۚ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿٢﴾ كَمْ أَهْلَكْنَا

১। স্বা—দ্ ওয়াল্ কুরআ-নি যিয্ যিক্রি। ২। বালিল্লাযীনা কাফারূ ফী 'ইয্যাতিঁও ওয়া শিক্বা-ক্ব। ৩। কাম্ আহ্লাক্না-
(১) সা-দ, উপদেশপূর্ণ কুরআনের শপথ। (২) কিন্তু কাফিরেরা অহংকার ও (দ্বীনের) বিরোধিতার মধ্যে রয়েছে। (৩) তাদের পূর্বে আমি ধ্বংস

مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ

মিন্ ক্বাব্লিহিম মিন ক্বার্নিন্ ফানা-দাওঁ ওয়ালা-তা হ্বীনা মানা-স্ব। ৪। ওয়া 'আজ্বিবূ~আন্ জ্বা—আহুম্ মুন্যিরুম্
করেছি বহু জাতিকে, তখন তারা চীৎকার করে ডেকেছিল, কিন্তু সে সময় পলায়ন করার কোনই সুযোগ ছিল না। (৪) আর কাফিরেরা আশ্চর্য হয়েছে যে, তাদের মধ্য হতেই

مِنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ

মিন্হুম্ ওয়াক্বা-লাল্ কা-ফিরূনা হা-যা- সা-হ্বিরুন্ কায্যা-ব। ৫। আজ্বা'আলাল্ আ-লিহাতা ইলা-হাঁও ওয়া-হ্বিদান্,
একজন ভীতি প্রদর্শনকারী (রাসূল) এসেছে এবং কাফিরেরা বলে, এ ব্যক্তিতো একজন যাদুকর এবং মিথ্যাবাদী। (৫) সে কি এত মাবুদগুলোকে এক মাবুদ করে দিয়েছে?

إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ

ইন্না হা-যা- লাশাইউন্ 'উজ্বা-ব্। ৬। ওয়ান্ ত্বালাক্বাল্ মালাউ মিন্হুম আনিম্শূ ওয়াস্ব্বিরূ 'আলা~আ-লিহাতিকুম,
এটাতো খুবই আশ্চর্যজনক বিষয়। (৬) তাদের নেতারা তাদের (মজলিস) থেকে এ (কথা) বলে চলে গেল যে, চল এবং তোমাদের মাবুদগুলোর উপর তোমরা মজবুত থাক,

إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴿٧﴾

ইন্না হা-যা- লাশাইউঁই ইউরা-দ্ ৭। মা-সামি'না- বিহা-যা- ফিল্ মিল্লাতিল্ আ-খিরাতি, ইন্ হা-যা~ইল্লাখ্ তিলা-ক্ব।
নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। (৭) আমরা তো এরূপ (তাওহীদের) কথা শুনিনি অতীতের ধর্মে, এটা একটা মনগড়া মিথ্যা কথা।

أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ۖ بَلْ لَمَّا

৮। আ উন্যিলা 'আলাইহিয্ যিক্রু মিম্ বাইনিনা-; বাল্ হুম্ ফী শাককিম্ মিন্ যিক্রী, বাল্ লাম্মা-
(৮) আমাদের (গোত্রের) মধ্য হতে কি তার উপরই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে? প্রকৃত পক্ষে এসব লোকেরা আমার কুরআনের ব্যাপারে, সন্দেহের মধ্যে (রয়েছে) বরং তারা

○ শানে নুযূল (আঃ ১) ঃ হযরতের পিতৃব্য আবু তালেব পীড়িত হলে কুরাইশ সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি তার নিকটে আসল, রাসূল (স)-ও পদার্পণ করলেন। কুরাইশরা রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে তার নিকট অভিযোগ করল, আবু তালেব বললেন, আপনি কি চান? রাসূল (স) বললেন, আমি চাই, শুধু একটি বাক্য, তদ্দ্বারা সমগ্র আরব দেশ তাদের বশীভূত হবে। সমস্ত অনারব দেশগুলো জিযিয়া কর দিবে। তিনি বললেন, সে বাক্যটি কি? রাসূল (স) বললেন, لا اله الا الله কুরাইশরা বলতে লাগল, নিন, সমস্ত উপাস্যের অস্তিত্ব লোপ করে এক উপাস্য স্থির করে দিন। بل لما يذوقوا العذاب পর্যন্ত আয়াতগুলো এসম্বন্ধে নাযিল হয়। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৪) ঃ মোটকথা, মানুষ হওয়ার কারণে তার নবী হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তা দ্বারা যে সমস্ত অলৌকিক কার্য সাধিত হয়, তা মু'জেযা নয়– যাদু। কাজেই সে যা বলছে সমস্তই মিথ্যা। (বঃ কোঃ)

يَذُوقُوا عَذَابِ ۝ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝ أَمْ لَهُمْ

ইয়াযূকূ 'আযা-ব্। ৯। আম্ 'ইন্দাহুম খাযা—ইনু রাহ্মাতি রাব্বিকাল্ 'আযীযিল্ ওয়াহ্হা-ব্। ১০। আম্ লাহুম্

আমার শাস্তি এখন পর্যন্ত উপভোগ করেনি। (৯) তাদের কাছে কি, আপনার প্রতিপালক, যিনি মহা ক্ষমতাশীল দাতা, তাঁর রহমতের ভান্ডার আছে। (১০) অথবা

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۝ جُنْدٌ

মুল্‌কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়ামা- বাইনাহুমা-, ফাল্‌ইয়ারতাকূ ফিল্ আস্‌বা-ব্। ১১। জুন্দুম্

আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবগুলোর মালিকানা কি তাদের? তবে তারা রশি ধরে (আকাশে) উঠে যাক। (১১) (কাফিরদের)

مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ

মা- হুনা-লিকা মাহ্‌যুমুম্ মিনাল্ আহ্‌যা-ব্। ১২। কায্‌যাবাত্ ক্বাব্‌লাহুম ক্বাওমু নূহিঁও ওয়া 'আ-দুঁও ওয়া ফির'আওনু

বাহিনী সেখানে পরাজিত দলগুলোর মধ্যেই হবে। (১২) তাদের পূর্বেও নূহ, আদ এবং বহু শিবিরের অধিপতি ফিরআউনের সম্প্রদায়গণ মিথ্যাবাদী

ذُو الْأَوْتَادِ ۝ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْئَيْكَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ

যুল্ আওতা-দ। ১৩। ওয়া ছামূদু ওয়া ক্বাওমু লূত্বিঁও ওয়া আস্‌হা-বুল্ আইকাতি ; উলা—ইকাল্ আহ্‌যা-ব্।

বলেছিল রাসূলগণকে। (১৩) এবং সামুদ ও লূত সম্প্রদায়গণ এবং আয়কা অধিবাসী তারাও ছিল বড় বড় দল।

إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝ وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً

১৪। ইন্ কুল্লুন্ ইল্লা- কায্‌যাবার্ রুসুলা ফাহাক্ক্বা 'ইক্বা-ব্। ১৫। ওয়ামা- ইয়ান্‌জুরু হা—উলা—ই ইল্লা- স্বাইহাতাও

(১৪) তারা সবাই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে (তাদের প্রতি) আমার শাস্তি সত্য পরিণত হয়েছিল। (১৫) তারা তো শুধু একটি আওয়াজের অপেক্ষায় আছে,

وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

ওয়া-হিদাতাম্ মা-লাহা- মিন্ ফাওয়া-ক্ব্। ১৬। ওয়া ক্বা-লূ রাব্বানা- 'আজ্‌জিল্ লানা- ক্বিত্ত্বানা- ক্বাব্‌লা ইয়াওমিল্ হিসা-ব্।

যাতে কোন বিরতি হবে না। (১৬) এবং তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের (কর্ম অনুযায়ী) আমাদের অংশ হিসাব দিবস (কিয়ামত) এর পূর্বেই শীঘ্র দিয়ে দাও।

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝ إِنَّا

১৭। ইস্‌বির 'আলা-মা- ইয়াক্বূলূনা ওয়ায্‌কুর 'আব্‌দানা- দা-উদা যাল্ আইদি, ইন্নাহূ~আওয়্যা-ব্। ১৮। ইন্না-

(১৭) (হে নবী!) আপনি তাদের কথায় ধৈর্যধারণ করুন এবং আমার বান্দা দাউদের (কথা) স্মরণ করুন, সে খুবই শক্তিশালী ছিল। নিশ্চয়ই সে (দাউদ) ছিল (আল্লাহর দিকে) প্রত্যাবর্তনকারী। (১৮) আমি

سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ

সাখ্‌খারনাল্ জ্বিবা-লা মা'আহূ ইউসাব্বিহ্‌না বিল্'আশিয়্যি ওয়াল্ ইশ্‌রা-ক্ব ১৯। ওয়াত্ত্ব ত্বাইরা মাহ্‌শূরাতান্ ;

অনুগত করে রেখেছিলাম পাহাড়সমূহকে যে, তার সাথে সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করত (১৯) এবং পাখীগুলোকেও (তার কাছে) একত্রিত করে দিয়েছিলাম,

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ ......فليرتقوا - অর্থাৎ রশির মাধ্যমে আকাশে উঠ এবং সেখান থেকে রাসূলুল্লাহর (স) প্রতি ওহী আসার পথ বন্ধ করে দাও। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে অযথা কেন কুরআনের বিরোধিতা করছ? (তাঃ ওসমানী) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১১) ঃ ......جند ما هنالك - আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহকে (সা) সাহায্য এবং কাফিরদের পরাজিত করার ওয়াদা। هنالك দ্বারা বদরের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (কুঃ কারীম)
○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৩) ঃ اصحب لئيكة –আইকাবাসী অর্থাৎ হযরত শোয়াবের (আ) সম্প্রদায় ও মাদায়েন জনপদের অধিবাসীগণ।

كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ۝ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ

কুল্লুল্ লাহূ~আওয়্যা-ব্। ২০। ওয়া শাদাদ্‌না- মুল্‌কাহূ ওয়া আ-তাইনা-হুল্ হিক্‌মাতা ওয়া ফাস্‌লাল্ খিত্বা-ব্।

সবগুলো তার অনুগত ছিল। (২০) আর আমি মজবুত করে দিয়েছিলাম তার রাজত্ব, এবং তাকে হিকমত এবং দ্বন্দ্ব মীমাংসা করার যোগ্যতা। প্রদান করেছিলাম

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ

২১। ওয়া হাল্ আতা-কা নাবাউল্ খাস্‌মি। ইয্ তাসাওয়ারুল্ মিহ্‌রা-ব্। ২২। ইয্ দাখালূ 'আলা- দা-উদা

(২১) আপনার কাছে কি সে সব বিবাদকারীদের খবর এসে পৌঁছেছে? যখন তারা ইবাদতখানার প্রাচীর লাফিয়ে আসল, (২২) আর যখন তারা দাউদের কাছে প্রবেশ করল,

فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا

ফাফাযি'আ মিন্‌হুম্ ক্বা-লূ লা-তাখাফ্, খাস্‌মা-নি বাগা- বা'দ্বুনা- 'আলা- 'বাদ্বিন্ ফাহ্‌কুম্ বাইনানা-

তখন সে ঘাবড়ে গেলেন, তারা বলল, ভয় পাবেন না, আমরা দু'দল বিবাদকারী। আমরা একে অন্যের প্রতি জুলুম করেছি। এখন আমাদের মাঝে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দিন।

بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ

বিল্‌হাক্কি ওয়ালা- তুশ্‌ত্বিত্ব ওয়াহ্‌দিনা~ইলা- সাওয়া—ইস্ব স্বিরা-ত্ব। ২৩। ইন্না হা-যা~আখী, লাহূ তিস্'উঁও

ফয়সালার মধ্যে অন্যায় করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। (২৩) (তারা একজন বলল) এ আমার (দ্বিনি) ভাই। তার কাছে নিরানব্বইটি

وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ

ওয়া তিস্'উনা 'নাজ্‌তাতাও ওয়া লিয়া 'নাজ্‌তুঁও ওয়া-হিদাতুন্, ফাক্বা-লা আক্‌ফিল্‌নীহা- ওয়া 'আয্‌যানী ফিল্ খিত্বা-ব্।

দুম্বা আছে, এবং আমার কাছে (মাত্র) একটি দুম্বা আছে। সে আমাকে বলে যে, এটিকেও আমার দায়িত্বে দাও এবং সে কথাবার্তায়ও আমার উপর প্রভাব খাটাচ্ছে।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ

২৪। ক্বা-লা লাক্বাদ্ জালামাকা বিসুআ-লি 'নাজ্‌তিকা ইলা- নি'আ-জিহী ; ওয়া ইন্না কাছীরাম্ মিনাল্ খুলাত্বা—ই

(২৪) দাউদ বলল, তার দুম্বাগুলোর সাথে মিলানোর জন্য তোমার (একটি মাত্র) দুম্বা চেয়ে নিশ্চয়ই সে, তোমার প্রতি জুলুম করেছে। এবং অধিকাংশ শরীকদার

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

লাইয়াব্‌গী বা'দ্বুহুম 'আলা- বা'দ্বিন ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ওয়া ক্বালীলুম্

একে অন্যের প্রতি জুলুম করে থাকে, শুধু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে এবং এ ধরনের লোক সংখ্যায় খুবই কম। দাউদ বুঝতে পারল যে,

সিজদাহ

مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝ فَغَفَرْنَا

মা-হুম্ ; ওয়া জান্না দা-উদু আন্নামা- ফাতান্না-হু ফাস্‌তাগ্‌ফারা রাব্বাহূ ওয়া খাররা রা-কি'আওঁ ওয়া আনা-ব্। ২৫। ফাগাফারনা-

আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করল এবং সিজদায় মাথা নত করল এবং আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করল। (২৫) আমি তার

لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ۝ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ

লাহূ যা-লিকা ; ওয়া ইন্না লাহূ 'ইন্দানা- লাযুল্‌ফা- ওয়া হুস্‌না মাআ-ব্। ২৬। ইয়া-দা-উদু ইন্না- জ্বা'আল্‌না-কা

অপরাধ মার্জনা করে দিলাম। নিশ্চয়ই তার জন্য রয়েছে আমার নিকট মর্যাদা এবং উত্তম ঠিকানা। (২৬) হে দাউদ! আমি আপনাকে পৃথিবীতে

خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ

খালীফাতান্ ফিল্‌আরদ্বি ফাহ্‌কুম্ বাইনান্ না-সি বিল্‌হাক্বক্বি ওয়ালা- তাত্তাবি'ইল্ হাওয়া- ফা ইউদ্বিল্লাকা
খলীফা বানিয়েছি, আপনি মানুষের মাঝে ন্যায় ভাবে ফয়সালা করুন এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, কারণ, সে (অনুসরণ)

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

'আন্ সাবীলিল লা-হি ; ইন্নাল্‌লাযীনা ইয়াদ্বিল্‌লূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি লাহুম্ 'আযা-বুন্ শাদীদুম্
আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করবে। যারা আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। এজন্য যে,

بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ

বিমা- নাসূ ইয়াওমাল্ হ্বিসা-ব্। ২৭। ওয়ামা- খালাক্বনাস্ সামা—আ ওয়াল্ আরদ্বা ওয়ামা- বাইনাহুমা- বা-ত্বিলান ;
তারা হিসাব দিবসকে ভুলে রয়েছে। (২৭) আমি আকাশ, পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থ সৃষ্টিগুলোকে অকারণে সৃষ্টি করিনি; (কিন্তু)

ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ

যা-লিকা জান্নুল্ লাযীনা কাফারূ, ফাওয়াইলুল্ লিল্লাযীনা কাফারূ মিনান্ না-র্। ২৮। আম্ নাজ্'আলুল্লাযীনা
কাফিরদের এরূপ ধারণা আছে, সুতরাং কাফিরদের জন্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। (২৮) যারা ঈমান আনে

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি কালমুফসিদীনা ফিল্ আরদ্বি, আম্ নাজ্'আলুল্ মুত্তাক্বীনা
ও নেক কাজ করে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সমান করব? অথবা পরহেজগারগণকে পাপীদের মত সমান

كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

কালফুজ্জা-র্। ২৯। কিতা-বুন্ আন্যাল্‌না-হু ইলাইকা মুবা-রাকুল্ লিইয়াদ্দাব্বারূ~আ-য়া-তিহী ওয়া লিইয়াতাযাক্কারা উলুল্ আল্‌বা-ব্।
করব? (২৯) এ (কুরআন) কিতাব যা আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি বরকতময় হিসেবে, যাতে লোক এর আয়াতের উপর গবেষণা করে এবং জ্ঞানীগণ উপদেশ গ্রহণ করে।

﴿٢٩﴾ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ

৩০। ওয়া ওয়াহাব্‌না- লিদা-উদা সুলাইমা-না ; নি'মাল্ 'আবদু ; ইন্নাহু~আওয়্যা-ব্। ৩১। ইয্ 'উরিদ্বা 'আলাইহি বিল্ 'আশিয়্যিস্ব
(৩০) আমি দাউদকে দান করলাম সুলায়মান। তিনি খুবই উত্তম বান্দা ছিলেন এবং সে ছিলেন প্রত্যাবর্তনকারী। (৩১) যখন বিকেল বেলা তার সামনে, দ্রুতগামী

الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ

স্বা-ফিনা-তুল্ জ্বিয়া-দ্। ৩২। ফাক্বা-লা ইন্নী~আহ্বাবত্তু হুব্বাল্ খাইরি 'আন্ যিক্‌রি রাব্বী, হ্বাত্তা- তাওয়া-রাত্
উত্তম বৈশিষ্ট্যের ঘোড়াগুলো আনা হয়েছিল, (৩২) তখন সে বলল, আমি সম্পদের ভালবাসাকে আমার প্রতিপালকের স্মরণের চেয়েও অধিক প্রাধান্য দিয়েছি, এমনকি সূর্য

০ বিশ্লেষণ (আঃ ৩২) ঃ انی احببت - হযরত সোলায়মান (আ) জেহাদের উদ্দেশ্যে অনেকগুলো ঘোড়া পালতেন। যেগুলো দেখতে খুবই সুন্দর ছিল এবং খুবই তেজস্বী ছিল। একদিন সেগুলো তাঁর সামনে উপস্থিত করা হল। তিনি ঘোড়াগুলো দেখতে দেখতে অনেক সময় কাটিয়ে দিলেন, যাতে তিনি আসরের নির্ধারিত ওজীফা আদায় করতে পারেন নি। এ প্রেক্ষিতে তিনি একথা বলেছেন। (তাঃ ওসমানী)

بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا

বিল্‌হ্বিজ্বা-ব্। ৩৩। রুদ্দূহা- 'আলাইয়্যা ; ফাত্বাফিক্বা মাস্‌হ্বাম্ বিস্‌সূক্বি ওয়াল্ আ'না-ক্ব। ৩৪। ওয়া লাক্বাদ্ ফাতান্না-
ডুবে গেল। (৩৩) (ঘোড়াগুলোকে) দ্বিতীয়বার আমার সামনে আন। অতঃপর তলোয়ার দ্বারা ঘোড়াগুলোর পা এবং গর্দান কর্তন করলেন। (৩৪) আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা

سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي

সুলাইমা-না ওয়া আল্‌ক্বাইনা- 'আলা- কুর্‌সিয়্যিহী জ্বাসাদান্ ছুম্মা আনা-ব্। ৩৫। ক্বা-লা রাব্বিগ্ ফির্‌লী ওয়া হাব্‌লী
করলাম এবং আমি রেখেছিলাম, তার সিংহাসনের উপর একটি (আত্মাহীন) দেহ। অতঃপর সুলায়মান আমার দিকে রুজু করলেন। (৩৫) তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক,

مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ

মুল্‌কাল্ লা- ইয়াম্‌বাগী লিআহ্বাদিম্ মিম্ 'বাদী, ইন্নাকা আন্‌তাল্ ওয়াহ্‌হা-ব্। ৩৬। ফাসাখ্‌খার্‌না- লাহুর্ রীহ্বা-
আমাকে মার্জনা করুন এবং আমাকে দান করুন, এমন রাজত্ব, যেন আমি ছাড়া অন্য আর কেউ না পায়। নিশ্চয়ই আপনি মহান দাতা। (৩৬) আমি বায়ুকে তার অনুগত করে

تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ

তাজ্বরী বিআম্‌রিহী রুখা—আন্ হাইছু আস্বা-ব। ৩৭। ওয়াশ্ শায়া-ত্বীনা কুল্লা বান্না—ইওঁ ওয়া গাওয়্যা-স্ব।
দিলাম। সে (বায়ু) তার নির্দেশে যেখানে তিনি চাইতেন ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়ে পৌঁছিয়ে দিতেন। (৩৭) এবং বড় বড় প্রসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী প্রত্যেক জ্বীনদেরকেও

﴿٣٧﴾ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ

৩৮। ওয়া আ-খারীনা মুক্বার্‌রানীনা ফিল্ আস্বফা-দ। ৩৯। হা-যা- 'আত্বা—উনা- ফাম্‌নুন্ আও আম্‌সিক্ বিগাইরি
(৩৮) এবং অন্যান্য (জীন) দেরকেও যারা শৃংখলাবদ্ধ। (৩৯) এগুলো আমার দান, এখন আপনি এটা দানও করতে পারেন। বা (দান থেকে) বিরতও থাকতে পারেন। এজন্য

حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٠﴾ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ ۘ

হ্বিসা-ব। ৪০। ওয়া ইন্না লাহূ 'ইন্‌দানা- লাযুল্‌ফা- ওয়াহ্বুস্‌না মাআ-ব্। ৪১। ওয়ায্‌কুর্ 'আব্‌দানা~আইয়্যুবা।
আপনার কোন হিসাব নেই। (৪০) আমার কাছে রয়েছে তার জন্য বিরাট সম্মান এবং উত্তম ঠিকানা। (৪১) স্মরণ করুন! আমার বান্দা আয়ুবকে, যখন সে তার

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ

ইয্ না-দা- রাব্বাহূ~আন্নী মাস্‌সানিয়াশ্ শাইত্বা-নু বিনুস্ববিও ওয়া 'আযা-ব। ৪২। উর্‌কুদ্ব বিরিজ্বলিকা,
প্রতিপালককে ডেকে বললেন যে, "আমাকে শয়তান কষ্ট ও দুঃখ পৌঁছায়েছে"। (৪২) (আয়ুবকে বলা হল) আপনার পা (যমীনে) মারুন,

هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا

হা-যা- মুগ্‌তাসালুম্ বা-রিদুওঁ ওয়া শারা-ব্। ৪৩। ওয়া ওয়াহাব্‌না- লাহূ~আহ্‌লাহূ ওয়া মিছ্‌লাহুম্ মা'আহুম রাহ্বমাতাম্ মিন্না-
এটাই গোসলের শীতল জায়গা এবং পানীয়। (৪৩) এবং আমি তাকে দান করলাম তার পরিবার-পরিজন এবং অনরূপ আরও তার সাথে আমার পক্ষ থেকে (বিশেষ) অনুগ্রহস্বরূপ,

০ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৪) ঃ ....ولقد فتنا – হাদীস শরীফে বর্ণিত, হযরত সুলায়মান (আ) একবার এ শপথ করলেন যে, আজ রাতে আমি আমার সব স্ত্রীদের সাথে সহবাস করব (যারা সংখ্যায় ছিল সত্তর অথবা নব্বই)। ফলে প্রত্যেক স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করবে এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ বলেন নি। ফলে শুধু মাত্র একজন স্ত্রী ছাড়া অন্য আর কেউই গর্ভ ধারণ করেনি এবং গর্ভবতী স্ত্রীও একটি অসম্পূর্ণ সন্তান প্রসব করেছে। কতক তাফসীরবিদ বলেন, সে অসম্পূর্ণ সন্তানটি ধাত্রী তাঁর সিংহাসনের উপর রেখেদিল যে, এ তোমার শপথের ফল। কুরআন মাজীদে এটিকেই جسد (আত্মাহীন দেহ) বলা হয়েছে। সোলায়মান (আ) তা দেখে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করেন এবং ইনশাআল্লাহ না বলার জন্য ক্ষমা চান। রাসূল (স) বলেন, যদি সোলায়মান (আ) 'ইনশাআল্লাহ' বলতেন, তবে তিনি যা কামনা করেছিলেন, আল্লাহ তা-ই দিতেন। (তাঃ ওসমানী)

وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٤٤﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ

ওয়া যিক্‌রা- লিউলিল্ আল্‌বা-ব্ । ৪৪ । ওয়া খুয্ বিয়াদিকা দ্বিগ্‌ছান্ ফাদ্বরিব্ বিহী ওয়ালা- তাহ্‌নাছ ;
এবং জ্ঞানীদের জন্য উপদেশস্বরূপ। (৪৪) (তাকে বললাম) আপনি আপনার হাতে এক মুঠো তৃণের আঁটি লন। অতঃপর তার দ্বারা আপনার স্ত্রীকে মারুন এবং শপথ ভঙ্গ করবেন না।

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿٤٥﴾ وَاذْكُرْ عِبٰدَنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ وَ

ইন্না- ওয়াজ্বাদ্‌না-হু স্বা-বিরান্ ; 'নিমাল্ 'আব্‌দু ; ইন্নাহূ~আওয়্যা-ব্ । ৪৫ । ওয়ায্‌কুর্ 'ইবা-দানা~ইব্‌রা-হীমা ওয়া
নিশ্চয়ই আমি তাকে পেয়েছি ধৈর্য্যশীল। তিনি বড়ই নেক বান্দা, নিশ্চয়ই তিনি ছিল প্রত্যাবর্তনকারী। (৪৫) স্মরণ করুন! আমার বান্দা ইবরাহীম,

اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٦﴾ اِنَّاۤ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ

ইস্‌হা-ক্বা ওয়া ই'য়াকুবা উলিল্ আইদী ওয়াল্ আব্‌স্বা-র । ৪৬ । ইন্না~আখলাস্বনা- হুম্ বিখা-লিস্বাতিন্
ইসহাক এবং ইয়াকুবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। (৪৬) আমি তাঁদেরকে একটি বিশেষ গুণ দ্বারা বিশুদ্ধ করেছিলাম,

ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٧﴾ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾ وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ

যিক্‌রাদ্ দা-র । ৪৭ । ওয়া ইন্নাহুম 'ইন্‌দানা- লামিনাল্ মুস্বত্বাফাইনাল্ আখ্‌ইয়া-র । ৪৮ । ওয়ায্‌কুর্ ইস্‌মা-'ঈলা
সেটা হল আখেরাতের স্মরণ। (৪৭) নিশ্চয়ই তারা ছিল আমার কাছে মনোনীত উত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে। (৪৮) আর স্মরণ করুন! ইসমাঈল,

وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٩﴾ هٰذَا ذِكْرٌ ؕ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ

ওয়াল্ ইয়াসা'আ ওয়া যাল্ কিফ্‌লি ; ওয়া কুল্‌লুম্ মিনাল্ আখ্‌ইয়া-র । ৪৯ । হা-যা- যিক্‌রুন; ওয়া ইন্না লিল্‌মুত্তাক্বীনা লাহুস্‌না
ইয়াসা'আ এবং যুল কিফলের কথা। এরা প্রত্যেকেই ছিল সবচেয়ে ভাল। (৪৯) এ (খবর) গুলো হচ্ছে উপদেশ; নিশ্চয়ই পরহেজগারদের জন্য রয়েছে উত্তম

مَاٰبٍ ﴿٥٠﴾ جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿٥١﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا

মাআ-ব । ৫০ । জ্বান্না-তি 'আদনিম্ মুফাত্তাহ্বাতাল্ লাহুমুল্ আব্‌ওয়া-ব্ । ৫১ । মুত্তাকিঈনা ফীহা- ইয়াদ্‌'উনা ফীহা-
ঠিকানা। (৫০) স্থায়ী জান্নাত, যার দ্বারসমূহ তাদের জন্য থাকবে উন্মুক্ত। (৫১) যেখানে তারা (আরামের সাথে) হেলান দিয়ে, বিভিন্ন ধরনের ফলমূল

بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿٥٢﴾ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٣﴾ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ

বিফা-কিহাতিন্ কাস্বীরাতিওঁ ওয়া শারা-ব্ । ৫২ । ওয়া 'ইন্‌দাহুম ক্বা-স্বিরা-তুত্ব ত্বারফি আত্‌রা-ব্ । ৫৩ । হা-যা- মা-তূ'আদূনা
এবং পানীয় বস্তু চাইবেন। (৫২) এবং তাদের কাছে থাকবে, দৃষ্টি অবণতকারী সমবয়সী হুরগণ। (৫৩) এগুলো হল (সে জিনিস), যার প্রতিশ্রুতি করা

لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٤﴾ اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٥﴾ هٰذَا ؕ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ

লিইয়াওমিল্ হ্বিসা-ব্ । ৫৪ । ইন্না হা-যা- লারিয্‌ক্বুনা- মা-লাহূ মিন্ নাফা-দ্ । ৫৫ । হা-যা-; ওয়া ইন্না লিত্ত্বা-গীনা লাশার্‌রা
হয়েছিল হিসাব দিনের জন্য। (৫৪) এটা আমার (দানকৃত) রিযিক, যা কখনই ফুরিয়ে যাবে না। (৫৫) এটাই, (মুমিনগণের প্রতিদান)। অবাধ্যদের রয়েছে জন্য খুবই

তিন চতুর্থাংশ

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৪) ঃ ....وخذ بيدك – হযরত আইয়ুব (আ)-এর অসুস্থতার সময় তার স্ত্রী বিবি রাহীমা জরুরী কোন কাজে বাইরে গিয়ে ছিলেন। তাঁর আসতে বিলম্ব হওয়ায় হযরত আইয়ুব (আ) শপথ করলেন যে, তাকে একশত দোররা মারবেন। যখন তিনি সুস্থ হলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমার শপথ ভংগ কর না। তৃণের মুঠি দ্বারা একবার তোমার স্ত্রীকে মার। তাতে তোমার শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে। (তাঃ কাদেরী, কুঃ কারীম)

مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ۙ

মাআ-ব্ । ৫৬ । জ্বাহান্নামা, ইয়াস্বলাওনাহা-, ফাবি'সাল্ মিহা-দ্ । ৫৭ । হা-যা-, ফাল্‌ইয়াযূক্বূহু হ্বামীমুঁও ওয়া গাস্‌সা-ক্ব ।
নিকৃষ্ট ঠিকানা, (৫৬) জাহান্নাম, যাতে তারা প্রবেশ করবে কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল। (৫৭) এটা (নাফরমানদের জন্য) তারা যেন (এখন) পান করে গরম পানি ও তীব্র ঠান্ডা পানি।

﴿٥٧﴾ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ؕ

৫৮ । ওয়া আ-খারু মিন্ শাক্‌লিহী~আয্‌ওয়া-জ্ব । ৫৯ । হা-যা- ফাওজুম্ মুক্বতাহ্বিমুম্ মা'আকুম্ লা-মার্‌হ্বাবাম্ বিহিম্
(৫৮) এছাড়াও আরও রয়েছে অদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। (৫৯) কাফির নেতাদেরকে বলা হবে, এই যে একটি দল তোমাদের সাথে (জাহান্নামে) প্রবেশ করছে তাদের জন্য

اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۟ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ

ইন্নাহুম্ স্বা-লুন্ না-র । ৬০ । ক্বা-লূ বাল্ আন্‌তুম্ লা- মার্‌হ্বাবাম্ বিকুম ; আন্‌তুম্ ক্বাদ্দাম্‌তুমূহু লানা-,
কোন স্বাগত সম্ভাষণ নেই। এরাতো জাহান্নামে প্রবেশকারী। (৬০) তারা বলবে, তোমাদের জন্যও কোন স্বাগত সম্ভাষণ নেই। তোমরাইতো আগে আমাদের সামনে এগুলো

فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ ﴿٦١﴾

ফাবি'সাল্ ক্বারা-র । ৬১ । ক্বা-লূ রাব্বানা- মান্ ক্বাদ্দামা লানা- হা-যা- ফাযিদ্‌হু 'আযা-বান্ 'দ্বিফান্ ফিন্ না-র ।
এনেছিলে। সুতরাং কত নিকৃষ্ট এ ঠিকানা। (৬১) তারা বলবে, হে আমাদের রব! যারা আমাদের জন্য প্রথমে উপস্থাপন করেছে, অদের উপর জাহান্নামের দ্বিগুণ শাস্তি বাড়িয়ে দিন।

﴿٦٢﴾ وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٣﴾ اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا

৬২ । ওয়া ক্বা-লূ মা- লানা- লা- নারা- রিজ্বা-লান্ কুন্না- না'উদ্দুহুম্ মিনাল্ আশ্‌রা-র । ৬৩ । আত্তাখায্‌না-হুম সিখ্‌রিয়্যান্
(৬২) তারা বলবে, 'ব্যাপার কি? আমরা যাদের মন্দ ভাবতাম, তাদেরকে যে দেখছি না!' (৬৩) তবে কি তাদেরকে আমরা অহেতুক বিদ্রুপের পাত্র বানিয়েছিলাম, না

৪ ع ২৪ ১৩ রুকূ

اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿٦٤﴾ اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ﴿٦٥﴾ قُلْ اِنَّمَاۤ

আম্ যা-গাত্ 'আন্‌হুমুল্ আব্‌স্বা-র । ৬৪ । ইন্না যা-লিকা লাহ্বাক্কুন্ তাখা-স্বুমু আহ্‌লিন্ না-র । ৬৫ । কুল্ ইন্নামা~
আমাদের চোখ উল্টিয়ে গিয়েছিল?' (৬৪) জাহান্নামীদের এ নিয়ে পারস্পরিক ঝগড়া অবশ্যই হবে। (৬৫) (হে নবী!) আপনি বলুন, আমি তো শুধু একজন

اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٦﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আনা মুন্‌যিরুওঁ, ওয়া মা- মিন্ ইলা-হিন্ ইল্লাল লা-হুল্ ওয়া-হ্বিদুল্ ক্বাহ্‌হা-র । ৬৬ । রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি
(জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী এবং এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যিনি এক, প্রবল পরাক্রমন্ত। (৬৬) যিনি আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যস্থ

وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٧﴾ قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ﴿٦٨﴾ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ﴿٦٩﴾

ওয়া মা- বাইনাহুমাল্ 'আযীযুল্ গাফ্‌ফা-র । ৬৭ । কুল্ হুওয়া নাবাউন্ 'আজীম । ৬৮ । আন্‌তুম্ 'আন্‌হু 'মুরিদ্বূন ।
সব কিছুর প্রতিপালক, যিনি মহা পরাক্রমশালী, মহা ক্ষমাশীল। (৬৭) (হে নবী!) আপনি বলুন, এটা একটি বিরাট (গুরুত্ব পূর্ণ) তথ্য, (৬৮) যা তোমরা পরিহার করে চলছ।

○ টীকা (আঃ ৬০) ঃ অর্থাৎ, এরা তো নিজেরাই দোযখের শাস্তির উপযোগী, এদের হতে কি আশা করা যাবে? এদের আগমনে আনন্দই কিসের? এবং তাদের আদরই বা কি? হ্যাঁ, যদি এমন কেউ আসত, যারা শাস্তির উপযোগী নয়, তবে তাদের আগমনে আনন্দও হতো, তাদের আদরও করতাম। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৬১) ঃ অর্থাৎ, যখন তাদের প্রত্যেকে অপরের উপর দোষ চাপাতে থাকবে, তখন অনুগামীগণ তাদেরকে সম্বোধন ত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ প্রার্থনা করবে। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬২) ঃ الاشرار – খারাপ ব্যক্তি দ্বারা গরীব মুমিনগণকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- আম্মার, খাব্বাব, সোহায়েল ও বেলাল (রা)। এ সাহাবীগণকে মক্কার কাফিরেরা খারাপ লোক ধারণা করত। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৬৩) ঃ অর্থাৎ, মুসলমানদেরকে বিপথগামী এবং নীচ মনে করতাম। আজ তাদেরকে কেন দেখতেছি না? (বঃ কোঃ)

﴿٦٩﴾ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍۭ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰۤى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٧٠﴾ اِنْ يُّوْحٰۤى اِلَيَّ اِلَّاۤ

৬৯। মা-কা-না লিয়া মিন্ 'ইল্‌মিম্ বিল্‌মালাইল্ 'আলা~ইয্ ইয়াখ্‌তাস্বিমূন। ৭০। ইঁয় ইউহ্বা~ইলাইয়্যা ইল্লা~

(৬৯) ঊর্দ্ধজগতের ফিরিশতাগণের সম্পর্কে আমার কোনই জ্ঞান ছিল না, যখন তারা পরস্পরে বাদানুবাদ কর ছিল। (৭০) আমার কাছে কেবল এ ওহী দেয়া হয়েছে

اَنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧١﴾ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ

আন্নামা~আনা নাযীরুম্ মুবীন। ৭১। ইয্ ক্বা-লা রাব্বুকা লিল্‌মালা—ইকাতি ইন্নী খা-লিকুম্ বাশারাম্ মিন্ ত্বীন।

যে, আমি একজন প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী। (৭১) স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাগণকে বললেন যে, আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতেছি।

﴿٧٢﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ

৭২। ফাইযা- সাওয়্যাইতুহূ ওয়া নাফাখ্‌তু ফীহি মির্ রূহ্বী ফাক্বা'উ লাহূ সা-জ্বিদীন। ৭৩। ফাসাজ্বাদাল্ মালা—ইকাতু

(৭২) যখন আমি সেটি পরিপূর্ণভাবে তৈরী করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দিব, তখন তোমরা সব তার সামনে মাথা নত করে সিজদা করবে। (৭৩) তখন সব ফিরিশতাগণ

كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٧٤﴾ اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ يٰۤاِبْلِيْسُ

কুল্‌লুহুম্ আজ্বমা'ঊন। ৭৪। ইল্লা~ইব্‌লীসা ; ইস্‌তাক্‌বারা ওয়া কা-না মিনাল্ কা-ফিরীন। ৭৫। ক্বা-লা ইয়া~ইব্‌লীসু

সকলেই সিজদা করল একত্রে (৭৪) ইবলীস ব্যতীত; সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল। (৭৫) আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস!

مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ

মা- মানা'আকা আন্ তাস্‌জুদা লিমা- খালাক্বতু বিইয়াদাইয়্যা, আস্‌তাক্‌বার্‌তা আম্ কুন্‌তা মিনাল্ 'আ-লীন।

তোমাকে সিজদা করতে কোন জিনিসে বিরত রেখেছে, যাকে আমি আমার নিজ হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি? তুমি কি বড়াই করলে, না তুমি খুব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হয়েছ?

﴿٧٦﴾ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧٧﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا

৭৬। ক্বা-লা আনা খাইরুম্ মিন্‌হু, খালাক্বতানী মিন্ না-রিও ওয়া খালাক্বতাহূ মিন্ ত্বীন। ৭৭। ক্বা-লা ফাখ্‌রুজ্ব মিন্‌হা-

(৭৬) ইবলীস বলল, আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা এবং তাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। (৭৭) আল্লাহ বললেন, তুমি এখান থেকে

فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٧٨﴾ وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْۤ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٧٩﴾ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْۤ

ফাইন্নাকা রাজ্বীম। ৭৮। ওয়া ইন্না 'আলাইকা 'লানাতী~ইলা- ইয়াওমিদ্ দীন। ৭৯। ক্বা-লা রাব্বি ফাআন্‌জির্‌নী~

বের হয়ে যাও, তুমি অবশ্যই অভিশপ্ত। (৭৮) তোমার উপর কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমার অভিশাপ থাকবে। (৭৯) ইবলীস বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে

اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٠﴾ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٨١﴾ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ

ইলা- ইয়াওমি ইউব্'আছূন। ৮০। ক্বা-লা ফাইন্নাকা মিনাল্ মুন্‌জারীন। ৮১। ইলা- ইয়াওমিল্ ওয়াক্বতিল মা'লূম।

পুনরুত্থান দিবস (কেয়ামত) পর্যন্ত সুযোগ দিন। (৮০) আল্লাহ বললেন, তুমি সুযোগ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত (হলে), (৮১) নির্দিষ্ট সময়ের দিবস পর্যন্ত।

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ৭২) ঃ** لہ سجدین - এটা সিজদায়ে তাজীমী (সম্মানসূচক সিজদা)। সিজদায়ে ইবাদাতী (ইবাদাতের জন্য সিজদা) নহে। এ তাজীমী (সম্মানসূচক) সিজদা পূর্বে জায়েয ছিল। এজন্য আল্লাহ তায়ালা আদমকে (আ) সিজদা করার জন্য ফিরিশতাগণকে বলেছেন। এখন ইসলামে তাজীমী সিজদা জায়েয নেই। (কুঃ কারীম) ○ **টীকা (আঃ ৭৫) ঃ** অর্থাৎ, যে বস্তুর সৃষ্টির প্রতি আমি স্বয়ং মনোযোগ দিয়েছি, এটাই তো তার প্রকৃত মর্যাদা। তদুপরি তাকে সিজদা করতে আদেশও দিয়েছি, এতদসত্ত্বেও তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? (বঃ কোঃ)

○ **টীকা (আঃ ৭৬) ঃ** অতএব, তাকে সিজদা করার জন্য আমাকে আদেশ করা অযৌক্তিক। (বঃ কোঃ) ○ **টীকা (আঃ ৮০) ঃ** অতঃপর আর তোমার অনুগৃহীত হওয়ার কোনই সম্ভবনা নেই। (বঃ কোঃ) ○ **টীকা (আঃ ৮১) ঃ** যেন আদম এবং তার সন্তানগণ হতে প্রতিশোধ গ্রহন করতে পারি। (বঃ কোঃ)

﴿٨٢﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٣﴾ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ

৮২। ক্বা-লা ফাবি'ইয্‌যাতিকা লাউগ্‌ওয়িইয়ান্নাহুম্ আজ্বমা'ঈন। ৮৩। ইল্লা- 'ইবা-দাকা মিন্‌হুমুল্ মুখ্‌লাস্বীন।

(৮২) ইবলীস বলল, আপনার মহা শক্তির শপথ! আমি অবশ্যই সব (আদম সন্তান) দেরকে বিভ্রান্ত করব। (৮৩) তবে তাদের নহে, যারা আপনার খাঁটি বান্দা।

﴿٨٤﴾ قَالَ فَالْحَقُّ ؗ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ ﴿٨٥﴾ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ

৮৪। ক্বা-লা ফাল্‌হাক্বক্বু, ওয়াল্ হাক্বক্বা আক্বূল। ৮৫। লাআম্‌লাআন্না জ্বাহান্নামা মিন্‌কা ওয়া মিম্মান্ তাবি'আকা

(৮৪) আল্লাহ বলেন, এটা সত্য (কথা) এবং আমি সত্যই বলি, (৮৫) জেনে রাখ, আমি তোমার ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা জাহান্নাম

مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٦﴾ قُلْ مَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَاۤ اَنَا مِنَ

মিন্‌হুম আজ্বমা'ঈন। ৮৬। কুল্ মা~আস্‌আলুকুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্বরিওঁ ওয়ামা~আনা মিনাল্

পূর্ণ করব। (৮৬) (হে নবী!) আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে এ দাওয়াতের বিনিময় কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আর আমি লৌকিকতাকারীদের

الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿٨٧﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٨﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ

মুতাকাল্‌লিফীন। ৮৭। ইন্ হুওয়া ইল্লা- যিক্‌রুল্ লিল্ 'আ-লামীন। ৮৮। ওয়ালা'তালামুন্না নাবাআহূ বা'দা হ্বীন।

অন্তর্ভুক্ত নাই। (৮৭) এ (কুরআন) তো বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। (৮৮) নিশ্চয়ই তোমরা এর (প্রকৃত) তথ্য, কিছুদিন পরেই জানতে পারবে।

রুকু ১৪ (২৪) ৫

সূরা যুমার
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৭৫
রুকূ ঃ ৮

﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ

১। তান্‌যীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ 'আযীযিল হ্বাকীম। ২। ইন্না~আন্‌যাল্‌না~ইলাইকাল্ কিতা-বা

(১) এ কিতাব, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যিনি মহা প্রভাবশীল, প্রজ্ঞাবান। (২) নিশ্চয়ই আমি এ কিতাব আপনার কাছে সঠিকভাবে অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং আপনি প্রজ্ঞাবান

بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴿٣﴾ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ

বিল্‌হাক্বক্বি 'ফাবুদিল লা-হা মুখ্‌লিস্বাল্ লাহুদ্ দীন। ৩। আলা- লিল্লা-হিদ্ দীনুল্ খা-লিস্ব ; ওয়াল্লাযীনাত্

আল্লাহর ইবাদাত করুন, একাগ্রতার সাথে তাঁর প্রতি আনুগত্য হয়ে। (৩) জেনে রাখুন! আল্লাহর জন্যই নির্ভেজাল ইবাদাত করা। আর যারা আল্লাহ ব্যতীত

اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ

তাখায্ মিন্ দূনিহী~আওলিয়া—আ। মা-'নাবুদুহুম ইল্লা- লিইউক্বার্‌রিবূনা~ইলাল্লা-হি যুল্‌ফা- ; ইন্নাল্লা-হা

অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, তারা বলে, আমরা তাদের এজন্য ইবাদত (পূজা) করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটতম করে দিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ

○ **টীকা (আঃ ১) ঃ** অত্র সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দু'টি কথার মীমাংসা করে দিয়েছেন। প্রথম, কোরআন পাক আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে অবতারিত। এটা হযরত মুহাম্মদ (সা) স্বয়ং রচনা করেন নি। আল্লাহ তা'আলা এটা হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর দ্বারা স্বীয় বান্দাদের নিকট আদেশ নিষেধ সমন্বিতরূপে প্রেরণ করেছেন। হে বিরুদ্ধবাদীগণ! তোমরা যতই প্রতিবন্ধকতা কর এর প্রচার অবশ্যই হবে। দ্বিতীয়, এ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূর্ণ; তোমরা যদি মনোযোগ সহকারে পাঠ কর তবে উপকৃত হবে। (কুঃ কারীম)

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ

ইয়াহ্‌কুমু বাইনাহুম ফী-মা-হুম ফীহি ইয়াখ্‌তালিফূন; ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়াহ্‌দী মান্ হুওয়া কা-যিবুন্

সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন, যে বিষয় তারা পরস্পরে মতভেদ করছে। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফিরদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন

كَفَّارٌ ④ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۖ

কাফ্‌ফা-র। ৪। লাও আরা-দাল্লা-হু আই ইয়াত্তাখিযা ওয়ালাদাল্ লাস্বত্বাফা- মিম্মা-ইয়াখ্‌লুক্বু মা- ইয়াশা—উ সুব্‌হা-নাহূ ;

কখনই করেন না। (৪) যদি সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর ইচ্ছাই হত, তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে বাছাই করে নিতেন তাঁর যাকে ইচ্ছা তাকে। কিন্তু তিনি পবিত্র।

هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑤ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ

হুওয়াল্লা-হুল্ ওয়া-হিদুল্ ক্বাহ্‌হা-র্। ৫। খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বা বিল্‌হাক্কি ইউকাওয়্যিরুল্ লাইলা

তিনিই আল্লাহ, এক মহা প্রভাবশালী। (৫) তিনি (আল্লাহ) আকাশ ও পৃথিবীকে সঠিকভাবে (সুশৃঙ্খলার সাথে) সৃষ্টি করেছেন। তিনি ঘুরান রাতকে

عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي

'আলান্ নাহা-রি ওয়া ইউকাওয়্যিরুন্ নাহা-রা 'আলাল্ লাইলি ওয়া সাখ্‌খারাশ্ শাম্‌সা ওয়াল্ ক্বামারা ; কুল্লুই ইয়াজ্‌রী

দিবসের উপর এবং দিনকে রাতের উপর এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে রেখেছেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভ্রমণ পথে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে

لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ⑥ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ

লিআজালিম্ মুসাম্মান ; আলা- হুওয়াল্ 'আযীযুল্ গাফ্‌ফা-র। ৬। খালাক্বাকুম্ মিন্ নাফ্‌সিওঁ ওয়া- হিদাতিন্ ছুম্মা

থাকবে। জেনে রাখ! তিনিই (আল্লাহ) মহা প্রভাবশালী, ক্ষমাশীল। (৬) তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই মানুষ (আদম) হতে। অতঃপর তার থেকেই

جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ

জ্বা'আলা মিন্‌হা- যাওজ্বাহা- ওয়া আন্‌যালা লাকুম্ মিনাল্ আন্'আ-মি ছামা-নিয়াতা আয্‌ওয়া-জ্বিন ; ইয়াখ্‌লুকুকুম্ ফী বুত্বুনি

তার স্ত্রী (হাওয়া) কে সৃষ্টি করেছেন এবং অবতরণ করেন তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হতে আট প্রকার; তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন (ক্রমান্বয়ে)

أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ

উম্মাহা-তিকুম্ খাল্‌ক্বাম্ মিম্ বা'দি খাল্‌ক্বিন্ ফী জুলুমা-তিন্ ছালা-ছিন ; যা-লিকুমুল্লা-হু রাব্বুকুম লাহুল্ মুল্‌কু ;

এক স্তরের পরে অন্য স্তরে তিন অন্ধকারের মধ্যে। তিনিই তোমাদের আল্লাহ এবং তোমাদের প্রতিপালক বাদশাহী তাঁরই জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই,

لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ⑦ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ

লা~ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া, ফাআন্না- তুস্বরাফূন। ৭। ইন্ তাক্‌ফুরূ ফাইন্নাল্লা-হা গানিয়্যুন্ 'আন্‌কুম, ওয়ালা- ইয়ার্‌দ্বা-

সুতরাং তোমরা (তাকে ছেড়ে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ? (৭) যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও; তবে জেনে রাখ আল্লাহ তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি বান্দার

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬) ঃ ......وانزل لكم من الانعام – চার প্রকারের জানোয়ার। যথা– ভেড়া, বকরী, উট, গাভী। এগুলো নর ও মাদী মিলে মোট আট প্রকার হয়ে থাকে। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৬) ঃ ফলকথা, হাওয়া (আ)-কে, আদম (আ)-এর দেহ হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁদের উভয় হতে সমস্ত মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৬) ঃ সুতরাং এই আবর্তনমূলক অবস্থা সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতার পরিচায়ক। আর তিন অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করা তাঁর পূর্ণ অবগতির প্রমাণ। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৭) ঃ সুতরাং কুফর করে কেউ এরূপ ধারণা না করে যে, যেহেতু তুমি তোমার সমসাময়িক কিংবা পূর্বপুরুষগণের অনুসরণকারী, অথবা অন্যান্য কাফেররা তোমার পাপের বোঝা বহন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। কাজেই তুমি নির্দোষ হয়ে যাবে। এমন কখনও হবে না; বরং তোমার পাপ তোমাকেই বহন করতে হবে। (বঃ কোঃ)

لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

লি'ইবা-দিহিল্ কুফ্‌রা, ওয়া ইন্ তাশ্‌কুরূ ইয়ার্‌দ্বাহু লাকুম; ওয়ালা- তাযিরু ওয়া-যিরাতুওঁ ওয়িয্‌রা উখ্‌রা-;

অকৃতজ্ঞতাকে পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে তিনি তা তোমাদের জন্য পছন্দ করেন। আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

ছুম্মা ইলা- রাব্বিকুম্ মার্‌জ্বি'উকুম্ ফাইউনাব্বিউকুম্ বিমা- কুন্‌তুম্ 'তামালূন; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ব

অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের প্রতিপালকের দিকেই। তখন তোমাদেরকে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের কৃত আমলসমূহ জানাবেন। নিশ্চয়ই তিনি

الصُّدُورِ ⑧ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً

স্বুদূর। ৮। ওয়া ইযা- মাস্‌সাল্ ইনসা-না দ্বুর্‌রুন্ দা'আ রাব্বাহূ মুনীবান্ ইলাইহি ছুম্মা ইযা- খাওয়্যালাহূ 'নিমাতাম্

অন্তর্যামী। (৮) যখন মানুষের উপর কোন মসিবত এসে পৌঁছে, তখন সে তার রবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে তাঁকে ডাকে। যখন আবার তাঁর তরফ থেকে কোন অনুগ্রহ

مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ

মিন্‌হু নাসিয়া মা-কা-না ইয়াদ্‌উ~ইলাইহি মিন্ ক্বাব্‌লু ওয়া জ্বা'আলা লিল্লা-হি আন্‌দা-দাল্ লিইউদ্বিল্লা 'আন্ সাবীলিহী ;

তাকে দেয়া হয়, তখন সে ভুলে যায়, যে জন্য তাঁকে ডেকেছিল, নেয়ামত লাভের পূর্বে এবং আল্লাহর সাথে শরীক নির্ধারণ করে। যাতে সত্য পথ থেকে লোকেরা বিভ্রান্ত হয়।

قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ⑨ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ

কুল্ তামা'ত্তা বিকুফ্‌রিকা ক্বালীলান্ ইন্নাকা মিন্ আস্বহা-বিন্ না-র। ৯। আম্মান্ হুওয়া ক্বা-নিতুন আ-না—আল্ লাইলি

বলুন, তুমি তোমার কুফরীর জীবন দ্বারা (পৃথিবীতে) কিছু সময় (অস্থায়ী) স্বাদ গ্রহণ কর। তুমি জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবেই। (৯) তবে যে ব্যক্তি, রাতের সময়টি অনুগত

سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ

সা-জ্বিদাওঁ ওয়া ক্বা—ইমাই ইয়াহ্‌যারুল্ আ-খিরাতা ওয়া ইয়ার্‌জু রাহ্‌মাতা রাব্বিহী ; কুল হাল্ ইয়াস্‌তাওয়িল্ লাযীনা

ও সিজদা অবস্থায়, ইবাদাতে কাটায়, পরকালকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের রহমতের আশা রাখে উভয় কি সমান? আপনি বলুন, যারা জ্ঞান রাখে

১
৪৯
১৫
রুকূ

يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ⑩ قُلْ يَا عِبَادِ

ইয়া'লামূনা ওয়াল্লাযীনা লা- ইয়া'লামূনা ; ইন্নামা- ইয়াতাযাক্কারু উলুল আল্‌বা-ব্। ১০। কুল্ ইয়া- 'ইবা-দিল্

আর যারা জ্ঞান রাখে না, তারা কি (মর্যাদায়) সমান? উপদেশ গ্রহণ করে তারাই, যারা প্রকৃত জ্ঞানী। (১০) বলুন, হে আমার মুমিন বান্দাগণ!

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ

লাযীনা আ-মানুত্ তাক্বু রাব্বাকুম ; লিল্লাযীনা আহ্‌সানূ ফী হা-যিহিদ্ দুন্‌ইয়া- হ্বাসানাতুন ; ওয়া আরদ্বুল

তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এ পৃথিবীতে সৎ কাজ করে, পরকালে তাদের জন্য, রয়েছে কল্যাণ (জান্নাত)। এবং আল্লাহর পৃথিবী (খুবই)

اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑪ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ

লা-হি ওয়া-সি'আতুন, ইন্নামা- ইউওয়াফ্‌ফাস্ব স্বা-বিরূনা আজ্‌রাহুম্ বিগাইরি হ্বিসা-ব্। ১১। কুল ইন্নী~উমির্‌তু

প্রশস্ত, যারা (ইবাদাতে ও মসিবতে) ধৈর্য্যধারণ করে, তাদের প্রতিদান রয়েছে অফুরন্ত। (১১) বলুন, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, যেন আমি

أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ (১২) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۝

আন্ আ'বুদাল্লা-হা মুখলিস্বাল্ লাহুদ্ দীন। ১২। ওয়া উমিরতু লিআন্ আকূনা আওয়্যালাল্ মুসলিমীন।
আল্লাহর ইবাদাত করি একাগ্রতার সাথে তাঁরই আনুগত্য হয়ে। (১২) এবং আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আমিই যেন সর্ব প্রথম (আল্লাহর) অনুসারী হই।

(১৩) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (১৪) قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ

১৩। কুল্ ইন্নী~আখা-ফু ইন্ 'আছাইতু রাব্বী 'আযা-বা ইয়াওমিন্ 'আজীম। ১৪। কুলিল্লা-হা 'আবুদু
(১৩) বলুন, যদি আমি আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করি, তবে আমি ভয় করছি মহা দিবস (কিয়ামত)-এর শাস্তির। (১৪) বলুন, আমি আল্লাহরই ইবাদাত করছি,

مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي (১৫) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ

মুখলিস্বাল্ লাহূ দ্বীনী। ১৫। 'ফাবুদূ মা-শি'তুম্ মিন্ দূনিহী ; কুল্ ইন্নাল্ খা-সিরীনাল্ লাযীনা
একাগ্রতার সাথে তাঁরই অনুগত হয়ে। (১৫) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে যার ইচ্ছা তাঁর ইবাদাত কর; বলুন

خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝

খাসিরূ~আন্ফুসাহুম্ ওয়া আহ্লীহিম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ; 'আলা- যা-লিকা হুওয়াল্ খুসরা-নুল্ মুবীন।
কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারা যারা নিজকে ও নিজ পরিবার-পরিজনদেরকে ক্ষতি গ্রস্ত করেছে। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

(১৬) لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ

১৬। লাহুম্ মিন্ ফাওক্বিহিম জুলালুম্ মিনান্ না-রি ওয়া মিন্ তাহ্তিহিম জুলালুন ; যা-লিকা ইউখাওয়্যিফুল্লা-হু বিহী
(১৬) তাদের জন্য (জাহান্নামে) থাকবে উপরের দিক হতে অগ্নির চাদর এবং তাদের নীচেও থাকবে অগ্নির চাদর। যা দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাগণকে সাবধান

عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (১৭) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا

'ইবা-দাহ্ ; ইয়া-'ইবা-দি ফাত্তাকূন। ১৭। ওয়াল্লাযীনাজ্ তানাবুত্ব ত্বা-গূতা আই ই'য়াবুদূহা- ওয়া আনাবূ~
করেন যে, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর। (১৭) যারা তাগুতের ইবাদাত থেকে বেঁচে থাকে এবং (সর্বদা) আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়।

إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ (১৮) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ

ইলাল্লা-হি লাহুমুল্ বুশ্রা-, ফাবাশ্শির্ 'ইবা-দ্। ১৮। আল্লাযীনা ইয়াস্তামি'উনাল্ ক্বাওলা ফাইয়াত্তাবি'উনা
তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। সুতরাং (হে নবী!) আমার বান্দাগণকে সুসংবাদ দিন। (১৮) যারা একাগ্রতার সাথে কথা শ্রবণ করে, অতঃপর তার মধ্যে

أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (১৯) أَفَمَنْ

আহ্সানাহূ, উলা—ইকাল্ লাযীনা হাদা-হুমুল্লা-হু ওয়া উলা—ইকা হুম উলুল্ আলবা-ব্। ১৯। আফামান্
যা সর্বোত্তম সে অনুযায়ী চলে। তাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, আর এরাই হল প্রকৃত জ্ঞানী। (১৯) যে ব্যক্তির উপর

حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۖ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ (২০) لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا

হাক্ক্বা 'আলাইহি কালিমাতুল্ 'আযা-বি ; আফাআন্তা তুন্ক্বিযু মান্ ফিন্ না-র। ২০। লা-কিনিল্ লাযীনাত্ তাক্বাও
শাস্তির হুকুম নিশ্চিত (স্থির) হয়ে গেছে, আপনি কি এমন ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে পারবেন, যে জাহান্নামে রয়েছে? (২০) যারা তার প্রতিপালককে ভয় করে,

رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ اللَّهِ ۖ

রাব্বাহুম্ লাহুম্ গুরাফুম্ মিন্ ফাওক্বিহা- গুরাফুম্ মাবনিয়্যাতুন্, তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু ; ও'য়াদাল্লা-হি ;
তাদের জন্য রয়েছে বালাখানা, যার উপরে বানানো রয়েছে আরও (উন্নত) বালাখানা। যার তলদেশ থেকে নহরসমূহ প্রবাহিত। যা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহ

لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (২১) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ

লা- ইউখ্লিফুল্লা-হুল্ মী'আ-দ। ২১। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা আন্যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আন্ ফাসালাকাহূ
ভংগ করেন না তাঁর প্রতিশ্রুতি। (২১) আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ বর্ষণ করেন আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি), অতঃপর তা

يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ

ইয়ানা-বী'আ ফিল্ আর্দ্বি ছুম্মা ইউখ্রিজু বিহী যার্'আম্ মুখ্তালিফান্ আল্ওয়া-নুহূ ছুম্মা ইয়াহীজু ফাতারা-হু
যমীনের নহরগুলোতে প্রবাহিত করেন, এরপরে সে (পানি) দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফসল (কৃষি) উৎপন্ন করেন, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, তারপর আপনি তা দেখতে

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (২২) أَفَمَن

ع ২ ১৬ রুকূ

মুস্বফাররান্ ছুম্মা ইয়াজ্'আলুহূ হুত্বা-মান ; ইন্না ফী যা-লিকা লাযিক্রা- লিউলিল্ আল্বা-ব্। ২২। আফামান্
পান হলুদ বর্ণের, অতঃপর তা গুড়ো গুড়ো করা হয়; নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে উপদেশ জ্ঞানীদের জন্য। (২২) যার অন্তর

شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم

শারাহাল্লা-হু স্বাদ্রাহূ লিল্ইস্লা-মি ফাহুওয়া 'আলা- নূরিম্ মির্ রাব্বিহী ; ফাওয়াইলুল্ লিল্ ক্বা-সিয়াতি ক্বুলূবুহুম্
আল্লাহ ইসলাম (গ্রহণ)-এর জন্য খুলে দিয়েছেন সে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের তরফ হতে এক নূরের উপর রয়েছে, (সে) কি সে ব্যক্তির সমান, যার অন্তর এরূপ নহে?

مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (২৩) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا

মিন্ যিক্রিল্লা-হি ; উলা—ইকা ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ২৩। আল্লা-হু নায্যালা আহ্সানাল্ হ্বাদীছি কিতা-বাম্
এবং ধ্বংস তাদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ হতে কঠিন। তারাই রয়েছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। (২৩) আল্লাহ উত্তমবাণী অবতীর্ণ করেছেন। যা এমন কিতাব

مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ

মুতাশা- বিহাম্ মাছা-নিয়া, তাক্বশা'ইর্রু মিনহু জুলূদুল লাযীনা ইয়াখ্শাওনা রাব্বাহুম, ছুম্মা তালীনু জুলূদুহুম্
যা পরস্পর মিলযুক্ত ও বারবার পঠিত হয়। এ পাঠ করাতে তাদের সূক্ষ্ম লোমগুলো শিউরে উঠে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় কর। অতঃপর তাদের দেহ,

وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ

ওয়াক্বুলূবুহুম্ ইলা- যিকরিল্লা-হি ; যা-লিকা হুদাল্লা-হি ইয়াহ্দী বিহী মাই ইয়্যাশা—উ ; ওয়া মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু
মন আল্লাহর যিকিরের দিকে নরম আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এটাই আল্লাহর (পক্ষ থেকে) হেদায়েত। তিনি যাকে চান এর দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন, আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন

○ টীকা (আঃ ২১) ঃ অর্থাৎ, যমীনের যে সমস্ত অংশ হতে পানি, কূপ ও ঝরণার আকারে উথলিয়ে বের হয়। আসমান হতে বর্ষিত পানিকে সে সমস্ত অংশে প্রবাহিত করে দেন। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২২) ঃ কেননা, মানুষের পার্থিব জীবনের অবস্থা ও অবিকল এরূপই, অর্থাৎ, পূর্ণতা প্রাপ্ত হ[illegible] পরিশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অতএব, এই নশ্বর জীবনের মোহে মুগ্ধ হয়ে পরলোকের শান্তি হতে বঞ্চিত হওয়া এবং অন্তকালের বিপদ মাথা পাতিয়া ল[illegible] নিতান্ত বোকামি। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৩) ঃ احسن الحديث.... - "উত্তমবাণী দ্বারা" কুরআনকে এবং 'মিলযুক্ত দ্বারা' কুরআন মাজী[illegible] ভাষার অলংকার (সৌন্দর্য) যোগসূত্র এবং সামঞ্জস্যকে এবং 'বারবার পঠিতব্য দ্বারা' কাহিনী, উপদেশ ও শরীয়তের বিধানগুলো দ্বারা বার বার বর্ণ[illegible] করাকে বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)

فما له من هاد ﴿২৪﴾ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيمة وقيل للظلمين

ফামা-লাহূ মিন্ হা-দ। ২৪। আফামাই ইয়াত্তাক্বী বিওয়াজ্বহিহী সূ—আল্ 'আযা-বি ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ; ওয়া ক্বীলা লিজ্জা-লিমীনা

তার জন্য কোনই পথ প্রদর্শক নেই। (২৪) যে ব্যক্তি তার মুখ মণ্ডল দ্বারা নিকৃষ্ট শাস্তিকে বাঁচাতে চাইবে সে কি তার সমান যে জাহান্নামের শাস্তি হতে নিরাপদ? জালিমদেরকে

ذوقوا ما كنتم تكسبون ﴿২৫﴾ كذب الذين من قبلهم فأتىهم العذاب من

যূক্ব মা- কুন্তুম তাক্সিবূন। ২৫। কায্যাবাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ফাআতা-হুমুল্ 'আযা-বু মিন্

বলা হবে তোমাদের কৃত কর্মের ফল ভোগ কর। (২৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও নবীকে মিথ্যা বলেছিল, ফলে তাদের উপর (আল্লাহর) শাস্তি এসেছিল

حيث لا يشعرون ﴿২৬﴾ فأذاقهم الله الخزي في الحيوة الدنيا ولعذاب

হ্বাইছু লা- ইয়াশ্'উরূন। ২৬। ফাআযা- ক্বাহুমুল্লা-হুল্ খিয্ইয়া ফিল্ হ্বায়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ওয়ালা 'আযা-বুল্

এমনভাবে যে, তারা বুঝতেই পারেনি। (২৬) আল্লাহ তাদেরকে এ পার্থিব জীবনে অপমান করিয়েছেন এবং পরকালের শাস্তি তো

الأخرة أكبر لو كانوا يعلمون ﴿২৭﴾ ولقد ضربنا للناس في هذا القرءان من

আ-খিরাতি আক্বারু। লাও কা-নূ ইয়া'লামূন। ২৭। ওয়ালা ক্বাদ্ দ্বারাব্না- লিন্না-সি ফী হা-যাল্ কুরআ-নি মিন্

এর চেয়েও অনেক বড়; যদি তারা জানত! (২৭) আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য বর্ণনা করেছি প্রত্যেক ধরনের দৃষ্টান্ত,

كل مثل لعلهم يتذكرون ﴿২৮﴾ قرءانا عربيا غير ذي عوج لعلهم

কুল্লি মাছালিল্ লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন। ২৮। ক্বুর্আ-নান্ 'আরাবিয়্যান্ গাইরা যী 'ইওয়াজ্বিল্ লা'আল্লাহুম্

যাতে তারা উপদেশ মেনে চলে। (২৮) কুরআন আরবী ভাষায়, যাতে কোন প্রকার বক্রতা নেই, যাতে মানুষ পরহেজগারী অবলম্বন

يتقون ﴿২৯﴾ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشكسون ورجلا سلما

ইয়াত্তাক্বূন। ২৯। দ্বারাবাল্লা-হু মাছালার্ রাজুলান্ ফীহি শুরাকা—উ মুতাশা-কিসূনা ওয়া রাজুলান্ সালামাল্

করতে পারে। (২৯) আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, এক ব্যক্তি (গোলাম), যার অনেক শরীক (মালিক), যারা পরস্পরে বিপক্ষ, এবং (আর) এক ব্যক্তি (গোলাম),

لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ﴿৩০﴾ إنك

লিরাজুলিন ; হাল্ ইয়াস্তাওয়িইয়া-নি মাছালান ; আল্হ্বামদু লিল্লা-হি, বাল্ আক্ছারুহুম্ লা-ই'য়ালামূন। ৩০। ইন্নাকা

যে সম্পূর্ণ শরীকমুক্ত (অর্থাৎ মালিক একজন), এ উভয় কি সমান? সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য; কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না। (৩০) নিশ্চয়ই আপনি

ميت وإنهم ميتون ﴿৩১﴾ ثم إنكم يوم القيمة عند ربكم تختصمون ○

মাইয়্যিতুও ওয়া ইন্নাহুম্ মাইয়্যিতূন। ৩১। ছুম্মা ইন্নাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি 'ইন্দা রাব্বিকুম্ তাখ্তাছিমূন।

মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মারা যাবে। (৩১) অতঃপর তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালকের সামনে পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করবে।

৩ / ১৭ রুকূ

○ টীকা (আঃ ২৪) ঃ মুখমণ্ডলকে ঢাল করে দেয়ার অর্থ এই যে, কোন প্রকারের আক্রমণ বা আঘাত আসলে মানুষ স্বভাবতঃ হাত দ্বারা তা প্রতিরোধ করে থাকে। কিন্তু পরলোকে কাফেরদের হাত, পা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে। অতএব, সর্বপ্রকারের আঘাত ও শাস্তি তারা মুখমণ্ডল দ্বারা ফিরাতে চেষ্টা করবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৯) ঃ অর্থাৎ, উপদেশ-গ্রাহ্য হওয়ার জন্য যে সমস্ত মহাগুণের প্রয়োজন, কোরআনে তার সবকিছুই রয়েছে। যেমন বিষয়বস্তুগুলো উত্তম হওয়া। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩১) ঃ প্রথম ব্যক্তির দৃষ্টান্ত মুশরেকের, তারা বহু দেবদেবীর উপাসনা করে। কোনটির প্রতি সময়ে আস্থা থাকে, কোনটির প্রতি থাকে না। আবার বিপদে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধাবিত হয়। আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মু'মিন ব্যক্তির, সে এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি আস্থা স্থাপন করে মহা শান্তিতে রয়েছে। (বঃ কোঃ)

পারা ২৪

﴿৩২﴾ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في

৩২। ফামান্ আজ্লামু মিম্মান্ কাযাবা 'আলাল্লা-হি ওয়া কায্যাবা বিস্বস্বিদ্ক্বি ইয্ জ্বা—আহূ ; আলাইসা ফী

(৩২) তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে এবং সত্য যখন তার কাছে আসে তখন তা অবিশ্বাস করে।

جهنم مثوى للكفرين ﴿৩৩﴾ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك

জ্বাহান্নামা মাছ্ওয়াল লিলকা-ফিরীন। ৩৩। ওয়াল্লাযী জ্বা—আ বিস্বস্বিদ্ক্বি ওয়া স্বাদ্দাক্বা বিহী~উলা—ইকা

এসব কাফিরদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয়? (৩৩) সে সত্য (দ্বীন) সহ এসেছে এবং যে সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করেছে,

هم المتقون ﴿৩৪﴾ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزؤا المحسنين ○

হুমুল্ মুত্তাক্বূন। ৩৪। লাহুম্ মা-ইয়াশা—উনা 'ইন্দা রাব্বিহিম্ ; যা-লিকা জ্বাযা—উল্ মুহ্বসিনীন্।

তারাই আল্লাহভীরু। (৩৪) তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, তাদের কাঙ্ক্ষিত সব কিছুই। পুণ্যবানদের প্রতিদান এটাই।

﴿৩৫﴾ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي

৩৫। লিইউকাফ্ফিরাল্লা-হু 'আন্হুম্ আস্ওয়াআল লাযী 'আমিলূ ওয়া ইয়াজ্বযিয়াহুম্ আজ্বরাহুম বিআহ্বসানিল্লাযী

(৩৫) কারণ, আল্লাহ তাদের থেকে তাদের কৃত খারাপ কাজগুলো মিটিয়ে দিবেন এবং তাদের কৃত নেক কাজগুলোর

كانوا يعملون ﴿৩৬﴾ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه

কা-নূ ই'য়ামালূন। ৩৬। আলাইসাল্লা-হু বিকা-ফিন্ 'আব্দাহূ ; ওয়া ইউখাওয়্যিফূনাকা বিল্লাযীনা মিন্ দূনিহী ;

প্রতিদান দিবেন। (৩৬) আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? (হে নবী!) আপনাকে তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ ছাড়া অন্যের ভয় দেখায়

ومن يضلل الله فما له من هاد ﴿৩৭﴾ ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله

ওয়া মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফামা- লা-হূ মিন্ হা-দ। ৩৭। ওয়া মাই ইয়াহ্দিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিম্ মুদ্বিল্লিন ; আলাইসাল্লা-হু

আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথ-প্রদর্শক নেই। (৩৭) আর যাকে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, তার জন্য কোন বিভ্রান্তকারী নেই। আল্লাহ কি

بعزيز ذي انتقام ﴿৩৮﴾ ولئن سألتهم من خلق السموت والأرض ليقولن

বি'আযীযিন্ যিন তিক্বা-ম। ৩৮। ওয়া লাইন্ সাআল্তাহুম্ মান্ খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা লাইয়াক্বূ লুন্নাল্

মহা প্রভাবশালী, প্রতিশোধগ্রহণকারী নন? (৩৮) (হে নবী!) যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছে, আকাশ ও পৃথিবী? তবে অবশ্যই তারা বলবে,

الله قل أفرءيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن

লা-হ্ ; কুল্ আফারাআইতুম্ মা- তাদ্'উনা মিন্ দূনিল লা-হি ইন্ আরা-দানিয়াল্লা-হু বিদ্বুর্‌রিন্ হাল হুন্না

আল্লাহ। আপনি বলুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ যে, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করতে চান, তবে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাক, তারা কি আমার সে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৩) ঃ والذى جاء-এখানে হযরত রাসূল (স)-কে বুঝানো হয়েছে, যিনি সত্য দ্বীনসহ আগমন করেছেন এবং وصدق দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে বুঝানো হয়েছে। যিনি সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (স)-কে সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন। (কুঃ কারীম)
○ শানে নুযূল (আঃ ৩৬) ঃ উপরের কয়েকটি আয়াতে একত্ববাদের সত্যতার এবং অংশীবাদের অসারতার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। এরূপ বিষয়বস্তু শ্রবণ করে অংশীবাদীরা হুযূর (সা)-কে বলত, "আমাদের দেবতাদের সাথে বেআদবী করবেন না। অন্যথায় আমরা তাদের নিকট প্রার্থনা করে আপনাকে উন্মাদ করে দিব, এতে ويخوفونك الخ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

فماله من هاد ﴿٢٣﴾ افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيمة وقيل للظلمين

ফামা-লাহূ মিন্ হা-দ্। ২৪। আফামাই ইয়াত্তাক্বী বিওয়াজ্বহিহী সূ—আল্ 'আযা-বি ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ; ওয়া ক্বীলা লিজ্জ্বা-লিমীনা
তার জন্য কোনই পথ প্রদর্শক নেই। (২৪) যে ব্যক্তি তার মুখ মণ্ডল দ্বারা নিকৃষ্ট শাস্তিকে ঠেকাতে চাইবে সে কি তার সমান যে জাহান্নামের শাস্তি হতে নিরাপদ? জালিমদেরকে

ذوقوا ما كنتم تكسبون ﴿٢٤﴾ كذب الذين من قبلهم فاتهم العذاب من

যূক্বূ মা- কুন্তুম তাক্সিবূন। ২৫। কায্যাবাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ফাআতা-হুমুল্ 'আযা-বু মিন্
বলা হবে তোমাদের কৃত কর্মের ফল ভোগ কর। (২৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও নবীকে মিথ্যা বলেছিল, ফলে তাদের উপর (আল্লাহর) শাস্তি এসেছিল

حيث لا يشعرون ﴿٢٥﴾ فاذاقهم الله الخزي في الحيوة الدنيا ولعذاب

হাইছু লা- ইয়াশ্'উরূন। ২৬। ফাআযা- ক্বাহুমুল্লা-হুল্ খিয্ইয়া ফিল্ হায়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ওয়ালা 'আযা-বুল্
এমনভাবে যে, তারা বুঝতেই পারেনি। (২৬) আল্লাহ তাদেরকে এ পার্থিব জীবনে অপমান করিয়েছেন এবং পরকালের শাস্তি তো

الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ﴿٢٦﴾ ولقد ضربنا للناس في هذا القران من

আ-খিরাতি আক্বারু। লাও কা-নূ ইয়া'লামূন। ২৭। ওয়ালা ক্বাদ্ দ্বারাব্না- লিন্না-সি ফী হা-যাল্ কুরআ-নি মিন্
এর চেয়েও অনেক বড়। যদি তারা জানত! (২৭) আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য বর্ণনা করেছি প্রত্যেক ধরনের দৃষ্টান্ত,

كل مثل لعلهم يتذكرون ﴿٢٧﴾ قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم

কুল্লি মাছালিল্ লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন। ২৮। কুর্আ-নান্ 'আরাবিয়্যান্ গাইরা যী 'ইওয়াজিল্ লা'আল্লাহুম্
যাতে তারা উপদেশ মেনে চলে। (২৮) কুরআন আরবী ভাষায়, যাতে কোন প্রকার বক্রতা নেই, যাতে মানুষ পরহেজগারী অবলম্বন

يتقون ﴿٢٨﴾ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشكسون ورجلا سلما

ইয়াত্তাকূন। ২৯। দ্বারাবাল্লা-হু মাছালার্ রাজুলান্ ফীহি শুরাকা—উ মুতাশা-কিসূনা ওয়া রাজুলান্ সালামাল্
করতে পারে। (২৯) আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, এক ব্যক্তি (গোলাম), যার অনেক শরীক (মালিক), যারা পরস্পরে বিপক্ষ, এবং (আর) এক ব্যক্তি (গোলাম),

لرجل هل يستوين مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ﴿٢٩﴾ انك

লিরাজুলিন ; হাল্ ইয়াস্তাওয়িইয়া-নি মাছালান ; আল্হাম্দু লিল্লা-হি, বাল্ আক্ছারুহুম্ লা-ই'য়ালামূন। ৩০। ইন্নাকা
যে সম্পূর্ণ শরীকমুক্ত (অর্থাৎ মালিক একজন), এ উভয় কি সমান? সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না। (৩০) নিশ্চয়ই আপনি

ميت وانهم ميتون ﴿٣٠﴾ ثم انكم يوم القيمة عند ربكم تختصمون ﴿٣١﴾

মাইয়্যিতুও ওয়া ইন্নাহুম্ মাইয়্যিতূন। ৩১। ছুম্মা ইন্নাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি 'ইন্দা রাব্বিকুম্ তাখ্তাছিমূন।
মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মারা যাবে। (৩১) অতঃপর তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালকের সামনে পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করবে।

রুকূ ৩ / ১৭

○ টীকা (আঃ ২৪) ঃ মুখমণ্ডলকে ঢাল করে দেয়ার অর্থ এই যে, কোন প্রকারের আক্রমণ বা আঘাত আসলে মানুষ স্বভাবতঃ হাত দ্বারা তা প্রতিরোধ করে থাকে। কিন্তু পরলোকে কাফেরদের হাত, পা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে। অতএব, সর্বপ্রকারের আঘাত ও শাস্তি তারা মুখমণ্ডল দ্বারা ফিরাতে চেষ্টা করবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৯) ঃ অর্থাৎ, উপদেশ-গ্রাহ্য হওয়ার জন্য যে সমস্ত মহাগুণের প্রয়োজন, কোরআনে তার সবকিছুই রয়েছে। ... বিষয়বস্তুগুলো উত্তম হওয়া। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩১) ঃ প্রথম ব্যক্তির দৃষ্টান্ত মুশরেকের, তারা বহু দেবদেবীর উপাসনা করে। কোনটির ... সময়ে আস্থা থাকে, কোনটির প্রতি থাকে না। আবার বিপদে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধাবিত হয়। আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মু'মিন ব্যক্তির, সে এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি আস্থা স্থাপন করে মহা শান্তিতে রয়েছে। (বঃ কোঃ)

পারা ২৪

﴿٣٢﴾ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في

৩২। ফামান্ আজ্লামু মিম্মান্ কাযাবা 'আলাল্লা-হি ওয়া কায্যাবা বিস্স্বিদ্ক্বি ইয্ জ্বা—আহূ ; আলাইসা ফী
(৩২) তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে এবং সত্য যখন তার কাছে আসে তখন তা অবিশ্বাস করে।

جهنم مثوى للكفرين ﴿٣٢﴾ والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك

জ্বাহান্নামা মাছ্ওয়াল লিলকা-ফিরীন। ৩৩। ওয়াল্লাযী জ্বা—আ বিস্স্বিদ্ক্বি ওয়া স্বাদ্দাক্বা বিহী~উলা—ইকা
এসব কাফিরদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয়? (৩৩) সে সত্য (দ্বীন) সহ এসেছে এবং যে সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করেছে,

هم المتقون ﴿٣٣﴾ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزؤا المحسنين ﴿٣٤﴾

হুমুল্ মুত্তাকূন। ৩৪। লাহুম্ মা-ইয়াশা—উনা 'ইন্দা রাব্বিহিম্ ; যা-লিকা জ্বাযা—উল্ মুহ্সিনীন্।
তারাই আল্লাহভীরু। (৩৪) তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, তাদের কাঙ্ক্ষিত সব কিছুই। পুণ্যবানদের প্রতিদান এটাই।

﴿٣٥﴾ ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي

৩৫। লিইউকাফ্ফিরাললা-হু 'আন্হুম্ আস্ওয়াআল লাযী 'আমিলূ ওয়া ইয়াজ্বযিয়াহুম্ আজ্বরাহুম বিআহ্সানিললাযী
(৩৫) কারণ, আল্লাহ তাদের থেকে তাদের কৃত খারাপ কাজগুলো মিটিয়ে দিবেন এবং তাদের কৃত নেক কাজগুলোর

كانوا يعملون ﴿٣٥﴾ اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه

কা-নূ ই'য়ামালূন। ৩৬। আলাইসাল্লা-হু বিকা-ফিন্ 'আব্দাহূ ; ওয়া ইউখাওয়্যিফূনাকা বিল্লাযীনা মিন্ দূনিহী ;
প্রতিদান দিবেন। (৩৬) আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? (হে নবী!) আপনাকে তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ ছাড়া অন্যের ভয় দেখায়

ومن يضلل الله فماله من هاد ﴿٣٦﴾ ومن يهد الله فماله من مضل اليس الله

ওয়া মাই ইউদ্বলিলিললা-হু ফামা- লা-হূ মিন্ হা-দ। ৩৭। ওয়া মাই ইয়াহ্দিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিম্ মুদ্বিল্লিন ; আলাইসাল্লা-হু
আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথ-প্রদর্শক নেই। (৩৭) আর যাকে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, তার জন্য কোন বিভ্রান্তকারী নেই। আল্লাহ কি

بعزيز ذي انتقام ﴿٣٧﴾ ولئن سالتهم من خلق السموت والارض ليقولن

বি'আযীযিন্ যিন তিক্বা-ম। ৩৮। ওয়া লাইন্ সাআল্তাহুম্ মান্ খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা লাইয়াকু লুন্নাল
মহা প্রভাবশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (৩৮) (হে নবী!) যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছে, আকাশ ও পৃথিবী? তবে অবশ্যই তারা বলবে,

الله قل افرءيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن

লা-হু ; কুল্ আফারাআইতুম্ মা- তাদ্'উনা মিন্ দূনিল লা-হি ইন্ আরা-দানিয়াল্লা-হু বিদ্বুর্রিন্ হাল হুন্না
আল্লাহ। আপনি বলুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ যে, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করতে চান, তবে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাক, তারা কি আমার সে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৩) ঃ والذى جا . -এখানে হযরত রাসূল (স)-কে বুঝানো হয়েছে, যিনি সত্য দ্বীনসহ আগমন করেছেন এবং وصدق দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে বুঝানো হয়েছে। যিনি সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (স)-কে সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন। (কুঃ কারীম) ... এবং অংশীবাদের অসারতার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। ...
○ শানে নুযূল (আঃ ৩৬) ঃ উপরের কয়েকটি আয়াতে একত্ববাদের সত্যতার এবং অংশীবাদের অসারতার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয়বস্তু শ্রবণ করে অংশীবাদীরা হুযূর (সা)-কে বলত, "আমাদের দেবতাদের সাথে বেআদবী করবেন না। অন্যথায় আমরা তাদের নিকট প্রার্থনা করে আপনাকে উন্মাদ করে দিব, এতে ويخوفونك الخ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

كَاشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ

কা-শিফা-তু দ্বুর্‌রিহী~আও আরা-দানী বিরাহ্‌মাতিন্ হাল্ হুন্না মুম্‌সিকা-তু রাহ্‌মাতিহী; কুল্ হাস্‌বিয়াল্লা-হু ;
অনিষ্ট দূর করতে পারবে? বা তিনি যিনি আমার প্রতি দয়া করতে চান, তবে তারা কি সে দয়া বাধা দিয়ে রাখতে পারবে? আপনি বলুন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট;

عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۳۸﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ

'আলাইহি ইয়া তাওয়াক্কালুল্ মুতাওয়াক্কিলূন । ৩৯ । কুল্ ইয়া ক্বাও'মিমালূ 'আলা- মাকা-নাতিকুম্ ইন্নী 'আ-মিলুন,
ভরসাকারীগণ একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করে। (৩৯) আপনি বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অবস্থানের উপর থেকে কাজ করে যাও, আমিও আমার কাজ

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿۴۰﴾

ফাসাওফা 'তালামূন । ৪০ । মাই ইয়া'তীহি 'আযা-বুই ইউখ্‌যীহি ওয়া ইয়াহিল্লু 'আলাইহি 'আযা-বুম্ মুক্বীম ।
করছি। অতিশীঘ্রই তোমরা তা জানতে পারবে, (৪০) কার উপর আসবে অপমানজনক শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে চিরস্থায়ী শাস্তি।

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ

৪১ । ইন্না~আন্‌যাল্‌না- 'আলাইকাল্ কিতা-বা লিন্না-সি বিল্‌হাক্বক্বি, ফামানিহ্‌তাদা- ফালিনাফ্‌সিহী, ওয়া মান্
(৪১) নিশ্চয়ই আমি মানুষের জন্য সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং যে সৎ পথ অবলম্বন করে সে তা তার নিজের জন্যই করেছে। আর যে

ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿۴۱﴾ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ

দ্বাল্লা ফাইন্নামা- ইয়াদ্বিল্লু 'আলাইহা-, ওয়ামা~আন্‌তা 'আলাইহিম্ বিওয়াকীল । ৪২ । আল্লা-হু ইয়াতাওয়াফ্‌ফাল্ আন্‌ফুসা
বিভ্রান্ত হয়, সে বিভ্রান্তির পরিণতি তার উপরই আসবে। আর আপনি তাদের ব্যবস্থাপক নন। (৪২) আল্লাহ প্রাণ (আত্মা)সমূহ নিয়ে যান তাদের

৪ ৪০ ১ রুকূ

حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ

হীনা মাওতিহা- ওয়াল্লাতী লাম্ তামুত্ ফী মানা-মিহা-, ফা- ইউম্‌সিকুল্ লাতী ক্বাদ্বা- 'আলাইহাল্ মাওতা
মৃত্যুর সময় এবং যার মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি, তার (প্রাণ নেন) নিদ্রার সময়। অতঃপর যার ওপর মৃত্যু সিদ্ধান্ত হয়, তার প্রাণ ধরে রাখেন

وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۴۲﴾

ওয়া ইউর্‌সিলুল্ উখ্‌রা~ইলা~আজ্বালিম্ মুসাম্মান ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিক্বাওমিঁই ইয়াতাফাক্কারূন।
এবং অন্যান্যদের প্রাণ প্রেরণ করেন, একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে অনেক দৃষ্টান্ত।

○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ অর্থাৎ আল্লাহকে একক সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করে তাকে পূর্ণ ক্ষমতাবান বলে স্বীকার করেছ। অতঃপর অক্ষম দেবতাসমূহকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করলে তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা পণ্ড হয় এবং তিনি এক স্রষ্টা নয় বলে প্রতিপন্ন হয়। আর এতে তোমাদের মতবাদ পরস্পর বিরোধী সাব্যস্ত হয়। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৯) ঃ যেহেতু কাফেররা এসমস্ত জ্বলন্ত প্রমাণ এবং অকাট্য যুক্তি সত্ত্বেও নিজেদের সেই মূর্খতা এবং বিপথগমনের উপর জেদ করে রইল। অতএব, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (সা)-কে শেষ উত্তর শিক্ষা দিয়েছেন যে, আপনি বলুন, যদি এতেও তোমরা না মান, তবে তোমরা তোমাদের মনগড়া মত অনুযায়ী চল। আর আমি আল্লাহর বিধান মত চলি। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিণতি এই হয়েছিল যে, বদরের যুদ্ধে কাফেরদের অপমানকর শাস্তি হয়েছিল। আর মৃত্যুর পরেও এরা অনন্ত শাস্তি ভোগ করবে। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৪২) ঃ মানবাত্মা এক প্রকার জ্যোতির্ময় বস্তু। দেহের ভিতর-বাহির যখন তার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় তখন দেহ সক্রিয়, একেই জীবন বলা হয়। এর বিপরীত অর্থাৎ আত্মার জ্যোতিতে যদি দেহাভ্যন্তর বা বহির্ভাগ জ্যোতিষ্মান না হয় তখন ইন্দ্রিয় সকল নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং ঐ সময়কে 'মৃত্যু' নামে অভিহিত করা হয়। আর আত্মার প্রভাব যখন কেবল আংশিকভাবে দেহাভ্যন্তরে বিরাজমান থাকে অথচ বাহ্যেন্দ্রিয় প্রভাবিত না হয় সেই অবস্থাকে 'নিদ্রা' বলা হয়ে থাকে। বর্ণিত তিন অবস্থাতেই মানবাত্মা আল্লাহর আয়ত্তাধীন, তিনি ইচ্ছা করলে মানবকে নিদ্রিতাবস্থায় চিরনিদ্রায় শায়িত করতে পারেন। নিদ্রা সম্বন্ধে হযরত আলী (রা) বলেছেন, "নিদ্রাকালে মানবাত্মা বহির্গত হয়ে যায়, কিন্তু এর জ্যোতি দেহ-মধ্যে অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং এই জন্য সে স্বপ্ন দেখে। অতঃপর সে যখন জাগ্রত হয় তখন মুহূর্তের মধ্যে দ্রুতগতিতে তা প্রত্যাবর্তন করে......"। (তঃ মাঃ তানযীল)

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا

৪৩ । আমিত্তাখাযূ মিন্ দূনিল্লা-হি শুফা'আ—আ ; কুল্ আওয়ালাও কা-নূ লা- ইয়াম্‌লিকূনা শাইআওঁ ওয়ালা-
(৪৩) তবে তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে ? আপনি বলুন, যদিও তাদের কোন কিছুরই ক্ষমতা নেই ও তাদের কোন জ্ঞানও

يَعْقِلُوْنَ ﴿۴۳﴾ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ

ইয়া'ক্বিলূন । ৪৪ । কুল্ লিল্লা-হিশ্ শাফা-'আতু জ্বামী'আন ; লাহূ মুল্‌কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ; ছুম্মা ইলাইহি
নেই, এর পরেও কি? (৪৪) বলুন, সব সুপারিশের ক্ষমতা আল্লাহরই কাছে। তাঁরই বাদশাহী (রাজত্ব) আকাশ ও পৃথিবীর। অতঃপর তোমরা সব তাঁর কাছেই

تُرْجَعُوْنَ ﴿۴۴﴾ وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ

তুর্‌জা'উন । ৪৫ । ওয়া ইযা- যুকিরাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহুশ্ মাআয্‌যাত্ কুলূবুল্ লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা বিল্‌আ-খিরাতি,
ফিরে যাবে। (৪৫) যখন আল্লাহর একত্ববাদের কথা আলোচনা করা হয়, তখন যারা পরকালের বিশ্বাস রাখে না তাদের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যায়,

وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۴۵﴾ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ

ওয়া ইযা- যুকিরাল্লাযীনা মিন্ দূনিহী ~ইযা- হুম্ ইয়াস্‌তাব্‌শিরূন । ৪৬ । কুলিল্ লা-হুম্মা ফা-ত্বিরাস্ সামা-ওয়া-তি
এবং যখন আল্লাহ ছাড়া তাদের দেবতাগুলোর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর খুশীতে ভরে যায়। (৪৬) বলুন, হে আল্লাহ! আকাশ

وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِىْ مَا كَانُوْا فِيْهِ

ওয়াল্ আরদ্বি 'আ-লিমাল্ গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাতি আন্‌তা তাহ্‌কুমু বাইনা 'ইবা-দিকা ফী মা- কা-নূ ফীহি
ও পৃথিবীর স্রষ্টা, লুক্কায়িত ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে সে বিষয় ফয়সালা করবেন, যাতে তারা পরস্পরে মত

يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۴۶﴾ وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا

ইয়াখ্‌তালিফূন । ৪৭ । ওয়ালাও আন্না লিল্লাযীনা জালামূ মা- ফিল্ আরদ্বি জ্বামী'আওঁ ওয়া মিছ্‌লাহূ মা'আহূ লাফ্‌তাদাও
বিরোধ করে। (৪৭) যদি জালিম (খোদাদ্রোহী) দের কাছে পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবও যদি থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও সম্পদ থাকে,

بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿۴۷﴾

বিহী মিন্ সূ—ইল 'আযা-বি ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ; ওয়া বাদা- লাহুম্ মিনাল্লা-হি মা-লাম্ ইয়াকূনূ ইয়াহ্‌তাসিবূন ।
তা কেয়ামতের দিন নিকৃষ্টতম শাস্তির বিনিময় তা দিয়ে দিবে এবং তাদের সামনে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু প্রকাশ পাবে, যার ধারণাই তারা করেনি।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۴۸﴾ فَاِذَا مَسَّ

৪৮ । ওয়া বাদা-লাহুম্ সাইয়িআ-তু মা- কাসাবূ ওয়াহা-ক্বা বিহিম্ মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন । ৪৯ । ফাইযা- মাস্‌সাল্
(৪৮) এবং তাদের কৃত খারাপ কাজগুলোর শাস্তি তাদের সামনে প্রকাশ পাবে এবং যে সম্পর্কে তারা উপহাস করেছিল, তা তাদেরকে বেষ্টন করবে। (৪৯) যখন

○ টীকা (আঃ ৪৪) ঃ যেহেতু উপরোক্ত আয়াতের উত্তরে মুশরেকরা বলতে পারে যে, "এসমস্ত নির্জীব প্রস্তর মূর্তি আমাদের সুপারিশকারী হবে না, বরং এরা যাদের প্রতিমূর্তি তারা আমাদের সুপারিশকারী হবে।" কাজেই এই আয়াতে একথার উত্তর শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, সুপারিশ তো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ তাঁর অনুমতি ভিন্ন সেদিন সুপারিশ করার সাধ্য কারও হবে না। অনুমতি পেতে হলে (ক) সুপারিশকারী আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় এবং (খ) যার জন্য সুপারিশ করা হবে, সে ক্ষমার যোগ্য হতে হবে। তাদের দেবতাদের মধ্যে একমাত্র ফেরেশতারাই আল্লাহর প্রিয়; কিন্তু সুপারিশপ্রার্থীরা ফেরেশতাপূজক হোক আর শয়তানপূজকই হোক- ক্ষমার যোগ্য নয়। কাজেই তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কেউই প্রাপ্ত হবে না। (বঃ কোঃ)

الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولنه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي

ইন্‌সানা দ্বুররুন্ দা'আ-না-, ছুম্মা ইযা- খাওয়্যাল্‌না-হু 'নিয়াতাম্ মিন্না-, ক্বা-লা ইন্নামা~উতীতুহূ 'আলা 'ইল্‌মিন ; বাল্ হিয়া

মানুষের উপর কোন দুঃখ-দুর্দশা, পৌঁছে তখন আমাকে ডাকে, যখন আমি তাকে আমার পক্ষ হতে কোন অনুগ্রহ দান করি, তখন সে বলে, এ তো আমি প্রাপ্ত হয়েছি

فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴿٤٩﴾ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى

ফিত্‌নাতুওঁ ওয়ালা- কিন্না আক্‌ছারাহুম্ লা-ই'য়ালামূন। ৫০। ক্বাদ্ ক্বা-লাহাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম ফামা~আগ্‌না-

আমার জ্ঞানের কারণে। বরং এটা পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না। (৫০) তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও একথাই বলেছিল, কিন্তু কোনই

عنهم ما كانوا يكسبون ﴿٥٠﴾ فأصابهم سيات ما كسبوا والذين ظلموا من

'আন্‌হুম্ মা- কা-নূ ইয়াকসিবূন। ৫১। ফাআস্বা-বাহুম্ সাইয়্যিআ-তু মা-কাসাবূ ; ওয়াল্লাযীনা জালামূ মিন্

উপকারে আসেনি তাদের কৃত কর্ম। (৫১) তাদের উপর তাদের কৃত কর্মের নিকৃষ্ট শাস্তি এসে পৌঁছল। আর তাদের মধ্যে যারা জালিম, তাদের

هؤلاء سيصيبهم سيات ما كسبوا وما هم بمعجزين ﴿٥١﴾ أولم يعلموا أن الله

হা~উলা—ই সাইউস্বীবুহুম্ সাইয়্যিআ-তু মা-কাসাবূ, ওয়া মা-হুম্ বি'মুজ্বিযীন। ৫২। আওয়া লাম্ ইয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা

উপরও শীঘ্রই পৌঁছবে তাদের কৃত কর্মের নিকৃষ্ট শাস্তি এবং তারা তা ব্যর্থ করতে সক্ষম হবে না। (৫২) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ প্রশস্ত

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لايت لقوم يؤمنون ﴿٥٢﴾

ইয়াব্‌সুত্বুর রিয্‌ক্বা লিমাইঁ ইয়াশা—উ ওয়াইয়াক্বদিরু ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিক্বাওমিইঁ ইউ'মিনূন।

করে দেন রিযিক, যাকে চান এবং যাকে চান সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসী লোকদের জন্য নিদর্শন।

ع ৫ ২ রুকূ

قل يعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

৫৩। কুল্ ইয়া-'ইবা-দিয়াল্ লাযীনা আস্‌রাফূ 'আলা-আন্‌ফুসিহিম্ লা-তাক্বনাত্বূ মির্ রাহ্‌মাতিল্লা-হি ;

(৫৩) বলুন, (আমার কথা), হে আমার বান্দা, যারা গুনাহে বাড়াবাড়ি করেছ নিজেদের উপর, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না।

إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ﴿٥٣﴾ وأنيبوا إلى ربكم

ইন্নাল্লা-হা ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা জ্বামী'আন ; ইন্নাহূ হুওয়াল গাফূরুর্ রাহীম। ৫৪। ওয়া আনীবূ~ইলা- রাব্বিকুম্

নিশ্চয়ই আল্লাহ সব পাপ মাফ করে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়াশীল, (৫৪) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর

وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ﴿٥٤﴾ واتبعوا

ওয়া আস্‌লিমূ লাহূ মিন্ ক্বাব্‌লি আইঁ ইয়া'তিয়াকুমুল্ 'আযা-বু ছুম্মা লা-তুন্‌ছারূন। ৫৫। ওয়াত্তাবি'উ~

এবং তাঁরই অনুগত হও, তোমাদের উপর শাস্তি আসার পূর্বে। আযাব এসে পড়লে তোমাদের কোন সাহায্য করা হবে না। (৫৫) আর অনুসরণ কর

০ টীকা (আঃ ৫৩) ঃ আলোচ্য আয়াতে পাপকার্যে যারা জীবন অতিবাহিত করেছে, তাদেরকে আল্লাহর অপার অনুগ্রহ হতে হতাশ হতে নিষেধ করা হয়েছে। সেজন্য আল্লাহ হযরত রাসূলে করীম (সা)-কে বলছেন, আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা স্বীয় জীবনে চূড়ান্ত অপচয় করেছ, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা নিশ্চয় আল্লাহ গোনাহসমূহ ক্ষমা করেন; নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাকারী করুণাময়। বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা কতিপয় মোশরেক হযরতের সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, আমরা ব্যভিচার, নরহত্যা প্রভৃতি মহাপাপ কার্য করেছি; আমরা আপনার ধর্মপথ অবলম্বন করতাম যদি আমাদের কৃত পাপরাশি মার্জিত হত। তখন এই আলোচ্য আয়াত ও অন্যত্র বর্ণিত অনুরূপ মর্মের একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। (কুঃ কারীম)

أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة

আহ্‌সানা মা~উন্‌যিলা ইলাইকুম্ মির্ রাব্বিকুম্ মিন্ ক্বাব্‌লি আইঁ ইয়া'তিয়াকুমুল্ 'আযা-বু বাগ্‌তাতাওঁ

সে উত্তম বিষয়ের, যা তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তোমাদের উপর করে হঠাৎ শাস্তি আপতিত হওয়ার পূর্বে,

وأنتم لا تشعرون ﴿٥٥﴾ أن تقول نفس يحسرتى على ما فرطت في جنب

ওয়া আন্‌তুম্ লা-তাশ্'উরূন। ৫৬। আন্ তাকূলা নাফ্‌সুইঁ ইয়া- হাস্‌রাতা- 'আলা- মা- ফার্‌রাত্বতু ফী জ্বাম্বিল্

যা তোমরা অনুভবই করতে পারবে না। (৫৬) যাতে এমন না হয় যে! কেউ বলবে, আফসোস! আমি অবহেলা করেছি আল্লাহর অনুসরণের ব্যাপারে

الله وإن كنت لمن السخرين ﴿٥٦﴾ أو تقول لو أن الله هدىني لكنت

লা-হি ওয়া ইন্ কুন্‌তু লামিনাস্ সা-খিরীন। ৫৭। আও তাকূলা লাও আন্নাল্লা-হা হাদা-নী লাকুন্‌তু

বরং আমিতো (আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে) উপহাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। (৫৭) অথবা বলবে, যদি আল্লাহ আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতেন, তবে আমিও

من المتقين ﴿٥٧﴾ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من

মিনাল্ মুত্তাক্বীন। ৫৮। আও তাকূলা হীনা তারাল্ 'আযা-বা লাও আন্না লী কার্‌রাতান্ ফাআকূনা মিনাল্

আল্লাহ-ভীরুদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (৫৮) অথবা শাস্তি দেখে বলবে, হায়! যদি আমাদের পুনরায় পৃথিবীতে পাঠান হত, তবে আমি পুণ্যবানদেরর

المحسنين ﴿٥٨﴾ بلى قد جاءتك ايتي فكذبت بها واستكبرت وكنت

মুহ্‌সিনীন। ৫৯। বালা- ক্বাদ্ জ্বা—আত্‌কা আ-য়া-তী ফাকায্‌যাব্‌তা বিহা- ওয়াস্‌তাক্‌বারতা ওয়া কুন্‌তা

অন্তর্ভুক্ত হতাম। (৫৯) হ্যাঁ, অবশ্যই তোমার কাছে আমার নিদর্শন এসেছিল, কিন্তু তুমি তা মিথ্যা বলেছিলেও বড়াই করেছিলে, ফলে তুমি ছিলে কাফিরদের

من الكفرين ﴿٥٩﴾ ويوم القيمة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة

মিনাল কা-ফিরীন। ৬০। ওয়া ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি তারাল্ লাযীনা কাযাবূ 'আলাল্লা-হি উজূহুহুম্ মুস্‌ওয়াদ্দাতুন ;

অন্তর্ভুক্ত। (৬০) যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, আপনি কেয়ামতের দিন দেখবেন, তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে।

أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ﴿٦٠﴾ وينجي الله الذين اتقوا

আলাইসা ফী জ্বাহান্নামা মাছ্‌ওয়াল্ লিল্‌মুতাকাব্বিরীন। ৬১। ওয়া ইউনাজ্জিল্লা-হুল্ লাযীনাত্ তাক্বাও

তবে কি জাহান্নাম ঠিকানা নয় অহঙ্কারীদের জন্য? (৬১) যারা পরহেযগারী অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের সাফল্যের সাথে

بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ﴿٦١﴾ الله خالق كل شيء

বিমাফা-যাতিহিম, লা-ইয়ামাস্ সুহুমুস সূ—উ ওয়ালা-হুম্ ইয়াহ্‌যানূন। ৬২। আল্লা-হু খা-লিক্বু কুল্লি শাইয়িওঁ,

রক্ষা করবেন। তাদের স্পর্শ করবে না কোন দুঃখ-দুর্দশা এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (৬২) আল্লাহ সব সৃষ্টিরই স্রষ্টা,

وهو على كل شيء وكيل ﴿٦٢﴾ له مقاليد السموت والأرض والذين كفروا

ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়াকীল ৬৩। লাহূ মাক্বা-লিদুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ; ওয়াল্লাযীনা কাফারূ

তিনি সব কিছুরই ব্যবস্থাপক। (৬৩) আকাশ ও পৃথিবীর (ধন-ভান্ডারের) চাবির মালিক তিনিই। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٤﴾ قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا

বিআ-য়া-তিল্লা-হি উলা—ইকা হুমুল্ খা-সিরূন। ৬৪। কুল আফাগাইরাল্লা-হি তা'মুরু—ন্নী~'আবুদু আইয়্যুহাল্

অস্বীকার করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৪) বলুন, (হে নির্বোধেরা!) তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করার জন্য

৫৩ ৩ রুকূ

الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ

জ্বা-হিলূন। ৬৫। ওয়ালা ক্বাদ্ উহিয়া ইলাইকা ওয়া ইলাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিকা, লাইন্ আশ্রাক্তা

বলছ? (৬৫) নিশ্চয়ই আপনার কাছে এবং আপনার পূর্ববর্তী (নবী) দের কাছেও ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহর সাথে শরীক করেন, তবে অবশ্যই

لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٦﴾ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ

লাইয়াহ্বাত্বান্না 'আমালুকা ওয়া লাতাকূনান্না মিনাল্ খা-সিরীন। ৬৬। বালিল্ লা-হা 'ফাবুদ্ ওয়াকুম মিনাশ্ শা-কিরীন।

আপনার কর্ম বিফল নষ্ট হয়ে যাবে এবং নিশ্চয়ই আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। (৬৬) বরং আপনি আল্লাহরই ইবাদাত করুন এবং কৃতজ্ঞকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ

৬৭। ওয়ামা- ক্বাদারুল্লা-হা হাক্ক্বা ক্বাদ্রিহী, ওয়াল্ আর্দু জামী'আন্ ক্বাব্দাতুহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ওয়াস্ সামা-ওয়া-তু

(৬৭) তারা আল্লাহর যথাযথ সম্মান করেনা, কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর মুঠোর মধ্যে থাকবে এবং আকাশও তাঁর ডান হাতে গুটানো থাকবে।

مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ

মাত্বওয়িয়্যা-তুম্ বিয়ামীনিহি ; সুব্হা-নাহূ ওয়া তা'আ-লা- 'আম্মা- ইউশ্রিকূন। ৬৮। ওয়া নুফিখা ফিস্ব সূরি ফাস্বা'ইক্বা

তিনি (আল্লাহ) পবিত্র এবং সে সব থেকে, উর্ধ্বে যেগুলো তারা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে। (৬৮) এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে সংজ্ঞাহীন

مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى

মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মান্ ফিল্ আর্দ্বি ইল্লা-মান শা—আল্লা-হু ; ছুম্মা নুফিখা ফীহি উখ্রা-

হয়ে পড়বে আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে সব, কিন্তু আল্লাহ যাদের ইচ্ছা করেন তাদের ব্যতীত। অতঃপর দ্বিতীয় বার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে,

فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ

ফাইযা-হুম্ ক্বিয়া-মুই ইয়ান্জুরূন। ৬৯। ওয়া আশ্রাক্বাতিল্ আর্দ্বু বিনূরি রাব্বিহা- ওয়া উদ্বি'আল্ কিতা-বু

ফলে তারা তখন একেবারে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে। (৬৯) এবং পৃথিবী তার প্রতিপালকের নূরে চমকাতে থাকবে এবং আমলনামা রাখা হবে এবং উপস্থিত

وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَوُفِّيَتْ

ওয়াজী—আ বিন্নাবিয়্যীনা ওয়াশ্শুহাদা—ই ওয়া কুদ্বিয়া বাইনাহুম্ বিল্হাক্ক্বি ওয়াহুম্ লা- ইউজ্লামূন। ৭০। ওয়া উফ্ফিয়াত্

করা হবে, নবীগণকে ও এবং সাক্ষীগণকে এবং বান্দাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করা হবে এবং কারও প্রতি জুলুম করা হবে না। (৭০) এবং প্রত্যেককেই

كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى

কুল্লু নাফ্সিম্ মা- 'আমিলাত্ ওয়া হুওয়া 'আলামু বিমা- ইয়াফ্'আলূন। ৭১। ওয়াসীক্বাললাযীনা কাফারূ~ইলা-

পুরোপুরি ভাবে দেয়া হবে তাদের কৃত কর্মের প্রতিফল। আল্লাহ জানেন, তারা (বান্দাগণ) যা কিছু করে। (৭১) যারা কাফির তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে

৭ ৭ ৪ রুকূ

جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ

জ্বাহান্নামা যুমারান ; হাত্তা~ইযা- জ্বা—উহা- ফুতিহাত্ আব্ওয়া-বুহা- ওয়া ক্বা-লা লাহুম্ খাযানাতুহা~আলাম্

হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জাহান্নামের কাছে এসে যাবে, তখন জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষক বলবে, তোমাদের কাছে কি

يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ

ইয়া'তিকুম্ রুসুলুম্ মিন্কুম্ ইয়াত্লূনা 'আলাইকুম্ আ-য়া-তি রাব্বিকুম্ ওয়া ইউন্যিরূনাকুম্ লিক্বা—আ ইয়াওমিকুম্

তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল আসেননি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিবসের

هٰذَا ۚ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٢﴾ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا

হা-যা-; ক্বা-লূ বালা- ওয়ালা-কিন্ হাক্ক্বাত কালিমাতুল্ 'আযা-বি 'আলাল্ কা-ফিরীন। ৭২। ক্বীলাদ্ খুলূ~

সাক্ষাৎ সম্পর্কে সতর্ক করতেন? তারা বলবে, হাঁ এসেছিলেন। কিন্তু শাস্তিরবাণী হুকুম কাফিরদের উপর সাব্যস্ত হয়েছে। (৭২) তাদেরকে বলা হবে,

اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ

আব্ওয়া-বা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফী-হা-, ফাবি'সা মাছ্ওয়াল্ মুতাকাব্বিরীন। ৭৩। ওয়াসীক্বাল্ লাযীনাত্

এখন জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, যেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে। কতইনা নিকৃষ্ট ঠিকানা (জাহান্নাম) অহঙ্কারীদের জন্য। (৭৩) আর যারা তাদের

اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ

তাক্বাও রাব্বাহুম্ ইলাল জ্বান্নাতি যুমারান ; হাত্তা~ইযা-জ্বা—উহা-ওয়া ফুতিহাত্ আব্ওয়া-বুহা- ওয়াক্বা-লা

প্রতিপালককে ভয় করতো, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন জান্নাতের কাছে এসে যাবে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে এবং

لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ

লাহুম্ খাযানাতুহা- সালা-মুন্ 'আলাইকুম্ ত্বিব্তুম্ ফাদখুলূহা খা-লিদীন। ৭৪। ওয়া ক্বা-লুল্ হাম্দু লিল্লা-হিল্

জান্নাতের রক্ষক, বলবে তোমাদের উপর 'সালাম। তোমরা পবিত্র। সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ কর, যেখানে চিরদিন থাকবে। (৭৪) তারা বলবে, সে আল্লাহর সব প্রশংসা,

الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ

লাযী স্বাদাক্বানা- ও'য়াদাহূ ওয়া আওরাছানাল্ আর্দ্বা নাতাবাওয়্যাউ মিনাল্ জ্বান্নাতি হাইছু নাশা—উ,

যিনি আমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ (জান্নাতের) যমীনের উত্তরাধিকারী করেছেন, আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকতে পারব।

فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٥﴾ وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ

ফা'নিমা আজ্রুল্ 'আ-মিলীন। ৭৫। ওয়া তারাল্ মালা—ইকাতা হা—ফ্ফীনা মিন্ হাওলিল্ 'আর্শি ইউসাব্বিহূনা

কতইনা উত্তম পুরস্কার সৎকর্মশীলদের জন্য। (৭৫) (হে নবী!) আপনি ফিরিশতাগণকে দেখবেন যে, তারা আরশের চারদিক বেষ্টনী অবস্থায় তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার

○ টীকা (আঃ ৭২) ঃ এ আদেশের পর তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করে দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হবে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৭৩) ঃ সৎলোক নানা সম্ভারপূর্ণ বেহেশতের উন্মুক্তদ্বারে উপনীত হলে ফেরেশতাগণ তাদেরকে সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করে বলবে- আপনারা এতে চিরকাল অবস্থান করতে থাকবেন। বেহেশতীগণ আল্লাহ্ তায়ালার গুণ-গরিমা ও অঙ্গীকার পালনের কথা উল্লেখ করে বলবে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সাথে যে অঙ্গিকার করেছিলেন তা পূর্ণ করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে এই বিশাল বেহেশতের অধিকারী করে দিয়েছেন; আমরা ইচ্ছামত এখানে থাকতে পারব। (মাঃ কোঃ)

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ

বিহ্বাম্দি রাব্বিহিম, ওয়া ক্বুদ্বিয়া বাইনাহুম্ বিল্হ্বাক্বক্বি ওয়াক্বিলাল্ হ্বাম্দু লিল্লা-হি রাব্বিল্ 'আ-লামীন।
তাসবীহ বর্ণনা করছে, আর তাদের মাঝে ইনসাফ ভিত্তিক ফয়সালা করা হবে এবং বলা হবে, সব প্রশংসা সে (মহান) আল্লাহর জন্য, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক।

সূরা মু'মিন
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৮৫
রুকূ ঃ ৯

حٰمٓ ① تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ② غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

১। হ্বা-মী—ম্ ২। তান্যীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ 'আযীযিল্ 'আলীম। ৩। গাফিরিয্ যাম্বি ওয়া ক্বা-বিলিত্ তাওবি
(১) হা-মী-ম, (২) এ কিতাব সে আল্লাহর তরফ থেকে নাযিলকৃত, যিনি মহা প্রভাবশালী, মহা বিজ্ঞ। (৩) যিনি পাপ মার্জনাকারী, তওবা কবুলকারী

شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ④ مَا يُجَادِلُ فِي

শাদীদিল্ 'ইক্বা-বি, যিত্ব ত্বাওলি ; লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, ইলাইহিল্ মাস্বীর। ৪। মা- ইউজ্বা-দিলু ফী~
কঠিন শাস্তি প্রদানকারী এবং মহা শক্তিমান। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তাঁর দিকেই (সকলের) প্রত্যাবর্তন। (৪) যারা কাফির; তারাই ঝগড়া করে

اٰيٰتِ اللّٰهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ⑤ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ

আ-য়া-তিল্লা-হি ইল্লাল্ লাযীনা কাফারূ ফালা- ইয়াগ্রুর্কা তাক্বাল্লুবুহুম্ ফিল্ বিলা-দ। ৫। কায্যাবাত্ ক্বাব্লাহুম্
আল্লাহর আয়াতসমূহের ব্যাপারে। সুতরাং শহরে তাদের যাতায়াত যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে। (৫) তাদের পূর্বে

قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ

ক্বাওমু নূহ্বিও ওয়াল্ আহ্যা-বু মিম্ বা'দিহিম, ওয়া হাম্মাত্ কুল্লু উম্মাতিম্ বিরাসূলিহিম্ লিইয়া'খুযূহ
নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে আরও অনেক দল রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছিল। এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ই ইচ্ছা করেছিল তাদের রাসূলকে পাকড়াও করবে।

وَجٰدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

ওয়া জ্বা-দালূ বিল্বা-ত্বিলি লিইউদ্হিদ্বূ বিহিল্ হ্বাক্বক্বা ফাআখায্তুহুম্, ফাকাইফা কা-না 'ইক্বা-ব।
তারা অনর্থক ঝগড়া করেছিল, যাতে এ ঝগড়া দ্বারা সত্যকে মিটিয়ে দিতে পারে, অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি!

⑥ وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحٰبُ النَّارِ

৬। ওয়া কাযা-লিকা হ্বাক্বক্বাত্ কালিমাতু রাব্বিকা 'আলাল্ লাযীনা কাফারূ~আন্নাহুম্ আস্হ্বা-বুন্ না-র।
(৬) এভাবেই আপনার প্রতিপালকের (শাস্তির) বাণী কাফিরদের উপর অবধারিত হল যে, নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামী।

○ টীকা (আঃ ৪) ঃ يجادل অর্থাৎ কোরআন এবং তাওহীদ সত্য প্রমাণিত হওয়ায় সকলেরই উচিত ছিল তাকে বিশ্বাস করা এবং এতে তর্ক-বিতর্ক না করা; কিন্তু তথাপি কাফেররা তাওহীদের বর্ণনাসম্বলিত কোরআন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৪) ঃ فلا يغررك - অর্থাৎ উক্ত অবিশ্বাসের ফলে পৃথিবীতেই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা উচিত ছিল, কিন্তু বিশেষ যুক্তিতে, তাদেরকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দেয়াতে আপনি সন্দেহ করবেন না যে, তাদের আর কোন কালেই শাস্তি হবে না। বরং তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৬) ঃ অর্থাৎ প্রাচীন কালের কাফেররা ইহলোকেও দণ্ডিত হয়েছে, পরলোকেও তাদের শাস্তি হবে। এরূপে বর্তমানে যুগের কাফেরদেরও শাস্তি হবে। তা উভয় কালেও হতে পারে, কিংবা ইহলোকে না হলেও পরলোকে তো হবেই। (বঃ কোঃ)

⑦ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

৭। আল্লাযীনা ইয়াহ্বমিলূনাল্ 'আর্শা ওয়া মান্ হ্বাওলাহূ ইউসাব্বিহূনা বিহ্বাম্দি রাব্বিহিম্ ওয়া ইউ'মিনূনা বিহী
(৭) আরশ বহনকারী এবং তার চার পাশে অবস্থানকারী (ফিরিশতা)গণ, তাদের প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ করে তাঁর প্রশংসার সাথে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ

ওয়া ইয়াস্তাগ্ফিরূনা লিল্লাযীনা আ-মানূ রাব্বানা- ওয়া'সিতা কুল্লা শাইয়ির্ রাহ্বমাতাওঁ ওয়া 'ইল্মান ফাগ্ফির্ লিল্লাযীনা
মু'মিনগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সব বেষ্টিত সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন, যারা তওবা

تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑧ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ

তা-বূ ওয়াত্তাবা'উ সাবীলাকা ওয়াক্বিহিম্ 'আযা-বাল্ জ্বাহ্বীম। ৮। রাব্বানা- ওয়া আদ্খিল্হুম জ্বান্না-তি
করে এবং আপনার পথের অনুসরণ করে, আপনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচান। (৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ

عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ

'আদনি নিল্লাতী ওয়া 'আত্তাহুম্ ওয়া মান্ স্বালাহ্ব মিন্ আ-বা—ইহিম্ ওয়া আয্ওয়া-জ্বিহিম্ ওয়া যুররিয়্যা-তিহিম্ ;
করান, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতা-মাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তাদেরকেও।

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑨ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ

ইন্নাকা আন্তাল্ 'আযীযুল্ হ্বাকীম। ৯। ওয়া ক্বিহিমুস্ সাইয়্যিআ-তি ; ওয়া মান্ তাক্বিস্ সাইয়্যিআ-তি ইয়াওমায়িযিন্
নিশ্চয়ই আপনি মহা শক্তিশালী, মহাবিজ্ঞ। (৯) আর আপনি তাদেরকে পরকালের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যাকে আপনি সে দিন, শাস্তি হতে

فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑩ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ

ফাক্বাদ্ রাহ্বিম্তাহূ ; ওয়া যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল্ 'আজীম। ১০। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ ইউনা-দাওনা লামাক্বতুল
বাঁচিয়ে রাখবেন, নিশ্চয়ই আপনি তাকে অনুগ্রহই করবেন, এটাই তার বড় সফলতা। (১০) আর কাফিরদেরকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হবে যে, তোমাদের উপর তোমাদের

اللّٰهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ⑪ قَالُوا

লা-হি আক্বারু মিম্ মাক্বতিকুম্ আন্ফুসাকুম্ ইয্ তুদ্'আওনা ইলাল্ ঈমা-নি ফাতাক্ফুরূন- ১১। ক্বা-লূ
নিজেদের অবজ্ঞার চেয়ে আল্লাহর অবজ্ঞা অনেক বেশী ছিল। যখন তোমাদেরকে ঈমানের দিকে ডাকা হয়েছিল, তখন তোমরা অস্বীকার করেছিল। (১১) কাফিরেরা বলবে,

رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلٰى خُرُوجٍ

রাব্বানা~আমাত্তানাছ্ নাতাইনি ওয়া আহ্বয়াইতানাছ্ নাতাইনি 'ফাতারাফ্না- বিযুনূবিনা ফাহাল্ ইলা- খুরূজ্বিম্
হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু ঘটিয়েছে আর দু'বার জীবিত করেছেন। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, এখন মুক্তির কোন পথ

مِنْ سَبِيلٍ ⑫ ذٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۚ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا

মিন্ সাবীল। ১২। যা-লিকুম্ বিআন্নাহূ~ইযা-দু'ইয়াল্লা-হু ওয়াহ্বদাহূ কাফার্তুম্, ওয়া ইঁয় ইউশ্রাক্ বিহী তু'মিনূ ;
আছে কি? (১২) তোমাদের এ শাস্তি এজন্য যে, যখন শুধু এক আল্লাহর কথা বলা হত, তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে। যদি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হতো,

فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ﴿١٣﴾ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ

ফাল্‌হুকমু লিল্লা-হিল্ 'আলিয়্যিল্ কাবীর। ১৩। হুওয়াল্লাযী ইউরীকুম্ আ-য়া-তিহী ওয়া ইউনায্‌যিলু লাকুম্ মিনাস্
তখন তা তোমরা বিশ্বাস করতে; সুতরাং ফয়সালা একমাত্র আল্লাহরই, যিনি সর্বোচ্চ মহান। (১৩) তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখান এবং তোমাদের জন্য

السَّمَآءِ رِزْقًا ۭ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٤﴾ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

সামা—ই রিয্‌ক্বান ; ওয়ামা- ইয়াতাযাক্কারু ইল্লা- মাই ইউনীব। ১৪। ফাদ্'উল্লা-হা মুখ্‌লিস্বীনা লাহুদ্ দীনা
আকাশ থেকে রিযিক প্রেরণ করেন, (এর দ্বারা) কেবলমাত্র উপদেশ গ্রহণ করে সে, যে আল্লাহ-মুখী। (১৪) সুতরাং আল্লাহকে ডাক, একনিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুগত

وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١٥﴾ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ

ওয়ালাও কারিহাল্ কা-ফিরূন। ১৫। রাফী'উদ্ দারাজা-তি যুল্'আরশি, ইউলক্বির্ রূহা মিন্ আম্‌রিহী
হয়ে। যদিও কাফিরেরা এটা অপছন্দ করে। (১৫) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আরশের মালিক (আল্লাহ), তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান তার প্রতি, তাঁর নির্দেশে

عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٦﴾ يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ

'আলা-মাই ইয়াশা—উ মিন্ 'ইবা-দিহী লিইউন্‌যিরা ইয়াওমাত্ তালা-ক্ব। ১৬। ইয়াওমা হুম্ বা-রিযূনা; লা-ইয়াখ্‌ফা- 'আলাল্লা-হি
ওহী অবতরণ করেন, যাতে সে মিলন দিবস সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে পারে (১৬) যেদিন সব মানুষ (কবর থেকে) বের হয়ে দাঁড়াবে, সেদিন তাদের কোন

مِنْهُمْ شَيْءٌ ۭ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۭ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٧﴾ اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ

মিন্‌হুম্ শাইউন ; লিমানিল্ মুল্‌কুল্ ইয়াওমা ; লিল্লা-হিল্ ওয়া- হ্বিদিল্ ক্বাহ্‌হা-র। ১৭। আল্ ইয়াওমা তুজ্‌যা- কুল্লু
কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে না। আজ বাদশাহী কার? আল্লাহর, যিনি এক মহা পরাক্রমশালী। (১৭) আজ প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের

نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ۭ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٨﴾ وَاَنْذِرْهُمْ

নাফ্‌সিম্ বিমা-কাসাবাত ; লাজুল্‌মাল ইয়াওমা ; ইন্নাল্লা-হা সারী'উল্ হ্বিসা-ব। ১৮। ওয়া আন্‌যির্‌হুম্
প্রতিফল দেয়া হবে; আজ কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ, অতি শীঘ্রই হিসাব গ্রহণকারী। (১৮) আর তাদেরকে আসন্ন দিন

يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۭ۬ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ

ইয়াওমাল্ আ-যিফাতি ইযিল্ ক্বুলূবু লাদাল্ হ্বানা-জিরি কা-জিমীনা ; মা- লিজ্‌জা-লিমীনা মিন্ হ্বামীমিওঁ
সম্পর্কে সাবধান করে দিন, যখন (সে দিনের ভয়ে) তাদের কলিজা গলা পর্যন্ত এসে যাবে। জালিম (কাফির) দের কোনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকবে না এবং এমন কোন

وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿١٩﴾ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ﴿٢٠﴾ وَاللّٰهُ

ওয়ালা- শাফীই' ইউত্বা-উ। ১৯। ই'য়ালামু খা—ইনাতাল্ 'আইউনি ওয়ামা- তুখ্‌ফিস্ব স্বুদূর। ২০। ওয়াল্লা-হু
সুপারিশকারীও থাকবে না, যার সুপারিশ কবুল হবে। (১৯) তিনি (আল্লাহ) জানেন, চোখের অপব্যবহারকে এবং অন্তরের মধ্যে যা গোপন আছে। (২০) আল্লাহ

○ টীকা (আঃ ১৫) ঃ التلاق কেয়ামত দিবসের অন্যতম নাম- 'সাক্ষাৎ বা মিলন দিবস' কারণ ঐ দিবসে কতিপয় প্রকারের মিলন হবে। আত্মার মিলন হবে পরিত্যক্ত দেহের সাথে, বেহেশতবাসীর সাক্ষাৎ হবে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে এবং অধঃজগতের অধিবাসীদের সাথে উর্ধ্বজগতের অধিবাসীর মিলন হবে। (কুঃ কারীম)

○ টীকা (আঃ ১৭) ঃ পূর্ব বর্ণিত আয়াতগুলোর সাথে আলোচ্য আয়াতের সংযোগ রয়েছে। মিলন দিবস অর্থাৎ বিচারদিবস সর্বশক্তিমান আল্লাহ এরূপ ত্বরান্বিত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার সম্পন্ন করবেন যে, ক্ষণকাল বিলম্ব বা কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে না।

يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ۭ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ

ইয়াক্বদ্বী বিল্‌হাক্বক্বি ; ওয়াল্লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিহী লা- ইয়াক্বদ্বূনা বিশাইয়িন ; ইন্নাল্লা-হা
ন্যায় ভাবে ফয়সালা করবেন। আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তারা ডাকে, তারা কোন বিষয় ফয়সালা করতেই পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ

هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢١﴾ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

ع ২ ২১ ৭ রুকূ

হুওয়াস্ সামী'উল বাস্বীর। ২১। আওয়ালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি ফাইয়ান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্
সর্বশ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা। (২১) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখত যে, কেমন পরিণতি হয়েছিল তাদের

الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ

লাযীনা কা-নূ মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ ; কা-নূ হুম্ আশাদ্দা মিন্‌হুম্ কুওয়্যাতাওঁ ওয়া আ-ছা-রান্ ফিল্ আর্‌দ্বি
পূর্ববর্তী (অবিশ্বাসী) দের। তারা শক্তির দিক দিয়ে এবং পৃথিবীতে নিদর্শন রাখার দিক দিয়ে এদের চেয়ে অধিক (বড়) ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও

فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٢٢﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

ফাআখাযাহুমুল লা-হু বিযুনূবিহিম ; ওয়ামা- কা-না লাহুম্ মিনাল্লা-হি মিওঁ ওয়া-ক্ব। ২২। যা-লিকা বিআন্নাহুম্
করেছিলেন, তাদের গুনাহর কারণে। তাদের জন্য এমন কেউ ছিল না যে, আল্লাহর শাস্তি হতে (তাদেরকে) বাঁচাবে। (২২) এটা এ কারণে যে,

كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ قَوِيٌّ

কা-নাত্ তা'তীহিম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ফাকাফারূ ফাআখাযাহুমুল্লা-হু ; ইন্নাহূ ক্বাওয়িয়্যুন্
তাদের কাছে তাদের রাসূল, নিদর্শনসহ এসেছিল। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা শক্তিমান,

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ

শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব। ২৩। ওয়ালাক্বাদ্ আর্‌সাল্‌না- মূসা- বিআ-য়া-তিনা- ওয়া সুলত্বা-নিম্ মুবীন। ২৪। ইলা- ফির'আওনা
কঠিন শাস্তি প্রদানকারী। (২৩) আমি মূসাকে আমার নিদর্শন এবং স্পষ্ট দলীলসহ প্রেরণ করেছিলাম (২৪) ফেরআউন,

وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا

ওয়া হা-মা-না ওয়া ক্বা-রূনা ফাক্বা-লূ সা-হ্বিরুন্ কায্‌যা-ব। ২৫। ফালাম্মা- জা—আ হুম্ বিল্‌হাক্বক্বি মিন 'ইনদিনা-
হামান এবং কারুনের কাছে। তারা বলল, এতো এক যাদুকর মিথ্যুক। (২৫) যখন তাদের কাছে সে (মূসা) আমার পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে হাজির হলেন,

قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ۭ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ

ক্বা-লুক্ব তুলূ~আবনা—আল্ লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ ওয়াস্‌তাহ্বইউ নিসা—আহুম ; ওয়ামা- কাইদুল্ কা-ফিরীনা
তখন তারা বলল, যারা তার (মূসার) প্রতি ঈমান এনেছে তাদের ছেলেদের মেরে ফেল এবং তাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখ। কাফিরদের

○ টীকা (আঃ ২০) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহ সৎ কাজের সুবিনিময়, আর অসৎ কাজের খারাপ বিনিময় দিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে তাদের উপাস্যগণ অক্ষম। তারা না কোন বস্তুর অধিকারী, না কোন বিষয়ের মীমাংসা করতে সক্ষম। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ২৫) ঃ ধর্মহারাদেরসমূহ ষড়যন্ত্র যা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হয়, তা যেমন নিষ্ফল, তেমনই এর পরিণাম অতিশয় বেদনাদায়ক হয়। পরিণামে আল্লাহ্ তায়ালার অভিপ্রেতই পূর্ণ হয়। যেমন ষড়যন্ত্রকারী ফেরাউন তার দলপতিগণসহ বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং হযরত মূসা (আ) তদীয় অনুগত বনী-ইসরাইলসহ বিপদমুক্ত হলেন।

إلا في ضلل ۝ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه ۚ إني

ইল্লা-ফী দ্বালা-ল। ২৬। ওয়া ক্বা-লা ফির্'আওনু যারূনী~আক্বতুল্ মূসা- ওয়াল্ ইয়াদ্'উ রাব্বাহূ, ইন্নী~
ষড়যন্ত্র বিফল হয়েছে। (২৬) ফিরআউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করব সে যেন তার প্রতিপালককে ডাকে। আমি

أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ۝ وقال موسى

আখা-ফু আইঁ ইউবাদ্দিলা দীনাকুম্ আও আইঁ ইউজ্‌হিরা ফিল্ আর্‌দ্বিল্ ফাসা-দ। ২৭। ওয়া ক্বা-লা মূসা~
(এ ব্যাপারে) শঙ্কিত যে, মূসা তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে দিবে এবং পৃথিবীতে (বড় ধরনের) বিশৃঙ্খলা ঘটাবে। (২৭) মূসা বললেন,

إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ۝

ইন্নী 'উয্‌তু বিরাব্বী ওয়া রাব্বিকুম্ মিন্ কুল্লি মুতাকাব্বিরিল্ লা-ইউ'মিনু বিইয়াওমিল্ হ্বিসা-ব।
আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, সে অহংকারী ব্যক্তির (অনিষ্ট) থেকে, যে হিসাব দিবসে বিশ্বাস রাখে না।

۝ وقال رجل مؤمن ۖ من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا

২৮। ওয়া ক্বা-লা রাজুলুম্ মু'মিনুম্, মিন্ আ-লি ফির্'আওনা ইয়াক্‌তুমু ঈমা-নাহূ~আতাক্বতুলূনা রাজুলান
(২৮) ফিরআউনের বংশের থেকে, একজন মুমিন ব্যক্তি বলল, যে গোপন রেখেছিল তার ঈমানকে, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু একথার জন্য হত্যা করবে যে,

أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينت من ربكم ۖ وإن يك كاذبا

আইঁ ইয়াকূলা রাব্বিয়াল্লা-হু ওয়া ক্বাদ্ জ্বা—আকুম্ বিল্‌বায়্যিনা-তি মির্ রাব্বিকুম; ওয়া ইঁয় ইয়াকু কা-যিবান্
সে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ এবং সে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছেন? যদি সে মিথ্যুক হয়, তবে তার উপর আপতিত হবে

فعليه كذبه ۖ وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ۖ إن الله

ফা'আলাইহি কাযিবুহূ, ওয়া ইঁয় ইয়াকু স্বা-দিক্বাই ইউস্বিব্‌কুম্ 'বাদ্বুল্লাযী ইয়া'ইদুকুম ; ইন্নাল্লা-হা
সে মিথ্যার শাস্তি, যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে যে (শাস্তি) সম্পর্কে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তাঁর মধ্য হতে কিছু না কিছু তোমাদের উপর পৌঁছবেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ

لا يهدي من هو مسرف كذاب ۝ يقوم لكم الملك اليوم ظهرين

লা-ইয়াহ্‌দী মান্ হুওয়া মুস্‌রিফুন্ কায্‌যা-ব। ২৯। ইয়া-ক্বাওমি লাকুমুল্ মুল্‌কুল্ ইয়াওমা জা-হিরীনা
সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন না। (২৯) হে আমার সম্প্রদায়! আজকের বাদশাহী তোমাদের জন্য, তোমরাই বিজয়ী

في الأرض ۖ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ۚ قال فرعون ما أريكم

ফিল্ আর্‌দ্বি, ফামাইঁ ইয়ানস্বুরুনা- মিম্ বা'সিল্ লা-হি ইন্ জ্বা—আনা; ক্বা-লা ফির্'আওনু মা~উরীকুম্
এই পৃথিবীতে যদি আল্লাহর শাস্তি আমাদের উপর এসে যায়, তবে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফিরআউন বলল, আমি যা বুঝছি সেটাই তোমাদের

○ টীকা (আঃ ২৮) ঃ পাপাসক্ত সত্যদ্রোহী ফেরাউনের জনৈক- আত্মীয় হযকীল গোপনে মূসা (আ)-এর প্রচারিত সত্য ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। হযরত মূসা (আ) ও তাঁর দলীয়দের প্রতি ফেরাউন ও তদীয় দলপতিদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে তিনি বলেছিলেন যে, 'তোমরা কেবল এই জন্য নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ, যিনি বলেন- "আমার প্রতিপালক আল্লাহ"। তিনি যা বলেন তাতে তাঁকে হত্যা করা যায় না। তোমরা এখন রাজশক্তির গর্ব করতেছ বটে, কিন্তু তোমাদের অন্যায় কার্যের প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ্ তায়ালার তরফ হতে যখন শাস্তি আসবে তখন তোমরা কোন উদ্ধারপথ পাবে না'। তিনি তাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। (কুঃ কারীম)

সূরা মু'মিন ঃ ৪০ নূরানী বাংলা উচ্চারণ কোরআন শরীফ ফামান্ আজ্লামু ঃ ২৪

إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ۝ وقال الذي آمن يقوم

ইল্লা- মা~আরা- ওয়ামা~আহ্‌দীকুম্ ইল্লা- সাবীলার্ রাশা-দ। ৩০। ওয়াক্বা-লাল্লাযী~আ-মানা ইয়াক্বাওমি
সামনে উপস্থাপন করছি এবং আমি তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করছি। (৩০) সে মুমিন ব্যক্তি বলল, হে আমার সম্প্রদায়!

إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ۝ مثل دأب قوم نوح وعاد

ইন্নী~আখা-ফু 'আলাইকুম্ মিছ্‌লা ইয়াওমিল্ আহ্‌যা-ব। ৩১। মিছ্‌লা দা'বি ক্বাওমি নূহ্বিঁও ওয়া 'আ-দিঁও
আমি ভয় করছি তোমাদের উপর পূর্ববর্তী দলসমূহের শাস্তির দিবসের অনুরূপ শাস্তির। (৩১) যেমন- নূহ, আদ, সামূদ সম্প্রদায় এবং তাদের

وثمود والذين من بعدهم ۚ وما الله يريد ظلما للعباد ۝ ويقوم إني

ওয়া ছামূদা ওয়াল্লাযীনা মিম্ 'বাদিহিম ; ওয়ামাল্লা-হু ইউরীদু জুল্‌মাল্ লিল্'ইবা-দ। ৩২। ওয়া ইয়া- ক্বাওমি ইন্নী ~
পরবর্তীদের উপর এসেছিল। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি কোন প্রকারেই জুলুম করতে চান না। (৩২) হে আমার সম্প্রদায়! আমার ভয় হচ্ছে তোমাদের

أخاف عليكم يوم التناد ۝ يوم تولون مدبرين ۚ ما لكم من الله من عاصم ۚ

আখা-ফু 'আলাইকুম্ ইয়াওমাত্ তানা-দ। ৩৩। ইয়াওমা তুওয়াল্লূনা মুদ্‌বিরীনা, মা- লাকুম্ মিনাল্লা-হি মিন্ 'আ-স্বিমিন্
উপর পারস্পরিক ডাকার দিনের (অর্থাৎ কিয়ামতের), (৩৩) যে দিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ পালিয়ে যেতে চাবে। সেদিন আল্লাহর শাস্তি হতে তোমাদের বাঁচাবার কেহই

ومن يضلل الله فما له من هاد ۝ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينت

ওয়া মাইঁ ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিন্ হা-দ। ৩৪। ওয়ালাক্বাদ্ জ্বা—আকুম্ ইউসুফু মিন্ ক্বাব্‌লু বিল্ বাইয়্যিনা-তি
থাকবে না। যাকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন তাকে সৎ পথ প্রদর্শনকারী কেহই নেই। (৩৪) এবং এর পূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ (নবুওয়াতের) স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন,

فما زلتم في شك مما جاءكم به ۖ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله

ফামা-যিল্‌তুম্ ফী শাক্কিম্ মিম্মা- জ্বা—আকুম্ বিহী ; হ্বাত্তা~ইযা- হালাকা ক্বুল্‌তুম্ লাইঁ ইয়াব'আছাল্লা-হু
অতঃপর সে যা নিয়ে এসেছিল, সেগুলোতেও তোমরা সব সময় সন্দেহ করছিলে। এমনকি যখন সে (ইউসুফ) মৃত্যু বরণ করলেন, তখন তোমরা বলেছিলে যে,

من بعده رسولا ۚ كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ۝ الذين

মিম্ 'বাদিহী রাসূলান ; কাযা-লিকা ইউদ্বিল্লুল্লা-হু মান্ হুওয়া মুস্‌রিফুম্ মুর্‌তা-ব। ৩৫। আল্লাযীনা
তার মৃত্যুর পরে আল্লাহ কোন রাসূল প্রেরণ করবেন না এভাবেই আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীদেরকে, (৩৫) যারা

يجادلون في آيت الله بغير سلطن أتىهم ۖ كبر مقتا عند الله وعند

ইউজ্বা-দিলূনা ফী ~আ-য়া-তিল্লা-হি বিগাইরি সুল্‌ত্বা-নিন্ আতা-হুম ; কাবুরা মাক্বতান্ 'ইন্‌দাল্লা-হি ওয়া 'ইন্‌দাল
বিনা দলীলে, তাদের কাছে আসা আল্লাহর আয়াতসমূহের ব্যাপারে পরস্পরে ঝগড়া করে। তা আল্লাহর কাছে এবং মুমিনগণের কাছে খুবই

○ টীকা (আঃ ৩২) ঃ ٨ يوم التناد (পরস্পর ডাকা। কিয়ামতের দিন, ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ ভয়ে একে অপরকে ডাকতে থাকবে (কুরঃ কারীম)

○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ আলোচ্য আয়াত ও উক্তি ধর্ম বিশ্বাসীদের উক্তি। তিনি আরও বললেন, হযরত মূসা (আ)-এর নবীরূপে আগমন এটা নূতন নয়। তাঁর শত বৎসর পূর্বে হযরত ইউছুফ (আ)-ও নবী রূপে পূর্ববর্তী ফেরাউনের যুগে এসেছিলেন। তিনি মিসরবাসীকে সত্যপথে আহ্বান করতেন, কিন্তু তারা ধর্মোপদেশ অমান্য করেছিল। তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, আর কোন নবী আসবেন না। সুতরাং তারা অবাধ্যরূপে নবীদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল এবং আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবী ও ধর্ম-গ্রন্থের প্রতি অত্যধিক সন্দেহ পোষণ করতে লাগল, কাজেই তারা সত্যপথ পরিত্যাগ করে বিপথগামী হল। সীমাতিক্রমকারী সন্দিগ্ধমনা লোকদের কৃতকার্যের জন্য আল্লাহ তাদেরকে এইরূপেই বিপথগামী করেন। (কুঃ কারীম)

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ

লাযীনা আ-মানূ ; কাযা-লিকা ইয়াত্ববা'উল্লা-হু 'আলা- কুল্লি ক্বাল্‌বি মুতাকাব্বিরিন্ জ্বাব্‌বা-র । ৩৬ । ওয়া ক্বা-লা

অপছন্দের কাজ। আল্লাহ এভাবেই প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী, অহংকারীর অন্তরে মহর মেরে দেন। (৩৬) ফিরআউন বলল,

فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٧﴾ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ

ফির্'আওনু ইয়া- হা-মা-নুব্‌নি লী স্বারহ্বাল্ লা'আল্লী~আব্‌লুগুল্ আস্‌বা-ব । ৩৭ । আস্‌বা-বাস্ সামা-ওয়া-তি

হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, সম্ভবতঃ আমি সে দরজাগুলো পর্যন্ত পৌঁছে যাব, (৩৭) যে দরজাগুলো আকাশে আছে

فَاَطَّلِعَ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ

ফাআত্ত্বালি'আ ইলা~ইলা-হি মূসা- ওয়া ইন্নীলা আজুন্নুহূ কা-যিবান; ওয়া কাযা-লিকা যুইয়্যিনা লিফির্'আওনা সূ—উ 'আমালিহী

এবং মূসার মাবুদকে দেখে নিব, আমার ধারণা যে নিশ্চয়ই সে (মূসা) মিথ্যাবাদী। এভাবেই ফিরআউনকে তার নিকৃষ্ট কাজগুলো অত্যন্ত সুন্দর রূপে দেখান হয়েছিল

وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٨﴾ وَقَالَ الَّذِيْۤ اٰمَنَ

ওয়াসুদ্দা 'আনিস্ সাবীলি ; ওয়ামা- কাইদু ফির্'আওনা ইল্লা- ফী তাবা-ব । ৩৮ । ওয়াক্বা-লাল লাযী~আ-মানা

এবং সত্য পথ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল এবং ফিরআউনের প্রতিটি ষড়যন্ত্রই ছিল ধ্বংসনীয়। (৩৮) সে মুমিন ব্যক্তি, বলল, হে আমার

يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٩﴾ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ؗ

ইয়া- ক্বাওমিত্ তাবি'উনি আহ্‌দিকুম্ সাবীলার্ রাশা-দ । ৩৯ । ইয়া-ক্বাওমি ইন্নামা- হা-যিহিল্ হ্বায়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া- মাতা-'উওঁ

সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সু-পথ প্রদর্শন করব। (৩৯) হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী ভোগের বস্তু মাত্র,

وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٤٠﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ

ওয়া ইন্নাল্ আ-খিরাতা হিয়া দা-রুল ক্বারা-র । ৪০ । মান্ 'আমিলা সাইয়্যি আতান্ ফালা- ইউজ্বা~ইল্লা- মিছ্‌লাহা-,

এবং পরকাল হল স্থায়ী নিবাস। (৪০) যে পাপ কাজ করে, তার তাকে পাপের বরাবর প্রতিফল দেয়ার হবে।

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ

ওয়ামান্ 'আমিলা স্বা-লিহ্বাম্ মিন্ যাকারিন্ আও উন্‌ছা- ওয়া হুওয়া মু'মিনুন্ ফাউলা—ইকা ইয়াদ্‌খুলূনাল্ জ্বান্নাতা

এবং যে নেক কাজ করে সে পুরুষ হোক অথবা নারী হোক, সে প্রবেশ করবে জান্নাতে এবং সেখানে

يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤١﴾ وَيٰقَوْمِ مَا لِيْۤ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْۤ

ইউরয্বাকূনা ফীহা- বিগাইরি হ্বিসা-ব । ৪১ । ওয়া ইয়া-ক্বাওমি মা-লী~আদ্'উকুম্ ইলান্ নাজ্বা-তি ওয়া তাদ্'উনানী~

অপরিমিত রিযিক দেয়া হবে। (৪১) হে আমার সম্প্রদায়! কি হল, আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে ডাকছি এবং তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে

○ টীকা (আঃ ৩৬) ঃ হামান অট্টালিকা নির্মাণ আরম্ভ করে দিল, মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! ফেরাউনের প্রাসাদ অপূর্ণ রাখুন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, ধৈর্যের সাথে দেখতে থাকুন, আমি তার সাথে কি করছি। ফলতঃ ফেরাউনের সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হয়ে গেল : অতঃপর হঠাৎ আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে তা খণ্ড খণ্ড হয়ে ধসে পড়ল। (মুঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৪১) ঃ মু'মেন লোকটি এই কথাগুলো বলে শেষ করলে, ফেরআউনের লোকেরা বুঝতে পারল যে, এই লোকটি মূসা (আ)-এর রবের উপর ঈমান এনেছে। তখন তাঁকে বলতে লাগল, "তোমার লজ্জা হয় না কি? তুমি ফেরআউন খোদাকে ছেড়ে মূসার খোদাকে মানছ? ফেরআউন এত নেয়ামত দান করছে।" তা শুনে মু'মেন লোকটি তাদেরকে নসীহত করতে লাগলেন। (মুঃ কোঃ)

اِلَى النَّارِ ﴿٤٢﴾ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؗ وَّاَنَا

ইলান্ না-র । ৪২ । তাদ্'উনানী লিআক্‌ফুরা বিল্লা-হি ওয়া উশ্‌রিকা বিহী মা- লাইসা লী বিহী 'ইল্‌মুওঁ, ওয়াআনা

ডাকছ। (৪২) তোমরা আমাকে বলছ যে, আমি যেন আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যাই এবং তাঁর সাথে এমন জিনিষের শরীক করি, যার কোন জ্ঞান-ই আমার নেই। আর আমি

اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٣﴾ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ

আদ্'উকুম্ ইলাল্ 'আযীযিল্ গাফ্‌ফা-র । ৪৩ । লা-জ্বারামা আন্নামা- তাদ্'উনানী~ইলাইহি লাইসা লাহূ দা'ওয়াতুন্

তোমাদেরকে মহাপ্রভাবশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে আহবান করছি। (৪৩) এর মধ্যে কোনই মিথ্যা নেই যে, তোমরা আমাকে যার দিকে আহ্বান করছ,

فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ

ফিদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়ালা-ফিল্ আ-খিরাতি ওয়া আন্না মারাদ্দানা~ইলাল্লা-হি ওয়া আন্নাল্ মুস্‌রিফীনা হুম্ আস্বহ্বা-বুন্

সে আহ্বানের (ইবাদাতের) যোগ্য নয় পৃথিবীতে ও পরকালে এবং আমাদের সবারই প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কাছেই এবং সীমালংঘনকারীরাই

النَّارِ ﴿٤٤﴾ فَسَتَذْكُرُوْنَ مَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

না-র । ৪৪ । ফাসাতায্‌কুরূনা মা~আকূলু লাকুম ; ওয়া উফাওয়্যিদ্বু আমরী~ইলাল্লা-হি ; ইন্নাল্লা-হা

জাহান্নামবাসী। (৪৪) আমি যা তোমাদেরকে বলছি, তোমরা অতি শীঘ্রই তা স্মরণ করবে, আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ

بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٥﴾ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ

বাস্বীরুম্ বিল্'ইবা-দ । ৪৫ । ফাওয়াক্বা-হুল্লা-হু সাইয়্যিআ-তি মা- মাকারূ ওয়া হ্বা-ক্বা বিআ-লি ফির্'আওনা সূ—উল্

বান্দাদের পর্যবেক্ষক। (৪৫) অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের সে অনিষ্ট কর ষড়যন্ত্র হতে বাঁচালেন আর ফিরআউন গোষ্ঠিকে ঘিরে ফেলল, নিকৃষ্টতম

الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْۤا

'আযা-ব । ৪৬ । আন্না-রু ই'উরাদূনা 'আলাইহা- গুদুওয়্যাওঁ ওয়া 'আশিয়্যান্, ওয়া ইয়াওমা তাকূমুস্ সা-'আতু, আদ্‌খিলূ~

শাস্তি। (৪৬) জাহান্নামের দিকে তাদেরকে আনয়ন করা হবে সকাল-সন্ধ্যায় এবং যেদিন কেয়ামত ঘটবে, সেদিন নির্দেশ দেয়া হবে

اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٧﴾ وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ

আ-লা ফির্'আওনা আশাদ্দাল্ 'আযা-ব । ৪৭ । ওয়া ইয ইয়াতাহ্বা—জ্জূনা ফিন্না-রি ফাইয়াকূলুদ্ব দ্বু'আফা—উ লিল্লাযীনাস্

ফিরাউনের লোকদেরকে কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ কর। (৪৭) যখন জাহান্নামীরা পরস্পরে ঝগড়া করবে, তখন অনুসারী দুর্বল লোকেরা অহংকারী

اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٨﴾ قَالَ

তাক্‌বারূ~ইন্না- কুন্না-লাকুম্ তাবা'আন্ ফাহাল্ আন্‌তুম্ মুগ্‌নূনা 'আন্না- নাস্বীবাম্ মিনান্ না-র । ৪৮ । ক্বা-লাল

(নেতা)-দেরকে বলবে, আমরা তো পৃথিবীতে তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, অতএব এখন আমাদের থেকে আগুনের কিছু অংশ দূর করতে পার? (৪৮) অহংকারী

○ টীকা (আঃ ৪৫) ঃ তোমাদের সঙ্গে আমার প্রশ্নোত্তর এবং আমার সাথে তোমাদের ব্যবহার, সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলা দেখেছেন। মুমিন লোকটির এ সমস্ত কথা শুনে ফেরআউন তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। তিনি পালিয়ে পাহাড়ে গমনপূর্বক নামাযে মশগুল হলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর পাহারার জন্য একপাল বাঘ ও নেকড়ে পাঠালেন। ফলে ফেরআউনের লোকেরা ভয়ে পলায়ন করল। আল্লাহ তাকে এরূপে রক্ষা করলেন। (মুঃ কোঃ)
কারো মতে, হযরত মূসা (আ)-এর কথা শুনে, ফেরআউন এঁকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। (কুঃ কারীম)

○ টীকা (আঃ ৪৬) ঃ ফলতঃ তাদেরকে দোযখের সর্বাপেক্ষা কঠোর স্তরে ঢুকায়ে দেয়া হবে। আর হিসাব-নিকাশের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ, আলমে বরযখে তাদের সম্মুখে দোযখের অগ্নি আনয়ন করা হবে, তারা তার উত্তাপ ভোগ করবে। দোযখের অগ্নি তা অপেক্ষা অনেক কঠোর হবে। (বঃ কোঃ)

الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ﴿٤٨﴾ وقال

লাযী নাস্তাক্বারূ~ইন্না- কুল্লুন্ ফীহা~, ইন্নাল্লা-হা ক্বাদ হ্বাকামা বাইনাল্ 'ইবা-দ। ৪৯। ওয়া ক্বা-লাল

(নেতা)-রা বলবে, আমরাতো সবই জাহান্নামে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাগণের মাঝে ফয়সালা করে দিয়েছেন। (৪৯) জাহান্নামীরা

الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب

লাযীনা ফিন্ না-রি লিখাযানাতি জ্বাহান্নামাদ'উ রাব্বাকুম্ ইউখাফ্‌ফিফ 'আন্না- ইয়াওমাম্ মিনাল্ 'আযা-ব।

প্রহরীর কাছে বলবে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে আবেদন কর, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের শাস্তি হালকা করেন।

﴿٤٩﴾ قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينت قالوا بلى قالوا فادعوا

৫০। ক্বা-লূ~আওয়ালাম্ তাকু তা'তীকুম্ রুসুলুকুম্ বিল্ বায়্যিনা-তি; ক্বা-লূ বালা-; ক্বা-লূ ফাদ'উ

(৫০) তারা বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের রাসূলগণ স্পষ্ট দলীলসহ আসেননি? তারা বলবে, হাঁ এসেছিল। অতঃপর প্রহরীগণ বলবে,

وما دعؤا الكفرين إلا في ضلل ﴿٥٠﴾ إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في

ওয়ামা- দু'আ—উল্ কা-ফিরীনা ইল্লা-ফী দ্বালা-ল্। ৫১। ইন্না- লানান্‌সুরু রুসুলানা- ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ফিল্

তোমরাই আবেদন কর। আর কাফিরদের আবেদন (আল্লাহর কাছে) বিফলই হয়। (৫১) আমি আমার রাসূলগণকে এবং মুমিনগণকে অবশ্যই

الحيوة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴿٥١﴾ يوم لا ينفع الظلمين معذرتهم

হ্বায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-ওয়া ইয়াওমা ইয়াকূমুল আশ্‌হা-দ্। ৫২। ইয়াওমা লা- ইয়ান্‌ফা'উজ্ জা-লিমীনা 'মাযিরাতুহুম্

পার্থিব জীবনে সাহায্য করব এবং সে দিনেও, যখন দাঁড়াবে সাক্ষীদাতাগণ (অর্থাৎ কিয়ামতের)। (৫২) যেদিন কোনই কাজে আসবে না জালিমদের অজুহাত

ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴿٥٢﴾ ولقد اتينا موسى الهدى وأورثنا بني

ওয়ালাহুমুল্ লা'নাতু ওয়ালাহুম্ সূ—উদ্ দা-র। ৫৩। ওয়া লাক্বাদ আ-তাইনা- মূসাল্ হুদা- ওয়া আওরাছ্‌না- বানী~

এবং তাদের জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট বাসস্থান। (৫৩) আমি মূসাকে সঠিক নির্দশন নামা (তাওরাত) দান করেছিলাম এবং বনী

إسراءيل الكتب ﴿٥٣﴾ هدى وذكرى لأولي الألباب ﴿٥٤﴾ فاصبر إن وعد الله

ইসরা—ঈলাল্ কিতা-ব। ৫৪। হুদাওঁ ওয়া যিক্‌রা- লিউলিল্ আল্‌বা-ব। ৫৫। ফাস্বিবর্ ইন্না ও'য়াদাল্লা-হি

ঈসরাঈলকে সে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম, (৫৪) যা পথ প্রদর্শক এবং উপদেশ প্রদানকারী ছিল জ্ঞানী লোকদের জন্য। (৫৫) (হে নবী!) আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন,

حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكر ﴿٥٥﴾ إن

হ্বাক্কুওঁ ওয়াসতাগ্‌ফির লিযাম্‌বিকা ওয়া সাব্বিহ্ বিহ্বাম্‌দি রাব্বিকা বিল্'আশিয়্যি ওয়াল্ ইব্‌কা-র্। ৫৬। ইন্নাল্

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, আপনি আপনার ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যা আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (৫৬) যারা

الذين يجدلون في ايت الله بغير سلطن اتهم إن في صدورهم

লাযীনা ইউজ্বা-দিলূনা ফী~আয়া-তিল্লা-হি বিগাইরি সুল্‌ত্বা-নিন আতা-হুম্ ইন্ ফী স্বুদূরিহিম্

আল্লাহর (কুরআনের) আয়াতসমূহে তর্ক করে, তাদের কাছে আসা দলীল ব্যতীত, তাদের অন্তরে শুধু (নেতৃত্বের) অহঙ্কার রয়েছে,

إلا كبر ما هم ببلغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير

ইল্লা- কিব্‌রুম্ মা- হুম বিবা-লিগীহি, ফাস্‌তা'ইয্ বিল্লা-হি; ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ বাস্বীর।

তারা কখনও তা অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে (তাদের অনিষ্ট হতে) পানাহ চান। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর শ্রোতা ও দ্রষ্টা।

﴿٥٦﴾ لخلق السموت والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس

৫৭। লাখাল্‌কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি আকবারু মিন্ খাল্‌ক্বিন্ না-সি ওয়ালা-কিন্না আকছারান্ না-সি

(৫৭) আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করা, মানুষের সৃষ্টি হতে অনেক বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ লোকই

لا يعلمون ﴿٥٧﴾ وما يستوي الأعمى والبصير والذين امنوا وعملوا

লা- ই'য়ালামূন। ৫৮। ওয়ামা- ইয়াস্‌তাওয়িল্ 'আমা- ওয়াল্ বাস্বীরু, ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব

এটা জানে না। (৫৮) সমান নহে দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এবংসমান নহে যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে এবং

الصلحت ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ﴿٥٨﴾ إن الساعة لاتية لا ريب

স্বা-লিহ্বা-তি ওয়ালাল্ মুসী—উ ; ক্বালীলাম্ মা- তাতাযাক্কারূন। ৫৯। ইন্নাস্ সা-'আতা লাআ-তিয়াতুল্ লা-রাইবা

যে খারাপ কাজ করে। তোমরা সামান্য উপদেশই গ্রহণ করে থাক। (৫৯) কেয়ামত অবশ্যই উপস্থিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ

فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴿٥٩﴾ وقال ربكم ادعوني أستجب

ফীহা-, ওয়ালা- কিন্না আক্‌ছারান্ না-সি লা- ইউ'মিনূন। ৬০। ওয়া ক্বা-লা রাব্বুকুমুদ্ 'উনী~আস্‌তাজ্বিব্

নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে না। (৬০) তোমাদের প্রতিপালক বলেন, আমার কাছে প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা

لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم دخرين

লাকুম ; ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্‌তাক্‌বিরূনা 'আন্ 'ইবা-দাতী সাইয়াদ্‌খুলূনা জ্বাহান্নামা দা-খিরীন।

কবুল করব। যারা অহঙ্কার করে আমার ইবাদাত হতে (দূরে থাকে) অতিশীঘ্রই তারা হীন অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবেই।

৬ ع ৫০ ১১ রুকূ

﴿٦٠﴾ الله الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله

৬১। আল্লা-হুল্ লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ লাইলা লিতাস্‌কুনূ ফীহি ওয়ান্নাহা-রা মুব্‌স্বিরান ; ইন্নাল্লা-হা

(৬১) আল্লাহ তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে আরাম নিতে পার এবং দিনকে করেছেন আলোকময়। নিশ্চয়ই

لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴿٦١﴾ ذلكم الله ربكم

লাযূ ফাদ্বলিন্ 'আলান না-সি ওয়ালা- কিন্না আক্‌ছারান্ না-সি লা- ইয়াশ্‌কুরূন। ৬২। যা-লিকুমুল্লা-হু রাব্বুকুম

আল্লাহ মানুষের উপর দয়াশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ। (৬২) সে আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক যিনি

০ টীকা (আঃ ৬০) ঃ অর্থাৎ, প্রার্থনা কবুল করার সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার আমার। অতএব তোমরা অন্যদের কাছে প্রার্থনা করো না, আমার কাছেই করো। এই আয়াতে দুটি কথা প্রাণিধান্যযোগ্য। প্রথম– এখানে প্রার্থনা ও উপাসনা আনুগত্যকে একার্থবোধক শব্দরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, প্রথম বাক্যাংশে 'দু'আ' (প্রার্থনা) শব্দ দ্বারা যে জিনিসকে বোঝানো হয়েছে সেই জিনিসকেই দ্বিতীয় বাক্যাংশে 'ইবাদত' শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা সুস্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে- 'দুআ' যথার্থ ইবাদত ও ইবাদতের প্রাণবস্তু! দ্বিতীয়– আল্লাহ তায়ালার কাছে যারা 'দুআ' প্রার্থনা করেনা তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে "অহংকারবশতঃ তারা আমার ইবাদত থেকে বিমুখ।" এর দ্বারা বোঝা যায়– আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করা বন্দেগীর একান্ত দাবী এবং এর থেকে বিমুখ হওয়ার অর্থ মানুষের অহংকারে পতিত হওয়া।

خالق كل شيء لا اله الا هو فانى تؤفكون ﴿٦٢﴾ كذلك يؤفك الذين

খা-লিক্ব কুল্লি শাইয়িন্। লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, ফাআন্না-তু'ফাকূন। ৬৩। কাযা-লিকা ইউ'ফাকুল্ লাযীনা

সব সৃষ্টির স্রষ্টা, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই এরপরে তোমরা কিভাবে (তাঁর ইবাদাত থেকে) ফিরে থাকছ? (৬৩) এভাবেই (আল্লাহ থেকে) ফিরে থাকে তারা

كانوا بايت الله يجحدون ﴿٦٣﴾ الله الذى جعل لكم الارض قرارا

কা-নূ বিআ-য়া-তিল্লা-হি ইয়াজ্‌হাদূন। ৬৪। আল্লা-হুল্ লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আর্‌দ্বা ক্বারা-রাওঁ

যারা আল্লাহর আয়াতকে অমান্য করে। (৬৪) আল্লাহ এমন মহান, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসস্থান এবং আকাশকে বানিয়েছেন ছাদ

والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبت ذلكم

ওয়াস্ সামা—আ বিনা—আওঁ ওয়া স্বাওয়্যারাকুম্ ফাআহ্‌সানা সুওয়ারাকুম্ ওয়া রাযাক্বাকুম্ মিনাত্ব ত্বাইয়্যিবা-তি ; যা-লিকুমুল

এবং তিনি তোমাদের আকৃতি বানিয়েছেন এবং তোমাদের আকৃতি বানিয়েছেন অতি সুন্দর করে এবং তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট বস্তু হতে খাদ্য দান করেছেন। তিনি সে

الله ربكم فتبرك الله رب العلمين ﴿٦٤﴾ هو الحى لا اله الا هو فادعوه

লা-হু রাব্বুকুম, ফাতাবা-রাকাল্লা-হু রাব্বুল্ 'আ-লামীন। ৬৫। হুওয়াল্ হাইয়্যু লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ফাদ্'উহু

আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক, সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ অতি মর্যাদা সম্পন্ন। (৬৫) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তাঁর ইবাদাতে

مخلصين له الدين الحمد لله رب العلمين ﴿٦٥﴾ قل انى نهيت ان اعبد

মুখ্‌লিস্বীনা লাহুদ্ দীনা ; আল্ হ্বাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল্ 'আ-লামীন। ৬৬। কুল ইন্নী নুহীতু আন্ 'আবুদাল্

একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকেই ডাক। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য, যিনি সারা জাহানের রব। (৬৬) বলুন, আমাকে তাদের ইবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে,

الذين تدعون من دون الله لما جاءنى البينت من ربى وامرت

লাযীনা তাদ্'ঊনা মিন্ দূনিল্লা-হি লাম্মা- জ্বা—আনিয়াল্ বাইয়্যিনা-তু মির্ রাব্বী, ওয়া উমিরতু

যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত ডাক, যেহেতু আমার কাছে সুস্পষ্ট দলীলসমূহ এসে পৌঁছেছে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে। আমাকে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে,

ان اسلم لرب العلمين ﴿٦٦﴾ هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة

আন্ উসলিমা লিরাব্বিল্ 'আ-লামীন। ৬৭। হুওয়াল্লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ তুরা-বিন্ ছুম্মা মিন্ নুত্বফাতিন্

আমি যেন সারা জাহানের প্রতিপালকের অনুগত হয়ে যাই। (৬৭) তিনিই সে মহান আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর বীর্য হতে।

ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا

ছুম্মা মিন্ 'আলাক্বাতিন্ ছুম্মা ইউখ্‌রিজুকুম্ ত্বিফ্‌লান্ ছুম্মা লিতাব্‌লুগূ~আশুদ্দাকুম্ ছুম্মা লিতাকূনূ

অতঃপর রক্ত পিণ্ড হতে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুর আকৃতিতে, অতঃপর যাতে তোমরা যৌবনে পৌঁছতে পার, অতঃপর যেন

০ টীকা (আঃ ৬৭) ঃ পূর্ব আয়াতে তাওহীদ সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা যে একমাত্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক সে সম্বন্ধে মানব সৃষ্টির কতিপয় তথ্য আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন; তৎপরে মানবকে তার বংশ পরম্পরায় প্রজনন প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্টি করে আসছে। অধিকন্তু মানব যে নগণ্য শুক্রকীট হতে জন্মলাভ করে তার প্রধান অংশ মৃত্তিকাজাত উপাদান। অর্থাৎ মৃত্তিকাজাত হতে উৎপন্ন খাদ্যাদির সারবস্তু দ্বারা রস, রক্ত, অস্থি-মজ্জা ও মানব জন্মের সূচনা শুক্র'কীট ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। (কুঃ কারীম)

شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم

শুয়ূখান, ওয়া মিন্‌কুম্ মাইঁ ইউতাওয়াফ্‌ফা- মিন্ ক্বাব্‌লু ওয়া লিতাব্‌লুগূ~আজ্বালাম্ মুসাম্মাওঁ ওয়া লা'আল্লাকুম্

তোমরা বৃদ্ধ হও। তোমাদের মধ্যে অনেকে এর পূর্বেই মারা যায় যাতে তোমরা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৌঁছতে পার এবং যাতে তোমরা

تعقلون ﴿٦٧﴾ هو الذى يحى ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن

'তাক্বিলূন। ৬৮। হুওয়াল্লাযী ইউহ্বয়ী ওয়া ইউমীতু, ফাইযা- ক্বাদ্বা~আম্‌রান্ ফাইন্নামা- ইয়াক্বূলু লাহূ কুন্

বুঝতে পার। (৬৮) তিনি (আল্লাহ) এমন যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত করেন, তখন শুধু তিনি বলেন, হয়ে যাও।

فيكون ﴿٦٨﴾ الم تر الى الذين يجادلون فى ايت الله انى يصرفون ۝

ফাইয়াকূন। ৬৯। আলাম্ তারা ইলাল্ লাযীনা ইউজ্বা-দিলূনা ফী~আয়া-তিল্লা-হি ; আন্না- ইউস্বরাফূন।

অতঃপর তা হয়ে যায়। (৬৯) আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যারা আমার আয়াতের ব্যাপারে ঝগড়া করে? কিভাবে তারা ফিরে যাচ্ছে (ঈমান থেকে)?

﴿٧٠﴾ الذين كذبوا بالكتب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون ۝

৭০। আল্লাযীনা কায্‌যাবূ বিল্‌কিতা-বি ওয়া বিমা~আর্‌সাল্‌না- বিহী রুসুলানা-, ফাসাওফা ই'য়ালামূন।

(৭০) যারা অস্বীকার করে আমার কিতাবকে এবং আমি যা সহ আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সেগুলোকেও, অতি শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

﴿٧١﴾ اذ الاغلل فى اعناقهم والسلسل يسحبون ﴿٧١﴾ فى الحميم ثم فى النار

৭১। ইযিল্ আগ্‌লা-লু ফী~'আনা-ক্বিহিম্ ওয়াস্ সালা-সিলু ইউস্‌হ্বাবূন। ৭২। ফিল্ হ্বামীমি; ছুম্মা ফিন্না-রি

(৭১) যখন তাদের গর্দানে, বেড়ি এবং জিঞ্জির লাগানো হবে এবং তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (৭২) গরম পানিতে অতঃপর তাদেরকে আগুনে

يسجرون ﴿٧٢﴾ ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون ﴿٧٣﴾ من دون الله

ইউস্‌জ্বারূন। ৭৩। ছুম্মা ক্বীলা লাহুম্ আইনা মা-কুন্‌তুম্ তুশ্‌রিকূন। ৭৪। মিন্ দূনিল্লা-হি ;

পোড়ানো হবে। (৭৩) অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তারা এখন কোথায় তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর সাথে) শরীক করতে (৭৪) আল্লাহ ব্যতীত?

قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله

ক্বা-লূ দ্বাল্লূ 'আন্না- বাল্ লাম্ নাকুন্ নাদ্'উ মিন্ ক্বাব্‌লু শাইআন ; কাযা-লিকা ইউদ্বিল্লুল্লা-হুল্

তারা বলবে তারা আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বরং আমরা এর পূর্বে কাউকেই আহবান করিনি। আল্লাহ কাফিরদেরকে এভাবেই

الكفرين ﴿٧٤﴾ ذلكم بما كنتم تفرحون فى الارض بغير الحق وبما كنتم

কা-ফিরীন। ৭৫। যা-লিকুম বিমা- কুন্‌তুম্ তাফ্‌রাহ্বূনা ফিল্ আর্‌দ্বি বিগাইরিল্ হ্বাক্বক্বি ওয়া বিমা-কুন্‌তুম্

পথভ্রষ্ট করেন। (৭৫) এটা এ কারণেই যে, তোমরা পৃথিবীতে অবৈধভাবে আনন্দ-উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা অহংকার

تمرحون ﴿٧٥﴾ ادخلوا ابواب جهنم خلدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ۝

তাম্‌রাহূন। ৭৬। উদ্‌খুলূ~আব্‌ওয়া-বা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা-, ফাবি'সা মাছ্‌ওয়াল্ মুতাকাব্বিরীন।

করতে। (৭৬) এখন তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য। কতইনা নিকৃষ্ট আবাস স্থল অহংকারীদের জন্য।

۝ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ

৭৭। ফাস্বিবির্ ইন্না ও'য়াদাল্লা-হি হাক্কুন্, ফাইম্মা- নুরিয়ান্নাকা বা'দ্বাল্লাযী না'ইদুহুম্ আও নাতাওয়াফ্ ফাইয়ান্নাকা
(৭৭) সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তাদেরকে আমি যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি, তার থেকে কিছু যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই বা যদি

فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ

ফাইলাইনা- ইউরজ্বা'উন। ৭৮। ওয়া লাক্বদ্ আর্সাল্না- রুসুলাম্ মিন্ ক্বাব্লিকা মিন্হুম্ মান্ ক্বাস্বাস্বনা- 'আলাইকা ;
আপনাকে এর পূর্বে মৃত্যু দান করি তবে আমার কাছেই হবে সকলের প্রত্যাবর্তন। (৭৮) আমি তো আপনার পূর্বেই অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি; তাদের মধ্য হতে

وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا

ওয়া মিন্হুম্ মাল্ লাম্ নাক্বস্বুস্ব 'আলাইকা ; ওয়ামা- কা-না লিরাসূলিন্ আই ইয়া'তিয়া বিআ-য়া-তিন্ ইল্লা-
কতকের বর্ণনা আপনার কাছে পেশ করেছি এবং কতকের বর্ণনা আপনার কাছে পেশ করিনি। কোন রাসূলের পক্ষে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন পেশ করা,

بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ۝

ع ৮ ১৩ রুকূ

বিইয্‌নিল্লা-হি, ফাইযা- জ্বা—আ আম্‌রুল্লা-হি কুদ্বিয়া বিল্‌হাক্বক্বি ওয়া খাসিরা হুনা-লিকাল্ মুব্‌ত্বিলূন।
সম্ভব ছিল না। যখন আল্লাহর নির্দেশ আসবে তখন যথাযথভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে। আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেখানে, বাতিল পন্থীরা।

۝ اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ

৭৯। আল্লা-হুল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আন্'আ-মা লিতার্‌কাবূ মিন্হা- ওয়া মিন্হা- তা'কুলূন। ৮০। ওয়ালাকুম্
(৭৯) তিনি আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্য হতে কতককে তোমরা সওয়ারী হিসেবে ব্যবহার কর, কতক তোমরা খাও। (৮০) তোমাদের

فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ

ফীহা- মানা-ফি'উ ওয়ালিতাব্‌লুগূ 'আলাইহা- হ্বা-জ্বাতান্ ফী স্বুদূরিকুম্ ওয়া 'আলাইহা- ওয়া 'আলাল্ ফুল্‌কি
জন্য রয়েছে এতে বহু উপকার, আর যেন তোমরা তাতে আরোহণ করে তোমাদের অন্তরের প্রয়োজনীয় আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পার এবং এদের উপর ও নৌযানে তোমাদের

تُحْمَلُونَ ۝ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۖ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ ۝ أَفَلَمْ يَسِيرُوا

তুহ্বমালূন। ৮১। ওয়া ইউরীকুম্ আ-য়া-তিহী, ফাআইয়্যা আ-য়া-তিল্লা-হি তুন্‌কিরূন। ৮২। আফালাম্ ইয়াসীরূ
সওয়ার করান হয়। (৮১) আল্লাহ তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাচ্ছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (৮২) তারা

فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ

ফিল্ আর্‌দ্বি ফাইয়ান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম ; কা-নূ~আক্‌ছারা মিন্হুম্
পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তী (অবিশ্বাসী)-দের পরিণাম কেমন হয়েছে? তারা ছিল তাদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক এবং

✪ টীকা (আঃ ৭৭) ঃ نعدهم - শাস্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি। রাসূলুল্লাহর (স) জীবদ্দশায় কাফিরদের শাস্তি হোক বা নাহোক, তাদের সকলকে আল্লাহর কাছে যেতে হবে। (কুঃ কারীম) ✪ টীকা (আঃ ৭৮) ঃ অর্থাৎ, একথায় সকল নবীই সমান যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ভিন্ন মু'জেযা প্রকাশ করা কোন নবীর সাধ্য নেই। সুতরাং কতক লোক এ কারণেও তাদেরকে অবিশ্বাস করত। তদ্রূপ এসমস্ত লোকও আপনাকে অবিশ্বাস করছে। অতএব, আপনি সান্ত্বনা লাভ করুন এবং ধৈর্য ধারণ করুন। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৮০) ঃ যেমন কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাওয়া ইত্যাদি। উপরের বাক্যে আরোহণই ছিল উদ্দেশ্য, আর এখানে আরোহণের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। (বঃ কোঃ)

وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ فَلَمَّا

ওয়া আশাদ্দা কুওয়্যাতাওঁ ওয়া আ-ছা-রান্ ফিল্ আর্‌দ্বি ফামা~আগ্‌না- 'আন্হুম্ মা-কা-নূ ইয়াক্‌সিবূন। ৮৩। ফালাম্মা-
শক্তিতেও প্রবল এবং বহু নিদর্শনও রেখে গিয়েছিল পৃথিবীতে। তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজেই আসেনি। (৮৩) যখন কোন

جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ

জ্বা—আত্‌হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ফারিহূ বিমা- 'ইন্‌দাহুম্ মিনাল্ 'ইল্‌মি ওয়া হ্বা-ক্বা বিহিম্
রাসূল তাদের কাছে কোন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আগমন করতো, তখন তারা তাদের নিজেদের (ভ্রান্ত) জ্ঞানের তারা গর্ব করত। যে বিষয় তারা ঠাট্টা করত, সেটাই

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا

মা- কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিঊন। ৮৪। ফালাম্মা- রাআও বা'সানা- ক্বা-লূ~আ-মান্না- বিল্লা-হি ওয়াহ্বদাহূ ওয়া কাফার্‌না-
তাদেরকে পাকড়াও করল। (৮৪) যখন তারা আমার শাস্তি দেখল, তখন তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহর একত্ববাদের উপর এবং যাদেরকে আমরা

بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۝ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ

বিমা- কুন্না-বিহী মুশ্‌রিকীন। ৮৫। ফালাম্ ইয়াকু ইয়ান্‌ফা'উহুম্ ঈমা-নুহুম্ লাম্মা- রাআও বা'সানা-;
তাঁর সাথে শরীক করতাম তাদের সবগুলোকে অস্বীকার করলাম। (৮৫) আমার শাস্তি দেখার পরে। তাদের ঈমান গ্রহন, কোনই কাজে আসল না।

سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ۝

ع ৯ ৭ ১৪ রুকূ

সুন্নাতাল্লা-হিল্লাতী ক্বাদ্ খালাত্ ফী 'ইবা-দিহী ওয়া খাসিরা হুনা-লিকাল্ কা-ফিরূন।
আল্লাহর এ নিয়ম পূর্ব হতেই তাঁর বান্দাদের উপর এভাবে চলে আসছে এবং এখানে কাফিরেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সূরা হা-মীম সিজ্‌দাহ্
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫৪
রুকূ ঃ ৬

حٰمٓ ۝ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

১। হ্বা-মী—ম্। ২। তান্‌যীলুম্ মিনার্ রাহ্বমা-নির রাহীম। ৩। কিতাবুন ফুস্বস্বিলাত্ আ-য়া-তুহূ কুর্‌আ-নান 'আরাবিয়্যাল্
(১) হা- মী-ম। (২) এ দয়াময় পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ। (৩) এ এমন কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে আরবী কুরআন রূপে

✪ শানে নুযূল ঃ সূরা হা-মীম আস্‌সাজ্দা ঃ এ সূরাটি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার কুরায়শ নেতৃবৃন্দের পরামর্শ সভায় আলোচনা হল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুসারী ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এটা চির রহিত করণের জন্য অবশ্যই একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তারা তাদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ বাগ্মী ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি, ওতবা বিন রাবিয়াহ কে এজন্য নির্বাচন করল যে, সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আলাপ-আলোচনা করবে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসে এবং বলে যে, আপনার কারণেই আরববাসীগণের মধ্যে বিশৃংখলা ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। আপনার নতুন (ধর্মের) দাওয়াত দ্বারা যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, ধন-সম্পদ ও অর্থ-কড়ি উপার্জন করা। তা আমরা আপনার সামনে এনে জমা করে দেই। যদি আপনি চান নেতৃত্ব, তবে আমরা আপনাকে আমাদের নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে দেই, যদি ইচ্ছা করেন কোন সুন্দরী রমনী বিবাহ করতে, তবে একজন নয় বরং দশজন অতি সুন্দরী রমনী বিবাহের ব্যবস্থা করে দেই। যদি মনে করেন আপনার উপর কোন দুষ্ট জ্বীনের প্রভাব আছে, যাতে আপনি আমাদের মাবুদগুলোকে মন্দ বলেন। আমরা আমাদের দায়িত্বে আপনার চিকিৎসা করিয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ (স) তার এ কথাগুলো শুনে তার সামনে এ সূরাটি পাঠ করেন। যাতে সে খুবই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। সে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের কাছে ফিরে গিয়ে বলল যে, মুহাম্মদ (স) যা আমার সামনে পেশ করেছেন তা যাদু এবং উপখ্যান কোন কবিতা নয়। (কুঃ কারীম)

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝

লিক্বাওমিঁই ইয়া'লামূন। ৪। বাশীরাওঁ ওয়া নাযীরান্, ফা'আরাদ্বা আক্‌ছারুহুম্ ফাহুম্ লা- ইয়াস্‌মা'উন।

সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা সে সম্পর্কে জানে। (৪) (কুরআন) সুসংবাদাতা এবং সতর্ককারী, অথচ তাদের অধিকাংশ লোকই উপেক্ষা সুতরাং তারা শ্রবণই করে না।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا

৫। ওয়াক্বা-লূ কুলূবুনা- ফী~আকিন্নাতিম্ মিম্মা- তাদ্‌'উনা~ইলাইহি ওয়া ফী~ আ-যা-নিনা- ওয়াক্বরুঁও ওয়া মিম্ বাইনিনা-

(৫) তারা (নবীকে) বলে, আপনি যার প্রতি আমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন, সে বিষয় আমাদের অন্তর (পর্দা দ্বারা) আবৃত। কর্ণ এ ব্যাপারে বধির এবং আমাদের ও

وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى

ওয়া বাইনিকা হ্বিজ্বা-বুন্ ফা'মাল্ ইন্নানা- 'আ-মিলূন। ৬। কুল্ ইন্নামা~আনা বাশারুম্ মিছ্‌লুকুম্ ইউহ্বা~

আপনার মাঝে রয়েছে অন্তরায় সুতরাং আপনি আপনার কাজ করুন। আমরা আমাদের কাজ করি। (৬) বলুন, আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার উপর ওহী

إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۝

ইলাইয়্যা আন্নামা~ইলা-হুকুম্ ইলা-হুঁও ওয়া-হ্বিদুন্ ফাস্‌তাক্বীমূ~ইলাইহি ওয়াস তাগ্‌ফিরূহ ; ওয়া ওয়াইলুল্ লিল্‌মুশ্‌রিকীন।

অবতীর্ণ হয় যে, তোমাদের সকলের মাবুদ এক আল্লাহ। সুতরাং তাঁর দিকেই নিবিষ্ট হও এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সে সব মুশরিকদের জন্য দুর্ভোগ,

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ

৭। আল্লাযীনা লা- ইউ'তূনায্ যাকা-তা ওয়া হুম্ বিল্‌আখিরাতি হুম্ কা-ফিরূন। ৮। ইন্নাল্লাযীনা

(৭) যারা যাকাত আদায় করে না এবং তারা পরকালেরও অবিশ্বাসী। (৮) যারা

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি লাহুম্ আজ্বরুন্ গাইরু মাম্‌নূন। ৯। কুল্ আইন্নাকুম্ লাতাক্‌ফুরূনা

ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে এমন পুরস্কার যা কখনও হ্রাস করা হবে না। (৯) বলুন, তোমরা কি এমন

১৫ রুকূ

بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

বিল্লাযী খালাক্বাল্ আর্‌দ্বা ফী ইয়াওমাইনি ওয়া তাজ্‌'আলূনা লাহূ~আন্‌দা-দান ; যা-লিকা রাব্বুল্ 'আলা-মীন।

যিনি দু দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমরা তাঁর শরীক নির্ধারণ করছ? তিনিইতো (আল্লাহ) সার জাহানের প্রতিপালক।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ

১০। ওয়া জ্বা'আলা ফীহা- রাওয়া-সিয়া মিন্ ফাওক্বিহা- ওয়া বা-রাকা ফীহা- ওয়া ক্বাদ্দারা ফীহা~আক্বওয়া-তাহা- ফী~আর্‌বা'আতি

(১০) তিনিই পৃথিবীতে তার পৃষ্ঠে মজবুত পাহাড় সৃষ্টি করেছেন, এবং তাতে রেখে দিয়েছেন কল্যাণকর বস্তু এবং সেখানে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন চারদিনে;

أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ۝ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا

আইয়্যা-মিন ; সাওয়া—আল্ লিস সা—ইলীন। ১১। ছুম্মাস তাওয়া~ইলাস্ সামা—ই ওয়াহিয়া দুখা-নুন্ ফাক্বা-লা লাহা-

এটা প্রশ্নকারীদের জন্য। (১১) অতঃপর তিনি নিবিষ্ট হলেন আকাশের দিকে এবং সেটি ছিল ধূম্রপুঞ্জ, অতঃপর তিনি সেটাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ই

وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ

ওয়ালিল্ আর্‌দ্বি'তিয়া ত্বাও'আন্ আও কার্‌হান ; ক্বা-লাতা~আতাইনা- ত্বা—ই'ঈন। ১২। ফাক্বাদ্বা-হুন্না সাব্'আ

ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়(আমার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এগিয়ে) আস। তারা উভয়ই বলল, আমরা স্বেচ্ছায় উপস্থিত হলাম। (১২) অতঃপর তিনি দু দিনে

سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا

সামা-ওয়া-তিন্ ফী ইয়াওমাইনি ওয়া আওহ্বা-ফী কুল্লি সামা—ইন্ আম্‌রাহা- ; ওয়া যাইয়্যান্নাস্ সামা—আদ্ দুন্‌ইয়া-

আকাশ মন্ডলীকে সপ্ত আকাশে রূপান্তরিত করেন এবং প্রত্যেক আকাশে তাঁর যথাযথ আদেশ প্রেরণ করলেন এবং আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে সুশোভিত

بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ

বিমাছ্বা-বীহ্বা, ওয়া হ্বিফ্‌জান ; যা-লিকা তাক্বদীরুল্ 'আযীযিল্ 'আলীম। ১৩। ফাইন্ আ'রাদ্বূ ফাকুল

করলাম, আলো (তারকারাজি) দ্বারা এটা মহা প্রতাপশালী, মহাজ্ঞানী (আল্লাহর) নিরূপণ। (১৩) এরপরেও যদি তারা মুখ ফিরায়, তবে বলুন,

أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۝ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ

আন্‌যার্‌তুকুম্ স্বা-'ইক্বাতাম্ মিছ্‌লা স্বা-'ইক্বাতি 'আ-দিওঁ ওয়া ছামূদ। ১৪। ইয্ জ্বা—আত্‌হুমুর্ রুসুলু মিম্

আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি আদ এবং সামুদ সম্প্রদায়ের শাস্তির অনুরূপ এক ধ্বংসকারী শাস্তির। (১৪) তাদের কাছে যখন রাসূল আগমন

بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ

বাইনি আইদীহিম্ ওয়া মিন্ খাল্‌ফিহিম্ আল্লা- তা'বুদূ~ইল্লাল্লা-হা ; ক্বা-লূ লাও শা—আ রাব্বুনা লা আন্‌যালা

করেছিলেন তাদের সম্মুখ হতে এবং পশ্চাৎ হতে, তারা বলেছিলেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত কর না, তখন তারা জবাবে বলেছিল যে, যদি আমাদের

مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ

মালা—ইকাতান্ ফাইন্না- বিমা~উর্‌সিল্‌তুম্ বিহী কা-ফিরূন। ১৫। ফাআম্মা- 'আ-দুন্ ফাস্‌তাক্‌বারূ ফিল্ আর্‌দ্বি

প্রতিপালক এটা ইচ্ছাই করতেন, তবে তিনি অবশ্যই ফিরিশতা প্রেরণ করতেন। সুতরাং আপনাদের এ রিসালাতের আমরা অস্বীকারকারী। (১৫) আদ সম্প্রদায় তো

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ

বিগাইরিল্ হ্বাক্বক্বি ওয়া ক্বা-লূ মান্ আশাদ্দু মিন্না কুওয়্যাতান ; আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্নাল্লা-হাল্লাযী খালাক্বাহুম্

অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করত এবং বলত যে, আমাদের চেয়ে শক্তিমান আর কে আছে? তারা কি চিন্তা করে না যে, আল্লাহ, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি

هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا

হুওয়া আশাদ্দু মিন্‌হুম্ কুওয়্যাতান ; ওয়া কা-নূ বিআ-য়া-তিনা- ইয়াজ্বহ্বাদূন ১৬। ফাআর্‌সাল্‌না- 'আলাইহিম্ রীহ্বান

করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিবান। অথচ তারা আমার নির্দশনসমূহকে অবিশ্বাস করত। (১৬) সুতরাং আমি এক অশুভ দিনে

صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ

স্বারস্বারান ফী~আইয়্যা-মিন্ নাহ্বিসা-তিল্ লিনুযীক্বাহুম্ 'আযা-বাল্ খিয্‌ই ফিল্ হ্বায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-;

তাদের উপর (শাস্তি স্বরূপ) ঝড়ো হাওয়া, প্রেরণ করলাম যাতে তারা এ পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি উপভোগ করতে পারে।

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ⑰ وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا

ওয়ালা 'আযা-বুল্ আ-খিরাতি আখ্যা- ওয়াহুম্ লা ইউন্স্বারূন। ১৭। ওয়া আম্মা- ছামূদু ফাহাদাইনা-হুম্ ফাস্তাহাব্বুল্

এবং পরকালের শাস্তি এর চেয়েও অধিক লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদের কোনই সাহায্যকারী হবে না। (১৭) আর সামূদ সম্প্রদায়ের অবস্থাতো এই যে, আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন

الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

'আমা- 'আলাল্ হুদা- ফাআখাযাত্হুম্ স্বা-'ইক্বাতুল্ 'আযা-বিল্ হূনি বিমা-কা-নূ ইয়াক্সিবূন।

করেছিলাম, কিন্তু তারা সঠিক রাস্তার পরিবর্তে ভ্রান্ত রাস্তাকে গ্রহণ করেছিল। তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিস্বরূপ বজ্রের আওয়াজ পাকড়াও করল তাদের কৃতকর্মের বিনিময়।

وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ⑱ وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى ⑲

১৮। ওয়া নাজ্জাইনাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়াকা-নূ ইয়াত্তাকূন। ১৯। ওয়া ইয়াওমা ইউহ্শারু 'আদা—উল্লা-হি ইলান্

(১৮) আমি রক্ষা করেছিলাম মুমিনগণকে এবং যারা পরহেজগারী অবলম্বন করত। (১৯) আর যেদিন আল্লাহর দুশমনদেরকে সমবেত করা হবে জাহান্নামের

২ রুকূ ১৬

النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ⑳ حَتّٰى اِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ

না-রি ফাহুম্ ইউযা'উন। ২০। হাত্তা~ইযা- মা- জ্বা—উহা- শাহিদা 'আলাইহিম্ সাম্'উহুম্ ওয়া আব্স্বা-রুহুম্

অভিমুখে, তাদেরকে বিভিন্ন দলে সারিবদ্ধ করা হবে, (২০) শেষ পর্যন্ত তারা যখন জাহান্নামের নিকট এসে পৌঁছবে, তখন তাদের কর্ণ, তাদের চক্ষু

وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ㉑ وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ؕ

ওয়া জুলূদুহুম্ বিমা- কা-নূ ই'য়ামালূন। ২১। ওয়া ক্বা-লূ লিজুলূদিহিম্ লিমা শাহিত্তুম্ 'আলাইনা-;

এবং তাদের চর্ম, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। (২১) তারা তাদের চর্মকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে? তারা

قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ

ক্বা-লূ~ আন্ত্বাক্বানাল্লা-হুললাযী~আন্ত্বাক্বা কুল্লা শাইয়িওঁ ওয়া হুওয়া খালাক্বাকুম্ আওয়্যালা মার্রাতিওঁ ওয়া ইলাইহি

জবাবে বলবে, আমাদেরকে আল্লাহ কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, যিনি প্রতিটি বস্তুকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবারে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর

تُرْجَعُوْنَ ㉒ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَاۤ اَبْصَارُكُمْ

তুর্জ্বা'উন। ২২। ওয়ামা- কুন্তুম্ তাস্তাতিরূনা আঁই ইয়াশ্হাদা 'আলাইকুম্ সাম্'উকুম্ ওয়ালা~আব্স্বা-রুকুম্

দিকেই তোমরা সকলে প্রত্যাবর্তন করবে। (২২) তোমরা তোমাদের পাপ এদের থেকে গোপন করতে না। কারণ তোমাদের (কর্মের) ব্যাপারে তোমাদের কর্ণ, তোমাদের চক্ষু

وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ㉓ وَذٰلِكُمْ

ওয়ালা- জুলূদুকুম্ ওয়ালা- কিন্ জানান্তুম্ আন্নাল্লা-হা লা- ই'য়ালামু কাছীরাম্ মিম্মা- 'তামালূন। ২৩। ওয়া যা-লিকুম্

এবং তোমাদের চর্ম সাক্ষ্য দিবেন। আর তোমরা এ ধারণা করতে যে, তোমরা যা কিছুই করছ, তার অনেক কর্মই আল্লাহ জানেন না। (২৩) তোমাদের

ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

জানুনুকুমুল্লাযী জানান্তুম বিরাব্বিকুম্ আর্দা-কুম্ ফাআস্বাহ্তুম মিনাল খা-সিরীন।

প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের এ (ভ্রান্ত) ধারণা, তোমাদের ধ্বংস করেছে এবং পরিশেষে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ।

㉔ فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ۝

২৪। ফা-ইঁয় ইয়াস্ববিরূ ফান্না-রু মাছ্ওয়াল্ লাহুম্, ওয়া ইঁয় ইয়াস্'তাতিবূ ফামা-হুম্ মিনাল্ 'মুতাবীন।

(২৪) এখন যদি তারা ধৈর্য ধারণও করে তবুও তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এবং যদি তারা (আল্লাহর) দয়া কামনা করে তবুও তারা দয়াপ্রাপ্ত হবে না।

㉕ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ

২৫। ওয়া ক্বাইয়্যাদ্বনা- লাহুম্ কুরানা—আ ফাযাইয়্যানূ লাহুম্ মা-বাইনা আইদীহিম্ ওয়ামা- খালফাহুম্ ওয়া হাক্বক্বা

(২৫) আমি তাদের কতিপয় সংগী নিযুক্ত করে দিয়েছিলাম। যারা তাদের সামনে সুশোভিত করে তুলছিল তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের

عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْۤ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ

'আলাইহিমুল ক্বাওলু ফী~উমামিন্ ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাব্লিহিম্ মিনাল্ জ্বিন্নি ওয়াল্ ইন্সি, ইন্নাহুম্

কর্মগুলোকে এবং আল্লাহর বাণী (শাস্তি) তাদের ব্যাপারেও তাদের পূর্ববর্তী জ্বীন ও মানুষদের ন্যায় সঠিক (বাস্তবায়িত) হয়েছে। তারা ছিল

৩ রুকূ ১৭

كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ㉕ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ

কা-নূ খা-সিরীন। ২৬। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ লা-তাস্মা'উ লিহা-যাল্ কুরআ-নি

ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (২৬) কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআনকে শ্রবণ করনা বরং তা পাঠের সময় হৈ চৈ শুরু কর,

وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ㉖ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا

ওয়াল্গাও ফীহি লা'আল্লাকুম্ তাগ্লিবূন। ২৭। ফালানুযী ক্বান্নাল্ লাযীনা কাফারূ 'আযা-বান্

যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পার। (২৭) আমি এ কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ উপভোগ করাবই

شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ㉗ ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ

শাদীদাওঁ, ওয়ালা নাজ্যিয়ান্নাহুম্ আস্ওয়াল্ লাযী কা-নূ ই'য়ামালূন। ২৮। যা-লিকা জ্বাযা—উ 'আদা—ইল্লা-হিন্

এবং তাদেরকে তাদের মন্দ (গুনাহর) কাজের প্রতিফল দিবই। (২৮) আল্লাহর দুশমনদের প্রতিফল

النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ؕ جَزَاءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝

না-রু, লাহুম্ ফীহা- দা-রুল্ খুল্দি ; জ্বাযা—আম্ বিমা-কা-নূ বি আ-য়া-তিনা- ইয়াজ্হাদূন।

এই (জাহান্নামের) অগ্নি, যেটা তাদের স্থায়ী বাসগৃহ; এটাই হচ্ছে, আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যানের প্রতিফল।

㉙ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَاۤ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا

২৯। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ রাব্বানা ~আরিনাল্ লাযাইনি আদ্বাল্লা-না- মিনাল্ জ্বিন্নি ওয়াল ইন্সি নাজ্'আল্হুমা-

(২৯) কাফেররা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! জ্বীন ও মানুষের মধ্য হতে যারা আমাদেরকে (পৃথিবীতে) পথভ্রষ্ট করেছে, তাদেরকে দেখিয়ে দিন, আজ

○ টীকা (আঃ ২৪) ঃ কেননা, তোমরা ধারণা করতে যে, আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের কার্য সম্বন্ধে অবগত নয়। আবার তোমরা তোমাদের যাবতীয় শিরক ও পাপকার্যকে অপরাধ মনে করতে না। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৫) ঃ لهم قرنا ، - (কতিপয় সংগী) দ্বারা মানুষ ও জ্বীনের মধ্য হতে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। যারা বাতিল পন্থীদের সামনে তাদের কুফরী ও গুনাহর কাজগুলো শোভনীয় করে তুলে ধরে। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৬) ঃ والغوا فيه – অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের সময়, হৈ চৈ কর, তালি বাজাও, জোরে কথা বার্তা বল। যাতে মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের কর্ণ কুরআনের আওয়াজ যেতে না পারে এবং কুরআনের আওয়াজ শুনে যাতে তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে।

تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ

তাহ্তা আক্বদা-মিনা- লিইয়াকূনা- মিনাল্ আসফালীন। ৩০। ইন্নাল্ লাযীনা ক্বা-লূ রাব্বুনাল্লা-হু

আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা অপমানিত হয়। (৩০) নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক (একমাত্র) আল্লাহ্ এবং এর উপর

ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا

ছুম্মাস্ তাক্বা-মূ তাতানায্যালু 'আলাইহিমুল্ মালা—ইকাতু আল্লা- তাখা-ফূ ওয়ালা- তাহ্যানূ ওয়া আব্শিরূ

কায়েম থাকে তাদের কাছে প্রেরিত হবে, ফিরিশ্তা (এ শুভ সংবাদ নিয়ে) যে, তোমরা কোন ভয় কর না এবং চিন্তাও কর না। বরং সে জান্নাতের সু-সংবাদ শ্রবণ কর,

بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۞ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

বিল্ জান্নাতিল্লাতী কুন্তুম্ তূ'আদূন। ৩১। নাহ্নু আওলিয়া—উকুম ফিল্ হায়া-তিদ্ দুন্ইয়া-

যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (৩১) তোমাদের পার্থিব জীবনেও আমরা তোমাদের বন্ধু (সাহায্যকারী) ছিলাম, এখন

وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ؕ

ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি, ওয়ালাকুম্ ফীহা- মা- তাশ্তাহী~আন্ফুসুকুম্ ওয়া লাকুম্ ফীহা-মা-তাদ্দা'ঊন।

পরকালেও বন্ধু থাকব। তোমরা যা আন্তরিকভাবে কামনা করবে এবং যা কিছু চাবে তা সব কিছুই তোমাদের জন্য সেখানে (জান্নাতে) মওজুদ রয়েছে।

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ۞ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا

৩২। নুযুলাম্ মিন্ গাফূরির্ রাহীম। ৩৩। ওয়া মান্ আহ্সানু কাওলাম্ মিম্মান্ দা'আ~ইলাল্লা-হি ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহাও

(৩২) এসব কিছু ক্ষমাশীল, দয়ালু আল্লাহর তরফ হতে, মেহমানদারী। (৩৩) তার চেয়ে সর্বোত্তম আহ্বানকারী আর কে আছে? যে আল্লাহর দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করে

وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ

ওয়া ক্বা-লা ইন্নানী মিনাল্ মুস্লিমীন। ৩৪। ওয়ালা- তাস্তাওয়িল্ হাসানাতু ওয়ালাস্ সাইয়্যিআতু ; ইদ্'ফা

এবং নেক কাজ করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানগণের অন্তর্ভুক্ত। (৩৪) ভালকাজ এবং মন্দকাজ সমান নয়। ভাল

بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ؕ

বিল্লাতী হিয়া আহ্সানু ফাইযাল্ লাযী বাইনাকা ওয়া বাইনাহূ 'আদা-ওয়াতুন্ কাআন্নাহূ ওয়ালিইয়্যুন হামীম।

কাজ দ্বারা মন্দকে দুর করুন, ফলে আপনার সাথে যার সাথে দুশমনী, সে এমন হবে যে, মনে হবে যেন সে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ৩০) ঃ** ثم استقاموا - [অতঃপর এর উপর কায়েম (সুদৃঢ়) থাকে]। কায়েম থাকার অর্থ, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) বলেন, শিরক না করা। হযরত ওমর ফারুক (রা) বলেন, আল্লাহ তায়ালার হুকুমের প্রতি কায়েম থাকা। (অর্থাৎ নেক কাজ করা গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকা) হযরত ওসমান (রা) বলেন, নিজ আমল পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করা। হযরত আলী (রা) বলেন, ফরজ ইবাদাতগুলো আদায় করা। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, এর অর্থ আনুগত্যতার সাথে ইবাদাত করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। (তাঃ কাদেরী)

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ৩৩) ঃ** ومن احسن قولا - এ আয়াত রাসূলুল্লাহর (স) প্রসংগে বলা হয়েছে, যেহেতু তিনি সকলকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আহ্বান করেছেন।

কোন তফসীরকার বলেন, এর দ্বারা আলিমগণকে বুঝানো হয়েছে, যেহেতু তারা লোকদেরকে দ্বীনের তালীম দিয়ে থাকেন এবং হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এ আয়াত মুয়াজ্জিনগণের প্রসংগে বলা হয়েছে। আইনুল মা'নীর লিখক এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসংগে বলেন, যখন হযরত বিলাল (রা) আজান দিতেন তখন ইয়াহুদিরা ঠাট্টা করে বলত যে, কাক ডাকছে এবং নামাজের দিকে আহ্বান করছে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (কুঃ কারীম)

۞ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۞ وَاِمَّا

৩৫। ওয়ামা- ইউলাক্কা-হা~ইল্লাল্ লাযীনা স্বাবারূ, ওয়ামা- ইউ লাক্কা-হা~ইল্লা- যূ হাজ্জিন্ 'আজীম। ৩৬। ওয়া ইম্মা-

(৩৫) এগুলো শুধুমাত্র তারাই প্রাপ্ত হয়, যারা ধৈর্যশীল। আর শুধু প্রাপ্ত তারাই হয়, যারা মহাভাগ্যবান। (৩৬) আর যদি

يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ؕ

ইয়ান্যাগান্নাকা মিনাশ শাইত্বা-নি নায্গুন্ ফাস্তা ইয্ বিল্লা-হি ; ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম।

শয়তান কোন কুমন্ত্রণা আপনাকে (প্ররোচনা) দেয়, তখন আল্লাহর আশ্রয় কামনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

۞ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا

৩৭। ওয়া মিন্ আয়া-তিহিল্ লাইলু ওয়ান্ নাহা-রু ওয়াশ্ শাম্সু ওয়াল্ ক্বামারু ; লা-তাসজুদূ লিশ্শাম্সি ওয়ালা-

(৩৭) তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করনা এবং

لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۞ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا

লিল্ক্বামারি ওয়াস্জুদূ লিল্লা-হিল্ লাযী খালাক্বাহুন্না ইন্ কুন্তুম্ ইয়্যা-হু তা'বুদূন। ৩৮। ফাইনিস্ তাক্বারূ

চন্দ্রকেও নয়, বরং সিজদাকর একমাত্র সে আল্লাহর জন্য যিনি এসবগুলোর স্রষ্টা, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত করতে চাও। (৩৮) (এরপরেও) যদি তারা

সিজদাহ

فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ۞ وَمِنْ

ফাল্লাযীনা 'ইনদা রাব্বিকা ইউসাব্বিহূনা লাহূ বিল্লাইলি ওয়ান্নাহা-রি ওয়াহুম্ লা-ইয়াস্আমূন। ৩৯। ওয়া মিন্

অহংকার করে, তবে যারা আল্লাহর নিকটতম রয়েছে তারাতো রাত, দিন তাঁর তাসবীহ বর্ণনা করছেন এবং (কোন সময়ও) তারা বিরক্ত হয়না। (৩৯) আল্লাহর

اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ

আ-য়া-তিহী~আন্নাকা তারাল্ আর্দ্বা খা-শি'আতান্ ফাইযা~আন্যাল্না- 'আলাইহাল্ মা—আহ্ তায্যাত্ ওয়া রাবাত ;

নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, আপনি যমীনকে দেখতে পান শুষ্ক, অতঃপর যখন বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন সেটি সতেজ হয়ে ফুলে উঠে;

اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ

ইন্নাল্লাযী~আহ্ইয়া-হা- লামুহ্ইল্ মাওতা ; ইন্নাহূ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ৪০। ইন্নাল্লাযীনা

যিনি শুষ্ক যমীনকে জীবিত করেন, তিনিই মৃতদেরকেও (পুনরায়) জীবনদানকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। (৪০) যারা আমার

يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ

ইউল্হিদূনা ফী~আ-য়া-তিনা- লা- ইয়াখ্ফাওনা 'আলাইনা- ; আফামাই ইউল্ক্বা- ফিন্না-রি খাইরুন্ আম্ মাই

আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার থেকে গোপন নহে। বলুন, উত্তম কোন ব্যক্তি? যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে

يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ

ইয়া'তী~আ-মিনাই ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ; 'ইমালূ মা-শি'তুম্, ইন্নাহূ বিমা- 'তামালূনা বাস্বীর। ৪১। ইন্নাল্ লাযীনা

থাকবে সে? তোমরা যা কর, তোমাদের নিজ ইচ্ছানুযায়ী নিশ্চয়ই তোমাদের কৃতকর্ম তিনি ভালভাবে দেখছেন। (৪১) যারা তাদের

كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتٰبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ

কাফারূ বিয্যিক্রি লাম্মা- জ্বা—আহুম্, ওয়া ইন্নাহূ লাকিতা-বুন্ 'আযীয্ । ৪২ । লা- ইয়া'তীহিল্ বা-ত্বিলু
কাছে কুরআন পৌঁছার পর তা অবিশ্বাস করে, তাদের মধ্যে উপলব্ধি ক্ষমতা কম। নিশ্চয়ই এ কিতাব অতি মর্যাদাপূর্ণ। (৪২) যাতে কোন অসত্য কথা

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا

মিম্ বাইনি ইয়াদাইহি ওয়ালা- মিন্ খাল্ফিহী ; তানযীলুম্ মিন্ হাকীমিন্ হামীদ । ৪৩ । মা- ইউক্বা-লু লাকা ইল্লা-
আসতে না পারে। না সম্মুখ হতে না পশ্চাত হতে; এটি বিজ্ঞ মহা প্রশংসিত (আল্লাহ)-এর পক্ষ হতে অবতীর্ণ। (৪৩) (হে নবী!) আপনার ব্যাপারে

مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

মা-ক্বাদ্ ক্বীলা লির্‌রুসুলি মিন্ ক্বাব্লিকা ; ইন্না রাব্বাকা লাযূ মাগ্ফিরাতিওঁ ওয়া যূ 'ইক্বা-বিন্ আলীম ।
তো সে সব বলা হয়, যা আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণ সম্পর্কে বলা হত। আপনার প্রতিপালক নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও কষ্টদায়ক শাস্তি দাতা।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهُ ۖ ءَاَعْجَمِيٌّ

৪৪ । ওয়া লাও জ্বা'আল্না-হু কুরআ-নান্ 'আজ্বামিয়্যাল্ লাক্বা-লূ লাওলা-ফুস্সিলাত আ-য়া-তুহূ ; আ 'আজ্বামিয়্যুওঁ
(৪৪) আমি যদি কুরআনকে 'অনারবী' ভাষায় অবতীর্ণ করতাম, তবে তারা বলত যে, এর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে কেন বর্ণিত হয়নি? কি ব্যাপার কুরআন 'অনারবী'

وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

ওয়া 'আরাবীয়্যুন ; কুল হুওয়া লিল্লাযীনা আ-মানূ হুদাওঁ ওয়া শিফা—উন ; ওয়াল্লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা
এবং রাসূল আরবী? বলুন, মুমিনদের জন্য এ কুরআন সত্যের পথ নির্দেশক ও রোগ নিবারণকারী। আর যারা ঈমান আনে না, তাদের

فِي اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

ফী~আ-যা-নিহিম্ ওয়াক্বরুওঁ ওয়া হুওয়া 'আলাইহিম্ 'আমান উলা—ইকা ইউনা-দাওনা মিম্ মাকা-নিম্ বা'ঈদ।
কর্ণে রয়েছে বধিরতা আর কুরআন তাদের ওপর অন্ধত্বস্বরূপ। তারা এমন লোক যে, (মনে হয়) যেন তাদের ডাকা হচ্ছে অনেক দূর থেকে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

৪৫ । ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা ফাখ্তুলিফা ফীহি ; ওয়া লাওলা- কালিমাতুন্ সাবাক্বাত্
(৪৫) নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতে মতানৈক্য করা হয়েছিল। যদি আপনার প্রতিপালকের তরফ হতে এ ব্যাপারে পূর্ব নির্ধারিত

مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾ مَنْ

মির রাব্বিকা লাকুদ্বিয়া বাইনাহুম ; ওয়া ইন্নাহুম লাফী শাক্কিম মিন্হু মুরীব । ৪৬ । মান
সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের মাঝে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই তারা এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ইতস্ততকারী। (৪৬) যে নেক কাজ করে সে তা

عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

'আমিলা স্বা-লিহান্ ফালিনাফ্সিহী ওয়ামান্ আসা—আ ফা'আলাইহা-; ওয়ামা- রাব্বুকা বিজাল্লা-মিল্ লিল্'আবীদ।
নিজের উপকারের জন্যই করে, আর যে খারাপ কাজ করে তার প্রতিফল তার উপর আসবেই, আপনার প্রতিপালক বান্দাগণের প্রতি অবিচার করেন না।

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ

৪৭ । ইলাইহি ইউরাদ্দু 'ইল্মুস্ সা-'আতি ; ওয়া মা-তাখ্রুজু মিন্ ছামারা-তিম্ মিন্ আক্মা-মিহা- ওয়ামা- তাহ্মিলু
(৪৭) কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই নিহিত। এবং কোন ফল তার কোষ হতে বের হয় না, কোন স্ত্রী গর্ভবতী হয় না এবং সন্তানও প্রসব করে না,

مِنْ أُنْثٰى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِي ۙ قَالُوا اٰذَنّٰكَ ۙ

মিন্ উন্ছা- ওয়ালা- তাদ্বা'উ, ইল্লা- বি'ইল্মিহী ; ওয়া ইয়াওমা ইউনা-দীহিম্ আইনা শুরাকা—ঈ, ক্বা-লূ~আ-যান্না-কা,
আল্লাহর অবগতি ব্যতীত। যেদিন আল্লাহ, তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমার শরীকেরা কোথায়? জওয়াবে তারা বলবে, আপনার কাছে আবেদন করেছি যে,

مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ

মা-মিন্না- মিন্ শাহীদ । ৪৮ । ওয়া দ্বাল্লা 'আন্হুম্ মা-কা-নূ ইয়াদ্'ঊনা মিন্ ক্বাব্লু ওয়া জান্নূ মা-লাহুম্ মিম্
এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোন সাক্ষী নেই। (৪৮) এবং তারা এর পূর্বে যাদেরকে ডাকত, তারা সব অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং তারা ধারণা করবে যে, এখন তাদের

مَحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ۖ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ

মাহীস্ব । ৪৯ । লা-ইয়াস্আমুল্ ইন্সা-নু মিন্ দু'আ—ইল্ খাইরি, ওয়াইম্ মাস্সাহুশ্ শার্‌রু ফাইয়াউসুন্
পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। (৪৯) মানুষ (পার্থিব) কল্যাণ কামনায় কোন বিরক্ত হয় না, কিন্তু যদি তাকে কোন অমংগল স্পর্শ করে তখন সে হতাশ ও নিরুদ্যম

قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هٰذَا لِي ۙ

ক্বানূত্ব । ৫০ । ওয়ালাইন্ আযাক্বনা-হু রাহ্মাতাম্ মিন্না- মিম্ 'বাদি দ্বার্‌রা—আ মাস্সাত্হু লাইয়াকূলান্না হা-যা-লী,
হয়ে পড়ে। (৫০) আর যদি তাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর, আমি আমার তরফ থেকে অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে বলে যে, এ তো আমার জন্যই

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۙ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلٰى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنٰى ۚ

ওয়ামা~আযুন্নুস্ সা-'আতা ক্বা—ইমাতাওঁ, ওয়ালাইর্ রু'জ্বিতু ইলা- রাব্বী ~ইন্না লী 'ইন্দাহূ লালহুস্না-,
এবং আমি ধারণা করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর যদি আমাকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করা হয়, তবে নিশ্চয়ই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে।

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ۖ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا

ফালানুনাব্বিআন্নাল্ লাযীনা কাফারূ বিমা- 'আমিলূ, ওয়া লানুযীক্বান্নাহুম্ মিন্ 'আযা-বিন্ গালীজ্ । ৫১ । ওয়া ইযা~
আমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মগুলো অবহিত করবই। এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করাব। (৫১) যখন আমি মানুষের প্রতি

أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

আন্'আম্না- 'আলাল্ ইন্সা-নি 'আরাদ্বা ওয়া নাআ-বিজ্বা-নিবিহী, ওয়া ইযা- মাস্সাহুশ্ শার্‌রু ফাযূ দু'আ—ইন্ 'আরীদ্ব।
নেয়ামত দান করি, তখন সে (আমার থেকে) মুখ ফিরায় এবং দূরে চলে যায়, এবং যখন তাকে অমংগল স্পর্শ করে, তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনা লিপ্ত হয়।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৭) ঃ علم الساعة - আল্লাহ ব্যতীত কিয়ামতের জ্ঞান অন্য আর কার ও নেই। হযরত জিব্রাইল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি (স) বলেন, "এ ব্যাপারে আমার ততটুকু জ্ঞান আছে, যতটুকু জ্ঞান আপনার আছে" আমি এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে বেশী জানি না।" ما منا من شهيد - অর্থাৎ আজ (কিয়ামতের দিন) একথা বলার কেউ নেই যে, আপনার কোন শরীক আছে।
○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ دعا الخير - কল্যাণ কামনা অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীর ধন-সম্পদ, সুস্বাস্থ্য মানসম্মান ও উঁচু মর্যাদা ইত্যাদি কামনায় বিরক্ত হয়না।
○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫০) ঃ هذا لى - আমি আল্লাহর অতি প্রিয় বান্দা। এজন্য তিনি খুশী হয়ে এ নেয়ামতসমূহ আমাকে দান করেছেন। অথচ পার্থিব ধন-সম্পদ শুধু বান্দার পরীক্ষার জন্য। অর্থাৎ অধিক ধন-সম্পদে, কে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং কষ্টের মধ্যে কে ধৈর্য্য ধারণ করে? (কুঃ কারীম)

كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ

কাফারূ বিয্যিক্রি লাম্মা- জ্বা—আহুম্, ওয়া ইন্নাহূ লাকিতা-বুন্ 'আযীয। ৪২। লা- ইয়া'তীহিল্ বা-ত্বিলূ
কাছে কুরআন পৌঁছার পর তা অবিশ্বাস করে, তাদের মধ্যে উপলব্ধি ক্ষমতা কম। নিশ্চয়ই এ কিতাব অতি মর্যাদাপূর্ণ। (৪২) যাতে কোন অসত্য কথা

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿٤٢﴾ مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا

মিম্ বাইনি ইয়াদাইহি ওয়ালা- মিন্ খাল্ফিহী ; তানযীলুম্ মিন্ হ্বাকীমিন্ হ্বামীদ। ৪৩। মা- ইউক্বা-লু লাকা ইল্লা-
আসতে না পারে। না সম্মুখ হতে না পশ্চাত হতে; এটি বিজ্ঞ মহা প্রশংসিত (আল্লাহ)-এর পক্ষ হতে অবতীর্ণ। (৪৩) (হে নবী!) আপনার ব্যাপারে

مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٤٣﴾

মা-ক্বাদ্ ক্বীলা লির্‌রুসুলি মিন্ ক্বাব্লিকা ; ইন্না রাব্বাকা লাযূ মাগ্‌ফিরাতিওঁ ওয়া যূ 'ইক্বা-বিন্ আলীম।
তো সে সব বলা হয়, যা আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণ সম্পর্কে বলা হত। আপনার প্রতিপালক নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও কষ্টদায়ক শাস্তি দাতা।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ

৪৪। ওয়া লাও জ্বা'আল্না-হু কুরআ-নান্ 'আজ্বামিয়্যাল্ লাক্বা-লূ লাওলা-ফুস্বস্বিলাত আ-য়া-তুহূ ; আ 'আজ্বামিয়্যুওঁ
(৪৪) আমি যদি কুরআনকে 'অনারবী' ভাষায় অবতীর্ণ করতাম, তবে তারা বলত যে, এর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে কেন বর্ণিত হয়নি? কি ব্যাপার কুরআন 'অনারবী'

وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

ওয়া 'আরাবীয়্যুন ; কুল হুওয়া লিল্লাযীনা আ-মানূ হুদাওঁ ওয়া শিফা—উন ; ওয়াল্লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা
এবং রাসূল আরবী? বলুন, মুমিনদের জন্য এ কুরআন সত্যের পথ নির্দেশক ও রোগ নিবারণকারী। আর যারা ঈমান আনে না, তাদের

فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾

ফী~আ-যা-নিহিম্ ওয়াক্বরুওঁ ওয়া হুওয়া 'আলাইহিম্ 'আমান উলা—ইকা ইউনা-দাওনা মিম্ মাকা-নিম্ বা'ঈদ।
কর্ণে রয়েছে বধিরতা আর কুরআন তাদের ওপর অন্ধত্বস্বরূপ। তারা এমন লোক যে, (মনে হয়) যেন তাদের ডাকা হচ্ছে অনেক দূর থেকে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

৪৫। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা ফাখ্তুলিফা ফীহি ; ওয়া লাওলা- কালিমাতুন্ সাবাক্বাত্
(৪৫) নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতে মতানৈক্য করা হয়েছিল। যদি আপনার প্রতিপালকের তরফ হতে এ ব্যাপারে পূর্ব নির্ধারিত

مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾ مَنْ

মির রাব্বিকা লাকুদ্বিয়া বাইনাহুম ; ওয়া ইন্নাহুম লাফী শাক্কিম মিন্হু মুরীব। ৪৬। মান
সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের মাঝে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই তারা এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ইতস্ততকারী। (৪৬) যে নেক কাজ করে সে তা

عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

'আমিলা স্বা-লিহ্বান্ ফালিনাফ্সিহী ওয়ামান্ আসা—আ ফা'আলাইহা-; ওয়ামা- রাব্বুকা বিজাল্লা-মিল্ লিল্'আবীদ।
নিজের উপকারের জন্যই করে, আর যে খারাপ কাজ করে তার প্রতিফল তার উপর আসবেই, আপনার প্রতিপালক বান্দাগণের প্রতি অবিচার করেন না।

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ؕ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ

৪৭। ইলাইহি ইউরাদ্দু 'ইল্মুস্ সা-'আতি ; ওয়া মা-তাখ্রুজু মিন্ ছামারা-তিম্ মিন্ আক্মা-মিহা- ওয়ামা- তাহ্বমিলু
(৪৭) কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই নিহিত। এবং কোন ফল তার কোষ হতে বের হয় না, কোন স্ত্রী গর্ভবতী হয় না এবং সন্তানও প্রসব করে না,

مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآءِيْ ۙ قَالُوْۤا اٰذَنّٰكَ ۙ

মিন্ উন্ছা- ওয়ালা- তাদ্বা'উ, ইল্লা- বি'ইল্মিহী ; ওয়া ইয়াওমা ইউনা-দীহিম্ আইনা শুরাকা—ঈ, ক্বা-লূ~আ-যান্না-কা,
আল্লাহর অবগতি ব্যতীত। যেদিন আল্লাহ, তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমার শরীকেরা কোথায়? জওয়াবে তারা বলবে, আপনার কাছে আবেদন করেছি যে,

مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ

মা-মিন্না- মিন্ শাহীদ। ৪৮। ওয়া দ্বাল্লা 'আন্হুম্ মা-কা-নূ ইয়াদ্'ঊনা মিন্ ক্বাব্লু ওয়া জান্নূ মা-লাহুম্ মিম্
এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোন সাক্ষী নেই। (৪৮) এবং তারা এর পূর্বে যাদেরকে ডাকত, তারা সব অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং তারা ধারণা করবে যে, এখন তাদের

مَّحِيْصٍ ﴿٤٨﴾ لَا يَسْئَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ ؗ وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوْسٌ

মাহ্বীস্ব। ৪৯। লা-ইয়াস্আমুল্ ইন্সা-নু মিন্ দু'আ—ইল্ খাইরি, ওয়াইম্ মাস্সাহুশ্ শার্‌রু ফাইয়াউসুন্
পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। (৪৯) মানুষ (পার্থিব) কল্যাণ কামনায় কোন বিরক্ত হয় না, কিন্তু যদি তাকে কোন অমংগল স্পর্শ করে তখন সে হতাশ ও নিরুদ্যম

قَنُوْطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ ۙ

ক্বানূত্ব। ৫০। ওয়ালাইন্ আযাক্বনা-হু রাহ্বমাতাম্ মিন্না- মিম্ 'বাদি দ্বার্‌রা—আ মাস্সাত্হু লাইয়াকূলান্না হা-যা-লী,
হয়ে পড়ে। (৫০) আর যদি তাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর, আমি আমার তরফ থেকে অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে বলে যে, এ তো আমার জন্যই

وَمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْۤ اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ

ওয়ামা~আযুন্নুস্ সা-'আতা ক্বা—ইমাতাওঁ, ওয়ালাইর্ রু'জ্বিতু ইলা- রাব্বী~ইন্না লী 'ইন্দাহূ লালহুস্না-,
এবং আমি ধারণা করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর যদি আমাকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করা হয়, তবে নিশ্চয়ই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে।

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ؗ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٠﴾ وَاِذَاۤ

ফালানুনাব্বিআন্নাল্ লাযীনা কাফারূ বিমা- 'আমিলূ, ওয়া লানুযীক্বান্নাহুম্ মিন্ 'আযা-বিন্ গালীজ্। ৫১। ওয়া ইযা~
আমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মগুলো অবহিত করবই। এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করাব। (৫১) যখন আমি মানুষের প্রতি

اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ﴿٥١﴾

আন্'আম্না- 'আলাল্ ইন্সা-নি 'আরাদ্বা ওয়া না-আ-বিজ্বা-নিবিহী, ওয়া ইযা- মাস্সাহুশ্ শার্‌রু ফাযূ দু'আ—ইন 'আরীদ্ব।
নেয়ামত দান করি, তখন সে (আমার থেকে) মুখ ফিরায় এবং দূরে চলে যায়, এবং যখন তাকে অমংগল স্পর্শ করে, তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনা লিপ্ত হয়।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৭) ঃ علم الساعة - আল্লাহ ব্যতীত কিয়ামতের জ্ঞান অন্য আর কার ও নেই। হযরত জিব্রাইল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি (স) বলেন, "এ ব্যাপারে আমার ততটুকু জ্ঞান আছে, যতটুকু জ্ঞান আপনার আছে" আমি এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে বেশী জানি না।" ما منا من شهيد - অর্থাৎ আজ (কিয়ামতের দিন) একথা বলার কেউ নেই যে, আপনার কোন শরীক আছে।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ دعا الخير - কল্যাণ কামনা অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীর ধন-সম্পদ, সুস্বাস্থ্য মানসম্মান ও উঁচু মর্যাদা ইত্যাদি কামনায় বিরক্ত হয়না।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫০) ঃ هذا لى - আমি আল্লাহর অতি প্রিয় বান্দা। এজন্য তিনি খুশী হয়ে এ নেয়ামতসমূহ আমাকে দান করেছেন। অথচ পার্থিব ধন-সম্পদ শুধু বান্দার পরীক্ষার জন্য। অর্থাৎ অধিক ধন-সম্পদে, কে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং কষ্টের মধ্যে কে ধৈর্য্য ধারণ করে? (কুঃ কারীম)

﴿٥٢﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ

৫২। ক্বুল্ আরাআইতুম্ ইন্ কা-না মিন্ 'ইনদিল্লা-হি ছুম্মা কাফারতুম্ বিহী মান্ আদ্বাল্লু মিম্মান্ হুওয়া
(৫২) বলুন! তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ, যদি এ কুরআন আল্লাহর তরফ হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, এরপরে অমান্য কর, তবে তার চেয়ে অধিক ভ্রান্ত আর কে আছে,

فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى

ফী শিক্বা-ক্বিম্ বা'ঈদ। ৫৩। সানুরীহিম্ আ-য়া-তিনা ফিল্ আ-ফাক্বি ওয়া ফী~আন্ফুসিহিম্ হাত্তা-
যে (আল্লাহর) ঘোর দুশমনিতে লিপ্ত রয়েছে। (৫৩) আমি অতিশীঘ্র আমার নিদর্শনাবলী তাদের দেখাব, সুদূর প্রান্তে এবং তাদের নিজেদের অভ্যন্তরেও।

يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

ইয়াতাবাইয়্যানা লাহুম্ আন্নাহুল্ হাক্ক্বু, আওয়ালাম্ ইয়াক্ফি বিরাব্বিকা আন্নাহূ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ্।
অবশেষে তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে সত্য। আপনার প্রতিপালক সম্পর্কে এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ের উপর সাক্ষী রয়েছেন।

﴿٥٤﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ

৫৪। আলা~ইন্নাহুম ফী মির্ইয়াতিম্ মিল্ লিক্বা—ই রাব্বিহিম্ ; আলা~ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইয়িম্ মুহীত্ব।
(৫৪) জেনে রাখ! তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সংশয়ের মধ্যে রয়েছে। জেনে রাখো! আল্লাহ প্রতিটি বস্তুতেই পরিবেষ্টন করে আছেন।

রুকূ ৬

সূরা শুরা মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫৩ রুকূ ঃ ৫

﴿١﴾ حم ﴿٢﴾ عسق ﴿٣﴾ كَذَٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ

১। হ্বা-মী—ম ২। 'আই—ন্ সী—ন ক্বা—ফ্। ৩। কাযা-লিকা ইউহ্বী ~ ইলাইকা ওয়া ইলাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিকাল্ লা-হুল্
(১) হ্বা-মী-ম, (২) 'আইন-সী-ন ক্বা-ফ। (৩) মহাপ্রতাপশালী, মহাবিজ্ঞ আল্লাহ এভাবেই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীগণের

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

'আযীযুল্ হাকীম। ৪। লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা-ফিল্ আরদ্বি ; ওয়াহুয়াল্ 'আলিয়্যুল 'আজীম।
প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। (৪) আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি তাঁরই (কর্তৃত্বে)। তিনি উচ্চতর, মহত্তম।

﴿٥﴾ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

৫। তাকা-দুস্ সামা-ওয়া-তু ইয়াতাফাত্বত্বার্না মিন্ ফাওক্বিহিন্না ওয়াল্ মালা—ইকাতু ইউসাব্বিহূনা বিহ্বাম্দি রাব্বিহিম্
(৫) মনে হয় যেন আকাশ উপর হতে ফেটে পড়ে। আর ফিরিশতাগণ তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ বর্ণনা করছে

✪ শানে নুযূল (আঃ ৫৩) ঃ ايتنا فى الافاق - আবূ জাহল রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললেন, আমাকে একটি মুজেযা দেখান। রাসূলুল্লাহ (স) চন্দ্রকে দু'টুকরা করে তাকে দেখান। আবু জাহল বলল, হে কুরাইশ! মুহাম্মদ (স) তোমাদের উপর যাদু করেছে। তোমরা মক্কা শরীফের সীমান্তে লোক প্রেরণ কর, তারা সেখানে গিয়ে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কি চন্দ্রকে দু' টুকরা অবস্থায় দেখেছে? যদি সেখানকার লোকেরা দেখে থাকে, তবে বুঝা যাবে, এটা আল্লাহ প্রদত্ত। আর যদি না দেখে, তবে বুঝা যাবে এটা মুহাম্মদের (স) যাদু। যখন মক্কার সীমান্ত এলাকার লোকেরা এ চন্দ্র দু' টুকরা দেখেছে বলে সাক্ষ্য দিল, তখন আবু জাহল বলল, মুহাম্মদের (স) এ যাদু সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ কাদেরী)

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ

ওয়া ইয়াস্তাগ্ফিরূনা লিমান্ ফিল্ আরদ্বি ; আলা~ইন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ গাফূরুর্ রাহীম। ৬। ওয়াল্লাযীনাত্
এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে, জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ গুনাহ মার্জনাকারী, মহা করুণাময়। (৬) যারা আল্লাহ

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

তাখাযূ মিন্ দূনিহী~আওলিয়া—আল্লা-হু হ্বাফীজুন্ 'আলাইহিম্, ওয়ামা~আন্তা 'আলাইহিম্ বিওয়াকীল্।
ব্যতীত অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি খুব দৃষ্টি রাখেন, (হে নবী!) আপনি তাদের ব্যবস্থাপক নন।

﴿٧﴾ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

৭। ওয়া কাযা-লিকা আওহ্বাইনা ~ইলাইকা কুরআ-নান্ 'আরাবিয়্যাল্ লিতুন্যিরা উম্মাল্ কুরা- ওয়া মান্ হ্বাওলাহা-
(৭) এভাবে আমি কোরআনকে আরবী ভাষায় আপনার প্রতি ওহী হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাতে মক্কাবাসীগণকে এবং এর চার পাশের অধিবাসীগণকে সতর্ক করে দিতে পারেন

وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

ওয়া তুন্যিরা ইয়াওমাল্ জ্বাম্'ই লা-রাইবা ফীহি ; ফারীকুন্ ফিল্ জ্বান্নাতি ওয়া ফারীকুন্ ফিস্ সা'ঈর।
এবং সতর্ক করতে পারেন সমবেত দিবস (কিয়ামত) সম্পর্কে। যাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন এক দল জান্নাতে যাবে আর একদল জাহান্নামে যাবে।

﴿٨﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ

৮। ওয়া লাও শা—আল্লা-হু লাজ্বা'আলাহুম উম্মাতাওঁ ওয়া-হ্বিদাতাওঁ ওয়ালা-কিঁই ইউদ্খিলু মাঁই ইয়াশা—উ ফী রাহ্মাতিহী ;
(৮) আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে, তাদের সবকে একই দলভুক্ত করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি (আল্লাহ) যাকে চান তাকে তাঁর রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٩﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ

ওয়াজ্ জা-লিমূনা মা-লাহুম্ মিওঁ ওয়ালিয়্যিওঁ ওয়ালা- নাস্বীর। ৯। আমিত্তাখাযূ মিন্ দুনিহী~আওলিয়া—আ,
অত্যাচারীদের কোন বন্ধু নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই। (৯) তারা (কাফিরেরা) কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে?

রুকূ ১

فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠﴾ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ

ফাল্লা-হু হুওয়াল্ ওয়ালিয়্যু ওয়া হুওয়া ইউহ্য়িল্ মাওতা-, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ১০। ওয়া মাখ্ তালাফ্তুম্
কিন্তু আল্লাহ (একমাত্র) তিনিইতো এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন, তিনিই প্রতিটি বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। (১০) যে বিষয়ে তোমরা

فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

ফীহি মিন্ শাইয়িন্ ফাহুকমুহূ~ইলাল্লা-হি ; যা-লিকুমুল্লা-হু রাব্বী 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়া ইলাইহি
মতভেদ করছ, তার ফয়সালাতো আল্লাহর নিকট। তিনিই আল্লাহ, আমার প্রতিপালক। আমি ভরসা করি তাঁরই উপর এবং আমি তাঁর দিকেই

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭) ঃ كذالك - (অনুরূপ) অর্থাৎ যেভাবে পূর্ববর্তী সব নবী (আ) গণের উপর তার সম্প্রদায়ের নিজ ভাষায় কিতাব অবতীর্ণ করেছি।
✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭) ঃ ام القرى - (উম্মুলকুরা) - মক্কার নাম। মক্কা শরীফকে শহরসমূহের মাতা এজন্য বলা হয় যে, এটা আরবের অতি প্রাচীন শহর। মনে হয় যেন, এটি গোটা শহরের মা। এর থেকেই অন্যান্য শহরগুলোর সৃষ্টি। এখানে এর দ্বারা মক্কাবাসীকে বুঝান হয়েছে। حولها দ্বারা এর পূর্ব পশ্চিমের সব এলাকাকে বুঝান হয়েছে। يوم الجمع - সমবেতের দিন "দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)
✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ اختلفتم - দ্বীনের মতানৈক্য। যেমন- ইয়াহুদ ও খৃষ্টান এবং মুসলমান ও অমুসলিমের মধ্যে দ্বীনী মতভেদ।

أُنِيبُ ⑩ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

উনীব। ১১। ফা-ত্বিরুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ; জ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ আন্‌ফুসিকুম্ আযওয়া-জ্বাও

প্রত্যাবর্তন করি। (১১) তিনি আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে জোড়া (স্ত্রী)

وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ

ওয়া মিনাল্ আন্'আ-মি আয্‌ওয়া-জ্বান্, ইয়ায্‌রাউকুম্ ফীহি ; লাইসা কামিছ্‌লিহী শাইউন্, ওয়া হুওয়াস্ সামী'উল্

এবং চতুষ্পদ জন্তুরও জোড়া, এ পদ্ধতিতে তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তার করেছেন। কোন বস্তুই তাঁর সমকক্ষ নেই। তিনি সব কিছু শোনেন ও

الْبَصِيْرُ ⑪ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ

বাছীর। ১২। লাহূ মাক্বা-লীদুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি, ইয়াব্‌সুতুর্ রিয্‌ক্বা লিমাই ইয়াশা—উ

দেখেন। (১২) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবিগুলো তাঁরই কর্তৃত্বে। তিনি রিযিক প্রশস্ত করে দেন, যাকে ইচ্ছা করেন তাকে এবং যাকে চান সংকীর্ণ

وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑫ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا

ওয়া ইয়াক্বদিরু ; ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম ১৩। শারা'আ লাকুম্ মিনাদ্ দীনি মা-ওয়াস্বস্বা- বিহী নূহাওঁ

করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে অবহিত। (১৩) তিনি তোমাদের জন্য সে দ্বীন বর্ণনা করেছেন, যে সম্পর্কিত নির্দেশ নূহকেও করা হয়েছিল,

وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا

ওয়াল্লাযী~আওহাইনা~ইলাইকা ওয়ামা- ওয়াস্বস্বাইনা- বিহী~ইবরা-হীমা ওয়া মূসা- ওয়া 'ঈসা~আন্ আক্বীমুদ্

এবং যা আমি আপনার কাছে প্রেরণ করেছি এবং যার নির্দেশ আমি দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকেও, তা হল এই যে, তোমরা দ্বীনকে

الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ

দীনা ওয়ালা- তাতাফার্‌রাকূ ফীহি ; কাবুরা 'আলাল্ মুশ্‌রিকীনা মা-তাদ্'উহুম্ ইলাইহি ; আল্লা-হু ইয়াজ্‌তাবী~

কায়েম কর, এবং এ বিষয়ে কোন মতানৈক্য সৃষ্টি কর না; (হে নবী!) আপনি মুশরিকদেরকে যে দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন, তা তাদের কাছে কঠিন মনে হচ্ছে। আল্লাহ যাকে

اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ⑬ وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا

ইলাইহি মাই ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াহ্‌দী~ইলাইহি মাই ইউনীব। ১৪। ওয়ামা- তাফার্‌রাকূ~ইল্লা- মিম্ বা'দি মা-

ইচ্ছা তাকে দ্বীনের প্রতি ঝুঁকিয়ে দেন এবং যে তাঁর দিকে প্রবর্তিত হয়, তাকে তিনি সত্য পথ প্রদর্শন করেন। (১৪) তারা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি

جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى

জ্বা—আ হুমুল্ 'ইল্‌মু বাগ্‌ইয়াম্ বাইনাহুম; ওয়া লাওলা- কালিমাতুন্ সাবাক্বাত মির্ রাব্বিকা ইলা~আজ্বালিম্ মুসাম্মাল্

করেছে, তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরে এবং সেটা শুধু তাদের পারস্পরিক বিদ্রোহের কারণে। যদি আপনার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত পূর্ব হতেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১২) ঃ مقاليد - আকাশ ও পৃথিবীর ধনভান্ডার ও চাবি। আকাশের ধনভান্ডারের চাবি হচ্ছে- বৃষ্টি এবং পৃথিবীর চাবি হচ্ছে উৎপাদিত বস্তু। (তাঃ কাদেরী) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৩) ঃ اقيموا الدين - (দ্বীনের উপর কায়েম থাক) দ্বীন দ্বারা বুঝানো হয়েছে- আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাওহীদ, রাসূলের আনুগত্যতা এবং আল্লাহর শরীয়তকে মেনে চলা। নবীগণের উপরই এ দ্বীন জারী ছিল। তারা এ দ্বীনের দাওয়াত নিজ নিজ সম্প্রদায়কে দিয়েছিলেন। যদিও প্রত্যেক নবীর শরীয়ত এবং পদ্ধতিতে কতিপয় সামান্য মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু উল্লেখিত মৌলিক ব্যাপারে সবার মধ্যে মিল ছিল।
○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৪) ঃ وما تفرقوا ..... العلم - অর্থাৎ তারা মতভেদ তখন শুরু করে, যখন তাদের কাছে (দ্বীনী) জ্ঞান, হেদায়েত এবং প্রমাণাদি এসে পৌঁছে। এ মতভেদ ছিল শুধু তাদের আত্মম্ভরিতা ও হিংসার কারণে।

لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ

লাক্বুদ্বিয়া বাইনাহুম ; ওয়া ইন্নাল্লাযীনা উরিছুল্ কিতা-বা মিম্ বা'দিহিম লাফী শাক্কিম্ মিন্‌হু

না হত, তবে নিশ্চয়ই তাদের মাঝে ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পরে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে তারাও সে সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে

مُرِيْبٍ ⑭ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ

মুরীব্। ১৫। ফালিযা-লিকা ফাদ্'উ, ওয়াস্‌তাক্বিম্ কামা~উমির্‌তা ওয়ালা- তাত্তাবি' আহ্‌ওয়া—আহুম ওয়া কুল্

দ্বিধাগ্রস্ত। (১৫) সুতরাং আপনি এ দ্বীনের দিকে ডাকুন এবং কায়েম থাকুন, যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং অনুসরণ করবেন না তাদের প্রবৃত্তির এবং বলুন, যে কিতাব আল্লাহ

اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ

আ-মান্‌তু বিমা~আন্‌যালাল্লা-হু মিন্ কিতা-বিন্, ওয়া উমির্‌তু লি'আদিলা বাইনাকুম ; আল্লা-হু রাব্বুনা- ওয়া রাব্বুকুম ;

অবতীর্ণ করেছেন তা আমি বিশ্বাস করি, এবং আমি নির্দেশিত হয়েছি। যাতে আমি তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার কায়েম করি, আল্লাহই আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব;

لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ

লানা~ 'আমা-লুনা- ওয়ালাকুম্ 'আমা-লুকুম ; লা-হুজ্জ্বাতা বাইনানা- ওয়া বাইনাকুম ; আল্লা-হু ইয়াজ্‌মা'উ বাইনানা-

আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন বিবাদ নেই; আল্লাহ আমাদের সকলকে সমবেত করবেন

وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ⑮ وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ

ওয়া ইলাইহিল্ মাস্বীর। ১৬। ওয়াল্লাযীনা ইউহা—জ্জুনা ফিল্লা-হি মিম্ 'বা'দি মাস্ তুজ্বীবা লাহূ

এবং তাঁর দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন। (১৬) যারা আল্লাহকে স্বীকার করার পরে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে ঝগড়া করে, তাদের

حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ⑯ اَللّٰهُ

হুজ্জ্বাতুহুম্ দা-হ্বিদ্বাতুন্ 'ইন্‌দা রাব্বিহিম্ ওয়া 'আলাইহিম গাদ্বাবুও ওয়া লাহুম 'আযা-বুন্ শাদীদ। ১৭। আল্লা-হুল্

প্রতিপালকের নিকট প্রমাণাদি অসত্য এবং তাদের উপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (১৭) আল্লাহ,

الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ

লাযী~আন্‌যালাল্ কিতা-বা বিল্ হাক্বক্বি ওয়াল্ মীযা-না ; ওয়ামা- ইউদ্‌রীকা লা'আল্লাস্ সা-'আতা

যিনি অবতীর্ণ করেছেন, সত্যসহ কিতাব এবং দাঁড়িপাল্লা। আপনি কি জানেন, সম্ভবত কিয়ামত অতি

قَرِيْبٌ ⑰ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ

ক্বারীব। ১৮। ইয়াস্'তাজ্বিলু বিহাল্লাযীনা লা- ইউ'মিনূনা বিহা-, ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মুশ্‌ফিকূনা

নিকটবর্তী? (১৮) যারা এতে বিশ্বাস করে না, তারা এটা অতি দ্রুত কামনা করছে। আর যারা মুমিন, তারাতো এ (কিয়ামত) কে ভয়

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৫) ঃ ولا تتبع اهواءهم - অর্থাৎ কাফির মুশরিকদের মনগড়া কার্যক্রম, অনুরোধ ও প্রস্তাবের অনুসরণ করবেন না।
○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৬) ঃ ما استجيب له - অর্থাৎ (যেদিন আল্লাহ সব রূহকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই" সবাই বলেছিল, হ্যাঁ) সে ওয়াদা দিবসে আল্লাহকে প্রতিপালক বলে স্বীকার করে নেয়ার পরেও এ ব্যাপারে ঝগড়া করে। অথবা, ইয়াহুদকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর কথা তাওরাতে মেনে ছিল। (তাঃ কাদেরী) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৭) ঃ انزل الكتب - الكتاب - (কিতাব) দ্বারা এখানে সব নবীদের কিতাবকে বুঝানো হয়েছে যে, সব কিতাবই সত্য ও সঠিক। অথবা বিশেষভাবে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। الميزان - (দাঁড়ি পাল্লা) দ্বারা ন্যায় ইনসাফকে বুঝানো হয়েছে। لعل - ইমাম মাহেদী বলেন, لعل (সম্ভবতঃ) এখানে নিশ্চয়তা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামত অতি নিকটবর্তী।

مِنْهَاۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ

মিন্‌হা- ওয়া ই'য়ালামূনা আন্নাহাল্ হ্বাক্বক্ব ; আলা~ইন্নাল্লাযীনা ইউমা-রূনা ফিস্ সা-'আতি লাফী
করে এবং তারা জানে নিশ্চয়ই তা সত্য। জেনে রাখ! যারা কেয়ামত সম্পর্কে বিরোধ করে, তারা নিশ্চয়ই ঘোর ভ্রান্তির

ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿١٨﴾ اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾

দ্বালা-লিম্ বা'ঈদ। ১৯। আল্লা-হু লাত্বীফুম্ বি'ইবা-দিহী ইয়ারযুক্বু মাই ইয়াশা—উ, ওয়া হুওয়াল্ ক্বাওয়িয়্যুল্ 'আযীয।
মধ্যে রয়েছে। (১৯) আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের প্রতি দয়াশীল। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন রুজী দান করেন। তিনি ক্ষমতাবান, মহা প্রতাপশালী।

ع ২ ৩ রুকূ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ

২০। মান্ কা-না ইউরীদু হ্বার্‌ছাল্ আ-খিরাতি নাযিদ্ লাহূ ফী হ্বার্‌ছিহী, ওয়ামান্ কা-না ইউরীদু হ্বার্‌ছাদ্
(২০) যে পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য ফসল বৃদ্ধি করি এবং যে ইহকালীন ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার

الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا

দুন্‌ইয়া- নু'তিহী মিন্‌হা-ওয়ামা- লাহূ ফিল্ আ-খিরাতি মিন্ নাছীব। ২১। আম্ লাহুম্ শুরাকা—উ শারা'উ
থেকে কিছু দেই; এবং পরকালে তার জন্য কোন ভাগই থাকবে না। (২১) তাদের জন্য কি (আল্লাহর সাথে) এমন কতগুলো শরীক আছে,

لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ؕ

লাহুম্ মিনাদ্ দীনি মা-লাম্ ইয়া'যান্ বিহিল্লা-হু ; ওয়া লাওলা- কালিমাতুল্ ফাস্বলি লাক্বুদ্বিয়া বাইনাহুম ;
যারা দ্বীনের এমন কিছু নির্দেশাবলী জারী করেছে, যার কোন অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি ফয়সালার বাণী না থাকত, তবে অবশ্যই তাদের মাঝে ফয়সালা করা হত।

وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ

ওয়া ইন্নাজ্ জা-লিমীনা লাহুম 'আযা-বুন্ আলীম। ২২। তারাজ্ জা-লিমীনা মুশ্‌ফিক্বীনা মিম্মা- কাসাবূ ওয়া হুওয়া
নিশ্চয়ই অত্যাচারীদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। (২২) আপনি অত্যাচারী দেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ভীত-শংকিত দেখতে

وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ

ওয়া-ক্বি'উম্ বিহিম ; ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি ফী রাওদ্বা-তিল্ জ্বান্না-তি, লাহুম্
পাবেন; আর এটাই (কর্মের শাস্তি) তাদের ওপর ঘটবে। আর যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তারা থাকবে জান্নাতের বাগিচায়। তারা

مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾ ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ

মা- ইয়াশা—উনা 'ইন্‌দা রাব্বিহিম ; যা-লিকা হুওয়াল্ ফাদ্বলুল্ কাবীর। ২৩। যা-লিকাল্ লাযী ইউবাশ্‌শিরুল্লা-হু
যা কামনা করবে তা তাদের প্রতিপালকের কাছে (মওজুদ) পাবে। এটাই (আল্লাহর) অতি মেহেরবানী। (২৩) এই

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২০) ঃ حرث - (ক্ষেত) অর্থ বীজ ক্ষেত। এখানে রূপকভাষা হিসেবে আমলের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ পার্থিব জগতে যারা নেক আমল করবে ও পরিশ্রম করবে আল্লাহ তায়ালা তাদের পরকালের ক্ষেতকে বাড়িয়ে দিবেন। অর্থাৎ এক একটি আমলের বিনিময় দশগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। (কুঃ কারীম) ○ শানে নুযূল (আঃ ২৩) ঃ قل لا اسئلكم - হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, কতিপয় কাফির সমবেত হয়ে পরস্পরে বলতে লাগল যে, তোমরা কি জান, মুহাম্মদ (স) যে কাজ করতেছে, অর্থাৎ আল্লাহর (একত্ববাদের) দিকে লোকদেরকে আহ্বান করতেছে এর বিনিময় কি কিছু সে পারিশ্রমিক চায়? এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ কাদেরী)

عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا

'ইবা-দাহুল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-হ্বিলা-তি, কুল্ লা~আস্‌আলুকুম্ 'আলাইহি আজ্‌রান ইল্লাল্
সুখবরই আল্লাহ তাঁর সে সব বান্দাগণকে দেন, যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, বলুন! আমি তোমাদের (দাওয়াতের বিনিময়),

الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

মাওয়াদ্দাতা ফিল্ কুরবা- ; ওয়া মাই ইয়াক্বতারিফ্ হ্বাসানাতান্ নাযিদ্ লাহূ ফীহা- হুস্‌নান ; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুন্
আত্মীয়তার ভালবাসা ব্যতীত অন্য কোন পারিশ্রমিক চাইন না। যে নেক কাজ করে আমি তার নেকের সাথে আরও নেক বৃদ্ধি করি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল

شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ

শাকূর। ২৪। আম্ ইয়াকূলূনাফ্ তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান্, ফাইঁয় ইয়াশাইল্লা-হু ইয়াখ্‌তিম্ 'আলা- ক্বাল্‌বিকা ;
গুণগ্রাহী। (২৪) তারা কি বলে যে, সে (নবী) আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করেছে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে আপনার অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিতেন

وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

ওয়া ইয়াম্‌হুল্লা-হুল্ বা-ত্বিলা ওয়া ইউহ্বিক্বক্বুল্ হ্বাক্বক্বা বিকালিমা-তিহী ; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ব সুদূর।
এবং আল্লাহ অসত্যকে মিটিয়ে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে কায়েম করেন। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অন্তরের খবরসম্পর্কে অবহিত।

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। ওয়া হুওয়াল লাযী ইয়াক্ববালুত্ তাওবাতা 'আন্ 'ইবা-দিহী ওয়া ইয়া'ফূ 'আনিস্ সায়্যিআ-তি ওয়া ই'য়ালামু মা-তাফ্'আলূন।
(২৫) তিনিই আল্লাহ, তাঁর বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃতকর্মগুলো সম্পর্কে তিনি খুব জানেন।

﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ

২৬। ওয়া ইয়াস্‌তাজ্বীবুল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ওয়া ইয়াযীদুহুম্ মিন্ ফাদ্বলিহী ;
(২৬) তিনি মুমিনগণের ও সৎকর্মশীলদের প্রার্থনা কবুল করেন। এবং তাদের প্রতি তাঁর রহমত বাড়িয়ে দেন;

وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى

ওয়াল্ কা-ফিরূনা লাহুম 'আযা-বুন্ শাদীদ। ২৭। ওয়ালাও বাসাত্বাল্লা-হুর্ রিয্‌ক্বা লি'ইবা-দিহী লাবাগাও ফিল্
আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (২৭) যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের জীবিকা প্রশস্ত করে দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করত, কিন্তু তিনি

الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِىْ

আর্‌দ্বি ওয়ালা- কিঁই ইউনায্‌যিলু বিক্বাদারিম্ মা-ইয়াশা—উ ; ইন্নাহূ বি'ইবাদিহী খাবীরুম্ বাস্বীর। ২৮। ওয়া হুওয়াল্লাযী
পরিমাণ মত, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রদান করেন। তিনি তাঁর বান্দাগণ সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন ও দেখেন। (২৮) তিনিই,

يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ

ইউনায্‌যিলুল্ গাইছা মিম্ 'বাদি মা-ক্বানাত্বূ ওয়া ইয়ান্‌শুরু রাহ্বমাতাহূ ; ওয়া হুওয়াল্ ওয়ালিইয়্যুল্ হ্বামীদ। ২৯। ওয়া মিন্
মানুষের হতাশ হয়ে যাবার পরে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এবং তাঁর রহমত বিস্তার করেন। তিনিই (আল্লাহ) অভিভাবক, প্রশংসিত। (২৯) তাঁর

اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ

আ-য়া-তিহী খাল্ক্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়ামা- বাছ্ছা ফীহিমা- মিন্ দা—ব্বাতিন ; ওয়া হুওয়া 'আলা- জাম্'ইহিম্

নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মধ্যে যে সব জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই সেগুলো সমবেত

اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا

ইযা- ইয়াশা—উ ক্বাদীর। ৩০। ওয়ামা~আস্বা-বাকুম্ মিম্ মুস্বীবাতিন্ ফাবিমা- কাসাবাত্ আইদীকুম্ ওয়া ই'য়াফু

করতে সামর্থ্যবান। (৩০) এবং তোমাদের উপর যে সব বিপদাপদ এসে পৌছে, সেগুলো তোমাদের কৃতকর্মের পরিণাম। তিনিতো তোমাদের অনেক গুনাহ

عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚۖ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ

'আন্ কাছীর। ৩১। ওয়ামা~আনতুম্ বি'মুজ্বিযীনা ফিল্ আর্‌দ্বি, ওয়ামা- লাকুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি মিওঁ

মার্জনা করে দেন। (৩১) তোমরা কখনও পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক

وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣١﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ

ওয়ালিয়্যিওঁ ওয়ালা- নাস্বীর। ৩২। ওয়া মিন্ আ-য়া-তিহিল্ জ্বাওয়া-রি ফিল্ বাহ্‌রি কাল্ 'আলা-ম। ৩৩। ইঁয় ইয়াশা' ইউস্‌কিনির্

ও সাহায্যকারী নেই। (৩২) তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, সমুদ্রে চলমান নৌযানগুলো যা পাহাড় সমতুল্য। (৩৩) যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে বায়ুকে

الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ٥

রীহ্বা ফাইয়াজ্‌লাল্‌না রাওয়া-কিদা 'আলা- জাহ্‌রিহী ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিকুল্লি স্বাব্বা-রিন্ শাকূর।

থামিয়ে রাখতে পারেন, ফলে নৌযানগুলো সমুদ্রের উপরিভাগে গতিহীন হয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্য।

اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾ وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ

৩৪। আও ইউবিক্বহুন্না বিমা- কাসাবূ ওয়া ই'য়াফু 'আন্ কাছীর। ৩৫। ওয়া ই'য়ালামাল্ লাযীনা ইউজ্বা-দিলূনা ফী~

(৩৪) আল্লাহ যদি চান তবে সেগুলোকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং অনেককেই তিনি মার্জনাও করেন। (৩৫) আর, যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে

اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾ فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ

আ-য়া-তিনা- ; মা-লাহুম্ মিম্ মাহ্বীস্ব। ৩৬। ফামা~উতীতুম্ মিন্ শাইয়িন্ ফামাতা-'উল্ হ্বায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-,

তর্ক করে, তারা জেনে নিবে যে, তাদের পলায়নের কোনই জায়গা নেই। (৩৬) তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, এগুলো পার্থিব জীবনের ভোগের সামগ্রী।

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِيْنَ

ওয়ামা- 'ইন্‌দাল্লা-হি খাইরুওঁ ওয়া আব্‌ক্বা- লিল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আলা- রাব্বিহিম্ ইয়াতাওয়াক্কালূন। ৩৭। ওয়াল্লাযীনা

এবং আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী, তাদের জন্য যারা ঈমান আনে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে, (৩৭) আর

০ টীকা (আঃ ৩০) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত যেমন বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্ন সময়ে নানান উপায় অবলম্বনের কারণে হাসিল হয়, অনুরূপ বিপদাপদও বিশেষ কিছু উপায় অবলম্বনের কারণে হয়। যেমন, মানুষ যখন কোন বিপদে আক্রান্ত হয় তখন তা হয় তার কোন আমলের নিকটতম অথবা দূরবর্তী প্রতিক্রিয়ার কারণে। যেমন খাওয়া-দাওয়ায় অসাবধানতার কারণে মারাত্মক অসুস্থতায় ভুগতে হয় কিংবা এতে মারাও যায় অনেকে। অনুরূপ মানুষের বিপদ আপদের ব্যাপারটিও অনুরূপ। পৃথিবীর সকল ধরনের সংকটই মানুষের অতীত কৃতকর্মের কারণে হয়ে থাকে। আর এতে ভবিষ্যতের জন্য সাবধানতার পথও অবলম্বন করা যায়। এর কারণে মানুষ অনেক পাপ থেকেও বাঁচতে পারে। (শাঃ হিঃ)

يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِيْنَ

ইয়াজ্বতানিবূনা কাবা—ইরাল্ ইছ্‌মি ওয়াল্ ফাওয়া-হ্বিশা ওয়া ইযা- মা- গাদ্বিবূ হুম্ ইয়াগ্‌ফিরূন। ৩৮। ওয়াল্লাযীনাস্

যারা বেঁচে থাকে কবীরা গুনাহ হতে এবং অশ্লীল (খারাপ) কাজ হতে এবং ক্রোধের সময়ও ক্ষমা করে দেয়। (৩৮) আর যারা

اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

তাজ্বা-বূ লিরাব্বিহিম্ ওয়া আক্বা-মুস্ব স্বালা-তা ওয়া আম্‌রুহুম্ শূরা- বাইনাহুম্, ওয়া মিম্মা- রাযাক্বনা-হুম্

তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করে এবং নামাজ কায়েম করে এবং পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে যারা তাদের কাজগুলো করে এবং তারা আমার দেয়া রিযিক হতে

يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ

ইউন্‌ফিক্বূন। ৩৯। ওয়াল্লাযীনা ইযা~আস্বা-বাহুমুল্ বাগ্‌ইউ হুম্ ইয়ান্‌তাস্বিরূন। ৪০। ওয়া জ্বাযা—উ সায়্যিআতিন্ সায়্যিআতুম্

ব্যয় করে (৩৯) এবং তারা নির্যাতিত হলে তারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়। (৪০) মন্দের বিনিময় অনুরূপ মন্দই, যে মাফ করে দেয়

مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنِ

মিছ্‌লুহা-, ফামান্ 'আফা-ওয়া আস্বলাহ্বা ফাআজ্‌রুহূ 'আলাল্লা-হি ; ইন্নাহূ লা- ইউহ্বিব্বুজ্ জা-লিমীন। ৪১। ওয়া লামানিন্

এবং পরস্পরে ফয়সালা করে, তার প্রতিদান আল্লাহরই নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না অত্যাচারীদেরকে। (৪১) তবে যে ব্যক্তি

انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ

তাস্বারা 'বাদা জুল্‌মিহী ফাউলা—ইকা মা-'আলাইহিম্ মিন্ সাবীল। ৪২। ইন্নামাস্ সাবীলু 'আলাল্ লাযীনা

অত্যাচারিত হওয়ার পরে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তবে সে ব্যক্তির উপর (শাস্তিমূলক) ব্যবস্থা আরোপ করা হবে না। (৪২) শুধু মাত্র ব্যবস্থা নেয়া হবে তাদের

يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

ইয়াজ্‌লিমূনান্ না-সা ওয়া ইয়াব্‌গূনা ফিল্ আর্‌দ্বি বিগাইরিল্ হ্বাক্বক্বি ; উলা—ইকা লাহুম্ 'আযা-বুন্

বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর অন্যায়ভাবে নির্যাতন করে এবং অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক

اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ

আলীম। ৪৩। ওয়া লামান্ স্বাবারা ওয়া গাফারা ইন্না যা-লিকা লামিন্ 'আয্‌মিল্ উমূর। ৪৪। ওয়া মাইঁ ইউদ্বলিলিল্লা-হু

শাস্তি। (৪৩) আর যে কেহ ধৈর্য্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (৪৪) আল্লাহ যাদের

فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ

ফামা-লাহূ মিওঁ ওয়া লিয়্যিম মিম্ বা'দিহী ; ওয়া তারাজ্ জা-লিমীনা লাম্মা- রাআউল্ 'আযা-বা ইয়াক্বূলূনা

পথভ্রষ্ট করেন, এরপরে তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। আপনি দেখবেন, অত্যাচারীরা, যখন শাস্তি অবলোকন করবে, তখন তারা বলবে, আমাদের

هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ

হাল্ ইলা- মারাদ্দিম্ মিন্ সাবীল। ৪৫। ওয়া তারা-হুম্ ইউ'রাদ্বূনা 'আলাইহা- খা-শি'ঈনা মিনায্ যুল্লি

ফিরে যাবার কোন পথ আছে কি? (৪৫) এবং আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তাদেরকে জাহান্নামের পার্শ্বে এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে,

يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا

ইয়ানজুরূনা মিন্ ত্বারফিন্ খাফিয়্যিন ; ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা আমানূ~ইন্নাল্ খা-সিরীনাল্ লাযীনা খাস্বিরূ~
তারা লাঞ্ছনা-অপমাননায় মাথা নিচু করে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে। তখন মুমিনগণ তাদেরকে বলবে, ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা কিয়ামতের দিন

أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا

আন্‌ফুসাহুম ওয়া আহ্‌লীহিম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ; আলা~ইন্নাজ জা-লিমীনা ফী 'আযা-বিম্ মুক্বীম। ৪৬। ওয়ামা-
নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে রাখুন! অত্যাচারীরা স্থায়ী শাস্তির মধ্যে থাকবেই। (৪৬) তাদের

كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن

কা-না লাহুম্ মিন্ আওলিয়া—আ ইয়ানস্বুরূনাহুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি ; ওয়া মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফামা- লাহূ মিন্
জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য আর এমন কেউ সাহায্যকারী হবে না, যারা তাদেরকে সাহায্য করবে। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য অন্য আর কোন

سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ

সাবীল। ৪৭। ইস্‌তাজীবূ লিরাব্বিকুম্ মিন্ ক্বাব্‌লি আই ই'য়াতিয়া ইয়াওমুল্ লা- মারাদ্দা লাহূ মিনাল্লা-হি ;
পথ নেই। (৪৭) তোমার প্রতিপালকের নির্দেশবলী মেনে নাও সেদিন উপস্থিত হওয়ার পূর্বে, যা আল্লাহ থেকে আনবার নয়।

مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ ﴿٤٧﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

মা-লাকুম্ মিম্ মাল্‌জাই ইয়াওমাইযিও ওয়ামা- লাকুম্ মিন্ নাকীর্। ৪৮। ফাইন্ আ'রাদ্বূ ফামা~আর্‌সাল্‌না-কা 'আলাইহিম
সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয় কেন্দ্র থাকবেনা এবং তোমাদের জন্য তা প্রতিরোধ করার কেউ থাকবে না। (৪৮) (এরপরেও) যদি তারা মুখ ফিরায়, তবে আমি আপনাকে

حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ

হাফীজান ; ইন্ 'আলাইকা ইল্লাল্ বালা-গু ; ওয়া ইন্না~ইযা~আযাক্বনাল্ ইন্‌সা-না মিন্না- রাহ্‌মাতান্ ফারিহা বিহা-,
তাদের রক্ষক করে প্রেরণ করিনি ; আপনার দায়িত্ব শুধু পৌছিয়ে দেয়া। যখন আমি কোন মানুষকে আমার তরফ হতে অনুগ্রহের স্বাদ উপভোগ করাই,

وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾ لِّلَّهِ مُلْكُ

ওয়া ইন্ তুস্বিবহুম সায়্যিআতুম্ বিমা- ক্বাদ্দামাত্ আইদীহিম্ ফাইন্নাল্ ইন্‌সা-না কাফূর। ৪৯। লিল্লা-হি মুলকুস্
তখন সে তাতে অত্যন্ত খুশী হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে, তাদের উপর কোন অমঙ্গল উপস্থিত হয়, তখন মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৪৯) আকাশ ও

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ; ইয়াখ্‌লুক্বু মা- ইয়াশা—উ ; ইয়াহাবু লিমাই ইয়াশা—উ ইনা-ছাওঁ ওয়া ইয়াহাবু
পৃথিবীর কর্তৃত্ব আল্লাহরই জন্য। তিনি সৃষ্টি করেন যা চান। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি

لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ

লিমাই ইয়াশা—উয্ যুকূর। ৫০। আও ইউযাওয়্যিজুহুম যুক্‌রা-নাওঁ ওয়া ইনা-ছান্, ওয়া ইয়াজ্‌'আলু মাই ইয়াশা—উ
পুত্র সন্তান দান করেন। (৫০) অথবা যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি পুত্র, কন্যা উভয়ই দান করেন। এবং যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি বন্ধ্যা

عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن

'আক্বীমান ; ইন্নাহূ 'আলীমুন ক্বাদীর। ৫১। ওয়ামা- কা-না লিবাশারিন্ আই ইউকাল্লিমাহুল্লা-হু ইল্লা- ওয়াহ্‌ইয়ান আও মিওঁ
করে রাখেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাবান। (৫১) মানুষের জন্য এটা কখনই হতে পারে না যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবে ওহী ব্যতিরেকে, বা পর্দার

وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ

ওয়ারা—ই হিজ্বা-বিন্ আও ইউর্‌সিলা রাসূলান্ ফাইউহ্‌য়িয়া বিইয্‌নিহী মা- ইয়াশা—উ ; ইন্নাহূ 'আলিয়্যুন্
আড়াল ব্যতিরেকে বা কোন ফিরিশতা প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে ফিরিশতা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে আল্লাহ যা চান তা-ই ওহী করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান,

حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي

হাকীম। ৫২। ওয়া কাযা-লিকা আওহাইনা~ইলাইকা রূহাম্ মিন্ আম্‌রিনা-; মা- কুন্‌তা তাদরী
বিজ্ঞ। (৫২) (হে নবী!) অনুরূপভাবে আমি আপনার নিকট রূহ (কুরআন) প্রেরণ করেছি, অর্থাৎ আমার নির্দেশ (প্রেরণ করেছি)।

مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ

মাল কিতা-বু ওয়ালাল্ ঈমা-নু ওয়ালা-কিন্ জ্বা'আলনা-হু নূরান্ নাহ্‌দী বিহী মান্ নাশা—উ মিন্
আপনি এরপূর্বে জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান (বিষয়টি) কি!? আমি কুরআনকে নূর বানিয়েছি। যার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য যাকে!

عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي

'ইবা-দিনা-; ওয়া ইন্নাকা লা তাহ্‌দী~ইলা- স্বিরা-ত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম্। ৫৩। স্বিরা-ত্বি ল্লা-হিললাযী
ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করি। এবং নিশ্চয়ই আপনিতো শুধু সরল সত্য পথ প্রদর্শন করছেন (৫৩) সে আল্লাহর পথ, যাঁর কর্তৃত্বে রয়েছে

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ○

লাহূ মা-ফিস্ সা-মা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্ আরদ্বি ; আলা~ইলাল্লা-হি তাস্বীরুল্ উমূর।
আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সব কিছু। জেনে রাখুন! সব বিষয়গুলোই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে।

সূরা যুখরুফ মক্কী	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৮৯ রুকূ ঃ ৭

﴿١﴾ حم ﴿٢﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٣﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

১। হা-মী—ম্। ২। ওয়াল্ কিতা-বিল্ মুবীন। ৩। ইন্না- জ্বা'আল্‌না-হু কুরআ-নান্ 'আরাবিইয়্যাল্ লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন।
(১) হা- মী-ম; (২) শপথ স্পষ্ট কিতাবের; (৩) আমি এ কিতাবকে (অবতীর্ণ) করেছি আরবী ভাষা কুরআন রূপে। যাতে তোমরা বুঝতে পার।

○ শানে নুযূল (আঃ ৫১) ঃ وما كان لبشر - ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে বলল, আপনার খোদা আপনার সাথে বিনা মাধ্যমে (সরাসরি) কেন কথা বলেন না? যেভাবে মূসা (আ) তাঁর সাথে কথাও বলেছেন ও সাক্ষাৎ করেছেন। আপনিও সেভাবে কথা বলবেন ও সাক্ষাৎ করবেন। রাসূলুল্লাহ (স) জবাবে বলেন, মূসা (আ) কথা বলেছেন কিন্তু সাক্ষাৎ করেননি। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ কাদেরী)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫২) ঃ روحا - রূহ দ্বারা কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনকে রূহ (আত্মা) এজন্য বলা হয়েছে যে, রূহ (আত্মা) দ্বারা যেমন মানব জীবন লাভ করে, তেমনি কুরআন দ্বারা মানুষের 'আত্মা' সজীব হয়ে উঠে। (ফলে আল্লাহর প্রতি ঝুঁকে পড়ে)।

۝ وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا

৪। ওয়া ইন্নাহূ ফী~উম্মিল্ কিতা-বি লাদাইনা- লা'আলিয়্যুন্ হ্বাকীম। ৫। আফানাদ্বরিবু 'আন্‌কুমুয্ যিক্‌রা স্বাফ্‌হান্
(৪) এবং নিশ্চয়ই এ কুরআন রয়েছে, আমার নিকট লওহে মাহফুজে। অবশ্যই এ কুরআন মর্যাদাবান, প্রজ্ঞাপূর্ণ। (৫) আমি কি তোমাদের থেকে ফিরিয়ে নিব কুরআনকে

اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ۝ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَمَا يَاْتِيْهِمْ

আন্ কুন্‌তুম্ ক্বাওমাম্ মুস্‌রিফীন। ৬। ওয়া কাম্ আর্‌সাল্‌না- মিন্ নাবিয়্যিন্ ফিল্ আওয়্যালীন। ৭। ওয়ামা- ইয়া'তীহিম
এজন্য যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? (৬) আমি পূর্ববর্তীলোকদের মাঝে কতই না নবী প্রেরণ করেছিলাম। (৭) যত নবী তাদের

مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ

মিন্ নাবিয়্যিন্ ইল্লা- কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন। ৮। ফাআহ্‌লাক্‌না~আশাদ্দা মিন্‌হুম্ বাত্বশাওঁ ওয়া মাদ্বা-মাছালুল্
কাছে এসেছে, তাদেরকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। (৮) অতঃপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম, যারা এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল। আর চলে আসছে

الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ

আওয়্যালীন। ৯। ওয়া লাইন্ সাআল্‌তাহুম্ মান্ খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বা লাইয়াক্বূলুন্না খালাক্বাহুন্নাল্
এভাবে পূর্ববর্তীদের ধ্বংসের দৃষ্টান্ত। (৯) আপনি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা কে? তবে অবশ্যই তারা বলবে, এগুলোর স্রষ্টা

الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا

'আযীযুল 'আলীম ১০। আল্‌লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আর্‌দ্বা মাহ্‌দাওঁ ওয়া জ্বা'আলা লাকুম্ ফীহা- সুবুলাল্
মহা প্রতাপশালী, বিজ্ঞ আল্লাহ। (১০) যিনি তোমাদের জন্য করেছেন পৃথিবীকে বিছানাস্বরূপ এবং তার মাঝে করেছেন তোমাদের জন্য রাস্তাসমূহ, যাতে তোমরা

لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً

লা'আল্লাকুম্ তাহ্‌তাদূন। ১১। ওয়াল্লাযী নায্‌যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আম্ বিক্বাদারিন্, ফাআন্‌শার্‌না- বিহী বাল্‌দাতাম্
সঠিক রাস্তা পাও। (১১) তিনি (আল্লাহ) আকাশ হতে বারি বর্ষন করেন নির্দিষ্ট মাত্রায়। অতঃপর আমি সে পানি দ্বারা মৃত (শুষ্ক) ভূ-খণ্ডকে জীবিত

مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝ وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ

মাইতান্, কাযা-লিকা তুখ্‌রাজুন। ১২। ওয়াল্লাযী খালাক্বাল্ আয্‌ওয়া-জ্বা কুল্লাহা- ওয়াজ্বা'আলা লাকুম্ মিনাল্
(সতেজ) করি। এভাবেই তোমাদেরকে উঠানো হবে। (১২) তিনি সব কিছুকে জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, নৌযানসমূহ এবং

الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۝ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا

ফুল্‌কি ওয়াল্ আন্'আ-মি মা- তারকাবূন। ১৩। লিতাস্‌তাউ 'আলা- জুহূরিহী ছুম্মা তায্‌কুরূ নি'মাতা রাব্বিকুম্ ইযাস্
চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে যাতে তোমরা আরোহণ করতে পার, (১৩) যাতে তোমরা তার পৃষ্ঠের উপর স্থির হয়ে বসে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর,

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ لعلكم تهتدون - অর্থাৎ এক দেশ হতে অন্য দেশে, অথবা এক এলাকা হতে অন্য এলাকায় যাতায়াতের জন্য রাস্তা করে দিয়েছেন। যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্য উদ্দেশ্যের জন্য যেতে পার। (কুঃ কারীম) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১২) ঃ خلق الازواج - অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ, নারী, ফল, ফুল, জীব-জন্তু ইত্যাদিসহ পৃথিবীর প্রতিটির পুলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ রয়েছে। কেহ বলেন, জোড়া দ্বারা বুঝান হয়েছে, বৈপরীত্য। অর্থাৎ একে অপরের বিপরীত। যেমন– আলো, আঁধার, রুগ্নতা-সুস্থতা, ইনসাফ-জুলুম, ভাল-মন্দ, ঈমান-কুফর এবং দুর্বল-সবল ইত্যাদি। কেহ বলেন, জোড়া দ্বারা শ্রেণীকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ সব শ্রেণী ও ধরন আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টি। (কুঃ কারীম)

اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۙ

তাওয়াইতুম্ 'আলাইহি ওয়া তাক্বূলূ সুব্‌হ্বা-নাল্ লাযী সাখ্‌খারা লানা- হা-যা- ওয়ামা- কুন্না-লাহূ মুক্বরিনীন।
এবং বল, তিনি অতি পবিত্র ও মহান, যিনি এগুলোকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, আমরা কখনও এগুলোকে আমাদের অধীন করতে সক্ষম ছিলাম না।

وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝ وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ

১৪। ওয়া ইন্না~ইলা- রাব্বিনা- লামুন্‌ক্বালিবূন। ১৫। ওয়া জ্বা'আলূ লাহূ মিন্ 'ইবা-দিহী জুয্‌আন ; ইন্নাল্ ইন্‌সা-না লাকাফূরুম্
(১৪) অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। (১৫) আর তারা আল্লাহর কতিপয় বান্দাকে তার অংশ নির্ধারণ করে, নিশ্চয়ই মানুষ প্রকাশ্য

১ ع ১৫ ৭ রুকূ

مُّبِيْنٌ ۝ اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ۝ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ

মুবীন। ১৬। আমিত্ তাখাযা মিম্মা- ইয়াখ্‌লুক্বু বানাতিওঁ ওয়া আস্বফা-কুম্ বিল্ বানীন। ১৭। ওয়া ইযা- বুশ্‌শিরা আহ্বাদুহুম
অকৃতজ্ঞ। (১৬) তবে কি তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে কন্যাসমূহ নিজের জন্য গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান মনোনীত করেছেন? (১৭) রহমান (আল্লাহ)-এর জন্য

بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۝ اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ

বিমা- দ্বারাবা লিররাহ্বমা-নি মাছালান্ জাল্লা ওয়াজ্বহুহূ মুস্‌ওয়াদ্দাওঁ ওয়া হুওয়া কাজীম। ১৮। আওয়া মাই ইউনাশ্‌শাউ ফিল্ হ্বিল্‌ইয়াতি
তারা যা নির্ধারণ করে, সে কন্যাসন্তান সম্পর্কে তাদের কাউকে সু-সংবাদ দেয়া হলে তাদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং বিষণ্ন হয়ে পড়ে।
(১৮) তবে কি তারা আল্লাহর জন্য এমন কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে যা

وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ۝ وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ

ওয়া হুওয়া ফিল্ খিস্বা-মি গাইরু মুবীন। ১৯। ওয়াজ্বা'আলুল্ মালা—ইকাতাল লাযীনা হুম্ 'ইবা-দুর্ রাহ্বমা-নি
লালিত-পালিত হয় গহনাপত্রে, এবং বিতর্ককালে যে স্পষ্ট বক্তব্য রাখতে অক্ষম? (১৯) তারা (মুশরিকরা) আল্লাহর বান্দা ফিরিশতাগণকে নারী স্থির

اِنَاثًا ۭ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ۭ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُوْنَ ۝ وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ

ইনা-ছান ; আশাহিদূ খাল্‌ক্বাহুম্, সাতুক্‌তাবু শাহা-দাতুহুম্ ওয়া ইউস্‌আলূন। ২০। ওয়া ক্বা-লূ লাও শা—আর্ রাহ্বমা-নু
করেছে। তারা কি তাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল? অতিশীঘ্রই লিখিত হবে তাদের এ দাবি এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (২০) তারা বলে, যদি রহমান (আল্লাহ)

مَا عَبَدْنٰهُمْ ۭ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۤ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ

মা- 'আবাদ্‌না-হুম ; মা- লাহুম্ বিযা-লিকা মিন্ 'ইলমিন্ ইন্ হুম্ ইল্লা- ইয়াখ্‌রুস্বূন। ২১। আম্ আ-তাইনা-হুম্
ইচ্ছা না করতেন তবে আমরা তাদের ইবাদাত করতাম না। এ বিষয় তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা শুধু মিথ্যাই বানিয়ে বলছে। (২১) আমি কি তাদেরকে এ কুরআনের পূর্বে

كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ۝ بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا

কিতা-বাম্ মিন্ ক্বাব্‌লিহী ফাহুম্ বিহী মুস্‌তাম্‌সিকূন। ২২। বাল্ ক্বা-লূ~ইন্না- ওয়াজ্বাদ্‌না~আ-বা—আনা- 'আলা~উম্মাতিওঁ ওয়া ইন্না-
কোন কিতাব দিয়েছি যা তারা আঁকড়ে ধরে আছে? (২২) বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে একটি পদ্ধতির উপর পেয়েছি। নিশ্চয়ই আমরা

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৮) ঃ اومن ينشؤا - কন্যাগণ পিতা-মাতার অতি আদর ও আহ্লাদে প্রতিপালিত হয়। এ কারণে তারা যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার শক্তি রাখে না। দ্বিতীয়তঃ কোন তর্কযুদ্ধে তারা দলীল-প্রমাণাদিসহ স্পষ্টভাষায় কথা বলতে অক্ষম। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে মহিলাদের বৈশিষ্ট্য এ ধরনের, আল্লাহ তাদেরকে কিভাবে তাঁর সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন? এ আয়াতের অপবাদকারীদের মূর্খতা ও অজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে এ ধরনের অপবাদ দেয়া আদৌ ঠিক নয় (নাউজু বিল্লাহ)। (তাঃ কাদেরী)

عَلٰۤى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَكَذٰلِكَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ

'আলা~আ-ছা-রিহিম্ মুহ্তাদূন। ২৩। ওয়া কাযা-লিকা মা~আর্সাল্না- মিন্ ক্বাব্লিকা ফী ক্বার্ইয়াতিম্ মিন্ নাযীরিন্

তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের পথেই চলছি। (২৩) অনুরূপভাবে আপনার পূর্বেও যখন আমি কোন সতর্ককারী (রাসূল) কোন জনপদে প্রেরণ করেছি, তখন

اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَاۤ ۙ اِنَّا وَجَدْنَاۤ اٰبَآءَنَا عَلٰۤى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰۤى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ۝

ইল্লা- ক্বা-লা মুত্রাফূহা~, ইন্না- ওয়াজাদ্না~আ-বা—আনা 'আলা~উম্মাতিওঁ ওয়া ইন্না- 'আলা~আ-ছা-রিহিম্ মুক্বতাদূন।

তাদের বিলাস জীবন-যাপনকারীরাও বলত যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে এক পদ্ধতির উপর পেয়েছি, আমরাতো তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।

﴿٢٤﴾ قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ قَالُوْۤا اِنَّا بِمَاۤ

২৪। ক্বা-লা আওয়ালাও জ্বি'তুকুম বিআহ্দা- মিম্মা- ওয়াজ্বাত্তুম 'আলাইহি আ-বা—আকুম ; ক্বা-লূ~ইন্না- বিমা~

(২৪) নবীগণ বলতেন, তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর তোমরা পেয়েছ, তার চেয়েও যদি অধিকতর সঠিক পথ তোমাদের কাছে নিয়ে আসি, (তবুও কি তাদের ভ্রান্ত পথে তোমরা চলবে?) তারা বলত, তোমরা যা

اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٥﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

উর্সিল্তুম্ বিহী কা-ফিরূন। ২৫। ফান্তাক্বাম্না- মিন্হুম্ ফান্জুর্ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ মুকায্যিবীন।

সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তার অস্বীকারকারী। (২৫) অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম; অতঃপর দেখ, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কি ঘটেছে?

﴿٢٦﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖۤ اِنَّنِىْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٧﴾ اِلَّا الَّذِىْ

২৬। ওয়া ইয্ ক্বা-লা ইব্রা-হীমু লিআবীহি ওয়া ক্বাওমিহী~ইন্নানী বারা—উম্ মিম্মা- 'তাবুদূন। ২৭। ইল্লাল্লাযী

(২৬) স্মরণ করুন! যখন ইব্রাহীম বললেন, তাঁর পিতা এবং সম্প্রদায়কে, নিশ্চয়ই আমার কোন সম্পর্ক নেই তাদের সাথে, যেগুলোর তোমরা উপাসনা করছ। (২৭) শুধুমাত্র যিনি আমাকে

فَطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿٢٨﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

ফাত্বারানী ফাইন্নাহূ সাইয়াহ্দীন্ ২৮। ওয়া জ্বা'আলাহা- কালিমাতাম্ বা-ক্বিইয়াতান্ ফী 'আক্বিবিহী লা'আল্লাহুম্ ইয়ারজ্বি'উন।

সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। (২৮) এ কথাটিকে রেখে গিয়েছেন একটি স্থায়ী বাণী হিসেবে, তাঁর বংশধরদের জন্য, যাতে তারা শিরক থেকে ফিরে থাকে।

﴿٢٩﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هٰۤؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝

২৯। বাল্ মা'ত্তাতু হা~উলা—ই ওয়া আ-বা—আহুম্ হাত্তা- জ্বাআ—হুমুল্ হাক্কু ওয়া রাসূলুম মুবীন।

(২৯) বরং আমি তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে অনেক পার্থিব সম্পদ দিয়েছিলাম, অবশেষে তাদের কাছে আসল সত্য কুরআন এবং সু-স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল।

﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣١﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ

৩০। ওয়া লাম্মা- জ্বা—আহুমুল্ হাক্কু ক্বা-লূ হা-যা- সিহ্রুওঁ ওয়া ইন্না-বিহী কা-ফিরূন। ৩১। ওয়া ক্বা-লূ লাওলা- নুয্যিলা

(৩০) [illegible] তাদের কাছে সত্য কুরআন, এসে পৌঁছল তখন তারা বলল, এটাতো যাদু, আমরা এর অবিশ্বাসী। (৩১) তারা বলে, এ কুরআন কেন অবতীর্ণ

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ حق - جاء هم الحق (সত্য) দ্বারা কুরআন এবং রাসূলুল্লাহর (স)-কে বুঝান হয়েছে। مبين (স্পষ্ট বর্ণনাকারী) রাসূলের (স) গুণ, (বৈশিষ্ট্য)।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩১) ঃ من القريتين - দুটি শহর দ্বারা মক্কা এবং তায়েফকে বুঝান হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির দ্বারা, অধিকাংশ তাফসীর কারদের মতে, মক্কার ওয়ালীদ বিন মুগীরা এবং তায়েফের ওরওয়াহ বিন মাসউদ সাকফীকে বুঝান হয়েছে।

هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾ اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ

হা-যাল্ কুর্আ-নু 'আলা- রাজুলিম্ মিনাল্ ক্বার্ইয়াতাইনি 'আজীম। ৩২। আহুম্ ইয়াক্বসিমূনা রাহ্মাতা রাব্বিকা ;

হলনা, এ দুটি জনপদের মধ্য হতে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপর? (৩২) (আল্লাহ তাদের জবাবে বলেন) তারা কি বন্টন করে আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

নাহ্নু ক্বাসাম্না- বাইনাহুম্ মা'ঈশাতাহুম্ ফিল্ হ্বায়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ওয়া রা'ফানা- 'বাদ্বাহুম্ ফাওক্বা 'বাদ্বিন্

(নবুওয়াত) কে? আমি তাদের মাঝে তাদের জীবিকা বন্টন করি, তাদের পার্থিব জীবনে এবং পদমর্যাদায় কতিপয়কে কতিপয়ের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি

دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

দারাজ্বা-তিল্ লিইয়াত্তাখিযা 'বাদ্বুহুম্ 'বাদ্বান্ সুখ্রিয়্যান ; ওয়া রাহ্মাতু রাব্বিকা খাইরুম্ মিম্মা-ইয়াজ্মা'উন।

যাতে একজন অন্যজনকে কাজে লাগাতে পারে এবং তারা যা জমা করে, সেগুলোর চেয়ে আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ সর্বোত্তম।

﴿٣٣﴾ وَلَوْلَاۤ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ

৩৩। ওয়া লাওলা~আই ইয়াকূনান্ না-সু উম্মাতাওঁ ওয়া- হ্বিদাতাল্ লাজ্বা'আল্না- লিমাঁই ইয়াক্ফুরু বির্রাহ্মা-নি লিবুয়ূতিহিম্

(৩৩) যদি এ আশংকা না হতো, যে মানুষগুলো সব পরকালের চেয়ে পার্থিব সম্পদকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে একই দলভুক্ত হয়ে যাবে, তবে যারা দয়াময়কে অবিশ্বাস করে, তাদের গৃহের ছাদ ও সিঁড়ি, আমি রৌপ্যের

سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا

সুকুফাম্ মিন্ ফিদ্বাতিওঁ ওয়া 'মাআ-রিজ্বা 'আলাইহা- ইয়াজ্হারূন। ৩৪। ওয়া লিবুইয়ূতিহিম আব্ওয়া-বাওঁ ওয়া সুরুরান্ 'আলাইহা-

দ্বারা (নির্মাণ) করে দিতাম, যাতে তারা তার উপরে আরোহণ করতে পারে। (৩৪) এবং (রৌপ্যের করে দিতাম) তাদের গৃহের দরজাগুলো এবং খাটগুলোও, যার উপর

يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿٣٥﴾ وَزُخْرُفًا ؕ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَالْاٰخِرَةُ

ইয়াত্তাকিউন। ৩৫। ওয়া যুখ্রুফান; ওয়া ইন্ কুল্লু যা-লিকা লাম্মা- মাতা-'উল্ হ্বাইয়াতিদ দুন্ইয়া-; ওয়াল্ আ-খিরাতু

তারা আরাম করে বসে। (৩৫) এবং এগুলো করে দিতাম স্বর্ণেরও, আর এসব বস্তু পার্থিব জীবনের (অস্থায়ী) সম্পদ। আর পরহেজগারদের জন্য রয়েছে আপনার

عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ

'ইন্দা রাব্বিকা লিল্মুত্তাক্বীন। ৩৬। ওয়া মাই ই'য়াশু 'ঘ,ন্ যিক্রির্ রাহ্মা-নি নুক্বায়্যিদ্ব লাহূ শাইত্বা-নান ফাহুওয়া লাহূ

প্রতিপালকের নিকট পরকাল (চিরস্থায়ী জান্নাত)। (৩৬) আর যে ব্যক্তি দয়াময়ের স্মরণ থেকে গাফিল থাকে, আমি তার উপর একটা শয়তান নিয়োগ করে দেই, সুতরাং সে তার সাথী হয়ে (সর্বদা তাকে কুমন্ত্রণা দিতে)

ع ৩ ৯ রুকূ

قَرِيْنٌ ﴿٣٧﴾ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

ক্বারীন। ৩৭। ওয়া ইন্নাহুম্ লাইয়াসুদ্দূনাহুম্ 'আনিস্ সাবীলি ওয়া ইয়াহ্সাবূনা আন্নাহুম্ মুহ্তাদূন।

থাকে। (৩৭) আর শয়তানই তাদেরকে (সত্য) রাস্তা থেকে বিরত রাখে। এবং তারা ধারণা করে যে, তারাই সঠিক পথের অনুসারী।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩২) ঃ رحمت - 'রহমত' দ্বারা এখানে বিশেষভাবে নবুওয়াতকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নেয়ামতসমূহ বিশেষ করে নবুওয়াত আল্লাহ তাঁর নিজ ইচ্ছায় বন্টন (প্রেরণ) করবেন। এটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই নিজ দায়িত্ব।

رحمت ربك - (আপনার প্রতিপালকের রহমত) এখানে রহমত দ্বারা পরকালের নেয়ামতকে বুঝানো হয়েছে।

﴿٣٨﴾ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ

৩৮। হাত্তা~ইযা- জা—আনা ক্বা-লা ইয়া-লাইতা বাইনী ওয়া বাইনাকা 'বুদাল্ মাশ্‌রিক্বাইনি ফাবি'সাল
(৩৮) অবশেষে সে যখন আমার নিকট হাজির হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়! আজ যদি তোমার মাঝে ও আমার পূর্ব ও পশ্চিমের বরাবর দূরত্ব থাকত। তুমি কত বড়

الْقَرِيْنُ ﴿٣٩﴾ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ○

ক্বারীন। ৩৯। ওয়া লাইঁ ইয়ান্'ফাআকুমুল্ ইয়াওমা ইজ্ জালাম্‌তুম্ আন্নাকুম্ ফিল্ 'আযা-বি মুশ্‌তারিকূন।
নিকৃষ্ট সাথী। (৩৯) আজ তোমাদের অনুশোচনা কোনই উপকারে আসবে না, যেহেতু তোমরা পৃথিবীতে মহা অন্যায় করেছ। তোমরা (আজ) আল্লাহর শাস্তিতে সকলেই শরীক।

﴿٤٠﴾ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৪০। আফাআনতা তুস্‌মি'উস্ব স্বুম্মা আও তাহ্‌দিল 'উম্‌ইয়া ওয়া মান্ কা-না ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন।
(৪০) আপনি কি শ্রবণ শক্তিহীন ব্যক্তিকে শোনাতে পারবেন আপনার? অথবা আপনি কি দৃষ্টিহীন ব্যক্তি এবং স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে যে রয়েছে তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারবেন?

﴿٤١﴾ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤٢﴾ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ

৪১। ফাইম্মা- নায্‌হাবান্না বিকা ফাইন্না- মিন্‌হুম্ মুন্‌তাক্বিমূন। ৪২। আও নুরিইয়ান্নাকাল লাযী ওয়া'আদ্‌না-হুম্
(৪১) সুতরাং যদি আমি আপনাকে উঠিয়ে নিয়েও যাই তবুও আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবই। (৪২) অথবা আমি যদি আপনাকে সেগুলো দেখাই, যে শাস্তির

فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى

ফাইন্না- 'আলাইহিম্ মুক্বতাদিরূন। ৪৩। ফাস্‌তাম্‌সিক্ বিল্লাযী~উহিয়া ইলাইকা, ইন্নাকা 'আলা-
প্রতিশ্রুতি আমি তাদেরকে দিয়েছি, তবুও তাদের উপর আমি পূর্ণ ক্ষমতাবান। (৪৩) সুতরাং আপনার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন, আপনি সত্য পথের

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٤﴾ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَسْئَلْ

স্বিরা-ত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম। ৪৪। ওয়া ইন্নাহূ লাযিক্‌রুল্ লাকা ওয়া লিক্বাওমিকা, ওয়া সাওফা তুস্‌আলূন। ৪৫। ওয়াসআল্
উপরই রয়েছেন। (৪৪) নিশ্চয়ই এ কুরআন আপনার জন্য এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশস্বরূপ। অতিশীঘ্রই তোমাদেরকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করা হবে। (৪৫) আপনার

مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ○

মান্ আর্‌সালনা- মিন্ ক্বাব্‌লিকা মির্ রুসুলিনা~আজা'আল্‌না- মিন্ দূনির্ রাহ্মা-নি আ-লিহাতাই ইয়ু'বাদূন।
পূর্বে আমি যাদেরকে (নবী হিসেবে) প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি দয়াময় ব্যতীত আরও অন্য কোন মাবুদ নির্ধারণ করেছিলাম, যার ইবাদাত করা যায়?

৪ ع ১০ রুকূ

﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ

৪৬। ওয়া লাক্বাদ্ আর্‌সাল্‌না- মূসা-বিআ-য়া-তিনা~ইলা- ফির্'আওনা ওয়া মালাইহী ফাক্বা-লা ইন্নী রাসূলু রাব্বিল
(৪৬) আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফিরআউন এবং তার প্রধান ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, সে বলেছিলেন, আমিতো সারা জাহানের প্রতিপালকের

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৪) ঃ وانه لذكر - এ আয়াতে এটা বুঝানো হয়নি যে, 'আমাদের জন্য এ কুরআন উপদেশবাণী নয়'। যেহেতু প্রথম সম্বোধন করা হয়েছিল কুরাইশগণকে এজন্য তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন সারা জাহানের জন্য উপযোগী বাণী। কেহ 'ذكر' কে সম্মান অর্থে ব্যবহার করে অর্থ করেছেন। অর্থাৎ এ কুরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু। (কুঃ কারীম)
○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৫) ঃ سئل من ارسلنا - নবীগণের (আ) কাছে এ প্রশ্ন মিরাজের সময়, অথবা বায়তুল মুকাদ্দাস বা আকাশে বসে করা হয়েছিল। যেখানে নবীগণের (আ) সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। বা তাদের অনুসারী (আহলে কিতাব, ইয়াহুদ ও নাসারা)-দের কাছে জিজ্ঞাসা করুন ; কেননা তারা তাদের (নবীদের) উপদেশ সম্পর্কে অবগত আছে এবং তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাব তাদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। (কুঃ কারীম)

الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ

'আ-লামীন। ৪৭। ফালাম্মা- জা—আহুম্ বিআ-য়া-তিনা~ইযা হুম্ মিন্‌হা- ইয়াদ্বহাকূন। ৪৮। ওয়ামা- নুরীহিম্ মিন্
প্রেরিত। (৪৭) যখন মূসা তাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী সহ আসেন, তখনই তারা সেগুলো নিয়ে উপহাস করতে লাগল। (৪৮) আমি তাদেরকে এমন

اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ز وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

আ-য়াতিন্ ইল্লা-হিয়া আক্‌বারু মিন্ উখ্‌তিহা-, ওয়া আখায্‌না-হুম বিল্'আযা-বি লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্‌জি'ঊন।
কোন নিদর্শন প্রদর্শন করিনি, যা পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বড় নহে। আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।

﴿٤٩﴾ وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ○

৪৯। ওয়াক্বা-লূ ইয়া~আইয়্যুহাস্ সা-হিরুদ্'উ লানা-রাব্বাকা বিমা- 'আহিদা 'ইন্দাকা, ইন্নানা- লামুহ্‌তাদূন।
(৪৯) তারা বলল, হে যাদুকর! আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে সে প্রার্থনা কর, যা তিনি তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি করেছেন, তবে অবশ্যই আমরা সৎ পথের অনুসারী হব।

﴿٥٠﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿٥١﴾ وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ

৫০। ফালাম্মা- কাশাফ্‌না- 'আন্‌হুমুল্ 'আযা-বা ইযা- হুম্ ইয়ান্‌কুছূন। ৫১। ওয়া না-দা- ফির্'আওনু ফী কাওমিহী
(৫০) অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে শাস্তি সরিয়ে নিলাম, তৎক্ষণাৎ তারা ওয়াদা ভংগ করে ফেলল। (৫১) ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে

قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ۚ اَفَلَا

ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি আলাইসা লী মুল্‌কু মিস্বরা ওয়া হা-যিহিল্ আন্‌হা-রু তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তী, আফালা-
সম্বোধন করে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! মিশরের রাজত্ব কি আমার জন্য নহে? এবং এ নহরসমূহ আমার (রাজপ্রাসাদের) নীচ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, তা কি

تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٢﴾ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿٥٣﴾ فَلَوْلَآ

তুব্‌স্বিরূন। ৫২। আম্ আনা- খাইরুম্ মিন্ হা-যাল্লাযী হুওয়া মাহীনুঁও ওয়ালা- ইয়াকা-দু ইউবীন। ৫৩। ফালাওলা~
তোমরা দেখনা? (৫২) বরং আমি সর্বোত্তম (শ্রেষ্ঠ) এই ব্যক্তি হতে, যে অতি নিকৃষ্ট এবং স্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশে অক্ষম। (৫৩) আচ্ছা,

اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿٥٤﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ

উল্‌ক্বিয়া 'আলাইহি আস্‌ওয়িরাতুম্ মিন্ যাহাবিন্ আও জা—আ মা'আহুল্ মালা—ইকাতু মুক্বতারিনীন। ৫৪। ফাস্‌তাখাফ্‌ফা ক্বাওমাহূ
কেন মূসাকে দেয়া হল না স্বর্ণের কঙ্কন? অথবা আসত তার সাথে ফিরিশতাগণ একত্রিত হয়ে? (৫৪) ফিরআউন তার সম্প্রদায়কে বশীভূত করল। ফলে তারা

فَاَطَاعُوْهُ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٥﴾ فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ

ফাআত্বা-'উহ ; ইন্নাহুম কা-নূ ক্বাওমান ফা-সিক্বীন। ৫৫। ফালাম্মা~আ-সাফূনা্ তাক্বাম্‌না- মিন্‌হুম ফাআগ্‌রাক্বনা-হুম্
তার অনুগত হল। নিশ্চয়ই তারা পাপী সম্প্রদায় ছিল। (৫৫) যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করেছিল, তখন আমি তাদের ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৭) ঃ يضحكون - যখন হযরত মূসা (আ) ফিরআউন এবং তার পারিষদবর্গের সামনে আল্লাহ প্রদত্ত মুজেযা পেশ করেন, তখন তারা সে মুজেযা দেখে উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে এবং বলে, এগুলো কি, তুমি যাদুর মাধ্যমে আমাদের সামনে পেশ করছ। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫১) ঃ هذه الانهر - নহর দ্বারা নীল সমুদ্র অথবা তার কতিপয় শাখাকে বুঝানো হয়েছে। যা ফিরাউনের রাজ প্রাসাদের তলদেশ হতে প্রবাহিত ছিল। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৫৩) ঃ অর্থাৎ, স্বর্ণের কঙ্কন-এর কথা এ কারণে বলা হয়েছে যে, মিসরে নিয়ম ছিল যাকে বাদশাহ বা নেতা নির্ধারিত করা হত, তার হাতে স্বর্ণের কঙ্কন এবং গলায় স্বর্ণের শিকল পরান হত।

أَجْمَعِينَ ﴿٥٦﴾ فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْاٰخِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا

আজ্‌মা'ঈন। ৫৬। ফাজ্বা'আল্‌না-হুম্ সালাফাওঁ ওয়া মাছালাল্ লিল্‌আ-খিরীন। ৫৭। ওয়া লাম্মা- দুরিবাব্‌নু মারইয়ামা মাছালান্

এবং তাদের সকলকে ডুবিয়েছিলাম। (৫৬) আমি এটা অতীত কাহিনী ও দৃষ্টান্ত করে রেখেছি পরবর্তীদের জন্য (৫৭) যখন মরিয়ম পুত্রের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়,

إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٨﴾ وَقَالُوٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا

ইযা- ক্বাওমুকা মিন্‌হু ইয়াস্বিদ্দূন। ৫৮। ওয়া ক্বা-লূ~আ আ-লিহাতুনা- খাইরুন্ আম্ হুওয়া ; মা-দ্বারাবূহু লাকা ইল্লা-

তখনই আপনার সম্প্রদায় হৈ চৈ শুরু করে (৫৮) এবং বলে, আমাদের দেবতা উত্তম না সে (ঈসা)? আপনার কাছে তারা এ কথা বলে শুধু বিবাদ করার

جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٩﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا

জ্বাদালান ; বাল্ হুম্ ক্বাওমুন্ খাস্বিমূন। ৫৯। ইন্ হুওয়া ইল্লা- 'আব্‌দুন্ আন্'আম্‌না- 'আলাইহি ওয়া জ্বা'আল্‌না-হু মাছালান্

উদ্দেশ্যেই। বরং এরা তো এক বিবাদকারী সম্প্রদায়! (৫৯) সে (ঈসা) তো (শুধুমাত্র) একজন বান্দা। যার উপর আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আমি তাঁকে করেছিলাম

لِّبَنِىٓ إِسْرَاٰءِيلَ ﴿٦٠﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلٰٓئِكَةً فِى الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

লিবানী~ইস্‌রা—ঈলা ৬০। ওয়া লাও নাশা—উ লাজ্বা'আল্‌না-মিন্‌কুম্ মালা—ইকাতান্ ফিল্ আর্‌দ্বি ইয়াখ্‌লুফূন।

বনী ঈসরাইলদের জন্য এক দৃষ্টান্ত। (৬০) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের পরিবর্তে ফিরিশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, তারা পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করত।

﴿٦١﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

৬১। ওয়া ইন্নাহূ লা'ইল্‌মুল লিস্‌সা-'আতি ফালা- তাম্‌তারুন্না বিহা- ওয়াত্তাবি'ঊনি ; হা-যা- স্বিরা-তুম্ মুস্‌তাক্বীম।

(৬১) ঈসাতো কিয়ামতের নিদর্শন। সুতরাং কিয়ামত সম্পর্কে তোমরা সংশয়ে থেক না এবং আমার অনুসরণ কর, এটাই সরল পথ।

﴿٦٢﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٣﴾ وَلَمَّا جَآءَ عِيسٰى بِالْبَيِّنٰتِ

৬২। ওয়ালা- ইয়াস্বুদ্দান্নাকুমুশ্ শাইত্বা-নু ইন্নাহূ লাকুম্ 'আদুওয়্যুম্ মুবীন। ৬৩। ওয়া লাম্মা- জ্বা—আ 'ঈসা-বিল্ বায়্যিনা-তি

(৬২) শয়তান যেন তোমাদেরকে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (৬৩) যখন ঈসা নিদর্শনাবলীসহ আসলেন, তখন সে

قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ

ক্বা-লা ক্বাদ্ জ্বি'তুকুম্ বিল্‌হিক্‌মাতি ওয়া লিউবায়্যিনা লাকুম্ বা'দ্বাল্লাযী তাখ্‌তালিফূনা ফীহি,

বলেছিল, (হে আমার সম্প্রদায়!) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে হিকমত নিয়ে এসেছি, আর যে বিষয়ে তোমরা মতানৈক্যে রয়েছ, সেগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার জন্য,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٤﴾ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ

ফাত্তাক্বুল লা-হা ওয়া আত্বী'ঊন। ৬৪। ইন্নাল্লা-হা হুওয়া রাব্বী ওয়া রাব্বুকুম্ ফা'বুদূহু ; হা-যা- স্বিরা-তুম্

সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। (৬৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদাত কর।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৭) ঃ يصدون - (হৈ চৈ শুরু করে) অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) প্রসংগে আলোচনার সময় আরবের মুশরিকরা খুব হৈ চৈ গোলমাল করত। (তাঃ ওসমানী) ○ শানে নুযুল (আঃ ৫৭) ঃ একদা রাসূল (স) সানাদীদ কুরাইশকে বলল, আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা ইবাদাত (পূজা) কর তার মধ্যে কোনই কল্যাণ নেই। একথা শুনে কতিপয় মুশরিক বলল, ঈসা নাসারাদের মাবুদ, আল্লাহ ব্যতীত। অথচ তুমি বল, ঈসা (আ) একজন নেক বান্দা। তোমার কথানুযায়ী তার মধ্যেও কোন কল্যাণ নেই। কাফির কুরায়শরা এ কথা নিয়ে হৈ চৈ শুরু করে এবং তারা ধারণা করে যে, রাসূল (সা) (তাদের কথায়) নিজকে অপরাধী মনে করেছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তাঃ কাঃ)

مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٥﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ

মুস্‌তাক্বীম। ৬৫। ফাখ্‌তালাফাল্ আহ্‌যা-বু মিম্ বাইনিহিম ফাওয়াইলুল্ লিল্লাযীনা জালামূ মিন্ 'আযা-বি

এটাই সরল পথ। (৬৫) অতঃপর তাদের মধ্য হতে বিভিন্ন দল মতভেদ সৃষ্টি করল। সুতরাং অত্যাচারীদের জন্য দুর্ভোগ, কষ্টদায়ক

يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٦﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ইয়াওমিন্ আলীম্। ৬৬। হাল্ ইয়ান্‌জুরূনা ইল্লাস্ সা-'আতা আন্ তা'তিয়াহুম্ বাগ্‌তাতাওঁ ওয়া হুম্ লা-ইয়াশ্'উরূন।

দিবসের শাস্তির। (৬৬) এরা (কাফিরেরা) প্রতীক্ষায় রয়েছে শুধু কিয়ামতের। তা তাদের কাছে অকস্মাৎ উপস্থিত হবে এবং তারা অনুভবই করতে পারবে না।

﴿٦٧﴾ الْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٨﴾ يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ

৬ ع ১২ রুকূ

৬৭। আল্ আখিল্লা—উ ইয়াওমাইযিম্ 'বাদ্বুহুম্ লিবা'দ্বিন 'আদুওয়্যুন্ ইল্লাল্ মুত্তাক্বীন। ৬৮। ইয়া- 'ইবা-দি লা-খাওফুন্

(৬৭) সেদিন বন্ধুরাও একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে, শুধুমাত্র পরহেজগারগণ ব্যতীত। (৬৮) (আল্লাহ বলেন) হে আমার বান্দারা, আজ

عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ

'আলাইকুমুল্ ইয়াওমা ওয়ালা~আন্‌তুম্ তাহ্‌যানূন। ৬৯। আল্লাযীনা আ-মানূ বিআ-য়া-তিনা- ওয়া কা-নূ মুস্‌লিমীন।

তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা বিষণ্ণও হবে না। (৬৯) যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমার আজ্ঞানুবর্তী ছিল।

﴿٧٠﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧١﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ

৭০। উদ্‌খুলুল্ জ্বান্নাতা আন্‌তুম্ ওয়া আয্‌ওয়া-জুকুম্ তুহ্‌বারূন। ৭১। ইউত্বা-ফু 'আলাইহিম্ বিস্বিহা-ফিম্

(৭০) (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা এবং তোমাদের (মুমিন) স্ত্রীগণ উৎফুল্ল হৃদয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৭১) (আর জান্নাতে) স্বর্ণের পাত্র ও

مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ

মিন্ যাহাবিওঁ ওয়া আকওয়া-বিন্, ওয়া ফীহা- মা- তাশ্‌তাহীহিল্ আন্‌ফুসু ওয়া তালায্‌যুল 'আইউনু, ওয়া আন্‌তুম

গ্লাস নিয়ে তাদের চারপাশে ঘুরা হবে এবং তাদের অন্তর যা কিছু চাইবে এবং যাতে চোখ জুড়াবে সেথায় সে সব কিছুই রয়েছে এবং তোমরা সেথানে

فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٧٢﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ফীহা-খা-লিদূন। ৭২। ওয়া তিল্‌কাল্ জ্বান্নাতুল্লাতী~উরিছ্‌তুমূহা- বিমা- কুন্‌তুম্ 'তামালূন।

স্থায়ীভাবে থাকবে। (৭২) এটি সে জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী আজ তোমাদেরকে করা হয়েছে, তোমাদের (সৎ) কর্মের প্রতিদান স্বরূপ।

﴿٧٣﴾ لَكُمْ فِيهَا فٰكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٤﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِى عَذَابِ جَهَنَّمَ

৭৩। লাকুম্ ফীহা- ফা-কিহাতুন্ কাছীরাতুম্ মিন্‌হা- তা'কুলূন। ৭৪। ইন্নাল্ মুজ্বরিমীনা ফী 'আযা-বি জ্বাহান্নামা

(৭৩) তোমাদের জন্য সেথায় রয়েছে অনেক ফলমূল, তোমরা তা থেকে খেতে থাকবে। (৭৪) নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তির মধ্যে স্থায়ীভাবে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৬) ঃ هل ينظرون - স্পষ্ট আয়াত ও নিদর্শনাবলী এবং আল্লাহ প্রেরিত নবী (আ)গণ তাদের কাছে আসার পরেও, তারা (কাফিরেরা) অবিশ্বাস করে। তবে তারা কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে? তাদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, কিয়ামত যখন তাদের একেবারে মাথার উপর এসে হাজির হবে, তখন তারা বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখন মেনে নেয়ায় কোন কাজে আসবে না। (কুঃ কারীম)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৭০) ঃ وازواجكم - এর অর্থ কেহ মুমিন স্ত্রী, কেহ মুমিন সাথী এবং কেহ জান্নাতের হুর বলেছেন। এসব গুলো অর্থই ঠিক। কেননা জান্নাতে উপরোক্ত সবগুলোই মওজুদ থাকবে।

خٰلِدُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ

খা-লিদূন। ৭৫। লা-ইউফাত্তারু 'আন্হুম ওয়া হুম্ ফীহি মুব্লিসূন। ৭৬। ওয়ামা- জালাম্না-হুম্ ওয়ালা-কিন্ কা-নূ হুমুজ্
থাকবে। (৭৫) হ্রাস করা হবে না তাদের থেকে (এ শাস্তি) এবং তারা নিরাশ হয়ে পড়বে। (৭৬) আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; বরং তারাই ছিল

الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ

জা-লিমীন। ৭৭। ওয়ানা-দাও ইয়া-মা-লিকু লিইয়াক্বদ্বি 'আলাইনা-রাব্বুকা ; ক্বা-লা ইন্নাকুম্ মা-কিছূন। ৭৮। লাক্বাদ্
জালিম। (৭৭) তারা ডাক দিয়ে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে একেবারে শেষ করে দেন। সে বলবে, তোমরা এভাবেই অবস্থান করবে। (৭৮) আমিতো

جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾ اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا

জ্বি'না-কুম্ বিল্হাক্বক্বি ওয়ালা-কিন্না আক্ছারাকুম্ লিল্হাক্বক্বি ক্বা-রিহূন। ৭৯। আম্ আবরামূ~আম্রান্ ফাইন্না-
তোমাদের কাছে সত্য (দ্বীন) পৌছিয়েছি কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ লোকই ছিল সত্য (দ্বীন) অপছন্দকারী। (৭৯) বরং তারা কি চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? (জেনে রাখ)

مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾ اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ۗ بَلٰى وَرُسُلُنَا

মুব্রিমূন। ৮০। আম্ ইয়াহ্সাবূনা আন্না- লা-নাস্মা'উ সির্রাহুম্ ওয়া নাজ্ওয়া-হুম ; বালা- ওয়া রুসুলুনা-
আমিই চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণকারী। (৮০) তারা কি ধারণা করে যে, আমি তাদের গোপন কথা এবং তাদের গোপন পরামর্শ শুনিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই শুনি এবং আমার ফেরেশতরা

لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾ قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾

লাদাইহিম্ ইয়াক্তুবূন। ৮১। ক্বুল ইন্ কা-না লির্রাহ্মা-নি ওয়ালাদুন্ ফাআনা আওয়্যালুল্ 'আ-বিদীন।
তাদের কাছে থেকে সবকিছু লিখছে। (৮১) বলুন, যদি রহমান (আল্লাহর) কোন সন্তান হত, তবে আমিই সর্বপ্রথম হতাম তার ইবাদাতকারী।

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। সুব্হা-না রাব্বিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি রাব্বিল্ 'আর্শি 'আম্মা- ইয়াস্বিফূন।
(৮২) যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি আরশের প্রতিপালক, তিনি (আল্লাহ) সে সবকিছু হতে অতি পবিত্র, যা তারা বলে।

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। ফাযার্হুম্ ইয়াখূদ্বূ ওয়া ইয়াল্'আবূ হাত্তা-ইউলা-ক্বু ইয়াওমা হুমুল্ লাযী ইউ'আদূন।
(৮৩) আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বিতর্কে এবং খেল-তামাশায় লিপ্ত থাকুক সে দিবস উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের প্রতিশ্রুতি তাদেকে দেয়া হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٤﴾

৮৪। ওয়া হুওয়াল্লাযী ফিস্ সামা—ই ইলা-হুঁও ওয়া ফিল্ আরদ্বি ইলা-হুন ; ওয়া হুয়াল্ হাকীমুল্ 'আলীম।
(৮৪) তিনিই এমন মহান (আল্লাহ), যিনি আকাশমন্ডলীর মাবুদ এবং পৃথিবীরও মাবুদ। তিনিই (আল্লাহ) মহা বিজ্ঞ, মহাজ্ঞানী।

وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ

৮৫। ওয়া তাবা-রাকাল্লাযী লাহূ মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়ামা- বাইনাহুমা-, ওয়া 'ইন্দাহূ
(৮৫) সে মহান সত্তা অতি মর্যাদা সম্পন্ন, যার বাদশাহী রয়েছে আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থ যা কিছু রয়েছে সব কিছুর মধ্যে এবং তাঁরই কাছে রয়েছে

عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ

'ইল্মুস্ সা-'আতি, ওয়া ইলাইহি তুর্জা'উন। ৮৬। ওয়ালা- ইয়াম্লিকুল্ লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন্
কিয়ামতের সঠিক তথ্য; আর তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৮৬) এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদেরকে ডাকে তাদের সুপারিশের কোনই ক্ষমতা নেই।

دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ

দূনিহিশ্ শাফা-'আতা ইল্লা- মান্ শাহিদা বিল্হাক্বক্বি ওয়া হুম্ ই'য়ালামূন। ৮৭। ওয়া লাইন্ সাআল্তাহুম্
তবে (সুপারিশের যোগ্য সে হবে) যারা সত্য কথাকে জেনে তার সাক্ষ্য দেয়। (৮৭) (হে নবী!) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাদের স্রষ্টা কে?

مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٨٧﴾ وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ

মান্ খালাক্বাহুম্ লাইয়াক্বূলুন্নাল্লা-হু ফাআন্না- ইউ'ফাকূন। ৮৮। ওয়া ক্বীলিহী ইয়া-রাব্বি ইন্না হা~উলা—ই
তবে তারা জবাবে বলবে, আল্লাহ। এরপরেও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (৮৮) আর রাসূলের এ কথা আমি শুনি যে, "হে আমার প্রতিপালক! এ সম্প্রদায়তো

قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

ক্বাওমুল্ লা-ইউ'মিনূন। ৮৯। ফাস্বফাহ্ 'আন্হুম্ ওয়া ক্বুল্ সালা-মুন ; ফাসাওফা ই'য়ালামূন।
ঈমান গ্রহণ করবেই না।" (৮৯) (জবাবে আল্লাহ বলেন) আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন, "সালাম", অতিশীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

সূরা দুখা-ন
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫৯
রুকূ ঃ ৩

حٰمٓ ﴿١﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾

১। হ্বা-মী—ম্। ২। ওয়াল্কিতা-বিল্ মুবীন। ৩। ইন্না~আন্যাল্না-হু ফী লাইলাতিম্ মুবা-রাকাতিন্ ইন্না- কুন্না- মুন্যিরীন।
(১) হ্বা-মী-ম; (২) শপথ, সুস্পষ্ট কিতাবের; (৩) নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক (কল্যাণময়) রজনীতে। আমি ছিলাম এক সতর্ককারী।

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۚ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّنْ

৪। ফীহা- ইউফ্রাক্বু কুল্লু আম্রিন্ হ্বাকীম। ৫। আম্রাম্ মিন্ 'ইনদিনা ; ইন্না- কুন্না- মুর্সিলীন। ৬। রাহ্মাতাম্ মির্
(৪) এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ফয়সালা করা হয়, (৫) আমার পক্ষ থেকেই নির্দেশক্রমে। আমিই রাসূল প্রেরণ করে থাকি। (৬) আপনার

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮৮) ঃ وقيله - অর্থাৎ নবীর এ কথা আল্লাহ (অবশ্যই) অবগত রয়েছেন। আল্লাহ তাঁর রাসূলের একনিষ্ঠ আবেদন এবং ব্যথিত হৃদয়ের আহ্বানের কথা অবশ্যই জানেন। এখানে وقيله এর সম্বন্ধ রয়েছে عنده علم الساعة এর দিকে। অর্থাৎ, আল্লাহই কিয়ামত এবং নবীর (স) আবেদন সম্পর্কে অবহিত। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮৯) ঃ سلم - (সালাম) অর্থাৎ হে নবী! আপনি দুঃখ করবেন না, চিন্তিতও হবেন না এবং তাদের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপও নিবেন না। আপনি ফরজ আন্দাজ তাবলীগ করে তাদের থেকে এ বলে মুখ ফিরাবেন যে, আচ্ছা, তোমরা আমাকে স্বীকার কর না, তবে আমার সালাম নাও। (তাঃ ওসমানী) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২) ঃ والكتب - কিতাব দ্বারা কুরআনকে বুঝান হয়েছে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩) ঃ ليلة مبركة - (কল্যাণময় রজনী) এখানে কল্যাণময় রজনী দ্বারা "লাইলাতুল কদর" (শবে কদর) কে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ কদরের রাতে এ কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ হয়েছে। এ রাতকে বরকতময় বলার কারণ– (১) এ রাতে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। (২) এ রাতে পৃথিবীতে ফিরিশতাগণ আগমন করেন। (৩) এ রাতে সারা বছরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফয়সালা হয়। (৪) এ রাতের ইবাদাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ কদরের রাত রজমান মাসের শেষ দশদিনের কোন এক রাত। কেহ বলেন, "বরকতময় রাত" হচ্ছে, শাবানের ১৫ই রাত। কিন্তু এটা সঠিক নয়।
○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ يفرق فى كل امر حكيم - অর্থাৎ, এ রাতে বান্দার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ফয়সালা করা হয়। যাতে আর কোন পরিবর্তন হয় না। এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বর্ণিত আছে যে, এ রাতে আগত বছরের জন্য মৃত্যু, হায়াত এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা লওহে মাহফুজে অবতীর্ণ হয়। সেখান থেকে ফিরিশতাগণকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। (ইবন কাসীর)

رَبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

রাব্বিকা ; ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম। ৭। রাব্বিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়া মা- বাইনাহুমা-।

প্রতিপালকের দয়াস্বরূপ। তিনিতো সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (৭) যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিপালক,

إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٧﴾ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ

ইন্ কুন্তুম্ মূক্বিনীন। ৮। লা~ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ; রাব্বুকুম্ ওয়া রাব্বু আ-বা—ইকুমুল্

যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হও। (৮) তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ব

الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ

আওয়্যালীন। ৯। বাল্ হুম্ ফী শাক্কিঁই ইয়াল্'আবূন। ১০। ফার্তাক্বিব্ ইয়াওমা তা'তিস্ সামা—উ বিদুখা-নিম্

পিতৃপুরুষদেরও প্রতিপালক। (৯) বরং তারা সন্দেহ পরায়ন হয়ে খেল-তামাশা করতেছে। (১০) সুতরাং আপনি সে দিনের অপেক্ষা করুন, যেদিন আকাশে স্পষ্ট

مُبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ

মুবীন্। ১১। ইয়াগ্শান্ না-সা ; হা-যা- 'আযা-বুন্ আলীম। ১২। রাব্বানাক্শিফ্ 'আন্নাল্ 'আযা-বা

ধোঁয়ার সৃষ্টি হবে। (১১) যা লোকদেরকে আবৃত করে ফেলবে। এটাই কষ্টদায়ক শাস্তি। (১২) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে এ শাস্তি দূর করুন। আমরা

إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ

ইন্না- মু'মিনূন। ১৩। আন্না- লাহুমুয্ যিক্রা- ওয়া ক্বাদ্ জা—আহুম্ রাসূলুম্ মুবীন। ১৪। ছুম্মা

ঈমান গ্রহণ করবই। (১৩) তাদের জন্য উপদেশ কিভাবে গ্রহণীয় হবে? তাদের কাছে তো স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল আগমন করেছে। (১৪) অতঃপর তারা

تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾

তাওয়াল্লাও 'আন্হু ওয়া ক্বা-লূ মু'আল্লামুম্ মাজ্নূন। ১৫। ইন্না- কা-শিফুল্ 'আযা-বি ক্বালীলান্ ইন্নাকুম্ 'আ—ইদূন।

তার থেকে মুখ ফিরায় এবং বলে সে তো শিক্ষাপ্রাপ্ত সেতো উন্মাদ। (১৫) আমি অল্প সময়ের জন্য শাস্তি সরিয়ে নিলেই তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ

১৬। ইয়াওমা নাব্তিশুল্ বাত্বশাতাল্ কুব্রা-, ইন্না- মুন্তাক্বিমূন। ১৭। ওয়া লাক্বাদ্ ফাতান্না- ক্বাব্লাহুম্ ক্বাওমা

(১৬) যেদিন আমি শক্তভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি প্রতিশোধ নিবই। (১৭) আমি তাদের পূর্বে ফেরাউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম

فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

ফির্'আওনা ওয়া জা—আহুম্ রাসূলুন্ কারীম। ১৮। আন্ আদ্দূ~ইলাইয়্যা 'ইবা-দাল্লা-হি ; ইন্নী লাকুম্ রাসূলুন

এবং তাদের কাছে এক মর্যাদাবান রাসূল এসেছিলেন। (১৮) তিনি আল্লাহর বান্দাগণকে বললেন, আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত একজন

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ بدخان مبين - (প্রকাশ্য ধোঁয়া) অর্থ "এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদগণ বিভিন্ন মন্তব্য পেশ করেছেন। (১) ধোঁয়া দ্বারা মক্কা বিজয়ের দিন যে ধুলো বালি উড়েছিল এবং তা বায়ুকে পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছিল, সে ধুলো-বালিকে বুঝানো হয়েছে। (২) কেহ বলেন, দুর্ভিক্ষের কালকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বদ দোয়ায় কাফিরেরা একবার দুর্ভিক্ষের কষ্টে মরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল এবং মৃত কুকুরের হাড্ডি পর্যন্ত খেতে শুরু করেছিল। (৩) কেহ বলেন, দুর্ভিক্ষের কারণে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় মানুষের দৃষ্টি শক্তি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তখন তারা আকাশের দিকে তাকালেও আকাশে ধোঁয়ার মত দেখত। (তাঃ কাদেরী) (৪) এ ধোঁয়া কিয়ামতের দশটি নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে একটি। এ ধোঁয়া কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে প্রকাশ পাবে। (তুঃ কারীম)

أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي عُذْتُ

আমীন। ১৯। ওয়া আল্লা- 'তালূ 'আলাল্লা-হি, ইন্নী~আ-তীকুম্ বিসুল্ত্বা-নিম্ মুবীন্। ২০। ওয়া ইন্নী 'উয্তু

বিশ্বস্ত রাসূল। (১৯) আর তোমরা আল্লাহর নির্দেশের বিদ্রোহ কর না, আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করেছি। (২০) নিশ্চয়ই আমি নিরাপত্তা কামনা করছি,

بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهُ

বিরাব্বী ওয়া রাব্বিকুম্ আন্ তার্জুমূন। ২১। ওয়া ইল্ লাম্ তু'মিনূ লী 'ফাতাযিলূন। ২২। ফাদা'আ- রাব্বাহূ~

আমার ও তোমাদের রবের নিকট, তোমরা যে আমাকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলবে তা থেকে (রক্ষার জন্য)। (২১) আর যদি তোমরা আমার প্রতি বিশ্বাস না কর, তবে তোমরা আমার থেকে আলাদা হয়ে যাও। (২২) অতঃপর মূসা তার রবের কাছে প্রার্থনা

أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَاتْرُكِ

আন্না হা~উলা—ই ক্বাওমুম্ মুজ্রিমূন। ২৩। ফাআস্রি বি'ইবা-দী লাইলান্ ইন্নাকুম্ মুত্তাবা'উন। ২৪। ওয়াত্রুকিল্

করেন যে, এরাতো এক পাপী সম্প্রদায়। (২৩) আমি বলেছিলাম, আপনি আমার বান্দাগণকে নিয়ে রাতারাতি বেরিয়ে যান। আপনাদের অনুসরণ করা হবেই। (২৪) আপনারা

الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ

বাহ্রা রাহ্ওয়ান ; ইন্নাহুম্ জুন্দুম্ মুগ্রাকূন। ২৫। কাম্ তারাকূ মিন্ জান্না-তিওঁ ওয়া 'উইয়ূন। ২৬। ওয়া যুরূ'ইওঁ

সমুদ্রকে নিশ্চল অবস্থায় ত্যাগ করুন। নিশ্চয়ই এ (ফিরআউনের) বাহিনী নিমজ্জিত হবে। (২৫) তারা পিছনে রেখে গিয়েছিল বহু বাগান ও নহর (২৬) এবং বহু কৃষিক্ষেত

وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا

ওয়া মাক্বা-মিন্ কারীম। ২৭। ওয়া 'নামাতিন্ কা-নূ ফীহা- ফা-কিহীন। ২৮। কাযা-লিকা; ওয়া আওরাছ্না-হা- ক্বাওমান্

ও সু-সজ্জিত বাসস্থান। (২৭) এবং কত প্রাচুর্য, যাতে তারা বিলাসিতায় চলত। (২৮) এ ভাবেই ঘটে গেল এবং আমি এগুলোর মালিক করেছিলাম

آخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ

আ-খারীন। ২৯। ফামা- বাকাত্ 'আলাইহিমুস্ সামা—উ ওয়াল্ আরদ্বু ওয়ামা- কা-নূ মুন্জারীন। ৩০। ওয়ালাক্বাদ্

অন্য এক সম্প্রদায়কে। (২৯) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তাদের জন্য ক্রন্দন করেনি এবং তাদের কোন সুযোগও দেয়া হয়নি। (৩০) আমি বনী

نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا

নাজ্জাইনা- বানী~ইস্রা—ঈল মিনাল্ 'আযা-বিল্ মুহীন। ৩১। মিন্ ফির্'আওনা ; ইন্নাহূ কা-না 'আ-লিয়াম্

ইসরাঈলকে রক্ষা করলাম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে (৩১) ফিরআউনের নিশ্চয়ই সে (ফেরাউন) ছিল (আল্লাহর) অবাধ্য,

مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ

মিনাল মুস্রিফীন। ৩২। ওয়া লাক্বাদিখ্ তার্না-হুম্ 'আলা- 'ইলমিন্ 'আলাল্ 'আ-লামীন। ৩৩। ওয়া আ-তাইনা-হুম্ মিনাল্

সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে, (৩২) আমি জেনে বুঝে তাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠতর করেছি। (৩৩) এবং আমি তাদেরকে দান করেছিলাম

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২০) ঃ ترجمون - হযরত মূসা (আ)-এর দাওয়াত ও তাবলীগের কারণে ফিরআউন মূসা (আ)-কে হত্যার ভয় দেখিয়েছিল। যে কারণে তিনি তাঁর রবের কাছে নিরাপত্তা কামনা করেছেন। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৪) ঃ رهوا - (নিশ্চল, পানি থামানো অবস্থায় ত্যাগ কর) অর্থাৎ (হে মূসা) তোমার প্রথম লাঠির আঘাতে নদী শুষ্ক হয়ে রাস্তা হয়ে যাবে। তখন তোমরা সে পথে নদী পার হয়ে চলে যাবে। দ্বিতীয় বার লাঠি দ্বারা আঘাত করবে না। কেননা তাতে নদী পুনরায় পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে। দ্বিতীবার আঘাত না করার কারণ, ফিরাউনের দলেরা নদী শুষ্ক দেখে সে পথে প্রবেশ করবে। তখনই তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হবে। ○ টীকা (আঃ ২৯) ঃ অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর কোন প্রাণীই তাদের ধ্বংসে ব্যথিত ও দুঃখিত হয়নি।

তিন চতুর্থাংশ

১ রুকূ ১৪

الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ ﴿٣٣﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا

আ-য়া-তি মা-ফীহি বালা—উম্ মুবীন। ৩৪। ইন্না হা~উলা—ই লা- ইয়াকূলূন। ৩৫। ইন্হিয়া ইল্লা- মাওতাতুনাল্

কতিপয় নিদর্শনাবলী, যাতে ছিল স্পষ্ট পরীক্ষা। (৩৪) কাফিরেরা তো এটাই বলে যে, (৩৫) আমাদের এ প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই,

الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾ أَهُمْ خَيْرٌ

উলা- ওয়ামা- নাহ্নু বিমুন্শারীন। ৩৬। ফা'তূ বিআ-বা—ইনা~ইন্ কুন্তুম্ স্বা-দিক্বীন। ৩৭। আহুম্ খাইরুন্

এবং আমরা আর পুনরায় উত্থিত হব না। (৩৬) সুতরাং তোমরা যদি সত্যবাদীই হও, তবে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে হাজির কর। (৩৭) (আল্লাহ বলেন) তারা

أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾

আম্ ক্বাওমু তুব্বা'ইওঁ, ওয়াল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ; আহ্লাক্না-হুম্ ইন্নাহুম্ কা-নূ মুজ্রিমীন।

(মক্কার কাফিরেরা) শ্রেষ্ঠ না 'তুব্বা' সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি, নিশ্চয়ই তারা ছিল অপরাধী।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا

৩৮। ওয়ামা- খালাক্নাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্দ্বা ওয়ামা- বাইনাহুমা- লা-'ইবীন। ৩৯। মা- খালাক্না-হুমা~ইল্লা-

(৩৮) আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে এসবগুলো খেল-তামাশার বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করিনি। (৩৯) আমি এ দুটি (আকাশ ও পৃথিবী)

بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾

বিল্হাক্কি ওয়ালা-কিন্না আক্ছারাহুম লা- ই'য়ালামূন। ৪০। ইন্না ইয়াওমাল্ ফাস্লি মীক্বা-তুহুম্ আজ্মা'ঈন।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে সৃষ্টি করিনি, কিন্তু অধিকাংশেই তা জানে না। (৪০) নিশ্চয়ই ফয়সালার দিন তাদের সবার (হিসাবনিকাশের) নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ ۚ

৪১। ইয়াওমা লা-ইউগ্নী মাওলান্ 'আম্ মাওলান্ শাইয়াওঁ ওয়ালা- হুম্ ইউন্সারূন। ৪২। ইল্লা-মার্ রাহিমাল্লা-হ্ ;

(৪১) সেদিন কোন বন্ধু অপর বন্ধুর কোনই উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না। (৪২) তবে তাদের কথা ভিন্ন, যার প্রতি

إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾

ইন্নাহূ হুওয়াল্ 'আযীযুর রাহীম। ৪৩। ইন্না শাজ্বারাতায্ যাক্কূম। ৪৪। ত্বা'আ-মুল্ আছীম।

আল্লাহ মেহেরবানী করেন। তিনিতো পরাক্রমশালী, করুণাময়। (৪৩) নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে, (৪৪) পাপীর খাদ্যদ্রব্য।

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ

৪৫। কাল্ মুহ্লি, ইয়াগ্লী ফিল্ বুতূন। ৪৬। কাগাল্ইল্ হামীম। ৪৭। খুযূহু ফা'তিলূহু ইলা- সাওয়া—ইল্

(৪৫) যা হবে, গলিত তামার ন্যায়, তা উদরে টগবগ করে ফুটতে থাকবে, (৪৬) উত্তলানো গরম পানির মত। (৪৭) আমি বলব, তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও

الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ

জ্বাহীম। ৪৮। ছুম্মা স্বুব্বূ ফাওক্বা রা'সিহী মিন্ 'আযাবিল্ হামীম। ৪৯। যুক্; ইন্নাকা আন্তাল্

জাহান্নামের মধ্যে। (৪৮) অতঃপর শাস্তি স্বরূপ, তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দাও। (৪৯) বলা হবে, তুমি (শাস্তির) স্বাদ উপভোগ কর

রুকূ ১৫ ২

الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي

'আযীযুল্ কারীম। ৫০। ইন্না হা-যা- মা- কুন্তুম্ বিহী তাম্তারূন। ৫১। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা ফী

তুমি ছিলে (পৃথিবীর) প্রতাপশালী, সম্মানিত। (৫০) এটা সেই জিনিস যাতে তোমরা সন্দেহ করতে। (৫১) নিশ্চয়ই পরহেজগারগণ থাকবে

مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

মাক্বা-মিন্ আমীন্। ৫২। ফী জান্না-তিওঁ ওয়া 'উইউন। ৫৩। ইয়াল্বাসূনা মিন্ সুন্দুসিওঁ ওয়া ইস্তাব্রাক্বিম্

নিরাপদ স্থানে (৫২) জান্নাত এবং নহরসমূহের মধ্যে। (৫৩) তারা সেখানে পরিধান করবে পাতলা ও ভারী রেশমী বস্ত্র এবং তারা পরস্পরে সামনা-সামনি

مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ

মুতাক্বা-বিলীন। ৫৪। কাযা-লিকা, ওয়া যাওয়াজ্না-হুম্ বিহূরিন্ 'ঈন্। ৫৫। ইয়াদ্'উনা ফীহা-বিকুল্লি

হয়ে বসবে। (৫৪) তাদের ব্যাপারে এরূপই হবে এবং তাদের বিয়ে করিয়ে দিব, ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরদের সাথে, (৫৫) সেখানে তারা নিশ্চিন্ত মনে

فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ

ফা-কিহাতিন্ আ-মিনীন। ৫৬। লা- ইয়াযূকূনা ফীহাল্ মাওতা ইল্লাল্ মাওতাতাল্ উলা-, ওয়া ওয়াক্বা-হুম্

প্রত্যেক প্রকারের ফল, সেবককে আনার জন্য বলবেন। (৫৬) প্রথম মৃত্যু ব্যতীত; সেখানে তারা আর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না, এবং তাদের রব তাদেরকে

عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا

'আযা-বাল্ জ্বাহীম। ৫৭। ফাদ্বলাম্ মির্ রাব্বিকা; যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল্ 'আজীম। ৫৮। ফাইন্নামা-

জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন, (৫৭) এটা আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। এটাই বিশাল সাফল্য। (৫৮) এ কুরআনকে আমি সহজ করে দিয়েছি,

يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

ইয়াস্ সার্না-হু বিলিসা-নিকা লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন। ৫৯। ফার্তাক্বিব্ ইন্নাহুম্ মুর্তাক্বিবূন।

আপনার (নিজ) ভাষায়, যাতে তারা (এর দ্বারা) উপদেশগ্রহণ করে। (৫৯) সুতরাং আপনি প্রতীক্ষায় থাকুন এবং তারাও তো অপেক্ষমান।

রুকূ ১৬ ৩

সূরা জ্বা-ছিয়াহ মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩৭ রুকূ ঃ ৪

حم ﴿١﴾ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ

১। হা-মী—ম্। ২। তান্যীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ 'আযীযিল্ হাকীম। ৩। ইন্না ফিস্ সামা-ওয়া-তি

(১) হা-মী-ম; (২) এ নাযিলকৃত কিতাব আল্লাহর তরফ থেকে (অবতীর্ণ), যিনি মহাপ্রতাপশালী, মহাবিজ্ঞ। (৩) নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী

০ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৫) ঃ آمنين - (নিশ্চিন্ত মনে) অর্থাৎ জান্নাতের ফল শেষ হয়ে যাবার ভয় নেই এবং সেগুলো খেলে কোন অসুখ হবারও ভয় নেই। নিশ্চিন্ত মনেই তারা সেগুলো খেতে পারবে। (কুঃ কারীম)

০ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৭) ঃ فضلا من ربك - হাদীস শরীফে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, জেনে রাখ! তোমাদের মধ্যে কাউকে তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। সাহাবাগণ আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেও? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হ্যাঁ! আমাকেও। তবে আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর রহমতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিবেন। (কুঃ কারীম)

وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٤ وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ

ওয়াল্ আরদ্বি লাআ-য়া-তিল্ লিল্ মু'মিনীন। ৪। ওয়া ফী খাল্‌ক্বিকুম ওয়ামা- ইয়াবুছ্ছু মিন দা—ব্বাতিন্ আ-য়া-তুল্
ও ভূ-মন্ডলে নিদর্শন রয়েছে মুমিনগণের জন্য। (৪) তোমাদের সৃষ্টিতে এবং জীব জন্তুর বিস্তারে অনেক নিদর্শন রয়েছে

لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝٥ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ

লিক্বাওমিই ইউক্বিনূন। ৫। ওয়াখ্‌তিলা-ফিল্ লাইলি ওয়ান্নাহা-রি ওয়ামা ~আন্‌যালাল্লা-হু মিনাস্ সামা—ই মির্
দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য। (৫) এবং রাত দিবসের গমনাগমনে, যমীন মৃত (শুষ্ক) হয়ে যাবার পরে আল্লাহ আকাশ হতে বর্ষণ করে

رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

রিয্‌ক্বিন্ ফাআহ্ইয়া- বিহিল্ আর্‌দ্বা 'বাদা মাওতিহা- ওয়া তাস্বরীফির রিয়া-হ্বি আ-য়া-তুল্ লিক্বাওমিই ই'য়াক্বিলূন।
যমীনকে যে জীবিত (সতেজ) করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে, নিদর্শন রয়েছে, জ্ঞানী লোকদের জন্য।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ

৬। তিল্‌কা আ-য়া-তুল্লা-হি নাত্‌লূহা- 'আলাইকা বিল্‌হ্বাক্ক্বি, ফাবিআইয়্যি হ্বাদীছিম্ 'বাদাল্লা-হি আ-য়া-তিহী
(৬) এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি আপনাকে সঠিকভাবে শোনাচ্ছি, সুতরাং আল্লাহর কথার পরে এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর পরে তারা কোন কথার প্রতি ঈমান

يُؤْمِنُوْنَ ۝٦ وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝٧ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ

ইউ'মিনূন। ৭। ওয়াইলুল্ লিকুল্লি আফ্‌ফা-কিন্ আছীম। ৮। ইয়াস্‌মা'উ আ-য়া-তিল্লা-হি তুত্‌লা- 'আলাইহি ছুম্মা ইউস্বিরুরু
আনবে? (৭) ধ্বংস, সেই প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীর, (৮) যে আল্লাহর আয়াতসমূহ তার সামনে পাঠ করতে শোনে, যখন তার সামনে তা পাঠ করা হয়, এরপরেও সে অহংকারী

مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٨ وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا

মুস্‌তাক্‌বিরান্ কাআল্লাম্ ইয়াস্‌মা'হা- ফাবাশ্‌শির্‌হু বি'আযা-বিন্ আলীম। ৯। ওয়া ইযা- 'আলিমা মিন্ আ-য়া-তিনা- শাইআনিত্
অবস্থায় এমনভাবে দৃঢ় থাকে, যেন সে তা শোনেনি। তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। (৯) যখন সে আমার কোন আয়াত সম্পর্কে অবগত হয় তখন সে তা

اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۭ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٩ مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا

তাখাযাহা- হুযুওয়ান ; উলা—ইকা লাহুম্ 'আযা-বুম্ মুহীন। ১০। মিওঁ ওয়ারা—ইহিম জ্বাহান্নামু, ওয়ালা-
নিয়ে পরিহাস করে, তাদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব। (১০) তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদের কোন

يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ

ইউগ্‌নী 'আন্‌হুম্ মা- কাসাবূ শাইআওঁ ওয়ালা- মাত্তাখাযূ মিন্ দূনিল্লা-হি আওলিয়া—আ, ওয়া লাহুম
কৃতকর্ম কোনই উপকারে আসবে না। তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিল তারাও নয়।

عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝١٠ هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ

'আযা-বুন্ 'আজীম। ১১। হা-যা- হুদান্, ওয়াল্লাযীনা কাফারূ বিআ-য়া-তি রাব্বিহিম্ লাহুম্ 'আযা-বুম্
তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি। (১১) এই কুরআন সত্যপথ প্রদর্শক এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে

১ ৪১ ১৭ রুকূ

مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝١١ اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ

মির রিজ্‌যিন্ আলীম। ১২। আল্লা-হুল্লাযী সাখ্‌খারা লাকুমুল্ বাহ্বরা লিতাজ্‌রিয়াল্ ফুল্‌কু ফীহি বিআম্‌রিহী
কষ্টদায়ক শাস্তি। (১২) আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণের জন্য কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন, যাতে তাঁর নির্দেশে তাতে নৌযানগুলো চলতে পারে এবং যাতে তোমরা

وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝١٢ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا

ওয়ালিতাব্‌তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী ওয়া লা'আল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন। ১৩। ওয়া সাখ্‌খারা লাকুম্ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-
তালাস করতে পার তাঁর অনুগ্রহ। আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (১৩) এবং তিনি তোমাদের জন্য কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন, আকাশমন্ডলী

فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝١٣ قُلْ لِّلَّذِيْنَ

ফিল্ আরদ্বি জ্বামী'আম্ মিন্‌হু ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিক্বাওমিই ইয়াতাফাক্কারূন। ১৪। কুল্ লিল্লাযীনা
ও পৃথিবীতে অবস্থিত সব সৃষ্ট জীবকে, তাঁর নিজ পক্ষ হতে। নিশ্চয়ই এগুলোর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন, চিন্তাশীলদের জন্য। (১৪) মুমিনগণকে বলুন,

اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًۢا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

আ-মানূ ইয়াগ্‌ফিরূ লিল্লাযীনা লা-ইয়ার্‌জূনা আইয়্যা-মাল্লা-হি লিইয়াজ্‌যিয়া ক্বাওমাম বিমা- কা-নূ ইয়াক্‌সিবূন।
তারা যেন ক্ষমা করে দেন তাদেরকে, যারা আল্লাহর দিবসগুলোর প্রতি আস্থা রাখে না; যাতে আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দিতে পারেন।

۝١٤ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۡ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝

১৫। মান্ 'আমিলা স্বা-লিহ্বান্ ফালিনাফ্‌সিহী ওয়ামান্ আসা —আ ফা'আলাইহা-, ছুম্মা ইলা-রাব্বিকুম তুর্‌জ্বা'উন।
(১৫) যে নেক কাজ করে, তা তার জন্যই করে, এবং যে খারাপ কাজ করে, তার প্রতিফল তার উপরই বর্তিবে, অতঃপর তোমরা তোমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

۝١٥ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ

১৬। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- বানী~ইস্‌রা—ঈলাল্ কিতা-বা ওয়াল্ হুক্‌মা ওয়ান্‌নুবুওয়্যাতা ওয়া রাযাক্বনা-হুম্ মিনাত্ব
(১৬) আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব (তাওরাত), বাদশাহী ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পবিত্র খাদ্য দান করেছিলাম

الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝١٦ وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا

ত্বাইয়্যিবা-তি ওয়া ফাদ্বদ্বাল্‌না-হুম 'আলাল্ 'আ-লামীন। ১৭। ওয়া আ-তাইনা-হুম্ বাইয়্যিনা-তিম্ মিনাল্ আম্‌রি, ফামাখ্ তালাফূ~
এবং বিশ্বজগতের উপর তাদেরকে মর্যাদাবান করেছিলাম। (১৭) এবং তাদেরকে দান করেছিলাম দ্বীন সম্পর্কিত সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। তাদের কাছে জ্ঞান

اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

ইল্লা-মিম্ বা'দি মা- জ্বা—আহুমুল্ 'ইল্‌মু ; বাগ্‌ইয়াম্ বাইনাহুম্; ইন্না রাব্বাকা ইয়াক্বদ্বী বাইনাহুম্
পৌঁছার পরও তাদের পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের কারণে, তারা মতভেদ করেছিল। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক, কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে সে বিষয়

الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝١٧ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ

ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়াখ্‌তালিফূন। ১৮। ছুম্মা জ্বা'আল্‌না-কা 'আলা-শারী'আতিম মিনাল্ আম্‌রি
ফয়সালা করে দিবেন, যে বিষয় তারা পরস্পরে মতভেদ করত। (১৮) অতঃপর আমি আপনাকে দ্বীনের এক বিশেষ পথের উপর সু-প্রতিষ্ঠিত করেছি, সুতরাং

فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝١٨ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ

ফাত্তা'বিহা- ওয়ালা-তাত্তা'বি আহ্‌ওয়া—আল্লাযীনা লা-ই'য়ালামূন। ১৯। ইন্নাহুম লাঈ ইউগ্‌নূ 'আন্‌কা মিনাল লা-হি

আপনি সে নীতিগুলোই মেনে চলুন। অজ্ঞ (লোক)-দের মনোবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। (১৯) তারা আপনার কোনই উপকারে আসবে না আল্লাহর

شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۝١٩ هَٰذَا

শাইআন ; ওয়া ইন্নাজ্‌ জা-লিমীনা 'বাদ্বুহুম্‌ আওলিয়া—উ 'বাদ্বিন, ওয়াল্লা-হু ওয়ালিয়্যুল্‌ মুত্তাক্বীন। ২০। হা-যা-

সামনে। জালিম (পাপী) গণ একে অপরের বন্ধু এবং আল্লাহ পরহেজগারদের বন্ধু। (২০) এ কুরআন

بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝٢٠ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا

বাস্বা—ইরু লিন্না-সি ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহ্বমাতুল্‌ লিক্বাওমিঁই ইউক্বিনূন। ২১। আম্‌ হ্বাসিবাল্‌ লাযীনাজ্ব তারাহ্বুস্‌

মানব জাতির জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং দৃঢ়-বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ। (২১) তবে কি, যারা খারাপ (পাপ) কাজ করে,

السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ

সায়্যিআ-তি আন্‌ নাজ্ব'আলাহুম্‌ কাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি, সাওয়া—আম্‌ মাহ্বইয়া-হুম্‌

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে, তাদের জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে মুমিনগণ ও পুণ্যবানদের সমান করব?

وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝٢١ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

ع ২ ৪০ ১৮ রুকূ

ওয়া মামা-তুহুম ; সা—আ মা- ইয়াহ্বকুমূন। (২২) ওয়া খালাক্বাল্লা-হুস্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্‌ আর্‌দ্বা বিল্‌হ্বাক্বক্বি

কতইনা নিকৃষ্ট তাদের! ফয়সালা, (বিবেচনা)! (২২) আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে যথার্থতার সাথে সৃষ্টি করেছেন এবং যাতে প্রত্যেকটি

وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝٢٢ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ

ওয়া লিতুজ্বযা- কুল্লু নাফ্‌সিম্‌ বিমা- কাসাবাত ওয়া হুম্‌ লা-ইউজ্‌লামূন। ২৩। আফারাআইতা মানিত্তাখাযা

লোককে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া যায় এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না। (২৩) আপনি তার প্রতি খেয়াল করেছেন? যে তার

إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ

ইলা-হাহূ হাওয়া-হু ওয়া আদ্বাল্লাহুল্লা-হু 'আলা- 'ইলমিঁও ওয়াখাতামা 'আলা- সাম্‌'ইহী ওয়া ক্বাল্‌বিহী ওয়া জ্বা'আলা 'আলা- বাস্বারিহী

কু-প্রবৃত্তিকে নিজ মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, আল্লাহ তাকে তার জ্ঞানের উপর বিভ্রান্ত করেছেন, তার কর্ণ ও অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর ঢেলে দিয়েছেন

غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝٢٣ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا

গিশা-ওয়াতান ; ফামাঁই ইয়াহ্‌দীহি মিম্‌ 'বাদিল্লা-হি ; আফালা- তাযাক্কারূন। ২৪। ওয়া ক্বা-লূ মা-হিয়া ইল্লা- হ্বায়া-তুনাদ্‌

পর্দা, সুতরাং আল্লাহর পরে, কে তাকে সত্য পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি এরপরেও উপদেশ গ্রহণ করবে না? (২৪) তারা বলে, আমাদের জীবনতো শুধু এ পার্থিব

O বিশ্লেষণ (আঃ ২১) ঃ ......سواء محياهم - কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কি এ ধারণা করতে পারে যে, এক নাফরমান (পাপী) ব্যক্তি এবং একজন নেককার (সৎ) ব্যক্তি, এ দু'জনার সাথে আল্লাহ তায়ালা সমান (একই ধরনের) ব্যবহার করবেন? এবং উভয়ের পরিণাম কি একই ধরনের হবে? কখনই নয়। না তারা দু'জন এ পার্থিব জগতে বরাবর হতে পারে, না মৃত্যুর পরে। মুমিনগণ মৃত্যুর পরে পাবেন জান্নাত, অগণিত নেয়ামত এবং উচ্চ মর্যাদা। কাফিরেরা এসব কিছু থেকে থাকবে বঞ্চিত। (তাঃ ওসমানী) O বিশ্লেষণ (আঃ ২৩) ঃ على علم - অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, যে নিজ কুপ্রবৃত্তিকে মাবুদ হিসেবে মেনে নিয়েছে, সে মানসিকভাবেই খারাপ। তার কুফর হওয়াটা আল্লাহ অবগত আছেন বলেই তাকে বিভ্রান্ত করেন। অথবা, সে (অবিশ্বাসী মুশরিক) আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে জ্ঞান রাখার পরেও এবং বুঝার পরেও বিভ্রান্তির পথ গ্রহণ করেছে। (তাঃ ওসমানী)

الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ

দুন্‌ইয়া- নামূতু ওয়া নাহ্বইয়া- ওয়ামা- ইউহ্‌লিকুনা~ইল্লাদ্‌ দাহ্‌রু, ওয়ামা- লাহুম্‌ বিযা-লিকা মিন্‌ 'ইলমিন্‌

জীবনই। আমরা (পৃথিবীতেই) মরি ও জীবিত থাকি। মহাকালই আমাদের ধ্বংস করে, কিন্তু তাদের এ সম্পর্কে কোনই জ্ঞান নেই, তারা তো

إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝٢٤ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ

ইন্‌হুম্‌ ইল্লা- ইয়াজুন্‌নূন। ২৫। ওয়া ইযা- তুত্‌লা- 'আলাইহিম্‌ আ-য়া-তুনা- বায়্যিনা-তিম্‌ মা-কা-না হুজ্জ্বাতাহুম

শুধু মাত্র নিজ ধারণায় কথা বলে। (২৫) যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়; তখন তাদের কাছে এ কথা ব্যতীত আর অন্য কোন দলীল

إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝٢٥ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ

ইল্লা~আন্‌ ক্বা-লু'তূ বিআ-বা—ইনা~ইন্‌ কুন্‌তুম ছা-দিক্বীন। ২৬। কুলিল্লা-হু ইউহ্‌'ঈকুম্‌ ছুম্মা

থাকে না যে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এনে উপস্থিত কর। (২৬) বলুন, আল্লাহই তোমাদের জীবন দানকারী এবং

يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

ইউমীতুকুম্‌ ছুম্মা ইয়াজ্বমা'উকুম্‌ ইলা- ইয়াওমিল্‌ ক্বিয়া-মাতি লা-রাইবা ফীহি ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারান্‌ না-সি

তিনিই তোমাদের মৃত্যু দাতা। তিনিই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন, যাতে কোনই সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ লোক

لَا يَعْلَمُونَ ۝٢٦ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ

৩ ২০/১৫ ১৯ রুকূ

লা- ই'য়ালামূন্‌ ২৭। ওয়া লিল্লা-হি মুল্‌কুস্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্‌ আর্‌দ্বি ; ওয়া ইয়াওমা তাক্বুমুস্‌ সা-'আতু ইয়াওমাইযি

তা জানে না। (২৭) আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহী একমাত্র আল্লাহরই জন্য। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা

يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ۝٢٧ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا

ইয়াখ্‌সারুল্‌ মুব্‌ত্বিলূন। ২৮। ওয়া তারা-কুল্লা উম্মাতিন্‌ জ্বা-ছিয়াতান্‌ কুল্লু উম্মাতিন্‌ তুদ্‌'আ~ইলা- কিতা-বিহা-;

হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (২৮) আপনি সেদিন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে হাঁটুর ওপর ভর করে থাকা অবস্থায় দেখতে পাবেন, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ডাকা হবে

الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٢٨ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا

আল্‌ইয়াওমা তুজ্বযাওনা মা- কুন্‌তুম্‌ 'তামালূন। ২৯। হা-যা- কিতা-বুনা- ইয়ান্‌ত্বিক্ব 'আলাইকুম্‌ বিল্‌হ্বাক্বক্বি ; ইন্না- কুন্না-

তার আমল নামার দিকে এবং আজ তোমাদের সে প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে। (২৯) এ আমার কিতাব, যা তোমাদের ব্যাপারে সত্য

نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٢٩ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ

নাস্‌তান্‌সিখু মা- কুন্‌তুম্‌ 'তামালূন। ৩০। ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ফাইউদ্‌খিলুহুম্‌

সত্য বলে দিবে। আমি তোমাদের কৃত কর্মগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলাম। (৩০) যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, তাদের

رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۝٣٠ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ

রাব্বুহুম্‌ ফী রাহ্বমাতিহী ; যা-লিকা হুওয়াল্‌ ফাওযুল্‌ মুবীন। ৩১। ওয়া আম্মাল্‌ লাযীনা কাফারূ, আফালাম্‌

প্রতিপালক তাদের প্রবেশ করাবেন, তাঁর নিজ রহমতে (জান্নাতে)। এটাই তাদের প্রকাশ্য সফলতা। (৩১) যারা কাফির তাদেরকে বলা হবে তোমাদের

تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝٣١ وَاِذَا قِيْلَ

তাকুন্ আ-য়া-তী তুত্লা- 'আলাইকুম্ ফাস্তাক্বারতুম্ ওয়া কুন্তুম্ ক্বাওমাম্ মুজ্রিমীন। ৩২। ওয়া ইযা- ক্বীলা

সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়নি? কিন্তু তোমরা অহঙ্কার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে বড়ই পাপী সম্প্রদায়। (৩২) আর যখন

اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ

ইন্না ও'য়াদাল্লা-হি হাক্কুঁও ওয়াস্ সা-'আতু লা- রাইবা ফীহা- ক্বুল্তুম্ মা- নাদ্রী মাস্সা-'আতু, ইন্

বলা হত যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সঠিক এবং কিয়ামত সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই, তোমরা তখন বলতে, আমরা বুঝি না, কিয়ামত কি? আমাদের মতে

نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ۝٣٢ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ

নাজুন্নু ইল্লা- জান্নাঁও ওয়ামা- নাহ্নু বিমুস্তাইক্বিনীন। ৩৩। ওয়া বাদা-লাহুম্ সায়্যিআ-তু মা-'আমিলূ ওয়া হ্বা-ক্বা

এটা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত নই। (৩৩) তাদের কাছে তাদের খারাপ কাজগুলো প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে বিষয়গুলো নিয়ে

بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٣٣ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ

বিহিম্ মা- কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিউন। ৩৪। ওয়া ক্বীলাল্ ইয়াওমা নান্সা-কুম্ কামা- নাসীতুম্ লিক্বা—আ

তারা ঠাট্টা করত, সেগুলোই তাদেরকে বেষ্টন করে নিবে। (৩৪) এবং তাদের বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলব, যেভাবে তোমরা এ দিবসের

يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝٣٤ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ

ইয়াওমিকুম্ হা-যা- ওয়ামা'ওয়া- কুমুন্ না-রু ওয়া মা- লাকুম্ মিন্ না-স্বিরীন। ৩৫। যা-লিকুম বিআন্নাকুমুত্ তাখায্তুম্

সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, তোমাদের কোনই সাহায্যকারী থাকবে না। (৩৫) এ (শাস্তি) গুলোর কারণ, তোমরা আল্লাহর

اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا

আ-য়া-তিল্লা-হি হুযুওয়াওঁ ওয়াগাররাত্কুমুল হ্বা-য়া-তুদ্ দুন্ইয়া-, ফাল্ইয়াওমা লা- ইউখ্রাজূনা মিন্হা-

আয়াতসমূহ সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে এবং এ পার্থিব জীবন তোমাদেরকে ধোকায় ফেলেছিল, সুতরাং আজ তোমাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে না

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝٣٥ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ

ওয়ালা-হুম্ ইউস্'তাতাবূন। ৩৬। ফালিল্লা-হিল্ হ্বাম্দু রাব্বিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া রাব্বিল্ আর্দ্বি রাব্বিল্

এবং তাদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের সুযোগ ও দেয়া হবে না। (৩৬) যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশমন্ডলীর ও পৃথিবীর প্রতিপালক

الْعٰلَمِيْنَ ۝٣٦ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৪ ع ২০ রুকূ

'আ-লামীন। ৩৭। ওয়ালাহুল্ কিব্রিইয়া—উ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি, ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হ্বাকীম।

ও সারা জাহানের প্রতিপালক। (৩৭) আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তাঁরই মহিমা (শ্রেষ্ঠত্ব), তিনি মহাপ্রতাপশালী, মহাবিজ্ঞ।

○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ পাপাচারিগণের অসৎকার্যের প্রতিফল তারা ভোগ করবেই। তদুপরি দোযখে পতিত হয়ে তারা তিরস্কারমূলক ও হতাশাব্যঞ্জক কথাও শ্রবণ করবে। তাদেরকে বলা হবে যে, পৃথিবীতে তোমরা যেরূপ পরকালকে ভুলেছিলে, অদ্য আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে তদ্রূপ ভুলেছি। এতে দোযখবাসীরা হতাশায় মুষড়িয়ে পড়বে। "আমি তোমাদেরকে ভুলে যাচ্ছি" অর্থে আল্লাহ তায়ালার যে বিস্মৃতি আসবে, তা নয়। এটা পরকাল অবিশ্বাসী দোযখবাসীদের প্রতি তিরস্কার ও হতাশাস্বরূপ বলা হবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র, কোন প্রকার ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৫) ঃ ولاهم يستعتبون - অর্থাৎ পরকালে কাফিরদেরকে সুযোগ দেয়া হবে না যে, তারা তওবা করে অথবা আল্লাহ তায়ালাকে রাজী-খুশী করিয়ে তাদের শাস্তি মওকুফ করাবে ও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সূরা আহক্বা-ফ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩৫
রুকূ ঃ ৪

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ

পারা ২৬

১। হ্বা-মী—ম্। ২। তান্যীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ 'আযীযিল্ হ্বাকীম। ৩। মা- খালাক্বনাস্ সামা-ওয়া-তি

(১) হ্বা-মী-ম; (২) এ কিতাব আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ; যিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (৩) আমি আকাশ

وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ

ওয়াল্ আর্দ্বা ওয়ামা- বাইনাহুমা~ইল্লা-বিল্হ্বাক্বক্বি ওয়া আজ্বালিম্ মুসাম্মান ; ওয়াল্লাযীনা কাফারূ 'আম্মা~

ও পৃথিবী এবং তাঁর মধ্যস্থ সব কিছুই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যথাযোগ্য সৃষ্টি করেছি। যারা কাফির তাদেরকে সতর্কবাণী শোনাবার পরেও তা থেকে

اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝٣ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا

উন্যিরূ 'মুরিদ্বূন। ৪। ক্বুল্ আরাআইতুম্ মা-তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি আরূনী মা- যা-খালাকূ

মুখ ফিরায়। (৪) বলুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখছ যে, আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাকছ, তাদের সম্পর্কে? আমাকে তোমরা দেখাও,

مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۖ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ

মিনাল্ আর্দ্বি আম্ লাহুম্ শির্কুন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ; ঈতূনী বিকিতা-বিম্ মিন্ ক্বাব্লি হা-যা~

তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা তারা কোন অংশীদার আছে কিনা আকাশগুলীতে? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে এ কুরআনের পূর্ববর্তী

اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٤ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আও আছা-রাতিম্ মিন্ 'ইল্মিন্ ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ৫। ওয়ামান্ আদ্বাল্লু মিম্মাই ইয়াদ্'উ মিন্ দূনিল্লা-হি

কোন কিতাব অথবা পূর্ব বর্ণিত কোন তথ্য আমার কাছে উপস্থিত কর। (৫) সে ব্যক্তির চেয়ে পথভ্রষ্ট আর কে? যে আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকে,

مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝٥ وَاِذَا حُشِرَ

মাল্ লা- ইয়াস্তাজ্বীবু লাহূ~ইলা- ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি ওয় হুম্ 'আন্ দু'আ—ইহিম্ গা-ফিলূন। ৬। ওয়া ইযা- হুশিরান্

যে কিয়ামত পর্যন্ত ডাকলেও তাকে জবাব দিবে না। বরং তারা তাদে ডাক সম্পর্কে বে-খবর। (৬) যখন সব মানুষকে সমবেত করা হবে,

النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝٦ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ

না-সু কা-নূ লাহুম আ'দা—আওঁ ওয়া কা-নূ বি'ইবা-দাতিহিম কা-ফিরীন। ৭। ওয়া ইযা- তুত্লা- 'আলাইহিম

তখন সে (দেবতা) গুলো তাদের দুশমন হয়ে যাবে এবং সে (ভ্রান্ত মাবুদ)-গুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (৭) যখন তাদের সামনে আমার

اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

আ-য়া-তুনা- বাইয়্যিনা-তিন্ ক্বা-লাল লাযীনা কাফারূ লিল্হ্বাক্বক্বি লাম্মা- জ্বা—আহুম্, হা-যা- সিহ্বরুম্ মুবীন।

সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন কাফিরেরা এ সত্য বিষয় (কুরআন) সম্পর্কে বলে, যখন তা তাদের কাছে আসে, এটাতো প্রকাশ্য যাদু

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ

৮। আম্ ইয়াক্বূলূনাফ্ তারা-হু ; ক্বুল্ ইনিফ্ তারাইতুহূ ফালা- তাম্লিকূনা লী মিনাল্লা-হি শাইআন ;
(৮) অথবা তারা বলে যে, এটি সে নিজেই বানিয়েছে। বলুন, যদি আমি নিজেই তৈরী করে থাকি, তবে তোমরা কোন ক্ষমতাই রাখবে না আল্লাহর শাস্তি হতে, আমাকে

هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

হুওয়া 'আলামু বিমা-তুফীদূনা ফীহি ; কাফা-বিহী শাহীদাম্ বাইনী ওয়া বাইনাকুম ; ওয়া হুয়াল্ গাফূরুর্ রাহীম।
রক্ষা করতে; তোমরা যা চিন্তা-ভাবনা করছ, আল্লাহ তা ভালভাবেই জানেন। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনিই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ

৯। ক্বুল্ মা- কুন্তু বিদ্'আম্ মিনার্ রুসুলি ওয়ামা~আদ্রী মা- ইউফ্'আলু বী ওয়ালা-বিকুম ; ইন্ আত্তাবি'উ
(৯) বলুন, আমিতো রাসূলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নই। আমি জানি না, তোমাদের সাথে ও আমার সাথে কি আচরণ করা হবে। আমার প্রতি যা

إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

ইল্লা- মা- ইউহ্বা~ইলাইয়্যা ওয়ামা~আনা ইল্লা- নাযীরুম্ মুবীন। ১০। ক্বুল্ আরাআইতুম্ ইন্ কা-না মিন্ 'ইন্দিল্লা-হি
ওহী করা হয়, আমি শুধু তারই অনুসরণ করি। আমিতো শুধু একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী। (১০) বলুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ, যদি এ কুরআন আল্লাহর তরফ

وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ

ওয়া কাফারতুম্ বিহী ওয়া শাহিদা শা-হিদুম্ মিম্ বানী~ইস্‌রা—ঈলা 'আলা- মিছ্‌লিহী ফাআ-মানা ওয়াস্ তাক্‌বারতুম ;
হতে হয়ে থাকে, আর তোমরা তা অস্বীকার কর, এবং বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী, অনুরূপ সাক্ষ্য দেয় এবং এতে ঈমানও আনে আর তোমরা আত্মগর্ব কর,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ

ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমায্ যা-লিমীন। ১১। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ লিল্লাযীনা আ-মানূ লাও
তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম দেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (১১) এবং কাফিরেরা মুমিনগণ সম্পর্কে বলে যে, যদি এটা ভালই হতো,

كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ

কা-না খাইরাম্ মা- সাবাক্বূনা~ইলাইহি ; ওয়া ইয্ লাম্ ইয়াহ্তাদূ বিহী ফাসাইয়াক্বূলূনা হা-যা~ইফ্‌কুন্
তবে তারা আমাদের পূর্বে তার দিকে (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণে) অগ্রগামী হতে পারত না। যখন তারা এ (কুরআন) দ্বারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়নি, তখন তারা বলে, এ তো

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৯) ঃ قل ما كنت بدعا - অর্থাৎ তোমরা আমার কথায় আশ্চর্য হচ্ছ কেন? আমিতো অভিনব কোন কিছু নিয়ে আসিনি। আমার পূর্বে পৃথিবীতে নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা জারী ছিল। আমি সর্বশেষ নবী। আমি নতুন (প্রথম) নবী হিসেবে আসেনি। পূর্ববর্তী রাসূলগণ যে সংবাদ দিয়েছেন, আমিও অনুরূপ সংবাদ দিচ্ছি। সুতরাং তা মেনে নিতে তোমাদের অসুবিধা কোথায়? (তাঃ ওসমানী)

وما ادرى - অর্থাৎ আমি অবগত নই, আমার সাথে আল্লাহ তায়ালা কিরূপ ব্যবহার করবেন। আমার এখানে (পৃথিবীতে) সুখ হবে, না কষ্ট হবে, মক্কা থেকে আমি হিজরত করব, না এখানে অবস্থান করব, আমার মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হবে, না তোমাদের হাতে আমি নিহত হব, এসব কিছুই একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। এবং তোমাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা কিরূপ ব্যবহার করবেন তাও আমি অবগত নই, তোমাদেরকে যমীনে দাবিয়ে দেবেন, না ভূমি কম্প দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন, না অন্যভাবে শাস্তি দেবেন, না অবকাশ দেবেন, এসব কিছুই আমি জানি না। আমার কাজ শুধু আল্লাহর ওহীর অনুসরণ করা এবং দ্বীনের দাওয়াত পৌছান এবং সাবধান করা। (তাঃ কাদেরী) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ شاهد من بنى اسرائيل - বনী ইসরাঈলের সাক্ষ্য দ্বারা আবদুল্লাহ ইবন সালামকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে– মক্কায় অবস্থানকালীন কোন বনী ইসরাঈলকে বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)

✪ শানে নুযূল (আঃ ১১) ঃ وقال الذين كفروا - হযরত বিলাল, আম্মার, সোহায়েব এবং খাব্বাব (রা) প্রমুখ যারা গরীব ও অসহায় ছিলেন অথচ ইসলাম গ্রহণে তারা অগ্রগামী ছিলেন, মক্কার কাফিরেরা তাদেরকে দেখে বলত, যদি এ দ্বীনের মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত থাকত, তবে আমাদের মত সম্মানিত ব্যক্তিরাই সর্বপ্রথম সে দ্বীন (ইসলাম) কবুল করত। তারা (গরীব মুসলমানগণ) আমাদের পূর্বে ঈমান নিতে পারত না। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (কুঃ কাঃ)

قَدِيمٌ ۝ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ

ক্বাদীম। ১২। ওয়া মিন্ ক্বাব্লিহী কিতা-বু মূসা~ইমা-মাওঁ ওয়া রাহ্মাতান ; ওয়া হা-যা- কিতা-বুম্ মুস্বাদ্দিক্বুল্
প্রাচীনত্ব মিথ্যা। (১২) এর (কুরআনের) পূর্বে মূসার কিতাব ছিল পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ এবং এ কিতাব তা সত্যায়িত

لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ

লিসা-নান্ 'আরাবিয়্যাল্ লিইউন্‌যিরাল্ লাযীনা জালামূ ; ওয়া বুশ্‌রা- লিল্‌মুহ্‌সিনীন। ১৩। ইন্নাল্লাযীনা
করে, যা আরবী ভাষায়, যাতে সতর্ক করে জালিমদেরকে এবং সু-সংবাদ দেয় পুণ্যবানদেরকে। (১৩) যারা বলে, আমাদের

قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ

ক্বা-লূ রাব্বুনাল্লা-হু ছুম্মাস্ তাক্বা-মূ ফালা- খাওফুন্ 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্‌যানূন। ১৪। উলা—ইকা
প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর এর উপরই দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা বিষন্নও হবে না। (১৪) তারাই

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَوَصَّيْنَا

আস্বহা-বুল্ জান্নাতি খা-লিদীনা ফীহা-, জাযা—আম্ বিমা- কা-নূ ই'য়ামালূন। ১৫। ওয়া ওয়াস্বস্বাইনাল্
জান্নাতের অধিবাসী, যেখানে তারা চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করবে। এটা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান। (১৫) আমি মানুষকে তার মাতা পিতার

الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ

ইন্‌সা-না বিওয়া-লিদাইহি ইহ্‌সা-নান ; হ্বামালাত্‌হু উম্মুহূ কুর্‌হাওঁ ওয়া ওয়াদ্বা'আত্‌হু কুর্‌হান ; ওয়া হ্বাম্‌লুহূ ওয়া ফিস্বা-লুহূ
সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করে অতি কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে খুবই কষ্টের সাথে এবং তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও

ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي

ছালা-ছূনা শাহ্‌রান ; হ্বাত্তা~ইযা-বালাগা আশুদ্দাহূ ওয়া বালাগা আর্‌বা'ঈনা সানাতান্, ক্বা-লা রাব্বি আও'যিনী~
দুধ ছাড়াতে সময় লেগেছে ত্রিশমাস, যখন সে যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে পৌছে, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক!, আমাকে তাওফীক দান করুন,

أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ

আন্ আশ্‌কুরা 'নিমাতাকাল্ লাতী~আন্'আম্‌তা 'আলাইয়্যা ওয়া 'আলা- ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন্ 'আমালা স্বা-লিহ্বান তার্‌দ্বা-হু
যাতে আমি আপনার সে নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা আপনি আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি দান করেছেন এবং আমি যাতে এমন নেক কাজ করতে

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৫) ঃ بوالديه احسنا - মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য কুরআন মাজীদে কঠোরভাবে তাগীদ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন দিক দিয়ে পিতার চেয়ে মাতার হক অগ্রগণ্য। কেননা, মাতা নয়মাস পর্যন্ত সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার কষ্ট এবং পরে সন্তান প্রসব করার কষ্ট সহ্য করেন। এ কারণে হাদীস শরীফেও মাতাকে, পিতার চেয়ে প্রাধান্য দিয়েছে। এক সাহাবী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্ব প্রথম কে দাবীদার? তিনি (স) জবাব দিলেন, তোমার মাতা। সে সাহাবী (রা) পুনরায় একথা জিজ্ঞেস করেন, তিনি (স) অনুরূপই জবাব দেন। তৃতীয়বারেও তিনি (স) অনুরূপ জবাব দেন। চতুর্থবারে তিনি (স) বলেন, তোমার পিতা। (কুঃ কারীম)

فصال - অর্থ (শিশুকে) মায়ের দুধ ছাড়ানো। কতিপয় সাহাবা (রা)-এর দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, মহিলাদের গর্ভের বাচ্চার সময়কাল কমপক্ষে ছয়মাস। অর্থাৎ ছয়মাসের পরে যদি কোন মহিলার সন্তান জন্ম হয় তবে সে সন্তান বৈধ সন্তান। কেননা, কুরআন শিশুর দুধ ছাড়ানোর সময়কাল দু বছর (২৪ মাস) বর্ণনা করেছে। (সূরা লুকমান ১৪ ঃ সূরা বাকারা ২৩৩ঃ) এ হিসেবে গর্ভের বাচ্চার সময়কাল শুধু ছয়মাস বাকী থাকে। (কুঃ কারীম)

اشد - দ্বারা যৌবনকালকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, ১৮ (আঠার) বছর সময়কালকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম)

بلغ اربعين - শানে নুযূল ঃ অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এ আয়াত হযরত আবু বকরের (রা) শানে বর্ণিত। কেননা, আবু বকর (রা) ৬ মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন, দু' বছর পূর্ণ দুধ পান করেছেন। আঠার বছর বয়সের সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হন এবং রাসূলুল্লাহর সাথে সিরিয়া সফরে যান। তখন রাসূলুল্লাহর (স)-এর বয়স ছিল বিশ বছর। যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স চল্লিশ বছর। তখন আবু বকরের (রা) বয়স ৩৮ বছর। এ সময় তিনি রাসূলের (স) প্রতি ঈমান আনেন। যখন হযরত আবু বকরের বয়স চল্লিশে পৌছে, তখন তিনি উল্লেখিত দোয়া করেন। (তাঃ কাদেরী)

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ

ওয়া আস্বলিহ্ লী ফী যুর্‌রিয়্যাতী ; ইন্নী তুব্‌তু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল্ মুসলিমীন। ১৬। উলা—ইকাল্
পারি যাতে আপনি খুশী হন আমার সন্তানদের মধ্যে নেক কাজ করার সামর্থ্য দিন। আমি আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি অনুগত হলাম। (১৬) আমি

الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ

লাযীনা নাতাক্বাব্বালু 'আন্‌হুম আহ্‌সানা মা- 'আমিলূ ওয়া নাতাজা-ওয়াযু 'আন্ সায়্যিআ-তিহিম ফী~আস্‌হা-বিল্
এসব লোকদেরই নেক কাজগুলো গ্রহণ করে থাকি এবং তাদের খারাপ (পাপ) কাজগুলো মিটিয়ে দিয়ে থাকি। তারা হবে

الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ

জান্নাতি ; ও'য়াদাস্ব স্বিদ্‌ক্বিল্ লাযী কা-নূ ইউ'আদূন ১৭। ওয়াল্লাযী ক্বা-লা লিওয়া-লিদাইহি উফ্‌ফিল্
জান্নাতের অধিবাসী, সে সত্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, যে প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছিল। (১৭) আর যে তার মাতা-পিতাকে বলে, তোমাদের প্রতি আমি অসন্তুষ্ট

لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ۖ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ

লাকুমা~আতা'ইদা-নিনী~আন্ উখ্‌রাজা ওয়াক্বাদ্ খালাতিল্ কুরূনু মিন্ ক্বাব্‌লী, ওয়া হুমা- ইয়াস্‌তাগীছা-নিল্লা-হা
তোমরা আমাকে এ কথাই বলতে চাও যে, "আমি পুনরুত্থিত হব এবং আমার পূর্বে বহু দল অতিবাহিত হয়ে গেছে"। তারা উভয়ই আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে

وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

ওয়াইলাকা আ-মিন্ ; ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হাক্বকুন্, ফাইয়াকূলু মা- হা-যা~ইল্লা~আসা-ত্বীরুল্ আওয়্যালীন।
এবং বলে তোমার জন্য আফসোস! তুমি ঈমান আন নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু সে বলে, এগুলো প্রাচীন কালের উপাখ্যান।

﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ

১৮। উলা—ইকাল্ লাযীনা হাক্বক্বা 'আলাইহিমুল্ ক্বাওলু ফী~উমামিন্ ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাব্‌লিহিম মিনাল্ জিন্নি
(১৮) নিশ্চয়ই এদের পূর্বে জীন ও মানুষের মধ্য হতে অনেক সম্প্রদায় চলে গেছে যাদের প্রতিও তাদের ন্যায় আল্লাহর বাণী (শাস্তি) সত্য হয়েছে।

وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ

ওয়াল্ ইন্‌সি ; ইন্নাহুম কা-নূ খা-সিরীন। ১৯। ওয়া লিকুল্লিন্ দারাজা-তুম্ মিম্মা- 'আমিলূ, ওয়া লিইউওয়াফ্‌ফিয়াহুম
এরাতো (ভীষণ) ক্ষতিগ্রস্ত। (১৯) প্রত্যেকেই তার (নিজকৃত) কর্ম অনুযায়ী পদমর্যাদা (সম্মান) লাভ করবে, যাতে তারা তাদের কর্মের পূর্ণ

أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ

'আমা-লাহুম ওয়া হুম লা-ইউজ্‌লামূন। ২০। ওয়া ইয়াওমা ই'উরাদ্বুল লাযীনা কাফারূ 'আলান্ না-রি ; আযহাবতুম্
প্রতিদান পায় এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (২০) যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের পার্শ্বে উপস্থিত করা হবে, সে দিন তাদের বলা হবে তোমরা

طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ

ত্বাইয়্যিবা-তিকুম্ ফী হায়া-তিকুমুদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়াস্‌তাম্‌তা'তুম বিহা-, ফাল্‌ইয়াওমা তুজ্‌যাওনা 'আযা-বাল্
তোমাদের উপভোগীয় উৎকৃষ্ট বস্তু পার্থিব জীবনেই শেষ করে দিয়েছ এবং তার দ্বারা পার্থিব উপকৃত হয়েছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনার

الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ۝

হূনি বিমা- কুন্‌তুম্ তাস্‌তাকবিরূনা ফিল্ আরদ্বি বিগাইরিল্ হাক্বক্বি ওয়া বিমা- কুন্‌তুম তাফ্‌সুকূন।
শাস্তি প্রদান করা হবে, কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করেছিলে এবং তোমরা অপকর্মে লিপ্ত ছিলে।

﴿٢١﴾ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

২১। ওয়ায্‌কুর আখা- 'আ-দিন্ ; ইয্ আন্‌যারা ক্বাওমাহূ বিল্‌আহ্‌ক্বা-ফি ওয়া ক্বাদ্ খালাতিন্ নুযুরু মিম্ বাইনি ইয়াদাইহি
(২১) এবং স্মরণ করুন, আদ সম্প্রদায়ের ভাই হুদের কথা। যখন সে তার সম্প্রদায়কে, "আহকাফ" নামক স্থানে সতর্ক করেছিলেন। অবশ্য

وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

ওয়া মিন্ খাল্‌ফিহী~আল্লা- 'তাবুদূ~ইল্লাল্লা-হা ; ইন্নী~আখা-ফু 'আলাইকুম 'আযা-বা ইয়াওমিন্ 'আজীম।
তার পূর্বে এবং তার পরেও সতর্ককারীগণ এসেছিলেন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর ইবাদত করনা, আমি তোমাদের ব্যাপারে 'মহা দিবসের শাস্তির' ভয় করছি।

﴿٢٢﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

২২। ক্বা-লূ~আজি'তানা- লিতা'ফিকানা- 'আন্ আ-লিহাতিনা-, ফা'তিনা- বিমা- তা'ইদুনা~ইন্ কুন্‌তা মিনাস্ব স্বা-দিক্বীন।
(২২) তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্য এসেছ যে, আমাদেরকে আমাদের মাবুদের উপাসনা হতে বিরত রাখবে? যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে যে শাস্তির কথা বলছ, তা এনে আমাদের সামনে উপস্থিত কর।

﴿٢٣﴾ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ

২৩। ক্বা-লা ইন্নামাল্ 'ইলমু 'ইন্দাল্লা-হি, ওয়া উবাল্লিগুকুম্ মা~উর্‌সিল্‌তু বিহী ওয়ালা-কিন্নী~আরা-কুম
(২৩) সে বললো, এ সম্পর্কিত জ্ঞান তো শুধু আল্লাহর নিকটেই। আমি যা সহ প্রেরিত হয়েছি, সেটাই তোমাদের কাছে প্রচার করি। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এক নির্বোধ

قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ

ক্বাওমান্ তাজ্‌হালূন। ২৪। ফালাম্মা- রাআওহু 'আ-রিদ্বাম্ মুস্‌তাক্‌বিলা আওদিয়াতিহিম, ক্বা-লূ হা-যা- 'আ-রিদুম্
সম্প্রদায় হিসেবে দেখছি। (২৪) অতঃপর যখন তারা মেঘমালা দেখতে পেল যে,তা তাদের উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তারা বলতে লাগল যে, এ মেঘমালা আমাদের

مُمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ

মুম্‌ত্বিরুনা- ; বাল্ হুওয়া মাস্‌তা'জাল্‌তুম বিহী; রীহুন্ ফীহা- 'আযা-বুন্ আলীম। ২৫। তুদাম্মিরু কুল্লা
উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। হুদ (আ) বলেন, এ তো সে মেঘ যা তোমরা দ্রুত কামনা করছিলে। এতো কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদানকারী মেঘ। (২৫) যা তার প্রতিপালকের

شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ

শাইয়িম্ বিআম্‌রি রাব্বিহা- ফাআস্বাবাহূ লা- ইউরা~ইল্লা- মাসা-কিনুহুম ; কাযা-লিকা নাজ্‌যিল্ ক্বাওমাল্
নির্দেশে সবকিছুকে ধ্বংস করে দিবে। পরিণামে এমন হল যে, তাদের আবাসগুলো ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এভাবেই আমি পাপী সম্প্রদায়কে প্রতিফল

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৩) ঃ قوما تجهلون - কারণ, তোমরা একদিকে কুফরী করছ, অন্যদিকে তোমরা আমার কাছে এমন বিষয় দাবী করছ যা আমার সামর্থের বহির্ভূত। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৪) ঃ بل هو ما استعجلتم - হযরত হুদ (আ) তাদেরকে বলেন, এটা শুধু মেঘ নয়, যা তোমরা বুঝতেছ বরং এটা শাস্তি, যা তোমরা দ্রুতকামনা করছিলে। হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, লোকেরা মেঘ দেখে খুশী হয়, যেহেতু মেঘের কারণে বৃষ্টি হবে। কিন্তু আপনার চেহারায় দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার নিদর্শন প্রকাশ পায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আয়েশা (রা) এর কি নিশ্চয়তা আছে যে, এ মেঘে শাস্তি আসবে না? যখন একটি সম্প্রদায় বায়ুর শাস্তিস্থলে ধ্বংস হয়েছে। সে সম্প্রদায়ও মেঘ দেখে বলেছিল যে, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে।

الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا

মুজ্‌রিমীন। ২৬। ওয়া লাক্বাদ্ মাক্কান্না-হুম্ ফীমা~ইম্ মাক্কান্না-কুম্ ফীহি ওয়া জ্বা'আল্‌না- লাহুম সাম্'আওঁ ওয়া আব্‌ছা-রাওঁ

দিয়ে থাকি। (২৬) (হে কুরাইশ কাফিরেরা) আমি তাদেরকে এমন শক্তি সামর্থ্য দিয়েছিলাম যা তোমাদেরকে দেইনি এবং আমি তাদেরকে (দ্বীনের কথা শোনার জন্য) কর্ণ,

وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ

ওয়া আফ্‌ইদাতান ; ফামা~আগ্‌না- 'আন্‌হুম সাম্'উহুম ; ওয়ালা~আব্‌স্বা-রুহুম ওয়ালা~আফ্‌ইদাতুহুম মিন্ শাইয়িন্

চক্ষু এবং অন্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরগুলো তাদের কোনও উপকারে আসেনি। কারণ,

إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ

ইয্ কা-নূ ইয়াজ্‌হ্বাদূনা, বিআ-য়া-তিল্লা-হি ওয়া হ্বা-ক্বা বিহিম্ মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিঊন। ২৭। ওয়া লাক্বাদ্

তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল এবং সেগুলো নিয়ে তারা হাসি-তামাশা করত। সেগুলোই তাদেরকে বেষ্টনী করল। (২৭) নিশ্চয়ই আমি

أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا

আহ্‌লাক্‌না- মা- হ্বাওলাকুম্ মিনাল্ কুরা- ওয়া স্বার্‌রাফ্‌নাল্ আ-য়া-তি লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্‌জ্বি'উন। ২৮। ফালাওলা-

তোমাদের চারপাশের জনপদগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। আমি বিভিন্নভাবে আমার আয়াতগুলো পেশ করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে। (২৮) আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের

نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ۖ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ

নাস্বারাহুমুল্ লাযীনাত্ তাখাযূ মিন্ দূনিল্লা-হি কুরবা-নান্ আ-লিহাতান ; বাল্ দ্বাল্লূ 'আন্‌হুম, ওয়া যা-লিকা

জন্য আল্লাহর পরিবর্তে, যাদেরকে তারা মাবুদ রূপে গ্রহণ করেছিল, তারা কেন সাহায্য করল না? তাদের মাবুদগুলো তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের এ কথাগুলো শুধু

إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ

ইফ্‌কুহুম ওয়ামা- কা-নূ ইয়াফ্‌তারূন। ২৯। ওয়া ইয্ স্বারাফ্‌না~ইলাইকা নাফারাম্ মিনাল্ জ্বিন্নি ইয়াস্‌তামি'উনাল্

মিথ্যা রটনা এবং মিথ্যা অপবাদ (২৯) যখন আমি আপনার প্রতি মনোনিবেশ করিয়েছিলাম, একদল জ্বীনকে যারা কুরআন পাঠ শোনছিল। যখন তারা রাসূলের কাছে উপস্থিত

الْقُرْآنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ○

কুর্‌আ-না, ফালাম্মা- হ্বাদ্বারূহু ক্বা-লূ~আন্‌ছিতূ, ফালাম্মা- কুদ্বিয়া ওয়াল্লাও ইলা- ক্বাওমিহিম্ মুন্‌যিরীন।

হল, তারা পরস্পরে বলতে লাগল, মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ শেষ হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করল সতর্কবাণী বাহক হিসেবে।

﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

৩০। ক্বা-লূ ইয়া- ক্বাওমানা~ইন্না- সামি'না- কিতা-বান্ উন্‌যিলা মিম্ বা'দি মূসা- মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইহি

(৩০) তারা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব পাঠ শুনেছি যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, যে কিতাব, তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের

○ টীকা (আঃ ২৯) ঃ বর্ণিত আছে, রাসূল (স)-এর নবুওয়াতের পূর্বে জ্বিনেরা আকাশের কিছু কিছু সংবাদ চুরি করে জেনে নিত। রাসূল (স)-এর প্রতি ওহী না'যিল শুরু হলে এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কোন জ্বিন এই চেষ্টা করলে তাকে উল্কাপিন্ড দ্বারা ধাওয়া করা হত। এজন্য তারা এর কারণ সন্ধানের জন্য বে । হয় এবং তারা পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের একদল বতনে নাখলা নামক স্থান দিয়ে পথ অতিক্রম করে। ঘটনাক্রমে সেদিন রাসূল (স) সেখানে সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে ফজর বা এশার নামায পড়ছিলেন। তারা তখন নামাযরত কুরআন তেলাওয়াত শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় এবং বুঝতে পারে, এই নতুন বিষয়ের কারণেই আকাশের সংবাদ প্রাপ্তির পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কুরআন তেলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে এবং তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে এর সংবাদ দেয়। (শাঃ হিঃ)

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا

ইয়াহ্‌দী~ইলাল হ্বাক্বক্বি ওয়া ইলা- ত্বারীক্বিম্ মুস্‌তাক্বীম। ৩১। ইয়া- ক্বাওমানা~আজ্বীবূ দা-'ইয়াল্লা-হি ওয়া আ-মিনূ

সত্যায়িতকারী, যা সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শনকরে। (৩১) হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর আহ্বান কবুল কর এবং তার প্রতি ঈমান আন,

بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ

বিহী ইয়াগ্‌ফির্‌লাকুম্ মিন্ যুনূবিকুম্ ওয়া ইউজ্বির্‌কুম্ মিন্ 'আযা-বিন্ আলীম। ৩২। ওয়া মাল্ লা- ইউজ্বিব্

আল্লাহ তোমাদের পাপ গুলো ক্ষমা করে দিবেন এবং কষ্টদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। (৩২) যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর

دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ

দা-'ইয়াল লা-হি ফালাইসা বি'মুজ্বিযিন্ ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়া লাইসা লাহূ মিন্ দূনিহী~আওলিয়া—উ ; উলা—ইকা

আহ্বান কবুল করবে না সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী হবে না। তারা

فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٢﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৩৩। আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্নাল্লা-হাল্ লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ্বা ওয়ালাম্ ই'য়াইয়া

প্রকাশ্য বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। (৩৩) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয়ের

بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

বিখাল্‌ক্বিহিন্না বিক্বা-দিরিন্ 'আলা~আই ইউহ্বইয়াল্ মাওতা- ; বালা~ইন্নাহূ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।

সৃষ্টিতে তিনি ক্লান্ত হননি। তিনি পূর্ণক্ষমতাবান, মৃতকে জীবিত করতে? (অবশ্যই ক্ষমতাবান)। নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۖ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ

৩৪। ওয়া ইয়াওমা ই'উরাদ্বুল্ লাযীনা কাফারূ 'আলান্ না-রি ; আলাইসা হা-যা- বিল্‌হ্বাক্বক্বি ; ক্বা-লূ বালা- ওয়া রাব্বিনা- ;

(৩৪) যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে এ শাস্তি কি সত্য নয়? তারা বলবে, হাঁ, আমাদের প্রতিপালকের শপথ!

قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ

ক্বা-লা ফাযূক্বুল্ 'আযা-বা বিমা- কুন্‌তুম তাক্‌ফুরূন। ৩৫। ফাস্বিবির্ কামা- স্বাবারা উলুল্ 'আয্‌মি

তখন তাদেরকে বলবেন, শাস্তি উপভোগ কর, কারণ তোমরা ছিলে অস্বীকারকারী (৩৫) সুতরাং আপনি এমন ভাবে ধৈর্য্য ধারন করুন, যেভাবে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন

مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ

মিনার্ রুসুলি ওয়ালা- তাস্'তাজ্বিল্ লাহুম ; কাআন্নাহুম্ ইয়াওমা ইয়ারাওনা মা- ইউ'আদূনা লাম্

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তাদের ব্যাপারে ব্যস্ত হবেন না। যেদিন তারা দেখবে, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন তাদের কাছে মনে হবে যেন,

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩১) ঃ يقومنا اجيبوا - জ্বীনেরা তাদের সম্প্রদায়কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান গ্রহণ করার দাওয়াত দিয়েছিল। يغفرلكم - অর্থাৎ কুফরী অবস্থায় যে গুনাহ করেছ তা আল্লাহ তায়ালা ইসলাম গ্রহণের দ্বারা মাফ করে দিবেন। পরবর্তীতে নতুন হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। উল্লেখ্য যে, এখানে গুনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) মাফের কথা বলা হয়নি। (তাঃ ওসমানী)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৩) ঃ ولم يعى - (আল্লাহ ক্লান্ত হননি) এ আয়াতাংশ দ্বারা ইয়াহুদীদের সে মন্তব্য বাতিল করে দেয়া হয়েছে, যারা বলত যে, আল্লাহ ছয়দিনে আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করে, সপ্তম দিনে আরাম করেছেন। (নাউজুবিল্লাহ!) (তাঃ ওসমানী)

يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ۝

ইয়ালবাসূ~ইল্লা- সা-'আতাম্ মিন্ নাহা-রিন ; বালা-গুন্, ফাহাল্ ইউহ্লাকু ইল্লাল্ ক্বাওমুল্ ফা-সিকূন।
তারা পৃথিবীতে দিবসের এক মুহূর্তের চেয়ে বেশী অবস্থান করেনি। এ বাণী পৌঁছানো (আপনার দায়িত্ব)। সুতরাং পাপাচারী সম্প্রদায় ব্যতীত কাউকেই ধ্বংস করা হবে না।

সূরা মুহাম্মদ মাদানী

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩৮ রুকূ ঃ ৪

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ۝١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

১। আল্লাযীনা কাফারূ ওয়াস্বাদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি আদ্বাল্লা 'আমা-লাহুম্। ২। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ
(১) যারা কুফরী করে এবং আল্লাহ্র পথ থেকে অন্যকে বিরত রাখে, আল্লাহ তাদের আমলগুলো বরবাদ করে দেন। (২) আর যারা ঈমান আনে,

وَعَمِلُوا ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ

ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি ওয়া আ-মানূ বিমা- নুয্যিলা 'আলা- মুহাম্মাদিঁও ওয়াহুওয়াল্ হাক্কু মির্ রাব্বিহিম্, কাফ্ফারা
নেক কাজ করে এবং মুহাম্মদের (স) প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতিও বিশ্বাস রাখে এবং তা তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত সত্য আল্লাহ তাদের

عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝٢ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْبَٰطِلَ وَأَنَّ

'আন্হুম সাইয়্যিআ-তিহিম্ ওয়া আস্বলাহ্বা বা-লাহুম। ৩। যা-লিকা বিআন্নাল্লাযীনা কাফারুত্ তাবা'উল্ বা-ত্বিলা ওয়া আন্নাল্
গুনাহসমূহ তাদের থেকে দূরকরে দিবেন এবং তাদের (আত্মিক) অবস্থা সংশোধন করবেন। (৩) কারণ, কাফিরেরা বাতিলের অনুসরণ করে এবং মুমিনগণ,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَٰلَهُمْ ۝

লাযীনা আ-মানুত্ তাবা'উল্ হাক্কা মির্ রাব্বিহিম ; কাযা-লিকা ইয়াদ্বরিবুল্লা-হু লিন্না-সি আম্ছা-লাহুম।
তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্যদ্বীনের অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ মানুষদের জন্য তাদের উদাহরণ বর্ণনা করেন।

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا

৪। ফাইযা- লাক্বীতুমুল্ লাযীনা কাফারূ ফাদ্বার্বার্ রিক্বা-বি ; হাত্তা~ই যা~আছ্খানতুমূহুম ফাশুদ্দুল্
(৪) যখন তোমরা কাফিরদের সাথে (যুদ্ধে) মুখোমুখি হবে, তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত কর, অবশেষে যখন তাদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করবে তখন

ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۛ

ওয়া ছা-ক্বা, ফাইম্মা- মান্নাম্ 'বাদু ওয়াইম্মা- ফিদা—আন্ হাত্তা- তাদ্বা'আল্ হার্বু আওযা-রাহা-; যা-লিকা ;
তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেলবে, অতঃপর হয় অনুগ্রহপূর্বক ছেড়ে দিবে অথবা বিনিময় ছেড়ে দিবে। তোমরা লড়বে যতক্ষণ না যুদ্ধ (কারী) তার হাতিয়ার রেখে দিবে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ وصدوا عن.... - এখানে কুরায়শ কাফিরদের কথা বলা হয়েছে। কারো মতে, আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, সব কাফিরদেরকেই বুঝান হয়েছে।

اضل اعمالهم - এ আয়াতের এক অর্থ তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করেছে, আল্লাহ তায়ালা তা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় অর্থ তাদের মধ্যে যেসব সুন্দর চরিত্র বিদ্যমান। যেমন– আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, বন্দীদের মুক্তি দেয়া, অতিথেয়তা, হাজীদের খেদমত। এসব ভালকাজগুলোর কোনই প্রতিদান তারা পরকালে পাবে না। কেননা ঈমান ব্যতীত পরকালে কোন আমলেরই প্রতিদান দেয়া হবে না। (কুঃ কারীম)

সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৪৭ নূরানী বাংলা উচ্চারণ ক্বোরআন শরীফ হা-মী—ম্ ঃ ২৬

وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا

ওয়ালাও ইয়াশা—উল্লা-হু লান্তাস্বারা মিন্হুম ওয়ালা- কিল্ লিইয়াব্লুওয়া 'বাদ্বাকুম্ বি'বা-দ্বিন ; ওয়াল্লাযীনা ক্বুতিলূ
এটাই বিধান। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করবেন। যারা আল্লাহর

فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ۝٤ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝٥ وَيُدْخِلُهُمُ

ফী সাবীলিল্লা-হি ফালাই ইউদ্বিল্লা 'আমা-লাহুম। ৫। সাইয়াহ্দীহিম ওয়া ইউস্বলিহু বা-লাহুম। ৬। ওয়া ইউদ্খিলুহুমুল্
রাস্তায় শহীদ হন তাদের আমল কখনই বিনাশ করা হবে না। (৫) আল্লাহ তাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করেদেন। (৬) এবং তাদেরকে এমন

ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝٦ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ

জান্নাতা 'আর্রাফাহা-লাহুম। ৭। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইন্ তান্সুরুল্লা-হা ইয়ান্সুর্কুম্ ওয়া ইউছাব্বিত্
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যা তাদেরকে তিনি অবহিত করিয়েছিলেন। (৭) হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং

أَقْدَامَكُمْ ۝٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ۝٨ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا

আক্বদা-মাকুম। ৮। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ ফা'তাসাল্লাহুম্ ওয়া আদ্বাল্লা 'আমা-লাহুম। ৯। যা-লিকা বিআন্নাহুম কারিহূ
তোমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ় রাখবেন। (৮) যারা কাফির তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিবেন। (৯) এটা এজন্য যে, তারা

مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ۝٩ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ

মা~আন্যালাল্লা-হু ফাআহ্বাত্বা 'আমা-লাহুম। ১০। আফালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আর্দ্বি ফাইয়ান্জুরূ কাইফা
আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়সমূহ অপছন্দ করেছে। সুতরাং তাদের কর্মসমূহ ধ্বংস করে দিবেন। (১০) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের

كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَٰفِرِينَ أَمْثَٰلُهَا ۝١٠ ذَٰلِكَ

কা-না 'আ-ক্বিবাতুললাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম ; দাম্মারাল্লা-হু 'আলাইহিম, ওয়া লিল্কা-ফিরীনা আম্ছা-লুহা-। ১১। যা-লিকা
পরিণাম কেমন হয়েছিল? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে তাদের অনুরূপ শাস্তি। (১১) এর কারণ

بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ۝١١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ

বিআন্নাল্লা-হা মাওলাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া আন্নাল্ কা-ফিরীনা লা- মাওলা- লাহুম। ১২। ইন্নাল্লা-হা ইউদ্খিলুল্
এই যে, আল্লাহ মুমিনগণের বন্ধু এবং কাফিরদের জন্য কোন বন্ধু (সাহায্যকারী) নেই। (১২) নিশ্চয়ই (আল্লাহ) যারা

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَٱلَّذِينَ

লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্বতিহাল্ আন্হা-রু ; ওয়াল্লাযীনা
ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। আর যারা

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৯) ঃ اعمالهم - আমল দ্বারা তাদের সে কর্মগুলোকে বুঝানো হয়েছে, যা বাহ্যিকভাবে ভালকাজ। যেমন– মসজিদে হারাম নির্মাণ, কাবাঘর তাওয়াফ, আতিথেয়তা, মজলুমদের সাহায্য এবং ইয়াতীমদের প্রতি দয়া। কিন্তু ঈমান না থাকার কারণে, পরকালে তারা এ ভাল কাজের কোনই প্রতিদান পাবে না। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১১) ঃ بان الله مولى - অর্থাৎ আল্লাহ মুমিন ও নেককারগণের বন্ধু (সাহায্যকারী)। যিনি তাদেরকে সর্বদা সাহায্য করেন। কাফিরদের এমন বন্ধু (সাহায্যকারী) কে আছে, যে আল্লাহর মোকাবিলার সাহায্য করতে পারে? অহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান ডাক দিয়ে বলছিল, আমাদের (সাহায্যকারী হিসেবে) উজ্জা রয়েছে, তোমাদের জন্য (সাহায্যকারী হিসেবে) উজ্জা নেই। রাসূলুল্লাহ (স) জোর আওয়াজে বলেছিলেন, "الله مولانا ولا مولى لكم" অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের বন্ধু (সাহায্যকারী), তোমাদের কোন বন্ধু (সাহায্যকারী) নেই। (তাঃ ওসমানী)

كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ⑫ وكأين

কাফারূ ইয়াতামাত্তা'উনা ওয়া ই'য়াকুলূনা কামা- তা'কুলুল্ আন্'আ-মু ওয়ান্নারু মাছ্ওয়াল্ লাহুম । ১৩ । ওয়া কাআয়্যিম্
কাফির, তারা পার্থিব বস্তু উপভোগ করে এবং জন্তুজানোয়ারের মত খায়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম (১৩) বহু জনপদ ছিল,

من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ج أهلكنهم فلا ناصر

মিন্ ক্বারয়াতিন্ হিয়া আশাদ্দু ক্বুওয়্যাতাম্ মিন্ ক্বারয়াতিকাল্ লাতী~আখ্‌রাজ্বাত্‌কা, আহ্‌লাক্‌না-হুম ফালা- না-স্বিরা
আপনাকে যে জনপদ হতে বিতাড়িত করেছে সে জনপদ হতে খুবই শক্তিশালী আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। যাদের সাহায্যকারী কেউ

لهم ⑬ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا

লাহুম। ১৪। আফামান্ কা-না 'আলা- বাইয়্যিনাতিম্ মির্ রাব্বিহী কামান্ যুইয়্যিনা লাহূ সূ—উ 'আমালিহী ওয়াত্তাবা'উ~
ছিল না (১৪) যে ব্যক্তি তার রবের প্রেরিত সুস্পষ্ট দলীল (কুরআন)-এর উপর কায়েম রয়েছে, সে কি তার বরাবর হতে পারে, যার কাছে তার মন্দ কাজগুলো অতি শোভনীয়

أهواءهم ⑭ مثل الجنة التي وعد المتقون ط فيها أنهر من ماء غير اسن ج

আহ্‌ওয়া—আহুম। ১৫। মাছালুল্ জান্নাতিল লাতী উ'ইদাল্ মুত্তাকূনা ; ফীহা~আন্‌হা-রুম্ মিম্ মা—ইন্ গাইরি আ-সিনিন্,
মনে হয় এবং যারা নিজ ইচ্ছার অনুসরণ করে? (১৫) সে জান্নাতের দৃষ্টান্ত, যার প্রতিশ্রুতি পরহেজগার-গণকে, দেয়া হয়েছে, এই যে তাতে রয়েছে পানির নহরসমূহ

وأنهر من لبن لم يتغير طعمه ج وأنهر من خمر لذة للشربين ۵ وأنهر

ওয়া আন্‌হা-রুম্ মিল্ লাবানিল্ লাম্ ইয়াতাগাইয়্যার্ ত্বা'মুহূ, ওয়া আন্‌হা-রুম্ মিন্ খাম্‌রিল্ লায্‌যাতিল্ লিশ্ শা-রিবীনা, ওয়া আন্‌হা-রুম্
যার স্বচ্ছতা অপরিবর্তনীয়, রয়েছে দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, রয়েছে শরাবের নহর যা পানকারীদের জন্য খুবই মজাদার। আর রয়েছে পরিস্কৃত মধুর

من عسل مصفى ط ولهم فيها من كل الثمرت ومغفرة من ربهم ط كمن هو

মিন্ 'আসালিম্ মুস্বাফ্‌ফান ; ওয়া লাহুম ফীহা- মিন্ কুল্লিছ্ ছামারা-তি ওয়া মাগ্‌ফিরাতুম্ মির্ রাব্বিহিম্; কামান্ হুওয়া
নহর এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে বিবিধ ফলমূল এবং তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে ক্ষমা। এ (জান্নাতের অধিকারী) পরহেজগারগণ কি তাদের বরাবর,

خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ⑮ ومنهم من يستمع

খা-লিদুন্ ফিন্না-রি ওয়া সুক্বূ মা—আন্ হামীমান্ ফাক্বাত্ত্বা'আ আম্'আ—আহুম। ১৬। ওয়া মিন্‌হুম্ মাইঁ ইয়াস্‌তামি'উ
যারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে থাকবে এবং যাদেরকে পান করানো হবে, ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি টুকরো টুকরো করে দিবে (১৬) তাদের মধ্যে কতিপয়

إليك ج حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال

ইলাইকা, হাত্তা~ইযা- খারাজূ মিন্ 'ইন্‌দিকা ক্বা-লূ লিল্লাযীনা উতুল্ 'ইল্‌মা মা-যা- ক্বা-লা
আপনার কথা শোনে। অতঃপর যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যায়, তখন তারা জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে বলে, এখন সে কি বললেন?

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৫) ঃ غير اسن - (অপরিবর্তনীয়) পৃথিবীর পানির কখনও পরিবর্তন হয় এবং তার স্বাদ ও গন্ধেরও পরিবর্তন আসে। যা পানে শরীরে ব্যাধির সৃষ্টি করে। কিন্তু জান্নাতের পানির কোনই পরিবর্তন আসবে না। সে পানি হবে শীতল, ক্লান্তিরোধক ও সতেজ এবং স্বাস্থ্যসম্মত। لبن - অর্থাৎ দুধ পৃথিবীর দুধের মত নয় যে, গাভীর স্তন হতে বের হবে। বরং দুধের নহর হবে। যা নষ্ট হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। خمر - জান্নাতী শরাব, খুবই মজাদার হবে। তাতে কোন নেশা হবে না এবং দুর্বলতাও আসবে না। জান্নাতী মধু হবে খুব নির্মল ও পরিচ্ছন্ন। সে মধু পৃথিবীর মধু মক্ষিকার সংগ্রহকৃত মধুর মত নয় বরং তা হবে জান্নাতী মধু। (তাঃ ওসমানী)

أنفا قف أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ⑯ والذين

আ-নিফান্, উলা—ইকাল্ লাযীনা ত্বাবা'আল্লা-হু 'আলা- কুলূবিহিম্ ওয়াত্তাবা'উ~আহ্‌ওয়া—আহুম। ১৭। ওয়াল্লাযিনাহ্
তাদের অন্তরের ওপর আল্লাহ মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। আর তারা তাদের নিজ ইচ্ছার অনুসরণ করে। (১৭) আর যারা সৎপথগ্রহণ করেছে আল্লাহ তাদের হেদায়েত

اهتدوا زادهم هدى واتهم تقوىهم ⑰ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم

তাদাও যা-দাহুম্ হুদাওঁ ওয়া আ-তা-হুম্ তাক্বওয়া-হুম্। ১৮। ফাহাল্ ইয়ান্‌জুরূনা ইল্লাস্ সা-'আতা আন্ তা'তিয়াহুম্
বৃদ্ধি করে দেন এবং যাতে তাদের পরহেজগারী বৃদ্ধি পায় ও স্থায়ী হয়। (১৮) তারা কি এ অপেক্ষায় রয়েছে যে, কিয়ামত তাদের ওপর হঠাৎ এসে

بغتة ج فقد جاء أشراطها ج فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرىهم ⑱ فاعلم أنه

বাগ্‌তাতান্, ফাক্বাদ্ জ্বা—আ আশ্‌রা-ত্বুহা-, ফাআন্না- লাহুম্ ইযা- জ্বা—আতহুম্ যিক্‌রা-হুম। ১৯। 'ফালাম আন্নাহূ
পড়ুক? কিয়ামতের নিদর্শনগুলোতো এসেই গেছে সুতরাং সে মুহূর্তে তাদের উপদেশ গ্রহণ করার সময় কিভাবে হবে। (১৯) (হে নবী!) জেনে রাখুন যে,

لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنت ط والله يعلم

লা~ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াস্‌তাগ্‌ফির্ লিযাম্‌বিকা ওয়া লিল্‌মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি ; ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু
"আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই"। আপনি আপনার গুনাহ (ত্রুটি-বিচ্যুতি) এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং মুমিন পুরুষ, নারীদের ব্যাপারেও। আল্লাহ তোমাদের

রুকূ ২/৬

متقلبكم ومثوىكم ⑲ ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة ج فإذا أنزلت

মুতাক্বাল্লাবাকুম্ ওয়া মাছ্‌ওয়া-কুম। ২০। ওয়া ইয়াক্বূলুল্ লাযীনা আ-মানূ লাওলা- নুয্‌যিলাত্ সূরাতুন্, ফাইযা~উন্‌যিলাত্
গতিবিধি এবং অবস্থান স্থল সম্পর্কে খুব জানেন। (২০) মুমিনগণ বলে, (কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে) কেন একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না? যখন কোন

سورة محكمة وذكر فيها القتال لا رأيت الذين في قلوبهم مرض

সূরাতুম্ মুহ্‌কামাতুওঁ ওয়া যুকিরা ফীহাল্ ক্বিতা-লু, রাআইতাল্ লাযীনা ফী কুলূবিহিম্ মারাদ্বুই
স্পষ্ট সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যুদ্ধ বিষয়ক বর্ণনা থাকে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন, যাদের অন্তরে নেফাকীর ব্যাধি আছে, তারা আপনার দিকে

ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ط فأولى لهم ⑳ طاعة وقول

ইয়ান্‌জুরূনা ইলাইকা নাজারাল্ মাগ্‌শিয়্যি 'আলাইহি মিনাল্ মাওতি; ফাআওলা-লাহুম। ২১। ত্বা-'আতুওঁ ওয়া ক্বাওলুম্
মৃত্যুর ভয়ে অচেতন মানুষের ন্যায় তাকাচ্ছে। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য অধিকতর উত্তম ছিল, (২১) তাদের মেনে চলা এবং সুন্দর কথা জানা আছে।

معروف قف فإذا عزم الأمر قف فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ㉑ فهل عسيتم

মা'রূফুন্, ফাইযা- 'আযামাল্ আম্‌রু, ফালাও স্বাদাকুল্লা-হা লাকা-না খাইরাল্লাহুম। ২২। ফাহাল্ 'আসাইতুম্
যখন কোন যুদ্ধ বিষয় সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, যদি তারা আনুগত্যতায় ও প্রতিশ্রুতিরক্ষায় আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হত, তবে তাদের জন্য এটা কল্যাণকর হত। (২২) তোমরা যদি

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৯) ঃ واستغفر لذنبك - এ আয়াতে রাসূলুল্লাহকে (স) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিজের জন্যও এবং মুমিনগণের জন্যও। ক্ষমা প্রার্থনার খুবই গুরুত্ব তাগিদ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "হে মানবগণ! তোমরা আল্লাহর দরবারে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমিও আল্লাহর দরবারে দৈনিক সত্তরবারের অধিক তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। (কুঃ কারীম)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২১) ঃ قول معروف - অর্থাৎ জিহাদের নির্দেশে হতাশ (ভীত) না হয়ে, তাদের জন্য ভাল ছিল যে, তারা আনুগত্যতা প্রকাশ করত এবং রাসূলুল্লাহর (স) সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা না বলে ভাল কথা বলত। (কুঃ কারীম)

إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

ইন্ তাওয়াল্লাইতুম্ আন্ তুফ্সিদূ ফিল্ আর্দ্বি ওয়া তুক্বাত্ত্বি'উ~আর্হা-মাকুম । ২৩ । উলা—ইকাল্ লাযীনা

ক্ষমতা লাভ কর, তবে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিবাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। (২৩) এসব লোকদের প্রতি

لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ

লা'আনাহুমুল্লা-হু ফাআস্বাম্মাহুম ওয়া 'আমা~আব্স্বা-রাহুম । ২৪ । আফালা- ইয়াতাদাব্বারূনাল্ ক্বুরআ-না আম্ 'আলা-

আল্লাহ অভিশাপ করেন এবং তাদের বধির করেন ও তাদের দৃষ্টি শক্তি নিয়ে যান। (২৪) তারা কি কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? না তাদের অন্তরে

قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ

ক্বুলূবিন্ আক্বফা-লুহা- । ২৫ । ইন্নাল্ লাযীনার্ তাদ্দূ 'আলা~আদ্বা-রিহিম্ মিম্ 'বাদি মা- তাবাইয়্যানা লাহুমুল

তালা পড়ে গেছে? (২৫) যারা তাদের কাছে সত্য পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ হওয়ার পরেও, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ ফিরে গিয়েছে নিশ্চয়ই শয়তান তাদের সামনে

الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ

হুদাশ্, শাইত্বা-নু সাওয়্যালা লাহুম ; ওয়া আম্লা- লাহুম । ২৬ । যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বা-লূ লিল্লাযীনা

তাদের (অসৎ) কাজগুলো সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছে। (২৬) এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন

كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

কারিহূ মা- নায্যালাল্লা-হু সানুত্বী'উকুম্ ফী 'বাদ্বিল্ আম্রি, ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু ইসরা-রাহুম।

তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে বলে যে, আমরা কতিপয় ব্যাপারে তোমাদের কথা শোনব। আল্লাহ তাদের গোপন পরামর্শ খুব জানেন।

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ

২৭। ফাকাইফা ইযা- তাওয়াফ্ফাত্হুমুল্ মালা—ইকাতু ইয়াদ্বরিবূনা উজূহাহুম্ ওয়া আদ্বা-রাহুম । ২৮ । যা-লিকা

(২৭) তাদের কেমন (দুর্গতি) হবে, যখন ফিরিশ্তাগণ তাদের মুখমণ্ডল এবং পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ নিয়ে যাবেন? (২৮) কারণ, তারা

بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾ أَمْ حَسِبَ

ع ৩ ৭ রুকু

বিআন্নাহুমুত্ তাবা'উ মা~আস্খাত্বাল্লা-হা ওয়া কারিহূ রিদ্বওয়া-নাহূ ফাআহ্বাত্বা 'আমা-লাহুম । ২৯ । আম্ হ্বাসিবাল

সে বিষয় অনুসরণ করে, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, তারা তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। তিনি তাদের সব কর্মগুলো ব্যর্থ করে দেন। (২৯) যাদের অন্তরে

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ

লাযীনা ফী ক্বুলূবিহিম্ মারাদ্বুন্ আল্ লাই ইউখ্রিজাল্লা-হু আদ্বগা-নাহুম । ৩০ । ওয়া লাও নাশা—উ

ব্যাধি রয়েছে, তারা কি এ ধারনা করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষকে প্রকাশ করবেন না? (৩০) আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে আমি অবশ্যই, আপনাকে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৫) ঃ واملى لهم - অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে দীর্ঘ আশা দিয়ে এভাবে প্রতারিত করে যে, যুদ্ধে যেয়ো না। তোমরা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে। মৃত্যুকে নিজ ইচ্ছায় ডেকে এনে লাভ কি? (তাঃ ওসমানী) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৬) ঃ سنطيعكم فى بعض - মুনাফিকেরা, ইয়াহুদসহ অন্যান্যদেরকে বলে, যদিও আমরা প্রকাশ্যভাবে মুসলমান হয়েছি। কিন্তু মুসলমানদের সাথে মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না; বরং সুযোগমত তোমাদেরই সাহায্য করব। আর এ ধরনের কাজে তোমাদেরই কথা শুনব। (তাঃ ওসমানী) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩০) ঃ ولو نشاء - আল্লাহ প্রত্যেক মুনাফিকের মুখমণ্ডলে এমন নিশানা করে দিতেন, যাতে তাদেরকে প্রকাশ্যভাবেই বুঝা যেত। কিন্তু আল্লাহ সাধারণভাবে মুনাফিকদের ক্ষেত্রে এটা করেননি। কেননা আল্লাহ তায়ালার এক নাম 'সাত্তার' (বান্দার দোষ গোপনকারী) এ পবিত্র নামের বৈশিষ্ট্যের কারণেই এটা করা হয়নি।

لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

লাআরাইনা-কাহুম ফালা'আরাফ্তাহুম্ বিসীমা-হুম ; ওয়া লাতা'রিফান্নাহুম্ ফী লাহ্নিনিল্ ক্বাওলি ; ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু

তাদের পরিচয় জানিয়ে দিতাম। সুতরাং আপনি তাদের নিদর্শন দেখে তাদের চিনতে পারতেন এবং আপনি তাদেরকে তাদের কথার ধরনে চিনতে পারতেন; আল্লাহ তোমাদের

أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۙ وَنَبْلُوَ

'আমা-লাকুম । ৩১ । ওয়া লানাব্লুওয়ান্নাকুম্ হ্বাত্তা- 'নালামাল্ মুজা-হিদীনা মিন্কুম্ ওয়াস্বস্বা-বিরীনা, ওয়া নাব্লুওয়া

কর্মসমূহ খুব জানেন। (৩১) আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব। যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্য হতে জেহাদকারী এবং ধৈর্য ধারণকারীদেরকে জানতে পারি এবং আমি

أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ

আখ্বা-রাকুম । ৩২ । ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ ওয়া স্বাদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ওয়া শা—ক্কুর্ রাসূলা

তোমাদের অবস্থাটাও পরখ করতে পারি। (৩২) যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর রাস্তা হতে লোকদেরকে বিরত রাখে এবং রাসূলের বিরোধিতা করে

مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ

মিম্ 'বাদি মা- তাবাইয়্যানা লাহুমুল্ হুদা- লাই ইয়াদ্বুর্ রুল্লা-হা শাইআন ; ওয়া সাইউহ্বিতু 'আমা-লাহুম।

তাদের কাছে সত্য পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ হওয়ার পরেও, তারা আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না। তিনি তাদের কর্মগুলো নিষ্ফল করে দিবেন।

﴿٣٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

৩৩। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~আত্বী'উল্লা-হা ওয়া আত্বী'উর্ রাসূলা ওয়ালা- তুব্ত্বিলূ~'আমা-লাকুম।

(৩৩) হে মুমিনগণ! আল্লাহর নির্দেশ মেনে চল, এবং রাসূলের অনুসরণ কর এবং তোমাদের আমলগুলো নষ্ট কর না।

﴿٣٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ

৩৪। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ~ওয়া স্বাদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ছুম্মা মা-তূ ওয়াহুম্ কুফ্ফা-রুন্ ফালাই ইয়াগ্ফিরাল্লা-হু

(৩৪) যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখে, অতঃপর মারাও যায় কাফির অবস্থায়, আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা

لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ۖ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ ۖ وَاللَّهُ مَعَكُمْ

লাহুম । ৩৫ । ফালা- তাহিনূ ওয়া তাদ্'উ~ইলাস্ সাল্মি, ওয়া আন্তুমুল্ 'আলাওনা, ওয়াল্লা-হু মা'আকুম

করবেন না। (৩৫) (হে মুমিনগণ!) তোমরা মনোবল হারিয়ো না এবং সন্ধির জন্য তাদেরকে ডেক না, তোমরাই হবে বিজয়ী এবং আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন, তিনি

وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا

ওয়ালাই ইয়াতিরাকুম্ 'আমা-লাকুম । ৩৬ । ইন্নামাল্ হ্বায়া-তুদ্ দুন্ইয়া- লা'ইবুও ওয়া লাহ্উন ; ওয়া ইন্ তু'মিনূ ওয়া তাত্তাক্বূ

কখনও তোমাদের আমলসমূহ কমতি করবেন না। (৩৬) পার্থিব জীবন শুধুমাত্র খেল-তামাশার জীবন। যদি তোমরা ঈমান আন এবং সংযম পরায়ন হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে

يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا

ইউ'তিকুম্ উজূরাকুম্ ওয়ালা- ইয়াস্আল্কুম্ আম্ওয়া-লাকুম । ৩৭ । ইঁ ইয়াস্আল্কুমূহা- ফাইউহ্ফিকুম্ তাবখালূ

তোমাদের পুরস্কার প্রদান করবেন এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। (৩৭) যদি তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের সম্পদ চান এবং তা যদি চান খুব জোর ভাবে, তবে তোমরা (তা প্রদানে) কৃপণতা করবে

وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٨﴾ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم

ওয়া ইউখ্‌রিজ্ব আদ্বগা-নাকুম। ৩৮। হা~আন্‌তুম হা~উলা—ই তুদ্‌'আওনা লিতুন্‌ফিকূ ফী সাবীলিল্লা-হি, ফামিন্‌কুম্‌
এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষ মনোভাব প্রকাশ করে দিবেন। (৩৮) খবরদার! তোমরাতো সে লোক, যাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য বলা হয়েছে,

مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ

মাইঁ ইয়াব্‌খালু, ওয়া মাইঁ ইয়াব্‌খাল ফাইন্নামা- ইয়াব্‌খালু 'আন্ নাফ্‌সিহী ; ওয়াল্লা-হুল্ গানিইয়ু ওয়া আন্‌তুমুল
অথচ তোমাদের মধ্যে কতিপয় কৃপণতা করে এবং যারা কৃপণতা করে তারা তা করে তাদের নিজের সাথেই। আল্লাহ তোমাদের দানের অমুখাপেক্ষী।

الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ﴿٣٨﴾

ফুক্বারা—উ, ওয়া ইন্ তাতাওয়াল্লাও ইয়াস্‌তাব্‌দিল্ ক্বাওমান্ গাইরাকুম্ ছুম্মা লা- ইয়াকূনূ~আম্‌ছা-লাকুম।
তোমরা (তাঁর অনুগ্রহের) মুখাপেক্ষী যদি তোমরা ফিরে যাও, তবে তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে, স্থলাভিষিক্ত করবেন যারা তোমাদের অনুরূপ হবে না।

৪ ع ৮ রুকূ

সূরা ফাতহ্
মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২৯
রুকূ ঃ ৪

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

১। ইন্না- ফাতাহ্‌না- লাকা ফাত্‌হাম্ মুবীনা-। ২। লিয়াগ্‌ফিরা লাকাল্লা-হু মা- তাক্বাদ্দামা মিন্ যাম্‌বিকা ওয়ামা- তাআখ্‌খারা
(১) (হে নবী!) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সুস্পষ্ট প্রকাশ্য বিজয় দিয়েছি। (২) যাতে আল্লাহ আপনার অতীতের ত্রুটিসমূহ পরবর্তী ত্রুটিসমূহ মাফ করে

وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢﴾ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا

ওয়া ইউতিম্মা 'নিমাতাহূ 'আলাইকা ওয়া ইয়াহ্‌দিয়াকা স্বিরা-ত্বাম্ মুস্‌তাক্বীমা-। ৩। ওয়া ইয়ান্‌স্বুরাকাল্লা-হু নাস্বরান্
দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করে দেন এবং আপনাকে সত্য পথে পরিচালিত করেন। (৩) এবং আল্লাহ আপনাকে এক শক্তিশালী

عَزِيزًا ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا

'আযীযা-। ৪। হুওয়াল্লাযী~আন্‌যালাস্ সাকীনাতা ফী কুলূবিল্ মু'মিনীনা লিইয়ায্‌দা-দূ~ঈমা-নাম্
সাহায্য দান করেন। (৪) তিনিই মুমিনগণের অন্তরে স্থিতিশীলতা (শান্তি) প্রদান করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ انا فتحنالك فتحا مبينا - ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (স) এবং প্রায় ১৪০০ সাহাবা (রা) ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা দেন। কিন্তু মক্কার নিকটবর্তী হোদায়বিয়া নামক স্থানে কাফেরেরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বাধার সৃষ্টি করে এবং ওমরাহ পালন করা থেকে বঞ্চিত রাখে। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত ওসমান (রা)-কে কাফির নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করেন। যাতে মুসলমানগণ ওমরাহ পালন করতে পারেন, সে ব্যাপারে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে অনুমতি নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রা) মক্কা গমনের পরে তাঁর শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত ওসমানের (রা) শাহাদাতের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সাহাবাগণ (রা) থেকে বায়াত (প্রতিজ্ঞা) নিলেন। যা 'বাইয়াতে রিদওয়ান' নামে পরিচিত। অবশেষে এ খবর মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। তথাপি কাফেরেরা মুসলমানগণকে ওমরাহ পালনের অনুমতি দেয়নি। মুসলমানগণ, আগামী বছরের প্রতিশ্রুতিতে, প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে তারা মাথা মুন্ডন করেন এবং কুরবানীও করেন। পরিশেষে কাফিরদের সাথে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। যদিও অধিকাংশ সাহাবার (রা) কাছে এ চুক্তি অপছন্দনীয় ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) ভবিষ্যতের চিন্তা করে এ সন্ধিকে মুসলমানের জন্য কল্যাণকর মনে করেন। হোদায়বিয়া থেকে মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তনের পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। যাতে হোদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফতহে মুবীন' (সুস্পষ্ট বিজয়) বলে বর্ণিত হয়েছে। এর দুবছর পরেই মুসলমানগণ মক্কায় বিজয়ের বেশে প্রবেশ করেন। কতিপয় সাহাবা (রা) বলেন, এ বিজয়কে 'মক্কা বিজয় না বলে' হোদায়বিয়ার সন্ধি বিজয় বলা যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আজ রাতে আমার কাছে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার কাছে পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সব কিছুর চেয়ে প্রিয়। (কুঃ কারীম)

مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

মা'আ ঈমা-নিহিম ; ওয়া লিল্লা-হি জুনূদুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলীমান্ হাকীমা-।
হয় এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র সৈন্যবাহিনী আল্লাহরই (নিয়ন্ত্রণে), আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞ।

﴿٤﴾ لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

৫। লিইউদ্‌খিলাল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু
(৫) এটা এ কারণে যে, তিনি মুমিন পুরুষ ও নারীগণকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত,

خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا

খা-লিদীনা ফীহা- ওয়া ইউকাফ্‌ফিরা 'আন্‌হুম্ সায়্যিআ-তিহিম ; ওয়া কা-না যা-লিকা 'ইন্‌দাল লা-হি ফাওযান 'আজীমা-।
সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে এবং তিনি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ মিটিয়ে দিবেন, আর এটাই আল্লাহর নিকট মহাসফলতা।

﴿٥﴾ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ

৬। ওয়া ইউ'আয্‌যিবাল্ মুনা-ফিক্বীনা ওয়াল মুনা-ফিক্বা-তি, ওয়াল মুশরিকীনা ওয়াল মুশরিকা-তিজ্ জা—ন্নীনা
(৬) আর তিনি সে সব মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও নারীদেরকে শাস্তি দিবেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা রাখে।

بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ

বিল্লা-হি জান্নাস্ সাওই ; 'আলাইহিম্ দা—ইরাতুস্ সাওই, ওয়া গাদ্বিবাল্লা-হু 'আলাইহিম্ ওয়া লা'আনাহুম
খারাপ আবর্তন তাদের উপরই, আল্লাহ তাদের ওপর ক্রোধান্বিত (অসন্তুষ্ট) হয়েছেন এবং তাদের ওপর অভিশাপ করেছেন

وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

ওয়া আ'আদ্দা লাহুম জ্বাহান্নামা ; ওয়া সা—আত্ মাস্বীরা-। ৭। ওয়া লিল্লা-হি জুনূদুস্ সা-মা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ;
এবং তাদের জন্য তৈরি করেছেন জাহান্নাম। আর সেটি খুব নিকৃষ্ট ঠিকানা। (৭) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৈন্য বাহিনী আল্লাহরই (কর্তৃত্বে)

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا

ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আযীযান্ হাকীমা-। ৮। ইন্না~আর্‌সাল্‌না-কা শা-হিদাওঁ ওয়া মুবাশ্‌শিরাওঁ ওয়া নাযীরা-। ৯। লিতু'মিনূ
এবং আল্লাহ মহাপ্রভাবশালী, মহাবিজ্ঞ। (৮) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী হিসেবে এবং সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে। (৯) যাতে তোমরা

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ

বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়া তু'আয্‌যিরূহু ওয়া তুওয়াক্কিরূহু ; ওয়া তুসাব্বিহূহু বুক্‌রাতাওঁ ওয়া আস্বীলা-। ১০। ইন্নাল্ লাযীনা
আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আন এবং তাঁর সাহায্য কর ও তাঁর সম্মান কর, এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহরই তাসবীহ বর্ণনা কর। (১০) যারা

○ শানে নুযূল (আঃ ৫) ঃ ليدخل المؤمنين - হাদীস শরীফে বর্ণিত, যখন সূরায়ে ফাতেহার প্রথমাংশ ليغفرلك الله অবতীর্ণ হয়, তখন মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহর (স) কাছে আরয করেন, হে রাসূল! আপনার জন্য মুবারক বাদ (সু-সংবাদ)। আমাদের জন্য কি (সংবাদ) রয়েছে? এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা ليدخل المؤمنين অবতীর্ণ করেন। (কুঃ কারীম)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ يبايعونك - অর্থাৎ সে ব'য়াত (অংগীকার), যা রাসূলুল্লাহ (স) হযরত ওসমানের (রা) শাহাদাতের খবর শুনে, তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হোদায়বিয়ায় উপস্থিত ১৪০০/১৫০০ সাহাবাগণ (আ) থেকে বা'য়াত নিয়েছিলেন। (কুঃ কারীম)

يبايعونك انما يبايعون الله ۖ يد الله فوق ايديهم ۚ فمن نكث فانما

ইউবা-ই'উনাকা ইন্নামা- ইউবা-ই'উনাল্লা-হা ; ইয়াদুল্লা-হি ফাওক্বা আইদীহিম্ ফামান্ নাকাছা ফাইন্নামা-
আপনার হাতে বা'য়াত করে, তারা আল্লাহর কাছে বায়াত করে আল্লাহর (কুদরতী) হাত, তাদের হাতের ওপরে। সুতরাং যে তা ভংগ করে (অংগীকার) ভংগ

ينكث على نفسه ۚ ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما

ইয়ান্কুছু 'আলা- নাফ্সিহী ওয়া মান্ আওফা- বিমা- 'আ-হাদা 'আলাইহুল্লা-হা ফাসাইউ'তীহি আজ্রান্ 'আজীমা-।
করার শাস্তি তার নিজেরই ওপরে পতিত হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার পূর্ণ করে, তাকে আল্লাহ অতিশীঘ্রই বিরাট পুরস্কার দান করবেন।

﴿١١﴾ سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا ۚ

১১। সাইয়াকূলু লাকাল্ মুখাল্লাফূনা মিনাল্ 'আরা-বি শাগালাত্না~ আম্ওয়া-লুনা- ওয়া আহ্লূনা- ফাস্তাগ্ফির্ লানা-,
(১১) আরব গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা পশ্চাতে রয়ে গেছে তারা আপনাকে বলবে যে, আমাদের সম্পদ ও পরিবার-পরিজন, আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে।

يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ۚ قل فمن يملك لكم من الله شيئا

ইয়াকূলূনা বিআল্সিনাতিহিম্ মা- লাইসা ফী কুলূবিহিম ; কুল্ ফামাইঁ ইয়াম্লিকু লাকুম্ মিনাল্লা-হি শাইআন্
সুতরাং আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা তাদের মুখ দিয়ে যা বলে, তা তাদের অন্তরে নেই। আপনি বলুন, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তোমাদের কোন

ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا ۚ بل كان الله بما تعملون خبيرا ﴿١٢﴾ بل

ইন্ আরা-দাবিকুম্ দ্বাররান্ আও আরা-দাবিকুম নাফ'আন ; বাল্ কা-নাল্লা-হু বিমা- 'তামালূনা খাবীরা-। ১২। বাল্
অকল্যাণ করতে অথবা কল্যাণ সাধন করতে কে তাকে তা থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা রাখে? বরং তোমরা যা কিছু কর, সব কিছুই আল্লাহ খুব জানেন। (১২) বরং

ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين

জানান্তুম্ আল্লাই ইয়ান্ ক্বালিবার্ রাসূলু ওয়াল্ মু'মিনূনা ইলা~আহ্লীহিম্ আবাদাওঁ ওয়া যুইয়্যিনা
তোমরা এ ধারণা পোষণ করে ছিলে যে, রাসূল এবং মুমিনগণ তাঁদের পরিবার-পরিজনের কাছে কখনই ফিরে আসবে না এবং এ ধারণা তোমাদের

ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء ۚ وكنتم قوما بورا ﴿١٣﴾ ومن لم يؤمن

যা-লিকা ফী কুলূবিকুম্ ওয়া জানান্তুন্ জান্নাস্ সাওই, ওয়া কুন্তুম্ ক্বাওমাম্ বূরা-। ১৩। ওয়া মাল্লাম্ ইউ'মিম্
অন্তরে খুবই পছন্দ (মনঃপূত) হয়েছিল এবং তোমরা খারাপ ধারণা করেছিলে, তোমরাতো ধ্বংসযোগ্য সম্প্রদায়। (১৩) আর যে আল্লাহ ও তাঁর

بالله ورسوله فانا اعتدنا للكفرين سعيرا ﴿١٤﴾ ولله ملك السموت والارض ۚ

বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ফাইন্না~'আতাদ্না- লিল্ কা-ফিরীনা সা'ঈরা-। ১৪। ওয়া লিল্লা-হি মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ;
রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে না আমি সে সব অবিশ্বাসীদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি তৈরি করে রেখেছি। (১৪) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাদশাহী একমাত্র আল্লাহরই,

يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ۚ وكان الله غفورا رحيما ﴿١٥﴾ سيقول

ইয়াগ্ফিরু লিমাইঁ ইয়াশা—উ ওয়া ইউ'আয্যিবু মাইঁ ইয়াশা—উ ; ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহীমা-। ১৫। সাইয়াকূলুল্
তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন, আর যাকে চান শাস্তি দেন। তিনি মহা ক্ষমাপরায়ন ও অসীম দয়ালু। (১৫) যখন তোমরা যুদ্ধে

المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم ۚ يريدون

মুখাল্লাফূনা ইযান্ ত্বালাক্বতুম্ ইলা- মাগা-নিমা লিতা'খুযূহা- যারূনা- নাত্তা'বিকুম্, ইউরীদূনা
প্রাপ্ত (গনীমতের) সম্পদ গ্রহণের জন্য যাবে, তখন যারা পশ্চাতে (নিজ গৃহে) থেকে গিয়েছিল তারা বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যেতে অনুমতি

ان يبدلوا كلم الله ۚ قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ۚ فسيقولون

আইঁ-ইউবাদ্দিলূ কালা-মাল্লা-হি ; ক্বুল্ লান্ তাত্তাবি'ঊনা- কাযা-লিকুম ক্বা-লাল্লা-হু মিন্ ক্বাব্লু, ফাসাইয়াকূলূনা
দাও? তারা চায়, আল্লাহর বাণীকে পরিবর্তন করতে, আপনি বলুন, তোমরা কখনই আমাদের সাথে আসতে পারবে না। আল্লাহ পূর্বেই এরূপ বলেছেন, তারা

بل تحسدوننا ۚ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا ﴿١٦﴾ قل للمخلفين من

বাল্ তাহ্সুদূনানা-; বাল্ কা-নূ লা- ইয়াফ্ক্বাহূনা ইল্লা- ক্বালীলা-। ১৬। ক্বুল্ লিল্মুখাল্লাফীনা মিনাল্
বলবে বরং তোমরা আমাদেরকে ঈর্ষা করতেছ। মূলতঃ ওদের বুঝ শক্তিই কম। (১৬) আপনি পশ্চাতে (গৃহে) থেকে যাওয়া আরব গ্রামবাসীদেরকে বলুন

الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون ۚ

'আরা-বি সাতুদ্'আওনা ইলা- ক্বাওমিন্ উলী বা'সিন্ শাদীদিন্ তুক্বা-তিলূনাহুম্ আও ইউস্লিমূনা,
অতিশীঘ্রই তোমরা নির্দেশ প্রাপ্ত হবে এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করতে, যারা কঠোর যোদ্ধা। তোমরা (হয়) তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা মুসলমান হয়ে যাবে।

فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا ۚ وان تتولوا كما توليتم من قبل

ফাইন্ তুত্বী'উ ইউ'তিকুমুল্লা-হু আজ্রান হ্বাসানান্, ওয়া ইন্ তাতাওয়াল্লাও কামা- তাওয়াল্লাইতুম্ মিন্ ক্বাব্লু
যদি তোমরা এ নির্দেশ মান্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। আর যদি তোমরা (অমান্য করে) ফিরে যাও, যেভাবে এর পূর্বে ফিরে গিয়েছিলে,

يعذبكم عذابا اليما ﴿١٧﴾ ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج

ইউ'আয্যিব্কুম্ 'আযা-বান্ আলীমা-। ১৭। লাইসা 'আলাল্ 'আমা- হ্বারাজুওঁ ওয়ালা- 'আলাল্ 'আরাজ্বি হ্বারাজুওঁ
তবে তিনি তোমাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি দিবেন। (১৭) যারা অন্ধ, খোড়া এবং রুগ্ন তাদের জন্য কোন পাপ নেই (যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার জন্য)।

ولا على المريض حرج ۗ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجري من

ওয়ালা- 'আলাল্ মারীদ্বি হ্বারাজুন ; ওয়া মাইঁ ইউত্বি'ইল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ইউদ্খিল্হু জান্না-তিন তাজ্রী মিন্
যে কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চলবে, তাকে আল্লাহ প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৫) ঃ الى مغانم...... - এখানে গনীমতের সম্পদ দ্বারা খয়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদকে বুঝান হয়েছে। হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে যখন রাসূলুল্লাহ (স) খয়বরের যুদ্ধে রওয়ানা দেন, যে যুদ্ধের বিজয়ের সু-সংবাদ আল্লাহ তায়ালা হোদায়বিয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানিয়েছিলেন। তখন নির্দেশ হল যে, হোদায়বিয়ায় যারা উপস্থিত ছিলেন, তারাই একমাত্র এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে। যখন এ সিদ্ধান্ত হল, তখন হোদায়বিয়ার সময় গৃহে অবস্থানকারীরা, যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়নি। (কুঃ কারীম)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৫) ঃ ان يبدلوا كلم الله - আল্লাহর বাণী দ্বারা বুঝান হয়েছে যে, খয়বরের গনীমতের মাল, হোদায়বিয়ায় যারা উপস্থিত ছিল তাদের জন্য নির্দিষ্ট করার প্রতিশ্রুতি। মুনাফিকরা তাতে (গনীমতে) শরীক হয়ে আল্লাহর কালাম অর্থাৎ তাঁর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। (কুঃ কারীম)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৬) ঃ الى قوم اولى باس - কোন তফসীরকার বলেন, এখানে আরবের কতিপয় গোত্রের কথা বলা হয়েছে। যাদের সাথে হোনায়ন নামক স্থানে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে। কেহ বলেন, মুসায়লামা কাজ্জাবের অনুসারীদেরকে বুঝান হয়েছে। কেহ বলেন, পারস্য ও রোমের পৌত্তলিক ও খৃষ্টানদেরকে বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)

○ শানে নুযুল (আঃ ১৭) ঃ ليس على ....حرج - যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার শাস্তির কথা শুনে, অক্ষম ও দুর্বল মুসলমানগণ ভীত হয়ে পড়ে। তারা বলে যে, আমরা অক্ষমতার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারব না। আমাদের কি অবস্থা হবে? এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ কাদেরী)

تحتها الانهر ۚ ومن يتول يعذبه عذابا اليما ﴿١٧﴾ لقد رضى الله عن

তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু, ওয়া মাই ইয়াতাওয়াল্লা ইউ'আয্যিব্হু 'আযা-বান আলীমা- । ১৮ । লাক্বাদ্ রাদ্বিয়াল্লা-হু 'আনিল্

নহর প্রবাহিত । আর যে (আল্লাহর নির্দেশ হতে) মুখ ফিরায়ে থাকবে, তিনি তাদের কষ্টদায়ক শাস্তি দিবেন । (১৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ

المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فانزل

মু'মিনীনা ইয্ ইউবা-ই'উনাকা তাহ্তাশ্ শাজ্বারাতি ফা'আলিমা মা-ফী কুলূবিহিম্ ফাআন্যালাস্

মুমিনগণের প্রতি খুশী হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষের তলায় বসে আপনার কাছে বায়াত হয়েছিল । তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি অবগত ছিলেন । অতঃপর আল্লাহ্ তাদের

السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا ﴿١٨﴾ ومغانم كثيرة يأخذونها ۚ

সাকীনাতা 'আলাইহিম ওয়া আছা-বাহুম ফাত্হান্ ক্বারীবা- । ১৯ । ওয়া মাগা-নিমা কাছীরাতাই ইয়া'খুযূনাহা-;

ওপর সান্ত্বনা প্রদান করলেন এবং প্রতিদান (স্বরূপ) দিলেন তাদেরকে অতি নিকটতম একটি বিজয় । (১৯) এবং বিপুল পরিমাণ গনীমতের মাল, যা তারা অর্জন করবে,

وكان الله عزيزا حكيما ﴿١٩﴾ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل

ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আযীযান্ হাকীমা- । ২০ । ওয়া'আদাকুমুল লা-হু মাগা-নিমা কাছীরাতান্ তা'খুযূনাহা- ফা'আজ্জ্বালা

আল্লাহ্ মহা প্রভাবশালী, মহাবিজ্ঞ । (২০) আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রচুর গনীমতের মালের, যা তোমরা অর্জন করবে । এগুলো তোমাদেরকে তিনি

لكم هذه وكف ايدى الناس عنكم ۚ ولتكون اية للمؤمنين

লাকুম্ হা-যিহী ওয়া কাফ্ফা আইদিয়ান্ না-সি 'আন্কুম্, ওয়া লিতাকূনা আ-ইয়াতাল্ লিল্মু'মিনীনা

অতি দ্রুত দান করেছিলেন এবং তিনি নিবৃত্ত করে ছিলেন তোমাদের থেকে শত্রুর হস্ত যাতে এটি মুমিনগণের জন্য একটি নিদর্শন হয়

ويهديكم صراطا مستقيما ﴿٢٠﴾ واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها ۚ

ওয়া ইয়াহ্দিয়াকুম্ স্বিরা-ত্বাম্ মুস্তাক্বীমা- । ২১ । ওয়া উখ্রা- লাম্ তাক্বদিরূ 'আলাইহা- ক্বাদ্ আহা-ত্বাল লা-হু বিহা-;

এবং আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করেন । (২১) এবং তোমাদের জন্য আরও (গনীমত) রয়েছে, যা এখন পর্যন্ত তোমাদের মালিকানায় আসেনি ।

وكان الله على كل شىء قديرا ﴿٢١﴾ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم

ওয়াকা-নাল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীরা- । ২২ । ওয়া লাও ক্বা-তালাকুমুল্ লাযীনা কাফারূ লাওয়াল্লাউল্ আদ্বা-রা ছুম্মা

আল্লাহ সেগুলো নিজ অধিকারে রেখে দিয়েছেন । আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে মহা ক্ষমতাবান । (২২) যদি তোমাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শণ করতঃ

لا يجدون وليا ولا نصيرا ﴿٢٢﴾ سنة الله التى قد خلت من قبل ۖ ولن

লা- ইয়াজ্বিদূনা ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়ালা- নাস্বীরা- । ২৩ । সুন্নাতাল্লা-হিল্ লাতী ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাব্লু, ওয়া লান্

ভেগে যেত । অতঃপর তারা কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পেত না । (২৩) আল্লাহর এ পদ্ধতি (ধারা), প্রথম থেকেই চলে আসছে । আর আপনি

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৮) ঃ لقد رضى الله...... - হোদায়বিয়া নামক স্থানে যখন কাফেরেরা রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা যেতে বাধা দেয়, তখন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত ওসমানকে (রা) কাফির নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য মক্কায় প্রেরণ করেন । কাফেররা হযরত ওসমানের (রা) মক্কায় গৃহবন্দী করে রাখে । মুসলমান শিবিরে তাঁর শাহাদতের খবর ছড়িয়ে পড়লে, হযরত ওসমানের (রা) শাহাদাতের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হোদায়বিয়ায় উপস্থিত ১৫০০ (পনের শত) সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স) হাতে এ বলে প্রতিজ্ঞা (ব'য়াত) করেন যে, 'আমরা কুরায়শদের সাথে যুদ্ধ করব এবং আমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছ পা হবনা । হযরত যাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যারা আজ এ বৃক্ষের নিচে বয়াত (প্রতিজ্ঞাবদ্ধ) হয়েছে, তারা কেউই জাহান্নামে যাবে না এবং এ বয়াতকে 'বয়াতে রিদওয়ান' (সন্তুষ্টির প্রতিজ্ঞা) এজন্য বলা হয় যে, হোদায়বিয়ায় যারা বয়াত হয়েছে তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট । (তাঃ কাদেরী)

تجد لسنة الله تبديلا ﴿٢٣﴾ وهو الذى كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم

তাজ্বিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি তাব্দীলা- । ২৪ । ওয়া হুওয়াল্ লাযী কাফ্ফা আইদিয়াহুম 'আন্কুম্ ওয়া আইদিয়াকুম্ 'আন্হুম্

আল্লাহর পদ্ধতির মধ্যে কোনই পরিবর্তন পাবেন না । (২৪) তিনি (আল্লাহ) মক্কার অভ্যন্তরে কাফিরদের হাতকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাতকে

ببطن مكة من بعد ان اظفركم عليهم ۚ وكان الله بما تعملون بصيرا ﴿٢٤﴾

বিবাত্বনি মাক্কাতা মিম্ 'বাদি আন্ আজ্ফারাকুম্ 'আলাইহিম ; ওয়া কা-নাল্লা-হু বিমা- 'তামালূনা বাস্বীরা- ।

তাদের থেকে নিবৃত্ত রেখেছেন, তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী করার পর । আর তোমরা যা কিছুই কর সব কিছুই আল্লাহ দেখেন ।

هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا ان يبلغ

২৫ । হুমুল্লাযীনা কাফারূ ওয়া স্বাদ্দূকুম 'আনিল্ মাস্জ্বিদিল্ হারা-মি ওয়াল্ হাদ্ইয়া 'মাকূফান্ আই ইয়াব্লুগা

(২৫) ওরাই তো কুফরী করেছিল এবং মসজিদে হারাম (তাওয়াফ) থেকে বিরত রেখেছিল এবং তারা কুরবানীর জন্য উৎসর্গকৃত জানোয়ারগুলো নির্ধারিত স্থানে

محله ۚ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنت لم تعلموهم ان تطئوهم

মাহিল্লাহূ ; ওয়ালাওলা- রিজ্বা-লুম্ মু'মিনূনা ওয়া নিসা—উম্ মু'মিনা-তুল্ লাম তা'লামূহুম্ আন্ তাত্বাউহুম্

পৌঁছতে । তোমাদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হতো যদি এমন বহু মুসলমান পুরুষ ও নারী মক্কায় না থাকত, যাদের ঈমান সম্পর্কে তোমরা জান না, তোমরা তাদেরকে । অজ্ঞাতে

فتصيبكم منهم معرة بغير علم ۚ ليدخل الله فى رحمته من يشاء ۚ

ফাতুস্বীবাকুম্ মিন্হুম মা'আর্রাতুম্ বিগাইরি 'ইল্মিন্, লিইউদ্খিলাল্লা-হু ফী রাহ্মাতিহী মাই ইয়াশা—উ,

পিষে মেরে ফেলতে । ফলে, তাদের (মারার) কারণে তোমাদের ওপর বসিবত পৌঁছত, এ কারণে অনুমতি দেয়া হয়নি । আল্লাহ যাকে চান তাঁকে রহমতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন ।

لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما ﴿٢٥﴾ اذ جعل الذين كفروا

লাও তাযাইয়্যালূ লা'আয্যাব্নাল্ লাযীনা কাফারূ মিন্হুম্ 'আযা-বান্ আলীমা- । ২৬ । ইয্ জ্বা'আলাল লাযীনা কাফারূ

যদি তারা (মুমিন ও কাফির) পৃথক হত, তবে তাদের মধ্যে যারা কাফির, আমি তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি দিতাম । (২৬) (হে নবী স্মরণ করুন!) যখন সে

فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته على رسوله وعلى

ফী ক্বলূবিহিমুল্ হামিইয়্যাতা হামিইয়্যাতাল্ জ্বা-হিলিইয়্যাতি ফাআন্যালাল্লা-হু সাকীনাতাহূ 'আলা- রাসূলিহী ওয়া 'আলাল্

কাফিরেরা তাদের অন্তরে অজ্ঞতা যুগের উত্তেজনার মত উত্তেজনা (বিরুদ্ধতা) পোষণ করছিল, তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মুমিনগণের প্রতি সান্ত্বনা প্রদান

المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها ۚ وكان الله بكل

মু'মিনীনা ওয়া আল্যামাহুম কালিমাতাত্ তাক্ওয়া- ওয়া কা-নূ~আহাক্বক্বা বিহা- ওয়া আহ্লাহা-; ওয়া কা-নাল্লা-হু বিকুল্লি

করলেন এবং তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যের ওপর দৃঢ়ভাবে কায়েম রাখলেন, এবং তারাই ছিল এর অধিকতর হকদার এবং এর উপযুক্ত । আল্লাহ্

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৪) ঃ كف ايديهم عنكم - যখন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবাগণসহ হোদায়বিয়ায় অবস্থান করেছিলেন, তখন মক্কার কাফেররা ৭০ জন সশস্ত্র ব্যক্তিকে, মুসলমান শিবিরে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে যে, সুযোগ পেলে রাসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবাগণের ক্ষতি সাধন করবে । কিন্তু মুসলমানগণ তাদেরকে গ্রেফতার করে, রাসূলুল্লাহর (স) দরবারে নিয়ে আসেন । তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) যে শাস্তি নির্ধারণ করতেন সেটাই ঠিক হতো । কিন্তু মুসলমানদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে ছেড়ে দেন । (কুঃ কারীম)

شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ

শাইয়িন্ 'আলীমা-। ২৭। লাক্বাদ্ স্বাদাক্বাল্লা-হু রাসূলাহুর্ রু'ইয়া- বিল্হাক্বক্বি, লাতাদ্খুলুন্নাল্ মাস্জিদাল্
সর্ব বিষয় সর্বজ্ঞাত। (২৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখায়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছায়, তোমরা অবশ্যই পূর্ণ নিরাপদে মসজিদে

الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ

হারা-মা ইন্ শা—আল্লা-হু আ-মিনীনা, মুহাল্লিক্বীনা রুউসাকুম্ ওয়া মুক্বাস্বস্বিরীনা, লা-তাখা-ফূনা ;
হারামে প্রবেশ করবে, তোমাদের কেহ (প্রবেশ করবে) মাথা মুন্ডন করে, কেহ মাথার চুল কর্তন করে। তোমরা (কাউকে) ভয় করবে না

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ

ফা'আলিমা মা- লাম্ 'তালামূ ফাজা'আলা মিন্ দূনি যা-লিকা ফাত্হান্ ক্বারীবা-। ২৮। হুওয়াল্লাযী ~আর্সালা
আল্লাহ যা জানেন, তা তোমরা জান না। এছাড়া তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে দান করেছেন এক আসন্ন বিজয়। (২৮) তিনি তাঁর রাসূলকে

رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

রাসূলাহূ বিল্হুদা- ওয়া দীনিল্ হাক্বক্বি লিইউজ্হিরাহূ 'আলাদ্ দীনি কুল্লিহী ; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি শাহীদা-।
সঠিক নির্দেশনা এবং সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে সে একে বিজয়ী করেন অন্যান্য সব দ্বীনের উপর। আল্লাহ যথেষ্ট (নবুওয়াতের) সাক্ষী হিসেবে।

﴿٢٩﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

২৯। মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লা-হি ; ওয়াল্লাযীনা মা'আহূ~আশিদ্দা—উ 'আলাল্ কুফফা-রি রুহামা—উ বাইনাহুম্
(২৯) মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল এবং যারা তার সাথে রয়েছেন সাহাবাগণ তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর, অথচ তাদের নিজেদের মধ্যে

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ

তারা-হুম্ রুক্কা'আন্ সুজ্জাদাই ইয়াব্তাগূনা ফাদ্বলাম্ মিনাল্লা-হি ওয়া রিদ্বওয়া-না; সীমা-হুম
একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টির কামনায় রুকূ ও সিজদা করছে।

فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ

ফী উজূহিহিম্ মিন্ আছারিস সুজূদি ; যা-লিকা মাছালুহুম্ ফিত্ তাওরা-তি, ওয়া মাছালুহুম
তাদের মুখমন্ডলে চিহ্ন থাকবে, সিজদা করার কারণে। তাদের এরূপ দৃষ্টান্ত তাওরাতে রয়েছে এবং তাদের দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলেও রয়েছে।

فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ

ফিল্ ইনজ্বীলি ; কাযার্'ইন্ আখ্রাজা শাত্বআহূ ফাআ-যারাহূ ফাস্তাগ্লাজা ফাস্তাওয়া-
তাদের উদাহরণ সে ক্ষেতের ন্যায়, যে প্রথমে তার অঙ্কুর ফোটায়, পরে সেটি শক্তিশালী হয়, অতঃপর সেটি মোটা হয়, এরপরে সেটি সোজা

০ শানে নুযূল (আঃ ২৭) ঃ ......لقد صدق الله - রাসূলুল্লাহ (স) হোদায়বিয়া গমনের পূর্বে সে বছরই, স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি (স) এবং সাহাবাগণ নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং তাদের মধ্যে কতিপয় লোক মাথা মুন্ডন অবস্থায় এবং চুল কর্তন (খাট) করা অবস্থায় রয়েছে। সাহাবাগণ এ সু-সংবাদ শুনে অত্যন্ত খুশী হন। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবাগণসহ ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা দেন এবং পথিমধ্যে হোদায়বিয়া নামক স্থানে কাফেররা বাধা দেয় এবং পরিশেষে মুসলমানগণকে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করতে হল, তখন সাহাবাগণ দুঃখিত হন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (জালালাইন)

عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ

'আলা- সূক্বিহী ই'উজ্বিবুয্ যুর্রা-'আ লিইয়াগীজা বিহিমুল্ কুফ্ফা-রা ; ওয়া'আদাল্লাহুল
তার কান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যায় এবং তা কৃষকদেরকে খুব আনন্দ দিতে থাকে। (এ দৃষ্টান্ত আল্লাহ পেশ করেন) যাতে কাফিরদের অন্তর্দাহ সৃষ্টি হয়।

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি মিন্হুম্ মাগ্ফিরাতাওঁ ওয়া আজ্বরান্ 'আজীমা-।
যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও বিরাট সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ع ৪ ১২ রুকূ

সূরা হুজুরা-ত
মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১৮
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

১। ইয়া~আইয়্যুহাল লাযীনা আ-মানূ লা- তুক্বাদ্দিমূ বাইনা ইয়াদায়িল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়াত্তাকুল্লা-হা ;
(১) হে মুমিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (কথার) সামনে, তোমরা (তোমাদের নিজ মতে) অগ্রবর্তী হয়ো না। আল্লাহকে ভয় কর,

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ

ইন্নাল্লা-হা সামী'উন্ 'আলীম। ২। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা- তারফা'উ~আস্বওয়া-তাকুম্ ফাওক্বা স্বাওতিন্
নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা। সর্বজ্ঞানী। (২) হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের আওয়াজকে নবীর আওয়াজের ওপর উঁচু করনা এবং তোমরা তার সাথে

النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ

নাবিয়্যি ওয়ালা- তাজ্বহারূ লাহূ বিল্ক্বাওলি কাজ্বাহ্রি বা'দ্বিকুম্ লিবা'দ্বিন্ আন্ তাহ্বাত্বা 'আমা-লুকুম্
এত উঁচু আওয়াজে কথা বল না, যেভাবে তোমরা পরস্পরে একে অপরের সাথে উঁচু আওয়াজে কথা বল, এতে তোমাদের আমলসমূহ বাতিল হয়ে যাবে,

وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ

ওয়া আন্তুম লা-তাশ্'উরূন। ৩। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াগুদ্দ্বূনা আস্বওয়া-তাহুম্ 'ইন্দা রাসূলিল্লা-হি উলা—ইকাল্
অথচ তা তোমরা অনুভবও করতে পারবে না। (৩) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজ আওয়াজ নীচু করে, তাদের

الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ

লাযীনাম্ তাহানাল্লা-হু কুলূবাহুম লিত্তাক্বওয়া-; লাহুম্ মাগ্ফিরাতুওঁ ওয়া আজ্বরুন্ 'আজীম। ৪। ইন্নাল্লাযীনা
অন্তরকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য যাচাই করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে (আল্লাহর পক্ষ হতে) ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার। (৪) যারা আপনাকে কক্ষের

يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ

ইউনা-দূনাকা মিওঁ ওরা—ইল্ হুজুরা-তি আক্ছারুহুম লা- ই'য়াক্বিলূন। ৫। ওয়া লাও আন্নাহুম্ স্বাবারূ হাত্তা-
পিছন থেকে জোরে ডাকে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধিহীন (মূর্খ)। (৫) আপনি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত;

تخرج اليهم لكان خيرا لهم ؕ والله غفور رحيم ۝ يايها الذين امنوا

তাখ্রুজ্বা ইলাইহিম্ লাকা-না খাইরাল্ লাহুম; ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহীম। ৬। ইয়া ~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~
তবে এটা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। আল্লাহ্ মহাক্ষমাশীল ও দয়াশীল। (৬) হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসিক (পাপী) তোমাদের কাছে

ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على

ইন্ জ্বা—আকুম ফা-সিকুম্ বিনাবাইন্ ফাতাবাইয়্যানূ~আন্ তুস্বীবূ ক্বাওমাম্ বিজ্বাহা-লাতিন্ ফাতুস্বিহূ 'আলা-
কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা সেটাকে (ভালভাবে) পরখ কর। (সাবধান!) এমন যেন না হয় যে, বিনা পরখে অজ্ঞতা বশতঃ কোন সম্প্রদায়ের তোমরা ক্ষতি করে বস,

ما فعلتم ندمين ۝ واعلموا ان فيكم رسول الله ؕ لو يطيعكم في كثير

মা- ফা'আল্তুম্ না-দিমীন। ৭। ও'য়ালামূ~আন্না ফীকুম রাসূলাল্লা-হি ; লাও ইউত্বী'উকুম ফী কাছীরিম্
পরে তোমাদের সে কাজের জন্য তোমরা অনুতপ্ত হও। (৭) জেনে রাখ! তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল উপস্থিত আছেন। যদি তিনি অনেক বিষয়ে তোমাদের

من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم

মিনাল্ আম্রি লা'আনিত্তুম্ ওয়ালা- কিন্নাল্লা-হা হ্বাব্বাবা ইলাইকুমুল্ ঈমা-না ওয়া যাইয়্যানাহূ ফী কুলূবিকুম্
কথা শোনতেন, তবে তোমরাই অসুবিধায় পড়তে। কিন্তু আল্লাহ ঈমানকে তোমাদের নিকট পছন্দনীয় করেছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত

وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ؕ اولئك هم الرشدون ۝

ওয়া কার্রাহা ইলাইকুমুল্ কুফ্রা ওয়াল্ ফুসূক্বা ওয়াল্ 'ইস্বইয়া-না ; উলা—ইকা হুমুর্ রা-শিদূন।
করেছেন এবং অপছন্দনীয় করেছেন তোমাদের কাছে, কুফরী, পাপের কাজ এবং নাফরমানীকে; এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।

فضلا من الله ونعمة ؕ والله عليم حكيم ۝ وان طائفتن من المؤمنين

৮। ফাদ্বলাম্ মিনাল্লা-হি ওয়া নি'মাতান ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন্ হ্বাকীম। ৯। ওয়া ইন্ ত্বা—ইফাতা-নি মিনাল্ মু'মিনীনাক্ব
(৮) এসব কিছু আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ। (৯) যদি মুমিনগণের দু'দল (একে অপরের সাথে) লড়াই করে,

اقتتلوا فاصلحوا بينهما ۚ فان بغت احدىهما على الاخرى فقاتلوا التي

তাতালূ ফাআস্বলিহূ বাইনাহুমা-, ফাইম্ বাগাত্ 'ইহ্দা-হুমা- 'আলাল্ উখ্রা- ফাক্বা-তিলুল্লাতী
তবে তাদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি সে দু'দলের একদল অন্য দলের উপর, জুলুম করে তবে জুলুমকারী দলের সাথে

تبغي حتى تفيء الى امر الله ۚ فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل

তাব্গী হ্বাত্তা- তাফী—আ ইলা~আম্রিল্লা-হি, ফাইন্ ফা—আত্ ফাআস্বলিহূ বাইনাহুমা- বিল্'আদ্লি
লড়াই কর যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবে, ন্যায়ের সাথে এবং

واقسطوا ؕ ان الله يحب المقسطين ۝ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا

ওয়া আক্বসিত্বূ ; ইন্নাল্লা-হা ইউহ্বিব্বুল্ মুক্বসিত্বীন। ১০। ইন্নামাল্ মু'মিনূনা ইখ্ওয়াতুন্ ফাআস্বলিহূ
সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন। (১০) মুমিনগণতো পরস্পরে (দ্বীনী) ভাই। সুতরাং মীমাংসা কর তোমাদের নিজ

রুকু ১/১৩ ◐ তিন চতুর্থাংশ

بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ۝ يايها الذين امنوا لا يسخر

বাইনা আখাওয়াইকুম্ ওয়াত্তাকুল্লা-হা লা'আল্লাকুম তুর্হামূন। ১১। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা- ইয়াস্খার্
ভায়ের মধ্যে এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা (আল্লাহর) রহমত পেতে পার। (১১) হে মুমিনগণ! এক পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে ঠাট্টা না

قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان

ক্বাওমুম্ মিন্ ক্বাওমিন্ 'আসা ~আঁই ইয়াকূনূ খাইরাম্ মিন্হুম ওয়ালা- নিসা—উম্ মিন্ নিসা—ইন্ 'আসা~আঁই
করে, হয়তো সে, ঠাট্টাকারী হতে অতি উত্তম। আর কোন মহিলা যেন কোন মহিলাকে ঠাট্টা না করে। কেননা, হয়তো সে, ঠাট্টাকারীনি

يكن خيرا منهن ۚ ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب ؕ بئس

ইয়াকুন্না খাইরাম্ মিন্হুন্না, ওয়ালা- তাল্মিযূ~আন্ফুসাকুম্ ওয়ালা- তানা-বাযূ বিল্আল্ক্বা-বি ; বি'সা
হতে অতি উত্তম। তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে একে অপরের দূর্নাম করনা এবং তোমরা একে অপরকে বিদ্রূপাত্মক উপাধিতে ডেকনা।

الاسم الفسوق بعد الايمان ۚ ومن لم يتب فاولئك هم الظلمون ۝

লিস্মুল্ ফুসূক্বু 'বাদাল্ ঈমা-নি, ওয়া মাল্ লাম্ ইয়াতুব্ ফাউলা—ইকা হুমুজ্ জা-লিমূন।
ঈমান গ্রহণের পরে তাকে খারাপ নামে ডাকা পাপ কাজ। আর যারা এর থেকে ফিরে থাকবেনা তারাই জালিম (অত্যাচারী)।

يايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ز ان بعض الظن اثم

১২। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুজ্ব তানিবূ কাছীরাম্ মিনাজ্ জান্নি, ইন্না 'বাদ্বাজ জান্নি ইছ্মুওঁ
(১২) হে মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধরণের (খারাপ) ধারণা পরিহার কর। নিশ্চয়ই কতিপয় ধারণা করা পাপ কাজ এবং

ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ؕ ايحب احدكم ان ياكل لحم

ওয়ালা তাজ্বাস্সাসূ ওয়ালা- ইয়াগ্তাব্ 'বাদ্বুকুম্ 'বাদ্বান ; আইউহিব্বু আহ্বাদুকুম্ আঁই ইয়া'কুলা লাহ্বমা
তোমরা কারও (ত্রুটি) বিষয় অন্বেষণ কর না এবং অগোচরে একে অপরের নিন্দা (বদনাম) করনা। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তোমাদের মৃত ভ্রাতার গোস্ত খাওয়া

اخيه ميتا فكرهتموه ؕ واتقوا الله ؕ ان الله تواب رحيم ۝ يايها الناس

আখীহি মাইতান্ ফাকারিহ্তুমূহু ; ওয়াত্তাক্বুল্লা-হা ; ইন্নাল্লা-হা তাওয়্যা- বুর রাহ্বীম। ১৩। ইয়া ~আইয়্যুহান্ না-সু
পছন্দ কর? তোমরাতো তা ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, অসীম দয়ালু। (১৩) হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে

انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ؕ ان

ইন্না- খালাক্বনা-কুম্ মিন্ যাকারিওঁ ওয়া উন্ছা- ওয়া জ্বা'আল্না-কুম্ শু'উবাওঁ ওয়া ক্বাবা—ইলা লিতা'আ-রাফূ ; ইন্না
সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন বংশে ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে জানতে পার। নিশ্চয়ই

○ শানে নুযূল (আঃ ১১) ঃ ......لا يسخر قوم - বনূ তামীমের একটি গোত্র গরীব সাহাবাগণ (রা)-কে হাসি-ঠাট্টা করত। যেমন হযরত আম্মার, হযরত বিলাল, হযরত সালমান ফারসী, হযরত খাব্বাব এবং হযরত শোহায়ব (রা)। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাঃ কাদেরী) ولا تنابزوا - অর্থাৎ কারও ভাল নামকে বিকৃত করে ডাকা বা মানুষকে এমন নামে সম্বোধন করা, যাতে সে কষ্ট ও লজ্জা পায়। এভাবে ডাকা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করা হয়েছে। (কুঃ কারীম) * بئس الاسم الفسوق - ইসলাম গ্রহণের পরে অথবা তওবার পরে, তাকে পূর্ববর্তী ধর্ম অথবা গুনাহের কথা বলে সম্বোধন করা পাপের কাজ। যেমন- হে কাফের, হে ব্যভিচারী, হে শরাবখোর ইত্যাদি। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১২) ঃ بعد الظن اثم - মুমিনগণের প্রতি মিথ্যা ও খারাপ ধারণা করা গুনাহের কাজ। আর যারা ফাসিক ও পাপী তাদের পাপ কাজের জন্য খারাপ ধারণা রাখায় গুনাহ নেই। (জালালাইন)

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٤﴾ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ

আক্‌রামাকুম্ 'ইন্‌দাল্লা-হি আত্‌ক্বা-কুম ; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন্ খাবীর। ১৪। ক্বা-লাতিল্ 'আরা-বু আ-মান্না-;
তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে অতি সম্মানিত সে যে অধিক পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। (১৪) আরব গ্রামবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি,

قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِنْ

কুল্ লাম্ তু'মিনূ ওয়ালা-কিন কূলূ~আস্‌লাম্‌না- ওয়া লাম্মা- ইয়াদ্‌খুলিল ঈমা-নু ফী কুলূবিকুম ; ওয়া ইন্
আপনি বলুন, মূলতঃ তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা এভাবে বল যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। কেননা এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। যদি

تُطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

তুত্বী'উল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ লা-ইয়ালিত্‌কুম্ মিন্ 'আমা-লিকুম শাইআন ; ইন্নাল লা-হা গাফূরুর রাহীম।
তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চল, তবে আল্লাহ তোমাদের কোন আমলে সওয়াব প্রদানে কমতি করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাপরায়ন ও মেহেরবান।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا ﴿١٥﴾

১৫। ইন্নামাল্ মু'মিনূনাল্ লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ছুম্মা লাম্ ইয়ার্‌তা-বূ ওয়া জ্বা-হাদূ
(১৫) মুমিনতো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, অতঃপর (ঈমানের ব্যাপারে) সন্দেহ পোষণ করে না এবং

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٦﴾ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ

বিআম্‌ওয়া- লিহিম ওয়া আন্‌ফুসিহিম্ ফী সাবীলিল্লা-হি ; উলা—ইকা হুমুস্ব স্বা-দিকূন। ১৬। কুল্ আতু'আল্লিমূনাল
তাদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে, আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারাই (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী। (১৬) আপনি বলুন, তোমরা কি

اللّٰهَ بِدِينِكُمْ ۖ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ

লা-হা বিদীনিকুম ; ওয়াল্লা-হু ই'য়ালামু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্ আর্‌দ্বি ; ওয়াল্লা-হু বিকুল্লি
তোমাদের দ্বীনদারী সম্পর্কে আল্লাহকে অবগত করছ? অথচ আল্লাহ খুব জানেন, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব বিষয়। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۖ

শাইয়ন্ 'আলীম। ১৭। ইয়ামুন্‌নূনা 'আলাইকা আন্ আস্‌লামূ ; কুল্ লা-তামুন্‌নূ 'আলাইয়্যা ইস্‌লা-মাকুম্,
সর্বজ্ঞাত। (১৭) তাদের ধারণা তারা ইসলাম কবুল করে; আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছে, বলুন, তোমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণ দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করনি;

بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدٰكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿١٨﴾ إِنَّ

বালিল্লা-হু ইয়ামুন্‌নু 'আলাইকুম্ আন্ হাদা-কুম্ লিল্‌ঈমা-নি ইন্ কুন্‌তুম্ স্বা-দিক্বীন। ১৮। ইন্নাল
বরং আল্লাহ তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পথ প্রদর্শন করতঃ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৮) নিশ্চয়ই

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৪) ঃ قالت الاعراب - কতিপয় তফসীরকারদের মতে, 'আরব গ্রামবাসী' দ্বারা বনূ আসাদ এবং খাযীমা গোত্রের মুনাফিকদেরকে বুঝান হয়েছে। যারা দুর্ভিক্ষের সময়, শুধু দান সদকা আদায়ের জন্য মুসলমান বলে দাবী করত। কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান নেই। (ফতহুল কাদীর) ইমাম ইবন কাসীরের মতে, আরব গ্রামবাসী দ্বারা তাদেরকে বুঝান হয়েছে, যারা নওমুসলিম এবং এখন পর্যন্ত তাদের অন্তরে ঈমান মজবুত হয়নি। কিন্তু তারা ঈমানের দাবীতে অগ্রগামী ছিল। যে প্রেক্ষিতে তাদেরকে এ উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রথম অবস্থায়ই ঈমানের পূর্ণতায় পৌছার দাবী করা ঠিক নয়; বরং ক্রমে ক্রমে ঈমানের পূর্ণতায় পৌছবে। (কুঃ কারীম)

اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

লা-হা ই'য়ালামু গাইবাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি; ওয়াল্লা-হু বাস্বীরুম্ বিমা-'তামালূন।
আল্লাহ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমাদের সব কৃত কর্ম আল্লাহ ভালভাবে দেখেন।

সূরা ক্বা-ফ মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪৫ রুকূ ঃ ৩

قٓ ۚ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ

১। ক্বা—ফ ; ওয়াল্ কুরআ-নিল্ মাজ্বীদ্। ২। বাল্ 'আজ্বিবূ~আন্ জ্বা—আহুম্ মুন্‌যিরুম্ মিন্‌হুম্ ফাক্বা-লাল্
(১) ক্বা-ফ; মহান কুরআনের শপথ। (২) কিন্তু তাদের মাঝে একজন সতর্ককারী আসছে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে।

الْكٰفِرُونَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۖ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾ قَدْ

কা-ফিরূনা হা-যা- শাইউন্ 'আজ্বীব্। ৩। আইযা- মিত্‌না- ওয়াকুন্না- তুরা-বান্, যা-লিকা রাজ্‌'উম বা'ঈদ। ৪। ক্বাদ্
কাফেরেরা বলে, এ তো আশ্চর্যজনক বিষয়! (৩) যখন আমরা মারা যাব এবং মাটি হয়ে যাব, এর পরেও কি পুনরুত্থিত হব? প্রত্যাবর্তন হওয়া অসম্ভব! (৪) (আল্লাহ বলেন)

عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيظٌ ﴿٤﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ

'আলিম্‌না- মা- তান্‌কুস্বুল্ আর্‌দ্বু মিন্‌হুম, ওয়া 'ইন্‌দানা- কিতা-বুন্ হ্বাফীজ। ৫। বাল্ কায্‌যাবূ বিল্‌হ্বাক্কি
আমিতো জানি মাটি কতটুকু ধ্বংস করে তাদের শরীরের অংশগুলোকে এবং আমার কাছে রয়েছে সংরক্ষক কিতাব। (৫) বরং যখন তাদের কাছে সত্য বিষয়

لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴿٥﴾ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ

লাম্মা- জ্বা—আহুম ফাহুম ফী~আম্‌রীম্ মারিজ্ব। ৬। আফালাম্ ইয়ান্‌জুরূ~ইলাস্ সামা—ই ফাওক্বাহুম কাইফা
এসেছে তখন তারা তা অবিশ্বাস করেছে। ফলে তারা জটিলতায় পড়ে গেছে। (৬) তারা কি তাদের উপর আকাশের দিকে দৃষ্টি করেনা? আমি তা কিভাবে

بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ

বানাইনা-হা- ওয়া যাইয়্যান্না-হা- ওয়ামা- লাহা- মিন্ ফুরূজ্ব। ৭। ওয়াল্ আর্‌দ্বা মাদাদ্‌না-হা- ওয়া আলক্বাইনা- ফীহা- রাওয়া-সিয়া
সৃষ্টি করেছি এবং কত সৌন্দর্য দান করেছি এবং তাতে কোন ফাটলও নেই। (৭) আর আমি যমীনকে করেছি প্রসারিত এবং তার ওপর পাহাড়গুলো স্থাপন করেছি,

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ

ওয়া আম্‌বাত্‌না- ফীহা- মিন্ কুল্লি যাওজ্বিম্ বাহীজ্ব। ৮। তাব্‌স্বিরাতাওঁ ওয়াযিক্‌রা- লিকুল্লি 'আব্‌দিম্ মুনীব।
এবং আমি যমীনে উৎপন্ন করেছি প্রতিটি ধরনের মনোরম উদ্ভিজ্জ (৮) প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী বান্দার জন্য ও উপদেশ স্বরূপ।

○ সূরা ক্বাফ-এর শানে নুযূল ঃ রাসূলুল্লাহ (স) ঈদের নামাজে সূরায়ে ক্বাফ পাঠ করতেন। ইমাম ইবন কাসীর (রহ) বলেন, দু-ঈদ এবং জুমার নামাজে এ সূরা পাঠের তাৎপর্য হচ্ছে, তিনি (স) বড় জামাতে এ সূরা পাঠ করতেন। কেননা, এ সূরায় সৃষ্টির সূচনা, পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত, জাহান্নাম, সওয়াব এবং শাস্তির বর্ণনা রয়েছে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫) ঃ كذبوا بالحق - এখানে 'সত্য কথা' দ্বারা কুরআন ইসলাম অথবা রাসূলুল্লাহ (স) নবুওয়াতকে বুঝান হয়েছে। فى امر مريج - অর্থাৎ তারা (কাফিরেরা) রাসূল (স) সম্পর্কে মন্তব্য করতে জটিলতায় (সমস্যায়) পড়ে গেছে। কখনও তারা, তাঁকে যাদুকর, কখনও কবি, কখনও গণক বলে। (অর্থাৎ সত্য আসার পরে তারা রাসূল (স) সম্পর্কে সিদ্ধান্তহীনতায় (পেরেশানীতে) ভুগছে। (কুঃ কারীম)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ

৯। ওয়া নায্যাল্না- মিনাস্ সামা—ই মা—আম্ মুবা-রাকান্ ফাআম্বাত্না- বিহী জান্না-তিওঁ ওয়াহ্বাব্বাল্ হ্বাছীদ্। ১০। ওয়ান্ নাখ্লা
(৯) আমি আকাশ হতে কল্যাণকর বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তার দ্বারা আমি উৎপন্ন করি বাগান এবং সংগৃহীত ফসল। (১০) এবং উঁচু খেজুর বৃক্ষ,

بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ

বা-সিক্বা-তিল্লাহা- ত্বাল্'উন নাদ্বীদ্। ১১। রিয্ক্বাল্ লিল্'ইবা-দি, ওয়া আহ্ইয়াইনা- বিহী বাল্দাতাম্ মাইতান্ ; কাযা-লিকাল্
যার শীর্ষে রয়েছে গুচ্ছ খেজুর। (১১) বান্দাগণের রিযিকের জন্য পানি দ্বারা এবং তাদ্বারা আমি জীবিত করি মৃত যমীনকে। অনুরূপভাবেই (কবর থেকে)

الْخُرُوجُ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ

খুরূজ্ব। ১২। কায্যাবাত্ ক্বাব্লাহুম ক্বাওমু নূহিওঁ ওয়া আস্বহ্বা-বুর রাস্সি ওয়া ছামূদ্। ১৩। ওয়া 'আ-দুওঁ
বের করা হবে। (১২) তাদের পূর্বেও অবিশ্বাস করেছিল নূহের সম্প্রদায়, কূপবাসীরা ও সামূদ সম্প্রদায় (১৩) এবং আদ,

وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ

ওয়া ফির্'আওনু ওয়া ইখ্ওয়া-নু লূত্ব। ১৪। ওয়া আস্বহ্বা-বুল্ আইকাতি ওয়া ক্বাওমু তুব্বা'ইন ; কুল্লুন্ কায্যাবার্ রুসুলা
ফেরাউন, লূতের সম্প্রদায়। (১৪) এবং আয়কা বাসিন্দারা ও তুব্বা সম্প্রদায়, ওরা সবাই রাসূলকে অবিশ্বাস করেছিল, ফলে আমার শাস্তি তাদের

فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٤﴾ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ

ফাহ্বাক্ক্বা ওয়া'ঈদ। ১৫। আফাআ'ঈনা- বিল্খাল্ক্বিল্ আওঁয়্যালি ; বাল্ হুম ফী লাব্সিম্ মিন্ খাল্ক্বিন্ জ্বাদীদ্।
ওপর বাস্তবায়িত হয়েছে। (১৫) আমি কি প্রথম বার সৃষ্টি করার কারণেই দুর্বল হয়ে পড়েছি? বরং ওরা (কাফেরেরা) নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ

১৬। ওয়া লাক্বাদ্ খালাক্বনাল্ ইন্সা-না ওয়া'নালামু মা- তুওয়াস্ওয়িসু বিহী নাফ্সুহু, ওয়া নাহ্নু আক্বরাবু ইলাইহি
(১৬) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তর (আত্মা) তাকে যে কুমণা দেয়, তা আমি জানি এবং আমি তার ঘাড়ের

مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

মিন্ হ্বাব্লিল্ ওয়ারীদ্। ১৭। ইয্ ইয়াতালাক্ক্বাল্ মুতালাক্ক্বিইয়া-নি 'আনিল্ ইয়ামীনি ওয়া 'আনিশ্ শিমা-লি ক্বা'ঈদ্।
রগের চেয়ে অতি নিকটে। (১৭) স্মরণ করুন! যখন দুজন হিসাব গ্রহণকারী (ফিরিশতা) তার ডান দিকে ও বামদিকে বসে তার কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করে।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ

১৮। মা- ইয়াল্ফিজু মিন্ ক্বাওলিন্ ইল্লা- লাদাইহি রাক্বীবুন্ 'আতীদ্। ১৯। ওয়া জ্বা—আত্ সাক্রাতুল্ মাওতি
(১৮) মানুষ যে কথাই মুখ থেকে বের করে, তা লিখে রাখার জন্য তার কাছেই প্রহরী প্রস্তুত রয়েছে। (১৯) মৃত্যুকালীন কষ্ট সত্যই এসে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১২) ঃ اصحب الراس - 'রাস' হল এক কূপের অধিবাসী। সেখানে তারা তাদের জীব জানোয়ারসহ বসবাস করত। তারা মূর্তি পূজক ছিল। কারো মতে, তাদের পয়গম্বর ছিল হযরত হানযালা ইবনে সাফওয়ান বা অন্য কোন বুজুর্গ ব্যক্তি। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৪) ঃ وقوم تبع - ইয়ামনের বাদশাহ, যিনি মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করেছিল। (জালালাইন)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৬) ঃ حبل الوريد - ঘাড়ের রগ অর্থ, মানুষের শাহরগ। যা কাটলে মানুষ মারা যায়। এখানে নিকটতম বুঝান হয়েছে অবগতির দিক দিয়ে নিকটতম। অর্থাৎ অবগতির দিক দিয়ে আল্লাহ মানুষের এত নিকটে যে তার মনের কথাগুলোও তিনি জানেন। (কুঃ করীম)

بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ

বিল্হ্বাক্ক্বি ; যা-লিকা মা- কুন্তা মিন্হু তাহ্বীদ্। ২০। ওয়া নুফিখা ফিস্ব স্বূরি ; যা-লিকা ইয়াওমুল্ ওয়া'ঈদ।
উপস্থিত হবে, এটা সে মৃত্যু, যা থেকে তোমরা পালাতে। (২০) আর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, এটাই প্রতিশ্রুতি শাস্তি দেয়ার দিন।

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا

২১। ওয়া জ্বা—আত্ কুল্লু নাফ্সিম্ মা'আহা- সা—ইকুওঁ ওয়া শাহীদ। ২২। লাক্বাদ্ কুন্তা ফী গাফ্লাতিম্ মিন্ হা-যা-
(২১) প্রত্যেকেই (হাশরের ময়দানে) এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার সাথে থাকবে একজন চালক (ফেরেশতা) আর একজন সাক্ষী (ফেরেশতা)। (২২) (অবিশ্বাসীদেরকে বলা হবে) নিশ্চয়ই তুমি ছিলে পৃথিবীতে এ দিবস সম্পর্কে উদাসীন। কিন্তু এখন আমি

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ

ফাকাশাফ্না- 'আন্কা গিত্বা—আকা ফাবাস্বারুকাল্ ইয়াওমা হ্বাদীদ্। ২৩। ওয়া ক্বা-লা ক্বারীনুহু হা-যা- মা- লাদাইয়্যা
তোমার চক্ষুর ওপর থেকে তোমার পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। (২৩) সাথী ফেরেশতা বলবে, এইতো আমলনামা যা আমার কাছে প্রস্তুত

عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ﴿٢٥﴾ الَّذِي

'আতীদ। ২৪। আল্ক্বিয়া- ফী জ্বাহান্নামা কুল্লা কাফ্ফা-রিন্ 'আনীদ্। ২৫। মান্না-'ইল্ লিল্খাইরি 'মুতাদিম্ মুরীবিন। ২৬। আল্লাযী
রয়েছে। (২৪) প্রহরীকে নির্দেশ দেয়া হবে যে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক কাফিরকে, (২৫) যারা ভাল কাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী এবং সংশয়কারী। (২৬) যে

جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا

জ্বা'আলা মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খারা ফাআল্ক্বিয়া-হু ফিল্ 'আযা-বিশ্ শাদীদ্। ২৭। ক্বা-লা ক্বারীনুহু রাব্বানা- মা~
আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মাবুদ নির্ধারণ করেছে, তাকেও কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (২৭) তার সাথী শয়তান বলবে, হে আমার প্রতিপালক!

أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ

আত্বগাইতুহু ওয়ালা-কিন্ কা-না ফী দ্বালা-লিম্ বা'ঈদ। ২৮। ক্বা-লা লা- তাখ্তাস্বিমূ লাদাইয়্যা ওয়া ক্বাদ্ ক্বাদ্দামতু
আমি ওকে বিভ্রান্ত করিনি; বরং সে নিজেই চরম বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল। (২৮) আল্লাহ বলবেন, আমার সামনে ঝগড়া কর না, আমিতো পূর্বেই তোমাদের কাছে

إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

ইলাইকুম বিল্ওয়া'ঈদ। ২৯। মা- ইউবাদ্দালুল্ ক্বাওলু লাদাইয়্যা ওয়ামা~আনা বিজাল্লা-মিল্ লিল্'আবীদ।
প্রেরণ করেছি এ শাস্তির প্রতিশ্রুতি। (২৯) আমার কথার কোনই পরিবর্তন হয় না এবং আমি আমার বান্দাগণের ওপর জুলুমকারীও নই।

২ ৫৪ ১৬ রুকূ

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴿٣٠﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ

৩০। ইয়াওমা নাক্বূলু লিজ্বাহান্নামা হালিম্ তালা'তি ওয়া তাক্বূলু হাল্ মিম্ মাযীদ্। ৩১। ওয়া উয্লিফাতিল্ জ্বান্নাতু
(৩০) সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, তুমি কি পূর্ণ হয়েছ? সে বলবে, আরও (আমার মধ্যে) দেয়ার আছে কি? (৩১) আর জান্নাত পরহেজগারদের অতি নিকটে

لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ

লিল্মুত্তাক্বীনা গাইরা বা'ঈদ্। ৩২। হা-যা- মা- তূ'আদূনা লিকুল্লি আওয়্যা-বিন্ হ্বাফীজ। ৩৩। মান্ খাশিয়ার
করা হবে, মোটেই দূরত্ব থাকবে না। (৩২) এটা তাই, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল, প্রত্যেকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ও হেফাজতকারীর জন্য, (৩৩) যে

الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ۝٣٣ ادخلوها بسلام ۖ ذلك يوم

রাহ্মা-না বিল্গাইবি ওয়া জা—আ বিক্বাল্বিম্ মুনীবি। ৩৪। উদ্খুলূহা- বিসালা-মিন; যা-লিকা ইয়াওমুল্
রহমান (আল্লাহ)-কে না দেখে ভয় করত এবং অনুগত হৃদয়ে উপস্থিত হত (৩৪) (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা কল্যাণের সাথে প্রবেশ কর, এটা চিরস্থায়ী

الخلود ۝٣٤ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ۝٣٥ وكم أهلكنا قبلهم من قرن

খুলূদ্। ৩৫। লাহুম্ মা- ইয়াশা—উনা ফীহা- ওয়ালাদাইনা- মাযীদ্। ৩৬। ওয়া কাম্ আহ্লাক্না- ক্বাব্লাহুম্ মিন্ ক্বার্নিন্
থাকার দিন। (৩৫) সেখানে তারা যা চাবে তা-ই পাবে; আর আমার নিকট আরও প্রচুর নেয়ামত রয়েছে। (৩৬) আমি তাদের পূর্বে বহু দলকে ধ্বংস করেছি

هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ۝٣٦ إن في ذلك

হুম আশাদ্দু মিন্হুম্ বাত্বশান্ ফানাক্ক্বাবূ ফিল্ বিলা-দি ; হাল্ মিম্ মাহীস্ব। ৩৭। ইন্না ফী যা-লিকা
যারা শক্তিতে তাদের চেয়ে ছিল তীব্রতর, তারা বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করতো। তাদের জন্য কি কোন পলায়নের জায়গা ছিল? (৩৭) নিশ্চয়ই

لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ۝٣٧ ولقد خلقنا

লাযিক্রা- লিমান্ কা-না লাহূ ক্বাল্বুন্ আও আল্ক্বাস্ সাম'আ ওয়া হুওয়া শাহীদ্। ৩৮। ওয়া লাক্বাদ্ খালাক্বনাস্
এর মধ্যে রয়েছে উপদেশ তার জন্য, যার অন্তর (জ্ঞান) রয়েছে, অথবা আন্তরিকভাবে কান লাগিয়ে (আল্লাহর বাণী) শোনে। (৩৮) নিশ্চয়ই আমি

السموت والأرض وما بينهما في ستة أيام ۖ وما مسنا من لغوب ۝

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা ওয়ামা- বাইনাহুমা- ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিওঁ, ওয়ামা-মাস্সানা- মিল্লুগূব।
আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থ সবকিছু (মাত্র) ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি এ কারণে আমাকে ক্লান্তি একটুও স্পর্শ করেনি।

۝٣٨ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل

৩৯। ফাস্বিবর্ 'আলা- মা- ইয়াক্বূলূনা ওয়া সাব্বিহ্ বিহাম্দি রাব্বিকা ক্বাব্লা তুলূ'ইশ্ শাম্সি ওয়া ক্বাব্লাল্
(৩৯) সুতরাং কাফেরেরা যা কিছু বলে, তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং তাসবীহ পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের প্রশংসায়, সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্য অস্তের

الغروب ۝٣٩ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ۝٤٠ واستمع يوم يناد

গুরূব্। ৪০। ওয়া মিনাল্ লাইলি ফাসাব্বিহ্হু ওয়া আদ্বা-রাস্ সুজূদ্। ৪১। ওয়াস্তা'মি ইয়াওমা ইউনা-দিল্
পূর্বেও। (৪০) এবং তাসবীহ পাঠ করুন রাতের কিছু অংশেও এবং নামাজের পরেও। (৪১) শুনুন! যেদিন একজন ঘোষক অতি নিকটতম

المناد من مكان قريب ۝٤١ يوم يسمعون الصيحة بالحق ۚ ذلك يوم

মুনা-দি মিম্ মাকা-নিন্ ক্বারীব্। ৪২। ইয়াওমা ইয়াস্মা'উনাস্ব স্বাইহ্বাতা বিল্হাক্ক্বি ; যা-লিকা ইয়াওমুল্
স্থান হতে আহ্বান করবে, (৪২) যেদিন মানুষ সে ভয়ংকর আওয়াজ সত্যই শোনতে পাবে, সে দিন হবে (কবর থেকে) বের হওয়ার

الخروج ۝٤٢ إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير ۝٤٣ يوم تشقق

খুরূজ্। ৪৩। ইন্না- নাহ্নু নুহ্য়ী ওয়া নুমীতু ওয়া ইলাইনাল্ মাস্বীর। ৪৪। ইয়াওমা তাশাক্ক্বাক্বুল্
দিন। (৪৩) আমিই জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি আমার কাছেই সবার প্রত্যাবর্তন। (৪৪) সেদিন যমীন ফেটে যাবে

الأرض عنهم سراعا ۚ ذلك حشر علينا يسير ۝٤٤ نحن أعلم بما يقولون

আর্দ্বু 'আন্হুম্ সিরা-'আন ; যা-লিকা হাশ্রুন্ 'আলাইনা- ইয়াসীর ৪৫। নাহ্নু 'আলামু বিমা- ইয়াক্বূলূনা
এবং মানুষ অতিদ্রুত (কবর হতে) বের হয়ে আসবে; এই সমবেতকরণ আমার জন্য খুবই সহজ। (৪৫) তারা যা কিছু বলে, তা আমি খুব জানি।

وما أنت عليهم بجبار ۖ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ۝

ওয়ামা~আন্তা 'আলাইহিম্ বিজ্বাব্বা-রিন্, ফাযাক্কির্ বিল্কুর্আ-নি মাইঁ ইয়াখা-ফু ওয়া'ঈদ্।
আপনি তাদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগকারী নন। সুতরাং যে আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতিকে ভয় করে তাকে কুরআনের দ্বারা উপদেশ দিন।

ع ৩ ২৬ ১৭ রুকূ

সূরা জা-রিয়া-ত
মক্কী

بسم الله الرحمن الرحيم
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৬০
রুকূ ঃ ৩

والذريت ذروا ۝١ فالحملت وقرا ۝٢ فالجريت يسرا ۝٣ فالمقسمت

১। ওয়ায্‌যা-রিয়া-তি যার্ওয়ান্ ২। ফাল্ হা-মিলা-তি ওয়িক্বরান্ ৩। ফাল্জা-রিয়া-তি ইউস্রা-। ৪। ফাল্ মুক্বাস্সিমা-তি
(১) শপথ ঝঞ্ঝা বায়ুর, (২) শপথ বোঝা বহনকারী মেঘমালার (৩) শপথ, ধীর গতিতে প্রবাহিত নৌযানের, (৪) শপথ, কাজ বন্টনকারী

أمرا ۝٤ إنما توعدون لصادق ۝٥ وإن الدين لواقع ۝٦ والسماء ذات

আম্‌রান্। ৫। ইন্নামা- তূ'আদূনা লাস্বা-দিক্ব। ৬। ওয়া ইন্নাদ্দীনা লাওয়া-ক্বি'উন। ৭। ওয়াস্ সামা—ই যা-তিল্
ফেরেশতার, (৫) তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তা অবশ্যই সত্য। (৬) নিশ্চয়ই বিচার দিবস সংঘটিত হবে। (৭) শপথ অনেক কক্ষ পথ বিশিষ্ট

الحبك ۝٧ إنكم لفي قول مختلف ۝٨ يؤفك عنه من أفك ۝٩ قتل الخرصون ۝

হুবুক। ৮। ইন্নাকুম্ লাফী ক্বাওলিম্ মুখ্তালিফিইঁ ৯। ইউ'ফাকু 'আন্হু মান্ উফিক। ১০। কুতিলাল্ খার্‌রা-স্বূন
আকাশের, (৮) নিশ্চয়ই তোমরা পরস্পরে বিভিন্ন কথায় লিপ্ত। (৯) কুরআন থেকে সে ফিরে থাকে যে পথভ্রষ্ট। (১০) নিধন হোক মিথ্যাবাদীরা,

الذين هم في غمرة ساهون ۝١٠ يسئلون أيان يوم الدين ۝١١ يوم هم

১১। আল্লাযীনা হুম ফী গাম্‌রাতিন্ সা-হূন। ১২। ইয়াস্আলূনা আইয়্যা-না ইয়াওমুদ্ দীন। ১৩। ইয়াওমা হুম্
(১১) যারা মূর্খ, অসতর্ক। (১২) তারা জিজ্ঞাসা করে, বিচার দিবস (কিয়ামত) কবে কায়েম হবে? (১৩) বলুন, তা হবে সেদিন, যেদিন তাদেরকে

على النار يفتنون ۝١٢ ذوقوا فتنتكم ۖ هذا الذي كنتم به تستعجلون ۝١٣ إن

'আলান্না-রি ইউফ্তানূন। ১৪। যূক্বূ ফিত্‌নাতাকুম ; হা-যাল্ লাযী কুন্‌তুম্ বিহী তাস্'তাজ্বিলূন। ১৫। ইন্নাল্
অগ্নির ওপরে জ্বালান হবে। (১৪) এবং বলা হবে, তোমরা তোমাদের শাস্তি উপভোগ কর, তোমরা এটাই অতিদ্রুত কামনা করছিলে। (১৫) সেদিন

المتقين في جنت وعيون ۝١٤ اخذين ما اتهم ربهم ۚ إنهم كانوا قبل

মুত্তাক্বীনা ফী জ্বান্না-তিওঁ ওয়া 'উইয়ূন্। ১৬। আ-খিযীনা মা~আ-তা-হুম্ রাব্বুহুম্ ; ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বাব্লা
পরহেজগারগণ থাকবে ঝরণা বিশিষ্ট জান্নাতে। (১৬) তারা গ্রহণ করবে তাদের প্রতিপালকের দানকৃত নেয়ামত। নিশ্চয়ই এর পূর্বে

ذٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ

যা-লিকা মুহ্সিনীন। ১৭। কা-নূ ক্বালীলাম্ মিনাল্ লাইলি মা- ইয়াহ্জা'উন। ১৮। ওয়া বিল্আস্হা-রি হুম

তারা ছিল পুন্যবান। (১৭) তারা রাতে কম সময়ই নিদ্রায় যেত। (১৮) এবং তারা রাতের শেষ মুহূর্তে (আল্লাহর দরবারে)

يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِي الْأَرْضِ

ইয়াস্তাগ্ফিরূন। ১৯। ওয়া ফী~আম্ওয়া-লিহিম হাক্কুল্ লিস্সা—ইলি ওয়াল্ মাহ্রূম। ২০। ওয়া ফিল্ আর্দ্বি

ক্ষমা প্রার্থনা করত। (১৯) এবং তাদের ধন সম্পদে ছিল গরীব ও অসহায়দের অংশ (প্রাপ্য)। (২০) দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য

آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ

আ-য়া-তুল্ লিল্মূক্বিনীন। ২১। ওয়া ফী~আন্ফুসিকুম ; আফালা- তুব্স্বিরূন। ২২। ওয়া ফিস্ সামা—ই রিয্ক্বুকুম্

বহু নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে। (২১) এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি দেখনা? (২২) আর আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং

وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾

ওয়ামা- তূ'আদূন। ২৩। ফাওয়ারাব্বিস্ সামা—ই ওয়াল্ আর্দ্বি ইন্নাহূ লাহাক্কুম্ মিছ্লা মা~আন্নাকুম্ তান্ত্বিকূন।

তোমাদের প্রতিশ্রুত বস্তু। (২৩) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! (উল্লিখিত) এগুলো এরূপ সত্য, যেরূপ তোমরা কথা বার্তা বল।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا

২৪। হাল্ আতা-কা হাদীছু দ্বাইফি ইব্রা-হীমাল্ মুক্রামীন। ২৫। ইয্ দাখালূ 'আলাইহি ফাক্বা-লূ

(২৪) তোমাদের কাছে কি ইব্রাহীমের সম্মানিত অতিথিদের খবর পৌঁছেনি? (২৫) যখন তারা (অতিথিগণ) তার কাছে এসে তাকে সালাম দেন,

سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾

সালা-মান ; ক্বা-লা সালা-মুন্, ক্বাওমুম্ মুন্কারূন। ২৬। ফারা-গা ইলা~আহ্লিহী ফাজ্বা—আ বি'ইজ্লিন্ সামীন।

তখন (ইব্রাহীম) জবাবে সালাম দেন; এরাতো অপরিচিত লোক। (২৬) অতঃপর তিনি তার স্ত্রীর কাছে চলে গেলেন এবং একটি মোটাতাজা ভুনা গো-বৎস নিয়ে এলেন।

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ

২৭। ফাক্বার্রাবাহূ~ইলাইহিম্ ক্বা-লা আলা- তা'কুলূন। ২৮। ফাআওজ্বাসা মিন্হুম খীফাতান্ ; ক্বা-লূ লা- তাখাফ ;

(২৭) এবং সেটি তাদের সামনে রেখে দিলেন। ইব্রাহীম বললেন, আপনারা খাচ্ছেন না কেন? (২৮) এতে ইব্রাহীমের অন্তরে তাদের ব্যাপারে ভয়ের সঞ্চার হল। তারা বললেন,

وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ

ওয়াবাশ্শারূহু বিগুলা-মিন্ 'আলীম্। ২৯। ফাআক্বালাতিম্ রাআতুহূ ফী স্বার্রাতিন্ ফাস্বাক্কাত ওয়াজ্বহাহা- ওয়াক্বা-লাত্

আপনি ভীত হবেন না এবং তারা ইব্রাহীমকে এক জ্ঞানবান পুত্রের সু-খবর দিলেন। (২৯) এতে তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে অগ্রসর হল। এবং তার নিজ মুখমন্ডলের র হাত মেরে (থাপরিয়ে) বলল, ওপএ বৃদ্ধা ও

عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

'আজুযুন্ 'আক্বীম। ৩০। ক্বা-লূ কাযা-লিকি, ক্বা-লা রাব্বুকি; ইন্নাহূ হুওয়াল্ হাকীমুল্ 'আলীম।

বন্ধ্যার সন্তান কিভাবে হবে? (৩০) তারা (অতিথিগণ) বললেন, তোমার প্রতিপালক এভাবেই বলেছেন, তিনি বিজ্ঞময়, সর্বজ্ঞ।

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩১। ক্বা-লা ফামা- খাত্বুকুম্ আইয়্যুহাল্ মুর্সালূন। ৩২। ক্বা-লূ~ইন্না~উর্সিল্না~ইলা- ক্বাওমিম্ মুজ্বরিমীন।

(৩১) ইব্রাহীম বললেন, হে প্রেরিত (ফেরেশতাগণ)! তোমাদের আসল কাজ কি? (৩২) তারা জবাবে বলল, আমরা এক পাপী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾

৩৩। লিনুর্সিলা 'আলাইহিম হিজ্বা-রাতাম্ মিন্ ত্বীন। ৩৪। মুসাওয়ামাতান্ 'ইন্দা রাব্বিকা লিল্মুস্রিফীন।

(৩৩) তাদের ওপর মাটির (তৈরিকৃত) পাথর নিক্ষেপ করার জন্য। (৩৪) যা চিহ্নযুক্ত ছিল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সীমালংঘনকারীদের জন্য।

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ

৩৫। ফাআখ্রাজ্বনা- মান্ কা-না ফীহা- মিনাল্ মু'মিনীন। ৩৬। ফামা- ওয়াজ্বাদ্না- ফীহা- গাইরা বাইতিম্ মিনাল্

(৩৫) সেখানে যে মুমিনগণ ছিল, আমি তাদেরকে বের করেছিলাম। (৩৬) এবং আমি সেখানে শুধু মুসলমানের একটি পরিবারই

الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِي

মুস্লিমীন। ৩৭। ওয়া তারাক্না- ফীহা~আ-য়াতাল্ লিল্লাযীনা ইয়াখা-ফূনাল্ 'আযা-বাল্ আলীম। ৩৮। ওয়া ফী

পেয়েছি। (৩৭) আমি সেখানে এক নিদর্শন রেখেছি তাদের জন্য, যারা কষ্টকর শাস্তিকে ভয় করে। (৩৮) এবং মূসার ঘটনার মধ্যেও রয়েছে নিদর্শন,

مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ

মূসা~ইয্ আর্সাল্না-হু ইলা- ফির'আওনা বিসুলত্বা-নিম্ মুবীন। ৩৯। ফাতাওয়াল্লা- বিরুক্নিহী ওয়া ক্বা-লা সা-হিরুন্

যখন আমি তাকে ফিরআউনের নিকট সুস্পষ্ট যুক্তিসহ প্রেরণ করেছিলাম, (৩৯) তখন সে তার শক্তির কারণে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, এ (মূসা) একজন যাদুকর,

أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي

আও মাজ্বনূন। ৪০। ফাআখায্না-হু ওয়া জ্বুনূদাহূ ফানাবায্না-হুম্ ফিল্ ইয়াম্মি ওয়া হুওয়া মুলীম। ৪১। ওয়া ফী

বা একজন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি। (৪০) পরিশেষে আমি তাকে এবং তার বাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম এবং সে ছিল অপরাধী। (৪১) অনুরূপভাবে

عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ

'আ-দিন্ ইয্ আর্সাল্না- 'আলাইহিমুর্ রীহাল্ 'আক্বীম। ৪২। মা-তাযারু মিন্ শাইয়িন আতাত্ 'আলাইহি ইল্লা- জ্বা'আলাত্হু

আ'দের ঘটনার মধ্যেও আমি নিদর্শন রেখেছি, আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম অমঙ্গলজনক বায়ু। (৪২) সে বায়ু যার ওপর থেকেই বয়ে গিয়েছিল, তাকেই ধ্বংস

كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ

কার্রামীম। ৪৩। ওয়া ফী ছামূদা ইয্ ক্বীলা লাহুম্ তামাত্তা'উ হাত্তা- হীন। ৪৪। ফা'আতাও 'আন্ আম্রি

করে দিয়েছিল (৪৩) এবং সামুদের (ঘটনার) মধ্যেও রয়েছে নিদর্শন, যখন তাদেরকে বলা হল যে, তোমরা অল্প কয়েকদিনের জন্য ভোগ করে নও। (৪৪) কিন্তু তারা তাদের

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩১) ঃ خطبكم - অর্থাৎ সু-সংবাদ দেয়া ছাড়া তোমাদের আগমনের কি উদ্দেশ্য রয়েছে?

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩২) ঃ قوم مجرمين - এখানে লূত সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৪) ঃ مسومة - (শনাক্ত করা) অর্থাৎ সে পাথরগুলো শনাক্ত করা ছিল। যাতে বুঝা যেত যে, এগুলো শাস্তি দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট পাথর। সে পাথরের আঘাতে যে মারা যাবে, সে পাথরে সে ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৬) ঃ غير بيت - এক মুসলিম পরিবার দ্বারা এখানে হযরত লূতের (আ) গৃহকে বুঝান হয়েছে। যে গৃহে তাঁর দু কন্যা এবং তাঁর কিছু অনুসারী বসবাস করতেছিল। (কুঃ কারীম)

ذٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ

যা-লিকা মুহ্সিনীন। ১৭। কা-নূ ক্বালীলাম্ মিনাল্ লাইলি মা- ইয়াহ্জা'উন। ১৮। ওয়া বিল্আস্হা-রি হুম

তারা ছিল পুন্যবান। (১৭) তারা রাতে কম সময়ই নিদ্রায় যেত। (১৮) এবং তারা রাতের শেষ মুহূর্তে (আল্লাহর দরবারে)

يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِي الْأَرْضِ

ইয়াস্তাগ্ফিরূন। ১৯। ওয়া ফী~আম্ওয়া-লিহিম হাক্কুল্ লিস্সা—ইলি ওয়াল্ মাহ্রূম। ২০। ওয়া ফিল্ আর্দ্বি

ক্ষমা প্রার্থনা করত। (১৯) এবং তাদের ধন সম্পদে ছিল গরীব ও অসহায়দের অংশ (প্রাপ্য)। (২০) দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য

آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ

আ-য়া-তুল্ লিল্মূক্বিনীন। ২১। ওয়া ফী~আন্ফুসিকুম ; আফালা- তুব্স্বিরূন। ২২। ওয়া ফিস্ সামা—ই রিয্কুকুম্

বহু নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে। (২১) এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি দেখনা? (২২) আর আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং

وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾

ওয়ামা- তূ'আদূন। ২৩। ফাওয়ারাব্বিস্ সামা—ই ওয়াল্ আর্দ্বি ইন্নাহূ লাহাক্কুম্ মিছ্লা মা~আন্নাকুম্ তান্ত্বিকূন।

তোমাদের প্রতিশ্রুত বস্তু। (২৩) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! (উল্লিখিত) এগুলো এরূপ সত্য, যেরূপ তোমরা কথা বার্তা বল।

﴿٢٤﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٥﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا

২৪। হাল্ আতা-কা হাদীছু দ্বাইফি ইব্রা-হীমাল্ মুক্রামীন। ২৫। ইয্ দাখালূ 'আলাইহি ফাক্বা-লূ

(২৪) তোমাদের কাছে কি ইব্রাহীমের সম্মানিত অতিথিদের খবর পৌঁছেনি? (২৫) যখন তারা (অতিথিগণ) তার কাছে এসে তাকে সালাম দেন,

سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٦﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ

সালা-মান ; ক্বা-লা সালা-মুন্, ক্বাওমুম্ মুন্কারূন। ২৬। ফারা-গা ইলা~আহ্লিহী ফাজ্বা—আ বি'ইজ্লিন্ সামীন।

তখন (ইব্রাহীম) জবাবে সালাম দেন; এরাতো অপরিচিত লোক। (২৬) অতঃপর তিনি তার স্ত্রীর কাছে চলে গেলেন এবং একটি মোটাতাজা ভুনা গো-বৎস নিয়ে এলেন।

﴿٢٧﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٨﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ

২৭। ফাক্বার্রাবাহূ~ইলাইহিম্ ক্বা-লা আলা- তা'কুলূন। ২৮। ফাআওজ্বাসা মিন্হুম খীফাতান্ ; ক্বা-লূ লা- তাখাফ ;

(২৭) এবং সেটি তাদের সামনে রেখে দিলেন। ইব্রাহীম বললেন, আপনারা খাচ্ছেন না কেন? (২৮) এতে ইব্রাহীমের অন্তরে তাদের ব্যাপারে ভয়ের সঞ্চার হল। তারা বললেন,

وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ

ওয়াবাশ্শারূহ বিগুলা-মিন্ 'আলীম্। ২৯। ফাআক্ববালাতিম্ রাআতুহূ ফী স্বার্রাতিন্ ফাস্বাক্কাত্ ওয়াজ্বহাহা- ওয়াক্বা-লাত্

আপনি ভীত হবেন না এবং তারা ইব্রাহীমকে এক জ্ঞানবান পুত্রের সু-খবর দিলেন। (২৯) এতে তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে অগ্রসর হল। এবং তার নিজ মুখমন্ডলের র হাত মেরে (থাপড়িয়ে) বলল, ওপএ বৃদ্ধা ও

عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٣٠﴾ قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

'আজুযুন্ 'আক্বীম। ৩০। ক্বা-লূ কাযা-লিকি, ক্বা-লা রাব্বুকি; ইন্নাহূ হুওয়াল্ হাকীমুল্ 'আলীম।

বন্ধ্যার সন্তান কিভাবে হবে? (৩০) তারা (অতিথিগণ) বললেন, তোমার প্রতিপালক এভাবেই বলেছেন, তিনি বিজ্ঞময়, সর্বজ্ঞ।

﴿٣١﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٢﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ

৩১। ক্বা-লা ফামা- খাত্বুকুম্ আইয়্যুহাল্ মুর্সালূন। ৩২। ক্বা-লূ~ইন্না~উর্সিল্না~ইলা- ক্বাওমিম্ মুজ্রিমীন।

(৩১) ইব্রাহীম বললেন, হে প্রেরিত (ফেরেশতাগণ)! তোমাদের আসল কাজ কি? (৩২) তারা জবাবে বলল, আমরা এক পাপী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

﴿٣٣﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٤﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ

৩৩। লিনুর্সিলা 'আলাইহিম হিজ্বা-রাতাম্ মিন্ ত্বীন। ৩৪। মুসাওয়ামাতান্ 'ইন্দা রাব্বিকা লিল্মুস্রিফীন।

(৩৩) তাদের ওপর মাটির (তৈরিকৃত) পাথর নিক্ষেপ করার জন্য। (৩৪) যা চিহ্নযুক্ত ছিল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সীমালংঘনকারীদের জন্য।

﴿٣٥﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ

৩৫। ফাআখ্রাজ্না- মান্ কা-না ফীহা- মিনাল্ মু'মিনীন। ৩৬। ফামা- ওয়াজ্বাদ্না- ফীহা- গাইরা বাইতিম্ মিনাল্

(৩৫) সেখানে যে মুমিনগণ ছিল, আমি তাদেরকে বের করেছিলাম। (৩৬) এবং আমি সেখানে শুধু মুসলমানের একটি পরিবারই

الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٨﴾ وَفِي

মুস্লিমীন। ৩৭। ওয়া তারাক্না- ফীহা~আ-য়াতাল্ লিল্লাযীনা ইয়াখা-ফূনাল্ 'আযা-বাল্ আলীম। ৩৮। ওয়া ফী

পেয়েছি। (৩৭) আমি সেখানে এক নিদর্শন রেখেছি তাদের জন্য, যারা কষ্টকর শাস্তিকে ভয় করে। (৩৮) এবং মূসার ঘটনার মধ্যেও রয়েছে নিদর্শন,

مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٩﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ

মূসা~ইয্ আর্সাল্না-হু ইলা- ফির্'আওনা বিসুল্ত্বা-নিম্ মুবীন। ৩৯। ফাতাওয়াল্লা- বিরুক্নিহী ওয়া ক্বা-লা সা-হিরুন্

যখন আমি তাকে ফিরআউনের নিকট সুস্পষ্ট যুক্তিসহ প্রেরণ করেছিলাম, (৩৯) তখন সে তার শক্তির কারণে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, এ (মূসা) একজন যাদুকর,

أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٤٠﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤١﴾ وَفِي

আও মাজ্নূন। ৪০। ফাআখায্না-হু ওয়া জুনূদাহূ ফানাবায্না-হুম্ ফিল্ ইয়াম্মি ওয়া হুওয়া মুলীম। ৪১। ওয়া ফী

বা একজন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি। (৪০) পরিশেষে আমি তাকে এবং তার বাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম এবং সে ছিল অপরাধী। (৪১) অনুরূপভাবে

عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤٢﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ

'আ-দিন্ ইয্ আর্সাল্না- 'আলাইহিমুর্ রীহাল্ 'আক্বীম। ৪২। মা-তাযারু মিন্ শাইয়িন আতাত্ 'আলাইহি ইল্লা- জ্বা'আলাত্হু

আ'দের ঘটনার মধ্যেও আমি নিদর্শন রেখেছি, আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম অমঙ্গলজনক বায়ু। (৪২) সে বায়ু যার ওপর থেকেই বয়ে গিয়েছিল, তাকেই ধ্বংস

كَالرَّمِيمِ ﴿٤٣﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ

কার্রামীম। ৪৩। ওয়া ফী ছামূদা ইয্ ক্বীলা লাহুম্ তামাত্তা'উ হাত্তা- হীন। ৪৪। ফা'আতাও 'আন্ আম্রি

করে দিয়েছিল (৪৩) এবং সামূদের (ঘটনার) মধ্যেও রয়েছে নিদর্শন, যখন তাদেরকে বলা হল যে, তোমরা অল্প কয়েকদিনের জন্য ভোগ করে নও। (৪৪) কিন্তু তারা তাদের

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩১) ঃ خطبكم - অর্থাৎ সু-সংবাদ দেয়া ছাড়া তোমাদের আগমনের কি উদ্দেশ্য রয়েছে?

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩২) ঃ قوم مجرمين - এখানে লূত সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৪) ঃ مسومة - (শনাক্ত করা) অর্থাৎ সে পাথরগুলো শনাক্ত করা ছিল। যাতে বুঝা যেত যে, এগুলো শাস্তি দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট পাথর। সে পাথরের আঘাতে যে মারা যাবে, সে পাথরে সে ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৬) ঃ غير بيت - এক মুসলিম পরিবার দ্বারা এখানে হযরত লূতের (আ) গৃহকে বুঝান হয়েছে। যে গৃহে তাঁর দু কন্যা এবং তাঁর কিছু অনুসারী বসবাস করতেছিল। (কুঃ কারীম)

رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا

রাব্বিহিম ফাআখাযাত্‌হুমুস্ স্বা-'ইক্বাতু ওয়া হুম্ ইয়ান্‌যুরূন। ৪৫। ফামাস্ তাত্বা-'উ মিন্ ক্বিয়া-মিঁও ওয়ামা- কা-নূ

রবের নির্দেশের বিদ্রোহ করল। ফলে, তাদেরকে পাকড়াও করল এক ভয়ংকর আওয়াজ, যা তারা দেখছিল। (৪৫) তারা দাঁড়াতেও পারল না এবং প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাও নিতে

مُنْتَصِرِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَالسَّمَآءَ

মুন্‌তাস্বিরীন। ৪৬। ওয়া ক্বাওমা নূহিম্ মিন্ ক্বাব্‌লু; ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বাওমান্ ফা-সিক্বীন। ৪৭। ওয়াস্ সামা—আ

পারল না। (৪৩) নূহের সম্প্রদায়কেও এরপূর্বে অনুরূপভাবে শাস্তি দিয়েছিলাম, তারা ছিল পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়। (৪৭) আমি আকাশমণ্ডলী

بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ

বানাইনা-হা- বিআইদিঁও ওয়া ইন্না- লামূসি'উন। ৪৮। ওয়াল্ আর্‌দ্বা ফারাশ্‌না-হা- ফানি'মাল্ মা-হিদূন। ৪৯। ওয়া মিন্ কুল্লি

সৃষ্টি করেছি আমার শক্তি বলে, আমি অবশ্যই শক্তিশালী। (৪৮) আমি যমীনকে বিছিয়ে রেখেছি, আমি খুবই সুন্দর প্রস্তুতকারী। (৪৯) আমি প্রতিটি বস্তু

شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ ۖ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ

শাইয়িন্ খালাক্বনা- যাওজাইনি লা'আল্লাকুম্ তাযাক্কারূন। ৫০। ফাফিররূ~ইলাল্লা-হি ; ইন্নী লাকুম মিন্‌হু

জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার। (৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হতে

نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۖ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ

নাযীরুম্ মুবীন। ৫১। ওয়ালা- তাজ্'আলূ মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খারা ; ইন্নী লাকুম্ মিন্‌হু নাযীরুম্ মুবীন।

স্পষ্ট সাবধানকারী। (৫১) তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদ নির্ধারণ কর না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হতে সাবধানকারী।

﴿٥٢﴾ كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ۚ

৫২। কাযা-লিকা মা~আতাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ মির্ রাসূলিন্ ইল্লা- ক্বা-লূ সা-হিরুন্ আও মাজ্‌নূন।

(৫২) অনুরূপভাবে যারা তাদের পূর্বে ছিল, তাদের নিকট যে রাসূলই এসেছে, তাদের তারা বলেছে, এতো একজন যাদুকর অথবা মস্তিষ্ক বিকৃত লোক।

﴿٥٣﴾ اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٤﴾ وَّذَكِّرْ

৫৩। আতাওয়া-স্বাও বিহী, বাল্ হুম ক্বাওমুন্ ত্বা-গূন। ৫৪। ফাতাওয়াল্লা 'আন্‌হুম ফামা~আন্‌তা বিমালূম। ৫৫। ওয়া যাক্কির্

(৫৩) তারা কি এ কথাটি একে অন্যকে অন্তিম বাণী হিসেবে বলে আসতেছে? বরং ওরা পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়। (৫৪) সুতরাং আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন, তাতে আপনি অভিযুক্ত হবেন না। (৫৫) আপনি উপদেশ দিন,

فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۚ

ফাইন্নায্ যিক্‌রা- তান্‌ফা'উল্ মু'মিনীন। ৫৬। ওয়ামা- খালাক্বতুল্ জিন্না ওয়াল্ ইন্‌সা ইল্লা- লিইয়া'বুদূন।

উপদেশ মুমিনগণের কল্যাণ বয়েই আনবে। (৫৬) আমি জ্বীন এবং মানুষকে শুধু এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি যে, যাতে তারা আমারই ইবাদাত করে।

﴿٥٧﴾ مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ

৫৭। মা~উরীদু মিন্‌হুম্ মির্ রিয্‌ক্বিঁও ওয়ামা~উরীদু আই ইউত্ব'ইমূন। ৫৮। ইন্নাল্লা-হা হুওয়ার্ রায্‌যা-ক্বু

(৫৭) আমি তাদের থেকে কোন খাদ্য চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমার খাবার ব্যবস্থা করবে। (৫৮) আল্লাহইতো রিযিক দাতা এবং

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿٥٨﴾ فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ

যুল্ কুওয়্যাতিল্ মাতীন। ৫৯। ফাইন্না লিল্লাযীনা জালামূ যানূবাম্ মিছ্‌লা যানূবি আস্বহা-বিহিম্

তিনি (সর্ব বিষয়ে) অত্যন্ত ক্ষমতাবান। (৫৯) যারা জালিম তাদেরও, তাদের পূর্ববর্তী সাথীদের (শাস্তির) অংশের অনুরূপ (শাস্তির) অংশ রয়েছে।

فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ۚ

ফালা- ইয়াস্‌তা'জিলূন। ৬০। ফাওয়াইলুল লিল্লাযীনা কাফারূ মিইঁ ইয়াওমিহিমুল্ লাযী ইউ'আদূন।

সুতরাং তারা যেন (শাস্তি) দ্রুত কামনা না করে। (৬০) সুতরাং বিপদ কাফিরদের জন্য সেদিনের, যে দিনের সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

সূরা তূর
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪৯
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ وَالطُّوْرِ ﴿٢﴾ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ﴿٣﴾ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ﴿٤﴾ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۙ

১। ওয়াত্বত্বূরি। ২। ওয়া কিতা-বিম্ মাস্‌ত্বূর্। ৩। ফী রাক্বক্বিম্ মান্‌শূরি ৪। ওয়াল্ বাইতিল্ মা'মূর।

(১) শপথ তূর পর্বতের; (২) এবং (শপথ) লিপিবদ্ধ কিতাবের (৩) যা (লিপিবদ্ধ) প্রশস্ত কাগজে (৪) এবং (শপথ) বাইতুল মামুরের,

﴿٥﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ﴿٦﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ﴿٧﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ

৫। ওয়াস্‌সাক্বফিল্ মার্‌ফূ'ই ৬। ওয়াল্ বাহ্‌রিল্ মাস্‌জূর ৭। ইন্না 'আযা-বা রাব্বিকা লাওয়া-ক্বি'উন।

(৫) এবং (শপথ) সু-উচ্চ আকাশের, (৬) এবং (শপথ) উত্তাল সমুদ্রের। (৭) নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবধারিত।

﴿٨﴾ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ﴿٩﴾ يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ﴿١٠﴾ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١١﴾ فَوَيْلٌ

৮। মা- লাহূ মিন্ দা-ফি'ই ৯। ইয়াওমা তামূরুস্ সামা—উ মাওরা- ১০। ওয়া তাসীরুল জিবা-লু সাইরা-। ১১। ফাওয়াইলুইঁ

(৮) তা (শাস্তি) প্রতিরোধকারী কেউই নেই। (৯) যেদিন আকাশ প্রচণ্ডভাবে দুলতে থাকবে, (১০) পাহাড়গুলো তীব্র গতিতে চলতে থাকবে, (১১) সেদিন

يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٢﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ﴿١٣﴾ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ

ইয়াওমাইযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীনা ১২। আললাযীনা হুম ফী খাওদ্বিইঁ ইয়াল্'আবূন। ১৩। ইয়াওমা ইউদা'য়্যূনা

(কঠিন) বিপদ সে মিথ্যাবাদীদের জন্য, (১২) যারা খেল-তামাসা বশতঃ নিরর্থক (অন্যায়) কাজে নিমজ্জিত থাকে। (১৩) যেদিন তাদেরকে ধাক্কা দিতে দিতে

اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٤﴾ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٥﴾ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ

ইলা-না-রি জ্বাহান্নামা দা'য়্যূন্। ১৪। হা-যিহিন্ না-রুল্লাতী কুন্‌তুম্ বিহা- তুকায্‌যিবূন। ১৫। আফাসিহ্‌রুন্ হা-যা~

জাহান্নামের অগ্নির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে (১৪) তখন তাদেরকে বলা হবে এই সে জাহান্নামের অগ্নি যা তোমরা মিথ্যা বলতে। (১৫) এটাকি যাদু? না তোমরা

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ والطور - তূর সে পাহাড়, যে পাহাড়ে বসে আল্লাহ তায়ালার সাথে হযরত মূসা (আ)-এর কথোপকথন হয়েছিল। এ পাহাড়কে "সীনাই পর্বতও" বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা এ মর্যাদার কারণে, সে পাহাড়ের শপথ করেছেন।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ بيت المعمور - বায়তুল মামুর সপ্তম আকাশে অবস্থিত। যেখানে ফেরেশতাগণ ইবাদাত করেন। সে ইবাদাতখানাটিতে। (বায়তুল মামুরে) ফেরেশতাগণের এত সমাগম যে, দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা তার মধ্যে ইবাদাতের জন্য প্রবেশ করেন এবং যারা একবার প্রবেশ করেন, তারা কিয়ামত পর্যন্ত পুনরায় আর প্রবেশের সুযোগ পাবেন না। (কুঃ কারীম)

কেউ বলেন– কাবা গৃহকে বুঝানো হয়েছে। যে পবিত্র গৃহে সর্বদাই মানুষ ইবাদাতে রত থাকেন। মা'মুর (معمور) অর্থ বসতিপূর্ণ। (কুঃ কারীম)

أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا

আম্ আনতুম্ লা-তুবস্বিরূন। ১৬। ইস্বলাওহা- ফাস্বিরূ~আওলা- তাস্বিরূ, সাওয়া—উন্ 'আলাইকুম ; ইন্নামা-
দেখতেই পাচ্ছ না? (১৬) তোমরা এখন জাহান্নামে প্রবেশ কর, এখন তোমরা ধৈর্যধর বা ধৈর্য না ধর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান; তোমাদেরকে তোমাদের

تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٨﴾ فَاكِهِينَ بِمَا

তুজ্যাওনা মা- কুন্তুম্ তা'মালূন। ১৭। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা ফী জ্বান্না-তিওঁ ওয়া না'ঈম। ১৮। ফা-কিহীনা বিমা~
কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (১৭) আর পরহেজগার ব্যক্তিগণ থাকবে জান্নাতে এবং নেয়ামতের মধ্যে, (১৮) তাদের

آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا

আ-তা-হুম রাব্বুহুম, ওয়া ওয়াক্বা-হুম্ রাব্বুহুম্ 'আযা-বাল্ জ্বাহীম। ১৯। কুলূ ওয়াশ্রাবূ হানী—আম্
রব তাদের যা কিছু দান করবেন তাতে তারা খুশী থাকবে এবং তাদেরকে তাদের প্রতিপালক জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচাবেন। (১৯) বলা হবে তৃপ্তিসহ খাও এবং পান কর,

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ○

বিমা- কুন্তুম্ তা'মালূন। ২০। মুত্তাকিঈনা 'আলা- সুরুরিম্ মাস্বফূফাতিন্, ওয়া যাওয়্যাজ্না-হুম্ বিহূরিন্ 'ঈন্।
যা তোমরা করতে তার বিনিময়। (২০) তারা সু-সজ্জিত সারিবদ্ধ আসনে হেলান দিয়ে বসবে এবং আমি তাদের জীবন সঙ্গী করে দিব বড় ও সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট হূরকে।

﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا

২১। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়াত্তাবা'আত্হুম যুর্রিয়্যাতুহুম্ বিঈমা-নিন আল্হাক্না-বিহিম্ যুর্রিয়্যাতাহুম্ ওয়ামা~
(২১) যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিগণও ঈমানে তাদের অনুসারী থাকে, আমি তাদের সন্তানগণকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করে দিব এবং তাদের

أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢٢﴾ وَأَمْدَدْنَاهُم

আলাত্না-হুম্ মিন্ 'আমালিহিম্ মিন্ শাইয়িন ; কুল্লুম্রিইম্ বিমা- কাসাবা রাহীন্। ২২। ওয়া আম্দাদ্না-হুম্
আমল থেকে আমি আদৌ হ্রাস করব না; প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে। (২২) আমি তাদেরকে (জান্নাতীগণকে)

بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٣﴾ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ○

বিফা-কিহাতিওঁ ওয়া লাহ্মিম্ মিম্মা- ইয়াশ্তাহূন্। ২৩। ইয়াতানা-যা'উনা ফীহা- কা'সাল্ লা-লাগ্উন্ ফীহা- ওয়ালা- তা'ছীম।
তাদের পছন্দনীয় গোশত, ফলমূল খুব বেশি করে দিব। (২৩) তারা পরস্পরে টানাটানি করবে শরাব ভর্তি পাত্র, যে শরাব পানে কেউ অহেতুক কথা বলবে না এবং গুনাহর কাজও করবে না।

﴿٢٤﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٥﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ

২৪। ওয়া ইয়াত্বূফু 'আলাইহিম্ গিল্মা-নুল্ লাহুম্ কাআন্নাহুম্ লু'লুউম্ মাক্নূন্। ২৫। ওয়া আক্ববালা বা'দ্বুহুম
(২৪) তাদের খেদমতের জন্য তাদের চারপাশে ঘোরাফেরা করবে আচ্ছাদিত মোতির সদৃশ বালকগণ। (২৫) তারা (জান্নাতীরা) একে অন্যের দিকে মুখ করে

○ টীকা (আঃ ১৬) ঃ অর্থাৎ, তোমাদের হা-হুতাশের দরুন মুক্তিও পাবে না এবং তোমাদের প্রতি বশ্যতা ও দয়াপরবশ হয়ে তোমাদেরকে দোযখ হতে বেরও করা হবে না; বরং চিরকাল তাতেই থাকতে হবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২১) ঃ অর্থাৎ, যারা ঈমান আনয়ন করছে এবং তাদের সন্তানেরাও তাদের অনুসরণপূর্বক ঈমান আনয়ন করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকেও মর্যাদায় তাদের পূর্বপুরুষের সমান করে দিবেন। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ২১) ঃ অর্থাৎ, সে পিতৃ-পিতামহদের কতক আমল গ্রহণ করে উক্ত সন্তানদেরকে প্রদান করতঃ উভয়ের আমল সমান করব না; বরং সন্তানের সওয়াব বৃদ্ধি করে পূর্ব পুরুষদের সমান করে দিব। ফলে পিতা স্বীয় উচ্চস্তরেই থাকবেন, তার আমল একটুও কমান হবে না। (বঃ কোঃ)

عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٦﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَمَنَّ اللَّهُ

'আলা- বা'দ্বিই ইয়াতাসা—আলূন। ২৬। ক্বা-লূ~ইন্না- কুন্না-ক্বাব্লু ফী~আহ্লিনা- মুশ্ফিক্বীন। ২৭। ফামান্নাল লা-হু
পরস্পরে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করবে। (২৬) তারা বলবে, আমরা এর পূর্বে আমাদের লোকজনের মধ্যে ভীত অবস্থায় ছিলাম। (২৭) অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি

عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٨﴾ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ

'আলাইনা- ওয়া ওয়াক্বা-না- 'আযা-বাস্ সামূম। ২৮। ইন্না- কুন্না- মিন্ ক্বাব্লু নাদ্'উহু ; ইন্নাহূ হুওয়াল্ বার্রুর্
দয়া করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে বাঁচিয়েছেন। (২৮) আমরা এর পূর্বেও তাঁরই ইবাদাত করতাম। নিশ্চয়ই তিনি দানশীল

১ ع ২৮ ৩ রুকূ

الرَّحِيمُ ﴿٢٩﴾ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٣٠﴾ أَمْ يَقُولُونَ

রাহীম। ২৯। ফাযাক্কির্ ফামা~আন্তা বিনি'মাতি রাব্বিকা বিকা-হিনিওঁ ওয়ালা- মাজ্নূন্। ৩০। আম্ ইয়াকূলূনা
দয়ালু। (২৯) সুতরাং আপনি উপদেশ বাণী শোনাতে থাকুন আপনি আপনার প্রতিপালকের দয়ায় গণকও নন এবং মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তিও নন। (৩০) তারা কি একথা বলছে যে,

شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿٣١﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ○

শা-'ইরুন্ নাতারাব্বাস্বু বিহী রাইবাল্ মানূন। ৩১। কুল্ তারাব্বাস্বূ ফাইন্নী মা'আকুম্ মিনাল মুতারাব্বিস্বীন।
সে একজন কবি? আমরা তার জন্য কালচক্রের প্রতীক্ষা করছি। (৩১) আপনি বলুন, তোমরা (এ) প্রতীক্ষায় থাক; আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।

﴿٣٢﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ

৩২। আম্ তা'মুরুহুম আহ্লা-মুহুম্ বিহা-যা~আম্ হুম ক্বাওমুন্ ত্বা-গূন। ৩৩। আম্ ইয়াকূলূনা তাক্বাওয়্যা লাহূ,
(৩২) তাদের জ্ঞান কি তাদেরকে (মিথ্যা) কথা বুঝাচ্ছে। না তারা বিদ্রোহী সম্প্রদায়? (৩৩) তারা কি বলে যে, এ নবী (কুরআন) নিজে বানিয়েছে?

بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٤﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خُلِقُوا

বাল্ লা- ইউ'মিনূন। ৩৪। ফাল্ইয়া'তূ বিহাদীছিম মিছ্লিহী~ইন কা-নূ স্বা-দিক্বীন। ৩৫। আম্ খুলিকূ
মূলতঃ তারা অবিশ্বাসী। (৩৪) তারা এ কুরআনের অনুরূপ কোন কালাম নিয়ে আসুক, যদি তারা তাদের কথায় সত্যবাদী হয়। (৩৫) তারা কি কোন স্রষ্টা

مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا

মিন্ গাইরি শাইয়িন আম্ হুমুল্ খা-লিকূন। ৩৬। আম্ খালাকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা, বাল্ লা-
ব্যতীত নিজেরাই সৃষ্টি হয়েছে? না তারা নিজেরা (নিজেদেরই) সৃষ্টি করেছে? (৩৬) তারা কি সৃষ্টি করেছে আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী? বরং তারাই বিশ্বাসী

يُوقِنُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ

ইউক্বিনূন। ৩৭। আম্ 'ইন্দাহুম খাযা—ইনু রাব্বিকা আম্ হুমুল্ মুস্বাইত্বিরূন। ৩৮। আম্ লাহুম সুল্লামুই
নয়। (৩৭) তাদের কাছে কি আপনার প্রতিপালকের ধনভাণ্ডার মওজুদ রয়েছে, না তারা সে ভাণ্ডারের প্রহরী। (৮) অথবা তাদের কাছে কি কোন সিঁড়ি আছে,

○ টীকা (আঃ ২৯) ঃ যেমন এই মুশরিকরা বলে থাকে, "যে সমস্ত শয়তানের সাহায্যে আপনি গায়েবী খবর বলে থাকেন, তারা আপনাকে ত্যাগ করেছে।" তারা আরও বলে থাকে, "আপনি পাগল," আল্লাহ তায়ালা এখানে এতদুভয় উক্তি খণ্ডন করে বলেন, এদের কথা ভিত্তিহীন। আপনি গণৎকারও নন, উন্মাদও নন। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩১) ঃ দুররে মানসূর কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কোরাইশগণ পরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, ইনি একজন কবি মাত্র। অপরাপর কবিরা যেমন মরে গেছে, তদ্রূপ তিনিও অচিরেই মরে যাবেন। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩০) ঃ ফলে যাকে ইচ্ছা নবুয়াত দেওয়া হবে। মোট কথা, দান দুই প্রকার হতে পারে, প্রথম প্রকার এই যে, অর্থ নিজের হাতে থাকা, দ্বিতীয় প্রকার এই যে, অর্থ নিজের হাতে থাকে না; কিন্তু কোষাধ্যক্ষগণ তার আজ্ঞাধীন, তার স্বাক্ষর দেখলেই কোষাধ্যক্ষগণ প্রদান করে। এরূপ কোন অবস্থায়ই তাদের নন। (বঃ কোঃ)

يستمعون فيه ج فليات مستمعهم بسلطن مبين ﴿٣٨﴾ ام له البنت ولكم

ইয়াস্তামি'উনা ফীহি, ফাল্ইয়া'তি মুস্তামি'উহুম্ বিসুল্ত্বা-নিম্ মুবীন। ৩৯। আম্ লাহুল্ বানা-তু ওয়া লাকুমুল্
যাতে চড়ে তারা শ্রবণ করে? যদি থাকে তবে তার শ্রবণকারী সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করুক। (৩৯) তবে কি আল্লাহর জন্য সব কন্যা সন্তান এবং তোমাদের জন্য সব পুত্র

البنون ﴿٣٩﴾ ام تسئلهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ﴿٤٠﴾ ام عندهم الغيب فهم

বানূন। ৪০। আম্ তাস্আলুহুম্ আজ্রান্ ফাহুম্ মিম্ মাগ্রামিম্ মুছ্ক্বালূন্। ৪১। আম্ 'ইন্দা হুমুল্ গাইবু ফাহুম্
সন্তান? (৪০) তবে কি আপনি তাদের কাছে কিছু পারিশ্রমিক দাবি করছেন যে, তারা তা ভারী জরিমানা মনে করছে? (৪১) অথবা তাদের কাছে কি কোন গোপন খবর আছে,

يكتبون ﴿٤١﴾ ام يريدون كيدا ط فالذين كفروا هم المكيدون ﴿٤٢﴾ ام لهم اله

ইয়াক্তুবূন। ৪২। আম্ ইউরীদূনা কাইদান ; ফাল্লাযীনা কাফারূ হুমুল্ মাকীদূন। ৪৩। আম্ লাহুম ইলা-হুন্
যা দিয়ে তারা তা লিখে রাখে? (৪২) অথবা তারা কি কোন প্রতারণা করতে চাচ্ছে? জেনে রাখো! কাফিরেরাই হবে প্রতারিত। (৪৩) বা তাদের কি আল্লাহ ব্যতীত

غير الله ط سبحن الله عما يشركون ﴿٤٣﴾ وان يروا كسفا من السماء ساقطا

গাইরুল্লা-হি ; সুব্হা-নাল লা-হি 'আম্মা- ইউশ্রিকূন ৪৪। ওয়া ইঁইয়ারাও কিস্ফাম্ মিনাস্ সামা—ই সা-ক্বিত্বাই
অন্য কোন মাবুদ আছে? আল্লাহ অতি পবিত্র সেসব কিছু থেকে, যেগুলো তারা শরীক করে। (৪৪) যদি তারা আকাশ হতে কোন টুকরা ভেঙ্গে পড়তে দেখে তবুও

يقولوا سحاب مركوم ﴿٤٤﴾ فذرهم حتى يلقوا يومهم الذي فيه يصعقون ۝

ইয়াকূলূ সাহা-বুম্ মার্কূম্। ৪৫। ফাযার্হুম্ হাত্তা- ইউলা-কূ ইয়াওমাহুমুল্ লাযী ফীহি ইউস্ব'আকূন।
বলবে, এতো স্তূপীকৃত মেঘ। (৪৫) সুতরাং আপনি তাদেরকে (তাদের প্রশান্তির ওপর) ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা বেহুঁশ হয়ে পড়বে।

﴿٤٥﴾ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ﴿٤٦﴾ وان للذين ظلموا

৪৬। ইয়াওমা লা- ইউগ্নী 'আন্হুম্ কাইদুহুম শাইআওঁ ওয়ালা-হুম ইউন্স্বারূন। ৪৭। ওয়া ইন্না লিল্লাযীনা জালামূ
(৪৬) যেদিন তাদের ষড়যন্ত্র তাদের কোনই উপকারে আসবে না এবং যেদিন তাদের কোনই সাহায্য করা হবে না। (৪৭) এছাড়াও পাপিষ্ঠদের জন্য

عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون ﴿٤٧﴾ واصبر لحكم ربك فانك باعيننا

'আযা-বান্ দূনা যা-লিকা ওয়ালা- কিন্না আক্ছারাহুম্ লা- ইয়া'লামূন। ৪৮। ওয়াস্বির্ লিহুক্মি রাব্বিকা ফাইন্নাকা বিআ'ইউনিনা-
আরও শাস্তি রয়েছে। কিন্তু ওদের অনেকেই তা জানে না। (৪৮) আপনি ধৈর্যের সাথে আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকুন। আপনি আমার দৃষ্টির মধ্যেই রয়েছেন।

وسبح بحمد ربك حين تقوم ﴿٤٨﴾ ومن اليل فسبحه وادبار النجوم ۝

ওয়াসাব্বিহ্ বিহাম্দি রাব্বিকা হ্বীনা তাকূম। ৪৯। ওয়া মিনাল্ লাইলি ফাসাব্বিহ্হু ওয়া ইদ্বা-রান্ নুজূম।
যখন আপনি নিদ্রা থেকে ওঠেন, তখন আপনার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ বর্ণনা করুন। (৪৯) এবং তাঁর তাসবীহ বর্ণনা করুন রাতের বেলা এবং তারকাসমূহ অস্তের সময়ও।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৮) ঃ حين تقوم - এখানে "ওঠা" দ্বারা; কেউ বলেন, যখন নামাজের জন্য দাঁড়াবে তখন তাসবীহ পাঠ করবে। যেমন– নামাজের শুরুতে, 'সানা' পাঠ করা হয়। কেউ বলেন, যখন নিদ্রা থেকে ওঠবে, তখন তাসবীহ পাঠ করবে। কেউ বলেন, যখন কোন মজলিস থেকে ওঠে দাঁড়াবে, তখন তাসবীহ পাঠ করবে। যেমন– হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কোন মজলিস থেকে ওঠার সময় এ দোয়া পাঠ করবে, সে মজলিস তার জন্য গুনাহর কাফফারা হয়ে যাবে। (অর্থাৎ গুনাহ মাফের কারণ হয়ে যাবে)। سبحان اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ ادبار النجوم - দ্বারা ফজরের দু রাকাত সুন্নাতকে বুঝান হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ফজরের দু রাকাত সুন্নাত নামাজ পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সবকিছু হতে উৎকৃষ্ট। (কুঃ কারীম)

সূরা নাজ্ম
মক্কী

بسم الله الرحمن الرحيم ۝
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৬২
রুকূ ঃ ৩

﴿١﴾ والنجم اذا هوى ﴿٢﴾ ما ضل صاحبكم وما غوى ﴿٣﴾ وما ينطق عن الهوى ۝

১। ওয়ান্ নাজ্মি ইযা- হাওয়া-। ২। মা-দ্বাল্লা স্বা-হিবুকুম্ ওয়ামা- গাওয়া-। ৩। ওয়ামা- ইয়ান্ত্বিকু 'আনিল্ হাওয়া-।
(১) শপথ তারকার, যখন তা পতিত হয়। (২) তোমাদের সাথী বিপথগামী হননি এবং বিভ্রান্তও হননি। (৩) এবং সে তার নিজ ইচ্ছায় কোন কথাই বলে না।

﴿٤﴾ ان هو الا وحي يوحى ﴿٥﴾ علمه شديد القوى ﴿٦﴾ ذو مرة ط فاستوى ۝

৪। ইন্ হুওয়া ইল্লা- ওয়াহ্য়ুঁইয়ূউই ইউহা- ৫। 'আল্লামাহু শাদীদুল কুওয়া- ৬। যূ মির্রাতিন ; ফাস্তাওয়া-;
(৪) এতো শুধু ওহী, যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়। (৫) তা তাকে শিক্ষা দেয় একজন শক্তিশালী, ক্ষমতাবান (ফেরেশতা)। (৬) অতঃপর সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল।

﴿٧﴾ وهو بالافق الاعلى ﴿٨﴾ ثم دنا فتدلى ﴿٩﴾ فكان قاب قوسين او ادنى ۝

৭। ওয়া হুওয়া বিল্ উফুক্বিল্ আ'লা। ৮। ছুম্মা দানা- ফাতাদাল্লা-। ৯। ফাকা-না ক্বা-বা ক্বাওসাইনি আও আদ্না-।
(৭) এবং সে তখন ঊর্ধ্ব আকাশের এক প্রান্তে ছিল। (৮) অতঃপর সে তাঁর অতি নিকটতম হল ও ঝুলে গেল। (৯) ফলে, তাদের মধ্যে দু ধনুকের দূরত্বের পরিমাণ ব্যবধান রইলো এবং তার চেয়েও কম।

﴿١٠﴾ فاوحى الى عبده ما اوحى ﴿١١﴾ ما كذب الفؤاد ما راى ﴿١٢﴾ افتمرونه على

১০। ফাআওহা~ইলা- 'আব্দিহী মা~আওহা-। ১১। মা- কাযাবাল্ ফুআ-দু মা- রাআ-। ১২। আফাতুমা-রূনাহূ 'আলা-
(১০) তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন। (১১) তার অন্তকরণ যা দেখেছে তাতে কোন ভুল করেনি। (১২) তিনি যা দেখেছেন তোমরা কি তাতে

ما يرى ﴿١٣﴾ ولقد راه نزلة اخرى ﴿١٤﴾ عند سدرة المنتهى ﴿١٥﴾ عندها جنة

মা- ইয়ারা-। ১৩। ওয়া লাক্বাদ্ রাআ-হু নায্লাতান্ উখ্রা-। ১৪। 'ইন্দা সিদ্রাতিল্ মুন্তাহা-। ১৫। 'ইন্দাহা- জান্নাতুল্
বিতর্ক করবে? (১৩) নিশ্চয়ই সে তাকে আর একবার (প্রকৃতরূপে) দেখেছিল। (১৪) কুল বৃক্ষের নিকটে। (১৫) যার নিকটে রয়েছে জান্নাতুল

الماوى ﴿١٦﴾ اذ يغشى السدرة ما يغشى ﴿١٧﴾ ما زاغ البصر وما طغى ﴿١٨﴾ لقد

মা'ওয়া-। ১৬। ইয্ ইয়াগ্শাস্ সিদ্রাতা মা- ইয়াগ্শা-। ১৭। মা- যা-গাল্ বাস্বারু ওয়ামা- ত্বাগা-। ১৮। লাক্বাদ্
মাওয়া, (১৬) যখন কুল বৃক্ষটি, যা দ্বারা জড়াবার (আবৃত করার), তা দ্বারা জড়ানো ছিল, (১৭) ভ্রম হয়নি তার দৃষ্টি এবং সীমালংঘনও করেনি। (১৮) নিশ্চয়ই

راى من ايت ربه الكبرى ﴿١٩﴾ افرءيتم اللت والعزى ﴿٢٠﴾ ومنوة الثالثة

রাআ- মিন্ আ-ইয়া-তি রাব্বিহিল্ কুব্রা-। ১৯। আফারাআইতুমুল্ লা-তা ওয়াল্ 'উয্যা-। ২০। ওয়া মানা-তাছ্ ছা-লিছাতাল্
সে তার রবের বড় বড় নিদর্শনাবলির মধ্য হতে কতিপয় নিদর্শন দেখেছে। (১৯) তোমরা কি চিন্তা করেছ, লাত ও উযযা সম্পর্কে? (২০) এবং তৃতীয় আর একটি 'মানাত'

الاخرى ﴿٢١﴾ الكم الذكر وله الانثى ﴿٢٢﴾ تلك اذا قسمة ضيزى ﴿٢٣﴾ ان هي

উখ্রা-। ২১। আলাকুমুয্ যাকারু ওয়ালাহুল্ উন্ছা-। ২২। তিল্কা ইযান্ ক্বিস্মাতুন্ দ্বীযা-। ২৩। ইন্ হিয়া
সম্পর্কে? (২১) তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান, আর আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান (নির্ধারণ করেছ)? (২২) এটাতো অসমবন্টন। (২৩) মূলতঃ

إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِن

ইল্লা~আস্‌মা—উন্‌ সাম্মাইতুমূহা ~আন্‌তুম ওয়া আ-বা—উকুম্‌ মা ~আন্‌যালাল্লা-হু বিহা- মিন্‌ সুল্‌ত্বা-নিন ; ই

এগুলো শুধু কতক নাম, যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষ রেখেছ, যাদের (ইবাদাতের) ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণাদি অবতীর্ণ

يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ

ইয়াত্তাবি'উনা ইল্লাজ্‌ জান্না ওয়ামা- তাহ্‌ওয়াল্‌ আন্‌ফুসু, ওয়া লাক্বাদ্‌ জ্বা—আহুম্‌ মির্‌ রাব্বিহিমুল্‌ হুদা-।

করেন নি। তারাতো শুধু নিজ ধারণা এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, অথচ তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সঠিক নির্দেশনা এসেছে।

أَمْ لِلْإِنسَٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ ٱلْءَاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى

২৪। আম্‌ লিলইন্‌সা-নি মা- তামান্না-। ২৫। ফালিল্লা-হিল্‌ আ-খিরাতু ওয়াল্‌ ঊলা-। ২৬। ওয়া কাম্‌ মিম্‌ মালাকিন্‌ ফিস্‌

(২৪) মানুষ যা কামনা করে সেটাই কি সে পায়? (২৫) পরকাল এবং ইহকাল আল্লাহরই কর্তৃত্বে। (২৬) আকাশে অগণিত

ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ

সামা-ওয়া-তি লা-তুগ্‌নী শাফা-'আতুহুম্‌ শাইআন্‌ ইল্লা- মিম্‌ বা'দি আই ইয়া'যানাল্লা-হু লিমাই ইয়াশা—উ

ফেরেশতা রয়েছে, যাদের সুপারিশ কোনই কাজে আসবে না। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নিজ ইচ্ছায় এবং খুশীতে যাকে চান তাকে

وَيَرْضَىٰٓ ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ

ওয়া ইয়ার্‌দ্বা-। ২৭। ইন্নাল্লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা বিল্‌ আ-খিরাতি লাইউসাম্মূনাল্‌ মালা—ইকাতা তাস্‌মিয়াতাল্‌ উন্‌ছা-।

অনুমতি প্রদান করেন। (২৭) যারা পরকালে বিশ্বাস করেনা, তারা ফেরেশতাগণকে নারী নামে অভিহিত করে।

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ

২৮। ওয়ামা- লাহুম্‌ বিহী মিন্‌ 'ইল্‌মিন ; ইঁ ইয়াত্তাবি'উনা ইল্লাজ্‌ জান্না, ওয়াইন্নাজ্‌ জান্না লা- ইউগ্‌নী মিনাল্‌ হাক্কি

(২৮) অথচ তাদের এ সম্পর্কে কোনই জ্ঞান নেই; তারা কেবলমাত্র নিজ ধারণার অনুসরণ করে, নিশ্চয়ই সত্যের সামনে, ধারণা কোনই কাজে

شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا

শাইআ-। ২৯। ফাআ'রিদ্ব 'আম্‌মান্‌ তাওয়াল্লা- 'আন্‌ যিক্‌রিনা- ওয়া লাম্‌ ইউরিদ্‌ ইল্লাল্‌ হায়া-তাদ্‌ দুন্‌ইয়া-।

আসে না। (২৯) সুতরাং যে আমার স্মরণ (ইবাদাতে) হতে ফিরে থাকে, আপনিও তার থেকে ফিরে থাকুন, সে চায় শুধু পার্থিব জীবন।

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ

৩০। যা-লিকা মাব্‌লাগুহুম্‌ মিনাল্‌ 'ইল্‌মি ; ইন্না রাব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিমান্‌ দ্বাল্লা 'আন্‌ সাবীলিহী ওয়া হুওয়া আ'লামু

(৩০) তাদের জ্ঞানের পরিধি এ (পার্থিব জীবন) পর্যন্ত। আপনার প্রতিপালক খুবই জানেন, কে পথভ্রষ্ট এবং তিনিই ভালো জানেন কে সঠিক

بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ

বিমানিহ্‌ তাদা-। ৩১। ওয়া লিল্লা-হি মা-ফিস্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্‌ আর্‌দ্বি লিইয়াজ্‌যিইয়াল্‌ লাযীনা

পথ প্রাপ্ত। (৩১) আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই কর্তৃত্বে, যারা খারাপ কর্ম করে, তিনি তাদের কর্মের

أَسَٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى ﴿٣١﴾ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ

আসা—উ বিমা- 'আমিলূ ওয়া ইয়াজ্‌যিইয়াল লাযীনা আহ্‌সানূ বিল্‌ হুস্‌না-। ৩২। আল্লাযীনা ইয়াজ্‌তানিবূনা

(অনুরূপ) প্রতিফল দিবেন। এবং সৎকর্মশীলদের উত্তম প্রতিদান দিবেন। (৩২) তারা বেঁচে থাকে, বড় বড় (কবীরা)

كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ

কাবা—ইরাল্‌ ইছ্‌মি ওয়াল্‌ ফাওয়া- হিশা ইল্লাল্‌ লামামা ; ইন্না রাব্বাকা ওয়া-সি'উল্‌ মাগ্‌ফিরাতি ; হুওয়া আ'লামু বিকুম্‌

গুনাহ এবং অশ্লীল কাজসমূহ থেকে, কিন্তু ছোট ধরনের ত্রুটি। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক উদার ক্ষমাশীল। আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে খুব জানেন, যখন তিনি

إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوٓا۟

ইয্‌ আন্‌শাআকুম্‌ মিনাল্‌ আর্‌দ্বি ওয়া ইয্‌ আন্‌তুম্‌ আজ্বিন্নাতুন্‌ ফী বুতূনি উম্মাহা-তিকুম্‌, ফালা- তুযাক্‌~

তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যখন তোমরা ছোট্ট বাচ্চা থাক তোমাদের মায়ের গর্ভে। সুতরাং তোমাদের নিজেদের প্রশংসা

أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿٣٢﴾ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا

আন্‌ফুসাকুম ; হুওয়া আ'লামু বিমানিত্তাক্বা-। ৩৩। আফারাআইতাল্‌ লাযী তাওয়াল্লা-। ৩৪। ওয়া আ'ত্বা- ক্বালীলাওঁ

কর না; তিনি (আল্লাহ) পরহেজগারগণকে ভালোভাবেই জানেন। (৩৩) আপনি কি সে লোকটিকে দেখেছেন, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৩৪) এবং দান করে খুবই

وَأَكْدَىٰٓ ﴿٣٤﴾ أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ

ওয়া আক্‌দা-। ৩৫। আ 'ইন্‌দাহূ 'ইলমুল্‌ গাইবি ফাহুওয়া ইয়ারা-। ৩৬। আম্‌ লাম্‌ ইউনাব্বা' বিমা- ফী সুহুফি মূসা-।

অল্প এবং পরে বিরত থাকে? (৩৫) তার কাছে কি গোপন তথ্য আছে যে, সে দেখতেছে? (৩৬) তাকে কি খবর দেয়া হয়নি, যা ছিল মূসার কিতাবে।

﴿٣٦﴾ وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ

৩৭। ওয়া ইব্রা-হীমাল্‌ লাযী ওয়াফ্‌ফা~৩৮। আল্লা- তাযিরু ওয়া-যিরাতুও ওয়িয্‌রা উখ্‌রা-। ৩৯। ওয়া আল্‌ লাইসা লিল্‌ইন্‌সা-নি

(৩৭) এবং প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী ইব্রাহীমের কিতাবে? (৩৮) (তা এই) যে, কোন ব্যক্তি অন্য কারও বোঝা বহন করবে না। (৩৯) এবং মানুষ সেটাই লাভ করে, যা

إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ وَأَنَّ

ইল্লা- মা-সা'আ-। ৪০। ওয়া আন্না সা'ইয়াহূ সাওফা ইউরা-। ৪১। ছুম্মা ইউজ্‌যা-হুল্‌ জ্বাযা—আল্‌ আওফা-। ৪২। ওয়া আন্না

নিয়ে সে চেষ্টা করে। (৪২) আর তার শ্রম অতিশীঘ্রই তাকে দেখান হবে। (৪১) অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে, (৪২) আর শেষ গন্তব্যস্থল তোমার

إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿٤٢﴾ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا

ইলা- রাব্বিকাল্‌ মুন্‌তাহা-। ৪৩। ওয়া আন্নাহূ হুওয়া আদ্বহাকা ওয়া আব্‌কা-। ৪৪। ওয়া আন্নাহূ হুওয়া আমা-তা ওয়া আহ্‌ইয়া-।

প্রতিপালকের নিকটেই। (৪৩) তার এই যে, তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান। (৪৪) তিনিই মারেন (মৃত্যু দেন), তিনিই বাঁচান (জীবিত রাখেন)।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩২) ঃ اللمم -এর অর্থের ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেন– অন্তরে যদি কোন গুনাহ করার ইচ্ছা সৃষ্টি হয়, অথচ তা করেনি, তাকে لمم বলে। কেউ বলেন যে, এর দ্বারা সগীরা গুনাহকে বুঝান হয়েছে। কেউ বলেন, যে গুনাহ থেকে তওবা করা হয়েছে, সেগুনাহকে বুঝান হয়েছে। (তাঃ ওসমানী) ○ শানে নুযূল (আঃ ৩৩) ঃ افرءيت الذى - ওয়ালীদ বিন মুগীরা রাসূলুল্লাহর (স) সাথে থেকে তাঁর পবিত্র যবানে কুরআন তেলাওয়াত শোনতেন। মুশরিকরা এজন্য তাকে ভর্ৎসনা করতো যে, তুমি তোমার পিতৃ পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছ? সে বলল, আমি কি করব? আল্লাহর ভয়ে আমি এরূপ করছি। এক কাফির বলল, আমাকে কিছু ধনসম্পদ দাও। তবে যখন তোমার ওপর শাস্তি আসবে, তখন আমি তা থেকে তোমাকে রক্ষা করব। ওয়ালীদ একথায় কিছু সম্পদ তাকে দিয়েও দিল এবং শর্তানুযায়ী বাকি সম্পদ দিতে কৃপণতা করল। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (তাঃ কাঃ)

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ

৪৫। ওয়া আন্নাহূ খালাক্বায্ যাওজ্বাইনিয্ যাকারা ওয়াল্ উন্ছা- ৪৬। মিন্ নুত্বফাতিন্ ইযা- তুম্না-। ৪৭। ওয়া আন্না 'আলাইহিন্

(৪৫) আর তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়া পুরুষ ও নারী (৪৬) (এক ফোঁটা) বীর্য হতে, যখন তা পতিত হয় (জরায়ুতে) (৪৭) এবং তাঁরই দায়িত্ব,

النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٤٧﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾

নাশ্আতাল্ উখ্রা-। ৪৮। ওয়া আন্নাহূ হুওয়া আগ্না- ওয়া আক্বনা-। ৪৯। ওয়া আন্নাহূ হুওয়া রাব্বুশ্ শি'রা-

দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার। (৪৮) এবং তিনিই অভাব দূর করেন এবং সম্পদশালী করেন। (৪৯) আর তিনি (আল্লাহ) শি'রা (তারকা)-এর মালিক।

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ

৫০। ওয়া আন্নাহূ~ আহ্লাকা 'আ-দানিল্ উলা-। ৫১। ওয়া ছামূদা ফামা~আব্ক্বা-। ৫২। ওয়া ক্বাওমা নূহিয্ মিন্ ক্বাব্লু;

(৫০) তিনিই প্রথম 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, (৫১) এবং সামূদকেও, তাদের কাউকেই তিনি বাকি রাখেননি। (৫২) এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও

إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ

ইন্নাহুম্ কা-নূ হুম আজ্লামা ওয়া আত্ব্গা-। ৫৩। ওয়াল্ মু'তাফিকাতা আহ্ওয়া-। ৫৪। ফাগাশ্শা-হা- মা- গাশ্শা-। ৫৫। ফাবিআইয়ি

তারা ছিল খুব অত্যাচারী, বিদ্রোহী। (৫৩) এবং উল্টিয়ে দেয়া শহরকে নিক্ষেপ করেছিলেন। (৫৪) অতঃপর সে শহরকে ছেয়ে ফেলল আচ্ছন্নকারী। (৫৫) হে মানুষ!

آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾

আ-লা—ই রাব্বিকা তাতামা-রা-। ৫৬। হা-যা-নাযীরুম্ মিনান্ নুযুরিল্ উলা-। ৫৭। আ-যিফাতিল্ আ-যিফাহ্।

তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন নেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে? (৫৬) এ ভীতি প্রদর্শনকারী পূর্বের ভীতি প্রদর্শনকারীদের ন্যায় (৫৭) কিয়ামত নিকটবর্তী।

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾

৫৮। লাইসা লাহা- মিন্ দূনিল্লা-হি কা-শিফাহ্। ৫৯। আফামিন্ হা-যাল্ হ্বাদীছি তা'জ্বাবূন।

(৫৮) আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এর (নির্ধারিত তারিখ) প্রকাশকারী নেই। (৫৯) তোমরা এ কথায় আশ্চর্যবোধ করছ।

সিজদাহ

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾

৬০। ওয়া তাদ্বহাকূনা ওয়ালা- তাব্কূন। ৬১। ওয়া আন্তুম্ সা-মিদূন। ৬২। ফাস্জুদূ লিল্লা-হি ওয়া'বুদূ।

(৬০) এবং হাসছ এবং কাঁদছ না? (৬১) বরং তোমরা তো অমনোযোগী, (৬২) অতএব তোমরা আল্লাহর সামনে সিজদা কর এবং তাঁরই ইবাদাত কর।

সূরা ক্বামার

মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫৫

রুকূ ঃ ৩

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا

১। ইক্বতারাবাতিস্ সা-'আতু ওয়ান্শাক্বক্বাল্ ক্বামার। ২। ওয়া ইঁ ইয়ারাও আ-য়াতাই ইউ'রিদ্বূ ওয়া ইয়াকূলূ

(১) কিয়ামত অতি নিকটবর্তী, চন্দ্র বিদীর্ণ, (২) তারা (অবিশ্বাসীরা) কোন নিদর্শন (মুজেযা) দেখলে তা থেকে মুখ ফিরায় এবং বলে,

سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

সিহ্রুম্ মুস্তামির। ৩। ওয়া কায্যাবূ ওয়াত্তাবা'উ~আহ্ওয়া—আহুম ওয়া কুল্লু আম্রিম্ মুস্তাক্বির্। (৪) ওয়া লাক্বাদ্ জ্বা—আহুম্

এতো চলমান যাদু। (৩) এবং তারা অবিশ্বাস করে এবং নিজ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর প্রতিটি কাজেরই শেষসীমায় পৌঁছবে। (৪) তাদের কাছে এমন সংবাদ এসেছে,

مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴿٥﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ

মিনাল্ আম্বা—ই মা- ফীহি মুয্দাজ্বার। ৫। হ্বিক্মাতুম্ বা-লিগাতুন্ ফামা- তুগ্নিন্ নুযুর। ৬। ফাতাওয়াল্লা 'আন্হুম্।

যাতে রয়েছে সতর্কবাণী। (৫) এটি পূর্ণ জ্ঞানময় (বাণী), তবে এ সাবধানবাণী তাদের কোনই কাজে আসেনি। (৬) (হে নবী!) আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন।

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ﴿٦﴾ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ

ইয়াওমা ইয়াদ্'উদ্ দা-'ই ইলা- শাইয়িন্ নুকুর। ৭। খুশ্শা'আন্ আব্স্বা-রুহুম ইয়াখরুজূনা মিনাল্ আজ্বদা-ছি

যেদিন একজন আহ্বানকারী এক বিভীষিকাময় অবস্থার দিকে আহ্বান করবে, (৭) সে দিন তারা অবনমিত দৃষ্টিতে, বিক্ষিপ্ত পংগপালের ন্যায় কবর হতে

كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴿٧﴾ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

কাআন্নাহুম জ্বারা-দুম্ মুন্তাশির। ৮। মুহ্ত্বি'ঈনা ইলাদ্ দা-'ই ; ইয়াকূলুল্ কা-ফিরূনা হা-যা- ইয়াওমুন্ 'আসির।

বের হয়ে (ছুটে) আসবে, (৮) আহ্বানকারীর দিকে দ্রুত ধাবমান অবস্থায় কাফিরেরা বলবে, এ দিবসটি (আমাদের জন্য) খুবই কঠিন।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾ فَدَعَا

৯। কায্যাবাত্ ক্বাবলাহুম ক্বাওমু নূহ্বিন্ ফাকায্যাবূ 'আব্দানা- ওয়াক্বা-লূ মাজ্বনূনুঁও ওয়ায্দুজ্বির। ১০। ফাদা'আ-

(৯) তাদের পূর্বে নূহের জাতিও অস্বীকার করেছিল এবং তারা আমার বান্দাকেও মিথ্যা বলেছিল এবং বলেছিল এ তো একজন মস্তিষ্ক বিকৃত লোক এবং তাকে ধমকও দেয়া হয়েছিল। (১০) তখন সে (নূহ) তার

رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا

রাব্বাহূ~আন্নী মাগ্লূবুন্ ফান্তাস্বির্। ১১। ফাফাতাহ্না~আব্ওয়া-বাস্ সামা—ই বিমা—ইম্ মুন্হামির। ১২। ওয়া ফাজ্জ্বারনাল

প্রভুর নিকট দোয়া করে বলেছিল, আমিতো পরাস্ত, অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর। (১১) সুতরাং আমি আকাশের দ্বার খুলে দিলাম মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করে, (১২) এবং

الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ

আর্দ্বা 'উইয়ূনান্ ফাল্তাক্বাল্ মা—উ 'আলা~আম্রিন্ ক্বাদ্ কুদির। ১৩। ওয়া হ্বামাল্না-হু 'আলা- যা-তি আল্ওয়া-হ্বিও

ভূমিতে নহর প্রবাহিত করে দিলাম। ফলে পানি একত্রিত হল, নির্ধারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। (১৩) আমি তাকে আরোহণ করালাম, তক্তা ও পেরেক

وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ

ওয়া দুসুর। ১৪। তাজ্বরী বিআ'ইউনিনা-, জ্বাযা—আল্ লিমান্ কা-না কুফির। ১৫। ওয়া লাক্বাদ তারাক্না-হা~আ-ইয়াতান্ ফাহাল্ মিম্

নির্মিত নৌকায়। (১৪) যা চলত আমার নিয়ন্ত্রণে। এ প্রতিদান তার জন্য, যে অস্বীকৃত হয়েছিল। (১৫) আমি এ (ঘটনা) কে নিদর্শন হিসেবে রেখেছি

مُدَّكِرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ

মুদ্দাকির। ১৬। ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী ওয়া নুযুর্। ১৭। ওয়া লাক্বাদ্ ইয়াস্সারনাল্ কুরআ-না লিয্যিক্রি ফাহাল্

কেউ আছে কি (এর দ্বারা) উপদেশগ্রহণকারী? (১৬) আমার শাস্তি এবং সতর্কীকরণ কেমন ছিল! (১৭) কুরআন আমি বুঝার জন্য অতি সহজ করে দিয়েছি,

مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝١٧ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ۝١٨ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

মিম্ মুদ্দাকির। ১৮। কায্যাবাত্ 'আ-দুন্ ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী ওয়া নুযুর্। ১৯। ইন্না~আরসালনা- 'আলাইহিম

কে আছে উপদেশগ্রহণকারী? (১৮) আদ সম্প্রদায়ও মিথ্যা বলেছিল, ফলে কেমন হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কীকরণ। (১৯) আমি তাদের ওপর প্রচণ্ড

رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝١٩ تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ

রীহান্ স্বার্স্বারান্ ফী ইয়াওমি নাহ্সিম্ মুস্তামির্রিন্। ২০। তান্যি'উন্ না-সা কাআন্নাহুম আ'জা-যু

ঝড়ো হাওয়া প্রেরণ করেছিলাম এক অব্যাহত অমঙ্গল দিবসে। (২০) যা (বায়ু) লোকদেরকে উৎপাটিত করেছিল, উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের মোটা

نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ۝٢٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ۝٢١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ

নাখ্লিম্ মুন্ক্বা'ইর। ২১। ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী ওয়া নুযুর্। ২২। ওয়া লাক্বাদ্ ইয়াস্সার্নাল্ কুরআ-না লিয্যিক্রি ফাহাল্

কাণ্ডের ন্যায়। (২১) আমার শাস্তি এবং সতর্কীকরণ কেমন ছিল! (২২) নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি, কেউ আছে কি (এর থেকে)

مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝٢٢ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ۝٢٣ فَقَالُوْٓا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ إِنَّآ

মিম্ মুদ্দাকির। ২৩। কায্যাবাত্ ছামূদু বিন্ নুযুর। ২৪। ফাক্বা-লূ~ আবাশারাম্ মিন্না- ওয়া-হিদান্ নাত্তাবি'উহূ~ইন্না~

উপদেশ গ্রহণকারী? (২৩) সামূদ (জাতি) সাবধানকারী (নবী)গণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, (২৪) তারা বলল, আমরা কি আমাদের মধ্যের এক ব্যক্তির অনুসরণই করব? তবে তো

إِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ۝٢٤ ءَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ۝

ইযাল্ লাফী দ্বালা-লিঁও ওয়া সু'উর। ২৫। আ উল্ক্বিয়ায্ যিক্রু 'আলাইহি মিম্ বাইনিনা- বাল্ হুওয়া কায্যা-বুন্ আশির।

আমরা ভ্রান্ত এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি লোক হিসেবে গণ্য হব। (২৫) তবে কি, আমাদের মধ্য হতে কেবলমাত্র তার প্রতিই ওহী অবতীর্ণ হয়েছে? (না) বরং, সে মিথ্যাবাদী, উদ্ধত।

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ۝٢٦ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ

২৬। সাইয়া'লামূনা গাদাম্ মানিল্ কায্যা-বুল্ আশির। ২৭। ইন্না- মুর্সিলুন্ না-ক্বাতি ফিত্নাতাল্ লাহুম্ ফার্তাক্বিব্হুম

(২৬) আগামীকাল তারা জেনে নিবে, কে মিথ্যাবাদী, উদ্ধত। (২৭) আমি তাদের পরীক্ষা করার জন্য উষ্ট্রী প্রেরণ করছি, আপনি তাদের প্রতি দৃষ্টি রেখ এবং ধৈর্যধারণ

وَاصْطَبِرْ ۝٢٧ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ۝٢٨ فَنَادَوْا

ওয়াস্বত্বাবির্। ২৮। ওয়া নাব্বি'হুম্ আন্নাল্ মা—আ ক্বিস্মাতুম্ বাইনাহুম, কুল্লু শির্বিম্ মুহ্তাদ্বার্। ২৯। ফানা-দাও

করুন। (২৮) আপনি তাদের জানিয়ে দিন যে, (কূপের) পানি পানের সময়কাল প্রত্যেকের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে প্রত্যেকে তাদের পালাক্রমে উপস্থিত হবে। (২৯) অতঃপর

صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ۝٢٩ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ۝٣٠ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

স্বা-হিবাহুম ফাতা'আ-ত্বা- ফা'আক্বার। ৩০। ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী ওয়ানুযুর। ৩১। ইন্না~আর্সাল্না- 'আলাইহিম

তারা তাদের এক সাথীকে ডাকল, সে উষ্ট্রীটিকে আক্রমণ করল এবং হত্যা করল। (৩০) আমার শাস্তি ও সতর্কীকরণ কেমন ছিল! (৩১) আমি তাদের ওপর প্রেরণ করেছিলাম

صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ۝٣١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ

স্বাইহাতাওঁ ওয়া-হিদাতান্ ফাকা-নূ কাহাশীমিল্ মুহ্তাজির। ৩২। ওয়া লাক্বাদ্ ইয়াস্সারনাল্ কুরআ-না লিয্যিকরি ফাহাল্

এক ভয়ংকর আওয়াজ, ফলে তারা হয়েছিল, খোয়াড় নির্মাণকারীর শুষ্ক তৃণাদির ন্যায়। (৩২) আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে সহজ করেছি। সুতরাং কেউ আছে উপদেশ

مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝٣٢ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍۢ بِالنُّذُرِ ۝٣٣ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ۭ

মিম্ মুদ্দাকির। ৩৩। কায্যাবাত ক্বাওমু লূত্বিম্ বিন্নুযুর ৩৪। ইন্না~আর্সাল্না- 'আলাইহিম্ হ্বা-সিবান্ ইল্লা~আ-লা লূত্বিন ;

গ্রহণকারী? (৩৩) লূত সম্প্রদায়ও সতর্ককারীদেরকে প্রত্যাখান করেছিল (৩৪) আমি তাদের ওপর প্রস্তর বর্ষণকারী তীব্র ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেছিলাম, লূত পরিবার ছাড়া;

نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ۝٣٤ نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ۝٣٥ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ

নাজ্জাইনা-হুম্ বিসাহ্বারিন্। ৩৫। নি'মাতাম্ মিন্ 'ইন্দিনা-; কাযা-লিকা নাজ্যী মান্ শাকার। ৩৬। ওয়া লাক্বাদ্ আন্যারাহুম্

তাদেরকে রাতের শেষভাগে উদ্ধার করেছিলাম; (৩৫) আমার স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা, কৃতজ্ঞদেরকে এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি। (৩৬) লূত তাদেরকে সতর্ক করেছিল আমার

بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۝٣٦ وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا

বাত্বশাতানা- ফাতামা-রাওঁ বিন্নুযুর্। ৩৭। ওয়া লাক্বাদ্ রা-ওয়াদূহু 'আন্ দ্বাইফিহী ফাত্বামাস্না~আ'ইউনাহুম্ ফাযূকূ

কঠিন শাস্তির; কিন্তু তারা সতর্ককারীকে নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দিল। (৩৭) তারা লূতের কাছে তার অতিথিদের দাবী করল, এতে আমি তাদেরকে দৃষ্টিহীন করে দিলাম,

عَذَابِيْ وَنُذُرِ ۝٣٧ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۝٣٨ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ

'আযা-বী ওয়া নুযুর। ৩৮। ওয়া লাক্বাদ্ স্বাব্বাহ্বাহুম্ বুক্রাতান্ 'আযা-বুম্ মুস্তাক্বির। ৩৯। ফাযূকূ 'আযা-বী

তোমরা আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর পরিণাম।' (৩৮) অতি ভোর বেলা তাদের ওপর অবিরত শাস্তি এসে ধ্বংস করল। (৩৯) (এখন) ভোগ কর আমার শাস্তি

وَنُذُرِ ۝٣٩ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝٤٠ وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ

ওয়ানুযুর। ৪০। ওয়ালাক্বাদ্ ইয়াস্সার্নাল্ কুরআ-না লিয্যিক্রি ফাহাল্ মিম্ মুদ্দাকির্। ৪১। ওয়া লাক্বাদ্ জ্বা—আ আ-লা ফির্'আওনান্

এবং সতর্কীকরণ। (৪০) আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য সহজ করে দিয়েছি, সুতরাং কে আছে উপদেশ গ্রহণকারী? (৪১) ফিরআউন সম্প্রদায়ের কাছেও এসেছিল

النُّذُرُ ۝٤١ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنٰهُمْ أَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝٤٢ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ

নুযুর। ৪২। কায্যাবূ বিআ-য়া-তিনা- কুল্লিহা- ফাআখায্না-হুম্ আখ্যা 'আযীযিম্ মুক্বতাদির। ৪৩। আকুফ্ফা-রুকুম্ খাইরুম্

সাবধানকারী, (৪২) কিন্তু তারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করল, তখন পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানরূপে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (৪৩) তোমাদের মধ্যে যারা

مِّنْ أُولٰٓئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝٤٣ أَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ۝

মিন্ উলা—ইকুম্ আম্ লাকুম্ বারা—আতুন্ ফিয্যুবুর। ৪৪। আম্ ইয়াক্বূলূনা নাহ্নু জ্বামী'উম্ মুন্তাস্বির।

কাফের তারা কি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, না কি তোমাদের মুক্তির কোন সনদপত্র আছে পূর্ববর্তী কিতাবে? (৪৪) তারা কি বলে, 'আমরা সংঘবদ্ধ প্রতিশোধ পরায়ন এক দল?'

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ۝٤٥ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى ۝٤٤

৪৫। সাইউহ্যামুল্ জ্বাম্'উ ওয়া ইউওয়াল্লূনাদ্ দুবুর। ৪৬। বালিস্ সা-'আতু মাও'ইদুহুম্ ওয়াস্ সা-'আতু আদ্হা-

(৪৫) অতিশীঘ্রই এ দল পরাস্ত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ ভেগে যাবে। (৪৬) বরং কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তির প্রতিশ্রুতির সময় এবং কিয়ামত তাদের জন্য খুবই ভয়াবহ

وَأَمَرُّ ۝٤٦ إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ۝٤٧ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى

ওয়া আমার্। ৪৭। ইন্নাল্ মুজ্রিমীনা ফী দ্বালা-লিঁও ওয়াসু'উর। ৪৮। ইয়াওমা ইউস্হ্বাবূনা ফিন্ না-রি 'আলা-

এবং তিক্ত। (৪৭) নিশ্চয়ই গুনাহগারেরা রয়েছে ভ্রান্তির মধ্যে এবং উন্মত্ততার মধ্যে। (৪৮) যেদিন তাদেরকে তাদের চেহারা উপুড় করে হেঁচড়িয়ে অগ্নিতে টেনে আনা হবে,

وجوههم ذوقوا مس سقر (٤٨) إنا كل شيء خلقنه بقدر (٤٩) وما أمرنا

উজূহিহিম ; যূক্বূ মাস্সা সাক্বার । ৪৯ । ইন্না- কুল্লা শাইয়িন্ খালাক্বনা-হু বিক্বাদার । ৫০ । ওয়ামা~আম্রুনা~
সেদিন তাদের বলা হবে, উপভোগ কর জাহান্নামের অগ্নির স্পর্শ স্বাদ। (৪৯) নিশ্চয়ই আমি প্রতিটি বস্তুকে তার পরিমাপ মত সৃষ্টি করেছি। (৫০) আমার নির্দেশ

إلا واحدة كلمح بالبصر (٥٠) ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر (٥١)

ইল্লা-ওয়া-হিদাতুন্ কালাম্হিম্ বিল্বাস্বার । ৫১ । ওয়া লাক্বাদ্ আহ্লাক্না~আশ্ইয়া-'আকুম্ ফাহাল্ মিম্ মুদ্দাকির ।
শুধু এক শব্দই যথেষ্ট, চোখের পলকের ন্যায়। (৫১) আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের অনুরূপ (অবিশ্বাসী) সম্প্রদায়গুলোকে, সুতরাং কে আছ, উপদেশ গ্রহণকারী?

وكل شيء فعلوه في الزبر (٥٢) وكل صغير وكبير مستطر (٥٣) إن

৫২ । ওয়া কুল্লু শাইয়িন্ ফা'আলূহু ফিয্ যুবুর । ৫৩ । ওয়া কুল্লু স্বাগীরিওঁ ওয়া কাবীরিম্ মুস্তাত্বার । ৫৪ । ইন্নাল্
(৫২) তাদের কৃতকর্মগুলো লিখিত আছে আমল নামায়। (৫৩) প্রতিটি ছোট বড় বিষয়ও আছে লিপিবদ্ধ। (৫৪) পরহেজগারগণ

المتقين في جنت ونهر (٥٤) في مقعد صدق عند مليك مقتدر (٥٥)

মুত্তাক্বীনা ফী জ্বান্না-তিওঁ ওয়া নাহার । ৫৫ । ফী মাক্'আদি স্বিদ্ক্বিন্ 'ইন্দা মালীকিম্ মুক্তাদির ।
থাকবে জান্নাতে এবং নহরসমূহে। (৫৫) তারা অবস্থান করবে, সম্মানিত আসনে, মহা শক্তিধর মালিক (আল্লাহ)-এর সান্নিধ্যে।

সূরা আর রাহমা-ন
মাদানী

بسم الله الرحمن الرحيم
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৭৮
রুকূ ঃ ৩

(١) الرحمن (٢) علم القرآن (٣) خلق الإنسان (٤) علمه البيان (٥) الشمس

১ । আর্রাহ্মা-নু ২ । 'আল্লামাল্ কুরআ-ন । ৩ । খালাক্বাল্ ইন্সা-না । ৪ । 'আল্লামাহুল্ বাইয়া-ন । ৫ । আশ্শামসু
(১) পরম করুণাময় আল্লাহ্, (২) তিনি শিখায়েছেন কুরআন, (৩) তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, (৪) তিনি তাকে শিখিয়েছেন মনের কথা ব্যক্ত করতে, (৫) চন্দ্র

○ সূরা আররাহমানের ফযীলত : হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, 'প্রত্যেক জিনিসের একটি শোভা-সৌন্দর্য রয়েছে। আর কুরআনের শোভা হলো, সূরা 'আররহমান।'-(মিশকাত)

○ টীকা (আঃ ১) ঃ 'উস্জুদু লিররহ্মান' অর্থাৎ, 'তোমরা রহমানকে সিজদা কর', বিশ্বজগতের সর্ববৃহৎ বস্তু হতে আরম্ভ করে অণু-পরমাণু পর্যন্ত সমস্ত বস্তু ও প্রকৃতিপুঞ্জও অনন্ত অনুপম তুলনাহীন করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার সংখ্যাতীত করুণাতেই সক্রিয়, সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এটা সাধারণ মানব অনুভব করলেও আল্লাহর নবীগণের (আ) এ সত্যানুভূতি পূর্ণাঙ্গরূপে ছিল। তাই তাঁরা প্রতিপদক্ষেপে করুণাময়ের অনন্ত করুণামণ্ডিত 'পরম করুণাময়' নাম স্মরণ ও সশ্রদ্ধ বরণ করে অগ্রসর হতেন। হযরত নবী সম্রাট রাসূলে করীম (সা)-ও আল্লাহ্ তায়ালার এই বিশিষ্ট নাম 'রাহমান'– পরম করুণাময় সদা-সর্বদা বলতেন। তা শ্রবণ করে মক্কার উদ্ধত সত্যবিমুখগণ অবাক ও বিস্ময় বোধ করত এবং অবজ্ঞা সহকারে বলত, 'রাহ্মান আবার কে? তাকে তো আমরা জানি না' তাদের এই নির্বোধ জনোচিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

অত্র সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এতে সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার অফুরন্ত দানের কথা, তাদের প্রতি অন্তহীন দয়া ও মহত্ত্বের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এতদসমুদয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে এই সূরার নাম 'রাহমান' যুক্তি সঙ্গত ও সার্থক হয়েছে।

আলোচ্য সূরার প্রথমেই বিশ্বসৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার শ্রেষ্ঠতম দান তাঁর প্রত্যাদেশ তথা বিজ্ঞানে ভরা কোরআনের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই করুণাময়ই হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এটা তাঁর স্বরচিত নয় বা কোন জ্বিন ইত্যাদি তাঁকে তা শিক্ষা দেয় নাই। প্রথমে 'রাহমান' শব্দ উল্লেখ করায় এটা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, পবিত্র কোরআনের শিক্ষা হচ্ছে বিশ্ব মানবের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার বৃহত্তম দান। কারণ তৎকালীন প্রাচ্য-প্রতীচ্য জগতের প্রায় সর্বত্র অজ্ঞানান্ধকারে তমসাচ্ছন্ন ছিল, ভ্রান্তমত ও পথ দিগন্ত জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল ও কল্পনার পূজা চলত। কিন্তু যিনি বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা করুণাময় আল্লাহ্, তিনি সামগ্রিকভাবে বিশ্বমানবকে বিভ্রান্তিতে কিরূপে যেতে দিবেন? সেজন্য তিনি পবিত্র কোরআনের জ্বলন্ত ও জীবন্ত অমিয়বাণীকে মুক্তি পরওয়ানা' করে অজ্ঞানান্ধকার, ধর্মান্ধতা, হতাশ ও দুর্গতির অতলসাগরে নিমজ্জিত প্রায় বিশ্ব মানবের উদ্ধার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

والقمر بحسبان (٥) والنجم والشجر يسجدان (٦) والسماء رفعها ووضع

ওয়াল্ক্বামারু বিহুস্বা-ন । ৬ । ওয়ান্নাজ্মু ওয়াশ্শাজারু ইয়াস্জুদা-ন । ৭ । ওয়াস্ সামা—আ রাফা'আহা-ওয়া ওয়াদ্বা'আল্
ও সূর্য চলে এক নির্ধারিত হিসাবে। (৬) তৃণলতা ও বৃক্ষাদি, উভয়ই আল্লাহর সিজদা করে। (৭) তিনিই আকাশকে করেছেন উঁচু এবং কায়েম রেখেছেন

الميزان (٧) ألا تطغوا في الميزان (٨) وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا

মীযা-ন । ৮ । আল্লা- তাত্বগাও ফিল্ মীযা-ন । ৯ । ওয়া আক্বীমুল্ ওয়ায্না বিল্ক্বিস্ত্বি ওয়ালা- তুখ্সিরুল্
মাপযন্ত্র। (৮) যাতে তোমরা মাপে বাড়াবাড়ি (কমবেশি) না করতে পার। (৯) ন্যায়ের সাথে সঠিকভাবে ওজন কর এবং ওজনে (মাপে)

الميزان (٩) والأرض وضعها للأنام (١٠) فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام

মীযা-ন । ১০ । ওয়াল্ আর্দ্বা ওয়া দ্বা'আহা- লিল্আনা-ম । ১১ । ফীহা-ফা-কিহাতুওঁ ওয়ান্ নাখ্লু যা-তুল্ আক্মা-ম ।
কম দিও না। (১০) তিনিই পৃথিবীকে বিছিয়েছেন সৃষ্টজগতের জন্য। (১১) যাতে রয়েছে (বিভিন্ন ধরনের) ফল এবং আবরণযুক্ত খেজুর

(١١) والحب ذو العصف والريحان (١٢) فبأي آلاء ربكما تكذبان (١٣) خلق

১২ । ওয়াল্ হাব্বু যুল্'আস্বফি ওয়ার্রাইহা-ন । ১৩ । ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন । ১৪ । খালাক্বাল্
(১২) এবং ভুষি বিশিষ্ট দানা এবং সুগন্ধিফুল, (১৩) অতএব (হে মানুষ ও জ্বীন!) তোমরা তোমাদের রবের কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (১৪) তিনি সৃষ্টি

الإنسان من صلصال كالفخار (١٤) وخلق الجان من مارج من نار (١٥) فبأي

ইন্সা-না মিন্ স্বাল্স্বা-লিন্ কাল্ ফাখ্খা-র । ১৫ । ওয়া খালাক্বাল্ জ্বা—ন্না মিম্ মা-রিজ্বিম্ মিন্ না-র্ । ১৬ । ফাবিআইয়্যি
করেছেন মানুষকে শুকনো মাটি হতে, যা পোড়া মাটির ন্যায়, (১৫) এবং জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা দিয়ে, (১৬) সুতরাং তোমরা উভয় তোমাদের

آلاء ربكما تكذبان (١٦) رب المشرقين ورب المغربين (١٧) فبأي آلاء ربكما

আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন । ১৭ । রাব্বুল্ মাশ্রিক্বাইনি ওয়া রাব্বুল্ মাগ্রিবাই-ন । ১৮ । ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা-
রবের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (১৭) তিনিই প্রতিপালক, দু পূর্বের এবং দু পশ্চিমের। (১৮) তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের কোনটিকে অস্বীকার

تكذبان (١٨) مرج البحرين يلتقيان (١٩) بينهما برزخ لا يبغيان (٢٠) فبأي آلاء

তুকায্যিবা-ন । ১৯ । মারাজ্বাল্ বাহ্রাইনি ইয়াল্তাক্বিয়া-ন । ২০ । বাইনাহুমা- বার্যাখুল্ লা- ইয়াব্গিয়া-ন । ২১ । ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই
করবে? (১৯) তিনিই দু সমুদ্র প্রবাহিত করেন, একটিকে অপরটির সাথে মিলিত করে, (২০) কিন্তু এ দুয়ের মাঝে রয়েছে প্রতিবন্ধকতা, যা তারা ভেদ করতে পারে না। (২১) তোমরা তোমাদের

ربكما تكذبان (٢١) يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان (٢٢) فبأي آلاء ربكما

রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন । ২২ । ইয়াখ্রুজু মিন্হুমাল্ লু'লুউ ওয়াল্ মার্জ্বা-ন । ২৩ । ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা-
রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (২২) এ দুয়ের মধ্য হতে মণি মাণিক্য ও মুক্তদানা বের হয়, (২৩) অতঃপর তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে

○ টীকা (আঃ ৬) ঃ সূর্য এবং চন্দ্র এ জন্য নেয়ামত যে, তাদের চলাচলের উপর দিন-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম আর দিন ও মাসের গণনা নির্ভর করে। এ সমুদয় বস্তু নেয়ামত হওয়া স্পষ্ট। আর সর্বপ্রকার বৃক্ষের সিজদা করার অর্থ বাধ্যতামূলক আনুগত্য। অর্থাৎ, যাকে যে জন্য সৃষ্টি করেছেন, তা পালন করা, এটাও নেয়ামত। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৯) ঃ দাঁড়িপাল্লা মহা উপকারিতার জন্য সৃষ্ট হয়েছে : কেননা, এটা প্রাপ্য হক্বসমূহ আদান-প্রদানের যন্ত্র স্বরূপ। যার সাহায্যে অসংখ্য বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অনর্থের অবসান ঘটে। অতএব, তোমরা এর শোকরগুজারী কর। অর্থাৎ, ন্যায়ের সাথে ওযন কর। (বঃ কোঃ)

تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٤﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَـٰٔتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا

তুকায্যিবা-ন। ২৪। ওয়ালাহুল্ জ্বাওয়া- রিল্ মুন্শাআ-তু ফিল্ বাহ্রি কাল্আ'লা-ম। ২৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা-
অস্বীকার করবে? (২৪) এবং পর্বত সদৃশ উঁচু নৌযান, যা সমুদ্রে প্রবাহমান, তা তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, (২৫) তোমরা (উভয়ই) আল্লাহর কোন নেয়ামতকে

تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٦﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٧﴾ وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٨﴾ فَبِاَيِّ

তুকায্যিবা-ন। ২৬। কুল্লু মান্ 'আলাইহা- ফা-নিওঁ ২৭। ওয়া ইয়াব্ক্বা- ওয়াজ্হু রাব্বিকা যুল্ জ্বালা-লি ওয়াল্ ইক্রা-ম। ২৮। ফাবিআইয়্যি
অস্বীকার করবে? (২৬) পৃথিবীর সব কিছুই ধ্বংসশীল। (২৭) চিরস্থায়ী থাকবে শুধু আপনার রবের সত্তা, যিনি মহিমাময় এবং অতি মহান। (২৮) তোমরা তোমাদের

اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٩﴾ يَسْـَٔلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ

আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ২৯। ইয়াস্আলুহূ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ; কুল্লা ইয়াওমিন্ হুওয়া ফী
রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (২৯) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে সব তাঁর কাছেই প্রার্থনা করে, তিনি (আল্লাহ) প্রতি মুহূর্তে মহান কাজে

شَاْنٍ ﴿٣٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣١﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ

শা'ন্। ৩০। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৩১। সানাফ্রুগু লাকুম আইয়্যুহাছ্ ছাক্বালা-ন। ৩২। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই
নিয়োজিত। (৩০) সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৩১) হে জ্বীন ও মানুষ সম্প্রদায়! অতিশীঘ্রই আমি তোমাদের হিসাব নিকাশ গ্রহণের প্রতি দৃষ্টি দিব। (৩২) তোমরা তোমাদের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٣﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ

রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৩৩। ইয়া-মা'শারাল্ জ্বিন্নি ওয়াল্ ইন্সি ইনিস্ তাত্বা'তুম আন্ তান্ফুযূ মিন্
প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জ্বীন ও মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমানা থেকে বেরিয়ে যেতে

اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۭ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ

আক্বত্বা-রিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ফান্ফুযূ ; লা-তানফুযূনা ইল্লা- বিসুল্ত্বা-ন্। ৩৪। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই
পার, তবে বেরিয়ে যাও, কিন্তু তোমরা ক্ষমতা ব্যতিরেকে বের হতে পারবে না, (আর সে ক্ষমতা তোমাদের নেই)। (৩৪) সতুরাং তোমরা তোমাদের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٥﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۚ

রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৩৫। ইউর্সালু 'আলাইকুমা- শুওয়া-জুম্ মিন না-রিওঁ ওয়া নুহা-সুন্ ফালা- তান্তাস্বিরা-ন।
রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৩৫) তোমাদের ওপর প্রেরিত হবে আগুনের শিখা এবং কালোধোঁয়া, অতঃপর তোমরা তা নিবারণ করতে পারবে না।

﴿٣٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٧﴾ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاۤءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ

৩৬। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৩৭। ফাইযান্ শাক্ব্ক্বাতিস্ সামা—উ ফাকা-নাত্ ওয়ার্দাতান্ কাদ্দিহা-ন।
(৩৬) তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৩৭) যেদিন আকাশ ফেটে যাবে, সেদিন সেটা লাল রংয়ের রূপ ধারণ করবে। রক্তে রঞ্জিত চামড়ার মত।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ هو فى شان - প্রতিদিন, অর্থ প্রতি মুহূর্তে; মহান কাজে নিয়োজিত থাকার অর্থ কোন না কোন কাজে নিয়োজিত থাকেনই। যেমন– আবেদনকারীর আবেদন কবুল করেন। কাউকে বাদশাহ করেন, কাউকে বাদশাহী থেকে ফকীরে পৌছান? কাউকে ধনী করেন, কাউকে গরীব করেন, কাউকে সুস্থতা দেন, কাউকে অসুস্থ করেন, কাউকে মৃত্যু ঘটান, কাউকে জীবন দান করেন, কাউকে বিপদাপদ দেন এবং কাউকে বিপদ থেকে মুক্ত করেন। মোট কথা সব কিছুই তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। (কুঃ কারীম)

﴿٣٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٩﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا

৩৮। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৩৯। ফাইয়াওমাইযিল্ লা-ইউস্আলু 'আন্ যাম্বিহী~ইন্সুওঁ ওয়ালা-
(৩৮) তোমরা উভয়ই তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, (৩৯) সেদিন কোন মানুষ এবং কোন জ্বীনকে তাদের গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

جَاۤنٌّ ﴿٤٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤١﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ

জ্বা— ন। ৪০। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৪১। ইউ'রাফুল্ মুজ্বরিমূনা বিসীমা-হুম ফাইউ'খাযু
করা হবে না। (৪০) তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৪১) গুনাহগারদের চেনা যাবে তাদের চিহ্ন দ্বারা এবং তাদের পাকড়াও করা হবে

بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ﴿٤٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٣﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ

বিন্নাওয়া-স্বী ওয়াল আক্বদা-ম। ৪২। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৪৩। হা-যিহী জ্বাহান্নামুল্ লাতী ইউকায্যিবু
ললাটের কেশ গুচ্ছ এবং পা ধরে। (৪২) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৪৩) এটাই সে জাহান্নামকে যা, গুনাহগারেরা

بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٤﴾ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا

বিহাল্ মুজ্বরিমূন। ৪৪। ইয়াত্বূফূনা বাইনাহা- ওয়া বাইনা হ্বামীমিন্ আ-ন্। ৪৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা-
মিথ্যা বলত। (৪৪) তারা জাহান্নামের এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে। (৪৫) তোমরা তোমদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার

تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٦﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۙ

তুকায্যিবা-ন। ৪৬। ওয়া লিমান্ খা-ফা মাক্বা-মা রাব্বিহী জ্বান্নাতা-ন। ৪৭। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন।
করবে? (৪৬) এবং যে ব্যক্তি ভয় রাখে তার রবের সামনে হাজির হওয়াকে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত। (৪৭) তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

﴿٤٨﴾ ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ ﴿٤٩﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٠﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ

৪৮। যাওয়া-তা~আফ্না-ন্। ৪৯। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন। ৫০। ফীহিমা- 'আইনা-নি তাজ্বরিয়া-ন। ৫১। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই
(৪৮) সে (জান্নাত) দুটি হবে, বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। (৪৯) অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৫০) উভয় জান্নাতে রয়েছে দুটি প্রবহমান ঝরণা, (৫১) তোমরা তোমাদের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٢﴾ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٣﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৫২। ফীহিমা- মিন্ কুল্লি ফা-কিহাতিন্ যাওজ্বা-ন। ৫৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন।
রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৫২) এ দুটি জান্নাতে রয়েছে প্রত্যেক ধরনের ফল দু'প্রকারের। (৫৩) তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

﴿٥٤﴾ مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَاۤئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ۭ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ

৫৪। মুত্তাকিঈনা 'আলা- ফুরুশিম্ বাত্বা—ইনুহা- মিন্ ইস্তাব্রাক্বিন ; ওয়া জ্বানাল্ জ্বান্নাতাইনি দা-ন্। ৫৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই
(৫৪) সেখানে জান্নাতীগণ এমন বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, যার ভিতরের অংশ হবে কারুকার্য খচিত রেশমী বিশিষ্ট এবং এ দুটি জান্নাতের ফলসমূহ থাকবে তাদের অতি নিকটে। (৫৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৬) ঃ جنتين - দু জান্নাত। হাদীস শরীফে বর্ণিত "দু উদ্যান (জান্নাত) রৌপ্যের হবে, যার আসবাব পত্র সব রৌপ্যের থাকবে এবং দু উদ্যান (জান্নাত) স্বর্ণের হবে। যার আসবাবপত্র সব স্বর্ণের থাকবে। কেউ বলেন, স্বর্ণের উদ্যান, বিশেষ মুমিনগণের জন্য এবং রৌপ্যের উদ্যান সাধারণ মুমিনগণের জন্য। (ইবন কাসীর) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫২) ঃ فاكهة زوجن - অর্থাৎ স্বাদের দিক দিয়ে দু ধরনের হবে। কেউ বলেন– এক ধরনের ফল হবে, তরু তাজা। আর এক ধরনের ফল হবে শুষ্ক। (কুঃ কারীম)

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا

রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৫৬। ফীহিন্না ক্বা-স্বিরা-তুত্ব ত্বারফি লাম্ ইয়াত্বমিছহুন্না ইন্সুন ক্বাব্লাহুম্ ওয়ালা-
রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৫৬) সেখানে থাকবে বহু দৃষ্টি অবনত হূর, যাদেরকে এর পূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ এবং

جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِأَيِّ

জ্বা—ন্নুন। ৫৭। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৫৮। কাআন্নাহুন্নাল্ ইয়া-ক্বূতু ওয়াল্ মারজ্বা-ন। ৫৯। ফাবিআইয়্যি
জ্বীন। (৫৭) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৫৮) দেখলে মনে হবে যেন, তারা নীলকান্ত মণি এবং মুক্তাদানা। (৫৯) তোমরা

آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৬০। হাল্ জ্বাযা—উল্ ইহ্সা-নি ইল্লাল্ ইহ্সা-ন। ৬১। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা-
তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৬০) উত্তম কাজের জন্য উত্তম প্রতিদান ব্যতীত আর কি হতে পারে? (৬১) সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন

تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَامَّتٰنِ ﴿٦٤﴾

তুকায্যিবা-ন। ৬২। ওয়া মিন্ দূনিহিমা- জ্বান্নাতা-ন। ৬৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৬৪। মুদ্হা—ম্মাতা-ন।
নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৬২) এবং এ দুটি জান্নাত ব্যতীত আরও দুটি জান্নাত রয়েছে। (৬৩) সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৬৪) যে দুটি ঘনসবুজ রং এর।

﴿٦٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾ فِيهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

৬৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৬৬। ফীহিমা- 'আইনা-নি নাদ্বদ্বাখাতা-ন। ৬৭। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা-
(৬৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৬৬) এ দুটি জান্নাতে রয়েছে, দুটি উদ্বেলিত প্রস্রবণ, (৬৭) তোমরা তোমাদের রবের কোন

تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ

তুকায্যিবা-ন। ৬৮। ফীহিমা- ফা-কিহাতুঁও ওয়া নাখ্লুঁও ওয়া রুম্মা-ন। ৬৯। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৭০। ফীহিন্না
নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৬৮) সেখানে রয়েছে ফল, খেজুর এবং ডালিম। (৬৯) তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৭০) সেখানে রয়েছে

خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَقْصُورٰتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

খাইরা-তুন হিসা-ন। ৭১। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৭২। হূরুম্ মাক্বসূরা-তুন্ ফিল্ খিয়া-ম।
উত্তম চরিত্রের সুন্দরীগণ। (৭১) সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৭২) হূরগণ তাঁবুতে সুরক্ষিত।

﴿٧٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٤﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾

৭৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন ৭৪। লাম্ ইয়াত্বমিছহুন্না ইন্সুন্ ক্বাব্লাহুম্ ওয়ালা- জ্বা—ন্নুন্।
(৭৩) সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৭৪) তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ এবং জ্বীন স্পর্শ করেনি।

○ টীকা (আঃ ৫৬) ঃ নারীর আসল সৌন্দর্য হচ্ছে নির্লজ্জ না হওয়া এবং তার চক্ষুতে লজ্জা থাকা। এই কারণে আল্লাহ তায়ালার জান্নাতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে নারীর উল্লেখ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম তার রূপ ও সৌন্দর্যের নয় বরং তার লজ্জাশীলতা ও সতীত্বের প্রশংসা করেছেন। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৭২) ঃ في الخيام - রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, জান্নাতে ক্ষেতির তাবু হবে। যার প্রস্থ হবে ৬০ মাইল। তার প্রতিটিতে জান্নাতীগণের সহধর্মিণী (হূরগণ) থাকবে, এক কোণা থেকে অন্য কোণা দেখা যাবে না। মুমিনগণ সেখানে ঘোরা ফেরা করবেন। (কুঃ করীম)

﴿٧٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٦﴾ مُتَّكِئِينَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

৭৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন। ৭৬। মুত্তাকিঈনা 'আলা-রাফ্রাফিন্ খুদ্বরিঁও ওয়া 'আব্ক্বারিইয়িন্ হিসা-ন্।
(৭৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৭৬) তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ নরম গদিতে এবং সুন্দর বিছানায়।

﴿٧٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٨﴾ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

৭৭। ফাবিআইয়্যি আ-লা—ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন ৭৮। তাবা-রাকাস্মু রাব্বিকা যিল্ জ্বালা-লি ওয়াল্ ইক্রা-ম।
(৭৭) হে জ্বীন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? (৭৮) তোমার রবের নাম কত মর্যাদা সম্পন্ন, যিনি মহোত্তম এবং অতি সম্মানিত।

সূরা ওয়া-ক্বি'আহ্ মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৯৬ রুকূ ঃ ৩

﴿١﴾ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿٢﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٣﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٤﴾ إِذَا

১। ইযা- ওয়াক্বা'আতিল্ ওয়া-ক্বি'আহ। ২। লাইসা লিওয়াক্ব'আতিহা- কা-যিবাহ। ৩। খা-ফিদ্বাতুর রা-ফি'আতুন। ৪। ইযা-
(১) শ্রবণ কর! যেদিন মহা প্রলয় ঘটে যাবে, (২) যা সংঘটনে কোন মিথ্যা নেই। (৩) এ (দিবস) কাউকে করবে নীচু, কাউকে করবে শ্রেষ্ঠ, (৪) যখন

رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿٥﴾ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٦﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ﴿٦﴾

রুজ্জ্বাতিল্ আর্দ্বু রাজ্জ্বাওঁ। ৫। ওয়া বুস্সাতিল্ জ্বিবা-লু বাস্সা-। ৬। ফাকা-নাত হাবা—আম্ মুম্বাছ্ছা-।
পৃথিবী কম্পিত হবে প্রবল বেগে। (৫) এবং পাহাড়গুলো একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। (৬) যাতে তা (পাহাড়গুলো) পরিণত হবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায়,

﴿٧﴾ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ﴿٨﴾ فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾

৭। ওয়া কুন্তুম আয্ওয়া-জ্বান্ ছালা-ছাহ। ৮। ফাআস্বহ্বা-বুল্ মাইমানাতি মা~আস্বহ্বা-বুল মাইমানাহ।
(৭) এবং তোমরা তিন দলে বিভক্ত হবে। (৮) অতঃপর যারা ডান দিকের লোক, কতই ভাগ্যবান ডান দিকের লোকেরা।

﴿٩﴾ وَأَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿١٠﴾ وَالسّٰبِقُونَ السّٰبِقُونَ ﴿١٠﴾

৯। ওয়া আস্বহ্বা-বুল্ মাশ্আমাতি মা~আস্বহ্বা-বুল মাশ্আমাহ্। ১০। ওয়াস্ সা-বিক্বূনাস্ সা-বিক্বূন।
(৯) আর বাম দিকের লোক, কত দুর্ভাগ্যবান। (১০) অগ্রগামীগণই অগ্রগামী।

﴿١١﴾ أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١٢﴾ فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ ﴿١٣﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٤﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ

১১। উলা—ইকাল্ মুক্বার্রাবূন্। ১২। ফী জ্বান্না-তিন্ না'ঈম। ১৩। ছুল্লাতুম্ মিনাল্ আওয়্যালীন। ১৪। ওয়া ক্বালীলুম্ মিনাল্
(১১) তারাই সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। (১২) স্থায়ী জান্নাতে। (১৩) সেখানে অধিক সংখ্যক হবে, পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে। (১৪) এবং কম সংখ্যক হবে,

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৯) ঃ اصحب المشئمة - সেসব কাফিরদেরকে বুঝান হয়েছে, কিয়ামতে যাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে। তারা এতে খুবই বিষণ্ণ হবে এবং নিজকে দুর্ভাগ্যবান মনে করবে। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৩) ঃ ثلة من الاولين - পূর্ববর্তী নবী (আ) গণের মধ্য হতে জান্নাতে অধিক সংখ্যক হবে এবং পরবর্তী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মতগণের সংখ্যা কম হবে। এখানে তাদের সংখ্যার কথা বলা হয়েছে, যারা তাদের নবীকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাদের খেদমতে গিয়ে ঈমান এনেছেন। পূর্ববর্তী নবীগণের (আ) সব উম্মত এখানে বুঝান হয়নি। কেননা সে হিসেবে শেষ নবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উত্তরগণই বেশি হবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "জান্নাতীগণের একশত বিশটি সারি হবে। তার মধ্যে আশিটি সারি হবে আমার উম্মতের। আর বাকি সারি থাকবে আমার পূর্ববর্তী নবীগণের (আ) উম্মতগণের। (তাঃ কাদেরী)

الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿١٦﴾ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ

আ-খিরীন। ১৫। 'আলা- সুরুরিম্ মাওদ্বূনাতিন্ ১৬। মুত্তাকিঈনা 'আলাইহা- মুতাক্বা-বিলীন। ১৭। ইয়াত্বূফু 'আলাইহিম্
পরবর্তীদের মধ্য হতে। (১৫) তারা (জান্নাতে) স্বর্ণ জড়িত আসনে (১৬) হেলান দিয়ে একে অপরের দিকে মুখ করে বসবে, (১৭) তাদের চারপাশে

وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُونَ

ওয়িলদা-নুম্ মুখাল্লাদূন। ১৮। বিআক্ওয়া-বিওঁ ওয়া আবা-রীক্ব, ওয়া কা'সিম্ মিম্ মা'ঈন। ১৯। লা- ইউস্বাদ্দা'উনা
ঘোরা ফেরা করবে চির কিশোর বালকেরা (১৮) পান পাত্র ও শরাব পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে। (১৯) যা পানে মাথা ব্যথায় আক্রান্তও হবে না

عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾

'আন্হা- ওয়ালা- ইউন্যিফূন। ২০। ওয়া ফা-কিহাতিম্ মিম্মা- ইয়াতাখাইয়ারূন। ২১। ওয়া লাহ্মি ত্বাইরিম মিম্মা- ইয়াশ্তাহূন।
এবং চেতনাও হারাবে না (২০) এবং তাদের মনঃপূত ফলসমূহ নিয়ে (২১) এবং তাদের অভিপ্রেত পাখির গোশ্ত নিয়ে।

وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ

২২। ওয়া হূরুন 'ঈন। ২৩। কাআম্ছা-লিল্ লু'লুওয়িল্ মাক্নূন। ২৪। জ্বাযা—আম্ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন্। ২৫। লা- ইয়াস্মা'উনা
(২২) আর তাদের জন্য (জান্নাতে থাকবে) দৃষ্টি অবনতকারী হুর, (২৩) যা আচ্ছাদিত মুক্তার মত, (২৪) এসব পাবে তাদের (নেক) কাজের প্রতিদানস্বরূপ। (২৫) সেখানে তারা

فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ

ফীহা- লাগ্ওয়াওঁ ওয়ালা- তা'ছীমা-। ২৬। ইল্লা- ক্বীলান্ সালা-মান্ সালা-মা-। ২৭। ওয়া আস্বহা-বুল্ ইয়ামীনি মা~আস্বহা-বুল্
শোনবে না কোন প্রকার নিরর্থক কথা এবং পাপ জনিত বাক্য। (২৬) শুধু তারা শোনবে সালাম, আর সালাম আওয়াজ। (২৭) আর ডানদিকের লোকগণ,

الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَاءٍ

ইয়ামীন। ২৮। ফী সিদ্রিম্ মাখ্দ্বূদ্ ২৯। ওয়া ত্বাল্হিম্ মানদ্বূদ্। ৩০। ওয়া জিল্লিম্ মাম্দূদ্। ৩১। ওয়া মা—ইম্
কত সৌভাগ্যবান। (২৮) তারা থাকবে কাঁটাবিহীন কুল বৃক্ষের নিচে, (২৯) এবং (তাদের কাছে থাকবে) সারিবদ্ধ কলা গাছ। (৩০) এবং বিস্তৃত ছায়া, (৩১) এবং

مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾

মাস্কূবিওঁ ৩২। ওয়া ফা-কিহাতিন্ কাছীরাতিল ৩৩। লা- মাক্বত্বূ'আতিওঁ ওয়ালা- মাম্নূ'আতিওঁ ৩৪। ওয়া ফুরুশিম্ মার্ফূ'আহ।
প্রবাহিত পানি, (৩২) এবং অধিক পরিমাণ ফলমূল। (৩৩) যা শেষ হবে না এবং যা খেতে বারণ করাও হবে না। (৩৪) এবং (তাদের জন্য থাকবে) উচ্চ বিছানা,

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾

৩৫। ইন্না~আন্শা'না-হুন্না ইন্শা—আন ৩৬। ফাজ্বা'আলনা-হুন্না আব্কা-রা-। ৩৭। 'উরুবান্ আত্রা-বাল ৩৮। লিআস্বহা-বিল্ ইয়ামীন।
(৩৫) আমি তাদেরকে (হুরগণকে) এক বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। (৩৬) তাদেরকে আমি করেছি কুমারী, (৩৭) আকর্ষণীয় ও সমবয়সী, (৩৮) ডান পার্শ্বের লোকদের জন্য।

○ টীকা (আঃ ২৬) ঃ যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আর ফেরেশতাগণ আস্সালামু আলাইকুম বলে বেহেশতীদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।" আর বলেছেন, সর্বদিক হতে তাদেরকে তথায় 'সালাম' করা হবে। এতে বুঝা যায়, ফেরেশতাকুল তাদেরকে সম্মান করবেন। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ কেননা, বিছানাগুলো খুব উঁচু স্তরে বিছানো থাকবে। আর বেহেশ্তে আনন্দে জীবন যাপনের স্থান। তার সুখময় জীবন স্ত্রীলোক ভিন্ন পূর্ণ হয় না। কাজেই যাবতীয় আনন্দের সামগ্রীর মধ্যে স্ত্রীলোকও রয়েছে। এস্থলে স্ত্রী লোকগণ বলতে হুরগণ এবং পৃথিবীর স্ত্রীগণ উভয়ই উদ্দেশ্য। (বঃ কোঃ)

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ

৩৯। ছুল্লাতুম্ মিনাল্ আওয়্যালীন। ৪০। ওয়া ছুল্লাতুম্ মিনাল্ আ-খিরীন। ৪১। ওয়া আস্বহা-বুশ্ শিমা-লি মা~আস্বহা-বুশ
(৩৯) তাদের অনেক দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে, (৪০) এবং অনেক দল হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে, (৪১) আর বাম পার্শ্বের লোকজন, কত দুর্ভাগ্যবান

الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾

শিমা-ল। ৪২। ফী সামূমিওঁ ওয়া হামীম। ৪৩। ওয়া জিল্লিম্ মিইঁ ইয়াহ্মূম ৪৪। লা-বা-রিদিওঁ ওয়ালা- কারীম।
বাম পার্শ্বের লোকেরা। (৪২) তারা থাকবে, উত্তপ্ত বায়ু এবং ফুটন্ত পানিতে, (৪৩) এবং উত্তপ্ত অগ্নির ছায়ায়। (৪৪) যা শীতলও নয় এবং তৃপ্তিদায়কও নয়।

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

৪৫। ইন্নাহুম ক্বা-নূ ক্বাব্লা যা-লিকা মুত্রাফীন। ৪৬। ওয়া কা-নূ ইউস্বির্রূনা 'আলাল্ হিন্ছিল্ 'আজীম।
(৪৫) এর পূর্বে তারা (বাম পার্শ্বের লোকেরা) তো ছিল, (পার্থিব) বিলাসিতার মধ্যে। (৪৬) এবং তারা নিয়োজিত ছিল, ভীষণ পাপের মধ্যে।

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَ

৪৭। ওয়া কা-নূ ইয়াকূলূনা আইযা- মিত্না- ওয়া কুন্না- তুরা-বাওঁ ওয়া 'ইজা-মান্ আইন্না- লামাব্'উছূন। ৪৮। আওয়া
(৪৭) তারা বলত, আমরা মারা যাবার পরে যখন মাটি ও হাড্ডি হয়ে যাব, তারপরেও কি আমাদের পুনরায় (জীবিত করে) উঠানো হবে? (৪৮) এবং

آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ

আ-বা—উনাল্ আওয়্যালূন। ৪৯। কুল্ ইন্নাল্ আওয়্যালীনা ওয়াল্ আ-খিরীন। ৫০। লামাজ্মূ'উনা ইলা- মীক্বা-তি
(উঠানো হবে) আমাদের পিতৃ পুরুষগণকেও? (৪৯) আপনি (তাদেরকে) বলুন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদেরকে (৫০) অবশ্যই একত্রিত করা হবে,

يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن

ইয়াওমিম মা'লূম। ৫১। ছুম্মা ইন্নাকুম্ আয়্যুহাদ্ব দ্বা—ল্লূনাল মুকায্যিবূন। ৫২। লাআ-কিলূনা মিন্ শাজ্বারিম্ মিন্
নির্ধারিত দিবসের নির্ধারিত সময়ে। (৫১) অতঃপর, হে পথভ্রষ্ট অবিশ্বাসীরা; (৫২) তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে

زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَارِبُونَ

যাক্কূম। ৫৩। ফামা-লিউনা মিন্হাল্ বুত্বূন। ৫৪। ফাশা-রিবূনা 'আলাইহি মিনাল্ হামীম। ৫৫। ফাশা-রিবূনা
যাককুম বৃক্ষ, (৫৩) এবং তা দ্বারা তোমরা উদর পরিপূর্ণ করবে, (৫৪) অতঃপর তোমরা পান করবে, গরম পানি। (৫৫) তাও পান করবে, অতিশয় তৃষ্ণার্ত উটের

شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾

শুর্বাল্ হীম। ৫৬। হা-যা- নুযুলুহুম ইয়াওমাদ্দীন। ৫৭। নাহ্নু খালাক্বনা-কুম ফালাওলা- তুস্বাদ্দিকূন।
ন্যায়। (৫৬) কিয়ামতের দিন, তাদের আতিথেয়তার খাবার হবে এগুলোই। (৫৭) আমিই তো তোমাদেরকে (প্রথমে) সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা (পুনরুত্থানে) বিশ্বাস করছ না?

○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ ডান দিকওয়ালা অর্থাৎ, সাধারণ মু'মেনের সংখ্যা হুযূরের (সা) উম্মতদের মধ্যে অধিক হবে। হাদীসেও এরূপ বর্ণিত আছে যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নবীর উম্মতদের সমষ্টি হতে হুযূরের (সা) উম্মতের সমষ্টি অধিক হবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৫৬) ঃ অর্থাৎ দোযখীদের যখন তীব্র ক্ষুধাবোধ হবে এবং দোযখে যাক্কুম ছাড়া অন্য কোন খাদ্য থাকবে না, তখন তাদেরকে তাই খেতে দেয়া হবে। তারাও ক্ষুধার তাড়নায় তাই পেট ভরে খাবে। এই খাদ্য খাওয়ার পরে পিপাসা এত বৃদ্ধি পাবে যে, তাদের সম্মুখে ফুটন্ত পানি উপস্থিত করা হলে কয়েক দিনের পিপাসার্ত উটনীর ন্যায় তাই পান করবে। নাড়ীভুঁড়ি পুড়ে যাবে কিন্তু পিপাসার নিবৃত্তি হবে না। (মুঃ কোঃ)

⑤⑧ افرءيتم ما تمنون ⑤⑨ ءانتم تخلقونه ام نحن الخلقون ⑥⓪ نحن قدرنا

৫৮। আফারাআইতুম্ মা- তুম্নূন। ৫৯। আ আন্তুম্ তাখ্লুক্বূনাহূ~আম্ নাহ্নুল্ খা-লিক্বূন। ৬০। নাহ্নু ক্বাদ্দার্না-
(৫৮) তোমরা কি চিন্তা করেছ, তোমাদের বীর্যের ফোঁটা সম্পর্কে? (৫৯) তবে কি তোমরাই তা (মাতৃগর্ভে পৌছায়ে সন্তান) সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (৬০) আমিই তোমাদের

بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ⑥① على ان نبدل امثالكم وننشئكم

বাইনাকুমুল্ মাওতা ওয়ামা- নাহ্নু বিমাস্বূক্বীন। ৬১। 'আলা~আন্ নুবাদ্দিলা আম্ছা-লাকুম্ ওয়া নুন্শিআকুম্
মাঝে মৃত্যু নির্দিষ্ট করে দিয়েছি এবং আমি এতে অপারগ নই, (৬১) যে, আমি তোমাদের স্থানে তোমাদের অনুরূপ (লোক) আনয়ন করতে এবং তোমাদের চেহারা এমন করে

في ما لا تعلمون ⑥② ولقد علمتم النشاة الاولى فلولا تذكرون ⑥③ افرءيتم

ফী মা-লা- তা'লামূন। ৬২। ওয়া লাক্বাদ্ 'আলিম্তুমুন্ নাশ্আতাল্ উলা- ফালাওলা- তাযাক্কারূন। ৬৩। আফারাআইতুম্
দিতে পারি যা তোমরা জান না। (৬২) তোমরা তো জান (আমার) প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, (এরপরেও) কেন তোমরা চিন্তা করছ না? (৬৩) তোমরা কি চিন্তা করেছ, তোমরা

ما تحرثون ⑥④ ءانتم تزرعونه ام نحن الزرعون ⑥⑤ لو نشاء لجعلنه حطاما

মা- তাহ্রুছূন। ৬৪। আ আন্তুম্ তায্রা'উনাহূ~আম্ নাহ্নুয্ যা-রি'উন। ৬৫। লাও নাশা—উ লাজ্বা'আল্না-হু হুত্বা-মান্
(যমীনে) যে চাষ করছ সে সম্পর্কে? (৬৪) তোমরা কি তাতে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্ন করি? (৬৫) আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আমি তা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারি। তখন

فظلتم تفكهون ⑥⑥ انا لمغرمون ⑥⑦ بل نحن محرومون ⑥⑧ افرءيتم الماء

ফাজালতুম তাফাক্কাহূন। ৬৬। ইন্না- লামুগরামূন। ৬৭। বাল্ নাহ্নু মাহ্রূমূন। ৬৮। আফারাআইতুমুল্ মা—আল
তোমরা হয়রান হয়ে কেবল কথার সৃষ্টি করবে, (৬৬) (বলবে) আমরাতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। (৬৭) আমরাতো বঞ্চিত হয়েছি। (৬৮) তোমরাকি পানি সম্পর্কে চিন্তা করেছ,

الذي تشربون ⑥⑨ ءانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ۝

লাযী তাশ্রাবূন। ৬৯। আ আনতুম্ আন্যাল্তুমূহু মিনাল্ মুয্নি আম্ নাহ্নুল্ মুন্যিলূন।
যা তোমরা পান কর? (৬৯) তোমরা কি তা (পানি) মেঘ হতে অবতরণ করাও না আমি অবতরণ করি?

⑦⓪ لو نشاء جعلنه اجاجا فلولا تشكرون ⑦① افرءيتم النار التي تورون ۝

৭০। লাও নাশা—উ জ্বা'আল্না-হু উজ্বা-জ্বান্ ফালাওলা- তাশকুরূন। ৭১। আফারাআইতুমুন্ না-রাল্লাতী তূরূন।
(৭০) আমি ইচ্ছা করলে তা লোনা করে দিতে পারি? এরপরেও কেন তোমরা (আমার) কৃতজ্ঞতা স্বীকার করনা? (৭১) তোমরা কি সে অগ্নির দিকে লক্ষ্য করেছ, যা তোমরা জ্বালিয়ে থাক?

⑦② ءانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون ⑦③ نحن جعلنها تذكرة

৭২। আআন্তুম্ আন্শা'তুম্ শাজ্বারাতাহা~আম্ নাহ্নুল্ মুন্শিউন। ৭৩। নাহ্নু জ্বা'আল্না-হা- তায্কিরাতাওঁ
(৭২) তোমরা কি সৃষ্টি কর (আগুন জ্বালাবার) সে বৃক্ষ, না আমি সৃষ্টি করি? (৭৩) আমিইতো সৃষ্টি করেছি, এ (অগ্নি) কে তোমাদের স্মরণের জন্য

○ টীকা (আঃ ৭২) ঃ আরব দেশস্থ অরণ্যে এরূপ বৃক্ষ পরিদৃষ্ট হয়। যার শাখা-প্রশাখা বায়ু ভরে বা অন্য উপায়ে পরস্পর ঘর্ষিত হলে তা হতে অগ্নির উদ্ভব হয়। উত্তর ভারতের হিমালয় অঞ্চলে ঐরূপ অগ্নি-উৎপাদক বাঁশও পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে সে বিষয়ের উল্লেখ করে বলেছেন যে, তোমরা কি ঐরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন কর অথবা আমিই তার স্রষ্টা? আমিতো স্বীয় মহিমার নিদর্শনরূপে ও রাত্রিতে পথভ্রান্ত পথিকের পথ নির্দেশরূপে এই অগ্নি-উৎপাদক বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি। পথিক তা দ্বারা আলো জ্বালিয়ে স্বীয় গন্তব্য পথে চলতে পারে। (হক্কানী ও মাদারেকুত্তানযীল)

রুকূ ১৫ / ২ ● তিন চতুর্থাংশ

ومتاعا للمقوين ⑦④ فسبح باسم ربك العظيم ⑦⑤ فلا اقسم بموقع النجوم ۝

ওয়া মাতা-'আল্ লিল্মুক্বওয়ীন। ৭৪। ফাসাব্বিহ্ বিস্মি রাব্বিকাল্ 'আজীম। ৭৫। ফালা~উক্বসিমু বিমাওয়া-ক্বি'ইন্ নুজূম
এবং উপকারী মরুবাসীদের জন্য বস্তু হিসেবে। (৭৪) সুতরাং আপনি তাসবীহ বর্ণনা করুন আপনার মহান রবের নামের। (৭৫) আমি শপথ করছি, অস্ত যাওয়া তারকা রাজির,

⑦⑥ وانه لقسم لو تعلمون عظيم ⑦⑦ انه لقران كريم ⑦⑧ في كتب مكنون ۝

৭৬। ওয়া ইন্নাহূ লাক্বাসামুল্ লাও তা'লামূনা 'আজীম। ৭৭। ইন্নাহূ লাক্বুরআ-নুন কারীম। ৭৮। ফী কিতা-বিম্ মাক্নূন।
(৭৬) নিশ্চয়ই এটি একটি বড় শপথ, যদি তোমরা বুঝতে? (৭৭) নিশ্চয়ই সে কুরআন অতি মর্যাদা সম্পন্ন। (৭৮) যা লিখিত আছে এক সুরক্ষিত কিতাবে,

⑦⑨ لا يمسه الا المطهرون ⑧⓪ تنزيل من رب العلمين ⑧① افبهذا الحديث

৭৯। লা- ইয়ামাস্সুহূ~ইল্লাল্ মুত্বাহ্হারূন। ৮০। তান্যীলুম্ মির্ রাব্বিল আ-লামীন। ৮১। আফাবিহা-যাল্ হ্বাদীছি
(৭৯) যারা পবিত্র, তারাই শুধু তা স্পর্শ করতে পারে। (৮০) এ কুরআন সারা জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ। (৮১) এর পরেও কি তোমরা এ

انتم مدهنون ⑧② وتجعلون رزقكم انكم تكذبون ⑧③ فلولا اذا بلغت

আন্তুম্ মুদ্হিনূন। ৮২। ওয়া তাজ্ব'আলূনা রিয্ক্বাকুম্ আন্নাকুম্ তুকায্যিবূন। ৮৩। ফালাও লা~ইযা- বালাগাতিল্
বাণীকে উপেক্ষা করবে? (৮২) আর তোমরা মিথ্যারোপ করাকেই তোমাদের পেশা হিসাবে নির্ধারণ করেছ। (৮৩) সুতরাং কেন নয়, যখন প্রাণ এসে পৌছে

الحلقوم ⑧④ وانتم حينئذ تنظرون ⑧⑤ ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا

হুলকুম। ৮৪। ওয়া আন্তুম্ হীনাইযিন্ তান্জুরূন। ৮৫। ওয়া নাহ্নু আক্বরাবু ইলাইহি মিন্কুম্ ওয়ালা-কিল্ লা-
কণ্ঠনালীতে, (৮৪) এবং তখন তোমরা শুধু তাকিয়েই থাক, (৮৫) এবং তখন আমি তার কাছে, তোমাদের চেয়েও অধিক নিকটে থাকি, কিন্তু তা তোমরা

تبصرون ⑧⑥ فلولا ان كنتم غير مدينين ⑧⑦ ترجعونها ان كنتم صدقين ۝

তুবস্বিরূন। ৮৬। ফালাওলা~ইন্ কুন্তুম্ গাইরা মাদীনিন। ৮৭। তার্জ্বি'উনাহা~ইন্ কুন্তুম্ স্বা-দিক্বীন।
দেখ না। (৮৬) আর যদি তোমরা নিয়ন্ত্রণাধীন না হও, (৮৭) তবে কেন তা তোমরা ফিরিয়ে নিয়ে আসনা? যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হও।

⑧⑧ فاما ان كان من المقربين ⑧⑨ فروح وريحان وجنت نعيم ⑨⓪ واما

৮৮। ফাআম্মা~ইন্ কা-না মিনাল্ মুক্বার্রাবীন। ৮৯। ফারাওহুঁও ওয়া রাইহ্বা-নুঁও ওয়া জ্বান্নাতু না'ঈম। ৯০। ওয়া আম্মা~
(৮৮) আর যদি সে আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তদের মধ্যে হয় (৮৯) তবে তার জন্য রয়েছে সুখ-শান্তি এবং স্থায়ী (উত্তম) জীবিকা, সুখময় জান্নাতে। (৯০) আর যদি

ان كان من اصحب اليمين ⑨① فسلم لك من اصحب اليمين ⑨② واما

ইন্ কা-না মিন্ আস্বহ্বা-বিল্ ইয়ামীন। ৯১। ফাসালা-মুল্ লাকা মিন্ আস্বহ্বা-বিল্ ইয়ামীন। ৯২। ওয়া আম্মা~
সে ডান পার্শ্বের ব্যক্তি হয়, (৯১) (তাকে বলা হবে) হে ডান পার্শ্বের ব্যক্তি! তোমার জন্য সালাম। (৯২) আর যদি

○ টীকা (আঃ ৭৫) ঃ অর্থাৎ কথা তা নয়, যা তোমরা বুঝেছ। এখানে কুরআন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে শপথ করার পূর্বে 'না' এই শব্দের ব্যবহার দ্বারা স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছে যে, লোকে এই পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে এমন কিছু মনগড়া কথা রটাচ্ছিল, যা খণ্ডনের জন্যে এই শপথ করা হচ্ছে। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৯) ঃ لا يمسه الا المطهرون - এখানে তা স্পর্শ করতে পারবে না এর দ্বারা "লওহে মাহফুজ" কে বুঝান হয়েছে এবং ফেরেশতাগণকে বুঝান হয়েছে। কেউ বলেন, এখানে কুরআনকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ সে কুরআন মাজীদকে ফেরেশতারাই শুধু স্পর্শ করতে পারবে। অর্থাৎ আকাশে ফেরেশতাগণ ব্যতীত অন্য কেউ এ কুরআন মাজীদ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। অর্থাৎ মুশরিকরা যে বলে, "কুরআন শয়তান নিয়ে আসে" তা রহিত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন, (তা কিভাবে হয়) এ কুরআনতো শয়তানের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। (কুঃ কারীম)

إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ

ইন্ কানা- মিনাল মুকায্যিবীনাদ্ব দ্বা—ল্লীন। ৯৩। ফানুযুলুম্ মিন্ হ্বামীমিওঁ ৯৪। ওয়া তাস্বলিয়াতু

সে মিথ্যারোপকারী ও পথভ্রষ্ট হয়, (৯৩) তবে তার আপ্যায়ন হবে গরম পানি দ্বারা। (৯৪) আর সে (জাহান্নামের) আগুনে

جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

জ্বাহ্বীম। ৯৫। ইন্না হা-যা- লাহুওয়া হ্বাক্বকুল্ ইয়াক্বীন। ৯৬। ফাসাব্বিহ্ব বিস্‌মি রাব্বিকাল্ 'আজীম।

নিক্ষিপ্ত হবে, (৯৫) নিশ্চয়ই এ কথা অতি সত্য। (৯৬) সুতরাং তুমি তাসবীহ (পবিত্রতা) বর্ণনা কর, তোমার মহান প্রতিপালকের নামে।

সূরা হাদীদ মাদানী	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্বমা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ২৯ রুকূ ঃ ৪

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ

১। সাব্বাহ্বা লিল্লা-হি মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি, ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল হ্বাকীম। ২। লাহূ মুল্‌কুস্

(১) আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই, তিনি মহা প্রভাবশালী ও বিজ্ঞ। (২) তাঁরই (একক) কর্তৃত্বে রয়েছে

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ هُوَ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ্বি, ইউহ্বঈ ওয়া ইউমীতু, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ৩। হুওয়াল্

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী, তিনিই (সৃষ্টি করে) জীবন দান করেন এবং তিনিই (তার পরে) মৃত্যু ঘটান, তিনি প্রতিটি বিষয়ের ওপর মহা শক্তিবান। (৩) তিনিই

الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي

আওয়্যালু ওয়াল্ আ-খিরু ওয়াজ্‌জা-হিরু ওয়াল্ বা-ত্বিনু, ওয়া হুওয়া বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম। ৪। হুওয়াল্লাযী

প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশিত তিনিই গোপনীয়, তিনিই সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। (৪) তিনিই

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ

খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্ তাওয়া- 'আলাল্ 'আর্‌শি ; ইয়া'লামু

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিবসে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের উপর আসীন হয়েছেন। তিনি জানেন,

مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ

মা- ইয়ালিজু ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়ামা- ইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হা- ওয়ামা- ইয়ান্‌যিলু মিনাস্ সামা—ই ওয়ামা- ইয়া'রুজু

ভূমির মধ্যে যা কিছু যায় এবং তা হতে যা কিছু বের হয় এবং (তিনি জানেন) আকাশ হতে যা কিছু অবতরণ করে এবং যা কিছু তাতে (আকাশে)

○ টীকা (আঃ ৪) ঃ তিনি (আল্লাহ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশসমূহেরও জ্ঞান রাখেন। প্রতিটি বীজ যা ভূমিস্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, প্রতিটি পত্র ও অঙ্কুর যা ভূমি থেকে উদ্ভূত হয়, বৃষ্টির এক এক বিন্দু যা আসমান থেকে পতিত হয়, বাষ্পের প্রতিটি পরিমাণ যা সমুদ্র জলাশয় থেকে উত্থিত হয়ে আকাশপানে ধাবিত হয় সবই তাঁর গোচরীভূত। তিনি জানেন কোন বীজ ভূমির কোন স্থানে পতিত হয়েছে; তবেই তো তিনি তা বিদীর্ণ করে তা থেকে অংকুর উদগত করেন এবং তাকে লালন করে বিকাশ ও বৃদ্ধি করেন। তিনি জানেন বাষ্পের কতটা পরিমাণ কোথা থেকে উত্থিত হয়েছে এবং কোথায় তা পৌঁছেছে, তবেই তো তিনি তা সবকে একত্রিত করে মেঘ প্রস্তুত করেন এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক জায়গায় এক হিসাব অনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষণ করেন। (বঃ কোঃ)

فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ لَهُ مُلْكُ

ফীহা-; ওয়া হুওয়া মা'আকুম আইনা মা-কুন্‌তুম্; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা বাস্বীর। ৫। লাহূ মুলকুস্

ওঠে। তোমরা যেথায় অবস্থান করনা কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। তোমাদের কৃতকর্মগুলো আল্লাহ ভালোভাবে দেখেন। (৫) তাঁরই মালিকানা

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ; ওয়া ইলাল্লা-হি তুর্‌জা'উল্ উমূর। ৬। ইউলিজুল লাইলা ফিন্ নাহা-রি

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং সব বিষয়ই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৬) তিনি (আল্লাহ) রাতকে নিয়ে আসেন দিবসের মধ্যে

وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

ওয়া ইউলিজুন্ নাহা-রা ফিল্ লাইলি ; ওয়া হুওয়া 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ব স্বুদূর। ৭। আ-মিনূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী

দিবসকে নিয়ে আসেন রাতের মধ্যে। তিনিই মনের সব (গোপন) খবর জানেন। (৭) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ

ওয়া আন্‌ফিকূ মিম্মা- জা'আলাকুম্ মুস্‌তাখ্‌লাফীনা ফীহি ; ফাল্লাযীনা আ-মানূ মিন্‌কুম ওয়া আন্‌ফাকূ লাহুম্

এবং তিনি তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করে যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং (দ্বীনের জন্য) ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে

أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۙ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا

আজ্বরুন্ কাবীর। ৮। ওয়ামা- লাকুম লা- তু'মিনূনা বিল্লা-হি, ওয়ার্‌রাসূলু ইয়াদ'উকুম্ লিতু'মিনূ

মহা প্রতিদান। (৮) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য

بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ

বিরাব্বিকুম ওয়া ক্বাদ্ আখাযা মীছা-ক্বাকুম ইন্ কুন্‌তুম্ মু'মিনীন। ৯। হুওয়াল্লাযী ইউনায্‌যিলু

আহ্বান করছে এবং (আল্লাহ) তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করছেন, যদি তোমরা মুমিন হও। (৯) তিনিই (আল্লাহ) অবতীর্ণ করেন,

عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ

'আলা- 'আব্‌দিহী~আ-য়া-তিম্ বায়্যিনা-তিল্ লিইউখ্‌রিজ্বাকুম্ মিনাজ্ জুলুমা-তি ইলান্ নূরি ; ওয়া ইন্নাল্লা-হা

তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদেরকে অনাচার (কুফরী) হতে বের করে (ঈমানের) নূরের দিকে নিয়ে আসার জন্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ

بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ

বিকুম্ লারাউফুর রাহ্বীম। ১০। ওয়ামা- লাকুম্ আল্লা- তুন্‌ফিকূ ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়া লিল্লা-হি মীরা-ছুস্ সামা-ওয়া-তি

তোমাদের ওপর অতি মেহেরবান। (১০) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা (দ্বীনের জন্য) ব্যয় করছ না? আকাশমণ্ডলী

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ لا يستوى منكم - এখানে বিজয় দ্বারা, অধিকাংশ তফসীরকারের মতে মক্কা বিজয়কে বুঝান হয়েছে। কারো মতে- হোদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝান হয়েছে। কেননা এটাও ছিল মুসলমানদের জন্য মক্কা বিজয়ের সূচনা। যা হোক হোদায়বিয়া অথবা মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানগণ আর্থিক অবস্থা এবং জনবলের দিক দিয়ে খুবই দুর্বল ছিল। এ কঠিন অবস্থায়ও তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করত এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমানগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হল। তাদের সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন- (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে কঠিন অবস্থার দানে এবং বিজয়ের পরের দানে সওয়াব প্রাপ্তির বেলায় সমান নয়। (কুঃ কারীম)

وَالْاَرْضِ ۭ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۭ اُولٰۤئِكَ اَعْظَمُ

ওয়াল্ আরদ্বি ; লা- ইয়াসতাওয়ী মিন্কুম্ মান্ আন্ফাক্বা মিন্ ক্বাব্লিল্ ফাত্হি ওয়া ক্বা-তালা ; উলা—ইকা আ'জামু

ও পৃথিবীর মালিকানা একমাত্র আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং (আল্লাহর শত্রুদের সাথে) যুদ্ধ করেছে, সে (অন্যদের) সমান নয়; বরং

دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَاللّٰهُ

দারাজ্বাতাম্ মিনাল্ লাযীনা আন্ফাকূ মিম্ বা'দু ওয়া ক্বা-তালূ ; ওয়া কুল্লাওঁ ওয়া'আদাল্ লা-হুল্ হুস্না-; ওয়াল্লা-হু

তাদের চেয়ে তারা পদমর্যাদায় অধিক শ্রেষ্ঠ, যারা বিজয়ের পরে ব্যয় (দান সদকা) করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহর উত্তম প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাদের সবার জন্যই। আল্লাহ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ⑩ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ

(ع ১ / ১৭ রুকূ)

বিমা- তা'মালূনা খাবীর। ১১। মান্ যাল্লাযী ইউক্বরিদ্বুল্লা-হা ক্বারদ্বান্ হাসানান্ ফাইউদ্বা-ইফাহূ লাহূ ওয়া লাহূ~

তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে খবর রাখেন। (১১) কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম কর্জ দিবে? তবে তিনি সেটা তার জন্য দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে

اَجْرٌ كَرِيْمٌ ⑪ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

আজ্বরুন্ কারীম। ১২। ইয়াওমা তারাল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি ইয়াস্'আ- নূরুহুম্ বাইনা আইদীহিম্

সম্মানজনক পুরস্কার। (১২) সে দিন, আপনি দেখবেন যে, মুমিন পুরুষ এবং নারীগণের অগ্রভাগে এবং ডান পার্শ্বে তাদের (তাওহীদের) জ্যোতি ধাবিত হবে।

وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ

ওয়া বিআইমা-নিহিম্ বুশ্রা-কুমুল্ ইয়াওমা জ্বান্না-তুন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা-;

(তাদেরকে বলা হবে) আজ তোমাদের জন্য সু-খবর এমন জান্নাতের, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে,

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑫ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا

যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল্ 'আজীম। ১৩। ইয়াওমা ইয়াকূলুল্ মুনা-ফিকূনা ওয়াল মুনা-ফিক্বা-তু লিল্লাযীনা আ-মানুন্

এটাই তাদের বিরাট সাফল্য। (১৩) সেদিন মুনাফিক পুরুষ এবং মহিলারা, মুমিনগণকে বলবে, আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, যাতে আমরা তোমাদের

انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۭ فَضُرِبَ

জুরূনা- নাক্বতাবিস্ মিন্ নূরিকুম, ক্বীলার্জ্বি'উ ওয়া রাআ—কুম্ ফাল্তামিসূ নূরান ; ফাদ্বুরিবা

জ্যোতি হতে কিছু নিতে পারি। তাদের বলা হবে, তোমরা পিছনে ফিরে যাও এবং আলো তালাশ কর। অতঃপর তাদের উভয়ের

بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ۭ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝

বাইনাহুম্ বিসূরিল লাহূ বা-বুন; বা-ত্বিনুহূ ফীহির্ রাহ্মাতু ওয়া জা-হিরুহূ মিন্ ক্বিবালিহিল্ 'আযা-ব্।

মাঝে একটি প্রাচীর টেনে দেয়া হবে, যাতে একটি দরজা থাকবে, তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি।

○ টীকা (আঃ ১৩) ঃ এটা তখন হবে, যখন মুসলমানরা নিজেদের ঈমান ও আমলের বরকতে বহু দূর অগ্রসর হয়ে যাবে। আর মুনাফেকদেরকে পিছনের দিক হতে মুসলমানদের সাথে পুলছিরাতের উপর উঠান হবে। তাদের নিকট হয়তো প্রথম হতেই কোন আলো থাকবে না। কিংবা প্রথমে কিঞ্চিৎ আলো হয়ে পরে তা নিভে যাবে। কেননা, পৃথিবীতে বাহ্যিকভাবে তারা মুসলমানদের সাথে থাকত, কিন্তু অন্তর মুসলমানগণ হতে দূরে ছিল। এ কারণে আলো দিয়ে পরে নিভিয়ে দেওয়া হবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ১৪) ঃ এ দেয়াল সত্যই দেয়াল নয়; বরং আ'রাফ নামক স্থান। অভ্যন্তরের দিক বলতে মু'মেনদের দিক, রহমত বলতে বেহেশত, বাইরের দিক বলতে কাফেরদের দিক এবং আযাব বলতে দোযখ উদ্দেশ্য। সম্ভবতঃ এই দরজাটি কথাবার্তা বলার কিংবা বেহেশতে প্রবেশের পথ হবে। (বঃ কোঃ)

সূরা হাদীদ ঃ ৫৭ নূরানী বাংলা উচ্চারণ ক্বোরআন শরীফ ক্বা-লা ফামা- খাত্বুকুম্ ঃ ২৭

⑭ يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۭ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ

১৪। ইউনা-দূ নাহুম্ আলাম্ নাকুম্ মা'আকুম ; ক্বা-লূ বালা- ওয়ালা- কিন্নাকুম্ ফাতান্তুম্ আন্ফুসাকুম্ ওয়া তারাব্বাস্বতুম্

(১৪) তারা মুমিনগণকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে, হ্যাঁ, ছিলে সত্যি। কিন্তু তোমরা তোমাদের নিজেদেরকেই বিপদে ফেলেছ এবং

وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِىُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

ওয়ার্তাব্তুম্ ওয়া গার্রাত্কুমুল আমা-নিয়্যু হাত্তা- জ্বা—আ আম্রুল্লা-হি ওয়া গাররাকুম্ বিল্লা-হিল্ গারূর।

তোমরা আমাদের অকল্যাণের প্রতীক্ষা করেছিলে এবং সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং তোমাদের দুরাশা তোমাদেরকে ধোঁকার মধ্যে রেখেছিল আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত। আর প্রতারক তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছিল আল্লাহ সম্পর্কে।

⑮ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ۭ

১৫। ফাল্ইয়াওমা লা-ইউ'খাযু মিন্কুম্ ফিদ্ইয়াতুওঁ ওয়ালা- মিনাল্লাযীনা কাফারূ-; মা'ওয়া- কুমুন্ না-রু ;

(১৫) আজ গ্রহণ করা হবে না তোমাদের থেকে কোন বিনিময় এবং যারা কুফরী করেছে তাদের থেকেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের ঠিকানা।

هِىَ مَوْلٰىكُمْ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑯ اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ

হিয়া মাওলা-কুম ; ওয়াবি'সাল্ মাস্বীর। ১৬। আলাম্ ইয়া'নি লিল্লাযীনা আ-মানূ~আন্ তাখ্শা'আ

এটাই তোমাদের বন্ধু এবং এটা খুবই নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল। (১৬) এখন পর্যন্ত কি সময় এসে পৌঁছেনি মুমিনগণের জন্য যে, তাদের

قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

কুলূবুহুম্ লিযিক্রিল্লা-হি ওয়ামা- নাযালা মিনাল্ হাক্কি ওয়ালা- ইয়াকূনূ কাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা

অন্তর আল্লাহর স্মরণে এবং যে হক (কুরআন) অবতীর্ণ হয়েছে তাতে, ভীত (নরম) হয়ে যায় এবং যাদেরকে তাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের মত না হয়ে যায়।

مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ۭ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

মিন্ ক্বাবলু ফাত্বা-লা 'আলাইহিমুল্ আমাদু ফাক্বাসাত্ কুলূবুহুম ; ওয়া কাছীরুম্ মিন্হুম ফা-সিকূন।

অতঃপর তাদের ওপর দীর্ঘ সময় অতীত হয়েছে, ফলে তাদের অন্তরগুলো কঠিন হয়ে পড়েছে; এবং তাদের মধ্যে অনেক লোকই নাফরমান।

⑰ اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ

১৭। ই'লামূ~আন্নাল্লা-হা ইউহ্য়িল্ আর্দ্বা বা'দা মাওতিহা-; ক্বাদ্ বাইয়্যান্না- লাকুমুল্ আ-য়া-তি

(১৭) তোমরা জেনে রাখ! আল্লাহই ভূমিকে তার মৃত্যুর পরে (অর্থাৎ শুষ্ক হবার পরে) জীবিত (সতেজ) করেন। আমিতো তোমাদের জন্যই আমার নিদর্শনাবলি প্রকাশ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ⑱ اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন। ১৮। ইন্নাল্ মুস্বস্বাদ্দিক্বীনা ওয়াল্ মুস্বস্বাদ্দিক্বা-তি ওয়া আক্বরাদ্বুল্লা-হা ক্বারদ্বান্ হাসানাই

করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (১৮) নিশ্চয়ই (সদকা) দানকারী পুরুষ ও নারী এবং আল্লাহকে উত্তম কর্জ (ঋণ) দানকারীদের জন্য,

○ টীকা (আঃ ১৬) ঃ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আন্তরিক বিশ্বাস না থাকলে কেবল মৌখিক ঈমান, ঈমানের মধ্যে গণ্য নয়। এখন এই আয়াতে বলেছেন, যে ঈমানের মধ্যে প্রয়োজনীয় এবাদতের অভাব রয়েছে, তা পূর্ণ ঈমান নয়। সুতরাং তা পূর্ণ করবার জন্য মু'মেনদেরকে তিরস্কারের আকারে হুকুম করছেন যে, সকল গুনাহ্গার মু'মেন এবাদতে ত্রুটি করে থাকে, তাদের কি একথার সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার উপদেশ তথা সত্য ধর্মের পূর্ণ আনুগত্যতা সৃষ্টি হয়? অর্থাৎ, তারা গুনাহ্র কাজ ত্যাগ করে অন্তরের সাথে প্রয়োজনীয় এবাদত যথারীতি পালনে দৃঢ় সংকল্প কেন হয় না? (বঃ কোঃ)

يضعف لهم ولهم اجر كريم ⑲ والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم

ইউদা-'আফু লাহুম্ ওয়া লাহুম্ আজ্বরুন্ কারীম। ১৯। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহী~উলা—ইকা হুমুছ্ব
তার (দানের) দ্বিগুণ (সওয়াব) তাদেরকে প্রদান করা হবে। তাদের জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার। (১৯) যারা আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, তারাই

الصديقون ۖ والشهداء عند ربهم ۖ لهم اجرهم ونورهم ۖ والذين

স্বিদ্দীকূনা, ওয়াশ্‌শুহাদা—উ 'ইন্‌দা রাব্বিহিম ; লাহুম আজ্‌রুহুম্ ওয়া নূরুহুম ; ওয়াল্লাযীনা
সিদ্দীক (সত্যবাদী) এবং শহীদ তাদের প্রতিপালকের নিকটে। তাদের জন্য রয়েছে (পরকালে) তাদের প্রাপ্য প্রতিদান এবং জ্যোতি। আর যারা

كفروا وكذبوا بايتنا اولئك اصحب الجحيم ⑳ اعلموا انما الحيوة

রুকূ ২ ১৮

কাফারূ ওয়াকায্‌যাবূ বিআ-য়া-তিনা~উলা—ইকা আস্বহ্বা-বুল জ্বাহ্বীম। ২০। ই'লামূ~আন্নামাল্ হ্বায়া-তুদ্
(আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। (২০) জেনে রাখো! (এ) পার্থিব জীবনতো

الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد

দুন্‌ইয়া- লা'ইবুওঁ ওয়া লাহ্‌উওঁ ওয়া যীনাতুওঁ ওয়া তাফা-খুরুম্ বাইনাকুম ওয়া তাকা-ছুরুন ফিল্ আম্‌ওয়া-লি ওয়াল্ আওলা-দি ;
শুধু খেল-তামাসা ও চাকচিক্যময় (জীবন) এবং পারস্পরিক গর্ব করা এবং ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়;

كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون

কামাছালি গাইছিন্ আ'জ্বাবাল্ কুফ্‌ফা-রা নাবাতুহূ ছুম্মা ইয়াহীজু ফাতারা-হু মুস্বফাররান্ ছুম্মা ইয়াকূনু
এটা বৃষ্টির মত, যার দ্বারা উৎপন্ন (শস্য) কৃষকদেরকে আনন্দিত করে, অতঃপর যখন সেটা শুষ্ক হয়ে যায়, তখন সেটাকে তুমি হলুদ রং এর দেখতে

حطاما ۖ وفي الاخرة عذاب شديد ۙ ومغفرة من الله ورضوان ۖ وما

হুত্বা-মান্ ; ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি 'আযা-বুন্ শাদীদুওঁ ওয়া মাগ্‌ফিরাতুম্ মিনাল্লা-হি ওয়া রিদ্বওয়া-নুন ; ওয়ামাল্
পাও। অতঃপর সেটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। পরকালে রয়েছে কঠোর শাস্তি এবং মার্জনা ও সন্তুষ্টি আল্লাহর তরফ থেকে;

الحيوة الدنيا الا متاع الغرور ㉑ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها

হ্বায়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া~ইল্লা- মাতা-'উল্ গুরূর। ২১। সা-বিকূ~ইলা- মাগ্‌ফিরাতিম মির্ রাব্বিকুম্ ওয়া জ্বান্নাতিন্ 'আরদ্বুহা-
(এ) পার্থিব জীবন শুধুমাত্র ধোঁকার সামগ্রী। (২১) তোমরা দ্রুত এগিয়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সে জান্নাতের দিকে,

كعرض السماء والارض ۙ اعدت للذين امنوا بالله ورسله ۖ ذلك فضل

কা'আরদিস্ সামা—ই ওয়াল্ আর্‌দ্বি উ'ইদ্দাত্ লিল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহী ; যা-লিকা ফাদ্বলুল
যার বিস্তৃতি আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান। যা তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে।

الله يؤتيه من يشاء ۖ والله ذو الفضل العظيم ㉒ ما اصاب من مصيبة

লা-হি ইউ'তীহি মাইঁ ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু যুল্ ফাদ্বলিল্ 'আজীম। ২২। মা~আস্বা-বা মিম্ মুস্বীবাতিন্
এটা আল্লাহর দয়া, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আল্লাহ বড়ই দয়াশীল। (২২) পৃথিবীতে এবং তোমাদের (একান্ত)

في الارض ولا في انفسكم الا في كتب من قبل ان نبراها ۖ ان ذلك

ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়ালা- ফী~আন্‌ফুসিকুম ইল্লা- ফী কিতা-বিম্ মিন্ ক্বাব্‌লি আন্ নাব্‌রাআহা-; ইন্না যা-লিকা
নিজেদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা লিপিবদ্ধ থাকে কিতাবে (লওহে মাহফুজে) তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই এবং এ (কাজ) টি

على الله يسير ㉓ لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتكم ۖ والله

'আলাল্লা-হি ইয়াসীর। ২৩। লিকাইলা- তা'সাও 'আলা- মা- ফা-তাকুম্ ওয়ালা- তাফ্‌রাহু বিমা~আ-তা-কুম ; ওয়াল্লা-হু
আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (২৩) যাতে তোমরা পেরেশান না হও, তার ওপর, এবং যাতে তোমরা উৎফুল্ল না হও, যা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তার ওপর। আল্লাহ

لا يحب كل مختال فخور ㉔ الذين يبخلون ويامرون الناس

লা-ইউহ্বিব্বু কুল্লা মুখ্‌তা-লিন্ ফাখূরি। ২৪। আল্লাযীনা ইয়াব্‌খালূনা ওয়া ইয়া'মুরূনান্ না-সা
ভালোবাসেন না দাম্ভিক, গর্বকারীদেরকে। (২৪) (ওরা এমন) যারা কৃপণতা করে, এবং অন্যদেরকেও কৃপণতা করার জন্য

بالبخل ۖ ومن يتول فان الله هو الغني الحميد ㉕ لقد ارسلنا رسلنا

বিল্‌বুখ্‌লি ; ওয়া মাইঁ ইয়াতাওয়াল্লা ফাইন্নাল্লা-হা হুওয়াল গানিইয়্যুল্ হ্বামীদ্। ২৫। লাক্বাদ্ আর্‌সাল্‌না- রুসুলানা-
নির্দেশ দেয়। যে আল্লাহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (তাকে জানিয়ে দিন যে) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (২৫) নিশ্চয়ই আমি প্রেরণ করেছি রাসূলগণকে

بالبينت وانزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط ۚ

বিল্‌বায়্যিনা-তি ওয়া আন্‌যাল্‌না-মা'আহুমুল্ কিতা-বা ওয়াল মীযা-না লিইয়াকূমান না-সু বিল্‌ক্বিসত্বি,
স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তাঁদের সাথে আমি অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং মানদণ্ড (ইনসাফ), যাতে মানুষ ন্যায় বিচার কায়েম করতে পারে : আর আমি অবতরণ করেছি (সৃষ্টি

وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره

ওয়া আন্‌যালনাল্ হ্বাদীদা ফীহি বা'সুন্ শাদীদুওঁ ওয়া মানা-ফি'উ লিন্না-সি ওয়া লিইয়া'লামাল্লা-হু মাইঁ ইয়ান্‌স্বুরুহূ
করেছি) লৌহ, যাতে রয়েছে অধিক বাস্তি এবং মানুষের অনেক কল্যাণ। (রাসূলগণকে এজন্য প্রেরণ করেছেন) যাতে, আল্লাহ (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নিতে পারেন যে, কে তাঁর

রুকূ ৩ ১৯

ورسله بالغيب ۖ ان الله قوي عزيز ㉖ ولقد ارسلنا نوحا وابرهيم

ওয়া রুসুলাহূ বিল্‌গাইবি ; ইন্নাল্লা-হা ক্বাওয়িয়্যুন 'আযীয। ২৬। ওয়া লাক্বাদ্ আর্‌সাল্‌না- নূহ্বাওঁ ওয়া ইব্‌রা-হীমা
এবং তাঁর রাসূলগণকে অদৃশ্যভাবে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা শক্তিশালী এবং প্রতাপশালী। (২৬) আমি নূহ এবং ইব্রাহীমকে (নবী করে) প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি

وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتب فمنهم مهتد ۖ وكثير منهم فسقون

ওয়া জ্বা'আল্‌না- ফী যুর্‌রিয়্যাতিহিমান্ নুবুওয়্যাতা ওয়াল্ কিতা-বা ফামিন্‌হুম মুহ্‌তাদিন্, ওয়া কাছীরুম্ মিন্‌হুম্ ফা-সিকূন।
তাদের উভয়ের সন্তান-সন্ততির মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব প্রেরণ জারী রেখেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্যে কতিপয় সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছে এবং অধিকাংশ লোকই ছিল নাফরমান।

○ টীকা (আঃ ২৩) ঃ কেননা, গর্ব সেই ব্যক্তিই করতে পারে, যে ব্যক্তি নিজস্ব যোগ্যতা লাভ করেছে। অপরের ইচ্ছা ও নির্দেশে কোন বস্তু পাওয়া গেলে তাতে গর্ব করবার কি আছে? (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৩) ঃ আভ্যন্তরীণ গুণাবলির জন্য গর্বিত ব্যক্তিকে مختال এবং সম্পদ, মর্যাদা ইত্যাদি বাহ্যিক জাঁকজমকের জন্য অহংকৃত ব্যক্তিকে فخور বলা হয়েছে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৫) ঃ কেননা, লৌহ দ্বারা বহুবিধ মারাত্মক অস্ত্র প্রস্তুত হয়। তার সাহায্যে পৃথিবীর শৃঙ্খলা ঠিক থাকে এবং অস্ত্র-শস্ত্রের ভয়ে অনেক বিশৃঙ্খল দূর হয়। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ.২৫) ঃ এতদ্ব্যতীত লৌহ নির্মিত যন্ত্রপাতি দ্বারা মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকৃত হয়। (বঃ কোঃ)

ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم واتينه الانجيل ﴿٢٧﴾

২৭। ছুম্মা ক্বাফ্‌ফাইনা- 'আলা~আ-ছা-রিহিম বিরুসুলিনা- ওয়া ক্বাফ্‌ফাইনা- বি'ঈসাব্‌নি মারইয়ামা ওয়া আ-তাইনা-হুল ইন্‌জ্বীলা
(২৭) এরপরে আমি তাদের পিছনে (অন্যান্য) রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি প্রেরণ করেছিলাম মরিয়মের পুত্র ঈসাকে

وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما

ওয়া জ্বা'আল্‌না- ফী ক্বুলূবিল্ লাযীনাত্ তাবা'উহু রা'ফাতাওঁ ওয়া রাহ্‌মাতান ; ওয়া রাহ্‌বা-নিয়্যাতানিব্ তাদা'উহা- মা-
এবং তাকে দান করেছিলাম ইঞ্জিল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম কোমলতা এবং দয়া, আর তারা বৈরাগ্যবাদ (ইহকাল বর্জন নীতি) কে নিজেরাই

كتبنها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين

কাতাব্‌না-হা- 'আলাইহিম ইল্লাব্‌তিগা—আ রিদ্বওয়া- নিল্লা-হি ফামা- রা'আওহা- হাক্ক্বা রি'আ- ইয়াতিহা-, ফাআ-তাইনাল্ লাযীনা
চালু করেছিল, আল্লাহর লাভের আশায়, কিন্তু আমি তাদের ওপর তা নির্ধারণ (ফরজ) করিনি। অথচ তারা সেটাও ঠিকভাবে পালন করেনি; তাদের

امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فسقون ﴿٢٨﴾ يايها الذين امنوا

আ-মানূ মিন্‌হুম আজ্বরাহুম, ওয়া কাছীরুম্ মিন্‌হুম ফা-সিক্বূন। ২৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্
মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, আমি তাদেরকে তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম এবং তাদের অনেক লোকই ছিল নাফরমান। (২৮) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে

اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل

তাক্বুল্লা-হা ওয়া আমিনূ বিরাসূলিহী ইউ'তিকুম্ কিফ্‌লাইনি মির্ রাহ্‌মাতিহী ওয়া ইয়াজ্ব'আল্
ভয় কর এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন, তিনি তাঁর নিজ রহমত হতে দ্বিগুণ (সওয়াব) দান করবেন এবং দিবেন তোমাদের জন্য (এমন) আলো,

لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ﴿٢٩﴾ لئلا

লাকুম্ নূরান্ তামশূনা বিহী ওয়া ইয়াগফির্ লাকুম ; ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহীম। ২৯। লিআল্লা-
যার দ্বারা তোমরা পথ চলবে। এবং তিনি তোমাদের (গুনাহ) মাফ করবেন, আল্লাহ বড়ই মার্জনাশীল ও অসীম দয়ালু। (২৯) (এটা এজন্য করবেন) যাতে

يعلم اهل الكتب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان

ইয়া'লামা আহ্‌লুল্ কিতা-বি আল্লা- ইয়াক্বদিরূনা 'আলা- শাইয়িম্ মিন্ ফাদ্বলিল্লাহি ওয়া আন্নাল্
(অবিশ্বাসী) কিতাবীগণ বুঝতে পারে যে, তাদের কোনই অধিকার নেই আল্লাহর রহমতের কোন অংশেই এবং (বুঝতে পারে যে)

الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

ফাদ্বলা বিয়াদিল্লা-হি ইউ'তীহি মাই ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু যুল্ ফাদ্বলিল্ 'আজীম।
রহমত একমাত্র তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ মহা করুণাময়।

○ টীকা (আঃ ২৭) ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর পরে মানুষ ধর্ম বিধান ত্যাগপূর্বক প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে, একদল ধর্মপরায়ণ লোক ধর্মপ্রচারে ব্রতী হলেন। প্রবৃত্তির পূজারীদের নিকট তা অসহনীয় হল। তারা রাজদরবারে প্রার্থনা করল, ধর্ম প্রচারকদেরকে প্রচারকার্য ত্যাগ করে আমাদের সহধর্মী হয়ে থাকতে বাধ্য করা হোক। তাদের উপর চাপ দেয়া হলে তারা আবেদন করল, আমরা কারও সাথে সংস্রব রাখব না। আমাদেরকে স্বাধীন জীবন যাপনের অনুমতি দেয়া হোক। আমরা নির্জনে বসে কিংবা যাযাবররূপে থাকব। অতএব, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হল। এরূপে তারা নিজেরা বৈরাগ্য আবিষ্কার করল। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৭) ঃ যারা হুযূর (সা)-এর যুগ পেয়েছে, তাদের সত্য রক্ষার শর্ত হল, হুযূর (সা)-এর উপর ঈমান আনয়ন করা। অতএব, তারাই সত্য লঙ্ঘনকারী, যারা হুযূর (সা)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি। (বঃ কোঃ)

সূরা মুজাদালাহ্
মাদানী

بسم الله الرحمن الرحيم
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২২
রুকূ ঃ ৩

﴿١﴾ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله

১। ক্বাদ সামি'আল্লা-হু ক্বাওলাল্ লাতী তুজ্বা-দিলুকা ফী যাওজ্বিহা- ওয়া তাশ্‌তাকী~ইলাল্লা-হি,
(১) নিশ্চয়ই আল্লাহ সে নারীর কথা শুনেছেন, যে আপনার সাথে নিজ স্বামীর ব্যাপারে বাকবিতণ্ডা করতেছিল এবং আল্লাহর নিকটও ফরিয়াদ করতেছিল,

والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير ﴿٢﴾ الذين يظهرون منكم من

ওয়াল্লা-হু ইয়াস্‌মা'উ তাহা-উরাকুমা-; ইন্নাল্লা-হা সামী'উম বাছীর। ২। আল্লাযীনা ইউজা-হিরূনা মিন্‌কুম মিন্
আল্লাহ শোনেন তোমাদের পরস্পরের আলাপ-আলোচনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শ্রবণকারী (ও) দর্শনকারী। (২) তোমাদের মধ্যে যারা নিজ স্ত্রীদের সাথে

نسائهم ما هن امهتهم ان امهتهم الا الئي ولدنهم وانهم ليقولون

নিসা—ইহিম মা-হুন্না উম্মাহা-তিহিম ; ইন্ উম্মাহা-তুহুম ইল্লাল্ লা—ঈ ওয়ালাদ্‌নাহুম ; ওয়া ইন্নাহুম লাইয়াক্বূলূনা
যিহার (মায়ের সাথে তুলনা) করে, তাতে সে তাদের (প্রকৃত) মা হয়ে যায় না ; তাদের মা তো তারাই, যারা তাদেরকে প্রসব করেছে। তারা এক

منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور ﴿٣﴾ والذين يظهرون من

মুন্‌কারাম্ মিনাল ক্বাওলি ওয়াযূরা- ; ওয়া ইন্নাল্লা-হা লা'আফুওউন্ গাফূর। ৩। ওয়াল্লাযীনা ইউজা-হিরূনা মিন্
অযৌক্তিক এবং মিথ্যা কথাই বলে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৩) যে ব্যক্তি তার নিজ স্ত্রীর সাথে যিহার করে,

نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم

নিসা—ইহিম ছুম্মা ইয়া'উদূনা লিমা- ক্বা-লূ ফাতাহ্‌রীরু রাক্বাবাতিম্ মিন্ ক্বাব্‌লি আই ইয়াতামা—স্‌সা- ; যা-লিকুম
অতঃপর যা বলেছিল তা থেকে প্রত্যাহার করে, তবে তাদের কাজ হল, একটি ক্রীতদাস আজাদ করে দিবে, পরস্পরে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বেই;

توعظون به والله بما تعملون خبير ﴿٤﴾ فمن لم يجد فصيام شهرين

তূ'আজূনা বিহী ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা খাবীর। ৪। ফামাল্ লাম্ ইয়াজ্বিদ্ ফাস্বিয়া-মু শাহ্‌রাইনি
এর দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন। (৪) যে এ কাজ করার ক্ষমতা রাখে না, তবে সে যেন

متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك

মুতাতা-বি'আইনি মিন ক্বাব্‌লি আই ইয়াতামা—স্‌সা- ; ফামাল্ লাম্ ইয়াস্‌তাত্বি' ফাইত্বআ-মু সিত্তীনা মিস্‌কীনান ; যা-লিকা
একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে ধারাবাহিকভাবে দু' মাস রোজা রাখে; যে তারও ক্ষমতা রাখে না, সে যেন ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খানা খাওয়ায়; এ নির্দেশ এ কারণে যে,

○ শানে নুযূল (আঃ ১) ঃ قد سمع الله - ইসলামের পূর্বে নিয়ম ছিল যে, কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে একথা বলে যে, "তুমি আমার মা" তবে এতে সারা জীবনের জন্য সে স্ত্রী তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সে স্ত্রীগণের কোনই ব্যবস্থা ছিল না। রাসূলের (স) সময় একজন মুসলমান আওস বিন সামিত (রা) তাঁর স্ত্রী খাওলাকে, উপরোক্ত কথাই বলেছিল। স্ত্রী পেরেশান হয়ে রাসূলের (স) কাছে হাজির হন এবং ঘটনা বর্ণনা করেন। হুযুর (স) বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ বিশেষ কোন বিধান নাযিল করেননি। তবে আমার ধারণায়, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছ। এখন তোমরা কিভাবে দাম্পত্য জীবন যাপন করবে। সে মহিলা বিভিন্ন অভিযোগ এবং সমস্যার কথা তুলে ধরল এবং হুযুর (স)-এর সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল। সে মহিলা এক পর্যায়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী তালাক দেয়ার উদ্দেশ্যে একথা বলেনি। মহিলা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। অবশেষে আল্লাহর দরবারে মহিলা মুনাজাত করে, হে আল্লাহ! তুমি তোমার নবীর মাধ্যমে আমার এ সমস্যাটির সমাধান করে দাও। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (তাঃ ওসমানী)

﴿٢٧﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ

২৭। ছুম্মা ক্বাফ্ফাইনা- 'আলা~আ-ছা-রিহিম বিরুসুলিনা- ওয়া ক্বাফ্ফাইনা- বি'ঈসাব্নি মারইয়ামা ওয়া আ-তাইনা-হুল ইনজ্বীলা
(২৭) এরপরে আমি তাদের পিছনে (অন্যান্য) রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি প্রেরণ করেছিলাম মরিয়মের পুত্র ঈসাকে

وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا

ওয়া জ্বা'আল্না- ফী ক্বুলূবিল্ লাযীনাত্ তাবা'উহু রা'ফাতাওঁ ওয়া রাহ্মাতান ; ওয়া রাহ্বা-নিয়্যাতানিব্ তাদা'উহা- মা-
এবং তাকে দান করেছিলাম ইঞ্জিল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম কোমলতা এবং দয়া, আর তারা বৈরাগ্যবাদ (ইহকাল বর্জন নীতি) কে নিজেরাই

كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاۗءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ

কাতাব্না-হা- 'আলাইহিম ইল্লাব্তিগা—আ রিদ্বওয়া- নিল্লা-হি ফামা- রা'আওহা- হাক্ক্বা রি'আ- ইয়াতিহা-, ফাআ-তাইনাল্ লাযীনা
চালু করেছিল, আল্লাহর লাভের আশায়, কিন্তু আমি তাদের ওপর তা নির্ধারণ (ফরজ) করিনি। অথচ তারা সেটাও ঠিকভাবে পালন করেনি; তাদের

اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

আ-মানূ মিন্হুম আজ্বরাহুম, ওয়া কাছীরুম্ মিন্হুম ফা-সিক্বূন। ২৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্
মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, আমি তাদেরকে তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম এবং তাদের অনেক লোকই ছিল নাফরমান। (২৮) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে

اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ

তাক্বুল্লা-হা ওয়া আমিনূ বিরাসূলিহী ইউ'তিকুম্ কিফ্লাইনি মির্ রাহ্মাতিহী ওয়া ইয়াজ্ব'আল্
ভয় কর এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন, তিনি তাঁর নিজ রহমত হতে দ্বিগুণ (সওয়াব) দান করবেন এবং দিবেন তোমাদের জন্য (এমন) আলো,

لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٩﴾ لِّئَلَّا

লাকুম্ নূরান্ তামশূনা বিহী ওয়া ইয়াগফির্ লাকুম ; ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহীম। ২৯। লিআল্লা-
যার দ্বারা তোমরা পথ চলবে। এবং তিনি তোমাদের (গুনাহ) মাফ করবেন, আল্লাহ বড়ই মার্জনাশীল ও অসীম দয়ালু। (২৯) (এটা এজন্য করবেন) যাতে

يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰي شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ

ইয়া'লামা আহ্লুল্ কিতা-বি আল্লা- ইয়াক্বদিরূনা 'আলা- শাইয়িম্ মিন্ ফাদ্বলিল্লাহি ওয়া আন্নাল্
(অবিশ্বাসী) কিতাবীগণ বুঝতে পারে যে, তাদের কোনই অধিকার নেই আল্লাহর রহমতের কোন অংশেই এবং (বুঝতে পারে যে)

الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿﴾

ফাদ্বলা বিয়াদিল্লা-হি ইউ'তীহি মাই ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু যুল্ ফাদ্বলিল্ 'আজীম।
রহমত একমাত্র তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ মহা করুণাময়।

৪ ع ৪ ২০ রুকূ

✪ টীকা (আঃ ২৭) ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর পরে মানুষ ধর্ম বিধান ত্যাগপূর্বক প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে, একদল ধর্মপরায়ণ লোক ধর্মপ্রচারে ব্রতী হলেন। প্রবৃত্তির পূজারীদের নিকট তা অসহনীয় হল। তারা রাজদরবারে প্রার্থনা করল, ধর্ম প্রচারকদেরকে প্রচারকার্য ত্যাগ করে আমাদের সহধর্মী হয়ে থাকতে বাধ্য করা হোক। তাদের উপর চাপ দেয়া হলে তারা আবেদন করল, আমরা কারও সাথে সংস্রব রাখব না। আমাদেরকে স্বাধীন জীবন যাপনের অনুমতি দেয়া হোক। আমরা নির্জনে বসে কিংবা যাযাবররূপে থাকব। অতএব, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হল। এরূপে তারা নিজেরা বৈরাগ্য আবিষ্কার করল। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ২৭) ঃ যারা হুযূর (সা)-এর যুগ পেয়েছে, তাদের সত্য রক্ষার শর্ত হল, হুযূর (সা)-এর উপর ঈমান আনয়ন করা। অতএব, তারাই সত্য লঙ্ঘনকারী, যারা হুযূর (সা)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি। (বঃ কোঃ)

সূরা মুজাদালাহ্
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২২
রুকূ ঃ ৩

পারা ২৮

﴿١﴾ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ڰ

১। ক্বাদ্ সামি'আল্লা-হু ক্বাওলাল্ লাতী তুজ্বা-দিলুকা ফী যাওজ্বিহা- ওয়া তাশ্তাকী~ইলাল্লা-হি,
(১) নিশ্চয়ই আল্লাহ সে নারীর কথা শুনেছেন, যে আপনার সাথে নিজ স্বামীর ব্যাপারে বাকবিতণ্ডা করতেছিল এবং আল্লাহর নিকটও ফরিয়াদ করতেছিল,

وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢﴾ اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ

ওয়াল্লা-হু ইয়াস্মা'উ তাহা-উরাকুমা-; ইন্নাল্লা-হা সামী'উম বাছীর। ২। আল্লাযীনা ইউজা-হিরূনা মিন্কুম মিন্
আল্লাহ শোনেন তোমাদের পরস্পরের আলাপ-আলোচনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শ্রবণকারী (ও) দর্শনকারী। (২) তোমাদের মধ্যে যারা নিজ স্ত্রীদের সাথে

نِّسَاۗىِٕهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۭ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰۗىِٕيْ وَلَدْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ

নিসা—ইহিম মা-হুন্না উম্মাহা-তিহিম ; ইন্ উম্মাহা-তুহুম ইল্লাল্ লা—ঈ ওয়ালাদ্নাহুম ; ওয়া ইন্নাহুম লাইয়াক্বূলূনা
যিহার (মায়ের সাথে তুলনা) করে, তাতে সে তাদের (প্রকৃত) মা হয়ে যায় না। তাদের মা তো তারাই, যারা তাদেরকে প্রসব করেছে। তারা এক

مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ

মুন্কারাম্ মিনাল ক্বাওলি ওয়াযূরা- ; ওয়া ইন্নাল্লা-হা লা'আফুওউন্ গাফূর। ৩। ওয়াল্লাযীনা ইউজা-হিরূনা মিন্
অযৌক্তিক এবং মিথ্যা কথাই বলে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৩) যে ব্যক্তি তার নিজ স্ত্রীর সাথে যিহার করে,

نِّسَاۗىِٕهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاۗسَّا ۭ ذٰلِكُمْ

নিসা—ইহিম ছুম্মা ইয়া'উদূনা লিমা- ক্বা-লূ ফাতাহ্রীরু রাক্বাবাতিম্ মিন্ ক্বাব্লি আই ইয়াতামা—স্সা- ; যা-লিকুম
অতঃপর যা বলেছিল তা থেকে প্রত্যাহার করে, তবে তাদের কাজ হল, একটি ক্রীতদাস আজাদ করে দিবে, পরস্পরে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বেই;

تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٤﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

তূ'আজূনা বিহী ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা খাবীর। ৪। ফামাল্ লাম্ ইয়াজ্বিদ্ ফাস্বিয়া-মু শাহ্রাইনি
এর দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন। (৪) যে এ কাজ করার ক্ষমতা রাখে না, তবে সে যেন

مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاۗسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۭ ذٰلِكَ

মুতাতা-বি'আইনি মিন ক্বাব্লি আই ইয়াতামা—স্সা- ; ফামাল্ লাম্ ইয়াস্তাতি' ফাইত্ব'আ-মু সিত্তীনা মিস্কীনান ; যা-লিকা
একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে ধারাবাহিকভাবে দু' মাস রোজা রাখে; যে তারও ক্ষমতা রাখে না, সে যেন ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খানা খাওয়ায়; এ নির্দেশ এ কারণে যে,

✪ শানে নুযূল (আঃ ১) ঃ قد سمع الله - ইসলামের পূর্বে নিয়ম ছিল যে, কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে একথা বলে যে, "তুমি আমার মা" তবে এতে সারা জীবনের জন্য সে স্ত্রী তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সে স্ত্রীগণের কোনই ব্যবস্থা ছিল না। রাসূলের (স) সময় একজন মুসলমান আওস বিন সামিত (রা) তাঁর স্ত্রী খাওলাকে, উপরোক্ত কথাই বলেছিল। স্ত্রী পেরেশান হয়ে রাসূলের (স) কাছে হাজির হন এবং ঘটনা বর্ণনা করেন। হুযুর (স) বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ বিশেষ কোন বিধান নাযিল করেননি। তবে আমার ধারণায়, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছ। এখন তোমরা কিভাবে দাম্পত্য জীবন যাপন করবে। সে মহিলা বিভিন্ন অভিযোগ এবং সমস্যার কথা তুলে ধরল এবং হুযূর (স)-এর সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল। সে মহিলা এক পর্যায়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী তালাক দেয়ার উদ্দেশ্যে একথা বলেনি। মহিলা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। অবশেষে আল্লাহর দরবারে মহিলা মুনাজাত করে, হে আল্লাহ! তুমি তোমার নবীর মাধ্যমে আমার এ সমস্যাটির সমাধান করে দাও। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (তাঃ ওসমানী)

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

লিতু'মিনূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ; ওয়া তিল্কা হুদূদুল্লা-হি ; ওয়া লিল্কা-ফিরীনা 'আযা-বুন্ আলীম।
যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। এটাই আল্লাহর নির্ধারিত সীমা (বিধান)। কাফিরদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

⑤ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

৫। ইন্নাল্লাযীনা ইউহা—দ্দূনাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ কুবিতূ কামা- কুবিতাল লাযীনা মিন্ ক্বাবলিহিম
(৫) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের অপদস্থ করা হবে, যেভাবে অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তী (বিরুদ্ধাচারী)-দেরকে।

وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ

ওয়া ক্বাদ্ আনযাল্না~আ-য়া-তিম বায়্যিনা-তিন্ ; ওয়া লিল্কা-ফিরীনা 'আযা-বুম্ মুহীন। ৬। ইয়াওমা ইয়াব্'আছুহুমুল্লা-হু
আমি অবতীর্ণ করেছি সু-স্পষ্ট আয়াতসমূহ। কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (৬) যেদিন, আল্লাহ (কিয়ামতে) তাদের সবকে ওঠাবেন সেদিন এবং

جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

জামী'আন ফাইউনাব্বিউহুম বিমা- 'আমিলূ ; আহ্স্বা-হুল্লা-হু ওয়া নাসূহু ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ্।
তাদেরকে তাদের (পৃথিবীর) কৃতকর্মের কথা জানাবেন। আল্লাহ সব কিছুর হিসাব করে রেখেছেন, যদিও তারা ভুলে গেছে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ের ওপর সাক্ষী রয়েছেন।

⑦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ

৭। আলাম্ তারা আন্নাল লা-হা ইয়া'লামু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল্ আর্দ্বি ; মা- ইয়াকূনু মিন্ নাজ্ওয়া-
(৭) (হে মানুষ!) তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে বিষয়ে আল্লাহ অবগত আছেন। কোথাও এমন তিনজন পরামর্শ হয় না

ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ

ছালা-ছাতিন ইল্লা-হুওয়া রা-বি'উহুম ওয়ালা- খাম্সাতিন ইল্লা- হুওয়া সা-দিসুহুম ওয়ালা~আদ্না- মিন্ যা-লিকা
যেখানে চতুর্থজন হিসাবে তিনি থাকেন না, এবং পাঁচজনের (পরামর্শ) হয় না, যেখানে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে (সংখ্যায়) কম হোক

وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

ওয়ালা~আক্ছারা ইল্লা- হুওয়া মা'আহুম আইনা মা- কা-নূ, ছুম্মা ইউনাব্বিউহুম বিমা- 'আমিলূ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ;
এবং বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকনা কেন, আল্লাহ তাদের সাথেই রয়েছেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মগুলো জানিয়ে দিবেন।

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑧ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ

ইন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম। ৮। আলাম তারা ইলাল্লাযীনা নুহূ 'আনিন্ নাজ্ওয়া- ছুম্মা ইয়া'উদূনা
নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। (৮) আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যে, যাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, গোপন পরামর্শ করতে, এরপরেও তারা সে (কাজ)গুলো

○ মাসআলা ঃ (ক) যেহার করা গুনাহ। কেউ কেউ বলেন, এটা গুনাহে কবীরা। (খ) যেহারকৃতা স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম নয়। যেহার করা মাত্র কাফফারা ওয়াজেব হয়, কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস কিংবা তৎভিত্তি আকর্ষণীয় কাজ হারাম। (গ) যেহার করার পর কাফফারা আদায়ের পূর্বে স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হলে কাফফারা নেই, শুধু তওবাই যথেষ্ট। (বঃ কোঃ)

○ শানে নুযূল (আঃ ৮) ঃ ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু মুসলমান দেখা মাত্র ইহুদীরা অশান্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিজেরা পরস্পর কানাঘুষা আরম্ভ করে দিত। তখন মুসলমান মনে করত, তারাই ক্ষতি সাধনের পরামর্শ করছে। হুযূর (স) ইহুদীগণকে এরূপ করতে নিষেধ করেন; কিন্তু তারা বিরত হল না। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا

লিমা- নুহূ 'আনহু ওয়া ইয়াতানা-জাওনা বিলইছমি ওয়াল 'উদ্ওয়া-নি ওয়া মা'ছিয়াতির রাসূলি, ওয়া ইযা-
পুনরায় করে, যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং তারা গোপন পরামর্শ করে, পাপ কাজের, শত্রুতার এবং রাসূলের নাফরমানীর ব্যাপারে। আর যখন তারা

جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا

জা~উকা হাইয়্যাওকা বিমা- লাম ইউহাইয়্যিকা বিহিল্লা-হু ওয়া ইয়াকূলূনা ফী~আনফুসিহিম লাওলা-
আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন বাক্য দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করে, যা দ্বারা আল্লাহ আপনাকে সম্মান জ্ঞাপন করেননি। তারা মনে মনে বলে, আমরা যা

يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑨ يَا أَيُّهَا

ইউ'আয্যিবুনাল্লা-হু বিমা- নাকূলু ; হাস্বুহুম জ্বাহান্নামু, ইয়াস্বলাওনাহা-, ফাবি'সাল মাস্বীর। ৯। ইয়া~আয়্যুহাল্
বলি, তার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে কেন শাস্তি দেন না? তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, তারা তাতে প্রবেশ করবে, কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল। (৯) হে মুমিনগণ!

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ

লাযীনা আ-মানূ~ইযা- তানা-জাইতুম ফালা-তাতানা-জ্বাও বিল্ইছমি ওয়াল্ 'উদ্ওয়া-নি ওয়া মা'ছিয়াতির রাসূলি
যখন তোমরা গোপন পরামর্শ করবে, তখন তোমরা পাপ বিষয়ক শত্রুতামূলক এবং রাসূলের নাফরমানী সম্পর্কিত কোন গোপন যুক্তি (পরামর্শ) করবে না।

وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

ওয়া তানা-জ্বাও বিল্বিররি ওয়াত্ তাক্বওয়া-; ওয়াত্তাকুল্লা-হাল লাযী~ইলাইহি তুহ্শারূন।
এবং তোমরা কল্যাণের কথা এবং পরহেজগারীর কথা বলবে এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমাদের সমবেত হতে হবে।

⑩ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا

১০। ইন্নামান্ নাজ্ওয়া- মিনাশ্ শাইত্বা-নি লিইয়াহ্যুনাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া লাইসা বিদ্বা—র্রিহিম শাইআন্
(১০) এ গোপন পরামর্শ একমাত্র শয়তানের কাজ, মুমিনগণকে পেরেশানী করার জন্য। তবে (এর দ্বারা) শয়তান

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑪ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

ইল্লা- বিইয্নিল্লা-হি ; ওয়া 'আলাল্লা-হি ফাল্ইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনূন। ১১। ইয়া~আয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ~ইযা-
আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। মুমিনগণের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। (১১) হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে,

قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ

ক্বীলা লাকুম তাফাস্সাহূ ফিল্ মাজা-লিসি ফাফ্সাহূ ইয়াফসাহিল্লা-হু লাকুম, ওয়া ইযা- ক্বীলান্
মজলিসে জায়গা (প্রশস্ত) করে বস, তখন তোমরা জায়গা করে নাও, আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন। আর যখন বলা হয়

○ টীকা (আঃ ৮) ঃ ইহুদীরা হুযূর (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে "আসসালামু আলাইকুম"-এর স্থলে "আসসামু আলাইকুম" অর্থাৎ, "আপনার মৃত্যু হোক" বলে সালাম করত। এ বাক্যটিতে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (বঃ কোঃ)

○ শানে নুযূল (আঃ ১১) ঃ এক সময়ে হুযূর (স) মসজিদের বারান্দায় অবস্থান করছিলেন, মজলিসে বহু লোক ছিল। এমন সময় কতিপয় বদরী সাহাবী আসলেন, মজলিসের লোকেরা ঘনিয়ে না বসায় তাঁদের স্থান হল না, তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন। তা দেখে হুযূর (স) নাম ধরে কয়েকজন লোককে মজলিস ত্যাগ করতে বললেন। মুনাফেকরা সুযোগ পেয়ে টিপ্পনি কাটল, তা কেমন বিচার! হুযূর (স) বললেন, যারা নিজের ভাইদের জন্য স্থান ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তাদেরকে রহম করবেন। এ সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم

শুযূ ফান্‌শুযূ ইয়ারফা'ইল্লা-হুল্ লাযীনা আ-মানূ মিন্‌কুম ওয়াল্লাযীনা উতুল্ 'ইল্‌মা
তোমরা ওঠে দাঁড়াও, তোমরা ওঠে দাঁড়াবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান রাখে এবং যাদেরকে (দ্বীন সম্পর্কিত) জ্ঞান দান করা হয়েছে,

درجت ط والله بما تعملون خبير ⑪ يايها الذين امنوا اذا ناجيتم

দ্বারাজা-তিন ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা খাবীর। ১২। ইয়া~আয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ~ইযা- না-জ্বাইতুমুর্
আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন। (১২) হে মুমিনগণ! যখন তোমরা

الرسول فقدموا بين يدى نجوىكم صدقة ط ذلك خير لكم واطهر ط

রাসূলা ফাক্বাদ্দিমূ বাইনা ইয়াদাই নাজ্বওয়া-কুম স্বাদাক্বাতান ; যা-লিকা খাইরুল্লাকুম ওয়া আত্বহারু
রাসূলের সাথে গোপনে কথা বলতে ইচ্ছা কর, তখন কথা বলার পূর্বে সদকা কর, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং পবিত্রতর,

فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم ⑫ ءاشفقتم ان تقدموا بين يدى

ফাইল্ লাম তাজ্বিদূ ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম। ১৩। আ আশ্‌ফাক্বতুম আন্ তুক্বাদ্দিমূ বাইনা ইয়াদাই
যদি তোমরা তাতে অপারগ হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল (ও) দয়াবান। (১৩) তোমরা কি ভয় পাচ্ছ, (রাসূলের সাথে) পরামর্শের পূর্বে সদকা করতে?

نجوىكم صدقت ط فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلوة واتوا

নাজ্বওয়া-কুম স্বাদাক্বা-তিন ; ফাইয্ লাম তাফ'আলূ ওয়া তা-বাল্লা-হু 'আলাইকুম ফাআক্বীমুস্ব স্বালা-তা ওয়া আ-তুয্
যখন তোমরা তা করতে পারলে না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন, অতএব তোমরা নামাজ কায়েম কর,

الزكوة واطيعوا الله ورسوله ط والله خبير بما تعملون ⑬ الم تر الى

যাকা-তা ওয়া আত্বী'উল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ; ওয়াল্লা-হু খাবীরুম্ বিমা-তা'মালূন। ১৪। আলাম্ তারা ইলাল
যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মগুলো ভালোভাবে জানেন। (১৪) আপনি কি

২ ع ২ রুকূ

الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ط ما هم منكم ولا منهم ويحلفون

লাযীনা তাওয়াল্লাও ক্বাওমান গাদ্বিবাল্লা-হু 'আলাইহিম ; মা- হুম মিন্‌কুম ওয়ালা- মিন্‌হুম ওয়া ইয়াহ্বলিফূনা
তাদেরকে দেখেননা, যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট? ওরা আপনাদের দলেরও নয় আর তাদের দলেও নয় এবং ওরা

على الكذب وهم يعلمون ⑭ اعد الله لهم عذابا شديدا ط انهم ساء ما

'আলাল্ কাযিবি ওয়া হুম ইয়া'লামূন। ১৫। আ'আদ্দাল্লা-হু লাহুম 'আযা-বান্ শাদীদান ; ইন্নাহুম সা—আ মা-
বুঝে-শুনে মিথ্যা শপথ করে। (১৫) আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন কঠোর শাস্তি; তাদের কৃত কাজগুলো কতইনা

○ শানে নুযূল (আঃ ১২) ঃ ইহুদী ও মুনাফেকেরা সাধারণ মুসলমানদের মনে কষ্ট প্রদানের এবং হুযূর (স)-এর নিকট নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হুযূর (স)-এর দরবারে দীর্ঘালাপ জুড়ে দিত। হুযূর (স) এটা পছন্দ করতেন না। এদিকে মুসলমানদের মনেও কষ্ট হত। আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াতটি নাযিল করে আলাপকারীদের উপর ছদকা ধার্য করে দিলেন। (বঃ কোঃ) ○ শানে নুযূল (আঃ ১৩) ঃ ছদকা ধার্য হওয়ার পর ইহুদী ও মুনাফেকরা অর্থের মমতায় হুযূর (স)-এর সাথে দীর্ঘালাপ বন্ধ করে দিল, আবার অর্থাভাবে অনেক মুসলমান অতি প্রয়োজনীয় আলাপ হতেও নিবৃত্ত রইল। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ১৩) ঃ অর্থাৎ উক্ত [illegible] রহিত করে ক্ষমা করলেন, কেননা এ ব্যবস্থা দ্বারা রাসূলুল্লাহর (স) মনে কষ্ট দেয়া বন্ধ করাই ছিল উদ্দেশ্য, আর নির্দেশের ফলে তা বন্ধ হয়েছিল। (বঃ কোঃ)

كانوا يعملون ⑮ اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب

কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৬। ইত্তাখাযূ~আইমা-নাহুম জুন্নাতান্ ফাস্বাদ্দূ 'আন সাবীলিল্লা-হি ফালাহুম 'আযা-বুম্
নিকৃষ্ট। (১৬) তারা তাদের (মিথ্যা) শপথগুলো ঢাল হিসেবে গ্রহণ করে, অতঃপর তারা বাধা দেয় আল্লাহর রাস্তা থেকে, তাদের জন্য রয়েছে

مهين ⑯ لن تغنى عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا ط اولئك

মুহীন। ১৭। লান তুগ্‌নিয়া 'আন্‌হুম আম্‌ওয়া-লুহুম ওয়ালা~আওলা-দুহুম্ মিনাল্লা-হি শাইআন ; উলা—ইকা
অপমানজনক শাস্তি। (১৭) আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনই উপকারে আসবে না। তারাই (পরকালে হবে)

اصحب النار ط هم فيها خلدون ⑰ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما

আস্বহা-বুন না-রি ; হুম ফীহা- খা-লিদূন। ১৮। ইয়াওমা ইয়াব্'আছুহুমুল্লা-হু জ্বামী'আন্ ফাইয়াহ্বলিফূনা লাহূ কামা-
জাহান্নামবাসী, যেখানে তারা চিরকাল পড়ে থাকবে। (১৮) যেদিন আল্লাহ তাদের সবকে একত্রিত করবেন, সেদিন তারা শপথ করবে তাঁর সামনে যেভাবে

يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء ط الا انهم هم الكذبون ○

ইয়াহ্বলিফূনা লাকুম ওয়া ইয়াহ্বসাবূনা আন্নাহুম 'আলা- শাইয়িন ; আলা~ইন্নাহুম- হুমুল কা-যিবূন।
তোমাদের সামনে শপথ করে, তারা ধারণা রাখে যে, তারা এর দ্বারা উপকৃত হবে। জেনে রাখ! তারাই (প্রকৃত) মিথ্যাবাদী।

⑱ استحوذ عليهم الشيطن فانسىهم ذكر الله ط اولئك حزب الشيطن ط

১৯। ইস্তাহ্বওয়াযা 'আলাইহিমুশ শাইত্বা-নু ফাআন্‌সা-হুম যিক্‌রাল্লা-হি ; উলা—ইকা হ্বিয্‌বুশ শাইত্বা-নি ;
(১৯) তাদেরকে বশীভূত করেছে শয়তান, অতঃপর তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ করা ভুলিয়ে দিয়েছে; তারা হল শয়তানের দল;

الا ان حزب الشيطن هم الخسرون ⑲ ان الذين يحادون الله ورسوله

আলা~ইন্না হ্বিয্‌বাশ শাইত্বা-নি হুমুল্ খা-সিরূন। ২০। ইন্নাল্লাযীনা ইউহ্বা—দ্দূনাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ~
নিশ্চয়ই শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত। (২০) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে অধিক অপমানিত

اولئك فى الاذلين ⑳ كتب الله لاغلبن انا ورسلى ط ان الله قوى

উলা—ইকা ফিল্ আযাল্লীন। ২১। কাতাবাল্লা-হু লা'আগ্‌লিবান্না আনা- ওয়া রুসুলী ; ইন্নাল্লা-হা ক্বাওয়িয়্যুন্
(ব্যক্তিদের) অন্তর্ভুক্ত। (২১) আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন যে, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা শক্তিশালী

عزيز ㉑ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله

'আযীয্। ২২। লা- তাজ্বিদু ক্বাওমাই ইউ'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি ইউওয়া—দ্দূনা মান হা—দ্দাল্লা-হা
ও প্রতাপশালী। (২২) আপনি (দেখতে) পাবেন না এমন লোকদেরকে, যারা বিশ্বাস রাখে আল্লাহ ও পরকাল দিবসে, যে তারা আল্লাহ

○ শানে নুযূল (আঃ ১৮) ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে নাব্তাল নামক জনৈক ইহুদী সরদার মুনাফেক ও ফাসাদী ছিল। হুযূর (স)-এর দরবারে খুব আসা-যাওয়া করত এবং নিজেদের মাঝে এসে হুযূর (স)-এর খুব নিন্দা করত। এক দিন সে হুযূর (স)-এর দরবারে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এবং অমুক অমুক ব্যক্তি আমার নিন্দা কর কেন?" সে অস্বীকার করল এবং হুযূর (স) যাদের নাম উল্লেখ করলেন তাদের সঙ্গে নিয়ে এসে মিথ্যা শপথ করতে লাগল। এ সম্পর্কে ১৪-১৭ নং পর্যন্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ২১) ঃ রাসূলগণের সম্মানের মূল কথা এটাই, এখানে নবীদের জয়ী থাকার কথা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। তৎসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা নিজেকে জড়িয়ে নবীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। অতএব, রাসূলগণ (স) সম্মানী, সুতরাং তাঁদের অনুগামীরাও সম্মানী। (বঃ কোঃ)

ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم

ওয়া রাসূলাহূ ওয়া লাও কা-নূ~আ-বা—আহুম আও আব্না—আহুম আও ইখ্ওয়া-নাহুম আও 'আশীরাতাহুম ;
ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে, যদিও হোকনা এই বিরুদ্ধচারীরা, তাদের পিতা অথবা তাদের সন্তান-সন্ততি অথবা তাদের ভাই, বা তাদের গোত্রীয় লোক।

اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم

উলা—ইকা কাতাবা ফী কুলূবিহিমুল্ ঈমা-না ওয়া আইয়্যাদাহুম্ বিরূহিম মিন্হু ; ওয়া ইউদ্খিলুহুম
এসব ব্যক্তিদের অন্তরে আল্লাহ ঈমানকে মজবুত করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে সাহায্য করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে, রূহ (হিদায়াত) দ্বারা এবং

جنت تجري من تحتها الانهر خلدين فيها رضي الله عنهم

জ্বান্না-তিন তাজ্বরী মিন তাহ্বতিহাল আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা- ; রাদ্বিআল্লা-হু 'আন্হুম
তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তারা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে; আল্লাহ তাদের

ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون ○

ওয়া রাদ্বূ 'আন্হু ; উলা—ইকা হ্বিয্বুল্লা-হি ; আলা~ইন্না হ্বিয্বাল্লা-হি হুমুল মুফ্লিহূন।
প্রতি খুশী থাকবেন তারাও আল্লাহর (খুশীতে) আনন্দিত। আর এরাই হচ্ছে, আল্লাহর দল, নিশ্চয়ই আল্লাহর দল সফল হবেই।

রুকূ ৩

সূরা হাশর মাদানী	بسم الله الرحمن الرحيم বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ২৪ রুকূ ঃ ৩

① سبح لله ما في السموت وما في الارض وهو العزيز الحكيم ② هو

১। সাব্বাহ্বা লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল আরদ্বি, ওয়া হুওয়াল 'আযীযুল হ্বাকীম। ২। হুওয়াল
(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব (সৃষ্টি)-ই আল্লাহর তাসবীহ (পবিত্রতা) বর্ণনা করে, তিনি (আল্লাহ) মহা প্রভাবশালী এবং বিজ্ঞ। (২) তিনিই

الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتب من ديارهم لاول الحشر

লাযী~আখ্রাজাল্ লাযীনা কাফারূ মিন্ আহ্লিল কিতা-বি মিন্ দিয়া-রিহিম লিআওয়্যালিল্ হ্বাশ্রি ;
মহান (আল্লাহ), যিনি কিতাবীগণের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে তাদের বসবাসের স্থান হতে প্রথম বারই জড়ো করে, বের করে দিয়েছিলেন।

ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتهم الله

মা- জানান্তুম আই ইয়াখ্রুজূ ওয়া জান্নূ~আন্নাহুম্ মা- নি'আতুহুম হুছূনুহুম্ মিনাল্লা-হি ফাআতা-হুমুল্লা-হু
তোমরা ধারণা করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের দুর্গ তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করবে, কিন্তু তাদের ওপর আল্লাহর

○ শানে নুযূল (আঃ ২) ঃ উমর ইবনে উমাইয়া যামেরী নামক জনৈক সাহাবী কর্তৃক দুইজন যিম্মী নিহত হয়েছিল। তাদের হত্যার পণ আদায়ের জন্য চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চতুর্থ হিজরীতে হুযূর (স) স্বয়ং মুসলমানদের সাথে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ বনু নযীর গোত্রের নিকট গেলেন। তারা চাঁদা দানের আশ্বাস দিয়ে হুযূর (স)-কে এক ঘরের ছায়ায় বসাল এবং উক্ত ঘরের ছাদের উপর হতে পাথর ফেলে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। হুযূর (স) ওহী দ্বারা তা অবগত হয়ে তথা হতে চলে আসলেন। অতঃপর সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করলেন। তারা দুর্গে আশ্রয় নিল। হুযূর (স) দুর্গ বেষ্টন করে রাখলেন। অবশেষে তারা দেশান্তরিত হওয়ার প্রতিশ্রুতিতে অব্যাহতি পেয়ে সিরিয়া খায়বর ইত্যাদি স্থানের দিকে চলে গেল। এ আয়াতগুলো তাদের সম্বন্ধেই নাযিল হয়েছে। (বঃ কোঃ)

من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم

মিন্ হাইছু লাম ইয়াহ্তাসিবূ ওয়া ক্বাযাফা ফী কুলূবিহিমুর রু'বা ইউখ্রিবূনা বুইয়ূতাহুম
শাস্তি এমন স্থান হতে এসে পড়ল, যা তারা কল্পনাও করেনি। তা (শাস্তি) তাদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। তারা বিধ্বংস করল তাদের আবাসস্থলগুলো

بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ③ ولولا ان كتب

বিআইদীহিম ওয়া আইদিল মু'মিনীনা, ফা'তাবিরূ ইয়া~উলিল আব্স্বা-র। ৩। ওয়া লাওলা ~আন্ কাতাবাল
তাদের নিজ হাতে এবং মুমিনগণের হাতেও। সুতরাং হে দৃষ্টিমান লোকেরা! (এর থেকে) তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৩) যদি আল্লাহ তাদের

الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب النار ○

লা-হু 'আলাইহিমুল জ্বালা—আ লা'আয্যাবাহুম ফিদ্দুনইয়া-; ওয়া লাহুম ফিল্ আ-খিরাতি 'আযা-বুন না-র।
ব্যাপারে নির্বাসনকে নির্ধারণ না করতেন, তবে অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতেই অন্য শাস্তি দিতেন এবং পরকালে রয়েছে তাদের জন্য অগ্নির শাস্তি।

④ ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد

৪। যা-লিকা বিআন্নাহুম শা—ক্বকুল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ, ওয়া মাই ইউশা—ক্বক্বিল্লা-হা ফাইন্নাল্লা-হা শাদীদুল
(৪) এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং যে আল্লাহর বিরোধিতা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে

العقاب ⑤ ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله

'ইক্বা-ব। ৫। মা- ক্বাত্বা'তুম্ মিল্ লীনাতিন্ আও তারাক্তুমূহা- ক্বা—ইমাতান 'আলা~উস্বূলিহা- ফাবিইয্নিল লা-হি
খুবই কঠোর। (৫) তোমরা যে খেজুর বৃক্ষ (গুলো) কেটেছ, অথবা যা তার শিকড়ের ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে এসেছ, তা আল্লাহর আদেশেই হয়েছে, এটা

وليخزي الفسقين ⑥ وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه

ওয়া লিইউখ্যিয়াল ফা-সিক্বীন। ৬। ওয়ামা~আফা—আল্লা-হু 'আলা- রাসূলিহী মিন্হুম ফামা~আওজ্বাফ্তুম 'আলাইহি
এজন্য যে, আল্লাহ পাপিষ্ঠদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। (৬) আর তাদের থেকে যে মালামাল আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হস্তগত করিয়েছেন, সেজন্য তোমরা তাদের ওপর

من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء

মিন খাইলিঁও ওয়ালা- রিকা-বিঁও ওয়ালা- কিন্নাল্লা-হা ইউসাল্লিত্বু রুসুলাহূ 'আলা- মাই ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন
(যুদ্ধের জন্য) কোন ঘোড়া বা উষ্ট্র ছুটাওনি, কিন্তু আল্লাহ্ ক্ষমতা প্রদান করেন তাঁর রাসূলকে যার ওপর ইচ্ছা, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহা

قدير ⑦ ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي

ক্বাদীর। ৭। মা~আফা—আল্লা-হু 'আলা- রাসূলিহী মিন আহ্লিল কুরা- ফালিল্লা-হি ওয়া লির্রাসূলি ওয়া লিযিল
ক্ষমতাবান। (৭) আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জনপদবাসীদের থেকে যে মালামাল দিয়েছেন, তা আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য,

○ শানে নুযূল (আঃ ৫) ঃ বনু নযীর গোত্রের দুর্গ অবরোধ কালে তাদের আত্মসমর্পণের জন্য তাদের বাগানগুলো নষ্ট করার অনুমতি থাকলেও কোন কোন মুসলমান এই মনে করে বাগান নষ্ট করেনি যে, এটা মুসলমানদেরই হবে। আর কেউ কেউ ইহুদীদের মনে কষ্ট দেওয়ার জন্য কাটিয়েছিল। এই আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন ঃ উভয় দলের কার্যই সঠিক ছিল। (বঃ কোঃ)

○ শানে নুযূল (আঃ ৭) ঃ খায়বর বিজয়ের পর "ফদক" নামক যমীনটি এবং বনু নযীরের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হুযূর (স) নিজ অধিকারে রাখলে কেউ কেউ বলল, "যমীনটি বন্টন হল না কেন?" তখন এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ

ক্বুরবা- ওয়াল ইয়াতা-মা- ওয়াল মাসা-কীনি ওয়াব্‌নিস্ সাবীলি কাই লা- ইয়াকূনা দূলাতাম্ বাইনাল্
(রাসূলের) আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতীম ও মিসকীনের জন্য এবং মুসাফিরের জন্য, এটা এজন্য করেছেন যে, যাতে তোমাদের বিত্তবানদের হাতেই

الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

আগ্‌নিয়া—ই মিন্‌কুম ; ওয়ামা~আ-তা-কুমুর রাসূলু ফাখুযূহু, ওয়ামা- নাহা-কুম 'আন্‌হু ফান্তাহূ,
এ মালগুলো ঘূর্ণায়মান না হয়; এবং তোমাদেরকে যা প্রদান করে রাসূল, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করে তা বর্জন কর,

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ﴿۷﴾ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا

ওয়াত্তাক্বুল্লা-হা ; ইন্নাল্লা-হা শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব্। ৮। লিল ফুক্বারা—ইল্ মুহা-জ্বিরীনাল লাযীনা উখরিজু
আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন। (৮) এ (প্রাপ্ত) মালামাল, সে দেশত্যাগী গরীবদের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি

مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ

মিন্ দিয়া-রিহিম ওয়া আমওয়া-লিহিম ইয়াব্‌তাগূনা ফাদ্বলাম্ মিনাল্লা-হি ওয়া রিদ্বওয়া-নাও ওয়া ইয়ান্‌স্বুরূনাল্লা-হা
এবং নিজেদের ধনসম্পদ হতে বিতাড়িত হয়েছে। তারা আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি কামনা করে, এবং আল্লাহ

وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ﴿۸﴾ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ

ওয়া রাসূলাহূ ; উলা—ইকা হুমুস্ব স্বা-দিক্বূন। ৯। ওয়াল্লাযীনা তাবাওয়্যাউদ্ দা-রা ওয়াল্ ঈমা-না
ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। এরাইতো সত্যবাদী। (৯) আর যারা এ শহরে নিবাসী হয়েছে এবং ঈমান এনেছে মুহাজিরগণের

مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً

মিন্ ক্বাব্‌লিহিম ইউহ্বিব্বূনা মান্ হা-জ্বারা ইলাইহিম ওয়ালা- ইয়াজ্বিদূনা ফী স্বুদূরিহিম হা-জ্বাতাম্
আগমনের পূর্বেই তারা তাদের কাছে আগত মুহাজিরগণকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরগণকে যা দেয়া হয় তার জন্য তাদের অন্তরে কোন

مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۫ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ

মিম্মা~উতূ ওয়া ইউ'ছিরূনা 'আলা~আন্‌ফুসিহিম ওয়ালাও কা-না বিহিম খাস্বা-স্বাতুন ; ওয়া মাই ইউক্বা শুহ্হা
কামনা থাকে না, এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের চেয়েও প্রাধান্য দেয়, তারা অভাবী থাকা সত্ত্বেও। আর যে কার্পণ্য হতে

نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ﴿۹﴾ وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ

নাফ্‌সিহী ফাউলা—ইকা হুমুল মুফ্‌লিহূন। ১০। ওয়াল্লাযীনা জ্বা—উ মিম্ বা'দিহিম ইয়াকূলূনা
নিজেদেরকে বাঁচিয়েছে, তারাই ভাগ্যবান। (১০) যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا

রাব্বানাগ্ ফির্‌লানা- ওয়া লিইখ্‌ওয়া-নিনাল্ লাযীনা সাবাকূনা- বিল্‌ঈমা-নি ওয়ালা- তাজ্ব'আল্ ফী কুলূবিনা- গিল্লাল
প্রতিপালক! মাফ কর আমাদেরকে এবং আমাদের সে সব ভাইদেরকে, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে মুমিনগণের ব্যাপারে,

১ ৪০ ৪ রুকূ' ৩ এক চতুর্থাংশ

لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا

লিল্লাযীনা আ-মানূ রাব্বানা~ইন্নাকা রাউফুর রাহ্বীম। ১১। আলাম তারা ইলাল্লাযীনা না-ফাকূ
শত্রুতার সৃষ্টি করনা, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি দয়াময়, মেহেরবান। (১১) আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি, যারা তাদের কিতাবধারী

يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ

ইয়াকূলূনা লিইখ্‌ওয়া-নিহিমুল্ লাযীনা কাফারূ মিন আহ্‌লিল কিতা-বি লাইন উখ্‌রিজ্বতুম লানাখ্‌রুজ্বান্না
কাফির ভাইদেরকে বলে, যদি তোমরা (দেশ থেকে) বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হব এবং তোমাদের

مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ

মা'আকুম ওয়ালা- নুত্বী'উ ফীকুম আহ্বাদান্ আবাদাওঁ ওয়া ইন্ ক্বূতিলতুম লানান্‌স্বুরান্নাকুম ; ওয়াল্লা-হু ইয়াশ্‌হাদু
ব্যাপারে আমরা কখনও কারো কথা মানবনা। আর যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হয় তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাহায্য করব; আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন

اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۱﴾ لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا

ইন্নাহুম লাকা-যিবূন। ১২। লাইন্ উখ্‌রিজ্বূ লা- ইয়াখ্‌রুজ্বূনা মা'আহুম, ওয়া লাইন ক্বূতিলূ
যে, নিশ্চয়ই ওরা মিথ্যাবাদী। (১২) যদি তারা বহিষ্কৃত হয় তবে ওরা (মুনাফিকরা) তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না এবং তাদের সাথে যদি যুদ্ধ করা

لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۲﴾ لَاَنْتُمْ

লা- ইয়ান্‌স্বুরূনাহুম, ওয়া লাইন নাস্বারূহুম লাইউওয়াল্‌লুন্নাল্ আদ্‌বা-রা, ছুম্মা লা- ইউনস্বারূন। ১৩। লাআন্‌তুম
হয়, তবে ওরা সাহায্যও করবে না এবং যদি সাহায্যের জন্য এগিয়েও আসে, তবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভেগে যাবে, তারা কোন সাহায্যই পাবে না। (১৩) অবশ্য তাদের

اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿۱۳﴾ لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ

আশাদ্দু রাহ্‌বাতান ফী স্বুদূরিহিম মিনাল লা-হি ; যা-লিকা বিআন্নাহুম ক্বাওমুল্ লা-ইয়াফ্‌ক্বাহূন। ১৪। লা-ইউক্বা-তিলূনাকুম
অন্তরে তোমাদের ভয় আল্লাহর ভয়ের চেয়েও বেশি। আর এটার কারণ এ যে, তারা এক অবুঝ (মূর্খ) সম্প্রদায়। (১৪) তারা তোমাদের

جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ

জ্বামী'আন ইল্লা- ফী কুরাম মুহ্বাস্বস্বানাতিন আও মিও ওয়ারা—ই জুদুরিন ; বা'সুহুম বাইনাহুম শাদীদুন ;
সাথে একত্রিত হয়ে কখনও যুদ্ধ করতে পারবে না, শুধু সুরক্ষিত (মজবুত) জনপদ অথবা প্রাচীরের আড়াল ব্যতীত তাদের নিজেদের মধ্যেই তীব্রতর যুদ্ধ।

تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۴﴾ كَمَثَلِ

তাহ্বসাবুহুম জ্বামী'আওঁ ওয়া ক্বুলূবুহুম শাত্তা- ; যা-লিকা বিআন্নাহুম ক্বাওমুল লা- ইয়া'ক্বিলূন। ১৫। কামাছালিল্
আপনি তাদেরকে ধারণা করেন যে, তারা একত্রিত। কিন্তু তাদের অন্তরগুলোর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। এর কারণ, তারা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। (১৫) তাদের দৃষ্টান্ত

○ শানে নুযূল (আঃ ১১) ঃ হুযূর (স) বনু নযীরকে বলে পাঠালেন, তোমরা সন্ধি ভঙ্গ করেছ, দশ দিনের মধ্যে দেশ ত্যাগ কর, অন্যথায় হত্যা করা হবে। তারা দেশ ত্যাগে প্রস্তুত হয়ে গেল। মুনাফেকরা তাদেরকে বলে পাঠাল, তোমরা যেও না, আমরা দুই হাজার লোক তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। ইহুদীরা এই আশ্বাস পেয়ে হুযূর (স)-কে বলে পাঠালো, আমরা দেশ ত্যাগ করব না, আপনি যা পারেন করুন। হুযূর (স) সাহাবীদেরকে নিয়ে তাদের ওপর চড়াও হলেন। তারা দুর্গে আশ্রয় নিল। হুযূর (স) তাদের বেষ্টন করে তাদের বাগানগুলো পুড়িয়ে দিলেন, অগত্যা তারা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হল। মুনাফেকরা আত্মগোপন করে রইল, তাদের সাহায্যার্থে কোন মুনাফেকই অগ্রসর হল না। এ আয়াতগুলোতে তাই বর্ণিত হয়েছে। (বঃ কোঃ)

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٦﴾ كَمَثَلِ

লাযীনা মিন ক্বাবলিহিম ক্বারীবান যা-ক্বূ ওয়া বা-লা আমরিহিম, ওয়া লাহুম 'আযা-বুন আলীম। ১৬। কামাছালিশ্
তারা, যারা তাদের ঠিক পূর্বক্ষণে তাদের নিজ কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৬) তাদের (মুনাফিকদের)

الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكَ اِنِّيْ

শাইত্বা-নি ইয্ ক্বা-লা লিল্ ইন্সা-নিক্ফুর, ফালাম্মা- কাফারা ক্বা-লা ইন্নী বারী—উম মিন্কা ইন্নী~
দৃষ্টান্ত শয়তান যখন সে মানুষকে বলে তুমি কুফরী কর, অতঃপর যখন সে কুফরী করে, তখন সে (শয়তান) বলে, আমি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন, নিশ্চয়ই আমি

اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٧﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ

আখা-ফুল্লা-হা রাব্বাল 'আ-লামীন। ১৭। ফাকা-না 'আ-ক্বিবাতাহুমা~আন্নাহুমা- ফিন্ না-রি খা-লিদাইনি
আল্লাহকে ভয় করি, যিনি সারাজাহানের প্রতিপালক। (১৭) ফলে উভয়ের পরিণাম (শাস্তি) হবে জাহান্নাম, যেখানে তারা চিরদিন পড়ে

فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ

ফীহা-; ওয়া যা-লিকা জ়াযা—উজ জা-লিমীন। ১৮। ইয়া~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্ তাক্বুল্লা-হা ওয়াল্তান্জুর নাফ্সুম
থাকবে; এবং পাপিষ্ঠদের প্রতিফল এটাই। (১৮) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সবার চিন্তা করে দেখা উচিত যে, সে আগামী দিনের (কিয়ামতের)

৯ ২ ৫ রুকূ

مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا

মা- ক্বাদ্দামাত্ লিগাদিন, ওয়াত্ তাক্বুল্লা-হা ; ইন্নাল্লা-হা খাবীরুম বিমা- তা'মালূন। ১৯। ওয়ালা- তাকূনূ
জন্য কি পাঠিয়েছে; আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে খুবই অবগত। (১৯) তোমরা সে সব লোকদের

كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٢٠﴾ لَا يَسْتَوِيْٓ

কাল্লাযীনা নাসুল্লা-হা ফাআন্সা-হুম আন্ফুসাহুম ; উলা—ইকা হুমুল ফা-সিক্বূন। ২০। লা- ইয়াস্তাওয়ী~
মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলেছে, ফলে আল্লাহ ও তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পর্কে ভুলিয়ে দিয়েছেন; আর এরাই হল পাপিষ্ঠ। (২০) কখনই

اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢١﴾ لَوْ اَنْزَلْنَا

আস্বহা-বুন্ না-রি ওয়া আস্বহা-বুল্ জান্নাতি ; আস্বহা-বুল জান্নাতি হুমুল ফা—ইযূন। ২১। লাও আন্যাল্না-
সমান নহে জাহান্নামবাসী এবং জান্নাতবাসী। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (২১) আমি যদি

هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ

হা-যাল্ কুরআ-না 'আলা- জাবালিল্ লারাআইতাহূ খা-শি'আম্ মুতাস্বাদ্দি'আম্ মিন্ খাশইয়াতিল্লা-হি ; ওয়া তিল্কাল্
এ কু'আন অবতীর্ণ করতাম পাহাড়ের ওপর, তবে আপনি দেখতেন যে, আল্লাহর ভয়ে পাহাড় বিনয়ী হয়ে ফেটে যেত এবং এ

○ টীকা। (আঃ ১৫) ঃ অর্থাৎ, বনু নযীর গোত্রের ইহুদীদের দৃষ্টান্ত তাদের পূর্ববর্তী 'বনু কাইনুকা' গোত্রের ইহুদীদের ন্যায়। কেননা, উভয় গোত্রই পৃথিবীতেও অপদস্থ হয়েছে এবং পরলোকেও যন্ত্রণাময় শাস্তি ভোগ করবে। বনু কাইনুকার ঘটনা এরূপ ঃ বদরের যুদ্ধের পরে তারা সন্ধি ভঙ্গ করে হুযূর (স)-এর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং পরাজিত হয়ে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়েছিল। অতঃপর তারা ফিলিস্তীনের দিকে নির্বাসিত হয়েছিল। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ১৬) ঃ আর মুনাফেকদের দৃষ্টান্ত শয়তানের ন্যায়। শয়তান যেমন মানুষকে প্ররোচিত করে, কিন্তু যথাসময়ে তারা কোন কাজে আসে না, তদ্রূপ মুনাফেকরাও প্রথমে বনু নযীর গোত্রকে কুপরামর্শ দিল, কিন্তু কাজের সময় তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। পরিণামে উভয়ে বিপদে পতিত হল। (বঃ কোঃ)

الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

আম্ছা-লু নাদ্বরিবুহা- লিন্না-সি লা'আল্লাহুম ইয়াতাফাক্কারূন। ২২। হুওয়াল্লা-হুল্ লাযী লা~ইলা-হা ইল্লা-
দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য প্রকাশ করি, যাতে তারা চিন্তা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ

هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ

হুওয়া, 'আ-লিমুল্ গাইবি ওয়াশ্শাহা-দাতি, হুওয়ার্ রাহ্মা-নুর্ রাহীম। ২৩। হুওয়াল্লা-হুল্ লাযী লা~ইলা-হা
নেই, তিনি অদৃশ্য (বস্তু) ও প্রকাশ্য (বস্তুর) জ্ঞানী। তিনি করুণাময়, দয়ালু। (২৩) তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনিই

اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ

ইল্লা- হুওয়া, আল্মালিকুল্ কুদ্দূসুস্ সালা-মুল্ মু'মিনুল মুহাইমিনুল্ 'আযীযুল্ জাব্বা-রুল্ মুতাকাব্বিরু ;
বাদশাহ, তিনিই (সব ত্রুটি হতে) পবিত্র, তিনিই শান্তি দাতা, তিনিই নিরাপত্তা প্রদানকারী, তিনিই রক্ষক। তিনিই মহা প্রভাবশালী, তিনিই শক্তিশালী, তিনি মর্যাদাবান।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ

সুব্হা-নাল্লাহি 'আম্মা- ইউশ্রিকূন। ২৪। হুওয়াল্লা-হুল্ খা-লিকুল্ বা-রিউল্ মুস্বাওয়্যিরু লাহুল্ আস্মা—উল
তিনি অতি পবিত্র, তারা (অবিশ্বাসীরা) যা শরীক করে, তা থেকে। (২৪) তিনিই আল্লাহ স্রষ্টা, সু-গঠনকারী, আকৃতি গঠনকারী। সুন্দর নামগুলো

الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

হুস্না-; ইউসাব্বিহু লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি, ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম।
তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সবই তাঁর তাসবীহ (পবিত্রতা) বর্ণনা করে। তিনিই মহা প্রভাবশালী মহাবিজ্ঞ।

৩ ৫৭ ৬ রুকূ

সূরা মুমতাহিনা
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১৩
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ

১। ইয়া~আয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা- তাত্তাখিযূ 'আদুওয়্যী ওয়া 'আদুওয়্যাকুম আওলিয়া—আ তুলকূনা ইলাইহিম্
(১) হে মুমিনগণ! আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করনা, তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের জন্য প্রস্তাব পাঠাচ্ছ,

بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ

বিল্মাওয়াদ্দাতি ওয়া ক্বাদ্ কাফারূ বিমা- জ্বা—আকুম মিনাল্ হাক্কি ; ইউখ্রিজূনার রাসূলা ওয়া ইয়্যা-কুম
অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য কুরআন এসে পৌঁছেছে, তা তারা অস্বীকার করেছে। রাসূলকে এবং তোমাদেরকে, (দেশ থেকে) বের করে দিয়েছে, কারণ,

○ টীকা (আঃ ১) ঃ এ আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা এই যে, যখন রাসূল (স) মক্কা আক্রমণের সিদ্ধান্ত করেন, তখন হাতেব নামক ইয়ামনবাসী জনৈক সাহাবী, মক্কাবাসীগণের নামে তৎসম্পর্কে এক পত্র লিখে জনৈক বৃদ্ধার মারফত তা পৌঁছাতে চেষ্টা করেন। বৃদ্ধা রওয়ানা হলে রাসূল (স) অহীর দ্বারা তা জ্ঞাত হন ও পত্রখানা উদ্ধারের জন্য হযরত আলীকে প্রেরণ করেন। তিনি বৃদ্ধার নিকট হতে তা উদ্ধার করে আনেন। তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে হাতেব বললেন যে, তা তাঁরই লিখিত। তবে ইসলামের শত্রুতার উদ্দেশ্যে তা লিখিত হয়নি, বরং লিখিত হয়েছে স্বীয় পরিবারের নিরাপত্তার জন্যই। কারণ তিনি ইয়ামনের লোক কিন্তু তাঁর পরিবারবর্গ মক্কায়; তথায় তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। এ পত্রখানা পেলে মক্কাবাসীগণ কৃতজ্ঞতাবশে তাঁর পরিবারবর্গকে হয়ত রক্ষা করবে; পক্ষান্তরে ইসলাম তো বিজয়ী হবেই- এটাই ছিল তাঁর সুনিশ্চিত ধারণা। এতে হযরত ওমর (রা) সন্তুষ্ট হতে পারলেন না; তিনি হাতেবকে হত্যার অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, "হাতেব বদর যোদ্ধা। আল্লাহ বদরের যোদ্ধাগণকে মাফ করেছেন।" (বঃ কোঃ)

أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ

আন্ তু'মিনূ বিল্লা-হি রাব্বিকুম ; ইন্ কুন্তুম খারাজ্তুম জিহা-দান্ ফী- সাবীলী ওয়াব্ তিগা—আ
তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। যদি তোমরা আমার রাস্তায় বের হয়ে থাক, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এবং আমার

مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ

মারদ্বা-তী, তুসির্রূনা ইলাইহিম বিল্মাওয়াদ্দাতি ওয়া আনা 'আলামু বিমা~আখ্ফাইতুম ওয়ামা~আ'লান্তুম ;
সন্তুষ্টি কামনায়, তবে কেন গোপনে তাদের প্রতি বন্ধুত্বের প্রস্তাব পাঠাচ্ছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর সব কিছুই আমি জানি।

وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝٢ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ

ওয়া মাই ইয়াফ্'আল্হু মিন্কুম ফাক্বাদ্ দ্বাল্লা সাওয়া—আস্ সাবীল। ২। ইঁ ইয়াছ্কাফূকুম ইয়াকূনূ লাকুম
যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে এ ধরনের কাজ করবে, তবে সে সঠিক (সত্য) পথ হতে বিভ্রান্ত হয়। (২) যদি তারা তোমাদের নাগাল পায়, তবে

أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۝

আ'দা—আওঁ ওয়া ইয়াব্সুত্বূ~ইলাইকুম আইদিয়াহুম ওয়া আল্সিনাতাহুম বিস্সূ—ই ওয়া ওয়াদ্দূ লাও তাক্ফুরূন।
তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং তাদের হাত এবং তাদের কথা দ্বারা তোমাদের ওপর নিপীড়ন চালাবে এবং কামনা করবে যে, তোমরাও কাফির হয়ে যাও।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ

৩। লান্ তান্ফা'আকুম আরহ্বা-মুকুম ওয়ালা~আওলা-দুকুম, ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি, ইয়াফ্স্বিলু বাইনাকুম ; ওয়াল্লা-হু
(৩) তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোনই উপকারে আসবে না, আল্লাহ তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবেন, তোমরা

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٣ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۚ

বিমা- তা'মালূনা বাস্বীর। ৪। ক্বাদ্ কা-নাত্ লাকুম উস্ওয়াতুন হ্বাসানাতুন্ ফী~ইব্রা-হীমা ওয়াল্লাযীনা মা'আহূ,
যা কর তিনি তা দেখেন। (৪) ইব্রাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য (অনুকরণীয়) উত্তম নমুনা, যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলল,

إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ

ইয ক্বা-লূ লিক্বাওমিহিম ইন্না- বুরাআ—উ মিন্কুম ওয়া মিম্মা-তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি, কাফার্না- বিকুম
আমরা তোমাদের এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদাত কর তার থেকে বিচ্ছিন্ন (তাদের সাথে কোনই সম্পর্ক নেই)। আমরা তোমাদের অস্বীকারকারী,

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

ওয়া বাদা- বাইনানা- ওয়া বাইনাকুমুল 'আদা-ওয়াতু ওয়াল্ বাগ্দা—উ আবাদান্ হ্বাত্তা- তু'মিনূ বিল্লা-হি ওয়াহ্বদাহূ~
আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে স্থায়ীভাবে স্পষ্ট হয়ে গেল শত্রুতা এবং বিদ্বেষ, যে পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আন।

إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ

ইল্লা- ক্বাওলা ইব্রা-হীমা লিআবীহি লাআস্তাগ্ফিরান্না লাকা ওয়ামা~আম্লিকু লাকা মিনাল্লা-হি মিন্ শাইইন ;
কিন্তু ইব্রাহীমের কথা, তাঁর পিতা সম্পর্কে এভাবে ছিল যে, "আমি অবশ্যই তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। আর তোমার ব্যাপারে, আল্লাহর সামনে আমি কোনই ক্ষমতা রাখি না।

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝٤ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً

রাব্বানা-'আলাইকা তাওয়াক্কালনা- ওয়া ইলাইকা আনাব্না- ওয়া ইলাইকাল্ মাছীর। ৫। রাব্বানা- লা- তাজ্'আল্না- ফিত্নাতাল
হে আমার রব! আমি তো তোমার ওপরই ভরসা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি এবং তোমার দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন। (৫) হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে

لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٥ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ

লিল্লাযীনা কাফারূ ওয়াগ্ফির্লানা- রাব্বানা-, ইন্নাকা আন্তাল 'আযীযুল হ্বাকীম। ৬। লাক্বাদ্ কা-না লাকুম
কাফিরদের মোকাবেলায় পরীক্ষা কর না, আমাদেরকে ক্ষমা কর, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি মহাশক্তিশালী বিজ্ঞ। (৬) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য

فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ

ফীহিম উসওয়াতুন হ্বাসানাতুল লিমান কা-না ইয়ার্জুল্লা-হা ওয়াল্ ইয়াওমাল্ আ-খিরা ; ওয়া মাই ইয়াতাওয়াল্লা ফাইন্নাল্লা-হা
তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকালের (দর্শনের) আশা রাখ, আর যে প্রত্যাখ্যান করবে, (সে জেনে রাখুন) নিশ্চয়ই আল্লাহ

هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝٦ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ

হুওয়াল গানিয়্যুল্ হ্বামীদ্। ৭। 'আসাল্লা-হু আইঁ ইয়াজ্'আলা বাইনাকুম ওয়া বাইনাল্ লাযীনা 'আ-দাইতুম্;
অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (৭) হয়তো আল্লাহ তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের শত্রুদের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন,

مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٧ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ

মিন্হুম্ মাওয়াদ্দাতান ; ওয়াল্লা-হু ক্বাদীরুন ; ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহ্বীম। ৮। লা- ইয়ান্হা-কুমুল্লা-হু 'আনিল্ লাযীনা
আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম। আল্লাহ ক্ষমাশীল (ও) দয়ালু। (৮) যারা তোমাদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেনি

لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ

লাম ইউক্বা-তিলূকুম ফিদ্ দীনি ওয়া লাম্ ইউখ্রিজূকুম্ মিন্ দিয়া-রিকুম আন্ তাবার্রূহুম
এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করেও দেয়নি, তাদের প্রতি উত্তম আচরণ ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে

وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٨ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ

ওয়া তুক্বসিত্বূ~ইলাইহিম ; ইন্নাল্লা-হা ইউহ্বিব্বুল মুক্বসিত্বীন। ৯। ইন্নামা- ইয়ান্হা-কুমুল্লা-হু 'আনিল্ লাযীনা
নিষেধ করেননি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন ন্যায় পরায়ণদেরকে। (৯) আল্লাহ তোমাদেরকে শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন,

قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ

ক্বা-তালূকুম ফিদ্ দীনি ওয়া আখ্রাজূকুম্ মিন্ দিয়া-রিকুম ওয়া জা-হারূ 'আলা~ইখ্রা-জিকুম আন্
যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি হতে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদের বের করার ব্যাপারে

○ টীকা (আঃ ৫) ঃ অর্থাৎ, আমার এমন অধিকার নাই যে, প্রার্থনা মঞ্জুর করে নিব। অথবা ঈমান আনয়ন না করা সত্ত্বেও তোমাকে শাস্তি হতে রক্ষা করব। মূলতঃ এ ক্ষমা প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য ছিল হেদায়াত প্রার্থনা করা। কাজেই এই হেদায়ত প্রার্থনা করার কারণেই ইবরাহীম (আ) কাফের পিতার সাথে সম্পর্ক রেখেছিলেন বলা যায় না। কেননা, হেদায়ত প্রার্থনা তো সকল কাফেরের জন্যই করা যায়। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৫) ঃ অর্থাৎ, আমাদের এ সম্পর্ক ছিন্নতার দরুন কাফেররা যেন আমাদের প্রতি অত্যাচার করতে না পারে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৭) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদেরকে মুসলমান করে দিতে পারেন, যাতে বর্তমান শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়ে যেতে পারে। ফলতঃ মক্কা বিজয়ের দিন বহু লোক স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। (বঃ কোঃ)

تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا

তাওয়াল্লাওহুম, ওয়া মাইঁ ইয়াতাওয়াল্লাহুম ফাউলা—ইকা হুমুজ্ জা-লিমূন। ১০। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইযা-
সহায়তা করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব কায়েম করে, তারাতো মহাপাপী। (১০) হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের কাছে

جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ

জ্বা—আকুমুল্ মু'মিনা-তু মুহা-জ্বিরা-তিন্ ফাম্‌তাহ্বিনূহুন্না ; আল্লা-হু আ'লামু বিঈমা-নিহিন্না, ফাইন
কোন মুমিন নারী দেশ ত্যাগ করে চলে আসে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও; আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন যদি

عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ

'আলিম্‌তুমূহুন্না মু'মিনা-তিন্ ফালা- তার্‌জ্বি'উহুন্না ইলাল্ কুফ্‌ফা-রি ; লা-হুন্না হ্বিল্‌লুল্ লাহুম ওয়ালা-হুম
বুঝ যে, সে মুমিন, তবে তাদেরকে কাফিরের নিকট ফিরিয়ে দিবে না। এ (মুমিন) নারীগণ কাফিরের জন্য বৈধ নয় এবং সে কাফিরেরাও

يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ

ইয়াহ্বিল্‌লূনা লাহুন্না ; ওয়া আ-তূহুম্ মা~আন্‌ফাক্বূ ; ওয়ালা- জুনা-হ্বা 'আলাইকুম আন্ তান্‌কিহ্বূহুন্না ইযা~
তাদের জন্য বৈধ নয়। এবং কাফিরদেরকে দিয়ে দাও তারা যা ব্যয় করেছে। তোমাদের জন্য তাদেরকে বিবাহ করা গুনাহ নয়, যদি

اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ

আ-তাইতুমূহুন্না উজূরাহুন্না; ওয়ালা- তুমসিকূ বি'ইস্বামিল্ কাওয়া-ফিরি ওয়াস্‌আলূ মা~আন্‌ফাক্বতুম
তোমরা তাদেরকে তাদের মহর দিয়ে দাও। তোমরা কাফির স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক কায়েম রেখনা। আর যা তোমরা ব্যয় করেছ তা চেয়ে নিবে

وَلْيَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

ওয়ালইয়াস্‌আলূ মা~আন্‌ফাক্বূ ; যা-লিকুম হুক্‌মুল্লা-হি ; ইয়াহ্বকুমু বাইনাকুম ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন
এবং কাফিরেরা চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহর ফয়সালা। যা তিনি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী

حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾ وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا

হ্বাকীম। ১১। ওয়া ইন্ ফা-তাকুম শাইউম্ মিন্ আয্‌ওয়া-জ্বিকুম ইলাল্ কুফ্‌ফা-রি ফা'আ-ক্বাব্‌তুম ফাআ-তুল্
প্রজ্ঞাময়। (১১) আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কাফিরের কাছে চলে যায় এবং তোমাদের যদি (প্রতিশোধ নেয়ার) সুযোগ

○ **টীকা (আঃ ১০) ঃ** হোদায়বিয়া সন্ধির একটি শর্ত ছিল এই যে, মুসলমানদের নিকট হতে কেউ কাফেরদের নিকট গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে না; পক্ষান্তরে কাফেরদের নিকট হতে কেউ মুসলমানদের কাছে আসলে তাকে ফিরায়ে দিতে হবে। কিন্তু এই শর্ত নারীদের প্রতি যে প্রযোজ্য নয়, তৎসম্পর্কে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে এতদসংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা সন্ধিশর্ত আংশিকভাবে প্রত্যাহৃত হয়েছে- ভঙ্গ করা হয় নাই। কারণ এতে প্রতিপক্ষের সম্মতি ছিল। আর প্রতিপক্ষের সম্মতি নিয়ে সন্ধির ব্যতিক্রম করলে সন্ধি ভঙ্গ হয় না। হোদায়বিয়ার সন্ধিতে মুসলমানদেরকে ফেরৎ দেয়ার একতরফা শর্ত মুসলমানদের পক্ষে প্রথমতঃ ক্ষতিকর মনে হলেও পরে দেখা গেল, তা কাফেরদের পক্ষ হতে বিপরীত হয়েছিল। কারণ ফেরৎযোগ্য মুসলমানগণ মদীনায়ও রইলেন না, মক্কায় গেলেন না- তাঁরা মাঝপথে এক জায়গায় বাস করতে লাগলেন এবং কাফেরদের চলাচলে দারুণ বিঘ্নের সৃষ্টি করলেন। এতে অতিষ্ট হয়ে কাফেরগণ হযরতের নিকট উক্ত শর্তটি প্রত্যাহারের আবেদন জানাতে বাধ্য হয়। (বুখারী)

○ **শানে নুযূল (আঃ ১১) ঃ** যখন পূর্ববর্তী আয়াতটি নাযিল হয়, তখন মুসলমানরা বলেন, আল্লাহ যেহুকুম দিয়েছেন, তাতে আমরা সকলে সন্তুষ্ট। এরপর তাঁদের মধ্যে যাদের অধীনে মুশরিক সত্রী ছিল, তাদেরকে তাঁরা ছেড়ে দেন। হযরত উমর (রা)-এর দুজন মুশরিক স্ত্রী মক্কায় ছিল। এ আয়াত নাযিল হলে তিনি তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। এরই পরপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (কুরতুবী)

الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ

লাযীনা যাহাবাত্ আয্‌ওয়া-জুহুম মিছ্‌লা মা~আন্‌ফাক্বূ ; ওয়াত্তাক্বুল্লা-হাল্ লাযী~আন্‌তুম বিহী
আসে, তবে যাদের স্ত্রী চলে গেছে, তারা যত ব্যয় করেছে তার সম-পরিমাণ তাদেরকে দিয়ে দাও। আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা

مُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ

মু'মিনূন। ১২। ইয়া~আইয়্যুহান্ নাবিইয়্যু ইযা- জ্বা—আকাল মু'মিনা-তু ইউবা-ই'নাকা 'আলা~আল্
ঈমান এনেছ। (১২) হে নবী! যখন কোন মুমিন নারী আপনার কাছে বয়াত করে, এ কথার ওপরে যে,

لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ

লা-ইউশ্‌রিক্‌না বিল্লা-হি শাইআওঁ ওয়ালা- ইয়াস্‌রিক্বনা ওয়ালা- ইয়ায্‌নীনা ওয়ালা- ইয়াক্বতুল্‌না আওলা-দাহুন্না
তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না, নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করবে না,

وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ

ওয়ালা- ইয়া'তীনা বিবুহ্‌তা-নিইঁ ইয়াফ্‌তারীনাহূ বাইনা আইদীহিন্না ওয়া আর্‌জুলিহিন্না ওয়ালা- ইয়া'স্বীনাকা
তারা নিজেদের হাতগুলো ও পাগুলোর সম্মুখে মিথ্যা অপবাদ রটাবে না এবং নেক কাজে তোমার নাফরমানী করবে না,

فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

ফী মা'রূফিন ফাবা-ই'হুন্না ওয়াস্তাগ্‌ফির লাহুন্নাল্লা-হা ; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহ্বীম।
তখন তাদের বয়াত করাবেন এবং তাদের জন্য (আল্লাহর দরবারে) ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল (ও) দয়াবান।

﴿١٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ

১৩। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাতাওয়াল্লাও ক্বাওমান্ গাদ্বিবাল্লা-হু 'আলাইহিম ক্বাদ্
(১৩) হে মুমিনগণ! তাদের সাথে বন্ধুত্ব করনা, যাদের প্রতি আল্লাহ (চরমভাবে) অসন্তুষ্ট। তারাতো

يَّئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ○

ইয়াইসূ মিনাল্ আ-খিরাতি কামা- ইয়াইসাল্ কুফ্‌ফা-রু মিন্ আস্বহ্বা-বিল কুবূর।
পরকাল সম্পর্কে এমনভাবে নিরাশ হয়েছে, যেমন কাফিরেরা কবরবাসীদের থেকে নিরাশ হয়েছে।

সূরা ছাফ
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

বিসমিল্লা-হির রাহ্বমা-নির রাহ্বীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১৪
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢﴾ يٰٓاَيُّهَا

১। সাব্বাহ্বা লিল্লা-হি মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্ আরদ্বি, ওয়া হুওয়াল 'আযীযুল হ্বাকীম। ২। ইয়া~আইয়্যুহাল্
(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর তাসবীহ বর্ণনা করে, তিনি (আল্লাহ) মহা প্রতাপশালী (ও) বিজ্ঞ। (২) হে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا

লাযীনা আ-মানূ লিমা তাক্বূলূনা মা- লা- তাফ'আলূন। ৩। কাবুরা মাক্বতান্ 'ইন্দাল্লা-হি আন্ তাক্বূলূ মা- লা-

মুমিনগণ! মুখ দিয়ে এমন কথা কেন বল, যা তোমরা (কার্যে পরিণত) করনা। (৩) আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা যা বল, তা

تَفْعَلُوْنَ ﴿٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ

তাফ'আলূন। ৪। ইন্নাল্লা-হা ইউহিব্বুল্লাযীনা ইউক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিহী স্বাফ্ফান কাআন্নাহুম্ বুন্ইয়া-নুম

তোমরা করনা। (৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সব ব্যক্তিদের ভালোবাসেন, যারা সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, সীসা নির্মিত প্রাচীরের মত, দৃঢ়তার সাথে

مَّرْصُوْصٌ ﴿٤﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ

মারস্বস্ব। ৫। ওয়া ইয্ ক্বা-লা মূসা- লিক্বাওমিহী ইয়া-ক্বাওমি লিমা তু'যূনানী ওয়া ক্বাত্ তা'লামূনা

দাঁড়িয়ে। (৫) যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ, অথচ তোমরা জান যে, আমি

اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي

আন্নী রাসূলুল্লা-হি ইলাইকুম ; ফালাম্মা- যা-গূ~আযা-গাল্লা-হু কুলূবাহুম ; ওয়াল্লা-হু লা- ইয়াহ্দিল

তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে (নবী হিসেবে) প্রেরিত। অতঃপর যখন তারা বিচ্যুত হল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোকে বিচ্যুত করে দিলেন।

الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٥﴾ وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ

ক্বাওমাল ফা-সিক্বীন। ৬। ওয়া ইয্ ক্বা-লা 'ঈসাব্নু মারইয়ামা ইয়া-বানী~ইস্রা-ঈলা ইন্নী

আল্লাহ পাপিষ্ঠদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। (৬) যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা বলল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট

رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ

রাসূলুল্লা-হি ইলাইকুম মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইয়্যা মিনাত তাওরা-তি ওয়া মুবাশ্শিরাম বিরাসূলিঁই ইয়া'তী

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। আমার পূর্বের যে তাওরাত, তার আমি সত্যায়নকারী এবং আমি একজন রাসূলের সু-সংবাদ প্রদানকারী, যিনি আগমন

مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ

মিম্ বা'দিস মুহূ~আহ্মাদু ; ফালাম্মা- জা—আহুম বিল বাইয়্যিনা-তি ক্বা-লূ হা-যা- সিহ্রুম্ মুবীন। ৭। ওয়া মান্

করবেন আমার পরে, তাঁর নাম আহমদ। যখন তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে আসল, তখন তারা বলল, এ তো প্রকাশ্য যাদু। (৭) তার চেয়ে

اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰۤى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي

আজলামু মিম্মানিফ তারা- 'আলাল্লা-হিল কাযিবা ওয়া হুওয়া ইউদ্'আ~ইলাল ইস্লা-মি ; ওয়াল্লা-হু লা- ইয়াহ্দিল্

অধিক পাপিষ্ঠ আর কে আছে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে, অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়? আল্লাহ পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সঠিক

○ টীকা (আঃ ৬) ঃ مبشرا - শব্দ দ্বারা হযরত ঈসা (আ) তাঁর শরীয়াতের শেষ সীমা বলে দিলেন, অর্থাৎ, আমার পরে 'আহ্মদ' নামক যে নবী আসবেন, তাঁর আগমন পর্যন্ত আমার শরীয়ত চালু থাকবে। শেষ নবী সম্বন্ধে হযরত ঈসা (আ)-এর বর্ণিত গুণাবলি হতে বুঝা যায়, তিনি একজন স্বতন্ত্র নবী। সুতরাং তাঁর শরীয়ত পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়তকে রহিতকারী হওয়া অবধারিত। এর উদ্দেশ্য নিজেদের উম্মতগণকে হেদায়াত করা। পাছে এমন না হয় যে, মানুষ ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান এনে পরে পরবর্তী নবীকে অবিশ্বাস করে কাফের হয়ে যায়। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৬) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহ্ যে বস্তুকে বাতেল সাব্যস্ত করেছেন, তাকে সত্য এবং যে বস্তুকে সত্য সাব্যস্ত করেছেন তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৭) ঃ এতে তাদের নিন্দনীয়তা আরও প্রকট হয়ে পড়েছে। কেননা, তারা নিজেরা তো সতর্ক হয়নি। সতর্ক করে দেয়ার পরেও সতর্কতা অবলম্বন করেনি। (বঃ কোঃ)

الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧﴾ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ

ক্বাওমাজ্ জা-লিমীন। ৮। ইউরীদূনা লিইউত্বফিউ নূরাল্লা-হি বিআফওয়া-হিহিম, ওয়াল্লা-হু মুতিম্মু নূরিহী

পথ প্রদর্শন করেন না। (৮) তারা (কাফিরেরা) আল্লাহর নূরকে ফুৎকার দিয়ে নিভাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণভাবে বিস্তার করবেন,

وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ

ওয়ালাও কারিহাল কা-ফিরূন। ৯। হুওয়াল্লাযী~আরসালা রাসূলাহূ বিল্হুদা- ওয়া দীনিল্ হাক্বক্বি লিউজ্হিরাহূ

যদিও কাফিরের কাছে তা মনঃপূত নয়। (৯) তিনিই তাঁর রাসূলকে সঠিক পথ ও সত্য দ্বীন সহ (পৃথিবীতে) প্রেরণ করেছেন,

রুকূ ৯

عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٩﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ

'আলাদ দীনি কুল্লিহী ওয়া লাও কারিহাল মুশ্রিকূন। ১০। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ হাল আদুল্লুকুম

সব ধর্মের ওপর তা বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকদের কাছে তা মনঃপূত নয়। (১০) হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা

عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ

'আলা- তিজ্বা-রাতিন্ তুন্জ্বীকুম মিন্ 'আযা-বিন আলীম। ১১। তু'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়া তুজ্বা-হিদূনা

বলে দিবনা, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (১১) তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ

ফী সাবীলিল্লা-হি বিআম্ওয়া-লিকুম ওয়া আন্ফুসিকুম ; যা-লিকুম খাইরুল লাকুম ইন্ কুনতুম তা'লামূন।

রাস্তায় জিহাদ করবে, তোমাদের ধনসম্পদ দিয়ে এবং নিজ জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝতে।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ ﴿١١﴾

১২। ইয়াগ্ফির্লাকুম যুনূবাকুম ওয়া ইউদ্খিল্কুম জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু ওয়া মাসা-কিনা

(১২) আল্লাহ তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের

طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ

ত্বাইয়্যিবাতান ফী জ্বান্না-তি 'আদ্নিন ; যা-লিকাল্ ফাওযুল্ 'আজীম। ১৩। ওয়া উখ্রা- তুহিব্বূনাহা-; নাস্বরুম্

উত্তম বাসস্থানে প্রবেশ করাবেন। এটাই (মুমিনগণের জন্য) মহাসফলতা। (১৩) আর তিনি তোমাদেরকে অন্য আরও (কিছু) দিবেন, যা

مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا

মিনাল্লা-হি ওয়া ফাত্হুন ক্বারীব ; ওয়া বাশ্শিরিল মু'মিনীন। ১৪। ইয়া~আয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ কূনূ~

তোমাদের মনঃপূত। নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় অতি আসন্ন। (এ) খোশ-খবর মুমিনগণকে শোনান। (১৪) হে মুমিনগণ! তোমরা

○ টীকা (আঃ ১০) ঃ ব্যবসায়ে মানুষ মুনাফা অর্জনের জন্য নিজের অর্থ, সময়, শ্রম, বুদ্ধি ও যোগ্যতা নিয়োগ করে থাকে। এ হিসেবে এখানে ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদকে ব্যবসায় বলা হয়েছে। মর্ম হচ্ছে– যদি এ পথে নিজেদের সবকিছু নিয়োগ কর তবে তোমরা সে লাভপ্রাপ্ত হবে যা পরে বর্ণনা করা হয়েছে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ১১) ঃ একদা রাসূল (স) জুমআর খোৎবা পাঠকালে একদল বণিক মদিনায় আগমন করতঃ বাদ্য বাজিয়ে তাদের আগমনবার্তা ঘোষণা করে। তখন সমবেত মুসল্লীদের মধ্য হতে ১২ জন ব্যতীত আর সকলে বের হয়ে পড়ে। এ ঘটনা সম্পর্কে এই আয়াতটি অবতীর্ণ। দুররে মনসুর প্রভৃতি আবু দাউদ হতে উদ্ধৃত করে বলেন, তৎকালে নামাজান্তে খুতবা হত ও সাধারণ লোক খুতবাকে গৌণ বলে মনে করত। তাই উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। (বঃ কোঃ)

أَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى اللّٰهِ ط

আন্স্বা-রাল্লা-হি কামা- ক্বা-লা 'ঈসাব্নু মারইয়ামা লিল্ হাওয়া-রিয়্যীনা মান আন্স্বা-রী~ইলাল্লা-হি ;
আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী হও, যেভাবে মরিয়ম পুত্র ঈসা তাঁর সাথীদেরকে বলেছিল, কে আছ আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী?

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ

ক্বা-লাল হ্বাওয়া-রিয়্যূনা নাহ্নু আন্স্বা-রুল্লা-হি ফাআ-মানাত ত্বা—ইফাতুম মিম বানী~ইস্রা—ঈলা
সাথীরা বলল, আমরা আল্লাহর জন্য (আপনার) সাহায্যকারী। অতঃপর বনী ইসরাঈলের এক দল ঈমান আনল,

وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ج فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ اٰمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظٰهِرِينَ ۝

ওয়া কাফারাত্ ত্বা—ইফাতুন, ফাআইয়্যাদ্নাল্ লাযীনা আ-মানূ 'আলা- 'আদুওয়িহিম ফাআস্বাবাহূ জা-হিরীন।
এবং একদল কুফরী করেছিল। অতঃপর আমি মুমিনগণকে তাদের শত্রুদের ওপর সাহায্য করলাম, ফলে তারা জয়ী হল।

ع ২ ১০ রুকূ

সূরা জুমু'আ মাদানী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১১ রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

১। ইউসাব্বিহু লিল্লা-হি মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্ আর্দ্বিল্ মালিকিল্ কুদ্দূসিল্ 'আযীযিল্ হ্বাকীম।
(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব আল্লাহরই তাসবীহ বর্ণনা করে, যিনি বাদশাহ, মহা প্রতাপশালী এবং বিজ্ঞ।

﴿٢﴾ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ

২। হুওয়াল্ লাযী বা'আছা ফিল্ উম্মিয়্যীনা রাসূলাম্ মিন্হুম ইয়াত্লূ 'আলাইহিম আ-য়া-তিহী ওয়া ইউযাক্কীহিম
(২) তিনিই উম্মী আরবদের মধ্যে, তাদের একজনকে রাসূল (হিসাবে) প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে আবৃত্তি করে, তাঁর আয়াতসমূহ এবং

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝

ওয়া ইউ'আল্লিমুহুমুল্ কিতা-বা ওয়াল হ্বিক্মাতা, ওয়া ইন্ কা-নূ মিন্ ক্বাব্লু লাফী দ্বালা-লিম্ মুবীন।
তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তিনি শেখান তাদেরকে কিতাব, এবং হিকমত (দ্বীনী জ্ঞান)। এর পূর্বে তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

﴿٣﴾ وَاٰخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ

৩। ওয়া আ-খারীনা মিন্হুম্ লাম্মা- ইয়াল্হ্বাকূ বিহিম্ ; ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হ্বাকীম। ৪। যা-লিকা ফাদ্বলুল্লা-হি
(৩) এবং (এ রাসূল প্রেরিত হয়েছেন) তাদের অন্যান্যদের জন্যও, যারা এখনও তাদের সাথে এসে মিলেনি, তিনি মহা প্রতাপশালী (ও) বিজ্ঞ। (৪) এটা

يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥﴾ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ

ইউ'তীহি মাই ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু যুল্ ফাদ্বলিল্ 'আজীম। ৫। মাছালুল্ লাযীনা হুম্মিলুত্ তাওরা-তা ছুম্মা
আল্লাহর করুণা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আল্লাহ মহা করুণাময়। (৫) যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা

لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ط بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا

লাম্ ইয়াহ্বমিলূহা- কামাছালিল্ হ্বিমা-রি ইয়াহ্বমিলু আস্ফা-রান ; বি'সা মাছালুল্ ক্বাওমিল্ লাযীনা কায্যাবূ
সে দায়িত্ব পালন করেনি, তাদের উদাহরণ, সে গাধার মত, যে পুস্তকের বোঝা বহন করে চলে। সে সবলোকদের উদাহরণ কতইনা জঘন্য। যারা

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ﴿٦﴾ قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوٓا إِنْ زَعَمْتُمْ

বিআ-য়া-তিল্লা-হি ; ওয়াল্লা-হু লা- ইয়াহ্দিল্ ক্বাওমায্ জা-লিমীন। ৬। কুল্ ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা হা-দূ~ইন্ যা'আম্তুম্
আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যারোপ করে। আল্লাহ পাপিষ্ঠ লোকদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। (৬) হে ইয়াহুদীগণ! যদি তোমরা ধারণা কর যে,

أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٧﴾ وَلَا

আন্নাকুম্ আওলিয়া—উ লিল্লা-হি মিন্ দূনিন্ না-সি ফাতামান্নাউল্ মাওতা ইন্ কুন্তুম্ স্বা-দিক্বীন। ৭। ওয়ালা-
তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য সব মানুষ ব্যতীত। তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৭) (কিন্তু) তারা কখনই

يَتَمَنَّوْنَهٗٓ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظّٰلِمِينَ ﴿٨﴾ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ

ইয়াতামান্নাওনাহূ~আবাদাম্ বিমা- ক্বাদ্দামাত্ আইদীহিম ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুম্ বিজ্জা-লিমীন। ৮। কুল্ ইন্নাল্ মাওতাল্
মৃত্যু কামনা করবে না, তাদের সে কৃতকর্মগুলোর কারণে, যা তারা অগ্রে প্রেরণ করেছে। আল্লাহ্ পাপিষ্ঠদেরকে ভালোভাবে জানেন। (৮) বলুন, যে মৃত্যু থেকে

الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهٗ مُلٰقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

লাযী তাফির্রূনা মিন্হু ফাইন্নাহূ মুলা-ক্বীকুম্ ছুম্মা তুরাদ্দূনা ইলা- 'আ-লিমিল্ গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাতি ফাইউনাব্বিউকুম্
তোমরা পলায়ন কর, সে তোমাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর তুমি ফিরে যাবে, অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের মহাজ্ঞানী (আল্লাহ)-এর কাছে। তখন তোমাদেরকে

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

ع ১ ১১ রুকূ

বিমা- কুন্তুম্ তা'মালূন। ৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইযা- নূদিয়া লিস্বস্বালা-তি মিইঁ ইয়াওমিল্ জুমু'আতি ফাস্'আও
তোমাদের কৃতকর্মগুলো জানিয়ে দেয়া হবে। (৯) হে মুমিনগণ! যখন জুম'আর নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়; তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের

إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ

ইলা- যিক্রিল্লা-হি ওয়া যারুল্ বাই'আ ; যা-লিকুম্ খাইরুল্লাকুম ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন। ১০। ফাইযা- কুদ্বিয়াতিস্ব
(ইবাদাতের) দিকে দ্রুতভাবে চলে যাও এবং বন্ধ কর ক্রয়-বিক্রয়। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝতে। (১০) যখন তোমাদের

✪ টীকা (আঃ ৬) ঃ ইয়াহুদীরা দাবি করতো যে, আখিরাতের বাসস্থান, জান্নাত তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। যদি তাদের এ দাবি সত্য হতো তবে জান্নাত লাভ করার জন্য তারা মৃত্যু কামনা করতো। কিন্তু তারা তা করে না। (কুঃ কারীম) ✪ টীকা (আঃ ৮) ঃ কোন এক যুদ্ধে মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে বিবাদ হয়। তখন সুযোগ সন্ধানী মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আনসারগণকে মুহাজিরদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা ও উৎসাহ দিতে লাগল। সে বলল, "মুহাজিরগণ তোমাদের সাহায্যে বেঁচে আছে। এখন হতে তাদেরকে সাহায্য বন্ধ কর; অভাবের তাড়নায়ই তারা মদীনা ত্যাগ করবে; আর আমরা মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও সে নগণ্য লোকদেরকে বিতাড়িত করব।" যায়েদ ইবনে আকরাম সাহাবী তা শুনতে পেয়ে হযরতের খেদমতে ব্যক্ত করেন। হযরত (স) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে কসম খেয়ে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তখন যায়েদ মিথ্যাবাদী বলে তিরস্কৃত হতে থাকে। তখন এ আয়াতসহ পূর্ববর্তী আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। (ছিহাহ) ✪ টীকা (আঃ ৯) ঃ জুমুআর প্রথম আযান দেওয়া মাত্র যাবতীয় কাজ-কর্ম ত্যাগ করে জুমুআর নামাযের প্রতি ধাবিত হওয়া ওয়াজেব। (বঃ কোঃ) ✪ শানে নুযূল (আঃ ১০) ঃ এক সময়ে হুযূর (স) জুমুআর নামাযের খোৎবা পাঠ করছিলেন, সে সময় একদল বনিক খাদ্যশস্য নিয়ে মদীনায় আগমন করল। সে সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়লে বহু মুছল্লী খোৎবা শ্রবণ ত্যাগ করে শস্য খরিদ করতে চলে গেল। মাত্র বারজন মুছল্লী খোৎবা শুনবার জন্য অবশিষ্ট রইল। এ সম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল হয়। কোন কোন তাফসীরে দেখা যায়, তৎকালে নামাযের পরে খোৎবা পাঠ করা হত। কাজেই মুছল্লীগণ মনে করেছিল, আসল উদ্দেশ্য নামায তখন সমাপ্ত হয়েছে এখন খোৎবা না শুনলেও ক্ষতি হবে না। আর যদি নামাযের আগে খোৎবা পাঠ করা প্রমাণিত হয়, তবে বলতে হবে যে, তারা তৎক্ষণাৎ ফিরবে মনে করে বের হয়েছিল। (বঃ কোঃ)

الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا

স্বালা-তু ফানতাশিরূ ফিল্ আরদ্বি ওয়াব্‌তাগূ মিন্ ফাদ্বলিল্লা-হি ওয়ায্‌কুরুল্লা-হা কাছীরাল্
নামাজ পড়া শেষ হবে, তখন যমীনে ছড়িয়ে পড়বে, এবং আল্লাহর রহমত (জীবিকা) অন্বেষণ করবে এবং আল্লাহকে স্মরণ করবে বেশি পরিমাণ, যাতে

لعلكم تفلحون ⑪ واذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما

লা'আল্লাকুম্ তুফ্‌লিহূন। ১১। ওয়া ইযা- রাআও তিজা-রাতান্ আও লাহ্‌ওয়া নিন্‌ফাদ্বদ্বূ~ইলাইহা- ওয়া তারাকূকা ক্বা—ইমান ;
তোমরা কৃতকার্য হও। (১১) আর যখন তারা দেখল ব্যবসা বা খেল-তামাসা, তখন তারা তার দিকে ছুটে যায় এবং আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে যায়।

قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرزقين

কুল্ মা-'ইন্‌দাল্লা-হি খাইরুম্ মিনাল্লাহ্‌ওয়ি ওয়া মিনাত্ তিজা-রাতি ; ওয়াল্লা-হু খাইরুর্ রা-যিক্বীন।
আপনি বলুন, আল্লাহর কাছে যা (মওজুদ) আছে তা, খেল-তামাসা এবং ব্যবসার চেয়ে অতি উত্তম। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিক দাতা।

১২ রুকূ

সূরা মুনা-ফিকূন মাদানী	بسم الله الرحمن الرحيم বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১১ রুকূ ঃ ২

اذا جاءك المنفقون قالوا نشهد انك لرسول الله م والله يعلم انك

১। ইযা- জা—আকাল মুনা-ফিকূনা ক্বা-লূ নাশ্‌হাদু ইন্নাকা লারাসূলুল্লা-হি। ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু ইন্নাকা
(১) যখন মুনাফিকেরা আপনার কাছে আসে, তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয়ই আপনি

لرسوله والله يشهد ان المنفقين لكذبون ② اتخذوا ايمانهم جنة

লারাসূলুহূ ; ওয়াল্লা-হু ইয়াশ্‌হাদু ইন্নাল মুনা-ফিক্বীনা লাকা-যিবূন। ২। ইত্তাখাযূ~আইমা-নাহুম জুন্নাতান
তাঁর রাসূল। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই মুনাফিকেরা মিথ্যাবাদী। (২) তারা তাদের শপথকে ঢাল হিসেবে রেখেছে, তারা

فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ③ ذلك بانهم امنوا ثم

ফাস্বাদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ; ইন্নাহুম সা—আ মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ৩। যা-লিকা বিআন্নাহুম আ-মানূ ছুম্মা
আল্লাহর রাস্তা থেকে (লোকদেরকে) বাধা দেয়। তারা যে কাজগুলো করছে, তা খুবই নিকৃষ্ট। (৩) এর কারণ, তারা ঈমান আনার পরে অস্বীকার করেছে,

كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ④ واذا رايتهم تعجبك اجسامهم

কাফারূ ফাতুবি'আ 'আলা- কুলূবিহিম ফাহুম লা-ইয়াফ্‌ক্বাহূন। ৪। ওয়া ইযা- রাআইতাহুম তু'জিবুকা আজ্‌সা-মুহুম ;
ফলে তাদের অন্তরে মোহর অংকিত করা হয়েছে। সুতরাং তারা বুঝতেছেনা। (৪) যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন, তখন তাদের দেহের গঠন আপনার কাছে ভালোই লাগবে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ جاءك المنافقون - মুনাফিক দ্বারা আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং তার সাথীদের কথা বলা হয়েছে।

○ শানে নুযূল (আঃ ২) ঃ কোন এক যুদ্ধে আনছার ও মুহাজেরদের মধ্যে বচসা হয়। এ সুযোগে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই আনছারদেরকে এ বলে উত্তেজিত করতে লাগল, "তোমরা এ বিদেশী লোকদেরকে আহার জোগে গর্বিত করে তুলেছ, মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ব্যয় বন্ধ করে দাও, ফলে খেতে না পেয়ে নিজেরাই সরে পড়বে। আর আমরা এ ছোট লোকদেরকে মদীনা হতে তাড়িয়ে দিব।" হুযূর (স) তা জানতে পেরে ইবনে উবাইকে জিজ্ঞাসা করলে সে অস্বীকার করল। এ সম্পর্কে মুনাফেকদের নিন্দাবাদে সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। (বঃ কোঃ)

وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة

ওয়া ই ইয়াকূলূ তাস্‌মা' লিক্বাওলিহিম ; কাআন্নাহুম খুশুবুম মুসান্নাদাতুন ; ইয়াহ্‌সাবূনা কুল্লা স্বাইহাতিন
এবং যদি তারা কথা বলে, তখন তাদের কথা আপনি শ্রবণ করবেন, মনে হয় যেন তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠ। তারা প্রতিটি আওয়াজকে তাদের বিরুদ্ধে ধারণা

عليهم هم العدو فاحذرهم قتلهم الله انى يؤفكون ⑤ واذا قيل لهم

'আলাইহিম ; হুমুল্ 'আদুওয়্যু ফাহ্‌যারহুম ; ক্বা-তালা হুমুল্লা-হু আন্না- ইউ'ফাকূন। ৫। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুম
করে। ওরাই শত্রু, তাদের থেকে সাবধান থাকুন। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তারা (বিভ্রান্ত হয়ে) কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (৫) যখন বলা হয় তাদেরকে

تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورايتهم يصدون وهم

তা'আ-লাও ইয়াস্তাগ্‌ফির্ লাকুম রাসূলুল্লা-হি লাওয়্যাও রুঊসাহুম ওয়া রাআইতাহুম ইয়াস্বুদ্দূনা ওয়া হুম
আস, তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা তাদের মাথা অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা অহংকার করে

مستكبرون ⑥ سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله

মুস্তাক্‌বিরূন। ৬। সাওয়া—উন 'আলাইহিম আস্তাগ্‌ফার্‌তা লাহুম আম লাম তাস্তাগ্‌ফির্‌লাহুম ; লাই ইয়াগ্‌ফিরাল্লা-হু
বিরত থাকছে। (৬) তাদের জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা আর না করা উভয়ই সমান কথা; আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

لهم ان الله لا يهدي القوم الفسقين ⑦ هم الذين يقولون لا تنفقوا على

লাহুম ; ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়াহ্‌দিল ক্বাওমাল ফা-সিক্বীন। ৭। হুমুল্লাযীনা ইয়াকূলূনা লা- তুন্‌ফিকূ 'আলা-
আল্লাহ নাফরমান লোকদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। (৭) এরাই বলে, রাসূলুল্লাহর কাছে যারা থাকে,

من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموت والارض

মান্ 'ইন্দা রাসূলিল্লা-হি হ্বাত্তা- ইয়ান্‌ফাদ্বদ্বূ ; ওয়া লিল্লা-হি খাযা—ইনুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি
তাদের জন্য (কিছু) ব্যয় করনা, যতক্ষণ না তারা সরে যায়, আল্লাহর কর্তৃত্বেই রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার,

ولكن المنفقين لا يفقهون ⑧ يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن

ওয়ালা-কিন্নাল মুনা-ফিক্বীনা লা- ইয়াফ্‌ক্বাহূন। ৮। ইয়াকূলূনা লাইর্ রাজা'না~ইলাল মাদীনাতি লাইউখ্‌রিজান্নাল্
কিন্তু মুনাফিকেরা তা বুঝে না। (৮) তারা বলে, আমরা যদি মদীনায় ফিরে যাই, তবে অবশ্যই সেখান হতে প্রবল

الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنفقين

আ'আয্‌যু মিন্‌হাল আযাল্লা ; ওয়া লিল্লা-হিল্ 'ইয্‌যাতু ওয়া লিরাসূলিহী ওয়া লিলমু'মিনীনা ওয়ালা-কিন্নাল মুনা-ফিক্বীনা
শক্তিশালীগণ, অধিক দুর্বলগণকে বের করে দিবেই। সম্মান তো আল্লাহরই এবং তাঁর রাসূলের এবং মুমিনগণের। কিন্তু মুনাফিকেরা

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ خشب مسندة - অর্থাৎ মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহর (স) মজলিসে এভাবে বসত যে, যেমন- দেয়ালের সাথে লাগানো কাঠ। যে কাঠ কোন কথা বুঝে না। তেমনি ওরাও উপদেশ বাণী বুঝার মন নিয়া বসে না ও বুঝে না। (কুঃ কারীম)

○ টীকা (আঃ ৮) ঃ অতএব, তারা যে নিজেদেরকে প্রতিপত্তিশালী মনে করছে, তা তাদের মূর্খতা। (বঃ কোঃ) কেননা, আল্লাহ্ এবং রাসূলের সাথে সম্পর্ক থাকায় প্রকৃত সম্মান এবং প্রতিপত্তি মুসলমানদেরই। (বঃ কোঃ) কেননা, তারা নশ্বর জগতের অস্থায়ী বস্তুসমূহের সম্মানের উৎস এবং উপকরণ মনে কর। (বঃ কোঃ) অর্থাৎ, পার্থিব মোহে এত মশগুল হয়ো না, যাতে ধর্ম কর্মের ক্ষতি হয়। (বঃ কোঃ)

لَا يَعْلَمُونَ ⑧ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ

লা- ইয়া'লামূন। ৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তুল্হিকুম আম্ওয়া-লুকুম ওয়ালা~আওলা-দুকুম
তা জানে না। (৯) হে মুমিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি, আল্লাহর স্মরণ থেকে যেন

عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ⑨ وَاَنْفِقُوْا

'আন্ যিক্‌রিল্লা-হি, ওয়া মাইঁ ইয়াফ্'আল যা-লিকা ফাউলা—ইকা হুমুল্ খা-সিরূন। ১০। ওয়া আন্‌ফিক্ব
গাফিল না করে, আর যারা এভাবে (গাফিল) হবে, তারাই হবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। (১০) আমি তোমাদেরকে যে

مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ

মিম্মা- রাযাক্বনা-কুম্ মিন্ ক্বাব্‌লি আইঁ ইয়া'তিয়া আহ্বাদাকুমুল মাওতু ফাইয়াক্বূলা রাব্বি
রিযিক দিয়েছি, তোমাদের (মৃত্যু) আসার আগেই তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে। না হলে (মৃত্যুর সময়) তারা বলবে, হে আমার প্রতিপালক!

لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

লাওলা~আখ্খার্‌তানী~ইলা~আজ্বালিন ক্বারীবিন ফাআস্বস্বাদ্দাক্বা ওয়া আকুম মিনাস্ব ছা-লিহীন।
যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য (একটু) সুযোগ দিতেন, তবে আমি (আপনার পথে) ব্যয় করতাম এবং হয়ে যেতাম পুণ্যবান।

⑪ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১১। ওয়া লাইঁ ইউআখ্খিরাল্লা-হু নাফ্‌সান্ ইযা- জ্বা—আ আজ্বালুহা ; ওয়াল্লা-হু খাবীরুম্ বিমা- তা'মালূন।
(১১) আর আল্লাহ কাউকে কোনই সুযোগ দিবেন না, যখন তার নির্দিষ্ট সময় এসে যায়। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন।

সূরা তাগা-বুন মাদানী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১৮ রুকূ ঃ ২

① يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ز

১। ইউসাব্বিহু লিল্লা-হি মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল আর্‌দ্বি, লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু
(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর তাসবীহ (পবিত্রতা) বর্ণনা করে, তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই সকল প্রশংসা,

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ② هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ

ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। ২। হুওয়াল্লাযী খালাক্বাকুম ফামিন্‌কুম কা-ফিরুঁও ওয়া মিন্‌কুম মু'মিনুন ;
তিনি প্রতিটি বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। (২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্য হতে কেউ হয় কাফির এবং কেউ হয় মুমিন।

○ টীকা (আঃ ১১) ঃ অতএব, তার এ কামনা ও আফসোস কোন কাজে আসবে না। কেননা, নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়ে গেলে আর তাকে কোন অবকাশ দেওয়া হবে না। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ১) ঃ অর্থাৎ, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন, কোন শক্তিই তাঁর ক্ষমতাকে রোধ করতে পারবে না। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২) ঃ অতএব, তিনি যখন এমন পূর্ণ গুণাবলির অধিকারী, তখন তাঁর আদেশানুবর্তী হওয়া ওয়াজেব এবং তাঁর অবাধ্যতাচারণ নিন্দনীয়। (বঃ কোঃ)

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ③ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ

ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা বাস্বীর। ৩। খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ্বা বিল্ হাক্কি ওয়া ছাওয়্যারাকুম ফাআহ্‌সানা স্বুওয়ারাকুম,
তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবই জানেন। (৩) তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী সঠিকভাবে এবং তোমাদের গঠন করেছেন সুন্দর রূপে

فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ④ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ

ওয়া ইলাইহিল মাস্বীর। ৪। ইয়া'লামু মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ্বি ওয়া ইয়া'লামু
এবং তাঁরই দিকে সবার প্রত্যাবর্তন। (৪) তিনি জানেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই এবং তিনি জানেন

مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑤ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا

মা- তুসির্‌রূনা ওয়ামা- তু'লিনূনা ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুম বিযা-তিস্ব স্বুদূর। ৫। আলাম্ ইয়া'তিকুম নাবাউল
তোমরা যা গোপন রাখ এবং প্রকাশ কর; এবং তিনি তোমাদের অন্তরের (গোপন) খবর জানেন। (৫) তোমাদের কাছে কি পূর্ববর্তী

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ز فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

লাযীনা কাফারূ মিন ক্বাব্‌লু, ফাযা-ক্বূ ওয়া বা-লা আম্‌রিহিম ওয়া লাহুম 'আযা-বুন আলীম।
কাফিরদের খবর পৌছেনি? তারা তাদের কর্মের পরিণাম (শাস্তি) ভোগ করেছিল এবং তাদের জন্য রয়েছে (পরকালে) যন্ত্রণাময় শাস্তি।

⑥ ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ز

৬। যা-লিকা বিআন্নাহূ কা-নাত্ তা'তীহিম রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ফাক্বা-লূ~আবাশারুই ইয়াহ্‌দূনানা-,
(৬) এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রাসূল সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসত, অতঃপর তারা বলত, আমাদেরকে কি মানুষ সঠিক পথ প্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা

فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ⑦ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا

ফাকাফারূ ওয়া তাওয়াল্লাও ওয়াস্তাগ্‌নাল লা-হু ; ওয়াল্লা-হু গানিইয়্যুন হ্বামীদ। ৭। যা'আমাল্ লাযীনা কাফারূ~
অস্বীকার করল এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ ফিরে গেল। আল্লাহ তাদের থেকে বে-পরওয়া, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (৭) কাফিরেরা মনে করে যে, তারা কখনই

اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذٰلِكَ

আল্ লাইঁ ইউব্'আছূ ; কুল বালা- ওয়া রাব্বী লাতুব্'আছুন্না ছুম্মা লাতুনাব্বাউন্না বিমা- 'আমিল্‌তুম ; ওয়া যা-লিকা
পুনরায় জীবিত হবে না, আপনি বলুন, কেন নয়, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরায় (জীবিত করে) উঠানো হবে। অতঃপর তোমাদের কৃতকর্মগুলো তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে। আর এটা

عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ⑧ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

'আলাল্লা-হি ইয়াসীর। ৮। ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়ান্নূরিল্লাযী~আন্‌যাল্‌না- ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা
আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (৮) সুতরাং তোমরা ঈমান আন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে নূর (কুরআন)-এর প্রতি, যা আমি অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ তোমাদের সব কৃতকর্ম সম্পর্কে

○ টীকা (আঃ ৩) ঃ কেননা, মানব জাতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে পরস্পর যেমন সুন্দর মিল রয়েছে, এমন সুন্দর মিল আর কোন প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে নাই। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৪) ঃ এ সমস্ত কারণে তাঁর অনুগত ও আদেশানুবর্তী হওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৭) ঃ কাজেই কারও নাফরমানীও তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং কারও আনুগত্য এবং বশ্যতাও তাঁর কোন উপকার করতে পারে না; বরং তাতে নাফরমান ব্যক্তিরই ক্ষতি এবং ফরমাঁবরদার ব্যক্তিরই উপকার রয়েছে। (বঃ কোঃ)

خَبِيرٌ ۝ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ

খাবীর। ৯। ইয়াওমা ইয়াজ্মা'উকুম লিইয়াওমিল জ্বাম'ই যা-লিকা ইয়াওমুত্তাগা-বুনি, ওয়া মাই ইউ'মিম্ বিল্লা-হি

খবর রাখেন। (৯) স্মরণ কর! যেদিন তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন সমবেত করার দিবসে, সে-দিবসটি হবে, হার-জিতের দিবস। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে

وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ওয়া ইয়া'মাল্ স্বা-লিহ্বাই ইউকাফ্ফির 'আন্হু সাইয়্যিআ-তিহী ওয়া ইউদ্খিল্হু জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্বতিহাল্ আনহা-রু

এবং নেক কাজ করে তিনি তার (আমলনামা) থেকে তার গুনাহগুলো মিটিয়ে দিবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত,

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

খা-লিদীনা ফীহা~আবাদান ; যা-লিকাল্ ফাওযুল্ 'আজীম। ১০। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ ওয়া কায্যাবূ বিআ-য়া-তিনা~

সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে; এটাই তাদের পূর্ণ সফলতা। (১০) আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে,

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ مَا أَصَابَ مِنْ

উলা—ইকা আস্বহা-বুন না-রি খা-লিদীনা ফীহা-, ওয়া বি'সাল্ মাস্বীর। ১১। মা~আছা-বা মিম্

তারা হল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন পড়ে থাকবে। (তা) কতইনা নিকৃষ্ট ঠিকানা। (১১) আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত

১ ع ১৫ রুকূ

مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

মুস্বীবাতিন্ ইল্লা- বিইয্নিল্লা-হি ; ওয়া মাই ইউ'মিম বিল্লা-হি ইয়াহ্দি ক্বাল্বাহূ ; ওয়াল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন 'আলীম।

কোন বিপদই পৌছে না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ই জ্ঞানবান।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ

১২। ওয়া আত্বী'উল্লা-হা ওয়া আত্বী'উর রাসূলা, ফাইন্ তাওয়াল্লাইতুম ফাইন্নামা- 'আলা- রাসূলিনাল্ বালা-গুল

(১২) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন কর, যদি তা তোমরা উপেক্ষা কর, আমার রাসূলের ওপর দায়িত্ব হল শুধু (আমার বাণী) সু-স্পষ্টভাবে

الْمُبِينُ ۝ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

মুবীন। ১৩। আল্লা-হু লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ; ওয়া 'আলাল্লা-হি ফালইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনূন। ১৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা

পৌছিয়ে দেয়া। (১৩) আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। সুতরাং মুমিনগণের উচিৎ (সর্ব কাজে) আল্লাহর ওপর ভরসা করা। (১৪) হে

○ টীকা (আঃ ৯) ঃ 'একত্রিত হওয়ার দিন ঃ এর অর্থ– কিয়ামত। সকলের একত্র করার অর্থ– সৃষ্টির আদি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় যত মানুষ পয়দা হয়েছে তাদের সকলকে একই সময়ে পুনরুজ্জীবিত করে একত্রিত করা। অর্থাৎ, আসল হার-জিত কিয়ামতের দিন হবে। সেখানে গিয়ে জানা যাবে প্রকৃতপক্ষে কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও কে লাভবান হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে কে প্রতারিত হয়েছে ও কে বুদ্ধিমান ছিল। প্রকৃতপক্ষে কে নিজের সমস্ত জীবনের পুঁজি এক মিথ্যা কারবারে লাগিয়ে নিজেকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে এবং কে নিজের শক্তি, সামর্থ্য, চেষ্টা, সময় ও সম্পদকে লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োগ করে সমস্ত মুনাফা লুটে নিয়েছে,– যা প্রথম ব্যক্তিও অর্জন করতে পারতো যদি সে দুনিয়ার হাকীকত (প্রকৃত তত্ত্ব) বোঝার ক্ষেত্রে প্রতারিত না হত।

○ টীকা (আঃ ১৩) ঃ যথাসম্ভব উপকরণসহ সক্রিয় চেষ্টা করাকালে উপকরণকে ফললাভের মূল কারণ মনে করাকে তাওয়াক্কাল বলে। তাওয়াক্কাল একটি প্রবল শক্তি। কেননা, কারণ যত প্রবল হয়, তার উপর নির্ভরজনিত মনোবলরূপ শক্তিও ততই প্রবল হয়। আর আল্লাহর মত প্রবল কারণ আর কিছুই নয়। অপর সবকারণই তাঁর সৃষ্ট। এ শক্তিবলেই আরবের নগণ্য সংখ্যক দরিদ্র মুসলমান তৎকালীন বৃহত্তম সাম্রাজ্য রোম ও পারস্যের সম্রাটদ্বয়কে পরাজিত করেছিলেন, এ শক্তিবলেই ইয়ারমুক যুদ্ধে মাত্র ৩০ জন মুজাহিদ বীরত্বসহকারে ৩০ হাজার শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন; এ শক্তিই মানুষকে মানসিক, দৈহিক, আর্থিক প্রভৃতি ব্যাপারে এত অধিক শান্তি দান করে, যা শতগুণ অধিক সম্পদশালী তাওয়াক্কালহীন ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ। উপকরণ ব্যতীত নিষ্ক্রিয় ফললাভের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করা তাওয়াক্কাল নয়– তা দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা। এটা ইসলামের আদর্শ বিরোধী। অসংসারী ফকীর দরবেশগণ এ পর্যায়ে পড়েন না। কারণ এরা শুধু আল্লাহকে চাহেন তজ্জন্য ইবাদতও করেন; অন্য কিছুর জন্য এমনকি দীর্ঘকাল অনাহারে থাকলেও তাঁরা ব্যস্ত বা বাধিত হন না। যেসব ফকীর দ্বিপ্রহরের খাওয়ার জন্য সকাল হতে হাক-ডাক শুরু করে তাদের সাথে এঁদের তুলনা কাঁচ ও হীরা সদৃশ।

آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ

আ-মানূ~ইন্না মিন আযওয়া-জ্বিকুম ওয়া আওলা-দিকুম 'আদুওওয়াল্লাকুম ফাহ্যারূহুম, ওয়া ইন্

মুমিনগণ! তোমাদের কতিপয় স্ত্রী এবং কতিপয় সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের থেকে সাবধান থাক। আর যদি তোমরা

تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ

তা'ফূ ওয়া তাস্বফাহূ ওয়া তাগ্ফিরূ ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম। ১৫। ইন্নামা~আমওয়া-লুকুম

ক্ষমা কর এবং তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন কর এবং তাদের মাফ কর, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। (১৫) তোমাদের ধন সম্পদ

وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

ওয়া আওলা-দুকুম ফিত্নাতুন; ওয়াল্লা-হু 'ইন্দাহূ~আ জ্বরুন্ 'আজীম। ১৬। ফাত্তাকুল্লা-হা মাস্তাত্বা'তুম

এবং সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ; আল্লাহর নিকটই রয়েছে মহা প্রতিদান। (১৬) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে সাধ্যানুযায়ী ভয় কর

وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ

ওয়াস্মা'উ ওয়া আত্বী'উ ওয়া আন্ফিকূ খাইরাল লিআন্ফুসিকুম ; ওয়া মাই ইউক্বা শুহ্বা নাফ্সিহী

(আল্লাহর কথা) শোন, (তাঁর নির্দেশ) মেনে চল এবং ব্যয় কর, তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য, যারা আত্মার প্রলোভন হতে

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ

ফাউলা—ইকা হুমুল মুফ্লিহূন। ১৭। ইন্ তুক্বরিদুল্লা-হা ক্বারদ্বান হ্বাসানাই ইউদ্বা-'ইফ্হু লাকুম

মুক্ত রয়েছে তারাই কৃতকার্য। (১৭) যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম কর্জ (ঋণ) দান কর, তবে তিনিই তার দ্বিগুণ তোমাদেরকে বাড়িয়ে দিবেন,

২ ع ১৬ রুকূ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

ওয়া ইয়াগ্ফির্লাকুম ; ওয়াল্লা-হু শাকূরুন হ্বালীম। ১৮। 'আ-লিমুল গাইবি ওয়াশ্শাহা-দাতিল 'আযীযুল হ্বাকীম।

এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণজ্ঞ, ধৈর্যশীল। (১৮) তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের মহাজ্ঞানী, মহা প্রতাপশালী বিজ্ঞ।

সূরা ত্বালা-ক্ব মাদানী

আয়াত ঃ ১২ রুকূ ঃ ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ

১। ইয়া~আইয়ুহান নাবিয়্যু ইযা- ত্বাল্লাক্বতুমুন্ নিসা—আ ফাত্বাল্লিক্বূহুন্না লি'ইদ্দাতিহিন্না ওয়া আহ্স্বুল 'ইদ্দাতা,

(১) হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে, তখন তাদেরকে তালাক দিবে, তাদের ইদ্দতের দিক খেয়াল করে, ইদ্দতের হিসাব রেখ;

○ শানে নুযূল (আঃ ১) ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রীকে তিনি হায়েয তথা ঋতুবর্তী অবস্থায় তালাক দেন। হযরত উমর (রা) একথা রাসূল (স)-কে জানালে রাসূল (স) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তাকে বল, সে যেন তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় প্রত্যাহার করে নেয় এবং তাকে নিজ বিবাহে রেখে দেয়। এরপর তার স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর তাকে তালাক দিতে চাইলে সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাম দেবে। রাসূল (স)-এর নির্দেশিত এই ইদ্দতের আদেশই আল্লাহ তায়ালা এই সূরার মাধ্যমে নাযিল করেছেন। অন্য রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) কোন কারণে হযরত হাফসা (রা)-কে তালাক দিলে আল্লাহ তায়ালা হাফসা (রা)-কে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য রাসূল (স)-কে নির্দেশ করে বলেন, সে জান্নাতেও আপনার সঙ্গিনী হবে। তখন এ সূরার কয়েকটি আয়াত নাযিল করেন। (বুখারী)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ

ওয়াত্তাকুল্লা-হা রাব্বাকুম, লা- তুখ্‌রিজূহুন্না মিম বুইয়ূতিহিন্না ওয়ালা- ইয়াখ্‌রুজ্‌না ইল্লা~আইঁ ইয়া'তীনা

এবং আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তোমরা তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বের কর না এবং তারাও যেন বের না হয়। তবে যদি তারা প্রকাশ্য

بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

বিফা-হ্বিশাতিম্ মুবাইয়্যিনাতিন ; ওয়া তিল্‌কা হুদূদুল্লা-হি ; ওয়া মাইঁ ইয়াতা'আদ্দা হুদূদাল্লা-হি ফাক্বাদ্ জালামা নাফসাহূ ;

অশ্লীল কাজে জড়িত হয়, তবে সে কথা ভিন্ন। এটা আল্লাহর নির্ধারিত। আর যে আল্লাহর নির্ধারিত বিধানে বাড়াবাড়ি করে, সে তার নিজের ওপরই জুলুম করে।

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا ﴿٢﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ

লা- তাদ্‌রী লা'আল্লাল্লা-হা ইউহ্বদিছু বা'দা যা-লিকা আম্‌রা-। ২। ফাইযা- বালাগ্‌না আজ্বালাহুন্না ফাআম্‌সিকূহুন্না

তুমি জান না আল্লাহ হয়তো এরপরে নতুন এক ব্যবস্থা করে দিবেন। (২) যখন তাদের ইদ্দতের নির্দিষ্ট সময় পৌঁছে যাবে, তখন তাদেরকে হয় তোমরা

بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا

বিমা'রূফিন আও ফা-রিক্বূহুন্না বিমা'রূফিওঁ ওয়া আশ্‌হিদূ যাওয়াই 'আদ্‌লিম মিন্‌কুম ওয়া আক্বীমুশ

(শরীয়তের) বিধি অনুযায়ী রেখে দিবে, না হয় বিধি অনুসারে ছেড়ে দিবে, এবং তোমাদের থেকে দুজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে রাখবে।

الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

শাহা-দাতা লিল্লা-হি ; যা-লিকুম ইউ'আজু বিহী মান কা-না ইউ'মিনু বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি ;

তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষী দাও। এ দ্বারা উপদেশ দেয়া হচ্ছে তাকে, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ ও পরকালের দিবসে,

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٣﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

ওয়া মাইঁ ইয়াত্তাক্বিল্লা-হা ইয়াজ্ব'আল লাহূ মাখ্‌রাজ্বা-। ৩। ওয়া ইয়ার্‌যুক্বহু মিন্ হ্বাইছু লা- ইয়াহ্বতাসিবু ;

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য শান্তির পথ বের করে দেন, (৩) এবং তাকে এমন ভাবে রিযিক প্রদান করবেন, যা সে ধারণাও করতে

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ

ওয়া মাইঁ ইয়াতাওয়াক্কাল 'আলাল্লা-হি ফাহুওয়া হ্বাস্‌বুহূ ; ইন্নাল্লা-হা বা-লিগু আম্‌রিহী ; ক্বাদ্ জ্বা'আলাল্লা-হু লিকুল্লি

পারবে না। যে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর প্রতিটি কাজই সু-সম্পন্ন করে থাকেন। আল্লাহ

شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٤﴾ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ

শাইয়িন ক্বাদরা-। ৪। ওয়াল্ লা—ঈ ইয়াইস্‌না মিনাল্ মাহ্বীদ্বি মিন্ নিসা—ইকুম্ ইনির্ তাব্‌তুম

প্রতিটি বস্তুরই রেখেছেন পরিমাপ। (৪) যে সব স্ত্রী ঋতুস্রাব হতে হতাশ হয়ে গেছে, যদি তোমাদের সন্দেহ হয়ে থাকে, তবে তাদের

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ

ফা'ইদ্দাতুহুন্না ছালা-ছাতু আশ্‌হুরিওঁ ওয়াল্লা—ঈ লাম ইয়াহ্বিদ্বনা ; ওয়া উলা-তুল আহ্বমা-লি আজ্বালুহুন্না

ইদ্দত হল তিন মাস। আর যাদের এখনও ঋতুস্রাব শুরু হয়নি, তাদেরও (অনুরূপ ইদ্দত) এবং গর্ভবর্তী নারীদের ইদ্দতের সময়কাল

أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ

আইঁ ইয়াদ্বা'না হ্বাম্‌লাহুন্না ; ওয়া মাইঁ ইয়াত্তাক্বিল্লা-হা ইয়াজ্ব'আল লাহূ মিন্ আম্‌রিহী ইউস্‌রা-। ৫। যা-লিকা আম্‌রুল্লা-হি

(গর্ভের) সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে, আল্লাহ (তার জন্য) সব কাজগুলোকে অতি সহজ করে দেন। (৫) এ সব আল্লাহর নির্দেশ,

أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾ أَسْكِنُوهُنَّ

আন্‌যালাহূ~ইলাইকুম ; ওয়া মাইঁ ইয়াত্তাক্বিল্লা-হা ইউকাফ্‌ফির 'আন্‌হু সাইয়্যিআ-তিহী ওয়া ইউ'জিম লাহূ~আজ্বরা-। ৬। আস্‌কিনূহুন্না

যা তিনি তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার গুনাহগুলো তার (আমলনামা) থেকে মিটিয়ে দিবেন এবং তাকে দিবেন মহা প্রতিদান। (৬) এবং

مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ

মিন্ হ্বাইছু সাকান্‌তুম মিওঁ উজ্বদিকুম ওয়ালা- তুদ্বা—ররূহুন্না লিতুদ্বাইয়্যিক্বূ 'আলাইহিন্না ; ওয়া ইন্ কুন্না

তাদেরকে তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী যেখানে তোমরা বাস কর, তাদেরকেও সেখানে রাখ। তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার উদ্দেশ্যে কষ্ট দিও না, যদি সে

أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

উলা-তি হ্বাম্‌লিন্ ফাআন্‌ফিক্বূ 'আলাইহিন্না হ্বাত্তা- ইয়াদ্বা'না হ্বাম্‌লাহুন্না, ফাইন্ আর্‌দ্বা'না লাকুম ফাআ-তূহুন্না

গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তার জন্য ব্যয় করবে, যদি সে তোমার সন্তানকে স্তন্য পান করায়, তবে তাকে তার বিনিময় প্রদান কর

أُجُورَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

উজূরাহুন্না, ওয়া'তামিরূ বাইনাকুম বিমা'রূফিন, ওয়া ইন তা'আ-সার্‌তুম ফাসাতুরদ্বি'উ লাহূ~উখরা-।

এবং তোমরা পরস্পরে সৌহার্দপূর্ণ আলোচনা করে নিবে। আর তোমাদের পারস্পরিক আলোচনা যদি অসঙ্গতি পূর্ণ হয় তবে অন্য মহিলা তার পক্ষে স্তন্য পান করাবে।

﴿٧﴾ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهُ ۚ

৭। লিইউন্‌ফিক্ব যূ সা'আতিম্ মিন সা'আতিহী ; ওয়া মান্ কুদিরা 'আলাইহি রিয্‌ক্বুহূ ফাল্‌ইউন্‌ফিক্ব মিম্মা~আ-তা-হুল্লা-হু;

(৭) সামর্থ্যবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর যার ওপর রিযিক সঙ্কুচিত করে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ গরীব) সে যেন ব্যয় করে, আল্লাহ যা

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٨﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ

লা- ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফ্‌সান ইল্লা- মা~আ-তা-হা- ; সাইয়াজ্ব'আলুল্লা-হু বা'দা 'উস্‌রিইঁ ইউস্‌রা-। ৮। ওয়া কাআইয়্যিম্ মিন্

দিয়েছেন তার থেকে আল্লাহ কোন বান্দাকে তার প্রদত্ত সামর্থ্যের বাইরে কোন কষ্ট দেন না। আল্লাহ দুঃখের পর দেন সুখ। (৮) কত জনপদ, তার

১ ৬(৭) ১৭ রুকূ

قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا

ক্বার্‌ইয়াতিন 'আতাত্ 'আন্ আম্‌রি রাব্বিহা-ওয়া রুসুলিহী ফাহ্বা-সাব্‌না-হা- হ্বিসা-বান শাদী-দাওঁ ওয়া 'আয্‌যাব্‌না-হা-

প্রতিপালক ও তাঁর রাসূলগণের নির্দেশের অবাধ্য হয়েছে। ফলে আমি তাদের থেকে কঠিন হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে এমন শাস্তি দিয়েছিলাম,

○ টীকা (আঃ ৬) ঃ অর্থাৎ, তালাক প্রদত্তা স্ত্রীকে ইদ্দতকালে বাসস্থান দেয়া ওয়াজেব। কিন্তু তালাকে বায়েন দিলে উভয়ের এক ঘরে নির্জনবাস জায়েয নয়। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৬) ঃ স্ত্রীও যেন এত অধিক দাবি না করে, যা দেওয়া স্বামীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়, আর স্বামীও যেন এত কম না দেয়, যাতে স্ত্রীর কার্য অচল হয়ে পড়ে বরং উভয়ে চিন্তা করবে যে, শিশুর মাতাই যেন শিশুকে দুধ পান করাতে পারে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৭) ঃ অর্থাৎ, অপর একজন ধাত্রী তালাশ করে নিবে ; শিশুর মাতাকে বাধ্য করা যাবে না এবং পিতাকেও না। এখানে পিতাকে তিরস্কার করার উদ্দেশ্য, অন্যকে বেশি বিনিময় দিতে পারলে শিশুর মাতাকে কেন দিবে না? আর স্ত্রীকে তিরস্কার করার উদ্দেশ্য, তুমি অধিক বিনিময়ের জন্য সন্তানকে দুধ পান করালে না, পৃথিবীতে কি আর দুগ্ধবতী স্ত্রী লোক নাই? (বঃ কোঃ)

عَذَابًا نُّكْرًا ۝ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝١٠ أَعَدَّ اللّٰهُ

'আযা-বান নুক্‌রা-। ৯। ফাযা-ক্বাত্ ওয়া বা-লা আমরিহা- ওয়া কা-না 'আ-ক্বিবাতু আম্‌রিহা- খুস্‌রা-। ১০। আ'আদ্দাল্লা-হু
যা ছিল ভয়ঙ্কর। (৯) অতঃপর তারা তাদের কর্মের পরিণাম (শাস্তি) ভোগ করেছে; আর তাদের কর্মের পরিণাম খুবই ক্ষতিকর ছিল। (১০) আল্লাহ তাদের

لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ

লাহুম 'আযা-বান্ শাদীদান্ ফাত্তাকুল্লা-হা ইয়া~উলিল আলবা-বিল লাযীনা আ-মানূ ; ক্বাদ
জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর! হে জ্ঞানবান ব্যক্তিরা! যারা ঈমান এনেছ, নিশ্চয়ই

أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝١١ رَّسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ

আন্‌যালাল্লা-হু ইলাইকুম যিক্‌রা-। ১১। রাসূলাই ইয়াত্‌লূ 'আলাইকুম আ-য়া-তিল্লা-হি মুবাইয়্যিনা-তিল্
আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের প্রতি উপদেশ। (১১) অর্থাৎ রাসূল, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে পাঠ করে শুনান,

لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ ۚ

লিইউখ্‌রিজাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি মিনাজ্ জুলুমা-তি ইলান্ নূরি ;
যারা মুমিন এবং নেক কাজ করে, তাদেরকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য। অন্ধকার হতে,

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

ওয়া মাই ইউ'মিন্ বিল্লা-হি ওয়া ইয়া'মাল্ স্বা-লিহাই ইউদ্‌খিল্‌হু জান্না-তিন তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্
যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং নেক কাজ করে, তাকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে, যার তলদেশে

الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا ۝١٢ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ

আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা~আবাদান ; ক্বাদ্ আহ্‌সানাল্লা-হু লাহু রিয্‌ক্বা-। ১২। আল্লা-হুল্লাযী খালাক্বা সাব্'আ
নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে, আল্লাহ তাকে উৎকৃষ্ট খাদ্য দান করবেন। (১২) আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্ত

سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۖ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ

সামা-ওয়া-তিওঁ ওয়া মিনাল্ আর্‌দ্বি মিছ্‌লাহুন্না ; ইয়াতানায্‌যালুল্ আম্‌রু বাইনাহুন্না লিতা'লামূ~আন্নাল
আকাশ এবং অনুরূপ ভাবে, পৃথিবী ও তাদের (উভয়ের) মধ্যে তাঁর নির্দেশসমূহ (সিদ্ধান্ত) চলে আসে, যাতে তোমরা

اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ وَّأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীরুওঁ ওয়া আন্নাল্লা-হা ক্বাদ আহা-ত্বা বিকুল্লি শাইয়িন 'ইল্‌মা-।
বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহা ক্ষমতাবান এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর জ্ঞানে সব কিছুই বেষ্টন করে আছেন।

○ টীকা (আঃ ১১) ঃ হাদীসে আছে, এক যমীনের উপর আর এক যমীন, এ প্রকারের সাতটি যমীন রয়েছে। এ সাতটি যমীন দৃষ্টিগোচর হওয়াও সম্ভব, না হওয়াও সম্ভব। হয়তো মানুষ তাদেরকে নক্ষত্র মনে করছে। যেমন মিররীখ্ নক্ষত্র সম্বন্ধে কেউ কেউ ধারণা করে যে, তাতে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ও বসতি রয়েছে। আর কোন কোন হাদীসে দেখা যায়, বাকি যমীনগুলো আমাদের এই যমীনের নিম্নে রয়েছে, তা কোন কোন অবস্থায় বটে। কেননা, উক্ত যমীনগুলো কোন কোন অবস্থায় এ যমীনের উপরেও হয়ে যায়। উক্ত যমীনেও যে আল্লাহর নির্দেশ নাযিল হয় বলে উল্লেখ দেখা যায়, তজ্জন্য উক্ত যমীনসমূহে শরীয়তের বিধিবদ্ধ প্রাণীসমূহের অবস্থান জরুরী নয়। কেননা, সৃষ্টি পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশ সর্ব প্রকারের বস্তুর উপরই হয়ে থাকে। (বঃ কোঃ)

সূরা তাহ্‌রীম
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১২
রুকূ ঃ ২

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ

১। ইয়া~আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু লিমা তুহার্‌রিমু মা~আহাল্লাল্লা-হু লাকা, তাব্‌তাগী মার্‌দ্বা-তা আয্‌ওয়া-জিকা ;
(১) হে নবী! আল্লাহ যা আপনার জন্য হালাল করেছেন, তা আপনি (নিজের জন্য) কেন হারাম করতেছেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করছেন?

وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ

ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহীম। ২। ক্বাদ্ ফারাদ্বাল্লা-হু লাকুম তাহিল্লাতা আইমা-নিকুম ; ওয়াল্লা-হু মাওলা-কুম, ওয়া হুওয়াল 'আলীমুল
আল্লাহ ক্ষমাশীল অসীম দয়াবান। (২) আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের শপথ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার বিধান নির্ধারণ করেছেন; আল্লাহ তোমাদের বন্ধু এবং তিনিই

الْحَكِيمُ ۝ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلٰى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ

হাকীম। ৩। ওয়া ইয্ আসার্‌রান্ নাবিইয়্যু ইলা- বা'দ্বি আয্‌ওয়া-জিহী হাদীছান, ফালাম্মা- নাব্বাআত্ বিহী
মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ। (৩) স্মরণ কর, যখন নবী তার কোন স্ত্রীকে একটি গোপন কথা বলেছিলেন। যখন সে গোপন কথাটিকে, (অন্য স্ত্রীর কাছে) জানিয়ে দিল,

وَأَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ

ওয়া আজ্‌হারাহুল্লা-হু 'আলাইহি 'আর্‌রাফা বা'দ্বাহূ ওয়া আ'রাদ্বা 'আম্ বা'দ্বিন, ফালাম্মা- নাব্বাআহা- বিহী ক্বা-লাত্
এবং আল্লাহ তার নবীকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন তখন তিনি এর কিছু জানালেন এবং কিছু এড়িয়ে গেলেন, যখন নবী তাঁর স্ত্রীকে জানালেন, তখন সে বলল, কে আপনাকে

مَنْ أَنْبَأَكَ هٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝ إِنْ تَتُوبَآ إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ

মান্ আম্বাআকা হা-যা- ; ক্বা-লা নাব্বাআনিয়াল্ 'আলীমুল্ খাবীর। ৪। ইন্ তাতূবা~ইলাল্লা-হি ফাক্বাদ্ স্বাগাত্
এ খবর দিল? নবী বললেন, আমাকে খবর দিয়েছেন তিনি, যিনি সব কিছু জানেন ও খবর রাখেন। (৪) তবে তোমরা উভয়েই আল্লাহর কাছে তওবা কর, যেহেতু তোমাদের

قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيلُ وَصٰلِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ

কুলূবুকুমা-, ওয়া ইন্ তাজা-হারা- 'আলাইহি ফাইন্নাল্লা-হা হুওয়া মাওলা-হু ওয়া জিব্‌রীলু ওয়া স্বা-লিহুল মু'মিনীনা,
অন্তর (ন্যায় থেকে অন্যদিকে) ঝুঁকে পড়েছে। আর যদি তোমরা নবীর ওপর অন্যায় আচরণ কর, তবে শুনে নাও, আল্লাহই তাঁর বন্ধু এবং জিব্রাঈল ও পুণ্যবান মুমিনগণও।

وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ ۝ عَسٰى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا

ওয়ালমালা—ইকাতু বা'দা যা-লিকা জাহীর। ৫। 'আসা- রাব্বুহূ~ইন্ ত্বাল্লাক্বাকুন্না আই ইউবদিলাহূ~আয্‌ওয়া-জান্
এরপরেও ফেরেশতাগণ তার সাহায্যকারী। (৫) যদি নবী তোমাদের সবাইকে ছেড়ে দেন, তবে এখনি তাঁর প্রতিপালক, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ ......لم تحرم - রাসূলুল্লাহ (স) নিজের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছিলেন, সেটা কি ছিল? তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত যয়নবের (রা) কাছে কিছু সময় বেশি কাটাতেন ও মধু পান করতেন। হযরত হাফসা এবং হযরত আয়শা (রা) উভয়েই রাসূলুল্লাহকে (স) এ থেকে বিরত রাখার জন্য একটি পরিকল্পনা করেন। যার কাছেই হুযুর (স) তাশরীফ আনবেন। তিনিই একথা হুযুরকে (স) বলবেন যে, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মুখ হতে মাগাফিরের ঘ্রাণ আসে" (মাগাফির এক ধরনের সুঘ্রাণ যুক্ত ফুলের নাম)। অতএব পরিকল্পনা মাফিকই কাজ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "আমিতো যয়নবের ঘরে শুধু মধু পান করেছি। আমি এখন শপথ করছি যে, আমি আর তা পান করব না।" তবে এ ঘটনা তুমি কারও কাছে প্রকাশ করবে না। নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নিষিদ্ধ কৃত বিষয়টি ছিল এক দাসী। যা রাসূলুল্লাহ (স) নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। (কুঃ কারীম)

خيرا منكن مسلمت مؤمنت قنتت تئبت عبدت سئحت ثيبت

খাইরাম্ মিন্‌কুন্না মুস্‌লিমা-তিম্ মু'মিনা-তিন ক্বা-নিতা-তিন্ তা—ইবা-তিন 'আ-বিদা-তিন সা—ইহ্বা-তিন ছাইয়্যিবা-তিওঁ

চেয়ে উত্তম স্ত্রী এনে দিবেন। যারা হবে ইস্‌লামের পূর্ণ অনুসারী, বিশ্বাসী, আল্লাহর একান্ত অনুগত, তওবাকারী, ইবাদাতকারী, রোযা পালনকারী, (কতক) অকুমারী

وابكارا ⑥ يايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها

ওয়া আব্‌কা-রা-। ৬। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ ক্ব~আন্‌ফুসাকুম ওয়া আহ্‌লীকুম না-রাওঁ ওয়া ক্বুদুহান্

এবং কতক কুমারী। (৬) হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ও তোমার পরিবার-পরিজনদেরকে সে অগ্নি হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে

الناس والحجارة عليها ملئكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم

না-সু ওয়াল্ হিজ্বা-রাতু 'আলাইহা- মালা—ইকাতুন্ গিলা-জুন শিদা-দুল লা-ইয়া'স্বূনাল্লা-হা মা~আমারাহুম

মানুষ এবং পাথর। যেখানে (প্রহরীতে) নিযুক্ত রয়েছে, অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির ফেরেশতা, তারা আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করে না।

ويفعلون ما يؤمرون ⑦ يايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ط انما

ওয়া ইয়াফ্'আলূনা মা-ইউ'মারূন। ৭। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা কাফারূ লা-তা'তাযিরুল্ ইয়াওমা ; ইন্নামা-

বরং তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়, তারা তাই করে। (৭) হে কাফিরগণ! আজ তোমরা অক্ষমতা প্রকাশ কর না। আজ শুধু তোমাদেরকে

تجزون ما كنتم تعملون ⑧ يايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة

তুজ্বযাওনা মা- কুন্‌তুম তা'মালূন। ৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ তূবূ~ইলাল্লা-হি তাওবাতান্

তারই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে (৮) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে তওবা কর; আশা করা

ع ১ ৭ ১৯ রুকূ

نصوحا ط عسى ربكم ان يكفر عنكم سياتكم ويدخلكم جنت تجري

নাস্বূহান ; 'আসা- রাব্বুকুম আইঁ ইউকাফ্‌ফিরা 'আন্‌কুম সাইয়্যিআ- তিকুম ওয়া ইউদ্‌খিলাকুম জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী

যায়, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গুনাহগুলো তোমাদের (আমল নামা) থেকে মিটিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে

من تحتها الانهر يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه ج نورهم

মিন্ তাহ্বতিহাল আন্‌হা-রু ইয়াওমা লা- ইউখ্‌যিল্লা-হুন নাবিইয়্যা ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ, নূরুহুম

নহরসমূহ প্রবাহিত। যে দিন আল্লাহ্ অপমানিত করবেন না নবীকে এবং তার অনুসারী মুমিনগণকে। (সেদিন) তাদের (ঈমানী) নূর তাদের সামনে এবং তাদের

يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ج

ইয়াস্'আ- বাইনা আইদীহিম ওয়া বিআইমা-নিহিম ইয়াক্বূলূনা রাব্বানা~আত্‌মিম লানা- নূরানা- ওয়াগ্‌ফির্‌লানা-,

ডান দিকে দ্রুতগতিতে চলতে থাকবে (এবং) তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ণ (স্থায়ী) করে দিন আমাদের এ নূরকে এবং আমাদেরকে মাফ করুন,

○ টীকা (আঃ ৬) ঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় ঃ এক ব্যক্তির দায়িত্ব মাত্র নিজেকেই আল্লাহ তায়ালার শাস্তি থেকে রক্ষার চেষ্টা করা পর্যন্ত সীমিত নয়, বরং পরিবারের কর্তৃত্বভার তার উপর অর্পণ করা হয়েছে। নিজের সাধ্যমত তাদের শরীয়তের শিক্ষা-দীক্ষা দান করাও তার দায়িত্ব, যাতে তারা আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে এবং যদি তারা জাহান্নামের পথে চলে তবে যথাসাধ্য তাদেরকে সে রাস্তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। 'জাহান্নামের ইন্ধন হবে পাথর' অর্থাৎ পাথরের কয়লা সম্ভবতঃ।

انك على كل شيء قدير ⑨ يايها النبي جاهد الكفار والمنفقين واغلظ

ইন্নাকা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ৯। ইয়া~আইয়্যুহান্ নাবিইয়্যু জ্বা-হিদিল্ কুফ্‌ফা-রা ওয়াল মুনা-ফিক্বীনা ওয়াগ্‌লুজ্

নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (৯) হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করুন। এবং তাদের

عليهم ط وماوىهم جهنم ط وبئس المصير ⑩ ضرب الله مثلا للذين كفروا

'আলাইহিম ; ওয়া মা'ওয়া-হুম জাহান্নামু ; ওয়া বি'সাল্ মাস্বীর। ১০। দ্বারাবাল্লা-হু মাছালাল্ লিল্লাযীনা কাফারুম্

ওপর কঠিনভাবে চড়াও হন, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং সে ঠিকানা খুবই নিকৃষ্ট। (১০) আল্লাহ কাফিরদের জন্য উদাহরণ

امرات نوح وامرات لوط ط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين

রাআতা নূহ্বিওঁ ওয়াম্‌রাআতা লূত্বিন ; কা-নাতা- তাহ্বতা 'আব্দাইনি মিন্ 'ইবা-দিনা- স্বা-লিহ্বাইনি

পেশ করেছেন, নূহ এবং লূতের স্ত্রীর। এরা দুজনই আমার বান্দাগণের মধ্য হতে দুজন নেককার বান্দার ঘরেই ছিল। তারা উভয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে,

فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الدخلين ○

ফাখা-নাতা-হুমা- ফালাম ইউগ্‌নিয়া- 'আন্‌হুমা- মিনাল্লা-হি শাইআওঁ ওয়া ক্বীলাদ্ খুলান্ না-রা মা'আদ্ দা-খিলীন।

অতঃপর সে দুজন (নেক বান্দা) তাদের (স্ত্রীদের) আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষার ব্যাপারে কোনই উপকার করতে পারেনি এবং তাদেরকে বলা হল, তোমরা উভয়ই জাহান্নামে প্রবেশ কর (জাহান্নামে) প্রবেশকারীদের সাথে।

ওয়াক্বফে লাযেম

⑪ وضرب الله مثلا للذين امنوا امرات فرعون م اذ قالت رب ابن

১১। ওয়া দ্বারাবাল্লা-হু মাছালাল্ লিল্লাযীনা আ-মানুম্ রাআতা ফির'আওনা। ইয্ ক্বা-লাত্ রাব্বিব্‌নি

(১১) আল্লাহ মুমিনগণের জন্য ফিরআউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেছেন। যখন সে (আল্লাহর দরবারে আরয করে) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক!

لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من

লী 'ইন্দাকা বাইতান্ ফিল্ জ্বান্নাতি ওয়া নাজ্জিনী মিন্ ফির্'আওনা ওয়া 'আমালিহী ওয়া নাজ্জিনী মিনাল্

আমার জন্য তোমার নিকটে জান্নাতের মধ্যে একখানা গৃহের ব্যবস্থা কর এবং আমাকে রক্ষা কর ফিরআউন এবং তার কু-কর্ম হতে এবং আমাকে রক্ষা কর

القوم الظلمين ⑫ ومريم ابنت عمرن التي احصنت فرجها فنفخنا

ক্বাওমিজ্ জা-লিমীন। ১২। ওয়া মারইয়ামাব্ নাতা 'ইম্‌রা-নাল্লাতী~আহ্বস্বানাত্ ফার্‌জ্বাহা- ফানাফাখ্‌না-

পাপিষ্ঠ সম্প্রদায় থেকে। (১২) আরও উদাহরণ পেশ করছেন ইমরান কন্যা মরিয়মের, যে তার সতীত্বকে হেফাজত করেছিলেন। অতঃপর আমি তার মধ্যে

فيه من روحنا وصدقت بكلمت ربها وكتبه وكانت من القنتين ○

ع ২ ৫ ২০ রুকূ

ফীহি মির রূহ্বিনা-ওয়া স্বাদ্দাক্বাত বিকালিমা-তি রাব্বিহা- ওয়া কুতুবিহী ওয়া কা-নাত্ মিনাল্ ক্বা-নিতীন।

আমার তরফ থেকে রূহ্ (প্রাণ) ফুঁকে দিলাম। সে তার প্রতিপালকের বাণী এবং তার কিতাবসমূহ সত্যায়িত করে এবং সে ছিল (আল্লাহর) অনুগতদের একজন।

○ টীকা (আঃ ১০) ঃ এ আয়াতগুলো পূর্বোক্ত قوا انفسكم واهليكم نارا আয়াতটির সাথে সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে স্ত্রীদের মনে ত্রিবিধ সন্দেহ হতে পারে। (ক) আমরা যদি নেক্‌কার না-ও হই, তবুও পুণ্যবান স্বামীর নেকীর ফলে আমরা পরলোকে পরিত্রাণ পাব। (খ) পাপী লোকের নেক্‌কার স্ত্রীগণ সন্দেহ করতে পারে, আমরা নেক্ কাজ করলে কি হবে, পাপী স্বামীর কারণে আমাদের পারলৌকিক পরিত্রাণ ব্যাহত হতে পারে। (গ) কুমারী স্ত্রীলোক মনে করতে পারে, আমাদের তো স্বামীই নেই। অতএব, আমাদের সংশোধনের পথ বন্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা লূত (আ) ও নূহ (আ)-এর স্ত্রীগণের উল্লেখ দ্বারা প্রথম সন্দেহ, ফেরআউনের স্ত্রীর উল্লেখ দ্বারা দ্বিতীয় সন্দেহ এবং মারইয়ামের উল্লেখ দ্বারা তৃতীয় সন্দেহ দূর করলেন। (বঃ কোঃ)

সূরা মুলক
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩০
রুকূ ঃ ৩

পারা ২৯

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۞ الَّذِىْ خَلَقَ

১। তাবা-রাকাল্লাযী বিয়াদিহিল্ মুল্‌কু, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীরু। ২। নিল্লাযী খালাক্বাল্
(১) তিনি (আল্লাহ্) অতি সু-মহান, যাঁর (একক) নিয়ন্ত্রণে চলছে বাদশাহী, তিনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (২) যিনি (আল্লাহ্) সৃষ্টি করেছেন,

الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۞ الَّذِىْ

মাওতা ওয়াল্ হ্বায়া-তা লিইয়াব্‌লুওয়াকুম আইয়্যুকুম আহ্‌সানু 'আমালান্ ; ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ গাফূর। ৩। আল্লাযী
মৃত্যু এবং জীবন, তোমাদের মধ্যে কে নেক কাজ করে, তা পরীক্ষা করার জন্য। তিনি মহা প্রতাপশালী, ক্ষমাশীল। (৩) তিনি

خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ

খালাক্বা সাব্'আ সামা-ওয়া-তিন্ ত্বিবা-ক্বান; মা- তারা- ফী খাল্‌ক্বির রাহ্‌মা-নি মিন্ তাফা-উতিন ; ফার্‌জ্বি'ইল্
সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে। তুমি করুণাময় (আল্লাহ্)-এর সৃষ্টির মাঝে কোন অব্যবস্থাপনা দেখতে পাবে না, পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তোমার

الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۞ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ

বাস্বারা হাল্ তারা- মিন্ ফুত্বূর। ৪। ছুম্মার্ জ্বি'ইল্ বাস্বারা কার্‌রাতাইনি ইয়ান্‌ক্বালিব্ ইলাইকাল্ বাস্বারু
দৃষ্টিতে কি কোন ত্রুটি ধরা পড়ে? (৪) অতঃপর তুমি বারবার (তোমার) দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তোমার সে দৃষ্টি নীচ

خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۞ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا

খ্বা-সিআওঁ ওয়া হুওয়া হ্বাসীর। ৫। ওয়া লাক্বাদ্ যাইয়্যান্নাস্ সামা—আদ্ দুন্‌ইয়া- বিমাস্বা-বীহ্বা ওয়া জ্বা'আল্‌না-হা- রুজূমাল্
ও দুর্বল হয়ে তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (৫) আমি পৃথিবীর (নিকটতম) আকাশকে সৌন্দর্যময় করেছি প্রদীপমালা (তারকাসমূহ) দ্বারা এবং তা বানিয়েছি

لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۞ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ

লিশ্ শায়া-ত্বীনি ওয়া আ'তাদ্‌না- লাহুম 'আযা-বাস্ সা'ঈর। ৬। ওয়া লিল্লাযীনা কাফারূ বিরাব্বিহিম 'আযা-বু
শয়তানগুলোকে আঘাত করার মাধ্যম এবং তাদের জন্য আমি শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৬) যারা কুফরী করে তাদের প্রতিপালকের সাথে, তাদের জন্যও রয়েছে

جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۞ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ۞ تَكَادُ

জ্বাহান্নামা ; ওয়া বি'সাল্ মাস্বীর। ৭। ইযা ~উল্‌ক্বূ ফীহা- সামি'উ লাহা- শাহীক্বাওঁ ওয়া হিয়া তাফূর। ৮। তাকা-দু
জাহান্নামের শাস্তি, সেটা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা। (৭) যখন তাদেরকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা জাহান্নামের আওয়াজ শোনবে, আর তা হবে উচ্ছ্বলিত। (৮) মনে

○ **সূরা মুলকের ফজীলত ঃ** এ সূরাটির ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় ফযীলত বর্ণনা করা হল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহর কিতাবে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে। সে সূরাটির সুপারিশে আল্লাহ গুনাহ মাফ করবেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত, কুরআন মাজীদে এমন একটি সূরা আছে, যে সূরাটি তার পাঠকারীর পক্ষে লড়বে, শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করায়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে শোয়ার পূর্বে, সূরা আলিফ লাম মীম, আস-সাজদাহ এবং সূরা মুলক পাঠ করতেন। (কুঃ কারীম) ○ **বিশ্লেষণ (আঃ ৫) ঃ** رجوما للشيطين - এখানে তারকা দ্বারা দুটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত– আকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যা (তারকা) প্রদীপের মত আলো বিতরণ করে। দ্বিতীয়ত– শয়তান যদি আকাশের দিকে ওঠার চেষ্টা করে তখন এ তারকা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ হয়ে তাদের উপর পতিত হয়। (কুঃ কারীম)

تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ط كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ○

তামাইয়্যাযু মিনাল্ গাইযি ; কুল্লামা~উল্‌ক্বিয়া ফীহা- ফাওজ্বুন্ সাআলাহুম খাযানাতুহা~আলাম্ ইয়া'তিকুম নাযীর।
হয় যেন, তা ক্রোধে ফেটে পড়বে। যখনই তার মধ্যে কোন দল নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে জাহান্নামের প্রহরী জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্কবাণী আসেনি?

۞ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۵ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ج اِنْ اَنْتُمْ

৯। ক্বা-লূ বালা- ক্বাদ্ জ্বা—আনা- নাযীর ; ফাকায্‌যাবনা- ওয়া ক্বুল্‌না- মা- নায্‌যালাল্লা-হু মিন্ শাইয়িন ইন আন্‌তুম
(৯) তারা বলবে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল; কিন্তু আমরা তাকে অস্বীকার করেছি এবং আমরা বলেছিলাম, আল্লাহ কোন কিছু অবতীর্ণ করে নি,

اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۞ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○

ইল্লা- ফী দ্বালা-লিন্ কাবীর। ১০। ওয়া ক্বা-লূ লাও কুন্না- নাসমা'উ আও না'ক্বিলু মা- কুন্না- ফী ~আস্বহ্বা-বিস্ সা'ঈর।
তোমরাতো চরম বিভ্রান্তের মধ্যে রয়েছ।" (১০) এবং তারা বলবে, যদি আমরা শোনতাম অথবা বুদ্ধি রাখতাম তবে আজ জাহান্নামবাসী হতাম না।

۞ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ج فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

১১। ফা'তারাফূ বিযাম্‌বিহিম্, ফাসুহ্‌ক্বাল্ লিআস্বহ্বা-বিস্ সা'ঈর। ১২। ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াখ্‌শাওনা রাব্বাহুম
(১১) তারা তাদের গুনাহর কথা স্বীকার করবে, সুতরাং আজ দূরে থাক, জাহান্নামবাসীরা। (১২) নিশ্চয়ই যারা তাদের প্রতিপালককে অদৃশ্যভাবে ভয় করে,

بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۞ وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ

বিল্‌গাইবি লাহুম্ মাগ্‌ফিরাতুওঁ ওয়া আজ্বরুন কাবীর। ১৩। ওয়া আসির্‌রূ ক্বাওলাকুম আওয়িজ্বহারূ বিহী ; ইন্নাহূ 'আলীমুম্
তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত এবং মহা প্রতিদান। (১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, তিনি (আল্লাহ) অন্তরের গোপন

বِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۞ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۞ هُوَ الَّذِىْ

বিযা-তিস্ব স্বদূর। ১৪। আলা- ইয়া'লামু মান্ খালাক্বা ; ওয়া হুওয়াল্ লাত্বীফুল্ খাবীর। ১৫। হুওয়াল্‌লাযী
বিষয়াবলি ভালোভাবেই জানেন। (১৪) যিনি স্রষ্টা, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাত। (১৫) তিনিইতো (আল্লাহ)

ع ১৪ ১ রুকূ

جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ط وَاِلَيْهِ

জ্বা'আলা লাকুমুল্ আর্‌দ্বা যালূলান্ ফাম্‌শূ ফী মানা-কিবিহা- ওয়া কুলূ মির রিয্‌ক্বিহী ; ওয়া ইলাইহিন
ভূমিকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন, ফলে তোমরা তার বিভিন্ন দিকে চলাফেরা এবং তাঁর প্রদত্ত রিযিক থেকে আহার গ্রহণ কর। তাঁর দিকেই সবার

النُّشُوْرُ ۞ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ○

নুশূর। ১৬। আ আমিন্‌তুম মান ফিস্ সামা—ই আইঁ ইয়াখ্‌সিফা বিকুমুল আরদ্বা ফাইযা-হিয়া তামূর।
প্রত্যাবর্তন। (১৬) তোমরা কি এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে দাবিয়ে দিবেন এবং সেটি দুলতে থাকবে?

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ১১) ঃ** اصحب السعير - অর্থাৎ জাহান্নামবাসীর জন্য আল্লাহর রহমত, সেদিন (ক্বিয়ামতের দিন) দূরে থাকবে। কেউ বলেন- سحق জাহান্নামের একটি নাম। (কুঃ কারীম) ○ **টীকা (আঃ ১৪) ঃ** এ প্রমাণটির সারমর্ম এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্বাধীন স্রষ্টা, অতএব তোমাদের উক্তি ও অবস্থাসমূহেরও স্রষ্টা, কোন বস্তুকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করতে হলে পূর্বে তা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব, যাবতীয় সৃষ্টবস্তু সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান থাকা অনিবার্য। মানুষের উল্লেখ সম্ভবতঃ এ জন্য করা হয়েছে যে, মানুষ কাজের চেয়ে কথা অধিক বলে। ফলকথা– তিনি সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। প্রত্যেককে যথোচিত বিনিময় দান করবেন।

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾

১৭। আম আমিন্তুম মান্ ফিস্ সামা—ই আইঁ ইউর্সিলা 'আলাইকুম হ্বা-স্বিবান ; ফাসাতা'লামূনা কাইফা নাযীর।
(১৭) অথবা তোমরা এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়েছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের ওপর শিলাবর্ষণকারী মেঘ প্রেরণ করবেন? সুতরাং তোমরা অচিরেই জানবে যে, আমার ভীতি প্রদর্শন কেমন ছিল।

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ

১৮। ওয়া লাক্বাদ্ কায্যাবাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম ফাকাইফা কা-না নাকীর। ১৯। আওয়ালাম ইয়ারাও ইলাত্ব ত্বাইরি
(১৮) তাদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছিল, পরিণামে তাদের প্রতি আমার শাস্তি কেমন হয়েছিল? (১৯) তারা কি তাদের উপরের উড়ন্ত পাখিগুলোর প্রতি

فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

ফাওক্বাহুম স্বা—ফ্ফা-তিওঁ ওয়া ইয়াক্ববিদ্বনা। মা- ইউম্সিকুহুন্না ইল্লার্ রাহ্মা-নু ; ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইয়িম্ বাস্বীর।
লক্ষ্য করে না, যারা পাখা বিস্তার করে আবার সংকুচিত করে? তাদেরকে পরম করুণাময় (আল্লাহ)-ই স্থির করে রাখেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ের দর্শনকারী।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا

২০। আম্মান্ হা-যাল্লাযী হুওয়া জুন্দুল্ লাকুম ইয়ানসুরুকুম্ মিন্ দূনির্ রাহমা-নি ; ইনিল্ কা-ফিরূনা ইল্লা-
(২০) পরম করুণাময় আল্লাহ ব্যতীত? তোমাদের কি কোন বাহিনী আছে, যারা তোমাদের সাহায্য করতে পারে, কাফিরেরা তো চরম বিভ্রান্তির মধ্যেই

فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ

ফী গুরূর। ২১। আম্মান্ হা-যাল্লাযী ইয়ারযুকুকুম ইন্ আম্সাকা রিয্ক্বাহূ, বাল্ লাজ্জু ফী 'উতুওয়িঁও
পড়ে আছে। (২১) এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে খাদ্যের ব্যবস্থা করবে, যদি তিনি (আল্লাহ) তাঁর জীবিকা বন্ধ করে দেন? বরং তারা (কাফিরেরা) বিদ্রোহিতায় ও

وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ

ওয়া নুফূর। ২২। আফামাই ইয়াম্শী মুকিব্বান 'আলা- ওয়াজ্হিহী~আহ্দা~আম্মাই ইয়াম্শী সাওয়িইয়্যান 'আলা- স্বিরা-ত্বিম্
বিমুখতায় অটল রয়েছে। (২২) আচ্ছা, যে ব্যক্তি মুখ নীচু করে (কুজো হয়ে) চলে, সে কি সঠিক পথে চলে, না সে সোজা হয়ে সরল

مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ

মুস্তাক্বীম। ২৩। কুল্ হুওয়াল্লাযী~আন্শাআকুম ওয়া জ্বা'আলা লাকুমুস্ সাম'আ ওয়াল্ আব্স্বা-রা ওয়াল আফ্ইদাতা ;
পথে চলে? (২৩) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন (শোনার জন্য) কর্ণ, (দেখার জন্য) চক্ষু এবং অন্তর;

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

ক্বালীলাম মা- তাশ্কুরূন। ২৪। কুল্ হুওয়াল্লাযী যারা-আকুম ফিল্ আরদ্বি ওয়া ইলাইহি তুহ্শারূন।
তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (২৪) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তার করেছেন এবং তাঁর দিকেই তোমরা সমবেত হবে।

○ টীকা (আঃ ১৯) ঃ এতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, কুফর নিতান্ত ঘৃণিত ও নিন্দনীয়। অতএব, হে কাফেরের দল! কোন কারণে যদি তোমরা ইহজগতে আযাব হতে রক্ষাও পাও, তবুও পরজগতে আল্লাহর এ ভীতি প্রদর্শন অনুযায়ী তোমাদের শাস্তি হওয়া অনিবার্য। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ২২) ঃ সারমর্ম এই যে, তোমাদের এ মিথ্যা উপাস্যসমূহ তোমাদের কোন ক্ষতিও রোধ করতে পারে না এবং তোমাদের কোন উপকারও করতে সক্ষম নয়। সুতরাং এরূপ অথর্ব পদার্থের উপাসনা করা নিছক বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ২৩) ঃ অনুরূপভাবে মু'মিনদের অবলম্বিত পথ সরল ও সোজা। অতিরিক্ততাও নাই, ন্যূনতাও নাই। পক্ষান্তরে কাফেরদের পথ বাঁকা ও ভ্রান্তিমূলক। ধ্বংসাত্মক ও ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে তাদের চলতে হয়, সুতরাং গন্তব্যস্থানে পৌঁছা তাদের পক্ষে অসম্ভব। (বঃ কোঃ)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ

২৫। ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা- হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ২৬। কুল্ ইন্নামাল্ 'ইল্মু 'ইন্দাল লা-হি,
(২৫) কাফেরেরা বলে যে, কখন এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হবে তা বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? (২৬) বলুন, এ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই কাছে,

وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

ওয়া ইন্নামা ~আনা নাযীরুম মুবীন। ২৭। ফালাম্মা- রাআওহু যুল্ফাতান্ সী—আত্ উজূহুল্ লাযীনা কাফারূ
আমিতো শুধু মাত্র একজন স্পষ্ট সাবধানকারী। (২৭) যখন তারা প্রতিশ্রুতি দিবসকে খুব নিকটে দেখতে পাবে, তখন সে কাফিরদের মুখমন্ডল কালো হয়ে যাবে

وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ

ওয়া ক্বীলা হা-যাল লাযী কুন্তুম বিহী তাদ্দা'উন। ২৮। কুল আরাআইতুম্ ইন্ আহ্লাকানিয়াল্লা-হু
এবং তাদেরকে বলা হবে এটাই তা যা তোমরা অন্বেষণ করছিলে। (২৮) বলুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখছ, যদি আমাকে এবং আমার সাথীদেরকে আল্লাহ

وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ

ওয়া মাম্ মা'ইয়া আও রাহ্বিমানা- ফামাই ইউজ্বীরুল কা-ফিরীনা মিন্ 'আযা-বিন্ আলীম। ২৯। কুল্
বিনাশ করে দেন অথবা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেন, তবে কাফিরদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি হতে কে রক্ষা করবেন? (২৯) বলুন,

هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾

হুওয়ার্ রাহ্মা-নু আ-মান্না- বিহী ওয়া'আলাইহি তাওয়াক্কালনা-, ফাসাতা'লামূনা মান্ হুওয়া ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন।
তিনিই পরম করুণাময়, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁরই ওপর আমাদের ভরসা, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে আছে।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

৩০। কুল্ আরাআইতুম ইন্ আস্ববাহ্বা মা—উকুম গাওরান ফামাই ইয়া'তীকুম্ বিমা—ইম্ মা'ঈন।
(৩০) বলুন, তোমরা কি চিন্তা করেছ যে, যদি তোমাদের পানি ভূমির তলদেশে চলে যায়, তখন এমন কে আছে, যে তোমাদের জন্য প্রবহমান পানি নিয়ে আসবে।

রুকূ ২/৪৬

সূরা ক্বালাম — মক্কী — আয়াত ঃ ৫২ — রুকূ ঃ ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ

১। নূ—ন ওয়াল ক্বালামি ওয়ামা- ইয়াস্তুরূন। ২। মা~আন্তা বিনি'মাতি রাব্বিকা বিমাজ্নূন। ৩। ওয়া ইন্না লাকা
(১) নূন- শপথ কলমের এবং লিপিকার যা লিপিবদ্ধ করে তারা; (২) (হে নবী) আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে উন্মাদ নন; (৩) এবং আপনার

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৮) ঃ اهلكنى الله - অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণকে মৃত্যু অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে যদি শেষ করে দেন, অথবা তাদের অবকাশ দেন, তাতে কাফিরদের কি? তাদের শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে? আল্লাহ ছাড়া তাদের রক্ষা করার আর কেউই নেই। অথবা আমরা মুমিনগণ আল্লাহর ভয় এবং আশা উভয়ের মাঝে আছি। তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে? (কুঃ কারীম)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ والقلم - কেউ বলেন- এ কলম দ্বারা সে কলমকে বুঝান হয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম তৈরি করেন এবং তাকে তাকদীর লেখার জন্য নির্দেশ দেন। সুতরাং সে কলম আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে, অনন্ত কাল পর্যন্ত যা ঘটবে সব কিছু লিখে। (কুঃ কারীম)

لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝٣ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝٤ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝٥

লাআজ্‌রান্ গাইরা মাম্‌নূন। ৪। ওয়া ইন্নাকা লা'আলা- খুলুক্বিন্ 'আজীম। ৫। ফাসাতুব্‌স্বিরু ওয়া ইউব্‌স্বিরূন।

জন্য অফুরন্ত প্রতিদান রয়েছে। (৪) নিশ্চয়ই আপনি সু-মহান চরিত্রের অধিকারী। (৫) অতি শীঘ্রই আপনি দেখবেন এবং তারাও দেখবে।

بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝٦ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۪ وَهُوَ اَعْلَمُ

৬। বিআয়্যীকুমুল মাফ্‌তূন। ৭। ইন্না রাব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিমান দ্বাল্লা 'আন সাবীলিহী ওয়া হুওয়া আ'লামু

(৬) কে তোমাদের মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃত (বিভ্রান্ত)। (৭) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক, তাঁর পথ থেকে কে বিভ্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ভালভাবে

بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝٧ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝٨ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ۝٩ وَلَا تُطِعْ كُلَّ

বিলমুহ্‌তাদীন। ৮। ফালা- তুত্বি'ইল্ মুকায্‌যিবীন। ৯। ওয়াদ্দূ লাও তুদ্‌হিনু ফাইউদ্‌হিনূন। ১০। ওয়ালা- তুত্বি' কুল্লা

জানেন। (৮) সুতরাং আপনি মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ করবেন না। (৯) তারা চায় যে, আপনি একটু সহজ হন তবে তারাও সহজ হবে।
(১০) আর আপনি এমন ব্যক্তির কথা শোনবেন না, যে

حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝١٠ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيْمٍ ۝١١ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢ عُتُلٍّۢ بَعْدَ

হাল্লা-ফিম মাহীন, ১১। হাম্মা-যিম মাশ্‌শা—ইম বিনামীম। ১২। মান্না-'ইল্ লিল্‌খাইরি মু'তাদিন আছীম। ১৩। 'উতুল্লিম্ বা'দা

অধিক কসমকারী, যে অতি নিকৃষ্ট। (১১) যে নিন্দুক, চোগল খোর, কুৎসা রটনাকারী, (১২) উত্তম কাজে বাধা প্রদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপাচারী, (১৩) বদমেজাজী,

ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝١٣ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۝١٤ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ

যা-লিকা যানীম। ১৪। আন্ কা-না যা- মা-লিও ওয়া বানীন। ১৫। ইযা- তুত্‌লা- 'আলাইহি আ-য়া-তুনা- ক্বা-লা আসা-ত্বীরুল

এরপরেও কুখ্যাত। (১৪) এর কারণে সে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। (১৫) যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে বলে, এগুলো প্রাচীনকালের

الْاَوَّلِيْنَ ۝١٥ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝١٦ اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ

আওয়্যালীন। ১৬। সানাসিমুহূ 'আলাল খুরত্বূম। ১৭। ইন্না- বালাওনা-হুম কামা- বালাওনা~আস্বহা-বাল্ জান্নাতি, ইয্

উপখ্যান। (১৬) আমিও অতি শীঘ্র তাদের নাসিকার উপর সনাক্ত করে দিব। (১৭) নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা
করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে, যখন তারা শপথ

اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۝١٧ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ۝١٨ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ

আক্বসামূ লাইয়াস্বরিমুন্নাহা- মুস্ববিহ্বীন। ১৮। ওয়ালা- ইয়াস্‌তাছ্‌নূন। ১৯। ফাত্বা-ফা 'আলাইহা- ত্বা—ইফুম্ মির্

করেছিল যে, তারা ভোর বেলা বাগানের ফলগুলো সংগ্রহ করবেই। (১৮) তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি। (১৯) অতঃপর সে বাগানের ওপর পতিত হল এক ঘূর্ণায়মান বিপদ

رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝١٩ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۝٢٠ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ۝٢١ اَنِ اغْدُوْا

রাব্বিকা ওয়া হুম না—ইমূন। ২০। ফাআস্ববাহাত কাস্বস্বারীম। ২১। ফাতানা-দাও মুস্ববিহ্বীন। ২২। আনিগ্‌দূ

আপনার রবের পক্ষ থেকে, যখন তারা ছিল নিদ্রিত। (২০) ফলে (বাগানটি) হয়ে গেল কর্তিত ক্ষেতের সদৃশ। (২১) ভোরবেলাই তারা একে অপরকে ডেকে বলল, (২২) ক্ষিপ্র

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ خلق عظيم - (সুমহান চরিত্রের অধিকারী) এর দ্বারা, ইসলাম, দ্বীন অথবা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হে নবী! আপনি এমন (সুন্দর) চরিত্রের উপর রয়েছেন, যার নির্দেশ আল্লাহ আপনাকে কুরআনে অথবা দ্বীন ইসলামে দিয়েছেন। অথবা خلق عظيم দ্বারা সুন্দর আচার, আচরণ, বিশ্বস্ততা, সদ্ব্যবহার করা এবং উদারতা প্রদর্শন, দয়া ভালোবাসা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি সুন্দর চরিত্রগুলোকে বুঝান হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) নবুওয়াতের পূর্বেও উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং নবুওয়াতের পরে তাতে আরও উন্নত হয়েছে। এজন্য হযরত আয়েশার (রা) কাছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি জবাবে বলেন, "কুরআনই তাঁর চরিত্র"। (কুঃ কারীম)

عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ۝٢٢ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۝٢٣ اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا

'আলা- হ্বারছিকুম ইন্ কুন্‌তুম স্বা-রিমীন। ২৩। ফান্‌ত্বালাক্বূ ওয়া হুম ইয়াতাখা-ফাতূন। ২৪। আল্ লা- ইয়াদ্‌খুলান্নাহাল

নিজ বাগানে চল, যদি ফল সংগ্রহ করতে চাও। (২৩) অতঃপর তারা পরস্পরে চুপে চুপে বলতে বলতে বের হল, (২৪) আজ যেন তোমাদের কাছে কোন গরীব

الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ۝٢٤ وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ۝٢٥ فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا

ইয়াওমা 'আলাইকুম মিস্‌কীনুওঁ ২৫। ওয়া গাদাও 'আলা-হার্‌দিন ক্বা-দিরীন। ২৬। ফালাম্মা- রাআওহা- ক্বা-লূ~ইন্না-

ব্যক্তি এতে প্রবেশ করতে না পারে। (২৫) তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্ষম, এ ধারণায় অতি প্রত্যুষে রওয়ানা করল। (২৬) যখন তারা বাগানটি দেখল, তখন বলল,

لَضَآلُّوْنَ ۝٢٦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝٢٧ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا

লাদ্বা—ল্লূন। ২৭। বাল্ নাহ্‌নু মাহ্‌রূমূন। ২৮। ক্বা-লা আওসাত্বুহুম আলাম্ আক্বুল্ লাকুম্ লাওলা-

আমরাতো পথভ্রষ্ট হয়েছি। (২৭) বরং আমরা বঞ্চিত। (২৮) তাদের মধ্যে যে ভাল লোকটি ছিল সে বলল, আমি তোমাদের কাছে বলেছিলাম না, কেন তোমরা আল্লাহর তাসবীহ

تُسَبِّحُوْنَ ۝٢٨ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝٢٩ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

তুসাব্বিহূন। ২৯। ক্বা-লূ সুব্‌হ্বা-না রাব্বিনা~ইন্না- কুন্না- জা-লিমীন। ৩০। ফাআক্ববালা বা'দ্বুহুম 'আলা- বা'দ্বিই

বর্ণনা করছনা? (২৯) তখন তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র ঃ নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম পাপিষ্ঠ। (৩০) তারা পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে একজন অন্যজনকে দোষ চাপাতে

يَّتَلَاوَمُوْنَ ۝٣٠ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ۝٣١ عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ

ইয়াতালা-ওয়ামূন। ৩১। ক্বা-লূ ইয়া- ওয়াইলানা~ইন্না- কুন্না- ত্বা-গীন। ৩২। 'আসা- রাব্বুনা~আই ইউব্‌দিলানা- খাইরাম্ মিন্‌হা- ইন্না~

থাকে। (৩১) তারা বলল, হায় আফসোস! আমরা নিশ্চয়ই বিদ্রোহী ছিলাম। (৩২) আশা করা যায়, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বাগান দান করবেন,

اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ۝٣٢ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا

ইলা- রাব্বিনা- রা-গিবূন। ৩৩। কাযা-লিকাল 'আযা-বু ; ওয়ালা'আযা-বুল আ-খিরাতি আক্‌বারু। লাও কা-নূ

আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের কাছেই প্রত্যাশী। (৩৩) এভাবেই শাস্তি হয়, আর পরকালের শাস্তি আরও কঠিন। যদি

يَعْلَمُوْنَ ۝٣٣ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝٣٤ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ

ইয়া'লামূন। ৩৪। ইন্না লিল্‌মুত্তাকীনা 'ইন্দা রাব্বিহিম জান্না-তিন্ না'ঈম। ৩৫। আফানাজ্'আলুল্ মুস্‌লিমীনা

তারা তা জানত। (৩৪) নিশ্চয়ই পরহেজগারদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে সুখের জান্নাত, (৩৫) আমি কি মুসলমানগণকে (মর্যাদায়)

كَالْمُجْرِمِيْنَ ۝٣٥ مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝٣٦ اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ۝٣٧

কাল্‌মুজ্‌রিমীন। ৩৬। মা- লাকুম, কাইফা তাহ্বকুমূন। ৩৭। আম লাকুম্ কিতা-বুন্ ফীহি তাদরুসূন,

গুনাহগারদের সদৃশ করব? (৩৬) তোমাদের কি হল, তোমরা কেমন ফয়সালা করছ? (৩৭) তোমাদের কাছে কি কোন কিতাব আছে? যাতে তোমরা পড়ছ যে,

اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ۝٣٨ اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ

৩৮। ইন্না লাকুম ফীহি লামা- তাখাইয়্যারূন। ৩৯। আম লাকুম আইমা-নুন 'আলাইনা- বা-লিগাতুন ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি

(৩৮) তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে, তোমাদের মনঃপূত কথা। (৩৯) বা তোমদের জন্য কি আমার নিকট থেকে এমন কোন প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে? যা হলো,

إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ۝٣٩ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ۝٤٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا

ইন্না লাকুম লামা- তাহ্কুমূন। ৪০। সাল্হুম আইয়্যুহুম্ বিযা-লিকা যা'ঈম। ৪১। আম লাহুম শুরাকা—উ, ফালইয়া'তূ
তোমাদের জন্য তা-ই যা তোমরা ফয়সালা করবে। (৪০) আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করুন, তাদের মধ্যে কে এর দায়িত্বশীল। (৪১) তাদের কি কোন শরীক আছে? তবে তারা

بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۝٤١ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ

বিশুরাকা—ইহিম ইন্ কা-নূ ছা-দিক্বীন। ৪২। ইয়াওমা ইউক্শাফু 'আন্ সা-ক্বিও ওয়া ইউদ্'আওনা ইলাস্ সুজূদি
যেন তাদের শরীকদের নিয়ে আসে, যদি তারা সত্যবাদী হয়। (৪২) স্মরণ করুন, পায়ের গোছা উন্মোচিত করার দিনের কথা, সেদিন তাদেরকে সিজদার জন্য আহ্বান করা হবে,

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝٤٢ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى

ফালা- ইয়াস্তাত্বী'উন। ৪৩। খা-শি'আতান্ আব্স্বা-রুহুম তারহাকুহুম যিল্লাতুন;ওয়া ক্বাদ্ কা-নূ ইউদ'আওনা ইলাস্
কিন্তু (সিজদা করতে) সক্ষম হবে না। (৪৩) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছাদিত করবে। অথচ যখন তারা সুস্থ ছিল, তখন

السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۝٤٣ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ

সুজূদি ওয়া হুম সা-লিমূন। ৪৪। ফাযার্নী ওয়া মাইঁ ইউকায্যিবু বিহা-যাল্ হ্বাদীছি ; সানাস্তাদ্রিজুহুম
তাদেরকে সিজদার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। (৪৪) আমাকে এবং যে এ বাণীকে অস্বীকার করে তাকে ছেড়ে দিন অতিশীঘ্রই আমি তাদেরকে এমনভাবে আস্তে

مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝٤٤ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۝٤٥ أَمْ تَسْأَلُهُمْ

মিন্ হ্বাইছু লা- ইয়া'লামূন। ৪৫। ওয়া উম্লী লাহুম ; ইন্না কাইদী মাতীন। ৪৬। আম তাস্আলুহুম
আস্তে টেনে আনব, যা তারা বুঝতেই পারবে না। (৪৫) আর আমি তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আমার পরিকল্পনা খুবই দৃঢ়। (৪৬) আপনি কি তাদের কাছে কোন

أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ۝٤٦ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۝٤٧ فَاصْبِرْ

আজ্রান্ ফাহুম্ মিম্ মাগ্রামিম্ মুছ্ক্বালূন। ৪৭। আম 'ইন্দাহুমুল গাইবু ফাহুম ইয়াক্তুবূন। ৪৮। ফাছ্বির
পারিশ্রমিক দাবি করেন যে, যেটাকে তারা জরিমানার ভার মনে করবে? (৪৭) তবে তাদের কাছে কি কোন অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে? (৪৮) আপনি

لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ۘ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝٤٨ لَوْلَا

লিহুক্মি রাব্বিকা ওয়ালা- তাকুন্ কাস্বা-হিবিল্ হূত্। ইয্ না-দা- ওয়া হুওয়া মাক্জূম। ৪৯। লাওলা~
আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষায় ধৈর্যধারণ করুন, আপনি মৎস্যসাথীর মত হবেননা, যখন সে অত্যন্ত বিষণ্ণ অবস্থায় প্রার্থনা করেছিল। (৪৯) যদি তার

أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۝٤٩ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ

আন্ তাদা-রাকাহূ নি'মাতুম মির রাব্বিহী লানুবিযা বিল্'আরা—ই ওয়া হুওয়া মায্মূম। ৫০। ফাজ্তাবা-হু রাব্বুহূ ফাজ্বা'আলাহূ
প্রতিপালকের দয়া তার প্রতি না হত, তবে সে নিক্ষিপ্ত হত উন্মুক্ত ময়দানে, নিন্দিত অবস্থায়। (৫০) পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনয়ন করলেন এবং তাকে পুণ্যবানদের

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ৪২) :** يكشف عن ساق - (পায়ের গোছা উন্মোচিত করবেন) অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের ময়দানে তাঁর নিজ পায়ের গোছা উন্মোচিত করবেন। এটি যে কোন বিশেষ গুণ বা তত্ত্ব। আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে বিশেষ কোন দিককে হয়তো এ "গোছা" নামে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- কুরআন মাজীদে "হাত" ও "চেহারা" শব্দ এসেছে। এর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। যেভাবে বিশ্বাস (ঈমান) রাখতে হয় আল্লাহ তায়ালার পবিত্র গুণাবলি ও সত্তার উপর। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তায়ালার সে নূর (জ্যোতি) দেখে সব মুমিনগণ সিজদায় পড়ে যাবে। কিন্তু যারা লোক দেখানো সিজদা করেছে, তারা কাঠের মত সোজা হয়ে থাকবে। তারা কোমর নাড়াতে পারবে না। কাফির তাদের অবস্থা কি হবে তা বলার অবকাশ রাখে না। (তাঃ ওসমানী)

مِنَ الصَّالِحِينَ ۝٥٠ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا

মিনাস্ব স্বা-লিহ্বীন। ৫১। ওয়া ইঁ ইয়াকা-দুল্ লাযীনা কাফারূ লাইউয্লিকূ নাকা বিআব্ছা-রিহিম লাম্মা-
অন্তর্ভুক্ত করলেন। (৫১) আর কাফিরেরা যখন কুরআন পাঠ শোনে, তখন মনে হয় যেন, তারা আপনাকে তাদের দৃষ্টি শক্তি দ্বারা

سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝٥١ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

সামি'উয্ যিক্রা ওয়া ইয়াকূলূনা ইন্নাহূ লামাজ্নূন। ৫২। ওয়ামা- হুওয়া ইল্লা- যিক্রুল লিল'আ-লামীন।
উপড়িয়ে ফেলবে এবং তারা বলে এতো নিশ্চয়ই একজন মস্তিষ্ক বিকৃত লোক। (৫২) কুরআনতো সারা জাহানের জন্য এক উপদেশ।

সূরা হা-ক্কাহ্
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫২
রুকূ ঃ ২

الْحَاقَّةُ ۝١ مَا الْحَاقَّةُ ۝٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝٣ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ

১। আল্হা—ক্ক্বাতু ২। মাল্ হা—ক্ক্বাতু ৩। ওয়ামা~ আদ্রা-কা মাল হ্বা—ক্ক্বাতু। ৪। কায্যাবাত ছামূদু ওয়া 'আ-দুম
(১) প্রলয়ংকারী ঘটনা; (২) সে প্রলয়ংকারী ঘটনা কী? (৩) আর আপনি কি জানেন, সে প্রলয়ংকারী ঘটনা কি? (৪) সামূদ ও আদ সম্প্রদায় সে প্রলয়কে

بِالْقَارِعَةِ ۝٤ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۝٥ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ

বিল ক্বা-রি'আতি। ৫। ফাআম্মা-ছামূদু ফাউহ্লিকূ বিত্ত্বা-গিয়াতি। ৬। ওয়া আম্মা-'আ-দুন ফাউহ্লিকূ বিরীহ্বিন্
অস্বীকার করেছিল। (৫) ফলে সামুদ সম্প্রদায়, তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল, এক ভয়ংকর বজ্র দিয়ে। (৬) এবং আদ সম্প্রদায়, তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল,

صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ ۙ حُسُومًا ۙ

স্বার্স্বারিন্ 'আ-তিয়াতিন। ৭। সাখ্খারাহা- 'আলাইহিম সাব্'আ লাইয়া-লিওঁ ওয়া ছামা-নিয়াতা আইয়্যা-মিন্ হুসূমান্
প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া দ্বারা। (৭) যা তিনি তাদের ওপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও সাত দিন অবিরামভাবে। যদি তখন উপস্থিত থাকতেন আপনি সে

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ ۙ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝٧ فَهَلْ تَرَىٰ

ফাতারাল্ ক্বাওমা ফীহা- ছার'আ- কাআন্নাহুম আ'জ্বা-যু নাখ্লিন্ খা-ওয়িয়াতিন। ৮। ফাহাল্ তারা-
সম্প্রদায়কে দেখতেন তারা ভূমিতে এমনভাবে পতিত হয়ে আছে, মনে হয় যেন, অন্তঃসার শূন্য খেজুরের কাণ্ড পড়ে আছে। (৮) আপনি তাদের

لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۝٨ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝

লাহুম্ মিম্ বা-ক্বিয়াহ্। ৯। ওয়া জ্বা—আ ফির্'আওনু ওয়া মান্ ক্বাব্লাহূ ওয়াল্ মু'তাফিকা-তু বিল্ খা-ত্বিআহ্।
কারও কি অবস্থিতি দেখতেছেন? (৯) ফিরআউন ও তার পূর্ববর্তীরা এবং ওলট-পালটকৃত জনবসতির বাসিন্দারা, গুনাহর কাজে লিপ্ত ছিল।

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ۝١٠ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ

১০। ফা'আস্বাও রাসূলা রাব্বিহিম ফাআখাযাহুম আখ্যাতার্ রা-বিয়াহ্। ১১। ইন্না- লাম্মা- ত্বাগাল মা—উ হ্বামাল্না-কুম
(১০) তারা তাদের রবের রাসূলের বিরোধিতা করেছিল। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে কঠোর ভাবে পাকড়াও করলেন। (১১) যখন পানি উত্তোলিত হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে

فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِذَا نُفِخَ

ফিল্ জা-রিয়াহ্। ১২। লিনাজ্'আলাহা- লাকুম তায্কিরাতাওঁ ওয়া তা'ইয়াহা~ উযুনুওঁ ওয়া-'ইয়াহ। ১৩। ফাইযা- নুফিখা
আরোহণ করিয়েছিলাম নৌকায়। (১২) আমি এটা করেছিলাম তোমাদের উপদেশের জন্য এবং যাতে সচেতন কর্ণ তা সংরক্ষণ করে। (১৩) যখন শিংগায়

فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً

ফিস্সূরি নাফ্খাতুও ওয়া-হিদাহ্। ১৪। ওয়া হুমিলাতিল আরদ্বু ওয়াল জ্বিবা-লু ফাদুক্কাতা- দাক্কাতাওঁ
ফুৎকার দেয়া হবে, একবার, (১৪) তখন পৃথিবী ও পর্বতসমূহ উপড়িয়ে ফেলা হবে অতঃপর একই ধাক্কায় চূর্ণ বিচূর্ণ

وَاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ

ওয়া-হিদাহ্। ১৫। ফাইয়াওমাইযিওঁ ওয়াক্বা'আতিল ওয়া-ক্বি'আহ্। ১৬। ওয়ানশাক্কাতিস্ সামা—উ ফাহিয়া ইয়াওমায়িযিওঁ
করে দেয়া হবে। (১৫) সেদিন ঘটবে মহা প্রলয়, (১৬) এবং আকাশ ফেটে যাবে এবং সেদিন তা অকার্যকর

وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ

ওয়া-হিয়াহ্। ১৭। ওয়াল্ মালাকু 'আলা~আরজ্বা—ইহা-; ওয়া ইয়াহ্মিলু 'আর্শা রাব্বিকা ফাওক্বাহুম ইয়াওমাইযিন্
হয়ে যাবে। (১৭) আর ফেরেশতাগণ আকাশের কিনারায় থাকবে এবং সেদিন আপনার প্রতিপালকের আরশ, আটজন (ফেরেশতা) তাদের ওপর

ثَمَانِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ

ছামা-নিয়াহ্। ১৮। ইয়াওমাইযিন্ তু'রাদ্বূনা লা- তাখ্ফা- মিন্কুম খা-ফিয়াহ্। ১৯। ফাআম্মা- মান্ উতিয়া
বহন করবে। (১৮) সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে, তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না। (১৯) তখন যাকে তার আমলনামা

كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ

কিতা-বাহূ বিয়ামীনিহী ফাইয়াক্বূলু হা—উমুক্বরাউ কিতা-বিয়াহ্। ২০। ইন্নী জানান্তু আন্নী মুলা-ক্বিন্
ডান হাতে দেয়া হবে, তখন সে খুশীতে বলবে, লও আমার আমলনামা, পড়। (২০) আমার নিশ্চিত জানা ছিল যে, আমাকে অবশ্যই হিসাবের

حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ○

হিসা-বিয়াহ্। ২১। ফাহুওয়া ফী 'ঈশাতির্ রা-দ্বিয়াহ্। ২২। ফী জ্বান্নাতিন 'আ-লিয়াহ্। ২৩। কুতুফুহা- দা-নিয়াহ্।
সামনা-সামনি হতে হবে। (২১) সুতরাং সে সুখী জীবন যাপন করবে, (২২) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতে, (২৩) যার ফলসমূহ ঝুলন্ত থাকবে খুব কাছাকাছি।

﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ

২৪। কুলূ ওয়াশ্রাবু হানী—আম্ বিমা ~আস্লাফ্তুম ফিল্ আইয়্যা-মিল খা-লিয়াহ্। ২৫। ওয়া আম্মা- মান্ উতিয়া
(২৪) (তাদের বলা হবে) তৃপ্তিসহ খাও ও পান কর, তোমাদের সে কর্মের বিনিময়, যা তোমরা বিগতদিনসমূহে করেছিলে। (২৫) কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হতে

○ টীকা (আঃ ১৬) ঃ বিদীর্ণ হওয়া তার দুর্বলতার প্রমাণ। বর্তমানে যেমন উহা সুদৃঢ় রয়েছে এবং তার কোথাও ফাটল নাই; কিন্তু সেদিন তাতে এ গুণ থাকবে না, বরং দুর্বলতা ও ফাটল দেখা দিবে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১৭) ঃ বুঝা যায়, আসমান মধ্যস্থল হতে ফেটে চতুর্দিকে সঙ্কুচিত হবে, ফেরেশতাগণ মধ্যস্থল হতে সরে কিনারায় যাবে। পরে তাদেরও মৃত্যু ঘটবে। (বঃ কোঃ) হাদীসে আছে, চারজন ফেরেশতা আরশ্ বহন করে আছে। কিয়ামতে আটজন ফেরেশতা তা কিয়ামতের মাঠে আনয়ন করবে এবং হিসাব-নিকাশ আরম্ভ হবে। (বঃ কোঃ)

كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ○

কিতা-বাহূ বিশিমা-লিহী ফাইয়াকূলু ইয়া-লাইতানী লাম্ উতা কিতা-বিয়াহ্। ২৬। ওয়া লাম আদ্রি মা- হিসা-বিয়াহ্।
দেয়া হবে, সে বলবে হায় আফসোস! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেয়া হত, (২৬) এবং আমার হিসাব সম্পর্কে যদি আমি অবগত না হতাম।

﴿٢٦﴾ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ○

২৭। ইয়া-লাইতাহা- কা-নাতিল্ ক্বা-দ্বিয়াহ্। ২৮। মা~আগ্না- 'আন্নী মা-লিয়াহ্। ২৯। হালাকা 'আন্নী সুলত্বা-নিয়াহ।
(২৭) হায়! মৃত্যু যদি আমাকে শেষ করে দিত। (২৮) আমার ধন-সম্পদও আমার কোনই উপকারে আসল না। (২৯) আমার প্রভাব আমার থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

﴿٢٩﴾ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ

৩০। খুযূহু ফাগুললূহু। ৩১। ছুম্মাল জ্বাহীমা স্বাল্লূহু। ৩২। ছুম্মা ফী সিল্সিলাতিন্ যার্'উহা- সাব্'ঊনা
(৩০) বলা হবে ওকে ধর, ওকে বেড়ী পরিয়ে দাও। (৩১) অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। (৩২) তারপর ওকে এমন জিঞ্জির দ্বারা জড়াও,

ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ

যিরা-'আন্ ফাস্লুকূহ্। ৩৩। ইন্নাহূ কা-না লা- ইউ'মিনু বিল্লা-হিল্ 'আজীম। ৩৪। ওয়ালা- ইয়াহুদ্দু
যার দীর্ঘ সত্তর হাত। (৩৩) সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখত না। (৩৪) এবং দরিদ্রকে খাদ্য দানে

عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا

'আলা- ত্বা'আ-মিল মিস্কীন। ৩৫। ফালাইসা লাহুল ইয়াওমা হা-হুনা- হামীম। ৩৬। ওয়ালা- ত্বা'আ-মুন ইল্লা-
উদ্বুদ্ধ করত না। (৩৫) সুতরাং আজ (কিয়ামতের দিন) তার কোনই বন্ধু থাকবেনা, (৩৬) এবং তার জন্য কোনই খাদ্য থাকবে না

১ ع৩৭ ৫ রুকূ

مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ○

মিন্ গিস্লীন। ৩৭। লা- ইয়া'কুলুহূ~ইল্লাল খা-ত্বিঊন। ৩৮। ফালা- উক্বসিমু বিমা- তুবস্বিরূন। ৩৯। ওয়ামা- লা- তুব্স্বিরূন,
পুঁজ ছাড়া। (৩৭) যা পাপিষ্ঠ ব্যতীত আর কেউই খাবে না। (৩৮) আমি শপথ করছি, সে বস্তুসমূহের যা তোমরা দেখতেছ। (৩৯) এবং যা তোমরা দেখতে পাও না।

﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا

৪০। ইন্নাহূ লাক্বাওলু রাসূলিন্ কারীম। ৪১। ওয়ামা- হুওয়া বিক্বাওলি শা-'ইরিন ; ক্বালীলাম
(৪০) নিশ্চয়ই এ কুরআন সম্মানিত রাসূলের (বহনকৃত) কথা। (৪১) এটা কোন কবির (নিজের, কথা নয়, তোমরা অল্প লোকই

مَا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ

মা- তু'মিনূন। ৪২। ওয়ালা- বিক্বাওলি কা-হিনিন ; ক্বালীলাম মা- তাযাক্কারূন। ৪৩। তান্যীলুম মির্ রাব্বিল
ঈমান আন, (৪২) এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা খুব অল্প লোকই উপদেশগ্রহণ করে থাক। (৪৩) এ (কুরআন) তো সারা জাহানের প্রতিপালকের

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪০) ঃ ....انه لقول - এখানে সম্মানিত রাসূল দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বুঝান হয়েছে এবং কথা দ্বারা রাসূলুল্লাহর (স)-এর কুরআন পাঠ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর (স) কুরআন পাঠ। অথবা 'কথা' দ্বারা সে কথাকে বুঝান হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ (স) পৌছিয়ে থাকেন। কুরআন, রাসূল (স) এবং জিবরাঈলের (আ) বাণী নয়; বরং আল্লাহ তায়ালার বাণী। যা তিনি ফেরেশতার মাধ্যমে নবী (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেন। অতঃপর নবী (স) তা সবার কাছে পৌছে দেন। (কুঃ কারীম)
কারো মতে, "রাসূল" দ্বারা এখানে জিবরাঈল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে।

الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۝

'আ-লামীন। ৪৪। ওয়ালাও তাক্বাওঁয়ালা 'আলাইনা- বা'দ্বাল আক্বা-ওয়ীল। ৪৫। লাআখায্না- মিন্হু বিল্ইয়ামীন।
পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৪৪) আর সে যদি আমার সম্পর্কে কোন কথা বানিয়ে, বলতেন (৪৫) তবে অবশ্যই আমি তার ডান হাত পাকড়াও করতাম।

﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِنَّهٗ

৪৬। ছুম্মা লাক্বাত্বা'না- মিন্হুল ওয়াতীন। ৪৭। ফামা- মিন্কুম মিন্ আহ্বাদিন 'আন্হু হ্বা-জ্বিযীন। ৪৮। ওয়া ইন্নাহূ
(৪৬) অতঃপর কেটে দিতাম তার হৃৎপিণ্ডের ধমনী। (৪৭) অতঃপর এমন কেউই নেই তোমাদের মধ্যে যে, এ শাস্তি প্রদানে বাধা দিতে পারে। (৪৮) নিশ্চয়ই এ কুরআন

لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾ وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ

লাতায্কিরাতুল লিল্মুত্তাক্বীন। ৪৯। ওয়া ইন্না- লানা'লামু আন্না মিন্কুম মুকায্যিবীন। ৫০। ওয়া ইন্নাহূ লাহ্বাস্রাতুন
পরহেজগারদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। (৪৯) আর আমি নিশ্চিত জানি যে, তোমাদের মাঝে কতিপয় আছে (এর) অস্বীকারকারী। (৫০) এ (অবিশ্বাস করা)-টা,

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾ وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

'আলাল কাঁ-ফিরীন। ৫১। ওয়া ইন্নাহূ লাহ্বাক্বকুল ইয়াক্বীন। ৫২। ফাসাব্বিহ্ব বিস্মি রাব্বিকাল্ 'আজীম।
কাফিরদের জন্য অনুশোচনার কারণ হবেই। (৫১) এটা অতি ধ্রুব সত্য। (৫২) অতএব আপনি মহান প্রতিপালকের নামের তাসবীহ বর্ণনা করুন।

সূরা মা'আ-রিজ্ব
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪৪
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ﴿٢﴾ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ﴿٣﴾ مِّنَ اللّٰهِ

১। সাআলা সা—ইলুম্ বি'আযা-বিওঁ ওয়া-ক্বিইল্ ২। লিল্কা-ফিরীনা লাইসা লাহূ দা-ফিউম ৩। মিনাল্লা-হি
(১) এক নিবেদনকারী, সে শাস্তি সম্পর্কে নিবেদন করে, যা পতিত হবে। (২) কাফিরদের ওপর, তা প্রতিরোধ করার কেউই নেই। (৩) তা আসবে (আকাশের সু-উচ্চ) স্তরগুলোর

ذِى الْمَعَارِجِ ﴿٤﴾ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ

যিল্ মা'আ-রিজ্ব। ৪। তা'রুজুল মালা—ইকাতু ওয়াররূহু ইলাইহি ফী ইয়াওমিন কা-না মিক্বদা-রুহূ খাম্সীনা
মালিক আল্লাহর পক্ষ হতে। (৪) ফেরেশতা এবং রূহ তাঁর দিকে উর্ধ্বগামী হয়, এমন এক দিনে, যার পরিমাণ (সমান) এটা পঞ্চাশ

اَلْفَ سَنَةٍ ﴿٥﴾ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿٦﴾ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ﴿٧﴾ وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ﴿٨﴾ يَوْمَ

আল্ফা সানাহ্। ৫। ফাস্ববির স্বাব্রান্ জ্বামীলা-। ৬। ইন্নাহুম ইয়ারাওনাহূ বা'ঈদা-। ৭। ওয়া নারা-হু ক্বারীবা-। ৮। ইয়াওমা
হাজার বছর। (৫) সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন, উত্তম ধৈর্য। (৬) তারা সে দিবসটিকে অনেক দূর ধারণা করছে। (৭) কিন্তু আমি তা খুবই নিকটে দেখছি। (৮) সে দিন

تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ﴿٩﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿١٠﴾ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝

তাকূনুস্ সামা—উ কাল্মুহ্লি, ৯। ওয়া তাকূনুল্ জ্বিবা-লু কাল্ 'ইহ্নি। ১০। ওয়ালা- ইয়াস্আলু হ্বামীমুন হ্বামীমা-
আকাশ হবে গলিত তামার মত, (৯) এবং পাহাড়গুলো হবে, রঙ্গীন পশমের মত। (১০) এবং সেদিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না।

﴿١١﴾ يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۢ بِبَنِيْهِ ﴿١٢﴾ وَصَاحِبَتِهٖ

১১। ইউবাস্বস্বারূনাহুম ; ইয়াওয়াদ্দুল মুজ্বরিমু লাও ইয়াফ্তাদী মিন 'আযা-বি ইয়াওমিইযিম বিবানীহ্। ১২। ওয়া স্বা-হ্বিবাতিহী
(১১) অথচ তারা একজন অন্যজনকে দেখতে পাবে। পাপিষ্ঠরা সেদিন মুক্তির জন্য শাস্তির বিনিময় দিতে চাইবে, তার সন্তান-সন্ততিকে। (১২) তার

وَاَخِيْهِ ﴿١٣﴾ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ ﴿١٤﴾ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۝

ওয়া আখীহি। ১৩। ওয়া ফাস্বীলাতিহিল্লাতী তু'ওয়ীহ্। ১৪। ওয়া মান্ ফিল্ আর্দ্বি জ্বামী'আন্ ছুম্মা ইউন্জ্বীহ।
স্ত্রী ও ভাইদেরকে, (১৩) তার আত্মীয়-স্বজনকে, যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। (১৪) এবং পৃথিবীর সব কিছু, যাতে তাকে (শাস্তি হতে) রক্ষা করা হয়।

﴿١٥﴾ كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ﴿١٦﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ﴿١٧﴾ تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ﴿١٨﴾ وَجَمَعَ

১৫। কাল্লা-; ইন্নাহা- লাজা-। ১৬। নায্যা-'আতাল্ লিশ্শাওয়া-। ১৭। তাদ্'উ মান আদ্বারা ওয়া তাওয়াল্লা-। ১৮। ওয়া জ্বামা'আ
(১৫) না কখনই নয়, নিশ্চয়ই সেটা জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নি। (১৬) যা মুখ এবং মাথার চামড়া খসিয়ে ফেলবে। (১৭) জাহান্নামের অগ্নি সে ব্যক্তিকে ডাকবে, যে (দ্বীনের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং (দ্বীন থেকে) বিমুখ হয়েছিল। (১৮) সম্পদ সঞ্চিত করে তা সংরক্ষিত

فَاَوْعٰى ﴿١٩﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿٢٠﴾ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ﴿٢١﴾ وَّاِذَا مَسَّهُ

ফাআওʼআ-। ১৯। ইন্নাল ইন্সা-না খুলিক্বা হালূ'আ-। ২০। ইযা- মাস্সাহুশ্ শার্রু জ্বাযূ'আ-। ২১। ওয়া ইযা- মাস্সাহুল্
করেছিল। (১৯) নিশ্চয়ই মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, অস্থিরমনা রূপে। (২০) যখন তাকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করে, তখন সে হয় অস্থির। (২১) আর যখন কোন

الْخَيْرُ مَنُوْعًا ﴿٢٢﴾ اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ﴿٢٣﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۝

খাইরু মানূ'আ-। ২২। ইল্লাল্ মুস্বাল্লীনাল্ ২৩। লাযীনা হুম 'আলা- স্বালা-তিহিম দা—ইমূন।
কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, তখন সে (দান সদকা ওইবাদত করা থেকে) বিরত থাকে। (২২) কিন্তু সে নামাজী ব্যতীত, (২৩) যারা সর্বদা নামাজে মশগুল থাকে।

﴿٢٤﴾ وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿٢٥﴾ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِيْنَ

২৪। ওয়াল্লাযীনা ফী~আমওয়া-লিহিম হ্বাক্বকুম মা'লূম। ২৫। লিস্সা—ইলি ওয়াল্ মাহ্বরূম। ২৬। ওয়াল্লাযীনা
(২৪) আর যাদের সম্পদে অংশ নির্ধারিত আছে, (২৫) ভিখারীদের জন্য এবং অসহায়দের জন্য। (২৬) আর যারা

يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٢٧﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۝

ইউছাদ্দিকূনা বিইয়াওমিদ্ দীন। ২৭। ওয়াল্লাযীনা হুম্ মিন্ 'আযা-বি রাব্বিহিম্ মুশ্ফিকূন।
বিচারের দিন (কিয়ামত) কে সত্য বলে জানে। (২৭) আর যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত শঙ্কিত।

﴿٢٨﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿٢٩﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝

২৮। ইন্না 'আযা-বা রাব্বিহিম গাইরু মা'মূন। ২৯। ওয়াল্লাযীনাহুম লিফুরূজ্বিহিম হ্বা-ফিজূন।
(২৮) (কারণ) নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি থেকে শঙ্কামুক্ত থেকে যায় না। (২৯) এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।

✪ টীকা (আঃ ১৪) ঃ অর্থাৎ, সেদিন আত্মচিন্তা এত অধিক হবে যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন থাকবে এবং পৃথিবীতে যাদেরকে প্রাণাধিক ভালোবাসিত, সাধ্য থাকলে তাদেরকে নিজের পরিবর্তে সঁপে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ১৮) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহর হক এবং বান্দার হক উভয়ই নষ্ট করেছে। মোটকথা, এসমস্ত কার্য জাহান্নামের যোগ্য হওয়ার কারণ, আর এসমস্ত কাজ কাফেরদের মধ্যে রয়েছে, সুতরাং আযাব হতে তাদের পরিত্রাণ পাওয়া কল্পনাও করা যায় না। (ব কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ১৯) ঃ এখানে শুধু কাফেরই উদ্দেশ্য। দুর্বলমতি সৃষ্ট হওয়ার অর্থ এ নয় যে, সৃষ্টিকাল হতেই দুর্বল মতি সৃষ্ট হয়েছে। বরং সে তার কর্মদোষে নির্দিষ্ট স্তরে উপনীত হলে দুর্বলমতি হয়ে পড়ে। (বঃ কোঃ)

﴿٣٠﴾ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ﴿٣١﴾ فمن

৩০। ইল্লা- 'আলা~আ আয্ওয়া-জিহিম আও মা-মালাকাত আইমা-নুহুম ফাইন্নাহুম গাইরু মালূমীন। ৩১। ফামানিব্

(৩০) তবে তাদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকাধীন দাসীদের কথা ভিন্ন। এতে তারা তিরস্কৃত হবে না। (৩১) তবে যে

ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴿٣٢﴾ والذين هم لأماناتهم وعهدهم

তাগা- ওয়ারা—আ যা-লিকা ফাউলা—ইকা হুমুল 'আ-দূন। ৩২। ওয়াল্লাযীনা হুম লিআমা-না-তিহিম ওয়া 'আহ্দিহিম

এদের ছাড়া অন্যকে আশা করে, তারা হল সীমালংঘনকারী। (৩২) আর যারা তাদের আমানত এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষায়

راعون ﴿٣٣﴾ والذين هم بشهاداتهم قائمون ﴿٣٤﴾ والذين هم على صلاتهم

রা-'উন। ৩৩। ওয়াল্লাযীনা হুম বিশাহা-দা-তিহিম ক্বা—ইমূন। ৩৪। ওয়াল্লাযীনা হুম 'আলা- স্বালা-তিহিম

বিশ্বস্ত হয়। (৩৩) আর যারা তাদের নিজ সাক্ষ্যতে দৃঢ়। (৩৪) আর যারা তাদের নিজেদের নামাজ হেফাজত করে (অর্থাৎ যথাযথভাবে

يحافظون ﴿٣٥﴾ أولئك في جنات مكرمون ﴿٣٦﴾ فمال الذين كفروا قبلك

ইউহা-ফিজূন। ৩৫। উলা—ইকা ফী জান্না-তিম্ মুকরামূন। ৩৬। ফামা-লিল্ লাযীনা কাফারূ ক্বিবালাকা

আদায় করে)। (৩৫) তারাই জান্নাতে অতি সম্মানের সাথে বাস করবে। (৩৬) কাফিরদের কি হয়েছে যে, তারা আপনার দিকে

مهطعين ﴿٣٧﴾ عن اليمين وعن الشمال عزين ﴿٣٨﴾ أيطمع كل امرئ منهم

মুহ্ত্বি'ঈন। ৩৭। 'আনিল্ ইয়ামীনি ওয়া 'আনিশ্ শিমা-লি 'ইযীন। ৩৮। আইয়াত্বমা'উ কুল্লুম রিইম্ মিন্হুম

দ্রুতবেগে আসতেছে। (৩৭) ডান ও বাম দিক থেকে দলবদ্ধভাবে। (৩৮) তাদের প্রত্যেকে কি এ কামনা করে যে, তাদেরকে

أن يدخل جنة نعيم ﴿٣٩﴾ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ﴿٤٠﴾ فلا أقسم

আই ইউদ্খালা জান্নাতা না'ঈম। ৩৯। কাল্লা-; ইন্না- খালাক্বনা-হুম্ মিম্মা-ইয়া'লামূন। ৪০। ফালা~উক্বসিমু

প্রবেশ করানো হবে সুখময় জান্নাতে? (৩৯) না কখনোইনা, আমি তাদেরকে যে (জিনিস) দ্বারা সৃষ্টি করেছি, তা তারা জানে। (৪০) আমি শপথ করছি, পূর্ব

برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ﴿٤١﴾ على أن نبدل خيرا منهم

বিরাব্বিল্ মাশা-রিক্বি ওয়াল্ মাগা-রিবি ইন্না- লাক্বা-দিরূন। ৪১। 'আলা~আন্ নুবাদ্দিলা খাইরাম্ মিন্হুম

প্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্তের অবশ্যই আমি সক্ষম, (৪১) তাদের পরিবর্তে তাদের চেয়ে অতি উত্তম মানুষ আনয়ন করতে

وما نحن بمسبوقين ﴿٤٢﴾ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي

ওয়ামা- নাহ্নু বিমাস্বূক্বীন। ৪২। ফাযার্হুম ইয়াখূদ্বূ ওয়া ইয়াল'আবূ হাত্তা- ইউলা-কূ ইয়াওমাহুমুল লাযী

এবং আমি তাতে অপারগ নই। (৪২) সুতরাং তাদেরকে ছেড়ে দিন বাজে কথা ও খেলতামাশার মধ্যে থাকতে, সেদিন উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত, যে দিনের প্রতিশ্রুতি

يوعدون ﴿٤٣﴾ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون

ইউ'আদূন। ৪৩। ইয়াওমা ইয়াখ্রুজূনা মিনাল্ আজ্দ্বা-ছি সিরা-'আন্ কাআন্নাহুম ইলা- নুস্বুবিঁই ইউফিদ্বূন।

তাদেরকে দেয়া হয়েছে। (৪৩) সেদিন তারা কবর হতে দৌড়ে ওঠে আসবে, মনে হবে যেন, তারা কোন লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলছে।

﴿٤٤﴾ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون

৪৪। খা-শি'আতান্ আব্স্বা-রুহুম তার্হাকুহুম যিল্লাতুন ; যা-লিকাল্ ইয়াওমুল্লাযী কা-নূ ইউ'আদূন।

(৪৪) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে এবং লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছাদিত করবে। এটাই সে দিন, যেদিন সম্পর্কে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

সূরা নূহ
মক্কী

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২৮
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم

১। ইন্না~আরসাল্না- নূহান ইলা- ক্বাওমিহী~আন আন্যির ক্বাওমাকা মিন ক্বাব্লি আঁই ইয়া'তিয়াহুম 'আযা-বুন আলীম।

(১) নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট এ নির্দেশ নিয়ে প্রেরণ করেছিলাম যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সাবধান কর তাদের প্রতি যন্ত্রণাময় শাস্তি আসার পূর্বে।

﴿٢﴾ قال يا قوم إني لكم نذير مبين ﴿٣﴾ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون

২। ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি ইন্নী লাকুম নাযীরুম্ মুবীন। ৩। আনি'বুদুল্লা-হা ওয়াত্তাকূহু ওয়া আত্বী'উন।

(২) সে (নূহ) বললেন, হে আমার জাতি! আমিতো তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী যে, (৩) তোমরা (এক) আল্লাহর ইবাদাত কর ও তাঁকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও।

﴿٤﴾ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء

৪। ইয়াগ্ফির্লাকুম মিন যুনূবিকুম ওয়া ইউআখ্খিরকুম ইলা~আজ্বালিম্ মুসাম্মান ; ইন্না আজ্বালাল্লা-হি ইযা- জ্বা—আ

(৪) তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন, এবং তিনি তোমাদেরকে সুযোগ দিবেন একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন এসে উপস্থিত হয়,

لا يؤخر لو كنتم تعلمون ﴿٥﴾ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا

লা-ইউআখ্খারু। লাও কুন্তুম তা'লামূন। ৫। ক্বা-লা রাব্বি ইন্নী দা'আওতু ক্বাওমী লাইলাওঁ ওয়া নাহা-রা-।

তখন তা বিলম্ব করা হয় না, যদি তোমরা তা জানতে। (৫) সে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমি আমার সম্প্রদায়কে দিন, রাত আহ্বান করেছি।

﴿٦﴾ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ﴿٧﴾ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم

৬। ফালাম ইয়াযিদ্হুম দু'আ—ঈ~ইল্লা- ফিরা-রা-। ৭। ওয়া ইন্নী কুল্লামা- দা'আওতুহুম লিতাগ্ফিরালাহুম

(৬) কিন্তু আমার আহ্বানে তারা আরও বেশি পলায়ন করেছে। (৭) আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করি, আপনার ক্ষমার জন্য, (তখন)

جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا

জ্বা'আলূ~আস্বা-বি'আহুম ফী~আ-যা-নিহিম ওয়াস্তাগ্শাও ছিয়া-বাহুম ওয়া আসার্রূ ওয়াস্তাক্বারুস্

তারা তাদের কর্ণে অংগুলি দেয় এবং তাদের কাপড় দ্বারা নিজদেরকে আচ্ছাদিত করে এবং (কুফরীতে আরও) ঝুঁকে যায় এবং খুব

○ টীকা (আঃ ১) ঃ অর্থাৎ, তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা ঈমান না আন, তবে তোমাদের প্রতি ভীষণ আযাব আসবে। যেমন ইহজগতে প্লাবন, পরলোকে যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৪) ঃ ফলকথা, ঈমান আন আর না আন মৃত্যু অনিবার্য, তবে পার্থক্য এই যে, ঈমান না আনলে পারলৌকিক আযাব ছাড়াও ইহলৌকিক আযাবেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আর ঈমান আনলে কোন অবস্থাতেই আযাব হবে না। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৭) ঃ অর্থাৎ, কাপড় জড়ায়ে নিল। যেন তাঁর কথা আমাদের অন্তরে বসে না যায়। কেননা, তারা তাঁর কথা শুনতে অনিচ্ছুক। (মুঃ কোঃ)

اسْتِكْبَارًا ۝٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝٨ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ

তিক্‌বা-রা- । ৮ ; ছুম্মা ইন্নী~দা'আওতুহুম জ্বিহা-রা- । ৯ । ছুম্মা ইন্নী~আ'লান্‌তু লাহুম ওয়া আস্‌রার্‌তু

অহংকার করে ; (৮) অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি। (৯) পরে আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে বলেছি এবং গোপনেও

لَهُمْ إِسْرَارًا ۝٩ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلِ السَّمَاءَ

লাহুম ইস্‌রা-রা- । ১০ ; ফাক্বুল্‌তুস্ তাগ্‌ফিরূ রাব্বাকুম ; ইন্নাহূ কা-না গাফ্‌ফা-রা- । ১১ । ইউর্‌সিলিস্ সামা—আ

বুঝিয়েছি। (১০) আমি বলেছি, তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, তোমাদের প্রতিপালকের কাছে। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল। (১১) তিনি তোমাদের ওপর আকাশ

عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۝١١ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ

'আলাইকুম মিদ্‌রা-রা- ১২ ; ওয়া ইউম্‌দিদ্‌কুম বিআম্‌ওয়া-লিওঁ ওয়া বানীনা ওয়া ইয়াজ্ব'আল্ লাকুম জ্বান্না-তিওঁ

থেকে পর্যাপ্ত প্রেরণ করবেন ; (১২) আর তিনি তোমাদেরকে শক্তি বৃদ্ধি করবেন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা এবং তোমাদের জন্য করে দিবেন জান্নাত এবং

وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ۝١٢ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝

ওয়া ইয়াজ্ব'আল্ লাকুম আন্‌হা-রা- । ১৩ । মা-লাকুম লা- তারজুনা লিল্লা-হি ওয়া ক্বা-রা- । ১৪ । ওয়া ক্বাদ্ খালাক্বাকুম আত্বওয়া-রা- ।

প্রবাহিত করবেন তোমাদের জন্য নহরসমূহ। (১৩) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর মর্যাদা বিশ্বাস করছ না? (১৪) অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে।

۝١٤ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۝١٥ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ

১৫ । আলাম তারাও কাইফা খালাক্বাল্লা-হু সাব্'আ সামা-ওয়া-তিন ত্বিবা-ক্বা- । ১৬ । ওয়া জ্বা'আলাল্ ক্বামারা ফীহিন্না

(১৫) তোমরা কি চিন্তা করনা যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ ধাপে ধাপে। (১৬) এবং সেথায় চন্দ্রকে করেছেন আলোক

نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝١٦ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝١٧ ثُمَّ

নূরাওঁ ওয়া জ্বা'আলাশ্ শাম্‌সা সিরা-জ্বা- । ১৭ । ওয়াল্লা-হু আম্‌বাতাকুম্ মিনাল্ আর্‌দ্বি নাবা-তা- । ১৮ । ছুম্মা

রূপে, এবং সূর্যকে করেছেন চেরাগ রূপে? (১৭) তিনি তোমাদেরকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে। (১৮) অতঃপর তিনি তোমাদেরকে

يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝١٨ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝

ইউ'ঈদুকুম ফীহা- ওয়া ইউখ্‌রিজুকুম ইখ্‌রা-জ্বা- । ১৯ । ওয়াল্লা-হু জ্বা'আলা লাকুমুল আরদ্বা বিসা-ত্বা-

তার মধ্যেই প্রত্যাগমন ও পরে আবার (সেখান থেকে) বের করে আনবেন। (১৯) আল্লাহ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন (বিছানার ন্যায়) বিস্তৃত।

۝١٩ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝٢٠ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا

২০ । লিতাস্‌লুকূ মিন্‌হা- সুবুলান ফিজ্বা-জ্বা- । ২১ । ক্বা-লা নূহুর্ রাব্বি ইন্নাহুম 'আস্বাওনী ওয়াত্তাবা'উ

(২০) যাতে তোমরা বিস্তৃত পথে চলাফেরা করতে পার। (২১) নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তারা আমার কথা শোনেইনি এবং

○ টীকা (আঃ ৯) ঃ মোটকথা, যত প্রকারের উপদেশে তাদের উপকার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সকল প্রকারেই আমি তাদেরকে বুঝিয়েছি। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ১৩) ঃ সমস্ত নেয়ামত উল্লেখ করার স্বার্থকতা সম্ভবতঃ এ, অধিকাংশ মানুষ নগদ লাভের প্রত্যাশী। অতএব, এর উল্লেখ তাদেরকে ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করবে। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৪) ঃ خلقكم اطوارا - (পর্যায়ক্রমে) মানব সৃষ্টির প্রথমে বীর্য, পরে রক্ত পিণ্ড, পরে মাংস পিণ্ড, পরে অস্থি, পরে গোস্ত, পরে পূর্ণ আকৃতি গঠন। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ১৫) ঃ অর্থাৎ প্রথমতঃ খাদ্য হতে রক্ত, তা হতে শুক্র, তা হতে জমাট রক্ত এবং তা হতে মাংস, এরূপে স্তরে স্তরে তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। (বঃ কো) ○ টীকা (আঃ ২১) ঃ কেননা, যমীনে চলা-ফেরা নির্ভর করে তার স্থিরতার উপর, অন্যথায় তাতে ধসে অথবা ডুবে যেত সমস্ত উক্তি, যা ফরিয়াদস্বরূপ আল্লাহর দরবারে নিবেদন করেছিলেন। (বঃ কোঃ)

مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ۝٢١ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ۝٢٢ وَقَالُوا

মাল্লাম ইয়াযিদ্‌হু মা-লুহূ ওয়া ওয়ালাদুহূ~ইল্লা- খাসা-রা- । ২২ । ওয়া মাকারূ মাক্‌রান্ কুব্বা-রা- । ২৩ । ওয়া ক্বা-লূ

এমন লোকের তারা অনুসরণ করছে, যাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করেনি। (২২) তারা বিরাট চক্রান্ত করেছিল, (২৩) এবং বলেছিল,

لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ

লা-তাযারুন্না আ-লিহাতাকুম ওয়ালা- তাযারুন্না ওয়াদ্দাওঁ ওয়ালা- সুওয়া-'আওঁ ওয়ালা- ইয়াগূছা ওয়া ইয়া'উক্বা

তোমরা কখনও ত্যাগ করনা তোমাদের মাবুদ (প্রতিমা)-কে, আর বর্জন করনা ওয়াদ এবং সুওয়াকে এবং বর্জন করনা ইয়াগুস, ইয়াউক এবং

وَنَسْرًا ۝٢٣ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝٢٤ مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ

ওয়া নাস্‌রা- । ২৪ । ওয়া ক্বাদ্ আদ্বাল্লূ কাছীরা-, ওয়ালা-তাযিদিজ্ জা-লিমীনা ইল্লা- দ্বালা-লা- । ২৫ । মিম্মা- খাত্বীআ—তিহিম

নাসরকে। (২৪) তারা অনেক লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। (হে আল্লাহ!) আপনি পাপিষ্ঠদের বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দিন। (২৫) তাদের পাপের জন্য তাদেরকে (পানিতে)

أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ۝٢٥ وَقَالَ نُوحٌ

উগ্‌রিকূ ফাউদ্‌খিলূ না-রান ফালাম ইয়াজ্বিদূ লাহুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি আন্‌স্বা-রা- । ২৬ । ওয়া ক্বা-লা নূহুর্

ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর প্রবেশ করানো হয়েছে অগ্নিতে। অতঃপর তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন সাহায্যকারী পায়নি। (২৬) নূহ বলেছিলেন, হে আমার

رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝٢٦ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا

রাব্বি লা-তাযার্ 'আলাল্ আর্‌দ্বি মিনাল কা-ফিরীনা দাইয়্যা-রা- । ২৭ । ইন্নাকা ইন্ তাযার্‌হুম ইউদ্বিল্লূ

প্রতিপালক! তুমি ভূ-পৃষ্ঠে কাফিরদের কোন ঘর, বাকি রাখবেন না (সব শেষ করে দিন)। (২৭) যদি আপনি তাদের (কাউ)-কে বাকি রাখুন, তবে তারা আপনার

عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝٢٧ رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ

'ইবা-দাকা ওয়ালা- ইয়ালিদূ~ইল্লা- ফা-জ্বিরান্ কাফ্‌ফা-রা- । ২৮ । রাব্বিগ্‌ফির্‌লী ওয়ালি ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া লিমান দাখালা

বান্দাগণকে বিভ্রান্ত করবে এবং পাপী ও কাফির ছাড়া অন্য কিছু জন্ম দিবে না। (২৮) হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন, আমাকে। আমার মাতা-পিতাকে

بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝

বাইতিয়া মু'মিনাওঁ ওয়া লিল্‌মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি ; ওয়ালা-তাযিদিজ্ জা-লিমীনা ইল্লা- তাবা-রা- ।

এবং যারা মুমিন অবস্থায় আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং ক্ষমা কর সব মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে। আর পাপিষ্ঠদের শুধু ধ্বংস বৃদ্ধি কর।

রুকূ ১০ ع ২

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৩) ঃ ودا - (ওয়াদ্দা) একটি প্রতিমার নাম। যেটি ওরা পুরুষের আকৃতিতে বানিয়েছিল।
* سواعا - সুওয়া- এ প্রতিমাটি বানিয়েছিল মহিলাদের আকৃতিতে। * يغوث - ইয়াগুস- এ প্রতিমাটি বানিয়েছিল, বাঘের আকৃতিতে।
* يعوق - ইয়াউক- এ প্রতিমাটি ছিল ঘোড়ার আকৃতিতে। * نسرا - নাসর- এ প্রতিমাটি ছিল চিল পাখির আকৃতিতে।
এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বর্ণনা হল- এ পাঁচজন ছিলেন নেককার বান্দা। তারা ছিলেন, হযরত আদম (আ) এবং হযরত নূহ (আ)-এর যুগের মাঝামাঝি সময়। লোকেরা তাদেরকে খুব শ্রদ্ধা করত। তাদের ইন্তেকালের পরে শয়তান তাদের প্রতিকৃতি কাঠ ও পাথর দ্বারা তৈরি করে তার অনুসারীদেরকে নিজ ঘরে লটকিয়ে রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। লোকেরা সে প্রতিকৃতিগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। নিজ নিজ ঘরে লটকিয়ে রাখে। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। যখন সে অনুসারীরা মারা গেল, তখন শয়তান তাদের বংশধরকে এ বলে শিরকের দিকে উদ্বুদ্ধ করল যে, তোমাদের পিতৃপুরুষ তাদের ইবাদাত করত। তাদের প্রতিকৃতি তোমাদের ঘরে ঘরে আছে। সুতরাং তারা তাদের পূজা করতে শুরু করে। (তাঃ কাদেরী, কুঃ কারীম)

সূরা জ্বিন মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ২৮ রুকূ ঃ ২

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝١

১। কুল্ উহিয়া ইলাইয়্যা আন্নাহুস্ তামা'আ নাফারুম্ মিনাল জ্বিন্নি ফাক্বা-লূ~ইন্না- সামি'না- কুরআ-নান 'আজাবা-।

(১) (হে নবী!) আপনি বলুন, আমার প্রতি ওহী এসেছে যে, জ্বীনের একটি দল আন্তরিকতার সাথে কুরআন শুনেছিল এবং বলেছিল আমরা আশ্চর্য ধরনের কুরআন শুনেছি।

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝٢ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ

২। ইয়াহ্দী~ইলার রুশ্দি ফাআ-মান্না-বিহী ; ওয়া লান্ নুশ্রিকা বিরাব্বিনা~আহ্বাদা-। ৩। ওয়া আন্নাহূ তা'আ-লা- জ্বাদ্দু

(২) যা সঠিক পথের প্রদর্শক। আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনও অন্য কাউকে আমাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক নির্ধারণ করব না। (৩) নিশ্চয়ই আমাদের

رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝٣ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝٤

রাব্বিনা- মাত্তাখাযা ছা-হিবাতাওঁ ওয়ালা- ওয়ালাদা-। ৪। ওয়া আন্নাহূ কা-না ইয়াকূলু সাফীহুনা- 'আলাল্লা-হি শাত্বাত্বা-।

প্রতিপালকের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী এবং গ্রহণ করেননি কোন সন্তান। (৪) আমাদের মধ্যের মূর্খরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা অযৌক্তিক কথা বলে।

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝٥ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ

৫। ওয়া আন্না- জানান্না~আল লান্ তাকূলাল ইন্সু ওয়াল্ জ্বিন্নু 'আলাল্লা-হি কাযিবা-। ৬। ওয়া আন্নাহূ কা-না রিজ্বা-লুম্

(৫) আমরাতো এটাই ধারণা করতাম যে, মানুষ এবং জ্বীন আল্লাহ সম্পর্কে কখনও মিথ্যা কথা বলে না। (৬) আর কতিপয় মানুষ, আশ্রয়

مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝٦ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا

মিনাল্ ইন্সি ইয়া'উযূনা বিরিজ্বা-লিম্ মিনাল্ জ্বিন্নি ফাযা-দূহুম রাহাক্বা-। ৭। ওয়া আন্নাহুম জানূনূ কামা-

কামনা করত, কতক জ্বীনের। ফলে তাদের ঔদ্ধত্য আরও বাড়িয়ে দিল। (৭) জ্বীনেরা পরস্পরে বলেছিল তোমাদের মত মানুষের মধ্যে যারা কাফির

○ টীকা (আঃ ১) ঃ এ সূরা সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী প্রভৃতি বিশিষ্ট হাদীস গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রের বহু হাদীস আছে। তাদের সারমর্ম এই- হযরত (সঃ) কয়েক বৎসর যাবৎ মক্কা শরীফস্থ কোরাইশগণকে হেদায়েত করার পরও যখন তারা সামান্য কয়েকজন ব্যতীত হেদায়েত হল না, তখন তিনি ভাবলেন এদের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা না করে অন্যত্র যাওয়াই শ্রেয়। তৎপর তিনি তায়েফ গমন করেন এবং তথাকার সর্দারগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে তিনি ওকাজ যাত্রা করেন। পথে নখলা নামক স্থানে যখন ফজরের নামাজ পড়তেছিলেন, তখন নসিবিন শহরস্থ ৯ জন জ্বিন তাঁর কোরআন পাঠ শ্রবণ করতঃ যে মন্তব্য করে, এ সূরার ১৫ আয়াত পর্যন্ত তারই বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। উক্ত জ্বিনগণ তখন এ সূরার ৮ ও ৯ আয়াতে বর্ণিত ঘটনার কারণে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল।

অধিকাংশ দার্শনিকের মতে, জ্বিন বলতে কিছুই নেই। কিন্তু কিতাবী অ-কিতাবী ধর্মবিশ্বাসী প্রত্যেক সম্প্রদায়ই জ্বিনের অস্তিত্ব স্বীকার করে; তবে কেউ বলেন, এরা অশরীরী আর কেউ বলেন সূক্ষ্ম-শরীরী। এত সূক্ষ্ম যে, কোনরূপ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। শেষোক্তদের মতে জন্মগত নেককার জ্বিন ফেরেশতা, জন্মগত বদকার জ্বিন শয়তান এবং যেসব জ্বিন জন্মগতভাবে নেককারও নয়, বদকারও নয় তারা সাধারণ জ্বিন নামে পরিচিত। জ্বিনগণ ফেরেশতার মত ইচ্ছামত রূপধারণ করতে পারে; অদৃশ্য অবস্থায় থেকেও দেখতে পায়, শুনতে পায়, শূন্যে ভ্রমণ ও অবস্থান করতে পারে; আসমানে যেয়ে ফেরেশতাদের কথা শুনতে পেত। পক্ষান্তরে সাধারণ শরীরী জীবের মত এদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কাম-ক্রোধ, জন-মৃত্যু, রোগ-শোক ও প্রজনন প্রভৃতিও হয়ে থাকে। মানুষের মত জ্বিনও নানা স্বভাবের আছে, ইহাদেরও কেয়ামতে বিচার হবে। অনেক মানবের জ্ঞানই জ্বিন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাদের অমানুষিক কার্যাবলি দেখে তাদেরকে খোদা বলে মনে করত। জ্বিনগণও স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করত- কখনও বা প্রতিমার ভিতর হতে, কখনও বা বৃক্ষাদির ভিতর হতে কথা বলত; আবার কখনও বা ভবিষ্যতের বা দূরের জ্যোতিষগণকে জানিয়ে দিত ...। নবী কারীম (স)-এর আবির্ভাবের কিছু পূর্ব হতে জ্বিনদের অনেক ক্ষমতা লোপ করা হয়; বিশেষতঃ তাদের উপর আসমানী খবর সংগ্রহের পথ রুদ্ধ করা হয়। (হাক্কানী)

ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝٧ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ

জানান্তুম আল্ লাইঁ ইয়াব্'আছাল্লা-হু আহ্বাদা-। ৮। ওয়া আন্না- লামাস্নাস্ সামা—আ ফাওয়াজ্বাদ্না-হা- মুলিআত্

তারাও ধারণা করে যে, আল্লাহ কাউকে মৃত্যুর পরে পুনরায় ওঠাবেন না। (৮) এবং আমরা আকাশে অভিযান করেছি, কিন্তু আকাশ পরিপূর্ণ দেখলাম কঠোর

حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝٨ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ

হ্বারাসান্ শাদীদাওঁ ওয়া শুহুবা-।৯। ওয়া আন্না- কুন্না- নাক্ব'উদু মিন্হা- মাক্বা-'ইদা লিস্সাম্'ই ; ফামাই ইয়াস্তামি'ইল্

প্রহরী এবং জ্বলন্ত শিখায়। (৯) আর এর পূর্বে আমরা কথা শোনার জন্য আকাশের কোন জায়গায় বসে থাকতাম। কিন্তু এখন কেউ কথা শুনতে চাইলে,

الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۝٩ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ

আ-না ইয়াজ্বিদ্ লাহূ শিহা-বার্ রাছাদা-। ১০। ওয়া আন্না- লা- নাদরী~আশাররুন উরীদা বিমান ফিল আর্দ্বি

সে তার জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত শিখার সম্মুখীন হয়। (১০) আমরা জানি না, পৃথিবীর মানুষের প্রতি অকল্যাণকর (শাস্তিমূলক) কিছু করার ইচ্ছা অথবা তাদের

أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝١٠ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا

আম্ আরা-দা বিহিম রাব্বুহুম রাশাদা-। ১১। ওয়া আন্না- মিন্নাছ্ ছা-লিহূনা ওয়া মিন্না- দূনা যা-লিকা ; কুন্না-

প্রতিপালক তাদের কল্যাণকর কিছু করার ইচ্ছা আছে। (১১) এবং আমাদের মধ্যে কতিপয়তো পুণ্যবান এবং কতিপয় তার বিপরীত। আমরা বিভিন্ন

طَرَائِقَ قِدَدًا ۝١١ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ۝١٢

ত্বারা—ইক্বা ক্বিদাদা-। ১২। ওয়া আন্না- জানান্না~আল্ লান্ নু'জ্বিযাল্লা-হা ফিল্ আর্দ্বি ওয়া লান্ নু'জ্বিযাহূ হারাবা-।

মতের অনুসারী। (১২) এখন আমাদের ধারণা হয়েছে যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পালিয়ে গিয়েও তাঁকে অক্ষম করতে পারব না।

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا

১৩। ওয়া আন্না- লাম্মা- সামি'নাল্ হুদা~আ-মান্না- বিহী ; ফামাইঁ ইউ'মিম্ বিরাব্বিহী ফালা- ইয়াখা-ফু বাখ্সাওঁ

(১৩) যখন আমরা শুনলাম হেদায়াতের বাণী, তখনই আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর যে তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে, তার ক্ষতি, অত্যাচারের

وَلَا رَهَقًا ۝١٣ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ

ওয়ালা- রাহাক্বা-। ১৪। ওয়া আন্না- মিন্নাল্ মুস্লিমূনা ওয়া মিন্নাল ক্বা-সিতূনা ; ফামান্ আস্লামা ফাউলা—ইকা

কোনই ভয় নেই। (১৪) আমাদের মধ্যে কতিপয় মুসলমান এবং কতিপয় নাফরমান। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা (নিজের জন্য) সঠিক

تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝١٤ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝١٥ وَأَن لَّوِ

তাহ্বার্রাও রাশাদা-। ১৫। ওয়া আম্মাল্ ক্বা-সিতূনা ফাকা-নূ লিজ্বাহান্নামা হাত্বাবা-। ১৬। ওয়া আল্ লাওয়িস্

পথ নির্ণয় করেছে। (১৫) আর যে নাফরমান, সেতো জাহান্নামের ইন্ধন (জ্বালানী কাঠ)। (১৬) (হে নবী! মক্কাবাসীকে বলুন) তারা যদি

اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ۝١٦ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن

তাক্বা-মূ 'আলাত্ব ত্বারীক্বাতি লাআস্ক্বাইনা-হুম মা—আন গাদাক্বা- ১৭। লিনাফ্তিনাহুম ফীহি ; ওয়া মাই

সঠিক পথে দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকতো, তবে আমি তাদেরকে পর্যাপ্ত পানি পান করাতাম, (সমৃদ্ধশালী করতাম) (১৭) তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। যে

يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝١٧ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ

ইউ'রিদ্ব 'আন্ যিক্‌রি রাব্বিহী ইয়াস্‌লুক্‌হু 'আযা-বান্ স্বা'আদা-। ১৮। ওয়া আন্নাল্ মাসা-জ্বিদা লিল্লা-হি
তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে গাফিল থাকে, তিনি (আল্লাহ) তাকে কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করবেন। (১৮) আর মসজিদ শুধু আল্লাহর জন্যই

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝١٨ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا

ফালা- তাদ'উ মা'আল্লা-হি আহ্বাদা-। ১৯। ওয়া আন্নাহূ লাম্মা- ক্বা-মা 'আব্‌দুল্লা-হি ইয়াদ্'উহু কা-দূ
সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকনা। (১৯) যখন আল্লাহর বান্দাহ তাঁকে ডাকার জন্য (নামাজে) দাঁড়িয়ে গেল, তখন দলে দলে

يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝١٩ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝

ইয়াকূনূনা 'আলাইহি লিবাদা-। ২০। কুল্ ইন্নামা~'আদ্‌উ রাব্বী ওয়ালা~উশ্‌রিকু বিহী~আহ্বাদা-।
তার চারপাশে এসে জড় হল। (২০) বলুন, আমি কেবলমাত্র আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক নির্ধারণ করি না।

۝٢٠ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝٢١ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ

২১। কুল্ ইন্নী লা~আম্‌লিকু লাকুম দ্বার্‌রাওঁ ওয়ালা- রাশাদা-। ২২। কুল্ ইন্নী লাইঁ ইউজ্বীরানী মিনাল
(২১) আমি তোমাদের ক্ষতির ও সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষমতা রাখি না। (২২) আপনি বলুন, (যদি আমিও নাফরমানি করি, তবে) আমাকে কেউই আল্লাহর

اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝٢٢ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ

লা-হি আহাদুওঁ ওয়া লান্ আজ্বিদা মিন্ দূনিহী মুল্‌তাহাদা-। ২৩। ইল্লা- বালা-গাম্ মিনাল্লা-হি ওয়া রিসা-লা-তিহী;
শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি আর কোন আশ্রয়স্থল পাবনা। (২৩) শুধু আল্লাহর কথা এবং তার পয়গাম পৌঁছানোই আমার দায়িত্ব।

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝٢٣ حَتَّىٰ

ওয়া মাইঁ ইয়া'স্বিল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ফাইন্না লাহূ না-রা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা~আবাদা-। ২৪। হাত্তা~
যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি, যেখানে তারা চিরদিন পড়ে থাকবে। (২৪) যখন

إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۝

ইযা- রাআও মা- ইউ'আদূনা ফাসাইয়া'লামূনা মান্ আদ্বআফু না-স্বিরাওঁ ওয়া আক্বাল্লু 'আদাদা-।
তারা শাস্তি দেখবে, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন তারা বুঝবে, কে সাহায্যকারী হিসাবে দুর্বল আর কে সংখ্যার দিক দিয়ে অল্প।

۝٢٤ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۝

২৫। কুল্ ইন্ আদ্‌রী~আক্বারীবুম্ মা- তূ'আদূনা আম্ ইয়াজ্ব'আলু লাহূ রাব্বী~আমাদা-।
(২৫) বলুন, আমি অবগত নই যে, তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কি খুব কাছে, না আমার প্রতিপালক এর জন্য একটি দূরবর্তী মেয়াদ নির্ধারণ করে রেখেছেন?

۝٢٥ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝٢٦ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ

২৬। 'আ-লিমুল গাইবি ফালা- ইউজ্‌হিরু 'আলা- গাইবিহী~আহ্বাদা-। ২৭। ইল্লা- মানির্ তাদ্বা- মির্
(২৬) তিনি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী, তিনি তার অদৃশ্যের ব্যাপারে কাউকে প্রকাশ করেন না, (২৭) তার পছন্দনীয়

رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝٢٧ لِيَعْلَمَ أَنْ

রাসূলিন্ ফাইন্নাহূ ইয়াসলুকু মিম বাইনি ইয়াদাইহি ওয়া মিন্ খালফিহী রাশাদা-। ২৮। লিইয়া'লামা আন্
রাসূল ব্যতীত। কিন্তু সেখানেও তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত রাখেন। (২৮) যাতে তিনি (আল্লাহ) জানতে পারেন যে, তাদের

قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

ক্বাদ্ আব্‌লাগূ রিসা-লা-তি রাব্বিহিম ওয়া আহ্বা-ত্বা বিমা- লাদাইহিম ওয়াআহ্‌স্বা- কুল্লা শাইয়িন্ 'আদাদা-।
প্রতিপালকের পয়গাম, রাসূলগণ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের চার পাশের সবকিছু ঘিরে রাখেন এবং প্রতিটি বিষয়ের হিসাব রাখেন।

রুকূ' ২ / ১২

সূরা মুয্‌যাম্মিল
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২০
রুকূ ঃ ২

۝١ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝٢ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٣ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝

১। ইয়া~আইয়্যুহাল্ মুয্‌যাম্মিল্। ২। কুমিল্ লাইলা ইল্লা- ক্বালীলা-। ৩। নিস্বফাহূ~আওয়িন্‌কুস্ব মিন্‌হু ক্বালীলা-।
(১) হে বস্ত্রাবৃত (নবী!) (২) রাতের কিছু অংশ ব্যতীত বাকি রাত দাঁড়ান। (৩) (অর্থাৎ) অর্ধেক রাত অথবা তার চেয়ে কিছু কম,

۝٤ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝٥ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝

৪। আও যিদ্ 'আলাইহি ওয়া রাত্তিলিল্ কুর্‌আ-না তার্‌তীলা-। ৫। ইন্না- সানুল্‌ক্বী 'আলাইকা ক্বাওলান ছাক্বীলা-।
(৪) অথবা তার চেয়ে বেশি। আর ধীরে ধীরে কুরআন পাঠ করুন স্পষ্টভাবে। (৫) নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি অতি শীঘ্রই গুরুতর কালাম অবতীর্ণ করব।

۝٦ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٧ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝

৬। ইন্না না-শিআতাল্ লাইলি হিয়া আশাদ্দু ওয়াত্ব্‌আওঁ ওয়া আক্বওয়ামু ক্বীলা-। ৭। ইন্না লাকা ফিন্ নাহা-রি সাব্‌হান্ ত্বাওয়ীলা-।
(৬) নিশ্চয়ই রাত্র জাগরণ, কঠোর সাধনার এবং (কুরআন) পাঠের জন্য সঠিক সময়। (৭) নিশ্চয়ই দিনের বেলা আপনি আপনার দায়িত্ব পালনে খুব ব্যস্ত থাকেন।

۝٨ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝٩ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

৮। ওয়ায্‌কুরিস্‌মা রাব্বিকা ওয়া তাবাত্তাল্ ইলাইহি তাব্‌তীলা-। ৯। রাব্বুল্ মাশ্‌রিক্বি ওয়াল মাগ্‌রিবি
(৮) সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের নামের যিকির করুন এবং সব দিক হতে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র তাঁরই দিকে মগ্ন হন। (৯) তিনিই পূর্ব পশ্চিমের মালিক,

لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝١٠ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا

লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ফাত্তাখিয্‌হু ওয়াকীলা। ১০। ওয়াস্বিবির 'আলা- মা- ইয়াক্বূলূনা ওয়াহ্‌জুরহুম হাজ্বরান্
তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, অতএব ব্যবস্থাপক হিসেবে তাকেই গ্রহণ করুন। (১০) (দুশমনরা) যা বলে, তাতে ধৈর্যধারণ করুন এবং তাদের বর্জন করুন,

جَمِيلًا ۝١١ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۝١٢ إِنَّ لَدَيْنَا

জ্বামীলা-। ১১। ওয়া যার্‌নী ওয়াল্ মুকায্‌যিবীনা উলিন্ না'মাতি ওয়া মাহ্‌হিল্ হুম ক্বালীলা-। ১২। ইন্না লাদাইনা~
শালীনতার সাথে। (১১) ছেড়ে দিন আমাকে এবং বিলাস জীবন যাপনকারী মিথ্যাবাদীদেরকে। আর তাদের অল্প সময়ের জন্য অবসর দিন। (১২) আমার নিকটে রয়েছে

انكالا وجحيما ﴿١٢﴾ وطعاما ذا غصة وعذابا اليما ﴿١٣﴾ يوم ترجف الارض

আন্‌কা-লাওঁ ওয়া জ্বাহীমা-। ১৩। ওয়া ত্বা'আ-মান্ যা-গুস্‌স্বাতিওঁ ওয়া 'আযা-বান আলীমা-। ১৪। ইয়াওমা তারজুফুল আরদ্বু
(লোহার) শিকল এবং জ্বলন্ত অগ্নি। (১৩) আর আছে গলায় আটকিয়ে পড়া খাদ্য এবং যন্ত্রণাময় শাস্তি। (১৪) সে দিন পৃথিবী

والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ﴿١٤﴾ انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا

ওয়াল জ্বিবা-লু ওয়া কা-নাতিল জ্বিবা-লু কাছীবাম মাহীলা-। ১৫। ইন্না~আরসালনা~ইলাইকুম রাসূলান শা-হিদান
ও পাহাড়গুলো কাঁপতে থাকবে এবং পাহাড়গুলো হবে প্রবহমান বালুকার ন্যায়। (১৫) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে এমন এক রাসূল তোমাদের সাক্ষীরূপে প্রেরণ করেছি,

عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا ﴿١٥﴾ فعصى فرعون الرسول فاخذنه

'আলাইকুম কামা~আর্‌সাল্‌না~ইলা- ফির'আওনা রাসূলা-। ১৬। ফা'আছা- ফির্'আওনুর রাসূলা ফাআখায্‌না-হু
যেমন আমি রাসূল প্রেরণ করেছিলাম ফেরআউনের কাছে। (১৬) কিন্তু ফিরআউন সে রাসূলের বিরোধিতা করল। ফলে আমি তাকে কঠিনভাবে

اخذا وبيلا ﴿١٦﴾ فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا

আখ্‌যাওঁ ওয়া বীলা-। ১৭। ফাকাইফা তাত্তাকূনা ইন্ কাফার্‌তুম ইয়াওমাইঁ ইয়াজ্'আলুল্ ওয়িল্‌দা-না শীবা-
পাকড়াও করেছিলাম। (১৭) সুতরাং তোমরা যদি কুফরী কর, তবে কিভাবে রেহাই পাবে সেদিন, যেদিন বালকদেরকে বৃদ্ধ করে দিবে,

السماء منفطر به كان وعده مفعولا ﴿١٨﴾ ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ

১৮। নিস্‌সামা—উ মুন্‌ফাত্বিরুম্ বিহী ; কা-না ওয়া'দুহূ মাফ্'উলা-। ১৯। ইন্না হা-যিহী তায্‌কিরাতুন, ফামান্ শা—আত্তাখাযা
(১৮) যেদিন আকাশ ফেটে যাবে এবং তাঁর (আল্লাহর) প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হবে। (১৯) নিশ্চয়ই এটা উপদেশ। যার ইচ্ছা, সে নিজ

الى ربه سبيلا ﴿١٩﴾ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي اليل ونصفه

ইলা- রাব্বিহী সাবীলা-। ২০। ইন্না রাব্বাকা ইয়া'লামু আন্নাকা তাকূমু আদ্‌না- মিন ছুলুছাইল লাইলি ওয়া নিস্বফাহূ
প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করুক। (২০) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকতো জানেন যে, আপনি কখনও রাতের প্রায় তিন ভাগের দু ভাগ কখনও অর্ধেক কখনও তিনভাগের

ع ১ ২৯ ১৩ রুকূ

وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر اليل والنهار علم ان لن

ওয়া ছুলুছাহূ ওয়া ত্বা—ইফাতুম্ মিনাল্ লাযীনা মা'আকা ; ওয়াল্লা-হু ইউক্বাদ্দিরুল্ লাইলা ওয়ান্নাহা-রা ; 'আলিমা আল্লান্
একভাগ দাঁড়িয়ে ইবাদাতের জন্য জাগ্রত থাকেন এবং জাগ্রত থাকে আপনার সাথীদের একটি দলও। নিশ্চয়ই আল্লাহ রাত ও দিনের পরিমাপ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা

تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم

তুহ্‌স্বূহু ফাতা-বা 'আলাইকুম ফাক্বরাউ মা-তাইয়াস্‌সারা মিনাল্ কুরআ-নি ; 'আলিমা আন্ সাইয়াকূনু মিন্‌কুম
কখনও এর হিসাব রাখতে পারবে না। তাই তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাই যতটুকু কুরআন পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকুই পাঠ কর। তিনি জানেন যে,

مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون

মার্‌দ্বা- ওয়া আ-খারূনা ইয়াদ্বরিবূনা ফিল্ আরদ্বি ইয়াব্‌তাগূনা মিন্ ফাদ্বলিল্লা-হি ওয়া আ-খারূনা
তোমাদের মধ্যে কতিপয় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং কেউ কেউ আল্লাহর রহমতের (জীবিকার) অন্বেষণে অন্য দেশে ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ

يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه واقيموا الصلوة واتوا

ইউক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিল লা-হি ফাক্বরাউ মা- তাইয়াস্‌সারা মিন্‌হু ওয়া আক্বীমুস্ব স্বালা-তা ওয়া আ-তুয্
আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে, তাই কুরআন হতে যতটুকু সহজ (সম্ভব) তাই পাঠ কর। আর নামাজ কায়েম কর,

الزكوة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه

যাকা-তা ওয়া আক্বরিদ্বুল্লা-হা ক্বার্‌দ্বান্ হ্বাসানান্ ; ওয়ামা- তুক্বাদ্দিমূ লিআন্‌ফুসিকুম্ মিন্ খাইরিন্ তাজ্বিদূহু
যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম কর্জ দাও। তোমরা তোমাদের নিজেদের (কল্যাণের) জন্য নেক কাজ যা আগে পাঠাবে, তা তোমরা

ع ২ ১৪ রুকূ

عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ﴿٢٠﴾

'ইন্দাল্লা-হি হুওয়া খাইরাওঁ ওয়া আ'জামা আজ্বরান্ ; ওয়াস্তাগ্‌ফিরুল্লা-হা ; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহ্বীম।
আল্লাহর নিকট পাবে। আর সেটাই উত্তম এবং প্রতিদান হিসেবে অনেক বড়। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল অসীম দয়াবান।

সূরা মুদ্দাছ্‌ছির — মক্কী

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লা-হির রাহ্বমা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫৬
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ يايها المدثر ﴿٢﴾ قم فانذر ﴿٣﴾ وربك فكبر ﴿٤﴾ وثيابك فطهر

১। ইয়া~আইয়্যুহাল্ মুদ্দাছ্‌ছির। ২। কুম ফাআন্‌যির। ৩। ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির, ৪। ওয়া ছিয়া-বাকা ফাত্বাহ্‌হির।
(১) হে বস্ত্রাবৃত (নবী!); (২) দাঁড়ান অতঃপর সতর্ক করুন, (৩) এবং প্রতিপালকের মহত্ত্ব বর্ণনা করুন। (৪) আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন।

﴿٥﴾ والرجز فاهجر ﴿٦﴾ ولا تمنن تستكثر ﴿٧﴾ ولربك فاصبر ﴿٨﴾ فاذا نقر

৫। ওয়ার্ রুজ্‌যা ফাহ্‌জুর। ৬। ওয়ালা-তাম্‌নুন্ তাছ্‌তাক্‌ছির। ৭। ওয়া লিরাব্বিকা ফাস্ববির। ৮। ফাইযা- নুক্বিরা
(৫) অপবিত্র থেকে দূরে থাকুন। (৬) অধিক পাওয়ার আশায় কারো প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেনা। (৭) আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করুন, (৮) যেদিন

في الناقور ﴿٩﴾ فذلك يومئذ يوم عسير ﴿١٠﴾ على الكفرين غير يسير

ফিন্ না-কূর। ৯। ফাযা-লিকা ইয়াওমাইযিঁই ইয়াওমুন্ 'আসীর। ১০। 'আলাল্ কা-ফিরীনা গাইরু ইয়াসীর।
শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, (৯) সে দিনটি হবে কঠিন দিন। (১০) যেটা কাফিরদের উপর সহজ হবে না।

﴿١١﴾ ذرني ومن خلقت وحيدا ﴿١٢﴾ وجعلت له مالا ممدودا ﴿١٣﴾ وبنين

১১। যারনী ওয়া মান্ খালাক্বতু ওয়াহ্বীদা-। ১২। ওয়া জ্বা'আল্‌তু লাহূ মা-লাম্ মাম্‌দূদা-, ১৩। ওয়া বানীনা
(১১) আমাকে এবং তাকে ছেড়ে দিন, যাকে আমি একাকী সৃষ্টি করেছি (১২) এবং তাকে আমি দিয়েছি অজস্র ধনসম্পদ, (১৩) এবং বিদ্যমানতা পুত্র

شهودا ﴿١٤﴾ ومهدت له تمهيدا ﴿١٥﴾ ثم يطمع ان ازيد ﴿١٦﴾ كلا انه كان

শুহূদা-। ১৪। ওয়া মাহ্‌হাত্তু লাহূ তাম্‌হীদা-। ১৫। ছুম্মা ইয়াত্বমা'উ আন্ আযীদা। ১৬। কাল্লা-; ইন্নাহূ কা-না
সন্তান। (১৪) এবং তার সুখময় জীবনের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করেছি, (১৫) এরপরেও সে আকাঙ্ক্ষা করে যে, আমি তাকে আরও বাড়িয়ে দেই। (১৬) না, তা কখনই হবে না;

لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ﴿١٦﴾ سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ﴿١٧﴾ اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾

লিআ-য়া-তিনা- 'আনীদা- । ১৭ । সাউর্‌হিকুহূ স্বা'উদা- । ১৮ । ইন্নাহূ ফাক্কারা ওয়া ক্বাদ্দারা । ১৯ । ফাক্বুতিলা কাইফা ক্বাদ্দারা,
নিশ্চয়ই সে আমার আয়াতসমূহের অবাধ্য । (১৭) আমি অতিশীঘ্রই তাকে কঠিন শাস্তিতে চড়াব । (১৮) সে চিন্তা করল এবং মনস্থ করল, (১৯) সে ধ্বংস হোক, কিভাবে সে করল!

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾

২০ । ছুম্মা কুতিলা কাইফা ক্বাদ্দারা । ২১ । ছুম্মা নাজারা । ২২ । ছুম্মা 'আবাসা ওয়া বাসার । ২৩ । ছুম্মা আদ্‌বারা ওয়াস্‌তাক্‌বারা ।
(২০) আরও ধ্বংস হোক সে, কিভাবে করল! (২১) তারপর সে পুনঃরায় দেখল, (২২) অতঃপর সে ভ্রুকুটি করল এবং মুখ বাঁকা করল,
(২৩) অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল ।

فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾

২৪ । ফাক্বা-লা ইন হা-যা- ইল্লা- সিহ্‌রুই ইউ'ছার্‌ । ২৫ । ইন্‌ হা-যা~ইল্লা- ক্বাওলুল্‌ বাশার । ২৬ । সাউস্বলীহি সাক্বারা ।
(২৪) এবং বলল, এটা যাদু ছাড়া আর কিছুই না, যা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে । (২৫) এতো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছুই না ।
(২৬) আমি অতিশীঘ্রই তাকে (সাকার নামক) জাহান্নামে নিক্ষেপ করব ।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا

২৭ । ওয়ামা~আদ্‌রা-কা মা- সাক্বার । ২৮ । লা- তুব্‌ক্বী ওয়ালা- তাযার । ২৯ । লাওয়্যা-হাতুল লিল্‌বাশার । ৩০ । 'আলাইহা-
(২৭) আপনি জানেন, সাকার কী? (২৮) সে তাদেরকে না জীবিত রাখবে এবং না (মৃত্যু দিয়ে) ছেড়ে দিবে । (২৯) সে চামড়া ঝলসিয়ে দিবে, (৩০) এতে

تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۪ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ

তিস'আতা 'আশার । ৩১ । ওয়ামা- জ্বা'আলনা~আস্বহা-বান্‌ না-রি ইল্লা- মালা—ইকাতাওঁ ওয়ামা- জ্বা'আলনা- 'ইদ্দাতাহুম
প্রহরী রয়েছে উনিশজন (ফেরেশতা) । (৩১) আমি ফেরেশতাগণ ব্যতীত অন্য কাউকেই জাহান্নামের প্রহরী নিযুক্ত করিনি ।

اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ

ইল্লা- ফিত্‌নাতাল লিল্লাযীনা কাফার্‌ লিয়াস্তাইক্বিনাল লাযীনা উতুল্‌ কিতা-বা ওয়া ইয়াযদা-দাল্‌ লাযীনা
আর আমি তাদের সংখ্যা প্রকাশ করেছি শুধু, কাফিরদের পরীক্ষার জন্য, যাতে কিতাবীগণ নিশ্চিত হয়,

اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ

আ-মানূ~ঈমা-নাওঁ ওয়ালা- ইয়ার্‌তা-বাল্‌ লাযীনা উতুল্‌ কিতা-বা ওয়াল মু'মিনূনা ওয়া লিয়াক্বূলাল্‌
এবং ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীগণ ও মুমিনগণ যাতে সন্দেহ না করে । আর যাদের

الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ

লাযীনা ফী ক্বুলূবিহিম্‌ মারাদ্বুওঁ ওয়াল্‌ কা-ফিরূনা মা- যা~আরা-দাল্লা-হু বিহা-যা- মাছালান ; কাযা-লিকা
অন্তরে (কুফরীর) রোগ আছে তারা এবং কাফিরেরা বলবে, আল্লাহর এ দৃষ্টান্ত বর্ণনা দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত

✪ শানে নুযূল (আঃ ৩১) ঃ জাহান্নামের প্রহরী রয়েছে ১৯জন (ফেরেশতা) আবুল আসাদ নামক জনৈক শক্তিশালী কাফির বলে উঠলে, হে কোরাইশ জাতি! তোমরা তাতে ভীত হয়োনা । দশজন ফেরেশতাকে আমি ডান বাহু দ্বারা এবং নয়জনকে বাম বাহু দ্বারা হটায়ে দিব । অন্য বর্ণনায় আছে, আয়াতটি শ্রবণ করে আবু জাহাল বলল, ফেরেশতারা মাত্র উনিশজন আমরা সংখ্যায় অনেক রয়েছি । প্রতি দশজন মানুষও কি একজন ফেরেশতাকে হটিয়ে দিতে পারবে না? এ ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হয় । (বঃ কো)

সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ ৭৪ নূরানী বাংলা উচ্চারণ ক্বোরআন শরীফ তাবা-রাকাল্লাজী ঃ ২৯

يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ؕ

ইউদ্বিল্‌লুল্লা-হু মাই ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াহ্‌দী মাই ইয়াশা—উ ; ওয়ামা- ইয়া'লামু জুনূদা রাব্বিকা ইল্লা- হুওয়া ;
করেন, আর যাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন । আর আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না । এ (উল্লিখিত বর্ণনা)গুলো

১ ع ১৫ রুকূ

وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ اِذَآ

ওয়ামা- হিয়া ইল্লা- যিক্‌রা- লিল্‌বাশার । ৩২ । কাল্লা- ওয়াল্‌ ক্বামার । ৩৩ । ওয়াল্লাইলি ইয্‌ আদ্‌বার । ৩৪ । ওয়াস্ব স্বুবহি ইযা~
মানুষের উপদেশ বাণী । (৩২) কিছুতেই নয়, চাঁদের শপথ, (৩৩) শপথ রজনীর, যখন সে (দিনের) পশ্চাতে যায় । (৩৪) আর শপথ সে প্রভাতের, যখন তা হয়

اَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ

আস্‌ফার । ৩৫ । ইন্নাহা- লাইহ্‌দাল কুবার । ৩৬ । নাযীরাল্‌ লিল্‌বাশার । ৩৭ । লিমান্‌ শা—আ মিন্‌কুম আই ইয়াতাক্বাদ্দামা
আলোকিত হয় । (৩৫) নিশ্চয়ই এই জাহান্নাম গুরুতর বিষয়ের একটি, (৩৬) যা মানুষের জন্য ভীতি প্রদানকারী । (৩৭) তোমাদের মধ্যে যে চায় অগ্রগামী হতে,

اَوْ يَتَاَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾ اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾ فِيْ

আও ইয়াতাআখ্‌খার । ৩৮ । কুল্লু নাফ্‌সিম্‌ বিমা-কাসাবাত্‌ রাহীনাহ্‌ । ৩৯ । ইল্লা ~আস্বহা-বাল্‌ ইয়ামীন । ৪০ । ফী
অথবা যে চায় পিছনে থাকতে তার জন্যও (৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে । (৩৯) তবে ডান দিকের লোকগণ ব্যতীত । (৪০) তারা

সা'জা ঃ ১৬

جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوْا لَمْ نَكُ

জান্না-তিন, ইয়াতাসা—আলূন । ৪১ । 'আনিল্‌ মুজ্‌রিমীন । ৪২ । মা-সালাকাকুম ফী সাক্বার । ৪৩ । ক্বা-লূ লাম নাকু
থাকবে জান্নাতে এবং তারা জিজ্ঞাসা করবে, (৪১) পাপীদের অবস্থা সম্পর্কে, (৪২) তোমাদেরকে এ জাহান্নামে কিসে নিক্ষেপ করেছে? (৪৩) তারা বলবে, আমরা

مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ﴿٤٥﴾

মিনাল্‌ মুছাল্লীন । ৪৪ । ওয়া লাম নাকু নুত্ব'ইমুল্‌ মিসকীন্‌ । ৪৫ । ওয়া কুন্না- নাখূদ্বু মা'আল খা—ইদ্বীন ।
নামাজীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না । (৪৪) আর আমরা অসহায়দেরকে খাদ্য দান করতাম না, (৪৫) এবং আমরা অন্যায় সমালোচনাকারীদের সাথে আলোচনা করতাম ।

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾ حَتّٰىٓ اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ

৪৬ । ওয়া কুন্না- নুকায্‌যিবু বিইয়াওমিদ্‌ দীন । ৪৭ । হাত্তা~আতা-নাল ইয়াক্বীন । ৪৮ । ফামা- তান্‌ফা'উহুম শাফা-'আতুশ
(৪৬) আমরা বিচার দিবসকে, মিথ্যা বলতাম । (৪৭) আমাদের মৃত্যু আসা পর্যন্ত । (৪৮) ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনই উপকারে

الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ

শা-ফি'ঈন । ৪৯ । ফামা- লাহুম 'আনিত্‌ তায্‌কিরাতি মু'রিদ্বীন । ৫০ । কাআন্নাহুম হুমুরুম্‌ মুস্তান্‌ফিরাতুন । ৫১ । ফার্‌রাত
আসবে না । (৪৯) তাদের কি হল যে, তারা (কুরআনের) উপদেশ হতে ফিরে থাকে? (৫০) মনে হয় যেন তারা শঙ্কিত গাধা, (৫১) যা সিংহ

مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾

মিন ক্বাস্‌ওয়ারাহ্‌ । ৫২ । বাল্‌ ইউরীদু কুল্লুম রিইম মিন্‌হুম আই ইউ'তা- স্বুহুফাম্‌ মুনাশ্‌ শারাহ্‌ ।
থেকে পালাচ্ছে । (৫২) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় যে, তার কাছে একখানা খোলা কিতাব হোক ।

كَلَّا ۖ بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿٥٥﴾

৫৩। কাল্লা ; বাল্ লা-ইয়াখা-ফূনাল্ আ-খিরাহ্। ৫৪। কাল্লা ~ইন্নাহূ তায্কিরাহ্। ৫৫। ফামান্ শা—আ যাকারাহ্।
(৫৩) কখনও নয়, বরং তারা পরকাল সম্পর্কে ভয় রাখে না। (৫৪) কখনই নয়, কুরআন সবার জন্যই উপদেশ। (৫৫) অতএব যে চায়, সে যেন এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

৫৬। ওয়ামা- ইয়ায্কুরূনা ইল্লা~আই ইয়াশা—আল্লা-হ্ ; হুওয়া আহ্লুত্ তাক্বওয়া- ওয়া আহ্লুল্ মাগ্ফিরাহ্।
(৫৬) আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে না। তিনিই (আল্লাহ) ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমা করার মালিক।

সূরা ক্বিয়া-মাহ্ মক্কী	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৪০ রুকূ ঃ ২

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿١﴾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ أَيَحْسَبُ

১। লা~উক্বসিমু বিইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি। ২। ওয়ালা~উক্বসিমু বিন্নাফসিল্ লাওয়্যা-মাহ্। ৩। আইয়াহ্সাবুল্
(১) আমি শপথ করছি, কিয়ামত দিবসের; (২) এবং শপথ করছি ভর্ৎসনাকারী আত্মার। (৩) মানুষ কি চিন্তা করে

الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿٤﴾

ইন্সা-নু আল্লান্ নাজ্মা'আ 'ইযা-মাহ্। ৪। বালা- ক্বা-দিরীনা 'আলা~আন নুসাওয়্যিয়া বানা-নাহ্।
যে, তার হাড়গুলো আমি একত্র করতে পারব না? (৪) হ্যাঁ, আমি অবশ্যই তার অংগুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত সু-বিন্যস্ত করতে সক্ষম।

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿٥﴾ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿٦﴾

৫। বাল্ ইউরীদুল্ ইন্সা-নু লিইয়াফজুরা আমা-মাহ। ৬। ইয়াস্আলু আইয়্যা-না ইয়াওমুল ক্বিয়া-মাহ্।
(৫) তবুও মানুষ তার সামনের জীবনে পাপ করতে চায়। (৬) সে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামতের দিন কবে আসবে?

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُولُ

৭। ফাইযা- বারিক্বাল্ বাস্বার। ৮। ওয়া খাসাফাল ক্বামার। ৯। ওয়া জুমি'আশ্ শাম্সু ওয়াল ক্বামার। ১০। ইয়াক্বূলুল্
(৭) যখন দৃষ্টি শক্তি ঝলসিয়ে যাবে, (৮) এবং চন্দ্র হয়ে যাবে আলোহীন, (৯) যখন একত্র করা হবে চন্দ্র ও সূর্যকে, (১০) সেদিন মানুষ

الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ

ইন্সা-নু ইয়াওমাইযিন্ আইনাল্ মাফাররু। ১১। কাল্লা-লা-ওয়াযার্। ১২। ইলা- রাব্বিকা ইয়াওমাইযিনিল্
বলবে, আজ পলায়নের জায়গা কোথায়? (১১) না, কোথাও আশ্রয় স্থল নেই। (১২) সেদিন একমাত্র আপনার প্রতিপালকের নিকটই হবে অবস্থান

الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ

মুস্তাক্বাররু। ১৩। ইউনাব্বাউল্ ইন্সা-নু ইয়াওমাইযিম্ বিমা- ক্বাদ্দামা ওয়া আখ্খার। ১৪। বালিল্ ইন্সা-নু 'আলা-
স্থল। (১৩) সেদিন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে (তার কর্মসমূহ) সে যা আগে পাঠিয়েছে এবং পেছনে রেখে গেছে। (১৪) বরং মানুষ তার নিজের সম্পর্কেই

نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾

নাফ্সিহী বাস্বীরাহ্। ১৫। ওয়া লাও আল্ক্বা- মা'আ-যীরাহ্। ১৬। লা-তুহার্রিক বিহী লিসা-নাকা লিতা'জ্বালা বিহ্।
নিজে অবহিত হবে। (১৫) যদিও সে পেশ করবে, অনেক অপারগতা। (১৬) (হে নবী!) আপনি (ওহী) স্মরণ রাখার জন্য তাড়াহুড়া করে আপনার জিহবা নাড়বেন না।

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾

১৭। ইন্না 'আলাইনা- জ্বাম্'আহূ ওয়া ক্বুর্আ-নাহ্। ১৮। ফাইযা- ক্বারা'না-হু ফাত্তাবি' ক্বুর্আ-নাহ্। ১৯। ছুম্মা ইন্না 'আলাইনা- বায়া-নাহ্।
(১৭) নিশ্চয়ই তা সংরক্ষণ করার এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমার। (১৮) সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। (১৯) অতঃপর তা বিশ্লেষণের দায়িত্ব আমার।

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾

২০। কাল্লা- বাল্ তুহিব্বূনাল্ 'আ-জ্বিলাহ্। ২১। ওয়া তাযারূনাল্ আ-খিরাহ্। ২২। উজূহুঁই ইয়াওমাইযিন্ না-দ্বিরাহ্।
(২০) কখনও নয়; বরং তোমরা ইহকালকেই ভালোবাস (২১) এবং পরকালকে ছেড়ে দিয়েছ। (২২) সেদিন কোন কোন চেহারা জ্যোতির্ময় (উজ্জ্বল) হবে;

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

২৩। ইলা- রাব্বিহা- না-যিরাহ্। ২৪। ওয়া উজূহুঁই ইয়াওমাইযিম্ বা-সিরাহ্। ২৫। তাজুন্নু আইঁ ইউফ্'আলা বিহা- ফা-ক্বিরাহ্।
(২৩) তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (২৪) কতক চেহারা সেদিন বিষন্ন (অনুজ্জ্বল) হবে, (২৫) এ চিন্তায় যে, আজ তাদের ভাগ্যে ঘটবে কঠিন বিপদ।

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالْتَفَّتِ

২৬। কাল্লা ~ইযা- বালাগাতিত্ তারা-ক্বিয়া। ২৭। ওয়া ক্বীলা মান রা-ক্ব। ২৮। ওয়া জান্না আন্নাহুল ফিরা-ক্ব। ২৯। ওয়াল্তাফ্ফাতিস্
(২৬) এমন কখনও নয়, যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, (২৭) বলা হবে কে তাকে বাচাবে? (২৮) এবং সে বুঝবে যে, এটা তার বিচ্ছেদের সময়। (২৯) এবং পায়ের

السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَٰكِنْ

সা-ক্ব বিস্সা-ক্ব। ৩০। ইলা- রাব্বিকা ইয়াওমাইযিনিল্ মাসা-ক্ব। ৩১। ফালা- ছাদ্দাক্বা ওয়ালা- ছাল্লা-। ৩২। ওয়া লা-কিন্
সাথে পা জড়িয়ে পড়বে। (৩০) সেদিন আপনার প্রতিপালকের দিকেই গমন। (৩১) সে বিশ্বাস করেনি (কুরআনকে) এবং নামাজও পড়েনি। (৩২) বরং সে মিথ্যারোপ করেছিল

১ ع ৩০ ১৭ রুকূ

كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿٣٣﴾ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ

কায্যাবা ওয়া তাওয়াল্লা-। ৩৩। ছুম্মা যাহাবা ইলা~আহ্লিহী ইয়াতামাত্ত্বা-। ৩৪। আওলা- লাকা ফাআওলা-। ৩৫। ছুম্মা
এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (৩৩) অতঃপর সে উদ্ধতভাবে তার পরিজনের কাছে চলে গিয়েছিল। (৩৪) কঠিন বিপদ তোমার জন্য, কঠিন বিপদ। (৩৫) পুনরায়

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ

আওলা- লাকা ফাআওলা-। ৩৬। আ ইয়াহ্সাবুল্ ইন্সা-নু আইঁ ইউত্রাকা সুদা-। ৩৭। আলাম ইয়াকু
কঠিন বিপদ তোমার জন্য, কঠিন বিপদ। (৩৬) মানুষ কি চিন্তা করে যে, তাদেরকে এমনিই (বিনা হিসাবে) ছেড়ে দেয়া হবে? (৩৭) তবে কি

✪ টীকা (আঃ ২৮) ঃ অর্থাৎ, উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, সে ঝাড়, ফুঁক দিয়ে এ মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারবে। আরবে তখন ঝাড় ফুঁকের খুব প্রচলন ছিল। আর রোগ নিরাময়ের জন্য এটাকেই তারা প্রাধান্য দিত।

✪ টীকা (আঃ ২৯) ঃ অর্থাৎ, মৃত্যুকালে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট ও যন্ত্রণার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কেবল পায়ের সাথে পা জড়ায়ে যাওয়ার অবস্থা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য নয়। এ কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে।

نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ

নুত্বফাতাম্ মিম্ মানিয়্যিই ইউম্‌না- । ৩৮ । ছুম্মা কা-না 'আলাক্বাতান্ ফাখালাক্বা ফাসাওয়্যা- । ৩৯ । ফাজ্বা'আলা মিন্‌হুয
সে এক ফোঁটা বীর্য ছিল না?(৩৮) অতঃপর সে রক্ত পিণ্ডে পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে সুন্দরভাবে আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেন। (৩৯) অতঃপর তিনি (আল্লাহ)

الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

যাওজ্বাইনিয যাকারা ওয়াল্ উন্‌ছা- । ৪০ । আলাইসা যা-লিকা বিক্বা-দিরিন 'আলা~আঁই ইউহ্‌য়িয়াল মাওতা- ।
তা থেকে সৃষ্টি করেন জোড়া জোড়া পুরুষ ও নারী। (৪০) এরপরেও কি তিনি (আল্লাহ) মৃতকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন?

রুকু ২ / ১৮

সূরা দাহর
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩১
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ﴿٢﴾ اِنَّا

১। হাল্ আতা- 'আলাল্ ইনসা-নি হ্বীনুম মিনাদ্ দাহ্‌রি লাম্ ইয়াকুন্ শাইআম্ মায্‌কূরা- । ২ । ইন্না-
(১) মানুষের উপর এমন একটা কাল অতিবাহিত হয়েছিল, যখন সে উল্লেখযোগ্য বিষয়ই ছিল না। (২) নিশ্চয়ই

خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

খালাক্বনাল্ ইন্‌সা-না মিন নুত্বফাতিন আম্‌শা-জ্বিন, নাবতালীহি ফাজ্বা'আলনা-হু সামী'আম্ বাস্বীরা- ।
আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে মিশ্রিত বীর্য ফোঁটা হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এজন্য আমি তাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি দিয়েছি।

﴿٣﴾ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ﴿٤﴾ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۟

৩। ইন্না- হাদাইনা-হুস্ সাবীলা ইম্‌মা- শা-কিরাওঁ ওয়া ইম্‌মা- কাফূরা- । ৪ । ইন্না~আ'তাদনা- লিল্‌কা-ফিরীনা সালা-সিলা
(৩) নিশ্চয়ই আমি তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। (৪) আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য তৈরি করে রেখেছি,

وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ﴿٥﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا

ওয়া আগ্‌লা-লাওঁ ওয়া সা'ঈরা- । ৫ । ইন্নাল আবরা-রা ইয়াশ্‌রাবূনা মিন কা'সিন কা-না মিযা-জুহা- কা-ফূরা- ।
শিকল বেড়ি এবং জ্বলন্ত অগ্নি। (৫) নিশ্চয়ই পুণ্যবানগণ, পরিপূর্ণ পান পাত্র থেকে এমন পানীয় পান করবে, যা কর্পূর (সুগন্ধ দ্রব্য) মিশ্রিত।

﴿٦﴾ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٧﴾ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ

৬। 'আইনাই ইয়াশ্‌রাবু বিহা- 'ইবা-দুল্লা-হি ইউফাজ্জিরূনাহা- তাফজ্বীরা- । ৭ । ইউফূনা বিন্‌নায্‌রি
(৬) যা একটি নহর, যা থেকে আল্লাহর (নেক) বান্দাগণ পান করবে, তারা সে নহরকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রবাহিত করবে। (৭) তারা তাদের প্রতিজ্ঞা পালন করে

✪ টীক (আঃ ২) ঃ অর্থাৎ, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সংমিশ্রিত শুক্র হতে। কেননা, স্ত্রীলোকের শুক্রও ভিতরে ভিতরে জরায়ুর মধ্যে পতিত হয়। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৬) ঃ এটা বেহেশতীদের কারামত। নহরসমূহ তাদের বশীভূত হবে। বেহেশতীদের হাতে স্বর্ণের ছড়ি থাকবে। তারা উক্ত ছড়ি দ্বারা নহরগুলোকে যেদিকে ইঙ্গিত করবে, তারা সেদিকেই প্রবাহিত হবে। বেহেশতের পানির সাথে যে কর্পূর মিশানো হবে, তা পৃথিবীর কর্পূরের ন্যায় নয়। তা হবে স্বতন্ত্র ধরনের। অবশ্য শুভ্রতা, শীতলতা, স্ফূর্তিবর্ধন এবং অন্তরে ও মস্তিষ্কে শক্তি প্রদানে তার সাদৃশ হবে। (বঃ কোঃ)

وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ﴿٨﴾ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا

ওয়া ইয়াখা-ফূনা ইয়াওমান কা-না শার্‌রুহূ মুস্তাত্বীরা- । ৮ । ওয়া ইউত্ব'ইমূনাত্ব ত্বা'আ-মা 'আলা- হুব্বিহী মিসকীনাওঁ
এবং সে দিবসের ভয় করে, যার অকল্যাণ ছড়িয়ে পড়বে। (৮) তারা খাদ্য দান করে অসহায়দেরকে, ইয়াতীমদেরকে এবং বন্দীদেরকে, একমাত্র

وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ﴿٩﴾ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا

ওয়া ইয়াতীমাওঁ ওয়া আসীরা- । ৯ । ইন্নামা-নুত্ব'ইমুকুম লিওয়াজ্বহিল্লা-হি লা-নুরীদু মিন্‌কুম জ্বাযা—আওঁ ওয়ালা- শুকূরা- ।
আল্লাহর ভালোবাসার জন্য। (৯) (৯) তারা বলে, 'কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।'

﴿١٠﴾ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ﴿١١﴾ فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ

১০। ইন্না-নাখা-ফু মির্ রাব্বিনা-ইয়াওমান্ 'আবূসান্ ক্বাম্‌ত্বারীরা- । ১১ । ফাওয়াক্বা-হুমুল্লা-হু শার্‌রা যা-লিকাল
(১০) আমরা ভয় করি, আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে এক বিপদময় কঠোর দিবসের। (১১) বিনিময়ে, আল্লাহ তাদের সে দিবসের বিপদ হতে রক্ষা করবেন এবং

الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ﴿١٢﴾ وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ﴿١٣﴾ مُّتَّكِئِيْنَ

ইয়াওমি ওয়া লাক্বক্বা-হুম নাদ্বরাতাওঁ ওয়া সুরূরা- । ১২ । ওয়া জ্বাযা-হুম বিমা- স্বাবারূ জ্বান্নাতাওঁ ওয়া হ্বারীরা- । ১৩ । মুত্তাকিঈনা
তাদের (চেহারায়) থাকবে ঔজ্জ্বল্যতা এবং (মনে) থাকবে আনন্দ। (১২) এবং তাদের ধৈর্যের জন্য তাদেরকে প্রতিদান দিবেন জান্নাত ও রেশমী কাপড়। (১৩) সেখানে তারা

فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ﴿١٤﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ

ফীহা- 'আলাল্ আরা—ইকি, লা- ইয়ারাওনা ফীহা-শাম্‌সাওঁ ওয়ালা- যাম্‌হারীরা- । ১৪ । ওয়া দা-নিয়াতান 'আলাইহিম
হেলান দিয়ে বসবে সু-সজ্জিত আসনে, সেখানে তারা দেখবে না রৌদ্রজ্জ্বল এবং অনুভব করবে না তীব্র ঠাণ্ডা। (১৪) জান্নাতের ছায়া তাদের

ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ﴿١٥﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ

যিলা-লুহা- ওয়া যুল্লিলাত্ কুত্বূফুহা-তায্‌লীলা- । ১৫ । ওয়া ইউত্বা-ফু 'আলাইহিম বিআ-নিয়াতিম্ মিন্ ফিদ্দ্বাতিওঁ
উপর এগিয়ে আসবে এবং তার ফলসমূহ তাদের দিকে ঝুঁকানো থাকবে। (১৫) (পরিবেশকগণ) রৌপ্যের পাত্র এবং সীসার

وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۟ ﴿١٦﴾ قَوَارِيْرَا۟ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٧﴾ وَيُسْقَوْنَ

ওয়া আকওয়া-বিন্ কা-নাত্ ক্বাওয়া-রীরা । ১৬ । ক্বাওয়া-রীরা মিন্ ফিদ্দ্বাতিন্ ক্বাদ্দারূহা- তাক্বদীরা- । ১৭ । ওয়া ইউস্‌ক্বাওনা
পাত্র নিয়ে তাদের চারপাশে ঘোরবে। (১৬) সে সীসার ও রৌপ্যের তৈরি পাত্র, পরিমাপ মত পূর্ণ করবে। (১৭) সেথায় তাদেরকে

فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿١٨﴾ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا

ফীহা- কা'সান কা-না মিযা-জুহা- যানজ্বাবীলা- । ১৮ । 'আইনান ফীহা- তুসাম্মা- সাল্‌সাবীলা ।
আদ্রক মিলানো পানি পান করাতে দেয়া হবে। (১৮) জান্নাতে রয়েছে একটি নহর, যার নাম সালসাবীল।

﴿١٩﴾ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا

১৯। ওয়া ইয়াত্বূফু 'আলাইহিম্ ওয়িল্‌দা-নুম মুখাল্লাদূন, ইযা- রাআইতাহুম হাসিব্‌তাহুম লু'লুআম মান্‌ছূরা- ।
(১৯) এবং তার চার পাশে কিশোর বালকেরা ঘুরে বেড়াবে। যখন আপনি তাদের দেখবেন, তখন দেখে মনে হবে, তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ

২০। ওয়া ইযা-রাআইতা ছাম্মা রাআইতা না'ঈমাওঁ ওয়া মুল্কান্ কাবীরা-। ২১। 'আ-লিয়াহুম ছিয়া-বু সুন্দুসিন্
(২০) আর আপনি সেখানের যেখানেই দৃষ্টি করবেন, সেখানেই দেখবেন, নেয়ামতসমূহ এবং বিরাট রাজত্ব। (২১) তাদের পোশাক হবে পাতলা সবুজ,

خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

খুদ্বরুওঁ ওয়া ইস্তাব্রাকুওঁ ওয়া হুল্লূ~আসা-ওয়িরা মিন্ ফিদ্দ্বাতিন, ওয়া সাক্বা-হুম রাব্বুহুম শারা-বান্ ত্বাহূরা-।
রেশমী কাপড় ও পুরো রেশমী কাপড়। তাদেরকে রৌপ্যের কংকণে সু-সজ্জিত করানো হবে। আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পবিত্র পানি পান করাবেন।

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا

২২। ইন্না হা-যা- কা-না লাকুম জ্বাযা—আওঁ ওয়া কা-না সা'ইউকুম মাশ্কূরা-। ২৩। ইন্না- নাহ্নু নায্যালনা-
(২২) (তাদেরকে বলা হবে) এটা তোমাদের প্রতিদান এবং তোমাদের সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ। (২৩) আমি আপনার প্রতি কুরআন

عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

'আলাইকাল কুরআ-না তান্যীলা-। ২৪। ফাস্ববির্ লিহুক্মি রাব্বিকা ওয়ালা- তুত্বি' মিন্হুম আ-ছিমান্ আও কাফূরা-।
নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে। (২৪) সুতরাং আপনি নিজ প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতিক্ষায় ধৈর্যধারণ করুন এবং তাদের মধ্যে যে পাপী ও কাফিরদের তাদের কথা শোনবেন না।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ

২৫। ওয়ায্কুরিস্মা রাব্বিকা বুক্রাতাওঁ ওয়া আছীলা-। ২৬। ওয়া মিনাল্ লাইলি ফাস্জুদ লাহূ ওয়া সাব্বিহ্হু
(২৫) এবং সকাল সন্ধ্যা আপনার প্রতিপালকের নামের যিকির করুন। (২৬) আর রাতের কিছু অংশে তাঁর জন্য সিজদা করুন এবং গভীররাতে

لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا

লাইলান্ ত্বাওয়ীলা-। ২৭। ইন্না হা~উলা—ই ইউহ্বিব্বূনাল 'আ-জ্বিলাতা ওয়া ইয়াযারূনা ওয়ারা—আহুম ইয়াওমান্
তাঁর তাসবীহ বর্ণনা করুন। (২৭) তারা (কাফিরেরা) ইহকালকে পছন্দ করে এবং তারা আগত গুরুতর (কঠিন) দিবসকে

ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ

ছাক্বীলা-। ২৮। নাহ্নু খালাক্বনা-হুম ওয়া শাদাদ্না~আস্রাহুম, ওয়া ইযা- শি'না- বাদ্দালনা~আমছা-লাহুম
এড়িয়ে চলে। (২৮) আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জোড়াগুলো মজবুত করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করব, তাদের পরিবর্তে তাদের মতই অন্যকে

تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾

তাব্দীলা-। ২৯। ইন্না হা-যিহী তায্কিরাতুন, ফামান শা—আত তাখাযা ইলা- রাব্বিহী সাবীলা-।
প্রতিষ্ঠিত করব। (২৯) নিশ্চয়ই এটা (আমার) উপদেশ। অতএব যে চায়, সে যেন তার প্রতিপালকের রাস্তা গ্রহণ করে।

○ টীকা (আঃ ২১) ঃ যদি কেউ এরূপ সন্দেহ করে যে, পুরুষের জন্য তো অলঙ্কার পরা দূষণীয়, তবে কঙ্কন পরতে কেন দেওয়া হবে। এর উত্তরে বলা হবে যে, উভয় জগতের শোভা ও সৌন্দর্য পৃথক পৃথক। পৃথিবীতে দূষণীয় বস্তু পরজগতেও দূষণীয় হওয়া অবধারিত নয়। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ২৫) ঃ অর্থাৎ, তারা আপনাকে প্রচার কার্য হতে বিরত থাকতে অনুরোধ করে থাকে, আপনি তাদের এ অনুরোধ রক্ষা করবেন না। অবশ্য এ সম্ভাবনা আপনার মধ্যে নাই। তথাপি প্রচার কার্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্য আপনাকে একথা বলা হল। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ২৯) ঃ আমি যে তাদেরকে সৃষ্টি করেছি একথা তারাও স্বীকার করে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ, আমি যে তাদের স্থানে তাদেরই ন্যায় অন্য সৃষ্টি পরিবর্তন করে দিতে পারি, তা সামান্য চিন্তা দ্বারাই বুঝা যাবে। সুতরাং উভয় বিষয়ে আমার ক্ষমতা সুস্পষ্ট। (বঃ কোঃ)

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾

৩০। ওয়ামা- তাশা—উনা ইল্লা~আঁই ইয়াশা—আল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান হ্বাকীমা-।
(৩০) আর আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমাদের কোনই ইচ্ছা (সৃষ্টি) হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ।

يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

৩১। ইউদ্খিলু মাইঁ ইয়াশা—উ ফী রাহ্মাতিহী ; ওয়াজ্জা-লিমীনা আ'আদ্দা লাহুম 'আযা-বান্ আলীমা-।
(৩১) তিনি যাকে চান, তাকে তাঁর অনুগ্রহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং পাপিষ্ঠদের জন্য তিনি তৈরি করে রেখেছেন যন্ত্রণাময় শাস্তি।

সূরা মুরছালা-ত
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫০
রুকূ ঃ ২

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴿٢﴾ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴿٣﴾

১। ওয়াল্ মুর্সালা-তি 'উর্ফান। ২। ফাল্ 'আ-স্বিফা-তি 'আস্বফান্। ৩। ওয়ান্না-শিরা-তি নাশ্রা-।
(১) শপথ, সৌরভ ছড়ানো বায়ুর, (২) শপথ, ঝড়ের বেগে প্রবাহিত বায়ুর, (৩) শপথ, মেঘমালা বিক্ষিপ্তকারী বায়ুর;

فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ

৪। ফাল্ফা-রিক্বা-তি ফার্ক্বান্। ৫। ফাল মুল্ক্বিয়া-তি যিকরান। ৬। 'উয্রান আও নুয্রা-। ৭। ইন্নামা- তূ'আদূনা
(৪) শপথ, সত্য ও মিথ্যা পার্থক্যকারীর, (৫) শপথ তার, যে উপদেশসহ উপস্থিত হয়। (৬) যা দলীল এবং সতর্কস্বরূপ। (৭) তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে,

لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا

লাওয়া-ক্বি'। ৮। ফাইযান্ নুজূমু ত্বুমিসাত্। ৯। ওয়া ইযাস্ সামা—উ ফুরিজ্বাত্। ১০। ওয়া ইযাল্
তা ঘটবেই। (৮) যখন তারকাগুলো বিলুপ্ত হবে; (৯) যখন আকাশ ফেটে যাবে, (১০) যখন

الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿١١﴾ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ

জ্বিবা-লু নুসিফাত্। ১১। ওয়া ইযার্ রুসুলু উক্কিতাত্। ১২। লিআয়্যি ইয়াওমিন্ উজ্জিলাত্। ১৩। লিয়াওমিল্
পাহাড়গুলো উপড়ে পড়বে (১১) এবং রাসূলগণকে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত করা হবে। (১২) কোন দিনের জন্য এ সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে? (১৩) ফয়সালার

○ টীকা (আঃ ১) ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা মিনার এক গুহায় রাসূল (স)-এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে সুরা মুরসালাত অবতীর্ণ হয়। রাসূল (স) সুরাটি আবৃত্তি করতেন, আর আমি তা শুনে শুনে মুখস্থ করতাম। সুরার নূরে তাঁর মুখমণ্ডল তখন সতেজ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ একটি সাপ আমাদের সম্মুখে এসে পড়লে রাসূল (স) আমাদেরকে সাপটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। আমরা সাপটিকে মারার উপক্রম করলে সাপটি দ্রুত পালিয়ে যায়। রাসূল (স) তখন বললেন, তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রয়েছে, তেমনি সেও তোমাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়েছে। (মাঃ কুঃ)
○ টীকা (আঃ ৮) ঃ অর্থাৎ, কিয়ামত, বস্তুতঃ কিয়ামতের সাথে এ সমস্ত বস্তুর শপথের সামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা, সিঙ্গায় প্রথমবার ফুৎকার দিয়া পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপারটি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবার্তায় সাধিত ঘটনার তুল্য। আর দ্বিতীয় ফুৎকারের পর পুনর্জীবিত করার ব্যাপারটি হিতকর ও মনোরম বায়ুর দ্বারা সাধিত কার্যাবলির তুল্য। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ১২) ঃ এ প্রশ্নোত্তরের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে, সব সময়েই কাফেররা নিজ নিজ যুগের নবীগণকে অবিশ্বাস করেছে, এ যুগের কাফেররাও হুযুর (সা)-কে অবিশ্বাস করেছে। প্রকারান্তরে এরা কিয়ামতকেও অবিশ্বাস করছে। তাদের এ অবিশ্বাসের শাস্তি যথাসময়েই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিশেষ হেকমতের কারণে বিলম্বিত হচ্ছে। কিন্তু তা অবশ্যই হবে। (বঃ কোঃ)

الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٥﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

ফাস্বলি ; ১৪। ওয়ামা~আদ্‌রা-কা মা-ইয়াওমুল ফাছ্‌লি। ১৫। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্‌যিবীন।
দিবসের জন্য, (১৪) আর আপনি কি জানেন সে ফয়সালার দিবস কি? (১৫) সেদিন কঠিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য।

﴿١٦﴾ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٨﴾ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ

১৬। আলাম নুহ্‌লিকিল্ আওয়্যালীন। ১৭। ছুম্মা নুত্‌বি'উহুমুল আ-খিরীন। ১৮। কাযা-লিকা নাফ্‌'আলু
(১৬) আমি কি পূর্ববর্তী (অবিশ্বাসী)-দের ধ্বংস করিনি? (১৭) তারপর আমি পরবর্তীদেরকেও ওদের অনুসারী করব। (১৮) পাপীদের প্রতি আমি

بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ

বিল্ মুজ্‌রিমীন। ১৯। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্‌যিবীন। ২০। আলাম নাখ্‌লুক্কুম্ মিম্ মা—ইম্ মাহীন।
এরূপই করে থাকি। (১৯) সেদিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (২০) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি (বীর্য) হতে সৃষ্টি করিনি?

﴿٢١﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٣﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ

২১। ফাজা'আল্‌না-হু ফী ক্বারা-রিম্ মাকীন। ২২। ইলা- ক্বাদারিম্ মা'লূম। ২৩। ফাক্বাদার্‌না- ফানি'মাল্
(২১) অতঃপর আমি তা সুরক্ষিত নিরাপদ জায়গায় রেখেছি, (২২) একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (২৩) আমি তা পরিমাপ অনুযায়ী যথাযথভাবে রেখে দিয়েছি।

الْقَادِرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا

ক্বা-দিরূন। ২৪। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্‌যিবীন। ২৫। আলাম্ নাজ্‌আলিল্ আর্‌দ্বা কিফা-তা-।
আমি খুবই উত্তম পরিমাপকারী। (২৪) সেদিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (২৫) আমি কি পৃথিবীকে ধারণকারী রূপে সৃষ্টি করিনি,

﴿٢٦﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٧﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً

২৬। আহ্‌ইয়া—আওঁ ওয়া আম্‌ওয়া-তা-। ২৭। ওয়া জ্বা'আল্‌না- ফীহা- রাওয়া-সিয়া শা-মিখা-তিওঁ ওয়া আস্‌ক্বাইনা-কুম্ মা—আন্
(২৬) জীবিত এবং মৃতদের জন্য? (২৭) আমি তাতে (পৃথিবীতে) সুউচ্চ সু-দৃঢ় পাহাড় সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের পানের জন্য দিয়েছি

فُرَاتًا ﴿٢٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٩﴾ انطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ

ফুরা-তা-। ২৮। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্‌যিবীন। ২৯। ইন্‌ত্বালিক্ব~ইলা- মা- কুন্‌তুম বিহী তুকায্‌যিবূন।
মিষ্টি পানি। (২৮) সেদিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (২৯) তোমরা যা অবিশ্বাস করতে, (আজ) সে (জাহান্নামের) দিকেই চল।

﴿٣٠﴾ انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣١﴾ لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ

৩০। ইন্‌ত্বালিক্ব~ইলা- যিল্লিন্ যী ছালা-ছি শু'আব্। ৩১। লা- যালীলিওঁ ওয়ালা- ইউগ্‌নী মিনাল্ লাহাব্।
(৩০) চল, তিন শাখায় বিভক্ত হওয়া ছায়ার দিকে, (৩১) যা প্রকৃত ছায়া নয়, এবং যা প্রজ্বলিত অগ্নি হতে রক্ষাও করতে পারে না।

○ টীকা (আঃ ২৬) ঃ কেননা, মানুষ এ যমীনের উপরই অবস্থান ও জীবনযাপন করে এবং মৃত্যুর পরে এখানেই কবরস্থ হয়ে কিংবা নিমজ্জিত ও দগ্ধ হয়ে পরিশেষে মাটির অংশরূপে যমীনেই মিশে যায়। মৃত্যুর পরবর্তী এ অবস্থাটি এরূপে নেয়ামত বলে গণ্য হয় যে, যদি মৃতদেহ কবরস্থ না হত, তবে জীবিত লোকেরা দুর্গন্ধে অস্থির হয়ে মৃতদের চেয়ে নিকৃষ্টতম অবস্থায় পতিত হত। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩০) ঃ এ ছায়ার অর্থ দোযখ হতে নির্গত এক প্রকার ধূম্রজাল ঃ কেননা, উহা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হবে, অতএব, ঊর্ধ্বে উঠে তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে। কাফেররা হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এ ধূম্রজালের বেষ্টনীতে থাকবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে। (বঃ কোঃ)

﴿٣٢﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٣﴾ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ

৩২। ইন্নাহা- তার্‌মী বিশারারিন্ কাল্ ক্বাছ্‌রি। ৩৩। কাআন্নাহূ জ্বিমা-লাতুন্ স্বুফ্‌রুন্‌ন। ৩৪। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল্
(৩২) নিশ্চয়ই জাহান্নামের প্রজ্বলিত অগ্নি শিখা, উঁচু প্রাসাদের মত, (৩৩) এবং হলুদ বর্ণের উটের পালের মত। (৩৪) আজ (কঠিন) বিপদ

لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

লিল্ মুকায্‌যিবীন। ৩৫। হা-যা- ইয়াওমু লা-ইয়ান্‌ত্বিকূন। ৩৬। ওয়ালা- ইউ'যানু লাহুম ফাইয়া'তাযিরূন।
অবিশ্বাসীদের জন্য। (৩৫) আজ এমন একদিন, যেদিন তাদের বাকশক্তি রহিত হয়ে যাবে। (৩৬) এবং তাদেরকে অপরাগতা প্রকাশের অনুমতি দেয়া হবে না।

﴿٣٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٨﴾ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ

৩৭। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল লিল্ মুকায্‌যিবীন। ৩৮। হা-যা- ইয়াওমুল ফাস্বলি, জ্বামা'না-কুম ওয়াল্ আওয়্যালীন।
(৩৭) সেদিন কঠিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (৩৮) আজ ফয়সালার দিন। আজ আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সমবেত করেছি।

﴿٣٩﴾ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٤٠﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤١﴾ إِنَّ

৩৯। ফাইন্ কা-না লাকুম কাইদুন ফাকীদূন। ৪০। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্‌যিবীন। ৪১। ইন্নাল
(৩৯) যদি তোমরা (আজ) আমার সাথে কোন প্রতারণা করতে চাও, তবে কর। (৪০) সেদিন কঠিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (৪১) নিশ্চয়ই

১ ৪০ ২১ রুকূ

الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٢﴾ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٣﴾ كُلُوا وَ

মুত্তাক্বীনা ফী জ্বিলা-লিওঁ ওয়া 'উইয়ূন। ৪২। ওয়া ফাওয়া-কিহা মিম্মা- ইয়াশ্‌তাহূন। ৪৩। কুলূ ওয়াশ্
পরহেজগারগণ থাকবে, ছায়ায় এবং প্রবাহিত নহরসমূহের মধ্যে, (৪২) এবং তাদের পছন্দনীয় ফলসমূহের মধ্যে। (৪৩) বলা হবে

اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

রাবূ হানী—আম্ বিমা- কুন্‌তুম তা'মালূন। ৪৪। ইন্না- কাযা-লিকা নাজ্বযিল মুহ্‌সিনীন।
তোমরা তৃপ্তিসহ, খাও ও পান কর। তোমাদের নেক কর্মের প্রতিদান স্বরূপ। (৪৪) এভাবেই আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

﴿٤٥﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٦﴾ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ

৪৫। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্‌যিবীন। ৪৬। কুলূ ওয়া তামাত্তা'উ ক্বালীলান ইন্নাকুম মুজ্বরিমূন।
(৪৫) সেদিন কঠিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (৪৬) তোমরা অল্প সময় খেয়ে নাও এবং (পার্থিব সম্পদ) ভোগ কর, নিশ্চয়ই তোমরা অপরাধী।

﴿٤٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ

৪৭। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্‌যিবীন। ৪৮। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুমুর কা'উ লা ইয়ারকা'উন।
(৪৭) সেদিন কঠিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (৪৮) যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা মাথা নত কর (নামাজ পড়), তারা মাথা নত করে না।

﴿٤٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٠﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

৪৯। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল লিল মুকায্‌যিবীন। ৫০। ফাবিআইয়্যি হ্বাদীছিম বা'দাহূ ইউ'মিনূন।
(৪৯) সেদিন কঠিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (৫০) অতএব তারা (অবিশ্বাসীরা) এ কুরআনের পরে, আর কোন কথার প্রতি ঈমান আনবে?

২ ৫০ ২২ রুকূ

সূরা নাবা
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪০
রুকূ ঃ ২

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝١ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝٢ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝٣ كَلَّا

১। 'আম্মা ইয়াতাসা—আলূন। ২। 'আনিন্ নাবাইল্ 'আজীম ৩। আল্লাযী হুম ফীহি মুখ্‌তালিফূন। ৪। কাল্লা-

(১) তারা একে অপরের কাছে কোন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে? (২) গুরুতর খবর সম্পর্কে, (৩) যে ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। (৪) কখনই নয়,

سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٥ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝٦ وَّالْجِبَالَ

সাইয়া'লামূনা ৫। ছুম্মা কাল্লা- সাইয়া'লামূন। ৬। আলাম নাজ্‌'আলিল্ আরদ্বা- মিহা-দা-। ৭। ওয়াল্ জ্বিবা-লা

অতিশীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৫) অতঃপর কখনই নয়, অতিশীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৬) আমি কি যমীনকে বিছানা বানিয়ে দেইনি? (৭) আর পাহাড়গুলোকে

اَوْتَادًا ۝٧ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝٨ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا

আওতা-দা। ৮। ওয়া খালাক্বনা-কুম আয্‌ওয়া-জ্বা- ৯। ওয়া জ্বা'আল্‌না- নাওমাকুম সুবা-তা-। ১০। ওয়া জ্বা'আল্‌নাল্ লাইলা লিবা-সা-।

খুঁটির মত করে দেইনি? (৮) আর তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়া জোড়া করে, (৯) আর তোমাদের নিদ্রাকে করে দিয়েছি আরামদায়ক। (১০) আর রাতকে করেছি আবরণ,

۝١٠ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا

১১। ওয়া জ্বা'আলনান্ নাহা-রা মা'আ-শা-। ১২। ওয়া বানাইনা- ফাওক্বাকুম সাব'আন শিদা-দা-। ১৩। ওয়া জ্বা'আল্‌না- সিরা-জ্বাওঁ

(১১) আর দিনকে করেছি জীবিকা অন্বেষণের সময়, (১২) আর তোমাদের উপর তৈরি করেছি সাত আসমান মজবুত করে, (১৩) আর সৃষ্টি

وَّهَّاجًا ۝١٣ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝١٤ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝

ওয়াহ্‌হা-জ্বা-। ১৪। ওয়া আন্‌যাল্‌না- মিনাল্ মু'স্বিরা-তি মা—আন ছাজ্জ্বা-জ্বা-। ১৫। লিনুখ্‌রিজ্বা বিহী হ্বাব্বাওঁ ওয়া নাবা-তা-।

করেছি এক উজ্জ্বল প্রদীপ, (১৪) আর আমি বর্ষণ করি, বাদলা মেঘ হতে অজস্র পানি, (১৫) তা দিয়ে উৎপন্ন করার জন্য উদ্ভিদ শস্য,

۝١٥ وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝١٦ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝١٧ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ

১৬। ওয়া জ্বান্না-তিন্ আলফা-ফা-। ১৭। ইন্না ইয়াওমাল্ ফাস্বলি কা-না মীক্বা-তা-। ১৮। ইয়াওমা ইউন্‌ফাখু ফিস্‌স্বূরি ফাতা'তূনা

(১৬) আর ঘন বাগান। (১৭) ফয়সালার দিন (কিয়ামত) নির্দিষ্ট রয়েছে। (১৮) সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, আর তোমরা দলে দলে এসে

اَفْوَاجًا ۝١٨ وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝١٩ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ

আফ্‌ওয়া-জ্বা-। ১৯। ওয়া ফুতিহ্বাতিস্ সামা—উ ফাকা-নাত আব্‌ওয়া-বা- ২০। ওয়া সুইয়্যিরাতিল্ জ্বিবা-লু ফাকা-নাত্

একত্রিত হবে, (১৯) আর আকাশ খুলে দেয়া হবে, তাতে বহু দরজা হয়ে যাবে। (২০) পাহাড়গুলো চালিত হবে সেগুলো হয়ে যাবে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২) ঃ فيه مختلفون - মতভেদের বিষয় নিয়ে তফসীরকারদের মধ্যে বিভিন্নমত রয়েছে। কেউ বলেন, মতভেদের বিষয় হল কুরআন মাজীদ। কাফিরেরা কুরআন মাজীদের ব্যাপারে মতভেদ করছিল। কেউ এ কুরআনকে যাদু, কেউ উপাখ্যান এবং কেউ কবিতা বলছিল। কেউ বলেন, মতভেদের বিষয় হল কিয়ামত। কাফিরেরা কেউ এ কিয়ামতকে অস্বীকার করছিল। কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। কেউ বলেন, প্রশ্নকারী মুমিন কাফির উভয়ই ছিল। মুমিনের প্রশ্ন ছিল, তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করার জন্য। আর কাফিরদের প্রশ্ন ছিল উপহাস ও ঠাট্টা স্বরূপ। (কুঃ কারীম)

سَرَابًا ۝٢٠ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝٢١ لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ۝٢٢ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۝

সারা-বা-। ২১। ইন্না জ্বাহান্নামা কা-নাত্ মিরস্বা-দা- ২২। লিত্ত্বো-গীনা মাআ-বাল্ ২৩। লা-বিছীনা ফীহা~আহ্‌ক্বা-বা-।

মরু-মরীচিকা। (২১) জাহান্নামতো অপেক্ষায় আছে, (২২) তা হবে নাফরমানদের জন্য ঠিকানা। (২৩) সেখানে তারা থাকবে যুগ-যুগ ধরে।

۝٢٣ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۝٢٤ اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۝٢٥ جَزَآءً وِّفَاقًا ۝٢٦ اِنَّهُمْ

২৪। লা- ইয়ায়ূক্বূনা ফীহা- বারদাওঁ ওয়ালা- শারা-বা-। ২৫। ইল্লা- হ্বামীমাওঁ ওয়াগাস্‌সা-ক্বা-। ২৬। জ্বাযা—আওঁ ওয়িফা-ক্বা-। ২৭। ইন্নাহুম

(২৪) সেখানে তারা শীতলতার কোন স্বাদ পাবে না এবং পাবে না কোন পানীয়, (২৫) ফুটন্ত পানি এবং পুঁজ ছাড়া। (২৬) এটাই তাদের যথাযথ প্রতিফল। (২৭) কারণ, তারা

كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۝٢٧ وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ۝٢٨ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۝

কা-নূ লা- ইয়ারজূনা হিসা-বা-। ২৮। ওয়া কায্‌যাবূ বিআ-য়া-তিনা- কিয্‌যা-বা-। ২৯। ওয়া কুল্লা শাইয়িন্ আহ্‌স্বাইনা-হু কিতা-বা-।

কখনও হিসাব নিকাশের আশা করত না। (২৮) আর তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত। (২৯) আমি তার সব কর্মগুলোই লিখে হিসাব করে রেখেছি।

۝٢٩ فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۝٣٠ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۝٣١ حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۝

৩০। ফাযূক্বূ ফালান্ নাযীদাকুম ইল্লা- 'আযা-বা-। ৩১। ইন্না লিল্ মুত্তাক্বীনা মাফা-যা-। ৩২। হ্বাদা—ইক্বা ওয়া আ'না-বা-

(৩০) সুতরাং তোমরা এখন স্বাদ উপভোগ কর, আর তোমাদের শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি পাবে না। (৩১) নিশ্চয়ই পরহেজগারদের জন্য রয়েছে সফলতা, (৩২) ফল ফলাদির বাগান এবং আঙ্গুর।

۝٣٢ وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۝٣٣ وَّكَاْسًا دِهَاقًا ۝٣٤ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۝٣٥ جَزَآءً مِّنْ

৩৩। ওয়া কাওয়া-'ইবা আত্‌রা-বা-। ৩৪। ওয়া কা'সান্ দিহা-ক্বা-। ৩৫। লা- ইয়াস্‌মা'উনা ফীহা-লাগ্‌ওয়াওঁ ওয়ালা- কিয্‌যা-বা-। ৩৬। জ্বাযা—আম্ মির্

(৩৩) আর সমবয়সী যুবতী কুমারী, (৩৪) আর পরিপূর্ণ পাত্র। (৩৫) সেখানে তারা বাজে কথা এবং মিথ্যা কথা শোনবে না। (৩৬) এগুলো হচ্ছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে

رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۝٣٦ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ

রাব্বিকা 'আত্বা—আন্ হিসা-বা-। ৩৭। রাব্বিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়ামা- বাইনাহুমার্ রাহ্‌মা-নি লা-ইয়াম্‌লিকূনা মিন্‌হু

প্রতিদান যা দানের দিক দিয়ে হবে যথেষ্ট। (৩৭) যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থ সব কিছুর রব। যিনি পরম করুণাময়, তাকে সম্বোধন করে কিছু বলার

خِطَابًا ۝٣٧ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۛ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ

খিত্বা-বা-। ৩৮। ইয়াওমা ইয়াক্বূমুর্ রূ ওয়াল্ মালা—ইকাতু স্বাফ্‌ফাল লা-ইয়াতাকাল্লামূনা ইল্লা- মান আযিনা লাহুর্ রাহ্‌মা-নু

ক্ষমতা কেউ রাখবে না। (৩৮) সেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত আর কেউ কথা বলতে পারবে না।

وَقَالَ صَوَابًا ۝٣٨ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ۝٣٩ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ

ওয়া ক্বা-লা স্বাওয়া-বা-। ৩৯। যা-লিকাল্ ইয়াওমুল্ হ্বাক্কু, ফামান্ শা—আত্তাখাযা ইলা- রাব্বিহী মাআ-বা-। ৪০। ইন্না~আন্‌যার্‌না-কুম

এবং সে সঠিক কথাই বলবে। (৩৯) এ দিন সত্য; সুতরাং যে চায় সে যেন তার প্রতিপালকের কাছে ঠিকানা বানিয়ে নেয়। (৪০) নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ احصينه كتبا - অর্থাৎ লওহে মাহফুজে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। অথবা সে লিখিত কিতাবকে বুঝান হয়েছে, যাতে ফিরিশতাগণ লিপিবদ্ধ করে রাখেন। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪০) ঃ كنت ترابا - যখন কাফিরেরা কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থা দেখবে তখন একথা বলবে। কেউ বলেন- আল্লাহ তায়ালা জীবজন্তুর মাঝেও কিয়ামতের দিন ন্যায় ইনসাফ কায়েম করবেন। এমনকি শিং বিশিষ্ট কোন বকরী যদি পৃথিবীতে শিংহীন কোন বকরীকে আক্রমণ করে থাকে, তবে কিয়ামতের দিন তারও প্রতিফল দেয়া হবে। সর্বশেষে আল্লাহ তায়ালা জীব জন্তুদেরকে নির্দেশ দিবেন যে, মাটি হয়ে যাও, সাথে সাথে তারা মাটি হয়ে যাবে। এ সময় কাফিরেরা আফসোস করে বলবে যে, হায় আমরাও যদি জীবজন্তু হতাম এবং আজ মাটির সাথে মিশে যেতাম (কতইনা ভাল হত)। (ইবন কাসীর)

عَذَابًا قَرِيبًا ۚ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ○

'আযা-বান ক্বারীবাই ইয়াওমা ইয়ানযুরুল্ মারউ মা-ক্বাদ্দামাত্ ইয়াদা-হু ওয়া ইয়াকূলুল্ কা-ফিরু ইয়া-লাইতানী কুনতু তুরা-বা-।

সাবধান করে দিচ্ছি, নিকটবর্তী শাস্তির, সেদিন প্রতিটি লোক তার কৃতকর্মগুলো দেখতে পাবে আর কাফিরেরা বলবে, হায়! আজ আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।

সূরা না-যি'আ-ত
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪৬
রুকূ ঃ ২

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ① وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ② وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ③ فَالسَّابِقَاتِ

১। ওয়ান্না-যি'আ-তি গারক্বাওঁ ২। ওয়ান্না-শিত্বা-তি নাশ্ত্বাওঁ ৩। ওয়াস্ সা-বিহ্বা-তি সাবহ্বা-। ৪। ফাস্সা-বিক্বা-তি

(১) শপথ তাদের, যারা কঠোরভাবে প্রাণ টেনে আনে, (২) শপথ তাদের, যারা সহজভাবে বন্ধন খুলে দেয়, (৩) শপথ তাদের, যারা তীব্রবেগে সাতরিয়ে যায়, (৪) আর শপথ তাদের, যারা দ্রুতগতিতে এগিয়ে

سَبْقًا ④ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ⑤ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ⑥ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ○

সাব্ক্বা-। ৫। ফাল্ মুদাব্বিরা-তি আমরা-। ৬। ইয়াওমা তার্জুফুর্ রা-জিফাহ্। ৭। তাত্বা'উহার রা-দিফাহ্।

যায়। (৫) শপথ তাদের, যারা কাজের ব্যবস্থা করে, (৬) সেদিন কম্পনকারীর প্রথম ফুৎকার প্রকম্পিত করবে। (৭) তারপরে তার অনুসরণ করবে তার পশ্চাদ্বর্তী দ্বিতীয় ফুৎকার।

⑦ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ⑧ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ⑨ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ

৮। ক্বুলূবুই ইয়াওমাইযিওঁ ওয়া-জিফাহ্। ৯। আব্স্বা-রুহা- খা-শি'আহ্। ১০। ইয়াকূলূনা আ ইন্না- লামারদূদূনা

(৮) সেদিন অন্তর ভয়ে কাঁপতে থাকবে। (৯) তাদের দৃষ্টি লজ্জায় অবনত থাকবে, (১০) তারা বলবে, আমরা কি সে পূর্বের অবস্থায়

فِي الْحَافِرَةِ ⑩ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ⑪ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ⑫ فَإِنَّمَا هِيَ

ফিল্ হা-ফিরাহ্। ১১। আইযা- কুন্না- 'ইযা-মান্ নাখিরাহ্। ১২। ক্বা-লূ তিলকা ইযান কার্‌রাতুন খা-সিরাহ্। ১৩। ফাইন্নামা- হিয়া

ফিরে যাবই? (১১) যখন আমরা পরিণত হয়ে যাব গুঁড়াহাড়ে তখনও? (১২) তারা বলে, যদি তাই হয়, তবে তো এ প্রত্যাবর্তন খুবই সর্বনাশের হবে। (১৩) সেতো শুধু

زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ⑬ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ⑭ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ⑮ إِذْ نَادَاهُ

যাজ্‌রাতুওঁ ওয়া-হিদাহ্। ১৪। ফাইযা- হুম বিস্সা-হিরাহ্। ১৫। হাল্ আতা-কা হাদীছু মূসা-। ১৬। ইয্ না-দা-হু

একটি ভয়ংকর আওয়াজ। (১৪) আর তখনই তারা ময়দানে এসে একত্রিত হবে। (১৫) মূসার খবর তোমাদের কাছে কি পৌঁছেছে? (১৬) যখন তার

رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ⑯ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ⑰ فَقُلْ هَل لَّكَ

রাব্বুহূ বিল্ওয়া-দিল মুক্বাদ্দাসি ত্বুওয়া-। ১৭। ইয্হাব্ ইলা- ফির'আওনা ইন্নাহূ ত্বাগা-। ১৮। ফাকুল্ হাল্ লাকা

প্রতিপালক তাকে পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় ডেকে বললেন, (১৭) তুমি ফিরআউনের কাছে যাও, সেতো অবাধ্য হয়েছে, (১৮) আর তাকে বল, তুমি কি তোমার নিজের

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২) ঃ والنشطت نشطا - অর্থাৎ মুমিনগণের প্রাণ ফিরিশতা অত্যন্ত সহজভাবে বের করে আনেন। যেমন কোন জিনিসের বন্ধন (অতি সহজে) খুলে দেয়া হয়। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩) ঃ والسبحت سبحا - অর্থাৎ ফেরেশতা মানুষের প্রাণ বের করে আনার জন্য। মানুষের শরীরে এমনভাবে সন্তরণ করে, যেমন ডুবুরি সমুদ্র হতে মণিমুক্তা সংগ্রহের জন্য সমুদ্রের তলদেশে সন্তরণ করে। অথবা এর অর্থ এই যে, ফেরেশতা অতি দ্রুতগতিতে আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে আকাশ হতে অবতরণ করেন। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ فالسبقت سبقا - অর্থাৎ ফিরিশতা আল্লাহর বাণী রাসূল (স) পর্যন্ত অতি দ্রুত গতিতে পৌছান। যাতে শয়তান তার কোন খবরই না রাখতে পারে। অথবা মুমিনগণের রূহ (প্রাণ) জান্নাতের দিকে অতি দ্রুতবেগে নিয়ে যান। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬) ঃ يوم ترجف - অর্থাৎ প্রথম ফুৎকার দিবস। যাতে গোটা জাহান কেঁপে উঠবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে।

إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ⑱ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ⑲ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ○

ইলা~আন্ তাযাক্কা-। ১৯। ওয়া আহ্দিয়াকা ইলা- রাব্বিকা ফাতাখ্শা-। ২০। ফাআরা-হুল্ আ-য়াতাল্ কুব্‌রা-।

সংশোধন কামনা কর? (১৯) আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করব, যাতে তুমি তাকে ভয় কর। (২০) অতঃপর সে তাকে বড় নিদর্শন দেখাল।

⑳ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ㉑ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ㉒ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ㉓ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ

২১। ফাকায্‌যাবা ওয়া 'আস্বা-। ২২। ছুম্মা আদ্‌বারা ইয়াস্'আ-। ২৩। ফাহ্বাশারা ফানা-দা-। ২৪। ফাক্বা-লা আনা রাব্বুকুমুল্

(২১) কিন্তু সে তা অস্বীকার করল এবং অবাধ্য হল। (২২) অতঃপর সে সরে গিয়ে মোকাবেলার জোর চেষ্টা চালাতে লাগল। (২৩) সবাইকে সমবেত করল এবং জোর আওয়াজে ঘোষণা দিল, (২৪) বলল, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড়

الْأَعْلَىٰ ㉔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ㉕ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً

আ'লা-। ২৫। ফাআখাযাহুল্লা-হু নাকা-লাল্ আ-খিরাতি ওয়াল্ উলা-। ২৬। ইন্না ফী যা-লিকা লা'ইব্‌রাতাল্

প্রভু, (২৫) অতঃপর আল্লাহ তাকে পরকাল ও ইহকালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিতে আবদ্ধ করেন। (২৬) যে আল্লাহকে ভয় করে অবশ্যই তার জন্য রয়েছে এতে

لِّمَن يَخْشَىٰ ㉖ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ㉗ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ○

লিমাই ইয়াখ্শা-। ২৭। আ আন্তুম আশাদ্দু খাল্‌ক্বান্ আমিস্ সামা—উ ; বানা-হা-। ২৮। রাফা'আ সাম্‌কাহা- ফাসাওয়্যা-হা-।

উপদেশ। (২৭) তোমাদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন না আকাশ সৃষ্টি করা? তিনিইতো তা বানিয়েছেন। (২৮) তিনি উঁচু করেছেন তার ছাদ। আর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

১ ع ২৬ ৩ রুকূ

㉘ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ㉙ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ○

২৯। ওয়া আগত্বাশা লাইলাহা- ওয়া আখ্‌রাজ্বা দ্বুহা-হ্বা-। ৩০। ওয়াল আর্দ্বা বা'দা যা-লিকা দাহ্বা-হা-।

(২৯) তিনি রজনীকে আঁধার দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন সকালের সূর্য কিরণ, (৩০) এবং এরপরে তিনি ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন।

㉚ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ㉛ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ㉜ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ○

৩১। আখ্‌রাজ্বা মিনহা- মা—আহা- ওয়া মার্'আ-হা-। ৩২। ওয়াল্ জ্বিবা-লা আর্‌সা-হা-। ৩৩। মাতা-'আল্ লাকুম ওয়ালি আন'আ-মিকুম।

(৩১) এবং তার থেকে উৎপন্ন করেছেন পানি ও উদ্ভিদ। (৩২) আর পাহাড়গুলোকে মজবুত ভাবে গেঁথে দিয়েছেন, (৩৩) তোমাদের ও তোমাদের পালিত পশুগুলোর ভোগের জন্য।

㉝ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ㉞ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ○

৩৪। ফাইযা- জ্বা—আতিত্ব ত্বা—ম্মাতুল কুব্‌রা-। ৩৫। ইয়াওমা ইয়াতাযাক্কারুল্ ইন্সা-নু মা- সা'আ-।

(৩৪) অতঃপর যখন এসে উপস্থিত হবে সে মহাপ্রলয় (কিয়ামত)। (৩৫) সেদিন, মানুষ যা (নেকী বদী) করেছে, তা স্মরণ করবে।

㉟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ㊱ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ㊲ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ○

৩৬। ওয়া বুর্‌রিযাতিল্ জ্বাহ্বীমু লিমাই ইয়ারা-। ৩৭। ফাআম্মা- মান্ ত্বাগা-। ৩৮। ওয়া আ-ছারাল্ হ্বায়া-তাদ্ দুন্‌ইয়া-।

(৩৬) আর প্রকাশ করা হবে জাহান্নামের আগুন, প্রত্যেক চক্ষুষ্মানের সামনে। (৩৭) অতঃপর যে, নাফরমানী করে, (৩৮) এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয়,

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৬) ঃ وبرزت الجحيم - অর্থাৎ কাফিরদের সামনে জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে। যাতে তারা তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান জাহান্নাম দেখতে পাবে। কেউ কেউ বলেন– এ জাহান্নাম মুমিন ও কাফির উভয়ের সামনেই প্রকাশ করা হবে। (অর্থাৎ আনয়ন করা হবে)। মুমিনগণ তা দেখে আল্লাহ্ তায়ালার শোকর আদায় করবেন। এজন্য যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে অতি মেহেরবানী করে এ কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। আর কাফিরেরা তা দেখে ভীত ও চিন্তিত হবে। (কুঃ কারীম)

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ

৩৯। ফাইন্নাল্ জ্বাহ্বীমা হিয়াল্ মা'ওয়া-। ৪০। ওয়া আম্মা- মান্ খা-ফা মাক্বা-মা রাব্বিহী ওয়া নাহান্ নাফ্সা
(৩৯) তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (৪০) আর যে তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিতির ভয় রাখে, আর যে নিজকে তার প্রবৃত্তি থেকে

عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ

'আনিল হাওয়া-। ৪১। ফাইন্নাল্ জ্বান্নাতা হিয়াল্ মা'ওয়া-। ৪২। ইয়াস্আলূনাকা 'আনিস্ সা-'আতি আইয়্যা-না
বারণ রাখে, (৪১) নিশ্চয়ই জান্নাত হল তার ঠিকানা। (৪২) তারা (অবিশ্বাসীরা) তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তা কখন

مُرْسَاهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ

মুর্সা-হা-। ৪৩। ফীমা আন্তা মিন্ যিকরা-হা-। ৪৪। ইলা- রাব্বিকা মুন্তাহা-হা-। ৪৫। ইন্নামা~আন্তা মুন্যিরু
সংঘটিত হবে? (৪৩) এ আলোচনায় আপনার (প্রয়োজন) কি? (৪৪) আপনার রবের কাছেই তার (কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানের) শেষ সীমা, (৪৫) আপনি তো শুধু তাদেরই

مَنْ يَخْشَاهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾

মাই ইয়াখ্শা-হা-। ৪৬। কাআন্নাহুম ইয়াওমা ইয়ারাওনাহা- লাম ইয়ালবাছূ~ইল্লা- 'আশিইয়্যাতান্ আও দুহ্বা-হা-।
সতর্ককারী যারা ভয় রাখে। (৪৬) যেদিন তারা তা দেখতে পাবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র এক বিকেল অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।

সূরা 'আবাছা
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪২
রুকূ ঃ ১

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ﴿٣﴾

১। 'আবাসা ওয়া তাওয়াল্লা~ ২। আন্ জ্বা—আহুল আ'মা-। ৩। ওয়ামা- ইউদ্রীকা লা'আল্লাহূ ইয়ায্যাক্কা~
(১) তিনি (রাসূল) মুখ মলিন করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন; (২) কারণ তাঁর নিকট এসেছে এক অন্ধ লোক, (৩) তুমি কিভাবে জানবে, হয়তো সে নিজেকে সংশোধন করে নিত।

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿٤﴾ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴿٦﴾ وَمَا

৪।আও ইয়ায্যাক্কারু ফাতান্ফা'আহুয্ যিক্রা-। ৫। আম্মা- মানিস্ তাগ্না-। ৬। ফাআন্তা লাহূ তাস্বাদ্দা-। ৭। ওয়ামা-
(৪) অথবা সে উপদেশ শোনত, আর সে উপদেশ দ্বারা উপকৃত হত। (৫) তবে যে লোক নির্ভয়, (৬) তুমি তার প্রতিই মনোযোগী, (৭) অথচ সে

عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَىٰ ﴿٩﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ

'আলাইকা আল্লা- ইয়ায্যাক্কা-। ৮। ওয়া আম্মা- মান্ জ্বা—আকা ইয়াস্'আ-। ৯। ওয়া হুওয়া ইয়াখ্শা-। ১০। ফাআন্তা 'আন্হু
আত্মশোধন না হলে তোমার উপর কোন অভিযোগ নেই। (৮) আর যে তোমার কাছে ছুটে আসে, (৯) এমনাবস্থায় যে, সে আল্লাহকে ভয় করে, (১০) তুমি তার উপর

○ শানে নুযূল (আঃ ১) ঃ ....عبس وتولى - এ আয়াত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে কুরাইশদের বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তিবর্গ বসে আলাপ-আলোচনা করতে ছিল। অকস্মাৎ ইবন উম্মে মাকতুম, যিনি অন্ধ ছিলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে দ্বীন সম্পর্কে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইবনে উম্মে মাকতুমের এ কাজটি একটু অপছন্দ করলেন এবং তাঁর প্রতি তেমন মনোযোগী হলেন না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (কুঃ কারীম)

تَلَهَّىٰ ﴿١٠﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿١٢﴾ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَرْفُوعَةٍ

তালাহ্হা-। ১১। কাল্লা ~ইন্নাহা- তায্কিরাহ্। ১২। ফামান্ শা —আ যাকারাহ্। ১৩। ফী স্বুহুফিম্ মুকার্রামাতিম ১৪। মারফূ'আতিম
বিমুখ হচ্ছ। (১১) না, এটা কখনও নয়, নিশ্চয়ই এ তো উপদেশবাণী। (১২) অতঃপর যে চাইবে, সে তা মনে রাখবে। (১৩) এ বাণী রয়েছে সম্মানিত কিতাবে, (১৪) যা অতি

مُطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ

মুত্বাহ্হারাহ্বতিম্। ১৫। বিআইদী সাফারাতিন ১৬। কিরা-মিম্ বারারাহ্। ১৭। ক্বুতিলাল্ ইন্সা-নু মা~আক্ফারাহ। ১৮। মিন আইয়্যি
মর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র। (১৫) যা দূতদের (ফেরেশতাদের) হাতে, (১৬) যারা সম্মানিত ও নেককার। (১৭) মানুষ ধ্বংস হোক সে কতইনা অস্বীকারকারী। (১৮) কোন জিনিস

شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ

শাইয়িন্ খালাক্বাহ্। ১৯। মিন্ নুত্বফাতিন্ ; খালাক্বাহূ ফাক্বাদ্দারাহ্। ২০। ছুম্মাস্ সাবীলা ইয়াস্সারাহ ২১। ছুম্মা আমা-তাহূ
থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেন অতঃপর তার সবকিছু নির্ধারণ করেন, (২০) অতঃপর তার জন্য চলার পথ সহজ করেন, (২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং সমাহিত

فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ

ফাআক্ববারাহ্। ২২। ছুম্মা ইযা- শা—আ আন্শারাহ্। ২৩। কাল্লা- লাম্মা- ইয়াক্বদ্বি মা~আমারাহ্। ২৪। ফাল্ইয়ান্জুরিল্ ইন্সা-নু
করেন। (২২) তৎপর যখন তাঁর ইচ্ছা তখন জীবিত করবেন। (২৩) না কখনই ঠিক নয়, সে এখন পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশাবলি পুরোপুরি পালন করেনি। (২৪) মানুষ তার

إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا

ইলা- ত্বা'আ-মিহী~২৫। আন্না- স্বাবাব্নাল্ মা—আ স্বাব্বা-। ২৬। ছুম্মা শাক্বাক্বনাল্ আর্দ্বা শাক্বক্বা-। ২৭। ফাআম্বাত্না- ফীহা-
খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুক, (২৫) আমিইতো অবিরাম পানি বর্ষণ করি, (২৬) আমিইতো ভূমিকে ভালোভাবে বিদীর্ণ করেছি, (২৭) আর তাতে

حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَاكِهَةً

হ্বাব্বাওঁ। ২৮। ওয়া 'ইনা-বাওঁ ওয়া ক্বাদ্ব্বা-। ২৯। ওয়া যাইতূনাওঁ ওয়া নাখ্লা-। ৩০। ওয়া হ্বাদা—ইক্বা গুল্বা-। ৩১। ওয়া ফা-কিহাতাওঁ
উৎপন্ন করেছি শস্য, (২৮) আঙ্গুর ও শাক সবজী, (২৯) যয়তুন ও খেজুর। (৩০) এবং ঘন বাগান, (৩১) আর ফল ফলাদি

وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ

ওয়া আব্বা-। ৩২। মাতা'আল্লাকুম ওয়া লিআন্'আ-মিকুম। ৩৩। ফাইযা- জ্বা—আতিস্ সা—খ্খাহ্। ৩৪। ইয়াওমা ইয়াফিররুল্ মারউ মিন্
ও উদ্ভিদ (ঘাস)। (৩২) এগুলো তোমাদের ও তোমাদের পালিত পশুর ভোগের জন্য। (৩৩) যখন ভয়ংকর আওয়াজ এসে পড়বে। (৩৪) সেদিন প্রতিটি মানুষ পালিয়ে যাবে,

أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ

আখীহ্।৩৫। ওয়া উম্মিহী ওয়া আবীহ্। ৩৬। ওয়া স্বা-হ্বিবাতিহী ওয়া বানীহ্। ৩৭। লিকুল্লিম্‌রিইম্ মিন্হুম ইয়াওমাইযিন্
তার ভাইয়ের কাছ থেকে, (৩৫) তার মাতা-পিতার কাছ থেকে (৩৬) এবং তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে। (৩৭) সেদিন তাদের প্রত্যেকের অবস্থাটা

○ টীকা (আঃ ২৪) ঃ এতে তার সত্যোপলব্ধি, ঈমান এবং আনুগত্যের পথ সুগম হবে। সুতরাং মানুষকে স্বীয় খাদ্য সম্পর্কীয় ব্যাপারে এভাবেই চিন্তা করা উচিত। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৫) ঃ মোটামুটিভাবে বুঝা যায়, এই বধিরতা আনয়নকারী হাঙ্গামা প্রথমবার সিঙ্গায় ফুৎকার প্রদানকালীন ঘটনা। কারণ এই ফুৎকারই ভয়াবহ অবস্থা আনয়ন করবে এবং এর ফলেই সৃষ্ট জগৎ ধ্বংস হবে। আর হাশরের মাঠের যে অবস্থা এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা হল দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ঘটনা। কাফেরদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে এগুলোকেও বধিরতা আনয়নকারী হাঙ্গামা বলা যায়। কেননা, বিচার মাঠের ভয়াবহতা এবং আযাবের ভয়ে দ্বিতীয় ফুৎকারও কাফেরদের কানে মৃত্যু ঘণ্টার ন্যায় বাজবে। (বঃ কোঃ)

شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوْهٌ

শা'নুই ইউগ্নীহ্। ৩৮। উজূহুই ইয়াওমাইযিম্ মুস্ফিরাতুন্ ৩৯। দ্বা-হ্বিকাতুম্ মুস্তাব্শিরাহ্। ৪০। ওয়া উজূহুই

এরূপ হবে, যা তাকে তাদের থেকে অন্য মনস্ক করবে, (৩৮) সেদিন অনেকের মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল, (৩৯) সে হাসিতে আনন্দে ভরপুর। (৪০) আবার সেদিন

يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

ইয়াওমাইযিন্ 'আলাইহা- গাবারাহ্। ৪১। তারহাকুহা- ক্বাতারাহ্। ৪২। উলা—ইকা হুমুল্ কাফারাতুল ফাজ্বারাহ্।

অনেক মুখমণ্ডল হবে ধূসর বর্ণের (কালো), (৪১) অন্ধকার তাদেরকে আচ্ছাদিত করবে, (৪২) ওরাই হল, কাফির ও পাপাচার।

সূরা তাকবীর মক্কী | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | আয়াত ঃ ২৯ রুকূ ঃ ১

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾

১। ইযাশ্ শাম্সু কুওয়্যিরাত। ২। ওয়া ইযান্ নুজূমুন্ কাদারাত্। ৩। ওয়া ইযাল্ জ্বিবা-লু সুইয়্যিরাত্।

(১) সূর্যকে যখন গুটিয়ে নেয়া হবে, (২) তারাগুলো যখন নীচে ঝরে পড়বে, (৩) পাহাড়গুলো যখন (বাতাসে) চালানো হবে,

وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَاِذَا الْبِحَارُ

৪। ওয়া ইযাল্ 'ইশা-রু 'উত্ত্বিলাত্। ৫। ওয়া ইযাল্ উহূশু হুশিরাত্। ৬। ওয়া ইযাল্ বিহ্বা-রু

(৪) যখন পূর্ণ গর্ভবতী উষ্ট্রী (অনাদরে) ছেড়ে দেয়া হবে, (৫) বন্য জানোয়ারগুলোকে যখন একত্রিত করা হবে, (৬) আর যখন সমুদ্র

سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِاَيِّ

সুজ্জ্বিরাত্। ৭। ওয়া ইযান্ নুফূসু যুওয়্যিজ্বাত্। ৮। ওয়া ইযাল মাওউদাতু সুইলাত্। ৯। বিআইয়্যি

উথলে উঠবে, (৭) আর যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে, (৮) আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যা শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হবে, (৯) কি অপরাধে

ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَاِذَا

যাম্বিন্ কুতিলাত্। ১০। ওয়া ইযাস্ব স্বুহুফু নুশিরাত্। ১১। ওয়া ইযাস্ সামা—উ কুশিত্বাত্। ১২। ওয়া ইযাল্

তাকে মারা হয়েছিল? (১০) আর যখন আমলনামা প্রকাশ করা হবে, (১০) আর যখন আকাশের পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে, (১২) যখন

الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾

জ্বাহ্বীমু সুয়্যিরাত্। ১৩। ওয়া ইযাল্ জ্বান্নাতু উয্লিফাত্। ১৪। 'আলিমাত্ নাফ্সুম্ মা~আহ্দ্বারাত্।

জাহান্নামের অগ্নি উসকিয়ে দেয়া হবে, (১৩) যখন জান্নাত কাছে আনা হবে, (১৪) তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে, সে কি নিয়ে হাজির হয়েছে।

○ শানে নুযূল (আঃ ৪) ঃ ....وَاِذَا الْعِشَارُ - অর্থাৎ দশ মাসের গর্ভবর্তী উষ্ট্রী। যা আরববাসীদের কাছে খুবই মূল্যবান ও আদরের বস্তু। কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থা দেখে মূল্যবান বস্তুর প্রতিও দৃষ্টি করবে না। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৬) ঃ প্রথম আয়াত হতে এ পর্যন্ত এই ছয়টি ঘটনা প্রথম ফুৎকারের সময় দুনিয়ার আবাদ অবস্থায় ঘটিবে, ফুৎকারের ফলে এই পরিবর্তন দেখা দিবে। ফুৎকারের পূর্বে সব বস্তুই স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে। উট প্রসবের নিকটবর্তী হলে আরববাসীদের নিকট খুব মূল্যবান সম্পদরূপে গণ্য হয়। কিন্তু ফুৎকারের ফলে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হবে তখন এই প্রিয় সম্পদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। জঙ্গলের পশুরা ভয়ে একত্রিত হয়ে যাবে। সাগর মহাসাগরে স্ফীতি দেখা দিবে। ভূমি স্থানে স্থানে ফাটিয়া যাবে লবণাক্ত ও মিঠা পানি একাকার হয়ে প্রথমে বাষ্প পরে আগুন হয়ে যাবে। অতঃপর জগৎ ফানা হয়ে যাবে। (বঃ কোঃ)

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَالصُّبْحِ

১৫। ফালা ~উক্বসিমু বিল্খুন্নাসিল্ ১৬। জ্বাওয়া-রিল্ কুন্নাস্। ১৭। ওয়াল্লাইলি ইযা-'আস্'আসা। ১৮। ওয়াস্ব স্বুব্হি

(১৫) আমি অবশ্যই শপথ করছি তারকাসমূহের, (১৬) যা চলতে চলতে অদৃশ্য হয়। (১৭) আর শপথ রজনীর, যখন তা শেষ হয়ে যায়।। (১৮) আর প্রভাতের শপথ,

اِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿١٩﴾ ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ

ইযা- তানাফ্ফাসা। ১৯। ইন্নাহূ লাক্বাওলু রাসূলিন্ কারীম। ২০। যী কুওয়্যাতিন্ 'ইন্দা যিল্ 'আর্শি

যখন তা প্রকাশ হয়, (১৯) নিশ্চয়ই কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের নিয়ে আসা বাণী। (২০) যে শক্তি সম্পন্ন, আরশের মালিকের কাছে

مَكِيْنٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ

মাকীন। ২১। মুত্বা-'ইন্ ছাম্মা আমীন। ২২। ওয়া মা- ছা-হিবুকুম বিমাজ্নূন। ২৩। ওয়া লাক্বাদ্ রাআ-হু

সম্মানিত। (২১) আর যাঁর নির্দেশ পালন করা হয়, আর যে বিশ্বস্ত। (২২) তোমাদের সাথী (রাসূল) মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি নয়, (২৩) আর নিশ্চয়ই সে তাকে

بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ

বিল্উফুক্বিল্ মুবীন। ২৪। ওয়ামা- হুওয়া 'আলাল্ গাইবি বিদ্বানীন। ২৫। ওয়ামা- হুওয়া বিক্বাওলি শাইত্বা-নির্

স্পষ্ট আকাশের প্রান্তে দেখেছে, (২৪) সে (রাসূল) অদৃশ্য বিষয় বর্ণনার ব্যাপারে কৃপণ নয়। (২৫) আর এ (কুরআন) বিতাড়িত শয়তানের

رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾ فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٦﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَآءَ

রাজ্বীম। ২৬। ফাআইনা তায্হাবূন। ২৭। ইন্ হুওয়া ইল্লা- যিকরুল্ লিল্ 'আ-লামীন। ২৮। লিমান্ শা—আ

কথা নয়, (২৬) সুতরাং তোমরা কোন দিকে চলছ? (২৭) এ (কুরআন) সারা জাহানের জন্য উপদেশ বাণী। (২৮) তাদের জন্য, যারা

مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

মিন্কুম আঈ ইয়াস্তাক্বীম। ২৯। ওয়ামা- তাশা—উনা ইল্লা~আঈ ইয়াশা—আল্লা-হু রাব্বুল 'আ-লামীন।

তোমাদের মধ্যে সরল (সত্য) পথে চলতে আগ্রহী। (২৯) সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত, তোমরা কিছুই চাইবে না।

১ রুকূ ৬

সূরা ইন্ফিত্বা-র মক্কী | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | আয়াত ঃ ১৯ রুকূ ঃ ১

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْبِحَارُ

১। ইযাস্ সামা—উন্ ফাত্বারাত্। ২। ওয়া ইযাল্ কাওয়া-কিবুন্ তাছারাত্। ৩। ওয়া ইযাল্ বিহ্বা-রু

(১) আকাশ যখন ফেটে যাবে, (২) তারকাসমূহ যখন বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে, (৩) সমুদ্র যখন

○ শানে নুযূল (আঃ ২৫) ঃ ......وما هو بقول - কাফিরেরা বলত, শয়তান রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে কোরআন প্রকাশ করে থাকে। আল্লাহ্ তায়ালা এ কথার প্রতিবাদে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। কোরআন আল্লাহ্ তায়ালার বাণী। এটি বিতাড়িত শয়তানের বাক্য নয়। (কুঃ কারীম)

○ টীকা (আঃ ২৭) ঃ উপরোক্ত আয়াতগুলোর সারমর্ম এই যে, হযরত (স) উম্মাদ, গণক ও স্বার্থন্বেষী নহেন। ওহী আনয়নকারী জিবরায়ীল ফেরেশতাকে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন ও চিনেছেন। অতএব, এই কোরআন নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কালাম এবং মোহাম্মদ (স) নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ২৯) ঃ অর্থাৎ কোরআন পাক অবশ্যই নসীহত গ্রন্থ; কিন্তু ইহা কার্যকরী হওয়া আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন কোন বিশেষ হেকমতে আল্লাহ্র ইচ্ছা না হওয়ায় কতক লোক কোরআন দ্বারা হেদায়াত লাভ করতে পারে না। আর আল্লাহ্র ইচ্ছা হয় বলেই কতক লোক নসীহত লাভ করে থাকে। (বঃ কোঃ)

فُجِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝٤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝٥

ফুজ্জিরাত। ৪। ওয়া ইযাল্ কুবূরু বু'ছিরাত্। ৫। 'আলিমাত্ নাফসুম্ মা- ক্বাদ্দামাত্ ওয়া আখ্খারাত্।
উথলে উঠবে, (৪) আর যখন কবরগুলো ওলট-পালট করা হবে, (৫) তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে যে, সে কি আগে পাঠিয়েছে, আর কি পিছনে রেখে এসেছে।

۝٦ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝٧ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ

৬। ইয়া~আইয়্যুহাল্ ইন্সা-নু মা- গার্রাকা বিরাব্বিকাল কারীম। ৭। আল্লাযী খালাক্বাকা ফাসাওয়্যা-কা
(৬) হে মানুষ! কিসে তোমাকে প্রতারিত করল তোমার প্রতিপালকের সম্পর্কে? (৭) তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুন্দরভাবে গঠন

فَعَدَلَكَ ۝٨ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝٩ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ۝١٠ وَ

ফা'আদালাক। ৮। ফী~আইয়্যি স্বূরাতিম্ মা- শা—আ রাক্কাবাক্। ৯। কাল্লা- বাল্ তুকায্যিবূনা বিদ্দীন। ১০। ওয়া
করেছেন, (৮) তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেছেন সেভাবে তোমাকে গঠন করেছেন, (৯) না, এভাবে কখনই ঠিক নয়; বরং তোমরাই বিচারদিবসকে অবিশ্বাস করে থাক, (১০) অবশ্যই

إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝١١ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝١٢ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝١٣ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي

'ইন্না 'আলাইকুম লাহ্বা-ফিজীন। ১১। কিরা-মান্ কা-তিবীন। ১২। ইয়া'লামূনা মা- তাফ'আলূন। ১৩। ইন্নাল্ আব্রা-রা লাফী
তোমাদের জন্য রয়েছে হেফাজতকারী, (১১) সম্মানিত লেখকবৃন্দ, (১২) তারা জানে, তোমাদের সব কৃতকর্মগুলো (১৩) নিশ্চয়ই নেককারগণ

نَعِيمٍ ۝١٤ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝١٥ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝١٦ وَمَا هُمْ

না'ঈম। ১৪। ওয়া ইন্নাল্ ফুজ্জা-রা লাফী জ্বাহ্বীম। ১৫। ইয়াস্বলাওনাহা- ইয়াওমাদ্দীন। ১৬। ওয়ামা-হুম
নেয়ামতের মধ্যে থাকবে, (১৪) আর পাপিষ্ঠরা নিশ্চয়ই জাহান্নামের মধ্যে থাকবে, (১৫) তারা তাতে প্রবেশ করবে বিচার দিবসেরই দিন, (১৬) আর সেখানে তারা

عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝١٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝١٨ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ

'আন্হা- বিগা—ইবীন। ১৭। ওয়ামা~আদ্রা-কা মা- ইয়াওমুদ্দীন। ১৮। ছুম্মা মা~আদ্রা-কা মা~ইয়াওমুদ
কখনও অনুপস্থিত থাকবে না। (১৭) তুমি কি জান যে, সে বিচার দিবস কি? (১৮) অতঃপর তুমি কি জান সে বিচার

الدِّينِ ۝١٩ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ۝

দীন। ১৯। ইয়াওমা লা-তাম্লিকু নাফ্সুল্ লিনাফ্সিন্ শাইআন ; ওয়াল্ আম্রু ইয়াওমাইযিল্ লিল্লা-হি।
দিবস কি? (১৯) সেদিন কোন মানুষ কোন মানুষের জন্য কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না। সেদিন একমাত্র নির্দেশ থাকবে আল্লাহর।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫) ঃ ما قدمت واخرت - যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন মানুষ তার পৃথিবীর কৃতকর্মগুলো সম্পর্কে জানতে পারবে। পিছনে রেখে আসা কর্মের অর্থ যা পৃথিবীতে রেখে আসছে এবং পৃথিবীর মানুষ তার অনুসরণ করে চলছে। যদি রেখে আসা জিনিসগুলো ভাল হয় তবে তার মৃত্যুর পরে সে অনুযায়ী যারা নেক আমল করবে তার সওয়াব তাকেও পৌছান হবে। আর যদি পৃথিবীতে রেখে আসা জিনিসগুলো খারাপ হয়, তবে সে অনুযায়ী চলে যারা গুনাহগার হবে, তাকেও সে গুনাহর অংশ পৌছান হবে। (কুঃ কারীম) ভাল জিনিস রেখে আসা যেমন- মাদ্রাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা। দ্বীনী পুস্তক লেখা এবং নেক সন্তান রেখে যাওয়া ইত্যাদি। খারাপ জিনিস রেখে আসা যেমন- এমন পুস্তক রচনা করে যাওয়া, যাতে মানুষকে গুনাহর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

○ টীকা (আঃ ৯) ঃ অর্থাৎ যে কারণে তোমরা ধোকায় পড়ে আছ তার পিছনে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। এ তোমাদের এক নির্বুদ্ধিতামূলক ধারণারই ফলশ্রুতি মাত্র। তোমরা মনে করে বসে আছো ঃ এ কর্মক্ষেত্রের পরিণামে কর্মফল লাভের কোন ক্ষেত্র নেই। এই ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণাই তোমাদেরকে খোদার ব্যাপারে বেখেয়াল, তাঁর ন্যায়বিচার সম্পর্কে নির্ভয় এবং নিজেদের নৈতিক আচার-আচরণে দায়িত্বহীন করে দিয়েছে। (বঃ কোঃ)

সূরা মুতাফ্ফিফীন
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩৬
রুকূ ঃ ১

۝١ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝٢ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٣ وَإِذَا

১। ওয়াইলুল্ লিল্ মুত্বাফ্ফিফীনাল্ ২। লাযীনা ইযাক্তা-লূ 'আলান না-সি ইয়াস্তাওফূন। ৩। ওয়া ইযা-
(১) দুর্ভাগ্য তাদের, যারা মাপে কম দেয়, (২) যারা মানুষের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পুরোপুরি ভাবেই নেয়; (৩) কিন্তু যখন

كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٤ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۝

কা-লূহুম আও ওয়াযানূহুম ইউখ্সিরূন। ৪। আলা- ইয়াজুন্নু উলা—ইকা আন্নাহুম্ মাব্'উছূন।
তাদেরকে মেপে দেয় বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। (৪) তারা কি মনে করে না যে, তাদেরকে পুনর্জীবিত করে উঠানো হবে।

۝٥ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٦ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٧ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ

৫। লিয়াওমিন্ 'আজীমিই ৬। ইয়াওমা ইয়াকূমুন্ না-সু লিরাব্বিল্ 'আ-লামীন। ৭। কাল্লা~ইন্না কিতা-বাল্
(৫) এক গুরুতর দিবসে, (৬) যেদিন মানুষ সারা জাহানের রবের সামনে দাঁড়াবে, (৭) না এরূপ (মনে করা) কখনই ঠিক নয়,

الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ۝٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ۝٩ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝١٠ وَيْلٌ

ফুজ্জা-রি লাফী সিজ্জ্বীন। ৮। ওয়ামা~আদ্রা-কা মা- সিজ্জ্বীন। ৯। কিতা-বুম্ মারকূম। ১০। ওয়াইলুই
পাপিষ্ঠদের আমলনামাতো সিজ্জীনেই রয়েছে। (৮) তোমার কি জানা আছে, সিজ্জীন কি? (৯) সেটি হচ্ছে একটি সীলমোহরকৃত আমলনামা। (১০) সেদিন

يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝١١ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝١٢ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا

ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্যিবীন। ১১। আল্লাযীনা ইউকায্যিবূনা বিয়াওমিদ্ দীন। ১২। ওয়ামা- ইউকায্যিবু বিহী~ইল্লা-
মিথ্যাবাদীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (১১) তারা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে। (১২) প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপী ব্যক্তিই শুধু

كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝١٣ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝١٤ كَلَّا

কুল্লু মু'তাদিন আছীম। ১৩। ইযা- তুত্লা- 'আলাইহি আ-য়া-তুনা- ক্বা-লা আসা-ত্বীরুল আওয়্যালীন। ১৪। কাল্লা-
তা অস্বীকার করে। (১৩) যখন আমার আয়াতসমূহ তার কাছে পাঠ করে শোনান হয়, তখন সে বলে, এসবতো প্রাচীনকালের গল্প-কাহিনী। (১৪) না এ মন্তব্য

بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝١٥ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ

বাল, রা-না 'আলা- ক্বুলূবিহিম মা- কা-নূ ইয়াক্সিবূন। ১৫। কাল্লা~ইন্নাহুম 'আর্ রাব্বিহিম ইয়াওমাইযিল্
ঠিক নয়; বরং তাদের কৃতকর্মের কারণেই তাদের অন্তরে মরিচা ধরেছে। (১৫) না, নিশ্চয়ই সেদিন তারা (অবিশ্বাসীরা) তাদের প্রতিপালকের

○ শানে নুযূল (আঃ ১) ঃ ويل للمطففين - যে সময় রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা শরীফ গমন করেন। সে সময়ে মদীনাবাসীগণের একটি অভ্যাস ছিল যে, তারা পরিমাপের সময় কম করে দিত। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। ফলে তারা তাদের মাপযন্ত্র (পাল্লা) ঠিক করে নিল। (কুঃ কারীম)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮) ঃ ما سجين - কেউ বলেন, 'সিজ্জীন' বন্দীখানার মত একটি ছোট্ট জায়গা। কেউ বলেন, এটি যমীনের সর্ব নিম্নস্তর। যেখানে কাফির, জালিম ও মুশরিকদের রূহ এবং আমলনামাসমূহ সংরক্ষিত থাকে। সেজন্য বলা হয়েছে "সীলমোহরকৃত আমলনামা"। ইমাম রাজী (র) বলেন- কারো মতে" সিজ্জীন" একটি বৃহৎ পুস্তকের নাম। পাপিষ্ঠদের কার্যলিপি তাতে লেখা হয়। ইবনে কাসীর (র) বলেন, অধিকাংশ বিশ্লেষকের মতে এটি সপ্তম ভূ-খণ্ডের নাম। কেউ বলেন, সপ্তম ভূ-খণ্ডের নীচে এক খণ্ড নীল বর্ণ বিশিষ্ট প্রস্তর আছে সেটিকে সিজ্জীন বলে। কেউ বলেন, এটি জাহান্নামের একটি কূপ।

لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ

লামাহ্জুবূন। ১৬। ছুম্মা ইন্নাহুম লাস্বা-লুল্ জ্বাহীম। ১৭। ছুম্মা ইউক্বা-লু হা-যাল্লাযী কুন্তুম্ বিহী
থেকে আড়ালে থাকবে। (১৬) অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৭) অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা

تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ

তুকায্যিবূন। ১৮। কাল্লা~ইন্না কিতা-বাল্ আব্রা-রি লাফী 'ইল্লিইয়্যীন। ১৯। ওয়ামা~আদরা-কা মা- 'ইল্লিয়্যূন।
অস্বীকার করতে। (১৮) কখনই নয়, নিশ্চয়ই নেককারদের আমলনামা ইল্লীনে সুরক্ষিত, (১৯) তুমি কি জান, ইল্লীন কি?

﴿٢٠﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٢١﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٣﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ

২০। কিতা-বুম মারকূমুই ২১। ইয়াশ্হাদুহুল্ মুক্বার্রাবূন। ২২। ইন্নাল আব্রা-রা লাফী না'ঈম। ২৩। 'আলাল্ আরা—ইকি
(২০) এতো একটি সীলমোহরকৃত আমলনামা, (২১) যারা (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তারা তা দেখতে পায়। (২২) নিশ্চয়ই নেককারগণ থাকবে অনুগ্রহের মধ্যে, (২৩) তারা

يَنْظُرُونَ ﴿٢٤﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٥﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ

ইয়ান্জুরূন, ২৪। তা'রিফু ফী উজূহিহিম নাদ্বরাতান্ না'ঈম। ২৫। ইউস্ক্বাওনা মির্ রাহীক্বিম মাখ্তূম।
সুসজ্জিত উঁচু আসনে বসে দেখতে থাকবে, (২৪) তুমি তাদের মুখমণ্ডলেই মুখের ঔজ্জ্বল্য বুঝতে পারবে। (২৫) তাদেরকে পান করান হবে, মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয়,

﴿٢٦﴾ خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٧﴾ وَمِزَاجُهُ مِنْ

২৬। খিতা-মুহূ মিস্কুন ; ওয়া ফী যা-লিকা ফালইয়াতানা-ফাসিল্ মুতানা-ফিসূন। ২৭। ওয়া মিযা-জুহূ মিন্
(২৬) সে মোহর হবে মিশকের; অতএব এতে (নেয়ামত অর্জনের জন্য আগ্রহী) প্রতিযোগী প্রতিযোগিতা করুক। (২৭) আর ওতে (শরাবে) 'তাসনীমের'

تَسْنِيمٍ ﴿٢٨﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ

তাস্নীম। ২৮। 'আইনাইঁ ইয়াশ্রাবু বিহাল্ মুক্বার্রাবূন। ২৯। ইন্নাল্লাযীনা আজ্রামূ কা-নূ মিনাল্
পানি মিশ্রণ থাকবে। (২৮) সেতো একটি নহর, সেখান থেকে আল্লাহর নিকটতম (অতি প্রিয় বান্দা)-গণ পান করবে। (২৯) নিশ্চয়ই যারা পাপিষ্ঠ

الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا

লাযীনা আ-মানূ ইয়াদ্বহাকূন। ৩০। ওয়া ইযা- মার্রূ বিহিম ইতাগা-মাযূন। ৩১। ওয়া ইযান্ ক্বালাবূ~
তারা মুমিনগণকে উপহাস করত। (৩০) আর যখন তারা, মুমিনগণের কাছে যেত তখন তারা পরস্পরে চোখ দিয়ে ইশারা করত। (৩১) আর যখন তারা

إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ

ইলা~আহ্লিহিমুন্ ক্বালাবূ ফাকিহীন। ৩২। ওয়া ইযা- রাআওহুম ক্বা-লূ~ইন্না- হা~উলা—ই লাদ্বা—ল্লূন।
তাদের নিজ পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে আসত, তখন খুশী মনে ফিরে আসত। (৩২) আর ওরা যখন মুমিনগণকে দেখত তখন বলত, এরাইতো বিভ্রান্ত।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৯) ঃ عليين - 'ইল্লীন' অর্থ উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন। এটি 'সিজ্জীনের' বিপরীত। 'ইল্লীন' আকাশ অথবা জান্নাত। অথবা সিদরাতুল মুনতাহা অথবা আরশের নিকটস্থ জায়গা। যেখানে নেককারগণের রূহ এবং আমলসমূহ সংরক্ষিত হয়ে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সপ্তম আকাশ অথবা জান্নাতকে ইল্লীন বলেছেন। ইমাম কাতাদা ও মুকাতিল (র) বলেন, সপ্তম আকাশের উপরস্থিত আরশের ডান পায়াকে 'ইল্লীন' বলা হয়। ইমাম যেহাক (রা) বলেন, সিদরাতুল মুনতাহাকে 'ইল্লীন' বলা হয়। কোন কোন বিশ্লেষণকারী ভিন্ন ভিন্ন মতের মীমাংসার জন্য এভাবে বলেছেন যে, 'ইল্লীন' সপ্তম আকাশের একটি উন্নতস্থানের নাম। তার নিম্নদেশ 'সিদরাতুল মুনাতাহার" সাথে সংলগ্ন এবং একাংশ জান্নাতের সাথে সংলগ্ন রয়েছে। নেককারগণের মৃত্যুর পরে তাদের রূহ (আত্মা) তথায় পৌছে থাকে। (কুঃ কারীম)

﴿٣٣﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٤﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ

৩৩। ওয়ামা~উর্সিলূ 'আলাইহিম হ্বা-ফিজীন। ৩৪। ফাল্ইয়াওমাল্ লাযীনা আ-মানূ মিনাল কুফ্ফা-রি ইয়াদ্বহাকূন।
(৩৩) অথচ ওদেরকে তো তাদের রক্ষক হিসাবে প্রেরণ করা হয়নি। (৩৪) সুতরাং মুমিনগণ আজ কাফিরদেরকে উপহাস করবে,

﴿٣٥﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٦﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

৩৫। 'আলাল্ আরা—ইকি ইয়ান্জুরূন। ৩৬। হাল্ ছুওয়্যিবাল্ কুফ্ফা-রু মা- কা-নূ ইয়াফ'আলূন।
(৩৫) সু-সজ্জিত উঁচু আসনে বসে তাদের করুণ অবস্থা দেখতে থাকবে। (৩৬) কাফিরেরা তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল পেয়েছে তো?

সূরা ইনশিক্বা-ক্ব
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২৫
রুকূ ঃ ১

﴿١﴾ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿٢﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ

১। ইযাস্ সামা—উন্ শাক্ব্ক্বাত, ২। ওয়া আযিনাত্ লিরাব্বিহা- ওয়া হুক্ব্ক্বাত ৩। ওয়া ইযাল্ আর্দ্বু মুদ্দাত্।
(১) আকাশ যখন ফেটে যাবে, (২) এবং তার রবের নির্দেশ সে পালন করবে এবং এটাই তার যথার্থ কাজ, (৩) পৃথিবীকে যখন প্রসারিত করা হবে,

﴿٤﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٥﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ

৪। ওয়া আল্ক্বাত্ মা- ফীহা- ওয়া তাখাল্লাত, ৫। ওয়া আযিনাত্ লিরাব্বিহা- ওয়া হুক্ব্ক্বাত্। ৬। ইয়া~আইয়্যুহাল ইন্সা-নু
(৪) এবং সে তার ভেতরে যা আছে তা উগরিয়ে দিবে এবং খালি হয়ে পড়বে। (৫) এবং তার রবের নির্দেশ সে পালন করবে, আর এটাই তার যথার্থ কাজ। (৬) হে মানুষ!

إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٧﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٨﴾ فَسَوْفَ

ইন্নাকা কা-দিহুন ইলা- রাব্বিকা কাদ্হান ফামুলা-ক্বীহ। ৭। ফাআম্মা- মান্ উতিয়া কিতা-বাহূ বিয়ামীনিহ্। ৮। ফাসাওফা
নিশ্চয়ই তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে পৌছানো পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করছ, অতঃপর তার সাক্ষাৎ পাবে। (৭) যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, (৮) তার

يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٩﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٠﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ

ইউহ্বা-সাবু হ্বিসা-বাইঁ ইয়াসীরা- ৯। ওয়া ইয়ান্ক্বালিবু ইলা~আহ্লিহী মাস্রূরা-। ১০। ওয়া আম্মা- মান্ উতিয়া
হিসাব নিকাশ অতি সহজে নেয়া হবে, (৯) এবং সে খুশী মনে তার আপনজনদের নিকট চলে যাবে। (১০) যাকে তার আমলনামা

كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١١﴾ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿١٢﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي

কিতা-বাহূ ওয়ারা—আ জাহ্রিহী। ১১। ফাসাওফা ইয়াদ্'উ ছুবূরাওঁ ১২। ওয়া ইয়াস্বলা- সা'ঈরা-। ১৩। ইন্নাহূ কা-না ফী~
তার পিঠের পিছন থেকে দেয়া হবে, (১১) তখন সে শীঘ্র মৃত্যু ডাকবে। (১২) এবং প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে, (১৩) সে তো তার আপনজনদের

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮) ঃ حسابا يسيرا - সহজে হিসাব নেয়ার অর্থ– মুমিনগণের আমলনামা পেশ করা হবে এবং তাতে তাদের ত্রুটিগুলোও তাদের সামনে তুলে ধরা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিজ রহমতে সেগুলো মাফ করে দিবেন। হযরত আয়শা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন, "যার হিসাব নেয়া হল সে ধ্বংস হল।" আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উৎসর্গিত। আল্লাহ কি একথা বলেননি যে, "যার ডান হাতে আমলনামা প্রদান করা হবে তার হিসাব সহজ হবে।" হযরত আয়শা (রা)-এর একথা বলার উদ্দেশ্য যে এ আয়াতের আলোকে হিসাবতো মুমিনগণেরও হবে, তবে তারাও তো ধ্বংস হতে রক্ষা পাবে না। রাসূল (স) বলেন, এটাতো মুমিনগণের আল্লাহর সামনে শুধু উপস্থিতি। অর্থাৎ মুমিনগণের সাথে হিসাব-নিকাশের ব্যাপার নয়। শুধু একটি সাক্ষাৎকার মুমিনগণকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে (সত্যিই) ধ্বংস হল। (কুঃ কারীম)

أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾ فَلَا

আহ্লিহী মাস্‌রূরা-। ১৪। ইন্নাহূ জান্না আল্ লাই ইয়াহূরা। ১৫। বালা~ইন্না রাব্বাহূ কা-না বিহী বাস্বীরা-। ১৬। ফালা~
মধ্যে আনন্দেই ছিল। (১৪) সে ধারণা করেছিল যে, তারা কখনও আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে না। (১৫) হ্যাঁ অবশ্যই তার রবের কাছে ফিরে যাবে, নিশ্চয়ই তার রব তাকে ভালোভাবেই দেখছিলেন। (১৬) আমি শপথ করছি,

أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا

উক্‌সিমু বিশ্‌শাফাক্বি। ১৭। ওয়াল্লাইলি ওয়ামা- ওয়াসাক্বা ১৮। ওয়াল্‌ক্বামারি ইযাত্ তাসাক্বা। ১৯। লাতার্‌কাবুন্না ত্বাবাক্বান্
পশ্চিম দিকের সন্ধ্যা লালিমার। (১৭) এবং রাতের এবং সে যা একত্রিত করে সে সব বস্তুর, (১৮) আর শপথ চন্দ্রের, যখন সে পূর্ণ হয়, (১৯) নিশ্চয়ই তোমরা এক স্তর হতে

সিজদাহ

عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩

'আন্ ত্বাবাক্ব। ২০। ফামা- লাহুম লা-ইউ'মিনূন। ২১। ওয়া ইযা- কুরিআ 'আলাইহিমুল্ কুরআ-নু লা- ইয়াস্‌জুদূন।
অন্য স্তরে আরোহণ করবে। (২০) সুতরাং তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনছে না? (২১) যখন তাদের সামনে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজদা করে না।

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُم

২২। বালিল লাযীনা কাফারূ ইউকায্‌যিবূন। ২৩। ওয়াল্লা-হু আ'লামু বিমা- ইউ'উন। ২৪। ফাবাশ্‌শির্‌হুম্
(২২) বরং কাফিরেরা (কুরআনকে) অস্বীকার করে। (২৩) তারা অন্তরে যা ধারণ করছে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। (২৪) সুতরাং তাদেরকে কষ্টদায়ক

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

বি'আযা-বিন আলীম-। ২৫। ইল্লাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুছ্ স্বা-লিহ্বা-তি লাহুম আজ্‌রুন্ গাইরু মাম্‌নূন।
শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২৫) কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তারা ব্যতীত। তাদের জন্য রয়েছে এমন পুরস্কার, যা কখনো শেষ হবার নয়।

সূরা বুরূজ
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২২
রুকূ ঃ ১

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قُتِلَ

১। ওয়াস্ সামা—ই যা-তিল বুরূজ্বি, ২। ওয়াল ইয়াওমিল মাও'উদি, ৩। ওয়া শা-হিদিওঁ ওয়া মাশ্‌হূদ্। ৪। কুতিলা
(১) শপথ, বুরূজ সমন্বিত আকাশের; (২) আর শপথ, ওয়াদাকৃত দিবসের; (৩) আর শপথ সাক্ষীর এবং যার সাক্ষ্য দেয়া হবে তার। (৪) ধ্বংস হয়েছে

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ بروج - 'বুরূজ' অর্থ নিয়ে তফসীরকারদের মতভেদ রয়েছে। কেহ বলেন, এর অর্থ চন্দ্রের অবস্থিতি স্থানসমূহ। কেহ্ বলেণ বড় তারকাসমূহ। অধিকাংশ তফসীরকারদের মতে এর অর্থ রাবিসমূহ। কেউ বলেন, এর দ্বারা আকাশের দ্বারসমূহকে বুঝানো হয়েছে। অথবা চন্দ্রের ভ্রমণের পথকে বুঝানো হয়েছে। (তাঃ কাদেরী) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩) ঃ وشاهد ومشهود - শপথ সাক্ষী আর যার সাক্ষী দেয়া হয়, তফসীরকারদের মতে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাওকানী (র) বলেন, شاهد (সাক্ষী) দ্বারা জুমার দিনকে বুঝান হয়েছে। সেদিন যে আমল করা হবে তা কিয়ামতের দিন সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হবে এবং مشهود (যার সাক্ষী দেয়া হবে) দ্বারা আরাফার ৯ই জিলহজ্জের দিনকে বুঝান হয়েছে। যেদিন মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়ে থাকে। এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের অর্থ হবে, উপস্থিত বা উপাস্থাপিত বিষয়ের শপথ। কেউ বলেন, شاهد '(সাক্ষী)' দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বুঝান হয়েছে। আর مشهود (যার সাক্ষী দেয়া হবে) দ্বারা উম্মতগণকে বুঝান হয়েছে। অথবা شاهد দ্বারা শেষ নবীর (স) উম্মতগণকে বুঝান হয়েছে এবং مشهود দ্বারা পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতগণকে বুঝান হয়েছে।-(এ অর্থের আলোকেই এখানে অনুরূপ করা হয়েছে) (তাঃ কাদেরী)

✪ ঘটনা (আঃ ৪) ঃ অগ্নিকুন্ডের ব্যবস্থাপকদের কাহিনী ঃ আগেকার যুগে (শাম দেশে) এক বাদশাহ ছিলেন। তার একজন যাদুকর ছিল। যখন সে যাদকুর বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন বাদশাহর কাছে সে বলল যে, আমাকে একটি মেধাবী বালক দিন, যাকে আমি আমার যাদু বিদ্যা শিখাব। সুতরাং বাদশাহ একটি মেধাবী বালক বাছাই করে তার কাছে প্রেরণ করেন। বালক নিয়মিত যাদুকরের কাছে যাতায়াত করতে থাকে। বালকটির যাতায়াতের পথে এক পাদ্রীর আশ্রয় ছিল। পাদ্রীর অনেক কথা তার কাছে খুব ভালই লাগত। এভাবে চলতে থাকে। একদিন বালক যাদুকরের কাছে যাচ্ছিল। [অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ

আস্বহ্বা-বুল উখ্‌দূদ্। ৫। আন্ না-রি যা-তিল ওয়াকূদ্, ৬। ইয্‌হুম 'আলাইহা- কু'উদুওঁ ৭। ওয়া হুম
কুণ্ডের মালিকগণ। (৫) যে (কুণ্ডের) অগ্নি ছিল, ইন্ধন জ্বালানি উপকরণ যুক্ত, (৬) যখন তারা তার (কুণ্ডের) পাশে বসেছিল, (৭) এবং

عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

'আলা- মা- ইয়াফ'আলূনা বিল্ মু'মিনীনা শুহূদ। ৮। ওয়া মা-নাক্বামূ মিন্‌হুম ইল্লা~আঁই ইউ'মিনূ বিল্লা-হিল
মুমিনগণের উপর যা (নির্যাতন) করা হচ্ছিল তারা তা দেখছিল। (৮) ওরা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এজন্য যে, তারা ঈমান এনেছিল আল্লাহর প্রতি।

الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

'আযীযিল্ হ্বামীদ। ৯। আল্লাযী লাহূ মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ্বি ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্
যিনি মহা প্রতাপশালী ও প্রশংসার যোগ্য। (৯) তিনি এমন মহান যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই এবং আল্লাহ সব কিছুর

شَهِيدٌ ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ

শাহীদ্। ১০। ইন্নাল্লাযীনা ফাতানুল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি ছুম্মা লাম ইয়াতূবূ ফালাহুম
দর্শনকারী। (১০) যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে (নির্যাতন করে) কষ্ট দিয়েছে। অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে

عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

'আযা-বু জ্বাহান্নামা ওয়া লাহুম 'আযা-বুল্ হ্বারীক্ব। ১১। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব
জাহান্নামের শাস্তি। এবং অগ্নির জ্বলন্ত শাস্তি। (১১) নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে,

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾

স্বা-লিহ্বা-তি লাহুম জ্বান্না-তুন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্বতিহাল্ আন্‌হা-রু ; যা-লিকাল্ ফাওযুল্ কাবীর।
তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, (আর) এটাই বিরাট সফলতা।

পথে দেখতে পেল যে, একটি বড় বাঘ অথবা সাপ রাস্তার উপরে অবস্থান করে লোকদের যাতায়াত পথ বন্ধ করে দিল। এতদর্শনে, বালকটি যাদুকর এবং পাদ্রীকে পরীক্ষা করার জন্য একখন্ড প্রস্তর হাতে নিয়ে বলল, "হে আল্লাহ! যদি পাদ্রীর সংস্পর্শ গণকের সংস্পর্শের চেয়ে (আমার জন্য) কল্যাণকর হয়, তবে এ প্রস্তরের আঘাতে জানোয়ারটিকে মেরে ফেল। যাতে লোকেরা যাতায়াত করতে পারে।" এ বলে, প্রস্তর খন্ড জানোয়ারের দিকে নিক্ষেপ করল, সাথে সাথে সেটি মারা গেল। বালকটি এ ঘটনাটি পাদ্রীকে বলল। পাদ্রী ঘটনাটি শুনে বললেন, বালক! তুমি উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছে গেছ। তোমার এখন পরীক্ষার সময়। খবরদার! এ কঠিন পরীক্ষার সময় আমার নাম প্রকাশ করবে না। বালকটি জন্মান্ধ, কুষ্ঠরোগ এবং আরও অন্যান্য জটিল রোগের চিকিৎসা করত। কিন্তু এ চিকিৎসা করত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার শর্তে। এ শর্তের উপর বাদাশাহর একটি অন্ধ ভৃত্যেরও চিকিৎসা করেন। আল্লাহর রহমতে বালকটির দোয়ায় সে ভাল হয়ে যায়। বালকটি সকলকে একথাই বলত যে, "যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন, তবে তাঁর কাছে তোমাদের সুস্থতার জন্য দোয়া করব। আশা করি আল্লাহ ভাল করে দিবেন।" আর বালকটির দোয়া আল্লাহ কবুলও করতেন। বাদশাহর কাছে এ খবর পৌছল। বাদশাহ খুব পেরেশান হয়ে গেল। বহু ঈমান গ্রহণকারীগণকে সে (অত্যাচারী বাদশাহ) হত্যা করল। আর বালকটির ব্যাপারে সে তার কয়েকজন লোককে এ বলে নির্দেশ দিল যে, তাকে পাহাড়ের চূড়ায় সেখান থেকে নীচে নিক্ষেপ কর। যখন তাকে নিয়ে চূড়ায় উঠল, তখন বালকটি দোয়া করলেন, তাঁর দোয়ায় সাথে সাথে পাহাড় কম্পন করল। ফলে তাঁর সাথের লোকেরা পড়ে মারা গেল। আল্লাহ শুধু তাঁকে রক্ষা করলেন। অতঃপর বাদশাহ অন্য আর একটি দলকে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে একটি নৌকায় আরোহণ করিয়ে সমুদ্রের মাঝে নিয়ে ছেড়ে দাও। যখন তাঁকে নিয়ে সমুদ্রের মাঝ বরাবর যাওয়া হল, তখন সমুদ্রে এমন তুফান শুরু হল যে, নৌকার আরোহীরা নৌকা উলটে সব মারা গেল। বালকটি বাদশাহকে বললেন, বাদশাহ! যদি আমাকে আপনার মারতেই হয় তবে, এভাবে পারবেন না। পদ্ধতি একটিই আছে, যা হচ্ছে একটি উন্মুক্ত ময়দানে লোকদের সমবেত করে।
بسم الله رب الغلام - (আল্লাহর নামে, যিনি এ বালকের প্রতিপালক) বলে, আমার দিকে তীর নিক্ষেপ করুন। বাদশাহ এভাবেই করল যাতে বালকটি মারা গেল। কিন্তু এতদর্শনে উপস্থিত জনতা চীৎকার করে বলে উঠল, "আমরা এ বালকটির প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।" বাদশাহ এতে আরও অস্থির হয়ে পড়ল এবং ক্রোধান্বিত হয়ে রাস্তার পার্শ্বে একটি কূয়াখনন করিয়ে তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করল এবং নির্দেশ দিল যে, এ প্রজ্বলিত অগ্নি কুন্ডে, তাদেরকে নিক্ষেপ কর। যারা বালকের প্রতিপালকের প্রতি আনিত ঈমান প্রত্যাখ্যান না করে। এভাবে মুমিনগণকে অগ্নিকুন্ডের সামনে আনা হয় এবং দৃঢ় মুমিনগণকে জ্বলন্ত অগ্নি কুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়। শেষ পর্যন্ত এক মুমিন মহিলা এসে উপস্থিত হল। যার সাথে একটি শিশু সন্তান ছিল। সে সন্তানটির মায়ায় একটু ইতস্তত করছিল। অকস্মাৎ শিশু সন্তানটি বলে উঠল "মা" তুমি একটু ধৈর্যধারণ কর, তুমিই সত্য পথে আছ।" (কুঃ কারীম)

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝١٢ إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۝١٣ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ

১২। ইন্না বাত্ব্‌শা রাব্বিকা লাশাদীদ। ১৩। ইন্নাহূ হুওয়া ইউব্‌দিউ ওয়া ইউ'ঈদ। ১৪। ওয়া হুওয়াল্ গাফূরুল্
(১২) নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও খুবই কঠিন। (১৩) নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) প্রথম সৃষ্টি করেন এবং পুনর্জীবিত করেন, (১৪) তিনি ক্ষমাশীল,

ٱلْوَدُودُ ۝١٤ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۝١٥ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝١٦ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ

ওয়াদূদু (১৫) যুল্ 'আরশিল্ মাজীদ্। ১৬। ফা'অ্যা-লুল্ লিমা- ইউরীদ্। ১৭। হাল্ আতা-কা হ্বাদীছুল্
প্রেমময়, (১৫) আরশের মালিক, অতি মর্যাদাবান। (১৬) তিনি যা চান তা-ই করেন। (১৭) তোমার কাছে সে সৈন্যবাহিনীর বিবরণ

ٱلْجُنُودِ ۝١٧ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝١٨ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى تَكْذِيبٍ ۝١٩ وَٱللَّهُ

জুনূদ্। ১৮। ফির'আওনা ওয়া ছামূদ্। ১৯। বালিল্ লাযীনা কাফারূ ফী তাক্‌যীবিওঁ ২০। ওয়াল্লা-হু
এসে পৌঁছবে কি? (১৮) ফিরআউন ও সামূদের? (১৯) এরপরেও কাফিরেরা মিথ্যারোপ করতে (নিমগ্ন) রয়েছে। (২০) আর আল্লাহ্

مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطٌۢ ۝٢٠ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ۝٢١ فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍۭ

মিওঁ ওয়ারা—ইহিম্ মুহ্বীত্ব। ২১। বাল্ হুওয়া কুর্‌আ-নুম্ মাজ্বীদ্। ২২। ফী লাওহ্বিম মাহ্বফূজ।
তাদের পেছন হতে ঘিরে রয়েছেন। (২১) বরং এ হচ্ছে মর্যাদাবান কুরআন, (২২) যা সুরক্ষিত ফলকের মধ্যে রয়েছে।

রুকূ ১ / ১০

সূরা ত্বা-রেক

মক্কী | আয়াত ঃ ১৭ | রুকূ ঃ ১

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্বমা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ۝١ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۝٢ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ۝٣ إِن كُلُّ

১। ওয়াস্ সামা—ই ওয়াত্ত্বা-রিক্ব, ২। ওয়া মা ~আদ্‌রা-কা মাত্ব ত্বা-রিকু ৩। আন্ নাজ্‌মুছ্ ছা-ক্বিব্। ৪। ইন্ কুল্লু
(১) শপথ আকাশের এবং রাতে যে আগমন করে তার? (২) তুমি কি জান রাতে আগমনকারী জিনিসটা কি? (৩) সেটি উজ্জ্বল তারকা। (৪) প্রতিটি মানুষের

نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِن مَّآءٍ

নাফ্‌সিল্ লাম্মা-'আলাইহা- হ্বা-ফিজ। ৫। ফালইয়ান্‌যুরিল্ ইন্‌সা-নু মিম্মা খুলিক্ব। ৬। খুলিক্বা মিম মা—ইন্
সাথেই রক্ষক (ফেরেশতা) রয়েছে। (৫) সুতরাং মানুষ ভেবে দেখুক কোন বস্তু দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৬) তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত

دَافِقٍ ۝٦ يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ۝٧ إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجْعِهِۦ لَقَادِرٌ

দা-ফিক্বিই ৭। ইয়াখ্‌রুজু মিম্ বাইনিস্ব স্বুল্‌বি ওয়াত্ তারা—ইব। ৮। ইন্নাহূ 'আলা- রাজ্'ইহী লাক্বা-দির।
পানি (বীর্য) হতে। (৭) যা বেরিয়ে আসে মেরুদণ্ড ও বক্ষস্থিত অস্থিসমূহের মধ্য হতে। (৮) তিনি মানুষকে প্রত্যাবর্তন করাতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

○ শানে নুযূল (আঃ ১) ঃ একরাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু তালেব তাঁর গৃহে সাক্ষাতের জন্য আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর আহারের জন্য রুটি ও দুধের ব্যবস্থা করেন। তাঁরা উভয়ই খেতে ছিলেন। এমতাবস্থায় একটি উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর এত নিকট প্রকাশিত হল যে, তার জ্যোতিতে সমস্ত গৃহ আলোকিত হয়ে গেল এবং তার আলোতে আবু তালিবের চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে গেল। তিনি ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এটা কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে সময় শয়তানেরা আকাশের গুপ্তখবর অনুসন্ধানের জন্য উপড়ে উঠে, তখন ফিরিশতাগণ উক্ত উল্কা নিক্ষেপ করে তাদেরকে বিতাড়িত করেন। এটা আল্লাহ তায়ালার মহান নিদর্শনাবলীর একটি নিদর্শন। (তাঃ কাদেরী)

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ ۝٩ فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝١٠ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ

৯। ইয়াওমা তুব্‌লাস্ সারা—ইর, ১০। ফামা- লাহূ মিন্ কুওয়্যাতিওঁ ওয়ালা- না-স্বির। ১১। ওয়াস্ সামা—ই যা-তির রাজ্'ই,
(৯) যেদিন প্রকাশিত হবে তাদের গোপন বিষয়, (১০) সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না। (১১) শপথ বৃষ্টিযুক্ত আকাশের।

وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ۝١٢ إِنَّهُۥ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝١٣ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ۝١٤ إِنَّهُمْ

১২। ওয়াল্ আরদ্বি যা-তিস্ব স্বাদ্'ই, ১৩। ইন্নাহূ লাক্বাওলুন্ ফাস্বলুওঁ ১৪। ওয়ামা- হুওয়া বিল্ হায্‌লি। ১৫। ইন্নাহুম
(১২) শপথ বিদীর্ণ হওয়া ভূখণ্ডের (১৩) নিশ্চয়ই এ কুরআন হচ্ছে হক ও বাতিলের মধ্যে ফয়সালা বাণী। (১৪) এবং এটি কৌতুক না, (১৫) তারাতো

يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝١٥ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝١٦ فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا

ইয়াকীদূনা কাইদাওঁ ১৬। ওয়া আকীদু কাইদা-। ১৭। ফামাহ্‌হিলিল্ কা-ফিরীনা আম্‌হিল্‌হুম রুওয়াইদা-।
প্রতারণা করছে, (১৬) আমিও মহা কৌশল (অবলম্বন) করি। (১৭) সুতরাং কাফিরদেরকে সুযোগ দিন কিছু কালের জন্য।

রুকূ ১ / ১১

সূরা আ'লা

মক্কী | আয়াত ঃ ১৯ | রুকূ ঃ ১

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্বমা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۝١ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝٢ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ

১। সাব্বিহ্বিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা- ২। আল্লাযী খালাক্বা ফাসাওয়্যা-। ৩। ওয়াল্লাযী ক্বাদ্দারা ফাহাদা-।
(১) তুমি তোমার মহামহিম রবের নামের তাসবীহ বর্ণনা কর। (২) যিনি সৃষ্টি করেন ও অঙ্গসৌষ্ঠব বিশিষ্ট করেন। (৩) যিনি সব কিছু নির্ধারণ করেন এবং পথ দেখান,

وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۝٤ فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ ۝٥ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ

৪। ওয়াল্লাযী~আখ্‌রাজাল্ মার'আ-। ৫। ফাজা'আলাহূ গুছা—আন্ আহ্বওয়া-। ৬। সানুক্বরিউকা ফালা- তান্‌সা~।
(৪) আর যিনি ঘাস উৎপন্ন করেন। (৫) এবং পরে তা কালো আবর্জনায় পরিণত করেন। (৬) সত্ত্বর আমি তোমাকে পাঠ করাব, ফলে তুমি ভুলবে না।

إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۝٧ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۝٨ فَذَكِّرْ

৭। ইল্লা- মা- শা-আল্লা-হ্; ইন্নাহূ ইয়া'লামুল জ্বাহ্‌রা ওয়ামা- ইয়াখ্‌ফা-। ৮। ওয়া নুইয়াস্‌সিরুকা লিল ইউস্‌রা-। ৯। ফাযাক্কির
(৭) কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ভিন্ন; তিনি জানেন প্রকাশ্য বিষয় এবং যা গোপন আছে সে বিষয়েও। (৮) আমি তোমাকে এমন সহজ পথ প্রদর্শন করব, যাতে তোমার চলতে সহজ হয়। (৯) অতঃপর তুমি উপদেশ দিতে থাক,

إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۝٩ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ۝١٠ وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ۝١١ ٱلَّذِى

ইন নাফা'আতিয্ যিক্‌রা-। ১০। সাইয়ায্‌যাক্কারু মাই ইয়াখ্‌শা-। ১১। ওয়া ইয়াতাজান্নাবুহাল্ আশ্‌ক্বাল্ ১২। লাযী
যদি সে উপদেশ ফলদায়ক হয়। (১০) যে আল্লাহকে ভয় করে সেতো উপদেশ গ্রহণ করবে। (১১) আর যে তা এড়িয়ে চলবে, সে অত্যন্ত দুর্ভাগাবান। (১২) সে

○ টীকা (আঃ ১৭) ঃ অর্থাৎ কাফেরেরা সত্যকে দাবায়ে রাখার জন্য নানাবিধ তদবীর করছে, আমিও তাদের চেষ্টা বিফল করে দেয়ার জন্য তদবীর করছি; সুতরাং তাদের বিরোধিতার দরুন আপনি ঘাবড়াবেন না, তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা আমি যথাসময়ে করব। ○ টীকা (আঃ ৭) ঃ অর্থাৎ যতটুকু আমার ইচ্ছা হবে, ততটুকু আপনার মন হতে মুছে ফেলব, একে 'নাসখ' বলা হয়। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৮) ঃ অতএব, কোন কিছুর উপকারিতা ও অপকারিতা তাঁর অজ্ঞাত নয়, যা আপনার মনে রাখা উপকারী, তা মনে রাখবেন এবং যা উপকারী নয় তা ভুলায়ে দিবেন। ○ টীকা (আঃ ৮) ঃ অর্থাৎ এই শরীয়ত বুঝাও সহজ হবে, এর বিধানসমূহ মানিয়া চলাও সহজ হবে এবং সকল বাধা দূর করে এর প্রচারও আপনার জন্য সহজ করে দিব। (বঃ কোঃ)

يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ⑬ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ⑭ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

ইয়াস্বলান্ না-রাল্ কুব্‌রা-। ১৩। ছুম্মা লা- ইয়ামূতু ফীহা- ওয়ালা- ইয়াহ্‌ইয়া-। ১৪। ক্বাদ্ আফ্‌লাহা মান্ তাযাক্কা-।
ভীষণ আগুনের মধ্যে প্রবেশ করে। (১৩) অতঃপর তার সেখানে মৃত্যুও হবে না এবং বেঁচেও থাকবে না। (১৪) সে-ই তো কামিয়াব হবে, যে আত্মশুদ্ধি করে।

⑮ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ⑯ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ⑰ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ

১৫। ওয়া যাকারাস্‌মা রাব্বিহী ফাস্বাল্লা-। ১৬। বাল্ তু'ছিরূনাল্ হ্বায়া-তাদ্ দুন্‌ইয়া-। ১৭। ওয়াল্ আ-খিরাতু খাইরুওঁ
(১৫) এবং তাঁর রবের নামের যিকির করে আর নামাজ আদায় করে। (১৬) কিন্তু তোমরা প্রাধান্য দাও পার্থিব জীবনকে। (১৭) অথচ পরকাল হচ্ছে অতি উত্তম

وَأَبْقَىٰ ⑱ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ⑲ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ

ওয়া আব্‌ক্বা-। ১৮। ইন্না হা-যা- লাফিস্ব স্বুহুফিল্ উলা-। ১৯। ছুহুফি ইব্‌রা-হীমা ওয়া মূসা-।
এবং চিরস্থায়ী। (১৮) একথা অবশ্যই লিখিত রয়েছে পূর্বের কিতাবগুলোতে। (১৯) এবং ইব্রাহীম ও মূসার কিতাবেও।

১ রুকূ ১২

সূরা গা-শিয়াহ
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২৬
রুকূ ঃ ১

① هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ② وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ③ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

১। হাল্ আতা-কা হ্বাদীছুল্ গা-শিয়াহ্। ২। উজূহুঁই ইয়াওমাইযিন্ খা-শি'আহ্। ৩। 'আ-মিলাতুন্ না-স্বিবাহ্।
(১) তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামত এর খবর এসেছে কি? (২) সেদিন অনেকের মুখ নীচু হবে, (৩) পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত,

④ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ⑤ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ⑥ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ

৪। তাস্বলা- না-রান্ হ্বা-মিয়াহ্। ৫। তুস্‌ক্বা-মিন্ 'আইনিন্ আ-নিয়াহ্। ৬। লাইসা লাহুম ত্বা'আ-মুন ইল্লা- মিন্ দ্বারী'ইল্
(৪) তারা প্রবেশ করবে উত্তপ্ত আগুনে। (৫) তাদের পান করান হবে তাপযুক্ত পানির ঝরণা থেকে। (৬) তাদের জন্য কাটা ওয়ালা ঝাড় ছাড়া আর কোন খাদ্য থাকবে না।

⑦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ⑧ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ⑨ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ

৭। লা- ইউস্‌মিনু ওয়ালা- ইউগ্‌নী মিন্ জূ'ইন্। ৮। উজূহুঁই ইয়াওমাইযিন্ না-'ইমাতুল্ ৯। লিসা'ইহা- রা-দ্বিয়াহ্।
(৭) যা পুষ্টি সাধন করে না এবং ক্ষুধাও মিটায়না। (৮) সেদিন অনেকের চেহারা হবে আনন্দে উদ্বেলিত। (৯) তারা তাদের চেষ্টার জন্য খুশী থাকবে।

⑩ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑪ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ⑫ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑬ فِيهَا سُرُرٌ

১০। ফী জান্নাতিন্ 'আ-লিয়াহ্ ১১। লা- তাস্‌মা'উ ফীহা- লা-গিয়াহ্। ১২। ফীহা- 'আইনুন্ জা-রিয়াহ্। ১৩। ফীহা- সুরুরুম্
(১০) তারা থাকবে উঁচু জান্নাতে। (১১) সেখানে তারা কোন নিরর্থক কথা শোনবে না। (১২) সেখানে থাকবে প্রবাহিত নহরসমূহ, (১৩) সেখানে থাকবে সু-সজ্জিত

✪ টীকা (আঃ ১৪) ঃ সূরার প্রথম হতে এই পর্যন্ত আয়াতগুলোর সারমর্ম এই যে, হুযুর (স)-এর প্রতি আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি নিজের আত্মিক অবস্থার পরিপূর্ণতাও সাধন করুন, অন্যকেও একথাই শিক্ষা দিন, আমি (আল্লাহ্) সর্বাবস্থায়ই আপনার সহায় আছি, আর নসীহতের নিজস্ব ফলপ্রসূতার প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে, নসীহত করা অবশ্যকর্তব্য। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ১৯) ঃ অর্থাৎ, আখেরাতের উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কেবল কোরআনেরই নহে; বরং কোরআনের পূর্ববর্তী যত আসমানী কিতাব ও ছহীফা রয়েছে সমস্ত কিতাবেরই। মারফু হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি দশটি ছহীফা এবং হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তওরাতের পূর্বে দশটি ছহীফা অবতীর্ণ হয়েছিল। (বঃ কোঃ)
✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ الغاشية - অর্থ কিয়ামত। এজন্য যে, তার ভয়াবহ অবস্থা সমস্ত সৃষ্টিকে আচ্ছাদিত করবে।

مَّرْفُوعَةٌ ⑭ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ⑮ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ⑯ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ

মারফূ'আহ্। ১৪। ওয়া আক্‌ওয়া-বুম্ মাওদ্বূ'আহ্। ১৫। ওয়া নামা-রিকু মাস্বফূফাহ্। ১৬। ওয়া যারা-বিয়্যু মাব্‌ছূছাহ্।
বহু আসন (১৪) সুরক্ষিত পান পাত্র। (১৫) সারি সারি সাজানো বালিশ, (১৬) আর থাকবে বিছানো গালিচা,

⑰ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ⑱ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

১৭। আফালা- ইয়ান্‌জুরূনা ইলাল্ ইবিলি কাইফা খুলিক্বাত। ১৮। ওয়া ইলাস্ সামা—ই কাইফা রুফি'আত্।
(১৭) তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না? কিভাবে সেটি সৃষ্টি করা হয়েছে? (১৮) এবং আকাশের দিকে, কিভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে?

⑲ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ⑳ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ㉑ فَذَكِّرْ

১৯। ওয়া ইলাল্ জ্বিবা-লি কাইফা নুস্বিবাত্। ২০। ওয়া ইলাল্ আর্‌দ্বি কাইফা সুত্বিহ্বাত্। ২১। ফাযাক্কির ;
(১৯) এবং পাহাড়গুলোর দিকে, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে? (২০) আর ভূ-পৃষ্ঠের দিকে, কিভাবে তাকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। (২১) অতএব আপনি উপদেশ

إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ㉒ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ㉓ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ㉔ فَيُعَذِّبُهُ

ইন্নামা~ আন্‌তা মুযাক্কির। ২২। লাস্‌তা 'আলাইহিম বিমুস্বাইত্বির। ২৩। ইল্লা- মান্ তাওয়াল্লা- ওয়া কাফারা। ২৪। ফাইউ'আয্‌যিবুহুল
দিতে থাকুন, আপনি তো একজন উপদেশকারী মাত্র, (২২) আপনি নন তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত, (২৩) কিন্তু যে প্রত্যাখ্যান করে এবং কুফরী করে, (২৪) আল্লাহ তাকে

اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ㉕ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ㉖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم

লা-হুল 'আযা-বাল্ আক্‌বার। ২৫। ইন্না ইলাইনা~ইয়া-বাহুম। ২৬। ছুম্মা ইন্না 'আলাইনা- হ্বিসা-বাহুম।
দিবেন কঠোর শাস্তি। (২৫) নিশ্চয়ই আমার কাছেই তাদের ফিরে আসতে হবে, (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ নেয়া আমারই দায়িত্ব।

অর্ধাংশ ১ রুকূ ১৩

সূরা ফাজ্‌র
মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩০
রুকূ ঃ ১

① وَالْفَجْرِ ② وَلَيَالٍ عَشْرٍ ③ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ④ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

১। ওয়াল্‌ফাজ্‌রি। ২। ওয়া লায়া-লিন্ 'আশ্‌রিওঁ ৩। ওয়াশ্‌শাফ'ই ওয়াল্ ওয়াত্‌রি। ৪। ওয়াল্লাইলি ইযা- ইয়াস্‌রি।
(১) শপথ ফজরের, (২) শপথ দশ রাতের, (৩) এবং জোড় ও বেজোড়ের; (৪) শপথ রাতের, যখন তা চলে যায়।

✪ টীকা (আঃ ১৬) ঃ অর্থাৎ, সর্বত্র কেবল গালিচাই দৃষ্টিগোচর হবে, এইভাবে সর্বত্র গালিচাসমূহ বিছানো থাকাতে বেহেশতীগণ যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বিশ্রাম করতে পারবে। ✪ টীকা (আঃ ১৮) ঃ অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ করে উট, আসমান, পাহাড় এবং যমীন এই চারিটি বস্তুর উল্লেখ তৎকালীন আরবদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। আরবের তৎকালীন লোকেরা সাধারণতঃ মাঠে চলাফেরা করত। তাদের সঙ্গে থাকিত উট, উপরে নীল আসমান, পদতলে বালুকাময় যমীন, পার্শ্বে পাহাড়শ্রেণী। অতএব, তাদের পরিপার্শ্বিক পাহাড়শ্রেণী। অতএব, তাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে সকলকেই খোদার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন বুঝে নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ২০) ঃ এই বাক্যটিকে পৃথিবী গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী মনে করার কারণ নেই। ভূপৃষ্ঠ আমাদের দৃষ্টিতে যেরূপ দেখা যায়, উহার উল্লেখ করে উপদেশ দান করাই এস্থলে উদ্দেশ্য। (বঃ কোঃ)
✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২) ঃ وليال عشر -এর অর্থ অধিকাংশ তাফসীরকার মতে, যিলহজ্জের প্রথম দশদিন। যার ফজীলত হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "যিলহজ্জের দশদিনের নেক আমল, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয়। এমনকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়েও। কিন্তু সে জিহাদ ব্যতীত যাতে মুসলমান শহীদ হন। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩) ঃ الشفع, - জোড় ও বেজোড়ের অর্থ প্রকাশের ব্যাপারে তফসীরকারদের মধ্যে বহু মত রয়েছে। যেমন- কারো মতে, জোড় দ্বারা হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ) এবং বেজোড় দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। স্রষ্টা, আল্লাহ। জোড়- আছর, জোহর এশা ও ফজরের নামাজ এবং বিজোড় মাগরিব নামাজ। জোড় আট বেহেশত এবং বেজোড় সপ্ত দোজখ। জোড় মানুষের বৈশিষ্ট্য যেমন- জ্ঞান, অজ্ঞান, ক্ষমতা-অক্ষমতা, জীবন-মরণ। বেজোড়- আল্লাহর গুণাবলী। যথা- সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী, পূর্ণক্ষমতাবান ইত্যাদি। (তাঃ কাঃ)

هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۝٥ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ إِرَمَ

৫। হাল্ ফী যা-লিকা ক্বাসামুল্ লিযী হ্বিজ্‌রি। ৬। আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বি'আ-দ্। ৭। ইরামা
(৫) এসবের মধ্যে কি বিবেকবানের জন্য যথেষ্ট শপথ নয়? (৬) তোমার কি জানা নেই যে, তোমার প্রতিপালক কিরূপ করেছেন, 'আদ' সম্প্রদায়ের সাথে, (৭) যারা ছিল

ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨ وَثَمُودَ الَّذِينَ

যা-তিল্ 'ইমা-দিল্ ৮। লাতী লাম ইউখ্‌লাক্ব মিছ্‌লুহা- ফিল বিলা-দ্। ৯। ওয়া ছামূদাল্ লাযীনা
স্তম্ভধারী ইরাম বংশের (৮) (পৃথিবীর) অন্য আর কোন দেশে যার তুল্য সৃষ্টি হয়নি। (৯) এবং সামুদ (সম্প্রদায়)-এর প্রতি? যারা উপত্যকায়

جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝١٠ الَّذِينَ طَغَوْا فِي

জ্বা-বুস্ব স্বাখ্‌রা বিল্ ওয়া-দ্। ১০। ওয়া ফির্'আওনা যিল্ আওতা-দিল্ ১১। লাযীনা ত্বাগাও ফিল্
গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে পাথর কর্তন করেছিল। (১০) আর ফেরাউনের সাথে? যে ছিল বহু পেরেকের মালিক। (১১) যারা দেশে নাফরমানী

الْبِلَادِ ۝١١ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣ إِنَّ

বিলা-দ্। ১২। ফাআক্‌ছারূ ফীহাল্ ফাসা-দ্। ১৩। ফাস্বাব্বা 'আলাইহিম রাব্বুকা সাওত্বা 'আযা-ব্। ১৪। ইন্না
করেছিল; (১২) আর বৃদ্ধি করেছিল উপদ্রব (বিশৃংখলা)। (১৩) তাদের উপর তোমার প্রতিপালক শাস্তির চাবুক হানলেন। (১৪) নিশ্চয়ই

رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ

রাব্বাকা লাবিল্ মিরস্বা-দ্। ১৫। ফাআম্মাল্ ইন্‌সা-নু ইযা- মাব্ তালা-হ্ রাব্বুহূ ফাআক্‌রামাহূ ওয়া না'আ্যামাহূ,
তোমার রব প্রতীক্ষাস্থলে রয়েছেন। (১৫) কিন্তু এ মানুষ যখন তার রব তাকে পরীক্ষার জন্য তাকে সম্মান এবং নেয়ামত দান করেন, তখন সে বলে,

فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝١٥ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ

ফাইয়াকুলু রাব্বী~আক্‌রামান্। ১৬। ওয়া আম্মা~ইযা- মাবতালা-হ্ ফাক্বাদারা 'আলাইহি রিযক্বাহূ ফাইয়াকুলু
আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মান দান করেছেন। (১৬) আর যখন তাকে পরীক্ষা করার জন্য, তার রিযিক কমিয়ে দেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক

رَبِّي أَهَانَنِ ۝١٦ كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝١٧ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ

রাব্বী~আহা-নান। ১৭। কাল্লা- বাল লা- তুক্‌রিমূনাল ইয়াতীম। ১৮। ওয়া লা-তাহ্বা—দ্দূনা 'আলা- ত্বা'আ-মিল্
আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। (১৭) কিন্তু না কখনই নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমদেরকে মর্যাদা দাও না। (১৮) এবং মিসকীনকে খাদ্য দানে

الْمِسْكِينِ ۝١٨ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۝١٩ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝٢٠

মিস্‌কীন। ১৯। ওয়া তা'কুলূনাত্ তুরা-ছা আক্‌লাল্ লাম্মা- ২০। ওয়া তুহ্বিব্বূনাল্ মা-লা হুব্বান্ জ্বাম্মা-।
উৎসাহিত কর না। (১৯) আর তোমরা ভক্ষণ করছ ওয়ারিসীনদের সম্পদ সম্পূর্ণভাবে। (২০) আর তোমরা (পার্থিব) সম্পদকে অধিক ভালোবাস।

○ টীকা (আঃ ৭) ঃ এ সম্প্রদায় 'আ'দ' ও 'ইরাম', উভয় নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কেননা, এ সম্প্রদায়ের নিকটতম পূর্বপুরুষগণ ছিল আ'দ। আ'দ আ'ছের পুত্র, এবং আ'ছ ইরামের পুত্র, এবং ইরাম হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র সামের সন্তান। আ'দের বংশধর হিসাবে তাদেরকে কাওমে আ'দ এবং ইরামের বংশধর হিসাবে তাদেরকে কাওমে ইরাম বলা হতো। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৯) ঃ جابوا الصخر..... - হযরত সালিহ (আ) এর সম্প্রদায়কে বিশেষ একটি যোগ্যতা দেয়া হয়েছিল যে, তারা পাথর কেটে আবাসস্থল নির্মাণ করতে পারত। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ ذى الاوتاد - (পেরেকের মালিক) অর্থাৎ ফেরাউনের বহু সৈন্য বাহিনী ছিল। তারা বহু তাঁবু স্থাপন করত এবং লৌহ পেরেক ব্যবহার করত। সে জন্য তাকে পেরেকের মালিক বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ফিরআউন পেরেক দ্বারা তোমাদেরকে নির্যাতন করত। এ আয়াত দ্বারা সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝٢١ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝٢٢

২১। কাল্লা~ইযা- দুক্কাতিল্ আর্‌দ্বু দাক্কান্ দাক্কা-। ২২। ওয়া জ্বা—আ রাব্বুকা ওয়াল মালাকু স্বাফ্‌ফান স্বাফ্‌ফা-।
(২১) না, ঠিক নয়, যখন পৃথিবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, (২২) আর যখন আপনার রব আসবেন, এবং সারি বেঁধে ফেরেশতাগণও আসবে,

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ۝٢٣

২৩। ওয়া জ্বী—আ ইয়াওমাইযিম্ বিজ্বাহান্নামা ইয়াওমাইযিই ইয়াতাযাক্কারুল্ ইন্‌সা-নু ওয়া আন্না-লাহুয্ যিক্‌রা-।
(২৩) সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ তার ভুলের কথা স্মরণ করবে। কিন্তু এ স্মরণ তার কি কাজে আসবে?

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۝٢٤ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۝٢٥

২৪। ইয়াকুলু ইয়া-লাইতানী ক্বাদ্দাম্‌তু লিহ্বায়া-তী। ২৫। ফাইয়াওমাইযিল্ লা- ইউ'আয্‌যিবু 'আযা-বাহূ~আহ্বাদ্।
(২৪) সে বলবে, হায় আমার জন্য আফসোস! যদি আমি আমার এ জীবনের জন্য আগে কিছু পাঠাতাম। (২৫) সেদিনের শাস্তির অনুরূপ শাস্তি অন্য আর কেউ দিতে পারবে না।

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝٢٦ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝٢٧ ارْجِعِي

২৬। ওয়ালা- ইউছিক্বু ওয়া ছা-ক্বাহূ~আহ্বাদ্। ২৭। ইয়া~আইয়্যাতুহান্ নাফ্‌সুল্ মুত্বমাইন্নাতুর ২৮। জ্বি'ঈ~
(২৬) আর তাঁর শক্ত বাঁধনের অনুরূপ বাঁধনও, অন্য আর কেউ বাঁধতে পারবে না। (২৭) হে প্রশান্তআত্মা! (২৮) তুমি তোমার রবের দিকে ফিরে এস,

إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝٢٨ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝٢٩ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝٣٠

ইলা- রাব্বিকি রা-দ্বিয়াতাম্ মার্‌দ্বিইয়্যাহ্। ২৯। ফাদ্‌খুলী ফী 'ইবা-দী। ৩০। ওয়াদ্‌খুলী জ্বান্নাতী।
এ অবস্থায় যে, তুমি খুশী, আর (তিনিও) তোমার উপর সন্তুষ্ট। (২৯) তুমি আমার বান্দাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। (৩০) এবং আমারই জান্নাতে প্রবেশ কর।

১ রুকু ৩০ ১৪

সূরা বালাদ মক্কী	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ২০ রুকূ ঃ ১

لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ ۝١ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ ۝٢ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۝٣

১। লা~উক্বসিমু বিহা-যাল্ বালাদ্। ২। ওয়া আন্‌তা হ্বিল্লুম্ বিহা-যাল্ বালাদ। ৩। ওয়া ওয়া-লিদিঁও ওয়ামা- ওয়ালাদ্।
(১) আমি শপথ করছি এ শহরের, (২) তুমি এ শহরে অবতরণ করেছ (অধিবাসী হয়েছ), (৩) আর শপথ জনকের এবং সে যা জন্ম দিয়েছে তার।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ۝٤ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝٥

৪। লাক্বাদ্ খালাক্বনাল্ ইন্‌সা-না ফী কাবাদ। ৫। ইয়াহ্বসাবু আল্ লাঈ ইয়াক্বদিরা 'আলাইহি আহ্বাদ।
(৪) নিশ্চয়ই মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি দুঃখ-কষ্টের মধ্যে। (৫) সেকি এ ধারণা করে যে, তার উপর আর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৩) ঃ يومئذ بجهنم - সেদিন সত্তর হাজার লাগাম দ্বারা জাহান্নাম শক্তভাবে বন্ধনকৃত হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবেন, যারা সেটিকে টেনে আরশের বাম দিকে উপস্থিত করবেন। সেদিন জাহান্নামের ভয়ংকর অবস্থা দেখে নবী (আ)-গণ পর্যন্ত হয়রান ও অস্থির হয়ে পড়বেন এবং শুধু "ইয়া রাব্বী নফ্‌ছী, ইয়া নফ্‌ছী" বলতে থাকবেন। শুধু মাত্র আমাদের রাসূলুল্লাহ (স) "উম্মাতী, উম্মাতী" বলতে থাকবেন। (তাঃ কাদেরী) ○ শানে নুযূল (আঃ ৫) ঃ يحسب ان لن يقدر..... - বালাদা নামক এক শক্তিশালী কাফির এরূপ ছিল যে, তার পায়ের নীচে কোন চামড়া রাখলে, দশজন অতি শক্তিবান পুরুষ তা টেনে বের করে আনতে পারত না। এমনকি চামড়া ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে যেত। সে দাবী করত যে, আমাকে কেউ কখনও কাবু করতে পারবে না। সে সর্বদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর জুলুম করত। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাঃ কাদেরী)

۞يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۞أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ ۞أَلَمْ نَجْعَل

৬। ইয়াক্বূলু আহ্লাক্তু মা-লাল লুবাদা-। ৭। আ ইয়াহ্সাবু আল্ লাম্ ইয়ারাহূ~আহ্বাদ। ৮। আলাম নাজ্ব'আল
(৬) সে বলে, "আমি বহু ধন সম্পদ অপচয় করেছি।" (৭) সে কি ধারণা রাখে যে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮) আমি কি তার জন্য দুটো চোখ প্রদান

لَّهُۥ عَيْنَيْنِ ۞وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۞وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ۞فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ○

লাহূ 'আইনাইনি। ৯। ওয়া লিসা-নাওঁ ওয়া শাফাতাইন। ১০। ওয়া হাদাইনা-হুন্ নাজ্বদাঈন। ১১। ফালাক্বতাহ্বামাল 'আক্বাবাতা।
করিনি? (৯) এবং প্রদান কি করিনি জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট? (১০) আর আমি কি তাকে দুটো পথ (ভালো-মন্দ) প্রদান করিনি? (১১) কিন্তু সে কষ্ট সাধ্য পথটি অবলম্বন করেনি?

۞وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞فَكُّ رَقَبَةٍ ۞أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ○

১২। ওয়ামা~আদ্‌রা-কা মাল্ 'আক্বাবাহ্। ১৩। ফাক্কু রাক্বাবাতিন। ১৪। আও ইত্ব'আ-মুন ফী ইয়াওমিন্ যী মাস্গাবাতিন,
(১২) তুমি কি জান, কষ্টসাধ্য পথটি কি? (১৩) তা হচ্ছে গোলাম আজাদ করা। (১৪) অথবা অভাবের সময় খাবার দান করা,

۞يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۞ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

১৫। ইয়াতীমান যা-মাক্বরাবাতিন্। ১৬। আও মিস্কীনান যা-মাতরাবাহ্। ১৭। ছুম্মা কা-না মিনাল্লাযীনা আ-মানূ
(১৫) ইয়াতীম আত্মীয়কে, (১৬) বা অসহায় (সর্বহারা) দরিদ্রকে, (১৭) অতঃপর সে ব্যক্তি তাদের (দলে) অন্তর্ভুক্ত হয়, যারা ঈমান এনেছে

وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ۞أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ○

ওয়া তাওয়া-স্বাও বিস্বস্বাবরি ওয়া তাওয়া-স্বাও বিল্‌মার্‌হ্বামাহ্। ১৮। উলা—ইকা আস্বহ্বা-বুল মাইমানাহ্।
ও একে অপরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের এবং (উপদেশ দেয়) পরস্পর দয়ার ব্যাপারে। (১৮) এরাই হচ্ছে ডান দিকের (ভাগ্যবান) দল।

۞وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا هُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ۞عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌۢ ○

১৯। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ বিআ-য়া-তিনা- হুম আস্বহ্বা-বুল্ মাশ্‌আমাহ্। ২০। 'আলাইহিম না-রুম্ মু'স্বাদাহ্।
(১৯) আর যারা অবিশ্বাস করে আমার আয়াতসমূহ, তারা হচ্ছে হতভাগা দল। (২০) তাদের উপর আগুন তাদের চারদিক পরিবেষ্টিত হয়ে থাকবে।

সূরা শামছ
মক্কী

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ○
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১৫
রুকূ ঃ ১

۞وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا ۞وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا ۞وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ○

১। ওয়াশ্ শাম্‌সি ওয়া দ্বুহ্বা-হা-। ২। ওয়াল্ ক্বামারি ইযা- তালা-হা-। ৩। ওয়ান্নাহা-রি ইযা- জ্বাল্লা-হা-।
(১) শপথ সূর্যের এবং তার রশ্মির, (২) শপথ চাঁদের যখন তা (সূর্যের) পিছনে আসে, (৩) শপথ দিনের যখন সে তাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে,

۞وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ۞وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ۞وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ○

৪। ওয়াল্ লাইলি ইযা- ইয়াগ্‌শা-হা-। ৫। ওয়াস্ সামা—ই ওয়ামা- বানা-হা-। ৬। ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়ামা- ত্বাহ্বা-হা-।
(৪) শপথ রাতের যখন সে তাকে (সূর্যকে) আচ্ছন্ন করে, (৫) শপথ আকাশের এবং তার নির্মাতার, (৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তাকে বিছিয়েছেন তাঁর,

۞وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ۞فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ۞قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ○

৭। ওয়া নাফ্‌সিওঁ ওয়া মা- সাওয়া-হা-। ৮। ফাআল্‌হামাহা- ফুজূরাহা- ওয়া তাক্বওয়া-হা-। ৯। ক্বাদ্ আফ্‌লাহ্বা মান যাক্কা-হা-।
(৭) শপথ মানুষের এবং যিনি তাকে অঙ্গসৌষ্ঠব বিশিষ্ট করেছেন। (৮) এবং তাকে পাপ ও পরহেজগারীর জ্ঞান দান করেছেন, (৯) যে আত্মাকে পবিত্র করেছে, সে সফল হয়েছে।

۞وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ۞كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ۞إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ○

১০। ওয়া ক্বাদ্ খা-বা মান্ দাস্‌সা-হা-। ১১। কায্‌যাবাত্ ছামূদু বিত্বাগ্‌ওয়া-হা~। ১২। ইযিম্ বা'আছা আশ্‌ক্বা-হা-।
(১০) আর সে বিফল হয়েছে, যে পাপের মধ্যে নিজকে বসিয়ে দিয়েছে। (১১) সামুদ সম্প্রদায় তাদের অবাধ্যতার কারণে মিথ্যারোপ করেছিল। (১২) যখন তাদের সবচেয়ে দুর্ভাগা উদ্ধত হয়েছিল, (উষ্ট্রীকে মারার জন্য),

۞فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَٰهَا ۞فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا

১৩। ফাক্বা-লা লাহুম রাসূলুল লা-হি না-ক্বাতাল্লা-হি ওয়া সুক্বইয়া-হা-। ১৪। ফাকায্‌যাবূহু ফা'আক্বারূহা-
(১৩) তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তাদেরকে বলল, আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও তার পানি পান সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন কর। (১৪) কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করল,

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ۞وَلَا يَخَافُ عُقْبَٰهَا ○

ফাদাম্‌দামা 'আলাইহিম রাব্বুহুম বিযাম্‌বিহিম ফাসাওয়্যা-হা-। ১৫। ওয়ালা-ইয়াখা-ফু 'উক্ববা-হা-।
আর সেটিকে হত্যা করল। অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ধ্বংস করে দিলেন তাদের অপরাধের কারণে। (১৫) আর তাদের এ পরিণতিকে আল্লাহ ভয় করেন না।

১ ع ১৫ ১৬ রুকূ

সূরা আল লাইল
মক্কী

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ○
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২১
রুকূ ঃ ১

۞وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ○

১। ওয়াল্লাইলি ইযা- ইয়াগ্‌শা-। ২। ওয়ান্নাহা-রি ইযা- তাজ্বাল্লা-। ৩। ওয়ামা- খালাক্বায্ যাকারা ওয়াল্ উন্‌ছা~
(১) শপথ রাতের, যখন সে পৃথিবীকে আচ্ছাদন করে, (২) শপথ দিনের, যখন সে বিকশিত হয়, (৩) আর তাঁর শপথ, যিনি পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন।

۞إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۞فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۞وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ○

৪। ইন্না সা'ইয়াকুম লাশাত্তা-। ৫। ফাআম্মা-মান্ আ'ত্বা- ওয়াত্তাক্বা-। ৬। ওয়া স্বাদ্দাক্বা বিল্‌হুস্‌না-।
(৪) অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা নানা ধরনের। (৫) অতঃপর যে দান করেছে ও পরহেজগারী অবলম্বন করেছে। (৬) আর উত্তম কথাকে সমর্থন করেছে,

۞فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۞وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞وَكَذَّبَ

৭। ফাসানুইয়াস্‌সিরুহূ লিল্ ইউস্‌রা-। ৮। ওয়া আম্মা- মাম্ বাখিলা ওয়াস্তাগনা-। ৯। ওয়া কায্‌যাবা
(৭) আমি তার পথ সহজ করে দিব, যাতে সে সহজে সফলকাম হতে পারে। (৮) আর যে কৃপণতা করেছে এবং নিজকে অমুখাপেক্ষী মনে করেছে, (৯) আর যা উত্তম

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮) ঃ ..... فألهمها فجورها - অর্থাৎ মানুষদেরকে, রাসূল (স)-গণ এবং আসমানী কিতাব দ্বারা ভাল-মন্দ, নেককাজ ও গুনাহর কাজের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে দিয়েছেন। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ১০) ঃ মানুষের যাবতীয় ভাল-মন্দ কাজের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ হলেও ভাল কাজগুলোর মাধ্যম ফেরেশতা এবং মন্দকাজগুলোর মাধ্যম শয়তান। এদের প্রেরণা ও প্ররোচনায় মানুষের মনে ভাল-মন্দ কাজের ইচ্ছা জাগায়, এই ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে মানুষের ক্ষমতাধীন বলেই মানুষ ভাল কাজে সওয়াবের এবং মন্দ কাজে আযাবের যোগ্য হয়ে থাকে। (বঃ কোঃ)
○ শানে নুযূল (আঃ ৭) ঃ ..... فسنيسره - তফসীরকারদের মতে এ আয়াত হযরত আবু বকর (রা)-এর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি এমন ছয়জন গোলাম আজাদ করে দিয়েছিলেন, যাদেরকে মক্কার কাফিরেরা ঈমান গ্রহণের কারণে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করত। (ফতহুল কাদীর)

بِالْحُسْنٰى ﴿١٠﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ﴿١١﴾ وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى

বিল্‌হুস্‌না-। ১০। ফাসানুইয়াস্‌সিরুহূ লিল্‌'উস্‌রা-। ১১। ওয়ামা- ইউগ্‌নী 'আন্‌হু মা-লুহূ~ইযা- তারাদ্দা-।
তা মিথ্যা জেনেছে। (১০) আমি তার জন্য সহজ করে দিব অধিকতর কঠিন পথকে। (১১) আর যখন সে পতিত হবে, তখন তার ধনসম্পদ তার কোনই উপকারে আসবে না।

﴿١٢﴾ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ﴿١٣﴾ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ﴿١٤﴾ فَاَنْذَرْتُكُمْ

১২। ইন্না 'আলাইনা- লালহুদা-। ১৩। ওয়া ইন্না লানা-লাল্ আ-খিরাতা ওয়াল্ উলা-। ১৪। ফাআন্‌যারতুকুম
(১২) আমার দায়িত্বতো শুধু সঠিক পথ প্রদর্শন করা। (১৩) আর আমিইতো মালিক, পরকাল এবং ইহকালের, (১৪) আমি তোমাদেরকে

نَارًا تَلَظّٰى ﴿١٥﴾ لَا يَصْلٰىهَاۤ اِلَّا الْاَشْقَى ﴿١٦﴾ الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى

না-রান্ তালাজ্জা-। ১৫। লা- ইয়াস্বলা-হা~ইল্লাল্ আশ্‌ক্বাল্ ১৬। লাযী কায্‌যাবা ওয়া তাওয়াল্লা-।
লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছি। (১৫) তাতে শুধু প্রবেশ করবে সে দুর্ভাগা, (১৬) যে (আল্লাহর দ্বীনকে) অস্বীকার করে এবং প্রত্যাখ্যান করে।

﴿١٧﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿١٨﴾ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ﴿١٩﴾ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ

১৭। ওয়া সাইউজান্নাবুহাল্ আতক্বা-। ১৮। আল্লাযী ইউ'তী মা-লাহূ ইয়াতাযাক্কা-। ১৯। ওয়ামা- লিআহাদিন 'ইন্দাহূ
(১৭) তা থেকে দূরে রাখা হবে প্রতি পরহেজগারগণকে, (১৮) যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য তার সম্পদ দান করে, (১৯) আর কারো প্রতি নেই যে,

مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰىۤ ﴿٢٠﴾ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿٢١﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى

১ রুকূ ২১ / ১৭ রুকূ

মিন নি'মাতিন তুজ্‌যা~ ২০। ইল্লাব্‌তিগা—আ ওয়াজ্‌হি রাব্বিহিল্ আ'লা-। ২১। ওয়া লাসাওফা ইয়ারদ্বা-।
যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে। (২০) বরং শুধু মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই, (২৯) আর সে তো অতিশীঘ্রই সন্তুষ্ট হবে।

সূরা দুহা
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ৪ ১১
রুকূ ৪ ১

﴿١﴾ وَالضُّحٰى ﴿٢﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿٣﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى

১। ওয়াদ্বদ্বুহা-। ২। ওয়াল্লাইলি ইযা- সাজা-। ৩। মা- ওয়াদ্দা'আকা রাব্বুকা ওয়ামা- ক্বালা-।
(১) শপথ মধ্য দিবসের; (২) শপথ নীরব (নিস্তব্ধ) রাতের, (৩) আপনার প্রতিপালক আপনাকে ত্যাগ করেন নি এবং অসন্তুষ্টও হননি।

﴿٤﴾ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿٥﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ

৪। ওয়া লাল্ আ-খিরাতু খাইরুল্ লাকা মিনাল্ উলা-। ৫। ওয়া লাসাওফা ইউ'ত্বীকা রাব্বুকা
(৪) ইহকালের চেয়ে নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরকাল ভালো। (৫) শীঘ্রই আপনার প্রতিপালক আপনাকে (এমন কিছু) দান করবেন।

○ সূরা আদ্ দোহা-এর শানে নুযূল : এ সূরাটি অবতীর্ণ হবার কারণ এই যে, যখন রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা শরীফে ইসলামের দাওয়াত দিতে ছিলেন তখন মক্কা শরীফের লোকেরা, মদীনা শরীফের, ইয়াহুদীগণের নিকট এ বলে খবর প্রেরণ করে যে, আমাদের মধ্যে একজন লোক নবুওয়াতির দাবী করছেন। এ ব্যাপারে তোমাদের কিতাবের মধ্যে কি লেখা আছে, তা আমাদেরকে জানাও। যাতে আমরা তাকে যাচাই করতে পারি। ইয়াহুদীগণ বলে পাঠাল যে, তাঁর কাছে 'জুলকার নাইন' ও 'আসহাবে কাহাফের' বিবরণ ও ইতিহাস জিজ্ঞাসা কর। এর দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ পাবে। মক্কার লোকেরা রাসূলুল্লাহর (স)-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তদুত্তরে তিনি (স) বললেন যে, "আমি আগামীকাল জবাব দিব।" কিন্তু তিনি ভুলে 'ইনশাআল্লাহ' (আল্লাহর ইচ্ছায়) বলেননি। এ কারণে দশ, পনের, অথবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁর প্রতি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়নি। রাসূলুল্লাহ (স) তজ্জন্য দুঃখে মর্মাহত হলেন। আবু জাহল ও কাফিরগণ এতে এ বলে ঠাট্টা, উপহাস করতে লাগল। "তোমার খোদা তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন।" এ প্রেক্ষিতে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। (তাঃ আঃ হাই সিদ্দিকী)

فَتَرْضٰى ﴿٦﴾ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا

ফাতারদ্বা-। ৬। আলাম ইয়াজিদ্‌কা ইয়াতীমান ফাআ-ওয়া-। ৭। ওয়া ওয়াজাদাকা দ্বা—ল্লান
আর আপনি খুশী হবেন। (৬) তিনি কি আপনাকে ইয়াতীমরূপে পেয়ে আশ্রয় দেননি? (৭) তিনি আপনাকে অনবহিত পেয়ে, আপনাকে (দিন সম্পর্কে) সঠিক পথ

فَهَدٰى ﴿٨﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿٩﴾ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ

ফাহাদা-। ৮। ওয়া ওয়াজাদাকা 'আ—ইলান্ ফাআগ্‌না-। ৯। ফাআম্মাল্ ইয়াতীমা ফালা- তাক্বহার।
প্রদর্শন করলেন (জানিয়ে দিলেন), (৮) তিনি আপনাকে দরিদ্র অবস্থায় পেয়ে, অভাবমুক্ত করলেন। (৯) অতএব, আপনি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হবেন না।

﴿١٠﴾ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١١﴾ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

১ রুকূ ২১ / ১৮ রুকূ

১০। ওয়া আম্মাস সা—ইলা ফালা- তান্‌হার। ১১। ওয়া আম্মা- বিনি'মাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিছ্।
(১০) এবং আপনি ভিক্ষুককে ধমক দিবেন না। (১১) আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করুন।

সূরা আলাম নাশরাহ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ৪ ৮
রুকূ ৪ ১

﴿١﴾ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿٢﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٣﴾ الَّذِىْۤ اَنْقَضَ

১। আলাম নাশ্‌রাহ্ লাকা স্বাদ্‌রাকা। ২। ওয়া ওয়াদ্বা'না- 'আন্‌কা ওয়িয্‌রাক্ ৩। আল্লাযী~আন্‌ক্বাদ্বা
(১) আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষ প্রসারিত করিনি? (২) আপনার থেকে আপনার ভার সরিয়ে দিয়েছি। (৩) যে ভার আপনার পৃষ্ঠকে

ظَهْرَكَ ﴿٤﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٥﴾ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ اِنَّ مَعَ

জাহ্‌রাক। ৪। ওয়া রাফা'না- লাকা যিক্‌রাক্। ৫। ফাইন্না মা'আল্ 'উস্‌রি ইউস্‌রান। ৬। ইন্না মা'আল
বাঁকা করে দিয়েছিল। (৪) আর আমি আপনার স্মরণ (নাম) সমুন্নত করেছি, (৫) দুঃখের সাথেই আছে শান্তি। (৬) নিশ্চয়ই

الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٧﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿٨﴾ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ

১ রুকূ ৪ / ১৯ রুকূ

'উস্‌রি ইউস্‌রা-। ৭। ফাইযা- ফারাগ্‌তা ফান্‌স্বাব্। ৮। ওয়া ইলা- রাব্বিকা ফার্‌গাব।
দুঃখের সাথেই আছে শান্তি। (৭) যখন অবসর পাও তখন ইবাদাতে মেহনত (কষ্ট) করো। (৮) আর আপনার প্রতিপালকের দিকে মন নিবিষ্ট করুন।

○ সূরা ইনশিরাহ-এর শানে নুযূল : রাসূলুল্লাহ (স) একবার আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরজ করেন, হে আল্লাহ! আপনি হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে খলীলুল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু) উপাধিতে ভূষিত করেছেন। হযরত মূসা (আ)-কে কালিমুল্লাহ (আল্লাহর সাথে কথোপকথনকারী) নামে অভিহিত করেছেন। হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য লোহা ও পর্বত বশীভূত করে দিয়েছেন এবং হযরত সোলায়মান (আ)-এর জন্য বায়ু, জ্বীন ও অগ্নিকে বশীভূত করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমার জন্য বিশেষভাবে কি দান করেছেন? তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। (তাঃ আঃ হাই সিদ্দিকী) ○ টীকা (আঃ ১) : অর্থাৎ, আমি আপনাকে ব্যাপক ধর্মজ্ঞান, প্রচুর সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য দান করেছি, যেন প্রতিপক্ষ হতে আগত প্রতিবন্ধকতায় ও অত্যাচারে অস্থির না হন। (বঃ কোনঃ) ○ টীকা (আঃ ২) : অর্থাৎ, গুনাহজনিত চিন্তার বোঝা। হুযূর (স) নিষ্পাপ ছিলেন, কিন্তু কোন কোন মোবাহ্ কাজ তিনি সঙ্গত বলে করতেন, পরে তা অসঙ্গত প্রতিপন্ন হলে তাতে তিনি চিন্তিত হতেন। তিনি আল্লাহর হাবীব, তাঁর অস্বস্তির দরুন আল্লাহ বলেন, আপনার উক্ত বোঝা অপসারিত করেছি। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) : ورفعنا لك ذكرك, অর্থাৎ হে নবী! যেখানে আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ করা হয়, সেখানে আপনার নামও স্মরণ করা হয়। যেমন আজান, নামাজের তাশাহুদ পাঠে। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৬) : হাদীসে কুদসীতে আছে, আমার নামের সঙ্গে আপনার নামও উচ্চারিত হয়। আর খোৎবা, তাশাহহুদ, নামায, আযান ও একামত ইত্যাদিতে আল্লাহর নামের সাথেই হুযূর (স)-এর নাম উচ্চারণের বিধান রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর পরেই তাঁর মর্যাদা সর্বোচ্চ। (বঃ কোঃ)

সূরা তীন
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৮
রুকূ ঃ ১

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣

১। ওয়াত্তীনি ওয়ায্‌যাইতূনি ২। ওয়া তূরি সীনীনা। ৩। ওয়া হা-যাল্ বালাদিল্ আমীন।
(১) শপথ তীনের ও যয়তুনের, (২) শপথ সিনাই পাহাড়ের, (৩) আর শপথ এ নিরাপদ (মক্কা) শহরের;

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥

৪। লাক্বাদ্ খালাক্বনাল্ ইন্‌সা-না ফী~আহ্‌সানি তাক্বওয়ীম। ৫। ছুম্মা রাদাদ্‌না-হু আস্‌ফালা সা-ফিলীন।
(৪) নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি, অতি উৎকৃষ্ট আকৃতিতে, (৫) অতঃপর তাকে আমি নীচুর থেকে নীচু করে দেই।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦

৬। ইল্লাল লাযীনা আ-মানূ ওয়া'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি ফালাহুম আজ্‌রুন্ গাইরু মামনূন।
(৬) কিন্তু যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারা ব্যতীত তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান,

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

৭। ফামা- ইউকায্‌যিবুকা বা'দু বিদ্দীন। ৮। আলাইসাল্লা-হু বিআহ্‌কামিল্ হা-কিমীন।
(৭) অতএব বিচার দিবস কিয়ামত সম্পর্কে অবিশ্বাস করতে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে? (৮) আল্লাহ কি সব ফয়সালাকারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী নন?

সূরা 'আলা-ক্ব
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১৯
রুকূ ঃ ১

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ

১। ইক্বরা' বিস্‌মি রাব্বিকাল্ লাযী খালাক্ব। ২। খালাক্বাল্ ইন্‌সা-না মিন্ 'আলাক্ব। ৩। ইক্বরা', ওয়া রাব্বুকাল্
(১) পাঠ করুন, আপনার সে রবের নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। (২) যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ রক্ত হতে। (৩) পাঠ করুন আর আপনার রব

الْاَكْرَمُ ۝٣ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ كَلَّآ اِنَّ

আক্‌রামুল্ ৪। লাযী 'আল্লামা বিল্‌ক্বালাম। ৫। 'আল্লামাল্ ইন্‌সা-না মা-লাম্ ই'য়ালাম। ৬। কাল্লা~ইন্নাল্
হচ্ছেন অতি মহান। (৪) তিনি কলমের দ্বারা শিখায়েছেন। (৫) যিনি মানুষকে তা শিখায়েছেন, যা সে জানত না। (৬) কিন্তু না

✪ সূরা আলাকের শানে নুযূল ঃ অধিকাংশ আলেমের মতে, কুরআন মাজীদের প্রথম অবতীর্ণ আয়াত, এ সূরার প্রথম পাঁচ আয়াত। এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) হেরা পর্বতে বসা অবস্থায়, বা দাঁড়ান অবস্থায় ছিলেন। অকস্মাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে হাজির হলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! (স) আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। আপনি আল্লাহর রাসূল, এ উম্মতের জন্য। অতঃপর বললেন, "ইক্বরা'! (পড়ুন!) রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি পড়তে জানি না। অতঃপর জিবরাঈল (আ) খুবজোরে রাসূলুল্লাহ (স)-কে আলিঙ্গন করেন, (বুকে জড়িয়ে ধরেন) এবং ছেড়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'পড়ুন' তিনি অনুরূপ জবাব দিলেন। পুনরায় জিবরাঈল (আ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, اقرا باسم ربك الذي خلق অর্থাৎ পড়ুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (তাঃ কাদেরী)

الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۝٦ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝٨ اَرَءَيْتَ

ইন্‌সা-না লাইয়াত্বগা~৭। আর্‌রাআ-হুস্ তাগ্‌না-। ৮। ইন্না ইলা- রাব্বিকার্ রুজ্'আ-। ৯। আরাআইতাল
বরং মানুষতো সীমা অতিক্রম করেই চলছে, (৭) কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করছে। (৮) আপনার রবের কাছে সবাইকেই ফিরে যেতে হবে। (৯) আপনি কি তাকে

الَّذِيْ يَنْهٰى ۝٩ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝١٠ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۝١١ اَوْ اَمَرَ

লাযী ইয়ানহা- ১০। 'আব্‌দান ইযা- স্বাল্লা-। ১১। আরাআইতা ইন কা-না 'আলাল্ হুদা~। ১২। আও আমারা
দেখেছেন, যে বারণ করে, (১০) এক বান্দাকে যখন সে নামাজ আদায় করে? (১১) আচ্ছা আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন, যদি সে সঠিক পথে থাকে। (১২) অথবা নির্দেশ দেয়

بِالتَّقْوٰى ۝١٢ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝١٣ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝١٤

বিত্তাক্বওয়া-। ১৩। আরাআইতা ইন্ কায্‌যাবা ওয়া তাওয়াল্লা-। ১৪। আলাম ই'য়ালাম্ বিআন্নাল্লা-হা ইয়ারা-।
পরহেজগারির? (১৩) আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন, যদি সে মিথ্যা বলে। আর সত্য প্রত্যাখান করে? (১৪) সে কি জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু দেখেন?

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝١٥ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝١٦ فَلْيَدْعُ

১৫। কাল্লা- লাইল্ লাম ইয়ান্‌তাহি লানাস্‌ফা'আম্ বিন্না-স্বিয়াহ্। ১৬। না-ছিয়াতিন্ কা-যিবাতিন্ খা-ত্বিআহ্। ১৭। ফাল্‌ইয়াদ্'উ
(১৫) কিন্তু না, সে যদি তার অন্যায় কাজ থেকে বিরত না হয়, তবে আমি মাথার সম্মুখস্থ চুল ধরে সজোরে অবশ্যই টানব, (১৬) যা মিথ্যাবাদী ও পাপিষ্ঠের মাথার সম্মুখস্থ চুল। (১৭) তারপর সে যেন তার সাথীদেরকে

সিজদাহ

نَادِيَهٗ ۝١٧ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝١٨ كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝١٩

না-দিয়াহ্, ১৮। সানাদ্'উয্ যাবা-নিয়াহ্ ১৯। কাল্লা; লা-তু'ত্বিহ্ ওয়াস্‌জুদ্ ওয়াক্বতারিব্।
ডাক, (১৮) আমি তখন ডাকব জাহান্নামের প্রহরীকে, (১৯) কখনই না, আপনি তার কথা শোনবে না এবং আপনি সিজদা করুন। আর (আল্লাহর) নৈকট্য অর্জন করুন।

সিজদাহ্ ঃ ১৪ — ১ রুকূ ২১ রুকূ

সূরা ক্বাদর
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫
রুকূ ঃ ১

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢

১। ইন্না~আন্‌যাল্‌না-হু ফী লাইলাতিল্ ক্বাদ্‌রি। ২। ওয়ামা~আদ্‌রা-কা মা- লাইলাতুল্ ক্বাদ্‌রি।
(১) নিশ্চয়ই আমি কদরের সম্মানিত রাতে কুরআন অবতীর্ণ করেছি। (২) আপনি কি জানেন, কদরের রাত কি?

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝٣ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ

৩। লাইলাতুল্ ক্বাদ্‌রি খাইরুম্ মিন্ আল্‌ফি শাহ্‌রিন। ৪। তানায্‌যালুল্ মালা—ইকাতু ওয়ার্‌রূহ
(৩) কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (৪) সে রাতে প্রতিটি কাজের (সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার) জন্য ফেরেশতা ও রূহ

৪ ওয়াক্বফুন নবী (সাঃ)

১ বিশ্লেষণ (আঃ ৯) ঃ ينهى عبدا ..... - তফসীরকারদের মতে, বাধা প্রদানকারী আবু জাহল, যে ইসলামের দুশমন। আর عبدا - বান্দা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বুঝানো হয়েছে (তুঃ কারীম) ✪ সূরা কদরের শানে নুযূল ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (স) বনী ইসরাইলের একজন সাধকের কথা আলোচনা করেন। যিনি একহাজার মাস যাবত দিনের বেলা রোজা রেখে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতেন এবং রাত জেগে আল্লাহর ইবাদাত করতেন। এ কথা শুনে সাহাবা (রা)-গণ খুব নিরাশ হয়ে পড়লেন। তারা বললেন, আমাদের বয়স পূর্বের উম্মতগণের তুলনায় খুবই কম। আমরা কিভাবে তাঁদের মত নেকআমল করে সওয়াব অর্জন করব। এ প্রেক্ষিতে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। যাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উম্মতগণের মর্যাদার কথা আল্লাহ ঘোষণা করেন। (আসহাবুন নুযূল)

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

ফীহা- বিইয্নি রাব্বিহিম, মিন্ কুল্লি আমরিন। ৫। সালা-মুন্, হিয়া হাত্তা- মাত্লা'ইল্ ফাজ্রি।
(জিবরাঈল) তাদের প্রতিপালকের আদেশে অবতীর্ণ হয়। (৫) শান্তি (আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ) সে রাতে ফজর পর্যন্ত।

সূরা বাইয়্যিনাহ্ মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৮ রুকূ ঃ ১

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ

১। লাম ইয়াকুনিল্ লাযীনা কাফারূ মিন্ আহ্লিল্ কিতা-বি ওয়াল্ মুশ্রিকীনা মুন্ফাক্কীনা
(১) কিতাবীগণের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী (কাফির) এবং মুশরিকরা, তারা তাদের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে (সরে) যাবার মতো ছিলনা

حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۝ فِيهَا

হাত্তা- তা'তিয়াহুমুল বাইয়্যিনাহ্। ২। রাসূলুম মিনাল্লা-হি ইয়াত্লূ সুহুফাম মুত্বাহ্হারাহ্। ৩। ফীহা-
যতক্ষণ না তাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত হয়, (২) আল্লাহর পক্ষ হতে একজন রাসূল যিনি পাঠ করেন পবিত্র কিতাব, (৩) যাতে

كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ

কুতুবুন ক্বায়্যিমাহ্। ৪। ওয়ামা- তাফার্রাক্বাল্ লাযীনা উতুল কিতা-বা ইল্লা- মিম্ 'বা'দি মা- জ্বা—আত্হুমুল্
থাকবে সঠিক বিধানাবলি (৪) যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ পৌঁছার পরে তারা বিভক্ত

الْبَيِّنَةُ ۝ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

বাইয়্যিনাহ্। ৫। ওয়ামা~উমিরূ~ইল্লা- লি'য়া'বুদুল্লা-হা মুখ্লিস্বীনা লাহুদ্দীনা, হুনাফা—আ
হয়ে পড়ল। (৫) তাদেরকে শুধু এ নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আন্তরিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে, তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়,

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ

ওয়া ইউক্বীমুস্ব স্বালা-তা ওয়া ইউ'তুয্ যাকা-তা ওয়া যা-লিকা দীনুল্ ক্বাইয়্যিমাহ্। ৬। ইন্নাল্লাযীনা
এবং নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। আর এটাই হচ্ছে সঠিক দ্বীন (বিধান)। (৬) কিতাবীগণের মধ্যে যারা

كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ

কাফারূ মিন্ আহ্লিল্ কিতা-বি ওয়াল্ মুশ্রিকীনা ফী না-রি জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা- ; উলা—ইকা
অবিশ্বাসী (কাফির) তারা, আর মুশরিকরা চিরদিন জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে, তারাই

○ সূ। বাইয়্যেনার শানে নুযুল ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের পূর্বে ইয়াহুদ ও নাসারা এ কামনা করেছিল যে, যদি সর্বশেষ নবী আগমন করেন, তবে আমরা সবাই তাঁর উপর ঈমান আনব। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (স) আগমন করেন, তখন তাদের মধ্য হতে কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া, আর কেউই রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ঈমান আনেনি। তাদের অবস্থার বর্ণনার জন্য এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। (আসবাব) ○ টীকা (আঃ ৪) ঃ ইহুদী নাছারাগণ সত্যধর্ম সম্বন্ধে তো মতভেদে লিপ্ত আছেই, তৎসঙ্গে তাদের পুরাতন মতভেদসমূহও বহাল রয়েছে, সত্যধর্মের আলোকে তারা এই মতভেদসমূহ দূর করে নেই। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৬) ঃ এর ভিতরে কোরআন এবং হযরত মোহাম্মদ (স)-এর উপর ঈমান আনাও শামিল রয়েছে, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে এসমস্ত আহকাম ছিল, এবং কোরআনের শিক্ষাও এটাই এবং একেই "কুতুবুন কাইয়্যিমাহ্" বলা হয়েছে। (বঃ কোঃ)

هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ

হুম শার্রুল্ বারিয়্যাহ্। ৭। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি উলা—ইকাহুম খাইরুল্
সৃষ্টির (মধ্যে) অতি নিকৃষ্ট। (৭) নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তারা সৃষ্টির (মধ্যে)

الْبَرِيَّةِ ۝ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

বারিয়্যাহ্। ৮। জ্বাযা—উহুম 'ইন্দা রাব্বিহিম জ্বান্না-তু 'আদ্নিন্ তাজ্রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু
সর্বোত্তম। (৮) তাদের পুরস্কার রয়েছে, তাদের রবের নিকট স্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

খা-লিদীনা ফীহা~আবাদা-; (৯) রাদ্বিয়াল্লা-হু 'আনহুম ওয়া রাদ্বূ 'আনহু ; যা-লিকা লিমান খাশিয়া রাব্বাহূ।
সর্বদা বসবাস করবে। (৯) আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি খুশী। এটি তার জন্যই যে আল্লাহকে ভয় করে।

সূরা যিলযা-ল মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৮ রুকূ ঃ ১

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ

১। ইযা- যুল্যিলাতিল্ আরদ্বু যিল্যা-লাহা-। ২। ওয়া আখ্রাজ্বাতিল্ আরদ্বু আছ্ক্বা-লাহা-। ৩। ওয়া ক্বা-লাল্
(১) যখন পৃথিবী তার কম্পনে কম্পিত হতে থাকবে। (২) আর যখন পৃথিবী তার বোঝা বের করে দিবে, (৩) আর মানুষ

الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ

ইন্সা-নু মা-লাহা-। ৪। ইয়াওমাইযিন্ তুহাদ্দিছু আখ্বা-রাহা-। ৫। বিআন্না রাব্বাকা আওহা-
(এ ভয়ানক অবস্থা দেখে) বলবে, এর হল কী? (৪) সেদিন সে তার বিবরণ বর্ণনা করবে, (৫) কারণ, তোমার প্রতিপালক তাকে সেভাবে

لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝ فَمَنْ

লাহা-। ৬। ইয়াওমাইযিঁই ইয়াস্বদুরুন্ না-সু আশ্তা-তাল্ লিইউরাও আ'মা-লাহুম। ৭। ফামাই
আদেশ দিবেন। (৬) সেদিন মানুষ নানা দলে বিভক্ত হয়ে ফিরে আসবে, কারণ তাদেরকে তাদের আমলসমূহ দেখান হবে। (৭) যে

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

ই'য়ামাল মিছ্ক্বা-লা যার্রাতিন খাইরাঁই ইয়ারাহূ। ৮। ওয়া মাই ই'য়ামাল মিছ্ক্বা-লা যার্রাতিন শার্রাই ইয়ারাহ্।
অণু পরিমাণ নেক কাজ করে তা সে দেখতে পাবে। (৮) আর যে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করে, সেও তা দেখতে পাবে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ يومئذ تحدث اخبارها - হাদীস শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) এ আয়াত পাঠ করেন এবং সাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি জান, পৃথিবীর বিবরণ দেয়ার অর্থ কি? সাহাবা (রা)-গণ জবাব দিলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, বান্দা (পুরুষ ও নারী) পৃথিবীতে বসে যা কিছুই করবে, কিয়ামতে পৃথিবী তার সাক্ষী দিবে। বলবে, অমুক অমুক ব্যক্তি অমুক অমুক সময়ে অমুক অমুক কাজ করেছে। (কুঃ কাঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫) ঃ ربك اوحى لها - অর্থাৎ পৃথিবীকে কথা বলার শক্তি আল্লাহ দান করবেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। যেভাবে আল্লাহ মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কথা বলার শক্তি দান করবেন, অনুরূপভাবে পৃথিবীকেও কথা বলার শক্তি দান করবেন। (কুঃ কারীম)

সূরা 'আদিয়া-ত
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ১

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿١﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿٢﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ﴿٣﴾ فَاَثَرْنَ

১। ওয়াল্ 'আ-দিয়া-তি দ্বাব্হান। ২। ফাল্ মূরিয়া-তি ক্বাদ্হান। ৩। ফাল্ মুগীরা-তি সুব্হা-। ৪। ফাআছারনা

(১) শপথ সে ঘোড়াগুলোর যারা দীর্ঘশ্বাসে দ্রুত বেগে দৌড়ায়। (২) আর শপথ যারা পদাঘাতে প্রস্তরের উপর আগুনের ফুলকি ছুটায়, (৩) আর শপথ তাদের যারা প্রভাতে হামলা চালায়। (৪) আর

بِهٖ نَقْعًا ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ﴿٥﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿٦﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ

বিহী নাক্ব'আন্ ৫। ফাওয়াসাত্বনা বিহী জ্বাম্'আ-। ৬। ইন্নাল্ ইন্‌সা-না লিরাব্বিহী লাকানূদ্। ৭। ওয়া ইন্নাহূ 'আলা- যা-লিকা

তার সাথে তারা ধুলোবালি উড়ায়। (৫) আর তারা শত্রু বাহিনীর মাঝে প্রবেশ করে। (৬) নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ। (৭) আর এ সম্পর্কে

لَشَهِيْدٌ ﴿٧﴾ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿٨﴾ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى

লাশাহীদ। ৮। ওয়া ইন্নাহূ লিহুব্বিল্ খাইরি লাশাদীদ্। ৯। আফালা- ই'য়ালামু ইযা- 'বুছিরা মা-ফিল্

সে নিজেই সাক্ষী। (৮) আর নিশ্চয়ই সে (মানুষ) সম্পদের ভালোবাসায় বিভোর। (৯) সে কি জানে না যে, যখন কবরে যা আছে তা বের

الْقُبُوْرِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ﴿١٠﴾ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ﴿١١﴾

কুবূর। ১০। ওয়া হুস্বস্বিলা মা- ফিস্ব স্বুদূর, ১১। ইন্না রাব্বাহুম বিহিম ইয়াওমাইযিল্ লাখাবীর।

হয়ে আসবে (১০) আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে? (১১) নিশ্চয়ই সেদিন তাদের প্রতিপালক তাদের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত আছেন।

ع ১ ২৫ রুকূ

সূরা ক্বা-রিয়াহ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ১

اَلْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ

১। আল্ ক্বা-রি'আতু ২। মাল্ ক্বা-রি'আহ্। ৩। ওয়ামা~আদ্‌রা-কা মাল্ ক্বা-রি'আহ্। ৪। ইয়াওমা ইয়াকূনুন্ না-সু

(১) মহা প্রলয়, (২) মহা প্রলয় কি? (৩) আপনি কি জানেন মহা প্রলয় কি? (৪) সেদিন মানুষ হবে

كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ﴿٤﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ﴿٥﴾

কাল্ ফারা-শিল মাব্‌ছূছ। ৫। ওয়া তাকূনুল্ জ্বিবা-লু কাল্ 'ইহ্‌নিল্ মান্‌ফূশ্।

ছড়িয়ে পড়া পতঙ্গের মত; (৫) আর পাহাড়গুলো হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত,

✪ সূরা আ-দিয়াহ্-এর শানে নুযূল ঃ রাসূলুল্লাহ (স) মানযার বিন আমর আনসারী (রা)-কে এক (অশ্বারোহী) সৈন্যবাহিনী সহ 'বনিকানানা' সম্প্রদায়ের প্রতি যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন এবং এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, "অমুক দিন তাদের উপর আক্রমণ করবে এবং অমুক দিন ফিরে আসবে।" তারা সেভাবেই করল। পথিমধ্যে পানির প্লাবন হওয়াতে তাদের পৌঁছতে বিলম্ব হল। এ সময়ে মুনাফিকরা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল যে, মুসলমানগণ সমূলে ধ্বংস হয়েছে। এ খবর মুসলমানগণ শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হন। তখন আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটি অবতীর্ণ করে, মুসলমানগণকে তাদের অবস্থান জানিয়ে দেন। ✪ টীকা (আঃ ৫) ঃ আর ধুনিত পশমের সাথে পাহাড়গুলো উপমা সহজে বুঝা যায় যে, সিঙ্গায় ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রং-এর হালকা পশমের ন্যায় হয়ে পাহাড়গুলোও উড়তে থাকবে। (বঃ কোঃ)

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ

৬। ফাআম্মা- মান্ ছাক্বুলাত্ মাওয়া-যীনুহ্। ৭। ফাহুওয়া ফী 'ঈশাতির্ রা-দ্বিয়াহ্। ৮। ওয়া আম্মা- মান্ খাফ্‌ফাত্

(৬) তখন যার (নেকের) পাল্লা ওজনে ভারী হবে। (৭) সে পাবে এক সুখী (আরামদায়ক) জীবন। (৮) আর যার (নেকের) পাল্লা ওজনে

مَوَازِيْنُهٗ ﴿٨﴾ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

মাওয়া-যীনুহূ ৯। ফাউম্মুহূ হা-ওয়ীয়াহ্। ১০। ওয়ামা~আদ্‌রা-কা মা-হিয়াহ। ১১। না-রুন্ হ্বা-মিয়াহ্।

হালকা হবে (৯) তার (অবস্থানের) জায়গা হবে হাবিয়া। (১০) আপনি কি জানেন, হাবিয়া কি? (১১) তা (হাবিয়া) হচ্ছে অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

ع ১ ২৬ রুকূ

সূরা তাকাছুর
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৮
রুকূ ঃ ১

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾ ثُمَّ

১। আল্‌হা-কুমুত তাকা-ছুরু ২। হাত্তা- যুর্‌তুমুল্ মাক্বা-বির। ৩। কাল্লা- সাওফা 'তালামূন। ৪। ছুম্মা

(১) সম্পদের অধিক আসক্তি তোমাদেরকে গাফিল রেখেছে। (২) যতক্ষণ না তোমরা কবরে যাও। (৩) না, এভাবে ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৪) আবার বলছি,

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ﴿٦﴾

কাল্লা- সাওফা 'তালামূন। ৫। কাল্লা- লাও 'তালামূনা 'ইল্‌মাল ইয়াক্বীন। ৬। লাতারাউন্নাল্ জ্বাহ্বীমা

না এভাবে ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৫) কিছু না, যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান জানতে। (৬) নিশ্চয়ই তোমরা জাহান্নাম দেখবে।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

৭। ছুম্মা লাতারা উন্নাহা- 'আইনাল্ ইয়াক্বীন। ৮। ছুম্মা লাতুস্‌আলুন্না ইয়াওমাইযিন্ 'আনিন্ না'ঈম।

(৭) আবার বলছি, তোমরা অবশ্যই তা দেখবে, প্রত্যয় দৃষ্টিতে। (৮) আর নিশ্চয়ই সেদিন তোমদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে।

ع ১ ২৭ রুকূ

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৯) ঃ هاوية - একটি জাহান্নামের নাম। এটিকে هاوية (হাবিয়া) এজন্য বলা হয় যে, জাহান্নামী এটির তলদেশে পতিত হবে এবং ام (মা) এজন্য বলা হয়েছে। যেমন– মা সন্তানের জন্য আশ্রয় স্থল, অনুরূপভাবে এটিও জাহান্নামীদের আশ্রয় স্থল (ঠিকানা)। (ইবন কাসীর) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১১) ঃ نار حامية - (প্রজ্জ্বলিত অগ্নি) হাদীস শরীফে বর্ণিত 'মানুষ পৃথিবীতে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, এটি জাহান্নামের অগ্নির সত্তরভাগের এক ভাগ। জাহান্নামের অগ্নি পৃথিবীর অগ্নির চেয়ে ৬৯ গুণ বেশী।' হাদীস শরীফে বর্ণিত জাহান্নাম তার রবের কাছে অভিযোগ জানাল যে, আমার এক অংশ অন্য অংশকে ভক্ষণ করছে। আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে দুটি শ্বাস গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। একটি গ্রীষ্মকালে আর একটি শীত কালে। পৃথিবীতে যে ভীষণ ঠান্ডা অনুভব হয়, তা জাহান্নামের শীতল শ্বাসেরই প্রভাব। আর যে প্রচন্ড গরম অনুভব হয়, তাও জাহান্নামের গরম শ্বাসেরই প্রভাব। (কুঃ কারীম)

✪ সূরা তাকাছুরের শানে নুযূল ঃ এ সূরাটি কুরায়শ বংশের দুটি গোত্র, বনী আবদ মান্নাফ এবং বনী সাহমদ্বয়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা উভয়ই একে অপরের উপর বংশের ও গোত্রের জনবলের এবং সম্পদের অহংকার করত। তারা একবার উভয় গোত্র জনবলের বড়াই করায়, নিজেদের গোত্রের লোকদের গণনা করল। গণনায় আবদে মান্নাফের লোক সংখ্যা অধিক হল। তখন সাহম গোত্রের লোকেরা বলল যে, আমাদের অনেক লোক যুদ্ধে নিহত হয়েছে। এজন্য প্রকৃত ও সঠিক গণনার জন্য জীবিত ও মৃত সবাইকেই গণনা করতে হবে এবং এ উদ্দেশ্যে তারা মৃতদেরকে গণনার জন্য কবরস্থানে উপস্থিত হয়েছিল। এ গণনায় বনী সাহম গোত্রের লোক অধিক হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। (তাঃ কাদেরী, আসবাব) ✪ টীকা (আঃ ২) ঃ কেনইবা ভুলাইয়া রাখিবে না? তোমরা তো পরকালের কথায় বিশ্বাসই কর না। বরং পার্থিব সম্পদে তোমাদের আত্মগরিমা হতেই বুঝা যায় যে, তোমাদের আসক্তি এবং ধন অর্জনের জন্য তোমাদের মনে অত্যাধিক আগ্রহ রয়েছে। ✪ টীকা (আঃ ৮) ঃ সূরার প্রথমাংশের আয়াতগুলো কাফেরদিগকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। আর শেষ আয়াতটি কাফের ও মু'মেন উভয়কে লক্ষ করে বলা হয়েছে। এক হাদীসে দেখা যায়, হুযূর (স) হযরত আবু বকর (রা) ও ওমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "তোমরা অবশ্যই এই নেয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।" (বঃ কোঃ)

সূরা 'আছর
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩
রুকূ ঃ ১

وَالْعَصْرِ ① اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ② اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ

১। ওয়াল্ 'আস্বরি। ২। ইন্নাল্ ইন্সা-না লাফী খুস্‌রিন। ৩। ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া
(১) সময়ের শপথ, (২) নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, (৩) কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ওয়া তাওয়া-স্বাওবিল্ হাক্বক্বি ওয়া তাওয়া-স্বাও বিস্বস্বাবরি।
নেক আমল করে, আর পরস্পরে একে অপরকে ন্যায়ের (নেক কাজের) উপদেশ দেয় এবং পরস্পরে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।

১ রুকূ ২৮

সূরা হুমাযাহ্
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৯
রুকূ ঃ ১

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ① الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ②

১। ওয়াইলুল্ লিকুল্লি হুমাযাতিল্ লুমাযাহ্। ২। আল্লাযী জ্বামা'আ মা-লাওঁ ওয়া 'আদ্দাদাহূ।
(১) কঠিন বিপদ তাদের প্রত্যেকের জন্য, যে গিবতকারী ও অগোচরে দুর্নাম রটনাকারী। (২) যে অর্থ জমা করে আর বার বার তা গণনা করে,

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ③ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ④

৩। ইয়াহ্‌সাবু আন্না মা-লাহূ~আখ্‌লাদাহূ। ৪। কাল্লা- লাইউমবাযান্না ফিল্ হুত্বামাতি।
(৩) আর সে মনে করে যে, তার অর্থ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে। (৪) না, তা ঠিক নয়। নিশ্চয়ই তাকে হুতামায় নিক্ষেপ করা হবে।

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ⑤ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ⑥ الَّتِىْ تَطَّلِعُ

৫। ওয়ামা~আদ্‌রা-কা মাল্ হুত্বামাহ্। ৬। না-রুল্লা-হিল্ মূক্বাদাতুল্ ৭। লাতী তাত্ত্বালি'উ
(৫) আপনি কি জানেন 'হুতামা কি? (৬) তা (হুতামা) হচ্ছে, আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (৭) যা অন্তরের উপর

عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ⑦ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ⑧ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ⑨

'আলাল্ আফ্‌ইদাহ্। ৮। ইন্নাহা- 'আলাইহিম্ মু'স্বাদাতুন ৯। ফী 'আমাদিম্ মুমাদ্দাদাহ্।
(পর্যন্ত) পৌঁছে যাবে। (৮) আর তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। (৯) দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

১ রুকূ ২৯

○ সূরা আছরের শানে নুযূল ঃ কালাদাহ নামক এক মুশরিক হযরত আবু বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার কাছে আসা-যাওয়া করত। হযরত আবু বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পরে একবার কালাদা তাঁর কাছে এসে বলল, হে আবু বকর (রা)! তুমি কি নির্বোধ। তুমি পিতৃ পুরুষদের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য বর্জন করে একি কাজ করছ। যাতে তোমার ধর্মও চলে যাচ্ছে এবং পার্থিবও ক্ষতি হচ্ছে। হযরত আবু বকর (রা) জবাবে বললেন, হে কালাদাহ! নির্বোধ তুমি। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) কথা শোনে এবং নেক আমল করে, সে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং সেই প্রকৃত জ্ঞানী। আর যে, প্রতিমা পূজা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) কথা শোনে না এবং শয়তানের অনুসরণ করে, সেই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত এবং নির্বোধ। হযরত আবু বকরের (রা) কথার সত্যতায় আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। (তাঃ কাদেরী)

সূরা ফীল
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫
রুকূ ঃ ১

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ① اَلَمْ يَجْعَلْ

১। আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বিআস্বহা-বিল্ ফীল। ২। আলাম ইয়াজ্ব'আল্
(১) আপনি কি দেখেননি (অবগত হননি), আপনার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? (২) তিনি কি তাদের

كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ② وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ③

কাইদাহুম ফী তাদ্বলীল ৩। ওয়া আর্‌সালা 'আলাইহিম ত্বাইরান্ আবা-বীল।
ষড়যন্ত্র ব্যর্থ (বিফল) করে দেননি? (৩) তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবীল পাখী প্রেরণ করেন,

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ④ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ⑤

৪। তার্‌মীহিম্ বিহ্বিজ্বা-রাতিম্ মিন্ সিজ্জ্বীল। ৫। ফাজ্বা'আলাহুম কা'আস্বফিম্ মা'কূল।
(৪) যারা তাদের উপর নিক্ষেপ করেছিল পাথরের কুচি। (৫) তারপর তিনি তাদেরকে করলেন ভক্ষিত ঘাসের ন্যায়।

১ রুকূ ৩০

সূরা ক্বোরাইশ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪
রুকূ ঃ ১

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ① اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ② فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ

১। লিঈলা-ফি কুরাইশিন ২। ঈলা-ফিহিম রিহ্‌লাতাশ্ শিতা—ই ওয়াস্বস্বাঈফ। ৩। ফালইয়া'বুদূ রাব্বা
(১) কুরাইশদের আগ্রহের জন্য, (২) (অর্থাৎ) তাদের শীত গ্রীষ্মকালে (ব্যবসায়ী) সফরের আগ্রহের জন্য। (৩) তারা যেন (কাবা) ঘরের

هٰذَا الْبَيْتِ ③ الَّذِىْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ④

হা-যাল্ বাইত্ ৪। আল্লাযী~আত্ব'আমাহুম্ মিন্ জু'ইওঁ ওয়া আ-মানাহুম্ মিন্ খাওফ্।
মালিকের ইবাদাত করে। (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দান করেছেন, আর ভয় হতে নিরাপদ রেখেছেন।

১ রুকূ ৩১

○ হাতী ওয়ালাদের কাহিনী ঃ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মের আনুমানিক দুমাস পূর্বে ইয়েমেনে আবিসিনিয়ার গর্ভনর আবরাহা আশরাম মক্কায় অবস্থিত কাবাগৃহ ধ্বংস করার জন্য এক অভিযান পরিচালনা করেন। তার বাহিনীতে হাতীও ছিল। এজন্য এই কাহিনীকে আসহাবুলফীল বা হাতীওয়ালা বলা হয়েছে। আবরাহা ছিল উচ্চাভিলাষী। কাবার গৌরব ও সুখ্যাতি তার সহ্য হয়নি। তাই সে তা ধ্বংস করতে আসে। কিন্তু আরবরা বিশ্বাস করত, কাবাঘর আল্লাহর ঘর। আল্লাহ তাঁর ঘর রক্ষা করবেন। তারা নিজেরা আবরাহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিলেন না। আরববাসীদের বিশ্বাস সত্যে পরিণত হল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখীর মুখের কংকরাঘাতে বিশাল হস্তী বাহিনী ভক্ষিত তৃণের মত হয়ে গেল। (কুরআন পরিচিতি)

○ সূরা কুরাইশের শানে নুযূল ঃ মক্কার কুরায়শগণ বছরে দুবার ব্যবসার উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে সফরে বের হত। সেখান হতে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রচুর মালামাল নিয়ে আসত। শীতকালে ইয়ামনে সফর করত, সেটি ছিল, শীত প্রধান দেশ এবং গ্রীষ্মকালে (সিরিয়া) সফর করত সেটি ছিল গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। তারা পবিত্র কাবাঘরের খাদিম (তত্ত্বাবয়ক) হবার কারণে গোটা আরবগণ তাদেরকে সম্মান করত। এ কারণেই তাদের ব্যবসায়ী কাফেলা বিনা বাধায় সব জায়গায় যাতায়াত করতে পারত। আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটিতে কুরায়শগণকে বলছেন যে, এ সকল সহজ লাভবান হবার এবং সবার কাছে সম্মান পাবার একমাত্র কারণ হল তোমরা মক্কার অধিবাসী এবং কাবাঘরের খাদিম। আর তোমাদের মক্কা অধিবাসী হওয়ার এবং কাবাঘরের খেদমত করার সুযোগ আমিই করে দিয়েছি। এজন্য তোমাদের কর্তব্য হল সে কাবাঘরের মালিকের একমাত্র ইবাদাত করা। (কুঃ কারীম)

সূরা মা-'উন
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৭
রুকূ ঃ ১

① أَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ② فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ

১। আরাআইতাল্ লাযী ইউকায্যিবু বিদ্দীন। ২। ফাযা-লিকাল্ লাযী ইয়াদু'য়্যুল্ ইয়াতীম।

(১) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা জানে? (২) সে তো সে (ব্যক্তি) যে, ইয়াতীমকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়,

③ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ④ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ⑤ الَّذِيْنَ هُمْ

৩। ওয়ালা- ইয়াহুদ্দু 'আলা- ত্বা'আ-মিল্ মিস্কীন। ৪। ফাওয়াইলুল্ লিল্ মুস্বাল্লীন। ৫। আল্লাযীনা হুম

(৩) আর মিসকীনকে আহার দিতে (মানুষকে) উৎসাহিত করে না। (৪) কঠিন দুর্ভাগ্য সে সব নামাজীদের জন্য। (৫) যারা তাদের নামাজের

عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ⑥ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ⑦ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

'আন স্বালা-তিহিমি সা-হূন। ৬। আল্লাযীনা হুম ইউরা-উনা ৭। ওয়া ইয়াম্না'উনাল্ মা-'উন।

ব্যাপারে অমনোযোগী, (৬) আর যারা লোক দেখানোর জন্য (নেক) কাজ করে, (৭) আর যারা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিতে বিরত থাকে।

ع ১ ৩২ রুকূ

সূরা কাওছার
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩
রুকূ ঃ ১

① إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ② فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

১। ইন্না~'আত্বাইনা- কাল্কাওছার। ২। ফাস্বাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান্হার।

(১) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি। (২) সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড় এবং কুরবানী কর।

③ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

৩। ইন্না শা-নিআকা হুওয়াল আব্তার।

(৩) নিশ্চয়ই তোমার প্রতি ঈর্ষা পোষণকারীরাই হবে নিঃসন্তান।

ع ১ ৩৩ রুকূ

○ শানে নুযূল (আঃ ২) ঃ এক রেওয়াতে আছে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবু জেহেল সম্পর্কে। তার কাছে এক ইয়াতীম বালকের কিছু সম্পদ ছিল। সে বিবস্ত্র হয়ে তা চাইতে আসলে সে তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। কারো মতে আবু সুফিয়ান (মুসলমান হওয়ার পূর্বে) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এক ইয়াতীম তাঁর কাছে গোশত চাইলে তিনি তাকে লাঠি দ্বারা আঘাত করেন। কারো মতে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা কিংবা আস ইবনে ওয়াইল আস্ সাহমী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (আবুসসাউদ)

○ শানে নুযূল (আঃ ৪) ঃ فويل للمصلين - এ আয়াত মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানগণের সামনে তাদের দেখানোর জন্য মুনাফিকেরা নামাজ পড়ত। কিন্তু অন্য সময়ে মুসলমানগণের অনুপস্থিতিতে নামাজ পড়ত না। আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তোমাদেরকে (দেয়ার সামর্থ্য থাকতেও) দিতনা। (লুবাব)

○ টীকা (আঃ ৫) ঃ যেহেতু মুনাফেকদের উদ্দেশ্য দুর্নাম হতে বেঁচে থাকা। অতএব, তারা লোক দেখান কার্যই করে থাকে। লোকে দেখে না বলে তারা যাকাত মোটেই দেয় না। নামায লোকে দেখে, কাজেই তারা লোক দেখান নামায পড়ে। (বঃ কোঃ)

○ সূরা কাওছারের শানে নুযূল ঃ যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর পুত্র কাসেম ইন্তেকাল করেন, তখন কতিপয় কাফের, রাসূলুল্লাহ (স)-কে নির্বংশ (নিঃসন্তান) বলে উপহাস করতে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন।

সূরা কা-ফিরূন
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৬
রুকূ ঃ ১

① قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ② لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ③ وَلَآ أَنْتُمْ

১। ক্বুল্ ইয়া~আইয়্যুহাল কা-ফিরূন। ২। লা~'আবুদু মা- 'তাবুদূন। ৩। ওয়ালা~আন্তুম

(১) আপনি বলুন, হে কাফিরগণ। (২) তোমরা যার ইবাদাত করছ, আমি তার ইবাদাত করি না। (৩) আর তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও।

عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ④ وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ⑤ وَلَا

'আ-বিদূনা মা~'আবুদ্। ৪। ওয়ালা~আনা 'আ-বিদুম্ মা-'আবাত্তুম, ৫। ওয়ালা~

আমি যাঁর ইবাদাত করছি। (৪) এবং আমি ও তার ইবাদাতকারী নই। যার ইবাদাত তোমরা করছ। (৫) আর তোমরাও

أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ⑥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ

আন্তুম 'আ-বিদূনা মা~'আবুদ। ৬। লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়া দীন।

তাঁর ইবাদাতকারী নও। যাঁর ইবাদাত আমি করছি। (৬) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (প্রতিফল) আর আমার জন্য আমার দ্বীন।

ع ১ ৩৪ রুকূ

সূরা নাছর
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩
রুকূ ঃ ১

① إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ② وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ

১। ইযা- জ্বা—আ নাস্বরুল্লা-হি ওয়াল্ ফাত্হু। ২। ওয়া রাআতান্ না-সা ইয়াদ্খুলূনা ফী দীনিল্লা-হি

(১) এখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে, (২) আর লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে

أَفْوَاجًا ③ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

আফ্ওয়া-জ্বা-। ৩। ফাসাব্বিহ্ বিহাম্দি রাব্বিকা ওয়াস্তাগ্ফির্হু ; ইন্নাহু কা-না তাওয়্যা-বা-।

দেখবেন, (৩) তখন আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ বর্ণনা করুন। আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তিনি তো মহা ক্ষমাশীল।

ع ১ ৩৫ রুকূ

○ সূরা কাফিরূনের শানে নুযূল ঃ কুরাইশ সরদারদের একদল একবার রাসূল (স)-এর কাছে এসে প্রস্তাব করে, আপনি একবছর আমাদের দেব-দেবীদের ইবাদত করবেন এবং আমরা এক বছর আপনার প্রভুর ইবাদত করব। রাসূল (স) বলেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন কিছুকে শরীক করা থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারা তখন বলে, তাহলে আপনি আমাদের কিছু দেব-দেবীকে স্পর্শ করে দিন। তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মেনে নেব এবং আপনার প্রভুর প্রতি ঈমান আনব। তখনই আল্লাহতাআলা এই সূরা নাযিল করেন। পর দিন রাসূল (স) মসজিদে হারামে এসে দেখেন, মসজিদে মানুষে পরিপূর্ণ। রাসূল (স) তখন সেখানে দাঁড়িয়ে এই সূরা পাঠ করলে সকলে চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়ে। ইবনে আব্বাসের (রা) রেওয়াতে আছে, রাসূল (স)-এর কাছে কুরাইশদের মধ্যে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, উমাইয়া ইবনে খালফ ও আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিবও এসেছিল। (কুরতুবী)

○ সূরা নাছরের শানে নুযূল ঃ সূরা অবতীর্ণের দিক দিয়ে এটি শেষ নাযিলকৃত সূরা। যখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন কতিপয় সাহাবা (রা) ধারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর এখন শেষ সময়। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল (স)-কে তাসবীহ, তাহমীদ ও ইস্তেগফারের নির্দেশ দিয়েছেন। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ نصر الله والفتح - আল্লাহর সাহায্য দ্বারা, ইসলাম ও মুসলমানগণের কুফর ও কাফিরদের উপর বিজয় বুঝানো হয়েছে এবং 'বিজয়' দ্বারা মক্কা বিজয়কে বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)

সূরা লাহাব
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫
রুকূ ঃ ১

(১) تَبَّتْ يَدَآ أَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ (২) مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ

১। তাব্বাত্‌ ইয়াদা~আবী লাহাবিওঁ ওয়া তাব্বা। ২। মা~আগ্‌না- 'আন্‌হু মা- লুহূ ওয়ামা- কাসাব্‌।
(১) আবু লাহাবের দু হস্ত বিনষ্ট হোক এবং বিনাশ হোক সে নিজেও। (২) তার ধনসম্পদ এবং সে যা উপার্জন করেছে তা কোনই উপকারে আসেনি।

(৩) سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (৪) وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

৩। সাইয়াস্বলা- না-রান যা-তা লাহাবিওঁ ৪। ওয়াম্‌রাআতুহূ ; হাম্মা- লাতাল হাত্বাব।
(৩) অতিশীঘ্রই সে প্রবেশ করবে (জ্বলবে) শিখাযুক্ত (লেলিহান) অগ্নিতে। (৪) আর তার স্ত্রীও সে ইন্ধন (জ্বালানী কাঠ) বহনকারিণী।

(৫) فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ

৫। ফী জ্বীদিহা- হাবলুম মিম মাসাদ।
(৫) তার (স্ত্রীর) গলায় রয়েছে খেজুর আঁশের রজ্জু।

সূরা ইখলা-স
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪
রুকূ ঃ ১

(১) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (২) اَللّٰهُ الصَّمَدُ (৩) لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ

১। কুল্‌ হুওয়াল্লা-হু আহাদ্‌। ২। আল্লা-হুস্ব স্বামাদ্‌। ৩। লাম ইয়ালিদ্‌ ওয়া লাম ইউলাদ্‌।
(১) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ এক। (২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, (৩) তিনি (আল্লাহ) কাউকেই জন্ম দান করেন না।

(৪) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

৪। ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান্‌ আহাদ্‌।
(৪) আর তাঁকেও কেউ জন্ম দান করেনি। তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

○ সূরা লাহাবের শানে নুযূল ঃ যখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে নির্দেশ দেয়া হল যে, "হে রাসূল! আপনি আপনার নিজ আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছান।" তখন রাসূলুল্লাহ (স) সাফা পাহাড়ে উঠে "ইয়া সাবা-হা" বলে আওয়াজ দিলেন। তখন এ ধরনের আওয়াজ ছিল, অশুভ সংকেত ধ্বনি। সুতরাং সবাই এ আওয়াজে পাহাড়ের নীচে এসে সমবেত হল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা বল, আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, এ পাহাড়ের পশ্চাতে এক অশ্বারোহী বাহিনী অবস্থান করছে, যারা তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। তবে সে কথাটি তোমরা বিশ্বাস করবে? তারা বলল, কেন করবনা? আমরা আপনাকে কখনও মিথ্যাবাদী রূপে পাইনি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি তোমাদেরকে এক ভীষণ শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি। (যদি তোমরা কুফর ও শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত থাক।) একথা শুনে আবু লাহাব বলল, تَبًّا لَكَ তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি আমাদেরকে একথা শোনাবার জন্য সমবেত করেছ? যে প্রেক্ষিতে আল্লাহ এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। (কুঃ কারীম) আবু লাহাব ঃ তার প্রকৃত নাম আব্দুল উজ্জা। তার চেহারা ছিল সুন্দর এবং অগ্নির মত। তাই তাকে আবু লাহাবা (অগ্নি শিখার পিতা) বলা হত। (কুঃ কারীম) ○ সূরা ইখলাছের শানে নুযূল ঃ মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলল, আমাদেরকে আপনার প্রতিপালকের বংশ পরিচিতি বলে শুনান। এ প্রেক্ষিতে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। (আসবাব)

সূরা ফালাক্ব
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫
রুকূ ঃ ১

(১) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (২) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (৩) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا

১। কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব, ২। মিন্‌ শারূরি মা- খালাক্ব। ৩। ওয়া মিন্‌ শাররি গা-সিক্বিন ইযা-
(১) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি প্রভাতের স্রষ্টার, (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অপকার হতে, (৩) আঁধার রাতের অপকার হতে, যখন তা আঁধারে

وَقَبَ (৪) وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ (৫) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

ওয়াক্বাব্‌। ৪। ওয়া মিন্‌ শারূরিন্‌ নাফ্‌ফা-ছা-তি ফিল্‌ 'উক্বাদ্‌। ৫। ওয়া মিন্‌ শারূরি হ্বা-সিদিন্‌ ইযা- হ্বাসাদ্‌।
আচ্ছন্ন হয়ে যায়। (৪) আর (যাদু পাঠ করে) গিরাসমূহে ফুঁক প্রদানকারিণীদের অপকার হতে। (৫) আর হিংসুকের অপকার হতে, যখন সে হিংসা করে।

সূরা না-স
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৬
রুকূ ঃ ১

(১) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (২) مَلِكِ النَّاسِ (৩) اِلٰهِ النَّاسِ (৪) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ

১। কুল্‌ আ'উযু বিরাব্বিন্‌ না-স, ২। মালিকিন্‌ না-স, ৩। ইলা-হিন্‌ না-স্‌। ৪। মিন্‌ শারূরিল্‌ ওয়াস্‌ ওয়া-সিল্‌
(১) আপনি বলুন, আমি মানুষের প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই। (২) যিনি মানুষের বাদশাহ, (৩) যিনি মানুষের মাবুদ, (৪) আশ্রয় চাই লুকিয়ে থাকা শয়তানের

الْخَنَّاسِ (৫) الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ (৬) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

খান্না-স্‌। ৫। আল্লাযী ইউওয়াস্‌ওয়িসু ফী স্বুদূরিন্‌ না-স্‌। ৬। মিনাল্‌ জ্বিন্নাতি ওয়ান্না-স্‌।
কুমন্ত্রণার অপকার হতে, (৫) যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা প্রদান করে, (৬) জ্বীন ও মানুষের ভিতর থেকে।

○ সূরা ফালাক্ব ও নাসের শানে নুযূল ঃ রাসূলুল্লাহ (স) একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। তিনি নিদ্রাবস্থায় দেখতে পান যে, দুজন ফেরেশতা তাঁর কাছে আসেন। একজন তাঁর শিরোদেশে, অন্যজন্য তাঁর পাদদেশে দাঁড়িয়ে পরস্পরে কথোপকথন করছেন। শিরোদেশের ফেরেশতা, পাদদেশে অবস্থানকারী ফেরেশতার কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে, আচ্ছা রাসূলুল্লাহ (স)-এর রোগ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? তিনি বললেন, তিনি (স) যাদুতে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি (ফেরেশতা) জিজ্ঞাসা করেন, যাদু কে করেছে? ফেরেশতা বললেন, লোবায়েদ বিন আ'সম ইয়াহুদী। ফেরেশতা পুনরায় সে ফিরিশতার কাছে জিজ্ঞাসা করেন, সে যাদুটি কোথায়? জবাব দিল যে, অমুক (জোরযান) কূপের মধ্যে একটি খেজুরের খোসার আবরণের মধ্যে পাথরের নীচে চাপা রয়েছে। এখন তা নষ্ট করার পদ্ধতি হচ্ছে, সে কূপের পানি ফেলে দিয়ে পাথরের নীচে থেকে খেজুরের খোসার আবরণটি বের করে সেটি জ্বালিয়ে দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (স) এ কথা শুনে, ভোর বেলা, আম্মার বিন ইয়াসিরকে (রা) কতিপয় সাহাবা (রা)-সহ কূয়ার কাছে প্রেরণ করেন। তাঁরা কূয়ার পানি উঠিয়ে ফেললেন এবং পাথর উঠিয়ে খেজুরের খোসাটি বের করে যখন জ্বালিয়ে দিলেন, তখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে, তাতে একটি তাগের (সূতায়) এগারটি গিরা দেয়া রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এ সূরা দুটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (স) এক এক আয়াত পাঠ করেন সাথে সাথে এক একটি গিরা খুলে যায়। যখন এগারটি আয়াত পাঠ করা হল, গিরা এগারটিও খুলে গেল। (আসবাবুন নুযূল)

ক্বোরআন শরীফ খতমের দোয়া

ক্বোরআন শরীফ খতমকালে সূরা নাস পর্যন্ত তিলাওয়াত করার পর পুনরায় সূরা ফাতিহা ও "আলিফ-লাম-মীম" থেকে "মুফলিহুন" পর্যন্ত তিলাওয়াত করে নিম্নের দোয়া পাঠ করে মোনাজাত করবে।

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ ۝ وَنَحْنُ

ছাদাক্বাল্লা-হুল্ 'আলিইয়ুল্ 'আজীম। ওয়া ছাদাক্বা রাসূলুহুন্ নাবিইয়ুল্ কারীম। ওয়া নাহ্নু

মহান আল্লাহতাআলা অবশ্যই সত্য বলেছেন। আর তাঁর সম্মানিত নবী ও রাসূল (সাঃ) ও সত্য বলেছেন

عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ حَلَاوَةً

'আলা- যা-লিকা মিনাশ্ শা-হিদীন্। আল্লা-হুম্মার্ যুক্বনা- বিকুল্লি হার্‌ফিম মিনাল্ কুরআ-নি হালা-ওয়াতাও

আমি এর সাক্ষী। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফের স্বাদ আস্বাদন করান

وَّبِكُلِّ جُزْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ جَزَاءً ۝ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِالْاَلِفِ اُلْفَةً وَّبِالْبَاءِ

ওয়া বিকুল্লি জুয্‌ইম মিনাল কুর্‌আনি জ্বাযা—আ। আল্লা-হুম্মার যুক্বনা বিল্‌আলিফি উল্‌ফাতাও ওয়াবিল্‌বা—ই

এবং কুরআনের প্রতিটি অংশের বদলে প্রতিদান প্রদান করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আলিফের বিনিময়ে ভালবাসা, 'বা' এর

بَرَكَةً وَّبِالتَّاءِ تَوْبَةً وَّبِالثَّاءِ ثَوَابًا وَّبِالْجِيْمِ جَمَالًا وَّبِالْحَاءِ حِكْمَةً

বারাকাতাও ওয়াবিত্তা—ই তাওবাতাও ওয়াবিছ্‌ছা—ই ছাওয়া-বাও ওয়াবিল্‌জীমি জ্বামা-লাও ওয়াবিল্‌হা—ই হিক্‌মাতাও

বিনিময়ে বরকত, 'তা' এর বিনিময়ে তওবা, 'ছা' এর বিনিময়ে সওয়াব, 'জীম' এর বিনিময়ে সৌন্দর্য, 'হা' এর বিনিময়ে হিকমত-প্রজ্ঞা,

وَّبِالْخَاءِ خَيْرًا وَّبِالدَّالِ دَلِيْلًا وَّبِالذَّالِ ذَكَاءً وَّبِالرَّاءِ رَحْمَةً

ওয়াবিল্‌খা—ই খাইরাও ওয়াবিদ্দা-লি দালীলাও ওয়াবিয্ যা-লি যাকা—আও ওয়াবির্‌রা—ই রাহ্‌মাতাও

'খা' এর বিনিময়ে কল্যাণ, 'দাল' এর বিনিময়ে দলিল-প্রমাণ, 'যাল' এর বিনিময়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, 'রা' এর বিনিময়ে দয়া,

وَّبِالزَّاءِ زَكٰوةً وَّبِالسِّيْنِ سَعَادَةً وَّبِالشِّيْنِ شِفَاءً وَّبِالصَّادِ صِدْقًا

ওয়াবিয্‌যা—ই যাকা-তাও ওয়াবিস্‌সীনি সা'আ-দাতাও ওয়াবিশ্‌শীনি শিফা—আও ওয়াবিছ্‌ছাদি ছিদ্‌ক্বাও

'যা' এর বিনিময়ে পরিশুদ্ধতা, 'সীন' এর বিনিময়ে সৌভাগ্য, 'শীন' এর বিনিময়ে আরোগ্য, 'ছায়াদ' এর বিনিময়ে সত্যবাদিতা,

وَّبِالضَّادِ ضِيَاءً وَّبِالطَّاءِ طَرَاوَةً وَّبِالظَّاءِ ظَفَرًا وَّبِالْعَيْنِ عِلْمًا

ওয়াবিদ্বা-দ্বি দ্বিয়া—আও ওয়াবিত্বা—য়ি ত্বারা ওয়া তাও ওয়াবিজ্‌জা—ই জাফারাও ওয়াবিল 'আইনি 'ইলমাও

'দ্বাদ' এর বিনিময়ে আলো, 'ত্বোয়া' এর বিনিময়ে সজীবতা, 'জোয়া' এর বিনিময়ে সাফল্য, 'আইন' এর বিনিময়ে জ্ঞান,

وَّبِالْغَيْنِ غِنًى وَّبِالْفَاءِ فَلَاحًا وَّبِالْقَافِ قُرْبَةً وَّبِالْكَافِ كَرَامَةً

ওয়াবিল্‌গাইনি গিনাও ওয়াবিলফা—ই ফালা-হাও ওয়াবিলক্বা-ফি কুরবাতাও ওয়াবিলকা-ফি কারা-মাতাও

'গাইন' এর বিনিময়ে ঐশ্বর্যময়, 'ফা' এর বিনিময়ে সাধনায় সাফল্য লাভ, 'ক্বাফ' এর বিনিময়ে নৈকট্য, 'কাফ' এর বিনিময়ে মর্যাদা,

وَّبِاللَّامِ لُطْفًا وَّبِالْمِيْمِ مَوْعِظَةً وَّبِالنُّوْنِ نُوْرًا وَّبِالْوَاوِ وُصْلَةً

ওয়া বিল্‌লা-মি লুত্বফাও ওয়া বিলমীমি মাও'ইজাতাও ওয়া বিন্‌নূনি নূরাও ওয়া বিল্‌ওয়াই উছলাতাও

লাম এর বিনিময়ে বিনম্রতা, 'মীম' এর বিনিময়ে উপদেশ, 'নূন' এর বিনিময়ে নূর, 'ওয়াও' এর বিনিময়ে মিলন, 'হা' এর বিনিময়ে

وَّبِالْهَاءِ هِدَايَةً وَّبِالْيَاءِ يَقِيْنًا ۝ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝

ওয়াবিলহা—ই হিদা-য়াআও ওয়াবিলইয়া—ই ইয়াক্বীনা-। আল্লাহুম মান্‌ফা'না- বিল্‌কুরআ-নিল্ 'আজীম।

হেদায়াত ও 'ইয়া' এর বিনিময়ে দৃঢ় বিশ্বাস নছীব করুন। হে আল্লাহ! পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে উপকৃত করুন।